রেজিষ্টরি করা।
রেজিঃ নং ১৯৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫শ ভাগ। ২২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ৩ রা বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ১৪ ই এপ্রেল।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০১ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

" প্রমোদিনী ১ ম খণ্ড।

আকার একত্রিশ ফরমারও অধিক। প্রতিবৎসর তিনবার প্রচারিত হইবে।

১ ম খণ্ডের সূচী।

পদ্যাংশ।

বিজ্ঞাপন।

সাহেবের দুঃ সংবাদ।

" মরমে মরিয়া সখি আছি চিরকাল। " আশা (ক্রমশঃ) বনবাসিনী সীতার আক্ষেপ। বসন্তের প্রতি দিতি। রাসলীলা (ক্রমশঃ)

গদ্যাংশ।

বিচিত্র অঙ্গীকার (ক্রমশঃ) কল্পনা মুকুর (ক্রমশঃ) পাগলের প্রলাপ (ক্রমশঃ)

স্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি প্রতি খণ্ডে মূল্য ডাক মাসুল সহিত ১৶০

অস্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি ঐ ঐ ১৷৶০

পাকোড় প্রমোদিনী সভা } ২২ চৈত্র ১২৭৯ — শ্রীদিগম্বর চক্রবর্ত্তী সহকারী সম্পাদক

" বিদ্যোদয় " নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য বিশারদ দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছু দিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

লাহোর ইউনিবর্সিটি আফিস } শ্রীনবীনচন্দ্র রায় সহকারী রেজিষ্ট্রার

বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব।

আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রতি পক্ষে ফর্ম্মাকারে বারুইপুরস্থ অভিনব উদ্যানে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে চিকিৎসাসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় ক্রমশঃ লিখিত হইবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীর প্রতি ভাতিবারে অর্দ্ধ আনা। বিনা স্বাক্ষরকারীর প্রতি প্রতি সংখ্যা এক আনা। মফস্বলে প্রতি সংখ্যায় ডাক মাসুল অর্দ্ধ আনা।

বারুইপুর ১৪ই চৈত্র ১২৭৯ } জি, এল সি, নেটিব ডাক্তার শ্রীপূর্ণানন্দ দাস।

" সেতার শিক্ষা "। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। এই গ্রন্থে ঐ মনোমোহন যন্ত্র অনায়াসে অভ্যাস করণে সক্ষম হইবার অতি সহজ উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উহাতে সাধারণের প্রিয় ২৮ উৎকৃষ্ট গান এবং রাগিণ্য দিন আলাপ সহজ হইতে ক্রমশঃ কঠিন পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ৪ টাকা, ডাক মাসুল ৶ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রালয়ে এবং লালদীঘীস্থ শ্রীযুক্ত ... কোং-র নিকট প্রাপ্তব্য।

চমৎকার চম্পু।

এই নাটক খানি পটোলডাঙ্গা ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং ... অর্ডর করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সাধু।

বাল্মীকি রামায়ণের বাঙ্গলা অনুবাদ।

মাসে ১০ ফরমা। বার্ষিক মূল্য ৫॥ টাকা ডাক মাশুল সহিত। কলিকাতা উত্তর ইটালী চিজ্জিতীঘাটা রোড ১০৩ নং ভবনে পাওয়া যায়।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য।

মৎপ্রণীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, যাহাতে ধাতু, ধাত্বর্থ, সকর্ম্মক, অকর্ম্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতাধ্যায়িদিগের জন্য) গণ, পদ ধাতুরূপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবেন। মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৯১ ১২৭৯ ১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীলালকমল বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক প্রণীত " সামতলিক ত্রিকোণমিতি " সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাশুলাদি /০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ।

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

কোর্টের মনোযোগ হইয়াছে। আমরা অনেক দিন অবধি কহিয়া আসিতেছি অনেক বিচারপতি যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হন না বলিয়া অর্থি প্রত্যর্থি ও সাক্ষিগণকে যার পর নাই কষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আজি যদি হাই কোর্ট সেই অনিষ্ট নিবারণ করেন, কেবল অর্থি প্রত্যর্থি ও সাক্ষিদিগের নয় আমাদিগেরও অতিশয় আহ্লাদের হইবে।

—০ঃ০—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল প্রাচীন বাটী অথবা কীর্ত্তিস্তম্ভাদি এদেশীয়দিগের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক, সেগুলির রক্ষার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল বিশেষ যত্ন করেন। আমরা লার্ড নর্থব্রুকের এই সদনুষ্ঠান দর্শনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। এদেশীয়দিগের পূর্ব্ব কীর্ত্তি গুলির লোপ না হয় লার্ড নর্থব্রুকের একান্ত চেষ্টা। এ চেষ্টা তাঁহার প্রজানুরক্ততার অপর পরিচায়ক। ইহাতে তাঁহার মহানুভাবতাও প্রকাশ পাইতেছে। অপরের কীর্ত্তি রক্ষার ইচ্ছা ক্ষুদ্র হৃদয়ে উদিত হয় না।

—ঃ০ঃ—

কাহার প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার হইলে আমাদিগের প্রধান পুরুষেরা তাহার রোদনে কর্ণপাত করেন, এই কারণে আজি কালি অনেকে আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া প্রধান রাজপুরুষদিগের নিকটে আবেদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা সে দিন একখানি আবেদন পত্রের প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম, আজি আর এক খানির প্রসঙ্গ করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত কেশনাথ পণ্ডিত অযোধ্যার অন্যতম তালুকদার মহারাজ মানসিংহকে ১০০০০ টাকা কর্জ্জ দেন। মানসিংহ লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ওদিকে গবর্ণমেণ্ট ১৮৭০ অব্দের ২৪ আইন নামে এক আইন করিয়াছেন। কেহ যে আর তালুকদারের নামে আদালতে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিবেন, সে পথ নাই। ঐ আইনে তাহার নিষেধ করিয়াছে। আইনে ব্যবস্থা আছে, জমীদারীর উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ঋণ পরিশোধ করা হইবে। কিন্তু যিনি মানসিংহের তালুকের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন, তিনি টাকা উদ্বৃত্ত হইতেছেনা বলিয়া ঋণ পরিশোধ করিতেছেন না। কেশনাথ পণ্ডিত এই কারণে নিরুপায় হইয়া মহানুভব লার্ড নর্থব্রুকের নিকটে আবেদন করিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আইনে আছে যদি জমীদারীর উপস্বত্ব উদ্বৃত্ত না হয়, অন্ততঃ জমীদারীর কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইবে। যদি একান্ত উদ্বৃত্ত না হয়, অন্ততঃ কিয়দংশ বিক্রয় করিয়াও মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ করা বিধেয় সন্দেহ নাই। ঋণগ্রাহিদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের যেমন উদ্দেশ্য, ঋণ দাতাদিগকে রক্ষা করাও তেমনি কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে অতিশয় অবিচার হয়। ১৮৭০ অব্দের পরে তালুকদারদিগকে যাঁহারা কর্জ্জ দিতেছেন, তাঁহারা আইন না জানিয়া ও বিবেচনা না করিয়া কর্জ্জ দিলেন কেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে এ কথা বলিবার যেমন পথ আছে, কেশনাথ পণ্ডিতের বিষয়ে সেরূপ বলিবার পথ নাই। তিনি যখন কর্জ্জ দিয়াছেন, তখন আইন হয় নাই। আদালতে অভিযোগ করিয়া টাকা আদায় করিতে পারিবেন না, তখন তিনি তাহা জানিতেন না, অতএব তাঁহার ও তৎসদৃশ ব্যক্তিদিগের বিষয়ে কিছু বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হয়।

এই প্রসঙ্গে উক্ত আইনের বিষয়ে কিছু বলা আমাদিগের অভিপ্রেত হইল। ঐ আইনটী করা গবর্ণমেণ্টের সদ্বিবেচনার কাজ হইয়াছে। অতঃপর মহাজনদিগকে সাবধান হইয়া কর্জ্জ দিতে হইবে, তাঁহারা আর হাত পাতিলেই টাকা পাইবেন না। অনায়াসে টাকা পাইতেন বলিয়া তালুকদারদিগের অপব্যয়শীলতার যে অভ্যাস হইয়াছিল, কেবল যে তাহার নিবৃত্তি হইবে এরূপ নয়, আর একটী মহৎ অনিষ্টের নিবারণ হইবে। সে অনিষ্ট এই, তালুকদারেরা তালুক বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিতেন, টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেন না, তালুক বিক্রয় হইয়া যাইত। উহা অনেক সময়ে খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্রয় হইত। দেশ মধ্যে এক একটী বৃহৎ সম্পত্তি অখণ্ড না থাকিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। সম্পত্তির খণ্ডভাব দেশের শ্রী হ্রাসের যে একটী প্রধান কারণ তাহা বলা বাহুল্য। এদেশে জ্যেষ্ঠাধিকারের আইন নাই। উল্লিখিত আইনটী বহুল অংশে তৎকার্য্য সাধন করিবে সন্দেহ নাই। অন্য অন্য দেশেও ঐ আইনটী প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

—০—

/ হাবড়া মিউনিসিপালিটি ও টাক্স বৃদ্ধির চেষ্টা।

মিউনিসিপাল কমিশনরেরা প্রজার মনোনীত হইয়া নিয়োজিত না হওয়াতে সময়ে সময়ে প্রজাবর্গের যে অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, আমরা অনেকবার এই পত্রিকায় তাহার আন্দোলন করিয়াছি। অদ্য যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করা হইতেছে এটী তাহারই অন্যতম উদাহরণ।

কিয়দ্দিন হইল, বকোর্ট সাহেব বাঙ্গলা দেশের ব্যবস্থাপক সভায় এই ভাবের একটী আইন করিবার প্রস্তাব করেন যে হাবড়ায় গ্যাসের আলোর শতকরা দুই টাকা টাক্স বৃদ্ধি হয়। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আপত্তি করিয়া কহেন, প্রজাদের

মত না লইয়া আইন করা উচিত হয় না। মত প্রকাশের নিমিত্ত উপযুক্ত সময় দেওয়া হউক। এ বিষয়ে আমাদের লেপ্টনন্ট বাহাদুর এই বলিয়া আপত্তি খণ্ডন করেন যে যখন কমিশনরেরা এ বিষয়ে মত দিয়াছেন তখন ইহাতে প্রজাদের মত আছেই আছে। কারণ কমিশনরেরা প্রজাদের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাঁহারা প্রজাদিগের মতই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তবে তাঁহার এই অনুগ্রহ হইয়াছে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে তিন সপ্তাহ সময় দিয়াছেন এবং প্রজাদের মত জানিবার জন্য গেজেটে উহা প্রচার করিবার আদেশ করিয়াছেন। এস্থলে আর একটী কথা না বলিলে পাঠকগণ হাবড়ার প্রজাদের প্রকৃত বিপদটি বুঝিতে পারিবেন না। হাবড়ার কমিশনর মহাত্মারা হাবড়ায় ঐ গ্যাসের আলোর জন্য বর্ষে বর্ষে বিংশতি সহস্র করিয়া টাকা দিবেন বলিয়া বিংশতি বৎসরের নিমিত্ত কণ্ট্রাক্ট করিয়াছেন। এখন প্রজারা মরুক আর বাঁচুক তাহাদের আর ঘাড় নাড়িবার যো নাই। যদি তাহারা দুই টাকা রেটে আলোর টাক্স দিতে অসম্মত হয়, তাহাদের হাউসের টাক্সের ফণ্ড হইতে কমিশনরেরা ঐ ব্যয় দিবেন। সুতরাং গ্রাম মধ্যবর্ত্তী কুৎসিত রাস্তাগুলির কখনও কিছু উন্নতি হইবে তাহার আর আশা রহিল না। তবে ইহাতে কতকগুলি লোকের মঙ্গল আছে। যে সকল সম্পন্ন লোকের বাটীর নিকটবর্ত্তী রাস্তাগুলি পাকা হইয়াছে ও ঐসকল রাস্তা সন্ধ্যাকাল হইতে সমস্ত রাত্রি গ্যাস দ্বারা আলোকময় হইতেছে সেই সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তির যথার্থই সুখ। তাঁহারা যে টাক্স দেন পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিশ আনা লাভ পাইতেছেন, আবার যদি এ টাক্স টা না দিতে হয় অথচ কমিশনরদের কণ্ট্রাক্টের দৌলতে আলোর অন্যথা না হয়, তাহা হইলে ষোল আনাই লাভ। আমরা শুনিলাম, ঐ সকল মহাত্মা যাহাতে টাক্স না দিতে হয় তন্নিমিত্ত রামকৃষ্ণপুরে শীল বাবুদের বাগানে একটী সভা করিয়া ঐ সভা হইতে লেপ্টনন্ট গবর্ণরের নিকট ঐ বিষয়ে দরখাস্ত করিবেন। তাঁহারা কি ইচ্ছা করেন যে হাবড়া মিউনিসিপালিটির অধিকারে অন্যান্য বিষয় হইতে যে টাকা আদায় হইতেছে তদ্দ্বারাই তাঁহারা আলোক সুখ ভোগ করিবেন? যদি উঁহাদের রাস্তাগুলির ন্যায় সমুদায় মিউনিসিপালিটির অধিকারের রাস্তাগুলি ভাল হইত তাহাতে ক্ষতি ছিল না। উহার বার আনা রাস্তা যার পর নাই অপকৃষ্ট। বর্ষাকালে সেই সকল রাস্তায় চলিতে হইলে যেরূপ কষ্ট হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি ব্যতিরেকে বুঝিতে পারেন না। ঐ স্থানবাসী একজন বান্ধব কথায় কথায় এক দিন বলিলেন যে বর্ষাকালের রাত্রিতে কোন প্রতিবেশীর কোন বিপদ ঘটিলে শুদ্ধ রাস্তার দুর্গমতাপ্রযুক্ত কেহই সাহায্যদানে অগ্রসর হয় না। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়?

পাঠকগণ! উপরে যে সম্পন্ন লোকদিগের সভার কথা বলিলাম, তদ্ভিন্ন হাবড়া প্রজাসাধারণ নামে আর একটী সভা আছে। উহা প্রায় এক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এই টাক্সের বিষয়ে সাধারণ প্রজার মত জানিবার নিমিত্ত ২৫ এ চৈত্র সেই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে এই স্থির হইয়াছে যখন কমিশনরদের গ্যাসের কণ্ট্রাক্টের অন্যথা হইবে না এবং হাউস টাক্সের ফণ্ড হইতে বর্ষে বর্ষে বিশ হাজার টাকা গেলে রাস্তা ঘাট ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই তখন যে যে স্থানে আলো দেওয়া হইয়াছে সেই সেই স্থানের লোকদিগের যতই কষ্ট হউক যুক্তিমার্গানুসারে তাহাদিগেরই টাক্স হওয়া উচিত। কিন্তু যাহাতে ঐ আলো আর অধিক স্থানে না দেওয়া হয় এবং দরিদ্র প্রজাদিগের উপরে আর টাক্স ভার পতিত না হয় তজ্জন্য তাঁহারা লেপ্টনন্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ দেখুন, আমরা কেমন মিউনিসিপাল স্বাধীনতা সুখ সম্ভোগ করিতেছি। এই মিউনিসিপাল স্বাধীনতার প্রশংসা আমাদিগের লেপ্টনন্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের মুখে ধরে না। লার্ড নর্থব্রুক যদি তাঁহার মিউনিসিপাল বিল পাশ করিয়া দিতেন, এত দিন ঐ সুখ প্রজার নাসিকা পর্য্যন্ত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। যদি এতদ্বিষয়ে বাস্তবিক প্রজার স্বাধীনতা থাকিত, তাহাদিগের মতে কমিশনর নিয়োগ ও তাহাদিগের মতে বাস্তবিক কাজ হইত, কখন হাবড়ায় উল্লিখিত ঘটনা হইত না। পূর্ব্বে প্রজার মতানুসারে কাজ হইলে এখন উল্লিখিত দুই সভা হইতে দুই প্রকার আবেদন হইবার চেষ্টা হইবে কেন? হাবড়া প্রজাসাধারণ সভা যে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অনুমোদিত হইতেছে। উহাতে উভয় দিক রক্ষা হইতেছে। কমিশনরেরা যে কণ্ট্রাক্ট করিয়াছেন, তাহার বিঘ্ন হইতেছে না, পক্ষান্তরে দরিদ্রগণ অধিকতর কর যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে।

১২৭৯ অব্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

জগদীশ্বরের কৃপা ও গ্রাহক, সংবাদদাতা ও পত্রপ্রেরকগণের উৎসাহদান গুণে ১২৭৯ অব্দ অতিক্রম করিয়া আমরা নূতন বর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

পত্রিকাকারেরা নব বর্ষের গুণাগুণ ও ফলাফল বর্ণন করিয়া থাকেন, আমাদিগের তাঁহাদিগের বলিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং আমরা গত বর্ষের ফলাফল বর্ণন করিয়া পাঠকগণের প্রীতিসাধন করিলাম।

রাজনীতি।

লার্ড লরেন্সের গবর্ণর জেনরল পদে প্রতিষ্ঠা অবধি এদেশে কেবল অসন্তোষেরই বৃদ্ধি হইতেছিল। যে প্রণালী সদাঃ পরাজিত পঞ্জাবে কিছু দিনের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়, লার্ড লরেন্স তৎপরে লার্ড মেয় তাহা সমুদয় ভারতবর্ষে প্রচলিত করিবার চেষ্টা পান। তাহাই ঐ বিজাতীয় প্রজাবিরাগের কারণ। ঐ উভয় অধিকারকালে রাজপুরুষেরা তেজস্বিতা বাপদেশে যে পরিমাণে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, প্রজাগণের মনে সেই পরিমাণে অসন্তোষ ও রাজপুরুষদিগের সাধু ভাবের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। উত্তরোত্তর অসন্তোষের যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছিল, যদি আর কিছু দিন ঐরূপ হইত, এদেশে ইংরাজ অধিকার ক্রমে শ্লথপদ হইয়া আসিত সন্দেহ নাই। বোধ হয় বিধাতা এদেশীয়দিগের দুঃখদর্শনে খিদ্যমান হইয়াই মহানুভব লার্ড নর্থ ব্রুককে আনিয়া উপনীত করিলেন। তাঁহার আগমনে লোকে অনেক নিশ্চিন্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার উপরে সকল শ্রেণীর বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

গত বৎসরের রাজনীতি সংক্রান্ত ঘটনার মধ্যে রুশিয়ার সহিত সন্ধিই প্রধান। রুশিয়েরা ক্রমশই অগ্রসর হইতেছিলেন। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাম্রাজ্যের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে বলেন। তদনুসারে সম্রাট আলেকজণ্ডার বদকসান এবং ওয়াকান পর্য্যন্ত আমীর সিয়ার আলি খাঁর রাজ্য সীমা স্থির করিয়াছেন। ইহাতে এই লাভ হইয়াছে, আপাততঃ লোকের মনে যে চাঞ্চল্য হইয়াছিল তাহার অনেক নিবারণ হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের একজন দূত ইংলণ্ডে গমন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতা হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। রাজার সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সন্ধি হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্ত করা এই দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য। ফল কি হইয়াছে প্রকাশ পায় নাই।

ইয়ারখন্দ হইতে এক জন দূত এখানে কিছুদিন থাকিয়া তুরস্কে গমন করিয়াছেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এখান হইতে ফরসাইথ সাহেব ইয়ারখন্দে গমন করিতেছেন।

১২৭৮ অব্দের আয়ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণন কালে আমাদিগকে কেবল আক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। লার্ড লরেন্স ও লার্ড মেয় ক্রমাগত অপব্যয় ও নূতন কর স্থাপন করিয়া দেশকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু লার্ড নর্থব্রুক ইনকম টাক্স রহিত ও স্থানীয় কর স্রোত রুদ্ধ করিয়া দেশে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। মহাসভায় রাজস্বকমিটি এবারও অনেক পরিশ্রম করিয়া অনেক কুপ্রথা ও অপব্যয়ের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। বারিক ও সেনাদলের জন্য যে আত্যন্তিক অপব্যয় হইতেছে তাহা সম্প্রতি সর চারলস ট্রিবিলিয়ান প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আমরা এতদিন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিকে যাবতীয় রাজস্বঘটিত গোলযোগের কারণ বলিয়া জানিতাম। বাস্তবিক তিনি কারণ নহেন। লার্ড আর্গাইল অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাজস্ব হরণ করা গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিজের রাজনীতি। তিনি ইহা করিয়া কিয়দংশে ইংলণ্ডের টাকা বাঁচাইয়া থাকেন। রাজস্ব কমিটি হইতে এই অনিষ্টের নিবারণ হয়, ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় সভার আবেদনানুসারে এখন অবধি ষ্টেট সেক্রেটারি কিছু সকাল সকাল মহাসভায় এদেশের আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করিতে সম্মত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত মহাসভার অধিবেশনের শেষাংশে উহা উপস্থিত করা হইত। কেহই এবিষয়ে মনোযোগ দিতেন না।

লার্ড নর্থব্রুকের উপরে বিশ্বাস হওয়াতে লোকের আশা জন্মিয়াছে যে তিনি রাজস্বঘটিত অত্যাচারের সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিবেন। আর একটী সুলক্ষণ এই, তিনি স্বহস্তে রাজস্বের ভার লইয়াছেন। ভারতবর্ষের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সর রিচার্ড টেম্পল চলিয়া যাইতেছেন এবং সর উইলিয়ম মিউয়র রাজস্ব মন্ত্রী হইতেছেন।

শাসনকার্য্য।

এসম্বন্ধে এবৎসর বিশেষ কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই। তবে সর জন ষ্ট্রেচি ভারতবর্ষীয় কৌন্সিল ত্যাগ করাতে ভারতবর্ষ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। এই কর্ম্মচারী অনুপযুক্ত লোক নহেন, কিন্তু ইনি নিয়মবহিভূত প্রণালীর উপাসক। এই প্রণালী ভারতবর্ষের উপযোগী নহে সুতরাং যতদিন তাঁহার পরামর্শে কার্য্য হইয়াছে, তত দিন অনিষ্টই ঘটিয়াছে। সর জন ষ্ট্রেচি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসন কর্ত্তা হইতেছেন। তিনি যে কৃতকার্য্য হইবেন, সে বোধ হইতেছে না। ইডেন সাহেব ব্রহ্মদেশে নিযুক্ত হইয়াছেন। অল্পকালমধ্যে তাঁহার অধীনে ব্রহ্ম দেশের অবয়বের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। কাম্বেল সাহেবের পর তাঁহারই বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

বিচার।

প্রিবি কৌন্সিলে বেতনভোগি বিচা-

রপতি নিয়োগ হওয়াতে একণে শীঘ্র শীঘ্র আপীল নিষ্পত্তি হইতেছে, তাহাতে এদেশের সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতি বেলি ও এলফিনোষ্টান জাকসন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উভয়েই এতদ্দেশীয়দিগের বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তন্নিমিত্ত এদেশীয়েরা তাঁহাদিগের মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা দুঃখ সহকারে বলিতেছি সর বর্ণেস পিককের গমনাবধি প্রধানতম বিচারালয়ের প্রতি লোকের তত শ্রদ্ধা নাই। বিচারপতিগণ কিছু দিন হইল আবেদন গ্রহণের কঠিন নিয়ম করাতে আপীল প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। তাহাতে দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে সুবিচারের দ্বার এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি এই নিয়ম রহিত হইয়াছে। এবারও আমরা আক্ষেপ করিতেছি আলাহাবাদ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ে এক এক জন এতদ্দেশীয়কে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হয় নাই।

গত বৎসর ফৌজদারি বিচার সম্বন্ধে ভারতবর্ষ অতিশয় ভাগ্যহীন হইয়াছেন ১ লা জানুয়ারি অবধি নূতন ফৌজদারী আইন প্রচলিত হইয়াছে। এই আইনের অনুসারে প্রত্যর্থির প্রায় মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার মধ্যেই অত্যাচারের আরম্ভ হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি একণে রাস্তার লোককে ধরিয়া মেয়াদ দিলেও তাহা আইনসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। জেলার জজদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করা হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটেরা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন। আইনের এই অবস্থা, তাহার উপরে কাম্বেল সাহেবের রাজনীতি, জেলগুলি প্রকৃত যমালয় হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে কুপ্রণালী ফ্রান্সে আছে এখানেও তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ফল কথা এই, যে বিচার প্রণালী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গর্ব্ব ও গৌরবের বিষয় ছিল ফৌজদারী সম্বন্ধে তাহা আর নাই। সর্ব্বসাধারণে এই আইন রহিত করিবার চেষ্টায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ষ্টেট-সেক্রেটারির নিকটে অনেক রোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বিফল হইয়াছে। এই আনটী আমাদিগের ব্যবস্থা সংগ্রহের কলঙ্কস্বরূপ রহিল।

ব্যবস্থা।

এবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধিক লিখিবার বিষয় নাই। তবে কাম্বেল সাহেব স্বাধীনতা দান ব্যপদেশে ভয়ানক মিউনিসিপাল আইন করিয়াছিলেন, লাড নর্থব্রুক তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে কে না উৎসন্ন যাইত। পঞ্জাবের মিউনিসিপাল বিল ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের করসংক্রান্ত বিল গুলি অদ্যাপিও বিধিবদ্ধ হয় নাই। ঐ উভয় বিলের প্রতিই সর্ব্বসাধারণের আপত্তি আছে। উহা হইতে অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা হইতেছে। লাড নর্থব্রুক সর্ব্বদা আইন পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহেন। অতএব ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিছুদিন শান্তিভোগ করিবেন বোধ হইতেছে। ষ্টিফেন সাহেবের এদেশ ত্যাগ সাধারণের আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। হব হাউস সাহেব নূতন আসিয়াছেন, অতএব এখন তাঁহার বিষয়ে কিছু ভাল মন্দ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি নিয়ম বহির্ভূত প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন তাহা ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কাম্বেল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আর সেকেলে প্রভুত্ব নাই। তিনি কয়েকবার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত মন্ত্রির নিকটে অপদস্থ হইয়াছেন।

রাজা রমানাথ ঠাকুর গত বর্ষে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। লার্ড নর্থব্রুক নিজে তাঁহাকে এই পদ ও রাজা উপাধি দান করিয়াছেন। এতদিন রাজা সর্দ্দারদিগকে শোভার্থ নিয়োজিত করা হইত; লার্ড নর্থব্রুক এই রাজনীতির পরিবর্ত্ত করিয়াছেন।

শিক্ষা।

ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রণালী ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। প্রতিবৎসর বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। কাম্বেল সাহেব যে প্রকার উচ্চশিক্ষার পশ্চাতে লাগিয়াছিলেন তাহার কতক শান্ত হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রস্তর নিধান সময়ে লার্ড নর্থব্রুক ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর উভয়েই প্রকাশ্য রূপে বলেন উচ্চ শিক্ষার উৎসাহ দেওয়াই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে দান করিয়াছিলেন তাহাই চলিতেছে। ১৮৫৮ অব্দে সমুদায় ভারতবর্ষের শিক্ষার নিমিত্ত ২১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এবার কেবল বঙ্গদেশের নিমিত্ত কাম্বেল সাহেব ২৭,০৯,৬৭৪ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কালেজ সমূহের কারণ ৪,৮৪,১৬২ টাকা জেলা স্কুল প্রভৃতির নিমিত্ত ৬,৫৯,২১৪ দেওয়া হইয়াছে। ৬,১৬,২৯৪ টাকা সাহায্য কৃত বিদ্যালয়ের এবং নিম্নতর বিদ্যালয়ের (কাম্বেল সাহেবের প্রিয় গুরু পাঠশালার) নিমিত্ত ৫৩০০০০ টাকা ব্যয় হইবে। সিবিল সার্বিস শ্রেণির এক বার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কাম্বেল সাহেব ব্যায়াম ও পদার্থ বিদ্যার যে উৎসাহ দিতেছেন তাহার ফল আপাততঃ না হউক ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা আছে। কাম্বেল সাহেবের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই, যাবতীয় ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তগত হয়। এটী বিড়ম্বনার বিষয় সন্দেহ নাই। ইহাতে শিক্ষা বিভাগের অমঙ্গল

হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষা বিভাগটীকে পূর্ব্বের ন্যায় এক জনের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখাই কর্ত্তব্য।

পুলিষ।

নূতন ফৌজদারী আইনে শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা অর্পিত হওয়াতে পুলিষের অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতার পুলিষ কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। গত বৎসর কয়েকটী বিশেষ অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। রাজধানীর পুলিষের অবস্থা অতিশয় লজ্জাকর। পুলিষের নিম্নতর কর্ম্মচারিগণ পয়সা পাইলে অনেক দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে সাধারণের এই সংস্কার। রাজধানীর পুলিষের সংশোধন করা অতিশয় আবশ্যক।

অন্য অন্য বিষয়।

গত বৎসর একটী অদ্ভুত পূর্ব্ব ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ফসেট সাহেবের ভারতবর্ষের স্বার্থ রক্ষার্থ চেষ্টা, তন্নিমিত্ত বঙ্গদেশ ও বোম্বাই হইতে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ব্রাইটনের সভা ও ঐ সভায় উর্জ্জস্বলবক্তৃতা ঐ ঘটনা।

গত বৎসর সমুদায় পৃথিবী শান্তি ভোগ করিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সের সভাপতি মসুর টিয়স অসাধারণ চেষ্টা পাইয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। অদ্যাপিও ফ্রান্সের কিয়দংশে জর্ম্মণীয়দিগের সৈন্য আছে; কিন্তু যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ যে টাকা দিতে হইবে তাহা সত্বর পরিশোধ হইতেছে। জর্ম্মণীর সম্রাটের সম্মানের বিষয় এই যত দূর সম্ভব তিনি টিয়সের সাহায্য করিতেছেন। গত জানুয়ারি মাসে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

ইটালির রাজার দ্বিতীয় পুত্র আমেডিয়স কিছু দিন স্পেনের রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় দলাদলি বহু বিদ্রোহ ও প্রজাদিগের ঔদাসীন্য নিবন্ধন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। স্পেনে সাধারণ তন্ত্র হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত হতভাগ্য দেশের গোলযোগ নিবৃত্তি হয় নাই। ইউরোপের অন্য অন্য প্রদেশে বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই।

আমেরিকারও সম্পূর্ণ শান্তি ভোগ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ঘটনা এই গ্লাডষ্টোন সাহেব আয়ারলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় বিল বিধিবদ্ধ করিতে না পারিয়া পদ ত্যাগ করিবার অভিলাষ করেন। রাজ্ঞী তন্নিমিত্ত ডিসরেলি সাহেবকে প্রধান মন্ত্রী হইতে বলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই, গ্লাডষ্টোন সাহেব পুনর্ব্বার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এটী ভারতবর্ষের পক্ষে সুখের বিষয় নহে টোরি মন্ত্রিগণ এদেশের স্বাভাবিক বন্ধু, বিশেষতঃ লার্ড আর্গাইল পদ ত্যাগ করেন ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব গেলে লার্ড আর্গাইলও স্ব পদ হইতে অপসৃত হইতেন, ভারতবর্ষের দুরদৃষ্ট দোষে তাহা ঘটিল না।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট দাস ব্যবসায় নিবারণার্থ সর বার্টল ফ্রিয়ারকে জানজিবারের সুলতানের নিকটে প্রেরণ করেন; কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই।

ভারতবর্ষীয় সভা।

এই সভা গত বৎসর আপনাদিগের পূর্ব্বতন মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছেন। সভাগণ স্বদেশীয়দিগের স্বার্থ রক্ষার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টায় মিউনিসিপাল বিল অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাঁহাদিগের আবেদনানুসারে ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব কিছু অগ্রে মহাসভায় প্রদত্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় সভা এক্ষণে যে দেশের একটী প্রধান ক্ষমতা স্বরূপ হইয়াছেন তাহা সকলেই কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে সাধারণ প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান করেন। এই কারণেই সভার অধ্যক্ষ রাজা রমানাথ ঠাকুরকে ব্যবস্থাপক সভায় অন্যতর সভ্য করা হইয়াছে।

উপসংহার।

সাধারণ্যে বিবেচনা করিলে ১২৭৯ সালকে নিন্দা করা যায় না। সকল স্থানে উত্তম রূপে শস্য হয় নাই বটে; কিন্তু কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। শস্য বরাবর সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের পীড়া অনেক কমিয়াছে। অন্য কোন স্থানে মারীভয় হয় নাই। শিক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। বাণিজ্যের উত্তম অবস্থা। ঘৃণিত ইনকম টাক্স উঠিয়া গিয়াছে। প্রধান শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার গুণবতী কন্যা মিস বেরিঙ সামাজিক গুণে সকল শ্রেণির প্রেমাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকটে আমাদিগের এখনও অনেক প্রার্থনীয় আছে। তাঁহারা অনুকূল হইয়া সেইগুলি পূর্ণ করেন এই আমাদিগের সানুনয় নিবেদন।

বহুবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক (১)। বিদ্যাসাগরের যেমন নাম, পুস্তকখানি তদনুরূপ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা অসামান্য বুদ্ধি, বিপক্ষ মত খণ্ডনের অদ্ভুত ক্ষমতা, মীমাংসা করিবার অসাধারণ শক্তি, বিপুল পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায়াদি অনেকগুলি অত্যুদার গুণের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি যে কত পরিশ্রমে কত গ্রন্থ হইতে কত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কেমন চমৎকার রূপে স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি প্রস্তাবিত পুস্তকখানি পাঠ না করিয়াছেন, তাহা [illegible] হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে।

(১) শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [illegible]। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, তাহার বিচার করিয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, গঙ্গাধর কবিরত্ন, রাজকুমার ন্যায়রত্ন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন ও সত্যব্রত সামশ্রমী, এই পাঁচ ব্যক্তি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক এক খানি পুস্তক প্রচার করেন। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তক ঐ গুলির প্রতিবাদ স্বরূপ। তাঁহার পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমাদিগের যেমন বিপুল আহ্লাদ হইল, তেমনি এক অংশে অতিশয় অসন্তোষ জন্মিল। তিনি যদি প্রতিবাদিগণের প্রতি গালিবর্ষণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ হস্ত সংকোচ করিতেন, তাঁহার পুস্তক খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের হৃদয়হারী হইত সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানির রচনা মধুর বিশদ ও উর্জ্জস্বল হইয়াছে। পাঠকালে প্রতিক্ষণে মনে হইল, প্রাঞ্জল ভাষায় সুস্পষ্টরূপে স্ববক্তব্য ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বিদ্যাসাগরের তুল্য অতি অল্প লোকের আছে। বোধ হয়, স্বাভিপ্রেত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার অত্যধিক বাসনা নিবন্ধন পুস্তক খানির স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২৬ এ চৈত্র সোমবার।

বিয়েনার প্রদর্শনে বোম্বাই হইতে যত দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উক্ত প্রেসিডেন্সিতে দেশীয় ভাষায় যে যে সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় উহার এক এক খণ্ড পাঠান হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ২১ খানি গুজরাটীয় ১৫ মহারাষ্ট্রীয় ১৩ ইংরাজী ও মহারাষ্ট্রীয় ২ ইংরাজী ও গুজরাটী এবং একখানি হিন্দী ভাষায় সংবাদ পত্র প্রেরিত হইয়াছে। ঐ সঙ্গে দুই একজন সংবাদ পত্র সম্পাদককে পাঠাইলে ভাল হইত।

এতদিনের পর বিদ্রোহী নিয়াজ মহম্মদ খাঁর বিচারের শেষ হইয়াছে। রাজদ্রোহিতা ও হত্যাপরাধ প্রমাণ হওয়াতে ইহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। নিয়াজ মহম্মদের ৩৫ ১৬ বৎসর পূর্ব্বের অপরাধ এক্ষণে প্রমাণ করিয়া দণ্ড দেওয়া হইল, এক্ষণে কাম্বেল সাহেব যে নূতন ফৌজদারী আইন করিয়াছেন, তাহাতে কোন ব্যক্তি আদালত হইতে অব্যাহতি পাইলেও ২০ বৎসর পরে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ধরিয়া পুনরায় দণ্ড দিতে পারিবেন। এক ব্যক্তি বহুকাল পূর্ব্বে কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া পরে যদি সচ্চরিত্র হয়, আমাদিগের বিবেচনায় তখন তাহাকে আর সেই পূর্ব্ব অপরাধের দণ্ড দেওয়া উচিত হয় না। কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষেরা যে ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাহাতে অনন্ত নরক ব্যবস্থা।

গাজিপুরে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সদর কুঠিতে অহিফেন দিবার জন্য বহুসংখ্য কৃষক নগরে আগমন করিয়াছে। ওলাউঠাও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

গত ৩১ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত দুইমাসের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া বাণিজ্য সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় ১৮৭২।৭৩ অব্দে ২৫৫২৫৩৮২৯ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী এবং ৪৩৭৭৬৯৪০০ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়। ১৮৭১।৭২ অব্দে ২৬১৪৩৮৭৪৬ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও ৫০২০০৩৯৪২ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়। আমদানী শুল্কে ১৮৭২।৭৩ অব্দে ৩৫২৫১০৭২ এবং ১৮৭১।৭২ অব্দে ৩১১৭৮-৫৪৪ টাকা সংগৃহীত হয়।

২৯ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত একসপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫২৪-১৮০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৪৩০২১০ টাকা হয়। উক্ত সপ্তাহে গতবৎসর অপেক্ষা ৯৩৯৬০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কলিকাতা নেটিব হাঁসপাতাল বাটী নির্ম্মাণার্থ ইহার মধ্যেই ৭০৯১২ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ডাক্তার মাকনামারা পুনর্ব্বার ১ হাজার টাকা দিয়াছেন। বণিকেরাও এবিষয়ে বিলক্ষণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

পারিসের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, কিছুদিন হইল বোলবা-ডিকোসিলিস নামক স্থানে দুই স্ত্রীলোকে ঘোরতর বস্ত্রযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উহারা উভয়েই এক ব্যক্তির প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়। পরে ছুরিকা দ্বারা বস্ত্রযুদ্ধ করিয়া বিবাদের ভঞ্জনার্থ চেষ্টা পায়। উভয়েই গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে। উহারা যে ব্যক্তির প্রণয় পাশে বদ্ধ হয় উহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এরূপ ঘটনা এই নূতন শুনা গেল। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের সকলই সম্ভবে।

শুনা যাইতেছে কলিকাতায় "জাতীয় লাইব্রেরি" নামক পুস্তকালয় হইবে।

পিয়নিয়র বলেন, গত বৎসর পঞ্জাবের ৩২ টী বিভাগে ৪৮ জন নূতন নূতন ডেপুটি কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখিলে এক একজন কমিশনর ৮ মাসের অধিককাল কোন বিভাগে থাকিতে পান নাই। এরূপ ব্যবস্থায় শাসন কার্য্য কখনই সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

জাপান গেজেট বলেন, তত্রত্য রাজা আজ্ঞা দিয়াছেন, কেহ রাস্তায় চুরট খাইতে পারিবেন না। জাপানের মিকেডো আমাদিগের কাম্বেল সাহেবের বড় দাদা।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস লিখিয়াছেন "গত ৩১ এ মার্চ্চ সর রিচার্ড টেম্পলের ৩ বৎসর বয়স্ক প্রিয় কন্যা মিস ইনকম টাক্সের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পিতা অতিশয় শোকে সন্তপ্ত হইয়াছেন। ডাক্তার নর্থব্রুক অন্তিমকাল পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।" ডাক্তার নর্থব্রুক স্থানীয় কর সকলের এইরূপ চিকিৎসা করেন আমাদিগের ইচ্ছা।

ইনকম টাক্স উঠিয়া যাওয়াতে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কৃতজ্ঞতা সূচক কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া লার্ড নর্থব্রুককে উপহার দিয়াছেন। ইনি ক্রমে সংস্কৃত শ্লোকের রূপচাঁদ পক্ষী হইয়া উঠিলেন।

২৭ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

অমরাবতীর যে বিভাগে তুলা উৎপন্ন হয়, তথায় এরূপ উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়াছে যে ইহার মধ্যেই পুষ্করিণী ও কূপাদি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এবার সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অধিক দেখা যাইতেছে। এবার

রীতিমত বর্ষা না হওয়াতেই এইরূপ হইয়াছে।

১৮৭২ অব্দে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ধনশালী ব্যক্তিগণ সাধারণের উপকারার্থ ৫০৪-৫৯ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেব দর্শন করুন।

সেকন্দ্রাবাদে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

বীজন গ্রামের রাজা বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ বদান্যতা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং ছাত্রবৃত্তি স্থাপনার্থ মাসিক ২ শত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে হাউস টাক্স দ্বারা যে টাকা সংগৃহীত হয়, কোন কোন স্থলে ঐ টাকা গবর্নমেণ্টের অনুমতি বিনা স্কুলে ব্যয় করা হইয়াছিল বলিয়া মান্দ্রাজ গবর্নমেণ্ট উক্ত টাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। যে সকল স্কুল ঐ টাকায় চলিয়া আসিতেছিল, সেগুলি উঠিয়া না যায়, এ নিমিত্ত প্রাদেশিক ফণ্ড হইতে আপাততঃ ঐ ব্যয় দেওয়া হইবে, আগামী বর্ষে স্থানীয় ফণ্ড হইতে উহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। রাস্তার বিষয়ে যে ব্যয় হইত তাহা কমাইয়া ঐ টাকা বিদ্যাবিষয়ে দেওয়া হইবে। লার্ড নর্থব্রুকের অধিকার টাক্স উঠাইবার কাল।

১লা এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে বোম্বাইয়ে ৩৪৭ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইয়ে অধিবাসীর সংখ্যা অল্প কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা অধিক।

কলিকাতা পোষ্ট আফিসের ক্ষেত্রমোহন মল্লিক নামক একজন কেরাণী এবং দেবীলাল নামক একজন পেয়াদা কয়েক খানি পত্র চুরি করিয়াছিল বলিয়া গত সেসিয়নে বিচারপতি ম্যাকফার্সন সাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত ক্ষেত্রমোহনের দুই মাস ও দেবীলালের ছয় মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। ক্ষেত্রমোহন অনেক দিন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জুরিরা অনুরোধ করাতে তাহার অল্প দণ্ড হইয়াছে। মাথার উপরে প্রস্তর টাঙান, তবু লোকের চৈতন্য হয় না।

এডওয়ার্ড ডিক্রুজ নামক যে ব্যক্তি সিসিলা ডিক্রুজকে হত্যা করে গত সেসিয়নে উহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়া গিয়াছে। এ ব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া হত্যা করিয়াছে এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

লণ্ডন ও এডিনবরা রেলওয়েতে নিদ্রা যাইবার এক প্রকার নূতন গাড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ গাড়ীতে অতি সচ্ছন্দে নিদ্রা যাওয়া যায় এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ঐরূপ গাড়ি বাঙ্গালা দেশে হইলে রেলওয়ে কোম্পানির বিলক্ষণ লাভ হয়। যাহার কোন কাজ না থাকে, সে ব্যক্তিও নিদ্রা যাইবার অভিলাষে গাড়ি চড়িতে যাইবে।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ বারিষ্টার উড্রফ সাহেব এদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন। ইংলণ্ডে গিয়া প্রিবি কাউন্সিলে কার্য্য করিবেন, এই ইচ্ছা করিয়াছেন। উড্রফ সাহেবের ন্যায় উপযুক্ত বারিষ্টার অল্প দেখা যায়।

আমেরিকা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় জুয়াচুরিতেও ইংলণ্ড প্রভৃতিকে পরাস্ত করিতেছে। সম্প্রতি কয়েক জন আমেরিকান ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা জাল করিয়া লইয়াছে।

মজঃফরপুরের ছোট আদালতটী তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, সেনাপতি কফমান সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই সংবাদ পান যে আবদুল রহমন খাঁ সমর খন্দে শান্ত ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সেণ্ট পিটর্স বর্গস্থ ব্রিটিশ দূতকে বলিয়াছেন, আবদুল রহমন খাঁর সম্বন্ধে টাইমস পত্রে যাহা লিখিত হয়, তাহা অমূলক। রুশীয় গবর্নমেণ্ট আবদুল রহমনকে বলিয়াছেন, তিনি যদি শান্তভাবে থাকিতে পারেন, তাঁহাকে রুশীয় রাজ্য মধ্যে আশ্রয় দেওয়া হইবে। এই আবদুল রহমন হইতে ভবিষ্যতে বহু অনর্থের উৎপত্তি হইবে সন্দেহ নাই।

ডবলিনের ত্রিনীতি কালেজের জন্য গবর্নমেণ্টের ২৩১০০০ একার ভূমি দান আছে। ইহার রাজস্ব হইতে বর্ষে বর্ষ ৩ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। ছাত্রদিগের বেতন প্রভৃতিতেও বৎসরে দুইলক্ষ টাকা উঠে। এক ত্রিনীতি কালেজের ত এই গেল, এদিকে বঙ্গদেশের তাবৎ গবর্নমেণ্ট কালেজ কালেজিএট স্কুলে বার্ষিক ৩ লক্ষের কিছু অধিক টাকা গবর্নমেণ্টের দান হইবে। ইহাতেও অনেক প্রধান পুরুষ গবর্নমেণ্টকে শিক্ষা বিষয়ে অনেক টাকা দিতে হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করেন।

মানিলার অন্তর্গত মিণ্ডেনেও নামক দ্বীপে একটী আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইয়া ৪ শতেরও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

২৮ এ চৈত্র বুধবার।

লার্ড ও লেডি হবার্ট ২৩ এ এপ্রেল মান্দ্রাজ হইতে পর্ব্বত যাত্রা করিবেন। এত বিলম্বে কেন?

ইংলিসম্যান বলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্নর আগামী ২৩ এ এপ্রেল কলিকাতা হইতে দারজিলিঙ যাত্রা করিবেন। ১৮ ই জুন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিবেন। লেপ্টনণ্ট গবর্নর কি আর পর্ব্বত বাসের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না?

একজন দ্বারবান একটী আধলা পয়সায় পারা মাখাইয়া উহা সিকি বলিয়া একটী স্ত্রীলোককে দেওয়াতে বিচারপতি ম্যাকফার্সন কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ১৮ মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। আধ পয়সায় এত লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না!

সাতক্ষীরা সব ডিবিজনের অন্তর্গত তালমাগুরা গ্রামে একটী স্ত্রীলোক এক আশ্চর্য্য সন্তান প্রসব করিয়াছে। সন্তানটীর নাভি দেশে চর্ম্মাবরণ হয় নাই। একটী রৌপ্য মুদ্রা সদৃশ স্থান আবরণ হীন থাকাতে তথা হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উদর হইতে প্রায় সমুদায় নাড়ী বহির্গত হয়। সন্তানটী ১২ ঘণ্টা মাত্র জীবিত ছিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত এক স্থানে একজন ইউরোপীয় নিমন্ত্রণ খাইয়া বাটীতে আসিতেছিল। পথে একজন পাইন্ট ম্যানকে দেখিতে পাইয়া এক প্রচণ্ড ঘুষি মারে। ঐ আঘাতেই পর দিন [illegible]

মৃত্যু হয়। ইউরোপীয়েরা আজি কালি কুকুরের ন্যায় এদেশীয়দিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জুরির বিচারে ইহারা প্রায়ই মুক্তি লাভ করে। যে খানে কোন রূপে নির্দ্দোষ প্রমাণ করা না যায় সেখানে এক এক অদ্ভুত কারণ প্রদর্শন করিয়া জুররেরা উহাদিগকে ক্ষমা করিবার অনুরোধ করেন। সে দিন একজন ইউরোপীয় হত্যাকারীর অপরাধ প্রমাণ হইলে উহার একটী যুবতী স্ত্রী আছে এই কারণ প্রদর্শন করিয়া জুররেরা উহাকে ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সকল কারণে ইউরোপীয়দিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইয়াছে." নিগার" বধে উহাদিগের আর ভয় হয় না।

খুলনা সবডিবিজনের অন্তর্গত একটী স্থানে এক গৃহস্থের একটী গাভি এক যমজ বৎস প্রসব করিয়াছে। উহাদিগের শরীরে লোম নাই। দুইটীই অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে।

২৯ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

ম্যাগদালার লোর্ড নেপিয়র কলিকাতায় আসিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, মান্দ্রাজে গত ২০ বৎসরের মধ্যে দ্রব্যাদির মুল্য দ্বিগুণ হইয়াছে এবং লোকের বেতন শতকরা ৫০ বৃদ্ধি হইয়াছে। কেবল মান্দ্রাজে কেন ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দ্রব্যাদির মুল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত সোমবার ইয়ারখন্দের রাজদূত বোম্বাই হইতে সুয়েজ যাত্রা করিয়াছেন।

চৈত্র সংক্রান্তি ও ইংরাজী পর্ব্বাহ উপলক্ষে কলিকাতা হাইকোর্ট কল্য হইতে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে।

ইংলিসম্যান বলেন, ১৩ সপ্তাহে কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ের ২৪০৮০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ২২১৯০ টাকা আয় হয়। অনাবশ্যক ব্যয় সংক্ষেপ করাতে এই আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া কাজ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, রুশীয়েরা ইয়ারখন্দে এক টেলিগ্রাফ লাইন খুলিয়াছেন, এবং খোকন্দ ও বোখারাতেও উহা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল প্রদেশে উহাদিগের কাণ্টনমেণ্ট ছিল তথায় টেলিগ্রাফ লাইনও ছিল. এক্ষণে উরগঞ্জ আক্রমণ করিতে যাইতেছেন। খিলিয়া ভিন্ন রাজ্য মধ্যেও টেলিগ্রাফ লাইন করিতেছেন। রুশীয়েরা শনৈঃ শনৈঃ সকল সুবিধাই করি

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল এবার গবর্ণমেণ্টের যে টাকা আয় হইয়াছে উহা উপর্য্যুপরি রাখিলে টাকার স্তম্ভ ৫৮৬ মাইল হয়। পাশাপাশি করিয়া সাজাইলে উহা কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যায়, গরুর গাড়িতে বোঝাই করিয়া গাড়ি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাড় করাইলে কলিকাতা হইতে মথুরা ষ্টেসন পর্য্যন্ত গাড়ির শ্রেণী যায়। পাঁচশ মণি নৌকায় বোঝাই করিয়া নৌকা এক শ্রেণীতে রাখিলে উহা দেড়ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া থাকে। অনেকে বর্দ্ধমানের মহারাজকে ধনবান ব্যক্তিদিগের উপমেয় জ্ঞান করেন. কিন্তু তাঁহার সদৃশ চারিশত মহারাজের আয় গবর্ণমেণ্টের আয়ের তুল্য। আয় এত বটে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই কিছুতেই টানা টানি ঘুচে না।

বর্ষাকালে গঙ্গা পার হইয়া বারাণসী গমন করিতে নৌকা জলমগ্ন হইয়া প্রতিবর্ষে লোকের মৃত্যু হয়। বীজন গ্রামের রাজা ইহাতে করুণার্দ্র হইয়া তথায় নিজব্যয়ে এক খানি ষ্টীমার রাখিবেন। এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ইহাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট রাজাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, কানপুরের রেলওয়ে সেতু হইলে তত্রত্য ভাসমান সেতুটী রাজঘাটে লইয়া আসিবার কথা হইতেছে, অতএব তিনি ঐ ষ্টীমার রাজঘাটে না রাখিয়া অন্য কোন ঘাটে রাখেন। যদি মনুষ্য জীবন রক্ষা করা রাজার উদ্দেশ্য হয় আমাদিগের বিবেচনায় পদ্মানদীতে একখানি ষ্টীমার রাখা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে এই নদী ভীষণতররূপ ধারণ করিয়া অনেক লোকের প্রাণ সংহার করে।

৩০ এ চৈত্র শুক্রবার।

গত কল্য সন্ধ্যা কালে অনরেবল হবহাউস রেলি মেজর জেনরল নর্ম্মাণ এবং হুইটলি ষ্টোক্‌স্ মেইল ট্রেণে সিমলায় গমন করিয়াছেন।

কিছু দিন হইল যে পাঁচ জনে মিলিয়া শ্যামপুরের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে উহাদিগের দুই জনের ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে। আর তিন জন অব্যাহতি পাইয়াছে।

বোখারা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, রুশীয়েরা বহু সংখ্য সৈন্য লইয়া উরগঞ্জ আক্রমণ করিতে গিয়াছে।

এক্ষণে ভারতবর্ষে ১১০২০৩৮৩৫ টাকার নোট প্রচলিত আছে।

লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স বলেন, কতকগুলি একত্র বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছে ইহার মধ্যে এক রাখাল তাহার কুকুরের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও দক্ষতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিল, "আমার আলুর ক্ষেতে বুঝি গরু আসিয়াছে। কুকুরটী নিকটেই নিদ্রিত ছিল। ঐ কথা শুনিবামাত্র দৌড়িয়া ক্ষেত্রের নিকট গেল কিন্তু গরু দেখিতে পাইল না, ফিরিয়া আসিল। রাখাল আবার বলিল, ক্ষেতে গরু আসিয়াছে, কুকুরও পুনরায় দৌড়িয়া গেল ক্ষেতে গরু দেখিতে না পাইয়া আবার ফিরিয়া আইল। রাখাল তৃতীয় বার ঐরূপ বলাতে কুকুর কৌতুক বুঝিতে পারিল এবং লাঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে তাহার প্রভুর নিকটে এরূপ ভাবে শব্দ করিতে লাগিল যে উহা দেখিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

মেজর ম্যাক ডোনালডের হত্যাকারিদিগকে ধরিবার জন্য আমীর সিয়ার আলী বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি পুনরায় লালপুরের নরোজ খাঁ এবং জেলালাবাদের গবর্ণর সাহমর্দ্দ খাঁকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহারা বিরাম খাঁ ও তাহার সহচরদিগকে জীবিত অথবা মৃত যে অবস্থায় হউক ধরিয়া আনিবেন। এবং বিরাম খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা ইনায়ত উল্লার সম্পত্তি সকল বাজেআপ্ত করিবেন।

ইনকম টাক্স উঠিয়া যাওয়াতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র শীঘ্র তৎসংক্রান্ত ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ১লা এপ্রেল কালেক্টরের আফিসের অর্দ্ধেক কেরাণীকে জবাব দেওয়া হইয়াছে, আর অর্দ্ধেক ৩ মাসের নোটিস দেওয়া হইয়াছে।

রেবেনিউ বোডের মনি সাহেব সুরার শুল্কবৃদ্ধি করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি প্রতি গ্যালনে এক টাকা করিয়া শুল্ক বৃদ্ধি করিতে বলেন। সুরার মূল্যবৃদ্ধি ও বিলাসদ্রব্যে শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করাই উচিত।

সিন্ধিয়ার রাজা নইনিতালে যাত্রা করিয়াছেন। গ্রীষ্মকাল তথায় অতিবাহিত করিবেন। কল্য যদি আমাদিগের প্রধান পুরুষেরা বনে বাস করেন ইহাঁরাও বোধ হয় তদনুকরণে ক্ষান্ত হন না।

উজ্জয়িনীর মেলাতে ইহার মধ্যেই বহু সংখ্য যাত্রির সমাগম হইতেছে। বার বৎসর অন্তর এক এক বার এই মেলা হয়।

ইনকম টাক্স উঠিয়া যাওয়াতে বোম্বাই গেজেট বড়ই উগ্র হইয়াছেন। সম্পাদক লিখিয়াছেন, "ইনকম টাক্স উঠিয়া গেল, স্বার্থপরতার জয় হইল।" লার্ড নর্থব্রুকের শাসনকাল উক্ত সম্পাদক অনেক স্থলেই এই রূপ স্বার্থপরতার জয় দর্শন করিবেন না কি

গুপ্তিপাড়া গ্রামে যে দোল যাত্রা হয় প্রতি বৎসর উহাতে মেয়ে চুরির সংবাদ পাওয়া যায়। এ বৎসরও কতিপয় যুবতী অপহৃত হইয়াছে। গোলমালে জুতা চুরিই চিরকাল প্রসিদ্ধ, যুবতী চুরির কথা ত কখন শুনা যায় নাই।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের স্কুল ডিপার্টমেণ্টের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় পেন্সন লওয়াতে তাঁহার ছাত্রেরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া দুই খানি পত্র তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছে। উহার এক এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। উহার এক খানি সংস্কৃত ও এক খানি বাঙ্গলা পদ্যময়। তারিণী বাবু শিক্ষার প্রণালীর যে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, উহা দ্বারা তাহা সুন্দর রূপে জানা যাইতেছে। ছাত্রগণ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ছিল। তিনি যাওয়াতে সংস্কৃত কালেজের বিশেষ ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই।

১লা বৈশাখ শনিবার।

ইংলিশমানের পারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত যুদ্ধের পর তথায় ভিক্ষুকের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে কি গির্জ্জা সভাদি সাধারণ গৃহ সর্ব্বত্রই উহাদিগের গমনাগমন লোকের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। সচরাচর বড় বড় ঘরের স্ত্রীলোকেই অধিক সংখ্যায় ভিক্ষা করেন। যুদ্ধের এই সকল বিষময় ফল।

পিয়নিয়র বলেন, বঙ্গদেশে এখনও ২১৮১৪৫৮ টাকা আয়ের নিষ্কর ভূমি আছে, ইহার অধিকাংশ দেবোত্তর। ব্রহ্মোত্তরের সারভাগ গবর্ণমেণ্ট অগ্রেই গ্রাস করিয়াছেন, সামান্য বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যাহা গ্রহণ করেন নাই, জমীদারেরা তাহার কিয়দংশ কাড়িয়া লইয়াছেন। এদিকে লোভ না করিয়া যে সকল পতিত ভূমি আছে, তাহার আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে কি ভাল হয় না?

মান্দ্রাজের অন্তর্গত কালিকটের রাজার দেওয়ান ও তাঁহার চারিজন সহচরকে গোপনে হত্যা করা হইয়াছে। পিয়নিয়র বলেন, প্রজাপীড়ন এই দুর্ঘটনার কারণ। অহরহঃ এই সকল ঘটনা দেখিয়াও প্রজাপীড়ক শাসনকর্ত্তৃগণের চৈতন্য হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

কলিকাতায় একজন তাঁতি স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া প্রতিবেশীরা তাহাকে তিরস্কার করে, এই দুঃখে সে আত্মহত্যার চেষ্টা পাওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাহার ৬ মাস কারাবাস দণ্ড দিয়াছেন। তাঁতির বুদ্ধি চিরপ্রসিদ্ধ।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, লার্ড নর্থব্রুক বজেট পরীক্ষা করিয়া ৫০০০০ টাকা ভুল বাহির করিয়াছেন। আরো চেষ্টা পাইলে বোধ হয় আরো বাহির হইতে পারে। আয় ব্যয় বৃত্তান্তে আমাদিগের কিঞ্চিৎমাত্র বিশ্বাস নাই।

জে, এম, উড্রো নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার ওষধির আবিষ্কার করিয়াছেন, শৃগাল অথবা কুক্কুর দষ্ট ব্যক্তি উহার রস পান করিলে আরোগ্যলাভ করিতে পারে। দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বত প্রদেশে এই ওষধি জন্মে। গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষার জন্য কতকগুলি ওষধির সংগ্রহার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজে রথযাত্রায় অল্প সমারোহ হয় না। উক্ত প্রেসিডেন্সির প্যালানিরক নামক স্থানের রথযাত্রায় এবৎসর ২০ সহস্র যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৪ ঠা এপ্রেল। সর জে জেক্সন ইউফ্রেটিস উপত্যকা রেলওয়ের অনুকূলে যে প্রস্তাব করেন, কমন্স বাটী তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গত কল্য ফসেট সাহেবের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি কমন্স বাটীতে উপস্থিত করা হয়। ২১ এ এপ্রেল উহা দ্বিতীয় বার পঠিত হইবে।

এম, বফেট ফরাসী জাতিসাধারণ সভার প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে গ্রাণ্ট ডফ সর সি. উইণ্ডফিলডের বাক্যের উত্তর দানকালে স্বীকার করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অশ্বশালায় অধিক ব্যয় পড়ে। তিনি বলিলেন, ঐ সকল অশ্বশালা রাখা উচিত কি না তদ্বিষয় এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

সিনর ফিগুরাস চিরস্থায়ি কমিটিকে বলিয়াছেন, এক্ষণে স্পেনের অবস্থা উত্তম। সাধারণের মন যেরূপ চঞ্চল হইয়াছিল এক্ষণে আর সে ভাব নাই।

লণ্ডন ৭ ই এপ্রেল। লিবারপুলের কতকগুলি বৃহৎ চাউলের কলে অগ্নি কাণ্ড হইয়া প্রায় ১০০০০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল। লো সাহেব আয় ব্যয় বৃত্তান্ত উপস্থিত করিয়াছেন। ১৮৭৩ অব্দের রাজস্ব ৭৬৬০৯০০০০ টাকা, ব্যয় ৭০৭১৪০০০০ টাকা। ১৮৭৪ অব্দের রাজস্ব ৭৬৬১৭০০০০ এবং ব্যয় ৭১৮৭১০০০০ টাকা। চিনির শুল্ক অর্দ্ধেক এবং ইনকম টাক্স এক পেনির হিসাবে কমাইয়া দেওয়া হইবে।

গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে গ্লাডষ্টোন সাহেব ষ্টেপলটন সাহেবের বাক্যের উত্তরদান কালে বলিয়াছেন, আইন ব্যবসায়ীদিগের মতে কালিষ্টদিগের চাঁদা ও দান আইনবিরুদ্ধ নহে।

মার্চ্চ মাসে গ্রেট ব্রিটন হইতে ২১৭৫০০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী এবং ২৯৮৭৫০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস ২৪এ মার্চ্চে বিএনা যাত্রা করিয়াছেন।

পোপ পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল। ফ্রান্স সুএজ খালের শুল্ক বৃদ্ধি করার অনুকূলে এবং ইংলণ্ড ইটালি ও অষ্ট্রিয়া তাহার প্রতিকূলে মত দিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপলে শীঘ্র জাতি সাধারণ কমিশন সমবেত হইবেন।

লো সাহেব কমন্স বাটীতে বলিয়াছেন, গত বৎসর জাতীয় ঋণের ৬৮৬১০০০০ টাকা পরিশোধিত হয়।

৮ ই মে হইতে চিনির শুল্ক কমান হইবে।

লণ্ডন ৭ ই এপ্রেল। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৪ ই মার্চ্চ এবং বোম্বাই হইতে ১৭ মার্চ্চ যাত্রা করে উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল রাত্রি। অদ্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৫১৬০০০০ টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই এপ্রেল। আয় ব্যয় বৃত্তান্ত সাধারণের সন্তোষকর হইয়াছে।

পারিস ৯ ই এপ্রেল। লিয়ান্সের মিউনিসিপাল কাউন্সিলেরা পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৩১ এ মার্চ্চ। শ্রীযুক্ত সি এ. স্যানগর (যিনি জলপাইগুড়ির কাজাবধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইয়াছেন) অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরদিগের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনাধি হইলেন।

১ লা এপ্রেল। শ্রীযুক্ত ডবলিউ ই, ওয়াড সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতার প্রতিনিধি পুলিষ মাজিষ্ট্রেট হইবেন। ইনি ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

২ রা এপ্রেল। শ্রীযুক্ত ডবলিউ এচ, বার্নার সাহেব ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ২৪ পরগণার কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ. হেষ্টিংস সাহেব একজন সহকারী সব ডেপুটী ওহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত এ. কৃশ্চিয়ান সাহেব বারাণসী এজেন্সিতে একজন সহকারী সবডেপুটী অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত জি. এম. গ্রেগরি সাহেব বিহার এজেন্সিতে সহকারী সব ডেপুটী অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত জে, সি, শা সাহেব বারাণসী এজেন্সিতে একজন সহকারী সব ডেপুটী অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত এল এল প্যারট সাহেব বারাণসী এজেন্সির একজন প্রতিনিধি সহকারী সব ডেপুটী অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত জে সি মার্কস সাহেব বারাণসী এজেন্সির একজন প্রতিনিধি সহকারী সব ডেপুটী অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

৪ ঠা এপ্রেল। শ্রীযুক্ত জে, সট্‌ক্লিফ সাহেবের অনুপস্থিতি কালে শ্রীযুক্ত সি, এচ, টনি সাহেব (এম, এ) কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল হইবেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল হায়া বাখরগঞ্জে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

৭ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণায় ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত এ, ও ব্রাউন সাহেব রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের একজন সহকারী হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কটকে বদলী হইলেন।

৮ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ই, ডবলিউ জামুএলস সাহেব লক্ষীপুরে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট জে, ই. সাণ্ডিম্যান সাহেব ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে মেদিনীপুরে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কাছাড়ের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর শ্রীযুক্ত ডবলিউ সি লোবেন সাহেব সপ্তম শ্রেণীর একজন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইলেন।

শ্রীযুক্ত কাপ্তেন এ, এল, স্পোকেয়ার সাহেব কিছু দিনের জন্য দমদমার প্রতিনিধি কাণ্টোমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কাণ্টোনমেণ্টের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন, ইনি ২৪ পরগণার একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু হুগলীতে রহিলেন।

এচ. এল. ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্নমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

২৭ মার্চ। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন চন্দ্রনাথ বিশ্বাস কাটোয়া ডিস্পেন্সরির ভার পাইলেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন বিপিনবিহারী ঢোল মঙ্গলকোর্ট ডিস্পেন্সরির ভার পাইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত জে এম জোরাব হুগলি হইতে বীরভূমে বদলী হইলেন।

২ রা এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু শশিচন্দ্র দত্ত ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

৪ ঠা এপ্রেল। পাটনার অন্তর্গত বহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে হোয়াইট সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৫ ই এপ্রেল। বাবু নরোত্তম মল্লিকের মৃত্যু হওয়াতে নিম্নলিখিত সুবর্ডিনেট জজদিগের পদোন্নতি হইল।

মৌলবী সায়দ আবদুল্লা তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, বাবু ভূপতি রায় চতুর্থ হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে।

বাবু অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণীতে।

মুরসিদাবাদের সুবর্ডিনেট জজ হইবেন। ইনি এ জন্য বহরমপুরের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

৭ ই এপ্রেল। বাবু ত্রৈলোকচাঁদ কিছুদিনের জন্য পুর্ণিয়ার প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

বাবু কেদারেশ্বর রায় একজন প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ এবং ২৪ পরগণার একজন অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল ২৪ পরগণার প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

৮ ই এপ্রেল। বাবু যদুনাথ মিত্র পুর্ণিয়ার অন্তর্গত কডবহের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এ. মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্নমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি।

—০:০—

আমাদিগের রাজসাহিস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

১। সকল স্থানেই একরূপ ওজনে দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় হয় ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়। শুনিতে পাই গবর্নমেণ্টের এ সম্বন্ধে একটী আইনও আছে। কিন্তু এ প্রদেশের অধিকাংশ স্থানেই আমরা তাহার বিপরীত ভাব দৃষ্টি করিতেছি। কাঁচা ভিন্ন পাকা ওজনের প্রচলন এ প্রদেশে একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিলমারিয়া থানার অন্তর্গত লালপুর প্রভৃতি পল্লীতে আবার তাহারও (কাঁচা ওজনের) বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল। ঐ সকল স্থানে কাঁসা, পিতল প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের অনেক কারবার আছে। অন্যান্য দ্রব্য যে ওজনে বিক্রীত হয়, উক্ত ধাতুময় দ্রব্যাদি তাহা হইতে দুই তোলা ন্যুন ওজনে (অর্থাৎ ৫৮ তোলার ওজনে) বিক্রীত হইতেছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, উহা চিরপ্রচলিত এবং গবর্নমেণ্টের নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আমরা ঐ কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, অদ্য মহাশয়ের নিকট ঐ সম্বন্ধে বিশেষ রূপে উপদিষ্ট হইবার বাসনায় উপস্থিত হইয়াছি। অনুগ্রহ পুর্ব্বক উপদেশ দিলে প্রদেশীয় লোকের অনেক অসুবিধা নিবারিত হইতে পারে, এবং মহাশয়ও সর্ব্বসাধারণের ভক্তিভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

২। আমরা শুনিলাম, নিম্ন বঙ্গস্থ সমস্ত ডাকঘর ও তাহার কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যের দোষানুসন্ধানের নিমিত্ত সম্প্রতি যে একজন স্পেশাল ইনস্পেক্টর বাহির হইয়াছেন, তিনি নাকি কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আফিসের সমস্ত রেকর্ড দেখিয়া নিজে যেরূপ দোষ গুণ বিবেচনা করিতেছেন, তাহাই রিপোর্ট করিয়া উপরিতন কার্য্যকারকদিগের গোচর করিতেছেন। একথা যদি সত্য হয়, নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহার যে দোষ দৃষ্ট হয়, তাহাকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া রিপোর্ট করা কি উচিত নহে? হতভাগ্য ডাক কর্ম্মচারিগণের প্রতি অন্যায় না হয় তৎপক্ষে যত্ন করা কি গবর্নমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়?

৩। আজি কালি কাম্বেলি পাঠশালার ধুম এদিগেও বিলক্ষণ উঠিয়াছে। এপ্রদেশে প্রতি আউটপোষ্টে, প্রতিগ্রামে, অধিক কি প্রতি পাড়ায় দুই তিনটী করিয়া পাঠশালা স্থাপনের আরম্ভ হইতেছে। আমরা

দেখিতেছি ক্যাম্বেল মহোদয় যে অভিপ্রায়ে এই সকল পাঠশালা স্থাপনের আজ্ঞা প্রচার করেন, যদিও তাহা সাধারণের যুক্তিসঙ্গত না হউক, তথাপি তাহাতে যে তাঁহার হত ভাগ্য বঙ্গদেশের প্রতি একটু দয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, মফস্বলের কর্ম্মচারিদিগের দোষে ক্যাম্বেল সাহেবের ঐ সামান্য দয়াটুকুও বঙ্গবাসীদিগের সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। আমাদিগের বোধ হয়, যে সকল স্থানে স্কুল বা বিদ্যাশিক্ষা করিবার কোন রূপ সুবিধা নাই, সেই সকল স্থানে ঐ রূপ পাঠশালা স্থাপন করাই ক্যাম্বেল সাহেবের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু দুই একটী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন কর্ম্মচারির প্রতি ঐ ভার নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তৎপক্ষে এমনি বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে যে, তাহাতে প্রস্তাবিত কার্য্যের সদুদ্দেশ্য সাধন হওয়া দূরে যাউক, প্রত্যুত সাধারণের হানি জন্মাইয়া দিতেছে। সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞানুসারে বোয়ালীয়া সার্কেলের ডিঃ ইনস্পেক্টর বাবু বিলমারিয়া পুলিষ ষ্টেষণের খোয়াড রক্ষককে (পাউণ্ড কিপারকে) গুরু মহাশয়ের পদে নিযুক্ত করিয়া ঐ ষ্টেষণেই একটী পাঠশালা স্থাপনের অনুমতি দিয়া চলিয়া গেলেন। উক্ত ষ্টেষণ লালপুর শরৎসুন্দরী মাইনর স্কুলের অনধিক ৩। ৪ রশি (৮০ হাতে রশি হয়) দূর হইবে। ঐ স্কুলে একটী বাঙ্গলা বিভাগও পৃথক আছে। এমনস্থলে বিলমারিয়া ষ্টেষণে আর একটী পাঠশালা স্থাপনের অনুমতি হওয়া কি অন্যায় হয় নাহ? স্কুলে বালকগণ যে বেতন দিয়া শিক্ষা করে, পাঠশালায় যে তাহার ন্যূন বেতন হইবে আমরা এমন বোধ করি না। ভাল, মনে করুন স্কুল হইতে না হয় পাঠশালায় বেতন ন্যূনই হইল, তাহা হইলেও কি স্কুলের শিক্ষার সহিত খোয়াড রক্ষকের শিক্ষার তুলনা হইতে পারে? যদি না হয় তবে উক্ত পাঠশালাটী স্থাপন করিয়া কি লাভ হইল? লাভের মধ্যে দেখা যাইতেছে যে লালপুর বিদ্যালয় শ্রীহীন হইল আর গার্বমেণ্টের মাসিক ৫টী কতক টাকার শ্রাদ্ধ হইল!! ইহা কি সাধারণের অনিষ্টকর নহে? আমরা উপসংহারে গবর্ণমেণ্টকে সবিনয়ে নিবেদন করিয়া এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ প্রদেশের এই সাধারণ অহিতকর কার্য্যটীর প্রতি বিধান করুন।

৪। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম সম্প্রতি বোয়ালীয়াস্থ একজন ধনী কাঁইয়া তাহার একজন কর্ম্মচারী ও অপর জন কয়েক লোক কর্ত্তৃক পদ্মানদীর তীরে হত হইয়াছে। শুনিলাম লাস পাওয়াগিয়াছে ও আসামীগণ ধৃত ও অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। ইহার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত আমরা যত দূর জানিতেপারিয়াছি পরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। এক্ষণে বিচার দেখা যাউক।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, ষ্টাম্প বিক্রেতা হইতে অনেক জাল মকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে সরকার বাহাদুরকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে; তজ্জন্য নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা ষ্টাম্প বিক্রয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট মহোদয় মফস্বলে ষ্টাম্প বেণ্ডর নিয়োগ প্রথা বিধিবদ্ধ করিয়া প্রচলিত করাতে মফস্বলবাসি জনগণের ষ্টাম্প-ক্রয় পক্ষে অতিশয় সুবিধা হইয়াছে। প্রায় সকলেরই ষ্টাম্পে প্রয়োজন হয়। গবর্ণমেণ্ট মহোদয় কয়েকজন জালকারী বেণ্ডরের দোষে সকলকে দোষী স্থির করিয়া সাধারণের মহতী সুবিধা নষ্ট করিয়া খরচা ও অনিষ্টজনক ব্যাপারের কবলে কবলিত করিলে সুবিবেচনার কাজ হইবে না। নগর ও উপনগর ভিন্ন প্রায় অন্য কোন স্থলে সরকারী কর্ম্মকারক থাকেন না। ষ্টেষণের প্রধান পুলিষ দ্বারাও উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কারণ তাঁহারা এক স্থানে স্থিত নহেন, প্রত্যুত চলিষ্ণুর ন্যায় প্রায় এলাকাস্থ স্থান সমুহে ভ্রমণ করেন। আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ে অধিক বলিতে চাহি না, সংক্ষেপতঃ উদাহরণ দ্বারা মনের ভাব বিশদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমরা এই দেহুড়দা গ্রাম ও নিজ কাঁথী উপনগরকে উদাহরণ স্থলে আনিয়া সাধারণের অনিষ্টের কিয়দংশ ব্যক্ত করিতেছি। মনে করুন, মফস্বলে ষ্টাম্পবেণ্ডরেরা বেণ্ডরী পদচ্যুত হইলেন, সরকারী কর্ম্মকারকগণ তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই দেহুড়দা গ্রামে কোন সরকারী কোন কর্ম্মকারক নাই। এখানকার একজনের দুই আনা মূল্যের ষ্টাম্প প্রয়োজন হইল, তাহাকে প্রায় ২৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কাঁথী যাইতে হইল, দুই দিবসের পথখরচা ন্যূন কল্পে দেড়আনার কম পড়িবে না, দুইটী মজুরের দাম দুই আনা, তাহা হইলে দুই আনা মূল্যের ষ্টা[illegible] অধিক সাড়ে তিন আনা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল। এইত অর্থ ক্ষতির বিষয় গেল, তাহাতে কতদূর অনিষ্ট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া দেখুন। কোন দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ তালুক হইতে খাজনা নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হওয়াতে কিম্বা কোন দুর্ঘটনায় সংগৃহীত অর্থ বিনষ্ট হওয়াতে এখানকার কোন ধনহীন ভূমাধিকারীকে তমসুক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া আপনার সম্পত্তি নীলাম হইতে রক্ষা করিতে হইবে। নীলামের তিন দিবস বাকী আছে। কাঁথীতে লোক পাঠাইয়া ষ্টাম্প আনিতে দুই দিবস অতিবাহিত হইল; বাকী এক দিবসের মধ্যে তমসুক দিয়া টাকা লইয়া এস্থান হইতে প্রায় ৪০ মাইল অন্তর বালেশ্বরে রাজস্ব দাখিল করিয়া উক্ত ভূমাধিকারী নীলাম হইতে স্বসম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন কি? কখনই নহে, প্রত্যুত বিষয় চ্যুত হইতে হইবে। অনেকে প্রায় ঐ প্রকারে নীলাম হইতে বিষয় রক্ষা করিয়া থাকেন। এই রূপে কতই যে অনিষ্ট ঘটনা হইবে, তাহা ব্যক্ত করিয়া শেষ করা যায় না। জালকারী বেণ্ডরগণের বিহিত দণ্ড বিধান হইয়া তাহাদের পদচ্যুতি হওয়া উচিত। আমাদের প্রার্থনা এই, গবর্ণমেণ্ট [illegible] সাধারণের অসুবিধা না করিয়া [illegible] বেণ্ডরগণ জাল করিতে না পারে [illegible] সুব্যবস্থা করুন; সকলে [illegible]

নহে। তবে যে সকল ক্রেতা জাল করে, বেওারেরা তাহাদের কি করিবে? সকল ক্রেতা বেণ্ডরের পরিচিত নহে। পরিচিত হইলে যদি ক্রেতার প্রার্থনানুসারে অন্যের নামে ইণ্ডর্স করা হয়, তাহা হইলেই বেণ্ডরের সম্পূর্ণ দোষ। যে সকল ক্রেতা আপনার নাম গোপন করিয়া জাল করিবার মানসে অপরের নামে ষ্টাম্প খরিদ করিয়া লয়, সরকারী কর্ম্মকারকগণ তাহাদের কি করিবেন? বরং মফস্বলস্থ বেণ্ডর দ্বারা উক্ত জাল নিবারণ হইতে পারে। কারণ অনেকে বেণ্ডরের পরিচিত। আমরা গবর্ণমেণ্ট মহোদয়ের নিকটে সবিনয় প্রার্থনা করি, একের জন্য অন্যের অসুবিধা না করিয়া বেণ্ডর ও ক্রেতারা যাহাতে জাল করিতে না পারে তাহার সুব্যবস্থা করুন।

৪।২।৭৩। } একান্ত বশম্বদ
দেহুদা } শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষাল।

—ঃ০ঃ—

মহাশয়! কি শ্বেত কি কৃষ্ণ কি ধনী কি দরিদ্র কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল সকলের প্রতি পক্ষপাতশূন্য হইয়া সমভাবে বিচার বিতরণ করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান গৌরব; কিন্তু এই প্রণালী অনুসারে সকল সময়ে কার্য্য হয় কি না, নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাঠে সর্ব্বসাধারণে অবগত হইতে পারিবেন।

কয়েক বৎসরাবধি অযোধ্যা প্রদেশের তালুকদারেরা বিস্তর টাকা কর্জ্জ লইতে আরম্ভ করেন। জমীদারী বন্ধক রাখাতে অনেকেই ন্যায্য সুদে তাঁহাদিগকে টাকা দেন। শেষে অনেকেরি জমীদারী বিক্রয় হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৭০ সালের ২৪ আইন বিধিবদ্ধ করেন। উক্ত আইনের স্থূল মর্ম্ম এই যে ঋণগ্রস্ত জমীদার আবেদন করিলেই গবর্ণমেণ্ট একজন মেনেজার অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবেন। উক্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রথমে গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব প্রদান, পরে জমীদারির ও জমীদারের ন্যায্য ব্যয় ও তৎপরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিবেন। ঋণ প্রদাতারা সপরিবারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করুক প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের তাহাতে কোন চিন্তা নাই। রাজস্ব আদায় ও তালুকদার প্রতিপালন হইলেই হইল। আইনের মধ্যে বিধি আছে বটে যে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াই ঋণ পরিশোধের উপায় কল্পনা করিয়া প্রধান কর্ম্মচারিদিগের সম্মতি লইয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন; কিন্তু ঋণ পরিশোধ হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার কেহ নাই।

১৮৬৯ সালে শ্রীযুক্ত কেশনাথ পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তি মহারাজ মানসিংহকে ১০০০০ টাকা কর্জ্জ দেন। ১৫ টাকা শত করা বার্ষিক সুদ ও এক বৎসরের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ করিবেন এই অঙ্গীকার অনুসারে টাকা দেওয়া হয়। এক বৎসরের পূর্ব্বেই মানসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ১৮৭০ সালের ২৪ আইন বিধিবদ্ধ না হইলে এত দিন ঐ টাকা সুদ আসল আদায় হইয়া যাইত। কিন্তু ঐ আইন দ্বারা ঋণপ্রদাতাদিগকে বিচারালয়ে নালিশ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় বলেন টাকা উদ্বৃত্ত হয় না, কি প্রকারে ঋণ পরিশোধ করা যাইতে পারে। মানসিংহের মৃত্যুর পর ১২ টাকা সুদ কমাইয়া ৬ টাকা করা হইয়াছে; কিন্তু ঋণপ্রদাতারা এ পর্য্যন্ত এক পয়সা পাইলেন না। এখন তাঁহাদের সংসার চলিবার কি উপায়? এই কি ব্রিটিশ ন্যায়পরতা ও সমদর্শিতা?

উক্ত ঋণপ্রদাতা লার্ড নর্থব্রুকের সমীপে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অনেকে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন; কিন্তু নিয়মবহির্ভূত দেশব্যাসবশতঃ তাঁহাদের এত দূর সাহস হয় না যে আবেদন করেন। এক্ষণে আমার সানুনয় নিবেদন এই, উক্ত ঋণদাতা অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন, আমাদিগের দয়ালু সদ্বিবেচক প্রজাদুঃখকাতর গবর্ণর জেনরল তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাঁহার কষ্ট দূর করিবার কোন উপায় করিয়া দিন।

অনুগত
শ্রীঃ—

—০০—

সে দিবস কেশব বাবু হিন্দুধর্ম্মের প্রবলতা দেখিয়া হাহাকার করিয়াছিলেন, এখনও আবার এক হস্তে সাহেব ও এক হস্তে হিন্দুগণকে প্রাপ্ত হইলেন। যেমন দুঃখ তেমনি সুখ, ঈশ্বরের এই বিধানের ইহা এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইল।

এখন হিন্দু ব্রাহ্মদিগের মনে কি হইতেছে, তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করি। বোধ হয় তাহা এ সময়ের অনুপযোগী হইবে না।

হিন্দু ব্রাহ্মদিগের কেহ কোথাও নাই। তাঁহারা মা বাপের নিকটেও যথোচিত প্রীতি পান না, গোঁড়া পৌত্তলিকেরা তাঁহাদের গলায় মালা না দেখিলেই বলেন, ওরা খৃষ্টান।

তাঁহারা সাহেবদিগের সহিত মিশিতে পারেন না। কারণ, সাহেবদিগের সহিত সামাজিক বিষয়ে তাঁহাদের প্রায় কোন অংশে মিল নাই।

সাহেবেরা যেমন বলেন, তাঁহারা তেমন হইয়া প্রস্তুত হইবেন, তা তাঁদের কর্ম্ম নয়। কারণ তাঁহাদের কুলশীলের বাঁধন অধিক।

বিশেষতঃ তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতা প্রসিদ্ধ। তাঁহারা কোন দল বাঁধিতে, কোন দল ভাঙ্গিতে বা কোন দলকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ করিতে চান না। তাঁহারা কিছুই চান না; কেবল আপনাদিগকে রক্ষা করিতে চান। কিন্তু তা পারেন কি না সন্দেহ।

নিশ্চেষ্ট ত একবারে নিশ্চেষ্ট! খোলা গায়ের উপর একটা পিরাণ দিলে উন্নতি হয়। পিরাণের পরিবর্ত্তে একটা কোট পরিলে আরো উন্নতি হয়। উন্নতির এমন সহজ পথ থাকিতেও তাঁহারা উন্নতিশীল হইতে পারেন না। স্ত্রীলোকেরা ঘরে রুদ্ধ থাকিয়া মনে করে, সকলেই কাল মানুষ সকলেই বাঙ্গলা কথা কয়। একি কম দুর্দ্দশা? একবার সভাস্থলে গিয়া সাহেবের চেহারা দেখিলে ও ইড়িং বিড়িং শুনিলে তাহাদের মনের সে অন্ধকার কোথায় পলাইয়া যায়, হিন্দু ব্রাহ্মেরা তাহা বুঝেন না।

বুঝেন না যে একবারে অন্ধ। কি এক সতীত্বকোহিনুর পেয়েছেন, তার জন্য পাল পাল বিধবা প্রতিপালন করিতে হইতেছে। তারই জন্য " আমি মরিলে স্ত্রীর দশা কি হইবে " এই ভাবিয়া ইহাঁরা কোন উগ্র সাহসের কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন না। তারই জন্য সমস্ত দেশটা জড় প্রায় হইয়া উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, এ দিকে সাহেবদের সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার হয় না। সাহেবেরা স্ত্রীদের সংসর্গ না পাইলে সুখী হয়েন না। ইহাঁরা কেবল বলেন, তা " কি করিব ? "

এই হিন্দুব্রাহ্মদিগের আবার আকাঙ্ক্ষা শুনুন। তাঁহারা বলেন, সাহেবেরা " বল " নামক নৃত্যগীত ত্যাগ করুন, হিন্দু স্ত্রীদের দেখা পাইবেন। তা কি কখন হয় ? কাহার কথায় তাঁহারা তাঁহাদের চিরন্তন প্রথা ত্যাগ করিবেন ? পৃথিবীর মধ্যে কেবল হিন্দুদিগেরই চিরন্তন প্রথা (বহুকালের বলিয়া) পচিয়া উঠিয়াছে ; অতএব তাহাই ত্যাজ্য। অতএব উন্নতিশীলেরা প্রশান্ত মনে প্রয়োজনের অনুরূপ আপনাদিগকে তৈয়ার করুন। " বল " না গেলে সাহেবদের সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার হইবে না। এজন্য বরং কেশব বাবু ব্রহ্মমন্দিরে গোটাকত নারমান দিন, অনেক জিনিষের " চলিয়া যাইবার " ন্যায় হিন্দুদিগের " বল " সম্বন্ধীয় ভয় ও কুসংস্কারটা যদি " চলিয়া যায় " তাহা হইলে বড় সুবিধা হইবে।

কিন্তু তবু আশঙ্কা করি, হিন্দু ব্রাহ্মদিগের কপালে সে সুখ ঘটিবে না। দেশের সমস্ত লোক ঐ বিষয়ে সুসংস্কারাপন্ন ও উন্নতি প্রাপ্ত হউন, হিন্দু ব্রাহ্মেরা যেমন আছেন, তেমনি থাকিবেন।

তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা এই, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু ভাব, হিন্দু মর্য্যাদার সহিত তাঁহাদের জীবন অনুস্যূত। তাঁহারা প্রাণপণে ঐ সমস্ত রক্ষা করিবেন। সমস্ত বঙ্গদেশ যদি অহিন্দুভাবাপন্ন হয়, তাঁহারা অনাগ্রে যাইবেন। শেষে কোন মতে ঐ সমস্ত রক্ষা করিতে না পারেন [illegible]রা নাই। হিন্দু ভাবের শেষ হইবে, তাঁহাদেরও শেষ হইবে। জগৎ[illegible]র বিচার তাঁহাদের নাই। তাঁহারা হিন্দুত্বপ্রিয় এই জন্য তাঁহাদের ঐ প্রতিজ্ঞা। যাঁহারা ইঁহাদের উপর জয়লাভ করিবেন, তাঁহারা পৃথিবীতে যাহা ইচ্ছা, করুন। হিন্দুত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহাঁরা হয় পৃথিবী হইতে একবারে অপসৃত হইবেন, অথবা যেখানে হয়, অবস্থান করিবেন।

১৮ এ চৈত্র }
১৭৯৪ শক } শ্রীঈঃ—

—○○—

বিহারিলাল বাবুর পিতা চন্দ্রশেখর গুপ্ত শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র সেনের বাটীতে নিমন্ত্রিত না হইবার আশঙ্কায় নাকি এক আবেদন পত্র ছাপাইয়া অত্রত্য বৈদ্য সমাজের সভ্যগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ? তাহাতে তিনি সত্য বিষয় কতদূর গোপন করিয়াছেন তাহা এস্থলে লেখা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি এমত বুদ্ধিমান হইয়া কেন এরূপ নির্বুদ্ধিতার কার্য্য করিলেন ? অনেকেত বিলাতে গিয়াছে. ও দেশে আসিয়া সমাজভুক্ত হইয়াছে। তবে চন্দ্রশেখর বাবুর কেন এত ভয় ?

১। কেশব বাবু বিলাত হইতে আসিয়া কেবল স্ত্রীপুত্র ভাই ভগিনী ও বিধবা মাতা সহ একত্র আছেন এমত নহে। খুড়া জেঠা ও তাহাদের পরিবারস্থ সমুদয় লোকের সঙ্গে এক গৃহে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার স্ত্রী ভগিনী প্রভৃতি ইচ্ছামত পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ে যাইয়া অবাধে দীর্ঘকাল বাস্তব্য করিতেছেন। অথচ ইহাঁদের কেহই বৈদ্য সমাজচ্যুত হন নাই।

২। প্রতাপ বাবু বিলাতে যান নাই বটে. কিন্তু মাসাধিক কাল জাহাজে থাকিয়া সাহেবের সঙ্গে আহারাদি করিয়াছেন এবং এই রূপে জাহাজে হিন্দুস্থানের তিন দিগ অনুমান দুইবার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। ইনিও স্বপরিবারভুক্ত হইয়া আছেন। ইহাঁর পরিবারস্থ সকলে কি বৈদ্য সমাজে চলিয়া যাইতেছেন না ?

৩। ডাক্তর গোপালচন্দ্র রায় ইহার ম[illegible] বিলাতে দুইবার গেলেন। তথাচ তিনি নিজ হিন্দু পরিবারে গৃহীত হইয়াছেন।

৪। বণিকশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত মৃত শ্যামমল্লিকের জামাতা হৃষীকেশ মল্লিক একজন বিলাতের ফেরত। অল্পদিন হইল অতিরিক্ত মদ্য পান দোষে তাহার অপমৃত্যু হইয়াছে. তাহা না হইলে তিনিও সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন।

৫। বাবু [illegible]চরণ লাহা এখানকার এক জন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার ভ্রাতা শ্যামচাঁদ লাহা বিলাত হইতে অনেক কাল হইল ফিরিয়া আসিয়াছেন ও আত্মীয় গোঁড়া হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়া আছেন।

৬। প্রসিদ্ধ বাবু দিগম্বর মিত্রের পুত্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে হিন্দু সমাজে গৃহীত হন। ইহার অনেককাল পরে ঘোঁড়া হইতে পড়িয়া তাঁহার অপমৃত্যু হয়।

৭। মৃত দুর্গাচরণ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্র বাবু বিহারী বাবুর সঙ্গে বিলাতে এক পাঠী ছিলেন। তিনি এখানে আসিয়াই স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ সমাজে গৃহীত হইয়াছেন।

৮। ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষের পুত্রের অন্নপ্রাশন সময়ে তাঁহার কৃষ্ণনগরের বাটীতে সমুদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। উঁহারা তথায় অবাধে ভোজন ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছেন।

৯। আমেরিকা মহাদ্বীপের অন্তর্গত ডেমেরেরা নামক স্থানে কুলিদের যে কুলী প্রেরিত হয় তাহাদের প্রেটীস্থ বাবু মদনলাল দে তাহার চিকিৎসক হইয়া প্রত্যেক বৎসর যাইয়া থাকেন, অথচ হিন্দু সমাজ ভুক্ত আছেন। ইনি নাকি এবার কর্ণের কপোলে ও বৃক্ক ৪০০ কুলী যেখান হইতে ফেরত আনিয়াছেন, ইহারা [illegible] গৃহীত হইয়াছে। [illegible] আরো কত ব্যক্তি আসিয়া [illegible] হইয়াছে, তাহা এস্থলে [illegible]। তবে চন্দ্রশেখর বাবু [illegible] উত্তর " আমি [illegible] " [illegible] কাজ কেন করিলেন [illegible] বাবুর পুত্র [illegible] হইয়া স্ত্রী পুত্রাদির [illegible]

অতীত হইল বিলাতে গিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগত হইবেন। মাধব বাবুর সঙ্গে সমাজবদ্ধ হইতে পারিলেই যদি গুপ্তজী মহাশয়ের সকল দিগ বজায় থাকে, তিনি সেনজীর পুত্রের প্রত্যাগমনকাল প্রতীক্ষা করিলেই ত তাঁহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইত। হয় ত তখন সেনজী মহাশয় স্বয়ং তাঁহাকে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতেন। যাহা হইবার হইয়াছে। চন্দ্রশেখর বাবু এখনও যদি চুপ করিয়া থাকেন, কালে জয়ী হইবেন ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। হিন্দু ধর্মের প্রশস্ততা ও স্থিতি স্থাপকতা গুণের কথা ধর্ম্মবিদ পণ্ডিতেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর বাবুকে কিম্বা তাঁহার পুত্রকে বিলাত যাইবার দোষে কেহই সমাজচ্যুত করিতে পারিবেন না।

"সুলভ" চন্দ্রশেখর বাবুকে বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার প্রতি কতকগুলি অবাচ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে। তাহাতে তাঁহার দুঃখিত হইবার কোন কারণ দেখি না। কুকুর উন্মত্ত হইলে নির্দ্দোষকে দংশন করে, তাই কি সুলভের ঘটিয়াছে? যাহা হউক চন্দ্রশেখর বাবুর ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়ঃ। ভাল ভাষায় লেখা সুলভের স্বভাববিরুদ্ধ দেখা যাইতেছে। ইতর লোকের উপকারের জন্য নাকি কেশব বাবু পত্রিকা খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে এক পয়সা মুল্য স্থির করিয়া স্থির করেন। জঘন্য ভাষায় বাচালতা না থাকিলে ইতর লোকের নিকট আদরণীয় হইবে না, এই আশঙ্কায় কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কেরা উঁহা ঐ রূপে লিখিয়া থাকেন? কখনো না। ভদ্রলোকের লেখনী হইতে দেখি ঐ রূপ ভাষা কেমন নির্গত হয়?

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৪ঠা এপ্রেল।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	২	৩
ভগুয়া হইতে জঙ্গিপুর ৭½ মাইলের মধ্যে	২	৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৬

সন ১৮৭৩ সালের ৭ই এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৯	৪

বহরমপুর ৭ ই এপ্রেল ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—০—

১২৮০ সালের বৈশাখ ও ১৮৭৩ অব্দের এপ্রেল মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নিম্নে নাম প্রকাশ হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর মালিয়া সেহাড় শোল
" " রামযাদব বসু—পটামণ্ডী
" " কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল—চাঁপাটগ্রাম
" " মেদিনাপুর পাব্লিক—লাইব্রেরি
" " রামদুলাল রায়—গোবিন্দপুর
" " মনোমোহন দে—বড়শূল
" " পুলিন বিহারি সেন—বহরমপুর
" " গোলোকচন্দ্র বসু—কঞ্জিরাঙ্গায়
" " ধর্ম্মদাস ঘোষ—জাড়া
" " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ঝাঁসি
" " তারকনাথ চক্রবর্ত্তী—তমোলুক
" " দ্বারকানাথ ঘোষ গোবি[illegible]
" " রসময় দাস—ডায়মণ্ড হারবর
" " নিমাইচন্দ্র রায়—মালদহ
" " হরচন্দ্র রায়—রক্তমতপুর
" " দিকপতিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাসুহাটি গ্রাম
" " উপেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল—তালসাগরা
" " কালীনাথ বিশ্বাস—মধুপুর
" " শিবচন্দ্র সিংহ—কানপুর
" " মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইটা
" " মহিমচন্দ্র জোয়ার্দ্দার—বৃন্দাবন
" " জয়কৃষ্ণ সরকার—সিমলা
" সি, এফ, মেগ্রাথ—কালীকট

—০—

মুল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মুল্য প্রদান করিয়াছেন।

নাম	টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ পাল গড়কোতাই	১০
" " সদুপাধ্যায় ঈশ্বরীনন্দ দত্তবা দেওঘর	১০
" " প্যারীমোহন চৌধুরী জগদ্দল	১০
" " আশুতোষ মিত্র—রাজপুর	৫॥০
তগুলা রিডিংক্লব	১০
" " শ্রীধরপাল—বেলসিংহ	১০
" " বিহারিলাল সেন জাহানাবাদ	৫॥০
" " শিবচন্দ্র শীল—চুচুড়া	১০
" " শ্রীনাথনন্দী—কলিকাতা	১০
" " অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা	১০
" " শিবচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার পানিহাটী	১০
" " গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় আগরা	১০
" " রাজনারায়ণ কোঙর রোসড়া	৫॥০
" " অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি বর্দ্ধমান	১০
" " বিহারিলাল রায়—লাখুটিয়া	১০
" " কৈলাসচাঁদ গোলেচা আজিমগঞ্জ	১০
" " শ্রীরাম মজুমদার—রাজসাহী	১০
" " প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাকসুত্রাপুর	১০
রাণী শরৎসুন্দরী দেবী—পুটীয়া	১০

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ২৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ১০ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ২১ এ এপ্রেল।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

স্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি প্রতি খণ্ড মূল্য ডাক মাসুল সহিত ১৶৹

অস্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি ঐ ঐ ১।৶৹

পাকোড় প্রমোদিনী সভা ২২ চৈত্র ১২৭৯ } শ্রীদিগম্বর চক্রবর্ত্তী সহকারী সম্পাদক।

বাল্মীকি রামায়ণের বাঙ্গলা অনুবাদ।

মাসে ১০ ফরমা। বার্ষিক মূল্য ৫॥ টাকা ডাক মাসুল সহিত। কলিকাতা উত্তর ইটালী চিঙ্গিড়ীঘাটা রোড ১০৬ নং ভবনে পাওয়া যায়।

শ্রীরাজগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য।

মৎপ্রণীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, যাহাতে ধাতু, ধাত্বর্থ, সকর্ম্মক, অকর্ম্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতাধ্যায়িদিগের জন্য) গণ, পদ ধাতুরূপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবেন। মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৯১। ১২৭৯ ১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীলালকমল বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক প্রণীত "সামতলিক ত্রিকোণমিতি" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাসুলাদি ৴০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৶০

ঐ মধ্যম কাগজ ।০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১॥০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২॥০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

ইউনিভরসিটি গ্রাজুয়েট এম এ, বি এল কৃত ৬ নং ডগলসের অর্থ পুস্তক মূল্য ১ এক টাকা।

৩ নং হইতে ৬ নং পর্য্যন্ত ডগলসের অর্থ পুস্তক সমুদায়ে ব্যবসায়িদিগকে ২৫ পঁচিশ টাকা হিঃ কমিশন দেওয়া যায়।

পইটিকেল রীডর নং ১ নং ২ প্রোজ-রীডর নং ১ নং ২ নং ৩ নং ৪ এবং মরাল ক্লাশ বুকের এই সাত প্রকার পুস্তকের অর্থ পুস্তক সমুদায়ে শত করা ৭৫ পঁচাত্তর টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়।

দেবনাগর লং প্রাইমার অক্ষর, ব্যাপ্টিষ্ট মিসন প্রেসের ছাঁদ নূতন তিন মণ প্রস্তুত আছে। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং জি, সি, ঘোষের পুস্তকালয়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল-ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ নিয়ম করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। মফস্বলের যাবতীয় গ্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে, কলিকাতারও অধিকাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন, অতি অল্প গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিয়া থাকেন। গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে, এই কারণে সোমপ্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে। এ নিয়মে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা ক্ষতি নাই।

যিনি এক দিবসে জীবাত্মার জড়সম্বন্ধ দর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মর্ম্মানুসারে যোগসাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৶০। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

গুপ্তযন্ত্র।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার প্রকাশ হয়, ইহাতে পত্রিকা সংবাদ খরিদ বিক্রী ও

দেশ বিদেশের দ্রব্যাদির দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ৷৹ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২৷৷ ডাক মাসুল সমেত প্রায় ৷৹ আনা মাসে।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না?

একদা যে ভারতবর্ষে মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত প্রভৃতি ঋষিগণ হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতবর্ষে আজি কাউচ, জাকসন, মার্কবি, পণ্টিফাক্স প্রভৃতি ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধনির উপকারের তারতম্য বিবেচনা করিয়া ধনাধিকার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের সাহেব বিচারপতিগণ যে ব্যক্তি হইতে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালে ধনির অপকার সম্ভাবনা আছে, তাহারই ধনাধিকার ব্যবস্থা দিতেছেন। ব্যভিচারিণী ইহলোকে কেবল যে পতিকুলকে কলঙ্কিত করে এরূপ নয়, অন্যে ধনাধিকারী হইলে পতির পারলৌকিক উপকার লাভের যে সম্ভাবনা ছিল, তাহারও বিষম ব্যাঘাত করিয়া থাকে। আমাদিগের সাহেব ব্যবস্থাপকগণ জীমূতবাহন রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারদিগেরও যশো হন্তা হইয়াছেন। জীমূতবাহনাদি মনুপ্রভৃতির বচন ব্যাখ্যা করিয়া যেরূপ শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, সাহেব ব্যবস্থাপকগণ তাহার বিপরীতবাদী হইয়াছেন, সুতরাং এখন আর জীমূতবাহনাদির কথা কে গ্রাহ্য করিবে? তাঁহারা তৌলুঃ হইয়া পড়িলেন। সাহেব ব্যবস্থাপকদিগের বিশেষ ক্ষমতা এই যে ইঁহারা কখন সংস্কৃত স্পর্শ করেন নাই, কি ভাবে কিরূপ সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা জানেন না, তথাপি ব্যবস্থা দিতেছেন!!

আমরা কিনিমিত্ত এসকল কথা কহিলাম, এখন পাঠকগণ অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। এক বিধবা স্বামিসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হয়। এদেশের লোকের সংস্কার এই, ব্যভিচারিণী হইলে ধনে অধিকার থাকে না। এ সংস্কার শাস্ত্রমূলক অমূলক নহে। এই সংস্কারের পরতন্ত্র হইয়া উক্ত ব্যভিচারিণীর ভর্তৃধনের অনন্তর অধিকারিরা তাহাকে অধিকারচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে মকদ্দমা উপস্থিত করে। হাইকোর্টে নয় জন বিচারপতি ঐ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। ছয় জন বিধবা ধনাধিকারিণী থাকিবে, এই মত দিয়াছেন, আর তিনজন বিচারপতি উহার বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন। বিচারপতিগণের রায় এপর্য্যন্ত আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। কে কোন শাস্ত্র বা কি যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা এসপ্তাহে তাহা পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না। যাঁহারা ব্যভিচারিণী ধনাধিকারিণী থাকিবে বলিয়া রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের রায় যে কিরূপে এদেশীয় শাস্ত্র সম্মত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ধনাধিকার সম্বন্ধে বঙ্গদেশে দায়ভাগেরই অবিসম্বাদিত প্রামাণ্য ও প্রাধান্য। সেই দায়ভাগকার যে প্রকার ধনাধিকার ব্যবস্থা দিয়াছেন, যদি তন্ন তন্ন করিয়া তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যায় কোন রূপে বোধ হয় না যে ব্যভিচারিণীর ধনাধিকার অব্যাহত রাখা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। পিণ্ডদানাদি দ্বারা যাহা হইতে মৃত ধনির অধিকতর উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা অগ্রে তাহারই ধনাধিকার ব্যবস্থা দিয়াছেন। পুত্র মৃত ধনী তাঁহার পিতা ও পিতামহাদির পিণ্ডদান করে, এই নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে তাহার অধিকার। ব্যভিচারিণী মৃত স্বামীর পিণ্ডদান করিবে সে আশা নাই।

"সর্ব্বেহি ধর্ম্মযুক্তাভাগিনো দ্রব্যমর্হন্তি যস্তু ধর্ম্মেণ দ্রব্যাদি প্রতিপাদয়তি জ্যেষ্ঠোঽপি তমভাগং কুর্ব্বীত।" এই আপস্তম্ববচন উদ্ধৃত করিয়া দায়ভাগকার লিখিয়াছেন "আপস্তম্বন্যায়মর্থঃ পিত্রাদেরৌর্দ্ধদেহিকস্য কর্ম্মণোঽসংস্কৃতঃ সুতঃ শ্রেষ্ঠোনাপরোবেদপারগইতি পুন্নাম্নোনরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতইত্যাদি বচনেন পুত্রকর্ত্তৃকতয়া মহাফলশ্রুতেস্তৎকর্ম্ম বেতনং ধনসম্বন্ধিত্বং অতস্তদকুর্ব্বতঃ কুতোবেতনং।" আপস্তম্ব বচনের অর্থ এই, অনুপনীত পুত্র পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম করিলে যেরূপ হয়, বেদপারগ অপর ব্যক্তিতে করিলে সেরূপ হয় না, ধনাধিকার সেই কর্ম্মের বেতন স্বরূপ। অতএব পুত্র যদি সেই কর্ম্ম না করে সে ধন পাইবে কেন? "তদেবং পুত্রাদিভি জন্মতঃ প্রভৃতি পিতুঃ পরলোকোচিতমহোপকারনিষ্পাদানাৎ মৃতস্য তস্য চ পার্ব্বণবিধিনা পিণ্ডদানাৎ পুত্রাদার্থং তদ্ধনং মৃতমেবোপকরোতীতি ন্যায়প্রাপ্তং পুত্রাদীনাং স্বামিত্বং শ্রুতং তথোপকারকত্বেনৈব ধনসম্বন্ধং মনুরপ্যাহ। জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ। পিতৄণাম নৃণশ্চৈব সতস্মাৎসর্ব্বমর্হতি। তস্মাদিতি হেতূপন্যাসাৎ দায়ভাগপ্রকরণেচ পুত্রাদীনাং নানাবিধ পিত্রাদ্যুপকারকত্বকীর্ত্তনস্য অনন্যপ্রয়োজনকত্বাৎ উপকারত্বাদেব ধনসম্বন্ধোমনোরনুমতইতি গম্যতে।"

পুত্রাদি জন্ম অবধি পিতার পরলোকোচিত মহোপকার করে এবং পার্ব্বণ বিধিতে পিণ্ডদান করিয়া থাকে, ফলতঃ ধন পুত্রাদিগত হইলে তাহাতে মৃতের উপকার সম্ভাবনা আছে, অতএব শাস্ত্রে পুত্রাদির ধনাধিকারের কথা যে শুনিতে পাওয়া যায় তাহা যুক্তিসিদ্ধই হইয়াছে। মনুও উপকার সম্বন্ধে ধনাধিকারের কথা কহিয়াছেন ইত্যাদি।

পাঠকগণ দেখুন শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টাক্ষরেই কহিতেছেন যিনি পিণ্ডদানাদি দ্বারা পর লোকে মৃতের উপকার করিবেন, তিনিই ধনাধিকারী হইবেন, আর যিনি তাহা না করিবেন তিনি ধনাধিকারী হইবেন না। ধনাধিকার সময়ে শাস্ত্রকারেরা এত আঁটা আঁটি করিতেছেন, আর ধনাধিকারের পর তাঁহারা সমুদায় আলগা করিয়া ফেলিবেন, ইহা কোনক্রমে সম্ভাবিত নহে। ধনাধিকারী হইয়া তাহার পর যদি কোন পুত্র বিপথ গামী হইয়া পিণ্ডদানে বিমুখ হয়, তাহার স্বত্ব অবিলুপ্ত থাকিবে, শাস্ত্রকারদিগের ইহা অভিমত, কেহই ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। ধনাধিকারের ন্যায় উপকার সম্বন্ধ লইয়া ধনভোগ ব্যবস্থা যে শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত সেবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

পুত্রের ধনাধিকার ব্যবস্থা পত্নীর ধনাধিকারের আদর্শভূত। পুত্র অধার্ম্মিক হইলে শাস্ত্রকারদিগের মতে যখন অধিকারচ্যুত হইতেছে, তখন পত্নী বিপথগামিনী হইয়াও অধিকারিণী থাকিবে, ইহা কোন ক্রমেই শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে।

শাস্ত্রকারেরা পাতিত্যকে স্বত্বধ্বংসের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল নিন্দিত কার্য্যের সেবন পাতিত্যের কারণ। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "বিহিতস্যাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি।" মনুষ্য বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান, নিন্দিত কর্ম্মের সেবন এবং ইন্দ্রিয়ের অদমন এই কয়কারণে পতন প্রাপ্ত হয়। শূলপাণি লিখিয়াছেন "পতন শব্দার্থমাহ গোতমঃ। দ্বিজাতিকর্ম্মভ্যো হানিঃ পতনং। দ্বিজাতিকর্ম্ম শ্রৌতং অগ্নিহোত্রাদিঃ স্মার্ত্তমষ্টকাদিঃ তেভ্যোহানিরনধিকারঃ, ইহ দ্বিজাতিগ্রহণং প্রাধান্যার্থং শূদ্রাদেরপি বাক্যান্তরেণ পতিতাভিধানাৎ।" গোতম পতন শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন, শ্রৌত স্মার্ত্ত দ্বিজাতি কর্ম্মে অনধিকার। এস্থলে দ্বিজাতি শব্দ প্রাধান্যার্থ গৃহীত হইয়াছে। শূদ্রাদিরও ঐরূপ বাক্যান্তরে পতিত হয় এই রূপ কথিত হইয়াছে। দেবল বলিয়াছেন, "যৎ স্যাদনভিসন্ধায় পাপং কর্ম্ম সকৃৎ কৃতং। তস্যায়ং নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা ধর্ম্মবিদ্ভির্ম্মনীষিভিঃ॥ বিধেঃ প্রাথমিকাদস্মাৎ দ্বিতীয়ে দ্বিগুণং স্মৃতং। তৃতীয়ে ত্রিগুণং প্রোক্তং চতুর্থে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥" অভিসন্ধি না করিয়া যদি একবার পাপ কর্ম্ম করে, ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহারই এই নিষ্কৃতি কহিয়াছেন। পাপকার্য্যের প্রাথমিক অনুষ্ঠানের যে বিধি বলা হইল, দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে তাহার দ্বিগুণ, তৃতীয়ে ত্রিগুণ, চতুর্থে নিষ্কৃতি নাই। এতদ্দ্বারা সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, ব্যভিচাররূপ নিন্দিত কর্ম্মের আচরণ নিবন্ধন ধর্ম্ম কর্ম্মে অধিকার থাকে না। যদি ধর্ম্মকার্য্যে অধিকার না রহিল, ব্যভিচারিণীর পিণ্ডদানাদি দ্বারা ভর্ত্তার উপকার সাধনে অধিকার রহিল না। অতএব তাদৃশ ব্যক্তির হস্তে ধনরাখা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত ইহা কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইতেছে না। ব্যভিচারিণীকে যে অধিকার চ্যুত করিবে, তাহার স্পষ্ট বচনও আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন "হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীং। পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েৎ ব্যভিচারিণীং।" অধিকার হরণ করিয়া মলিনবেশে ব্যভিচারিণীকে নীচে শয়ন করাইয়া রাখিবে, তাহার আহার মাত্র প্রদান করিবে তাহাকে আর কিছু দিবে না।

বিচারপতিগণ কি এই সকল শাস্ত্র হইতে এই প্রমাণ পাইয়াছেন যে যে স্ত্রী স্বামি সম্পত্তির একবার উত্তরাধিকারিণী হয়, ব্যভিচারিণী হইলেও সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না? বিচারকর্ত্তারা যদি স্বৈরাচার হইয়া বিচার করেন, করুন তাঁহাদিগের হস্তে সর্ব্বোচ্চ বিচার ক্ষমতা আছে। তাঁহারা অবিচার করিলে অন্যে কথা কহিয়া কি করিবেন? আমাদিগের কথা এই তাঁহারা শাস্ত্রকারদিগকে এরূপে হত্যা করেন কেন? ব্যভিচার নিবন্ধন স্বত্বধ্বংস হয়, তদ্বোধক শাস্ত্র নাই তাঁহারা যেন এ কথা না বলেন।

কোন কোন সমাচার পত্র সম্পাদক বিধবাদিগের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া উল্লিখিত ছয়জন বিচারপতির মতে অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহারা অনুমোদন করুন, তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি। আমাদিগের দুঃখ এই যে তাঁহারা যোগ্য স্থানে দয়াপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। ব্যভিচারিণী দয়ার পাত্র নয়। যে ব্যক্তি যাহার ধনে প্রতিপালিত হয়, সে যদি তাহার অনিষ্ট করে, তাহার উপরে কি কখন দয়া জন্মে? তাহার উপরে দয়া করিবার কোন কারণও দেখা যাইতেছে না। সে ধনচ্যুত হইলে কি প্রকারে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান হইবে এ চিন্তা থাকিলেও এক দিন ব্যভিচারিণীর প্রতি করুণার উদয় সম্ভাবনা থাকিত কিন্তু যখন সে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্যকে আশ্রয় করিল, তখন তাহার ভরণপোষণের ভাবনা কি? আর যদিই তাহার বাস্তবিক কষ্ট হয়, শাস্ত্রমত উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে অশ্রুদান কোন

ক্রম সঙ্গত হয় না। আমাদিগের সহযোগী সচ্চরিত্রা বিধবাদিগের প্রতি উপদ্রবের যে আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর। কেহ কি সহজে স্বপরিবারের দুর্নাম ঘোষণা করে? যদি বল ধনলোভ প্রবল হইলে দিক বিদিক জ্ঞান থাকে না, দুরাত্মারা তখন না করিতে পারে, এমন কর্ম্ম নাই। তাহার উত্তর এই, আজি কালি কি কেহ কাহার মিথ্যা গ্লানি করিয়া পার পাইতে পারে? দুই এক জনের দণ্ড হইলেই সকলকে মৌনাবলম্বন করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

—০:০—

ভারতবর্ষের ভূমির উপরে নূতন কর হওয়া উচিত কি না?

সেদিন সর চারলস ট্রিবিলিয়ান রাজস্ব কমিটির নিকটে কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের ভূমির রাজস্বের দিন দিন হ্রাস বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন না হইয়া যাহাতে চিরকাল এক রূপ থাকে, তাহা করাই কর্ত্তব্য। কেবল এক চারলস ট্রিবিলিয়ানের নয় ভারতবর্ষের অবস্থাজ্ঞ বহুজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের এই মত। এদেশের লোকের ভূমির উপরে যেরূপ মায়া, অন্য কোন দেশের লোকের এরূপ নয়। তাহার কারণ এই, অন্য অন্য দেশের লোকেরা মাংসাশী, শস্যের উপরে তাহাদিগের তাদৃশ নির্ভর নয়। পক্ষান্তরে শস্যই এদেশের লোকের জীবনযষ্টি। ভূমি সেই শস্যের প্রসূতি। এদেশীয়েরা অন্য অন্য দেশের লোকের ন্যায় বাণিজ্যপ্রিয় নহেন। এতীত ইঁহাদিগের ভূমির প্রতি অত্যধিক মায়া জন্মিবার অপর কারণ। ভূমিই ইঁহাদিগের ধন। বঙ্গদেশে যাহার ধান্য থাকে, সে আপনাকে ধনী জ্ঞান করিয়া থাকে। অধিক দিন পরে বিদেশস্থ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্য শুভাশুভ জিজ্ঞাসার ন্যায় ধান্যের কুশল জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারাই ভূমির প্রতি এদেশের লোকের যে কেমন মায়া তাহার পরিচয় হইতেছে। ঐ মায়ার অপর প্রমাণ এই, ইঁহারা পৌরুষপ্রমাণ স্বর্ণরৌপ্য পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি এক বিতস্তি প্রমাণ ভূমি ত্যাগ করিতে পারেন না। যে দেশে ভূমির প্রতি এত মায়া সে দেশে ভূমির রাজস্বের দিন দিন বৃদ্ধি করিলে লোকের যে আত্যন্তিক মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। রথ্যাকর বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ভূমির উপরে টাকার প্রতি দুই পয়সা করিয়া লইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহাতেই লোকের যে প্রকার অসন্তোষ জন্মিয়াছে, পাঁচ টাকা ইনকমট্যাক্সেও তত হয় নাই। বোধ হয়, এই কারণেই পূর্ব্বকার হিন্দুরাজারা ভূমির করগ্রহণের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। মনু বলেন, "পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ। ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা।" রাজা ধান্যের ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করিবেন। ভূমির উৎকর্ষ অপকর্ষ বিবেচনায় ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশভাগ গ্রহণ ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু সচরাচর ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করাই হইত। কালিদাস "ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্ম এষঃ" এই বলিয়া রাজাকে ষষ্ঠাংশবৃত্তি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা কেবল ধান্যের নয় অন্য অন্য বিষয়েও ষষ্ঠাংশমাত্রভাগী ছিলেন। মনু কহিয়াছেন "আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাং। গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ॥ পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাং। মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥" রাজা বৃক্ষমাংস মধুঘৃতাদির লভ্য অংশ হইতে ষড়্ভাগ গ্রহণ করিবেন। ঐ মনুই অসঙ্গত কর গ্রহণ করিয়া প্রজাপীড়নের নিষেধ করিয়াছেন "যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাং। তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান। যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্পদাঃ। তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাৎ রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ।" রাজা রক্ষণাদি কার্য্যের এবং কৃষক বণিক্ প্রভৃতি কৃষ্যাদি কার্য্যের যেরূপে ফলভাগী হন, সেইরূপে বিবেচনা করিয়া রাজা রাজ্যে কর কল্পনা করিবেন। যেমন জলৌকা বৎস ভ্রমর রক্ত ক্ষীর মধুর অল্প অল্প অংশ ভক্ষণ করে, রাজা সেইরূপে মূলের উচ্ছেদ না করিয়া রাজ্য হইতে অল্প অল্প বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন।

এদেশের ভূমি হইতে গবর্ণমেণ্টের যে আয় হয়, তাহা সামান্য নয়। যে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ক্ষুধা অতিশয় বলবতী, এ আয় ভক্ষণ করিয়া মরুৎ রাজার যজ্ঞের অগ্নির ন্যায় তাঁহারও ক্ষুধা মন্দ হইয়া যায়। অত্রত্য ভূমির আয় যে সামান্য নয়, ইউরোপ খণ্ডের প্রধান আয়গুলির সহিত মিলাইয়া দেখিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। গ্রেট ব্রিটেন বাণিজ্য প্রধান প্রদেশ। সেখানে ১৮৭২/৭৩ অব্দে শুল্কে ২০৩০০০০০০ টাকা এবং আবকারিতে ২৩৩২০০০০০ টাকা আয় হয়। ফ্রান্সে ১৮৭২ অব্দে সাক্ষাৎ সংক্রান্ত কর ১৩৩৩৫০৩০০ টাকা এবং অসাক্ষাৎ কর ৩১১৫৭২৮০০ টাকা, ষ্টাম্প প্রভৃতি ২২৯৩২৫৬০০ টাকা শুল্ক ও লবণ ১৬১৭৭৪০০০ টাকা। জর্ম্মণি-প্রসিয়ায় ১৮৭২ অব্দে রাজকীয় ভূমির আয় ৯৫৮৭০৩০০ এবং বনের আয় ১৩৯৪০০০০০ সমুদায়ে ২৩৫২৭০০০০ টাকা। রুশিয়ায় ১৮৭২ অব্দে সাক্ষাৎসংক্রান্ত কর ১৪৪৭৭১৯৮০ অসাক্ষাৎকর ৩১৭৫৮৮৩৮০ টাকা। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ১৮৭১।৭২ অব্দের ভূমির রাজস্ব ২০৭০৯৭০০০ টাকা।

সেখানকার ভূমির আয় ইউরোপ

খণ্ডের প্রধান প্রধান প্রদেশের প্রধান প্রধান আয়ের তুল্য কক্ষা ও উচ্চ কক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানে ভূমির আয়ের আর বৃদ্ধি করিতে গেলে যে প্রজাপীড়ন হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? মনু-মূলের উচ্ছেদ করিয়া করগ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। যদি আর ভূমির উপরে কর হয় সেই মূলের যে উচ্ছেদ হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের যদি আয় বৃদ্ধি করিবার যদি একান্ত চেষ্টা হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও অনেক ভূমি পতিত আছে এবং অনেক ভূমি বন জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া আছে, সেই সকলের উদ্ধার করিয়া আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করুন তাহাতে কেবল ভূমি ঘটিত আয় বৃদ্ধি নয়, বাণিজ্য ঘটিত আয়েরও বৃদ্ধি হইবে এবং দেশেরও অপূর্ব্ব শ্রীলাভ হইবে।

কাম্বেল সাহেব ও পদার্থ সংক্রান্ত উন্নতি।

কাম্বেল সাহেবের যে প্রকার কার্য্য প্রণালী প্রস্ফুটিত হইতেছে, তিনি যদি এদেশের সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন স্থায়ী রাজা হন, তাহা হইলেই উহার ফল দর্শনের কথঞ্চিৎ আশা থাকে। তিনি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভাবিত নহে। এক প্রযত্নে ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করেন, তাঁহার এই ইচ্ছা। কিন্তু দুই এক দিনে উহা সম্পন্ন হইবার নয়। তাঁহার দৃষ্টি রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ের ন্যায় বঙ্গদেশের কোথায় কোন দ্রব্য জন্মে, কোন দ্রব্য দ্বারা দেশের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে, কি নিমিত্ত তাহা হইতেছে না, এ সকলের অনুসন্ধানেও ঘুরিতেছে। তাঁহার কতকগুলি কুসংস্কার আছে, তৎপ্রভাবে তিনি রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু পদার্থ সংক্রান্ত উন্নতি সাধন সম্বন্ধে তাঁহার কুসংস্কারের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে না। এ বিষয়ে তাঁহার কৃতার্থতা লাভের সমধিক সম্ভাবনা আছে। এখন সময়ে কুলাইলে হয়। এদেশের কৃষিজাত দ্রব্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ যত্ন আছে। এদেশে যে উৎকৃষ্ট সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ জন্মিতে পারে এবং ঐ সকল কাষ্ঠ ব্রহ্মদেশের বাহাদুর কাষ্ঠ অপেক্ষা শক্ত হইতে পারে, তাহা তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। যাহাতে বাহাদুর কাষ্ঠের চাস অধিক হয়, সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন। পাটের কমিশনরদিগের একখানি রিপোর্ট গত বুধবারের গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশনরগণ বারাসত, বারুইপুর, হুগলী, চুয়াডাঙ্গা ও যশোহরের কিয়দংশ দর্শন করিয়াছেন। গত বৎসর যে পাট হয়, তাহার চতুর্থ অংশ অবিক্রীত পড়িয়া রহিয়াছে। অতএব কমিশনরগণ পাটের চাসের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু এই একটী উপকার হইতেছে, কৃষক ও বণিকগণ সতর্ক হইবেন। এবার প্রয়োজনাধিক পাট হওয়াতে অনেককে ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে।

গত সংখ্যক গেজেটে কুসুম ফুলের চাস সম্বন্ধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের মত প্রকাশ হইয়াছে। ... ফরিদপুর ও ... কুসুম ফুল জন্মে। ঢাকা ... ফুলের কিয়দংশ ইউরোপে রপ্তানী হয়। কাম্বেল সাহেব অনুমান করেন বিশিষ্ট উৎসাহ দান করিলে এই পুষ্প অধিক পরিমাণে জন্মিয়া উহা একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য হইবে। তাঁহার এ সকল বিষয়ে যখন যত্ন জন্মিয়াছে, তখন কতকগুলি আদর্শ ক্ষেত্র করা আবশ্যক। কেবল গেজেটে স্বমত প্রকাশ করিয়া ইষ্টলাভ সম্ভাবনা নাই। তাঁহার আদর্শ ক্ষেত্র করিবার সংকল্পও আছে, তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করুন। এদেশের লোকেরা সহজে সংশয়ে আরোহণ করেন না। একমাত্র ফল দর্শনই ইহাঁদিগের উৎসাহের উদ্দীপক। এদেশীয়দিগের প্রায় সকল বিষয়েই আলস্য ও ঔদাসীন্য অধিক। ইহাঁরা আপন ইচ্ছায় প্রায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। লাভ প্রদর্শন দ্বারা কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। কলিকাতার দুই ক্রোশের মধ্যে দাঁতরাগাছি; তথায় উত্তম ওলের চাস হয়; কিন্তু গঙ্গার পূর্ব্ব পারের কৃষকেরা কখন এই প্রকার চাসের পরীক্ষা করিল না।

বাঙ্গালা ভাষার কপাল মন্দ।

আজি কালি বাঙ্গালা চিকিৎসা, ঢক্কা পেটা করা ও বাঙ্গলা গ্রন্থ ও সংবাদ পত্র লেখা এ তিনেরই সমান দশা ঘটিয়াছে। যাহাদিগের বিশেষ বিদ্যা নাই, ক্ষমতা নাই, অর্থাগমের কোন উপায় নাই, তাহারাই ঐ তিনটী বিষয় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। ঐ তিনটী ব্যবসায়ের মধ্যে আজি কালি গ্রন্থ লিখন ও সমাচার পত্র প্রণয়ন কার্য্যটার কিছু অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। যাঁহার কোথা কিছু না জুটিল, তিনি গ্রন্থ ও সংবাদপত্র লিখিতে বসিয়া গেলেন। এমন সুন্দর ব্যবসায় আর নাই। কিছু কাগজ ও ছাপার খরচ সংগ্রহ করিতে পারিলেই হইল। ভাল হইল কি মন্দ হইল, কাহার নিকটে সে হিসাব দিতে হয় না। যাহারা ঐ সকল গ্রন্থ ও সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের অসাধারণ গুণ। তাঁহাদিগের নিকট ... এক দর। তাঁহাদিগের ... স্বাতী দেবীর এমনি

অনুগ্রহ কোন গ্রন্থ বা সংবাদপত্র তাঁহাদিগে মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। অধিক ভূমিকা করিয়া আর আমরা সহৃদয় পাঠকগণের সময় নষ্ট করিতেছি কেন। এখন আমাদিগের বক্তব্যটী ব্যক্ত করিয়া বলি। যে দিন আমাদিগের হস্তে এক খানি নূতন গ্রন্থ বা সমাচার পত্র উপস্থিত না হয়, সে দিন মিথ্যা। কিন্তু আমরা যখন সেই গ্রন্থ বা সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসি তখনি আমাদিগের অন্তঃকরণে বিজাতীয় ক্ষোভের উদয় হয়। এই কথা মনে হয়, বাঙ্গলা ভাষার কপাল কি মন্দ, যাহাদিগের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই, তাহারাই লেখক হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষাটী বিশুদ্ধা সংস্কৃত, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অতএব সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে বাঙ্গলা গ্রন্থ বা সমাচার পত্র প্রণয়ণ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে উহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। কিন্তু চমৎকার এই, যে সকল ব্যক্তি কখন সংস্কৃতের ঘ্রাণ লন নাই, তাঁহারাই প্রায় বাঙ্গলা লেখক হইয়াছেন। লেখকদলে কতকগুলি ইংরাজীওয়ালাও প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সংস্কৃত জ্ঞান না থাকাতে আর একটী মারাত্মক দোষ ঘটিয়াছে। ভাষাটী ক্রমে ইংরাজী হইয়া উঠিতেছে। এখন আমরা কয়েকটী উদাহরণ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করি, সহৃদয় পাঠকগণ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শ্রবণ করুন। একজন ইংরাজীওয়ালা কাম্বেল সাহেবের বিষয়ে লিখিয়াছেন "রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি যথেচ্ছাচারী, তিনি প্রজাদিগের চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বদা শাসন কর্ত্তার ক্ষমতা রাখিতে চাহেন, সকল বিষয়ে তিনি নিজের ইচ্ছা প্রবল করিতে চাহেন। কিন্তু আমরা বুঝাইয়া দিলে তিনি ভ্রম সংশোধন করিতে পারেন, আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি ইত্যাদি।" আমরা যাঁহার লেখা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইনি ১২ বৎসরেরও অধিক কাল সংবাদ পত্রে লিখিতেছেন, তথাপি ইহাঁর এই লেখার ছটা। ইনি সংস্কৃত জানেন না, কখন সংস্কৃত গ্রন্থ স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু ইংরাজীতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। এই কারণেই ঐরূপ লিখন পারিপাট্য হইয়াছে। আর একজন ইংরাজী ওয়ালা সমাচারপত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন "এদেশীয়েরা অস্বাভাবিক মৃত্যুকে গ্লানিসূচক মনে করেন এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু লইয়া আন্দোলন করিতে মনে ভারি বেদনা পান। সুতরাং এই সকল ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের অপমৃত্যু প্রকাশ করিবেন না ইত্যাদি।"

এখন এক খানি নূতন গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দি পাঠকগণ শ্রবণ করুন। গ্রন্থকার একটী মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান। শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ও আত্মোপাসনাতে এবং প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন।

এখন পাঠকগণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করুন এরোগ প্রতীকারের ঔষধ কি? ঐ সকল ব্যক্তি বাঙ্গলা ভাষার অনিষ্ট করিয়া বাঙ্গলাদেশের যার পর নাই অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, অতএব উহাঁরা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় সন্দেহ নাই। উহাঁরা যে প্রকার অপরাধী, পিলাড়িদণ্ড হইলেই উচিত হয়। কিন্তু আমরা সে দণ্ডের অনুরোধ করি না। তাহা হইলে একটী ভুল স্থূল পড়িয়া যাইবে। যাঁহারা মুরব্বি জুটাইয়া কথঞ্চিৎ অন্ন করিয়া খাইতেছেন, তাঁহারা মারা পড়িবেন। বিশেষতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমাদিগের এ সকল বিষয়ে যে নূতন স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে, তাহার ব্যাঘাত জন্মিবে। পাঠকগণই একটী উপায় চিন্তা করুন।

—০—

সোনাপুরের ডাকঘর।

সোমপ্রকাশ হইতে এই ডাকঘরটীর জন্মলাভ হয়। সোমপ্রকাশের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সোমপ্রকাশের শুভাশুভ চিন্তার ন্যায় ইহারও শুভাশুভ আমাদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান বর্ষে ইহার আয়ব্যয় বৃত্তান্ত দর্শন করিয়া একান্ত প্রীতি লাভ করিলাম, পাঠকগণও উহার অংশভাগী হউন। এ বৎসর ঐ ডাকঘরে গড়ে ২১৪৷৷০ টাকা মাসিক আয় এবং ৫৫৷৷০ টাকা মাসিক ব্যয় ও ১৫৯ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। গড়ে প্রতি মাসে যত চিঠি ও সমাচার পত্রাদি আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে তাহার একটী হিসাব দেওয়া গেল। আমদানী টিকিট দেওয়া চিঠি ৫১০, বেয়ারিং ৩৫০, সারভিস পত্র ১১০, রেজেষ্টরি ১৬, সংবাদ পত্র ৭৫ বহি ও অন্য অন্য কাগজ পত্র ১১ ইত্যাদি। রপ্তানী টিকিট দেওয়া চিঠি ৩৬০ বেয়ারিং ৪৯০ সারভিস ১৭৫ রেজিষ্টরি ৬৫ সংবাদ পত্র ১৮০০ ইত্যাদি।

আমরা এই ডাকঘরটীর আমদানী ও রপ্তানী চিঠি পত্রাদি ও তন্মূলক আয় ব্যয় দর্শন করিয়া যেমন সন্তোষলাভ করিলাম, তেমনি একটী বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইলাম। এখানকার ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টারের বেতন অতি সামান্য ১৫ টাকা মাত্র। এখানে যেরূপ আয় হইতেছে এখানকার ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টারের অন্ততঃ ২৫ টাকা বেতন হওয়া উচিত। এখন যিনি উক্ত পদে আছেন ইনি সমুদায় বিষয়ের শৃঙ্খলা-

বন্ধন পূর্ব্বক সুন্দররূপে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইহাঁর কোন গ্লানির কথা শুনিতে পাওয়া যায় না! বেতন অধিক হইলে কেবল যে পদের গৌরব বৃদ্ধি হয় এরূপ নয়, অনিষ্ট শঙ্কাও অল্প হয়। আমরা মধ্যে মধ্যে স্থানের স্থানের ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারের রেজিষ্টরি চিঠির হরণ সংবাদ শুনিতে পাই, বেতনের অল্পতাই তাহার কারণ। আজিকালি ১০। ১৫ টাকায় ভদ্রলোকের কোন ক্রমেই চলে না।

প্রাপ্ত।

পণ্ডিতবর বাবু শ্যাচরণ সরকার প্রণীত "ব্যবস্থাদর্পণ" হিন্দু দায়শাস্ত্র সংক্রান্ত এক অত্যুপাদেয় স্মৃতিসংগ্রহ। বৈদেশিক প্রাড়বিবাকেরা মেকনাটনকৃত সংগ্রহকে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা সহৃদয়তা সহকারে একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, যে ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ, কেবল পণ্ডিতের সংস্কৃত বচন ব্যাখ্যার অনুবাদক মাত্র, তৎকৃত হিন্দুশাস্ত্র সংগ্রহ কি কখন তাদৃশ পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন এবং বহুকাল যাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন তৎপর ব্যক্তির সংগ্রহ যাদৃশ পরিশুদ্ধ হওয়া সম্ভব। ফলতঃ যাহারা অভিনিবেশ সহকারে উক্ত উভয় মহামতির সংগ্রহ পাঠ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ অঙ্গীকার করিবেন যে, পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ শ্যামাচরণ বাবু আপন স্মৃতি সংগ্রহে যেরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ও যেরূপ দৃঢ় অধ্যবসায় সহকৃত অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, মেকনাটনের সংগ্রহে তাহা কোথা? অপক্ষপাতী স্মৃতিব্যবসায়ী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহোদয়েরা "ব্যবস্থাদর্পণে" যেরূপ সুব্যবস্থা সমুদয় প্রাপ্ত হইবেন, মেকনাটনের সংগ্রহে কখন তাহা পাইবেন না। আমরা এতাদৃশ অনেকস্থল প্রদর্শন করিতে পারি যে, যেসকলস্থলে মেকনাটনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়, অথবা অসম্পূর্ণ, কিন্তু শ্যামাচরণ বাবুর ব্যবস্থা যথোচিত শাস্ত্রসম্মত এবং যৎপরোনাস্তি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত শ্যামাচরণ বাবু স্বপ্রণীত স্মৃতিসংগ্রহে যে সকল ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন তাহার প্রত্যেক ব্যবস্থার প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বলবদযুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ কি যুক্তি নিরপেক্ষ হইয়া তিনি একটী ব্যবস্থাও লেখেন নাই। কেবল ইহাই নহে, ব্যবস্থাপিত ব্যবস্থার পোষকার্থে উচ্চতম বিচারালয়সমূহের প্রামাণিক নিষ্পত্তি প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া তিনি হিন্দুদায়শাস্ত্রানুশীলনতৎপর জনসাধারণের মহোপকার করিয়াছেন, বোধ করি, অনেকেই ইহা অঙ্গীকার করিবেন। শ্যামাচরণ বাবুর "ব্যবস্থাদর্পণ" এতাদৃশ বহুগুণের আধার হইলেও প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারবিচক্ষণ বিচারপতি মহামতিরা মেকনাটনের সংগ্রহকে আইন শিক্ষার্থিগণের পাঠোপযোগী বলিয়া পরীক্ষা পুস্তকের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে হইলে এ নিয়ম সর্ব্বথা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব আমরা প্রার্থনা করি, যে ন্যায়পর বিচারপতি মহোদয়েরা অতঃপর মেকনাটনের স্মৃতি সংগ্রহের পরিবর্ত্তে শ্যামাচরণ বাবুর "ব্যবস্থাদর্পণ" পরীক্ষা পুস্তক করিয়া আইনাধ্যায়িগণের সৎশিক্ষার সহায়তা এবং শ্যামাচরণ বাবুর পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন; "ক্রমশঃ ফলে ন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।"

বিবিধ সংবাদ।

৩ রা বৈশাখ সোমবার।

গত কল্য যে সময়ে মাতলা হইতে কলিকাতার অভিমুখে গাড়ি যাইতেছিল সেই সময়ে এক বৃদ্ধা শকটচক্রে নিপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। মাতলা রেলওয়ের উপবাসী থাকাটা ভাল হয় না। কিঞ্চিৎ জল যোগ করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন।

বোম্বাইর পেষ্টনজী দিনশা এবং তৎপুত্র রাঘবের প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা হয় তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে প্রিবি কাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য প্রার্থনা করেন, তত্রত্য হাইকোর্ট সে প্রার্থনা পূরণ করেন নাই। প্রধানতম বিচারপতি আজ্ঞা দিয়াছেন, বোম্বাই হাইকোর্টের উকীল শ্রেণী হইতে দিনশার নাম কর্ত্তন করা হয়। দিনশার ভাগ্য ভাল কেবল নামের উপর দিয়া গেল। এখন তাঁহার পাপ প্রবৃত্তির দমন না হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িত।

অদ্য মহীশূরের যুবরাজ নীলগিরিতে যাত্রা করিবেন। এত অল্প বয়সে ইহাঁকে এ রোগে ধরিল কেন?

সম্প্রতি ১৮৫৭ অব্দের দিল্লীর একজন বিদ্রোহী দণ্ড ভয়ে অগ্রেই বিষপান দ্বারা আত্ম হত্যা করিয়াছে। টরণবুল সাহেব উহাকে ধরিতে গিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া সে ঐরূপে আত্মহত্যা করে।

ডিক্রুজ নামক যে ব্যক্তির হত্যাপরাধে ফাঁসীর আজ্ঞা হয়, কতকগুলি লোকে উহার মৃত্যু দণ্ড না হইয়া দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড হয় এই প্রার্থনা করিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিবার চেষ্টায় আছেন। যাঁহারা এই আবেদন করিতেছেন তাঁহারা মৃত্যু দণ্ডের একান্ত বিরোধী। দেশীয় হত্যাকারীর মৃত্যু দণ্ডের সময়ে ইহাঁদিগের দয়ার উদ্রেক হয় না কেন?

বেরিলির বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মিশ্র তথায় স্ত্রী লোকদিগের জন্য একটী মেডিকল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। ইহার ফল দর্শনার্থ আমরা একান্ত উৎসুক হইয়া রহিলাম।

বাঙ্গালোর হেরাল্ড বলেন, মাদ্রাজের এক জাতির এই রীতি আছে, বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের প্রথম সন্তান হইলে প্রসূতিকে দুটী অঙ্গুলির প্রথম দুটী গ্রন্থি পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে হয়। যাহারা বন্ধ্যা, তাহাদিগকে দত্তক গ্রহণ কালেও ঐরূপ করিতে হয়। তত্রত্য কমিশনর এই রীতি উঠাইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। যে দেশে স্ত্রী বন্ধক দিবার রীতি আছে, সেখানে এ রীতি থাকা আশ্চর্য্যের নয়।

এবার ৩০০ সুবর্ডিনেট সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থির মধ্যে ৬২ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ২৯ প্রথম ও ৩৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের ন্যায় ইংলণ্ডেও অন্ধদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অন্ধেরা এ বিষয়ে শিক্ষা করিতে এবং শিক্ষা দিতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের তুলাকক্ষ হইতে পারে সন্দেহ নাই। এফ, জি কাম্বেল সাহেব সঙ্গীতের নর্ম্মাল বিদ্যালয় সমুহের ডাইরেক্টর হইয়াছেন। কাম্বেলসাহেব অন্ধ। উক্ত বিদ্যালয় গুলির শিক্ষকগণ কিও অন্ধ?

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, সর রিচার্ড টেম্পল সিমলা যাইবার পূর্ব্বে নেপাল হইয়া যাইবেন। জঙবাহাদুরকে রাজস্ব বিষয়ে কিছু উপদেশ দিবার জন্য নেপালে যাওয়া হইতেছে না কি?

আমেদাবাদে একটী শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। এ নিমিত্ত ৩ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ আবশ্যক। সকলে অনুমান করিতেছেন, গুইকুমার এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিবেন। এক্ষণে গুইকুমারের নূতন মন্ত্রী হইয়াছেন বোধ হয় এ অনুমান বিফল হইবে না।

অশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে প্রভুশক্তি ন্যস্ত হইলে কিরূপ অনিষ্ট ঘটে সেদিন কলুটোলা থানার দারোগা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। দারোগা বাবু শিবচন্দ্র আঢ্যকে জিজ্ঞাসা করেন "তোম কোন হ্যায়? তিনি "আদমি হ্যায়" এই উত্তর দেন, এই তাঁহার অপরাধ। দারোগা সাহেবের ইহা সহ্য হইবে কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মহা গরম হইয়া গালা গালি দেন এবং তাঁহার অবমাননা করেন। ইহার ২০০ টাকা জরিমানা এবং পদচ্যুতি দণ্ড হইয়াছে।

৪ঠা বৈশাখ মঙ্গলবার।

জাপান গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য কয়েকটী বন্দর খুলিয়াছেন।

সম্প্রতি বোম্বাইর গবর্ণর সর পি ওডহাউস অন্যের অনুকরণীয় একটী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার মহাবলেশ্বরে গমনে যে ব্যয় হইবে তিনি বলিয়াছেন, সে ব্যয় গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে না, তিনি নিজে দিবেন। এ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য শাসন কর্ত্তৃগণের একান্ত অনুকরণীয়। ইহাঁদিগের ভোগ তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা শারীরিক সুখের জন্য যে টাকা ব্যয় হয় তাহা তাঁহাদিগের নিজের দেওয়াই কর্ত্তব্য। নিজে নিজে ব্যয় দিলে পর্ব্বতবাসের প্রতি প্রজার তত আপত্তি থাকে না।

গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, লুসাই যুদ্ধের জন্য যে মেডাল করা হইয়াছে উক্ত যুদ্ধে যত পুলিষ কর্ম্মচারী গিয়াছিল উহাদিগকে তাহা দেওয়া হইবে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্জাবে ২০৬৮১ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮২৭ বসন্তে এবং ১২১৬২ জনের জ্বরে মৃত্যু হয়। বাঙ্গলাদেশে বসন্তের এত প্রাদুর্ভাব নাই বটে কিন্তু ওলাউঠা প্রভৃতি অন্যান্য রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

গত ১০ ই এপ্রেল কানপুর হইতে লক্ষ্নৌতে যে মালগাড়ি যাইতেছিল উনাও ষ্টেসনে উপনীত হইবার পূর্ব্বে উহার দুই খানি গাড়ি সমুদায় দ্রব্যাদির সহিত পুড়িয়া যায়। ঐ গাড়িতে উৎকৃষ্ট বিলাতি কাপড় ও কাশ্মীরী শালই অধিক ছিল। যার গেল তার গেল। সহজে পুড়িয়া না যায় এই সকল দ্রব্য রাখিবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানির সেই রূপ গাড়ি প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য।

গত সংক্রান্তি দিবসে বালীর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

কল্য অপরাহ্ণ ৫ টা ২০ মিনিটের সময় লার্ড নর্থব্রুক অনরেবল মিস বেরিঙের সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে সিমলা যাত্রা করেন। তাঁহার গমনকালে এদেশীয় কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজা রমানাথ ঠাকুর সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ নর্থব্রুকের সহিত কথোপকথন করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে টাক্সের কথা উল্লেখ করা হয়। নর্থব্রুক তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, এক্ষণে তিনি ট্যাক্স সম্বন্ধে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, কত দূর তাহার অনুসরণ করিতে পারিবেন বৎসরের শেষ না হইলে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। লার্ড নর্থব্রুককে দেখিবার জন্য হাবড়া ও কলিকাতা ষ্টেষণ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ইহা দ্বারা লার্ড নর্থব্রুকের প্রজা বাৎসল্যেরই পরিচয় হইতেছে।

৫ ই বৈশাখ বুধবার।

২৪ পরগণার সুবর্ডিনেট জজ বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় পেন্সনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন।

গত ৮ ই এপ্রেল আলাহাবাদ হাইকোর্টে সর উইলিয়ম মিউর এলাহাবাদের যে সকল ইংরাজী উর্দ্দু সংস্কৃত পারসী বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য নাই, সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে আহ্বান করিয়া সামান্য পরীক্ষা করিয়া শিক্ষকদিগকে ১৫০ এবং ছাত্রদিগকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেন। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৫০০ হইয়াছিল। পাঁচশত ছাত্রের মধ্যে ৫০ টাকা পারিতোষিক নিতান্ত অযোগ্য হইয়াছে।

গত পূর্ব্ব শনিবার প্রাতে এলাহাবাদ জেলখানার নিকটে একজন মুসলমানের ফাসী হইয়াছে। এ ব্যক্তি একটী বালককে হত্যা করিয়াছিল।

কেশব বাবুর ফ্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রীকে বিজয়নগরের রাজা মাসিক ৮ টাকা ছাত্রীবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল বারাণসীতে বসন্ত ও ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একখানি সংবাদ পত্রের একজন সংবাদদাতা একটী নূতন বিধ মকদ্দমার বিষয় লিখিয়াছেন তিনি বলেন, দেরাদুনের অন্তর্গত থাসিলি স্কুলের শিক্ষক তাঁহার কতকগুলি ছাত্রের নামে এই বলিয়া মাজিষ্টেটের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যে তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিতে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছে

বোধ হয় ঐ শিক্ষকটী আমাদিগের কাম্বেল সাহেবের পাঠশালার শিক্ষকদিগের সহোদর হইবেন।

৬ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

১৫ ই এপ্রেল রেঙ্গুন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, ব্রহ্মদেশীয় রাজদূত তথায় উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি ইংলণ্ড ও কলিকাতায় যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তত্রস্থ প্রধানতম কমিশনর তাঁহাকে সেইরূপ সম্মানসহকারে অভ্যর্থনা করিতে অসম্মত হওয়াতে তিনি জাহাজ হইতে তীরে অবতীর্ণ হন নাই। বোধ হয় দূত জানেন না যে আমাদিগের রাজপুরুষেরা যখন স্বপদে থাকেন তখন তাঁহারা আপনাদিগকে বিক্টোরিয়া অপেক্ষা বড় জ্ঞান করেন।

অযোধ্যার অন্তর্গত ভিঙ্গের রাজা ইণ্ডিয়ান রিফরম এসোসিএসন সভায় ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইলাম, বেঙ্গলি ন্যাসনাল থিয়েটরের অধ্যক্ষগণ স্থির করিয়াছেন, এক্ষণে হিন্দু সমাজ হইতে স্ত্রীলোক অভিনেতা পাওয়া যায় না বলিয়া বেশ্যাদিগকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যথার্থ বলিয়াছেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা নাটক হইতে যে কিছু উন্নতির আশা ছিল সে সমুদায়ের লোপ হইয়া নানারূপ বিষময় ফল উৎপাদিত হইবে। আমরা জানি অধ্যক্ষগণ সকলেই শিক্ষিত; কিন্তু তাঁহাদিগের এই সংকল্প দর্শনে আমাদিগের আর তাঁহাদিগকে শিক্ষিত বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

বোম্বাই হাইকোর্টের একজন দেশীয় উকীল বিলাত প্রদর্শনে যাইতেছেন। আমাদিগের কলিকাতায় কি প্রদর্শনে পাঠাইবার যোগ্য কোন উকীল নাই?

গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন ১৮৭৪ অব্দে বাঙ্গলায় ৪৫০০০ সিন্দুক অহিফেনের অধিক বিক্রয় করিবেন না। ইহার অধিক যদি অহিফেন জন্মে উহা ১৮৭৫ অব্দের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইবে। ইহার মধ্যেই অহিফেনের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় শিক্ষা বিভাগে ৪৭ টী মাত্র উৎকৃষ্টতর পদ আছে, ইহার সর্ব্ব প্রধান পদের বেতন ১৯৫০ টাকা মাত্র।

বাবু ভুবনমোহন সরকার মিরর পত্রে লিখিয়াছেন, প্রায় সকল ডিস্পেন্সরিতে রাত্রিকালে প্রচুর পরিমাণে মদ পাওয়া যায়। ভুবন বাবু বড় অযথার্থ বলেন নাই, অনেক ডিস্পেন্সরি বিশেষতঃ কলিকাতার ডিস্পেন্সরিগুলিকে মদের দোকান বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তিনি বলেন, ডিস্পেন্সরি অধ্যক্ষগণের সংস্কার আছে, ঔষধার্থ না হইলেও তাঁহারা বিনা লাইসেন্সে ৪ আউন্স পর্য্যন্ত সুরা বিক্রয় করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের এই অনিষ্ট নিবারণার্থ অবিলম্বে একটী আইন করা কর্ত্তব্য। আইনটী এরূপ হওয়া চাই যে কুইনাইন অথবা ফিবর মিক্সচর বলিয়া টিকিট দিয়া সুরা বিক্রয় করিতে না পারে।

বর্দ্ধমান, উড়িষ্যা, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এ পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়াতে কৃষিকার্য্যের বড়ই অনিষ্ট হইতেছে। আমাদিগের এঅঞ্চলেও বৃষ্টি হয় নাই। গ্রীষ্মের আতিশয্যনিবন্ধন লোকের যার পর নাই কষ্ট হইয়াছে। গত বর্ষে রীতিমত বর্ষা হয় নাই এখনও বৃষ্টি হইতেছে না, আমাদিগের রাজস্বের ন্যায় স্বর্গেও কি জলের অনটন ঘটিয়াছে।

৭ ই বৈশাখ শুক্রবার।

জয়পুরের রাজা এই মাসের শেষে সিমলায় গমন করিবেন। আজিও তিনি স্থির হইয়া আছেন আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা জানিতাম যাঁহারা অনুকরণ করেন, তাঁহাদিগের আবেশ অধিক।

গত ১০ ই এপ্রেল মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দানার্থ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি বগুড়ায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস ময়মনসিংহে দুইবার ভূমিকম্প হয়।

সুবর্ডিনেট নেটিব সিবিল সর্ব্বিসের যে প্রথম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, গত কল্যের কলিকাতা গেজেটে উহার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৪ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁরা মাসিক এক শত ও তদধিক টাকা বেতনের কর্ম্ম পাইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২৮ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৫১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর নম্বর দান কালে কিছু মুক্ত হস্ত হইয়াছিলেন, যাহাদিগের নম্বর কিছু কম ছিল তাঁহাদিগকেও উত্তীর্ণ করিয়াছেন। অনেকে হাত পা ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা দিলেন বটে; কিন্তু আশানুরূপ ফল সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কাম্বেল সাহেব বলিয়াছেন, যাহারা অধিক বেতনের কর্ম্ম পাইবার জন্য পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে পান এত কর্ম্ম নাই। তাহাদিগকে অল্প বেতনের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। গত ৮ মাসের মধ্যে যে সকল নব ডেপুটীকে নিযুক্ত করা হয় (উপরি উক্ত পরীক্ষা না দিলে ইহারা কর্ম্মচ্যুত হইবেন এই নিয়ম করা হয়) উহাদিগের মধ্যে একজন মাত্র পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাম্বেল সাহেব ইহাদিগকে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছেন। ইহারা না পারেন ঘোড়া চড়িতে না পারেন দৌড়া দৌড়ি করিতে এদিগে না পারিলেও কর্ম্ম থাকে না। উভয় সঙ্কট হইয়াছে।

৫ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ৩১৩ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে এতদপেক্ষা ৩০ জন অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৪১ জনের ওলাউঠায় মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে এমন সময়ে কলিকাতায় ওলাউঠায় অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইত।

মান্দ্রাজ রেলওয়েতে নিদ্রা যাইবার জন্য উৎকৃষ্ট গাড়ি সকল আসিয়াছে। এই গাড়িতে উঠিয়া বহুদূর অতি সচ্ছন্দে যাওয়া যায়। আমাদিগের পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি এইরূপ গাড়ি আনয়ন করুন না, বিলক্ষণ লাভ করিতে পারিবেন।

বিএনার জর্ম্মণ গেজেটে লেডি এলেন বরা নামে একটী স্ত্রীর মৃত্যু সম্বাদ লিখিত হইয়াছে। ইনি একজন সামান্য রমণী ছিলেন না। নয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। অষ্টম স্বামী পরলোকে গমন করিলে অতি

বৃন্দাবনস্থায় আরবদেশীয় শেখ আবদুল নামক এক ব্যক্তিকে তদ্দেশীয় রীত্যনুসারে বিবাহ করেন। ইহার বিবাহ করিতে কোন জাতিই প্রায় বাকি ছিল না। ইংলণ্ডে এরূপ কত গুলি সাধ্বী আছে?

সম্প্রতি পালমাল গেজেটে পৃথিবীর গবর্ণমেন্ট সমূহের ঋণের এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, যে সংখ্যা গুলি দেওয়া হইতেছে। উহা কোটিরূপে গণ্য হইবে।

ইংলণ্ড ৭৯০; ফ্রান্স ৩৬০ রুশীয় ৩৫৫, অষ্ট্রিয়া ৩০৬; স্পেন ২৬১; তুরস্ক ১২৪, হলণ্ড ৮০ পোর্টুগালে ৬৪ বেলজিয়ম ২৭, গ্রীস ১৮, রোমানিও ১৩, ডেনমার্ক ১২ জর্ম্মণ রাজ্য সমূহ ১৭৩, ইউনাইটেড ষ্টেসস ৪২৩ আমেরিকার অন্যান্য দেশ ৭৯, আফ্রিকা ৩৯, ভারতবর্ষে ১০৮ জাপান ২৭ অষ্ট্রেলিয় ৩৮। সমুদায় ঋণ সংখ্যা ৪ হাজার কোটির উপর হইবে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিক্কা	১০২৶—১০২৷৶০
৪	"	কোং	১০২॥—১০২॥৶০
৪॥	"	"	১০৬—১০৬।০
৪॥	"	"	১০৫—১০৫॥০
৪॥	"	"	১০৪॥—১০৪॥৶০
৫॥	"	"	১১০॥—১১০॥৶০

৮ ই বৈশাখ শনিবার।

মঙ্গলবার অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় লার্ড নর্থব্রুকের বিশেষ ট্রেণ আলাহাবাদে উপনীত হয়। সর উইলিয়ম মিউরের সহিত একান্তে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় অপ্রকাশ অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

কমিশনর সেক্সপিয়র সাহেবের স্মরণার্থ ফণ্ডে ৭৪৭৬ টাকা উঠিয়াছে। বারাণসীর রাজা প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি ইতিপূর্ব্বে দরিদ্রছাত্রদিগের পাঠের জন্য যে ৬ ছয় সহস্র টাকা দেন সেই টাকা ঐ ফণ্ডে যোগ করা হয়। এটী উত্তম প্রস্তাবই হইয়াছে। এই রূপ স্মরণার্থ চিহ্নই অধিককাল স্থায়ী হয়।

২৬ এ এপ্রেল প্রুশীয়ার সম্রাট উইলিয়ম তাঁহার প্রধান সেনাপতি মলটকি ও প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক সেন্টপিটসবর্গে গমন করিবেন। তাঁহাদিগের এ গমনের উদ্দেশ্য কি তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রুশিয়া ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া রুশীয়ার সহিত বন্ধুতা করিতেছেন রুশীয়াও মধ্য আসিয়ার জয় লইয়া ব্যস্ত এজন্য প্রুশীয়ার সহিত মৈত্রী বন্ধনে যত্নবান হইয়াছেন।

উপনগরের মিউনিসিপালিটির কর্ম্মচারিদিগের কর্য্যদক্ষতা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গড়পারে ওলাউঠা হইয়াছে এই সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহারা চতুর্দ্দিগের নর্দ্দামা পরিষ্কার পচা পুষ্করিণীর সংস্কার দুর্গন্ধ জল তুলিয়া ফেলা ইত্যাদি কার্য্য করাতে পীড়া এক বারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। গ্রাম পরিষ্কৃত থাকিলে ওলাউঠার যে শান্তি হয় ইহা তাহার দৃষ্টান্ত।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই এপ্রেল—ডবলিউ এম্ সলি এবং ই. জি. বার্চ্চ সাহেব বঙ্গদেশীয় হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন বলিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

গত শনিবার ফ্রান্স জর্ম্মনিকে আর ১০ মিলিয়ম ফ্রাঙ্ক দিয়াছেন।

মাডরিড ১১ ই এপ্রেল—বার্সিলোনায় আর কোন গোলযোগ নাই। গির্জ্জাগুলি পুনরায় খোলা হইয়াছে। কার্লিষ্টরা পয়সর্দ্দা নগর [illegible] করে, কিন্তু পরিশেষে পলায়ন করাতে উহা দলের ৩০০ লোক হতাহত হইয়াছে।

ক্যাটেলোনিয়াতে একজন নূতন কাপ্তেন জেনরল নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি শান্তি স্থাপনার্থ বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

[illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে [illegible] ভূমিকম্প হইয়া ২০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই এপ্রেল—গ্লাডষ্টোন কার্লি[illegible] দিগের চাঁদার বিষয়ে যেরূপ ভাব প্রকাশ ক[illegible] তাহাতে সংবাদ পত্রসমূহ [illegible] দোষ রোপ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল—সর [illegible] ফিয়া[illegible] ২৫ এ এপ্রেল বোম্বাইয়ে উপনীত [illegible]।

রোম হইতে টেলিগ্রাম [illegible] একণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন।

এডেন ১৩ ই এপ্রেল—[illegible]

৬ ই এপ্রেল মার্সেলেস [illegible] এপ্রেল মস্কাট যাত্রা করেন। ১২ ই এপ্রেল তথায় উপনীত হন।

লণ্ডন ১৪ই এপ্রেল—অষ্টিন ও [illegible] হাবানায় কারাগোলা হইতে পলায়ন করিয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই এপ্রেল—ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার সমান ভাবেই রহিয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল বৈকাল। কলিকাতা হইতে যে মেইল ২১ এ মার্চ্চ এবং বোম্বাই হইতে ২৪ এ মার্চ্চ যাত্রা করিয়াছিল অদ্য প্রাতঃকালে উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই এপ্রেল। অষ্টিন ও [illegible] নামক যে দুই ব্যক্তি ইংলণ্ডের [illegible] হইতে জাল করিয়া টাকা লয় উহারা [illegible] ধৃত হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১৫ ই মার্চ্চ। খিবাতে গৃহ বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। খাঁ উঁহার প্রধান মন্ত্রীকে ফাঁসী দিয়াছেন, তাঁহার পিতৃব্য ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন এবং ওরেনবর্গ সেনাদলের নিকট রুশীয় বন্দী দিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৯ ই এপ্রেল। আসামের সহকারী কমিশনর কাপ্তেন টি. বি. মিচেল সাহেব কাযরূপে রহিলেন।

নওয়াখালির প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট ম্যাজেষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ. জে. নিউবেরি সাহেব ফৌজদারী আইনের ৪৪ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন। হেড কোয়ার্টার হইতে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুপস্থিত কালে তিনি এই ক্ষমতায় কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নদেরচাঁদ রায় বাকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির একজন সভ্য হইলেন।

১০ ই এপ্রেল। ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের ৫১ ধারানুসারে উক্ত প্রদেশের রথ্যাকর কমিটির একজন অতিরিক্ত সভ্য হইবেন।

১২ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত জে. [illegible] সাহেব কিছু দিনের জন্য বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১৪ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত আর, [illegible] সাহেব

নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং মেহেরপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

মেহেরপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ এচ, বি, স্কাইন চুয়াডাঙ্গা বিভাগের ভার পাইবেন।

শ্রীযুক্ত এচ, বি, সিমস সাহেব চট্টগ্রামের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত এ, ও ব্রাউন সাহেব নওয়াখালির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

শ্রীযুক্ত এচ, জে নিউবেরি সাহেব ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর থাকিবেন। ইনি আরো কিছু দিনের জন্য ভাগলপুর সেণ্টাল জেলের প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, পসফোড কক্সবাজার বিভাগের ভার পাইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

কৃষ্ণনগরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, ষ্টিওয়ার্ট রাজমহলে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, এ, ক্রাবেন সাহেব কৃষ্ণগঞ্জ বিভাগের ভার পাইলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

১৫ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত জে, জি চারলস সাহেব কিছুদিনের জন্য ঢাকার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ বিভাগের ভার পাইবেন।

শ্রীযুক্ত এ, আর টমসন সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি হইবেন।

শ্রীযুক্ত ই, এস, মোসলি সাহেব বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর থাকিবেন।

লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল ডবলিউ, টি, ফগান সাহেব পুনরায় রাজসাহির ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত ধ, এল, [illegible] সাহেব গয়াতে একজন প্রথম শ্রেণীর [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

[illegible] সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১৫ ই এপ্রেল। নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় মাণিকগঞ্জ ঢাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবদাস মুখোপাধ্যায় বনগাঁ নদীয়া।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র রায় বরিশাল।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র বর্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু ঢাকা। (অতিরিক্ত মুন্সেফ)।

শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচন্দ্র ঘোষ বি, এল তৃতীয় শ্রেণীতে উলুবেড়িয়ার মুন্সেফ হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীতে পুরীর মুন্সেফ হইবেন।

মৌলবী আবদুল করিম, তৃতীয় শ্রেণীতে পাটনার অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন। যে পর্য্যন্ত মৌলবী দেদার বক্স না আইসেন সে পর্য্যন্ত ইহাকে বেগুসরাইর প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ থাকিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এল কিছু দিনের জন্য বাখরগঞ্জের অন্তর্গত [illegible] রংপুরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি।

—:০:—

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। মহাশয়! শনৈঃ শনৈঃ গ্রীষ্মকাল সমাগত হইল। এবার যে অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অধিক হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কএক দিন পরে মুলতানস্থ খাল সকল জলে পূর্ণ হইয়া কৃষক ও অধিবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। বাস্তবিক এরূপ বর্ষাহীন প্রদেশে এরূপ খালের আয়োজন না থাকিলে বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা হইত। যদিও কূপোদক দ্বারা এসকল অঞ্চলের জলের অভাব দূর হয়, তথাপি খালের ন্যায় বিস্তৃত জলাশয় না থাকিলে কম অসুবিধা ও কষ্ট হইত না। যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এখানে ছিলেন না, স্থূলবেতনধারী ইঞ্জিনিয়ার ছিল না, তখনও এখানে খাল ছিল। এখন সেই সকল খাল চলিতেছে। তাহার সংস্কারের জন্য ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির বেতনে মাসে প্রায় ৩০০০ টাকা খরচ হইয়া থাকে, অথচ হয় ত একটী ওভারসিয়ার হইলে সমস্ত কার্য্য হয়। কই এখানে ইঞ্জিনিয়ারের বিদ্যার ত কিছু প্রয়োজন দেখি না। এখানে যে ইঞ্জিনিয়ার আছেন, তিনি যে বিশেষ কি করেন তাহা দেখিতে পাই না, তবে প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া এত বেতন দিবার প্রয়োজন কি? আজি কালি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে শ্বেতাঙ্গদিগকে যেন তেন প্রকারেণ পালন করাই অনেক ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারিদিগের উদ্দেশ্য, একটী চাপরাশির পাঁচ টাকার বেলায় লাঠালাঠি।

২। সীতানাথ ঘোষ মুলতান হইতে বদলি হইয়া দেরাএস্মাএল খাঁ নামক স্থানে চলিলেন, তাঁহার গমনে বোধ হয় এখানকার অনেকে সন্তুষ্ট হইবেন। কে কোথায় এক আধ ছিটে গুলি টানিল অমনি তাহার সেই দোষটী প্রচার করিতে তৎপর, কে কোথায় গাঁজা খাইল কে কোথায় মদ খাইল, কে কোথায় নাস্তিকতা করিল, এই সকল ধরিয়া লোকের গায় খোঁচা দিলে কি উপকার হয় না সদ্ভাবের বৃদ্ধি হয়? তাঁহার হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা থাকিতে পারে কিন্তু কৌশল না জানাতে সদ্ভাবের পরিবর্ত্তে অসদ্ভাবের প্রাদুর্ভাব হইত। এইটী সীতানাথ ঘোষের বিবেচনার ত্রুটি ছিল। এই জন্য এখান হইতে যাইবার সময় অত্রস্থ বঙ্গীয় সমাজের প্রীতি লইয়া যাইতে পারিলেন না, নতুবা হয় ত উপকার করিতে পারিতেন। তাঁহার কার্য্যে হালি সদর নিবাসী বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানে আসিয়াছেন, ইনি একজন সহৃদয় ব্রাহ্ম। ইনি একজন হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ অনুরক্ত অথচ সাম্প্রদায়িক হিন্দু নহেন, দেবেন্দ্র বাবু ও কেশব বাবু উভয়কেই ইনি শ্রদ্ধা করেন, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে [illegible] সমস্ত সভ্য সমাজের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সকল দিক বজায় রাখিয়া পৈতা ও পুরাতন হিন্দু ভাব ধারণ করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যায় তাহা বলিতে পারি না। আমার মতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে

এখন কেবল হিন্দু স্থানে ও হিন্দু সমাজের মধ্যে বদ্ধ রাখিলে কাজ হইবে না, কেশব বাবুর ন্যায় ইংরাজি সমাজে পেণ্টুলন্ ও হিন্দুসমাজে পট্ট বস্ত্র পরিধান দুইই চাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপবীত সহ উপনয় ও ঋষিভাব অবলম্বন করিয়া সভ্য পৃথিবীতে কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন বলিতে পারি না, কেদার বাবুর দ্বারা মুলতানের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

৩। লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সিংহ সেদিন আসিয়াছিলেন। একদিন সীতানাথ ঘোষের বাড়ীতে ঈশ্বরোপাসনা হইয়াছিল, সীতানাথ ঘোষ প্রকাশ্যরূপে উপস্থিত বঙ্গীয় ভ্রাতাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বোধ হয় সেদিন সহৃদয় দর্শকগণের হৃদয় কথঞ্চিৎ আর্দ্র হইয়াছিল। সীতানাথ ঘোষের নবকুমারের জন্যও বিশেষ প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

৪। গত হোলির সময় অত্রস্থ দেশীয় সেনার কয়েকজন সৈন্যের সহিত ছাউনীর কোতোয়াল ও পুলিষের আর কএক জনের সহিত বিবাদ ও দাঙ্গা হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব কোতোয়ালের নামে ক্যান্টন্মেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করাতে তাহার এক মাসের কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। শুনিলাম ইহাতে কোতোয়ালের তত দোষ ছিল না, তবে ছাউনীতে সৈন্যগণের উপর আইনের প্রভাব বড় লাগে না। এই জন্যই কোতোয়াল দণ্ড প্রাপ্ত হইল।

৫। যে হত্যাকারী কাশ্মীরি পণ্ডিতের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল কএকদিন হইল তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

৬। এখানকার কমিসনর ও ডেপুটী কমিসনর উভয়েই ছুটী লইয়া বিলাতে চলিলেন। তাঁহাদের পদে নূতন লোক আসিয়াছে।

৭। ষ্টেটরেলওয়ের জন্য পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় ও পঞ্জাব রেলওয়ে অপেক্ষা সংকীর্ণ রাস্তা প্রস্তুত হইবার হুকুম হইয়াছিল এবং সেইরূপ প্রস্তুত হইতেছিল, সংপ্রতি শুনিলাম বিলাত হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ রাস্তা অন্যান্য রেলওয়ের ন্যায় বিস্তৃত হয়, ইহাতে খরচেরও বৃদ্ধি হইবে, একেবারে মতলব খাঁটি করিয়া কাজ করিলে অনর্থক খরচ বাড়ে না;

৮। এবার এখানকার মহরমটা ভাল করিয়া দেখিয়াছি। দেখিলাম অনেক গুলি তাজিয়া (গঁএরা) হইয়াছিল এবং সমারোহ ও কম হয় নাই। মুসলমানদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নী নামে যে দুই সম্প্রদায় আছে এখানে তাহাদের বড় বিবাদ বিসম্বাদ দেখিলাম না। এ সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের সহিত এ উৎসবে মিশিয়া থাকে। মুসলমান সমাজে উপাসনার নিয়ম প্রভৃতি বেশ দেখা গেল, তবে ইহাদের মধ্যে শুষ্কতা ও কঠোরতা অধিক রাজত্ব করিতেছে।

৯। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নবোপবীতধারী পুত্রের সহিত অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ব্বতন ঋষিদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ধর্ম্মালোচনা যতদূর পারেন উদ্দীপন করিবেন, কিন্তু ইংলণ্ডীয় সভ্যতা সম্পন্ন দেশীয় লোকদিগের নিকট এরূপ চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা তাঁহার পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে প্রকাশ পাইতেছে। "পুরাতন মদ্য কি নূতন বোতলে শোভা পায়।"

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সকলেই বলিয়া থাকেন, চিকিৎসা কার্য্যের ন্যায় গুরুতর কার্য্য আর নাই। কিন্তু আজি কালিকার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহার ন্যায় সহজ কার্য্য দ্বিতীয় নাই। লেখা পড়া না শিখিলে কেরাণী হওয়া যায় না; কিন্তু মনে করিলেই অনায়াসে একজন চিকিৎসক হওয়া যায়। বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় এটী একটী বেওয়ারিস ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি মুখ স্বার্থপর লোক অর্থোপার্জ্জনের কোন উপায় না পাইয়া শেষে এই ব্যবসায় আরম্ভ করে, গবর্ণমেন্ট এপিডেমিক নিবারণার্থ বহু চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু ইহাঁদিগের এক একজন এক একটী এপিডেমিকের তুল্য। এক এক এপিডেমিকে যত লোকের মৃত্যু হয়, এই দলের কৃত মৃত্যু সংখ্যা তদপেক্ষা ন্যূন হইবে না। গবর্ণমেণ্ট ত আমাদিগকে এই সকল যমকিঙ্করের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন না, এক্ষণে মেডিকেল কালেজের যে সকল উত্তীর্ণ ও উপযুক্ত ছাত্র নানা স্থানে চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহারা যদি অর্থকেই চিকিৎসা ব্যবসায়ের এক মাত্র লক্ষ্য বিবেচনা না করেন, এই দলের কতক প্রাদুর্ভাব কমিয়া যায় সন্দেহ নাই। যে কারণে আমরা অদ্য এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলাম তাহা এই:—

চাঁঙ্গড়িপোতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি উক্ত গ্রামে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধালয় খুলিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি এই বৎসরে কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ইংরাজী শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অন্যান্য সাধারণ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের সহিত ইহার একটু বিশেষ আছে। ইনি পরীক্ষা দিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন ভাল পরীক্ষা দিয়াছেন বলিয়াই যে আমরা ইহাঁর গুণানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি এরূপ নয়, ইহার চিকিৎসা নৈপুণ্য অমায়িকতা ও সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণ গ্রাম দর্শনে আমরা একান্ত বিমোহিত হইয়াছি। এ অঞ্চলের লোক অধিকাংশ দরিদ্র, অধিক পয়সা ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করান তাঁহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নয়, এই কারণে অনেকে বিনা চিকিৎসায় অথবা হাতুড়িয়ার চিকিৎসায় অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। এতদ্দর্শনে করুণার্দ্র হইয়া অমৃত বাবু এই নিয়ম করিয়াছেন, এক টাকার অধিক দর্শনী লইবেন না, এবং সস্তা মূল্যে ঔষধ দিবেন। শুদ্ধ এই নয় যে সকল ব্যক্তির অবস্থা নিতান্ত মন্দ বিনা ভিজিটে তাহাদিগের চিকিৎসা করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি ইনি সময়ে রোগী পাইলে প্রায়ই, আরোগ্য করিয়া তুলেন। ইহাঁর [illegible] ও

রোগনির্ণয় পটুতা দর্শনে বোধ হইতেছে ইনি পরিণামে একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার হইবেন। অল্প পয়সায় এবং কোন কোন স্থলে বিনা পয়সায় এরূপ সুচি কিৎসা লাভ অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। ইহাঁর কার্য্য প্রণালী দর্শনে এই প্রতীয়মান হয়, পরোপকারই ইহাঁর চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য, অর্থোপার্জ্জন আনুষঙ্গিক মাত্র। এক বোতল বৃষ্টির জলে চৌদ্দ আনা চার্জ্জ করা, গঙ্গায় লইয়া যাইতেছে, ১০ মিনিট পরে মৃত্যু হইবে, তাহাকে অর্দ্ধ পথে ধরিয়া ঔষধ দিয়া পয়সা লওয়া অথবা ইচ্ছা করিয়া পঙ্গু করা ইত্যাদি না করিয়া অন্যান্য চিকিৎসকগণ অমৃত বাবুর এই সৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা। এক্ষণে অমৃত বাবু অন্যত্র না গিয়া এই স্থানে থাকিয়া সাধারণের উপকার সাধন করেন ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীঃ—

—•◉•—

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে এই আদেশ হইয়াছে যে, চন্দ্রকোণা হইতে ঘাটাল সদর ঘাট পর্য্যন্ত মাটীর রাস্তাটী পাকা করা হয়। ঐ রাস্তাটীর ধারে ধারে ইট সাজান হইতেছে। ইট প্রস্তুত করিবার ব্যয় ও কষ্ট গবর্ণমেণ্টকে ভোগ করিতে হইল না। ঘাঁটাল চন্দ্রকোণার ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মধ্যস্থিত রাস্তাটীও ন্যূনাধিক ৫ হস্ত প্রশস্ত। এতাদৃশ রাস্তা পাকা করিতে অত ইট কোথা হইতে জুটিল, এ বিষয় জানিবার জন্য পাঠক মহাশয়দিগের কৌতূহল জন্মিবে সন্দেহ নাই।

ঘাঁটালের অর্দ্ধক্রোশ সন্নিহিত বড়দা নামে এক গ্রাম আছে। উহা পূর্ব্বে রাজা সভাসিংহের রাজধানী ছিল। সেই সভাসিংহের বড়দাস্থিত দুর্গ সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টকে উক্ত রথ্যা নির্ম্মাণে সাহায্যদান করিতেছে।

সভাসিংহের রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে ইতিহাস যোগ্য বিশ্বাস্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কিরূপে তিনি রাজ্য পাইয়াছিলেন, তাহা কেবল উপন্যাস যোগ্য চিত্তরঞ্জক গল্পে পূর্ণ। এইরূপ জনশ্রুতি তিনি চেতুয়া ও বরদা পরগণার প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। ১১০০ সালে উৎকলের আফগান সর্দ্দার রহিম খাঁর সঙ্গে মিলিয়া তিনি বর্দ্ধমানাধিপতিকে পরাজয় করিয়া তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যাকে আনয়ন করেন। রাজকুমারী তাদৃশ অপমান অসহ্য জ্ঞান করিয়া ছুরিকাঘাতে সভাসিংহের প্রাণবধ করেন এবং শেষে আপনিও সেই ছুরিকার দ্বারা দেহত্যাগ করেন।

সভাসিংহের দুর্গ সমুদায়ে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী। শেষ প্রকোষ্ঠের বহির্ভাগে এক পরিখা আছে। কতকদূর পরে দ্বিতীয় পরিখা। দ্বিতীয় পরিখার চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত প্রাচীর; চারিদিকে চারিটী সিংহদ্বার। কিম্বদন্তী আছে ঐ খানে কামান সাজান থাকিত। তাহার পরেই সৈন্যদের বসতিবাটী। তাহার পর তৃতীয় পরিখা। তৃতীয় পরিখার পরে পুনরায় প্রাচীর। এই প্রাচীরের ধারে অশ্বশালা, হস্তিশালা প্রভৃতি ছিল। ব্যবহারমন্দির, দেবগৃহ, পুষ্করিণী প্রভৃতির চিহ্ন রহিয়াছে। মৃত্তিকা মধ্য হইতে এক দেব মন্দির বাহির হইয়াছে। মাটীর নীচে যে একটী কুঠরী বাহির হইয়াছে, তাহা কি ছিল বিশেষ বুঝা যায় না। অনুমান হয় গুপ্তধনাগার হইবে। কেন না তাহার ভিত্তি ৫ হাত প্রশস্ত। পরে মৃত্তিকারাশি, পুনরায় ঐ প্রমাণ ভিত্তি ও কুঠরী। এই সকল ও অন্যান্য কুঠরীর বনিয়াদ একতল গৃহের সমোচ্চ হইবে। এই কক্ষে যে একটী প্রাঙ্গণ রহিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় সেখানে নৃত্য গীতাদি হইত। এটী বড় বড় থামওয়ালা চকমারা পরিবেষ্টিত। সর্ব্বশেষে অন্তঃপুর। তন্মধ্যে একটী পুকুর আছে।

এই মাত্র সামান্য মৃত্তিকা খাত হইয়াছে; সকল মাটী খোঁড়া হইলে অনেক গৃহ বাহির হইবে বোধ হয়।

চন্দ্রকোণা রাস্তাটী মধ্যপরিখার ধারদিয়া গিয়াছে।

বড়দার কোন লোক নিজ পুষ্করিণী খাত সময়ে ২।০ হাত দীর্ঘ এক খানা প্রস্তর পাইয়াছেন। তাহা দেখিলেই বোধ হয় উহা সৈন্যদের অস্ত্রশাণিত করিবার প্রস্তর ছিল শাণ দ্বারা মধ্যভাগ নিম্ন ও উভয় পার্শ্ব উন্নত হইয়া গিয়াছে।

মাটী খুঁড়িবার সময় এক খান ইট পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত আছে " মতং নরেন্দ্রে " আর এক খানা ইট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে "শুভমস্তু"। যে বাবুটীর উপরে ইষ্টক উত্তোলনের ভার আছে, অনেক অনুসন্ধান করিতেছেন, যদি আর কোন এরূপ ইট পাওয়া যায়, যাহা "মতং নরেন্দ্রে" এই অর্দ্ধ বাক্যকে সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারে এবং যাহা " শুভমস্তু " র পরে কি শাক লেখা আছে যোজিত করিতে পারে। কৃতকার্য্য হইলে বারান্তরে প্রকাশ প্রয়াস রহিল।

সভাসিংহের যে সকল ঐশ্বর্য্যের কথা লেখা গেল, কালমাহাত্ম্যে তাহা মৃত্তিকা প্রোথিত ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া লীন হইয়াছে। সভাসিংহ অধিক দিনের লোক না হইলেও তদ্বংশীয় কেহ উত্তরাধিকারী না থাকাতে তাবৎ ঐশ্বর্য্য শত্রুলুণ্ঠিত হইয়া ভূমিসাৎ হইবে আশ্চর্য্য নহে।

১৮৭৩ } অনুগত
৮ ই এপ্রেল } শ্রীঃ—

—○○—

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী আপনার লোক বিখ্যাত পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থানদান করিলে এই ভালুকা গ্রাম নিবাসী দুঃখী প্রজাগণ যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইবেন ও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবেন।

আপনি সময়ে সময়ে আপনার পত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পুলিষের কার্য্যের বিবরণ ও তাহাদের অত্যাচারের কথা লিখিয়া থাকেন কিন্তু কখন কৃষ্ণনগরের পুলিষ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে দেখা যায় না। নিম্ন লিখিত পত্রিকাখানি পাঠ করিলে কৃষ্ণনগর পুলিষ কিরূপ কাজ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বহুকাল পরে গত বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে আমাদের গ্রামে এক স্বর্ণকার গৃহে প্রথমতঃ

চুরি হয়। তাহাতে প্রায় ৮০০।৯০০ শত টাকার দ্রব্য চুরি যায়। পুলিষ তদারক করিতে আসিয়া তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। ইহাতেই চোরেরা সাহসী হইয়া আশ্বিন মাসে সন্ধ্যার সময়ে এক ময়রার বাটীতে চুরি করে। তাহাতেও পুলিষ কোন কাজই করিতে পারেন নাই। এই দুটী চুরিতে চোরদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তাহারা এক্ষণে অকুতোভয়ে রাত্রির যে কোন সময়ে যথা ইচ্ছা চুরি করিতেছে। গত ২রা এপ্রেল বুধবারে এই ভালুকা গ্রামে দুই বাটীতে এক কালীন সিঁদ দিয়াছিল। ইহার মধ্যে একটী বাড়ী ইষ্টক নির্ম্মিত। উক্ত রাত্রেই এই গ্রামের নিকটস্থ একটী পল্লীতে এক কর্ম্মকারের কোটাতে সিঁদ দিয়া তাহার অনেকগুলি দ্রব্য লইয়া গিয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে উক্ত বুধবার রাত্রে কৃষ্ণনগরের অধীন ভাজ্জাংলা নামক আর একটী গ্রামে এক কলুর বাড়ীতে সিঁদ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানেই চোর ধৃত হয় নাই। যে থানার অধীন গ্রামের মধ্যে এক রাত্রেই চারিটী সিঁদ হয় এবং কোন স্থানেই চোর ধরা পড়ে নাই সেখানকার পুলিষ কেমন কার্য্যদক্ষ তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে পুলিষের লোকেরা চৌকিদারদিগের কার্য্য দেখিবার জন্য রাত্রে রোঁদে আসিতেন। কিন্তু এখন আর তাহা আসেন না। চৌকিদারেরা এক্ষণে নিঃশঙ্কচিত্তে আপন গৃহে নিদ্রা যায়। কখন রাত্রে আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না। কেবল আমরা অনর্থক চৌকিদারি টাক্স দিয়া আসিতেছি। মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিষের কার্য্যের কোন তদারক করেন এমত বোধ হয় না। তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণনগরের এত নিকটবর্ত্তী হইয়াও কেন চোর ভয়ে এত ভীত থাকি। যাহা হউক আমাদের এক্ষণে নিবেদন যে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে মনোযোগ দেন এবং যাহাতে আমরা নিজসম্পত্তি লইয়া রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারি তাহা করিয়া এই চোরপীড়িত দুঃখী প্রজাদিগের দুঃখ নিবারণ করেন।

ভালুকা
২৭এ চৈত্র } একান্ত বশম্বদ
শ্রীত্রিঃ

—:o:—

গ্রীষ্মকালে বিদ্যালয় সমূহে বায়ুবীজন করা (টানাপাখা দ্বারা) যে আবশ্যক, তাহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা যে কেবল সুখসেব্য বিষয় এমত নহে, ইহা গ্রীষ্মজনিত পীড়া হইতেও রক্ষা করে। অনেক বিদ্যালয়ে টানাপাখা দ্বারা বায়ুসঞ্চালিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্ট বশতঃ কলিকাতার সন্নিহিত এই বারাকপুরস্থ গবর্ণমেণ্টের ইংরাজি বিদ্যালয়ের ভাগ্যে তাহা হয় না। একে অপরিসর গৃহ ও বহুছাত্র সমাগম, তাহাতে আবার নিদাঘসম্ভূত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দুর্ব্বিষহ উত্তাপ! ইহা যে কতদূর অসহনীয় ক্লেশাবহ, ও অনিষ্টজনক তাহা বোধ করি, পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। ছাত্রগণ পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় অবরুদ্ধ হইয়া দুঃসহ গ্রীষ্মানলে দগ্ধ হইতে থাকে, ইহাতে যে কতদূর অনিষ্টোৎপাদনের সম্ভাবনা, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বিবেচনা করুন। এস্থলে কেহ অনুমান করিবেন না যে, এই বিদ্যালয়ে টানা পাখা নাই। এখানে ৩।৪ খানি টানা পাখা কড়িকাষ্ঠে একপ ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে, যে সহসা দেখিলে কে বিবেচনা করিবেন ইহার কার্য্য হয় না? কিন্তু ইহা যে ঔষধালয়ের "শো বটলের" ন্যায় কেবল দর্শনেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রহিয়াছে, তাহা অত্রস্থ ছাত্র ও শিক্ষকগণ ভিন্ন অন্য কাহারও আশু বোধগম্য নহে। এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় দেখুন, যদি ঐ টানা পাখাগুলির কার্য্য না হইল, তবে এরূপ ভাবে তাহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? মেঘ সকল যদি বর্ষণ না করিয়া কেবলমাত্র গগন সুশোভিত করিয়া রহে, তাহা হইলে কি তৃষিত চাতক কুলের বারিতৃষ্ণা নিবারণ হয়, কদাচ নহে।

অন্য অন্য স্থানে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ে টানাপাখা সঞ্চালিত হইয়া থাকে; কিন্তু বারাকপুরস্থ বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এমন কি অপরাধী যে, তত্রস্থ ছাত্রগণের নিমিত্ত টানাপাখা সঞ্চালিত হইবে না। এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়েরা মনোযোগ করেন না দেখিয়াই আমরা গবর্ণমেণ্ট দ্বারে আর্ত্তনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উপসংহারকালে আমাদিগের প্রার্থনা যে, গবর্ণমেণ্ট সেই দোদুল্যমান টানাপাখা গুলিকে টানিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়া অত্রস্থ ছাত্রগণের মঙ্গল সাধন করুন।

৩রা বৈশাখ
১২৮০ } একান্ত বশম্বদস্য
কস্যচিৎ ছাত্রস্য
বারাকপুর।

—o—

সেদিন রাইপুরে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বেলা ২ টার সময় রাইপুরের প্রান্তর দেশের এক খানি গৃহে অগ্নি স্পর্শ করে। বিগত বর্ষায় যথোচিত পরিমাণে বারি বর্ষিত হয় নাই বলিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে যে এক একটী পুকুর ছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। সেদিন বায়ুও একটু প্রবলবেগ ধারণ করে। সুতরাং মনুষ্য যত্ন বিফল হইয়া যায়। নানা উদ্যোগেও অগ্নির প্রচণ্ডতার কিছুমাত্র নিবারণ হইয়া উঠে নাই। একে একে সমস্ত গৃহগুলি ভস্মীভূত হইয়া যায়। রাইপুর গ্রামখানি কিছু সামান্য নহে। যে পাকা গৃহগুলি আছে, তৎসমুদায় ভিন্ন প্রায় তাবৎ গৃহই অগ্নিমুখে পতিত হইয়াছে। বিশেষ গণনায় জানা গেল, অনুন চারি শত গৃহ অগ্নিস্পর্শে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এতন্নিবন্ধন যে কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য; তবে মোটামুটি হিসাবে দেখা গেল, ৩০,০০,০ ত্রিশ হাজার টাকার অধিক লোকের ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এখন কথা হইতেছে, এমন অবস্থায় প্রজার দুর্দ্দশা মোচনে গবর্ণমেণ্টের অগ্রসর হওয়া বিধেয় কি না। আর প্রজাদেরই বা গবর্ণমেণ্টের সহায়তাপ্রার্থী হওয়া কতদূর সঙ্গত তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না।

রাইপুর গ্রামখানি বীরভূমের দক্ষিণ প্রান্তে অজয়নদীর উপকূলে অবস্থাপিত। বর্দ্ধমান হইতে বীরভূমে যে সংক্রামক জ্বর

প্রবেশ করিয়াছে, তাহা[illegible] থম ধক্কা এই রাইপুরকেই সহ্য করি[illegible] হয়। প্রায় দুই বৎসর হইতে চলি ল, [illegible] এই মহা মারীর কোপদৃষ্টিতে প[illegible]। এই অল্প সময় মধ্যে কত যে লোক [illegible] হইয়াছে তাহার নিশ্চয় করা সুকঠিন। যে লোক-গুলি জীবিত আছে, তাহাদিগ[illegible] জীবন্মৃত বলিয়া আখ্যাত করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে না। তাহারা কেবল প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছে। বলিতে কি নীরোগ শরীর এক ব্যক্তিকেও রাইপুরে দেখা যায় না। ইহাদের যাহা কিছু সংস্থান ছিল সমুদায়ই পথ্য ও ঔষধ ব্যয়ে ব্যয়িত হইয়াছে। এমন স্থলে দাগ্নিদাহে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া কতদূর ক্লেশকর, তাহা সহৃদয় পাঠকমাত্রেই অনু-ভব করিতে পারিবেন। আমরা স্পষ্টাভি-ধানে বলিতেছি, রাইপুরের অধিকাংশ লোকই নিতান্ত নিঃস্ব তাহাদের কিছুমাত্র সংস্থান নাই। বর্ষাও সমীপবর্ত্তী। গবর্ন-মেণ্ট দয়ার কার্য্যে হস্তপ্রসারণ না করিলে আর তাহাদের উপায়ান্তর নাই। আমরা কোন বিষয়েরই অযথাযথ বর্ণনা করি-তেছি না। এসময় একজন প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ এই গ্রামে আগমন করিয়া গ্রামের শোচ-নীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিলে আমা-দের অভিলাষ পূর্ণ হয়।

এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারি-তেছি না। রাইপুরের অধিকাংশ অধিবাসীই তন্তুবায়। বিলাতী কাপড়ের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তন্তুবায়দের ব্যবসায় হীনভাব ধারণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কৃপাদৃষ্টি না করিলে তাহাদের যে কি দশা হইবে, তাহা আপনিই স্থির করিয়া লউন।

যে যে দানশীল মহোদয়গণ রাইপুরের দুঃখি প্রজাদের সহায়তা করিবেন, তাঁহা-দের নাম আপনার নিকট প্রেরণ করিব। কৃপা করিয়া সাধারণের গোচরার্থ তাঁহা-দের নাম সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবেন। গত সপ্তাহে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ নগদ ১০০

গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণ তাহার মূল্য ৫০

মোট ১৫০

রাইপুর
থানা কসবা
জেলা বীরভূম
৩রা বৈশাখ

অনুগত
শ্রীগোঃ—

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১১ই এপ্রেল।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	২	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	২	৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯

সন ১৮৭৩ সালের ১৪ ই এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৭	১

বহরমপুর
১৪ ই এপ্রেল
১৮৭২

শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজি
কিউটিভ ইঞ্জিনিয়র নদীয়া
লোকাল রিবার ডিবিজন

—০—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করি-তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
যশোহর চৌগাছা ১০
" " নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী—নাটুদহ ১০
" " স্বরূপচন্দ্র পাত্র—বেড়বল্লভপুর ১০
" " শ্রীকণ্ঠ মল্লিক—[illegible]বানীপুর ৫॥০
" " হরেকৃষ্ণ সরকার—বড়বাজার ৫॥০
" " রমণীমোহন রায় চৌধুরী
তুষভাণ্ডার ১০
" " রাজা ছত্রনারায়ণ দেব বাহাদুর
শ্যামসুন্দর পুর ৫॥০
" " জগন্না[illegible] [illegible] মহারাজ মহাপাত্র
[illegible]
৮০ জ্যেষ্ঠ হইতে ৮১ বৈশাখ ১০
" " জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস—জয়মণ্ডপ ১০
" " শ্রীরামনারায়ণ সিংহ
কাশীপুর ১০
বহুবাজার সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ৫॥০
বাসণ্ডা স্কুল ১০

—০—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোম-প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-ইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা
৩৮ নং । ১৮৭৩ ।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ । ২৪ সংখ্যা ।

" प्रवर्त्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती न हीयता "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০ । ১৭ ই বৈশাখ । ইং ১৮৭৩ । ২৮ এ এপ্রেল ।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

১ নং লাট । চৌধুরি জন্মেজয় মল্লিক বাদির উথাপিত রাজা পৃথীবল্লভ পাল প্রতিবাদির নামীয় বিশেষ রেজিষ্টরি তমসুক বাবত সন ১৮৭২ সালের ১৫ নং মকদ্দমায় জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১২ ই জুলাই তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ ই জুন শুক্রবার বেলা ২ প্রহর গতে উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজ আদালতে নিম্নলিখিত বৃহৎ ও মূল্যবান জমীদারি নীলাম হইবেক ।

মেদিনীপুর সব রেজিষ্টারির অধীন পুলিষ ষ্টেষণ নারায়ণগড়ের অন্তর্গত এ রেজিষ্টারি নং ২০০৫ তৌজি নং ১৮৩৮ নারায়ণগড় পরগণার মৌজে নারায়ণগড় ও তদন্তর্গত মৌজা ও চকহায়ের যাহার সদর জমা ১৯৩৯৯৷৶৪ টাকা ঐ সম্পত্তিতে দায়িকের যে কিছু সত্ত্ব লভ্য আছে তাহাই নীলাম হইবেক ।

২ নং লাট । শম্ভুনাথ সৎপতির উথাপিত রাজা পৃথীবল্লভ পাল প্রতিবাদির নামীয় বিশেষ রেজিষ্টারি তমসুক বাবত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১৯ এ সেপ্টেম্বর তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ই জুন শুক্রবার বেলা দুই প্রহরগতে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন মতে নীলাম হইবেক, পুলিষ ষ্টেষণ সবজ সবরেজিষ্টারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত খান্দার পরগণার মহাল কোলেন্দা যাহার সদর জমা ৩৫৪২১০ টাকা ঐ মহালে দায়িকের যে কিছু স্বত্ব লভ্য আছে তাহাই নিলাম হইবেক ।

সবর্ডিনেট জজ
জেলা মেদিনীপুর ।

মৎস্যধরা নাটক ।

বহুবাজারস্থ ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রালয়ে সেনট্রেল প্রেসে, পি এস ডি রোজারিওর আফিষে ও অন্য অন্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য । মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা ।

—০:০—

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলালনন্দি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রচারিত বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি কলিকাতা চিৎপুর রোড ১১২ নং বাটীর নিম্নতলস্থ গৃহ ন্যাশন্যাল ট্রেডিং কোম্পানির পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে । মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা ।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ম্যানেজার ।

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ ।

ইহার ৩ য় ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে । স্বদেশহিতৈষী গ্রাহকগণ কলিকাতা মদন মিত্রের লেনে ৬ নং ভবনস্থ চিকিৎসাসংগ্রহ কার্য্যালয়ে শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য পাঠাইবেন ।

—•—

" সেতার শিক্ষা । "

ঐ মনোমোহকর যন্ত্র শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ । বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত । মূল্য ৪ টাকা, ডাকমাশুল ৬ আনা । কলিকাতা বহুবাজারস্থ ষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য ।

—§—

বঙ্গভাষায় ।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস অব ডিজীজ অর্থাৎ রোগ বিচার এবং ব্যাধির ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব ।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ২৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা । উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর । চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায় ।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক ।

১ । গৃহীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায় । গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাহ্

কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুন গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসুচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷৷০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ৴০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ৷৷৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৴১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—০—

বাল্মীকি রামায়ণের বাঙ্গলা অনুবাদ।

মাসে ১০ ফরমা। বার্ষিক মূল্য ৫৷৷ টাকা ডাক মাসুল সহিত। কলিকাতা উত্তর ইটালী চিঙ্গিড়ীঘাটা রোড ১০৬ নং ভবনে পাওয়া যায়।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য।

সংপ্রণীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, যাহাতে ধাতু, ধাত্বর্থ, সকর্ম্মক, অকর্ম্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতাধ্যায়িদিগের জন্য) গণ, পদ ধাতুরূপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবেন। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৯১। ১২৭৯ ১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীলালকমল বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক প্রণীত "সামতলিক ত্রিকোণমিতি" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাসুলাদি ৴০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ।

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ ৴০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১৷৷০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ১ ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২৷৷০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

ইউনিভরসিটি গ্রাজুয়েট এম. এ, বি এল কৃত ৬ নং ডগলসের অর্থ পুস্তক মূল্য ১ এক টাকা।

৩ নং হইতে ৬ নং পর্য্যন্ত ডগলসের অর্থ পুস্তক সমুদায়ে ব্যবসায়িদিগকে ২৫ পঁচিশ টাকা হিঃ কমিশন দেওয়া যায়।

পইটিকেল রীডর নং ১ নং ২ প্রোজ-রীডর নং ১ নং ২ নং ৩ নং ৪ এবং মরাল ক্লাশ বুকের এই সাত প্রকার পুস্তকের অর্থ পুস্তক সমুদায়ে শত করা ৭৫ পঁচাত্তর টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়।

দেবনাগর লং প্রাইমার অক্ষর, ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসের ছাঁদ নূতন তিন মণ প্রস্তুত আছে। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং ড়ি, সি, ঘোষের পুস্তকালয়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৯ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ নিয়ম করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। মফস্বলের যাবতীয় গ্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে, কলিকাতারও অধিকাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন, অতি অল্প গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিয়া থাকেন। গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে, এই কারণে সোমপ্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে। এ নিয়মে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা ক্ষতি নাই।

যিনি এক দিবসে জীবাত্মার জড়সম্বন্ধ দর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে (পোষ্ট) পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মর্ম্মানুসারে যোগসাধন

করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৵। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

—০—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

গুপ্তযন্ত্র।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ হয়, ইহাতে পঞ্জিকা জাহাজীয় সংবাদ খরিদ বিক্রী আমদানী ও রপ্তানি দেশ বিদেশের দ্রব্যাদির দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ||০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২|| ডাক মাশুল সমেত প্রায় ||০ আনা মাসে।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

—০০০—

জমীদারি বিক্রয়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, জেলা বীরভূমের সামিল ১৬ নং তৌজী জমীদারি লাট মহেশপুরের ফরম ।/৫ আনার চিহ্নিত ইলামবাজার গ্রামসহ ২২ মৌজা যাহা ৯ নয় তক পত্তনি বন্দোবস্ত আছে উক্ত অংশ বর্ত্তমান সনের ১৯এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার ইং ৩১ এ মে বেলা দুই প্রহরের সময় আমাদের কুঠী ইলামবাজারে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ও সর্ব্ব উচ্চ ডাককারিকে তৎকালে রোকা ও দুই সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় পণের টাকা দাখিল করিলে নিশ্চয় বিক্রয় করা যাইবেক।

পত্তনিদারদিগের নিকট আদায়	৬৫৫৬/১
বাদ সদর মালগুজারি	৪২৩৪/৭
বাকী মুনফা	২৩২২/৬

বাঃ শ্রী এস্কিন এণ্ড কোং

মোং ইলামবাজার বোলপুর

রেলওয়ে ষ্টেসন।

—০—

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না?

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা গতবারে প্রতিপন্ন করিয়াছি, যিনি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিয়া মৃত ধনিরপারলৌকিক উপকার সাধন করিবেন, তিনিই ধনাধিকারী হইবেন, যিনি তাহা না করিবেন, তিনি ধনাধিকারী হইবেন না এবং ধনাধিকারী হইয়াও যিনি ধন স্বামির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে বিমুখ হইবেন, তিনি অধিকার চ্যুত হইবেন। শাস্ত্রকারেরা ধনাধিকারকে সেই সেই কর্ম্মের বেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধনাধিকার যখন কর্ম্মের বেতন হইল, তখন কর্ম্ম না করিলে যে বেতন বন্ধ হইবে, তাহা কি সহজে বুঝা যাইতেছে না? যে কর্ম্মকর কর্ম্ম না করে, কে তাহাকে বেতন দিয়া থাকে? শাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট করিয়াই কহিয়াছেন, পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া যাবৎ জীবিত থাকিবেন তাবৎ তাঁহাকে মৃত ধনির স্বর্গার্থ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। দায়ভাগকার লিখিয়াছেন "তথা দান ধর্ম্মে। স্ত্রীণাং স্বপতিদায়ন্তু উপভোগফলঃ স্মৃতঃ। নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন। উপভোগোপি ন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদিনা কিন্তু স্বশরীর ধারণেন পত্যুরুপকারকত্বাৎ দেহধারণোচিতভোগাভ্যনুজ্ঞানং এবঞ্চ ভর্ত্তুরৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থং দানাদিকমপ্যনুমতং, অতএব নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুরিত্যপহারবচনং অপহারশ্চ ধনস্বাম্যনুপযোগে ভবতি।

নারীগণ পতি ধনের উপভোগই করিবে, কখন ঐ ধনের অপহার করিবে না। উহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদি করিয়া যে উহার উপভোগ করিবে, তাহা শাস্ত্রকারদিগের অভিমত নহে। যাহাতে শরীর রক্ষা হইয়া পারলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা পতির উপকার সাধন করা যায়, তাদৃশ ভোগই শাস্ত্রকারদিগের অনুমত। ভর্ত্তার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদির নিমিত্ত দানাদিরও অনুমতি আছে। এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে, পত্নী পতিধনের অপহার করিবে না। যে ব্যয়ে ধনস্বামির পারলৌকিক উপকার সম্বন্ধ না থাকে, তাদৃশ ব্যয়কেই অপহার শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় কিরূপ। ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝাইতেছে না যে পত্নী পতিধনের উত্তাধিকারিণী হইয়া ঐ ধনে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান ও স্রক চন্দনাদি ধারণ করিয়া গাড়ি ঘোড়া চড়িয়া উপপতির সহিত আমোদ করিয়া বেড়াইবে, শাস্ত্রকারেরা তন্নিমিত্ত তাহাকে ধন দিবার ব্যবস্থা দেন নাই। পত্নী কেবল সামান্য অশন বসন দ্বারা কথঞ্চিৎ শরীর ধারণ করিয়া পতি গৃহে থাকিয়া পতির পরলৌকার্থ নানা প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই কি শাস্ত্রার্থ নহে? আমাদিগের দেশ ব্যবহার কি এই শাস্ত্রের অনুরূপ নয়? সতী বিধবারা যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? ব্রহ্মচর্য্য

দ্বারা পতির অধিকতর উপকার সাধিত হয় বলিয়া শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচর্য্যকেই সহমরণাদির অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ দায়ভাগের নিম্নলিখিত লেখাটী একবার পাঠ করুন “ তদাহ কাত্যায়নঃ। অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী গুরৌ স্থিতা। ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তাদায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ,। ” অপুত্রা বিধবা ভর্ত্তৃগৃহে থাকিয়া ভর্ত্তার শয়ন পালন করিয়া মরণ পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইয়া মৃত পতির ধন ভোগ করিবে।

সাহেব বিচারপতিদিগের কি বিপরীত বিচার! কি ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা! কেবল যে শাস্ত্রের উচ্ছেদ করা হইয়াছে এরূপ নয়, পাপীয়সীদিগের বিলক্ষণ প্রশ্রয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যাঁহারা দেশের শান্তি সংস্থাপয়িতা ও ধর্ম্ম নীতির উৎসাহদাতা, তাঁহাদিগের হইতে এই কাজ!! ইহাতে কেবল শাস্ত্রের নয় দেশেরও বিলক্ষণ অবমাননা হইয়াছে।

বিচারপতিরা কেমন বিপরীত বিচার করিয়াছেন, পাঠকগণ এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন। বোধ করুন, একজন বিধবা পতিধনের উত্তরাধিকারিণী হইয়া একজন মুসলমানের সহিত ব্যভিচারিণী হইল। মুসলমানের সহিত আহার বিহার শয়নাদি চলিতে লাগিল। এরূপ স্ত্রীর মৃত পতির পারলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? প্রবৃত্তি জন্মিলেও তাদৃশ স্ত্রীর দত্ত পিণ্ডোদকাদি শাস্ত্রানুসারে পতির নরকনিস্তারক হইবে কি না? মুসলমান সংসর্গে উহার পাতিত্য জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। পতিতের ধনস্বামিত্ব থাকে না। অন্যের কথা দূরে থাকুক যে পিতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে, তিনিও যদি পতিত হন, তাঁহার ধনাধিকার ধ্বংস হইয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা বিভাগের যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাতিত্য তাহার অন্যতর। দায়ভাগে লিখিত হইয়াছে “ তথা অপপাত্রিতস্য রিক্থ পিণ্ডোদকানি নিবর্ত্তন্তে, অপপাত্রিতো ভিন্নোদকীকৃতঃ। তথা বৃহস্পতিঃ। সবর্ণাজোহপ্যগুণবান্ নার্হঃ স্যাৎ পৈতৃকে ধনে। তৎপিণ্ডদাঃ শ্রোত্রিয়া যে তেষাং তদভিধীয়তে। উত্তমর্ণাধমর্ণেভ্যঃ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। অতস্তদ্বিপরীতেন নাস্তি তেন প্রয়োজনং। তয়া গবা কিং ক্রিয়তে যা ন ধেনুর্ন গর্ব্ভিণী। কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান ন ধার্ম্মিকঃ। শাস্ত্র শৌর্য্যার্থ রহিতস্তপো বিজ্ঞানবর্জ্জিতঃ। আচারহীনঃ পুত্রস্তু মূত্রোচ্চারসমস্তু সঃ।” যে ব্যক্তি জাত্যন্তর হয়, তাহার ধন পিণ্ড ও উদক সম্বন্ধ নিবৃত্ত হয়। সে ধনাধিকারী হইতে পারে না, ধনাধিকারী হইয়া যদি ঐরূপ হয় তাহার ধনাধিকার থাকে না বৃহস্পতি ঐরূপ কহিয়াছেন, সবর্ণাপুত্রও যদি গুণবান না হয়, পিতার ধন পাইবার যোগ্য হয় না। মৃত ধনির পিণ্ড দাতা শ্রোত্রিয়দিগেরই সেই ধনে অধিকার হয়। পুত্র উত্তম ও অধম ঋণ হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করে। যে পুত্র ত্রাণ করিতে না পারে, তাহাতে প্রয়োজন কি? যে গরু প্রসব হয় না, ও গর্ভবতী হয় না, তাহাতে উপকার কি? যে পুত্র বিদ্বান ও ধার্ম্মিক না হয়, সে পুত্রে লাভ কি? যাহার শাস্ত্র জ্ঞান নাই, শৌর্য্য নাই, অর্থ নাই, তপস্যা নাই, আচার হীন তাদৃশ পুত্র বিষ্ঠা মূত্র তুল্য।।

পুত্র অধার্ম্মিক হইলেই যখন তাহার ধনাধিকার নিবৃত্ত হইতেছে, তখন পত্নী বিপথগামিনী হইলে যে ধনাধিকারে বঞ্চিত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

উপরে যে উদাহরণটী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যেন পাঠকগণের স্মরণ থাকে। সে উদাহরণ—মৃত ধনির পত্নী ধনাধিকারের পর মুসলমানের সহিত ব্যভিচারে রত হই। মুসলমান হইয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমান হইলে যে পতিত হয়, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। পতিত হইলে তাহার যে স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যায়, তাহারই প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক হইতেছে।

দায়ভাগকার বলেন “ নচোপরম মাত্রং বিবক্ষিতং কিন্তু পতিত প্রব্রজিতাদ্যুপলক্ষয়তি স্বত্ববিনাশহেতুতা সাম্যাৎ। তদাহ নারদঃ। মাতুর্নিবৃত্তে রজসি প্রত্তাসু ভগিনীষু চ। বিনষ্টে বাপ্যশরণে পিতর্য্যুপরতস্পৃহে। বিনষ্টে পতিতে অশরণে গৃহস্থাশ্রম রহিতে। তস্মাৎ পতিতত্ব নিস্পৃহত্বোপরতৈঃ স্বত্বাপগম ইত্যেকঃ কালঃ, অপরশ্চ সতি স্বত্বে তদিচ্ছাত ইতি কালদ্বয় মেবযুক্তং।” কেবল যে মৃত্যুই একমাত্র বিভাগ কাল তাহা নহে, পতিত প্রব্রজিতাদিও বুঝাইতেছে, কারণ এ কয় স্থলেই স্বত্ব বিনাশের তুল্য হেতু আছে। নারদ ঐ কথা কহিয়াছেন মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে ভগিনীগণের বিবাহ দেওয়া হইলে পিতা পতিত গৃহস্থাশ্রমরহিত অথবা বিরতস্পৃহ হইলে বিভাগ হইবে। অতএব পাতিত্য নিস্পৃহত্ব ও মৃত্যুনিবন্ধন পিতার স্বত্বনাশ বিভাগের একটী কাল, অপর স্বত্ব থাকিতেও পিতার ইচ্ছাধীন বিভাগ হইতে পারে। বিভাগের এই দুটী কাল যুক্তিসিদ্ধ।

ধনাধিকারিণী বিধবা মুসলমান হইলে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, আর যদি মুসলমান না হইয়া স্বজাতির সহিত ব্যভিচারাসক্ত হয়, ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, আমাদিগের সাহেব বিচারপতিগণ কি এরূপ ব্যবস্থা দানে সাহসী হইবেন? স্বজাতিতে ব্যভি-

চারাসক্ত হইলেও যে পাতিত্য জন্মে, গতবারে তাহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

দায়ভাগের আর এক স্থলে লিখিত হইয়াছে "তদাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। পতিতস্তৎসুতঃ ক্লীবঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ। অন্ধোঽচিকিৎস্যরোগার্ত্তা ভর্ত্তব্যাস্তে নিরংশকাঃ। নিরংশকত্বেঽপি পতিততৎসুতব্যতিরিক্তা ভর্ত্তব্যাঃ। তদাহ দেবলঃ। মৃতে পিতরি ন ক্লীবকুষ্ঠ্যুন্মত্তজড়ান্ধকাঃ। পতিতঃ পতিতাপত্যং লিঙ্গী দায়াংশভাগিনঃ। তেষাং পতিতবর্জ্জেভ্যো ভক্তবস্ত্রং প্রদীয়তে। তৎসুতাঃ পিতৃদায়াংশং লভেরন্ দোষবর্জ্জিতাঃ। পতিতপদেন তৎসুতস্যাপ্যুপাদানং পতিতোৎপন্নত্বেন পতিতত্বাৎ। তদাহ বৌধায়নঃ। অতীতব্যবহারান্ গ্রাসাচ্ছাদনৈর্বিভৃয়ুঃ অন্ধজড়ক্লীবব্যসনিব্যাধিতাদীংশ্চাকর্ম্মিণঃ পতিততজ্জাতবর্জ্জং। তত্র নারদঃ। পিতৃদ্বিট্ পতিতঃ ষণ্ডো যশ্চ স্যাদৌপপাতিকঃ। ঔরসা অপি নৈতেঽংশং লভেরন্ ক্ষেত্রজাঃ কুতঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, পতিত তাহার পুত্র ক্লীব পঙ্গু উন্মত্ত জড় অন্ধ অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে ধনের অংশ না দিয়া কেবল গ্রাসাচ্ছাদন দিবে। পতিত ও তাহার পুত্রকে গ্রাসাচ্ছাদনও দিবে না। দেবল তাহাই বলিয়াছেন, পিতার মৃত্যু হইলে ক্লীব কুষ্ঠরোগী উন্মত্ত জড় অন্ধ পতিত পতিতাপত্য এবং প্রব্রাজিত প্রভৃতি দায়াংশভাগী হইবে না। পতিত ও তৎপুত্র ব্যতিরিক্ত আর সকলকে অন্ন বস্ত্র দিবে। বৌধায়ন কহিয়াছেন পতিত ও তৎপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ধ জড় প্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা প্রতিপালন করিবে। নারদ বলেন, পিতৃদ্বেষ্টা পতিত নপুংসক ও উপপাতকগ্রস্ত ইহারা ঔরস হইলেও অংশ পাইবে না, ক্ষেত্রজপুত্র ঐ সকল দোষগ্রস্ত হইলে তাহার অংশ পাইবার সম্ভাবনা কি? আমরাও বলি ঔরস পুত্র যখন পাতিত্য ও উপপাতকাদি দোষগ্রস্ত হইলে অংশ পাইতেছে না, অংশ প্রাপ্তির পর পতিত হইলে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে, তখন স্ত্রী যে বঞ্চিত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

যাজ্ঞবল্ক্য ক্লীবপ্রভৃতির অপুত্র স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন প্রসঙ্গে কহিয়াছেন "অপুত্রা যোষিতশ্চৈষাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ। নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ।" ইহাদিগের অপুত্র স্ত্রীরা যদি সাধুচরিত্র হয়, তাহা হইলেই ভরণ পোষণ করিবে, আর যদি ব্যভিচারিণী হয় দূর করিয়া দিবে। দায়ভাগকার পত্নীভাব ক্রমেই ধনাধিকারিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সমস্ত পরিণীত স্ত্রীর পত্নীভাব নাই, তাহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া যদি সৎপথে না থাকে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। নারদ এই প্রসঙ্গে কহিয়াছেন, "রক্ষন্তি শয্যাং ভর্ত্তুশ্চেদাচ্ছিন্দ্যুরিতরাসু চ।" যদি সৎপথে থাকে, তাহা হইলেই গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, আর যদি সৎপথে না থাকে, গ্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া লইবে। শাস্ত্রকারেরা অসতীর গ্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া লইবার যখন ব্যবস্থা দিতেছেন, তখন পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হইলে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের তুল্য ভ্রান্ত আর নাই।

জাতীয় সভা উক্ত বিষয়ের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং বিলাত আপীল হইবার চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন কেন? এ সময়ে তাঁহাদিগের মৌনাবলম্বন শোভা পাইতেছে না। এ বিষয়ে তাঁহাদিগেরই প্রধান অধিকার। কেবল শাস্ত্রের উচ্ছেদ নয়, ব্যভিচারিণীরও বিলক্ষণ প্রশ্রয় হইতে চলিল, এ বিষয়ে যদি তাঁহারা কথা না কন কে আর কথা কহিবে।

কাম্বেল সাহেবকৃত জজ ও মাজিষ্ট্রেটদিগের বেতনের নূতন ব্যবস্থা।

কাম্বেল সাহেব স্বেচ্ছাচারিতা এমনি ভাল বাসেন যে যাহাদিগের হইতে সেই স্বেচ্ছাচারিতার অণুমাত্র ব্যাঘাত সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগের উপরেও তিনি প্রসন্ন নহেন। দেওয়ানী বিচারপতিগণ সেই স্বেচ্ছাচারিতার অন্তরায়। এই কারণে তাঁহারা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়াছেন। তাঁহার যদি সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিত, বোধ হয় ঐ বিচারপতিদলের এত দিন লোপ হইত। শ্রেণী অথবা ব্যক্তিভেদ না করিয়া আইন অনুসারে কাজ করা বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মতে অতিনির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। পঞ্জাব যখন প্রথম অধিকার করা হয়, তখন তত্রত্য কর্ম্মচারিগণ বৃক্ষতলে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া অনেক বিবাদের মীমাংসা করিয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেট প্রাতঃকালে বহির্গত হইয়াছেন। এক খণ্ড ভূমি লইয়া দুই ব্যক্তিতে বিবাদ হইতেছিল। মাজিষ্ট্রেটকে দেখিয়া দুই জনেই নালীশ করিল। তিনি নিকটস্থ দুই চারি জনকে ডাকিয়া মুখে মুখে প্রমাণ লইয়া একজনের অনুকূলে নিষ্পত্তি করিলেন এবং তদ্দণ্ডে অপর ব্যক্তিকে ভূমি দিতে বলিলেন। যাহার প্রতিকূলে আজ্ঞা দেওয়া হইল, সে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিল, অমনি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে দুই চাবুক লাগাইয়া দিলেন। "বিচার সুষম হইয়াছে" বলিয়া সে ব্যক্তি পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেল। কাম্বেল সাহেবের মতে ইহাই উৎকৃষ্ট বিচার প্রণালী। তিন সহস্র বৎসর

পূর্ব্বে এই প্রকার বিচার প্রণালী ছিল। কিন্তু "দুর্ভাগ্য" ক্রমে পৃথিবীর লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তসহকারে এ প্রণালীর পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এক্ষণকার লোকের সংস্কার এই বিবাদ ভঞ্জনার্থ পৃথক প্রকারের লোক এবং পৃথক প্রণালীর প্রয়োজন। কাম্বেল সাহেব পৃথিবীর সমুদায় লোক অপেক্ষা অধিক বুঝেন। সুতরাং পৃথিবীর লোকে যাহাকে উন্নতি বলেন, তাঁহার মতে সেটা অধোগতি। দুঃখের বিষয় এই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অসীম ক্ষমতা দেন নাই! কালিগুলা ইচ্ছা করিতেন যদি যাবতীয় রোমকের এক স্কন্ধ হইত, তাহা হইলে তিনি এক আঘাতে তাহাদিগের মস্তক চ্ছেদন করিতে পারিতেন। এদেশের শাসন, বিচার ও সামাজিক প্রণালীসম্বন্ধে আমাদিগের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তার সেই প্রকার অভিপ্রায়। কালিগুলা সমুদয় রোমককে বধ করিতে পারেন নাই, কাম্বেল সাহেবও পাঁচ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের সমুদায়ের পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না। শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতে গেলে কেবল এই লাভ হইবে লোকে তাহা অত্যাচার বলিয়া জ্ঞান করিবেন। পক্ষান্তরে বিচারপতিগণের প্রতি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা সমান থাকিবে এবং যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসার কারণ তাঁহারা বিচারালয়ের মুখাপেক্ষা করিবেন। কাম্বেল সাহেবের নিয়ম পরিবর্ত্ত করা যেমন সহজ লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্ত করা তেমন সহজ নয়।

বিচারপতিদিগকে এককালে বিদায় করিতে না পারিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যাহাতে তাঁহাদিগের সম্মানের লাঘব হয়, সেই ব্যবস্থা করিতেছেন। এপর্য্যন্ত জেলার জজ ও আডিশনেল জজেরা মাসিক ২৫০০ টাকা বেতন পাইতেন। মাজিস্ট্রেটদিগকে ১৮০০ অবধি ২২১৬ টাকা দেওয়া হইত। কর্ম্মচারিগণ মাজিস্ট্রেটের পদ হইতে জেলার জজ পদ প্রাপ্ত হইতেন। বরাবর এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। সকলেই ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু কাম্বেল সাহেব জজদিগের বেতন কমাইতেছেন। তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা ২২০০ ও ২৫০০ টাকা পাইবেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বলেন, বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শাসনসংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি হওয়া উচিত। কাম্বেল সাহেবের মূলে ভ্রম হইতেছে। যদি সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশাবধি বিচার ও শাসন সম্বন্ধে পৃথক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইত, তাহা হইলে উভয় বিভাগকে তুল্য করিয়া বেতনের বন্দোবস্ত করিলে চলিত। কিন্তু সকল সিবিলিয়ানকেই সহকারি মাজিস্ট্রেটের পদ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চপদ লাভ করিতে হয়। নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে কোন্ সময়ে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের প্রভেদ আরম্ভ হইবে? এ বন্দোবস্ত অনুসারে উপকার কিছুই হইবে না। কেবল জেলার জজের পদের অগৌরব হইতেছে। এটী তাঁহার স্বৈরাচার প্রদর্শনের অপর উদাহরণ মাত্র আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তাঁহারা আর কত দিন ইহাঁকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দিবেন? ফরাসী বিপ্লবের সময়ে কতকগুলি লোকে আপন আপন সংস্কার অনুসারে যেমন সমাজের গঠন করিতে গিয়া সমাজকে উৎসন্নপ্রায় করিয়াছিল, কাম্বেল সাহেবের হস্ত রোধ না করিলে ইনিও সেইরূপ বঙ্গদেশের শাসন ও বিচার উভয় প্রণালীরই বিশৃঙ্খলা ঘটাইবেন। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে এডমণ্ড বর্ক পরিবর্ত্তপ্রিয় লোকদিগের বিষয়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন।

মধ্য আসিয়ায় রুশিয়ার অভ্যুদয়।

কার্থেজ যেমন রোমের হইয়াছিল, রুশিয়া তেমনি ইংলণ্ডের হইয়াছে। কার্থেজের উন্নতি দর্শন বা শ্রবণ করিলে রোমকেরা অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত ও শঙ্কাকাতর হইতেন, ইংলণ্ডও তেমন মধ্য আসিয়ায় রুশিয়ার শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া শঙ্কাকাতর হইতেছেন। তবে বিশেষ এই রোম কার্থেজের স্পষ্ট শত্রুতাচরণ করিতেন, ইংলণ্ড তাহা করিতে পারিতেছেন না। এখন তখনকার মত কাল নাই। তখনকার লোকের মনে যে ভাবের উদয় হইত, তাঁহারা বাক্য ও কার্য্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এখন তাহা হইবার যো নাই। এখন তাহা করিতে গেলে "অসভ্য" এই বিশেষণ ভাজন হইতে হয়। মনের ভাব গোপন করিয়া চলিতে না পারিলে আজি কালি সভ্যতা রক্ষা করা যায় না। স্ত্রী নির্জ্জন গৃহে অন্য পুরুষের সহিত এক আসনে উপবেশন করিয়া হাস্য কৌতুকাদি করিতেছে, পূর্ব্বকার লোকে তদ্দর্শনে তাহাকে ব্যভিচারিণী নিশ্চয় করিয়া পরিত্যাগ করিতেন। এখন সে পরিত্যাগের পথ নাই। এখন ক্রিয়ানিষ্পত্তি দর্শন ব্যতিরেকে ব্যভিচারিণী নিশ্চয় হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার এই চমৎকার গুণ হইয়াছে। অতএব যদি রুশিয়ার বাস্তবিক ভারতবর্ষের প্রতি লোভ থাকে, আর সেই লোভ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে রুশিয়া যদি মধ্য আসিয়ার জয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া সেই পথ প্রস্তুত করেন ইংলণ্ড ইহা বুঝিতে পারিলেও কিছু

বলিতে পারিবেন না। কিছু বলা সভ্যতা বিরুদ্ধ কার্য্য। বিশেষতঃ রুশিয়া যে দুটী উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কিছু বলিবার পথও রাখেন নাই। প্রথম, বাণিজ্যের উন্নতি সাধন। দ্বিতীয় রুশিয় বন্দীগণের কারাক্লেশমোচন। ইহার উপরে কথা নাই। বাণিজ্য প্রিয় জাতি বাণিজ্যের উন্নতির কথা শুনিলে আলস্য হইয়া পড়েন। উহার সহিত আর একটী বিষয়ের যোগ হইয়াছে। অনেকের এই ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়াছে রুশিয়া মধ্য আসিয়ায় জয়লাভ করিলে তত্রত্য লোকেরা সভ্যতালোক সম্পন্ন হইয়া উঠিবে। তাহাতে পৃথিবীর অশেষবিধ কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা আছে। ঐ কল্যাণ ভারতবর্ষজয়ে পরিণত হইবে কি না, তাঁহারা সেবিবেচনা করেন না। যুদ্ধোৎপাটিত পৃথিবীর যে উপকার লাভ, তাহা প্রার্থনীয় নহে।

অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, ভারতবর্ষের অভিমুখে আগমন রুশিয়ার উদ্দেশ্য নয়। রুশিয়া যদি হীনবল ও ভিন্ন দেশের জয়কার্য্যে বিরতস্পৃহ হইতেন, আমরা এ সিদ্ধান্তটীকে সঙ্গত বলিয়া গণনা করিতাম। ইংলণ্ড প্রতিপদে প্রতিবাদ করিতেছেন, তথাপি রুশিয়া নানা ছল করিয়া স্থানে স্থানে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। সে দিন তুর্কমানদিগের দেশে ৩০০০ সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অম্বরঙ্কান সীমা লইয়া পারস্যের সহিত বিবাদ চলিতেছে।

রুশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের পরস্পর সংঘর্ষ হইবার আর একটী কারণ এই, রুশিয়েরা যুদ্ধদুর্ম্মদ, যুদ্ধ ঘটিলে জগতের যে অপকার হয়, তাহা যেরূপ বুঝিয়া ইংলণ্ড কাজ করেন, রুশিয়া সেরূপ করেন না। তাঁহার জিগীষা বৃত্তিই বলবতী। রুশিয়ার যে বার্ষিক আয় হয়, তাহার দুই তৃতীয় অংশ সৈনিক ব্যয়ে ও সুদে পর্য্যবসিত হয়। ১৮৭২ অব্দে যে আয় ব্যয় নিরূপিত হয়, তাহাতে রুশিয়ার ৬৮০৫৬৫০৯০ টাকা বার্ষিক আয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহার মধ্যে সৈনিক ব্যয় ২১৪৫২৬১৮০ টাকা। যুদ্ধ স্থলে ১২১৩২৫৯ সৈন্য সংগৃহীত হয়। ইহার চতুর্থ অংশ সৈন্যও যদি ভারতবর্ষে আনীত হয়, ভারতবর্ষস্থ সৈনিকগণ তাহার নিকটে মুষ্টিমেয় বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই। ১৮৭১ অব্দে ভারতবর্ষের যে সৈন্য সংখ্যা করা হয় তাহা এই, রাজকীয় ইউরোপীয় সৈন্য ৬১২৫৮ ইউরোপীয় আফিসর ২২৬৯ এদেশীয় সৈন্য ১০১৮০১ সমুদায়ে যে ১৯১০৪৭। ভারতবর্ষের সৈন্যগণ যদি রুশিয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ইহারা উহাদিগের পরাভবে সমর্থ হইবে, সে সম্ভাবনা নাই। উহারা সংখ্যায় ইহাদিগের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইবে। মহাকবি ভারবি বলেন " প্রকর্ষতন্ত্রা হি রণে জয়শ্রীঃ " যে পক্ষে বীর্য্য সৈন্য ও অস্ত্রবল থাকে, জয়লক্ষ্মী সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণের বীর্য্য ও অস্ত্রবলের যে উৎকর্ষ আছে, রুশিয়দিগের সৈন্য সংখ্যার নিকটে তাহা হীন হইবে সন্দেহ নাই। জর্ম্মণিয়েরা তাহার প্রমাণ। ফরাসী সৈনিকদিগের রণনৈপুণ্য অধিক, তথাপি উহারা জর্ম্মণীয়দিগের সৈন্য বহুল বলিয়া তাহাদিগের নিকটে পরাস্ত হইল। তবে এক ভরসা এই, মহামতি লার্ড নর্থব্রুক সময়ে ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। পূর্ব্বগত কোন কোন গবর্ণর জেনরলের অবিম্য্যকারিতাদি দোষে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, লার্ড নর্থব্রুকের রাজনীতির গুণে সেই অপরাগ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। প্রজা অনুরক্ত থাকিলে শত্রু যত প্রবল হউক, তাহার কৃতার্থতা লাভ দুর্ঘট হয়।

—•—

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা ও বাজলা ডাইরেক্টরি (১) ইহাতে পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরির জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অতি বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। বিষয়ী লোকের সচরাচর যে সকল বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয়, ইহাতে তাহার অধিকাংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মুদ্রা কার্য্যের ন্যায় ছবিগুলিও অতি সুন্দর হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই বৈশাখ সোমবার।

এ সপ্তাহে " ভারত সংস্কারক নামে " একখানি ৩ ফরমা পরিমিত সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি এই ৭ ই বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার নাম দ্বারাই উদ্দেশ্যের এক প্রকার পরিচয় হইতেছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় যে কয়েকটী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে ভবিষ্যতে এখানি বিলক্ষণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে। ইহার কাগজ ও মুদ্রণ কার্য্যও সুন্দর হইয়াছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা মাত্র।

লার্ড নর্থব্রুক ১৮ ই এপ্রেল অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। ইহঁার সিমলা গমন সূত্রে প্রজার যে অর্থ ক্ষতি হইবে, ইনি যদি শীতল স্থানে বাসনিবন্ধন বুদ্ধির উদ্ভাবনী শক্তি বিনিয়োগ দ্বারা প্রজার হিতসাধনের কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া উহার প্রতিদান করেন তাহা হইলে তাঁহার সিমলা গমনে প্রজার আর তত অসন্তোষ থাকিবে না। অন্য অন্য গবর্ণর জেনরলের ন্যায় আমোদার্থ ইহঁার সিমলা বাস আমাদিগের একপ বোধ হয় না।

---

(১) শ্রীযুক্ত বিহারিলাল নন্দি প্রণীত, কলিকাতা সিমুলায়া, মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৪৮ নং নূতন বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১.০।

আগামী কল্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব দারজিলিং যাত্রা করিবেন। আমরা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য সুস্থির হইলাম বটে, কিন্তু কাম্বেল সাহেবের মস্তিষ্ক একে অত্যন্ত উর্ব্বর তাহাতে পর্ব্বতের শীতল ছায়ায় আরো উর্ব্বরতা লাভ করিবে। রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া কি নূতন কাণ্ড করিয়া বসেন ইহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি।

লার্ড নর্থব্রুক ইনকম টাক্স তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র আসিতেছে। টেম্পল সাহেব এখনও ইনকম টাক্সের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি ইহার অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বড় বড় মিনিট লিখিতেছেন। এখন কেবল রোদনই, তাঁহার শোক বিনোদনের এক মাত্র উপায়।

ন্যাসন্যাল পেপার পাঠে অবগত হওয়া গেল, অদ্য কলিকাতা মাথাঘসা গলিতে একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রী শিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। ছাত্রীরা কেবল চিকিৎসা নহে পদার্থবিদ্যার অনুশীলনেও প্রবৃত্ত হইতেছেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীরা স্থানে স্থানে কর্ম্ম করিতেছেন। ক্রমে পুরুষের অন্ন উঠিল।

সে দিন হাটখোলা ঘাটের নিকটে একটি ইউরোপীয়ের শব পাওয়া গিয়াছে। উহার নাম ও বাসস্থান জানা যায় নাই। ইহার অনুসন্ধান হইতেছে।

কটকের একজন মুসলমান কালেক্টর অপরাধিদিগকে এক নূতনবিধ দণ্ডদান করিয়া থাকেন। কেহ অপরাধ করিলে তিনি উহার "নাকেখত" দণ্ডবিধান করেন। কালেক্টরটি বোধ হয় পূর্ব্বে বহুকাল গুরুগিরি করিয়া থাকিবেন, সে অভ্যাস এখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

উড়িষ্যার কমিশনর শিক্ষা বিভাগে বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা অধিকসংখ্য উড়িয়াকে কর্ম্ম দিতেছেন। তত্রত্য বাঙ্গালিরা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতেছেন, "কমিশনর সাহেব এত দিনের পর এক জন পাকা উড়িয়া হইয়াছেন" যেখানে ছাত্র ও শিক্ষক উড়িয়া, সেখানে তাঁহার "সাহেব" থাকিলে চলে কৈ? আজি কালি আমাদিগের রাজপুরুষেরা গুণের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া স্থানের অনুরোধ করিতেছেন। এটী বিপরীত নীতি ইষ্ট ফলোপধায়িনী হইবে এ সম্ভাবনা নাই।

আমরা ভারতবর্ষীয় সভার একটি উৎকৃষ্ট চেষ্টা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন, বার্ষিক আয় ব্যয় বৃত্তান্তের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য একটি চিরস্থায়ী রাজস্ব কমিটি নিযুক্ত করা হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি স্বরূপ চিহ্নিত অচিহ্নিত কর্ম্মচারীরা ইহারা সভ্য হইবেন। ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। লার্ড নর্থব্রুক স্বহস্তে ইহার ভারগ্রহণ করাতে আমাদের কতক আশা জন্মিয়াছে। এসময়ে যদি এরূপ একটী কমিটি নিযুক্ত হন লার্ড নর্থব্রুক তাঁহাদিগের নিকট হইতে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইবেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিলে অচিরকাল মধ্যে রাজস্বের উৎকর্ষ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

১৮৭২ অব্দে ব্রিটিশ ব্রহ্মে ধনশালী ব্যক্তিরা ৫৮৭৯ টাকা সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন।

সেদিন মান্দোলাইয়ে এরূপ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে যে জানলার সাসি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি বোম্বাই ও বরদা রেলওয়েতে দুর্ঘটনা হইয়া ৫। ৭ জন গুরুতর এবং অনেকে সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। বীর্য্যবান ঔষধ না হইলে রেলওয়ের ঐ রোগটীর শান্তি হইবে না।

১১ ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

কলিকাতা প্রাদেশিক দাতব্য সমাজের গত বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর সভার ৯৩১৩৪ টাকা আয় এবং ৮০৯১১ টাকা ব্যয় হয়। গত মে মাসে লার্ড নর্থব্রুক এই সভায় মাসিক ১০০ টাকা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কলিকাতার এক জন বণিক হাজার টাকা দিয়াছেন, তিনি কয়েক বৎসর এই দান করিতেছেন। গত এপ্রেল মাসে বাবু শ্যামাচরণ লাহা দরিদ্র ইউরোপীয়দিগের সাহায্যার্থ ৫০০ টাকা দান করেন এবং দেশীয় দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ আর ৫০০ টাকা নেটিব কমিটির হস্তে প্রদান করেন। আমরা এই একটি আশ্চর্য্য দেখিতেছি, লার্ড নর্থব্রুকের এই সকল কার্য্যে বিলক্ষণ যত্ন আছে, কিন্তু কাম্বেল সাহেবের ইহা ভাল লাগে না। অথবা তিনি শাসন কার্য্য লইয়া যেরূপ ব্যস্ত এ সকল বিষয়ে মন দিবার তাঁহার অবসর কৈ?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যশ্রেণীর দেশীয় সভার পরীক্ষা সম্বন্ধে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, পরীক্ষার ফল উত্তম হইয়াছে বটে, কিন্তু বালকেরা সুবিধা পাইলেই পরস্পর দেখা দেখি করিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখে। ভবিষ্যতে এ নিমিত্ত বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। পরীক্ষা কালে শিক্ষকগণকে রক্ষক রূপে নিযুক্ত করা হয় তাঁহার অভিপ্রেত নহে। যখন শিক্ষকগণকে পরীক্ষা কালে রক্ষক করা অন্যায় বোধ হইতেছে তখন শিক্ষকগণকে পরীক্ষক করা যে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

বাকি খাজনার মকদ্দমার ভার কালেক্টরদিগের হস্ত হইতে দেওয়ানী আদালতে যাওয়াতে অনেক মকদ্দমা পড়িয়া রহিয়াছে ঐ সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে ৬ মাসের জন্য ২১ জন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত করিয়াছেন। মুন্সেফের সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক এ কথা অনেক দিন হইতেই বলা হইতেছে।

পুলিষ রিপোর্ট হইতে জানা গেল, একটী ১৪ বৎসর বয়স্ক বালিকা দুষ্ট লোকের পরামর্শে গৃহত্যাগ করিয়া পলাইয়া আইসে। ১৪ আইন অনুসারে রেজিষ্টরি করিবার জন্য উহাকে থানায় লইয়া যাওয়াতে তখন সে ভীত হইয়া বলিল তাহার স্বামী আছে। এই আইন অনুসারে যথাযথ

কাজ হইলে অনেকাংশে ধর্ম্মনীতির রক্ষা হইতে পারে।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টে একটী নূতনবিধ মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। একটী হিন্দু স্ত্রীলোক এই বলিয়া নালীশ করে, তাহার পুত্রের সহিত আর এক ব্যক্তির কন্যার সম্বন্ধ হইয়াছিল। তিনি ঐ কন্যাটী পাইবার প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, যখন সম্বন্ধ হইয়াছে তখন ঐ কন্যা তাহার পুত্রের স্ত্রী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে। সম্বন্ধ আর বিবাহ উভয়ই তুল্য হিন্দুশাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম শান্তিপুরের জমীদার বাবু ঈশানচন্দ্র রায় সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার বয়স অধিক হয় নাই। ইনি অতি সচ্চরিত্র ও লোক হিতৈষী ছিলেন।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, তথায় গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। এই গ্রীষ্মে অন্যের কিছু না, হউক সম্পাদকের বিলক্ষণ বুদ্ধিচাঞ্চল্য ঘটাইয়াছে। তিনি কাম্বেল সাহেবকে পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলিয়া লিখিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর অন্তর্গত কয়রার বেণিয়া জাতির যুবকদলে নানা রূপ ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্যের বৃদ্ধি হওয়াতে উহাদিগের প্রাচীন সম্প্রদায় এক সভা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন, কেহ এরূপ সমাজ অথবা নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে। গত সপ্তাহে কয়েকজন যুবকের ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকের সহবাস অপরাধে সমাজচ্যুতি দণ্ড হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত দর্শনে উক্ত সমাজ চঞ্চল হইয়াছেন। আমাদিগের সমাজে যখন দলাদলির নিয়ম ছিল তখন এত যথেচ্ছব্যবহার ছিল না। এক্ষণে সমাজের আর সেরূপ আটা আটি নাই, লোকেও যার যা ইচ্ছা সে নির্ভীকচিত্তে তাহাই করিতেছে।

গত শুক্রবার প্রাতঃকালে প্রেসিডেন্সি জেলে এডওয়ার্ড ডিক্রুজের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

মেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন। "আমরা পূর্ব্বাবধি অবগত ছিলাম যে, বীজ মাত্রেরই অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে কিন্তু একটী বীজ হইতে যে ২।৩ টী অঙ্কুর উদ্ভব হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তাহা এক্ষণে জ্ঞাত হইলাম। এই মীরগোদা গ্রামে একটী ব্রাহ্মণের বাটীতে একটী নারিকেল হইতে ২ টী অঙ্কুর উদ্ভব হইয়াছে ও তাহা বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় ২।৩ হস্ত পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। বৃক্ষদ্বয় যোটা নহে। অপর মীরগোদার ২ ক্রোশ দক্ষিণে সহরিয়া নামক গ্রামে একটী নারকেলের ৩ টী অঙ্কুর হইয়া তাহারও বৃক্ষ ২।৩ হস্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।"

বেঙ্গল টাইমস বলেন, গোয়ালন্দের কুলিদিগের অত্যন্ত ওলাউঠা হইতেছে।

ইংলিসমান বলেন, সর বার্টল ফ্রিয়ার বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়া মহাবলেশ্বরে সর পি ওডহাউসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। বোম্বাইর বৈকুল্লা সভা তাঁহাকে এক ভোজে দিবার সংকল্প করিয়াছেন। ফ্রিয়ার ত জানজিবারে কিছুই করিয়া আসিতে পারিলেন না যাইবার সময় এ উপরিলাভ গুলি ছাড়িবেন কেন?

বারাণসীর কমিশনর সেক্সপিয়ার সাহেব বিদায় লইতেছেন বলিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন দিবার জন্য বারাণসী ইনষ্টিটিউটে এক সভা হয়। বারাণসীর রাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নগরের যাবতীয় দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। যে সকল ইউরোপীয় এদেশীয়দিগের নিকট হইতে ভক্তি ও সম্মান লাভের ইচ্ছা করেন তাহাদিগের কর্ত্তব্য উহাদিগের প্রতি সেক্সপিয়ার সাহেবের ন্যায় ব্যবহার করেন, বলপূর্ব্বক সেলাম গ্রহণের কাল আর নাই।

বারিষ্টার এচ, মিনেট সাহেব কিছু দিনের জন্য হাইকোর্টের প্রতিনিধি রিসিবর হইয়াছেন। উইলকিন্সন সাহেব পঞ্জাবে গিয়াছেন।

১২ ই বৈশাখ বুধবার।

ইণ্ডিয়া গেজেটের প্রকাশ সম্বন্ধে একটী নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড (ইহাতে নিয়োগ প্রভৃতি থাকিবে) এবং ৪র্থ খণ্ড (ইহাতে যে সকল আইন পাস হইয়াছে অথবা বিবেচনার্থ কাউন্সিলে উপস্থিত হইয়াছে সেই গুলি থাকিবে) সিমলায় প্রচারিত হইবে। এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড কলিকাতায় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে কণ্ট্রোলার জেনরল এবং হাইকোর্ট প্রভৃতির বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপন থাকিবে। সিমলার সহিত রাজপুরুষগণের ক্রমে ঘনিষ্টভাব দাঁড়াইতেছে।

চম্বার বর্ত্তমান রাজা গোপাল সিংহ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কর্নেল ম্যাকএণ্ড্রুর দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্বয়ং লার্ড নর্থব্রুকের নিকটে অভিযোগ করিবার জন্য কয়েকজন সহচর লইয়া রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন "চম্বার এরূপ রাজা হইয়া থাকা অপেক্ষা গবর্ণর জেনরলের সহিস হইয়া থাকা ভাল।" রাজার উক্ত বাক্যে সুপরিন্টেণ্ডের সৌজন্যের যেরূপ পরিচয় হইয়াছে, বোধ হয়, আর কিছুতে এরূপ হইবার নয়। এই সকল মহাপুরুষ হইতেই বিদ্রোহাদি ঘটনা হয়।

ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যা রেজিষ্টরি করা সংবাদ পত্রের যে এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশে সংবাদ পত্রের সংখ্যায় ৩৭ ইংরাজী, ৪৭ দেশীয় ৫ দেশীয় ও ইংরাজী। মান্দ্রাজে ৩৫ ইংরাজী ২০ দেশীয় এবং ৩০ দেশীয় ও ইংরাজী। বোম্বাইয়ে ৩০ ইংরাজী ৬৩ দেশীয় এবং ২০ ইংরাজী ও দেশীয়। ঐরূপ পর্য্যায়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ৯।৫২।৬, পঞ্জাবে ১০,২৩। মধ্য প্রদেশে ২।৩।২ অযোধ্যায় ৭।৮।১। ব্রহ্মদেশে ৭।২। সিন্ধুতে ৮।৩। রাজপুতানায় ২ খানি দেশীয় এবং ১ খানি ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র আছে।

১১ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫৩০৬১০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৪৫৭৩৬০ টাকা হইয়াছিল। এ বৎসর ৭৩২৭০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র-দিগকে উপাধিদান কালে পোর্টার সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তৎসম্বন্ধে এথিনিয়ম লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিচার করিতে গেলে, উচ্চশিক্ষা ভাল কি না, এ বিবেচনা না করিয়া এবিষয়ে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যয় করিতেছেন তত ব্যয় করা উচিত কি না তাহারই বিচার করা কর্ত্তব্য। সম্পাদক শিক্ষার একটী সীমা করিয়া সেই পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীকে শিক্ষা দিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই রূপে এদেশ হইতে মূর্খতা দূর করিয়া পরে প্রজাদিগের শিক্ষার ভার তাহাদিগের উপরেই নিক্ষেপ করিতে হইবে। কাম্বেল সাহেব আর একজন সহকারী পাইলেন।

নাদাউনের রাজার মৃত্যু হইয়াছে।

গত ১৫ ই এপ্রেল আমীর সিয়ার আলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ ইস্মেল খাঁর লাহোরে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি রাজবিদ্রোহাপরাধে লাহোরে কারারুদ্ধ ছিলেন।

ইংলণ্ডের রেলওয়েতে দুর্ঘটনা নিবন্ধন রেলওয়ে কোম্পানি সমূহকে ক্ষতি পূরণার্থ কম টাকা দিতে হয় না। ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত উঁহাদিগকে এ বিষয়ে ২৩৪৮৫৮৮০ টাকা দিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সমূহে ক্ষতিপূরণের কথা ত শুনা যায় না, কিন্তু এমন দিন নাই যে দিন দুর্ঘটনার কথা আমাদিগের শ্রুতিগোচর না হয়।

নিয়োগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, নরেন্দ্র খাঁ আমীরকে পত্র লিখিয়াছেন, তিনি মেজর ম্যাকডোনালডের হত্যাকারী বিরাম খাঁকে ধরিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু বিরাম খাঁ তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আর আর পরিবারকে বন্দীএবং তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে।

নগরের একব্যক্তি রাস্তাতে একটী বালকের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার চুরি করিয়াছিল বলিয়া মাজিষ্ট্রেট তাহার ৩ মাস কারাবাস দণ্ড দেন। সে বোম্বাইর হাইকোর্টে আপীল করাতে জজেরা তাহার ১৮ মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধান ছাড়াইতে গিয়া চালগলায় বাঁধার এই এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বিজনুর প্রদেশের অন্তর্গত শেরকোটের চৌধুরী অমর সিংহ এবং বসন্ত সিংহ উক্ত প্রদেশে একটি স্কুল ও চিকিৎসালয় নির্ম্মাণার্থ মৃত্যুর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের হস্তে ২০ সহস্র টাকা দিয়া গিয়াছেন। এদৃষ্টান্ত অন্যান্য ধনশালী ব্যক্তির যথার্থ অনুকরণীয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, "একটী ইংরাজ শিশু একদিন একটি জাতিসর্প দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া আপনার বুকে রাখিয়া খেলা করে। ইতি মধ্যে তাহার রক্ষক ভৃত্য সাপ দেখিয়া তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু সাপ তাহাকে তাড়া করাতে সে দূরে পলায়ন করে। সাপ তাহাকে তাড়াইয়া আবার উক্ত শিশুর কোলে আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে কোন হিংসা না করিয়া আপনি চলিয়া যায়।" বালকটী বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে শকুন্তলার পুত্র ছিল।

১৩ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

সেদিন পঞ্চানন তেওয়ারি নামক এক জন ব্রজবাসী ফুলবাগানে তাহার একটী স্বজাতীয় স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়া ধৃত হইয়াছে।

রুশীয়েরা তুর্কোমানদিগকে পরাভূত করিয়া ১২ ই মার্চ্চ আট্রিক এবং গর্জ্জেন নদী পার হইয়া আইসে এবং পারস্যের সেনাধ্যক্ষের অনুমতি ক্রমে ১৮ ই মার্চ্চ আকালা সেতু দ্বারা পুনরায় ঐ নদী পার হইয়া যায়।

এবার প্রায় সর্ব্বত্রই লোকে বৃষ্টির জন্য হাহাকার করিতেছে। উত্তাপ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, বেলা ১০।১১ টার পর বাহিরে যাওয়া কঠিণ হয়। বৃষ্টি না হওয়াতে কেবল যে লোকের কষ্ট ও নানা ক্ষতি হইতেছে এরূপ নয় পীড়াদিরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে। স্থানে স্থানে যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। গত সপ্তাহ বর্দ্ধমান বিভাগে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান এবং মেদিনীপুরে এখনও জ্বর, ওলাউঠা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। ২৪ পরগণা এবং নদীয়ার স্থানে ২ ওলাউঠা হইতেছে। এখানে বৃষ্টি হয় নাই। মুরসিদাবাদ ও পাবনায় বৃষ্টি হইয়াছে বটে; কিন্তু রাজসাহী বিভাগের অন্যান্য স্থানে বৃষ্টি একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ঢাকায় বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু ফরিদপুর বাখরগঞ্জ ময়মন সিংহে লোকের পানীয় জলের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। উড়িষ্যায় বৃষ্টি হইয়া অনেক উপকার করিয়াছে।

৮ ই এপ্রেল গারো পর্ব্বতে একটী প্রবল ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

আগামী ১ লা মে বৃহস্পতিবার চতুর্থ ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইবে।

১২ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২৮৩ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ২৩ জন অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

গত শুক্রবার বোম্বাইয়ে যে প্রদর্শন হয় উহাতে প্রায় ৩৫২০ দর্শক উপস্থিত হইয়াছিল।

ইংলিসম্যান বলেন, এবৎসর হাইদ্রাবাদ ষ্টেট রেলওয়ের ৫০ মাইল রাস্তা বাণিজ্যার্থ খোলা হইবে। সমুদায় রাস্তা শেষ হইতে ৩ বৎসর লাগিবে।

১৮৭২। ৭৩ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তকের পুরস্কারার্থ ৫৫৫০ টাকা দিয়াছেন। মিউর কালেজের অধ্যাপক মুন্সী যাকবউল্লা কয়েক খানি উৎকৃষ্ট অঙ্ক পুস্তক রচনা করিয়া ১৫০০ টাকা পুরস্কার পান। এইটীই সর্ব্ব প্রধান পুরস্কার। বঙ্গদেশের পুরস্কার অন্য প্রকার।

সর বার্টল ফ্রিয়ারের মস্কাটে গমনে এই কাজ হইয়াছে, সায়দ তুর্কি আর ক্রীতদাস আমদানী করিতে দিবেন না বলিয়া এক সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি আরো দাস

ক্রয় বিক্রয়ের প্রকাশ্য বাজার সকল উঠাইয়া দিবেন। হাজ্রামণ্ট তীরবর্ত্তী মাকুল্লার শিখদিগের সহিত ঐরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। বুশায়ারের পোলিটিকাল রেসিডেণ্ট পারস্য উপসাগরের আরব দেশীয় তীর প্রদেশে যাহাতে এই ব্যবসায় না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

গত ২২ এ এপ্রেল সন্ধ্যাকালে লার্ড ও লেডি নেপিয়র সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। সেখানে লার্ড নেপিয়রের পীড়া হওয়াতেই এই বিলম্ব হইয়াছে।

দিল্লীতে বসন্তের অত্যন্ত প্রাচুর্ভাব হইয়াছে।

কলিকাতার প্রতিনিধি পুলিস কমিশনর ওয়াকোপ সাহেব স্বীয় কার্য্যভার এচ, করেল সাহেবের হস্তে দিয়া ৩ মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কলিকাতা হইতে দারজিলিঙ যাত্রা করিয়াছেন। যেমন নিয়ম আছে চিঠি পত্র সকল কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে প্রেরিত হইবে। তিনি ১৫ ই জুন পর্য্যন্ত তথায় থাকিবেন।

বোম্বাই আর্গস বলেন, গত মার্চ্চ মাসের মধ্যে ৬ জন পারসী যুবক ৬ জন বিবিকে বিবাহ করিয়াছেন। দুই জনের সেকন্দ্রাবাদে এক জনের জনাগড়ে এক জনের জলন্দরে আর দুই জনের বিকানিরে বিবাহ হয়। ইহাদিগের মধ্যে দুই জন এক কর্ণেলের কন্যা। উহাদিগের প্রত্যেককে এক এক লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

১৪ ই বৈশাখ শুক্রবার।

পিয়নিয়রের সীমান্তিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর সিয়ার আলী হিরাটের সহকারী গবর্ণর আহম্মদ খাঁকে উচ্চপদ পরিত্যাগ করাইয়া কাবুলে আনিতে অস্বীকার করাতে সর্দ্দার জাকুব খাঁ কন্দীয়া ও পারস্যের সহিত যোগ দিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্স বর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, খিবার খাঁ বোধ হয় রুশীয়দিগের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন না।

গত শনিবার রাজা রাধাকান্ত দেবের নাট্য মন্দিরে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩ শত দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও কতকগুলি ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দর্শনে কোন কোন ইংরাজী সম্পাদক চটিয়া উঠিয়াছেন।

সেদিন একজন উড়িয়া বাটীতে যাইবে বলিয়া কয়েকটী টাকা লইয়া উলুবেড়িয়ার এক খানি ষ্টীমারে উঠে। তথায় এক দয়ালু ব্রাহ্মণ উহাকে দুটী পয়সা দিয়া তীরে গিয়া জল খাইয়া আসিতে বলে। সে টাকা কয়টী সহিত কাপড়ের পুটলিটী ঐ ব্রাহ্মণের নিকটে রাখিয়া জল খাইতে যায়, আসিয়া দেখে সে ব্রাহ্মণও নাই সে পুটলিও নাই। ব্রাহ্মণটী যোগ্য পাত্র বুঝিয়াই দয়া প্রকাশ করিয়াছিল !!

এবৎসর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ১৬৫৫৯১৭০ টাকা আয় ও ১৭১২০৮৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ব্যয় অধিক চাই।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, জাকুব খাঁ পুনরায় পিতার অনিষ্ট চেষ্টায় ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই সংবাদে কাবুলের সকলে অত্যন্ত অসুখিত হইয়াছেন। মুসলমান জাতির পিতৃভক্তির এই রূপ সংবাদ সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়।

দেরাগাজি খাঁর সীমায় লক্ষীসরওয়ার যে মেলা হয়, এই মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে তথায় প্রায় ৬০ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ভাল করিয়া বন্দোবস্ত করিতে পারিলে এই মেলা গুলির দ্বারা বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাই হাইকোর্টে বড় গোলযোগ ঘটিয়াছে। বিচারপতি কেম্বল এক বৎসর বিদায় লইতেছেন, বিচারপতি লর্ড পদত্যাগ করিতেছেন, বিচারপতি গিবস গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে প্রবেশ করিতেছেন।

সে দিন টানার সেসিয়নে ৫ জন পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকের ডাকাইতির অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। ইহারা পল্লীর প্রধান লোকদিগের নিকট হইতে ঘরে আগুন দেওয়া ও হত্যার ভয় প্রদর্শন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিত।

গত বৎসর বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সংখ্যা ৫৬৪ এবং ছাত্রসংখ্যা ৯৩৭০ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট ৯১৪-৫২০ টাকা দেন এবং স্থানীয় ফণ্ড হইতে ১২২৬৩২০ টাকা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের পানবলা পিলে নামক এক ব্যক্তি বেলমক্রেসে সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ দানার্থ মৃত্যুকালে ২০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিক্কা	১০২৵—১০২৷৶০
৪	"	কোং	১০২৷৷—১০২৸০
৪৷৷	"	"	১০৬৷—১০৬৷৷৶০
৪৷	"	"	১০৫৷—১০৫৷৷০
৪৷৷	"	"	১০৪৷৷—১০৪৸০
৫৷৷	"	"	১১০৷৶—১১০৷৷৶০

১৫ ই বৈশাখ শনিবার।

গত মঙ্গলবার লার্ড হবার্ট মান্দ্রাজ হইতে নীলগিরিতে যাত্রা করিয়াছেন।

সিন্ধিয়ার রাজা মোরাদাবাদ হইতে আগ্রায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আগামী মাসে জুনাগড় রাজ্যের উত্তরাধিকারীর বিবাহ হইবে। বিবাহে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ইহার পর সন্তানাদি হইবার ব্যয় আছে।

গত কল্য বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরদিগের যে সভা হয় তাহাতে সুদ ও ডিস্কাউন্ট শত করা আধ টাকা কমান হইয়াছে।

বোম্বাইর প্রভু সমাজের সভ্যেরা স্বজাতীয় দরিদ্র বিধবা ও অনাথদিগের সাহায্যার্থ কয়েক দিনের মধ্যে ২৪০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদর্শন দর্শনার্থ গমনের টিকেটের মূল্য চারি আনা করাতে দর্শকের সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে। গত শনিবার ৫১৮৭ এবং রবিবার ৫৫৯৭ ব্যক্তি টিকিট ক্রয় করে। যে অকুলানের আশঙ্কা করা হইয়াছিল বোধ হয় এরূপ টিকিট বিক্রয় হইলে তাহার পূরণ হইবে।

পিয়নিয়রের সীমাস্থিত সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, জাকুব খাঁ জ্বিরাটে পীড়িত হইয়াছেন। আমীর তাঁহাকে সান্ত্বনাসূচক এক পত্র লিখিয়াছেন। সকলে অনুমান করিতেছেন, নিয়াম খাঁ আফাখিল আফ্রাইডিস্ দিগের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই জাতি খাইবার পথে লুণ্ঠনাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই জাতি সংখ্যায় প্রায় ৩ সহস্র হইবে। ইহারা আমীর সিয়ার আলী ও ইংরাজ জাতি উভয়েরি পরম শত্রু। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, চৌর্য্য ইহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়। ইহারা পুত্রগণকে বাল্য কাল হইতে চুরি বিদ্যা শিখায়। দেয়ালে একটী সন্ধি খনন করিয়া ছোট বালক দিগকে উহার মধ্য দিয়া গতায়াত করায়, এবং এই কয়টী কথা বলে "ঘাল সাহা ঘাল সাহা ঘাল সাহা।" উহার অর্থ চোর হও, চোর হও, চোর হও।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৭ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত ডবলিউ ডি প্রাট এবং এ. ডি. লারিমোর সাহেব চতুর্থ শ্রেণীতে রও প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন।

১৬ ই এপ্রেল। মৌলবী সায়দ ইকবল হোসেন মহেষরাখায় সব রেজিষ্টার হইবেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ ফর্বস সাহেব ১৮৭১ অব্দের ৭ আইন (ভারতবর্ষীয় উপনিবেশ সংক্রান্ত আইন) অনুসারে উক্ত বিভাগে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৭ ই এপ্রেল। বাবু সোহানলাল পাটনা ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কেমিটির সেক্রেটারি হইবেন।

মৌলবী দলিলউদ্দীন পাটনা ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইবেন।

হরিচরণ শর্ম্ম রায় বাহাদুর এক জন বিশেষ অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইলেন।

শ্রীযুক্ত এস, ই, জে, ক্লার্ক সাহেব বালেশ্বরের অন্তর্গত চাদবালির অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত সি. পি, এল, মেকলে সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে বাকুড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র সিংহ সাওতাল পরগণায় স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর হইবেন।

১৮ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত এল, বি, বি. কিও সাহেব সর্ব্বের জুনিয়ার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন কিন্তু আপাততঃ নওয়াখালিতে চতুর্থ শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত জে, এস আরমষ্টঙ সাহেব প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত জে, বকসওয়েল দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর থাকিবেন।

মুনসীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় পটুয়াখালি বিভাগের ভার পাইবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অন্নদাচরণ কাস্তগিরি যশোহরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

বাবু নদের চাদ রায় বাকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট রোড কমিটির এক জন সভ্য হইলেন।

শ্রীযুক্ত এস, বি, রচফোর্ড সাহেব কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত সি, জেনিন্স কিছু দিনের জন্য গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

১৯ এ এপ্রেল। শ্রীযুক্ত টি, নর্ম্মাণ সাহেব কটকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ ব্লকমান এম, এ, কিছুদিনের জন্য কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল হইলেন।

বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত জয়পুর টাউন কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অঘোরনাথ বসু প্যালামৌ বিভাগে এবং তত্রস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন উপেন্দ্রনাথ সেন বেগুসরাই বিভাগের এবং তত্রস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ডবলিউ এল সামুএলস্ কিছু দিবসের জন্য বারাকপুরের প্রতিনিধি কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কাণ্টোনমেণ্টের কোর্ট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইয়াছেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

১৮৭১ অব্দের ৭ আইনের ৮৫ ধারানুসারে নিম্ন লিখিত আফিসরেরা মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য এবং মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

ভাগলপুরের প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত টি, টি. এলেন সাহেব।

পুর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ ওয়াইয়ার।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল জব্বার।

দুমকার অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর শ্রীযুক্ত ডবলিউ এম স্মিথ।

২২ এ এপ্রেল। সাহরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর।

শ্রীযুক্ত এ, ডবলিউ কক্রাণ সাহেব কিছু দিনের জন্য ত্রিহুতের অন্তর্গত দরভাঙ্গা বিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু কাটোয়া বিভাগের ভার পাইলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত টি এল কার্গিল সাহেব নওগার এক জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ এম ড্রুমণ্ড হাবড়ার একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন এবং কিছুদিনের জন্য তত্রস্থ মিউনিসিপাল কমিশনর দিগের বাইস চেয়ারমান হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মুঙ্গেরের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

শ্রীযুক্ত এচ, বি পার্সিস, কর্ণেল সি, মরে টেবর, জে, সি, গ্রাণ্ট।

বাবু হরগোবিন্দ সেন রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইবেন।

মেহেরপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর কর্ণিশ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, জে. সিবসে কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই এপ্রেল। বাবু কৃষ্ণনাথ রায় কিছুদিনের জন্য আলীপুরের একজন প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু চক্রধরপ্রসাদ কিছুদিনের জন্য পাটনার প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

১৯ এ এপ্রেল। বাবু রামচন্দ্র চাকি কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁর প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৬ ই এপ্রেল বৈকাল। অদ্য দক্ষিণ আমেরিকার জন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ১০৩০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই এপ্রেল। লুইসিয়ানাতে শ্বেত কায়দিগের সহিত কাফিদিগের একটী যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছে। যে সকল কাফি কোর্ট হাউস রক্ষা করিতেছিল উহাদিগের দুই শতকে দগ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে।

পোপ ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন, কিন্তু পরে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় গত কল্য তিনি শয্যাগত ছিলেন।

ব্যারন [illegible] অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই এপ্রেল। টাইমস পত্র অনরবে শ্রবণ করিয়াছেন, সর সামুএল, লেডি বেকার এবং আর কয়েকজন দুর্ভিক্ষ এবং পীড়াদিতে দুর্ব্বল হওয়াতে দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসিদিগের দ্বারা হত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই এপ্রেল। সর সামুএলের মৃত্যু বিষয়ে ইণ্ডিয়া অফিস ঘোষণা করেন আফিস কোন সংবাদ পান নাই।

লণ্ডন ১৯ এ এপ্রেল। আটিক উপত্যকায় তুর্কমানদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রুশীয় সৈন্যগণ সীমা লঙ্ঘন করাতে রুশীয়ার সহিত পারস্যের পত্র লেখালিখি হইয়াছে।

আলেকজাণ্ড্রিয়াস্থ ব্রিটিশ কন্সল মিশরের গবর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, তিনি সর সামুএলের হত্যা বিষয়ে কিছুই জানেন না।

লণ্ডন ১৯ এ এপ্রেল। পোপ অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। গত কল্য তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

ডচ গবর্ণমেণ্ট জাবাতে আরো সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন।

কালেন্থেরা পুনরায় পরাভূত হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। শনিবার পারস্যের সাহা মহাসমারোহে ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। গত কল্য পোপ ডিউক অব এডিনবরাকে স্বীয় বাটীতে আহ্বান করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ এপ্রেল। ডচেরা এটান দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাড়িত হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ এপ্রেল। অদ্য সন্ধ্যাকালে কমন্স বাটীতে লার্ড এন ফিলড অনরেবল বর্কের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিলেন, সর বাটল ফিয়ারের কার্য্যসম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে পারেন না।

ম ডষ্টোন বলিলেন তিনি এসোসিয়সনে স্থানীয় কর সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিচার করিতে পারিলেন না।

ইষ্ট উইক সাহেব বলেন, রুশীয়া ক্রমেই মধ্য এসিয়ায় অগ্রসর হইতেছেন।

ইংলণ্ডের পারস্যের সহিত বিশেষ বন্ধুতা স্থাপন তাঁহার অভিপ্রেত।

গ্রাণ্ট ডফ বলিলেন, তিনি আশা করেন, পারস্যের সাহা যে ইংলণ্ডে যাইতেছেন তাহাতে অনেক কাজ হইবে। তিনি বলিলেন, রুশীয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া তাহাতে ভয়ের বিষয় কিছুই নাই তবে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

সর জন ষ্ট্রাচির পদে ই, সি, বেলি প্রধানতম কাউন্সিলের এক জন সভ্য হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ এপ্রেল। বিয়ার মদের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ফ্রাঙ্কফোর্টে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ১৬ খানি সুরার দোকান লুঠ করা হইয়াছে। সৈন্যগণ গুলি করিয়া ১২ জনকে হত্যা ও ৩৭ জনকে আহত করিয়াছে। ১২০ জন ধৃত হইয়াছে।

ঢাকা অঞ্চলের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

বৃষ্টি না হওয়াতে শস্যের বিলক্ষণ হানি হইতেছে। ধানের গাছসকল মরিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে বিলক্ষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যদি শীঘ্র সুবৃষ্টি না হয়, এদেশের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। নগরে ও অনেক পল্লীগ্রামে ওলাউঠা ও বসন্ত প্রভৃতি রোগ দেখা দিয়াছে।

ঢাকাকালেজে বিজ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত শীঘ্রই একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। প্রিন্সিপাল ক্রেপ্ট সাহেব না কি এই জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন।

গত ৪ঠা বৈশাখ পূর্ব্ববঙ্গরঙ্গভূমি গৃহে বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ হয়। এই সভা বিক্রমপুরের অনেক হিতসাধন করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টেও আবেদনাদি করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন দেশে চিকিৎসালয় স্থাপন ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অনেক কার্য্য করিয়াছেন। আমরা রিপোর্ট শুনিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিলাম। দ্বিতীয়তঃ বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও ডাক্তার বাবু রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কএকজনে বক্তৃতা করেন।

ঐ দিবস উক্ত নাটমন্দিরে জগন্নাথ স্কুলের পুরস্কারদান কার্য্যও সমাহিত হইয়া গিয়াছে। কমিশনর প্রভৃতি প্রধান প্রধান সাহেবেরা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদিগকে পুরস্কার দান ও তত্রত্য পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষক বাবু রজনীকান্ত চৌধুরীকে ২০০ টাকা মূল্যের একটী ঘড়ী দেওয়া হয়। বাবু কিশোরীলাল রায় জগন্নাথ স্কুলের অধ্যক্ষ। তিনি পিতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত এই বিদ্যালয়টী সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে এত ছাত্র হইয়াছে যে ঢাকার কোন বিদ্যালয়ে তত ছাত্র নাই। সুযোগ্য হেডমাষ্টার বাবু গোপীমোহন বসাকের যত্নে এই বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। ধনীরা যদি দেশের নিমিত্ত এইরূপ অর্থব্যয় করেন,

এদেশের দুর্দ্দশা শীঘ্র দূরীভূত হয় সংশয় নাই।

৬ ই বৈশাখ। ১২৮০। }

গোস্বামিদুর্গাপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

২রা বৈশাখ এখানে একটী হিন্দুধর্ম্ম রক্ষণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। সভাটির "গোস্বামি দুর্গাপুর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা" এই নাম হইয়াছে। সভার আয় অল্প বলিয়া সভ্যেরা ইহাকে আপাততঃ পাক্ষিক সভা করিয়াছেন। এদেশের অধিকাংশ লোক না হিন্দু, না মুসলমান, অর্থাৎ কোন ধর্ম্মেই তাঁহাদিগের বিশেষ আস্থা দেখা যায় না। ধর্ম্মসভা সংস্থাপনে যে অধিক পরিমাণে ধর্ম্মালোচনা হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মালোচনা দ্বারা যে স্বভাব ক্রমশঃ নির্ম্মল হয় ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মে ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন। স্থানে স্থানে এরূপ সভা হওয়াতে এদেশের বিশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

গত কল্য এখানে একটি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বেলা দুই প্রহরের সময় অত্রস্থ সম্ভ্রান্ত বাবু রামগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালে প্রথমে ঐ অগ্নি সংলগ্ন হয়। ঐ সময় গ্রামে আর একটী সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে একটী আদ্যশ্রাদ্ধ থাকাতে উক্ত বাবুর বাটীর প্রায় সকলেই ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ অগ্নি লাগিয়াছে শুনিয়া অনেক লোক ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে অগ্নি নিকটস্থ অনেকের বাটীতে সংলগ্ন হইল। কিন্তু অনেক লোক উপস্থিত থাকাতে অন্য কাহার বড় অনিষ্ট হয় নাই। উক্ত বাবুর ও তাঁহার বাটীর নিকটস্থ একটি বিধবার বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। বাবুর একটী গোলাবাটী দগ্ধ হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এক মাসের মধ্যেই এই স্থানে ৪টী বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গেল। এদেশে পুষ্করিণী না থাকাতে অগ্নি লাগিলে সহজে নির্ব্বাণ করা যায় না। এক একটী সামান্য ঘরে আগুন লাগিলে প্রায় এক একটি গ্রাম ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অত্রস্থ ডাকঘরের কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খলরূপে চলিয়া থাকে। চিঠি প্রভৃতি পাইতে লোকের অত্যন্ত বিলম্ব হয়। হরকরার আলস্য তাহার কারণ নয় একজন লোকে রনার ও হরকরার কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না। তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া এই ডাক ঘর হইতে চিঠি বিলি হইয়া থাকে। আমরা অনুরোধ করিতেছি অত্রস্থ সুযোগ্য ইনস্পেক্টর বাবু এই ডাকঘরের আয় দেখিয়া একজন স্বতন্ত্র রনার নিযুক্ত করুন নতুবা সাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত রবিবার ৯ই বৈশাখ মৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাটীতে জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশন হয়। সম্প্রতি হাইকোর্টের অধিক সংখ্য বিচারপতি যে বিচার করিয়াছেন যে স্ত্রীলোক অসতী হইলেও মৃত স্বামীর সম্পত্তি হইতে অধিকারচ্যুত হইবে না, তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয় একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিলেন যে উক্ত বিচার ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে অসতী বিধবার স্বত্বধ্বংস দূরে থাকুক বধনির্দ্দিষ্ট আছে। অসতী বিধবারা স্বামিসম্পত্তির অধিকারে অধিষ্ঠিত থাকিলে যে অনন্ত সামাজিক ও পারিবারিক অনিষ্টের সূত্রপাত হইবে ইহা হিন্দুমাত্রেরই বিদিত আছে।

উক্ত সভার সেই অধিবেশনে নির্দ্ধারিত হইল যে এই মকদ্দমায় বিলাতে প্রিভিকৌন্সিলে প্রতিবাদ করা আবশ্যক ও উচিত। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবানুসারে সেই স্থলেই চাঁদার সূত্রপাত হইল।

রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	৫০০
বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০০
বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়	১০০
বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত	৫০
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু	৫০
অন্যান্য	২০০

প্রদান করেন। তৎপরে

বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন	২৫
তারানাথ তর্কবাচস্পতি	২৫
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ	২০

প্রদান করিয়াছেন। আপীলে প্রায় ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে। একণে হিন্দুনামধারী ব্যক্তি মাত্রেই যথাসাধ্য এই মহৎকর্ম্মের আনুকূল্য করেন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। যাঁহার যাহা দিবার ইচ্ছা সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে পাঠাইলেই হইবে।

১০ ই বৈশাখ সোমবার
১২৮০ সাল } জনৈক হিন্দু

"জ্ঞাত্বাপরাধং দেশঞ্চ
কালং বলমথাপিবা।
বয়ঃকর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ
দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ॥"
ব্যবহারতত্ত্বং ৬১ পৃষ্ঠা।

দণ্ডবিধির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? জগতে শান্তি সংস্থাপনকরাই যদি দণ্ডনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় (বস্তুতঃ তাহাই বটে) তবে অপরাধ বিশেষে একবিধ দণ্ডের নিয়মকরা উচিত, অথবা ব্যক্তি ভেদে অবস্থা ভেদে দণ্ডের বিভিন্ন নিয়ম করা আবশ্যক? অস্মদাদির ব্যবহার শাস্ত্রে অপরাধ বিশেষে দেশ কালের অনুরূপ অপরাধির শক্তি সামর্থ্যের অনুরূপ দণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে। উপরি উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন স্পষ্টাক্ষরে তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। বর্ত্তমান দণ্ড বিধিতে (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৪৫ আইনে) যদিও স্পষ্ট বাক্যে উক্তবিধ বিধান করা হয় নাই, কিন্তু অপরাধ বিশেষে বহুবিধ দণ্ডের ব্যবস্থা করায় ব্যবস্থাপকদিগের উক্ত অভিপ্রায় অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিচার ব্যবসায়িরা ঐ সদভিপ্রায় ফলে পরিণত করিতে পারেন, কেহ কেহ করিয়াও থাকেন। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, অনেক নীতিজ্ঞ প্রায়ই দণ্ডনীতির ঐ অবান্তরভেদ বুঝিয়া চলেন না। তাহাতে জনসমাজের বহুল অকল্যাণ ঘটে। মূল্যবান নিদর্শন পত্র কৃত্রিম করণাপরাধে

দশ বৎসর কারাবাস কি অর্থ দণ্ড অথবা উভয়দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। মনে কর একজন বিত্তশালী, আর একজন নির্দ্ধন এই উভয় ব্যক্তি মুল্যবান্ নিদর্শন পত্র কৃত্রিম করণাপরাধে অভিযুক্ত হইল, উভয়েরই দোষ সপ্রমাণ হইল এবং বিচারপতির যথা।— যোগ্য বিবেচনার ত্রুটিতে উভয়েরই সহস্র মুদ্রা অর্থ দণ্ডের অথবা অর্থদণ্ড দিতে অক্ষম হইলে আড়াই বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল। বলা বাহুল্য যে, এস্থলে ধনবান ব্যক্তি অবলীলাক্রমে সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তি পাইলেন; আর ধনহীন হতভাগ্য দরিদ্র দারুণ কারাক্লেশে নিপীড়িত হইতে লাগিল। ইহাই কি দণ্ডনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য? তাহা কখনই নহে। সমাজের শান্তি বিধান, লোকের নীতিজ্ঞান সম্পাদনার্থই দণ্ডবিধি স্থাপিত হইয়াছে। ধনবান অক্লেশে সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে পারিলেন। তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিম্মাত্র কষ্টানুভব হইল না, বেদনাও লাগিল না। তাহাঁর ইহাতে কি নীতিজ্ঞান হইল? তিনি এই জ্ঞান লাভ করিলেন "ধন বাহুল্য থাকিলে কোন অপরাধই মারাত্মক হয় না। যে কোন রূপ আপদ উপস্থিত হউক না কেন, ধন সাহায্যে সকলই বিদূরিত হয়।" জন সমাজ এতদ্দ্বারা কি শিক্ষা করিলেন?" ধনির হর্ষোৎফুল্ল মুখ শোভা অভিমানবঙ্কিম নয়নপ্রভা দর্পনিক্ষিপ্ত পাদভঙ্গী দেখিয়া এবং সর্ব্বোদ্ধত বাধিন্যাস শুনিয়া কি শিক্ষা করিলেন? এই শিখিলেন "বর্ত্তমান দণ্ডবিধি সুনীতি শিক্ষার উপযোগী নয়, শান্তি সংস্থাপকও নয়, এবং দণ্ডের বিন্দুমাত্র কঠোরতাও নাই।" পক্ষান্তরে ধনহীনের কঠোরতর কারাক্লেশ দেখিয়া যদি কিছু শিক্ষা হয়, তবে তাহা এই বৈ আর কিছুই নয় যে "ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দণ্ডনীতির প্রকৃতিই এই যে হতভাগ্য সম্প্রদায় পাপে পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে। আর সঙ্গত্যাপন্ন ভাগ্যবানেরা নির্ভয়ে স্বেচ্ছাচরণ করিতে থাকে।"

পরিশেষে বিচারব্যবসায়ি মহামতিদিগকে আমরা সবিনয় অনুরোধ করিতেছি যে অপরাধির সামর্থ্যাসামর্থ্য বিবেচনা করিয়া দণ্ডদান না করিলে হয় ত প্রযুক্ত দণ্ড অতি তীব্রতর হয়, নতুবা পিপীলিকাদংশনবৎ ব্যর্থ ও নিরর্থ হইয়া যায়, ইহা যেন তাহাঁরা সময়ে স্মরণ করেন।

কলিকাতা } শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু

—•○•—

মহাশয়! এই সহর মুরশিদাবাদের কাঁচা পাকা সমস্ত রাস্তার দুই পার্শ্ব বহু সংখ্যক কসাইয়ের ও কাবাবের দোকান দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। এই সহর মধ্যে বিস্তর হিন্দুর বাস ও দোকান আছে। কসাইয়েরা যাতায়াতের রাস্তার নিকটস্থ কোন কোন হিন্দুর বাটীর ও দোকানের নিকট দোকান করিয়া গো, মেষ, ছাগ, মুরগী প্রভৃতি প্রাণী বধ করিয়া কোন কোন রাস্তায় রুধির পাত করিয়া অপরিষ্কৃত ও গলিত মাংস লটকাইয়া রাখে ও শূল্যমাংসে কাবাব প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে এবং চামড়া, মলযুক্ত নাড়ী ভুঁড়ি প্রভৃতি ঘৃণা জনক বস্তু সকল হিন্দুদিগের দৃষ্টিগোচর স্থানে ফেলিয়া দেয়। সম্পাদক মহাশয়! এ সহরে ১৮৬১ অব্দের ৫ আইনের ৩৪ ধারা জারি আছে; কোন ব্যক্তি ঐ ধারার অপরাধ করিলে দণ্ডিতও হইয়া থাকে। কিন্তু কসাইয়েরা সর্ব্বসাধারণের গমনাগমন স্থানে এবং সদর রাস্তায় ঘৃণাজনক কার্য্য করিয়া উক্ত আইনের ৩৪ ধারার অপরাধ করিতেছে তথাপি তাহারা অপরাধী হয় না অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। অপর, এখানে অন্যান্য স্থানের পশু সকল চুরি হইয়া ধৃত না হইবার কারণ এই, চোরেরা রাত্রিযোগে অপহৃত পশু বিক্রয় করিয়া যায়, কসাইয়েরা অল্প মুল্যে প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিযোগেই বধ ও টুকরা টুকরা করিয়া দিবসে দোকানে বিক্রয় করিয়া থাকে। একস্থানে সমুদায় কসাইয়ের বাস ও দোকান থাকিলে এরূপ ঘটনা কথনই হইতে পারে না। কারণ "জাতির বৈরী জাতি" কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগের অপ্রণয় ঘটিলে অনায়াসেই চোরা পশু বিক্রয় সংবাদ পুলিসে প্রেরিত হইতে পারে, কেবল নানা স্থানে কসাইদিগের বাস থাকাতে অপহৃত পশুর সন্ধান হয় না। মহাশয়! প্রধান রাজধানী কলিকাতা সহরে ঢাকা ও পশ্চিমাঞ্চলে ও গোরা বাজার প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বসাধারণের অগম্য এবং দৃষ্টির অগোচর কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে পশুবধ ও মাংসাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মুরশিদাবাদেও ঐরূপ হিন্দুবিহীন কাটরার অন্তর্গত কসাইটোলা নামক স্থানে কাঁচা রাস্তায় ঐ সকল দোকান ছিল। এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের সাধারণের ধর্ম্মের ও পীড়ার প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে ঐ সকল কসাই উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সহরের প্রায় সমুদায় রাস্তা মতিঝিল অবধি জাফরা গঞ্জ পর্য্যন্ত ৩। ৪ মাইল পথ ঐ সকল ঘৃণাজনক বস্তুতে পরিপূর্ণ করাতে হিন্দু মুসলমান সর্ব্বসাধারণের ঘৃণাজনিত পীড়া উপস্থিত হইয়া সহর ক্রমশঃ শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে। এতন্নিবন্ধন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আমাদিগের সানুনয় প্রার্থনা এই যে সহর মুরশিদাবাদের সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের পাকা ও কাঁচা রাস্তার নিকট হইতে সমুদায় ঘৃণাজনক দোকান উঠাইয়া দিয়া আমাদিগের কষ্ট ও পীড়া নিবারণ করেন।

১৪ এপ্রেল } অনুগত
১৮৭৩ } শ্রীরাঃ—

—○—

বরফ—বহরমপুর।

এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপ সকলেই অনুভব করিতেছেন, এসময়ে জ্বর ওলাউঠা প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইলে যে কিরূপ দারুণ পিপাসা উপস্থিত হয় তাহা বর্ণন করাই বাহুল্য। এক্ষণে ডাক্তারী চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে। ডাক্তারেরা ঐ সকল পীড়ায় পিপাসা, গাত্রদাহ, উদরের বিশৃঙ্খলতা, মস্তিকের উষ্ণতা প্রভৃতির উপশমের নিমিত্ত কথায় কথায় বরফ ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন, বাস্তবিকও বরফের ব্যবহার দ্বারা এ সকল উপদ্রবের বহুল উপশম হয় তাহা সততঃ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে; কিন্তু এই বহরমপুরে সাধারণের পক্ষে সেই বরফ প্রাপ্তির কোন উপায় নাই। এখানে বরফ ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না, সাহেবেরা চাঁদা করিয়া বরফ আনাইয়া থাকেন বটে,

পীড়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা কাহাকেও দেন না এমত কথাও নহে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে বরফ আনান সকলের পক্ষে সুসাধ্য হয় না। এই জন্য সময়ে সময়ে অনেককে বরফের নিমিত্ত বড়ই ক্লেশ পাইতে হয়, এমন কি কখন কখন উহা না পাওয়াতে রোগীর প্রাণ বিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব এরূপ অবস্থায় যদি বহরমপুরে এক খানি বরফের দোকান হয় তাহাই সকলের প্রার্থনীয়। যেহেতু বাঁচক্রো· পরাঙমুখ ভদ্রলোকেরা আবশ্যক সময়ে মূল্য দিয়া বরফ পাইতে পারেন। কিন্তু এস্থলে কেবল ঐরূপ বিক্রয়ে দোকানদারের দোকান চলিতে পারিবে এরূপ আমাদের বোধ হয় না। অতএব আমরা অত্রত্য প্রধান ধনাঢ্য শ্রীযুক্তা মহারাণী স্বর্ণময়ী ও শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায় মহাশয়কে অনুরোধ করি যে তাঁহারা আপন আপন ভবনে এক একটী বরফের কল রাখুন অথবা এই কয়েক মাসের জন্য নিয়মিতরূপে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বরফ আনয়ন করুন এবং পীড়িত লোকেরা প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে অবাধে প্রদান করুন। পীড়িত ভিন্ন অপর লোকেরা কেবল বিলাসের জন্য উহা লইতে না পারেন তদর্থ ডাক্তরের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করিবার রীতি করিলেই চলিতে পারিবে। উক্ত মহারাণী ও অন্নদা বাবু এই কার্য্যটী যদি করেন তাহা হইলে অত্রত্য সাধারণ লোকের মহোপকার হইবে অথচ ইহাতে তাঁহাদের নিতান্ত অধিক ব্যয় হইবে না। এই কার্য্যে পুণ্য যশঃ ও লোকানুরঞ্জকতা তিনই আছে। বিজ্ঞ মন্ত্রী মহোদয়গণ ইহা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়া আমাদের অভিলাষ সফল করেন এই প্রার্থনা।

কস্যচিৎ
বহরমপুরবাসিনঃ।

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৮ই এপ্রেল।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট ইঞ্চ
মোহানায়	২—৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	২—৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১—৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২—৫
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২—৬

সন ১৮৭৩ সালের ২১ এ এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৪	৮

বহরমপুর
২১ এ এপ্রেল
১৮৭২

শ্রীযুক্ত সি, ই, উইম্স এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—•—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

নাম	মূল্য
শ্রীযুক্ত বাবু হিরালাল বসু পিলগ্রাম হাঁশপাতাল	১০
মৌলবী মহম্মদ রসিদ খাঁ চৌধুরী নাটোর	১০
" " শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কাশীপুর	১০
" " রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর আজীমগঞ্জ।	১০
" " বিপিনবিহারি কুণ্ডু জেলা মালদহ	১০
" " হরচন্দ্র রায়—বারাণসী	১০
খড়দহ কুলীনপাড়া জুভিনাইল আসোসিয়েসন	৫॥০
" " মহিমচন্দ্র জোদ্দার—বৃন্দাবন	১০
" " শ্রীনারায়ণ ঘোষাল—গঙ্গাটিকুরি	৫॥
" " লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র—হাটখোলা	১০
" " কাশীনাথ দত্ত—বল্লভপুর	১০
মহারাজ ভাগীরথী মহেন্দ্রবাহাদুর কটক	১০
" " মথুরেশচন্দ্র দেবরায়—ছান্দাড়া	১০
" " রামনৃসিংহ মুস্তফী—বহরমপুর	১০
" " কৈলাসচন্দ্র বসু—বহুবাজার	৫॥০

—০—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ২৫ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী [illegible] মহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ২৪ এ বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ৫ ই মে।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

২০০ শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ গ্রন্থরচয়িতা-গণকে জানান যাইতেছে যে, যিনি বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র মাসের পূর্ব্বে প্রচলিত বঙ্গভাষায় আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস) উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, কাকিনীয়াধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে উপরি উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। গ্রন্থের সদসৎ বিচারের ভার কুচবিহার স্কুল সমূহের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও চাকলে কাকেনীয়ার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ সরকার মহাশয়গণের প্রতি অর্পিত হইল। প্রাগুক্ত মহাশয়গণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁহার লেখা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তিনিই পুরস্কারার্হ হইবেন।

১২৮০ বঙ্গাব্দ
১১ ই চৈত্র

শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায়
দ্বিতীয় মুন্সী কাকিনীয়া
রাজবাটী।

---

১ নং লাট। চৌধুরি জন্মেজয় মল্লিক বাদির উথাপিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির নামীয় বিশেষ রেজিষ্টরি তমসুক বাবত সন ১৮৭২ সালের ১৫ নং মকদ্দমায় জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১২ ই জুলাই তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ ই জুন শুক্রবার বেলা ২ প্রহর গতে উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজ আদালতে নিম্নলিখিত বৃহৎ ও মূল্যবান জমীদারি নীলাম হইবেক।

মেদিনীপুর সব রেজিষ্টারির অধীন পুলিষ ষ্টেষণ নারায়ণগড়ের অন্তর্গত এ রেজিষ্টারি নং ২০০৫ তৌজি নং ১৮৩৮ নারায়ণ গড় পরগণার মৌজে নারায়ণগড় ও তদন্তর্গত মৌজা ও চকহায়ের যাহার সদর জমা ১৯৩৯৯॥৶৪ টাকা ঐ সম্পত্তিতে দায়িকের যে কিছু স্বত্ব লভ্য আছে তাহাই নীলাম হইবেক।

২ নং লাট। শম্ভুনাথ সৎপতির উথাপিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির নামীয় বিশেষ রেজিষ্টারি তমসুক বাবত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১৯ এ সেপ্টেম্বর তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ই জুন শুক্রবার বেলা দুই প্রহরগতে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন মতে নীলাম হইবেক, পুলিষ ষ্টেষণ সবঙ্গ সবরেজিষ্টারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত খান্দার পরগণার মহাল কোলেন্দা যাহার সদর জমা ৩৫৪২।১০ টাকা ঐ মহালে দায়িকের যে কিছু স্বত্ব লভ্য আছে তাহাই নিলাম হইবেক।

সবর্ডিনেট জজ
জেলা মেদিনীপুর।

—০:০—

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলালনন্দি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রচারিত বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি কলিকাতা চিৎপুর রোড ১১২ নং বাটীর নিম্নতলস্থ গৃহ ন্যাশন্যাল ট্রেডিং কোম্পানির পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ম্যানেজার।

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ।

ইহার ৩ য় ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। স্বদেশহিতৈষী গ্রাহকগণ কলিকাতা মদন মিত্রের লেনে ৬ নং ভবনস্থ চিকিৎসাসংগ্রহ কার্য্যালয়ে শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য পাঠাইবেন।

—০—

" সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর যন্ত্র শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা, ডাকমাসুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বাঁধাই অতি

পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহ-ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২) ডাকমাসুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুন গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ./০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ॥৶০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ./১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—০—

বাল্মীকি রামায়ণের বাঙ্গলা অনুবাদ।

মাসে ১০ ফরমা। বার্ষিক মূল্য ৫॥ টাকা ডাক মাসুল সহিত। কলিকাতা উত্তর ইটালী চিজ্ড়ীঘাটা রোড ১০৬ নং ভবনে পাওয়া যায়।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য।

মৎপ্রণীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, যাহাতে ধাতু, ধাত্বর্থ, সকর্ম্মক, অকর্ম্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতাধ্যায়িদিগের জন্য) গণ, পদ ধাতুরূপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকাল-য়ের সর্ব্বত্র পাইবেন। মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজারষ্ট্রীট নং ৯১। ১২৭৯ ১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীলালকমল বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক প্রণীত "সামতলিক ত্রিকোণমিতি" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাসুলাদি ./০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ।

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৶০

ঐ মধ্যম কাগজ ./০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১॥০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২॥০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

ইউনিভরসিটি গ্রাজুয়েট এম. এ, বি এল কৃত ৬ নং ডগলসের অর্থ পুস্তক মূল্য ১ এক টাকা।

৩ নং হইতে ৬ নং পর্য্যন্ত ডগলসের অর্থ পুস্তক সমুদায়ে ব্যবসায়িদিগকে ২৫ পঁচিশ টাকা হিঃ কমিশন দেওয়া যায়।

পইটিকেল রীডর নং ১ নং ২ প্রোজ-রীডর নং ১ নং ২ নং ৩ নং ৪ এবং মরাল ক্লাশ বুকের এই সাত প্রকার পুস্তকের অর্থ পুস্তক সমুদায়ে শত করা ৭৫ পঁচাত্তর টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়।

দেবনাগর লং প্রাইমার অক্ষর, ব্যাপ্টিষ্ট মিসন প্রেসের ছাঁদ নূতন তিন মণ প্রস্তুত আছে। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং জি, সি, ঘোষের পুস্তকালয়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা, নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ নিয়ম করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। মফস্বলের যাবতীয় গ্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য

গৃহীত হইয়া থাকে, কলিকাতারও অধিকাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন; অতি অল্প গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিয়া থাকেন। গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে, এই কারণে সোমপ্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে। এ নিয়মে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা ক্ষতি নাই।

—০—

যিনি এক দিবসে জীবাত্মার জড়সম্বন্ধ দর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি আমাকে (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মর্ম্মানুসারে যোগসাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৵। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

—০—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

গুপ্তযন্ত্র।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ হয়. ইহাতে পঞ্জিকা জাহাজীয় সংবাদ খরিদ বিক্রী আমদানী ও রপ্তানি দেশ বিদেশের দ্রব্যাদির দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ৷০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২৷ ডাক মাসুল সমেত প্রায় ৷৷০ আনা মাসে।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

—০—

জমীদারি বিক্রয়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, জেলা বীরভূমের সামিল ২৬ নং তৌজী জমীদারি লাট মহেশপুরের ফরম ৵৫ আনার চিহ্নিত ইলামবাজার গ্রামসহ ২২ মৌজা যাহা ৯ নয় তক পত্তনি বন্দোবস্ত আছে, উক্ত অংশ বর্ত্তমান সনের ১৯এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার ইং ৩১ এ মে বেলা দুই প্রহরের সময়ে আমাদের কুঠী ইলামবাজারে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ও সর্ব্ব উচ্চ ডাককারিকে তৎকালে রোকা ও দুই সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় পণের টাকা দাখিল করিলে নিশ্চয় বিক্রয় করা যাইবেক।

পত্তনিদারদিগের নিকট আদায়	৬৫৫৩৶১
বাদ সদর মালগুজারি	৪২৩৪/৭
বাকী মুনফা	২৩২২/৬

বাঃ শ্রী এস্কিন এণ্ড কোং
মোং ইলামবাজার বৌলপুর
রেলওয়ে ষ্টেসন।

ভারত সংস্কারক।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১২৮০ বৈশাখ হইতে প্রকাশ হইতেছে।
আলোচ্য বিষয়—ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি।

মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক	৬ ছয় টাকা।
" ষাণ্মাসিক	৩৷০ "
" ত্রৈমাসিক	২ "
প্রতি সংখ্যা	।০ চারি আনা মাত্র।

প্রাচীন ভারত যন্ত্র।
নং ২৫ বেণিয়া টোলা লেন পটোলডাঙ্গা।

সোমপ্রকাশ।

২৪এ বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না?

(তৃতীয় প্রস্তাব)

আমরা গতবারে শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে ধনাধিকারিণী হয় না এবং ধনাধিকারের পর ব্যভিচার ঘটিলেও তাহার ধনাধিকার থাকে না। গত দুই বারেই আমরা একমাত্র দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছি, অন্য অন্য গ্রন্থকার এবিষয়ে কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তদুল্লেখের অবসর প্রাপ্ত হই নাই। আজি সেই সেই মীমাংসার প্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর একটী নূতন ইচ্ছা মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে ঐ ইচ্ছার নিরোধ করিতে হইল। নূতন ইচ্ছাটী এই, সংহিতাকারেরা স্ত্রীর ব্যভিচার বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সংগ্রহকর্ত্তারা তাহার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, দেশ ব্যবহার কিরূপ, পূর্ব্বকালে মহানুভব ব্যক্তিরা কিরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখে আজি আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে সংহিতাকারদিগের পরস্পর বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান কতক গুলি বচন উদ্ধৃত হইতেছে। অত্রি বলেন "ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ব্রাহ্মণোবেদকর্ম্মণা। নাপোমূত্রপুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি কর্ম্মণা। পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ব্ববহ্নিভিঃ। ভুঞ্জতে মনবাঃ পশ্চাৎ ন তা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ। অসবর্ণৈস্তু যোগর্ভঃ স্ত্রীণাং যোনৌ নিষেব্যতে। অশুদ্ধা সা ভবেন্নারী যাবৎ গর্ভং ন মুঞ্চতি। বিমুক্তে তু ততঃ শল্যে রজশ্চাপি প্রদৃশ্যতে। তদা সা শুদ্ধ্যতে নারী বিমলং কাঞ্চনং যথা। স্বয়ং বিপ্রা বিপন্না বা যদি বা বিপ্রতারিতা। বলান্নারী প্রভুক্তা বা চৌরভুক্তা তথাপিবা। ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী ন কামোহস্যা বিধীয়তে।

স্ত্রী উপপতি সংসর্গে ব্রাহ্মণ বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মের আচরণে এবং জল মূত্র পুরীষ যোগে অগ্নি অপবিত্র দ্রব্য দাহে দুষ্ট হয় না। সোম গন্ধর্ব্ব বহ্নি প্রভৃতি দেবগণে পূর্ব্বে স্ত্রীদিগকে উপভোগ করিয়াছেন, মনুষ্যেরা পশ্চাৎ ভোগ করিতেছে। অতএব তাহারা কোন কালেই দুষ্ট নহে। অসবর্ণ ব্যক্তির সংযোগে স্ত্রীর যে গর্ভ হয়, যাবৎ স্ত্রী সেই গর্ভ পরিত্যাগ না করে, তাবৎ অশুদ্ধ থাকে। সেই গর্ভ মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার রজো দর্শন হইলে সে বিমল কাঞ্চ-

নের ন্যায় বিশুদ্ধ হয়। যে স্বয়ং বিপ্রতিপন্ন হইয়া কিংবা প্রতারিত হইয়া বলপূর্ব্বক উপভুক্ত হয় অথবা চৌরভুক্ত হয় দুষিত সেই স্ত্রী ত্যাজ্য হয় না। যেহেতু তাহার তাহাতে ইচ্ছা ছিল না।

বশিষ্ঠ কহিয়াছেন “ভার্য্যাঃ পুত্রাশ্চ শিষ্যাশ্চ সংস্পৃষ্টাঃ পাপকর্ম্মভিঃ। পরিভাষ্য পরিত্যাজ্যাঃ পতিতোযোঽন্যথাভবেৎ।” স্ত্রী পুত্র শিষ্য ইহারা পাপী হইলে পরিত্যাগ করিবে অন্যথা পতিত হইতে হইবে।

শাতাতপ বলেন “দীক্ষিতস্ত্রী প্রসঙ্গেন জায়তে দুষ্টরক্তদৃক্। সপাতক বিশুদ্ধার্থং প্রাজাপত্যদ্বয়ং চরেৎ। স্বজাতিজায়াগমনে জায়তে হৃদয়ব্রণী। তৎ পাপস্য বিশুদ্ধর্থং প্রাজাপত্যদ্বয়ং চরেৎ। * * * * এতে দোষা নরাণাং স্যুর্নরকান্তে নসংশয়ঃ। স্ত্রীণামপি ভবস্ত্যেতে তত্তৎ পুরুষসঙ্গমাৎ।”

দীক্ষিত স্ত্রী সংসর্গ করিয়া দুষ্ট রক্ত রোগগ্রস্ত এবং স্বজাতি স্ত্রী গমনে হৃদয় ব্রণবিশিষ্ট হয়। ঐ পাপের শুদ্ধি নিমিত্ত প্রাজাপত্যদ্বয় করিবে। নরকান্তে নরের এই সকল দোষ হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। স্ত্রীরও সেই সেই পুরুষ সংসর্গে ঐ সকল দোষ ঘটিয়া থাকে।

শঙ্খ লিখিয়াছেন “সাভার্য্যা যা বহেদগ্নিং সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা। সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।”

সেই ভার্য্যা যে অগ্নি বহন করে, সেই ভার্য্যা যে পতিব্রতা, সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যাহার সন্তান হয়। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে পতিব্রতা না হয় সে ভার্য্যাই নয়।

ব্যাস সংহিতায় লিখিত হইয়াছে “সাত্ত্বপাপ্যান্যতোগর্ভং ত্যাজ্যা ভবতি পাপিনী। মহাপাতকদুষ্টাচ পতিগর্ভবিনাশিনী।।”

সে (স্ত্রী) অন্য হইতে গর্ভপ্রাপ্ত, মহাপাতক দুষ্ট, ও পতিকৃতগর্ভবিনাশকারিণী হইলে ত্যাজ্য হয়।

কাত্যায়ন বলেন “পতিমুল্লঙ্ঘ্য মোহাৎ স্ত্রী কিং কিং ন নরকং ব্রজেৎ। কৃচ্ছ্রাৎ মনুষ্যতাং প্রাপ্য কিং কিং দুঃখং ন বিন্দতি।”

স্ত্রী পতিকে উল্লঙ্ঘন অর্থাৎ ব্যভিচার করিয়া কি কি নরক প্রাপ্ত না হয়। কষ্টে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া কি কি কষ্ট ভোগ না করে।

যম কহিয়াছেন “অগ্রে মাহিষিকং দৃষ্ট্বা মধ্যে তু বৃষলীপতিং। অন্তে বার্দ্ধুষিকং দৃষ্ট্বা নিরাশাঃ পিতরোগতাঃ। মহিষীত্যুচ্যতে ভার্য্যা যাচৈব ব্যভিচারিণী। তান্ দোষান্ ক্ষমতে যস্তু সবৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ।”

পিতৃগণ শ্রাদ্ধ স্থলে মাহিষিক বার্দ্ধুষিক (সুদখোর) ও শূদ্রার পাণিগ্রাহ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। ব্যভিচারিণী ভার্য্যাকে মহিষী বলে। যে ব্যক্তি স্ত্রীর সেই ব্যভিচার দোষ ক্ষমা করে তাহাকে মাহিষিক বলা যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন “নীচাভিগমনং গর্ভপাতনং ভর্ত্তৃহিংসনং। বিশেষপতনীযানি স্ত্রীণামেতান্যপি ধ্রুবং।”

নীচ পুরুষে গমন, গর্ভপাতন, ও ভর্ত্তার অনিষ্টচেষ্টা এ গুলি স্ত্রীর পাতিত্যের বিশেষ কারণ।

ব্যভিচারিণী ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত না হয়, যাঁহারা এই পক্ষের পক্ষপাতী, তাঁহারা অত্রিসংহিতার উদ্ধৃত বচন কয়টী দর্শন করিয়া হয় ত এতক্ষণ আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাঁহাদিগের আহ্লাদের কোন কারণ নাই। পাঠকগণ কি ভাবিতেছেন, ব্যভিচারে দোষ নাই এই কথা বলা অত্রিমুনির অভিপ্রেত? সে অভিপ্রেত হইলে অন্য অন্য মুনি বচন গুলির সহিত অত্রি বাক্যের ত বিরোধ হইল। যদি বাস্তবিক বিরোধ হয়, তবে কাহার বাক্যে আস্থা করা হইবে? কাহার বাক্য প্রমাণ করিয়াই বা কর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে? অন্য অন্য ঋষিগণ অত্রির অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন। ফলতঃ অত্রি মুনির মতে ব্যভিচারে দোষ নাই এসিদ্ধান্ত করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। কোন দেশের কোন ব্যবস্থাপক এরূপ ঘৃণিত উপদেশ দিয়া যান নাই। এ উপদেশে সমাজ রক্ষা হয় না। অতএব অত্রি এত বড় একজন ব্যবস্থাপক হইয়া যে ব্যভিচারে অনুমোদন করিবেন ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তাঁহার ঐরূপ বলিবার বিশেষ অভিপ্রায় আছে। সে অভিপ্রায় এই, অন্যের দুর্বৃত্ততা নিবন্ধন স্ত্রীর অনিচ্ছায় যদি ব্যভিচার ঘটনা হয় সে অপরাধে তাহাকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য হয়। এই নিমিত্ত তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাদৃশ স্থলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইবে “স্বয়ং বিপ্রতিপন্না বা” ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। “ন কামেন স্যাবিধীয়তে” এই হেতু উপন্যস্ত হইয়াছে। অনিচ্ছাতে দোষ ঘটনা হইলে এরূপ ক্ষমা প্রদর্শন ঔদার্য্যের কার্য্য সন্দেহ নাই। বীরমিত্রোদয় ও স্মৃতি চন্দ্রিকাকার প্রভৃতি সংগ্রহকারেরা মনু বচন প্রসঙ্গ করিয়া এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন।

স্মৃতি চন্দ্রিকাকার ত্যাজ্যাত্যাজ্য স্ত্রী বিষয় বলিয়া দুটী প্রকরণ লিখিয়াছেন। ত্যাজ্য স্ত্রী বিষয় প্রকরণটীর কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। উহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারি-

বেন, আমরা উপরিলিখিত অত্রি বচনের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই সংগ্রহকর্ত্তাদিগের অভিমত। সে প্রকরণটী এই;—" অথ ত্যাজ্য স্ত্রী বিবরণং। তত্র নারদঃ। অন্যোন্যং ত্যজতোধর্ম্মঃ স্যাদন্যোন্যং বিকুর্ব্বতোঃ। স্ত্রীপুংসয়োর্নূঢ়য়োঃ ব্যভিচারাদৃতে স্ত্রিয়াঃ। বিবাহসংস্কারহীনযোর্হীনজাতীয়স্ত্রীপুংসয়োরন্যোন্যবিরোধেন অন্যোন্যং ত্যজতোধর্ম্মঃ স্যাৎ দোষেণ স্যাদিত্যর্থঃ। ঊঢ়য়া বিবাহসংস্কৃতয়াস্তু ব্যভিচাররূপ নিমিত্তমন্তরেণ ন ত্যাগঃ। অনেন ব্যভিচারে সতি ঊঢ়ায়া অপ্যেব ত্যাগইত্যর্থাদুক্তং ভবতি। তচ্চ স্বচ্ছন্দব্যভিচারিণী বিষয়ং যা স্বচ্ছন্দগতা নারী তস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে ইতি যমস্মরণাৎ।

নারদ বলিতেছেন, যাহাদিগের বিবাহবিধি নাই, তাদৃশ হীনজাতীয় স্ত্রীপুরুষে বিরোধ করিয়া যদি পরস্পরকে পরিত্যাগ করে, তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু যাহাদিগের বিবাহ আছে, তাহারা যদি ব্যভিচার ব্যতিরেকে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে দোষ হয়। ইহাতে এই বলা হইল, বিবাহিতা স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সেই পরিত্যাগ যাবতীয় স্ত্রী বিষয়ক নয়। যে স্ত্রী আপন ইচ্ছায় ব্যভিচারে রত হয়, তাহাকেই ত্যাগ করিবে। যম স্বচ্ছন্দচারিণী নারীর পরিত্যাগের কথাই কহিয়াছেন।

এখন পাঠকগন বিবেচনা করিয়া দেখুন, অন্য অন্য ঋষির বচনের সহিত অত্রি বচনের ঐক্য হইতেছে কি না? যদি কোন দুর্বৃত্ত ব্যক্তি স্ত্রীর অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক তাহার সতীত্ব নষ্ট করে, তাহাতে তাহার অপরাধ কি? অন্য অন্য ঋষিগণ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাদৃশ স্ত্রীকে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অত্রিও সেই অনিচ্ছাকৃত ব্যভিচার সংঘটন স্থলে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে কহিয়াছেন উপপতি সংসর্গে স্ত্রীর দোষ হয় না। কিন্তু যে স্ত্রী ইচ্ছাপূর্ব্বক পরপুরুষগামিনী হয়, তাহার দোষ হয় না, এ কথা বলা অত্রির অভিপ্রেত নহে। সে অভিপ্রেত হইলে তিনি যে স্ত্রী বিনা সম্মতিতে বলপূর্ব্বক উপভুক্ত হইয়াছে সে পরিত্যাজ্য হইবে না এবচনটী লিখিতেন না। অতএব একটী মাত্র বচন অথবা বচনের এক অংশ মাত্র দেখিয়া কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা যুক্তি সঙ্গত হয় না। ঋষিদিগের পরস্পর বিরুদ্ধবৎ অভাসমান বচনের মীমাংসার্থই মীমাংসা শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি মীমাংসা শাস্ত্র না থাকিত, কোন বিষয়েই কর্ত্তব্য নির্ণয় হইত না। অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনাধিকার নির্ণয় স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণু প্রভৃতি কহিতেছেন, পত্নী ধনহারিণী হইবে। শঙ্খ লিখিত পৈঠীনসী যম বলেন অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন ভ্রাতৃগামি হয়, তদভাবে পিতামাতা অথবা জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রাপ্ত হন। দেবল বলেন সহোদর, কন্যা অথবা জীবিত পিতা অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন তুল্যরূপে গ্রহণ করিবে। সমুদায় গুলিই ঋষি বচন, কাহার বাক্যই অনাস্থার যোগ্য নহে। যদি সংগ্রহকারেরা মীমাংসা শাস্ত্র দ্বারা ঐ সকল বচনের মীমাংসা না করিতেন, অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনাধিকার লইয়া পিতা ভ্রাতা মাতা পত্নী কন্যা সকলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিতেন। আমাদিগের আদালত সকলের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইত, উকীলেরাও স্থূলোদর হইতেন। প্রস্তাবটী ক্রমে দীর্ঘ হইয়া উঠিল। অতএব ব্যভিচার সম্বন্ধে এদেশের ব্যবহার কিরূপ, লোকের ব্যভিচারের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ, বিদ্বেষের কারণই বা কি? রাম গোতম প্রভৃতি আপন আপন স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এ সপ্তাহে সেগুলির উল্লেখে সমর্থ হইলাম না।

—•○•—

হাবড়ার আলোর টাক্স বৃদ্ধির চেষ্টা।

"যিনি ইচ্ছা করিয়া না বুঝেন তাঁহাকে কেহই বুঝাইতে পারে না" আমাদের সুযোগ্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর চিরপ্রচলিত এই প্রসিদ্ধ বাক্যটীর উদাহরণ স্থল হইবেন এমন মনে করি না। আমরা অনেক বার দেখিয়াছি কাম্বেল সাহেব না বুঝিয়া কোন একটী কাজ আরম্ভ করিয়া যেমন উহার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন অমনি সেই কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার এই মহীয়ান গুণটীর অনেক বার প্রশংসা করিয়াছি। কাম্বেল সাহেবের বিষয়ে আমাদিগের অনেক দিন এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে তিনি যে কাজটী যুক্তি যুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারেন অসঙ্কুচিত হৃদয়ে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন যুক্তি বিরুদ্ধ হইলে প্রতিনিবৃত্ত হইতেও সঙ্কুচিত হন না। এই জন্যই আমরা তাঁহার আরব্ধ কার্য্য দ্বারা প্রজার অনিষ্ট সম্ভাবনা বুঝিলে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া থাকি, মনে করি যে তিনি ঠিক বুঝিলেই উহা হইতে নিশ্চয় বিরত হইবেন।

আমরা ৩ রা বৈশাখের পত্রে হাবড়ার গ্যাসের টাক্স বৃদ্ধির বিষয়টী লেপ্টনণ্ট বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন পাইয়াছিলাম, এবারেও পাইতেছি। যদি ইহাতেও না বুঝেন তাহা হইলে তিনি কেবল যে প্রস্তাবের শীর্ষস্থান লিখিত প্রসিদ্ধ বাক্যের উদাহরণ স্থান হইবেন এরূপ নয়, তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। বোধ হয় তিনি বেশ জানেন মিউনিসিপাল কমিশনরেরা এ

পর্য্যন্ত বাস্তবিক প্রজার মনোনীত হন নাই। উঁহারা প্রজাদিগের নাম মাত্র প্রতিনিধি। তিনি এটীও বেশ জানেন যে মিউনিসিপাল সভাতে ইংরাজ সভ্যের সংখ্যাই অধিক এবং ইংরাজ সভ্যদিগের উদ্দেশ্যের সহিত প্রজাসাধারণের উদ্দেশ্যের প্রায়ই মিলন হয় না। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এটী অবিদিত নয় হাবড়ার মিউনিসিপাল ইংরাজ সভ্যেরা শুদ্ধ আপনাদিগের বিলাসসুখ সম্ভোগের নিমিত্তই হাবড়াতে গ্যাসের আলো লইয়া গিয়াছেন এবং প্রতিবৎসর বিংশতি সহস্র করিয়া টাকা দিবেন বলিয়া একুশ বৎসরের কণ্ট্রাক্ট করিয়াছেন। কাম্বেল সাহেব কি এখনও বুঝেন নাই যে কমিশনরদের ঐ কাজটী যাবতীয় প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ অনভিমত? লেপ্টেনণ্ট বাহাদুর কি ইহাই বুঝিয়াছেন যে এ বিষয়টীতে প্রজা সাধারণের অমত হইবে এটী পূর্ব্বে জানিতে না পারিয়াই কমিশনরেরা এই কাজটী করিয়াছেন? আমাদিগের সংস্কার এইরূপ যে কমিসনরেরা তত্রত্য প্রজাবর্গের অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই জানেন এবং ইহাও বিলক্ষণ জানেন গ্রাম সমুদায়ের বার বা চৌদ্দ আনা রাস্তার অবস্থা যারপর নাই অপকৃষ্ট। তাঁহারা কি ইহা বুঝেন না যে সমুদয় রাস্তা পাকা না করিয়া সাধারণের দত্ত টাকা আলোতে ব্যয় করা বা উহার জন্য নূতন টাক্স লওয়া অনুচিত? কমিসনর মহাশয়েরা ইহা বুঝিয়াও যে ঐরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন বিলাসসুখভোগের একান্ত ইচ্ছাই তাহার এক মাত্র কারণ সন্দেহ নাই। তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন যে গ্যাসের ব্যয় আপাততঃ সাধারণ ধন হইতে চলুক, পশ্চাৎ ব্যবস্থাপক সভা হইতে অনায়াসেই টাক্স বৃদ্ধি করিয়া লইবেন, তাহাঁরা কি এই সিদ্ধান্ত করিয়া কাজ করিয়াছেন যে যখন হাবড়াতে কএক জন সাহেব বাসা করিয়া রহিয়াছেন তখন গ্যাসের আলোর ব্যয় প্রজাদের স্কন্ধে নিহিত করিতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর অসম্মত হইবেন না। এখন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর হাবড়ার অন্তর্গত গ্রাম গুলির রাস্তা ঘাটের দুরবস্থা, প্রজাদিগের অবস্থা ও কমিশনরদিগের কার্য্যের ব্যবস্থা সকলই বেস করিয়া বুঝিলেন। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি তিনি এ বিষয়ে হাবড়া মিউনিসিপালটীর অধিকার ভুক্ত প্রজাদের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কেন? ঐ সমস্ত লোক গ্যাসের আলো চায় কি না এবং উহারা টাক্স দিতে প্রস্তুত আছে কি না, তিনি কি ইহা জানিতে চান? তাহা হইলে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে তাহাঁরা ঐ আলো চান না উহার টাক্স দিতেও শক্ত নহেন। যদি তিনি ইহা জানিতে চান যে, যেস্থান টুকুতে গ্যাস দেওয়া হইয়াছে সেখানকার লোকে উহাতে সন্তুষ্ট কি না এবং টাক্স দিতে চায় কি না? ইহার উত্তর আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি বাসাড়ে সাহেব গুলি ছাড়া টাক্স দিতে কেহই সম্মত নহেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রজাদের এই ত মত জানিলেন এখন তিনি কি ঐ মিউনিসপালিটীর সর্ব্বত্র গ্যাস দিয়া টাক্স বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা কমিশনরদের হস্তে দিবার নিমিত্ত বিল পাস করিবেন? যখন গ্যাসের কণ্ট্রাকটী ঘুচিবার নহে তখন উহার নিমিত্ত ঐ স্থানটীতে টাক্স লইতেই হইবে যদি এই মনে করিয়া আইন করেন তবে ঐ আইনটী শুদ্ধ ঐ স্থান টুকুর মধ্যেই সঙ্কুচিত করিয়া না রাখিতেছেন কেন? যদি বলেন একটী টাউনের ভিতর একবিধ আইন হওয়াই উচিত, আইন আংশিক হইতে পারে না এক থাটী শুনিতে যুক্তিযুক্ত বটে কিন্তু কাজে তাহা নয়। যেমন একটী বিস্তীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরের হাত পাঁচ ছয় স্থান সুপরিষ্কৃত করিয়া ফুল গাছ বসাইয়া সেইটীর পুষ্পোদ্যান নাম দিলে যেমন অসঙ্গত হয়, সমুদয় হাবড়া মিউনিসিপালিটীকে হাবড়া টাউন নাম দেওয়াও সেইরূপ হইয়াছে। ঐ শব্দটী ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের কর্ণে শুনিতে যেমন মিষ্ট শুনায় হাবড়া নিবাসীদিগের কর্ণে তেমনি কর্কশ বোধ হয়। এস্থলে আমরা অনুরোধ করিতেছি লেপ্টনণ্ট বাহাদুর হয় হাবড়া টাউন শব্দটীর অর্থের সঙ্কোচ করুন, না হয় আইনটীকে সঙ্কুচিত করিয়া লউন। তিনি শিবপুর রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রাম সমুদায়ের বহুসংখ্য প্রজার স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র পাইয়া গত সভায় বলিয়াছেন যে "আবেদনকারীরা আলোর রেট বৃদ্ধির আশঙ্কায় ভীত হইয়াছেন কিন্তু বিলে তাহার প্রতিবিধান করা গিয়াছে।" প্রতিবিধানটী ত এই যখন কমিশনরেরা হাবড়ার আর কোথাও গ্যাস লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিবেন তখন অগ্রে তাঁহারা সভা করিয়া সেই স্থানের বিশেষ বিবরণ গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া পাঠাইবেন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ঐ বিষয়ে গেজেটে আজ্ঞা প্রচার করিলে কমিশনরেরা তখন গ্যাস দিয়া টাক্স লইতে পারিবেন। মনে করুন এ সমস্তই রীতিমত হইল, তাহাতে প্রজাদের ত সেই ভয়ই রহিল। বিলে এমন কিছুই নাই যে কমিশনরেরা অধিকাংশ প্রজার মত লইয়া সভাদি করিবেন বা লেপ্টনাণ্ট বাহাদুর তাহাদের মত লইয়া আজ্ঞা প্রচার করিবেন। যদি কাম্বেল সাহেব আবেদনকারীদের চীৎকারে সত্য সত্যই সানুকম্প কর্ণপাত করেন তবে আমরা উপরে টাউন শব্দের অর্থ সঙ্কোচ বা আইনটীর সঙ্কোচের যে কথা কহিলাম তাহার অন্যতর করুন তাহা হইলে সকল দিকই রক্ষা পাইবে

উঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত কিছু নাই। তিনি গত সভায় এই মর্ম্মে বলিয়াছেন যে "যখন হাওড়া টাউনটী ইংরাজপ্রধান স্থান হইয়াছে তখন উহাতে গ্যাসের আলোর টাক্স বৃদ্ধির নিমিত্ত কমিশনরেরা ব্যবস্থাপক সভার আশ্রয় লইতে পারেন।" আমরা ইংরাজদিগের বিলাসসুখের হিংসা করি না, তবে তাঁহাদের ঐ সুখেচ্ছা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দেশীয় দরিদ্র প্রজাদের উপর পীড়ন করা না হয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা। বিশেষতঃ স্থানীয় টাক্সের ভার একবার মস্তকে পড়িলে দেশীয়দিগকে চিরকালই বহন করিতে হইবে। ইহাঁরা ইংরাজদের ন্যায় বাসা উঠাইয়া যাইতে পারিবেন না। আমরা এখনই শুনিতেছি হাবড়ার সাহেবদলের অনেকের ইচ্ছা যে গ্যাসের আলোটী কোম্পানির বাগান পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। লেপ্টনণ্ট বাহাদুর বর্ত্তমান বিলের ইচ্ছা প্রসারিণী ক্ষমতা রাখিলে কমিশনরেরা যে সাহেব দলের ঐ ইচ্ছাটী ফলবতী করিতে বিলম্ব করিবেন এমন বিবেচনা হয় না। ঐ নিমিত্তই আবেদনকারিরা গ্যাস বিস্তারের আশঙ্কায় এতদূর কাতর হইয়া চীৎকার করিতেছেন। পাছে লেপ্টনণ্ট বাহাদুর কমিশনরদের কথায় ভুলিয়া সাহেব দলের বিলাস সুখ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া না বুঝিয়া বহুসংখ্য গরিব প্রজার মস্তকে একবারে চিরকালের মত অসহ্য করভার নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা এই ভয়ে যথাসময়েই আবেদন পত্রদ্বারা উক্ত মহামহিমকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরাও এই বিষয়টি তাঁহাকে যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিলাম। এখন তিনি আপনার প্রকৃতিসিদ্ধ মহীয়ান গুণের অনুরূপ কার্য্য করিলে কোন দলেরই আর কোন কথা কহিবার পথ থাকিবে না. এই প্রস্তাবটী লিখন সাঙ্গ হইলে আমরা শুনিলাম তিনি হাবড়ার দরিদ্র প্রজাগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা এই, যে স্থানে আলো দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানেই টাক্স বৃদ্ধি হইবে। তিনি এই ইচ্ছার অনুরূপ ব্যবস্থা করেন, তদর্থই আমরা এত অনুরোধ করিতেছিলাম। তবে এক্ষণে অপর অনুরোধ এই আইনটীকেও এইরূপ করিয়া করা হয়, যে কমিশনরেরা ইচ্ছামত উহার বিস্তার বা সঙ্কোচ করিতে না পারেন।

উপসংহারকালে রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও বাবু দিগম্বর মিত্রকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহারা যে গরিব প্রজাদের প্রকৃত অবস্থাটি লেপ্টনণ্টগবর্ণর বাহাদুর ও অন্যান্য সভ্যদিগকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন পাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদিগের যথার্থ প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ পাইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যাহাতে এবিষয়টী ভালরূপ বুঝিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহারা যে যত্নের ত্রুটি করেন নাই, সেটি আমরা বেশ বুঝিয়াছি।

—:—

মোক্তারী পরীক্ষা।

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে এই প্রস্তাব করেন, এক্ষণে উকীলের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে এখন মোক্তারী পরীক্ষা রহিত করা কর্ত্তব্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করিতেছি। মোক্তারদিগের মধ্যে অনেক সৎলোক আছেন সত্য; কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যা অধিক নয়, অতঃপর এই নিয়ম করা কর্ত্তব্য, যাঁহারা অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতীর পরীক্ষা দিবেন তাঁহাদিগের ভিন্ন আর কাহাকে মোক্তারী করিতে দেওয়া উচিত নহে। এরূপ করিলে কেবল নিম্ন আদালতের বিচার ভাল হইবে এরূপ নয়, জুয়াচুরি অনেক কমিয়া যাইবে। এই সঙ্গে আর একটী প্রস্তাব আছে। সকল আদালত বিশেষতঃ জেলার জজের আদালতে কতকগুলি লোক মোক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়া উপার্জ্জন করে। ইহাঁদিগের কোন প্রকার প্রশংসা পত্র নাই। আইনের সহিত ইহাদিগের কখন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সকল ব্যক্তি সকল আদালতেই ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কেহ মকদ্দমা করিতে আসিলে তাহাকে পাইয়া বসে। মূর্খ পল্লিগ্রামবাসিদিগকে পাইলে, ইহাদিগের আনন্দের সীমা থাকে না, যে সে একটী উকীল জুটাইয়া দিয়া যৎকিঞ্চিৎ তাহাকে দিয়া অবশিষ্ট সমুদায় আত্মসাৎ করিয়া থাকে। মকদ্দমার সময়ে মক্কেল আর মোক্তারকে দেখা পান না, ইহার ফল কি হয় তাহা সহজেই অনুমান হইতেছে। এই সকল লোকের জুয়াচুরিই উপজীবিকা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নিয়ম হইয়াছে উকীলেরা দালালের নিকটে মকদ্দমা লইতে পারিবেন না। এখানেও সেই প্রকার নিয়ম করা উচিত। এই মোক্তার নামধারী দালাল হইতে বিস্তর মিথ্যা মকদ্দমাও হইয়া থাকে।

—০—

অত্রত্য আইনের একটী অঙ্গবৈকল্য।

এদেশের আইনের একটী বিশেষ অঙ্গ বৈকল্য লক্ষিত হইতেছে। আইন লঙ্ঘনকারিদিগের দণ্ডার্থ দণ্ডবিধি ও নানাবিধ বিশেষ ও স্থানীয় আইন আছে বটে; কিন্তু যে সকল অপরাধের দণ্ডবিধানার্থ ঐ সকল আইনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অধিকাংশ সামাজিক। আমাদিগের ব্যবস্থাপকগণ গবর্ণমেণ্টের অবজ্ঞাকারিদিগের দণ্ড বিধান বিষয়ে তাদৃশ যত্নবান হন নাই; স্পষ্টরূপে গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব লোপের চেষ্টা না করিলে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন না।

কেহ গবর্ণমেণ্ট ও আদালতকে অবজ্ঞা করিলে এদেশে প্রায় দণ্ড হয় না। কত লোক আদালতের সমন অগ্রাহ্য করিয়া দণ্ড পাইয়া থাকে? নিম্নে রাজ্ঞী ও তাঁহার আদালতকে অবজ্ঞা করিবার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বাটীর অনতিদূর বর্ত্তী জিরাট রামচন্দ্রপুরে কাজ আবদুল হামিদ নামক এক ব্যক্তি ১২৭৫ সালের চৈত্র মাসে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই স্ত্রী, কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাতা অপ্রাপ্ত বয়স্কা একটী কন্যা আছে। কন্যা মৃতব্যক্তির সম্পত্তির ৮৵ আনার এবং দুই স্ত্রী এক আনা করিয়া দুই আনার অধিকারিণী। কিন্তু জ্যেষ্ঠা স্ত্রী সাবু বিবি কয়েকজন মোক্তার ও ধূর্ত্ত লোকের পরামর্শে আবদুল হামিদের উইল বলিয়া এক খানি দলীল রেজিষ্টরি করায়। এই দলীলে লিখিত থাকে যে অপর স্ত্রীলোকটী আবদুল হামিদের বিবাহিত স্ত্রী নহে, রক্ষিত বেশ্যা মাত্র। এই উইলের বলে সে সপত্নীকে সমুদায় সম্পত্তি হইতে বেদখল করিল। ফৌজদারিতে নালীশ হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত উইল দর্শন করিয়া কনিষ্ঠা স্ত্রী সাহেবজানকে দেওয়ানী আদালতে যাইতে বলিলেন। তদনুসারে ২৪ পরগণার মৃত প্রধান অধস্থ জজ বাবু কৈলাস চন্দ্র দেবের নিকটে মকদ্দমা হইল। এই মকদ্দমায় সাবু বিবি বলিল যে ফৌজদারিতে যে উইল দাখিল হয় সে তাহা জানে না। অথচ যে সকল লোকে উইলের সাক্ষী হয় এবং উইল রেজিষ্টরি করায় তাহারাই দেওয়ানী মকদ্দমার যোগাড় করিতেছিল। বাবু কৈলাসচন্দ্র দেব সাহেবজানের অনুকূলে ডিক্রী দিয়া সাবু বিবিকে মিথ্যা সাক্ষ্যের অপরাধে ফৌজদারীতে [illegible] দিলেন। ফৌজদারী আদালত [illegible] গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়া বারম্বার পুলিসের উপরে পরয়ানা পাঠাইলেন কিন্তু কয়েকজন মোক্তার তাহার সাহায্য করাতে পুলিস কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। সাবু বিবির সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হইল। কিন্তু মোক্তারেরা পূর্ব্ব সাবধান হইয়াছিল। সফদর আলি নামক একজন মোক্তার বলিল যে সাবু বিবি তাহার নিকটে আপনার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে। এক ব্যক্তি আমোক্তার হইয়া দলীল রেজিষ্টরি করাইয়াছিল এবং ষড়যন্ত্রকারিগণ সাক্ষী হইয়াছিল। তদবধি সাবু বিবির আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। ষড়যন্ত্রকারিগণের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই কোন প্রকারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। প্রথম স্ত্রীর অংশ তাহাদিগের হস্তগত হইল; কিন্তু অধিকাংশ সম্পত্তি সাহেবজানের হস্তে পতিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে একজন মোক্তার তাহার নিকটে দশ কাঠা ভূমি ও এক সহস্র টাকা নগদ চায় এবং এই কথা বলে না দিলে সে তাহাকে উৎসন্ন দিবে। কিন্তু স্ত্রীলোকটী তাহাতে ভীত হয় নাই। তন্নিমিত্ত ষড়যন্ত্রকারিগণ একপ্রকার জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানি করিয়া নানা প্রকার মকদ্দমা চালাইতে লাগিল। প্রথমতঃ সাবু বিবির বলিয়া সাহেবজানের সম্পত্তি ক্রোক করান হইল। অনেক চেষ্টার পর মৌলবী আবদুল লতিফ সম্পত্তি খালাস দিলেন। সাবু বিবি কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু এক ব্যক্তি তাহার আমোক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়া বিস্তর মকদ্দমা চালাইতেছে। সাহেবজান আপত্তি করে যে সাবু বিবি যখন ফৌজদারী আদালতের আজ্ঞা অমান্য করিয়া পলাতক রহিয়াছে তখন সে কোন আদালতে কোন প্রকার মকদ্দমা চালাইতে পারে না। কিন্তু এই আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই। আমরা আদালতের প্রতি দোষারোপ করিতেছি না। আদালতের অপরাধ নাই। আইন অঙ্গবিকল। ইংলণ্ডের আইনের অনুসারে যে ব্যক্তি রাজার ক্ষমতা তুচ্ছ করে সে কোন প্রকার আইনের সাহায্য পায় না। এদেশে সে আইন নাই। এই দোষের সংশোধন করা আবশ্যক। সাবু বিবি একটী গুরুতর অপরাধ করিয়া পলায়িত রহিয়াছে, অথচ ওদিকে এক ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে তাহার আমোক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়া সাহেবজানের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মকদ্দমা চালাইতেছে!! সাবু বিবির ফৌজদারিতে সমর্পণের পর এই আমোক্তার নাম লিখিত হয়। আইন অনুসারে আমোক্তার অপরাধী; কিন্তু কোন ব্যক্তি ইহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন না; যে উইল জাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় দুই জন মোক্তার তাহা রেজিষ্টরি করাইয়াছিল। ইহারা নির্ব্বিঘ্নে আদালতে মোক্তারী করিতেছে। এদিকে সাহেবজান মকদ্দমায় মকদ্দমায় উৎসন্ন হইতেছে। যখন ২৪ পরগণার লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের চক্ষের উপরে কতকগুলি দুষ্টচরিত্র লোকে আইনকে অত্যাচারের কারণ করিয়া তুলিয়াছে, তখন মফস্বলে যে কিরূপ হয় সহজে তাহা অনুমান হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত সফদর আলি যে কবলা দ্বারা আপন স্বত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পায় তাহা কৃত্রিম প্রমাণ হওয়াতে ২৪ পরগণার ভূতপূর্ব্ব (এক্ষণে প্রধানতম বিচারালয়ের) [illegible] বার্চ সাহেব তাহাকে ও আর [illegible] জন ষড়যন্ত্র [illegible] দিকে ফৌজদারিতে [illegible] ছেন। কিন্তু মকদ্দমার স্রোত সমান চলিয়াছে। এবং হতভাগা সাহেবজান ক্রমশঃ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। আমরা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করিতেছি তিনি এই সকল মকদ্দমা ঘটিত কাগজ পত্রগুলি একবার

পাঠ করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে দুষ্ট লোকেরা কেমন কৌশলজাল বিস্তার করিয়া অর্থোপার্জন করিয়া থাকে। আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে একটী স্বতন্ত্র আইন করিয়া স্থির করা উচিত যে ব্যক্তি সাবু বিবির ন্যায় কোন আদালতের আজ্ঞায় অবজ্ঞা করিবে সে কোন প্রকার আইনের সাহায্য পাইবে না। দ্বিতীয়, সাবু বিবি উপনগরের কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে। পুলিষ কেন তাহাকে ধৃত করিতে পারিতেছেন না, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়। তৃতীয়, যে সকল লোক সাবু বিবির নামে মকদ্দমা চালাইতেছে তাহাদিগকে অবিলম্বে দণ্ড দেওয়া উচিত।

—০:০—

নূতন পুস্তক।

১। নন্দবংশোচ্ছেদ। এখানি করুণরস প্রধান। নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। কবিগুরু সেক্সপিয়ারের হ্যামলেট আদর্শ করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে। সেক্সপিয়রের ট্রাজিডি সকল অতি উন্নত ভাবসম্পন্ন, উহাতে মনুষ্য স্বভাব এবং নৈসর্গিক ঘটনা সকল অতিউৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত আছে। সেক্সপিয়ারের প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় ঐরূপ একখানি নাটক রচনা করাই বোধ হয় নন্দবংশোচ্ছেদ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার তাহাতে অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন ইহাতে তাঁহার রচনা ও চিন্তাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। ইহার গুণের বিষয়ে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে আজি কালি সচরাচর যে সকল নাটক দেখিতে পাওয়া যায় এখানি সে শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে।

২। এখানি ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকারের ১৮৭৩ অব্দের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্য (ষষ্ঠখণ্ড) কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন, ইহাতে কয়েকটী দেশীয় ঔষধির গুণ, দুস্কার্য্যের কারণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় মধ্যে মহেন্দ্র বাবুর কৃত দুটী গুরুতর পীড়া আরোগ্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই বৈশাখ সোমবার।

একজন সংবাদ পত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন, ইনকম টাক্স উঠিয়া গেল বটে; কিন্তু জমীদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে ইহা আদায় করিতে ছাড়িবেন না। এতদ্দেশে ইনকম টাক্স হইয়াছে, জমীদারেরা উহার বাব করিয়া কখন কিছু আদায় করিয়াছেন, ইহা ত আমরা কখন শুনি নাই, এই নূতন শুনিলাম। অনেকে আজিও ডাকের খরচ লন বটে, ইহা আমরা জানি।

চম্বার রাজা তাঁহার ৮ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া উক্ত রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছেন। শকট সিংহের উক্ত সিংহাসন সম্বন্ধে যে সকল দাওয়া আছে, সেগুলি প্রকাশ করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গুণ গরিমা কি তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগের কারণ?

বিচারপতি উইলকিন্সন সাহেব গত সোমবার যথারীতি শপথ পূর্ব্বক পঞ্জাবের প্রধানতম বিচারালয়ের আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

কাবুল হইতে সর্দ্দার আকুব খাঁ সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদ আসিতেছে। প্রথমে শুনা গেল, তিনি সসৈন্যে কান্দাহারের অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, আবার সংবাদ আসিল আমীর তাঁহাকে ডাকিয়াছেন [illegible] তিনি কাবুলে যাইতেছেন। তৃতীয় সংবাদ এই তাঁহাকে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা করা হইবে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, দুই দল কর্ণীয় পদাতিক ও গোলন্দাজ আগামসর্জিন হইতে উরগঞ্জে যাত্রা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, পারস্যের সাহার প্রার্থনানুসারে এই সেনা দল হিরাট গমন করিতেছে।

আমরা ইংলিসম্যান পাঠে আহ্লাদিত হইলাম, কলিকাতার পুলিষ কমিশনর ওয়াকোপ সাহেব আরো কয়েক মাস বর্ত্তমান পদে থাকিতেছেন।

কিছুদিন হইল, পুনার যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ ব্যয় সংক্ষেপ মানসে এই আজ্ঞা দেন, সৈনিকেরা পরস্পর ক্ষৌর কার্য্য করিবে। সম্প্রতি তত্রত্য নাপিতেরা লার্ড নেপিয়রের নিকটে এই বলিয়া এক আবেদন করিয়াছে, ঐ আজ্ঞা দেওয়াতে তাহাদিগের অন্ন মারা গিয়াছে। অতএব তাহাদিগকে পুনরায় ক্ষৌর কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। লার্ড মেয় যেমন প্রাতঃকালীন তোপটী বন্ধ করিয়া রাজ্যের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছিলেন, এও প্রায় সেইরূপ ব্যয় সংক্ষেপ।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কের সময় তারকেশ্বরে বহু সংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়। এ বৎসর ওলাউঠায় অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অনশন স্বাস্থ্যকর জলের অভাব এবং এই দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে বহু সংখ্য লোকের একত্র সমাগম এইগুলিই পীড়ার কারণ। শুনা যায় এই তারকেশ্বর হইতে মহান্তের বার্ষিক ৫০। ৬০ হাজার টাকা আয় আছে, এতদ্ভিন্ন তাঁহার জমিদারীও আছে, তাঁহার কর্ত্তব্য যাত্রিগণের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ কিছু ব্যয় করেন। যাহা হইতে লাভ হয় তাহার জন্য কিছু ব্যয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর উইলিয়ম মিউর ৫ ই মে আলাহাবাদ হইতে নইনিতালে যাত্রা করিবেন।

আগামী শুক্রবার আলাহাবাদের হাইকোর্ট বিদ্রোহী নিয়াজ মহম্মদ খাঁর আপীল গ্রহণ করিবেন।

এলাহাবাদ বলেন, ওয়েটম্যান নামক এক জন বারিষ্টার ইনার টেম্পলের লাইব্রেরি হইতে একখানি আইন পুস্তক চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া লণ্ডনের এক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাঁহার নি[illegible] হইতেছে, লণ্ডনে এরূপ বারিষ্টার কম [illegible] আছেন।

• বোম্বাই গেজেট [illegible] নামক একটী পার্সি [illegible] হাইকোর্টে [illegible]

করিয়াছেন যে, তাহার স্বামী নাউরোজী হোসেন জী একটী হিন্দু স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছেন। অতএব তিনি আর সে স্বামীর সহিত সহবাস করিবেন না। এদেশীয়েরা বিলাতি সভ্যতার অনুকরণ করিতে গিয়া আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারিয়াছেন।

মিরটে একটী অতীব কৌতুকাবহ ঘটনা লিখিত হইয়াছে। সেকলড়ুতে এক ব্যক্তি একটী বালিকার সহিত কোর্টশিপ করে। বালিকাটী জানিত না যে উহার বিবাহ হইয়াছে। প্রতিবেশীরা এ বিষয় জানিতে পারিয়া তাহাকে ধরিয়া ২ টাকা জরিমানা করায় এবং পরে উহাকে কতকগুলি স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পণ করে। স্ত্রীলোকেরা উহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া এবং গোপ কাটিয়া দেয় পরে মস্তকে বস্তা দুই ময়দা ঢালিয়া দিয়া উহাকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার যন্ত্রণার এখনও শেষ হয় নাই। চীতে গেলে আবার আছে।

শুনা যাইতেছে সর বার্টল ফ্রিয়ার জুন মাসের কতকদিন পর্য্যন্ত সিমলায় থাকিয়া যাইবেন। যদি ভাগ্য ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছেন, পর্ব্বত বাস করিয়া না যাওয়া ভাল হয় না।

মহিসুরের ভূতপূর্ব্ব রাজার সমাধি স্থানের উপর একটী স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের জন্য মহীসুর প্যালেস ফণ্ড হইতে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন দক্ষিণ ভারতবর্ষে গুটির চাস হয় কি না তাহার পরীক্ষার জন্য আপাততঃ আর অধিক ব্যয় করা পরামর্শসিদ্ধ নহে।

সেদিন অযোধ্যার অন্তর্গত বলরামপুরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ১৫৮০ গৃহ দগ্ধ ও কতকগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে। রাজা অগ্নিপীড়িত লোকদিগের অনেক সাহায্য করিতেছেন। কলিকাতায় অগ্নি নির্ব্বাণার্থ যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, অন্য অন্য নগরেও একপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

মান্দ্রাজ মেইলের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ৪৩ পল্টন সেনাদল ৫ মাস হইল তথায় আসিয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যেই তাহাদিগের এরূপ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, যে এক শতেরও অধিক সৈন্যকে পর্ব্বত প্রদেশে পাঠাইতে হইয়াছে। কেবল আমাদিগের রাজপুরুষগণের নয় সৈন্যগণেরও নিম্ন ভূমির জল বায়ু অসহ্য হইয়া উঠিল, পর্ব্বত বাসের সাংক্রামিকতা ক্রমে বর্দ্ধমানের জ্বর অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

কর্ণেল ওয়াটসন মধ্য ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনরলের এজেণ্ট হইয়াছেন।

পান্নার রাজা নিজ রাজ্য মধ্যে রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন।

কিছু দিন হইল, কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের মাজিষ্ট্রেট মিলার সাহেবের নিকটে এক ব্যক্তি শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করাতে তিনি তাঁহাকে তন্নিমিত্ত জিদ করেন এবং উক্তরূপে সাক্ষ্য না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এ বিষয় সংবাদ পত্রে দর্শন করিয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অণ্ডর সেক্রেটারি এবট সাহেব তাহাকে এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, এটী তাহার আইন বিরুদ্ধ কাজ হইয়াছে। এই ১ লা মে হইতে কাম্বেল সাহেবের যে নুতন শপথের আইন প্রচলিত হইতেছে তাহাতেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

ইডেন সাহেব ব্রহ্মদেশীয় রাজদূতকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে আহ্বানার্থ তাহার সেক্রেটারিকে প্রেরণ করেন। তাঁহার সম্মানার্থ তোপধ্বনি হইবে না, এই কথা শুনিয়া তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইতে অসম্মত হইয়াছেন। যখন কর্ণেল ফিচ একটী সন্ধি করিবার জন্য রাজ্ঞীর প্রতিনিধি স্বরূপ মান্দালাইয়ে গিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মানার্থ তোপধ্বনি করা হয় নাই। অতএব ব্রহ্মদেশীয় রাজদূতের এ সম্মানের আশা করা অন্যায়।

১৮ ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সকলের গোচর করিতেছি আগামী ৩১ বৈশাখে আরম্ভ করিয়া ৩ দিন নবদ্বীপ হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার অধিবেশন হইবে। সভাস্থলে বেদ পাঠাদি হইবে। আজি কালি অনেক হরি ভক্তি প্রদায়িনীও তৎসদৃশ সভা হইয়াছে। চির চর লোকে বলিয়া থাকে ভূতের ভয় না হইলে সহজে কেহ রাম নাম লয় না। হিন্দু মহাশয়েরা কি তেমনি ভয় পাইয়া হরির শরণাগত হইতেছেন?

ইংলিসম্যান বলেন, কিছুদিন হইল পুলিষ সংবাদ পান কালিঘাট হইতে এক স্ত্রীলোক পলাইয়া যায়, অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইল, উহাকে হত্যা করিয়া একটা সিন্দুকে পুরিয়া পশ্চিমাঞ্চলে পাঠান হইয়াছে। ৩ জনকে সন্দেহ করিয়া ধরা হয় উহাদের মধ্যে একজন তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে হাজার টাকা উৎকোচ দেয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ টাকা লইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত করেন। আসামীদিগের অপরাধ প্রমাণ না হওয়াতে মকদ্দমা অগ্রাহ্য এবং ঐ হাজার টাকা বাজেআপ্ত করা হয়। হাজার টাকা উৎকোচ দিবার কারণ কি? অনুসন্ধান করা উচিত ছিল।

শুক্রবার প্রাতঃকালে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর দার্জিলিঙে উপনীত হইয়াছেন।

জাপানের নূতন সৈনিক বন্দোবস্তের নিয়ম করা হইয়াছে, শান্তির সময়ে ৩৫৫৬০ সৈন্য থাকিবে যুদ্ধকালে সৈন্য সংখ্যা ৫০ ২৩০ বৃদ্ধি করা হইবে।

ইন্দোর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সিদ্ধক ষ্টেট রেলওয়ে করিবার যে কল্পনা করা হইতেছিল তাহা এতদিনের পর পরিত্যক্ত হইল। প্রধানতম ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে। সর্ব্বে প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এ টাকার অধিকাংশ নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। এই অপব্যয়গুলি কি দরিদ্র প্রজাপীড়নকারী কর সৃষ্টির কারণ নয়?

এবার মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন এম, এ, ৫ জন বি, এল, এবং ২২ জন বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বোম্বাইর নবাব স্বীয় রাজ্যভার অন্য হস্তে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রুটী ও জল ভিন্ন আর কিছুই

আহার করেন না। ইনি কি বাণপ্রস্থাশ্রম আশ্রয় করিলেন?

মিরর পত্রে লিখিত হইয়াছে, সর্দার দয়ালসিংহ ভারত সংস্কার সভায় বার্ষিক ৫০ টাকা দান স্বাক্ষর করিয়াছেন।

হাবড়ার বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

গঙ্গার সেতু বাঁধিবার জন্য যে ১৮টী লৌহময় পণ্টুন নির্ম্মিত হইতেছে উহার প্রথমটী গতকল্য গবর্ণমেণ্ট ডকইয়ার্ড হইতে ভাসান হইয়াছে। আগামী ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সেতুটী খোলা হইবে এইরূপ সম্ভাবনা করা হইতেছে।

রেঙ্গুনে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, লার্ড নর্থব্রুক বলিয়াছেন, বারাকপুরে যদি একটী সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন করা হয় তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবেন।

মিরর নিশ্চয় শুনিয়াছেন হাইকোর্টের কোন জজের পদ শূন্য হইলেই উহা ওয়াক্রোপ সাহেবকে দেওয়া হইবে।

আগামী বর্ষে রুশীয় সম্রাটের কন্যার সহিত আমাদিগের রাজপুত্র ডিউক অব এডিনবরার বিবাহ হইবে। ঐ সময় রাজ্ঞীর সেণ্টপিটর্সবর্গে যাইবার সম্ভাবনা আছে। আছে। রুশীয়ার সহিত কুটুম্বিতা হইলে আর ভারতবর্ষের নিমিত্ত রুশীয়া হইতে ইংলণ্ডের কোন আশঙ্কার কারণ থাকিবে না।

আগামী বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে চতুর্থ ফৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইবে।

এক্ষণে ৪০ জনেরও অধিক জাপান দেশীয় যুবক বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন।

পাইকপাড়ার রাজবংশ হিন্দু ফ্যামিলি এনিউইটি ফণ্ডে ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৯ এ বৈশাখ বুধবার।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, আলাহাদের জজের আদালতে একটী নূতন প্রকারের ক্ষতিপূরণের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একটী যুবক কোন লেডিকে একটী গোলাব ফুল দেয়। উহার পাপড়ীর মধ্যে একপ্রকার তীব্র মরিচের গুড়া ছিল স্ত্রীলোকটী উহার আণ লইয়া হাঁচিতে হাঁচিতে অচেতন হইয়া পড়িল। পরিশেষে এরূপ পীড়িত হয়, যে ২।৩ জন ডাক্তারকে নিরন্তর তাহার নিকটে রাখিতে হয়। স্ত্রীলোকটীর স্বামী ঐ সকল ব্যয় হিসাব করিয়া ৭০০ টাকা ক্ষতি পূরণের নালীশ করিয়াছেন। বিলাতি সভ্যতার নিকটে কিছুই নূতন নহে।

স্কটলণ্ডের একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, গ্লাসগোর অপথ্যালমিক হাঁসপাতালে একটী রোগী উপস্থিত হয়, তাহার দৃষ্টিশক্তি রহিত হইয়াছিল। চিকিৎসক একটী খরগোশের চক্ষু তাহার চক্ষুর স্থানে স্থাপন করাতে সে এক্ষণে বিলক্ষণ দেখিতে পাইতেছে।

বরদার গুইকুমার আমাদাবাদ কালেজে ২৫০০০ টাকা দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

বীজম গ্রামের রাজা মুসলমান এণ্ডগ্ল ওরিএণ্টেল কালেজে ৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

লণ্ডন পোষ্ট আফিসে কর্ম্মখালি হওয়াতে সম্প্রতি ১১ জন স্ত্রী লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহার নিমিত্ত ২ হাজার স্ত্রী লোক আবেদন করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি নদীয়া হইতে বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান হেরালডে লিখিয়াছেন, গত ২১ এ এপ্রেল তথায় ১৩ বৎসর বয়স্ক একটী ব্রাহ্মণ বালিকাকে অতি নির্দ্দয়রূপে হত্যা করা হয়। সে ঐ রাত্রি তাহার স্বামীর সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিল, যখন হত্যাকাণ্ড প্রকাশিত হইল তখন স্বামী তথায় উপস্থিত ছিল না, সে আসিয়া এই ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতের ন্যায় ভাব প্রকাশ করে। ঐ ব্যক্তিই তাহার স্ত্রীর হত্যাকারী এই সন্দেহ করিয়া তাহাকে এবং ঐ শব কৃষ্ণনগরে পাঠান হইয়াছে।

কলম্বো হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, গত রবিবার রাত্রিতে কান্দির কয়েকটী বারুদের দোকানে অগ্নি লাগিয়া ২৩ জন হত ও অনেকে আহত হইয়াছে।

আগামী কল্য হইতে রাত্রি ৯ টার সময় সন্ধ্যাকালীন তোপধ্বনি হইবে।

পাতিয়ালায় সত্য সভা নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের সামাজিক এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত রীতিনীতির সংশোধন ইহার উদ্দেশ্য।

দেশীয় সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার জন্য যে এক কমিটী আছে উহার অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক সুন্দররূপে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ৩৫০ টাকা উপহার দিয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের এ অনুষ্ঠান আমাদিগের একান্ত প্রীতিকর।

২০ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

গত রবিবার বোম্বাইর প্রদর্শন বন্ধ হইয়াছে।

লার্ড নর্থব্রুক বেঙ্গল সেক্রেটারিএটের ভূতপূর্ব্ব হেড আসিষ্টাণ্ট বাবু শশিচন্দ্র দত্তকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

ডাক্তার ফেরার সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা বাঁচাইবার যে উপায় উদ্ভাবন করেন, জন্তুদিগের পক্ষে উহা পরীক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তার জোসেফ ইওয়াট সভাপতি এবং ডাক্তার রিচার্ডস ও মাকেঞ্জি সভ্য হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেট বলেন, লাহোরের রাজা হরবন্স সিংহ সম্প্রতি একটী তীর্থে গিয়াছিলেন তথায় তাঁহার প্রায় ১০৪০০০ টাকা মূল্যের মণি মুক্তা ও অলঙ্কারাদি চুরি গিয়াছে। তীর্থের ফল হাতে হাতে ফলিয়াছে।

মহাপাপ বাল্য বিবাহ নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের মাসিক পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি এই বৈশাখ মাস হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বাল্যবিবাহের দোষ প্রদর্শন ইহার উদ্দেশ্য। আমরা মুলভের প্রসাদে

অনেকগুলি এক পয়সা মুল্যের কাগজ দেখিতে পাইতেছি।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি ডেরা গেইল খাঁর অন্তর্গত খুরজি নামক পল্লীটী এক কালে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সংবাদ পাইয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুক ইনকম টাক্স উঠাইয়া দেওয়াতে ষ্টেটসেক্রেটার বিরক্ত হইয়াছেন, কিন্তু উক্ত সম্পাদক এ সংবাদে বিশ্বাস করেন না। লাড আর্গাইল যে ধাতুর লোক তাহাতে তাঁহার বিরক্ত হওয়া অসম্ভাবিত নয়। যাঁহা হউক, লাড নর্থব্রুক রাজস্ব সংক্রান্ত যে রাজ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কেবল ভারতবর্ষে নহে ইংলণ্ডের সকলেও তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

গতকল্য বেলা ৩ টার পর আমাদিগের এখানে যেরূপ প্রবল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ১২৭৯ সালের বর্ষাকালে এরূপ হয় নাই। ক্ষেত্র সকল জলে প্লাবিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে উরুদমগ্ন জল হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার কুমারটুলী ঘাটে প্রায় ৫ হাত দীর্ঘ একটী কাম্বর ধরা পড়িয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, মেজর ম্যাকলিয়ডের হত্যাকারী বিরাম খাঁ আবদুল গফুরের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সোয়াট জাতি সংখ্যায় ১০০০০০ হইবে, ইহার মধ্যে ২০০০০ জন অস্ত্রধারী।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন আসামের আদালত ও স্কুলসমূহে বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে আসামীয় ভাষা ব্যবহৃত হইবে। মিশনরি এবং অন্যান্য স্কুলে উক্ত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং আসামীয় ভাষার সংবাদ পত্র সকলও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

২১ এ বৈশাখ শুক্রবার।

দিল্লী গেজেট বলেন, সিন্ধিয়ার রাজা ইংলণ্ডে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

গত রবিবার অপরাহ্নে কাচড়াপাড়ায় ঝড় ও ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এক একটী শিলার ব্যাস ৩ ইঞ্চিরও অধিক হইবে।

আমরা সংবাদ পাইলাম তারকেশ্বরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী-দামোদর নদের দক্ষিণতীরস্থ আউটপোষ্ট পুড়রসুড়ার অন্তঃপাতী শ্রীরামপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামে ওলাউঠা রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তথায় সুচিকিৎসক নাই একটী চিকিৎসালয় হয় পত্রপ্রেরকের এই প্রার্থনা।

কাম্বেল সাহেব যেমন বঙ্গদেশের সিবিল জজদিগের বেতন কমাইতেছেন সর উইলিয়ম মিউর তেমনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উহাদিগের ছুটীর বিষয়ে কড়াকড়ি করিতেছেন।

নিম্নলিখিত মুল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

৪	টাকা	সিক্কা	১০২॥—১০২৸০
৪	”	কোং	১০২৸৵—১০৩৵
৪॥	”	”	১০৬॥৵—১০৭
৪।	”	”	১০৫।৵—১০৫৸০
৪॥	”	”	১০৪৸—১০৫
৫॥	”	”	১১০॥—১১০৸০

২২ এ বৈশাখ শনিবার।

এক্ষণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে ১১২৩৫০৬১০ টাকার গবর্ণমেণ্ট নোট প্রচলিত আছে।

লিবারপুলে মার্কুরি নামক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, হুইলার ও হিউজেস নামক দুই ব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ করে। হুইলার প্রথমে হিউজেসের নাক কামড়াইবার চেষ্টা পায়, তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়াতে পরিশেষে হতভাগ্য হিউজেসের একটী কাণ এককালে কামড়াইয়া লয়। হুইলার বলে সে আত্মরক্ষার্থ ঐরূপ করিয়াছে। এটী অসম্ভাবিত নয়. দুর্ব্বলেরাই নাক কাণ কামড়াই জয়লাভের চেষ্টা পায়।

এক ব্যক্তি রাজপুরের শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যের চিকিৎসার প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন। “আমি ডাক্তার মহাশয়ের একটী কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত সুখানুভব করিয়াছিলাম। যখন তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিতেন অনেকগুলি রোগী আমাদের বাড়ীতে আসিয়া বসিয়া থাকিত, যাইবার সময় তিনি সকলকে দেখিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। আমাদের বাটীর নিকটে প্রায় ৪।৫ টি দরিদ্রের বাড়ীতে ঐ রূপ ওলাউঠা হইয়াছিল তিনি আমাদের বাটীতে যাইবার সময় বিনা ভিজিটে তাহাদিগের বাটীতে যাইয়া উত্তমরূপ চিকিৎসা দ্বারা অনেককে সুস্থ করিয়াছেন” ইত্যাদি।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ এপ্রেল। রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জি, এচ ডামাণ্ট সাহেব ১৮৭১ অব্দের ৭ আইনের ৮৫ ধারানুসারে উক্ত প্রদেশে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

২৩ এ এপ্রেল। লেপ্টনণ্ট ডবলিউ এ হলকুম্ব সাহেব ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশে এক জন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

শ্রীযুক্ত সি. এ স্যামুএলস্ সাহেব কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে চম্পারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২৪ এ এপ্রেল। প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত আর এ, ডি বিগনেল সাহেব চট্ট গ্রাম পর্ব্বত প্রদেশে এক জন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

পুরীর অন্তর্গত খুরদার তহশিলদার ভাগবত মহান্তী তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এচ এম গন সাহেব পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং ফৌজদারি কার্য্য বিধির ৪০ ধারানুসারের খুরদা বিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ নাথ ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৪০ ধারানুসারে কেন্দ্রোয়া পাড়া বিভাগের ভার পাইবেন।

শ্রীযুক্ত জে, সি ডিসি সাহেব চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

২৯ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কিছু দিনের জন্য ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে পাটনা গয়া এবং সাহাবাদে জল সেচন কার্য্যের জন্য ভূমি গ্রহণের নিমিত্ত কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়।
শ্রীযুক্ত জি বার্ল্টিষ্ট সাহেব।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ এপ্রেল। আরল ডিল ওয়ার আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাহার একজন অতি আত্মীয় স্ত্রী লোকের মৃত্যুই ইহার কারণ।

লো সাহেবের রাজস্ব সংক্রান্ত প্রস্তাব অদ্য কমন্স বাটীতে গ্রাহ্য হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ এপ্রেল বৈকাল। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১০০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, পারস্যের সাহাকে ভোজাদি দিবার জন্য যে ব্যয় হইবে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে তাহা গ্রহণ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে।

লণ্ডন ২৬ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে বলা হইয়াছে, আশান্টিরা দেশীয় জাতিদিগকে পরাভূত করিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগেরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আরো অধিক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ এপ্রেল। লাঙ্কসায়ার ও ইয়র্কসায়ার রেলওয়ের গাড়ির কারখানা পুড়িয়া গিয়াছে। প্রায় ২০০০০০০ টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।

ডচেরা আবাস্থ রণতরি ও সেনাদলের উৎকর্ষ বিধানার্থ বিশেষ যত্ন পাইতেছেন। যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী পূর্ণ ১৪ খানি ষ্টিমার তথায় পাঠান হইয়াছে।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ২৭ এ এপ্রেল। জর্ম্মণির সম্রাট এখানে উপনীত হইয়াছেন। অতি সমাদরে তাঁহার আহ্বান করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে গ্রাণ্টডফ ষ্টাপেলটনের বক্তৃতার উত্তর দান কালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে রাজনীতি আছে তাহার পরিবর্ত্ত করা গবর্ণমেণ্টের অভিমত নহে।

গত রাত্রিতে পোপের পীড়ার বৃদ্ধি হয়। তাঁহার নিমিত্ত সকলেই পুনরায় চিন্তিত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবুর্গ ২৮ এ এপ্রেল। উক্ত দিবসে বিস্মার্কে প্রিন্স বিসমার্কের সহিত কাউণ্ট গর্টসকফের সাক্ষাৎ হয়। প্রিন্স অব ওয়েলস এবং প্রিন্স আর্থর এখানে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে হ্যামিলটন সাহেব প্রস্তাব করেন গবর্ণমেণ্টের আইরিশ রেলওয়ে সমূহ ক্রয় করা কর্ত্তব্য। গ্লাডষ্টোন ইহার প্রতিবাদ করেন এবং উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

পোপ ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন।

—•—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! বর্ত্তমান বৎসর দোরো জনপদের ধান্যের অবস্থা নিতান্ত অপ্রীতিকর। জলাভাব এই বিপদের কারণ। এজন্য যথা সময়ে তমোলুকের ভুতপূর্ব্ব সুযোগ্য ডিঃ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ধান্যের দুরবস্থা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রজাদিগকে এমন আশা প্রদান করেন, যাহাতে তাহারা দেয় রাজস্ব হইতে কথঞ্চিৎরূপে পরিমুক্ত হইবে। কিন্ত সম্প্রতিকার শেষ আদেশ শ্রবণে দীন প্রজাগণের হৃদয়ের শোণিত পরিশুষ্ক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কিছু রাজস্ব প্রজাদিগকে ছাড় দিবেন বোধ হয় না প্রজারা জমীদারদিগের নিকট আপত্তি করিতে পারে। মনে করুন প্রজারা যথাসময়ে জমীদারকে রাজস্ব না দিয়া নিস্তব্ধ রহিল জমীদার প্রাপ্য রাজস্বের জন্য বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন তখন বিচারপতি মোকদ্দমা ডিক্রী কি ডিসমিস্ করিবেন? ডিস্মিসের কি কোন কারণ আছে? আমরা দৃঢ় রূপে জানিতাম দোরো অতি কুস্থান এজন্য গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে এস্থানের উপর দৃষ্টি রাখেন কিন্ত শুকোয় বুঝি সে শুভদৃষ্টিও শুকাইল!! তথাপি এবৎসরে গবর্ণমেণ্টের অতুল রাজকোষ অনটন দূষিত নয়! এই পত্র খানি করুণার্দ্র চিত্ত শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর বক্ল্যাণ্ড মহোদয় পাঠ করিয়া যদি প্রজাদিগের প্রতি সকরুণ অনুগ্রহ করেন তবেই মঙ্গল নচেৎ অনেক প্রজা বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। হাজা, শুকা, প্রাবন এসমুদায় দুর্ঘটনায় দোয়ো বাসীদিগের গবর্ণমেণ্টই একমাত্র পিতৃস্থানীয় কিন্ত এবৎসর আমাদিগের কি দুর্ভাগ্যগুণে যে গবর্ণমেণ্ট এরূপ নির্দ্দয়াদেশ প্রচার করিলেন বলিতে পারি না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক মহাশয় এই দীনদিগের রোদন যেন যথাস্থানে জ্ঞাপন পক্ষে অনুকূল হন ইহাই প্রার্থনীয়।

১৪ ই বৈশাখ }
১২৮০ }

—:—

আমাদিগের রাজসাহিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। আজি কালি এপ্রদেশে যেমন উত্তাপের আধিক্য তেমনি অগ্নিদেবের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এমন একদিনও গত হইতে দেখিলাম না যে দিন অগ্নির দুই একটী বিশেষ দৌরাত্ম্যের বিষয় আমাদিগের কর্ণগোচর না হইল। সে দিন নাটোরের বাজারে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া বহুতর লোকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। তদনন্তর দিঘাপতীয়ার অগ্নিকাণ্ডের বিষয় শ্রবণেও চমৎকৃত হইয়াছি, আজি আবার পুটীয়ার দুর্দ্দশা বৃত্তান্ত শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। গত ১৩ ই এপ্রেল বেলা ১॥ টার সময় তত্রত্য বাজারে অগ্নিকাণ্ড হইয়া তিনটী দালানসহ প্রায় ৩।৪ শত গৃহ দাহ হইয়া গিয়াছে। এই দাহ কাণ্ডে ন্যূনকল্পে অনুমান ২।২॥ লক্ষ টাকার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শুনিলাম এক জন নেটিব ডাক্তারের পরিধের বস্ত্র ভিন্ন সমস্তই দগ্ধ হইয়াছে। আহা! সর্ব্বাপেক্ষা এইভদ্র বেচারির অধিক ক্ষতি হইয়াছে।

২। বিলমাড়িয়া মুন্সেফী চৌকী এবালিষ হওয়ায় সম্প্রতি তত্রত্য কাছারি ঘর প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ দানশীলা শ্রীশ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী মহোদয়া ঐ ঘর ১০৫ টাকা মুল্যে নিজে খরিদ করিয়া তাহার সোলপুর স্কুলের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন।

৩। কুষ্টিয়ার অন্তর্গত গোস্বামি দুর্গাপুরের নিকটস্থ একজন প্রবল জমিদারের প্রজাপীড়ন সংবাদ শুনিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। পাবনার অন্যতর জমীদারের প্রজাপীড়ন জন্য দুর্দ্দশার বিষয় কি তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই?

৪। গত ২২এ এপ্রেল বিলমারিয়া থানার অন্তর্গত আড়ানী আউটপোষ্টের নিমন্থ বড়ল নদে খেওয়ার নৌকা জলমগ্ন হইয়া অনেক লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। শুনিলাম একখানি জীর্ণ তরীতে ৬০। ৭০ জন লোক উত্তোলন করাই এই দুর্ঘটনা সংঘটনের মূল কারণ। পাটুনিদিগের যেরূপ প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে যে এইরূপ ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত না হয় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

—০—

আমাদিগের কাটোয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

এবার এপ্রদেশে এখনও দিন দিন গ্রীষ্মের আধিক্য হইয়া উঠিতেছে, মধ্যে এক দিন কয়েক বিন্দু বারি পতন এ গ্রীষ্মাধিক্যের কারণ।

কাটোয়া বিদ্যালয়ের অবস্থা বিলক্ষণ উন্নতিশালী। তাহার সুযোগ্য হেডমাষ্টার চন্দ্র বাবু স্বকীয় অসাধারণ কার্য্য দক্ষতা ও সাধুতা বলে সকলের নিকটই তিনি বিশেষ সমাদরণীয় হইয়াছেন।

বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ বাবুকে পাইয়া অনেক দিনের পর কাটোয়া একরূপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সম্প্রতি ডেপুটী বাবু স্ব ইচ্ছায় অন্যত্র প্রতিগমন করিতেছেন, এতজ্জন্য সকলেই বিষম বিষাদিত হইয়াছেন।

শ্রীবাটীতে জ্ঞানপ্রদায়িনী নাম্নী একটি মহতী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

—০:০—

বালেশ্বর জিলার কাকড়া পরগণার অন্তঃপাতী দেহুড়দাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। বৈদি সেনাপতি নামক একজন নগদীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটনা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। সে, সেদিবস সন্ধ্যার সময়ে জল খাইয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে শয়ন করে রাত্রি ১১ টার সময়ে তাহাকে ভাত খাইতে ডাকিবায় দেখা গেল, সে মহানিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। তাহার চেহারা (অবিকল জীবিত মনুষ্যবত) দেখিয়া প্রথমতঃ সকলে মনে করেন, কোন কারণে মোহ জন্মিয়াছে, কিন্তু অনেক পরীক্ষার পর বিশ্বাস হইল যে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে। পর দিবস বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত সেই প্রকার শরীর ছিল, কিন্তু মৃত্যু চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল। আমরা জানি, তাহার কোন পীড়াদি ছিল না, মৃত্যুদিবসও কোন অসুখ হয় নাই। বিখ্যাত নামা কৈলাস বাবু প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পর সর্পাঘাত বলিয়া প্রতীতি হইল না। আকস্মিক সন্নিপাত উক্ত ঘটনার মূল কারণ বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছে। সে কিছু বৃদ্ধ হইয়াছিল তাহাও নহে, পূর্ণ যৌবনাবস্থা ভোগ করিতেছিল।

উল্লিখিত ঘটনার দুই দিবস পরে আমরা সংবাদ পাইলাম, উক্ত বৈদি সেনাপতির মৃত্যু দিবস দিবাকালে এখানকার পশ্চিম দিগবর্ত্তী মান্দাকণি নামক গ্রামে একজন কৃষক অনেক লোকের সহিত একটা পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিতেছিল। ঘা দেওয়া মাত্র একটা মৎস্যের উপর যেমন চাবি চাপিল, অমনি অবশশরীর হইয়া ঢলিয়া পড়িল। নিকটস্থ অপরাপর লোক তাহা দেখিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া স্থলে আনিয়া ফেলিবামাত্র তাহার জীবন বায়ু বহির্গত হইল। জলে সর্পাঘাত হইল বলিয়া সকলে অনুমান করেন।

বৈদি সেনাপতির মৃত্যুর ৫ দিবস পরে সংবাদ দাতার বাসগ্রামের নিকটবর্ত্তী খএরদা নামক গ্রামে নিম্নলিখিত দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামনিবাসী নিমাই দে নামক এক ব্যক্তি রাত্রি কালে আপনার কোঠা ঘরের নিম্ন তালায় দুইটী কন্যা ও স্ত্রীর সহিত শয়ন করিয়াছিল। একটী কন্যা তাহার কাছে অপরটী তাহার (নিমাই দের) স্ত্রীর কোলে কিঞ্চিৎ দূরে শয়ন করিয়াছিল। রাত্রি প্রভাত হইবার কিছু কণ পূর্ব্বে উক্ত কোঠা ঘরের জীর্ণ ছাদ ভাঙ্গিয়া নিমাই দের উপরে পতিত হওয়াতে তাহার ক্রোড়স্থিত কন্যাটী তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। গ্রামের লোকেরা শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক নিমাই দেকে বাহির করিয়া আনিয়া দেখিল সমস্ত শরীর চূর্ণ হইয়া স্পন্দহীন হইয়াছে, এবং বাহির করিয়া আনিবা মাত্র তাহার জীবন বহির্গত হইল। তাহার পূর্ণগর্ভা স্ত্রীর উপরেও ছাদের ভগ্নাংশ পতিত হইয়াছিল, কিন্তু দূরবর্ত্তী হওয়াতে ঈশ্বরের কৃপায় সাংঘাতিক আঘাত লাগে নাই। স্ত্রীর সহিত তাহার ক্রোড়স্থ কন্যাটী জীবন পাইয়াছে। কিন্তু গুরুতর আঘাত লাগিবায় তাহার গর্ভ অতিশয় বেদনা যুক্ত হইয়াছে। ছাদের যে ভাগ পূর্ব্বে পতিত হইয়াছিল, স্ত্রীলোকটী সেই দিগে শয়ন করিয়াছিল। খিরীশ কাঠ কড়ি ও বাঁশ তাহার কোঠাঘরের বরগার কার্য্য করিতেছিল। গৃহদাহের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিমাই দে ঘরে ছাদ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার অবহেলার দোষে রক্ষকই জীবননাশক হইল। প্রথমতঃ কোঠার যে ভাগ পতিত হইয়াছিল, যদি অবহেলা না করিয়া সমুদায়টা ফেলিয়া কিম্বা সংস্কার করিয়া থাকিত, তাহা হইলে কষ্ট পাইয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইত না। কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি উদাসীন ব্যক্তিগণ উল্লিখিত সংবাদে শিক্ষা পাইতে পারেন। সকল বিষয়ের অপক্কতা শেষ প্রায় জীবন নাশক হইয়া থাকে।

২। শুনিলাম বালেশ্বরের অন্তর্গত বালিয়াপাল থানার নিকট হইতে কামার্দ্দা নামক গ্রাম পর্য্যন্ত একটী সরকারী রাস্তা প্রস্তুত হইবে। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট রোড শেষ কণ্ড হইতে বর্ত্তমান সনের জন্য (যতদূর কর্ম্ম হইতে পারে) এক হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এ অঞ্চলে রাস্তার অভাব ছিল' ইহাতে সে অভাব অনেকাংশে দূরীকৃত হইবে। ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট মহোদয় যেমন মন্ত্রোবস্ত (বর্ত্তমান

সনে যতদূর কার্য্য হইতে পারে হইবে, আগামী কোন কোন সনে কিছু কিছু কর্ম্ম হইয়া শেষ সুদৃঢ় হইবে) করিয়াছেন তাহাতে অনেক ব্যয়ের পর প্রস্তাবিত রাস্তাটী সুদৃঢ় হইবে। উল্লিখিত রাস্তার প্রায় সমস্ত ভাগ সুবর্ণ রেখা নদীর অধিকার মধ্যে পড়িয়াছে। এক হাজার টাকার মাটী উঠিলে রাস্তার কলেবর অল্প পরিমাণ বিশিষ্ট হইবে। প্রায় প্রতি বৎসর সুবর্ণ রেখা নদীতে প্রবল বন্যা হইয়া থাকে, তাহাতে সুদৃঢ় না হইলে প্রস্তাবিত রাস্তা ভগ্নকলেবর হইয়া গবর্ণমেণ্টের কতক টাকা নদীগর্ভশায়ী হইবে। অতএব আমরা প্রার্থনা করি, এই বৎসরই যেন উক্ত রাস্তাটী সম্পূর্ণাঙ্গ হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরো প্রার্থিত বিষয় আছে।

কয়েক বৎসর হইল, উক্ত জেলার অন্তর্গত রাস্তা হইতে বালিয়াপাল ও জলেশ্বর হইতে কামার্দ্দা পর্য্যন্ত দুইটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণাঙ্গ ও সুদৃঢ় না হওয়াতে বর্ষাকালে রাস্তা দ্বয় (বিশেষ বলিয়াপালের রাস্তা) এমনি ভয়ানকস্থান হয় যে, লোকে যমালয়ে যাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বালিয়াপালের রাস্তা দিয়া বালেশ্বর যাইতে ইচ্ছা করে না। অপর দিগে রাস্তা না থাকাতে অগত্যা যাইতে হয়। যাঁহারা বর্ষা কালে বালিয়াপালের রাস্তা দিয়া বালেশ্বর গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই রাস্তার কষ্টের বিষয় অনুভব করিবেন, নচেৎ বর্ণন করিয়া সে দুঃখ অপরের কাছে উপলব্ধি করান যায় না। শ্রুত হইলাম, বর্ত্তমানে উক্ত রাস্তা দ্বয় সংস্কৃত হইতেছে। আমরা প্রার্থনা করি যেন এই বৎসরই রাস্তাদ্বয় সম্পূর্ণাঙ্গ হয়। জলেশ্বর হইতে কামার্দ্দা পর্য্যন্ত যে রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটা খাল রহিয়াছে। শ্রুত হইতেছি, বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত খালদ্বয়ের উপরে পুল হইবে না। তজ্জন্য আমরা গবর্ণমেণ্ট ও বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বীমস সাহেব মহোদয়ের নিকটে সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা পথিকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অহরা ও নাপোর খালদ্বয়ে দুইটী পুল প্রস্তুত করাইবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারির প্রতি আদেশ প্রদান করেন।

৩। সংপ্রতি এ অঞ্চলে বৃষ্টি হইয়া জীবগণের উপকার সাধন করিতেছে। যদি অল্প দিবসের মধ্যে আর না হয়, তাহা হইলে অধিক দিন উপকার সাধন করিতে পারিবে না।

৪। সৎকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অসৎকার্য্যেরও দিন দিন উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে। কিছুদিন গত হইল, দিবা প্রায় এক ঘণ্টা থাকিতে দুই জন প্রতারক একজন বেশ্যার ঘরে উপস্থিত হইয়া কহিল " তোমাকে বাবু লইয়া যাইতে বরাত করিয়াছেন এবং দুইটী টাকা দিয়াছেন গ্রহণ করিয়া আমাদের সঙ্গে চল। " বেশ্যা তাহাতে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জল খাওয়াইয়া অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাহাদের প্রদত্ত দুইটী টাকা ও নিজের পরিধেয় লইয়া বাবুর মনোরঞ্জনার্থ গমন করিল। পূর্ব্বোক্ত বাবুর-বাড়ী বেশ্যার গৃহ হইতে প্রায় ৪। ৫ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। তাহারা ক্রমিক গমন করাতে বেনাবনপূর্ণ জনপ্রাণিহীন মাঠে সন্ধ্যা হইল। এমত সময়ে আর একজন তাদের সঙ্গ নিল এবং সকলে উক্ত বেশ্যাকে ধরিয়া সমুদায় অলঙ্কার ও পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিদ্দূর চলিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সেই বেশ্যা এই মাত্র বলিল যে, "আমি তোমাদিগকে চিনি, উচিত দণ্ডবিধান করাইব।" তাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত প্রহার করে; সৌভাগ্য এই তাহার প্রাণ নষ্ট করে নাই। উক্ত বেশ্যা সেই রাত্রিতেই বালিয়াপাল থানার সুযোগ্য সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চৈতন্যচরণ রায় মহাশয়ের নিকটে জানায়। তাহাতে তিনি অতিদক্ষতার সহিত তদারক করিয়া আসামীগণকে ধৃত করেন। শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাশয়ের বিচারে দোষী দণ্ডিত হইয়াছে। শ্রুত হওয়া যায়, উক্ত বেশ্যার অপহৃত অলঙ্কারের মুল্য প্রায় ২০। ২৫ টাকা হইবে। উল্লিখিত সংবাদ রাত্রিঞ্চরী বারাঙ্গনাগণের পক্ষে বিশেষ উপকারক হইবে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত ১৮ ই এপ্রেল ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা শিমলা শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। শীতকালে তুষার পাতে সিমলা শিখর শুভ্রবর্ণ হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ও জীবজন্তু সকলেই শীতে কাতর ও কম্পান্বিতকলেবর হইয়া আপন আপন আবাসে বদ্ধ ছিল। গ্রীষ্মের আবির্ভাবে সেভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। সকলই নুতন দেহ ও নুতন ভাব ধারণ করিতেছে। অধুনা বৃক্ষ সকল পুষ্প শোভিত, মন্দ মন্দ শীতল বায়ু বহিতেছে ও উত্তুঙ্গ শৈল শৃঙ্গ সকল শীতের অত্যয়ে অক্লিষ্ট বিচরণ স্থান হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় বোধ করি আপনি কলিকাতায় গ্রীষ্মের উত্তাপে উৎপীড়িত হইতেছেন। অনুরোধ করি একবার মনে মনে ভাবুন যেন সিমলা শৈলে বসিয়া আছেন, তাহা হইলে কেমন আনন্দ ভাবের উদয় হইবে। সূর্য্যের পীড়াদায়ক উত্তাপ নাই, সদাগতির মন্দ মন্দ হিল্লোলে গাত্র স্নিগ্ধ হইবে আর গ্রীষ্মকালে সিমলা ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইবে না। এই জন্যই আমাদিগের রাজপুরুষগণ সিমলাপ্রিয়। কেনইবা প্রিয় হইবেন না। যৎকালে ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানবাসী লোক সকল গ্রীষ্মের প্রভাবে গৃহ হইতে বহির্গমনে কষ্ট বোধ করেন, এমন সময়ে উচ্চ সিমলাচলের সুস্নিগ্ধ সানুতে বসিয়া পার্থিব সুখভোগ করিতে কাহার অনিচ্ছা? সম্পাদক মহাশয় যদি আপনি সিমলায় আসিবার সমুদায় পাথেয় ও তদনুযায়ী অন্যান্য বিলাস দ্রব্য সকলি প্রাপ্ত হন এবং আপনার এক পয়সাও খরচ না হয়, অন্যের অর্থে একাধিপত্য করিতে পান, এরূপ অবস্থায় কি সিমলায় আসিতে চান না? বলিতে পারি না তাহা হইলে আপনি মনস্বী।

১৮ই এপ্রেল রাত্রি ৮ টার পর মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুক সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার পদার্পণে সিমলা শৈল উৎসবময়

হইয়াছে। পরদিন বেলা ১২ টার সময় তাঁহার সম্মানসূচক তোপধ্বনি হয়। সকলেই ত্রস্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতেছে। বণিকগণ আপন আপন বিপণি সকল বিবিধ প্রকারে সুসজ্জিত করিতেছেন। রাজ পথ সকল সম্মার্জ্জিত হইতেছে। মিউনিসিপাল কমিটির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আগ্রহবান হইয়া কোথায় কে রথ্যাদি অপরিষ্কার করিয়াছে কিনা অনুসন্ধান করিতেছেন। গৃহস্থগণ রাজকর্ম্মচারীদিগের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া গৃহবাটী পরিষ্কার করিতেছেন। শ্রমজীবিগণ উল্লাসিত চিত্তে চতুর্দ্দিক হইতে অর্থোপার্জ্জনাভিলাষে সিমলায় আসিতেছে।

গত ৬ই এপ্রেল সিমলা শৈলে আত্মোন্নতি কারিণী সভার ষাণ্মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এখানে কতিপয় বঙ্গবাসী একত্রিত হইয়া এই সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। যাহাতে অত্রস্থ বঙ্গবাসীগণ আত্মোন্নতি লাভ করিয়া এই সিমলা শিখরে বঙ্গদেশের গৌরব বিস্তার করিতে পারেন তাহাই সভার উদ্দেশ্য। ১৮৭২ সালের ৬ অক্টোবর এই সভার জন্ম দিন। এই অল্প কালের মধ্যে অনেক গুলি হিতকর কার্য্যে সভা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সভ্যদিগের উন্নতির নিমিত্ত একটী পুস্তকালয় সভার আয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক বিখ্যাত গ্রন্থকারের গ্রন্থ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ্য সভাগৃহে একটী দানাধার স্থাপিত হইয়াছে। এই সভার শাখা সভারূপে একটী সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপিত হইয়াছে হিন্দু ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি করা সভার আর একটী উদ্দেশ্য।

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৫ এ এপ্রেল।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট ইঞ্চ
মোহানায়	২—৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	২—৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২—৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২—৬
গঙ্গা	৩—৩
ডাক্তারপাড়া	২
হাট বোলিয়া	২
কড	২
বোল মারি	২
আলিকদহ	২
কৃষ্ণগঞ্জ	২

সন ১৮৭৩ সালের ২৮ এ এপ্রেল বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৩	৪

বহরমপুর ২৮ এ এপ্রেল ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—•—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ দিনাজপুর	১০
„ সমিরুদ্দিন মহম্মদ—বগুড়া	১০
„ সৈয়দ আফতার হোসেন রাণীশঙ্কল	১০
„ „ হরিশ্চন্দ্র ঘোষ ডিহিমাধবপুর	৫॥০
„ „ শিবচন্দ্র দেব—কোন্নগর	১০
„ „ প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া কুচবিহার	১০
চন্দ্রশেখর সান্ন্যাল—দৌলতাবাদ	৫॥০
„ „ মতিলাল চট্টোপাধ্যায় কুকুড়াহাটী	৫॥০
„ „ চন্দ্রমোহন গুহ—গোয়ালপাড়া	১০
„ „ জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী পীরগাছা	১০
„ „ গোপালচন্দ্র দাস—রঙ্গপুর	১০
„ „ রামযাদব বসু—কটক	১০
„ „ উপেন্দ্রনাথ রায়—পুঁড়া	৫॥০
„ „ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঝাঁশিভিক্টোরিয়াক্লব	১০
মেদিনীপুর পবলিক লাইব্রেরি	১০
„ „ প্রিয়নাথ সরকার—ত্রিপুর	১০
„ „ রামজয় মজুমদার ময়মনসিংহ	১০

—:০:—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণারপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টারি করা

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ২৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ৩১ এ বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ১২ ই মে।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ধনিদিগের প্রতি।

বিক্রয়ের নিমিত্ত—বহু মূল্যের বাটী ডেলহৌসি স্কোয়ার এবং মিশন রো এই উভয় দিকে বারাণ্ডা আছে, এক্ষণে সমুদায়ে মাসিক ভাড়া ১৪০০ টাকা।

১৮৬৪ অব্দে মাকিন্টশ এণ্ড বরন্ কোম্পানির দ্বারা নির্ম্মিত, যে সকল কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আছে সে সমুদায় টিক কাষ্ঠের।

স্বত্ব নির্ব্বিরোধ।

বাটীটী গবর্ণমেণ্ট পেপর করেন্সি ডিপার্টমেন্টের পার্শ্বস্থিত।

এই স্থানের সম্পত্তির ক্রমেই মূল্য বৃদ্ধি হয়।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

২ ডেলহাউসি স্কোয়ার কলিকাতা } আর, সি লেপেজ (সিনিয়র)

—:—

অর্থাভাবে আর্য্যোদয় বন্ধ হয়; কিন্তু অর্থের সংস্থান হইয়াছে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে, আগামী জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের মধ্যে পুনরায় আর্য্যোদয় প্রকাশিত হইবে। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ আমার নিকট পত্র লিখিলে সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

বারুইপুর ১।৫।৭৩ } শ্রীপ্রিয়নাথ গুপ্ত সম্পাদক

—০—

২০০ শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ গ্রন্থরচয়িতাগণকে জানান যাইতেছে যে, যিনি বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র মাসের পূর্ব্বে প্রচলিত বঙ্গভাষায় আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস) উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, কাকিনীয়াধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে উপরি উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। গ্রন্থের সদসৎ বিচারের ভার কুচবিহার স্কুল সমূহের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও চাকলে কাকেনীয়ার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ সরকার মহাশয়গণের প্রতি অর্পিত হইল। প্রাগুক্ত মহাশয়গণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁহার লেখা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তিনিই পুরস্কারার্হ হইবেন।

১২৮০ বঙ্গাব্দ ১১ ই চৈত্র } শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায় দ্বিতীয় মুন্সী কাকিনীয়া রাজবাটী।

——

১ নং লাট। চৌধুরি জন্মেজয় মল্লিক বাদির উত্থাপিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির নামীয় বিশেষ রেজিষ্টরি তমস্সুক বাবত সন ১৮৭২ সালের ১৫ নং মকদ্দমায় জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১২ ই জুলাই তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ ই জুন শুক্রবার বেলা ২ প্রহর গতে উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজ আদালতে নিম্নলিখিত বৃহৎ ও মূল্যবান জমীদারি নীলাম হইবেক।

মেদিনীপুর সব রেজিষ্টারির অধীন পুলিষ ষ্টেষণ নারায়ণগড়ের অন্তর্গত এ রেজিষ্টারি নং ২০০৫ তৌজি নং ১৮৩৮ নারায়ণগড় পরগণার মৌজে নারায়ণগড় ও তদন্তর্গত মৌজা ও চকহায়ের যাহার সদর তস্খিষ ১৯৩৯৯৷৷৶৪ টাকা ঐ সম্পত্তিতে দায়িকের যে কিছু স্বত্ব লভ্য আছে তাহাই নীলাম হইবেক।

২ নং লাট। শম্ভুনাথ সৎপতির উত্থাপিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির নামীয় বিশেষ রেজিষ্টারি তমস্সুক বাবত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১৯ এ সেপ্টেম্বর তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ই জুন শুক্রবার বেলা দুই প্রহর গতে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন মতে নীলাম হইবেক, পুলিষ ষ্টেষণ সবঙ্গ সবরেজিষ্টারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত খান্দার পরগণার মহাল কোলেন্দা যাহার সদর তস্খিষ ৩৫৪৷১০ টাকা ঐ মহালে দায়িকের যে কিছু স্বত্ব লভ্য আছে তাহাই নিলাম হইবেক।

সবর্ডিনেট জজ
জেলা মেদিনীপুর।

—০:০—

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলালনন্দি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রচারিত বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি কলিকাতা চিৎপুর রোড ১১২ নং বাটীর নিম্নতলস্থ গৃহ ন্যাশন্যাল ট্রেডিং কোম্পানির পুস্তকালয়ে বিক্র-

য়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ম্যানেজার।

—০—

"সেতার শিক্ষা।"

ঐ মনোমোহকর যন্ত্র শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা, ডাকমাসুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্ ফিজিক্যাল ডায়গ্‌নোসিস্ অব ডিজীজ্ অর্থাৎ রোগ-বিচার এবং ব্যাধির ভৌতিক নির্ণয় তন্ত্র!

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বাঙ্গাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহ-ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঙ্গাই, মূল্য ২) ডাকমাসুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভুমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুন গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ॥৵০

৬ কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—০—

বাল্মীকি রামায়ণের বাঙ্গলা অনুবাদ।

মাসে ১০ ফরমা। বার্ষিক মূল্য ৫॥ টাকা ডাক মাসুল সহিত। কলিকাতা উত্তর ইটালী চিংড়িঘাটা রোড ১০৬ নং ভবনে পাওয়া যায়।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য।

মৎপ্রণীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, যাহাতে ধাতু, ধাত্বর্থ, সকর্ম্মক, অকর্ম্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতাধ্যায়িদিগের জন্য) গণ, পদ ধাতুরুপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবেন। মূল্য ১।০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৯১। ১২৭৯ ১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীলালকমল বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক প্রণীত "সামতলিক ত্রিকোণমিতি" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাসুলাদি ।০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ।

—

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ ।০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১॥০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২॥০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

ইউনিভরসিটি গ্রাজুয়েট এম এ, বি এল কৃত ৬ নং ডগলসের অর্থ পুস্তক মূল্য ১ এক টাকা।

৩ নং হইতে ৬ নং পর্য্যন্ত ডগলসের অর্থ পুস্তক সমুদায়ে ব্যবসায়িদিগকে ২৫ পঁচিশ টাকা হিঃ কমিশন দেওয়া যায়।

পাইটিকেল রীডর নং ১ নং ২ প্রোজ-রীডর নং ১ নং ২ নং ৩ নং ৪ এবং মরাল ক্লাশ বুকের এই সাত প্রকার পুস্তকের অর্থ পুস্তক সমুদায়ে শত করা ৭৫ পঁচাত্তর টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়।

দেবনাগর নং প্রাইমার অক্ষর, ব্যাপ্টিষ্ট মিসন প্রেসের ছাঁদ নূতন তিন মণ প্রস্তুত আছে। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং জি, সি, ঘোষের পুস্তকালয়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার

দ্রব্য আবশ্যক হয় আজ্ঞা করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফয়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা নং হেষ্টিঙস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

মৎস্যধরা নাটক।

বহুবাজারস্থ ষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে সেনট্রেল প্রেসে, পি এস ডি রোজারিওর আফিসে ও অন্য অন্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ নিয়ম করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। মফস্বলের যাবতীয় গ্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে, কলিকাতারও অধিকাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন, অতি অল্প গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিয়া থাকেন। গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে, এই কারণে সোমপ্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে। এ নিয়মে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা ক্ষতি নাই।

যিনি এক দিবসে জীবাত্মার জড়সম্বন্ধ দর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মর্ম্মানুসারে যোগসাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৵। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

গুপ্তযন্ত্র।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাফরস লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ হয়, ইহাতে পঞ্জিকা জাহাজীয় সংবাদ খরিদ বিক্রী আমদানী ও রপ্তানি দেশ বিদেশের দ্রব্যাদির দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ।০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। ডাক মাসুল সমেত প্রায় ।৷০ আনা মাসে।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

জমীদারি বিক্রয়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, জেলা বীরভূমের সামিল ১৬ নং তৌজী জমীদারি লাট মহেশপুরের ফরম ।/৫ আনার চিহ্নিত ইলামবাজার গ্রামসহ ২২ মৌজা যাহা ৯ নয় তক পত্তনি বন্দোবস্ত আছেউক্ত অংশ বর্ত্তমান সনের ১৯এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার ইং ৩১ এ মে বেলা দুই প্রহরের সময়ে আমাদের কুঠী ইলামবাজারে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ও সর্ব্ব উচ্চ ডাককারিকেতৎকালে রোখা ও দুই সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় পনের টাকা দাখিল করিলে নিশ্চয় বিক্রয় করা যাইবেক।

পত্তনিদারদিগের নিকট আদায়	৬৫৫৬/১
বাদ সদর মালগুজারি	৪২৩৪/৭
বাকী মুনফা	২৩২২/৬

বাঃ শ্রী এক্সিন এণ্ড কোং
মোং ইলামবাজার বৌনপুর
রেলওয়ে ষ্টেসন।

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না?

(চতুর্থ প্রস্তাব)

নানাসংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া গতবারে প্রমাণ করা হইয়াছে, শাস্ত্রকারেরা ব্যভিচারিণীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। যে ত্যাজ্য হয়, তাহার দৈব ও পিত্র্য কর্ম্মে অধিকার থাকে না। যাহার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে অধিকার না রহিল, তাহার হস্তে ধন থাকিবার সম্ভাবনা কি? ধনাধিকার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের বেতন স্বরূপ, শাস্ত্রকারদিগের এই মত, পাঠকগণের যেন এটী স্মরণ থাকে। সংহিতাকারদিগেরই যে কেবল ব্যভিচারিণীর প্রতি বিদ্বেষ ছিল এরূপ নয়, সমাজেরও ব্যভিচারিণীর উপরে অতিশয় বিদ্বেষ। সমাজের কেহ ব্যভিচারিণীকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না। গৃহস্থের অন্য অন্য অপবাদ কথঞ্চিৎ সহ্য হয়, স্ত্রী কন্যাদির ব্যভিচারিণী অপবাদ কোন ক্রমে সহ্য হয় না। ঐ নিন্দা নিতান্ত অরুন্তুদ হইয়া উঠে। কত পরিবার ব্যভিচার কলঙ্কপঙ্ক স্পর্শে মলিন হইয়া গিয়াছে। কত পরিবার সমাজবর্জ্জিত হইয়াছে। ইদানীন্তন কালের লোকেরাই কেবল ব্যভিচারের বিদ্বেষ করেন না। অহল্যা দেবরাজের সহিত ব্যভিচারিণী হইলে গৌতমমুনির কোপে উভয়ের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদিগের পাঠকগণের অনেকের অবিদিত নয়। সীতা রামের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিলেন, দশগ্রীব গৃহবাসের পর তিনি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পতিপ্রাণা সেই সীতাদেবীও লোকাপবাদ ভয়ে পূর্ণগর্ভ সময়ে অরণ্যে পরিত্যক্ত হন।

ব্যভিচারিণীর প্রতি এরূপ লোক

বিদ্বেষের একটী বিশেষ কারণ আছে। হিন্দুজাতির সংস্কার এই, মৃত্যুর পর পুত্র পৌত্রাদি শ্রাদ্ধতর্পণাদি না করিলে নরক বিস্তার হয় না। তদর্থ সন্তানোৎপাদন নিমিত্ত এদেশীয়দিগের অধিকতর যত্ন। এরূপ যত্ন অন্য কোন জাতির দৃষ্ট হয় না। সন্তানোৎপত্তির বিলম্ব হইলে এদেশীয়েরা কত যাগ যজ্ঞ কত দেবতার আরাধনা ও কত ব্রত নিয়ম করিয়া থাকেন। দশরথ প্রভৃতি কত রাজগণ সন্তানার্থী হইয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারেরা বলেন "জায়মানোবৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ এষবা অনৃণোযঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচর্য্যবান্। ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীণাং দানকর্ম্মণা। সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ।" মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই তিন ঋণে ঋণবান হয়। অনন্তর যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ দানকর্ম্মদ্বারা ঋষিঋণ ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভের কারণ এই, পিতা আপনি যেমন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি ও উদ্ধার সাধনের কারণ হইয়াছিলেন, আপনার পর পুত্রাদিও সেইরূপ পিতৃ লোকের তৃপ্তি ও উদ্ধার সানের কারণ হইবে। কিন্তু পুত্র পৌত্রাদির জন্মগুরু যদি দোষ ঘটে, তাদৃশ পুত্রাদি হইতে সে অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। ব্যভিচার দোষজাত পুত্রাদির অনুষ্ঠিত ক্রিয়া কলাপাদি সমুদায় পণ্ড হইয়া যায়। তদ্দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি অথবা উদ্ধার সাধন সম্ভাবনা নাই। কবিগুরু কালিদাস রঘুবংশে এ বিষয়টী সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। রাজা দিলীপের সন্তান না হওয়াতে তিনি সন্তানার্থী হইয়া বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। গুরু ও গুরুপত্নীর চরণ বন্দন ও কুশল জিজ্ঞাসার পর দিলীপ কহিলেন।

"কিন্তু বধ্বাং তবৈতস্যামদৃষ্টসদৃশপ্রজং। ন মামবতি সদ্বীপা রত্নসূরপি মেদিনী। নূনম্মত্তঃ পরং বংশ্যাঃ পিণ্ডবিচ্ছেদদর্শিনঃ। ন প্রকামভুজঃ শ্রাদ্ধে স্বধাসংগ্রহতৎপরাঃ। মৎপরং দুর্লভং মত্বা নূনমাবর্জ্জিতং ময়া। পয়ঃ পূর্ব্বৈঃ স্বনিশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে। সোহমিজ্যাবিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপনিমীলিতঃ। প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকইবাচলঃ। লোকান্তরসুখং পুণ্যং তপোদানসমুদ্ভবং। সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যাহি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে। তয়া হীনং বিধাতর্ম্মাং কথং পশ্যন্ন দূয়সে। সিক্তং স্বয়মিব স্নেহাৎ বন্ধ্যমাশ্রমবৃক্ষকং। অসহ্যপীড়ং ভগবন্ নৃণমন্ত্যমবেহি মে। অরুন্তুদমিবালানমনির্ব্বাণস্য দন্তিনঃ। তস্মান্মুচ্যে যথা তাত সংবিধাতুং তথার্হসি। ইক্ষ্বাকূণাং দুরাপেহর্থে ত্বদধীনাহি সিদ্ধয়ঃ।"

কিন্তু তোমার এই পুত্রবধূতে আজিও সন্তান দেখিতে পাইলাম না। এই সদ্বীপা পৃথিবী রত্নপ্রসবকারিণী হইয়াও আমাকে প্রীত করিতেছে না। আমার পিতৃ পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষেরা আমার পর পিণ্ডবিচ্ছেদ হইবে দেখিয়া শ্রাদ্ধে উদর পূরিয়া আহার করেন না এবং আমি যে জল জল দান করি, আমার পর তাহা আর মিলিবে না ভাবিয়া দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন. তাহাতে সেই জল উষ্ণ হইয়া উঠে। তাঁহারা সেই উষ্ণজল পান করিয়া থাকেন। যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ মোচন হওয়াতে আমার আত্মা বিশুদ্ধ আর সন্তান না হওয়াতে নিমীলিতপ্রায় হইয়া আছে। অতএব আমি লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ ও অপ্রকাশময় হইয়া আছি। তপস্যা ও দান ক্রিয়া হইতে যে পুণ্য জন্মে, তাহা লোকান্তরে সুখকর হয়, আর শুদ্ধবংশোদ্ভব সন্তান হইতে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে সুখ হইয়া থাকে। জলসেকাদি দ্বারা স্নেহ পূর্ব্বক যে বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা ফলহীন হইলে তাহাকে দেখিয়া যেমন দুঃখিত হইতে হয়, আপনি তেমনি আমাকে সেই সন্তানহীন দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন না কেন? অকৃতমজ্জন হস্তির বন্ধন স্তম্ভের ন্যায় সেই পিতৃঋণ আমার আত্যন্তিক দুঃখদায়ক হইয়াছে। অতএব আপনি আমাকে তাহা হইতে মুক্ত করুন। ইক্ষ্বাকু বংশের কার্য্যসিদ্ধি আপনারই অধীন।

এদেশে স্ত্রীগণের স্বাধীনতা নাই। তাহার কারণ কি? ব্যভিচার শঙ্কাই সেই কারণ। স্ত্রীজাতি দুর্ব্বলহৃদয়। স্বাধীনতা প্রদান করিলে পর পুরুষ সংসর্গে পাছে ব্যভিচার ঘটনা হয়, এই শঙ্কায় শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীর স্বাধীনতা দানের নিষেধ করিয়াছেন। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত হইয়াছে "তথাহ মনুঃ। অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশং। বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যাহ্যাত্মনোবশে। পুরুষৈঃ ভর্ত্তৃপুরুষৈঃ। বিষয়ে দণ্ডহেতুভূতচাঞ্চল্যাদি বিষয়ে। নারদোহপি। স্বাতন্ত্র্যাৎ বিপ্রণশ্যন্তি কুলে জাতাঅপি স্ত্রিয়ঃ। অস্বাতন্ত্র্যমতস্তাসাং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ। অতোহন্যৈরপি স্বস্ত্রীণামস্বাতন্ত্র্যং যথা ভবতি, তথা কল্পয়িতব্যমিত্যাশয়ঃ। পুরুষেণ স্বস্ত্রী ব্যভিচারাদবশ্যং রক্ষণীয়া। তথাচ হারীতঃ। একত্রতস্কন্নভাবৎ পরেন্দ্রিয়াপহৃতত্বাচ্চ কুলসঙ্করকারিণ্যোভবন্তি জীবতি জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকস্তস্মাৎ রেতোহপঘাতাৎ জায়াং রক্ষেৎ জায়ানাশে কুলনাশঃ কুলনাশে তন্তুনাশ তন্তুনাশে দেবপিতৃ যজ্ঞনাশঃ দেব পিতৃযজ্ঞনাশে আত্ম-

নাশঃ আত্মনাশে সর্ব্বনাশ ইতি। এক ত্রেতস্কত্বভাবাৎ স্ত্রীণাং একভর্ত্তৃতি নিয়মাৎ মনুরপি। স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমাবচ। স্বধর্ম্মং হি প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি।

মনু কহিয়াছেন কি দিবা কি রাত্রি কোন সময়েই ভর্ত্তা স্ত্রীকে স্বাধীনতা দান করিবে না। স্ববশে না রাখিলে স্ত্রীর চাঞ্চল্য দোষ ঘটনা হয়। অতএব আত্মবশে রাখা কর্ত্তব্য। নারদও বলিয়াছেন সৎকুলজাত স্ত্রীও যদি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহারও চরিত্র মন্দ হইয়া যায়। এই কারণে বিধাতা স্ত্রীর পরাধীনতা কল্পনা করিয়াছেন। পুরুষের কর্ত্তব্য স্বস্ত্রীকে ব্যভিচার হইতে অবশ্য রক্ষা করেন। হারীত ঐ কথাই কহিয়াছেন স্ত্রীর এক ভর্ত্তৃতার যে নিয়ম আছে, তাহার স্খলন হইলে উহারা পরেন্দ্রিয়োপহত হইয়া কুলকলঙ্ককারিণী হয়। ভর্ত্তা জীবিত থাকিতে উপপতি সংসর্গে যে পুত্র জন্মে শাস্ত্রকারেরা তাহাকে কুণ্ডশব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভর্ত্তার মৃত্যুর পর যে পুত্র জন্মে তাহাকে গোলক বলে। অতএব পরপুরুষের রেতোৎপন্নজাত হইতে স্ত্রীকে রক্ষা করিবে। জায়া বিপথগামিনী হইলে কুলনাশ হয়, কুলনাশে সন্তান নাশ হয়, সন্তান নাশ হইলে দেব পিতৃ যজ্ঞনাশ হয়, দেবপিতৃযজ্ঞনাশে আত্মনাশ হয়, আত্মনাশ হইলে সর্ব্বনাশ হয়। মনুও কহিয়াছেন, স্ত্রীকে রক্ষা করিলে নিজ সন্তান চরিত্র কুল আত্মা ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করা হয়।

এদেশে যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, ব্যভিচার শঙ্কা তাহার অন্যতর প্রধান কারণ। এদেশ উষ্ণপ্রধান। এখানে স্ত্রীলোকের অল্প বয়সেই রজোযোগ হয়। রজোযোগের পর গর্ভ হইবার সম্ভাবনা। দেশটী উষ্ণ বলিয়া অল্প বয়সেই পুরুষের সহিত আসঙ্গলিপ্সা বলবতী হইয়া থাকে। রজস্বলা হইবার পরও যদি বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহার গর্ভ সঞ্চার হইয়া ভ্রূণ হত্যাদি দোষ ঘটিয়া কেবল যে কুল কলঙ্কিত হয় এরূপ নয়, সে স্ত্রী দৈব পৈত্র্য যাবতীয় কার্য্যে অনধিকারিণী হয়। তাহার গর্ভজাত সন্তান হইতে পিতৃলোকের জলগণ্ডূষ পাইবার প্রত্যাশা থাকে না। এই কারণে শাস্ত্রকারেরা দশ বৎসর বয়সের মধ্যে কন্যা সন্তানের বিবাহ দিবার বিধি দিয়াছেন। উদ্বাহতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে:—

“অঙ্গিরাঃ। আবৃত্তে তীর্থগমনে প্রতিজ্ঞাতে চ কর্ম্মণি। কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষোন বিদ্যতে। অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা। তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ। প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ। যমঃ। কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাহপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ। ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ং। মহাভারতে। ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষীয়াং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং। অতোহপ্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ। মহাদোষঃ স্পৃশেদেনমেন্যথৈব বিধিঃ সতাং। নগ্নিকানাগতার্ত্তবা, অন্যথা প্রবৃত্তে রজসি। অত্রিকাশ্যপৌ। পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা। ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা। যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। অশ্রাদ্ধেয়মপাঙ্‌ক্তেয়ং তং বিদ্যাৎ বৃষলীপতিং।”

অঙ্গিরা বলেন একবার তীর্থ গমনের পর পুনরায় তীর্থগমন স্থলে প্রতিজ্ঞাত কর্ম্মস্থলে এবং কন্যার বিবাহ যোগ্যকাল অতীত হইলে সেই স্থলে কালদোষ হয় না। অষ্টবর্ষাকে গৌরী, নববর্ষাকে রোহিণী, ও দশমবর্ষবয়স্কাকে কন্যা বলে, তাহার পর রজস্বলা। অতএব দশম বৎসর বয়স হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য যত্নপূর্ব্বক কন্যা দান করেন। এস্থলে কাল দোষে দোষ হয় না। যম কহিয়াছেন যে কন্যা পাত্র হস্তে প্রদত্ত না হইয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতার ভ্রূণ হত্যা হয়। সেই কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে। মহাভারতে আছে ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক পুরুষ যাহার রজোযোগ হয় নাই এরূপ ষোড়শবর্ষীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে। অতএব ঋতু হইবার পূর্ব্বে পিতা কন্যা দান করিবেন। ঋতু হইলে পিতার মহাদোষ হয়, সাধুদিগের এই বিধি। অত্রি ও কাশ্যপ বলেন যে কন্যা অবিবাহিত হইয়া পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে তাহার পিতার ভ্রূণহত্যা দোষ হয় এবং সেই কন্যা বৃষলী (শূদ্রা) ভাব প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিতে না পারিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করে, সে অশ্রাদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়, তাহাকে সকলে বৃষলীপতি বলিয়া জানে।

ক্রমে প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া উঠিল, অতএব অদ্য সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা ও জাতীয় সভার নিকটে একটী প্রস্তাব করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে। উক্ত দুই সভা মফস্বলে উহাদিগের যে সকল শাখা সভা আছে তাহাদিগের সহিত একবাক্য হইয়া হাই কোর্ট প্রস্তাবিত বিষয়ে যে অবিচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া আবেদন পত্র যথা স্থানে প্রেরণ করুন। যদি এবার প্রতিবাদে পরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বী হইয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন, গবর্ণমেন্ট এদেশের শাস্ত্রানুসারে দায়াদি বিষয়ের এতদিন যে বিচার করিতেছিলেন, এই অবধি তাহার উচ্ছেদ হইল।

ব্যয় সংক্ষেপের একটী উপায়।

ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব বার্ষিক ৫০০০০ টাকা মাত্র বেতন পান। আমাদিগের লেপ্টনন্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব তাঁহার দ্বিগুণ পাইয়া থাকেন। ইহাঁর মাসিক বেতন ৮৩৩৩৴৪। কলিকাতা হাইকোর্টের কনিষ্ঠ জজেরাও বার্ষিক ৫০০০০ টাকা বেতন পান। যাঁহারা এদেশের উপরি পদস্থ কর্ম্মচারিদিগের বেতন ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা বিলক্ষণ মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্য কোন দেশের কোন কর্ম্মচারির বেতন বিধান বিষয়ে কেহ এরূপ হাত লম্বা করেন নাই। আমেরিকার সভাপতি ইউলিসিস গ্রান্ট সাহেব বার্ষিক ৩৭৫০০ টাকা মাত্র বেতন প্রাপ্ত হন। ঐ সভাপতির যেরূপ ক্ষমতা ও তাঁহার হস্তে যত কার্য্যভার, বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনন্ট গবর্ণরের তাহার শতাংশের একাংশ নাই। কিন্তু লেপ্টনন্ট গবর্ণর আমেরিকার সভাপতির বেতনের প্রায় তিন গুণ অধিক পাইয়া থাকেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার পর ফ্রান্সে যে সাধারণ তন্ত্র হইয়াছে, লুই আডলফ টিয়ার্স তাহার সভাপতি। এখন তাঁহাকে ফ্রান্সের সর্ব্বময়কর্ত্তা বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। সেই টিয়ার্স বার্ষিক ২৪০০০০ টাকা বেতন পাইতেছেন। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল তাঁহার অপেক্ষা অধিক বেতন পাইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের মাসিক বেতন ২০৯০০ টাকা। যাঁহাদিগের টাকা তাঁহারা যদি বেতনবিধাতা হইতেন, তাঁহারা কখন এত হাত লম্বা করিতে পারিতেন না। যখন একজনের টাকা আর একজন বেতন পান, তখন এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাঁহারা ভারতবর্ষের উপরিপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহারা বিদেশীয়, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে এখানে আসিতে হইয়াছে। কোন প্রকার প্রলোভন না থাকিলে তাঁহারা আসিবেন কেন? এ আপত্তিটী যুক্তিসহ নয়, একথা আমরা বলি না, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, এ প্রলোভনটী নিতান্ত অতিরিক্ত হইয়াছে। উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারিদিগের বেতন এত অধিক হইয়াছে যে গবর্ণর জেনরল, গবর্ণর, লেপ্টনন্ট গবর্ণর, কমিশনর, হাই কোর্টের জজ, জিলার জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির বেতনের চতুর্থ অংশ অনায়াসে কমান যায়। কলসপরিমাণ জল তুলিয়া লইলে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের যেমন হ্রাস লক্ষিত হয় না, আমাদিগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিগের বেতনের চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিলেও তেমনি বেতন কমান হইল এরূপ বোধ হইবে না। ঐ অর্থ যদি বাঁচান যায়, মহৎ ইষ্টলাভের সম্ভাবনা অনেক। কাম্বেল সাহেব যে বাঙ্গলা পাঠশালার সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার দ্বারা তাহার ব্যয় অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া আরো উদ্বৃত্ত থাকিবে সন্দেহ নাই। যেমন সম্পদ সম্পদের, বিপদ বিপদের অনুগামী হয়, তেমনি এক ইষ্টের অপর ইষ্ট অনুগামী হইয়া থাকে। উল্লিখিত প্রকারে যে অর্থ লব্ধ হইবে, তাহার নিমিত্ত যে প্রাদেশিক কর করিবার প্রয়োজন হইত, তাহা আর হইবে না।

বর্ত্তমান কর্ম্মচারিদিগের বেতনের চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের আত্যন্তিক অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে। অতএব আমাদিগের প্রস্তাব বর্ত্তমান কর্ম্মচারিদিগের বিষয়ে নয়। যখন যে উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী অপসৃত হইবেন, তখনি তাঁহার বেতনের চতুর্থ অংশ ন্যূন করা হইবে। এরূপ করিলে কাহারও অসন্তোষ জন্মিবেন অথচ অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

আমাদিগের লেপ্টনন্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব ব্যয়সংক্ষেপ প্রিয়। তিনি ব্যয়সংক্ষেপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে নূতন সিবিল সর্ব্বিসের ও নব ডেপুটি পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আমাদিগের প্রস্তাব যে তাঁহার অরুচিকর হইবে, এরূপ বোধ হয় না। লার্ড নর্থব্রুক ইনকম টাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। প্রাদেশিক করবৃদ্ধিরও প্রতিরোধ করিয়াছেন। ইহার পরিণাম কিরূপ হয়, তিনি তাহার প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ব্যয় সংক্ষেপই তাঁহার অভীষ্টলাভের প্রধানতম উপায়। অতএব আমাদিগের প্রস্তাব যে তাঁহারে অনুমোদনীয় হইবে, সে বিষয়েও সংশয় হইতেছে না। লার্ড বেণ্টিঙ্ক আপনার বেতন কমাইয়া পথ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; লার্ড নর্থব্রুক যদি ঐ পথের পথিক হন, দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থল হইবেন সন্দেহ নাই।

—:০:—

চন্দ্রকিশোর কবিরাজের আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধালয়।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর কবিরাজ আয়ুর্ব্বেদোক্ত একটী ঔষধালয় করিয়াছেন। এ সংবাদ আমাদিগের ন্যায় পাঠকগণের হৃদয়পরিতোষকর হইবে সন্দেহ নাই। আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা যে শ্রীহীন হইয়াছে, এ প্রকার ঔষধালয়ের অভাব তাহার একটী প্রধান কারণ। বৈদ্যেরা প্রায় মূল্যবান ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারেন না। সুতরাং প্রয়োজন মত উত্তম ঔষধ পাওয়া যায় না। এই কারণে অনেকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসায় বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন। এদেশীয়দিগের যেমন ধাতু, বৈদ্য শাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা তাহার অনুরূপ। যদি প্রয়োজনমত অকৃত্রিম উৎকৃষ্ট ঔষধ পাওয়া যায়, ইহা যে বিশিষ্টফলোপধায়ী হয়, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অধিকতর

প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। যে সকল কবিরাজ আজি কালি কলিকাতায় লব্ধনামা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

আমরা ইংরাজী ঔষধালয়ের অপেক্ষা চন্দ্রকিশোরের ঔষধালয়ের একটী বিশেষ গুণ দেখিতেছি। কবিরাজ তাঁহার ঔষধালয়ের প্রাপ্য ঔষধ সকলের নাম ও মূল্য লিখিয়া দিয়াছেন। ইংরাজী ঔষধালয়ের এ গুণ নাই। সকল ঔষধালয়ে এক ঔষধের একরূপ মূল্য নয়। যাঁহার যে ইচ্ছা, সেইরূপ মূল্য লইয়া থাকেন। তন্নিবন্ধন অনেক সময়ে রোগিদিগকে বিষম বিপদাপন্ন হইতে হয়।

যেসকল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা প্রস্তুত না করিয়া তাহার উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া চন্দ্রকিশোর যেমন বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, তেমনি অধিক দিনের প্রস্তুত করা যেসকল ঔষধ হীনবীর্য্য হইয়া যাইবে, সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া যেন সুবিবেচনার কার্য্য করেন। ঔষধে উপকার দর্শে না একবার এ কুরব রটিলে পুনঃ প্রতিষ্ঠালাভ দুর্ঘট হইবে সংশয় নাই। এ মাধা ও মাতাবের লবণ ও গুড় বিক্রয় করা নয়। যাঁহার একবার ঠকা বোধ হইবে, তিনি আর কলিকাতা ফৌজদারী বালাখানা মুখো হইবেন না। চন্দ্রকিশোরের এটীও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা প্রণালীর বিপন্ন বংশের উদ্ধার করিতে হইবে। ক্ষতি স্বীকার না করিলে এ অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়া দুরূহ।

—০—

লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের একটী নূতন আজ্ঞা।

সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করেন, অতঃপর দুই মাস অন্তর তাঁহার বিল স্বাক্ষর করা হইবে। এ প্রকার আজ্ঞা দিবার কারণ এই, মাসে মাসে বিল স্বাক্ষর করিবার ব্যবস্থা থাকিলে ইনস্পেক্টরদিগকে তাহা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তাঁহারা মফস্বলে গিয়া যথোচিতরূপে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিবার অবসর পান না। যাঁহারা বিবেচ্য বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গ দর্শন না করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ যুক্তিটী সুন্দর হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের এযুক্তিতে তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। কাম্বেল সাহেব কি তত্ত্বাবধানকেই বিদ্যালয়ের প্রকৃত জীবনহেতু স্থির করিয়াছেন? বাস্তবিক তাহা নহে। অর্থসচ্ছলতাই বিদ্যালয়ের প্রকৃত জীবন ও উন্নতির মূল। যে বিদ্যালয়ের অর্থের একান্ত অনটন, সেখানে সমুদায়ই বিশৃঙ্খলাময়। যে শরীরের সংস্থান এক কালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, চিকিৎসা শাস্ত্রপারদর্শী সুবিজ্ঞ বৈদ্যেরও তাহার স্বাস্থ্যসম্পাদন চেষ্টায় কৃতার্থতা লাভ দুরূহ হয়। দুই মাস অন্তর বিল স্বাক্ষর করিবার ব্যবস্থা না করিয়া কাম্বেল সাহেবের এই ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল, ইনস্পেক্টরেরা সর্ব্বদা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইবেন, যখন যে স্কুলে উপস্থিত হইবেন তখন সেই স্কুলের বিলে স্বাক্ষর করিবেন। আমরা বোধ করিতেছি, কাম্বেল সাহেবের নূতন ব্যবস্থায় যত বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা এ ব্যবস্থায় কোন স্থলেই তত বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি কার্য্যগতিতে কোন স্থানে অসঙ্গত বিলম্ব হয়, মূল আফিসের কর্ম্মচারি তাঁহার স্বাক্ষরার্থ সেই স্থানে বিল পাঠাইয়া দিবেন। এখন এক মাস অন্তর বিল স্বাক্ষর হইবার নিয়ম আছে, কিন্তু এখনি এক এক স্থলে বিল স্বাক্ষর হইয়া টাকা পাইবার যে অসঙ্গত বিলম্ব হয়, কাম্বেল সাহেব শুনিলে চমৎকৃত হইবেন। বর্দ্ধমান জিলার কোন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি কথায় কথায় আমাদিগের নিকটে কহিলেন, তাঁহার স্কুলের নবেম্বর মাসের বিল আজিও স্বাক্ষর হয় নাই। দুই মাসের নিয়ম হইলে এই অনুসারে ত বিল স্বাক্ষর হইবে। তাহা হইলে কাম্বেল সাহেবকে বড় ভাবিতে হইবে না। এক বৎসরের মধ্যে একবার বিল স্বাক্ষর হইলেও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ শিক্ষকগণের সহিত আপনাদিগকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিবেন সন্দেহ নাই। আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে কাম্বেল সাহেব বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন উদ্দেশ করিয়া যে নিয়ম করিতেছেন, তাহা অনুন্নতিরই কারণ হইবে।

—:০:—

সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের উপাধিলাভ।

সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব বাঙ্গলা দেশে অনেক কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নাইট উপাধি দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই উপাধি লাভে আহ্লাদিত হইয়াছি কি না পরে তাহা কহিতেছি। প্রথমতঃ আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই, তিনি গোলাঙ্গুল ধরিয়া সাক্ষিগণের শপথ করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? তিনি নূতন ফৌজদারি আইন করিয়া বিচারপতিদিগকে যে যথেচ্ছ ক্ষমতা দিয়াছেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? রথ্যাকর করিয়া কৃষকদিগের নাড়ীতে যে পাক দিয়াছেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? এদেশীয়দিগের শিক্ষাকার্য্যের হ্রাস ও নূতন মিউনিসিপাল বিল করিবার যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? তবে এক বিষয়ে তিনি পুরস্কার পাইতে পারেন। বঙ্গ-

দেশে যে কয়েকজন লেপ্টনন্ট গবর্ণর হইয়া গিয়াছেন তাঁহার তুল্য পরিশ্রমী দীর্ঘদর্শী ও সর্ব্ব বিষয়ের অনুসন্ধানকারী কেহ হন নাই। এ অংশে তিনি পুরস্কার পাইতে পারেন ইংলণ্ডেশ্বরী যদি তাঁহাকে এই কয়েকটী গুণের পুরস্কার স্বরূপ নাইট উপাধি দান করিয়া থাকেন তাহা আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। এ অংশে তিনি পুরস্কার পাইবার সর্ব্বতোভাবে যোগ্য পাত্র। তাঁহার এই পুরস্কার দেখিয়া অনেকে তাঁহার ন্যায় শ্রমাদি গুণের অর্জ্জনে যত্নবান হইবেন। তাঁহার পরে যিনি বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনন্ট গবর্ণর হইবেন, তিনি যদি তাঁহার (কাম্বেল সাহেবের) খেয়ালগুলি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ন্যায় অধ্যবসায় সম্পন্ন শ্রমশীল ও সর্ব্ব বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধায়ী হন তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশ প্রকৃত সৌভাগ্যশালী হইবেন সন্দেহ নাই।

—০:০—

ভিন্ন দেশীয় রাজার রাজত্ব ফল।

মুসলমানদিগের অধিকারকালে ভাল পুলিষ ছিল না. ভাল বিচার ছিল না, ভাল আইন ছিলনা, যে আইন ছিল তদনুসারে কার্য্য হইত না। রাজ কর্ম্মচারিরা উৎকোচগ্রাহী ছিল। স্বয়ং নবাবেরাই পরস্বাপহারী ছিলেন, সুতরাং নানা প্রকার অত্যাচার হইত। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে সময়ে সময়ে সেই অত্যাচার জন্য কষ্ট ভোগ করিতে হইত। কিন্তু তাঁহারা অনেক বিষয়ে সুখী ছিলেন। সকল সুখের মূল যে স্বাধীনতা, অনেক বিষয়ে তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের পঞ্চায়েত ছিল। তাঁহারা আপন আপন শাস্ত্রানুসারে চলিতে পারিতেন তাঁহারা আপনাদিগের শাস্ত্রানুসারে দায়াদির অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। রাজ অধিকারে পুলিষ প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ হওয়াতে আমাদিগের অনেক সুখ স্বচ্ছন্দ হইয়াছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ বিষয়ে আমরা স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদিগের শাস্ত্রের আর সে প্রভুত্ব নাই। এখন ইংরাজ রাজপুরুষদিগের হস্তে তাহার পরমায়ু। হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ মুসলমান বা খৃষ্টান হয়, শাস্ত্রকারেরা তাহার ধনাধিকারের ব্যবস্থা দেন নাই। শাস্ত্রানুসারে তাহারা পতিত হয়। কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষেরা ঐ সকল পতিতকে ধন দিতেছেন। ব্যভিচারিণী ধনাধিকারিণী হইলে তাহার অধিকার যায় না, ইংরাজ রাজপুরুষেরা আজি কালি শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এই একটী নূতন মত প্রচার করিয়াছেন। শাস্ত্রকারেরা আমাদিগকে স্বোপার্জ্জিত ধনের যে যথেচ্ছ বিনিয়োগ ক্ষমতা দিয়া গিয়াছেন ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাহাও রহিত করিলেন। এ সকল ত অল্প কথা। এখন তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে আমাদিগের ধাতু ও প্রকৃতিরও পরিবর্ত্ত করিতে হইতেছে। কতকগুলি ইংরাজ সিদ্ধান্ত করিলেন, এদেশ গ্রীষ্ম প্রধান, এখানকার লোকে গ্রীষ্ম কালেই পরিশ্রম করিতে পারেন, শীত কালে পারেন না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া শীতকালে বিদ্যালয় বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা যে গ্রীষ্ম কালে খাটিতে পারি না, শীত কালে খাটিতে পারি, তাহাঁরা তাহা বুঝিলেন না। তাঁহাদিগের মতানুসারে আমাদিগকে স্বভাব বদলাইতে হইল। এই প্রকার স্বভাব বদলাইয়াই বা নিস্তার পাই কৈ? আবার কতকগুলির মত এই, গ্রীষ্মকালে আমাদিগকে পর্ব্বত বাস করিতে হইবে। আমরা শুনিলাম লাড ইউলিক ব্রাউন পাইক পাড়ার প্রসিদ্ধ মৃত রাজা প্রতাপ সিংহ ও ঈশ্বর সিংহের পুত্রদিগের প্রতি আদেশ দিয়াছে, তাহাদিগকে দারজিলিঙে যাইতে হইবে। বালকদিগের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন তাহাদিগের রোগ নাই, অসুখ নাই, সুস্থ শরীরে এ পর্ব্বত বাস রোগ কেন? এ কাঁদুনিতে কি ফল হইবে। আমরা উপরে কহিয়াছি, সাহেবের ইচ্ছায় আমাদিগকে ধাতুপরিবর্ত্ত করিতে হইবে। ইউলিক ব্রাউনের ইচ্ছা হইয়াছে, পর্ব্বতে যাইতে হইবে। অতএব যাইতেই হইবে, তাহার কি অন্যথা আছে? সিমলায় না পাঠাইয়া দারজিলিঙে পাঠান হইতেছে কেন? আমরা ত ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। কেহ কেহ বলেন, যিনি ঐ বালকদিগকে শিক্ষা দেন, তাঁহার বিবির পীড়া হওয়াতে ডাক্তরেরা তাঁহাকে দারজিলিঙে গিয়া থাকিতে বলিয়াছেন। সাহেবকেও সেই সঙ্গে যাইতে হইতেছে এই কারণে বালকদিগকেও তথায় যাইতে হইবে। এ কারণে আমাদিগের বিশ্বাস জন্মিল না। আমরা লাড নর্থব্রুকের উপরেই ইহার অনুসন্ধানের ভার সমর্পণ করিলাম। যদি এটী বাস্তবিক কারণ হয়, উহার তুল্য অদ্ভুত ব্যাপার আর নাই।

বিবিধ সংবাদ।

২৮ এ বৈশাখ সোমবার।

ডের ইস্মাইল খাঁর নিকটস্থ সীমায় যে সকল ওয়াজিরি সর্ব্বদা উপদ্রব করিত টঙ্কের নবাব উহাদিগের ১১০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

যে [illegible]দিগের দমনার্থ সম্প্রতি গোহাটির একদল দেশীয় পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, উহারা পোরখণ্ডের রাজ্যে লুণ্ঠনাদি আরম্ভ করিয়াছে। এই জাতির উপদ্রব বৃত্তান্ত সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, এ কালে ইহাদিগের উপদ্রবের নিবারণ জন্য এমন কোন উপায় বিধান কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি অটকে কিছু অধিকক্ষণ স্ফূর্তি [illegible] গিয়াছে।

[illegible] প্রধানতম কমিশনর টেম্পি-

গ্রাফ করিয়াছেন, টাঙ্গিকুর পত্তন এবং উহার যাবতীয় অধিবাসীর হত্যা সংবাদ লইয়া প্রিন্স হোসেনের নিকটে দূত গিয়াছে।

রাজা সলিমারের মৃত্যু হইয়াছে।

রুশীয়া খিবাযুদ্ধে কোন্ ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রের সংবাদদাতাকে যাইতে দিবেন না বলিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার মধ্যেই মর্নিং পোষ্ট নামক সংবাদ পত্র একজন সংবাদ দাতাকে টিহরণে প্রেরণ করিয়াছেন। রুশীয় সৈন্যদিগের পূর্ব্বে খিবায় উপস্থিত হইবেন এই আশায় তিনি টিফমান দেশ দিয়া যাইতেছেন। যথেচ্ছ ব্যবহারের ব্যাঘাত হইবে এই আশঙ্কায় কি রুশীয়া সংবাদদাতার গমনের নিষেধ করিয়াছেন।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি ২রা যে সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, রবিবার রাত্রিতে পাতিয়ালার রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাইর হিন্দুরা অত্যন্ত গোঁড়ামি আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যাক বে কোম্পানির কার্য্য জন্য অধিক সংখ্য মৎস্য নষ্ট হওয়াতে তাঁহারা মাকাল দেবের সন্তোষার্থ ব্যাক বের তীরে একমাস ধরিয়া ধর্ম্মোৎসব করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ১০৮ জন ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া সমুদ্রতীরে একটী অগ্নি কুণ্ড করিয়া প্রতিদিন উহাতে ঘৃত তৈল চন্দন কাষ্ঠ প্রদান করিবেন। শেষ দিবসে ৪।৫ মণ ঘৃত উহাতে ঢালিয়া দেওয়া হইবে, উহা স্রোত বহিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িবে। ইহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায় নাম দিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, আগামী শীতকালে পুনার নিকটে সৈন্যদিগের একটী শিক্ষা শিবির হইবে। ইহাতে প্রায় ১০।১২ হাজার সৈন্য সমবেত এবং প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে। একে সৈনিক ব্যয়েই লোকে মারা যায় তাহার উপরে আজি কালি আবার এই একটী নূতন ব্যয় বৃদ্ধি গোদের উপর বিস্ফোটকের ন্যায় হইয়াছে।

কিছু দিন পরে মান্দ্রাজে একটী ফল ও পুষ্পের প্রদর্শন হইবে উহাতে পুরস্কার দানার্থ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ৫০০ টাকা দিয়াছেন। যখন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় কৃষিজাত দ্রব্যাদির উন্নতি পক্ষে যত্নবান বলিয়া ভাণ করেন, তখন তাঁহার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

প্রায় দুই মাস হইল পোর্ট ব্লেয়ার হইতে যে ৪ জন কয়েদি পলায়ন করে এবং মান্দ্রাজে উত্তীর্ণ হয়, উহারা ধৃত হইয়াছে।

সর্দার আকুব খাঁর পরিবারবর্গ হিরাটে তাঁহার নিকটে গিয়াছেন। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে আমীর তাঁহাকে হিরাট হইতে আনয়ন করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা সমূলক নহে।

২৫এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

মুলমীনে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে। এরূপ জলকষ্ট আর কখন সেখানে হয় নাই।

চান্সেলর নামক এক খানি ষ্টীমার সুএজ খাল দিয়া ২৮ দিন ৮ ঘণ্টায় লিবারপুল হইতে বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছে। সুয়েজ খাল হওয়াতে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অনেক নৈকট্য হইয়াছে।

কোন উকীলকে ঋণের জন্য আদালতে গ্রেপ্তার করা যায় কি না, সম্প্রতি এই এক প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। জজ উকীলের অনুকূলে মত দেওয়াতে এবিষয় হাই কোর্টের বিচারার্থ অর্পিত হইবার কথা হইতেছে।

সেদিন মিলার সাহেবের নিকটে একটী কৌতুকাবহ মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। দুইজন দেশীয় স্ত্রীপুরুষ প্রকাশ্য রাস্তায় পরস্পর বিবাদ করিয়াছিল। বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে স্বামী বলিল সে কোন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইতে চায়, তাহার স্ত্রী যাইতে নিষেধ করে, সে নিষেধ না মানিয়া যেমন যাইতেছিল তাহার স্ত্রী রাস্তায় আসিয়া তাহাকে ধরে, তাহাতেই বিবাদ হইতেছিল। মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, বাহিরে না আসিয়া ঘরে বিবাদ মিটাইয়া নিমন্ত্রণে গেলেই হইত। এই বলিয়া উহাদিগের প্রত্যেকের দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। এই মকদ্দমাটী যেরূপ কৌতুকাবহ মিলার সাহেবের কৃত মীমাংসাটীও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তিনি দুই জন দণ্ড করিলেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্দোষেরই দণ্ড হইল. আবার প্রকৃত দোষীই দণ্ড মুক্ত হইল।

সেদিন অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব রাজার এক জন বেগমের প্রায় ৩০ হাজার টাকার অলঙ্কারাদি চুরি যায়। বেঙ্গল পুলিস চোরদিগকে ধরিয়াছেন। অপহৃত দ্রব্যের অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছে। আরো অনুসন্ধান হইতেছে। বেঙ্গল পুলিস এই রূপ চোর ধরিতে পারেন।

সম্প্রতি সুরাটে অগ্নিকাণ্ড হইয়া ১০০ গৃহ ও প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়াছে।

২৬ এ বৈশাখ বুধবার।

ইংলিসম্যান বলেন, কএম্ বিটুর হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইবার জন্য যে এক ক্যারিজ কোম্পানি আছে উহার বন্দোবস্ত বিষয়ে কতক উন্নতির চেষ্টা হইতেছে. ইহার কারণ এই সম্প্রতি লার্ড হবার্ট যখন পর্ব্বত প্রদেশে গমন করেন, কনুরে গিয়া তাঁহার কয়েকটী বাক্স অপহৃত হয়। লার্ড হবার্টের বাক্স চুরি গিয়াছে বলিয়াই এই উন্নতি চেষ্টা হইতেছে, নতুবা বোধ হয় হইত না। ইংলণ্ডের লোকেরা বলেন যদি রেলে পড়িয়া একজন রেলওয়ে ডাইরেক্টরের মৃত্যু হয় তাহা হইলে রেলওয়ের দুর্ঘটনা সকল কমিয়া যায়। বড়লোক বিপদে পড়িলেই দীন হীনের মঙ্গল হইবার পথ হয়।

সিমলাবাসিদিগকে আর কেবল বিয়ার ও ক্লারেটের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার তথায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি এবং অশনিপাত ও শিলা বর্ষণ হইয়া গিয়াছে।

সর উইলিয়ম এবং লেডি মিউর গত সোমবার আলাহাবাদ হইতে নইনিতাল যাত্রা করিয়াছেন। বড় লোকেরা পরের স্কন্ধে বিলক্ষণ আরাম লইতেছেন, মধ্যে সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের পত্র পূরণ করিবার সুন্দর পথ হইয়াছে।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন তথায় ভয়ানক শিলা বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। এবার সর্ব্বত্র হইতেই শিলা বর্ষণ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

বোম্বাই প্রদর্শনে কতক লাভ হইয়াছে। টিকিট প্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা যত টাকা আয় হয় সমুদায় ব্যয় বাদে উহা হইতে ২০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। অন্য লাভ দূরের কথা নগদ লাভই লাভ। ঐ টাকা দ্বারা কোন সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

গত সপ্তাহে পঞ্জাবে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

২৭ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

৩রা মে পর্য্যন্ত যে প্রাদেশিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, বর্দ্ধমান বিভাগে সাধারণে বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে অন্যান্য শস্যের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে; কিন্তু শিলাবর্ষণ হওয়াতে তিল ও তুলার কতক ক্ষতি করিয়াছে। জ্বরের কতক প্রাদুর্ভাব আছে। বীরভূমে বসন্ত ও ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। ২৪ পরগণার স্থানে স্থানে বসন্ত জ্বর ও ওলাউঠা হইতেছে। রাজসাহী বিভাগে বৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে কৃষকেরে

অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে পাটের বড় ক্ষতি করিয়াছে। ঢাকায় শস্যাদির অবস্থা ভাল পীড়াদিরও বড় প্রাদুর্ভাব নাই। পাটনায় শিলাবর্ষণ নিবন্ধন শস্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

সীমান্তে নানা গোলযোগ ঘটিতেছে। বিপক্ষেরা মীর আলম খাঁর প্রায় সমুদায় দুর্গ অধিকার করিয়াছে। কেবল নাসারাভাবাদ অধিকার করিতে পারে নাই, তথায় মীর এক্ষণে রহিয়াছেন। ফিলানাদালি এবং জাহানাবাদ অবরোধ করিয়া উহারা মীরের প্রায় ২৫৭ লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে।

২৮ এ বৈশাখ শুক্রবার।

লার্ড ও লেডি হবার্ট উতকামুণ্ডে উপনীত হইয়াছেন, তত্রত্য জল বায়ু যদি সহ্য না হয় এই আশঙ্কা করিয়া কোনায় একটী বাটী লইয়া রাখা হইয়াছে। আমাদিগের রাজপুরুষগণের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ শাসনার্থ আইসেন নাই, পীড়িত হইয়াই বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ এদেশে আসিয়াছেন।

ডি, রিচার্ডস সাহেব কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা সর্প দংশনের চিকিৎসার যে পরীক্ষা করিতেছেন তাহার কয়েকটী বৃত্তান্ত এবারের ইণ্ডিয়ান মেডিকল গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। যে কয়েকটী পরীক্ষা হইয়াছে তাহার কোনটীতে জীবন রক্ষা হয় নাই বটে; কিন্তু দংশনের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা হইয়াছিল। একটী কুকুরের প্রতি এই পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে কুকুরটী ২৪ ঘণ্টারও অধিক কাল জীবিত ছিল।

২৯ এ বৈশাখ শনিবার।

এক্ষণে আবার শুনা যাইতেছে, রুশীয় সম্রাটের কন্যার সহিত ডিউক অব এডিনবরার নয়, প্রিন্স আর্থরের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিক্কা	১০২৮—১০২৮৵
৪	"	কোং	১০৩—১০৩ ০
৪॥	"	"	১০৬॥৵—১০৬৸৵
৪॥	"	"	১০৫॥০—১০৫৸০
৪॥	"	"	১০৫—১০৫।০
৫॥	"	"	১১০৸৵—১১১৵

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১ লা মে। গত কল্য বিএনার প্রদর্শন খোলা হইয়াছে। প্রিন্স অব ওয়েলস প্রিন্স আর্থর, জর্ম্মণ রাজ পুত্রগণ আষ্টিয়ার আর্চডিউকেরা এবং অন্যান্য রাজবংশীয়েরা উপস্থিত ছিলেন। বহু সংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিলেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানের উপকারিতা বিষয়ে সম্রাট এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন, এই উপকারিতা সাধারণ লোকের হিতৈষিতা এবং অন্যান্য জাতির সাহায্য সাপেক্ষ।

লণ্ডন ১ লা মে। ইটালিয় চেম্বার মন্ত্রিবর্গের প্রতিবন্ধকাচরণ সত্ত্বেও টারেণ্টাতে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ফাঙ্ক ব্যয় করিয়া একটী অস্ত্রাগার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে জর্ম্মণির জন্য ৫৫০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা মে। স্মিথ সাহেব অসাক্ষাৎ সংক্রান্ত করের আরো লঘূকরণ করিবার পূর্ব্বে রাজকীয় স্থানীয় ও সাক্ষাৎ সংক্রান্ত কর স্থাপন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় জানিবার জন্য যে প্রস্তাব করেন, দুই দিবস তর্ক বিতর্কের পর অদ্য কমন্স সভা এক বাক্যে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ইটালির মন্ত্রি সভা পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩ রা মে। সেনাপতি গারিবল্ডির ভয়ানক পীড়া হইয়াছে।

ফান্স জর্ম্মণিকে চতুর্থ কিস্তির টাকা দিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা মে। খিবা যুদ্ধের ওয়েমবর্গ সেনাদল মামাক্লোটানে উপনীত হইয়াছে।

চুস কট্টলষ্ট অগ্রবর্ত্তী সেনাদল অতি কষ্টে অগ্রসর হইতেছে। সৈন্য গণের স্বাস্থ্য প্রীতিকর।

রোম হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, রাজা মন্ত্রিগণকে পুনরায় পদ গ্রহণার্থ অনুরোধ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই মে। ডিব্লনের একটী সেতু যখন উহার উপরে লোক ছিল সেই সময় ভাঙ্গিয়া পড়াতে ৫০ জন জলমগ্ন হইয়াছে।

লণ্ডন ৬ ই মে। লার্ড বাটীতে জুডিকেচর বিল তৃতীয় বার পঠিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড প্রস্তাব করিয়াছেন ওয়াশিংটনের গিক্রেড কমিশন কানাডার সীমা স্থির করিবেন।

পোপ পুনরায় শয্যাগত হইয়াছেন ইটালির মন্ত্রিগণ পুনরায় স্ব স্ব পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ডন আলফন্সো এখনও স্পেনে রহিয়াছেন। কারলিষ্টেরা পুনঃ পুনঃ দূরীভূত হইতেছে তথাপি যুদ্ধে বিরত হইতেছে না।

লণ্ডন ৬ ই মে। ফসেট সাহেবের ডবলিনের বিশ্ব বিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি কমিটি দ্বারা গ্রাহ্য হইয়াছে।

পারস্যের সাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সর হেনরি রবিন্সনকে প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠান হইল।

—০ః০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ এপ্রেল। সিংহভূমের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত কাপ্তেন জে, এচ, গার্বেট সাহেব কটকের করদ মহালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অতিরিক্ত সহকারী হইবেন।

৩০ এ এপ্রেল। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট বিভাগের ভার প্রাপ্ত আফিসর গোবরডাঙ্গার দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার অতিরিক্ত সভ্য হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য ঝিনাদহ বিভাগের ভার পাইবেন।

১ লা মে। শ্রীযুক্ত ও, এ ষ্টক সাহেব কিছু দিনের জন্য শ্রীহট্টের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু তারিণী কুমার ঘোষ রাজসাহীতে বদলী হইলেন।

৫ ই মে। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অক্ষয় কুমার দে মুরসিদাবাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বেণী মাধব বসু বীরভূমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

শ্রীহট্টের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এ, বেড ফোর্ড সাহেব ঢাকায় বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ কোবান সাহেব ছোটনাগপুর ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সভ্য হইবেন।

৬ ই মে। নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর হইবেন।

শ্রীযুক্ত কাপ্তেন আর, সি. মান সাহেব।

শ্রীযুক্ত কাপ্তেন টি, এচ. লিউইন সাহেব।

শ্রীযুক্ত টি স্মিথ সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন।

শ্রীযুক্ত জে, সি গেডিস সাহেব প্রথম শ্রেণীতে বাখর গঞ্জের জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত জে, এস, আরমষ্টঙ সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে পুরীর প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সাসিরামের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

১ লা মে। বাবু অতুল বিহারী ঘোষ কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরার একজন প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

৬ ই মে। বাবু অভয়চরণ দে কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরার প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

শ্রীযুক্ত এল, ডবলিউ হারিসন সাহেব ময়মনসিংহের সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ

মৌলবী মুসলেমুদ্দীন তৃতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজের পদে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারেশ্বর রায় চতুর্থ শ্রেণীতে বাঁকুড়া সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফদিগের পদোন্নতি হইল।

দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে।

শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় জাহানাবাদে তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে . মৌলবী সায়দ আবদুল হোসেন তাজপুর ত্রিহুত।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় বি. এল বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালিতে তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

এ, ম্যাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি

—০—

আমাদিগের বাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। গত ১৫ ই মাঘের সোমপ্রকাশে অত্রত্য স্কুলসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা অনুবাদিত হইয়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত হয়। ডিরেক্টর প্রকৃত ঘটনা জানিবার নিমিত্ত দাক্ষিণ পূর্ব্ব চক্রের ইনস্পেক্টরের নিকট কৈফিয়ত তলব করেন। ইনস্পেক্টর আবার তাহা ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর সেই অনুবাদ স্কুলের সেক্রেটারির নিকট প্রেরণ করিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হয়েন। সেক্রেটারী স্কুলের গৌরব রক্ষার্থ আমাদিগের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিষয়ে ডেপুটী ইনস্পেক্টর কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। ইনস্পেক্টর ডিরেক্টরের নিকট যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। ইনস্পেক্টর সেক্রেটারির সহিত একমত হইয়া আমাদিগের লেখাকে মিথ্যাদূষিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা বিধেয় নয় বলিয়া আমরা যথাসাধ্য স্বমত রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র সমূহের অনুবাদক মহাশয়কে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি তিনি যেন ইহার সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেন। অন্যথা ডিরেক্টরের নিকট সোমপ্রকাশ ও তৎসম্বাদদাতা অপদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

অত্রত্য স্কুলের বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা নূতন নহে। স্কুলের অবস্থাগত অনুন্নতি দর্শনে আমরা অনেক বার সোমপ্রকাশে বিস্তর আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছি। সম্পাদক স্কুলের প্রতি মনোযোগ দিতে অবসর প্রাপ্ত হন না; এদিকে স্থানীয় লোকেও এবিষয়ে নিতান্ত ঔদাসীন্যভাব প্রদর্শন করেন। কিরূপে ছাত্র সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হয়, কিরূপে স্কুলের অবস্থা উন্নত হয়, কিরূপে ছাত্রগণ উৎসাহান্বিত হয়, এ গুলিতে তাঁহারা কিছু মাত্র মনোযোগ বিধান করেন না। আমরা অনেকবার এই অভিযোগ করিয়াছি প্রধান শিক্ষক কর্ত্তব্য শিথিল হইলে বিদ্যালয়ের অবস্থা যেরূপ হয়, বাইটঘর স্কুল তাহার বহিশ্চর হয় নাই। নানা কারণে ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক স্বকর্ত্তব্যে নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহার পদচ্যুতি ও বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ সময়ে স্কুলটী নিতান্ত ভগ্নদশায় পতিত হয়। আমরা গত ১৫ ই মাঘের সোমপ্রকাশে তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। সে সময়ে স্কুল যে নিতান্ত শোচনীয় দশা গ্রস্ত হইয়াছিল, এটী অবস্থাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক এক সময়ে বলিয়াছিলেন “ আমার কার্য্য গ্রহণ সময়ে স্কুলের অন্তর্জ্জলের কাল উপস্থিত হইয়াছিল। ” অধিক কি সেক্রেটারিও প্রধান শিক্ষককে বলিয়াছিলেন, স্কুলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ লক্ষিত হইতেছে, আপনি ইহার প্রধান শিক্ষকতা গ্রহণ করিলে আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইব। এই বাক্য গুলি কি স্কুলের তদানীন্তন সময়ের উন্নতির পরিচায়ক? সাধারণে ইহাতে কি স্কুলকে উন্নত ও উৎকৃষ্টাবস্থ বলিবেন? কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি এই শোচনীয় দশা দর্শনে ব্যথিত না হন। আমাদিগের অপরাধ এই, আমরা স্কুলের সেই শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ইহাতে কি বিদ্রোহিতা প্রকাশ পাইয়াছে? এটী কি আত্মীয়তার লক্ষণ নয়? যাহারা অভ্যন্তরীণ অনুন্নতি প্রদর্শন করিয়া উপশান্তি কামনা করে, তাহারা কি শত্রু? পক্ষান্তরে যাহারা বিষমিশ্র পদার্থ অমৃতময় বলিয়া প্রশংসা করে, তাহারা [illegible] লোক এটী আমরা সুযোগ্য সেক্রেটারি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছি। নীতিশাস্ত্রকারেরা তাহাদিগকে কি গূঢ় শত্রু বলিয়া উল্লেখ করেন নাই?

কেবল যে সেক্রেটারি ও প্রধান শিক্ষকই সে সময়ে স্কুলের অবস্থা অপকৃষ্ট বলিয়াছেন এরূপ নয়, ডেপুটী ইনস্পেক্টরগণও স্কুল দেখিয়া মধ্যে মধ্যে অসন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিদ্যাধরচন্দ্র দাস গত ১৮৭২ অব্দের ২৯ এ জানুয়ারি অত্রত্য স্কুল পরিদর্শন করিয়া নিতান্ত অসন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা শ্রেণীর কোন ছাত্রও একটী প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। প্রধান পণ্ডিত সে সময়ে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছিলেন তন্নিবন্ধন স্কুল নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লিখিত সময়ে ইংরেজী শ্রেণীতে তিনটী মাত্র ছাত্র ছিল!!! ইহাদিগের মধ্যে একটী কিছু উন্নতি প্রদর্শন করে। প্রধান শিক্ষক এই তিনটী ছাত্রের অধ্যাপনা [illegible] ছিলেন!! বঙ্গবিভাগের প্রতি মনোযোগ বিধান করিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই! এই ত ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষকের কর্ত্তব্য পরায়ণতা!!!

তৎপরবর্ত্তী ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু উমাকিশোর রায় গত ১৮৭২ অব্দের ১৪ এ আগষ্ট এই স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া লিখিয়াছেন;—আমি ইংরাজী বিভাগের সমুদয় ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করিলাম। ইহাতে আমি কিছুমাত্র সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না। ছাত্রগণের শব্দোচ্চারণ ও বর্ণ বিন্যাস প্রণালী নিতান্ত অপকৃষ্ট ও অসন্তোষ জনক। গত ১৮৭২ অব্দের ২৮ এ ডিসেম্বর উক্ত ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় এই স্কুল পরিদর্শন করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া যান। সেদিন বিক্রমপুরের [illegible] ডেপুটী ইনস্পেক্টার স্কুল পরিদর্শন করিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্কুলের অবস্থা অপকৃষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রধান পণ্ডিত নিতান্ত কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি। কেবল ইঁহারই অধ্যবসায় ও অধ্যাপনা গুণে এই স্কুল হইতে প্রতিবর্ষে দুই একটী ছাত্র বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ইনিও একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমি না থাকিলে এক সময়ে বাইটঘর স্কুলের লয় হইত। এতদ্ব্যতিরিক্ত [illegible] [illegible] অবগত হইয়াছি সেক্রেটারী ও মধ্যে মধ্যে স্কুলের অবস্থা মন্দ বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ইহাতে কি আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য পরিস্ফুট হইতেছে না? [illegible] জাজ্বল্যমান প্রমাণ থাকিতেও [illegible] গকে মিথ্যাপবাদে দূষিত করা কি [illegible] পেত কার্য্য? যিনি এরূপ ন্যায়ের [illegible] করেন তিনি কি সমাজের নিকট [illegible] ও ঈশ্বরের নিকট [illegible] [illegible] আমরা শত্রুতা কি দেশের [illegible]

স্কুলের অবস্থা নিন্দাবাদ করি নাই। বিদ্যালয়ের ভাবী আয়তির আশায় সঙ্কিত হইয়াই আমরা উক্তরূপ লিখিয়াছিলাম।

১৫ ই মাঘের সোমপ্রকাশে ইংরাজী শ্রেণীর বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও অযথার্থ নহে। প্রধান শিক্ষক যখন কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন উক্ত শ্রেণীতে একটী ছাত্র ছিল না। যাহারা ইংরেজী বিভাগে ছিল, তাহারা নানা কারণে উক্ত বিভাগের প্রতি হতাশ্বাস হইয়া বাঙ্গালা বিভাগে প্রবেশ পূর্ব্বক বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রদান করে। শুনিয়াছি সেক্রেটারীও মধ্যে মধ্যে ইংরাজী শ্রেণীর প্রতি অনাদর হইয়া স্কুলটিকে কেবল বাঙ্গালা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। এই সকল কারণেই আমরা বলিয়াছিলাম, যখন ইংরাজী বিভাগটী অসময় দশা গ্রস্ত হইয়াছে, তখন উহার পোষণার্থ অনর্থক প্রতিমাসে ৩০ টী টাকা ব্যয় করিবার আবশ্যকতা নাই। যাইটঘর স্কুলে একেবারে ইংরাজী বিভাগ না থাকে, এটী আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। এই স্কুলে উন্নতাবস্থাপন্ন ইংরাজী বিভাগ থাকলে আমরা সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট নই। যাইটঘর স্কুল উন্নত শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলরূপে পরিণত হউক তাহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদ প্রকাশ করিব। এটী সেক্রেটারীর গৌরবের বিষয় যাইটঘরের গৌরবের বিষয় এবং আমাদিগের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ চক্রের ইনস্পেক্টার যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা নিরতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। অপর কেহ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমরা লেখনীর ব্যায়াম কিয়ৎ ক্ষান্ত হইতাম; কিন্তু যখন ক্লার্ক সাহেবের ন্যায় লোক উৎপথগামী হইয়াছেন, তখন আর আমরা স্থির থাকিতে পারিলাম না। ডিরেক্টার যখন তাঁহার প্রতি অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার স্বয়ং অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ছিল। আমরা স্থানীয় লোক হইয়া ও চক্ষে ঘটনা দর্শন করিয়া যে বিষয় প্রকাশ করিলাম, তিনি সুদূর গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রাসাদে উপবিষ্ট থাকিয়া লেখনীর এক আঘাতে তাহা নিরাকরণ করিলেন, এটী সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। ইনস্পেক্টার মহাশয় স্বয়ং সে পথ অবলম্বন করিলে ঘটনার অনভিজ্ঞ, সেইরূপ অবস্থা [illegible] সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি বৈকুণ্ঠ বাবু যাইটঘরের [illegible]? যাইটঘর স্কুলের অবস্থা বিষয়ে কি তিনি অবগত আছেন? কখন কি তিনি এই স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন? ইনকম ট্যাক্সের অ্যাসেসর হওয়াতে মান্ধাতার আমলে একবার মাত্র যাইটঘরে তাঁহার শুভাগমন হইয়াছিল!!! কিন্তু তখন যে স্কুল দেখিয়াছিলেন তাহা ত আমাদিগের স্মরণ হয় না। স্কুল দেখিলেও স্কুলের তাদানীন্তন উন্নত অবস্থায় প্রীত হইয়া থাকিবেন। সে অবস্থার সহিত বর্ণিত অবস্থার তুলনা করা বিবেচনা সঙ্গত নহে। আমরা দুঃখিত হইলাম, বৈকুণ্ঠ বাবু নিতান্ত উপযুক্ত ও বিবেচক হইয়াও হঠাৎ একটী অন্যায় মত প্রকাশ করিয়াছেন। এটী ধীরজনোচিত কার্য্য নহে। বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই, আমরা বহু দিন হইতে ক্লার্ক সাহেবকে একজন উপযুক্ত ও উদার ইনস্পেক্টর বলিয়া জানিতাম; কিন্তু তাঁহার লিখিত রিপোর্টখানি পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছি। রিপোর্টখানি হইতে অনুদারতার গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন, দেশীয় সম্বাদপত্রসমূহে যেরূপ জঘন্য বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, সংবাদদাতার লেখাও তাহার অন্যতম সন্দেহ। একজন ইনস্পেক্টরের এরূপ বাক্য মার্জ্জনীয় নহে।

ক্লার্ক সাহেব সেক্রেটারির সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তদ্বিষয়ে তাঁহার সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিতেছি। সেক্রেটারি পূর্ব্ব বাঙ্গালার একজন আদর্শভূত জমীদার সন্দেহ নাই। তিনি বিবিধ সদ্‌গুণগ্রামবলে সমকালবর্ত্তী সহযোগিদিগকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিনয় নম্রতা প্রভৃতি গুণের অভিবাদন করিতেছি, সদ্বিবেচনা ও সাধু ইচ্ছা প্রভৃতির প্রশংসা করিতেছি এবং বিশুদ্ধতা ও সচ্চরিত্রতা প্রভৃতিগুণনিচয়কে নমস্কার করিতেছি। ফলতঃ আমরা শ্যামাশঙ্কর বাবু হইতে অনেক প্রত্যাশা করিয়া থাকি। তিনি এই নবীন বয়সে যেরূপ পবিত্রতা দ্বারা আলোকিত হইয়াছেন তাহা সচরাচর সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সত্য কথা বলিতে কি তিনি যাইটঘরের একটী রত্ন স্বরূপ। তিনি সময়ে সময়ে যেরূপ উদারতা ও মহানুভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা নিতান্ত অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। শ্যামাশঙ্কর বাবু এইরূপ গুণমণ্ডিত হইয়াও সমুদায় বিষয়ে সমান মনোযোগ বিধান করিতে পারেন না। এই নিমিত্তই আমরা তাঁহাকে শিথিলপ্রকৃতি বলিয়াছিলাম।

সেক্রেটারি উক্তরূপ বহু গুণের আধার হইয়াও সত্যকে আচ্ছাদিত করিতে যেরূপ অযথা প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা আমাদিগের একান্ত অরুচিকর ও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যদি স্কুলের পূর্ব্বতন অবস্থাগত অবনতি স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান উন্নতি প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বাক্য অপেক্ষাকৃত গৌরবান্বিত ও হৃদয়হারী হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি স্বয়ং উৎপথগামী হইয়া আমাদিগকে মিথ্যাপবাদে দূষিত করিয়াছেন। এটী নিতান্ত বিস্ময় ও ক্ষোভের হইতেছে। তিনি স্কুলের কর্ত্তা ও বিধাতা। আমরা তাঁহার নিকট স্কুলের অবনতির অভিযোগ করিয়া উপশান্তি প্রার্থনা করিলাম; তিনি ইহাতে অমর্ষান্বিত ও অধীর হইয়া আমাদিগকে বালকত্বসুলভচপলপ্রকৃতি বলিয়া দূর করিয়া দিলেন!!! এটী তাঁহার তারুণ্যবিলসিত উষ্ণতার পরিচায়ক। কিন্তু জ্বলন্ত সূর্য্যকে নিরোধ করা কাহার সাধ্য? জ্বলন্ত হুতাশনকে আচ্ছাদিত করা কাহার সাধ্য? জ্বলন্ত সত্যকে অপহ্নুত করা কাহার সাধ্য? যিনি ইহা করিতে হস্তপ্রসারণ করেন, তিনিই দগ্ধহস্ত হন সন্দেহ নাই। সত্য এক দিন অবশ্যই দ্বিগুণতর প্রভায় প্রতিভাসিত হইবে। আমরা এক দিন অবশ্যই সান্ত্বনা পাইব। ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি সম্পাদককে সাধুপথে পরিচালিত করিয়া প্রকৃত সত্যের প্রকাশ করুন। আমরা বহুবার এই সোমপ্রকাশে তাঁহার দাতৃত্ব প্রভৃতি গুণের প্রশংসাবাদ করিয়াছি। সোমপ্রকাশের ফাইল খুলিলে তৎসমুদায় দৃষ্ট হইবে। নিতান্ত দুঃখসহকারে জানাইতেছি প্রস্তাবিত বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তিনি এবার অনল ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ দগ্ধ করিয়াছেন। মহল্লোকের হৃদয়চুল্লী হইতে এরূপ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তাহা আমরা জানিতাম না।

যাহা হউক, আমরা এক্ষণে আহ্লাদসহকারে পাঠকগণকে জানাইতেছি, আমাদিগের লেখা সার্থক হইয়াছে। আয়তি ফলোন্মুখী হইয়া আমাদিগকে অভিনন্দন করিতেছে। যে ইংরাজী বিভাগে একটী মাত্র ছাত্র ছিল না, বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষকের অধ্যবসায় ও উৎসাহগুণে এই কয়েক মাসে তাহাতে ১৮ জন ছাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এবারেই একজনের মাইনর পরীক্ষা প্রদানের সম্ভাবনা আছে। প্রধান শিক্ষক তরুণবয়স্ক। নব প্রতিভাসমান উৎসাহ ও অধ্যবসায়গুণে ইহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ। নব

উৎসাহের বলে ইনি স্কুলকে নবজীবন প্রদান করিতেছেন। বঙ্গবিভাগের অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষকর। আমরা অনেকবার স্বয়ং স্কুলে যাইয়া প্রধান শিক্ষক ও পণ্ডিতের অধ্যাপনা নৈপুণ্য দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমরা এক্ষণে ঈশ্বর সমীপে স্কুলের নবজীবনদাতা এই শিক্ষকদ্বয়ের মঙ্গল কামনা করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

২। এবার এখানে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। এতন্নিবন্ধন কৃষি কার্য্যের বিলক্ষণ সুবিধা। কৃষাণগণ মহা আহ্লাদসহকারে ধান্য বপন করিতেছে। কৃষকদিগের এই আহ্লাদ দর্শনে আমাদিগেরও আহ্লাদের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদ আসিয়া অন্তঃকরণ কালিমময় করে। হতভাগ্যগণ এই অস্থিভেদী পরিশ্রম করিয়া যাহা সঞ্চয় করিবে; জমীদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার প্রভৃতির ঋণ পরিশোধ করিতেই তৎসমুদয় প্রায় নিঃশেষিত হইবে। অবশিষ্ট অংশ আবার দুরন্ত রোড় সেসে উড়াইয়া দিবে।

—:০:—

আমাদিগের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এক ব্রাহ্মণ আসাম হইতে কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া নবিগঞ্জে আইসে। সেখান হইতে বাটী যাইবার নিমিত্ত এক খানা নৌকা ভাড়া করে। নৌকায় তিনজন চণ্ডাল মাল্লা ছিল। অর্থ লোভে পাপিষ্ঠেরা নদীর এক নির্জ্জন স্থানে নৌকা লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণকে হত্যা করে ও তাহার মৃতদেহ নদীতীরে পুতিয়া রাখে। অনেক দিবস পরে হত্যাকাণ্ড প্রকাশ হইয়া ঐ নিষ্ঠুরেরা ধৃত হইলে ব্রাহ্মণের অস্থি ঐ নদীতীরে পাওয়া যায়। সেসনের বিচারে উক্ত পাপিষ্ঠদের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

শ্রীহট্টে ১৩৮ টী প্রাইমেরী স্কুল হইবার জন্য আদেশ হয়। তন্মধ্যে প্রায় ১২৫ টী স্থাপিত হইয়াছে। বাকী কয়েকটীও অল্প দিবসের মধ্যেই স্থাপিত হইবে। উক্ত স্কুল সকল পরিদর্শনার্থ এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সদরলাণ্ড সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট তিন জন সব ডেপুটী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন। সেখান হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিলেই উক্ত ইনস্পেক্টর সকল নিযুক্ত হইবে। আমরা ভরসা করি সদরলেণ্ড সাহেব উক্ত কর্ম্মে এজেলার লোকদিগকেই নিযুক্ত করিবেন। কেননা এজেলার লোক দ্বারা এ জেলার যতদূর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ভিন্ন জেলার লোক দ্বারা তত দূর হইবার নহে। বিশেষতঃ স্বদেশের কার্য্যে স্বদেশীয় লোকদিগেরই দাওয়া অধিক।

অত্রত্য মিশন স্কুল উঠিয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টের পরম বন্ধু মৃত মহাত্মা প্রাইজ সাহেব এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করেন। কলিকাতায় যেরূপ হেয়ার সাহেব হইতে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রচার হয় শ্রীহট্টেও সেইরূপ প্রাইজ সাহেব হইতে বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ হয়। তাঁহার স্কুল হইতে এই শ্রীহট্টের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যদিগের সাধারণ সভা।

গত ৯ ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘণ্টার সময় মৃত বাবু নীলমণি মিত্র মহাশয়ের ভবনে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের এক সাধারণ সভা হয়। সমাজের ২২ জন সভ্য এবং অপর কতকগুলি ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সোমপ্রকাশ হইতে বিজ্ঞাপন পাঠ করিলেন এবং বলিলেন যে, সকল সভারই কর্ম্মচারী প্রতি বৎসর নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং তদনুসারে ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজেরও কর্ম্মচারী পূর্ব্বে বর্ষে বর্ষে নিযুক্ত হইত। কিন্তু সভ্যগণের অমনোযোগ বশতঃ উক্ত নিয়মানুসারে কয়েক বৎসর কার্য্য না হওয়াতে পুরাতন কর্ম্মচারিগণ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিরজীবনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর করণার্থ গত বৎসর নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা নূতন অধ্যক্ষগণের হস্তে সমাজের কার্য্যভার অর্পণ করেন নাই। আবার নূতন বর্ষ উপস্থিত। নব বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই সভা করা হইয়াছে। গত বর্ষের অধ্যক্ষগণ সমাজের কার্য্যভার আপনাদিগের হস্তে লইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এ বৎসর যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদিগকেই বা কি করিতে হইবে ইহাও এই সভার বিবেচ্য।

পরে সভাপতি মহাশয় সভাকে জ্ঞাত করিলেন যে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় চৌধুরী এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল প্রস্তাব এই সভার বিবেচ্য তাহাতে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ অভিমত আছে। তৎপরে তিনি সম্পাদককে গত বর্ষের আয় ব্যয় বিবরণ এবং গত বর্ষের সাধারণ সভার পর উভয় বিবাদি দলের পরস্পর যে সকল পত্র লেখা হয় তৎসমুদয় সভার অবগতির নিমিত্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করায় সম্পাদক তদনুরূপ কার্য্য করিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র এই প্রস্তাব করিলেন যে "সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ১২৮০ সালের জন্য নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হন:—

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু
" প্যারীলাল ঘোষ
" উমাচরণ দাস — অধ্যক্ষ
" শিতিকণ্ঠ মল্লিক
" শিতিকণ্ঠ মল্লিক সম্পাদক"

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন, সর্ব্ব সম্মতিক্রমে তাহাই অবধারিত হইল।

শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক এই প্রস্তাব করিলেন যে "উক্ত কর্ম্মচারিগণকে সমাজে

স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে সভ্যগণের স্বত্ব সপ্রমাণ করিয়া তৎসমুদয় দখল পাইবার জন্য দেওয়ানী বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।" তিনি স্বপক্ষ সমর্থনার্থ নিম্ন লিখিত ৪ টী যুক্তি প্রদর্শন করিলেন।

প্রথম। গত বৎসর নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার মানসে সভ্যদিগের সাধারণ সভা করিবার প্রস্তাব হইলে পুরাতন কর্ম্মচারিগণ এবং আর কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এক টুষ্টডীড্ বিধিমত লিখিত পঠিত করিয়া রেজষ্টারি করেন। ঐ ডীড্ দ্বারা সমাজের কার্য্য ও সম্পত্তি সম্বন্ধে সভ্যগণের সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার হরণ করিয়া তৎসমুদয়ে কেবল তাঁহাদিগের স্বত্বাধিকারের সৃষ্টিকরা হইয়াছে। তাঁহাদিগের কার্য্য সকল আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে তাঁহারা কয়েক জনেই সমাজে একাধিপত্য করিতে চান এবং আর সমুদায় সভ্য তাঁহাদিগের ইচ্ছার অধীনে থাকেন। ব্রাহ্ম-সমাজে এরূপ একাধিপত্যকে স্থান দেওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য হয় না। যে ব্রাহ্ম সমাজে কোন গ্রন্থের বা কোন উপদেবতার বা অবতার বিশেষের আধিপত্য নাই, যে ব্রাহ্ম সমাজ আত্মার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন, সেই ব্রাহ্মসমাজে মনুষ্যের একাধিপত্য ইহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় স্তব্ধ হয়।

দ্বিতীয়। ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য প্রণালীর অবধারণ করিবার ও তাহার উদ্দেশ্য অনুসারে তাহার সম্পত্তি সমুদয় ব্যবহার করিবার সমাজের সভ্যগণের অধিকার আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে মহা আন্দোলন চলিতেছে এবং এ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে সক্ষম হয়েন নাই। সুতরাং বিচারালয় কর্ত্তৃক মীমাংসা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে এই প্রশ্নের মীমাংসা ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সমুদয় ভারতবর্ষে ১০৩ টী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকেরই উপাসনা গৃহ আছে। গত ৭ বৎসরের মধ্যে এই প্রকার চারিটী ঘটনা ঘটিয়াছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যগণ আপনাদিগের স্বত্ব ও অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর ও ঢাকার ব্রাহ্মগণও আমাদের ন্যায় বিপদে পতিত হন। সৌভাগ্যক্রমে উক্ত দুই স্থানের বিবাদ আপনা আপনি মীমাংসিত হইয়া যায় কিন্তু এখানকার বিজ্ঞ মহাশয়গণকে ধর্ম্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে অত্যাচার করিতে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম বুদ্ধি নিবারণ করে না সুতরাং রাজ দ্বারে যাওয়া ভিন্ন আর উপায় কি আছে।

তৃতীয়। প্রতিপক্ষগণের কার্য্য দ্বারা যে সমস্ত অনিষ্ট উৎপাদিত হইয়াছে, তৎসমুদয় নিবারণ করিবার ভার কেবল আমাদিগেরই হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এ সময় আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর কোন কালে আমরা কি আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষেরা ঐ অনিষ্টের প্রতিকার করিতে সক্ষম হইব না ও হইবেন না। আমরা এই স্থান বাসী ও এই সমাজের সভ্য; প্রকৃত প্রস্তাবে আমরাই ইহার রক্ষক ও টুষ্টী। এ সময় অবহেলা করিলে আপনাদিগের অনন্তরবর্ত্তী পুরুষদিগের নিকট কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটির জন্য আমাদিগকে অপরাধী হইতে হইবে।

চতুর্থ। ভাবিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে আমরাই ঐ সমস্ত অনিষ্টের কারণ। আমরা যদি এই আন্দোলন উত্থাপন না করিতাম, জঘন্য ও ঘৃণাকর ট্রষ্টডীডের সৃষ্টি হইত না। কাল সহকারে প্রতিপক্ষীয়েরা অপসৃত হইতেন, সমাজের কার্য্য ভার নিশ্চয়ই আমাদের হস্তে পতিত হইত। কিন্তু আমরা প্রতীক্ষা করিতে পারি নাই। কর্ত্তব্য ভার অতিশয় গুরু বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু এ অবস্থায় যদি আমরা ক্ষান্ত থাকি, এই আন্দোলনের পূর্ব্বে সমাজ যে দুরবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিল, তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক হীনাবস্থায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সমাজ সে অবস্থা হইতে আর কখন পুনরুত্থান করিতে পারিবে না।

পরে যাঁহারা রাজদ্বারে যাইতে নিষেধ করেন, প্রস্তাবকর্ত্তা তাঁহাদিগের কতকগুলি আপত্তির খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন যে কেহ কেহ বলেন এ প্রকার আচরণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কথার কোন অর্থই বোধগম্য হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে, যে সর্ব্বস্ব অপহৃত হইলেও ব্রাহ্মকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মের নিজের বিষয় সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন ঘটিত, তাহা হইলেও বরং এ কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিবাদাস্পদ সম্পত্তি সাধারণ সম্পত্তি। অতএব স্বার্থপরতাদোষে তাঁহারা কখনই অপরাধী হইতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন যে বর্ত্তমান সভ্যদিগের সমাজ গৃহে ধর্ম্মতঃ কোন অধিকার নাই। যে হেতু তাহার নির্ম্মাণ সময়ে তাঁহারা সভ্য ছিলেন না ও অর্থ সাহায্য করেন নাই। এ সমস্ত বাক্য সত্য হইলেও সভ্য মাত্রেরই যে সমাজগৃহে অধিকার আছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এমন কি যদি ঐ গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইত এবং তিনি ঐ গৃহ সমাজকে দান করিতেন, সভ্যদিগের তাহাতে অধিকার নাই এ কথা তাঁহার মুখেও ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ শোভা পাইত না। ফলতঃ কেবল সমাজ সংস্থাপকগণেরই অথবা তৎকালের সভ্যগণেরই ব্যবহারার্থ দাতৃগণ অর্থদান করিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বোধ হয় অযথার্থ ও অসঙ্গত কথা আর হইতে পারে না। প্রত্যুত প্রতিপক্ষগণেরই উক্ত গৃহে কোন অধিকার নাই। কারণ তাঁহাদের অধিকাংশই সমাজের মতাবলম্বী ও সভ্য নহেন। তাঁহাদের বর্ত্তমান আচরণ দেখিয়া সদ্বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। কেহ কেহ আরও বলেন ভদ্রলোকমাত্রেরই বিচারালয়ে যাওয়াকে ঘৃণা করা উচিত। সত্য বটে যে এ দেশীয় বিবাদকারিরা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অধর্ম্ম পথে পদার্পণ করেন; কিন্তু যেখানে এক দিকে মানী জ্ঞানী, ও ভদ্র লোক এবং অপরদিকে ব্রাহ্মগণ, সেখানে উক্তরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন এবং সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে তাহাই ধার্য্য হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঃ—

আমরা গত ৭ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে তেঁওথায় পোষ্ট আফিষ স্থাপন করিবার যে কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, গত ১৫ ই চৈত্রের অমৃতবাজার পত্রিকায় উ, ন, আ, স্বাক্ষরিত জনৈক পত্রপ্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পত্রপ্রেরকের মতে তেঁওথায় না হইয়া শিবালয়ে পোষ্ট আফিষ হওয়া বিধেয়। তিনি স্বমত নিরবলম্বনে রাখেন নাই। অদ্ভুত যুক্তিদ্বারা তাহার বিলক্ষণ সমর্থন করিয়াছেন। সে অদ্ভুত যুক্তি এই—পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতা গামী যাত্রিগণ শিবালয়ের ঘাটে খেয়া নৌকায় পার হয়; শিবালয় দিয়া ডাক ও সাধারণগম্য একটী রাস্তা গিয়াছে; শিবালয়ে একটী টেলিগ্রাফ্ আফিষ আছে, অত এব পোষ্ট আফিষ শিবালয়ে করাই কর্ত্তব্য। পত্রপ্রেরকের প্রদর্শিত কারণগুলি পোষ্ট আফিষের পক্ষে অনুকূল কি না বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যে যে কারণে পোষ্ট আফিষ স্থাপিত হইয়া থাকে, পত্রপ্রেরক তাহার একটীরও উল্লেখ করেন নাই। কেবল কতকগুলি প্রলাপবাক্যে স্বীয় পত্র খানি পরিপূর্ণ করিয়াছেন। রাস্তা আছে বলিয়াই কি শিবালয়ে পোষ্ট আফিষ করা উচিত? সাধারণে রাস্তা দিয়া গন্তব্য স্থানে যায়মাত্র। এই পথিকদিগের সহিত পোষ্ট আফিষের কি সম্বন্ধ? যাইবার সময়ে কি ইহারা দর্শনী দিয়া পোষ্ট আফিষের আয় বৃদ্ধি করিয়া থাকে? শিবালয়ে একটী টেলিগ্রাফ আফিষ আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু এই আফিষ চিরস্থায়ী নহে। বর্ষাসময়ে পদ্মার বেগে টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হয় বলিয়া গোয়ালন্দের অপর তীরবর্ত্তী শিবালয়ে একটী স্বতন্ত্র আফিষ করা হইয়াছে। কেবল বর্ষার কয়েক মাসই ইহার কার্য্য হইয়া থাকে। এই আফিষের সহিতও ডাকঘরের কোন সংস্রব নাই। শিবালয়ে পোষ্ট আফিষ হইলে পোষ্টের লাইনের সহিতও তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে যে ডাক ঢাকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়, তাহা যেমন গোয়ালন্দের ডাকঘরে না যাইয়া বরাবর পদ্মাপার হইয়া চলিয়া যায়, শিবালয়ে পোষ্ট আফিষ হইলেও সেইরূপ চলিয়া যাইবে। সুতরাং ইহার সহিত পোষ্ট আফিষের সংস্রব কোথায়? পত্রপ্রেরক একস্থলে বলিয়াছেন, শিবালয় যেরূপ গুলজার হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এখানে একটী পুলিষ ষ্টেষণ স্থাপন করাও কর্ত্তব্য। আমরা পত্রপ্রেরকের এইবাক্যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। শিবালয় কিসে গুলজার হইল? শিবালয়ে একটী অর্দ্ধসম্পন্ন সাধারণগম্য পথ ও নষ্ট চন্দ্রের মত এক খানি দোকান আছে মাত্র। পক্ষান্তরে তেঁওথায় একটী বৃহৎ বাজার ও স্কুল আছে। শিবালয় অপেক্ষা তেঁওথায় বহুসংখ্য ভদ্র লোকের বাস। তেঁওথায় প্রত্যহ অনেকসংখ্যক ডাকের চিঠিপত্র আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। শিবালয়ে কয়খানি ডাকের পত্র যায়? কয়খানিই বা তথা হইতে প্রেরিত হয়? এটী আমরা পত্র প্রেরককে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তেঁওথায় যে একটী ডাক বাক্স আছে, তাহাতে প্রতি মাসে ২০।২৫ টাকা আয় হইয়া থাকে। এই রূপ লাভ দেখিয়াই ঢাকা বিভাগের ইনস্পেকটীং পোষ্ট মাষ্টার ও জাফরগঞ্জের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার তেঁওথায় পোষ্ট আফিষ স্থাপন করিতে পোষ্টমাষ্টার জেনরেল মহোদয়কে অনুরোধ করিয়াছেন। বার্ত্তাবহ বিভাগের সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণ যখন তেঁওথাকে পোষ্ট আফিষ স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন সম্বাদ পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিবালয়ে পোষ্ট আফিষ স্থাপন করিবার নিমিত্ত চীৎকার করা বিড়ম্বনামাত্র। ফলতঃ শিবালয়ে এমন কোন লাভই নাই যাহাতে পোষ্ট আফিষ স্থাপিত হইতে পারে। যাহারা কেবল রাস্তার দোহাই দিয়া পোষ্ট আফিষ স্থাপনের প্রার্থনা করে, তাহাদিগের অপেক্ষা অদূরদর্শী ও অবিমৃষ্যকারী আর নাই।

পত্রপ্রেরক একস্থলে বলিয়াছেন, শিবালয়ে পোষ্ট আফিষ হইলে তেঁওথাবাসিগণের অনেক সুবিধা হইবে, কারণ তেঁওথা জাফরগঞ্জ অপেক্ষা শিবালয়ের অধিক নিকটবর্ত্তী। এটী স্তোভ বাক্য সন্দেহ নাই। এইরূপ স্তোভ বাক্যে অপরের চক্ষে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করা সামান্য প্রগল্ভতার লক্ষণ নহে। পত্রপ্রেরক যেরূপ তেঁওথাবাসিগণকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ শিবালয়বাসিদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতেছি, তেঁওথায় পোষ্ট আফিষ হইলে শিবালয় বাসিগণের যথেষ্ট সুবিধা হইবে, কারণ শিবালয় জাফরগঞ্জ অপেক্ষা তেঁওথার অধিক নিকটবর্ত্তী!!

আমরা অনেকবার সোমপ্রকাশে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তেঁওথায় পোষ্ট আফিষ স্থাপনের বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়াছি। পত্রপ্রেরক প্রশস্ত হৃদয়ে তাহার প্রতিবাদ করুন, তাহাতে আমাদিগের কিছু মাত্র ক্ষোভ নাই। কিন্তু তিনি পত্রমধ্যে যেরূপ চপলতা ও অধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিরতিশয় ক্ষোভের হইতেছে। প্রতিবাদ করিয়া স্বমত দৃঢ়তর করিতে হইলে যথোচিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করা বিধেয়। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, পত্রপ্রেরক প্রতিবাদ সময়ে এই গাম্ভীর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। অধৈর্য্যবিলসিত প্রতিবাদ কি হৃদয়গ্রাহী ও সিদ্ধান্তের প্রদর্শক হইয়া থাকে? ইহাতে কি প্রতিবাদকর্ত্তার নিরবচ্ছিন্ন শূন্যহৃদয়তা পরিস্ফুট ও গুণসমূহ অপহ্নুত হয় না?

পরিশেষে আমরা পত্রপ্রেরককে জানাইতেছি তেঁওথা বলিলে রায়ঘর বাইটঘর, ও সমাজঘর এই তিন খানি গ্রাম বুঝাইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক রায়ঘর তেঁওথা, বাইট ঘর তেঁওথা প্রভৃতি নামে গ্রাম অভিহিত হয়; কিন্তু এক্ষণে বাইট ঘরই তেঁওথা নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রেও বাইটঘরকে তেঁওথা বলিয়া লেখা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বাইটঘরে রেলওয়ে কোম্পানির যে একটী ষ্টেষণ ছিল, তাহার নামও "তেঁওথা হল্ট

ষ্টেষণ" রাখা হইয়াছিল। সুতরাং আমরা কেবল কর্তৃপক্ষের মতে [illegible] নির্দ্দিষ্ট পোষ্ট আফিস স্থাপনের প্রার্থনা সময়ে স্থানের নাম তেঁওথা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। বিশেষতঃ যখন স্থানীয় লোকে পোষ্ট আফিস স্থাপনের প্রার্থনা করিয়া পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকট একখানি আবেদন প্রেরণ করেন তখনও স্থানের নাম তেঁওথা বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে আমাদিগের তেঁওথায় পোষ্ট আফিস স্থাপনের প্রার্থনা করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে সহজেই বিবেচিত হইবে। কিন্তু গ্রামের প্রকৃত নামের অপহ্নব করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয় বলিয়া আমরা পত্রাদি লিখিবার সময়ে তেঁওথা বলিয়া লিখিয়া থাকি। "ঘাইটঘর" ঘাইটঘর নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইলে আমরা সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট নই।

স্কুলের সহিত আমাদিগের কোন সংশ্রব নাই। প্রধান শিক্ষক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পোষ্ট আফিসের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা উক্ত রূপ লিখিয়াছিলাম।

আমরা তেঁওথায় পুলিষ ষ্টেষণ স্থাপন করিবার প্রার্থনা করিয়াছি, পত্রপ্রেরক এ বাক্য কোথায় দেখিতে পাইলেন? এক জাফরগঞ্জের পুলিষ দ্বারা শান্তিরক্ষা সুসম্পন্ন হয় না বলিয়া আমরা তাহার একটী শাখা স্থাপন করিবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। তেঁওথায় পুলিষ ষ্টেশন করা হউক, এরূপ কথা সোমপ্রকাশের কোথাও লিখিত হয় নাই। এরূপ স্বকপোল কল্পিত বাক্যের প্রতিবাদ করা নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়। পত্রপ্রেরক অতঃপর সাবধান হইয়া পত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক তাহার প্রতিবাদ করিবেন। অন্যথা তাঁহাকে জনসমাজে উপহসিত হইতে হইবে।

ঘাইটঘর শ্রীঃ—

—০—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল সাহা বর্দ্ধমান ১০
" " হেমনাথ দত্ত—মজীলপুর ১০
" " রাজকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় জামসেটপুর কুঠী ১০
" " যুগলকিশোর দাস ছাতক ১১॥০
" " মনোহর মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ৫॥০
" " নরসিং দত্ত—কলিকাতা ১০
" " বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় চন্দ্রকোনা গোবিন্দপুর ১০
" " শ্যামাচরণ বিশ্বাস গোবিন্দপুর ৫॥০
রায় দীনবন্ধু মিত্র—সুকিয়া ষ্ট্রীট ১০
" " পুলিনবিহারি সেন বহরমপুর ১০
" " শ্যামাচরণ শ্রীমানী কলিকাতা ৫॥০
" " হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী—কলিকাতা ১০
" " আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস—রঙ্গপুর ৫॥০
" ,, কৈলাসচন্দ্রদাস বসু পটোলডাঙ্গা ১০

—ঃ০ঃ—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২ রা মে।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট ইঞ্চ
মোহানায়	২—৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	২—৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১—৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২—৪
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২—৭

সন ১৮৭৩ সালের ৫ ই মে বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
১	২

বহরমপুর ৫ ই মে ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ২১ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ৭ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৩। ১৯ এ মে।

মফস্বলে মাস্থল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।৷০ টাকা।

সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, গর্ভাশয় বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহু বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে; সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য /০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বটানি) ৷৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

মৎপ্রণীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, যাহাতে ধাতু, ধাত্বর্থ, সকর্ম্মক, অকর্ম্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতাধ্যায়িদিগের জন্য) গণ, পদ ধাতুরূপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবেন। মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজারষ্ট্রীট নং ৭১। ১২৭৯ ১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীলালকমল বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক প্রণীত "সামতলিক ত্রিকোণমিতি" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাসুলাদি /০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।

মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ নিয়ম করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। মফস্বলের যাবতীয় গ্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে, কলিকাতারও অধিকাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন, অতি অল্প গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিয়া থাকেন। গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে, এই কারণে সোমপ্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে। এ নিয়মে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা ক্ষতি নাই।

যিনি এক দিবসে জীবাত্মার কতনক্ষত্র দর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মর্ম্মানুসারে যোগসাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৵। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।
গুপ্তযন্ত্র।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০।৮০ পাতা পরিমিত, পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ হয়, ইহাতে পল্লিকা জাহাজীয় সংবাদ খরিদ বিক্রী আমদানী ও রপ্তানী দেশ বিদেশের দ্রব্যাদির দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ॥০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ যাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২॥ ডাক মাসুল সমেত প্রায় ॥০ আনা মাসে।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

জমীদারি বিক্রয়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, জেলা বীরভূমের সামিল ১৬ নং তৌজী জমীদারি লাট মহেশপুরের করম ৷৴৫ আনার চিহ্নিত ইলামবাজার গ্রামসহ ২২ মৌজা যাহা ৯ নয় তক পত্তনি বন্দোবস্ত আছে। উক্ত অংশ বর্ত্তমান সনের ১৯ জৈষ্ঠ শনিবার ইং ৩১ এ মে বেলা দুই প্রহরের সময়ে আমাদের কুঠী ইলামবাজারে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ও সর্ব্ব উচ্চ ডাককারিকে তৎকালে রোকা ও দুই সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় পণের টাকা দাখিল করিলে নিশ্চয় বিক্রয় করা যাইবেক।

পত্তনিদারদিগের নিকট আদায়	৬৫৫৬৶১
বাদ সদর মালগুজারি	৪২৩৪/৭
বাকী মুনফা	২৩২২/৬

বাঃ শ্রী এক্সিন এণ্ড কোং
মোং ইলামবাজার বৌলপুর
রেলওয়ে ষ্টেশন।

"বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য বিশারদ দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুদিগের প্রকার উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

লাহোর য়ুনিবর্সিটি আফিস } শ্রীনবীনচন্দ্র রায় সহকারী রেজিষ্ট্রর

সোমপ্রকাশ।

৭ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ব্যভিচারিণী ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না?

(পঞ্চম প্রস্তাব)

অদ্যকার প্রস্তাবের প্রারম্ভেই একটী সহজ যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠকগণ কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া কেমন অন্যায় বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা না বুঝেন শাস্ত্র না জানেন দেশব্যবহার। এদেশীয়দিগের সংস্কার এই, বিবাহসংস্কারের পর স্ত্রী পতির সহিত একগোত্র ও একশরীর হইয়া যায়। স্ত্রীর কিছুই স্বতন্ত্র থাকে না। পতির ধর্ম্মই ধর্ম্ম, পতির অধর্ম্মে অধর্ম্ম। পতির সুখে সুখ, পতির দুঃখে দুঃখ। এরূপ একটী দৃঢ়তর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া উঠে যে স্ত্রী যত দিন জীবিত থাকে, পাতিত্যাদি বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে তাহার বিচ্ছেদ হয় না। পতির মৃত্যুতেও তাহা অচ্ছিন্ন ভাবে থাকে। সেই অচ্ছিন্নতা জানাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা ভর্ত্তৃ শয়ন পালন ও পতির স্বর্গার্থ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যে পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধ এই দুশ্ছেদ্যবন্ধনের মূল, ব্যভিচার দোষ ঘটিলে তাহার অপবিত্রতা জন্মিয়া তাহার যে বিচ্ছেদ হইয়া যায়, সহজে কি তাহা বুঝা যাইতেছে না? শাস্ত্র কারেরা বলেন "অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দার কর্ম্মণি মৈথুনে। দারকর্ম্মণি ভার্য্যাত্ব সম্পাদকে কর্ম্মণি। মৈথুনে মিথুনশব্দ বাচ্য স্ত্রীপুংসয়োঃ আধান পুত্রোৎপত্ত্যাদৌ সাপ্রশস্তা। অতএব উক্তাবো স্মৃতিঃ। ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে। স্বগোত্রাৎ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে। যস্মৈ দদ্যাৎ পিতাত্বেনাং ভ্রাতাবানুমতে পিতুঃ। তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ। নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং। পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে। পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা। পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎকিঞ্চিদপ্রিয়ং। কামন্তু ক্ষপয়েৎ দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু। আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ। শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।"

যে স্ত্রী মাতার অসপিণ্ড ও পিতার অসগোত্র, সে দারক্রিয়া ও স্ত্রীপুরুষ সাধ্য আধানাদি ও পুত্রোৎপাদনাদি কার্য্যে প্রশস্ত। গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকে গৃহ বলা যায়। পুরুষ সেই গৃহিণীর সহিত ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল ভোগী হয়। নারী সপ্তপদী গমনের পর পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়। পিতা যাহাকে কন্যাদান করেন, তিনি যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন কন্যা তাঁহার শুশ্রূষা করিবে, তাঁহার মৃত্যু হইলেও তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবে না অর্থাৎ পরপুরুষ গামিনী হইবে না। স্ত্রীলোকের পৃথক যজ্ঞ ব্রত ও উপবাস নাই। পতির শুশ্রূষাবলেই তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়। স্বামী জীবিত থাকুন আর মৃত্যুমুখে পতিত হউন, সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। স্ত্রী পুষ্প ফল মূলদ্বারা বরং দেহ পাত করিবে, তথাপি পতির মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের নামও গ্রহণ করিবে না। বেদে স্মৃতি শাস্ত্রে লোক ব্যবহারে পণ্ডিতেরা পত্নীকে পুণ্যাপুণ্যের সমফলভাগী শরীরার্দ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে দাম্পত্য সম্বন্ধ নিবন্ধন পতি ধনে পত্নীর অধিকার জন্মিয়াছিল, ব্যভিচার নিবন্ধন যদি সেই সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল, তাহার হস্তে ধন থাকা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

আমরা পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম, পাতিত্য স্বত্বাপগমের একটী কারণ। ব্যভিচার পাতিত্যের কারণ। এ যুক্তিতেও ব্যভিচারিণী বিধবার হস্তে পতির উত্তরাধিকারলব্ধ ধন রাখা সঙ্গত হইতেছে না। ব্যভিচার নিবন্ধন যে পাতিত্য জন্মে, মহাভারতকার স্পষ্টাক্ষরে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঠকগণ একবার দীর্ঘতমা ঋষির উপাখ্যানটী পাঠ করুন। দীর্ঘতমা কহিতেছেনঃ—

"অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা। একএব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণং। মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়াৎ নরং। অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ। অপতীনান্তু নারীণামদ্যপ্রভৃতি পাতকং। যদ্যস্তি চেৎ ধনং সর্ব্বং বৃথাভোগাভবন্তু তাঃ। অকীর্ত্তিঃ পরিবাদাশ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্তু বৈ।"

আজি অবধি আমি এই নিয়ম করিলাম, পতিই স্ত্রীর যাবজ্জীবন গতি। স্বামী মরিয়া যাউক আর জীবিত থাকুক এ অন্যপুরুষকে প্রাপ্ত হইবে না। নারী অন্যপুরুষগামিনী হইলে নিঃসংশয়

পতিত হইবে। আজি অবধি পতি হীন রমণী অন্য পুরুষ গামিনী হইলে তাহার পাতক জন্মিবে। যদি কিছু ধন থাকে, সে ভোগ করিতে পাইবে না। তাহার নিত্য অযশ ও লোক নিন্দা হইবে।

পাঠকগণ দেখুন, দীর্ঘতমা স্পষ্টাক্ষরেই ব্যভিচারিণীদিগকে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন।

আমাদিগের ইউরোপীয় বিচারপতিগণ যদি অভিনিবেশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল সংস্কৃত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, তাঁহারা কখন ব্যভিচারিণীর হস্তে ধনাধিকার রাখিবার নিমিত্ত যত্নবান হইতেন না। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা ব্যভিচারী স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই সম চক্ষে দর্শন করিতেন। পর স্ত্রী গমনের কথা দূরে থাকুক বেশ্যা গমনেও শাস্ত্রে পাপ লিখিত ও প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত বিবেককার মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি লিখিয়াছেনঃ—

"অথ বেশ্যাগমনপ্রায়শ্চিত্তং। তত্র সম্বর্ত্তঃ। পশু বেশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে। ক্তেন বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্যং তদশক্তৌ ধেনুরেকা দেয়া। এতৎ সকৃৎ গমনে, অভ্যাসে তু চান্দ্রায়ণেন চৈকেন সর্ব্বপাপক্ষয়োভবেৎ ইত্যাপস্তম্ববচনাৎ চান্দ্রায়ণং।

সম্বর্ত্ত বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্যের বিধি দিয়াছেন। যদি প্রাজাপত্য করিতে না পারে এক ধেনু দান করিবে। একবার যদি বেশ্যা গমন করে, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য। যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বেশ্যা গমন করিয়াছে, তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ ব্যবস্থা। শাস্ত্রকারেরা বেশ্যাগামী পুরুষের যখন প্রায়শ্চিত্তরূপে প্রাজাপত্য দণ্ড বিধানের অনুজ্ঞা দিয়াছেন, তখন পুরুষান্তর গামিনী স্ত্রীর ধনাধিকার হরণ রূপ দণ্ড বিধান শাস্ত্রকারদিগের অভিমত নয়, এ সিদ্ধান্ত করা একান্ত কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই। ফলতঃ আমাদিগের প্রধানতম বিচারালয়টী আজি কালি নিতান্ত সারশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাতেই মধ্যে মধ্যে একএকটী অদ্ভুত বিচার প্রচার হইতেছে। আমাদিগের বিচার পতিরা আমাদিগের শাস্ত্র বিষয়ে এমনি অনভিজ্ঞ যে ব্যভিচারিণী পতির ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় এই একটী সামান্য সিদ্ধান্তও অবগত নহেন। ব্যভিচার নিবন্ধন যে পাতিত্য জন্মে এটীও এদেশের অপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। এদেশের প্রচলিত ব্যবহারও এই, ব্যভিচারিণী হইয়া কেহ ধনাধিকারিণী থাকিতে পারে না। স্ত্রীলোকের ব্যভিচার দোষ ঘটিলে যে পাতিত্য জন্মে, নিম্নে তাহার যে প্রমাণটী উদ্ধৃত হইতেছে, বোধ হয় ইহার তুল্য স্পষ্ট দ্বিতীয় প্রমাণ আর নাই। প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে লিখিত হইয়াছে:

"অথ সমোত্তমবর্ণদ্বিত্রিপুরুষ ব্যভিচরিত সবর্ণাসবর্ণস্ত্রী গমনে প্রায়শ্চিত্তং। একপুরুষ ব্যভিচরিত স্ত্রী গমনে পতিত স্ত্রী সংসর্গ প্রায়শ্চিত্তমেব।"

এক পুরুষ ব্যভিচরিতস্ত্রীগমনে পতিত স্ত্রী সংসর্গের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ব্যভিচারিণী বিধবার হস্ত হইতে ধনাধিকার হরণ করিবার এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত স্পষ্ট প্রমাণ আছে, আগামী বারে সেগুলির উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল। এবারে আর প্রস্তাব দীর্ঘ করিবার ইচ্ছা নাই।

কাম্বেল সাহেবের শাসন প্রণালী।

শাসনকর্ত্তা স্বহস্তে সমুদায় ক্ষমতা গ্রহণ করিলে সচরাচর যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের প্রবর্ত্তিত শাসন প্রণালীতে তাহার দুই একটী করিয়া ক্রমে দেখা দিতেছে। ক্ষোভের বিষয় এই, কাম্বেল সাহেব ভূয়োদর্শন ও ইতিহাসের নিকটে শিক্ষা লাভ করিতে পারিলেন না। আমাদিগের সংস্কার এই, যে দেশের সহিত যত দীর্ঘ কাল সংস্রব হয়, ততই সেই দেশের স্বভাব রীতি নীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি অধিক জানা যায়। কিন্তু কাম্বেল সাহেবের বিষয়ে ইহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার এই ভ্রম আমাদিগের অধিকতর পরি[illegible] পর হইতেছে। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রায় সকালে যে সকল ইংরাজ এ দেশ শাসন করেন, তাঁহারা এ ভ্রমে পতিত হন নাই। লার্ড কর্ণওয়ালিস যখন এদেশে সুদৃঢ় শাসনপ্রণালী স্থাপন করেন, তখন তিনি আর্য্যজাতির প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নাই। কারণ, তিনি শাসন সংক্রান্ত কর্ম্ম কারকগণের হস্ত হইতে (১৭৯৩ অব্দের ২ আইনের দ্বারা) বিচারের ক্ষমতা হরণ করিয়াছিলেন। ঐ মহৎ রাজনীতিজ্ঞ ১৭৯৩ অব্দের ৩ আইন দ্বারা বিচারালয়ের সম্মুখে গবর্ণমেণ্টকে অপর অপর অর্থি প্রত্যর্থির ন্যায় নতশিরা করিবার বিধি বিধান করেন। ঐ বিধি এদেশের পক্ষে নূতন নহে। মুসলমান রাজ্যের শেষাংশে যাবতীয় বিষয় বিশৃঙ্খল হইয়াছিল বটে কিন্তু লোকে ঐ অবস্থাকে অত্যাচারের অবস্থা বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কাম্বেল সাহেব ও নিয়ম বহির্ভূত কর্ম্মচারিগণ যেরূপ ভাবুন লোকে ঐ সকল অত্যাচারকে কখন শাসনপ্রণালীর অঙ্গস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। অস্মার্য্যকাল অবধি এদেশে দেশ শাসন, বিচার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। রাজগণ তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে প্রায় সাহসী হইতেন না। যিনি বিপরীত

করিতেন প্রজাগণ তাঁহাকে দুরাচার বলিয়া গণনা করিতেন। সাধারণের কোন প্রকার কষ্ট অথবা অমঙ্গল হইলে রাজাকে তাহার দায়ী হইতে হইত। ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর মূল এই:— "রাজা ভাল করিতে পারেন, মন্দ করিতে পারেন না।" এদেশেরও শাসন প্রণালীর ঐ মূল ছিল। আমাদিগকে বহু শতাব্দীকাল বিদেশীয়দিগের আক্রমণ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে সত্য কিন্তু রাজার প্রকৃত কার্য্য ক, এবং প্রজাদিগকে কতদূর রক্ষা করা ও কতদূর তাহাদিগকে রাজনীতি সংক্রান্ত স্বাধীনতা দেওয়া রাজার উচিত সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই বিস্মৃত হই নাই। হিন্দু জাতির ধৈর্য্যগুণ সর্ব্বকাল প্রসিদ্ধ। যাঁহারা আমাদিগের এই ধৈর্য্য গুণ দেখিয়া ভাবেন যে আমরা শাসন কর্ত্তার যথেচ্ছাচারিতাকে তাঁহার স্বাভাবিক স্বত্ব বলিয়া জ্ঞান করি, তাঁহারা অতিশয় ভ্রমে পতিত হন। যেখানে আমাদিগের আপত্তি অগ্রাহ্য হয়, কি হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে আমরা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন কালাবধি শাসন কর্ত্তা ও প্রজার পরস্পরের সম্বন্ধ-ঘটিত আমাদিগের সংস্কার অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। আমরা এই ধৈর্য্য গুণে সহস্র কষ্টে পতিত হইয়াও এককালে হতাশ হই না। কবে আমাদিগের সৌভাগ্য সূর্য্য পুনর্ব্বার উদিত হইবে আমরা সেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকি দুঃখের বিষয় এই লার্ড কর্ণওয়ালিস প্রভৃতি সাম্রাজ্যের প্রথমাবস্থায় যে সংস্কারের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন এত কাল পরে তাহার অপলাপের চেষ্টা হইতেছে।

কাম্বেল সাহেব যে প্রণালীর পক্ষপাতী, তাহার স্বরূপটা কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রজার সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করা যে একান্ত আবশ্যক, কোন প্রণালীই তাহার অপলাপ করেন না। বস্তুতঃ যে গবর্ণমেণ্ট প্রজার সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করিতে না পারেন, তাহাদিগের নিজের জীবন বিফল। এক ব্যক্তি অপরের উপরে অত্যাচার অথবা তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিলে সকল প্রণালীতেই নিপীড়িত ব্যক্তির সাহায্য করিয়া থাকে। তবে যেখানে আইনের মহিমা অধিক, সেখানে বিচারের নিয়ম অধিক বিকসিত; মিথ্যাসাক্ষ্য জালপ্রভৃতি ধরিবার উপায় বিস্তৃত। এ প্রণালী অনুসারে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অধিক বিলম্ব হয়। উত্তম ফললাভ করিতে হইলেই বিলম্বের প্রয়োজন হয়। কাম্বেল সাহেব কি বলিতে পারেন "কে কাহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইল, বা কে কাহাকে প্রহার করিল আমরা তাহা দেখিবার প্রয়োজন রাখে না। আমি যে শাসনকর্ত্তা তাহা সকলে স্বীকার এবং আমি যে আজ্ঞা দিব, বিনা প্রশ্নে তাহা সকলে শিরোধার্য্য করিলেই যথেষ্ট হইল।" তিনিও সুবিচার বিতরণ করিবার অভিলাষী সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিচার তিনি দুই কথায় সারিতে চান। এক্ষণে এক আকারে বিবাদ ঘটনা হয় না। প্রত্যহ নূতন নূতন ও ভয়ানক জটিল মকদ্দমা হইয়া থাকে। অশ্ব পৃষ্ঠে বসিয়া এ সকলের মীমাংসা করিতে পারেন এমত অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ বিনা শিক্ষায় এ কাজ হয় না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কাম্বেল সাহেব যে প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাহা সমাজের উন্নতির অনুরূপ নহে।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের একান্ত ইচ্ছা এই যে শাসনকর্ত্তৃগণ বঙ্গদেশেও সর্ব্বেসর্ব্বা হন, বঙ্গদেশ তাঁহাদিগের দ্বারাই শাসিত হয়। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, বঙ্গদেশ বিচারালয়ের দ্বারা শাসিত হইতেছে। উৎকৃষ্ট সমাজ মাত্রেরই এই অবস্থা। বিচারালয় দ্বারা শাসন কি বাঞ্ছনীয় নয়? বিচারালয় কি রাজার প্রতিনিধি নহে? আমাদিগের শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের হস্তে ফৌজদারী বিচারের ভার অধিকাংশ সমর্পিত আছে। কিন্তু লোকে বিচারকালে তাঁহাদিগকে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নহে, প্রধানতম বিচারালয়ের অধীনস্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এ সংস্কারের কি কেবল গেজেটের বিজ্ঞাপন দ্বারা পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? কাম্বেল সাহেব যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, যথেচ্ছাচারিতা তাহার আবরণ। কিন্তু লোকে সে যথেচ্ছাচারিতা ভাল বাসেন না। তাঁহারা আইন ও আদালত দ্বারা শাসিত হইবার বাসনা করেন। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে স্বয়ং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকেও আইন ও আদালতের নিকটে মস্তক নত করিতে হয়। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মনে করিলে কি কাহার ভূমি কাড়িয়া লইতে পারেন? কোন মাজিষ্ট্রেট কি বিনা বিচারে কাহার দণ্ড দিতে সমর্থ হন? তবে কাম্বেল সাহেবের শাসন প্রণালীর এই ফল হইয়াছে পুলিসের অত্যাচার বাড়িয়াছে। হাবড়া পুলিস প্রভৃতির অত্যাচার ইহার প্রমাণ। শাসন কর্ত্তা স্বয়ং যখন বিচারপতিদিগকে অধঃপাতিত করিবার চেষ্টায় আছেন, তখন পুলিস যে তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। তিনি দোষ স্বীকার করাইবার নিমিত্ত পুলিসের দৈহিক যন্ত্রণা দানকে "আগ্রহাতিশয়" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব পুলিস যে এই ইঙ্গিত বুঝিয়া ক্ষমতার বহিভূর্ত কার্য্য করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। মাজিষ্ট্রেট মিলার একজন অর্থিকে নূতন

আইন অনুসারে শাসন করান নাই বলিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই সম্প্রতি পুলিস হইতে যে সকল অত্যাচার হইয়াছে, তাহার একটীরও তিনি যে অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং অত্যাচার কারিদিগের দণ্ড দিবার নিমিত্ত কর্ম্মচারিগণকে আজ্ঞা দিয়াছেন, আমরা এরূপ শুনি নাই। বোধ হয়, তিনি ভাবেন ইহা করিলে গবর্ণমেণ্টের অপমান হইবে। স্পার্টার গবর্ণমেণ্ট চুরির প্রশ্রয় দিয়াছেন বটে কিন্তু চোর ধরা পড়িলে দণ্ড হইত, আমাদিগের আদর্শ শাসনকর্ত্তা আরও কিছু অগ্রসর হইয়াছেন। উপসংহারে বক্তব্য এই, কাম্বেল সাহেবের এই শাসন প্রণালী চলিলে আমাদিগের ধান প্রাণ মান রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিবে।

—০—

গবর্ণমেণ্টের নিকটে কতকগুলি
প্রজার দুঃখের আবেদন।

“রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং” রাজা ত চোখ থাকিতে অন্ধ, স্বচক্ষে প্রজার দুঃখ দর্শন করেন না, কর্ণে দেখিয়া থাকেন. কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সময়ে সময়ে সে কর্ণও থাকে না। অশ্রুজলে প্রজার বক্ষস্থল ভাসিয়া গেলেও চাহিয়া দেখেন না, তারস্বরে চীৎকার করিলেও সে শব্দ শ্রবণ করেন না, এটী বড় দুঃখের বিষয়। প্রজার দুঃখে কর্ণপাত না করিলেও রাজার অধর্ম্ম হয় না, যদি ইংরাজী মত হয়, হউক, কিন্তু আমরা এ মত বুঝি না। আমরা হিন্দু, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা যে মত লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই বুঝিতে পারি। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যখন হিন্দু রাজার আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে আমাদিগের মতেই চলিতে হইবে। ভগবান মনু বলেন;—

“যোঽরক্ষন্ বলিমাদত্তে
করং শুল্কঞ্চ পার্থিবঃ।
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ
সসদ্যোনরকং ব্রজেৎ।”

যে রাজা রক্ষা না করিয়া বলি শুল্ক কর ফল কুসুমাদির ভাগ ও দণ্ড করিয়া অর্থ গ্রহণ করেন, তিনি সদ্যঃ নরকগামী হন।

মাতলা রেলওয়ের গড়িয়া ষ্টেসনের সন্নিহিত প্রায় ২০০০ ঘর প্রজার অনন্ত দুরবস্থা আমাদিগকে এই আক্ষেপ বাক্য প্রয়োগে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। উহাদিগের দুঃখের কথা শুনিলে অতি পাষণ্ডেরও চক্ষে জল আইসে। ঐ ষ্টেসনের নিজ পূর্ব্ব অংশে খালের দক্ষিণ তীর প্রায় এক মাইল পথ খোলা আছে। সেই স্থান দিয়া লোণা জল আসিয়া গ্রাম ও ক্ষেত্রাদি প্লাবিত করিতেছে। গ্রামের সমুদয় পুষ্করিণী লবণাম্বু হইয়া গিয়াছে। সেই জল পান করিয়া মানুষ ও গরু উভয়েরই সংঘাতক পীড়া হইতেছে যে যে ক্ষেত্রে লোণা জল প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কৃষি কার্য্যের আশা নাই। এক শীষ ধান্য জন্মিবে না, কিন্তু প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ খাজনা দিতে হইবে। যিনি খাজনা না দিবেন, জমীদার ১০ আইন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবেন। এ কষ্টে প্রজার তিষ্ঠিবার সম্ভাবনা কি? একে রোগ একটী নয়, তাহার উপরে উপসর্গ সহস্র ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইল না, প্রজার আয় বন্ধ হইল, কিন্তু লোণা জলের অনুগ্রহে ব্যয়ের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইল। প্রজারা চিকিৎসার কড়ি বা পায় কোথায়? জমীদারের খাজনা বা কোথা হইতে দেয়? পরিবারই বা কিরূপে প্রতিপালন করে? বহু কালের বাস, মায়া পরিত্যাগ করিয়াও ছাড়িয়া যাইতে পারে না। উহারা বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে। উহাদিগের যে কেমন কষ্ট, যাহারা ঐ কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহারাই বুঝিতে পারিতেছে, যাহারা শাসনকর্ত্তার উচ্চ আসনে বিরাজ করিতেছেন অথবা যাঁহারা গদিতে বসিয়া আলবোলা টানিতেছেন, তাঁহাদিগের বুঝিবার সম্ভাবনা নাই।

যে খালের লোণা জল আসিয়া উল্লিখিত প্রজাগণের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, সেই খালের ধারে পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের বাঁধ ছিল। জমীদার মাছের জমার লোভে টাকা জমা দিয়া স্বয়ং ঐ বাঁধ মেরামত করিবার ভার লন। গবর্ণমেণ্ট তদবধি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। জমীদার এতদিন মাছের সুবিধা ও অসুবিধা বুঝিয়া বাঁধ কাটাইতেন ও বাঁধাইতেন; তাহাতে প্রজার ধান্যের ব্যাঘাত হইত না, অন্য প্রকার অনিষ্টও ঘটিত না। এক্ষণকার জমীদার বেহালার বিশ্বনাথ চন্দ্র ও তাঁহার দায়াদগণ। তাঁহাদিগের বিষয় রিসিবরের জিম্মা হইয়াছে। রিসিবরের হস্তগত হওয়া অবধি উল্লিখিত খালের দক্ষিণ তীর এক বারে খোলা রহিয়াছে। তাহা আর সময়ে বাঁধা বা কাটা হয় না। প্রজার যে অনন্ত দুরবস্থা হইয়াছে, তাহারা তাহা জানাইলে রিসিবর তাহাতে কর্ণপাত করেন না। কর্ণপাত না করিবার একটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। রিসিবর কেবল ষ্টেটের আয় দর্শন করেন। আয়ের কোন ব্যাঘাত নাই। যাহারা গমস্তা আছে, তাহারা মাছের জমা লইতেছে, ওদিকে যে সকল জমীতে ধান্য হইতেছে না, বল অথ। ১০ আইন দ্বারা তাহার খাজনা আদায় করিতেছে। সুতরাং বিষয়ের আয়ের ন্যূনতা নাই। রিসিবর কেবল সেই আয়ই দেখেন, প্রজা গেল কি থাকিল, তাহা দেখেন না। তাঁহার তাহা দেখিবারও প্রয়োজন নাই। রিসিবর উপেক্ষা করিলেন বলিয়া কি ঐ প্রজাগুলি উৎসন্ন হইবে? এ বিষয়টী আমাদিগের বর্ত্তমান

গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর হইলে তাঁহারা যে উপেক্ষা করিবেন, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। আমরা শুনিলাম, ঐ বাঁধটী বাঁধিতে অধিক ব্যয় নয়। ২। ৩ হাজার টাকা হইলে বাঁধটী হইতে পারে। এই সামান্য ব্যয়ের নিমিত্ত ৪। ৫ খানি গ্রামের প্রজা উৎসন্ন হয় ও প্রায় ১০০০০ দশ হাজার বিঘা জমী পতিত হইয়া বন হইয়া যায়, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। রাজা থাকিতে প্রজার এত কষ্ট ইহা কোনক্রমেই সহ্য হয় না। প্রজারা একবার আলীপুরের জইণ্ট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে আনিয়া আপনাদিগের দুরবস্থা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হইতে উহাদিগের দুরবস্থা দূর হয় নাই। এই নিমিত্তই আমরা উপরে কহিলাম, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে প্রজার দুঃখ দর্শন বিষয়ে চক্ষু কর্ণ উভয় হীন হইয়া থাকেন।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু।

"দাতা শতং জীবতু" এটী চির প্রসিদ্ধ আশীর্ব্বাক্য। দানশীল ব্যক্তির মৃত্যু হয় ইহা কাহারই প্রার্থনীয় নহে। বিবেকশীল ব্যক্তি মাত্রেই দাতার মৃত্যুকে দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় জ্ঞান করেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হন। বিদ্বান ব্যক্তির মৃত্যু দাতার অপেক্ষা শতগুণে অধিক শোচনীয়। দাতৃগণ যে সকল বস্তু দান করেন, কালে তাহার ক্ষয় হয়, এবং পৃথিবীর সকলে তাহার ফল ভোগী হয় না। বিদ্বান্ ব্যক্তি যে মহার্ঘ্য বস্তু দান করেন, কোন কালে তাহার ক্ষয় হয় না, এবং পৃথিবীর সমুদয় লোকে চিরকাল তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব বিদ্বান ব্যক্তির মৃত্যু পৃথিবীর দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু ইংলণ্ডের যেরূপ হইয়াছে, আমাদিগেরও সেইরূপ দুঃখের বিষয় হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ দর্শন ও বিজ্ঞানবিদ ব্যক্তি। তিনি স্ত্রীজাতির উন্নতির অতিশয় সপক্ষ ছিলেন। রমণীগণ পুরুষদিগের ন্যায় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হন, তাঁহার আন্তরিক এই ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে নূতন প্রকার মত প্রচার হওয়াতে নানা জনে তাঁহার বিষয়ে নানা প্রকার শঙ্কা করিতেন। জগতের চলিত মতের বৈপরীত্য দর্শন করিলে লোকের মনে নানা আশঙ্কার উদয় হওয়া অনৈসর্গিক নয়। অনেকে তাঁহার নাস্তিক্য শঙ্কা করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি নাস্তিক ছিলেন না। তিনি স্বয়ংই কহিয়াছিলেন, তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার এক খানি হইতেও নাস্তিক্যগন্ধ নিঃসৃত হইতেছে না।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক জেমস মিলের পুত্র। ষ্টুয়ার্ট মিল, কখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। তিনি কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। তাঁহার স্বভাব বিনয়নম্র ও হৃদয় উৎসাহ পূর্ণ ছিল। তিনি অতি ধীরে ধীরে কথা কহিতেন।

যবনিকা পতন।

হাবড়া পুলিষ ঈশ্বর নাপিত ও তাহার কন্যাকে লইয়া যে অভিনয় করেন, আজি তাহার যবনিকা পতন হইল। অত্যাচার বৃত্তান্তটী বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই। যদি কেহ বিস্মৃত হইয়া থাকেন, এই আশঙ্কায় বৃত্তান্তটীর পুনরায় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া ঐ অত্যাচারের যে ফল ফলিয়াছে অদ্য তাহা পাঠকগণের গোচর করা গেল। ঈশ্বর নাপিতের কন্যা মোহিনী পুলিষের হেড কনষ্টেবল কৈলাস মণ্ডলের সহিত ব্যভিচারিণী হয়। ঈশ্বর এবিষয় জানিতে পারিয়া এক দিবস উহাদিগের উভয়কে ভৎর্সনা করে। ইহাতে কৈলাস কুপিত হইয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করে। পরে অকস্মাৎ এক দিন মোহিনী অন্তর্হিত হইল। কৈলাস তারাচাঁদ নিমচাঁদ ও সর্জ্জন পাওউল প্রভৃতি কয়েকজন পুলিষের মহাত্মা ঈশ্বর তাহার কন্যাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। ঈশ্বর হাজতে গেল, অনুসন্ধান হইতে আরম্ভ হইল। মোহিনী পিতাকে বিপদাপন্ন দেখিয়া নেপথ্য হইতে বহির্গত হইল। সকলে মৃতমোহিনীকে জীবিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আদালত অপ্রতিভ হইয়া ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া পুলিষকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। কৈলাস প্রভৃতিকে সেসিয়নে প্রেরণ করা হইল। কৈলাসের ৯ নিমচাঁদের ৬ এবং তারাচাঁদের ৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে যদি আমরা বিচারপতি হইতাম ইহার অপেক্ষা গুরু দণ্ড বিধান করিতাম।

জমীদার দর্পণ (১) গ্রন্থখানির জমীদার দর্পণ নাম দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা আমাদিগের দায়রার বিচার ও জুরি প্রণালী প্রভৃতির শোচনীয় দশা দর্শনের দর্পণভূত হইয়াছে। সেসন আদালত দরিদ্রেরই যম। কিন্তু যাহার অর্থবল আছে তাহার কল্পতরু। গল্পটী অতি সামান্য। কিন্তু মফস্বলের জমীদারেরা আজিও যেরূপ অত্যাচার করে এবং অত্যাচারকারিরা বিনা দণ্ডে যেরূপ অব্যাহতি পায় তাহা অসামান্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা কাহা-

(১) শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত, সমুদয় [illegible] ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ॥০ আট আনা।

কাণ্ড অথবা তাহার সন্নিকটে বাস করেন, তাঁহারা মনে করিতেপারেন গল্পটী অত্যুক্তি দোষে দূষিত; কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। আমরা দুর মফস্বলস্থ কোন কোন জমীদারের চরিত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে অবগত আছি। তাহাতে কোন রূপেই আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না যে গল্পটীতে অত্যুক্তি দোষের গন্ধ আছে। গ্রন্থকার স্বয়ং জমীদার, তাঁহার জ্ঞাতিগণও জমীদার, তিনি দুর মফস্বলে বাস করিয়া থাকেন। অতএব মফস্বলের জমীদারেরা যে সকল কাণ্ড করেন, তাহা তাঁহার অবিদিত নয়। হয় ত এরূপ ঘটনা হইয়াছে, তাঁহার অন্যতম জ্ঞাতি যে অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। গল্পটীর সামান্যভাবই তাঁহার কৃত বর্ণনার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, গ্রন্থকারের যদি কিছু মিথ্যা যোগ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তিনি নানা প্রকার অলঙ্কার দিয়া গল্পটীকে সুশোভিত করিয়া তুলিতেন। যাঁহাদিগের মফস্বলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞান নাই, যাঁহারা কখন সমাজের সকল লোকের চরিত্রের আলোচনা করেন নাই, "যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব ও অবিবেকতাদির" প্রভাবে মানুষের চরিত্র কতদূর অপকৃষ্ট হয়, যাঁহারা তাহা না জানেন, মানুষের যাবতীয় জঘন্য চরিত্রের বিষয় তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া দুষ্কর হয়। এই নিমিত্ত আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, গ্রন্থকার ও সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যথার্থ অত্যাচার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রাজপুরুষদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়া কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হন না।

জমীদার দর্পণের গল্পটী এই, জমীদার হাওয়ান আলী। আবুমোল্লা তাহার অধীনস্থ প্রজা। নুরন্নেহার ঐ মোল্লার স্ত্রী। জমীদার উহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হন। কিরূপে তাহাকে হস্তগত করিবেন এই চেষ্টা করেন। প্রথমে দূতী প্রেরণ করিয়া অর্থলোভ প্রদর্শন করিলেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শেষে এই পন্থা গ্রহণ করিলেন, আবু মোল্লাকে ধরিয়া আনিয়া যন্ত্রণা দিবেন। নুরন্নেহার সেই যন্ত্রণা সংবাদে কাতর হইয়া স্বামির উদ্ধারার্থ তাহার বশীভূত হইবেন। কিন্তু তাহাতেও ইষ্টসিদ্ধি হইল না। শেষে স্ত্রীলোকটিকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিলেন। নুরন্নেহারের তখন অন্তঃসত্ত্ব অবস্থা। আপনার সতীত্ব নাশ তজ্জন্য লজ্জা ও দুঃখ, রাজা থাকিতেও তাহার প্রতীকার হইল না এই ক্ষোভ, স্বামির চিন্তা, তাঁহার উপরে দুরাত্মার অত্যাচার এই সকল কারণে নুরন্নেহারের প্রাণ বিয়োগ হইল। শেষে শব লইয়া আবুমোল্লার বাটীর নিকটে ফেলিয়া দেওয়া হইল। ইনস্পেক্টর তদারক করিয়া ঠিক রিপোর্ট করিলেন। মাজিষ্ট্রেটও হাওয়ান আলীকে দোষী স্থির করিয়া দায়রা সোপরদ্দ করিলেন। কিন্তু হাওয়ানের অর্থ বলে সমুদায় ভাসিয়া গেল দুরাত্মা কেবল যে দণ্ড মুক্ত হইল এরূপ নয়, যার পর নাই তাহার ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি হইল। সে আবুমোল্লার গৃহ দ্বার ভাঙ্গিয়া তাহাকে বাস্তুচ্যুত করিল।

গ্রন্থের প্রশংসা বিষয়ে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। আমরা যখন উহা পড়িতে আরম্ভ করিলাম যে পর্য্যন্ত পাঠ শেষ না হইল, কোন ক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগের মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল, সময়ে সময়ে ক্রোধানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদিগের এই সংস্কার জন্মিল, আমরা প্রতাপশালী ন্যায়পরায়ণ রাজার অধিকারে বাস করিতেছি বটে, কিন্তু আমাদিগের ধন প্রাণ মান সমুদায় দুষ্টলোকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা এমনি অনাথ অবস্থায় আছি, প্রবল দুষ্ট লোকে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া যদি বেলা দুই প্রহরের সময়ে আমাদিগের বাটী ঘর লুণ্ঠন করে, আমরা কিছুই করিতে পারি না। তন্নিবন্ধন দৌরাত্ম্য নিবারণের কোন উপায় নাই। থানা, বাটীর অনেক দূর। সংবাদ পাঠাইতে ও থানার লোক আসিতে যে বিলম্ব হয় তৎক্ষণে দুরাত্মারা স্বচ্ছন্দে স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিয়া প্রস্থান করিতে পারে। গ্রামের মধ্যে যে এক এক নড়ে ভোলা চৌকিদার আছে, তাহাদিগের কোনক্রমে এমন সাহস হয় না যে তাহারা দুরাত্মাদিগের সম্মুখীন হয়। লুণ্ঠনাদির পরেও অনেক দুরাত্মা অর্থবলে দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায় এ অবস্থা কি যার পর নাই অধিক নিরাশ্রয় ও শোচনীয় নয়।

বিবিধ সংবাদ।

৩১ এ বৈশাখ সোমবার।

অদ্য অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার পর এখানে চন্দ্র গ্রহণ দৃষ্ট হয়। চন্দ্র রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হওয়াতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। রাহু পরিত্যাগ করিলে পর মেঘ কিয়ৎক্ষণ তাঁহাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময়ে পবন দেব অনুকূল হওয়াতে ক্রমে মলিন ভাবে উদিত হন। নরম পাইলে কেহই কষ্ট দিতে ছাড়ে না।

১৮৭১ অব্দে ব্রহ্মদেশের টেনাসেরিম বিভাগে সাধারণ হিতকর কার্য্যে অনেক ধনবান ব্যক্তিরা ১৪৬৩৪ টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়টীর যে অনুসন্ধান করেন, ইহাতে এক মহান উপকার লাভ হয়। ইহা নামার্থী ব্যক্তিদিগের অধিকতর উৎসাহের কারণ হইয়া থাকে।

লাক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, সে দিন মোরাদাবাদের নিকটবর্ত্তী কাঁথের এক জন দোকানদার মিশনরিদিগের নিকট খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাহার আত্মীয়গণ ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়াছে। আমাদিগের ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ কিন্তু এ বিষয়ে বড় সাবধান। তাঁহারা ধনঞ্জয়ের বড় ভয় করেন।

গুজরাট ফ্রেণ্ড নামক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সুরাট নগরে ১ লক্ষ ৩ তিন হাজার লোকের বাস আছে। ইংলিসম্যান বলেন, গত বৎসর সুরাটের মিউনিসিপাল আয় ২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা হইয়াছিল। ব্যয় কত টাকা?

সে দিন কলিকাতার ফিরিঙ্গি টৌ[illegible]

রুড্রিগ নামক একজন ফিরিঙ্গি গোমেস নামে এক অবিবাহিতা যুবতীর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে গুলি পরে ছুরিকাদ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করে। শুনা গেল তাহার গোমেসকে বিবাহ করিবার বড় ইচ্ছা হয়, গোমেসের মাতা সম্মত না হওয়াতে সে পানোন্মত্ত হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছে। ওয়াকোপ সাহেব কি বলেন, ইহা দ্বারা কি সুরার গুণ ব্যাখ্যা হইতেছে না?

লাহোরস্থ সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, রুশিয়ার সহিত খিবার একটী যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। খিবানেরা পরাজিত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালের অবসর বুঝিয়া রুশীয়দিগকে আক্রমণ করিতেছে। সিংহ শৃগালের যুদ্ধ দর্শনে আমোদ হয় না।

শকট সিংহ চম্বার সিংহাসন প্রাপ্তির আশয়ে সিমলায় গিয়া গবর্নর জেনরলের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। সম্প্রতি চম্বার বর্ত্তমান রাজা তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় লার্ড নর্থব্রুক শকট সিংহের এই আবেদনের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

আমাদিগের একজন সহযোগী লিখিয়াছেন, একজন ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ দিয়া ৩০০ টাকা লইয়াছে। স্ত্রীর বয়স ৯।১০ বৎসর হইবে। সে স্ত্রীর ভ্রাতা ও মাতার সহিত যোগ করিয়া এই কার্য্য করে। স্বামী স্ত্রীর ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং নিজে সম্প্রদান করে। বিবাহের পর সমুদায় প্রকাশিত হয়। ভাই বলিয়া পরিচয় না দিয়া পিতা বলিয়া পরিচয় দিলে আরো কিছু অধিক রসাল হইত।

সম্প্রতি হাইকোর্ট এই মীমাংসা করিয়াছেন ছোট আদালতের কৃত ডিক্রী অনুসারে খোলার ঘর বিক্রীত হইতে পারিবে না। যে সকল দরিদ্রের দুই এক খানি খোলার ঘর ভিন্ন আর কোন সম্বল নাই তাহারা বিপদ আপদ পড়িলে উহা বন্ধক দিয়া টাকা লইত। এই রীতি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। হাইকোর্ট যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে কেহ আর তাহাদিগকে খোলার ঘর বন্ধক রাখিয়া টাকা দিবে না। ইহাকেই বলে হিত করিতে গিয়া বিপরীত করা।

১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

গার্জিয়ান নামক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে গত মার্চ্চ মাসের এক সপ্তাহ মধ্যে লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন দাতব্যালয়ে ৯ ব্যক্তি স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া ১০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইংলণ্ডের ধনশালিতা ও নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার পরিচয় হইতেছে সন্দেহ নাই। আমাদিগের একটী ক্ষোভ হয়, ইংলণ্ডের দয়ার স্রোত আফ্রিকা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় কিন্তু অধীন ভারতবর্ষের দুঃখে ইহাঁর দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হয় না। চিকাগোর অগ্নিপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ইংলণ্ডে এক স্থানে বসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদায় সংগৃহীত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা অগ্নিকাণ্ড জলপ্লাবন দুর্ভিক্ষাদিতে মারা গেলেও ইংলণ্ডকে এক পয়সা দিতে দেখা যায় না।

গত সোমবার আলীপুরে একটী অতি সাহসিক চৌর্য্যক্রিয়া হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস রাত্রিতে যখন ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল সেই সময়ে চোরেরা জজ আদালতের মালখানায় প্রবেশ করিয়া প্রায় ৫।৬ শত টাকার অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিস যেমন করিয়া থাকেন, অনুসন্ধান করিতেছেন!! এই সকল স্থানে চুরী করাতেই চোরের বাহাদুরী প্রকাশ হয়। মৃচ্ছকটিকের শর্ব্বিলক চুরি করিতে গিয়া কহিয়াছিল, এরূপ সিঁদ কাটিতে হইবে যে কল্য প্রাতঃকালে সকলে দেখিয়া যেন প্রশংসা করে।

সেদিন এডেনে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

গত কল্যের ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতার পত্রে একটী চমৎকার ভুল হইয়াছে। "বার মিনিষ্টার" স্থলে "ওয়ার মিনিষ্টার" হইয়াছে। এটী "জয়দেবের গীত গোবিন্দ" স্থলে বোপদেবের বিক্রী দূতীর" ন্যায় হইয়াছে।

লেপ্টনন্ট গবর্নর দারজিলিঙের প্রায় ১৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী টুমসঙ নামক স্থানে পর্য্যবেক্ষণার্থী হইয়া গমন করিয়াছেন। কাজ সম্পন্ন হউক না হউক, লেপ্টনন্ট গবর্নরের আলস্য নাই এই ইহাঁর প্রধান গুণ।

এ বৎসর মাহেশোত্রার পার্ব্বতীয় মেলার কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। লার্ড নর্থব্রুক এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহা দেখিতে গিয়াছিলেন। এই মেলায় মিষ্টান্ন ও স্ত্রী [illegible] বিক্রয় হইয়া থাকে। যে স্থানে স্ত্রী বিক্রয় হয় সেই স্থানে ইংরাজদিগের বড় জনতা হইয়াছিল। স্ত্রীগুলি ৭০ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। ইংরাজদিগের ইহাতে কৌতুক হইতে পারে বটে কিন্তু আমাদিগের এসংবাদে কৌতুক হইতেছে না। আমরা এখানে প্রতিদিন বিবাহার্থীদিগের কন্যা ক্রয় বিক্রয় দেখিতেছি।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের দুইজন টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী একটী টেলিগ্রাম না পাঠাইয়া প্রেরককে পাঠাইয়াছি বলিয়া উহার নিকট হইতে পয়সা লয়। উক্ত কোম্পানির পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উহাদিগের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন। যাহারা চাকুরী করিতে গিয়া উপরিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের প্রায়ই এই রূপ দুর্দশা ঘটিয়া থাকে। তথাপি লোকে উপরিলাভের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহাই আশ্চর্য্য। অথবা আশ্চর্য্য কি? যে বেতন দেওয়া হয়, চুরি না করিলে চলে না।

গত ডিসেম্বর মাসে হোম ডিপার্টমেন্টের অণ্ডর সেক্রেটারি পঞ্জাবের লেপ্টনন্ট গবর্নরকে এই বলিয়া এক পত্র লেখেন যে, পদার্থবিজ্ঞান, মানসিক বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরাজী গ্রন্থ সমুদয় দেশীয় ভাষাতে অনুবাদিত হয় লার্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রেত। কিরূপে এই অভিপ্রায় সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে ডেবিস সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করা হয়। যাঁহারা এই অনুবাদ করিবেন তাহা উৎকৃষ্ট হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুবাদ কর্ত্তৃক

অর্থ সাহায্য ও সম্মানচিহ্ন প্রদান দ্বারা উৎসাহিত করিবেন। এই পত্রের এক এক খণ্ড উত্তরপশ্চিমাঞ্চল এবং বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে পাঠান হইয়াছে। লাড নর্থব্রুক যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাঁহার এরূপ সাধু ইচ্ছা হওয়াই নৈসর্গিক।

নেটিব পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, মান্দ্রাজ হাই কোর্টে বারিষ্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অনেকের কেবল পালকী ভাড়া সার হইতেছে। উকীল মোক্তারদিগের অবস্থাও ঐরূপ। বারিষ্টর, উকীল, মোক্তারেরা এখন পাড়ায় পাড়ায় মক্কেল ধরিতে যাউন. না গেলে ত আর উপায় দেখি না।

বোখারার রাজদূত পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাশ্মীরে গিয়াছেন।

মার্দ্দান এবং কোহাট প্রদেশে পঙ্গপাল আসিয়াছে।

লাড নর্থব্রুক গয়ার প্রসিদ্ধ টিকারী বংশীয় বাবু রামরক্ষ সিংহকে "মহারাজ উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

২ রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

এবার বঙ্গদেশীয় অহিফেন প্রথম দুই বার যে বিক্রীত হয়, তাহার এবং মালবের অহিফেনের এক মাসের শুল্ক যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ২৯৩৪০ টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। এই সকল লাভ দেখিয়া গবর্ণমেন্ট পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে অহিফেনের চাসের উন্নতি চেষ্টায় আছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের দোষ এই যাহাতে লাভ আছে তাহা যদি লোকের কাজের অনিষ্টকর হয় তাহাতে ক্ষান্ত হন না।

ইংলিসমান শুনিয়াছেন, হাবড়ার ঈশ্বর নাপিতের মকদ্দমার বিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মাজিষ্ট্রেটকে পত্র লিখেন বলিয়া যে জনরব হয়, তাহা অমূলক। ঈশ্বর যে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নাপিত সে কথাও সত্য নহে। এই মিথ্যা জনরব দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে, পুলিষ আজি কালি এমনি প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছে যে সহস্র অপরাধ করিলেও সহজে দণ্ড হয় না।

প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিদ ওয়াইবিল টমসন সাহেব সমুদ্রের গভীরতা সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, সমুদ্রের গভীরতা ২৮০০০ ফীট অথবা ৫ মাইল পর্য্যন্ত মাপা করা হইয়াছে। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় ৩০ হাজার ফীট। কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের উচ্চতা যত সাগরের গভীরতাও তত কিন্তু সাগরের গভীরতা যে ৩০ হাজার ফীট হয় এখনও প্রকাশিত হয় নাই। টমসন সাহেব ৩ মাইল গভীর সমুদ্র গর্ভ হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজীব সকল উত্তোলন করিয়াছেন। উহাদিগের চক্ষু আছে। ইহাতে বোধ হইতেছে ৩ মাইল জলের নিম্নেও আলোক প্রবেশ করে, নতুবা এই সকল জীবের চক্ষুর প্রয়োজন হইত না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, মহারাজ দলীপ সিংহকে লর্ড উপাধি দেওয়া উচিত। আর কেহ কি উচিত বোধ করেন?

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, রুশীয়েরা খিবা অধিকার করিয়াছেন। উক্ত সম্পাদক মঙ্গলবার টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, রুশীয় উরগঞ্জ অধিকার করিয়াছেন। আবদুল রহমনকে সেণ্টপিটর্সবর্গে আহ্বান করা হইয়াছে। রুশীয়া আবদুল রহমনকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন।

উক্ত পত্রে দেখা গেল প্রধানতম, গবর্ণর কিম্বা গবর্ণর জেনরলের দেশীয় এডিকঙ্গেরা কেবল ৫ বৎসর পর্য্যন্ত পদস্থ থাকিবেন। ইহাদিগের কার্য্যকাল ৫ বৎসর বলিয়া এইরূপ করা হইল না কি?

মান্দ্রাজের কোন স্কুলের পরীক্ষাকালে পরীক্ষক একটী বালককে জিজ্ঞাসা করেন, "ড্রুইডেরা কোথায় বাস করিতেন? বালক উত্তর করিল "বৃক্ষের শাখায়"। উত্তরটী কৌতুকাবহ বটে কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে উত্তরটী নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ড্রুইডদের সময়ে ইংরাজেরা বনচর বিশেষ ছিলেন।

ইমামগঞ্জের এক ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ শ্যালা বলিয়া একজনকে খেপাইয়াছিল বলিয়া পুলিষে তাহার ১০ টাকা দণ্ড হইয়াছে।

কলিকাতার সাধারণ জুরির তালিকাতে ২০৫৫ জনের নাম আছে। ইহার মধ্যে ১৩১৯ জন খৃষ্টান। বিশেষ জুরির সংখ্যা ২০০, ইহার মধ্যে ১৩১ জন ইউরোপীয়। জুরির দল ত বিলক্ষণ পুষ্ট দেখা যাইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে কয় জন সুশিক্ষিত জুরর আছেন? অধিকাংশ জুরর কাঠের পুতুলের ন্যায় কেবল চাপকান পেণ্টুলন পরিয়া বসিয়া থাকেন মাত্র।

কলিকাতার ড্রেণের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র করা হইতেছে। বর্ষা আরম্ভের পূর্ব্বে কলিকাতার উত্তর বিভাগের অর্দ্ধাংশের ড্রেণের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসে লিখিত হইয়াছে, পবলিক ওয়ার্কের হিসাব পত্রের বিভাগটী বরাবর সিমলায় থাকিবে। সিমলা হইতেই সকল কাজ কর্ম্ম চলে, কলিকাতায় আর না আসিতে হয়, আমাদিগের রাজপুরুষগণের একান্ত ইচ্ছা। ক্রমে সিমলাই রাজধানী হইয়া উঠিবে এইরূপ আকার দেখা যাইতেছে।

সম্প্রতি ঢাকা শাঁকারি বাজারে একটী অদ্ভুত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের ৩৮ এবং পাত্রীর ১৩ মাস বয়স। পাত্রী বসিতে না পারাতে একটী ধামার মধ্যে বসাইয়া বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। আর কিছু দিন পরে গর্ভ স্পর্শ করিয়া "তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বলিয়া সম্প্রদান করা হইবে। এই রোগে বাঙ্গলা দেশ উৎসন্ন গেল।

আগামী ২৪ এ মে লার্ড নর্থব্রুক সিমলায় একটী দরবার করিবেন।

দিল্লীগেজেটের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কুমাউনের কতকগুলি চা-ক্ষেত্রে অগ্নি লাগিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর অনেক কম চা জন্মিবে। কাবুলের অনেক বণিক পূর্ব্ব হইতে অনেক চা-ক্ষেত্রে চা-ক্রয় করিয়া রাখিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগেরই সর্ব্বনাশ।

ত্রিহুতের অন্তর্গত সারসন্দের বাবু রামগোপাল নারায়ণ তথায় স্বীয় ব্যয়ে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন এবং উহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ১২৫০০ টাকা প্রদান করাতে লেপ্টনন্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এ বিষয় গেজেটে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। অনেকে কেবল ধন্যবাদে তৃপ্তিলাভ করেন না। ইঁহাকে একটী উপাধিদান করিলেন না কেন? আজি কালি উপাধি ত ছড়াছড়ি যাইতেছে।

১০ই মে পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় উড়িষ্যা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র প্রায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান এবং নদীয়ার স্থানে স্থানে আরো কতক বৃষ্টি আবশ্যক। ২৭এ এপ্রেল নওয়াখালিতে অতিশয় ঝড় হইয়া অনেক বৃক্ষ ও গৃহাদি পতিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানে জ্বর ওলাউঠা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। সকল স্থানেই প্রায় এই তিন পীড়ার আবির্ভাব দেখা যাইতেছে।

গত মার্চ্চ মাসে হুগলী পোষ্ট আফিস হইয়া একটী হীরকাঙ্গুরীয় আইসে, কুক কেলবি কোম্পানি উহা পাঠান। কেনিথ ম্যাকিবর নামক এক ব্যক্তি উহা গ্রহণ করাতে উক্ত কোম্পানি তাহার নামে এক ওয়ারেন্ট বাহির করেন। পুলিষ ইনস্পেক্টর প্রাট সাহেব ঐ ওয়ারেন্ট লইয়া পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের মাক্রে নামক একজন গার্ডকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে হাজতে দেন, পরে তাহার বাটীতে খানাতল্লাসি করিয়া কিছু না পাওয়াতে তাহার জামীন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ এই, কেনিথের সহিত এই গার্ডের অবয়বগত কতক সৌসাদৃশ্য আছে। অঙ্গুরীয় লইল একজন, পুলিষের ভ্রমে হাজতে গেল আর একজন, তাহার সেই অপমান কষ্ট অর্থনাশ প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ করে কে? এই সংবাদটী পাঠ করিয়া পূর্ব্বকার একটি গল্প আমাদিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। এক ব্রাহ্মণ ধোবার বাটীতে কাপড় দিয়াছিলেন। ধোবার দৌরাত্ম্য চিরকালই সমান। কাপড় দিতে অসঙ্গত বিলম্ব হইল। কার্য্যক্ষতি হওয়াতে ব্রাহ্মণ অতিশয় কুপিত হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আর একজন ধোবা সেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ যেমন শুনিলেন ধোবা আসিয়াছে, অমনি উঠিয়া গিয়া তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। ধোবা অবাক হইয়া রহিল, নিকটস্থ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণকে নিবারণ করিয়া কহিল যে ধোবা আপনার কাপড় লইয়া গিয়াছে, এ সে ধোবা নয়। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত হইয়া বলিলেন এ যে সে ধোবা নয়, আমি এ বিবেচনা করি কখন। আমাদিগের রেলওয়ে কর্ম্মচারিরাও যে সেইরূপ বিবেচনা করিবার অবসর পাইলেন না, এটী সামান্য কৌতুকাবহ নহে।

সম্প্রতি হিরাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, হিরাটের গবর্ণর মহম্মদ জাকুব খাঁ আবদুল রহমনকে গোপনে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছেন যে, তিনি আমীরের বংশ ধ্বংস করিবার কল্পনা করিতেছেন, তিনি এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করেন এবং যদি সুবিধা হয় আবদুলের পৈতৃক রাজ্যও জয় করিয়া লওয়া হইবে। তুর্কিস্থানের রাজা নিতান্ত বিলাস পরতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছেন, তুর্কিবাসিরা আহ্লাদসহকারে আবদুলকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিবে। তুর্কিস্থান গ্রহণ করিয়া আবদুল ও জাকুব খাঁ উভয়ে একত্র হইয়া কাবুল আক্রমণ করিবেন। আবদুল রহমন ইহার এই উত্তর দিয়াছেন, যাহাতে এই সকল কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় তিনি তাহারই অবসর প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। আবদুল রহমন ও জাকুব খাঁ হইতে সিয়ার আলীর অনেক বিপদ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র বসু ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক অবাক হইয়াছেন। অবাক হইবারই কথা। ইহাকেই বলে বুকে বসিয়া দাড়ি উবড়ান। ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমে নুতনত্ব গেল, এখন অনেকেই বুকে বসিয়া দাড়ি উবড়াইবেন।

এসপ্তাহে বঙ্গমিহিরের দ্বিতীয় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমাদিগের অনুরোধ এই সম্পাদক রীতিমত বাঙ্গালা লিখিবার বিষয়ে যেন কিঞ্চিৎ যত্নবান হন।

দূত নামক একখানি এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক সমাচার পত্র এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এক পয়সা মূল্যে কাগজ চলিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। অধিকসংখ্য লোকের লেখা পড়ায় যে অনুরাগ জন্মিয়াছে এটী তাহার প্রমাণ।

সিয়ালদহ পুলিস কোর্টে কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় বাহাদুর ভিন্ন আর একজন মাজিষ্ট্রেট হইলেন। নবাব আসগার আলী উক্ত কোর্টে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াছেন। যত বিচারপতির পদ বাড়ান হইতেছে তত মকদ্দমা বাড়িতেছে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক।

৩রা মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৮১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গত সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ২০০ দুই শত।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌মান বলেন, সম্প্রতি পুনাতে একজন জন্মান্ধ শাস্ত্রী আসিয়াছেন। এব্যক্তি অসাধারণ কবি। ইহার বিশেষ গুণ এই ইহাকে কবিতার্দ্ধ প্রদান করিলে ইনি তৎক্ষণাৎ অপরার্দ্ধ পূরণ করিয়া দিতে পারেন। জগদীশ্বর কবিত্ব শক্তিদ্বারা ইহার দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্ষতি পূরণ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, একজন মুসলমান একটী গৃহে অগ্নি দিবার চেষ্টা করাতে কয়রার সেসিয়ন জজ তাহার ৭ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। শাস্ত্রকারেরা অগ্নিদ ব্যক্তিকে আততায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেদিন কয়রার সেসিয়নে আর একটী শোচনীয় মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। ডেলি নিউসে লিখিত হইয়াছে, একজন দেশীয় ব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া ছাগল ভ্রমে স্বীয় শিশু কন্যাকে হত্যা করে!! সেসিয়ন জজ উহার একদিবসের জন্য কারাদণ্ড বিধান করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি যেরূপ প্রকৃ-

তিতে কন্যাকে হত্যা করে, জজও কি দণ্ডদানকালে সেইরূপ প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন? কি ভয়ানক! সুরাপায়ীরা না করিতে পারে এমন কাজ নাই। উহাদিগের মাংসেতে এখনিই স্পৃহা যে একদা একজন মাতাল একটী হৃষ্টপুষ্ট ব্রাহ্মণকে দেখিয়া লোভ প্রযুক্ত বলিয়াছিল "আহা! ভট্চার্য্যি মশাই কি নধর! ইচ্ছা হয় যে পাইলে ভট্চার্য্যি মশাইকে চাট করিয়া ফেলি।

চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত প্রদেশের ডেপুটী কমিশনর লিউইন সাহেব তত্রত্য লোকদিগের যে প্রবাদ বাক্য সকল সংগ্রহ করিয়াছেন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবাদ গুলি দেখিয়া বোধ হইতেছে, অসভ্য জাতিরাও সাধারণ নীতিজ্ঞানবিহীন হয় না। একটী প্রবাদ বাক্য এই, সমুদ্রের মধ্য স্থান হইতে যেমন তীর দেখা যায় না, সৌভাগ্যের মধ্য হইতে তেমনি আগমন শীল বিপদ দেখা যায় না।

একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন একটী স্ত্রীলোক আর একজনকে ঝাটা মারিয়াছিলেন বলিয়া এক সহকারী মাজিষ্ট্রেট কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার এক বৎসর কারাদণ্ড দিয়াছেন। ঝাটার কারাদণ্ড ফলে ঝাড়ুটিয়া স্ত্রীলোকেরা এটী যেন মনে করিয়া রাখেন।

হালি সহর পত্রিকায় দৃষ্ট হইল, ২১ এ বৈশাখ রাত্রিতে বৈদ্য বাটীর সন্নিহিত রাজ্যধরপুর গ্রামের কাছারী বাটীতে ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। একজন পাইক হত ও অনেক দ্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে। আমাদিগের পুলিষ আছেন, ডাকাইতেরা বুঝি তাহা জানে না। জানিলে তাহারা কখন পুলিষের বিশ্রাম সুখ ভঙ্গ করিত না।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

সটক্লিফ সাহেব কিছুদিনের বিদায় লওয়াতে উইলসন সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন।

মেওয়ারের পলিটিকাল এজেণ্ট লিখিয়াছেন, তথায় এক প্রকার জাতি আছে, চুরি ডাকাইতি উহাদিগের ব্যবসায়। উহারা কৃষিকার্য্য প্রভৃতি কোন পরিশ্রমের কার্য্য করে না, কেবল চুরি ডাকাইতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা মার্চ্চ এপ্রেল মে এই কয়েকমাস দলবদ্ধ হইয়া নানা স্থানে গমন করিয়া নিজনিজ ব্যবসায় চালাইতে থাকে। আমাদিগের বেদিয়া জাতির সহিত ইহাদিগের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে। শ্রম কাতরদিগেরই চুরি ডাকাইতী জীবনোপায় হয় এটী তাহার অন্যতর দৃষ্টান্ত।

বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা চারলস লঙমান সাহেব মৃত্যুকালে ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। একজন বাঙ্গালি যাবজ্জীবন মুচ্ছুদ্দিগিরি করিয়াও এত টাকা জমাইতে পারেন না।

সম্প্রতি জর্ম্মণ কাগজ প্রস্তুতকারীরা শস্যের ভুষি হইতে কাগজ ও কাপড় করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এটী কেবল বিজ্ঞান শাস্ত্রের মহিমা।

একজন লিখিয়াছেন "সেদিন পাটনা কলেজের ছাত্রেরা অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া স্কুল ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। প্রেসিডেন্সিতেও সর্ব্বদাই গোলমাল ঘটে। সম্প্রতি যে ব্যাপার ঘটিয়াছে ইহা সকলের উপর, হুগলী কলেজের ছাত্রদের (সেকেণ্ড থার্ড ও ফোর্থ ইয়ার মাত্র) থোয়েট সাহেব কি অপমান করেন, তাহারাও স্কুল ছাড়িয়া প্রায় ৭।৮ দিন চলিয়া গিয়াছে।" যাহারা ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করে, এক ভ্রান্ত তেজস্বিতা তাহাদিগের অন্তঃকরণকে একান্ত আয়ত্ত করিয়া লয়। উহারা মনে করে শিষ্টাচার পরিহার ও পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম করিলেই তেজস্বিতা প্রকাশ হয়। উহারা আর মাননীয় ব্যক্তিদিগের যথোচিত সম্মান করে না, সুতরাং তাঁহাদিগেরও উহাদিগের উপরে স্নেহ সঞ্চার হয় না। উহাই বিবাদের মূল হইয়াছে।

মির্জাপুর মিসন স্কুল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত ২রা মে শুক্রবার একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এক যষ্টিধারণ পূর্ব্বক আমাদের স্কুলে অনধিকার প্রবেশ করিয়া পঞ্চম শ্রেণীর একটী বালককে প্রহার করিতে লাগিলেন।" সংবাদ পত্রে লিখিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে হয়, ইহা সেরূপ বিষয় নয়। "ক্রিয়া কেবল মুত্তরং" যেমন কুকুর তেমনি মুগুর" ইহাই এ বিষয়ের প্রতীকারের প্রশস্ত উপায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ ই মে বৈকাল। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্ কাউণ্ট শতকরা ৫ টাকা করা হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে জর্ম্মাণের জন্য ১৫৩০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই মে। অবজর্ব্বর বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে পার্লিয়ামেণ্টের একবার অধিবেশন হইবে।

বিএনা প্রদর্শনে ভারতবর্ষীয় বিভাগই বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই মে। সর বার্টল ফ্রিয়ার জানজিবারে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের মন্ত্রিবর্গের পত্র লেখালিখি হইয়াছে। ইহার কারণ এই, সুলতান বলিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় ও ফরাসী উভয় গবর্ণমেণ্ট জানজিবারের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিভূ আছেন, এক্ষণে ইংলণ্ড সরবার্টল ফ্রিয়ারকে তত্রত্য দাস ব্যবসায় নিবারণার্থ প্রেরণ করাতে সেই স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। অতএব তিনি ফ্রান্সের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছেন, ফ্রান্স তাঁহাকে ইংলণ্ডের এই আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। ফ্রান্স যে সুলতানকে তাঁহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে বলিয়াছেন, এ কথা ফ্রান্স অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, তিনি জানজিবারে যাবতীয় ফরাসী এজেণ্টকে সর বার্টল ফ্রিয়ারের সাহায্য করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

প্রিন্স অব ওয়েলস এবং প্রিন্স আর্থর পেষ্টে গমন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মে। পোর্টসমাউথ হইতে কতকগুলি সৈন্য ও কামান আসান্টিদিগের যে গোলযোগ হইতেছে তাহার নিবারণার্থ প্রেরিত হইবে।

ডেলি টেলিগ্রাফে খিবার পতন সংবাদ লিখিত হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই মে। হজিসেন সাহেব সেকাথর সাহেবের বাক্যের উত্তর দানকালে বলিয়াছেন, গোল্ডকোষ্ট হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা প্রীতিকর নহে। দুটী ঘোরতর যুদ্ধের পর ফ্যান্টিসরা পলায়ন করে, আসান্টিরা (ইহারা সংখ্যায় ৪০০০০) কেপ কোষ্ট কাষ্টেল পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। আসান্টির রাজা এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, তিনি এলমিনা পুনগ্রহণে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন।

জনষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু হইয়াছে।

মাড্রিড হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আডমিরাল টোপিটী ধৃত হইয়াছেন, ঐ দলের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তি পোর্টুগালে পলায়ন করিয়াছেন। মার্শল সিরানো বিয়ারিটে রহিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মে। অদ্য সন্ধ্যাকালে লাড বাটীতে ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আই নের পাণ্ডুলেখ্য দ্বিতীয়বার পঠিত হয়।

পোপের মোহ হইয়াছিল, এ অবস্থা প্রায় ১ ঘণ্টা কাল ছিল। ইহাতে তিনি অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই মে। গ্লাডষ্টোন সাহেব বেঞ্জলি সাহেবের বাক্যের উত্তর দানকালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটি ভারতবর্ষ হইতে সাক্ষী লইয়া যাইবার যে প্রার্থনা করেন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল যে সকল ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন তাহাদিগকেই লইয়া যাওয়া হইবে এবং উহার ব্যয় দেওয়া হইবে।

আমেরিকা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, লুসিয়ানায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

জাকুবরে কনষ্টান্টিনোপলে উপনীত হইয়াছেন।

—০:০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ ই এপ্রেল। মুন্সী আইনুদ্দীন গুলসাখালির সব রেজিষ্টার হইবেন।

৭ ই মে। যশোহর ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ এ, বি, ফ্যালকন সাহেবকে আরো, কিছু দিন যশোহর ও ফরিদপুরের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে।

৯ ই মে। নদীয়ার ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য উত্তরপাড়ার স্কুলের প্রতিনিধি প্রধান শিক্ষক হইবেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সায়দ জাইনউদ্দীন হুসেন কিছুদিনের জন্য হাজিপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগনার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পশ্চাল্লিখিত স্থানে সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। বাবু মহানন্দ গুপ্ত ২৪ পরগনা; বাবু ক্ষেত্রগোপাল রায় নদীয়া; বাবু শশিভূষণ দত্ত যশোহর; বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মুরসিদাবাদ; বাবু উমাকান্ত দাস ত্রিপুরা; বাবু শম্ভুপ্রসাদ পূর্ণিয়া; বাবু চণ্ডীচরণ বসু ঢাকা।

বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ঢাকা বিভাগে ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১০ ই মে। শ্রীযুক্ত পি নোল্যান সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে পাবনার প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১২ ই মে। শ্রীযুক্ত আর এল, রামপিনি সাহেব ক্লার্ক সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্যন্ত পূর্ব্ববাঙ্গালা বিভাগের স্কুল সমূহের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত টি. জি চারলস সাহেব সাহরণের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন এবং সেওয়ান উপবিভাগে রহিলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মেদিনী প্রসাদ সিংহ কিছুদিনের জন্য ভুভুয়া বিভাগের ভার পাইবেন।

১৩ ই মে তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বেণীমাধব দাস কিছুদিনের জন্য মুঙ্গেরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২৪ পরগনার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভার প্রাপ্ত নিম্নলিখিত আফিসরেরা ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জি. ই পোটার সাহেব বারাসাত; জে. ই. বি. জফি সাহেব ডায়মণ্ডহারবার; শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বসিরহাট; বাবু মহিমাচন্দ্র পাল বারুইপুর; বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় সাতক্ষীরা।

বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস পাটনা বিভাগে ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু উমাকান্ত দাস চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

লেপ্টেনণ্ট এচ. সেণ্ট প্যাট্রিক ম্যাক্সওয়েল সাহেব আসাম বিভাগের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ ই মে। তেরাই উপবিভাগের সহকারী কমিশনর শ্রীযুক্ত এ, ডবলিউ পাল সাহেব মুঙ্গেরের এবং সমুদায় দারজিলিং বিভাগের ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

দারজিলিঙের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর শ্রীযুক্ত সি, ই, গোলডসবেরি সাহেব উক্ত বিভাগের মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ ই মে। শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর একমাস অধিক মুরসিদাবাদের অতিরিক্ত সুবার্ডিনেট জজের কার্য্য করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত এস, রায় সাহেব কিছুদিনের জন্য বীরভূমের প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

এ, রিব জ
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি।

—০:০—

আমাদের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—

১। রাইপুরের দগ্ধগৃহের অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভের আশয়ে উর্দ্ধনেত্র হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ফলতঃ প্রজা রক্ষা করা যদি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে অবধারিত থাকে, তবে রাইপুরের দুঃস্থ প্রজাগণ গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। তাহারা যে যে কারণে আপন আপন গৃহের পুনঃসংস্কারে অশক্ত, তাহা সেদিনকার সোমপ্রকাশে বিবৃত হইয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে বলিলেই হয়। গবর্ণমেণ্ট এখন কিছু কিছু সাহায্য করিলে গ্রামরক্ষা পাইয়া যায়। আমরা পুনরায় স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, অধিবাসীরা নিতান্ত অসংগতিপন্ন। কোনরূপ সাহায্য না পাইলে আপন আপন গৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবে না।

২। রাইপুরের অধিবাসীদের সহায়তা করিবার জন্য কতিপয় মহোদয় ও মহোদয়াকে সানুরোধে প্রার্থনা করা হইয়াছে। বোধ হয় তাঁহারা কৃপা বিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না।

৩। সে দিন সোমপ্রকাশে বাবু দেবেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় নগদ ১০০ শত টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা ভ্রমবশতঃ লেখা হইয়াছিল। বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি নগদ কিছুমাত্র দেন নাই। তবে, রাইপুরের সুপ্রসিদ্ধ সিংহ পরিবারের বাবুদের কর্ত্তৃক

গুলি ভালরূপ আছে, তাহা হইতে ১২০টী বৃক্ষ নিতান্ত জোত্রহীনদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ইহার মূল্য মোটামুটি হিসাবে ধরিতে গেলে ৩০০ তিন শত টাকার নূ্যন হইবে না।

৪। একজিকিউটার [illegible] শ্রীনারায়ণ মিশ্র মহাশয় মৃত বাবু [illegible] সিংহের স্টেট হইতে ১০ টাকা মূল্যের গৃহোপকরণ দ্রব্য দান করিয়াছেন।

তাং ২৩ এ বৈশাখ
১২৮০ সাল

—০০—

আমাদিগের জয়রামপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

অনেকে শুনিয়া থাকিবেন মুনিঋষি প্রভৃতি পূর্ব্বতন হিন্দুরা অনশনে নির্জ্জনে তপস্যা করিতেন। পঞ্জাব প্রদেশে হঠযোগী নামে এক প্রকার সম্প্রদায় আছে তাহারা সময়ে সময়ে দীর্ঘকাল অনাহারে থাকে। প্রবাদ আছে ইহারা রসনা দ্বারা শারীরিক কার্য্য এক কালে বন্ধ করিয়া রাখে, সুতরাং এরূপ সময়ে ইহাদিগের মনোবৃত্তি সতেজ থাকে কদাচ এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চুয়াডেঙ্গা সবডিবিজনের অন্তর্গত দামুড়হুদা গ্রামে শ্রীমতী দাসী নাম্নী এক বিধবা বহুকাল অনাহারে আছে অথচ শারীরিক বৃত্তি সমুদায় সতত সতেজ রহিয়াছে। অনেকে অনেক সময়ে ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। শুনিলাম আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণনগরে পুনরায় ইহার পরীক্ষা হইবে। আমরা ইহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিরূপে সে এতাদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে যুক্তিযুক্ত কোন কারণ তাহার নিকট হইতে প্রকাশ পায় না। এই স্ত্রীলোকটী সতত গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। আপনার শরীর রক্ষার্থে কেবল গাত্রে তৈলমর্দ্দন ও স্নান করিয়া থাকে। এটী যে কোন বস্তুগুণে ঘটিয়াছে তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কোন পদার্থতত্ত্ববিদ্যাবিদ পণ্ডিতের কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আবিষ্ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

আগামী ১৪ই জ্যৈষ্ঠ জয়রামপুরের প্রজা সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইবে।

তাং ২৭ এ বৈশাখ
১২৮০ সাল

—০:০—

লাহোর হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

২৭এ এপ্রেল রবিবার লাহোর ব্রাহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়; প্রতিষ্ঠার দিন মহান উৎসব হইয়াছিল। প্রথমে ব্রাহ্মগণ পুরাতন মন্দির হইতে প্রাতঃকাল সাড়ে পাঁচটার সময় বাহির হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সহর প্রদক্ষিণ করিয়া বেলা আটটার সময় নূতন মন্দিরে উপস্থিত হন। এখানে ব্রাহ্মের সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং সংকীর্ত্তনের প্রথম অবস্থা মাটী মাটী হইয়াছিল। পরে এখানকার সংস্কৃত কালেজের কতকগুলি পঞ্জাবী হিন্দুবালক আসিয়া সুমধুর স্বরে গান করিয়া সাধারণের অসীম প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ সকল ছাত্র বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যে ব্রাহ্মদিগের সহিত সঙ্গীত করিয়াছিলেন তাহার প্রতি কারণ ইঁহারা সরলস্বভাব, ইহাঁরা জানেন যে পরমপিতা পরমেশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন করিতে কোন বিশেষ সমাজ বা বিশেষ জাতির সহিত মিলিবার আবশ্যক করে না: যেখানে সেখানে হউক না কেন সেই মঙ্গলদাতার মঙ্গলময় নাম গ্রহণ করিলেই আপনার মঙ্গল হয়। অনন্তর আরও অনেক গুলি হিন্দুবাঙ্গালী ও পঞ্জাবী আসিয়া ঐ উৎসবে মিলিত হন। বেলা আটটা অবধি দীন দরিদ্রদিগকে আটা ও চাউল দেওয়া হয়। এক টা হইতে তিন টা অবধি সঙ্গীত হয় পরে প্রায় ছয়টা অবধি পুনরায় উপাসনা হয়। এই উপাসনার পর কিছুকাল সকলে বিশ্রাম লাভ করেন। অনন্তর রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মজুমদার একটী ইংরাজী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী অতিশয় দীর্ঘ. সুতরাং তাহার সার মাত্র আপনার পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিতেছি। তাহার মর্ম্ম এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু, খৃষ্টীয় মুসলমান ধর্ম্ম হইতে (১) উৎপন্ন হয় নাই বরং অন্য সকল ধর্ম্মের পত্তন ভূমি ঐ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণ যেরূপ ঈশ্বরের অবতারাদি স্বীকার করিয়া ঐ সকল অবতারদিগকে পূজা করেন ব্রাহ্মেরা তাহা করেন না, ইঁহারা কেবল সেই নিত্য শুদ্ধ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন ইত্যাদি বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে পুনরায় সংগীত করিতে করিতে সহর প্রদক্ষিণ করা হয়। এই সময় দুইজন পঞ্জাবী বালক এমন মিষ্ট স্বরে গান করিয়াছিল যে তাহা ভঙ্গ করিবার সময় সকলের মন ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

১৭ এ বৈশাখ
১২৮০ সাল

আমাদিগের খড়দহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

২। এক্ষণে এ অঞ্চলে সাধারণতঃ চৌরের উপদ্রব কিছু কম বটে। কিন্তু প্রায় এক মাস অতীত হইল, এই খড়দহে [illegible] একটী চুরি হইয়া যায়, তাহাতে বিশেষ কিছু নূতন দেখা গেল। চৌরেরা একটী গৃহের খোয়া ও টাইল উঠাইয়া সমস্ত [illegible] চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে !!

৩। এই গ্রামে নাথুপালের ঘাট নামে গঙ্গাতীরস্থ একটী ঘাট, শব দাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ঘাটটী খড়দহের সম্পূর্ণ দক্ষিণাংশে অবস্থিত। তাহাতে তথায় শব দাহ হইলে, যে অধিকাংশ অধিবাসীকেই কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা বলা বাহুল্য। যদি কেবল এই গ্রামেরই শব দাহ হয়, তাহা হইলে আর প্রতিনিয়তই বায়ু সহকারে দুরাঘ্রেয় পীড়াজনক বিষবৎ দুর্গন্ধ ভোগ করিয়া আমাদিগকে বহু মূল্য স্বাস্থ্য সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয় না। তজ্জন্য বড় আক্ষেপেরও কথা থাকে না, কিন্তু তাহা না হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রায় এক দিবসের পথ হইতে শব আনীত হইয়া থাকে। তাহাতে শ্মশান ভূমি এক দণ্ডও প্রায় বিরাম প্রাপ্ত

(১) [illegible] ঐ সকল ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা [illegible] তাহা হইলে এরূপ [illegible] উচিত বাবু রাজ নারায়ণ [illegible] পাঠ করেন।

হয় না। গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা এই তাঁহারা সদয় হইয়া গ্রামান্তরবাসীদিগের জন্য অন্য কোন একটি উপযুক্ত ঘাট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া উক্ত ঘাটে শবাদয়নের নিষেধ করেন তাহা হইলে কষ্টের লাঘব হয়।

৫। "মিত্র মিহির" নামে সংবাদ পত্র খানি কোন ক্রম আবার পুনর্জন্ম লাভ করিতে চলিল। এবার উহার আকারের কিছু পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। ইহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই প্রস্তাব লিখিত হইবে। কয়েক ব্যক্তি একত্র ভার গ্রহণ করিয়া পত্রখানি চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

৬। পোষ্ট আফিসের বিশৃঙ্খলতা কি কোন রূপেই নিবারিত হইবে না? এ রোগের কি কোন ঔষধই নাই। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক স্থলেই প্রায়ই পত্রাদি পাইতে নিয়মাতীত বিলম্ব হইয়া থাকে, ও সময়ে সময়ে খোয়াও গিয়া থাকে। সোদপুর পোষ্টাফিসে সোমবার প্রাতঃকালে সোমপ্রকাশ পাঠাইলে আমরা তদ্দিবসেই খড়দহে উহা অবশ্যই পাইব। কিন্তু মঙ্গলবার ব্যতীত সোমপ্রকাশের দর্শন লাভ আমাদিগের ঘটিয়া উঠে না, কিছু দিন হইল এক দিবসের সোমপ্রকাশ সোমবারেই আসিয়া ছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি করিলে সোমবারেই সোমপ্রকাশ আমাদিগের হস্তে অবশ্যই পৌঁছিবে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এ বৎসর পঞ্জিকাকারেরা লুপ্ত সংবৎসর বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহার প্রসক্তি নাই। নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, মহোদয়গণ তদ্দর্শন করিয়া সঙ্গতাসঙ্গত বিচার করেন এই আমার প্রার্থনা। বৃহস্পতির অতিচার জন্য লুপ্ত সংবৎসর নর্ম্মদা ও গঙ্গা এই নদী দ্বয়ের মধ্যস্থিত দেশে কেবল হয়, অন্যান্য দেশে হয় না। ইহার প্রমাণ যথা মুহূর্ত্তচিন্তামণৌ ॥ গোজাস্যাকুম্ভেভয়ভেতিচারগো নো পূর্ব্বরাশিং গুরুরেতি বাক্রতঃ। তদাবিলুপ্তাব্দ ইহাতিনিন্দিতঃ শুভেষু রেবাসুর নিম্নগান্তরে॥ শকাব্দা ১৭৯৫ অব্দের ২ রা কার্ত্তিক বৃহস্পতির অতিচার বলিয়া অনেক পঞ্জিকাকার লুপ্ত সংবৎসর লিখিয়াছেন। সে কেবল ভ্রম মাত্র। কারণ এক রাশিতে দশ একাদশ মাস ভোগ করিয়া গুরু অতিচারী হইয়া যদি পুনঃ পূর্ব্বরাশিতে না আগমন করেন তথাপি লুপ্ত সংবৎসর হয় না। মাসান্ দশৈকাদশ বা প্রভুজ্য রাশের্যদা রাশিমুপৈতি জীবঃ। ভুঙক্তে ন পূর্ব্বঞ্চ পুনস্তথাপি ন লুপ্ত সংবৎসর মাহুরার্য্যা ইতি চ্যবন বচনং। মহোদয়গণ পূর্ব্ববৎসরের পঞ্জিকা দর্শন করিবেন, আশ্বিন মাসে বৃহস্পতি সঞ্চার হইয়া মঘা নক্ষত্রে সিংহরাশিতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সাত মাস ভোগ করেন। পরে বক্র হইয়া কর্কটে গমন করেন। তৎপরে পূর্ব্ব ফল্গুনী নক্ষত্রে সিংহ রাশিতে পুনর্ব্বার আসিয়া তিন মাসাধিক কালভোগ করিয়া অতিচারী হইলে কি কখন লুপ্ত সংবৎসর সম্ভব হয়?

বাঞ্ছিলপুর নিবাসিনঃ
শ্রীমহেশচন্দ্র বিদ্যারত্নস্য।

—০—

আয়ুর্ব্বেদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণ সমীপে আমাদিগের নিবেদন এই আমাদিগের কোন কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়াতে নিম্নে কয়টী প্রশ্ন করা হইতেছে। আপনারা যথাশাস্ত্র উহার উত্তর দান করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

ততঃ প্রবর্ত্ততে রক্তমূর্দ্ধ্বকাধোবিধাপি বা। ঊর্দ্ধং নাসাক্ষিকর্ণাস্যৈর্মেঢ্রযোনিগুদৈরধঃ। কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈশ্চ প্রবর্ত্ততে ইতি রক্তপিত্তস্য। অংশপার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ। জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ॥ পিত্তাদ্রক্তস্যচাগমইতি চ যক্ষ্মণঃ। কাসমানস্যচাভীক্ষ্ণং কফঃ সাসৃক প্রবর্ত্ততে ইত্যুরঃ ক্ষতস্য॥ সপূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততষ্ঠীবেৎ সশোণিতমিতি ক্ষতকাসস্য॥ শুষ্যন বিনিষ্ঠীবতি দুর্ব্বলস্তু প্রক্ষীণমাংসো রুধিরং সপূয়মিতি ক্ষয়কাসস্য॥ তদোপজায়তেঽভীক্ষ্ণং রক্তাভীসারঃ উল্বণ ইত্যতীসারস্য॥ ক্ষীণস্য যা ছর্দ্দিরতিপ্রবৃদ্ধা সোপদ্রবা শোণিতপূয়যুক্তেতি ছর্দ্দেরসাধ্যলক্ষণস্য॥

ইহাদিগের পরস্পর যন্ত্রগত ভেদ কি? কে কি যন্ত্রকেই বা কিরূপ বিকৃতিভাবাপন্ন করে? কি ব্যাধিতেই বা কোন স্থান হইতে রক্ত প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে? কিরূপ প্রবর্ত্তনে কোন কোন পন্থা হইয়াই বা নিঃসৃত হয়? উক্ত রক্তাদির পন্থা পরিষ্কৃত কি না, ? এবং যক্ষ্মারোগে অংস পার্শ্ব তাপের হেতু বা কি? এই প্রশ্নগুলির প্রমাণ সহ উত্তরদান করেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

কলিকাতা বহুবাজারবাসি
বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রমানাথ সেন
কবিরাজ ছাত্র
শ্রীতারা চরণ মুখোপাধ্যায়
অমৃতলাল গুপ্তয়োঃ।

—০—

খড়দহে একজন মুন্সেফের আগমন অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়াছে; তদভাবে আমাদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। এমন কি দূরে বিচারালয় বলিয়া অনেক নিরীহ ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়া থাকিতে হয়, অন্দুরা। কাযাতে অনেক কুলোকেও প্রশ্রয় পাইয়া থাকে

বারাসত হইতে একজন মুন্সেফ বারাকপুরে আইসেন, তজ্জন্য বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এতদঞ্চলের প্রজাবর্গ যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন সকলই নিষ্ফল হইল। সম্প্রতি আবার বারাসতের নাম হইতে টেমহাটি, শ্যামনগর, ইছাপুর, নবাবগঞ্জ, পলতা বারাকপুর, টিটাগোড় সোদা, চন্দন পুকুর, খড়দহ, রহড়া, বন্দিপুর, নাটাগড়, সুখচর, পানিহাটী, সোদপুর, আগড় পাড়া, বেলঘরিয়া প্রভৃতি গ্রামের প্রজা বর্গের প্রাণ উড়িয়া যায়। ইহারা পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের অধিবাসী হইলেও অন্ততঃ ৩। ৪ ক্রোশ পথ পর্য্যটন না করিলে [illegible]

মুখ দেখিতে পান না এবং ঐ ৩।৪ ক্রোশ রাস্তার মধ্যে আবার দুই একটী স্থান এরূপ আছে যে, গাড়িতে যাইতে হইলে তথায় অর্দ্ধ মুদ্রার স্থানে (টোল বাবদ) অতিরিক্ত দিতে হয় ... পাইবার উপায় নাই। এইরূপে গাড়ি ভাড়া প্রায় ৩।৪ টাকা লাগিয়া যায়। আবার আজিকালির রীতানুসারে যদি বাদী ও প্রতিবাদীকে ২।৪ দিন ফিরিয়া আসিতে হয় বা সাক্ষীদিগকে আর ২।১ দিন বিচারালয়ে উপস্থিত করাইতে হয় তবে সোণায় সোহাগা হয়। ইঁহাদের শারীরিক ক্লেশ ও অনর্থক সময় নাশের কথা বলা বাহুল্য। মকদ্দমা উপস্থিত হইলে অনেকেই সমস্তদিন ও রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয়। যিনি এরূপ ক্লেশের ভুক্তভোগী, তিনিই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য গ্রহণে কথঞ্চিৎ সক্ষম হইবেন। যাহা হউক যদি বারাকপুরে একজন মুন্সেফ আইসেন তাহা হইলে রেলওয়ে, গবর্ণমেণ্টের সুচ্ছায় সুপ্রশস্ত পথ, ও গঙ্গানদী প্রভৃতির সুযোগে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গ্রামেরই অধিবাসীদিগের পক্ষে পরম মঙ্গলের বিষয় হয়। এতদঞ্চলে বারাকপুরই যে উপযুক্ত স্থান তাহাতে কাহারই ভিন্ন মত নাই। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়।

শ্রীঃ—

—০—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৯ ই মে ।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট ইঞ্চ
মোহানায়	২—৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	২—৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২—
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২—৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২—৯
গঙ্গার মহানায়	৩—৩
তাঁতারপাড়া	১
কাট বেলিয়া	২
১ নং কভ	২
বোল মারি	১
আলিকদহ	১
কৃষ্ণগঞ্জ	১

সন ১৮৭৩ সালের ১২ ই মে বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
১	৮

বহরমপুর ১২ ই মে ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—•◎•—

১৮৭৩ অব্দের মে ও ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্রনাগ মেদিনীপুর।
" " রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—জমুয়া।
" " ইন্দ্রনাথ প্রধান—দোরোদেভোগ।
" " রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মজফরপুর।
রাজা মাধবচন্দ্র গিরি মহান্ত তারকেশ্বর।
" মৌলবী আবদুল মহম্মদ কাজির বাজার শ্রীহট্ট।
খগোল সাহিত্য সমাজ।
" " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালনা রামেশ্বরপুর।
" " গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী জমীদার ধানকোড়া।
" " কিশোরচন্দ্র ভক্ত—বদনগঞ্জ।
" " ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল দিনাজপুর।
" " কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার—শ্রীরামপুর।
" " অন্নদাপ্রসাদ রায়—কাশীমবাজার।
" " হরিপদ চৌধুরী ডাক্তার—ঘাটাল।
" " পণ্ডিত নন্দকুমার আমীন মাণিকগঞ্জ।
" " চন্দ্রকান্ত দাস—...নিয়া।
" " শিবকৃষ্ণ সিংহ—সুসঙ্গদুর্গাপুর।
" " হরিবংশ বসু—সিমুলিয়া গ্রাম।
" " চিন্তামণি চৌধুরী জমীদার রঘুনাথপুর।
" " রাজকৃষ্ণ সিংহ—শীতল খুচি।
" " হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরোজপুর।
" " ত্রৈলোক্যনাথ রায়—জামালপুর।
" " শিবনাথ মিত্র—বারাণসী।
" " দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়—অযোধ্যা।
" " রাধানাথ সরকার—খাজনা।
" " উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঞ্জাব।
" রঘুনন্দন লাল—দানাপুর।
" " যজ্ঞেশ্বর দাস—নওগাঁ।
" " ছত্রধারি সিংহ—মুচবিহার।
" " কালীপ্রসন্ন দত্ত—সিমলা।

—ঃ০ঃ—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

নাম	মূল্য
শ্রীযুক্ত বাবু তারাচন্দ্র রায় বারাণসী।	১০
" " হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাঞ্চন মনিধা	৫॥০
" " ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দপুর	৫॥০
" " জঙ্গলবিহারি মুখোপাধ্যায় সুখপুর	১০
কাহাড় ডিবেটীং ক্লব	১০
" " শ্যামলাল মিত্র—গয়া	১০
ছাপরা পবলিক লাইব্রেরি	১০
" " শিবচন্দ্র সিংহ—কানপুর	১০
" " গিরিশচন্দ্র দে—সোণারপুর	৬॥
" " ভারতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নবীগঞ্জ	৫॥০
পুটীয়া ষ্টুডেণ্টের আসোসিয়েসন সভা	৫॥০

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ২৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৩। এ ২৬ মে।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ব্যভিচারিণী ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না?

(ষষ্ঠ প্রস্তাব)

গতবারে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, বিবাহ পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধের মূল এবং দাম্পত্য সম্বন্ধ বিধবার ধনাধিকার লাভের মূল, ব্যভিচার নিবন্ধন সেই সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হইয়া যায়। সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও ব্যভিচারিণীর হস্তে ধন রাখা যে কেমন বিসদৃশ কর্ম্ম, একটী সহজ যুক্তি দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। বোধ কর স্বামী জীবিত থাকিতে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইল। অপর ব্যক্তি তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া গেল। স্ত্রী যখন পলায়ন করে, সেই সময়ে স্বামির স্বর্ণ মুক্তা প্রবালাদি কতকগুলি বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া যায়। স্বামী সেই দ্রব্যগুলি পাইবেন কি না? যদি আদালত তাঁহাকে সেই সকল দ্রব্য দেওয়াইয়া দেন, ব্যভিচারিণী তাহা কোনক্রমে স্বাধিকারে রাখিতে না পারে, তাহা হইলে স্বামী মৃত্যুকালে আপনার পারলৌকিক ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ স্ত্রীর হস্তে যে ধন দিয়া যান, স্ত্রী যদি পারলৌকিক ক্রিয়া না করিয়া সেই ধন উপপতির সহিত ভোগ করিবার বাসনা করে, সে ধন তাহার হস্তে রাখা কি যুক্তিসিদ্ধ হয়? স্বামী জীবনকালে অপহৃত দ্রব্য ফিরিয়া পান, তাহার কারণ এই, তাঁহার ভোগ বাসনা আছে। যদি তাঁহার ভোগ বাসনা না থাকে, তিনি ইচ্ছা করিয়া সেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে দান করেন, কোন কথা থাকে না। ঐরূপ স্বামী মৃত্যুকালে যখন স্ত্রীকে ধন দিয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহার বাসনা এই, যে স্ত্রী তাঁহার স্বর্গার্থ ঐ ধনে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপাদির অনুষ্ঠান করিবেন। যদি স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইয়া তাহা না করিল, স্বামির মনোরথ পূর্ণ হইল না। অতএব সে ধন সে স্ত্রীর হস্তে রাখা কিরূপে ন্যায়ানুগত হয়? যে ব্যক্তি হইতে সেই মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে, ধন ব্যভিচারিণীর হস্ত হইতে তাহার হস্তে যাওয়াই কি সঙ্গত নয়? বীরমিত্রোদয়কার স্পষ্টাক্ষরে এই কথা লিখিয়াছেন;—

" যজ্ঞার্থং দ্রব্যমুৎপন্নং

তত্রানধিকৃতাস্তু যে।

অরিকথভাজস্তে সর্ব্বে

গ্রাসাচ্ছাদনভাজনাঃ।

পুরুষাণামপি পুত্রাদীনাং যজ্ঞানধিকৃতানাং রিকথানধিকারং বদন্তো দণ্ডাপূপন্যায়েন সুতরামভর্ত্তৃকাণাং তদনধিকারিণীনাং ধনসম্বন্ধং নিরস্যন্তি।

যজ্ঞের উদ্দেশে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা সেই যজ্ঞে অনধিকারী, তাহারা ধনভাগী হয় না। তাহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের পাত্র।

শাস্ত্রকারেরা যজ্ঞে অনধিকারী পুরুষের যখন ধনাধিকার নিরাস করিতেছেন, তখন দণ্ডাপূপন্যায়ে যজ্ঞে অনধিকারিণী বিধবার ধনাধিকার থাকে না, একথা বলা হইয়াছে।

"ধন সম্বন্ধং নিরস্যন্তি"। এই বাক্যটীর ধনাধিকারের পূর্ব্ব ও উত্তর উভয়কালেই তুল্যরূপে অম্বয় হইতেছে। যজ্ঞে অনধিকারী বলিয়া যদি ধনে অধিকার না জন্মিল, ধনাধিকারের পর যজ্ঞে অনধিকার হইলে সেই ধন যে তাহার হস্তে থাকিবে না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

উক্ত গ্রন্থকার ব্যভিচারিণীর বিষয়ে কিছু বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন।

শঙ্কিতব্যভিচারায়াঃ পত্ন্যা হারীতেন ধন গ্রহণং নিষিদ্ধং।

বিধবা যৌবনস্থা চেৎ

নারী ভবতি কর্কশা।

আয়ুষঃ ক্ষপণার্থন্তু

দাতব্যং জীবনং তদা।

ব্যভিচারিণী তু ভরণমপি ন। আচ্ছিন্দ্যুরিত্যস্তু চেত্যভিধানাৎ। যত্তু ব্যভিচারিণীনামপি অশন বসন দানমুক্তং।

এবমেবং বিধিং কুর্য্যাৎ

যোষিৎসু পতিতাস্বপি।

বস্ত্রান্নমাসাং দেয়ন্তু

বসেয়ুশ্চ গৃহান্তিকে ইতি।

তদপি প্রায়শ্চিত্তাবধি। ঔদ্ধত্যাৎ তদকুর্ব্বতীনান্তু অনেনাপি নিষ্কাশনমিত্যাদি।

হারীত শঙ্কিতব্যভিচারা পত্নীর ধনগ্রহণের নিষেধ করিয়াছেন। যৌবনস্থা বিধবা নারী যদি কর্কশা হয়, তাহার জীবন যাপনার্থ কেবল গ্রাসাচ্ছাদন দিবে। যাহার ব্যভিচার স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে, সে গ্রাসাচ্ছাদনও পাইবে না। কারণ ব্যভিচারিণীর গ্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া লইবে, শাস্ত্রকারেরা এই কথা কহিয়াছেন। তবে যে পতিত স্ত্রীকে অর্থাৎ ব্যভিচারিণীকে অন্নবস্ত্র দিবে ও তাহাকে গৃহের নিকটে বাস করিতে দিবে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন, ব্যভিচারিণী যে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে, সেই পর্য্যন্ত সে বিধান। যাহারা ঔদ্ধত্য বশতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করিবে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে।

স্ত্রী স্থাবরাদিধনের অধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হইলে সে যে তাহা হইতে বঞ্চিত হয়, যাঁহারা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পান নাই, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অভিনিবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করুন, বীরমিত্রোদয়কার স্পষ্ট বাক্যে ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহাদিগের সেই ধন কাড়িয়া লইবে। কাত্যায়ন কহিতেছেনঃ—

ভোক্তুমর্হতি কৃৎস্নাংশং

গুরুশুশ্রূষণে রতা।

ন কুর্য্যাৎ যদি শুশ্রূষাং

চৈলপিণ্ডে নিয়োজয়েৎ।

অপকারক্রিয়াযুক্তা

নির্লজ্জা চার্থনাশিকা।

ব্যভিচাররতা যা চ

স্ত্রী ধনং ন চ সাহর্তি।

নাহতীত্যনেন ন দেয়ং জীবনপর্য্যাপ্তমপি। দত্তমপি চ তাদৃশ্যাঃ সকাশাদপহরণীয়মিতি স্বয়মপ্যুক্তং ভবতি।

যদি গুরুশুশ্রূষায় রত হয়, সমুদায় অংশভোগ করিতে পাইবে। আর যদি শুশ্রূষা না করে, তাহাকে কেবল অন্ন বস্ত্র দিবে। যে স্ত্রী স্বামির অনিষ্ট চেষ্টা করে, অর্থনাশ করে, নির্লজ্জা হয় এবং ব্যভিচারে রত হয়, সে স্ত্রী ধন পাইবার যোগ্য নয়। ধন পাইবার যোগ্য নয় এই কথা বলাতে জীবন পর্য্যাপ্ত ধন দেওয়াও বিধেয় নয়, ইহা বুঝাইতেছে, দেওয়া হইলেও কাড়িয়া লইবে, এই দুই কথাই বলা হইয়াছে।

আমাদিগের বিচারপতিগণ ইহার অপেক্ষা আর স্পষ্ট প্রমাণ কি চান? যে সকল সমাচার পত্র সম্পাদক তাঁহাদিগের পুচ্ছধারী হইয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেখিয়াও আর ব্যভিচারিণীর পক্ষপাতী হইবেন? আমাদিগের বিচারপতিগণ শাস্ত্রের মস্তকে যে পদাঘাত করিয়াছেন, সম্পাদকেরা তাহাতে কি সন্তুষ্ট হইয়াছেন? আমাদিগের শাস্ত্রের ও দেশীয় আচার ব্যবহারাদির অবমাননা হইলে তাঁহারা যদি অসন্তুষ্ট না হন তবে কেন কথায় কথায় ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রসিদ্ধ ঘোষণার উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিয়া থাকেন? আমাদিগের গবর্ণমেন্ট দায়াধিকার সম্বন্ধে এদেশের শাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই শাস্ত্র তাঁহাদিগের যুক্তির অনুকূল হউক, আর প্রতিকূল হউক, তদনুসারেই বিচার করিতে হইবে, তাহার অন্যথা করা হইবে না। বিচার পতিরা শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া যে বিচার করিলেন, এটী কি অন্যায় হয় নাই? অন্যায় কার্য্যের অনুমোদনার্থই কি সমাচার পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে? যুক্তিও কি ব্যভিচারিণীর হস্তে ধন রাখিবার নিষেধ করিতেছে না।

—০:০—

চোর ধরিবার চমৎকার
কৌশল

হবচন্দ্র রাজার অদ্ভুত বিচার (মোটা মানুষকে শূলে দেওয়া প্রভৃতি) বৃত্তান্ত এদেশের প্রবাদ বাক্য হইয়া উঠিয়াছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ঐ গল্প লইয়া আমোদ করিয়া থাকে। আমরা এত দিন ঐ বিচারের কথা শুনিয়াই আসিতেছিলাম; কিন্তু আজি কালি আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের শাসন প্রণালী ও পুলিস কর্ম্মচারিগণ ঐ বিচার আমাদিগের চক্ষুর গোচর করিয়া দিতেছে। আজি ৮ দিন হইল, আমাদিগের গ্রামের সংলগ্ন কোদালিয়া গ্রামে দিবাভাগে একটী চুরি হয়। তাহার বৃত্তান্ত এই;—

এক দরিদ্র স্ত্রীলোক একখানি ঘরে বাস করে। তাহার দুটী মাত্র পুত্র, তদ্ভিন্ন সংসারে আর কেহ নাই। পুত্র দুটী কলিকাতায় অক্ষর ঢালাই কর্ম্ম করে। যৎকিঞ্চিৎ বেতন পায়, তাহাতেই দিনপাত হয়। স্ত্রীলোকটী সম্প্রতি জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর বিবাহ দিবার আয়োজন করেন, কিছু গহনা গড়াইয়াছিলেন, নগদ টাকাও কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক ভগিনীপুত্রের পীড়া হওয়াতে এক দিন তাহাকে দেখিতে যান। ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া গেলেন। ভগিনী পুত্রকে দেখিয়া বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, তালা ভাঙ্গা ও দ্বার খোলা রহিয়াছে। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বাক্স মধ্যে সে নগদ টাকা নাই, সে অলঙ্কার নাই। নগদ ২১॥ টাকা, একখানি বাজু ও এক ছড়া গোট ছিল। সমুদায়ই লইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটী যে সময়ে চাবি বন্ধ করিয়া যান, সে সময়ে তাঁহার বাটীর পার্শ্বে এক ব্যক্তি গাছে উঠিয়া আম্র পাড়িতেছিল। সে সমুদায় জানিত, এবং স্ত্রীলোকটী যে চাবি বন্ধ করিয়া গেলেন, তাহাও দেখিয়াছিল। গ্রামের পাঁচ জনে তাহাকে চোর সন্দেহ করিয়া চৌকীদারের জিম্মা করিয়া দিল। চৌকীদার তাহাকে থানায় লইয়া গেল। কতক দূর গিয়া চৌকীদার ফিরিয়া আসিল; কিন্তু চোর সে সঙ্গে ফিরিয়া আইল না, সে কোথায় গেল তাহার নির্ণয় নাই। চৌকীদার এখন এই কথা বলে, চোর কতক পথ গিয়া বলে, সে যে বাটীতে চাকরী করে, সেইখানে মাল আছে, বাহির করিয়া দিবে। চৌকীদার সেই জন্য তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। সে তাহার মনিবের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, চৌকিদার আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। সব ইনস্পেক্টর পর দিন তদারক করিতে আসিলেন। যাহাকে চোর বলিয়া ধরা হয়, সে যাহার বাটীতে কর্ম্মকাজ করে, তাহাকে আনাইয়া বলিলেন তোমাকে চোর হাজির করিয়া দিতে হইবে। তাহার উপরে পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল এবং জামিন লওয়া হইল। এই কারণেই আমরা উপরে কহিলাম, হবচন্দ্র রাজার বিচার; চৌকীদার চোর ছাড়িয়া দিল, তাহার উপরে পীড়াপীড়ি হইল না। যে চোর ছাড়িয়া দেয় নাই তাহার উপরেই পীড়ন। কেমন পাঠকগণ এটী চোর ধরিবার চমৎকার কৌশল নয়? ওদিকে চোরিত দ্রব্য পুনরায় পাইবার যে আশা ছিল, তাহা উচ্ছিন্ন হইল। চৌকীদার যদি চোর ছাড়িয়া না দিত, সব ইনস্পেক্টর তাহাকে সময়ে পাইয়া যদি চোরিত দ্রব্যের উদ্ধার চেষ্টা পাইতেন, বোধ হয় অপহৃত দ্রব্য গুলি পাওয়া যাইত। কিন্তু বৃদ্ধের সংস্কৃতে আর পাঁচীর প্রাকৃতে ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। পুলিস কর্ম্মচারিদিগেরই গুণ গরিমায় দরিদ্র স্ত্রীলোকটীর সর্ব্বনাশ হইল। তিনি যে আর ইহার পর আপনার অপহৃত দ্রব্য পাইবেন, আর সে আশা নাই। সে দ্রব্য এতদিনে স্থানান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইল।

এটী আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের শাসন প্রণালীর ফল। রোমে ৪৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কি শাসন কার্য্য কি বিচার কার্য্য সকল বিষয়ের সমুদায় ক্ষমতা যেরূপ পেট্রিসিয়ানদিগের হস্তে ছিল, সে ক্ষমতার কোন সীমাবন্ধন ছিল না, তাঁহাদিগের কার্য্যের কোন লিখিত আইন ছিল না, তাঁহারা যা ইচ্ছা তাই করিতেন, সেইরূপ আমাদিগের শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করেন, কাম্বেল সাহেবের এই ইচ্ছা। কর্ম্মচারিদিগের আচরণ দ্বারা আমাদিগের তাহাই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। উহাদিগের কার্য্য দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যেন কেহ কোন নিয়মের অধীন নহে। যাহার যে ইচ্ছা, সে তাই করিতেছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের যে এ সকল বিষয়ে অনুমোদন আছে, তাহাও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। অন্য বিষয় হইলে তিনি একান্ত ক্রোধ পরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ দীর্ঘ মিনিট লিখিয়া বসেন। সেই মিনিট অনর্গল গালি বর্ষণ করিতে থাকে; কিন্তু এ সকল বিষয়ে তিনি এক কালে মুকভাবাপন্ন হইয়া আছেন। হাবড়ার পুলিস কর্ম্মচারিরা, ঈশ্বর নাপিত তাহার কন্যাকে হত্যা করিয়াছে, ইহা স্বীকার করাইবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের উদর মধ্যে চৌকীদারের দাণ্ডা পর্য্যন্ত প্রবেশিত করিয়াছিল!! লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহাতেও বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না!! কর্ম্মচারিদিগের সাধুতার উপরে তাঁহার অচলা ভক্তি। ঐ সকল অত্যাচার তাহারই ফল স্বরূপ ফলিতেছে। তাঁহার বিশ্বাস যেরূপ হউক, তাঁহার মত যে প্রকার হউক, এদেশে

সে মত চলিবে না। এখানে সে মত চালাইতে গেলে কেবল অনিষ্টের স্রোত প্রবাহিত হইবে। এদেশ মনুর প্রভুত্বের দেশ। মনু বিলক্ষণ মানুষ চিনিতেন। তিনি কর্ম্মচারিদিগের উপরে যেরূপ বিশ্বাস করিতে কহিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য না করিলে কাম্বেল সাহেব কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না তাহা এই:—

রাজ্ঞোহি রক্ষাধিকৃতাঃ
পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যাভবন্তি প্রায়েণ
তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ।

প্রায়ই শঠ ও পরস্বগ্রাহীরা রাজভৃত্য হয়। অতএব রাজা তাহাদিগের হইতে এই সকল প্রজাকে রক্ষা করিবেন।

কাম্বেল সাহেব যে শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে ত দুষ্ট কর্ম্মচারিদিগের হস্ত হইতে প্রজা রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না। যদি কিছু কাল এই শাসন প্রণালী অপরিবর্ত্তিত থাকে, নবাবদিগের গত অধিকার কালের বঙ্গদেশে পুনরভিনয় হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের দুঃখ এই বঙ্গদেশ অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া পরিশেষে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দ সুখ ভোগী হইয়াছিলেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। পরপর কয়টী পুলিসের অত্যাচার সংবাদ কাম্বেল সাহেব যেন একবার স্মরণ করেন। অচিরকাল মধ্যে যে আর কয়টী সংবাদ পাইবেন, তাহারও সম্ভাবনা হইয়াছে।

—:—

উড্রো সাহেবের ১৮৭১।৭২ অব্দের
শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট ও
লেপ্টনান্ট গবর্ণরের
মন্তব্য প্রকাশ।

অন্ধকারময় প্রান্তরে দীপশিখা এবং মরুভূমি মধ্যে সরোবর দর্শন কাহার আনন্দের না হয়। সেইরূপ তিমিরান্ধ বঙ্গদেশে যেমনি বিদ্যাজ্যোতিরুদিত হইয়াছে। অতএব তদ্দর্শনে যে আনন্দের উদয় হইবে তাহা আশ্চর্য্যের নহে। সমুদায় বঙ্গদেশ পণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের আনন্দ নয়, লেখা পড়া কিছু ছিল না বলিলেই হয়, তবু অনেক হইয়াছে, এই বলিয়া আনন্দ। আজিও অনেক গ্রাম গণ্ড মূর্খ হইয়া আছে। সেখানে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করে নাই। এরূপও অনেক গ্রাম আছে, সেখানকার লোকে কিছু কিছু শিখিয়াছে বটে কিন্তু যে শিক্ষার বলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ হয়, আজিও অনেক স্থলে তাহা হয় নাই। লেপ্টনান্ট গবর্ণর স্বয়ংই তাহা এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৮৭১ অব্দের ৩১ মার্চ্চ বঙ্গদেশে গবর্ণমেন্টের নিজ ও সাহায্যকৃত ৪২২৮ বিদ্যালয় ছিল এবং ১৮৭২ অব্দের ৩১ মার্চ্চ ৪৪১১ বিদ্যালয় হয়। ১৮৭১ অব্দে ঐ উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৬৩৮৫৪ এবং ১৮৭২ অব্দে ১৬৬১৪০। যাহাতে গবর্ণমেন্টের সাহায্য নাই, ১৮৭২ অব্দে তাহা গণনায় ১০৯০৯ এবং উহার ছাত্র ১৬৯৯৫৩ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্রাম্য পাঠশালা ২০০০০ এবং উহার ছাত্র ৪৫০০০০ অনুমান করা হইয়াছে। সমুদায় লোক সংখ্যা ধরিয়া যদি হিসাব করা যায় ১৫০ জনের মধ্যে ১ জনের মাত্র শিক্ষা হইতেছে। এ সংখ্যা যে অতি সামান্য লেপ্টনান্ট গবর্ণর তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। এ অংশে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের বড় বিসম্বাদ হইতেছে না। যে অংশে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য হইতেছে, তাহা এই:—

যাঁহারা বলেন উচ্চশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে দুই তৃতীয় অংশ বালক নীচের ক্লাসে পড়ে, তাহাদিগের বিষয়ে যে ব্যয় হয় তাহা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বলিয়া গণনা করিতে হইবে। যদি এরূপ হইল তাহা হইলে ঐ সকল বিদ্যালয়ে যে ব্যয় হইতেছে তাহার দুই তৃতীয় অংশ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় হইতেছে বলিতে হইবে। লেপ্টনান্ট গবর্ণর এ যুক্তির অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন, পাঠশালায় ঐ ব্যয় দিলে উহার অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক বালকের শিক্ষা হইতে পারে। লেপ্টনান্ট গবর্ণর আমাদিগের সমাজের ও গ্রামের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও গ্রামবাসিদিগের মনোগত ভাব জানেন না বলিয়াই এরূপ কহিতেছেন। তিনি পাঠশালায় যে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় গুলির সবিশেষ উন্নতি হইলে সে ব্যয়ের প্রয়োজনই হয় না। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যত অধিক লোক লেখা পড়া শিখিবে, ততই অন্য অন্য লোকের লেখা পড়া শিক্ষার সুবিধা হইবে। তাঁহারা প্রতিবেশিদিগকে মূর্খ দেখিয়া কোন ক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারা স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা পাইয়া মূর্খ প্রতিবেশিগণের লেখা পড়া শিক্ষার উপায় করিবেন। লেপ্টনান্ট গবর্ণর অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আত্মাকে বঞ্চিত করিয়াও অনেক স্থলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী রাণী শরৎ সুন্দরী বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রভৃতি বিদ্যাবিষয়ে যে দান করেন, তাহা আশ্চর্য্যের নহে। তাঁহাদিগের অগাধ বিষয় আছে, তাঁহারা অনায়াসে ১০ টাকা ব্যয় করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদিগের সঙ্গতি নাই যাঁহারা উদরে কাপড় বাঁধিয়া অন্যের বিদ্যা শিক্ষার্থ দান করেন, তাঁহাদিগের দানই অধিকতর প্রশংসনীয়। তাঁহাদিগের দানেই যথার্থ কাজ হয়। তাঁহাদিগের ঐ চেষ্টায় ত্রিবিধ লাভ হইতেছে। তাঁহাদি-

গের স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি বলবতী হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট ক্রমে এতৎ সংক্রান্ত ব্যয় হইতে মুক্ত হইতেছেন, এবং লেখা পড়ারও আয়াস বৃদ্ধি হইতেছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরাও সেই উদাহরণটী গ্রহণ করিলাম শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলিকাতায় যে বিদ্যালয়টী চালাইতেছেন, তাহাতে কাহার সাহায্য নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি বিদ্যাসাগরকে লেখা পড়া না শিখাইতেন, তাহা হইলে কি আজ ঐ বিদ্যালয়টী দেখিতে পাইতেন। লোকে যত বিদ্যাসাগরের ন্যায় লেখা পড়া শিখিবেন, ততই তাঁহার বিদ্যালয়ের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট শত শত বিদ্যালয় দেখিতে পাইবেন। উচ্চতর শিক্ষা দানের কেবল এই মাত্র ফল নয়, দেশকে সংস্কৃত করিয়া তুলিবার আর কাহার ক্ষমতা নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় না করিয়া কাম্বেল সাহেবের ন্যায় কেবল সামান্য পাঠশালা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর উড্রো সাহেবের রিপোর্ট উপলক্ষে যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, আজি কি তিনি সে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিতেন?

এস্থলে আমরা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে আর একটী কথা কহিতেছি, তিনি যে শ্রেণীর নিমিত্ত পাঠশালা করিতেছেন, সে শ্রেণীর অবস্থার যাবৎ উন্নতি না হইতেছে তাবৎ তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অনুমান করিয়াছেন, বাঙ্গলা দেশে প্রায় ২০০০০ পাঠশালা আছে। আমরা কহিতেছি, নিম্ন শ্রেণীর অবস্থার যত উৎকর্ষ হইবে, ততই ঐ পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করুন, না করুন, সে অপেক্ষা থাকিবে না।

উড্রো সাহেবের রিপোর্টে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। কলিকাতা ও তন্নিকট বর্ত্তী স্থানে যে কিছু শিক্ষা হউক, দূর পল্লীগ্রামে কিছুমাত্র শিক্ষা হইতেছে না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ২৪ পরগণার ১৭৪০৭ স্ত্রীলোকের মধ্যে ৬ টী মাত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে!! স্ত্রীশিক্ষার এরূপ দুরবস্থা হইবার অনেক গুলি কারণ আছে, যাবৎ সেগুলি অপনীত না হইবে, তাবৎ উহার উন্নতি হওয়া দুষ্কর। প্রথমতঃ আজিও বহুল পরিমাণে পুরুষের লেখা পড়া হয় নাই। যাহাদিগের লেখা পড়া জ্ঞান নাই স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষা হইলে বিপদ ঘটিবে তাহাদিগের এই সংস্কার। তাহাদিগের এরূপ সংস্কার হইবার কতক মূলও আছে। বোধ কর, একটী বালিকা লেখা পড়া শিখিল, এক মূর্খের সহিত তাহার বিবাহ হইল। মূর্খবহুল প্রদেশে সচরাচর এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীলোকটীর মনে লেখা পড়া শিখিয়াছে বলিয়া অভিমান আছে, স্বামী মূর্খ, সুতরাং তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল। যোগ্যে যোগ্যে মিলন না হইলে প্রণয় হইবার সম্ভাবনা অল্প। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রণয় না থাকিলে সংসার বিষময় হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ অনেকের অবস্থা মন্দ। অনেক স্ত্রীলোককে স্বয়ং সামান্য গৃহ কর্ম্মও করিতে হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্ত্রীলোক কিছু লেখা পড়া শিখে, তাহার সামান্য গৃহকর্ম্ম করিতে ঘৃণা জন্মে। স্বামির তেমন অবস্থা নয়, যে সে অন্য লোক দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিয়া লয়। সুতরাং সংসারে বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। তৃতীয়তঃ এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। যত দিন পিতা মাতা জীবিত থাকেন, তত দিন সন্তানের কোন বিষয়ে প্রভুত্ব থাকে না। পুত্রবধূ কিছু লেখা পড়া শিখিয়া শ্বশুরালয়ে আইলেন। তাঁহার ইচ্ছা আরো লেখা পড়া করেন, তাঁহার স্বামিরও ইচ্ছা আরো কিছু শিখান। কিন্তু মাতা পিতা প্রতিবাদী হইলেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল।

বাল্য বিবাহ প্রথা থাকাতে বিবাহের পূর্ব্বে অধিক লেখা পড়া শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা অল্প। এই অন্তরায় গুলি অন্তরিত না হইলে সুচারুরূপ স্ত্রী শিক্ষা হইবার কোনক্রমেই সম্ভাবনা নাই। ইহাও এদেশের পুরুষদিগকে উদার শিক্ষা দানের আবশ্যকতা কহিয়া দিতেছে। উদার শিক্ষা ভিন্ন আর কাহার এমন সামর্থ্য নাই যে ঐ অন্তরায় গুলিকে অন্তরিত করে।

উড্রো সাহেব যে আর একটী কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগকে যত উচ্চপ্রকার শিক্ষাদান করিবেন, ততই এদেশের মঙ্গল হইবে। সে কথাটী এই। তিনি বলেন বঙ্গদেশে যত সাহায্যকৃত বিদ্যালয় আছে, তাহার যে গুলিতে এদেশীয়দিগের অধ্যক্ষতা আছে, মিশনরিদিগের বিদ্যালয় অপেক্ষা সেগুলি উৎকৃষ্ট। সুশিক্ষিত এদেশীয়েরা সকল বিষয়েই পারদর্শিতা প্রদর্শনে সমর্থ হন। তাঁহাদিগকে যে বিষয়ে ফেলিয়া দিবে, সেই বিষয়েই তাঁহারা কাটিয়া ছিঁড়িয়া উঠিবেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করেন না ইহাই দুঃখের বিষয়। মিশনরি বিদ্যালয়ে যে ভাল লেখা পড়া শিক্ষা হয় না, তাহার প্রধান কারণ এই, খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, শিক্ষাদান মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদিগের শিক্ষাদান কার্য্যটী ফাঁদ বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। মিশনরিরা ক্রোধ করি

বেন না, তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিয়াই আমরা এইরূপ আক্ষেপ করিলাম।

নাম যুদ্ধ।

মানুষের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাটী বড় প্রবল। মানুষ যখন অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রণ কণ্ডূ বিনোদনের সুযোগ না পায়, তখন বাগযুদ্ধ দ্বারাও উহার বিনোদন করিয়া থাকে। ইংরাজীতে ভারতবর্ষের গ্রাম-নগর নদনদী প্রভৃতির নাম লিখিবার প্রণালী লইয়া এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না এই বিষয় লইয়া তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছে। এখন ঐ নামগুলি লোকে ইচ্ছা মত লিখিয়া থাকেন। তাহাতে উহার নানারূপ হয়। কতকগুলির মত এই, নানারূপ না হইয়া একরূপ হওয়া উচিত। অন্যেরা নিয়মবদ্ধ হইতে চান না। তাঁহাদিগের মত এই, যাহার যেমন ইচ্ছা তিনি তেমনি লিখিবেন। এ বিষয় লইয়া বিবাদের ত কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। একবিধ প্রণালী অবলম্বনই বিধেয়। উহাতে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট হইবে বটে কিন্তু উত্তরকালে উহা সকলের সুখের কারণ হইবে। যাঁহারা এক একটী শব্দে দুই তিনটী করিয়া অক্ষর লুপ্ত করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় নামের নিয়ম বন্ধনে এত ভয় করিতেছেন কেন? নিয়মবন্ধন ব্যতিরেকে কোন বিষয় সুশৃঙ্খল হয় না। এবিষয়ে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের মত আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় হইতেছে।

ধর্ম্ম শিক্ষার বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সমুদায়ই উপধর্ম্মদূষিত। যদি ভাগ্য ক্রমে বঙ্গদেশ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে উপধর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া এক ঈশ্বরের আরাধনরূপ হিন্দুজাতির মূল ধর্ম্মের আশ্রয় চ্ছায়া অবলম্বন করিয়া সুখী হইতেছেন, এমন সময়ে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া সেই বঙ্গদেশকে উপধর্ম্ম পঙ্কে মজ্জিত করিবার চেষ্টা হইতেছে কেন? ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া যে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে প্রচলিত নীতি গ্রন্থ গুলি পাঠে কি সে ফললাভ হয় না?

নয়শো রুপেয়া (১)।

নামটীই কেবল কৌতুকাবহ নয়, গ্রন্থখানিকেও কৌতুকাবহ বাক্যদ্বারা পরিপূরিত করা হইয়াছে। আমরা উহা পাঠ করিয়া দুই ঘণ্টাকাল আনন্দ ভোগ করিয়াছি। আমাদিগের সমাজ মধ্যে আজি কালি যে সমস্ত দোষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, গ্রন্থ মধ্যে তাহার অনেক গুলির নিন্দা করা হইয়াছে বটে কিন্তু গ্রন্থখানি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কন্যা বিক্রয়ের দোষ কীর্ত্তন করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহারা কন্যা বিক্রয় করে, তাহারা অতি নীচ প্রকৃতি হইয়া যায় না থাকে তাহাদিগের দয়া না থাকে কন্যার শুভাশুভ চিন্তা, না থাকে ভদ্রতা, না থাকে চক্ষুর লজ্জা। গ্রন্থকর্ত্তা সুন্দররূপে এগুলির বর্ণন করিয়াছেন। রামধন মজুমদার ও গোপীমোহন ভট্টাচার্য্যের চরিত্র পাঠ করিলে দৃঢ়তর রূপে এই সংস্কার জন্মে কন্যা বিক্রেতার তুল্য জঘন্য লোক পৃথিবীতে আর নাই। রামধনের ভ্রাতা সাতুলাল হিন্দীতে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীর নয়শত টাকা নীলাম ডাক ডাকে, তাহাতেই গ্রন্থের নয়শো রুপেয়া নামকরণ হইয়াছে।

গ্রন্থের যেরূপ নাম রাখা হইয়াছে, ও রামধনের চরিত্র যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে, রামধনের কন্যা সরলার বিবাহ ঘটনা কিন্তু তদনুরূপ হয় নাই। যাহারা কন্যার এত অধিক পণ লয় তাহাদিগের সৎপাত্রে কন্যা দান ঘটিয়া উঠে না। অশীতিপর, মুমূর্ষু, কুরূপ মূর্খেরাই তাহাদিগের লক্ষ্য ভূত হইয়া থাকে; কিন্তু সরলাকে উত্তম পাত্রের হস্তগত করা হইয়াছে। এ অংশে গ্রন্থকর্ত্তার ত্রুটি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সরলার রঞ্জনের সহিত বিবাহ হয়। রঞ্জনকে রমানাথ মজুমদারের ভাগিনেয় বলিয়া সকলে জানিত, বাস্তবিক রঞ্জন কানাই ঘোষালের পুত্র। উহার জন্ম হইবামাত্র রমানাথের ভগিনী বিন্ধ্যবাসিনী ধাত্রী ও সাতুলালদ্বারা উহাকে চুরি করিয়া লইয়া যান। ধাত্রী এই রব করিয়া দেয় যে ছেলেটিকে শৃগালে লইয়া গিয়াছে এ গূঢ় বৃত্তান্ত সকলে জানিত না। রঞ্জন রমানাথের ভাগিনেয় ইহাই প্রচার ছিল। এই কারণে বিবাহ সভায় অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হয়। অনেকে এই আপত্তি করে, মাতামহ গোত্রে বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। এই গোল করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সভা হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে কানাই ঘোষাল কাশীস্থ বিন্ধ্যবাসিনীর চিঠি আনিয়া গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন। গল্প রচনায় এ অংশটী যদি টম জোন্স নামক ইংরাজী নবেলের অনুকরণ না হইত, অধিকতর হৃদয়হারী হইত সন্দেহ নাই। সাতুলালের অনেক স্থলের গাঁজাখুরী কথা ও রঞ্জনের বন্ধু ব্রাহ্ম নবীন বাবুর জেঠামি পড়িয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। গ্রন্থের অধিক অংশ প্রশংসনীয় হইয়াছে। লেখাটি সরল ও সুমিষ্ট হইয়াছে।

আমরা উপরে কহিয়াছি কন্যা বিক্রয়ের দোষ কীর্ত্তন করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য যাঁহারা আমাদিগের সমাজের অভ্যন্তরীণ বৃত্তান্ত না জানেন, তাঁহারা মনে করিতে পারেন আমাদিগের দেশের সকলেই কন্যা বিক্রয় করে, সকলেই জঘন্য। বাস্তবিক তাহা নয়। যে সকল ব্যক্তির লেখা পড়া জ্ঞান আছে, ভদ্রতা আছে, মান সম্ভ্রম মায়া আছে, তাঁহারা এ গর্হিত কাজ করেন না। শাস্ত্রকারেরা কন্যা বিক্রয়ের বিস্তর নিন্দা করিয়াছেন। কাশ্যপ কহিয়াছেন:—

(১) এখানি নাটকাকারে রচিত, গ্রন্থকারের নাম নাই, কলিকাতা বহুবাজার ৫২ নং ছিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, স্মিথ কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি
স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা
মহাকিল্বিষ কারিণঃ॥
পতন্তি নরকে ঘোরে
ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলং।

যেসকল ব্যক্তি লোভ মোহিত হইয়া শুল্ক গ্রহণ করিয়া কন্যাদান করে, আত্ম বিক্রয়কারী মহাপাপী সেই সকলব্যক্তি ঘোর নরকে পতিত হয় এবং সাতপুরুষকে নরকে পাতিত করে।

ব্রাহ্মণাদির শুল্ক গ্রহণ দূরে থাকুক ভগবান মনু বলেন "আদদীত ন শূদ্রোঽপি কন্যাং দুহিতরং দদৎ" কন্যাদান করিয়া শূদ্রও শুল্ক গ্রহণ করিবে না।

আমরা উপসংহারকালে পুনরায় কহিতেছি যাহাদিগের কাণ্ডগ্রহ নাই, শাস্ত্রজ্ঞান নাই, কন্যা প্রভৃতির উপর দয়া নাই, তাহারাই কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকে।

বিবিধ সংবাদ।

৭ ই জ্যেষ্ঠ সোমবার।

এবার চট্টগ্রামের এচ, পার্সিব্যাল এবং মাণিক গঞ্জের বাবু রজনী কান্ত সেন গিলক্রাইষ্ট ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার টাউনহালে জষ্টিসদিগের এক সভা হয়। ডাউদিস্ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে ঐ পদে একজন বাইসচেয়ার ম্যান নির্ব্বাচনের জন্য এই সভা হইয়াছিল। আমরা অহ্লাদিত হইলাম, বাবু উমেশচন্দ্র দত্তকে ৮০০ টাকা মাসিক বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রতি মাসে ৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া পরে ১২০০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। কেহ কেহ ষ্টারনডেল সাহেবকে ঐ পদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু অধিকাংশ জষ্টিস উমেশ বাবুর পক্ষ হওয়াতে তাঁহাকেই ঐ পদ দেওয়া হইয়াছে। উপযুক্ত পাত্রেই কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে।

ইংলিসমান শুনিয়াছেন অনরেবল ই, সি বেলি সাহেব পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলর হইয়াছেন। আর কি নূতন লোক পাওয়া যায় না? নূতনের যেমন উৎসাহ থাকে, পুরাণের তেমন থাকে না।

ঝাঁসিতে ডেঙ্গুর অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শত করা প্রায় ৬০ জন এই পীড়ায় কষ্ট পাইতেছে।

পিয়নিয়র বলেন, রুশীয় সম্রাটের কন্যার সহিত কেম্ব্রিজের ডিউকের বিবাহ হইবে। আমরা ত ডিউক অব এডিনবরার কথা শুনিয়াছিলাম। শেষে শিশুপালের বিবাহ ব্যাপার যেন না হয়।

এন্স্লি এবং বার্চ সাহেব হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন বলিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণকার হাইকোর্টের জজদিগের নিয়োগ সংবাদ ভিন্ন গুণের সংবাদ পাঠকগণের গোচর করা আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিতেছে না।

পিয়নিয়র বলেন, রুশীয়া খিবা অধিকার করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা অমূলক। উহার ৪৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী উরগঞ্জ নামক স্থান রুশীয়েরা অধিকার করিয়াছেন। অন্যান্য যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তদ্দর্শনে এই কথাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

বাসন্দ এবং সোয়াডের আখুন্দ মেজর ম্যাকডোনাল্ডের হত্যাকারীকে আশ্রয় দিয়াছে বলিয়া উহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিয়া প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান হইয়াছে। কে এ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হয় নাই। বোধ হয় যাঁহারা যুদ্ধ দেখিতে ভাল বাসেন।

বঙ্গদেশের ন্যায় অযোধ্যাতেও স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের পরীক্ষা জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম মিস আক্রয়েড হইতে এদেশের অনেক উপকার হইবে, কিন্তু তাঁহার যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার এদেশের ভাল করা দূরে থাকুক, তিনি আর কিছুদিন এই উষ্ণ দেশে থাকিলে তাঁহার নিজেরই শুশ্রূষা করা ভার হইবে। সম্প্রতি তিনি না কি কেশব বাবুকে এক দিন বটীতে ডাকিয়া অনুচিত ভৎসনা করিয়াছেন! ইহার কারণ এই, মিরর ও সুলভ পত্র কেশব বাবুর। ঐ দুই পত্রে লিখিত হইয়াছিল "মিস আক্রয়েড বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা হইবেন এই রূপ জনরব শুনিতেছি"। ইহাতেই আক্রয়েডের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ একজন মুখর স্ত্রীলোকের সহিত বনিয়া উঠা সহজ নয় এই ভাবিয়া কেশব বাবু উক্ত মিসের প্রস্তাবিত স্কুল কমিটীর সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়া এক চিঠি লিখেন। আক্রয়েড তদুত্তরে লিখিয়াছেন "আপনি পদ ত্যাগ করাতে বাঁচিয়াছি, বড় সুখী হইয়াছি, আপনার সহিত উক্ত পত্র দ্বয়ের সম্বন্ধ আছে জানিলে আপনাকে সভ্য করিতাম না।" মিস সীমা লঙ্ঘন করিয়া কোপ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা আক্ষেপ করিলাম, কিন্তু তাঁহার কোপের কারণ আছে। তিনি যখন স্বয়ং প্রধান হইয়া স্ত্রী বিদ্যালয় করিতেছেন, তখন তাঁহাকে বেথুন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা বলিয়া সমাচার প্রচার করা মিরর ও সুলভের ভাল কাজ হয় নাই।

এবৎসর ইংলাণ্ডের আয় ৭১ কোটি টাকা তন্মধ্যে ব্যয় বাদে আবকারী আয় ১৩ কোটি। ভারতবর্ষের আয় ৪৮ কোটি, তন্মধ্যে আবকারী ও অহিফেনের আয় প্রায় ১১ কোটি। ইংলণ্ড শীত প্রধান দেশ, ইংলণ্ডের পক্ষে ১৩ কোটি টাকার মাদক সেবন সহ্য হয়, কিন্তু উষ্ণ প্রধান দেশকে ১১ কোটি টাকার মাদক দ্বারা আরো উষ্ণ করিলে ক্রমে যে ইহা বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া যাইবে।

গত বৎসর কলিকাতা মেডিকল কালেজে ১২৩৬ ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। হাস্পাতালে ৪১০০০ রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। মেডিকল কলেজ হইতে ক্রমে বহুসংখ্য ছাত্র বহির্গত হইতেছে, এটী উন্নতির চিহ্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু পীড়ার উন্নতি না হইলে এ উন্নতির প্রয়োজন হইত না।

দিল্লী বাহাদুর গড় ভিওয়ানি ফিরোজপুর বাতানা এবং অমৃতসারে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৮ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

কিছুদিন হইল জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা যতীন্দ্রমোহনের নামে যে অভিযোগ করেন, গতকল্য বিচারপতি ম্যাকফার্সন ও পণ্টিফেক্স তাহার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ফরিয়াদিকে আসামিদিগের সমুদায় খরচা দিতে হইবে। বোধ হয় জ্ঞানেন্দ্র মোহন ইহাতে ক্ষান্ত হইবেন না, প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করিবেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দোষেই এখন এই টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে।

সম্প্রতি পুনাতে একটী ১৩। ১৪ বৎসর বয়স্কা বালিকার প্রতি তাহার স্বামী শ্বশুর ও শাশুড়ী অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছে। প্রথমে তাহার শরীরের অধিকাংশ দগ্ধ করিয়া পরে হাত পা বাধিয়া দুই তিন দিন অনাহারে ফেলিয়া রাখা হয়। কি ভয়ানক! বাল্য বিবাহ নিবন্ধন এদেশের অনেক স্ত্রী লোককে প্রায় এইরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

সেদিন শেখ বেণী নামক এক ব্যক্তি আট দশ আনা মূল্যের একখণ্ড কাপড় চুরি করিয়াছিল বলিয়া হাবড়ার সেসিংনে বিচারার্থ অর্পিত হয়। যখন ঐ ব্যক্তি ঐ কাপড় চুরি করে তখন সে চৌর্য্যাপরাধে কারারুদ্ধ ছিল। ইহার পূর্ব্বে একটী ডাকাইতি মকদ্দমায় ইহার ৭ বৎসর মেয়াদ হইয়াছিল। এ ভিন্ন ২। ৪ মাস মেয়াদ অনেকবার হইয়া গিয়াছে। এ বার হাবড়ার অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ টটেনহাম সাহেব তাহার ১০ বৎসর দ্বীপান্তর বাস আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহার সমুদায় পাপের এককালে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

মিস আক্রয়েডের প্রস্তাবিত স্ত্রী বিদ্যালয়ে মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০০ এবং বর্দ্ধমানের মহারাজ ৬০০ টাকা দান করিয়াছেন। এককালীন দান ও মাসিক চাঁদা দ্বারাও আরো কতক টাকা উঠিয়াছে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, পাঙ্খাবাড়ীর নিকটে গবর্ণমেণ্টের যে টিক বৃক্ষের বাগান আছে উহা পরিবর্দ্ধিত করা হইবে। এ পরামর্শ ভাল হইয়াছে।

অত্যন্ত বৃষ্টি নিবন্ধন পথ সকল অগম্য হওয়াতে পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কাশ্মীরে যাইতে বিলম্ব হইয়াছে। এ সকল রাস্তা ত পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের মহাত্মারা করিয়াছেন?

আমরা দুঃখিত হইলাম, বারাণসীর সুবডিনেট জজ বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। সর উইলিয়ম মিউর ইহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন।

গত সপ্তাহে কাম্বেল সাহেব ডুমসং হইতে দারজিলিঙে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার ডুমসং গমনে যে ফল হইল শীঘ্র তাহা গেজেটে প্রকাশ করা হইবে। কাম্বেল সাহেব যখন গিয়াছেন তখন একটা না একটা করিয়া আসিয়াছেন সন্দেহ নাই।

৯ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

সম্প্রতি বারাণসীতে একটী আশ্চর্য্য জুয়াচুরির বিচার হইতেছে। মতিলাল নামক আগ্রার একজন বণিক পোষ্ট আফিসের দুই জন কর্ম্মচারিকে মাসে ১০০ টাকা দিত এবং মধ্য প্রদেশের কোম্পানিরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোম্পানিদিগের নিকট যে সকল চিঠি পাঠাইত সে ঐ চিঠি উহাদিগের নিকট হইতে লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার নিজের এজেণ্ট দিগকে টাকা দিবার জন্য জাল চিঠি পাঠাইত। উহার যে চাকর এইরূপে টাকা সংগ্রহ করিত সে এক্ষণে ময়নার সাক্ষী হইয়াছে। জুয়াচোরের দলও ধরা পড়িয়াছে।

বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কতকগুলি বিলাতী চিঠি লইয়া বড় কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মিস কার্পেণ্টার এক বৎসর ধরিয়া শশিবাবুকে যত চিঠি লেখেন, তিনি তাহার একখানিও না পাওয়াতে মিস কার্পেণ্টারকে এবিষয় জানান। তিনি ইহা ষ্টেটসেক্রেটারিকে ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনরলকে গবর্ণর জেনরল পোষ্ট আফিসের ডিরেক্টর জেনরলকে ইহার অনুসন্ধান করিতে বলেন, ক্রমে ডাক ঘরের নিম্নতর কর্ম্মচারীদিগের উপরে তদন্ত হয়। প্রকৃত ঘটনা এই, মিস কার্পেণ্টার "শশিপদ বানুর্য্যি কলিকাতা" এইরূপ শিরোনাম লিখেন। পেয়াদারা কলিকাতায় এরূপ লোক খুজিয়া না পাওয়াতে পত্র গুলি ডেড লেটার আফিসে দেয়। কিছু দিন পরে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল কলিকাতার (শশিপদের পরিবর্ত্তে) তারাপদ বানুর্য্যি যদি কেহ থাকেন চিঠি লইয়া যান। কৃষ্ণনগরের এক তারাপদ বানর্য্যি আপনার মনে করিয়া চিঠি গুলি লইয়া যান, কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ঐ ব্যক্তি গাড়ি করিয়া চিঠি গুলি লইয়া কলিকাতার গলি গলি ফেরেন। কাহাকে দিবেন খুজিয়া পান না। পরে প্রকৃত শশি বাবু জানিতে পারিয়া পত্র লিখিলে তিনি সমুদায় পাঠাইয়া দেন। এখন ডাক ঘরের লোক তাঁহারই নামে নালীস করিতে উদ্যত। মিস কার্পেণ্টারের কলিকাতা এবং গবর্ণমেণ্ট গেজেটের তারাপদ এই দুই ভ্রমেতে কি তুমুল কাণ্ড ঘটাইল।

পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর পবলিকওয়ার্ক বিভাগের বজেট হইতে এক লক্ষ টাকা লইয়া উহা শিক্ষা বিভাগে প্রদান করিয়াছেন। পবলিকওয়ার্ক বিভাগ হইতে যাহা লওয়া হয় তাহাই লাভ।

১০ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

গত ১৮ ই মে বারাসত ট্রেণিং স্কুলের পারিতোষিক দান কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই স্কুলের একটী প্রশস্ত বাটী না থাকাতে বড়ই অসুবিধা ছিল এক্ষণে ইহার আরম্ভ হইয়াছে। কতক টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই বাটী নির্ম্মাণে ৩০০০ টাকা লাগিবে অনুমান করা হইয়াছে। পোর্টার সাহেব এবং নড়াল মুন্সেফেরা এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবেন বলাতেই ম্যানেজারেরা বাটী আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

১৮৭১—৭২ অব্দের বঙ্গদেশীয় শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট দেখিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উড্রো সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট মুর্শিদাবাদের নবাবের

প্রত্যেক কন্যাকে নিজামত ডিপজিট ফণ্ড হইতে উঁহাদিগের বিবাহার্থ ২০ হাজার টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ভারত সংস্কার সভার প্রতিষ্ঠিত এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের নম্যাল স্কুলে মহারাণী স্বর্ণময়ী ২০০ এবং রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর ১০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহাদিগের দানশীলতা ক্রমে প্রবাদ বাক্য হইয়া উঠিল।

১৮৭১-৭২ অব্দে বঙ্গদেশের নিম্ন প্রদেশ সমূহ ইনকম টাক্স দ্বারা ১৮৩২৭১৫ টাকা আদায় হয়, ব্যয় বাদে ১৬৯৮৭৩৮ টাকা লাভ থাকে। লাভ ১৬ লক্ষ বটে কিন্তু অসন্তোষ ১৪ লক্ষেরও অধিক।

গত সোমবার কলিকাতার গিরি বাবুর লেন হইতে একজন ইউরোপীয়কে অচেতনাবস্থায় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, কিছুক্ষণ পরে উহার মৃত্যু হয়। এব্যক্তি আত্যধিক সুরাপানে মত্ত হইয়া রৌদ্রে পড়িয়া থাকিত। এই কারণে ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

সে দিন গড়পারে এক ব্যক্তি ছাদের উপর নিদ্রা যাইতেছিল, অকস্মাৎ উহার উপর হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

গত ১৭ ই মে আহিরিটোলার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক পারিতোষিক দান কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিদ্যালয় বর্ত্তমান ছাত্র সংখ্যা ৪০০ হইবে।

ডবলিন ট্রিনিটি কালেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাক্তার লটনার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাইর নানা ভাই হরিদাস কিছু দিনের জন্য তত্রত্য হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজ হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌর নবাবের একজন ক্রীতদাসীর মৃত্যু হওয়াতে উহার সম্পত্তির অধিকার লইয়া নানা ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছে। তিন জনে বলিতেছে, এ দাসী তাহার স্ত্রী ছিল। ইহাও দেখুন ভারতবর্ষে আজিও দাস ব্যবসায় প্রচলিত রহিয়াছে।

১১ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

সম্প্রতি মেয়াফপুরের রাজার রাজ্য মধ্যে অগ্নিকাণ্ড হওয়া প্রায় ১৫ শত গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

গত শুক্রবার রামপুরের রাজার প্রধান মন্ত্রী ওসমান খাঁকে হত্যা করা হইয়াছে; এ ব্যক্তি অতি সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সিন্ধিয়ার রাজা সিমলায় গিয়াছেন। তথায় তিনি এক পক্ষকাল থাকিবেন। এত অল্প দিন কেন?

ব্রহ্মদেশীয় যুবকদিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য তথায় একটী মেডিকল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে।

আমাদিগের লেপ্টিনণ্ট গবর্ণর গোল আলুর প্রতি বড় অনুরাগী হইয়াছেন, যাহাতে গোলআলুর চাসের শ্রীবৃদ্ধি হয় তিনি তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। কোন বিষয়েই অনুরাগের ত্রুটি নাই, কাজ শেষ হয়না এই দুঃখ।

বোম্বাইর একজন পারসী রাস্তায় ১৯১ ৬১ টাকার এক খানি ব্যাঙ্কচেক কুড়াইয়া পাইয়া যাহার নামের চেক তাঁহাকে দিবার জন্য গাড়িভাড়া করিয়া তাহার বাটীতে যায়, সে ব্যক্তি ঐ টাকা পাইয়া আহ্লাদিত হইয়া উহাকে এক টাকা গাড়ি ভাড়া ও এক টাকা পুরস্কার দেয়। কি বদান্যতা!! বোধ হয় সে রাত্রি উহার নিদ্রা হয় নাই।

১২ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

পালমাল গেজেটে লিখিত হইয়াছে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর অবধি ১৭ বৎসর ধরিয়া রুশীয়েরা সামরিক বিভাগের উন্নতি করিতেছে। সর্ব্বত্র রেলওয়ে নির্ম্মাণ প্রাচীর দুর্গের সংস্কার ও নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ সৈন্য সংখ্যাবৃদ্ধি রণতরি নির্ম্মাণ এবং সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত ও কামান গোলা বারুদ প্রভৃতি বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইতেছে। কাস্পিয়ান হ্রদ রুশীয় রণতরিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একটী খাল কাটিয়া ইহার সহিত কৃষ্ণ সমুদ্রের যোগ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। কেবল অর্থের অনটন পূরণের বিশেষ কোন উপায় হইয়া উঠিতেছে না। সেই অভাব পূরণ জন্য বুঝি মধ্য আসিয়া অধিকার করিয়া ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সম্প্রতি চিকাগোর একটী স্ত্রীলোক-লটরি করিয়া বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রায় ১০ হাজার টিকিট করা হইয়াছে, যাহার নামে টিকিট উঠিবে তাহাকে যদি তাঁহার মনোনীত না হয় ঐ ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিয়া অপর ব্যক্তিকে তিনি মনোনীত করিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকায় একটী স্ত্রীসভা হইয়া এই স্থির হয় যে পুরুষের সহিত প্রণয় হইবে তাঁহাকেই বিবাহ করা যাইবে। এ স্ত্রীলোকটী বোধ হয় ও সভার সভ্য নন। যাহা হউক এ একটী দিব্য পন্থা।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৬ ই মে। কালিষ্টদিগের সর্দ্দার সাবেলো ৮০০ সৈন্য সহিত পরাজিত এবং মেটেরো নগরে দগ্ধ হইয়াছে।

পারিস ১৬ ই মে। একদল অর্লিয়ানিষ্ট এবং লেজিটিমিষ্ট টিয়াসকে পদচ্যুত করিয়া ডিউক ডিউমেলকে সভাপতি করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই মে। গত রাত্রিতে কমন্সবাটীতে মিয়াল সাহেবের প্রস্তাব ৬১ জনের অমতে এবং ৩৫৬ জনের মতে অগ্রাহ্য হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন দেশের অধিকাংশ লোক ইহার বিরুদ্ধ বাদী।

পারিস ১৬ ই মে। সোমবার হইতে জাতি সাধারণ সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

এম গলাড এবং এম সিমনের পদ ত্যাগ সূচক পত্র গ্রাহ্য হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই মে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার শত করা ৬ করা হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে জর্ম্মানির জন্য ১৮৯০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ মে। ডেলি টেলিগ্রাফ টিফ্লিস হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, খিবা রুশীয়া কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, খাঁ বন্দীকৃত হইয়াছেন।

পারস্যের সাহা রুশীয় রেলওয়ের প্রথম ষ্টেষণ আবিষ্টানে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ মে। খিবার পতন সংবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ মে। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে জর্ম্মানির জন্য ৮০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ মে। সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে খিবার পতন সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া টেলিগ্রাম আসিয়াছে।

পারস্যের সাহা মস্কাউএ উপনীত হইয়াছেন তথায় তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করা হইয়াছে।

বারসেলিস ২০ এ মে। সকলে বলিতেছেন ফ্রান্স ইহার পরের কিস্তির অর্দ্ধেক টাকা ফ্রান্সের ব্যাঙ্ক হইতে দিবার মানস করিয়াছেন।

সর জন রাউলাণ্ড স্মিথের মৃত্যু হইয়াছে।

—০:০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১লা মে। শয়াব চিকিৎসা কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত আর ম্যাকলিয়ড সাহেব কিছুদিনের জন্য ডিব্রুগড়ের চিকিৎসা ভার পাইবেন।

১৭ ই মে। হুগলীর ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ভূমি গ্রহণ জন্য কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পুরীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নন্দকিশোর দাস নিযুক্ত শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

আলীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় পাটনা বিভাগে বদলী হইলেন

সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন বেণীমাধব বসু মধুপুর বাতুলালয়ের পরিদর্শক হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার বাড সাহেব হাবড়ার প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নাটোর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

নওয়াখালির সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, ও, ব্রাউন সাহেব উক্ত বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট রোড কমিটির বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

রেবরেণ্ড এচ, বনার্টস সাহেব খসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সেক্রেটারি হইবেন।

কটকের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল কাদের উক্ত ষ্টেশনের আস্রাবাদের প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার হইবেন।

নাগাপর্ব্বতের প্রতিনিধি পোলিটিকাল এজেন্ট শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট জে, বটলার সাহেব প্রথম শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইবেন; কিন্তু আপাততঃ নাগা পর্ব্বতের প্রতিনিধি পোলিটিকাল এজেন্ট থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর কাপ্তেন এম ও বয়েড সাহেব প্রথম শ্রেণীর সহকারী কমিসনর হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর লেপ্টেনেণ্ট ডবলিউ এ ক্লুকুম্ব কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত জে, সি, গেডিস সাহেব কিছুদিনের জন্য শিয়ালদহের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

শ্রীযুক্ত সি, এ কেলি সাহেব কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে বগুড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত টি, নর্ম্মান সাহেব কিছুদিনের জন্য পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

শ্রীযুক্ত এফ, বি পিকক সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ এস, ওয়েলস সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর হইবেন।

বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, বীমস সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

সাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, এচ, পিলিউ সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

নওয়াখালির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, সি, ম্যাঙ্গলস সাহেবকে আরো কিছু দিন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, গেগান সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি হইবেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, এচ উইলকিনসন সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি হইবেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি সি ষ্টিবেন্স সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি হইবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডি, আর লায়াল সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এফ ম্যাকডোনাল্ড প্রথম শ্রেণীতে পাটনার জজ হইবেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ান জজ দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্দ্ধমানের জজ হইবেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ শ্রীযুক্ত সি, ডি ফিল্ড সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডি, টিটেলর সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, জে, রেনওলডস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, এম, হ্যালিডে সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

সাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, ডবলিউ আলেকজণ্ডর সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

খুলনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ ভি, সি টেলর সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, বি পিকক সাহেব কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এচ, ভবলি সাহেব চতুর্থ শ্রেণীতে রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

সিলেটের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে এণ্ডোসন দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

পাটনার প্রতিনিধি কমিশনর এস, সি বেলি ঢাকা বিভাগের রাজস্ব ও সার্কিটের কমিশনর হইবেন

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

—০—

আমাদিগের মেদিনীপুর বালগোবিন্দপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

সম্প্রতি আমাদের এ অঞ্চলে একটী দেশসাধারণ বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। থাকবস্তের ব্যাপারই তাহার কারণ। আমরা অবগত আছি ১৮৫৫ ৫৬ সাল হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় দশবৎসর বঙ্গদেশে জরিপ ও থাকবন্দী ও জরীপের কার্য্য হয়, কিন্তু তৎকালে তাহাতে কেবল বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী এই তিন জিলার কার্য্য কোন বিশেষ কারণে মঞ্জুর হয় নাই। পুনরায় কার্য্যারম্ভ হইবার আজ্ঞা ছিল। তদনুসারে দুইবৎসর পূর্ব্বে হুগলীতে আরম্ভ হইয়া গতবৎসর হইতে মেদিনীপুরে সেই কার্য্য চলিতেছে।

আমরা ইতিহাস পাঠে ও বয়োবৃদ্ধ পরম্পরায় বর্গী বা মহারাষ্ট্রীয়দের উপদ্রবের বিষয় যে রূপ অবগত ও শ্রুত আছি, বোধ হয়, থাকবস্তের আমিনদের উপদ্রব তাহা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। প্রথমে ইহারা যে গ্রামে যাইতেছে সেখানকার মুখ্যা ও চৌকীদারকে ডাকাইয়া উত্তম মৎস্য পাঁঠা চাউল ইত্যাদি আহারের বন্দোবস্ত জন্য তাড়না করে এবং গ্রামের অর্দ্ধেকেরও অধিক বাঁশ কাটাইয়া ফেলে। তৎপরে জমীদার ও তৎপক্ষীয় আমলা ও গোমস্তাকে তলব করিয়া জরীপের কার্য্য দিতে বলে এবং থাকবন্দীর জন্য প্রত্যেক গ্রামস্থ সমস্ত প্রজাকে (আবশ্যক না থাকিলেও) হাজির থাকিতে বলে। অনেক স্থলে দুষ্টমতি নিষ্ঠুর আমীনেরা প্রজা মুখ্যা ও গোমস্তাকে প্রহার করিয়া থাকে, আবার স্থল বিশেষে কয়েদ পর্য্যন্ত করিয়া রাখে। প্রত্যেক গ্রামে মাল লাখরাজ ইত্যাদি অনেক রকম জমী আছে। প্রত্যেক রকম জমীর ও ইজমালি মহালের কি গ্রামের সীমান্তে প্রত্যেক অংশীদারের নিকট ৫১০ টাকা হিসাবে চাহিয়া বসে।

নিষ্কৃত্তি সুরত না দিলে জমা পেস্কার (ইনিও ইহাতে আছেন) ডেপুটী বাবুর নিকট রিপোর্ট করেন যে, "জমীদারেরা আমাদের সাহায্য না করায় সরকারি কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিতেছে।" রিপোর্ট অনুসারে তাঁহারা জমীদারদিগকে এরূপ কড়া পরওয়ানা দেন যে, যদি ১ এক অথবা দুই দিনের মধ্যে আমিনের সাহায্য না কর (এক জমীদারের এক পরগণার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ গ্রামে অধিকার থাকিলেও এক সময়ে সকল স্থানে কাজের জবাব দিতে হইবে) তবে প্রত্যেক দিন ৫ কি ১০ টাকা হিসাব জরিমানা হইবে। গোদের উপর বিস্ফোটক। জমীদার পরওয়ানা পাওয়ামাত্রেই সময়াভাবে আপত্তি করা দূরে থাকুক সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত হন (অনেকের এই জন্য জরিমানাও হইয়াছে) সুতরাং আমিনেরা তখন আবার পূর্ব্বাপেক্ষা আঁটিয়া ধরে এবং মনের সুখে আপন আপন মতলব হাসিল করে; পরে এই রূপ অত্যাচার ডেপুটী বাবুর নিকট জানাইলেও কিছু হয় না। পেস্কার আমিনে বিলক্ষণ যোগ আছে।

যাহাদের কেবল লাখরাজের উপর নির্ভর এরূপ বিষয়চ্যুত বুনিয়াদী ভদ্রলোকদের অথবা গরিব ব্রাহ্মণদের ত বিপদের সীমা নাই। তাহাদিগকে বলে যে, তোমাদের লাখরাজের সীমাবন্দী [করিব না এবং মালে সামিল করিয়া যাইব"। এদেশের লোকের জমীর প্রতি বিশেষতঃ লাখরাজের প্রতি যে, কত যত্ন তাহা অবিদিত নাই। অনন্যোপায় উল্লিখিত দুর্ভাগা ব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের এক মাত্র উপায় যে সেই লাখরাজের উপর আঘাত হইলে যে কিরূপ বিপদ ঘটে সহজেই তাহা অনুমিত হইতে পারে। তাহারা বজ্রাহতের ন্যায় আমিনদের নিকটে গিয়া অলঙ্কার বন্ধক দিয়া যথাসাধ্য পূজা দেয় এবং আপন আপন জমীর সীমা যা না পরিমাণ হইলে মনে করে যে, "আমাদের লাখরাজ বাহাল হইল।" অনেকেই মনে করিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট ইহাদের হস্তে অসীম ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। এ অঞ্চলের জমীদার, ইজারদার, লাখরাজদার ও প্রজাসকলেই ভয়ে শঙ্কিত ও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাঙ্গাল আমীনদের চক্রে ও কুহকে পড়িয়া সকলেই ঘূর্ণমান হইতেছেন। আমরা অনেককে উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিয়াছি যে আমিনদের কোন ক্ষমতা নাই। তবুও সকলে ভয়ে ভীত হইয়াছে। জমীদারের বিষয়কার্য্য শ্রমোপজীবীদের পরিশ্রম সমুদয়ই বন্ধ হইয়াছে। সকলেই চঞ্চলচিত্ত ও ব্যতিব্যস্ত। অধিক কি জরিপবন্দীর হাঙ্গামে লোকে বিব্রত থাকায় হাট বাজার পর্য্যন্তও স্থানে স্থানে বন্ধ হইয়াছে। আমীনকৃত অত্যাচার পীড়িত কয়েকজন লোক কাঁথির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করিয়াছিল। দোষ প্রমাণ হওয়াতে একজনের জরিমানা হইয়াছে। অপর কয়েক জনের বিচার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। শুনিলাম থাকবস্তের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটও এ বিষয় জানান হইয়াছে। তাঁহারও এ অঞ্চলে আসিবার কথা আছে। দেখা যাউক, তিনি এসে বা কি করেন। সম্পাদক মহাশয় বলিতে কি, থাকবস্তের আমীনদের নিকট পুলিষ হার মানিয়াছে। ইনকম টাক্সের অত্যাচার ত সামান্য। ইহাদের নজর সেলামী খোরাকী মেহনতানা ইত্যাদি দিতে লোক হায়রান হইয়াছে। শুনিলাম ইহারা জেলার যেখানে যেখানে যাইতেছে সেই খানেই এইরূপ অত্যাচর করিতেছে। আমীনেরা পালে পালে আসিয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহারা লেখা পড়ার ত ধার ধারে না, জরিপ ও নক্সার কাজটী বিলক্ষণ জানে ইহাদের কথা সমুদায় এদেশের লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বাঙ্গালদের চিরপ্রসিদ্ধ রাগ ও জেদের কথা অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। তা ছাড়া তেজস্বিতা, হঠকারিতা ও শোষকতা বিলক্ষণ আছে। দয়াবান প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ের বিশেষ প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

কাঁথি। বহুকাল যাবৎ এগ্রামে বাস করিতেছি কখন কোন হাকিমকে এখানে আসিতে দেখি নাই। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে গত ফাল্গুন মাসে কাঁথির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বারবর সাহেব ঘটনাবশতঃ এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সময়াভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন বা মফস্বল পর্য্যবেক্ষণের কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তিনি এই পরগণার (অমরশীর) মধ্যে কৃত্রিম মোহর ও গিলটি গহনা ব্যবসায়ী কতকগুলি দুষ্ট প্রবঞ্চক লোককে যে শাসন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ। ইহার হস্তে ফৌজদারি কালেক্টরী নিমকী রেজিষ্টরী ইত্যাদি সব ডিবিজনের বহুবিধ কার্য্যভার ন্যস্ত আছে। বারবর সাহেব যে একজন পরিশ্রমী দয়ালু উপযুক্ত বিচারপতি তাহার আর সন্দেহ নাই।

গত ৩ রা বৈশাখের সোমপ্রকাশে দেহুড়দাবাসী বাবু গোবর্দ্ধন ঘোষাল মহাশয় যে গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প বিক্রয় সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিস্ময় জন্মিল। গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প সম্বন্ধে এই নিয়ম হইয়াছে যে জুডিশ্যাল (আদালতে ব্যবহার্য্য) কাগজের পরিবর্ত্তে এডিশিভ (টিকিট) কোর্টফিস ব্যবহৃত হইবে। সাদা কাগজের উপর যে লাল মোহর ছাপান হইত তাহা আর হইবে না। ভবিষ্যতে (দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত (কোর্ট ফিস অর্থাৎ কোর্টের ব্যবহারের উপযুক্ত যে ষ্টাম্প বা কোর্টফিস টিকিট তাহা কেবল সরকারি লোকের দ্বারা বিক্রয় হইবে। কিন্তু নন জুডিশিয়াল (নীল মোহর) ষ্টাম্প যাহা মফস্বলে দলিল সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় বেণ্ডরের দ্বারা সদর ও মফস্বলে বিক্রীত হইবে। ইহাতে সাধারণের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই, প্রত্যুত পূর্ব্বের ন্যায়ই সুবিধা থাকিবে। এদিগে কোর্টফিস ব্যবহৃত হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের লাভ এবং লোকেরও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবিধা হইয়াছে।

জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এবৎসর এগ্রামে কোন প্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি না। মধ্যে বৃষ্টি হইয়া কৃষি কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

—০—

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

১। মুলতানের প্রায় ১৩ মাইল দূরে চন্দ্রভাগা নদীর উপকূলস্থ সের-সা নামক স্থান পর্য্যন্ত পঞ্জাব রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে। সের সা একটী সামান্য গ্রাম, দুই একটী অপেক্ষাকৃত ধনী জমিদার ব্যতীত এখানে আর কোন বিশেষ ব্যক্তি [illegible] করে না। এখানে প্রতি বর্ষে চৈত্রমাসে মহা সমারোহে একটা মেলা হয়। তাহাতে অগণ্য লোকের সমাগম হয় এবং বেশ্যাদিগের নৃত্য, মল্ল যুদ্ধ ও মুসলমানদিগের উৎসব ভিন্ন আর কিছুই হয় না। এস্থানের জন্য রেলওয়ে এ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। সের সার নিকট বন্দর ঘাট। এখানে ইণ্ডস ফ্লটিলা কোম্পানির বাষ্পীয় শকট করাচি হইতে যায় এবং তথা হইতে আইসে; এই জন্য রেলওয়ে এ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। মুলতান হইতে এ পর্য্যন্ত রেলওয়েতে আগমন করিয়া তরী সংযোগে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ৫। ৬ ক্রোশ পরে মজফরগড় নামক জেলা। আমি ১৯ এ এপ্রেল এই স্থানে পৌঁছিলাম। মজফরগড় প্রাচীর বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র নগরী। প্রাচীরের বাহিরেও বসতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ আছে। এস্থানের রাজপথ সকল অতি সুন্দর। নানাবিধ বৃক্ষ দুইপার্শ্বে থাকিয়া রাস্তার শোভা ও ছায়া বিধান করিতেছে। মুলতান অপেক্ষা এখানকার জলের স্বাদ অনেক নিকৃষ্ট বোধ হইল, এখানে ডেপুটী কমিসনর, ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আব পুলিষ ভিন্ন অন্যান্য আফিস ও কার্য্যালয় নাই। কার্য্যোপলক্ষে এখানেও দুইটী বাঙ্গালী অবস্থিতি করিতেছেন। আমি এক জনের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ২০ এ এপ্রেল রজনীযোগে বলদ-যুক্ত দেশীয় শকটা রোহণে ডেরাগাজীখাঁর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ২২ এ এপ্রেল প্রাতে সিন্ধু নদের উপকূলে উত্তীর্ণ হইলাম। যদিও সিন্ধু নদের এ অংশটী তত গভীর নহে কিন্তু শীত কাল অপেক্ষা এ সময়ে অনেক বিস্তৃত হইয়াছে। শুনিলাম জুন্ জুলাই মাসে ইহা এত বিস্তৃত ও বেগবান্ হয় যেন অকূল সমুদ্র তরঙ্গায়মান হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। পারাপারের জন্য চক্র যুক্ত একখানি বৃহৎ তরণী আছে। এই নদ পার হইতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল। নদীর অপর পারে বহু বিস্তৃত বালুকাময় চড়া আছে, সেই চড়া উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় দুই ক্রোশ পরে ডেরাগাজী খাঁ নামক নগরে পৌঁছিলাম। মহাশয়! আটক পার হইলাম, হিন্দুস্থান একরূপ পার হইয়া যবন রাজ্যে প্রবেশ করিলাম, হিন্দুত্বও আমাদের গেল।

ডেরাগাজী খাঁ মন্দ নগর নহে। মুলতান হইতে ডেরাগাজী খাঁ পর্য্যন্ত বরাবর অসংখ্য খেজুর গাছ দেখিলাম। এখানকার রাজপথ সকল বিস্তৃত ও বৃক্ষাদির দ্বারা সুশোভিত ও ছায়া যুক্ত। এখানকারও নগরাংশটী প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে কয়েক জন ধনী রইস আছেন, তাঁহারা গবর্ণর জেনরল ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের দরবারে আসন প্রাপ্ত হন। এখানে ডেপুটী কমিসনর খালের জন্য দুই জন এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার ও একজন সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার ও ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিষ প্রভৃতির কএকটী আফিস আছে। একটী গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। আমি পঞ্জাবের যে সকল নগর দেখিলাম তথায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্যা শিক্ষা কম লোক করে। প্রায় সকল বালক অল্প পড়িয়াই হস্তলিপিতে নৈপুণ্য লাভ করিয়া ১০।১৫ টাকার সামান্য কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যাবজ্জীবন দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সাহেবেদের তোষামোদ করিতে থাকে। তথাপি জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া লাহোরে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে চায় না। বালকদের পিতা মাতাও গৃহ হইতে যাইতে দেয় না। ডেরাগাজী খায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। এখানে একটী মাত্র বাঙ্গালী আছেন। ইহার নিকট অনেক বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, পথে যে সকল কষ্ট হইয়াছিল ইহার নিকট সে সকল কষ্টের অনেক লাঘব হইল। অন্যান্য বাঙ্গালী অপেক্ষা ইহার [illegible] গুলি সম্পূর্ণ আছে। প্রায় ৩ দিন থাকিয়া ২৪ এ এপ্রেল রজনীযোগে যাত্রা করিলাম। ডেরাইস্মাএল্ খাঁ এখান হইতে প্রায় ৬০ ক্রোশ দূরে। এই ৬০ ক্রোশ বড় কষ্টের পথ কেবল বালুকাময় মরুভূমিবৎ চারিদিকে ধু ধু করিতেছে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল। ডেরাগাজী খাঁ পার হইয়াই পর্ব্বত শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। পথের মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত একটী একটী বাঙ্গালা ঘর আছে। ইহাতে পথিকদিগের অনেক সুবিধা হয় নতুবা কষ্টের সীমা থাকিত না। ৫০ ক্রোশ পথের মধ্যে জলের ভয়ানক কষ্ট। ১০।১২ ক্রোশ অন্তর একটী একটী কূপ তাহার জল এমনই বিস্বাদ ও কসায় যে মুখে দেওয়া যায় না কিন্তু আতপ তাপিত তৃষ্ণার্ত্ত পথিকগণ ও গো মেষাদি জন্তুগণ তাহাই অম্লানবদনে পান ও তাহাতেই স্নান করিতেছে। পথের এমনি কষ্ট যে সঙ্গে আহারীয় না থাকিলে আহারীয় দ্রব্য পাওয়া যায় না। পথের মধ্যে ১০।১২ টী এমন ভয়ানক নিম্ন ভূমি আছে যে তথায় শকটাদি যান পতিত হইলে জীবনাশা থাকে না আবার এই নিম্ন ভূমিতে দস্যু ও চোরের ভয়। পূর্ব্বে এই স্থানে কত লোকের জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হইত। এখন ইংরাজ শাসনের প্রভাবে সে ভয়ের অনেক লাঘব হইয়াছে। ডেরা এস্মেএলখাঁয় আসিতে ৩০ ক্রোশ থাকিতে আমাদের শকটের বলদ ক্লান্ত ও পীড়িত হইয়া পড়িল আর এক পদও চলিতে পারিল না, অগত্যা উষ্ট্র বাহনে আসিতে বাধ্য হইলাম। পথিক গণের মধ্যে বোধ হয় অনেকে এরূপ যান আরোহণ করেন নাই, উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডুলির ন্যায় এরূপ [illegible] ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। দুই পার্শ্বে [illegible] ঝুড়ির ন্যায় আসনে বসিয়া যাইতে হয়, এই আসনকে কাজোয়া কহে। এই বালুকাময় প্রদেশে অন্য যান অপেক্ষা এই [illegible] উপযুক্ত। এই যানে শরীর [illegible] ক্লিষ্ট হয় বলিয়া প্রথমে আমি [illegible] অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া [illegible] আসিতে হইল। এইরূপ [illegible]

ভোগ করিয়া ৩০ এ এপ্রেল রজনী দ্বিপ্রহরের সময় ডেরা ইস্মাএল খাঁ নগরে পৌঁছিলাম। এই নিশীথ সময়ে চারিদিক নিস্তব্ধ জন প্রাণী নাই কেবল গ্রাম্য কুকুরের ধ্বনি শ্রবণ করা যাইতেছিল। এই নগরও পঞ্জাবের অন্যান্য নগরের ন্যায় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমি তোরণ দ্বার রক্ষককে বলিয়া নগর দ্বার মুক্ত করাইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ নগরটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে কিন্তু গৃহাদি নিতান্ত সামান্য, প্রায় সকল গুলিই মৃত্তিকা নির্ম্মিত তাহাও পরিচ্ছন্ন নহে; কিন্তু রাজপথ ও গলি সকল লাহোর ও মুলতানাদি অপেক্ষা প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। ডেরা গাজী খাঁর পর আর খেজুর গাছ অধিক দেখিতে পাইলাম না। এখানে অল্পই খেজুর গাছ আছে, আম্রগাছও এখানে নাই বলিলেও হয়, কেবল শিশু বনঝাউ পিলু করিল প্রভৃতি জাঙ্গলিক বৃক্ষই অধিক। প্রায় ১৫ দিন হইল আমি এখানে আসিয়াছি। অদ্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ, কিন্তু এক দিনও গ্রীষ্ম অনুভব করি নাই। আসিয়া অবধি আকাশমণ্ডল প্রায় মেঘাচ্ছন্ন দেখিতেছি এবং মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট বারি বর্ষণও হইতেছে। প্রাতে ও রাত্রিতে বিলক্ষণ শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এ সময়ে মুলতানে রাত্রিকালে অনাবৃত স্থানে শয়ন করিয়াও গ্রীষ্মের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এখানে আজিও লোকে গৃহের অভ্যন্তরে সচ্ছন্দে শয়ন করিতেছে। বোধ হয় মুলতান অপেক্ষা এখানে গ্রীষ্মের প্রভাব অনেক কম, কিন্তু এখানকার জল বায়ু মুলতান অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট বোধ হইতেছে। এখানে ছাউনীও আছে। পঞ্জাব সীমা রক্ষার জন্য এখানে দেশীয় দুই দল পদাতিক সেনা, একদল অশ্বারোহী ও একদল গোলন্দাজ আছে। ইহা ব্যতীত অত্রস্থ আকালগড় নামক দুর্গে অল্প সংখ্যক গোরা অবস্থিতি করে। এখানে অনেক গুলি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় আছে। কমিশনরের আফিস ডেপুটী কমিসনরের কাছারি, এ প্রদেশের ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিবার জন্য একজন সেটেলমেণ্ট কমিশনর একজন সেটেলমেণ্ট আফিসর সৈনিক গৃহাদির জন্য একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি আছে। ইহা ব্যতীত কএকটী সৈনিক কার্য্যালয় আছে। এখানে একটী গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত মিসনরি স্কুল আছে, তাহাতে অল্প সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে। আজিও এখানকার কিছুই জানিতে পারি নাই। সুস্থির হইয়া ক্রমে ক্রমে এখান হইতে অনেক নূতন নূতন সংবাদ ও এ অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠকগণের তৃপ্তি সাধনে যত্নশীল হইব, অদ্য এই পর্য্যন্ত।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ঘাঁটাল টোলগেট্ ও তাহার অত্যাচার।

ঘাঁটাল হইতে চন্দ্রকোণা রাস্তা বরাবর ঘাঁটালের পশ্চিম সীমায় একটী টোলগেট আছে। শুনিতে পাই যে এ বৎসর অর্থাৎ এপ্রিল মাস হইতে পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা দ্বিশত টাকা ন্যূন ৪০০০ চারি হাজার টাকায় উহা নিলাম হইয়াছে। শুদ্ধ মাত্র টাকার এরূপ বিভিন্নতা নয়, টোলের হারেরও ভিন্নতা দেখা যায়। সেগুলি গত বৎসর অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক, ও অবশিষ্ট বিষয়গুলি সমান। তাহা হইলেই গত বর্ষ অপেক্ষা এ বৎসর নিলাম সরস, কিন্তু টোল হারটী নীরস। দেখিলাম যে উহা মুদ্রাযুক্ত ও মেদিনীপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওল্ডহাম সাহেবের উহাতে স্বাক্ষর আছে। এ বৎসরের ইজারদার যে প্রকার ভয়ানক লোক, উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্য ব্যস্ততা সময়ে স্বাক্ষর করাইয়া থাকিবে বোধ হয়; নচেৎ মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ হইয়া তাদৃশ অত্যাচারজনক টোল হারে স্বাক্ষর করিয়াছেন বিশ্বাস হয় না; নিলামের মূল্য কম অথচ হার বেশী ইহা তাঁহার সন্দেহের কারণ হইত। বিশেষতঃ বৈদ্যবাটী প্রভৃতি টোল গেটে এমন হার নাই।

গত বর্ষের সকল হারের সহিত তুলনা না করিয়া যে গুলিতে বিশেষ চক্ষু পড়ে তাহারি উল্লেখ করিতেছি। গতবর্ষে বলদ যাতায়াতে ৫ পাই ছিল এবং ১। ২ বা, ৩ দিনান্তে যাইলেও পূর্ব্ব ইজারদার তাহাই আদায় করিতেন। কিন্তু নব বাবু এ বৎসর ১০ পাই করাইয়াছেন, এবং টেবিলে এক দিনের যাতায়াত যাহা লেখা আছে সেখানে তিনি সূর্য্যাস্তগমন অর্থ করিয়া সন্ধ্যা হইলেই দ্বিগুণ ত্রিগুণ লইতেছেন। গত বর্ষে মুটিয়া লোকের টোল ছিল না, এ বৎসর তিনি তাহা করাইয়াছেন এবং ইজারদার ভাগ্যধরের অর্থ গ্রহণ পটুত্বে ২ খানা কাপড়ের গাঁঠরী বা ১ কোদাল, বা ১ সিউনিও মোট হইতেছে। যাহার প্রত্যেক মোটে তিনি ৩ পাই লইতেছেন। স্ত্রীলোকে ২।৪ পয়সার ঘুঁটে কি বেগুন বিক্রয় করিতে ঐ রাস্তা দিয়া ঘাঁটাল বাজারে গেলে অথবা কেহ উক্ত মূল্যের দ্রব্য বাজার হইতে কিনিয়া ঐ রাস্তা দিয়া গেলে তাহার নিকট হইতে মোট বলিয়া টোল আদায় করিতেছেন। এই প্রকারে ১॥ মাসের মধ্যে লোক সকলকে তিনি এমনি বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন যে পুলিস কনষ্টেবল ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সপক্ষ নাই। দূরব্যবসায়ীরা দ্বিগুণ ত্রিগুণ টোল দিবার ভয়ে স্থানান্তর হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করাতে শ্রীবৃদ্ধিশালী ঘাটাল বন্দরের ব্যবসায় কতক পরিমাণে ঢিলা পড়িয়াছে। ফলতঃ এমন অত্যাচারী কিছুদিন থাকিলেই ঘাটালকে তোলপাড় করিয়া উৎসন্ন করিবে। পুলিস যাহার পক্ষে থাকে, তাহার পক্ষে অসাধ্য কি আছে?

আমরা প্রত্যহই তাহার অত্যাচারের সংবাদ পাই। আজি অমুক গাঁঠরীদারকে গালাগালি ও জবরদস্তি, কালি অমুক ঘুঁটেবেচুনীকে তিরস্কার, অপর দিন মুড়িপুঁটলি হস্তে কলিকাতা যাত্রীকে বেত্রজ্জত প্রভৃতি বিষয়ক সমাচার আমাদের কর্ণে আইসে। এ সকল শুনিয়া কাসাই বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইজার গোপাল বাবু, শিলাই বিভাগের ওভারসীয়র নবীন বাবু প্রভৃতি কতিপয় ভদ্র লোক ইজারদারকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। তাহাতে সে ব্যক্তি গণনার অযোগ্য মোটে মাসুল লওয়া অস্বী-

বার করিল এবং একবার যাতায়াতে বলদ বাহীদের নিকট দ্বিগুণ ত্রিগুণ কর লওয়া হইবে না স্বীকার করিল, কিন্তু লোভীর পক্ষে লোভ সংবরণ অসাধ্য, সুতরাং অত্যাচার তাহাই রহিল।

আমরা প্রথমে ক্ষুদ্র মোটে মাসুল লওয়া বিশ্বাস করিতাম না। এক দিন প্রত্যক্ষ করা উচিত বিবেচনায় আমি ও ইংরেজী স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু প্রাগুক্ত নবীন বাবুর ভৃত্যকে কৃত্রিম মোট দিলাম। তাহাতে একটী ক্ষুদ্র বালিস ২ খানি পুস্তক ১ খানি কাপড় ছিল। সন্ধ্যার সময় উক্ত কৃত্রিম মুটে রাস্তা দিয়া যাইতেছে এমন সময় ইজারদারের লোক মাসুল চাহিল এবং সে দিতে অস্বীকার করিলে কর্ত্তা বাবু গৃহাভ্যন্তর হইতে শালা প্রভৃতি রসাল রসাল গালাগালি আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত একজন মুসলমান কনষ্টেবল তাহাকে মাশুল দেওয়াইবার জন্য হাঙ্গাম করিতে লাগিল। আমরা গোপনে ঐ লোকটীকে মাসুল দাখিল করিতে শিখাইলে সে তাহা করিল।

এদিকে ওভারসীয়ার নবীন বাবু ও ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার কেদার বাবু জন পাঁচেক চন্দ্রকোণা বলদবাহীকে বলদ লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন এবং অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পুলিষ সবইন্‌স্পেক্টর কার্ত্তিক বাবুকে তথা কেরিক্ ওভারসীয়ার জগবন্ধু বাবুকে সঙ্গে লইয়া টোল গেটে এমন সময় উপস্থিত হইলেন যখন ইজারদার উক্ত বলদবাহীদের নিকট হইতে অতিরিক্ত মাসুল লইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছে। বলদবাহীরা বাবুদের সাক্ষাতে মাসুল দাখিল করিল।

আমাদের লোকটীকে বাবুদের আগমন পর্য্যন্ত সেখানে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম। দারোগা বাবু আমাদের প্রমুখাৎ ভাবৎ অবগত হইয়া প্রাগুক্ত কনষ্টেবলকে খুঁজিলেন কিন্তু তখন সে পলায়ন করিয়াছে। দারোগা বাবু সকলের সমক্ষে মোট ওজন করিয়া দেখিলেন ৩।০ সের হইল। তখন তিনি ইজারদারকে কহিলেন তুমি কত ওজনের দ্রব্যে মাসুল লইতে পার? তাহাতে সে উত্তর করে সে বিষয়ে আমি উপদেশ পাই নাই এবং আজি আমি এই মোটের মাশুল লই নাই। তখন নিকটস্থ লোক দ্বারা প্রমাণ লইয়া দারোগা বাবু জানিলেন যে সে মাশুল লইয়াছে এবং প্রত্যহ এরূপ অনেক মাশুল লয়। দারোগা বাবু পর দিন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিলেন। রিপোর্ট কিরূপ করিয়াছেন তাহা জানি না।

ইজারদার বলে আমি ১ দিনকে সূর্য্যাস্ত কাল অর্থ করি।"

আমরাও এক্ষণে সংবাদপত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্টের গোচর করি যে এগুলি অত্যাচার কি না? ক্ষুদ্র মোটে মাশুল লওয়াও যাহা-লোকের নিকটে মাসুল লওয়াও তাহা; কারণ কোন্ ব্যক্তি খানকত কাপড় না লইয়া বিদেশ যাইতে পারে? ঘুঁটে কঞ্চি প্রভৃতি বিক্রয়কারিদের নিকট মাশুল লওয়া পূর্ণ অত্যাচার। অধিক অত্যাচার এই যে কোথায় কনষ্টেবল উপস্থিত থাকিয়া উল্লিখিত সমুদায় অত্যাচার নিবারণ করিবে, তাহা না করিয়া তাহারাই আবার পুষ্টিপূরক হয়। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে বেঙ্গাল পুলিষ দ্বারা অত্যাচার নিবারিত না হইয়া বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এতদ্দ্বারা দেশ পীড়িত না হয়, গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে একবার কটাক্ষ করিবার সময় আসিয়াছে।

সংপ্রতি আমাদের বক্তব্য এই ঘাটাল টোল গেটে গবর্ণমেণ্টের যাহা কিছু উপায় হইবার সম্ভাবনা আছে, বর্ত্তমান ইজারদার বা তৎসমলোক থাকিলে সমুদয় নিষ্ফল হইবে। তাহাকে অধিকার চ্যুত না করিলে ভদ্রস্থতা নাই।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ } একান্ত বশম্বদ শ্রীকে

—০—

মহাশয়—আমরা সিতি উত্তর পাড়া নিবাসী কয়েক বন্ধু একত্রিত হইয়া নিকটস্থ গ্রাম সমূহের নিরুপায় নিরাশ্রয় ভদ্রবংশীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বালিকাদিগের ভরণ পোষণের সাহায্যার্থ শুভকরী নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছি। গত বৎসরের ২ রা বৈশাখে উহা জন্মগ্রহণ করিয়া পরম করুণাময় জগদীশ্বরের অনুকম্পায় বহুবিধ আসন্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। গত ২ রা বৈশাখে সভার জন্ম তিথি উপলক্ষে কতকগুলি কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ করা হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত সভা হইতে ১৫ জন অনাথ ও অনাথাকে উপযুক্ত ভোজ্যবস্ত্র ও পরিধেয় মাসে মাসে প্রদান করা হইতেছে। কিন্তু সাহায্যকারীর অভাবে ইহার বিশেষ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এজন্য আমরা দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ সজ্জনগণ সমীপে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা স্ব স্ব বদান্যতা গুণে এই ক্ষুদ্র সভাটির প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া ইহার উন্নতি সাধন ও আমাদিগকে চির বাধিত করুন।

গতবৎসরের আয় ব্যয় বিবরণ।

এক কালীন দান প্রাপ্ত	১৩৬।০
স্বাক্ষরকারীদিগের দান	২১১॥৵০
সমষ্টি	৩৫৭৸৶
বাদ	৩০৮৸৵
স্থিতি	৩৯।০
ভোজ্যবস্তু	১৫১১৶
বস্ত্র	১৮৬৵১৫
নগদ পয়সা	২২৬১০
কাঙ্গালী ভোজন	১১৩।০
অন্যান্য খরচ	১॥৵১২
	৩০৮৸৶

উত্তর পাড়া ৫ ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮০। নিয়তবশম্বদ শ্রীবেণীমাধব পাল সম্পাদক।

—

পাবনার উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত।

কলিকাতায় যে সকল ঘৃতের আমদানী হয়, তাহার মধ্যে পাবনা প্রদেশের গব্যঘৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু গত ২ বৎসর যাবৎ এই ঘৃতের আমদানী এক কালে বন্ধ হইয়াছে। ১২৭৮ সালে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যে প্রবল বর্ষা হয়, তাহার পরেই পাবনা প্রদেশে এরূপ ভয়ানক গো মড়ক হয়, যে এখানের কৃষকদিগকে ৩।৪ দিনের পথ দূরে গিয়া

বৃষভ ক্রয় করিয়া আনিয়া কৃষিকর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। গব্য দ্রব্য মাত্র একরূপ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল যে নিত্য ব্যবহার্য্যের ঘৃত দুগ্ধাদি সংগ্রহ করাও সাধারণের পক্ষে অতিশয় কষ্টের হইত; নৈমিত্তিক ক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতা হইতে মাহিষঘৃত (যাহা এদেশের লোকে কোন সময়ে ভাল বাসে না) না আনিলে ক্রিয়া সমাধা হইত না।

সেই জল প্লাবনের পর প্রায় দুইবৎসর হইতে চলিল, কিন্তু ঘৃতাদি আর পূর্ব্ববৎ সুলভ হইল না। এই দুই বৎসর মধ্যে যে পরিমাণে গো বৃদ্ধি হইবার আশা করা যাইতে পারে, তাহার কিছুই হয় নাই। গো বৃদ্ধি না হইবার একটি প্রধান কারণ গোরুর পাইকাড়ি। এই ব্যবসায় যত দিন স্থগিত করা না হইবে, ততদিন গো বৃদ্ধি হইয়া গব্য দ্রব্য সুলভ হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ গো সংখ্যা হ্রাস হইয়া ঘৃতাদি দুর্ম্মূল্য হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

পাবনা জেলার মধ্যে দোগাছী, সুজানগর, ভবানীগঞ্জ, দুমুড়িয়া প্রভৃতী কয়েকটী হাট আছে। এই কয়ল হাটে অনেক গোরু বিক্রয় হয়। কতক গুলি গো ব্যবসায়ী আছে ইহাদিগকে পাইকাড় বলে। সেই পাইকড়েরা ঐ সকল গোরু ক্রয় করিয়া কলিকাতা লইয়া কসাইদিগের নিকট বিক্রয় করে। এইরূপ গো ব্যবসায় দ্বারা এদেশের অনেক গোরু অন্যত্র নীত হওয়াতে এদেশের গো সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। যদি জল প্লাবনের সময় হইতে গো ব্যবসায় স্থগিত করা হইত, তাহা হইলে এতদিন গো সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া এপ্রদেশে পূর্ব্ববৎ সুলভ মূল্যে ঘৃতাদি বিক্রয় হইত। পূর্ব্বে এ প্রদেশের নিত্য ও নৈমিত্তিক ব্যয় হইয়াও প্রায় ২৫০০ মণ উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত কলিকাতায় প্রেরিত হইত। ইহা ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও নীত হইত। এক্ষণে এত অল্প পরিমাণে ঘৃত উৎপন্ন হয় যে তাহাতে স্থানীয় ব্যয়েরই কুলান হয় না এবং এরূপ অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় যে সেই মূল্যে ক্রয় করিয়া অন্যত্র লইয়া কেহ লাভ করিতে পারে না। গো ব্যবসায় রহিত না হইলে এদেশে পূর্ব্ববৎ প্রচুর পরিমাণে ঘৃত উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

পাবনা নিবাসিনঃ।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৬ ই মে।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট ইঞ্চ
মোহানায়	২—৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭| মাইলের মধ্যে	২—৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১—৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২—৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৩—

সন ১৮৭৩ সালের ১১ এ মে বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
১	৩

বহরমপুর ১১ ই মে ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিদপুর ৫৸০
" " রামদুলাল রায়—গোবিন্দপুর ১০
" " অন্নদাপ্রসাদ দে—শ্রীরামপুর ১০
" " রাজচন্দ্র বসু—বেলগাছি ১০
" " আদিত্য প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সিমুলিয়া ৫৸০
" " নিমাইচন্দ্র রায়—কালীয়াচক ১০
" " হৃদয়নাথ দাস মেদিনীপুর পুস্তকালয় ৫৸০
ময়মনসিংহ নর্ম্মাল স্কুলের অধীন হাডিং বিদ্যালয় ১০
বগুড়া পবলিক লাইব্রেরি ৫৸০
সাতক্ষীরা পবলিক লাইব্রেরি ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৸০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫৸০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ⁄১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয় অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪ শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ)

মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্‌বিচার (বটানি) ॥৵০

৬ কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—•◎•—

মৎপ্রণীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, যাহাতে ধাতু, ধাত্বর্থ, সকর্ম্মক, অকর্ম্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ ... শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতাধ্যায়িদিগের জন্য) গণ, পদ ধাতুরূপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবেন মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজার ষ্ট্রীট
নং ৯১। ১২৭৯
১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীলালকমল বিদ্যাভূষণ

—•◎•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্‌শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—

যিনি এক দিবসে জীবাত্মার জড়সম্বন্ধ দর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মর্ম্মানুসারে যোগসাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৵। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

—০—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

গুপ্তযন্ত্র।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০।৮০ পাতা পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ হয়, ইহাতে পঞ্জিকা জাহাজীয় সংবাদ খরিদ বিক্রী আমদানী ও রপ্তানী দেশ বিদেশের দ্রব্যাদির দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ॥০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২॥ ডাক মাসুল সমেত প্রায় ॥০ আনা মাসে।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

সোমপ্রকাশ

২১এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আমাদিগের একজন বন্ধু সে দিন আমাদিগের নিকট গম্ভীর ভাবে যে একটী গল্প করিয়া পরিশেষে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন, আমরা সেই গল্পটি অবিকল পত্রস্থ করিয়া প্রস্তাব্য বিষয়ে আমাদিগের ও বক্তব্য প্রকাশ করিলাম।

বান্ধব কহিলেন "আমাদিগের গ্রামের একটী রাস্তায় যাতায়াতে পথিকদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হয় বলিয়া কোন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদিগের সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রত্যেক পথিকের নিকট হইতে বহু কাল কিছু কিছু পয়সা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। সম্ভ্রান্ত মহাশয়ের প্রতি উঁহাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি থাকাতে তাঁহারা তাঁহাদিগের দত্ত পয়সা হইতে পর্য্যাপ্ত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে জানিয়াও সম্ভ্রান্ত মহাশয়কে একাল পর্য্যন্ত কোন কথাই কন নাই। কিন্তু সকল বিষয়েরই এক একটী সীমা আছে। সেই রাস্তাটী ক্রমেই সমধিক দুর্গম ও পথিকদিগের ক্লেশ ক্রমেই

অসহ্য হওয়াতে ভক্তি আর কতদিন তাঁহাদিগের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে। তাঁহারা ঐ সম্ভ্রান্ত মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মচারিকে জানাইলেন, তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেন, পরে তাঁহারা আপনাদের দুঃখের কথা গুলি কর্ত্তাটীর গোচর করিলেন তিনি শুনিয়াও শুনিলেন না।”

বান্ধব আমাদিগের নিকটে এই গল্পটী করিয়া এ বিষয়ে পথিক দিগের ইতিকর্ত্তব্যতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা অম্লানবদনে অসঙ্কুচিত চিত্তে এই পরামর্শ দিলাম যে, এই দণ্ডেই তাঁহারা সেই সম্ভ্রান্তের নামে অভিযোগ করুন। আমরাও তাঁহার নাম পত্রস্থ করিয়া তাঁহার অনুচিত ব্যবহারের বিষয় গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের গোচর করিব। পাঠকগণ আপনারাও হয় ত এই পরামর্শটীকে সৎপরামর্শ বলিয়া মনে করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টও হয় ত “নাম পাইলে দণ্ড দিবেন” মনে করিতেছেন। পরিশেষে বান্ধবকে সম্ভ্রান্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে নামটী করিলেন তাহাতে আমাদের পরামর্শে আর স্থল রহিল না, পাঠকগণও সেই নাম শ্রবণে অধোবদন হইবেন এবং গবর্ণমেণ্টও দণ্ড ধারণের কর প্রসারণ করিতে বিরত হইবেন সন্দেহ নাই। পাঠক সাধারণেই হয় ত চমৎকৃত হইয়া ভাবিতেছেন যে এমন প্রবল পরাক্রান্ত কে আছে যে তাহার নামে অভিযোগ চলে না এবং গবর্ণমেণ্টও দণ্ড দানে শিথিলহস্ত হইবেন? সাধারণের এই চিন্তাটী যুক্তিযুক্ত বটে কিন্তু আমাদিগের কথাও নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। অবশেষে আমাদিগের বান্ধব কহিলেন, তিনি গবর্ণমেণ্ট এই শব্দটীর পরিবর্ত্তে সম্ভ্রান্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বোধ হয় পাঠকগণের বিস্ময় এতক্ষণে দূরীভূত হইল। যে জন্য এই গল্পটী করা হইল তাহা এই—

১৯ এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে (৩১৭ পৃষ্ঠায়) ভড়পাড়া ঘাটের রাস্তার দুরবস্থা বিষয়ক এক খানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক ইংরাজিতে উহার অনুবাদও করেন। পত্র প্রেরক কিছু দিন পরে উহার ফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিয়াছিলাম “যখন তাঁহাদের প্রার্থনা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও যখন উহার অনুবাদ হইয়াছে, তখন উহা অবশ্যই কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইয়াছে এবং ফলোদয়ের অবশ্য সম্ভাবনা রহিয়াছে।” আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া পত্র প্রেরক যেন আমাদিগকেই কতকদূর দায়ী করিয়া তুলিয়াছেন। এই কারণে ঐ বিষয়টী পুনর্ব্বার পত্রস্থ করিতে হইল। ইহা যে ইংরাজীতে অনুবাদিত হইবে, সে জন্য অনুবাদককে বিশেষ অনুরোধ করিতে হইবে না, তবে গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ এই যে এবারকার প্রচারটী যেন পূর্ব্ব বারের মত বিফল না হয়।

আমরা এ স্থলে গবর্ণমেণ্টকে গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভড়পাড়ার ঘাটে যাহারা পার হয়, তাহাদিগের দত্ত এক একটী পয়সার অর্দ্ধেক মাঝিদিগের বেতন অপরার্দ্ধ গবর্ণমেণ্টে (১) জমা হয় কি না? ফেরিফণ্ডের যতগুলি উদ্দেশ্য আছে তাহার মধ্যে রাস্তা ঘাটের সুবিধা করিয়া দেওয়াটী প্রধান কি না? যদি এই গুলি যুক্তি যুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে ভড়পাড়ার ঘাটে যাঁহারা পার হন, তাঁহাদিগের দত্ত পয়সা হইতে ঐ ঘাটে যাইবার রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যে যুক্তিসিদ্ধ, সেটী অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বলেন “ঐ ফেরির টাকা খিদিরপুরের মিউনিসিপালিটীতে জমা হয়। ঐ স্থানের কমিসনরেরা উহা দ্বারা খিদিরপুর পারের রাস্তা পরিষ্কার রাখিয়াছেন। ভড়পাড়ার পারের সহিত তাঁহাদিগের সম্পর্ক নাই।” এ স্থলে আমাদিগের পুনরায় জিজ্ঞাসা এই, ঐ ফেরির সমুদয় টাকা খিদিরপুরে কেন জমা হয়? কমিসনরেরা কি বল পূর্ব্বক উহা আদায় করেন? না, ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহারা কোন আদেশ পাইয়াছেন? যদি বলেন “ফেরিফণ্ডের টাকা পূর্ব্বে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিত এবং ঐ এক হাত হইতে সমস্ত রাস্তা ঘাট প্রস্তুত হইত, পরে রাস্তাদির জন্য মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইলে ঐ ফেরির টাকা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে খিদিরপুরেই জমা হইয়া আসিতেছে।” ফেরির সমুদায় টাকা খিদিরপুরে জমা করিয়া লইতে আজ্ঞা দিবার কারণ কি? একটী ছাড়া আর ত কিছুই দেখিতে পাই না। ফেরির পয়সা আদায়কারী আমলাদিগের টোল ঘর খানি চিরকাল খিদির পুরের পারেই আছে। ভড়পাড়ার চড়াটী বানে ডুবিয়া যায় বলিয়া সেখানে ঘর হইবার সুবিধা নাই। গবর্ণমেণ্ট কি এই কারণেই হাবড়ার মিউনিসিপালিটীকে ঐ ফেরির টাকার অধিকারে চির বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন? ঐ কারণেই কি গবর্ণমেণ্ট ঐ ফেরির টাকার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে চিরপরাঙ্মুখ থাকিবেন? পারযাত্রীদের রাস্তাদির সুবিধার নিমিত্ত যে রাজা ফেরি আদায় করিতেছেন, যাত্রীরা সেই রাজার নিকট [illegible] অবশ্যই রাস্তা পাইবে, সে বিষয়ে [illegible]

(১) গবর্ণমেণ্টের ফেরিফণ্ডটী মিউনিসিপালের হাতে আসিলেও গবর্ণমেণ্টের অধীন বলিয়া। মিউনিসিপালটীকে প্রায় গবর্ণমেণ্টের সহিত অভিন্ন [illegible] এ জন্য গবর্ণমেণ্ট শব্দটীই প্রয়োগ করা হইল।

দ্বৈধ নাই। আর কেহ এরূপ প্রতিজ্ঞা পরিপালনে ঔদাস্য করিলে গবর্ণমেণ্ট কি তাহাকে অমনি ছাড়িতেন? সেই দণ্ডেই তাহাকে নিরূপিত ফেরির টাকার হিসাব দাখিল করিতে ও যাত্রীদিগের রাস্তা করিয়া দিতে হইত। যদি বলেন "ঐ টাকা দ্বারা খিদিরপুর পারের ঘাটের রাস্তাটী প্রস্তুত হইয়া পরিষ্কৃত রাখা হইয়াছে।" কিন্তু আমরা শুনিয়াছি খিদিরপুর পারের ঘাটের রাস্তাটুকু কএক হস্ত পরিমিত মাত্র। আবার ঐ রাস্তাটী কতকগুলি মৎস্যোপজীবীর সুবিধার জন্য রাখা হয়। উহাদিগের নিকট স্বতন্ত্র কর ও আদায় হয়। ফলতঃ ফেরি হইতে যাহা আদায় হয়, তাহার শতাংশের একাংশও ঐ রাস্তাটুকুর জন্য ব্যয়িত হয় কি না সন্দেহ। যাহা হউক, আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, যাহারা খিদিরপুর হইতে ভড়পাড়ার ঘাটে বা এই ঘাট হইতে খিদিরপুরে পার হইয়া যান, তাঁহাদিগের সাধারণকেই ভড়পাড়ার রাস্তার কষ্টটী ভোগ করিতে হয় কি না? যদি ঐ কষ্টটী যাত্রিসাধারণেরই হইল, তবে সাধারণ দত্ত টাকা দ্বারা সাধারণের পথ কেনই বা না প্রস্তুত হইবে? কেনই বা ঐ যাত্রীরা চিরকাল পয়সা দিয়া এই কষ্ট ভোগ করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে? যদি বলেন "ঐ স্থানটী হাবড়া মিউনিসিপালিটীর অধীন, তত্রত্য কমিসনরেরাই উহা প্রস্তুত করিয়া দিবেন।" ভালই; ইহা হইলে যাত্রীদের আর কোন কথা থাকে না। ফেরির দত্ত টাকাতেই হউক আর অন্যরূপে হউক তাহাদের পক্ষে দুইটী সমান। রাস্তা পাইলেই তাহারা চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু যুক্তির নিকট দুইটা সমান হইতেছে না। ঐ ফেরির সমুদয় টাকা খিদিরপুরে জমা হইতে দেওয়া যে অন্যায় এবং পার যাত্রীদিগের দত্ত পর্য্যাপ্ত নিজস্ব থাকিতে তাহাদের সুবিধার জন্য অন্য ফণ্ড হইতে অর্থ দিতে বলা যে অত্যন্ত অন্যায় এটী গবর্ণমেণ্টকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আপনার ছাগল ল্যাজের দিকে কাটিলে কেহ কিছু করিতে পারে না সত্য; কিন্তু কেহই ছাগলের স্বামীকে অবিবেচক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ছাড়ে না।

লিখিতে লিখিতে প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আর একটী কথা লিখিয়া প্রস্তাবটীর উপসংহার করা যাইতেছে। সেই ১৯ এ চৈত্রের প্রেরিতে ভড়পাড়ার ঘাটের মাঝিদের দৌরাত্ম্যের কথাও লিখিত হইয়াছিল। সেই দৌরাত্ম্যও সামান্য নহে। উহা পত্রে প্রকাশিত হওয়াতে কমিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, সমধিক সাংঘাতিক হইয়াই উঠিতেছে। পারাপারের পানসিগুলি সেই সে কালের খেয়ার ডিঙ্গি। উহার নির্দ্দিষ্ট নম্বর নাই, কোন নৌকাতেই দাঁড়ী নাই, একজন করিয়া মাঝি হাল ধরিয়া থাকে মাত্র। ছোট লোক আরোহী দুই এক জনকে দাঁড় টানাইয়া নৌকা পার করে। একে ত এই ঝড় তুফানের দিন, তাহাতে দাঁড়ি নাই, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা, তাহাতে বোঝাই বত্রিশ তেত্রিশ জন!! বলিতে কি ভড়পাড়া বা খিদিরপুরের খেয়া ঘাটটী দেখিলে কলিকাতা নিকট বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন না। আমরা ঐ ঘাটের সমুদয় অত্যাচারের কথা এবারে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এক্ষণে উপসংহারে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা এই যে ঐ ঘাটের পারাপার গামী দুঃখী প্রজাদিগের প্রতি যেন তাঁহার সানুকম্পা দৃষ্টিপাত হয়।

—০—

বর্ত্তমান কালের রাজনীতিজ্ঞতা ও কতকগুলি রাজপুরুষের বিপরীত সংস্কার।

বিজ্ঞানের যে দিন দিন উন্নতি হইতেছে, তাহার অপহ্নব করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির যে নূতন কিছু উন্নতি হইতেছে, এরূপ বোধ হয় না। প্রাচীনকালের ধর্ম্ম ও রাজনীতিজ্ঞেরা যে নীতি পথ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও রাজনীতিজ্ঞেরা সেই পথে চলিতেছেন। ইহাঁদিগের হইতে ঐ পথের কিছুমাত্র সংস্কার হয় নাই, বরং পথটি অধিকতর দূষিত হইয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে বিশেষের মধ্যে এই, প্রাচীন কালের রাজনীতিজ্ঞদিগের চতুরতাদি স্থূলাবয়ব ছিল, ইহাঁদিগের ঐ গুলি সূক্ষ্মাবয়ব হইয়াছে। প্রাচীন কালের গ্রন্থকারেরা রাজনীতিকে নিতান্ত দুর্ব্বোধ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। যে সে ব্যক্তির উহাতে দন্তস্ফুট করিবার যো নাই। উহার অর্থ এই, রাজনীতিজ্ঞদিগের চরিত্র বুঝা ভার। উহাঁরা কখন কি ভাব অবলম্বন করেন, তাহা নির্ণয় করিবার অন্যের সাধ্য নাই। যিনি যত ভাব গোপন করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, যিনি যত চতুরতা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করিয়া স্বার্থ সাধন করিতে পারেন, তিনিই পরিপক্ক রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অধিকতর প্রশংসিত হইয়া থাকেন। আর্য্য চাণক্য প্রাচীন কালের রাজনীতিজ্ঞতার প্রধান আদর্শভূত। তিনি যে কেমন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস তাহার পরিচয় দিয়া দিতেছে। সেই দুর্ব্বোধ রাজনীতি বর্ত্তমান রাজনীতিজ্ঞদিগের গুণে দুর্ব্বোধতর হইয়া উঠিয়াছে। সরলতার সহিত উহাঁদিগের সাক্ষাৎ নাই। যিনি যত অধিকতর কুটিল বুদ্ধি হন, তাঁহার তত প্রশংসা হয়। প্রজার সর্ব্বনাশ হউক

অন্যের স্বার্থ হানি হউক, যে রাজনীতিজ্ঞ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের অথবা নিজ প্রভুর স্বার্থ সাধনে সমর্থ হন, (জগৎ এমনি বিকৃত) লোকের নিকটে তাঁহার আদরের পরিসীমা থাকে না। পক্ষান্তরে, যিনি অন্যের স্বার্থ হানি শঙ্কায় নিজের অথবা নিজ প্রভুর স্বার্থ সাধনে সমর্থ না হন, তিনি অপদার্থ বলিয়া ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকেন। যাঁহারা নিজের বা নিজ প্রভুর ক্ষতি স্বীকার করিয়া প্রজার ইষ্টসাধন চেষ্টা পান, তাঁহাদিগের ত কথা নাই, যাঁহারা নিজ ও নিজ প্রভু ও প্রজা কাহারই অনিষ্ট না করিয়া কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহারাও উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বর্ণিত হন না। লার্ড ক্লাইব ওয়ারেন হেষ্টিংস ও লার্ড ডেলহাউসির রাজনীতিজ্ঞতার প্রশংসা অনেক ইংরাজের মুখে ধরে না। লার্ড বেণ্টিঙ্ক লার্ড কানিঙ ও লার্ড নর্থব্রুক তাহার শতাংশের এক অংশ লাভ করিতে পারেন নাই, পারিবেন এ সম্ভাবনাও নাই। মহানুভব লার্ড নর্থব্রুক প্রজার অসন্তোষ দেখিয়া আয়কর রহিত ও প্রাদেশিক কর স্থগিত করিয়াছেন। এই উৎকৃষ্ট নীতির ইংলণ্ডে প্রশংসা হওয়া দূরে থাকুক, আমরা শুনিতেছি অনেকে তাঁহার উপরে বিরূপ হইয়াছেন।

উপরে রাজনীতির কিঞ্চিন্মাত্র রূপ বর্ণন করা হইল। প্রাচীন কালে ইহার যে রূপ ছিল, এখনও তাহাই অবিকল আছে বলিলে দোষ হয় না। এখনকার রাজনীতিজ্ঞেরাও সরলভাবে প্রজার মঙ্গল চিন্তাদি ভাল বাসেন না। যখন ভারতবর্ষে প্রথম ইনকম টাক্স সৃষ্টি হয়, তৎকালে সর চারলস ট্রিবিলিয়ান তাহার এই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ইনকম টাক্স করিলে প্রজার আত্যন্তিক অসন্তোষ জন্মিবে। প্রজার মনের ভাব অবগত হইয়া তাঁহার যেপ্রকার সংস্কার জন্মিয়াছিল, তিনি তদনুসারেই স্বমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞদিগের আদরণীয় না হইয়া পদচ্যুত হইলেন। পুরীর কালেক্টর গেডিস সাহেব প্রাদেশিক করের বিষয়েও ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া অবমানিত হইয়াছেন। রাজনীতি এমনি অদ্ভুত পদার্থ যে ইহার নিকটে সচরাচর স্পষ্টবাদিতা সাহসিকতা ও ধার্ম্মিকতাদি কোন গুণই স্থান প্রাপ্ত হয় না। এক মাত্র স্বার্থ সাধনই উহার লক্ষ্য ভূত।

এই রাজনীতি জঘন্য হউক আর প্রশংসনীয় হউক, তাহার গুণ দোষ বর্ণন এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ঐ রাজ নীতির সদোষতা নিবন্ধন কতক গুলি রাজপুরুষের যে একটী বিপরীত সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ সকল রাজ পুরুষের মত এই, রাজ্য সম্বন্ধে যে কাজ করিতে হইবে, সকলকে একমত হইয়া করিতে হইবে, তাহাতে যদি কাহার নিজ সংস্কারের বিরুদ্ধ কাজ করিতে হয়, তাহাও করা উচিত। তাহা না করিলে এদেশের লোকে বিদ্রোহী হইবেন, সাহেবদিগের প্রতি অভক্তি করিবেন, সাহেবদিগের ঐক্য নাই ইহা জানিতে পারিবেন। ইহা জানিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট আর কোন কাজ করিতে পারিবেন না।

দেশীয় পাঠকগণ! আপনারা বলুন দেখি, এটা কি বিপরীত সংস্কার নয়? কতক গুলি রাজপুরুষ একরূপ কহিতেছেন, আর কতকগুলি অন্যপ্রকার কহিতেছেন। এস্থলে পাঠকগণ বোধ কর কতক গুলির মতের সহিত তোমাদিগের মতের ঐক্য হইল, আর কতকগুলির মতের সহিত অনৈক্য হইল। যাহাদিগের মতের সহিত অনৈক্য হইল, তাহাদিগের প্রতি কি তোমাদিগের বিদ্রোহ প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়? সাহেবদিগের প্রতি কি অভক্তি জন্মে? আমরা ত জানি যাঁহারা যথার্থ কথা কহেন, তাঁহাদিগের গুণেই কেবল ইংরাজ জাতির প্রতি ভক্তির উদয় হয়। তাঁহারা যদি যথার্থ কথা না কহিতেন, তাহা হইলেই ইংরাজ জাতির উপরে অভক্তি জন্মিত। আমাদিগের দুঃখ ও ক্ষোভ সহকারে জিজ্ঞাসা এই রাজপুরুষগণের এরূপ বিপরীত সংস্কার আর কত দিন থাকিবে? এদেশীয় কৃতবিদ্যগণ হইতে তাঁহাদিগের এত আতঙ্ক কেন? তাঁহারা আজিও এদেশীয়দিগকে চিনিতে পারিলেন না? এদেশে তাঁহাদিগের যখন কোন কুকার্য্যে ও অত্যাচারে প্রবৃত্তি হয়, তখন যদি তাঁহারা একবার এই চিন্তা করেন, এদেশীয়েরা উহা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন। তাহা হইলে পরম মঙ্গল হয়। সে সময়ে তাঁহাদিগের এদেশীয়দিগকে মনে হয় না কেন? স্থানান্তরপ্রকটিত এক খানি প্রেরিতপত্র আমাদিগকে এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ইউরোপীয় পাঠকগণ কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক সেই পত্রখানি একবার পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই এদেশীয়দিগের মনের ভাব কিরূপ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট।

কাম্বেল সাহেব অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের যে সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন, এটী সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়পরিতোষকর হইবে সন্দেহ নাই। সমুদায় মিউনিসিপাল ও টাউন কমিটির সভ্যদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কেবল কলেন

টরনবুল, আর হারবি, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বাবু যদুলাল মল্লিক ২৪ পরগণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন। যে সকল গ্রামে মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত নাই, সেখানকার কৃতবিদ্য ন্যায়পরায়ণ কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিদিগকেও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট মহকুমার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে; কিন্তু আজিও তাহা অত্যাচারের সম্পূর্ণ নিবারণে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বে এখানকার সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার বহুল পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে গ্রামের প্রধান লোকেরাই গ্রামের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাহাতে নিপীড়িত ব্যক্তিদিগের ক্লেশের শান্তি হইত। এখন আর গ্রামবাসিদিগের সে ভাব নাই। এখন আর কেহ কাহারে মানে না। সুতরাং গ্রামের বিবাদের গ্রামে মীমাংসা হয় না। আদালতে গিয়া অত্যাচার প্রতীকার সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। আদালতের মকদ্দমা শ্রম ও ব্যয় সাধ্য। সকলের সে ব্যয় ও শ্রম করিবার ক্ষমতা নাই। এই কারণে আজিও অনেক গ্রামে অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তিকে অনেক প্রবলের অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যদি এক একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হন, পুলিস ঈশ্বর নাপিতের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা হইবার কি সম্ভাবনা থাকে? বিশেষতঃ গ্রামের বিবাদমীমাংসকেরা যখন হতমান হইয়াছেন, তখন গ্রামে গ্রামে এক একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট করিয়া তাঁহাদিগের সেই শূন্য পদ পূরণ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা দুঃখী ও দুর্ব্বলদিগের ব্রিটিশ সুবিচার লাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা পূর্ব্বে একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম, ইংলিসমান সম্পাদক আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিলেন। এখন তিনি দেখুন তীক্ষ্ণবুদ্ধি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সেই প্রস্তাবের অনুসরণ করিতেছেন। ক্রমে গ্রামে গ্রামেও যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে, সে বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র সংশয় নাই। তবে আমরা এ কথা বলি, অনুপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিয়া যেন দেশের দুর্নাম করা না হয়। যে গ্রামে উপযুক্ত লোক না মিলিবে, সেখানে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট করিতে আমরা নিবারণ করিতেছি। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর দেশীয় সিবিল সর্ব্বিসের সৃষ্টি করিয়া এদেশের যে উপকার করিবেন মনে করিতেছেন, আমাদিগের বিবেচনায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ প্রথা তদপেক্ষা শতগুণে উপকারী হইবে। অল্পবেতন লোকের সন্তোষের কারণ হয় না। অসন্তোষ অনেক অনর্থের মূল হয়। পক্ষান্তরে, কৃতবিদ্য উপযুক্ত সম্ভ্রান্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

পুলিসের অত্যাচার নিবারণের একটী উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে।

কষ্ট অসহ্য না হইলে তৎপ্রতীকার চেষ্টা হয় না। তৎপ্রতীকার চেষ্টা হইলেই নির্ব্বাণপ্রায় মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া উঠে। ক্লেশ শান্তির মানসে লোকে সমুদ্র পারে যায়, ক্লেশ শান্তির মানসেই লোকে শ্বাপদপূর্ণ ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করে। সর জর্জ কাম্বেল সাহেবের শাসনপ্রণালী বহু দোষ দূষিত হইলেও তাহা হইতে দেশের একটী সবিশেষ মঙ্গল হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে মঙ্গল ভীরুতা ও আলস্য পরিত্যাগ করিয়া অত্যাচার নিবারণার্থ সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি। বিশাল অগ্নি কাণ্ড, ভয়াবহ বাত্যা প্রভৃতি হইতে অনেকের জীবন ও সম্পত্তির নাশ হয় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা আবার অনেক স্থলে স্বাস্থ্য ও ভূমির উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এক বিষয়ে নয়, সকল বিষয়েই অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেটকে এক এক জন ফরাসী প্রিফেক্ট করিবার অভিলাষী হইয়াছেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে বিভাগীয় মাজিষ্ট্রেটকে লোকে দেশের শান্তি ও রাজ্যের প্রজাদিগের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কোন প্রকার কষ্ট অথবা অত্যাচার হইলে সকলেই মাজিষ্ট্রেটের মুখাপেক্ষা করিতেন। কিন্তু কাম্বেল সাহেবের রাজনীতি অনুসারে ঠিক কাজ হইলে মাজিষ্ট্রেটেরা এক প্রকার কাঁচাখেকো দেবতা হইয়া উঠিবেন। তাঁহাদিগের নিকটে আর সাহায্য পাইবার আশা থাকিবে না। পাছে তাঁহারা অকারণ মিয়াদ দেন অথবা অন্য কোন অনিষ্ট করেন, এই ভয়ে সকলকে সশঙ্ক থাকিতে হইবে। অতঃপর মনসা দেবীর ন্যায় তাঁহাদিগের নিকটে কেহ বর প্রার্থনা করিবেন না। কেবল তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া দংশন না করেন, ইহাই প্রার্থনীয় হইবে। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদিগের বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানেরা যথেচ্ছাচারী পঞ্জাবী প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন। কাম্বেল সাহেব এত উত্তেজনা করিতেছেন, যথেচ্ছাচারের এত উৎসাহ দিতেছেন তথাপি ফৌজদারী বিচারের সময়ে মাজিষ্ট্রেটেরা প্রায় বিচারপতির নিরপেক্ষতা ও গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন না। কোন প্রকারে দুই চারিটী কথা শুনিয়া যাহা হয় একটা নিষ্পত্তি করা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অভীষ্ট; কিন্তু কার্য্যতঃ মাজিষ্ট্রেটেরা সুবিচারের গতি রোধ করিতেছেন না। দুঃখের এই, সুশিক্ষিত ও উদারস্বভাব বঙ্গদেশীয় সিবি-

লিয়ানেরা যে কাজ করেন না, পুলিষ কর্ম্মচারিগণের অনেকে তাহা করিতেছেন। সম্প্রতি যে কয়েকটী পুলিষ ঘটিত অত্যাচারনিবন্ধন সমুদায় দেশ চঞ্চল হইয়াছেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহার একটীতেও অপরাধির দণ্ড দিবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেন না, বরং তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে পুলিষের নামে এ প্রকার নালীশ না হয় তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। ফলতঃ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের রাজনীতির দোষে পুলিষকে লোকে শান্তি রক্ষক বোধ না করিয়া অত্যাচারকারী বলিয়া জানিতেছেন। পুলিষ কর্ম্মচারিরা চোর ও ডাকাইতের হস্ত হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিবেন ও আততায়ির বধ চেষ্টা হইতে রক্ষা করিবেন এ আশা আমাদিগকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। পুলিষ পাছে অত্যাচার করেন এই ভয়ে অনেকে ভীত। এরূপ অবস্থা হওয়া উচিত কি না? ইহা আর্য্য জাতির অন্ততঃ চির সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের রাজনীতির দোষে ক্রমে লোকের আত্ম রক্ষার চেষ্টা আপনাদিগকে করিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেছি যে সর্ব্বত্র লোকে পুলিষের অত্যাচার নিবারণার্থ বদ্ধপরিকর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছেন। এটী সুসময়ের শুভ চিহ্ন। আমরা স্বদেশীয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি এই প্রতিজ্ঞা যেন ক্ষণস্থায়ী না হয়। দেশের লোকে আপন আপন স্বাভাবিক স্বত্ব বুঝিয়া তৎরক্ষার্থ চেষ্টা না করিলে অভীষ্টলাভ হয় না। যেখানে অত্যাচার, সেই খানে তন্নিবারণের উপায় হইলেই আর তাহা হইতে পারে না। যদি কর্ম্মচারিগণ বুঝিতে পারেন দুষ্কর্ম্ম করিলেই তাহার দণ্ড হইবে, তাহা হইলে সেই কুকার্য্যে কোন ক্রমেই তাঁহাদিগের সাহস হয় না। ফলতঃ দেশের লোকেরা এক বাক্য হইয়া আইন সঙ্গত উপায় অবলম্বন করিয়া অত্যাচারের প্রতিবিধানের যে চেষ্টা করিতেছেন, এটী যার পর নাই আহ্লাদের হইয়াছে। কিন্তু একবিষয়ে বিশেষ রূপে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। পুলিষ কর্ম্মচারী হইলেই তাহাকে শত্রু জ্ঞান করা উচিত নহে। সকলের জানা উচিত যে পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের অনেকের অপরাধির দণ্ড দেওয়াইবার সম্পূর্ণ চেষ্টা আছে। সেস্থলে সকলের পুলিষের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশের লোকের একটী অসঙ্গত দোষ আছে। একজন যথার্থ অপরাধ করিয়াছে জানিয়াও আমরা স্বার্থপরতাজনিত কষ্টের ভয়ে তাহার সংবাদ দি না। দেশের লোকে যদি এবিষয়ে পুলিষের সাহায্য করেন, পুলিষকে যন্ত্রণা যন্ত্রের আশ্রয় লইয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয় না। অপর, সমাজ যদি মিথ্যা সাক্ষিদিগকে দণ্ড দেন, অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হয়। তাহা হইলে কাহারও অত্যাচার করিতে সাহস হয় না। পুলিষ অত্যাচার করিলে সেই অত্যাচার গোপন নিমিত্ত মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সমাজ যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দাতার দণ্ড দাতা হন, তাহা হইলে সহজেই অত্যাচারের নিবারণ হইয়া আইসে।

আমরা এস্থলে পুলিসকেও একটী অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদিগের জানা উচিত তাঁহারা শান্তি রক্ষার্থ আছেন, অত্যাচারের জন্য নহেন। কেহ অপরাধী হইলে তাঁহারা যদি গ্রামস্থ লোকের সাহায্য গ্রহণ করেন, অনায়াসে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন। পুলিষের মধ্যে এক দেশীয়দিগের [illegible] অধিক। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, এটী যদি তাঁহারা বিস্মৃত না হন, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন অথচ তাঁহাদিগকে অত্যাচারকারী বলিয়া কলঙ্কিত হইতে হয় না।

উপসংহারে আমরা পুনরায় কহিতেছি এক্ষণে যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যে সাধারণ মত প্রবল হইতেছে এটী একটী শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যকালে আমাদিগের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অত্যাচার হইলেই তাহার অবশ্য নিবারণ করিতে হইবে কিন্তু তাহা যেন কেবল পুলিষের বিরুদ্ধাচরণ করিব বলিয়া করা না হয়।

—০—

গ্রামীণ উন্নতির একটী [illegible] প্রতিবন্ধক।

আমরা যে সমস্ত পল্লীগ্রাম দর্শন করিয়াছি, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নত প্রায় নয়নগোচর হয় নাই। নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি আজি আমাদিগকে বিশাল বিস্ময়ান্বিত ও বিপুল আনন্দে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। পত্র খানি এই—

“মহাশয়! কাশীমপুর গ্রামটী রাজসাহী জেলার অধীন। গ্রামস্থ প্রায় সকলেই সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি। প্রজাগণও নিতান্ত দুঃখে কালযাপন করে না। ১২। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে এগ্রামের অবস্থা যে নিতান্ত মন্দ ছিল তাহা বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বোধগম্য হয়। পূর্ব্বে যে সকল স্থান নিবিড় জঙ্গলাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির উপদ্রবে উপদ্রুত ছিল, এক্ষণে সেই সকল স্থান শস্য বা পুষ্প বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতেছে। পূর্ব্বে যে সকল স্থানের অধিবাসিরা চিঠী পাঠিয়া শিক্ষা করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিত, এক্ষণে সে সকল [illegible] অধিবাসীরা বীজ গণিত ত্রিকোণমিতি শিক্ষা করিয়াও শিক্ষালি

প্যা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। মহাশয়! বলিতে কি গ্রামস্থ জমিদার গণের অসীম উৎসাহ প্রভাবে গ্রামটী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়াদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া এক্ষণে সৎ দৃষ্টান্তের আদর্শভূত হইয়াছে। পরিশেষে শ্রীযুক্ত রায় গিরিশচন্দ্র লাহিড়ি বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীকান্ত চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীনাথ চৌধুরি জমিদারদিগকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে। কারণ, কেবল ইহাঁদেরই দৃঢ় যত্নে এই গ্রামের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ; "

গ্রামের সকলেই সমৃদ্ধিশালী এটী বড় কৌতুকাবহ বাক্য। কি উপায়ে গ্রামবাসিরা এরূপ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেন, পত্রপ্রেরক তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। করিলে আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ হইত। তবে পত্র প্রেরক একস্থলে লিখিয়াছেন, জমীদারদিগের যত্নে গ্রামের উন্নতি হইয়াছে। তাহাও স্পষ্ট হইতেছে না। জমীদারেরা নিজভাণ্ডার হইতে অর্থ দিয়া সকলকে বিত্তবশালী করিয়া তুলিয়াছেন অথবা শিল্প বাণিজ্য কিম্বা কৃষি কার্য্যের সুবিধা করিয়া তাহাদিগের সমৃদ্ধি লাভের পথ করিয়া দিয়াছেন। পত্রপ্রেরকের লেখার ভাবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু অনেকগুলি পল্লীগ্রাম দেখিয়া আমাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, আজি কালি পল্লীগ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া বড় কঠিন। গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরাই প্রধান। তাহাদিগের শ্রীতেই গ্রামের শ্রী; কিন্তু তাহাদিগের ক্রমশঃ শ্রী হ্রাস হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদির অর্থাগমের যে উপায় ছিল, তাহা রুদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা এমনি অদ্ভুতরূপে সমাজ বন্ধন করিয়া গিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু না দিয়া কেহ কিছু করিতে পারিতেন না। তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের স্বচ্ছন্দে চলিত। পূর্ব্বে দ্রব্য সামগ্রী সুলভ মূল্য ছিল, তাহাও তাঁহাদিগের স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের অন্যতর কারণ। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণদিগের ভোগ লালসাও বলবতী ছিল না। এখন উহার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। এখন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছে, দ্রব্য সামগ্রী অতিশয় মহার্ঘ্য হইয়াছে, ভোগবাসনাও আত্যন্তিক প্রবল হইয়াছে। মধ্যে চাকরী অর্থাগমের উপায়ভূত হয়। যাঁহারা সকৃত ভঙ্গ হইয়া চাকরী করেন, তাঁহারা সকৃত ভঙ্গের ন্যায় কিছু দিন সুখী হইয়াছিলেন। এখন সে দ্বারে কাঁটা পড়িয়াছে। এখন আর এক মুখ নয়। এখন চাকরীর সহস্র সহস্র অর্থী হইয়াছে। এক জাতিতেও ঐ অর্থিতা নিরুদ্ধ নয়। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই চাকরী চাকরী করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এত চাকরী কোথায় পাইবেন যে সকলের ক্ষুধা শান্তি করিবেন।

বহুকাল হইল, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় জাতি এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির বৃত্তি এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাতে তাহাদিগের জীবিকার অসচ্ছল ছিল না। এক্ষণে ইংরাজ জাতি তাঁহাদিগেরও অন্নে হন্তা হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের জীবিকা আর সুলভ নয়।

এই সকল কারণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, গ্রামের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের উচ্চ চাকরী আছে ও কিছু সঙ্গতি আছে, তাঁহারাই যে কিছু সুখী কিন্তু তাঁহাদিগের ভাগ অতি অল্প। গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের অবস্থা মন্দ। যাবৎ ইহাঁরা চাকরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইতেছেন, তাবৎ ইহাঁদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই হেতু আমরা উপরে কহিয়াছি সর্ব্বাঙ্গীন গ্রামীণ উন্নতির একটী মহান প্রত্যূহ আছে। উপসংহারকালে আমাদিগের কাশীমপুরের পত্র প্রেরককে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছে, তাঁহাদিগের গ্রামটী কিরূপে সমৃদ্ধিশালী হইল। তাহা জানিতে পারিলে, আমরা অন্য অন্য গ্রামবাসিদিগকে সেই উপায়ের অনুসরণের পরামর্শ দি।

—:—

নূতন পুস্তক।

বঙ্গ শ্রুত বোধ (১) আমরা একদিন একটী উপন্যাস শুনিয়াছিলাম কোকিল একদা গান করিয়া দেবসভাকে মোহিত করে। দেবতারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সম্মার মাল্য পুরস্কার দিলেন। কোকিল সুশোভিত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া কাক গর্দ্দভ পেচক ইহারাও দেবসভায় গান করিতে গেল। দেবরাজ তাহাদিগের গান শ্রবণ করিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, আমরাও বঙ্গ শ্রুত বোধ পাঠ করিয়া সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিলাম। সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালা লিখিবার চেষ্টার তুল্য বিড়ম্বনা আর নাই। উহা যে কেবল শ্রুতিকটু হয় একপ নয়, প্রসাদ গুণের সহিত প্রায় উহার সাক্ষাৎকার থাকে না। নিম্নলিখিত কবিতাটী আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবে।

"বংশস্থপাদে প্রথমাক্ষর-ব্রজে
অত্যন্ত থাকে যদি কন্দ-কুণ্ডলে!
উদার্য্য মৌক্ত হৃদয়-প্রমোহনে!
সে ইন্দ্রবংশা বুধবৃন্দ-বিশ্রুত॥" ৫৮

(১) মহাকবি কালিদাসের যে সংস্কৃত শ্রুতবোধ আছে, একখানি তাহার অনুকরণ, অনুকরণকর্ত্তার নাম নাই, কলিকাতা শাঁখারিটোলার লেন ২৪ নং গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১০ এক আনা মাত্র।

বিবিধ সংবাদ।

৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত ৭ ই মে বিলমারিয়ায় একজন তৈলব্যবসায়ী মুসলমান পত্নীর এক কালে তিনটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। কন্যা তিনটী এপর্য্যন্তও নির্ব্বিঘ্নে বাঁচিয়া আছে।

গত ১০ ই মে লালপুর শরৎসুন্দরী মাইনর স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিক দান কার্য্য মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে।"

জিলা দিনাজপুরের অন্তঃপাতী হরিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, মালদখণ্ড নামক গ্রামে একজন মুসলমানের গৃহে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৪০।৫০ খানি গৃহ ভস্ম এবং একজন মুসলমানের দুটী শিশুকন্যার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। এ প্রকার মৃত্যু সংবাদ অধিকতর শোচনীয় হয়।

বিচারপতিরা যথা সময়ে আদালতে আগমন করেন না, তন্নিবন্ধন অর্থি প্রত্যর্থি প্রভৃতির যার পর নাই কষ্ট ও ক্ষতি হয়, এই বলিয়া আমরা এতদিন যে তারস্বরে চীৎকার করিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহার ফল ফলিয়াছে। আমরা গতসংখ্যক কলিকাতা গেজেট পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কাম্বেল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, মফস্বলের বিচারপতিদিগকে প্রতিদিন ১১ টার মধ্যে আদালতে আসিতে হইবে। এনিয়ম কতদূর কার্য্যে পরিণত হয়, ছয়মাস পরে কমিশনর সাহেবদিগকে তদ্বিষয়ে বিশেষ রিপোর্ট করিতে হইবে এবং প্রতিবর্ষের বার্ষিক রিপোর্টে ইহার উল্লেখ করিতে হইবে। নিয়মটী উত্তম হইয়াছে বটে কিন্তু কাম্বেল সাহেবের যেমন সকল কাজের প্রারম্ভটী উৎকৃষ্ট কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না, ইহাতেও সেই দোষ ঘটিয়াছে। তিনি যেমন হাকিমদিগের আগমন কালের কড়াকড়ি করিলেন, তাঁহাদিগের গমন কালেরও তেমনি একটী নিয়ম করা কর্ত্তব্য। ১১ টার সময় অবধি রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত খাটাইয়া লওয়াও কর্ত্তব্য হয় না। আমাদিগের অপর বক্তব্য এই, সদর মফস্বল ভেদ না করিয়া সমুদায় বিচারপতির প্রতিই ১১ টার মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া উচিত।

শুনা যাইতেছে হাবড়ার ঈশ্বর নাপিতের প্রতি পুলিষের অত্যাচার বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক লিখিত হইবে। ঘটনাটী নাটকের উপযোগীই বটে।

সম্প্রতি বোম্বাইর প্রধান প্রধান লোকেরা সর বার্টল ফ্রিয়ারকে যে অভিনন্দন দেন, তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, জানজিবারের দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য রাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট এবং ইংলণ্ডের লোকে যত্ন ও অর্থব্যয়ের ত্রুটী করিবেন না। এ সকল বিষয়ে ইংলণ্ডের জিদ আছে বলিয়াই ত এত গৌরব।

হোম গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের মুদ্রা সকল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে প্রচলিত হইবে। এক প্রেসিডেন্সির নোট অপর প্রেসিডেন্সিতে সচ্ছন্দে চলে, ইহারও একটী বিশেষ বিধান করা কর্ত্তব্য। বিশেষ বিধান না থাকাতে অনেক সময়ে ভিন্ন প্রেসিডেন্সের নোট গুলিকে বিপদ জ্ঞান হয়।

আমরা সংবাদপত্র পাঠে আহ্লাদিত হইলাম, বোম্বাইর নানাভাই হরিদাস এল, এল, বি, তত্রত্য হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম কলিকাতার হাইকোর্টে আর একজন এদেশীয় জজ নিযুক্ত করা লার্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু প্রধানতম বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচের এবিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন, যে একজন এদেশীয় জজ আছেন তাহাই পর্য্যাপ্ত। কাজির মতে হিন্দুর পরব নাই। যাহাদিগের দেশ, তাহাদিগকে ছল করিয়া চিরকাল বঞ্চিত রাখা ভাল দেখায় না।

ইংলিসমান বলেন রুশিয়েরা আগা মসজিদ হইতে খাসগার পর্য্যন্ত রাস্তা সকল নির্ম্মাণার্থ বহুসংখ্য মজুর নিযুক্ত করিতেছেন এবং চারি পাঁচ জন রুশিয় আফিসর কোলাবে পর্ব্বত সকল পরিদর্শনার্থ আসিয়াছেন। রুশিয়েরা ক্রমে আট ঘাট বাঁধিয়া আসিতেছেন।

প্রয়াগদূত বলেন, "বাঙ্গালা প্রদেশে সর্ব্ববিধ বিদ্যা প্রচারের নিমিত্ত যে সকল বিদ্যালয় আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন। সে তালিকার ফল এই।

সাহিত্যাদি শিখাইবার কলেজ গবর্ণমেণ্টের ৯ টী, সাহায্য প্রাপ্ত ৫ টী এবং স্বাধীন ২ টী, মোট ১৬ টী। ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিখিবার কলেজ সমুদায়গুলিই গবর্ণমেণ্টের, সংখ্যা ১২ টী, উচ্চ শ্রেণীর স্কুল গবর্ণমেণ্টের ৫২, সাহায্য প্রাপ্ত ৭৮ এবং স্বাধীন ৪৭, মোট ১৭৭। মধ্য শ্রেণীর স্কুল গবর্ণমেণ্টের ২২২, সাহায্য প্রাপ্ত ১২৪৪, স্বাধীন ১৯৬, মোট ১৬৬২। পাঠশালা গবর্ণমেণ্টের ১৮৩৩, সাহায্য প্রাপ্ত ৬১৬, স্বাধীন ১৮০০০, মোট ২০৪৪৯। নর্ম্যাল স্কুল গবর্ণমেণ্টের ১৬, সাহায্য প্রাপ্ত ১৫, স্বাধীন ১০, মোট ৪২। বালিকা বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের ২, সাহায্য প্রাপ্ত ২৯৭ স্বাধীন ৪৫, মোট ৩৪৪। ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২৭০০। ইহাদের মোট ছাত্র সংখ্যা ৪০৪৬৫৪। তন্মধ্যে সাহিত্যাদির কলেজে ২৩২৩, ডাক্তারি প্রভৃতির কলেজে ১৮০০, উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে ৩০০২৩, মধ্য শ্রেণীর স্কুলে ৭৯১২৩, পাঠশালায় ২৮১০০০ নর্ম্মাল স্কুলে ১৮৬৭, বালিকা বিদ্যালয়ে ৯৫১৮। সমুদায়ে ব্যয় ৪৬১৮০০০ টাকা হইয়াছিল।

গত ২৯ এ মে বিজয়নগরের রাজা সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। সাংক্রামিক রোগ এক স্থানেই বদ্ধ থাকে না।

পিয়নিয়র নিশ্চয় শুনিয়াছেন যে ১৮৭৪ অব্দের মার্চ্চ মাসে সার জন ষ্ট্রেচি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণর হইবেন। এই সকল লোকের আজি কালি উন্নতি হইবার দিন।

এ পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল প্রতি মঙ্গলবার ইংলণ্ডে মেল যাইত; এক্ষণ অবধি মঙ্গলবারে না যাইয়া প্রতি শুক্রবার মেল যাইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পুনার [illegible] ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের [illegible] মাসিক বেতন ১০০০ হইতে [illegible] টাকা বৃদ্ধি করিয়াছেন ইহা ভিন্ন [illegible]টী

ভাড়া দেওয়া হইবে । বাসা খরচ বলিয়া কিছু ধরিয়া দেওয়া উচিত ছিল। বেতন হইতেই যদি বাসা খরচ করিতে হয় তাহা হইলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এখানে আসিবার প্রয়োজন কি ?

এবার বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে ব্রিটীশ ব্রহ্মে বাণিজ্যের শুল্কে ১৬,৬৪,০২৮ টাকা আদায় হয়, গত বর্ষে উক্ত তিন মাসে ১৩৮৭,৬৮০ টাকা আদায় হইয়াছিল ।

১৫ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার

কপিল নাথ সাহাই দেব গবর্ণমেণ্টের নামে যে অভিযোগ করেন, হাজারিবাগের ডেপুটী কমিসনর কর্ণেল বোডাম সেই মকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুকূল ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া লার্ড নর্থব্রুক তাঁহার এই ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন । এবং সকল আফিসরকে বলিয়াছেন, যে স্থানে প্রজার সহিত গবর্ণমেণ্টের মকদ্দমা হইবে সেস্থানে তাঁহারা যেন কোন রূপ সপক্ষপাত ব্যবহার না করেন । আমাদিগের অন্যান্য শাসন কর্ত্তা যদি লার্ড নর্থব্রুকের ন্যায় সহৃদয় ও উদারচিত্ত হন ভারতবর্ষ সুখের রাজ্য হইয়া উঠে ।

লার্ড নর্থব্রুক সিমলায় যে দরবার করেন তাহাতে বহু সংখ্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন ।

ওয়েষ্টারণ ষ্টার নামক সংবাদ পত্র বলেন, সম্প্রতি মান্দ্রাজের পেরটানা নামক স্থানে কতকগুলি কুলি ভূমি খনন করিতে করিতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার হীরক ও স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাপূর্ণ একটী স্বর্ণ পাত্র পাইয়াছে । আপাততঃ ঐ টাকা একটী সুদৃঢ় গৃহ মধ্যে রাখিয়া উহার রক্ষা করা হইতেছে ।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, সম্প্রতি লক্সাতে ভুটিয়াদিগের পরস্পর বড় গোলযোগ হইয়া গিয়াছে । গোলযোগের কারণ কি এখনও প্রকাশিত হয় নাই ।

চা-র চাস করিবার জন্য সিলোন গবর্ণমেণ্ট এলিফ্যাণ্ট প্লেনে অনেক ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন । এদেশের অধিকাংশ ভূমি ক্রমে চা কাফি অহিফেন প্রভৃতির চাসে পর্য্যবসিত হইতে চলিল ।

ভারতবর্ষে আরব দেশীয় ঘোটক আসিবার ব্যাঘাত দেখা যাইতেছে । তুরস্কের সুলতান বণিকদিগকে বলিয়াছেন তাঁহারা যেন আর ভারতবর্ষে আরব দেশীয় ঘোটক আমদানী না করেন ।

পিপালস্ ফ্রেণ্ড বীরভূম হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, গত বুধবার তথায় অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় এক হাজার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে । শুক্রবার পর্য্যন্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই । দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে । ব্রহ্মাও আজি কালি ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়াছেন ।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন বাথরগঞ্জের বর্ত্তমান জজ শ্রীযুক্ত জি, জি, মরিস সাহেবের হাইকোর্টের নূতন সিবিলিয়ান জজ হইবার সম্ভাবনা আছে ।

সম্প্রতি পঞ্জাবে যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে তত্রত্য শস্যাদির প্রায় চতুর্থ অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । অন্যান্য বিভাগে যদিও কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে বটে কিন্তু সাধারণতঃ ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে ।

এবার গ্রীষ্ম প্রবল বলিয়া নানা স্থান হইতে গৃহ দাহের শোচনীয় সংবাদ আসিতেছে । এক ব্যক্তি নদীয়া হইতে লিখিয়াছেন " জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী ঘোড়াদহ নামক গ্রামে গত বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে ভয়ানক অগ্নি লাগিয়া প্রায় দেড় শত প্রজার বাটী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে । তন্নিবন্ধন অনুন ২০০০০ বিংশতি সহস্র টাকার দ্রব্যাদির ক্ষতি হইয়াছে । উক্ত গ্রামবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম চৌধুরী মহাশয় প্রজাগণের দুঃখে যার পর নাই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিপন্ন ব্যক্তিগণকে তিন দিবস পর্য্যন্ত অন্নদান এবং তাহারদিগের সাহায্যার্থ ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা এক কালে দান করিয়াছেন । যদিও এই অল্পদানে দগ্ধগৃহ প্রজাগণের বিশেষ উপকার লাভ হয় নাই বটে, তথাচ বাবুর উদার চরিত্র এবং পর দুঃখ কাতরতা গুণের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । "

১৬ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ।

ফরিদপুরে বর্ষে বর্ষে যে মেলা হয় উহার ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । গত বারে ৫০ হাজারেরও অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল । অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে চাউলের বিষয়ে কৃষকেরা সমধিক প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছিল । ১০৫ প্রকার চাউল এই মেলায় আনীত হয় । এরূপ মেলা স্থায়ী হইলে দেশের যথার্থ উপকার সাধিত হয় ।

ত্রিচিনপলিতে একজন বণিকের হত্যাপরাধে ৫ জনের ফাঁসী হইয়াছে । একের নিমিত্ত ৫ জনের প্রাণদণ্ড হইল । ইহাতেই যে হত্যাকাণ্ড পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে আমাদিগের এমন বোধ হয় না । অতএব এ নিষ্ঠুর কাণ্ড না করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা দেওয়াই বিধেয় ছিল ।

সে দিন কলিকাতার উত্তর বিভাগের মাজিষ্ট্রেট একটী মকদ্দমার বিচার করিতেছেন এমন সময়ে ছাদ হইতে একটী বৃহৎ চুনকাম ভাঙ্গিয়া তাঁহার চেয়ারের নিকটে পড়িল, সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহায় বা অন্য কাহারও কোন আঘাত লাগে নাই । দুই একজন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছাদ চাপা না পড়িলে আর এ রোগের নিবারণ হইবে না ।

সংবাদ আসিয়াছে, সর্দ্দার আবদুল্লা জান আমীরকে যে কান্দাহারে যাইতে লিখিয়াছিলেন, আমীর তাহাতে বলিয়াছেন পারসোর সাহা সিস্তান রক্ষার্থ বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন, রুশীয়েরাও ঐ জন্য কাকমল হইতে ২৫ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন । অতএব এ সময়ে তিনি কান্দাহারে যাইতে পারিবেন না । আমীরের ক্রমে শত্রুবৃদ্ধি হইতেছে ।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সর্দ্দার আকুব খাঁ সিস্তান অধিকার করিয়া লইয়াছেন । কেহ কেহ আবার বলিতেছেন, তিনি সিস্তানের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন মাত্র ।

গত শুক্রবার ডাক্তার সি, এন মাকনামারা ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন । আমরা আহ্লাদিত হইলাম, তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ।

সংবাদ আসিয়াছে সরদার মহম্মদ জাকুব খাঁ সিয়ার আলীকে একদল সৈন্য ও কতক টাকা পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে হিরাটের শাসন ভার গ্রহণ করিবার জন্য একজন উপযুক্ত লোক পাঠাইতেও বলিয়াছেন। এদিকে তিনি সিস্তান আক্রমণের উদ্যোগে থাকিবেন। আমীর এই পত্র পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য ও টাকা পাঠাইয়াছেন। আমাদিগের কিন্তু জাকুব খাঁর এই প্রার্থনায় কিছু দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

জনশ্রুতি এই, আবদুল রহমন এবং মহম্মদ ইশাক খাঁ কাবুলে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহার্থ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাঁরা কণীয় সেনাদলে মিশিয়া আমীরকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় আছেন।

২০ এ মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে বোম্বাইয়ে ৩২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতার অপেক্ষা বোম্বাইয়ে অধিবাসীর সংখ্যা অল্প কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা অধিক দেখা যাইতেছে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের প্রদর্শনে ৩৩০০০ টাকা আয় এবং ২৮০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যে সকল কর্ম্মচারী উহাতে অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন, এই উদ্বৃত্ত টাকা উহাদিগকে দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে জানজিবারে যে রণতরি পাঠান হইয়াছে উহা সুলতানের সহিত যুদ্ধার্থ নয়, সমুদ্র দিয়া ক্রীতদাস লইয়া কোন জাহাজ যায় কি না তাহারই অনুসন্ধানার্থ পাঠান হইয়াছে। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন কোন রূপে সন্ধিভঙ্গ না করে। অন্য অন্য অধিকার কালে আমরা এরূপ সতর্কতা সাবধানতা ও ন্যায়ানুগামিতার কথা শুনি নাই।

সম্প্রতি গারোওয়ারার কয়লার খনিতে উপর হইতে একখণ্ড ভূমি ভাঙ্গিয়া পড়াতে একজন ইউরোপীয় ও ১২ জন দেশীয় কুলির মৃত্যু হইয়াছে। অনবধানতা ও অবিমৃষ্যকারিতা জনিত মৃত্যু অধিকতর শোচনীয় হয়।

বিদ্রোহী নিয়াজ মহম্মদ খাঁর যে মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের পূর্ণ অধিবেশনে তাহা রহিত হইয়া উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। নিষ্ঠুরতর প্রাণ দণ্ডটীকে ক্রমে রহিত করা কর্ত্তব্য।

পিয়নিয়র বলেন, সেদিন সীতাপুরের অন্তর্গত বানছিটা নামক স্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া গ্রামটী এক কালে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। কাহারও মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু অনেক মনুষ্য ও পশ্বাদি আহত হইয়াছে।

গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার শ্যামবাজার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৭ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

মান্দ্রাজের বাইয়ান নামে একটী স্ত্রীলোক চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদিগের এদেশে অনেক কুলীন কন্যাকে বাধ্য হইয়া এই ব্রত অবলম্বন করিতে হয়।

সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট একটী আশ্চর্য্য আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, কোন শিক্ষক যেন পুস্তকাদি রচনা না করেন, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদিগের শিক্ষকতা কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিবে। কোন শিক্ষক বয়স্যগণ লইয়া আমোদ প্রমোদে অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে না পারেন তাহারও কোন উপায় করা উচিত। তাহাতেও ত শিক্ষকতা কার্য্যের ব্যাঘাত সম্ভাবনা। যে আজ্ঞা প্রতিপালিত হইবে না, সে আজ্ঞা দিয়া আপনার মান কেবল আপনি নষ্ট করা হয়। লাভের মধ্যে প্রতারণা প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইবে। যাঁহার পুস্তক লিখিবার অত্যান্তিক ইচ্ছা হইবে, তিনি কখন ক্ষান্ত হইবেন না, অন্যের নামে তাহা প্রচার করিবেন। তবে স্কুলের সময়ে কেহ পুস্তক রচনা বা সমাচার পত্রাদি পাঠ না করেন, এই আজ্ঞা দিলে ভাল হইত।

অযোধ্যায় আবকারী বিভাগের আয় কম হওয়াতে তত্রত্য প্রধানতম কমিশনর ঐ বিষয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন। আরো সুরার দোকান খোল, পোষাইয়া যাইবে, লোকের সর্ব্বনাশ হউক, তার যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্টের পয়সা হইলেই হইল।

এ, পেডলার সাহেব কৃষি ও রসায়ন শিক্ষার অধ্যাপক হইয়া আসিতেছেন। ইহাঁর জন্য ৫৩০ মূল্যের একটী যন্ত্র ক্রয় করা হইয়াছে। এ সকল বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা হইতেছে শুনিলেও আনন্দ জন্মে।

সংবাদপত্র সম্পাদকগণ পুনঃ পুনঃ কাম্বেল সাহেবের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করাতে তিনি ত সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিলেন। আবার রাজপুরুষগণের সিমলা বাসের বিরুদ্ধে লেখাতে তাহার বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এখন ত কেবল গ্রীষ্ম কাল তথায় এবার বাস করা হইত, ক্রমে তথায় সম্বৎসর থাকিবার জন্য উদ্যোগ করা হইতেছে। শুনা যাইতেছে কতকগুলি আফিস না কি এবার হইতে বরাবর সিমলায় থাকিবে। লার্ড নর্থব্রুক হইতে যদি এ কাজ হয়, অতিশয় দুঃখের হইবে।

কয় বৎসর ধরিয়া বড় বড় ডাক্তারেরা ত এদেশের সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু উহা কাম্বেল সাহেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন, এদেশীয়েরা ভাত খায় বলিয়াই এই সাংক্রামিক জ্বর হইতেছে। বাঙ্গালিরা যদি অন্ন পরিত্যাগ করেন, দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সাংক্রামিক জ্বর ভোগ করিবেন, সে বিলম্ব সহিবে না। দুর্নিবার উদরাময় হইয়া শীঘ্রই কার্য্য শেষ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে উপায়টীর উদ্ভাবন করিয়াছেন, এটী তাঁহার অধিকার কালোচিত হইয়াছে।

সে দিন কর্ড লাইনে একখানি আরোহী ট্রেণে অগ্নি লাগিয়া ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রথমে ব্রেকব্যানে আগুন লাগে, তৎপরে তাহার পরবর্ত্তী একখানি দ্বিতীয়

শ্রেণীর গাড়িতে আগুন ধরিয়া যাওয়াতে তিন জন দেশীয় আরোহীর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়, উহাদিগকে সেই ট্রেণেই চাবড়ায় চিকিৎসার্থ পাঠান হয়। একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে একজন ইউরোপীয় কয়েদি ও চারি জন রক্ষক ছিল। লাফাইয়া পড়াতে উহাদিগের প্রাণ রক্ষা হয়। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের অনবধানতা কি বাঙ্গলা দেশের সাংক্রামিক জ্বরের ন্যায় অচিকিৎসনীয় হইয়া উঠিল।

সম্প্রতি পিয়নিয়র এদেশীয়দিগের বেঙ্গল সিবিল ফণ্ডে প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যদি এদেশীয়দিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া যায়, তাহা হইলে হিতৈষিতা ও স্বার্থশূন্যতার কাজ হয় বটে; কিন্তু না দিলেও যে উহার পরিচয় হয় না এরূপ নয়। অর্থাৎ এ স্বত্ব দিলে ভাল বটে; কিন্তু না দিলে তাহা দোষের হইতে পারে না। ইংলিসম্যান সম্পাদক এই মতের অনুমোদন করিয়া উহার এক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি সাধারণের উপকারার্থ একটী দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া দেন তাঁহাকে হিতৈষী বলা যায় সত্য, এই বলিয়া যে কেহ চিকিৎসালয় করিয়া না দিবে তাহাকে হিতৈষী বলা যাইবে না, এ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। ইংলিসম্যান সম্পাদক ঠিক কথাই কহিয়াছেন! চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি না করিয়া কেবল গাড়ি ঘোড়া চড়িয়া আমোদ প্রমোদে কাল কাটান হিতৈষিতার লক্ষণ!!

অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়াছে বলিয়া সে দিন হাইকোর্টের উকীলেরা ২। ৪ দিনের জন্য কোর্ট বন্ধ করিবার নিমিত্ত আবেদন করেন। জজেরা এ আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন ইংলিসম্যান ইহাতে উকীলদিগকে কোমলপ্রকৃতি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। ২। ৪ দিন ছুটি চাহিলে যদি কোমল প্রকৃতি হয়, সমুদায় গ্রীষ্ম যাঁহারা সিমলা বাস করেন তাঁহারা কি প্রকৃতির লোক?

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

গত ২৩ এ মে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট টিয়ার্স পদত্যাগ করিয়াছেন। মার্সেল ম্যাক মেহনকে উক্ত পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। টিয়ার্স ফ্রান্সের অনেক কল্যাণসাধন করেন, তাঁহারই যত্নে প্রুশিয়ার ঋণ প্রায় পরিশোধিত হইয়া আসিয়াছে এবং প্রুশীয় সৈন্য সকল ফ্রান্স হইতে প্রস্থান করিয়াছে। ফ্রান্সে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে। পুনরায় নেপোলিয়ন বংশ সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন তাহার উপক্রম হইতেছে। ফ্রান্সের কপালে সাধারণতন্ত্র নাই। কয়েকবার সাধারণতন্ত্র করিবার চেষ্টা হইল, কয়েকবারই তাহা বিফল হইল।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসের পত্রপ্রেরক বলেন ৭ ও ১১ ই জুন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইবে। ইনি বৃষ্টি সম্বন্ধে যখন যাহা গণনা করিয়াছেন, অনেক সময় তাহা সত্য হইয়াছে। এইরূপ ২। ৪ বার সত্য হইলেই ইনি বুজরুক হইয়া উঠিবেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিক্কা	১০২৸৶—১০৩৶
৪	”	কোং	১০৩।০—১০৩॥০
৪॥	”	”	১০৬৬—১০৭
৪॥	”	”	১০৩॥৶০—১০৫৸৶০
৪॥	”	”	১০৫।০—১০৫।৶০
৫॥	”	”	১১০৸৶—১১১

১৯ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

তুর্কিস্থান গেজেট বলেন, খিবার খাঁ রুশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তিন দলে ১৪ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করিতেছেন।

আগ্রায় শীঘ্র “টেম্পরান্স ম্যাগাজিন” নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হইবে, একজন মিসনরি ইহার প্রচার করিবেন।

এ পর্য্যন্ত ঝাঁসি একটী মিলিটারি ষ্টেসন ছিল, এক্ষণ অবধি তাহা উঠিয়া যাইতেছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইহার অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ডেকান হেরাল্ড বলেন, আগামী শীত কালে পুনার নিকটে একটী শিক্ষা শিবির হইবে ইহাতে ১৫০০০ সৈন্য সমবেত হইবে লার্ড নেপিয়ার তথাতে উপস্থিত থাকিবেন।

আমরা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একটী সদনুষ্ঠান দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্র দেয় বেতন অত্যন্ত অধিক, অতএব তাঁহার ইচ্ছা এই, ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সভ্যগণ ঐ বেতন কমাইয়া দিয়া উক্ত কমিটি ফণ্ডের উদ্বৃত্ত টাকা দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দেন। এটী যদি শিক্ষার্থ কর করিবার সূত্রপাত না হয় তাহা হইলেই আহ্লাদের বিষয়।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ মে। পারিসের লোকের চঞ্চল ভাব ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। সকলে বলিতেছেন, টিয়ার্সের মত রক্ষা না হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন।

পারস্যের সাহা সেণ্টপিটর্সবর্গে উপনীত হইয়াছেন, তিনি তথায় বিলক্ষণ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ মে। স্পেন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কার্লিষ্টেরা সানছুয়া অধিকার করিয়া ১৬ জন বন্দীকে গুলি করিয়াছে।

রোম ২২ এ মে। পোপের মৃত্যু হইলে পর কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় বিবেচনার্থ কার্ডিনলেরা এক সভা করিয়াছিলেন।

লণ্ডন ২৩ এ মে খেদিব কনষ্টাণ্টিনোপলে উপনীত হইয়াছেন। কার্লিষ্ট দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কাটেলোনিয়া হইতে সবলকায় লোক সংগ্রহ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। আসাণ্টিরা পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ মে। যে সকল ইণ্ডিয়ান উপদ্রব করিয়াছিল ছয় শত আমেরিকান সৈন্য মেক্সিকান সীমা অতিক্রম করিয়া উহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে।

আটালিক গাজী রুশীয় সম্রাটের নিকটে যে দূত প্রেরণ করেন তিনি কেটি বর্গে উপনীত হইয়াছেন।

পারিস ২৩ এ মে। জাতি সাধারণ সভায় বড়ই গোলযোগ হইতেছে। ডুফরি রাজ্যতন্ত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া সাধারণ তন্ত্রের অনুকূলে মত দিয়াছেন। টিয়ার্স কিছু বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যদিগের গোলযোগ নিবন্ধন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, কল্য তিনি বক্তৃতা করিবেন।

পারিস ২৪ এ মে। অদ্য জাতি সাধারণ সভার বৈকালিক অধিবেশনে অত্যন্ত গোলযোগ হইয়াছে।

সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনে ডুফরি মন্ত্রিবর্গের পদত্যাগের বিষয় সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছেন।

টিয়ার্স সভাপতিত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগ পত্র প্রকাশ্যরূপে সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ৩৯০ জনের সম্মতিক্রমে মার্সল ম্যাকমেহনকে সভাপতিত্বে

বরণ করা হয়। মাসল ম্যাকমেহন উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

পারিস ২৫ এ মে। ফ্রান্সে আর কোন গোল যোগ নাই, রাডিকল দল প্রজাগণকে আইন মান্য করিতে বলিয়াছেন। মাসল ম্যাকমেহন বলিয়াছেন, তিনি সাধারণ তন্ত্র অমান্য করিবেন না এবং শান্তি রক্ষা করিবেন। ডকডি ব্রগলি মন্ত্রি সভা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

আমষ্টাডাম ২৪ এ মে। ডচ চেম্বার এচিন যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫০ লক্ষ ফোরিন দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

পারিস ২৬ এ মে। নূতন ফরাসী মন্ত্রি সভায় নিম্নলিখিতরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ব্রগলির ডিউক বিদেশীয় কার্য্যের মন্ত্রী আরনোল বিচার বিভাগের, বুলি মধ্য বিভাগের। ম্যাগর্নি রাজস্ব বিভাগের, জেনরল সিসে যুদ্ধ বিভাগের, আডমিরাল ডমপ্রায়ার হর্ণয় সামুদ্রিক বিভাগের, বেথি শিক্ষা এবং পবলিকওয়ার্ক বিভাগের, ডইলারি কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের।

লেসেপ ওরেনবর্গ হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার কল্পনা করিতেছেন।

লণ্ডন ২৬ এ মে বৈকাল। কলিকাতা হইতে যে মেইল ২ রা মে এবং বোম্বাই হইতে ৫ ই মে যাত্রা করিয়াছিল, উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ মে। সকলে বলিতেছেন, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট টিয়াস কৃত বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি সকল পরিত্যাগ করিবেন।

পারিসের মন্ত্রি পরিবর্ত্তনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইলে পর ম্যাকমেহনকে সভাপতিরূপে গ্রহণ করা উচিত কি না বার্লিনের মন্ত্রি সভা তদ্বিষয়ের বিবেচনা করিবেন।

লণ্ডন ২৭ এ মে। পারস্যের সাহা ১৮ ই জুন লণ্ডনে উপনীত হইবেন।

প্রিন্স অব ওয়েলস লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

গত কল্য সর বর্টল ফিয়ার আলেকজাণ্ডিয়া হইতে যাত্রা করিয়াছেন, তিনি সর এচ রলিন্সনকে পুনরায় ভূগোল সমাজের সভাপতি করিয়াছেন।

পারিস ২৭ এ মে। বোনাপার্টিষ্ট দল নূতন শাসন প্রণালীর অনুকূল হইয়াছেন।

—০:০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৫ ই মে। বাবু উত্তমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বসিরহাট এবং বারাসত উপবিভাগের অতিরিক্ত সব রেজিষ্টার হইবেন।

২০ এ মে। শ্রীযুক্ত জে, এণ্ডাসন সাহেব (যিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন) আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর থাকিবেন।

২২ এ মে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী তুজম্মল আলী কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

আবোপর্ব্বতের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি জে, কলি সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত কে, বি, বার্চ্চ সাহেব ত্রিপুরার সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় (যিনি সম্প্রতি ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, ময়মনসিংহে রহিলেন।

নিম্নলিখিত সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু মহানন্দ গুপ্ত ২৪ পরগণা।
" ক্ষেত্রগোপাল রায় নদীয়া।
" শশিভূষণ দত্ত, যশোহর।
" অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মুর্সিদাবাদ।
" উমাকান্ত দাস ত্রিপুরা।
" শাম্ভপ্রসাদ পূর্ণিয়া।
" চণ্ডীচরণ বসু ঢাকা।

২৬ এ মে। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রামকালী গুপ্ত সেওয়ান বিভাগ এবং তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

শ্রীযুক্ত টি, ওয়ালটন সাহেব কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হই, লর্চ, সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রেসিডেন্সি জেনরল হাঁসপাতালের প্রতিনিধি সহকারী আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

মুর্সিদাবাদের ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস পঞ্চানন হইতে গোবরানদী পর্য্যন্ত যে ডেনের কার্য্য হইতেছে তদর্থ ভূমিগ্রহণের নিমিত্ত ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ মে। শ্রীযুক্ত এ, পেডলার সাহেব বঙ্গদেশীয় শিক্ষাকার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

মাগুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি, ডিয়ার সাহেব ফৌজদারী কার্য্য বিধির ২২২ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, এস ফষ্টেয়াস প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

২২ এ মে। উত্তর লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর মেজর ডবলিউ, এচ, জে লান্স সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ মে। মৌলবী মহম্মদ আলী কিছুদিনের জন্য নওয়াখালির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরে তৃতীয় শ্রেণীর একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়ার সেক্রেটারি।

—০—

আমাদিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

প্রায় তিন সপ্তাহকাল হইল সিমলায় বৃষ্টি হইতেছে। এবার অনুমান হয় এপ্রেল মাসের শেষ হইতে বর্ষাকালের আবির্ভাব হইল। এপ্রেল মাসের ২৬ এ কিম্বা ২৭ এ হইতে নভোমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছাদিত হইয়া প্রথমতঃ ২।৩ দিবস ঘোরতর বজ্রশব্দ ও শিলা বৃষ্টি হয়। পর্ব্বতস্থলে শিলাবৃষ্টি অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এমন কি এক এক সময়ে ২।৩ ইঞ্চি শিলা জমিয়া যায়। তাহার পর কয়েক দিবস গগনমণ্ডল পরিষ্কার মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই কএকদিন অতিশয় রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরে ১১ ই মে হইতে পুনর্ব্বার মেঘ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৫ ই মে শিলাবৃষ্টি অধিক পরিমাণে হইয়া গিয়াছে। সিমলার সন্নিকটস্থ স্থানে এরূপ শিলাবৃষ্টি হয় যে তাহাতে পর্ব্বত সকল তুষারপাতের ন্যায় শুভ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

এবার সিমলায় শস্য বড় ভাল হয় নাই। অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তুষারপাত না হওয়াই শস্য হানির মূল। সকলে জানেন অনাবৃষ্টিই শস্য হানির কারণ; কিন্তু এখানে অনাবৃষ্টি শস্য হানির কারণ নহে। এখানে তুষারপাত যথাপরিমাণে না হইলে শস্য উত্তম জন্মে না। পর্ব্বত অতি উচ্চস্থান। সুতরাং বৃষ্টি হইলেই জল অল্পকাল মধ্যে সবেগে নিম্নভাগে প্রবাহিত হইয়া নদ্যাকারে পরিণত ও সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়। যত বৃষ্টি হউক না কেন, ক্ষেত্রাদিতে জল অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে তুষার পাত দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ফল লক্ষিত হয়। তুষার কখন অর্দ্ধহস্ত কখন এক হস্ত কখন বা দেড় হস্ত পরিমাণে পতিত হইয়া সমুদায় পর্ব্বত পরিবৃত করে। তাহা ক্রমশঃ ৫।৬ দিবসে দ্রবীভূত হইয়া ক্ষেত্রসকল সজল ও আর্দ্র করিয়া দেয়। তজ্জন্যই তুষারপাতকে শস্যোৎপত্তির ...

উপযোগী বলিতে হয়। গত শীত ঋতুতে তুষারপাত ভাল হয় নাই। উহাই শস্য হানির কারণ।

১২ ই মে সিমলার ৪ বা ৫ ক্রোশ অন্তরে একটী মেলা হইয়াছিল। প্রতি বৈশাখী সংক্রান্তিতে উক্ত মেলা হইয়া থাকে। উহা সিপুর বা কোটীর মেলা বলিয়া বিখ্যাত। উৎসবস্থল অতি মনোহর। সিমলার উত্তরে কোটী নামক একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামের নিম্নভাগে একটী বিস্তীর্ণ উপত্যকায় মেলা উপলক্ষে বিস্তর লোক সমাগম হয়। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি ও নিকটে জল আছে, তাহাতেই স্থানটী দেখিতে অতি সুন্দর ও মনোহর হইয়াছে। পর্ব্বত স্থানে প্রায় সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হয় না এবং জলও সচরাচর অতিদূর হইতে আনিতে হয়। উক্ত স্থানে ঐ উভয়েরই সদ্ভাব আছে। উক্ত মেলা দর্শনার্থ ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লার্ড নর্থব্রুক ও ভারতবর্ষের সৈন্যাধ্যক্ষ লার্ড নেপিয়ার ও তাঁহাদিগের অনুচরগণ ও অপরাপর উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তিরা গমন করেন। তথায় পার্ব্বত্যবাসী রাজগণ ও বহুল পার্ব্বতীয় লোকের সমাগম হইয়াছিল। পাহাড়ী অলঙ্কার ও পাহাড়ি মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ বহু দোকান খোলা হইয়াছিল। নাগর দোলা এখানকার একটী প্রধান আমোদ। ৮।১০ টী নাগর দোলা মেলাস্থানে আনীত হইয়াছিল। পাহাড়ী মেয়েতে তীর লইয়া খেলা হয়। একজন দণ্ডায়মান থাকে, আর একজন দূর হইতে তাহার পশ্চাদ্ভাগে তীর মারে, এই এক আশ্চর্য্য আমোদ। এখানে সচরাচর মেলাস্থানে পর্ব্বতবাসী স্ত্রীলোকের অধিকতর সমাগম হয়। সকলেরই সৎ ভক্তি শক্তি অনুভূত হয় না।

আমাদিগের ভাওলপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

ভাওলপুর সহর মুলতান হইতে ইংরাজি ৫৭ মাইল দূরবর্ত্তী, শতদ্রু নদীর পূর্ব্বকূলে সংস্থাপিত। সহরটি ক্ষুদ্র কিন্তু নবাবের রাজধানী। পোলিটিকল এজেণ্ট প্রভৃতির হেড কোয়াটার বলিয়া সর্ব্বদাই লোক সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রত্য জল বায়ু সকলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। বিশেষতঃ কূপোদক অতিশয় দুর্গন্ধ। মাসাধিক কাল পান করিলে স্করভি নামক পীড়া হইয়া থাকে। বঙ্গবাসীদিগের পক্ষে এ স্থান সর্ব্ব বিষয়েই অস্বাস্থ্যকর। সামান্য জ্বর প্রায় সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। তবে সুখের বিষয় এই যে, এদেশে ওলাউঠা হয় না। ওলাউঠার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে এ দেশস্থ লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হয়। এখানে ইউরোপীয়ের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে।

ভাওলপুরের অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক ব্যাপী হিন্দুস্থানের বিখ্যাত মরুভূমি (গ্রেট ইণ্ডিয়ান ডেজার্ট) স্তূপাকার বালুকারাশি পর্ব্বতাকারে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কেবল ছোট ছোট ঝাউ গাছ ও কাঁটা ঝোপ বন নয়ন পথে পতিত হয়। মরুভূমির সমুদায় স্থানই বন্ধুর। গমনাগমনের পথ নাই। নেকড়ে বাঘ বন্য শূকর হরিণ ভল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তুতে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে স্তূপাকার বালুকারাশি বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ছোট ছোট গ্রামগুলি এক বারে বিলোপিত করিয়া ফেলে। ভাওলপুর হইতে বিকোনিয়ার যাইবার উক্ত মরুভূমির মধ্য দিয়া একটি সামান্য পথ আছে। বণিকেরা পথের লাঘব হইবে বলিয়া উক্ত পথ দিয়া বর্ষাকালে (অন্য সময়ে যাইবার যো নাই) উষ্ট্রোপরি আরোহণ করিয়া বহু কষ্টে যাতায়াত করে। বাল্যাবস্থায় স্কুলে পাঠ করিয়াছিলাম "কত কষ্ট সহে উষ্ট্র পর উপকারী, মরুভূমিরূপ সিন্ধু তরিবার তরি" এক্ষণে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা হইল। এদেশে উষ্ট্র ব্যতিরেকে কোন কাজই হয় না। সকলের ঘরে প্রায় দুই একটি উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মত গাড়ি পালকির প্রথা এখানে প্রচলিত নাই এবং থাকিলেও পথের অসুবিধা নিবন্ধন গমনাগমনের যো নাই।

নবাবের রাজত্ব প্রায় ১০০ স্কোয়ার মাইল পরিসর হইবে। গর আবাদি বলিয়া আয় তত পরিমাণে অধিক নহে। ভূতপূর্ব্ব ভাওল খাঁ নবাবের সময়ে কেবল ৯০০০০০ লক্ষ টাকা সালিয়ানা আয় ছিল। কিন্তু আমাদের উপস্থিত পলিটিকেল এজেণ্ট এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর মিনচিন সাহেবের ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমের বলে এক্ষণে প্রায় ২২০০০০০ টাকা সালিয়ানা আয় হইয়াছে। উঁহারা প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত খাল প্রভৃতি খনন করিয়া প্রজার আবাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ এ প্রদেশে অতি অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয়। ছয় মাস কূপ হইতে বাকি ছয় মাস খাল হইতে জল লইয়া চাস করা হয়। ভূমি সকল অতিশয় উর্ব্বর, কিন্তু কর্ম্মদক্ষ চাসা ও লোকের অভাবে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় না। এদেশের চাসারা আলু, কপি, কড়াই প্রভৃতি কোন দ্রব্যেরই আবাদ করে না, করিলে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। আমাদের প্রজাবৎসল পলিটিকেল এজেণ্ট মেজর মিনচিন সাহেবের এ বিষয়ে একবার চেষ্টা করিয়া দেখা বিশেষ আবশ্যক।

প্রজাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য রাজভাণ্ডার হইতে বর্ষে বর্ষে যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়, ফল তাহার ষোড়শাংশের এক অংশ হয় কি না সন্দেহ। আমাদিগের বঙ্গদেশে গুরু মহাশয় দ্বারা যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ। কেবল একটি মিসনরি স্কুল আছে। উহাতে ২ ইংরাজি শিক্ষক ৪ মৌলবি আছেন। মৌলবি সাহেবেরা কেবল উর্দ্দু ও ফারসি শিক্ষা দিয়া থাকেন। হেড মাষ্টারটি বাঙ্গালি এক্ষণে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা যত হউক বা না হউক, মাষ্টার মহাশয়েরা ছাত্রদিগকে বল খেলিতে বিলক্ষণ শিক্ষিত করিয়াছেন। প্রজারা শিক্ষিত না হইলে কখনই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মেজর মিনচিন সাহেবের এ বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আজি কালি কি ভয়ানক কাল পড়িয়াছে। যথার্থ বিষয় ব্যক্ত করিলে বর্ত্তমান নীতিজ্ঞদিগের নিকট তাহার আদর হওয়া দূরে থাকুক যে ব্যক্তি সাহস করিয়া প্রকাশ করে সে মহাবিপদে পতিত হয়। সত্য বিষয় গোপন রাখিয়া মিথ্যা বাক্য দ্বারা চাটুকারিতা করা বর্ত্তমান সময়ের নীতি হইয়া উঠিয়াছে। কি রাজা কি প্রজা কি ধনী কি দুঃখী সকলেই প্রীতিকর মিথ্যা বাক্যে মোহিত হন। এ সময় যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের দেশের অবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া বলেন যে ইংরাজেরা অতি সুন্দররূপে রাজ্য শাসন করিতেছেন, প্রজাদিগের কোন বিষয়ে কষ্ট নাই, রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদিগের ধন প্রাণ মান অতি যত্নে রক্ষা করিতেছেন, উচ্চ ও নীচ শ্রেণীস্থ সকলেই সমানরূপে বিদ্যালাভ করিতেছেন, তাহাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত উত্তমরূপ ঔষধ ও পথ্যাদির বিধান হইতেছে, প্রজারা কোন বিষয়েই নিপীড়িত অথবা দায়গ্রস্ত নহে, অধিক কি তাহারা রামরাজ্যে বাস করিতেছে বলিলে হয়। এইরূপে যদি কেহ ইতিহাস লিখিয়া কোন প্রধান রাজকর্ম্মচারীকে সেই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া দেন, তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয় দেখেন যে এক মাসের মধ্যে সেই লেখক হয় ত কোন প্রধান পদ প্রাপ্ত হন, না হয় ত সে ব্যক্তি ভারতীয় নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্যতর হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে যদি কেহ বলেন যে এক্ষণকার শাসন প্রণালীর দোষে প্রজামাত্রেরই অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, প্রজা কোন বিষয়েই সুখী নহে, যাহারা শান্তি রক্ষক তাহাদিগের হাতেই প্রজাদিগের ধন প্রাণ মান নষ্ট হইতেছে, যে পরিমাণে বিদ্যা বিষয়ে অর্থব্যয় করা আবশ্যক, তাহা হইতেছে না, এবং যাহাও ব্যয় করা হইতেছে উচ্চ ও নীচ শ্রেণীতে সামঞ্জস্যরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে না, এক একটি প্রদেশ উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, তথাপি তাহার নিবারণের বা অবরোধের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না, দুঃখী প্রজাগণ রাজা ও জমিদারগণের নিহিত নানা প্রকার কর ভারে এরূপ পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে আর তাহারা সে ভার বহন করিতে পারে না, এবং যাবজ্জীবন শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও অপুষ্টিকর খাদ্য ও পরিধান বস্ত্র ভিন্ন আর কোন সাংসারিক সুখ ভোগ করিতে পারিতেছে না, অত্যন্ত দুঃখের সময় তাহারা মনে করে যে এপ্রকার সভ্য রাজার রাজ্য অপেক্ষা অসভ্য যথেচ্ছাচারী রাজার রাজ্যে বাস করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ, কারণ যথেচ্ছাচারী রাজগণ যেমন সময়ে সময়ে এক একটা অত্যন্ত অন্যায় ও জঘন্য কার্য্য করেন বটে কিন্তু আবার সময়ে সময়ে এমন এক একটি সাধারণ হিতকর কার্য্য করেন যে তদ্দ্বারা তাহারা ভূয়সী প্রশংসার পাত্র হইয়া উঠে। এইরূপ করিয়া যদি কেহ কোন প্রস্তাব লিখিয়া সাধারণের গোচর করেন, তাহা হইলে তাহার যে কি দুর্গতি হয়, আমার স্বল্প বুদ্ধিতে তাহার অনুমান হয় না। এরূপ দেখিয়া শুনিয়াও এমন নির্ব্বোধ ব্যক্তি কে আছে যে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

সংপ্রতি গেডিস সাহেব (একজন সিভিলিয়ান) এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতাচরণ করিয়া তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেছেন। ইনি যৎকালে পুরী জেলার কালেক্টর ছিলেন, সেই সময় রথ্যাকর ও অন্যান্য কর সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে এ প্রদেশের লোকদিগের বর্ত্তমানাবস্থায় উক্ত প্রকার কর নিতান্ত অনুপযোগী, উহাতে সাধারণের বিশেষ অসন্তোষ বৃদ্ধি ও উহা বহন করিতে প্রজারা নিতান্ত অশক্ত হইবে। তিনি এই প্রকার মত গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিলেন এবং ঐ মর্ম্মে এক প্রস্তাব কলিকাতা রিভিউ নামক সমালোচন পত্রিকাতেও প্রকাশ করেন। তাঁহার এই দোষ যে তিনি যে স্থানে ছিলেন তথাকার অধিবাসিগণের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া সেইটি সাধারণের গোচর করেন। এই অপরাধে তিনি স্বদেশে এবং এতদ্দেশে কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতেছেন। পারলিয়ামেণ্ট মহাসভায় ঐ বিষয় লইয়া আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। উক্ত মহাসভার একজন সভ্য বলেন যে যদি স্বজাতীয় রাজকর্ম্মচারী হইয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তদ্দেশীয় লোকের প্রকাশ্য রূপে বিদ্রোহানল প্রদীপ্ত করিবার বাধা কি? যদি বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করে, তাহারা দণ্ডনীয় হইবে কেন? সম্পাদক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন এক্ষণে যথার্থ বিষয় বর্ণন করা ও বিদ্রোহানল উদ্দীপন করা পারলিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের মতে ভিন্ন নহে। এখানকার আর আর লোকের ত কথাই নাই, নিরপেক্ষ গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে (বোধ করি ঐ অপরাধে) পুরী জেলা হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। হায়! গেডিস মহোদয়! তুমি কি কুক্ষণেই এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! ইহা দ্বারা কি নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ করিয়াছ! অল্প দিনের মধ্যেই অপমান ও তিরস্কার সহ্য করিলে ও স্থান চ্যুত হইলে, আর তোমার অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা কর যে আর কখন এরূপ কুকর্ম্ম করিবে না এবং কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজমত পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশীয় ইংরাজি সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের মতে মত দাও, তবে যদি কখন তোমার ভাল হইতে পারে, নচেৎ তোমার এ পাপ হইতে নিস্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

উক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়া রাজধানীস্থ এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজি পত্রিকার সম্পাদক বলেন যে স্বদেশবিদ্বেষী গেডিস সাহেবের ন্যায় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির এ প্রকার লেখা দেখিলে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণ মনে করিবেন ইংলণ্ডের কৃতবিদ্য ও ন্যায়বান ব্যক্তিদিগেরও বুঝি এই প্রকার ভাব। আর এরূপ ভাবের লেখা দেখিলে এতদ্দেশীয়গণের মনের ভাব, ইতিহাসাদিতেও যে সকল দৃষ্টান্ত আছে তাহার অপেক্ষাও আমরা অধিক নিপীড়িত বঞ্চিত ও পদদলিত হইতেছি ভাবিয়া, ক্রমে উৎসাহিত হইয়া উঠিবে।

উল্লিখিত সম্পাদক যেন স্মরণ রাখেন এদেশীয়েরা "শাসনকর্ত্তা ও শাসিত জেতৃ ও বিজিত শ্বেত ও কৃষ্ণ কায়" প্রভৃতি যে সকল প্রয়োগ করেন, তাহা উক্ত প্রকার সম্পাদক

দিগের দর্পূর্ণ লেখারই ফল। এতদ্দেশীয় কৃত বিদ্য মাত্রেই বিলক্ষণ জানেন আজিও তাঁহাদিগের ভাগ্যে যে কিছু ভাল ঘটিতেছে, সে কেবল মহোদয় গেডিস সাহেব এবং তদ্দেশীয় মহামতি অপক্ষপাতি বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের যত্নেই হইতেছে।

২১ মে } একান্তমনাঃ দ
১৮৭৩ } শ্রীঘ. ভ,

মহাশয়! কিয়ৎকাল অতীত হইল, ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী রাজপুর গ্রামের সন্নিকটস্থ বেকুণ্ঠপুর প্রভৃতি গ্রামে অতিশয় ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। বিশেষতঃ আমার একটী আত্মীয়ের বাটীতে এক কালে অনেকগুলি লোক ঐ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। গৃহস্বামী নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই রোগিগুলিকে সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য এম, বি, মহোদয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীনাথ বাবু যেরূপ কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন. তিনি তাঁহার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ শ্রীনাথ বাবু একটী রোগীকে আশ্চর্য্য রূপে রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে সম্পাদক মহাশয়! বিবেচনা করুন উক্ত আত্মীয় ব্যক্তি আমাদের এই সুচিকিৎসক মহাশয়ের উপর কতদূর কৃতজ্ঞ হইতে পারেন, অধিকন্তু শ্রীনাথ বাবু যখন উহাদের বাটী গমন করিতেন তখন অনাথ দরিদ্রদিগকে উত্তমরূপে দেখিয়া নিজের ব্যয়ে উহাদের ঔষধাদি ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিতেন। আমরা মেডিকেল কালেজের উত্তীর্ণ অধিকাংশ ছাত্রের চরিত্রের বিষয় যেরূপ জানি তাহাতে যদি আমরা অদৃষ্টক্রমে একটী পাত্রে এতগুলি গুণ দেখিতে পাই, তবে আমাদিগের মন কি আনন্দে উদ্বেলিত হয় না? শ্রীনাথ বাবুর এই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া উক্ত আত্মীয় ব্যক্তি আপনার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সোমপ্রকাশে কয়েক পংক্তি প্রদান করেন। [illegible] বিষয় এই, পত্রখানির [illegible] নাই কেবল সংবাদের ন্যায় দুই পংক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই ব্যাপারটী দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছি। যথার্থ প্রশংসনীয় ব্যক্তি যদি প্রশংসালাভে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে সহৃদয়দিগের মন কি ব্যথিত হইবে না? ডাক্তারদিগের পক্ষে যে গুণগুলি অত্যাবশ্যক তাহা সমুদায় শ্রীনাথ বাবুতে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া দেশের লোক সোমপ্রকাশের আচরণে বড় দুঃখিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ডাক্তার মহাপুরুষদিগের মধ্যে যে গুণগুলি আজি কালি প্রায় দৃষ্ট হয়, ইহাঁর তাহার একটীও নাই। সুতরাং সম্পাদক মহাশয়! এই মহোদয়ের উপর কত আশা হইতে পারে। দেশের লোকেরও কত শ্রদ্ধা হইতে পারে। অতএব সোমপ্রকাশ এমন মহোদয়কে প্রশংসা করিতে কেন যে লজ্জিত হইলেন কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা ভরসা করি, তিনি যেন সুপাত্রে প্রসংশা করা একটী ব্রত বিবেচনা করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীকা,

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি. নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় জয়দেবপুর	১০
" " দিকপতিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চুয়াডাঙ্গা	১০
" " চন্দ্রকেলী মুন্সি—পাটগ্রাম	১০
" " মহেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুলালগঞ্জ	৫॥০
" " স্বরূপচন্দ্র ঘোষ—গুড়বাড়ী	১০
" রাজা মাধবচন্দ্র গিরিমহান্ত তারকেশ্বর	১০
" " হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরোজপুর	১০
" " নবকুমার চৌধুরী বসিঘাটীগ্রাম	১১॥০

—০—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কএকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন। টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৴০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টার করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ২৮ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৩। ৯ ই জুন।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

স্থাপিত আছে। মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাসুল ইত্যাদি।০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস অব ডিজীজ

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা. মূল্য ৬ ডাকমাসুল।০ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহ-ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গল মেডিক্যাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ॥/০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।/১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

মৎপ্রণীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, যাহাতে ধাতু, ধাত্বর্থ, সকর্ম্মক, অকর্ম্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতাধ্যায়িদিগের জন্য) গণ, পদ ধাতুরূপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবেন। মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজারষ্ট্রীট নং ৯১। ১২৭৯ ১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীলালকমল বিদ্যাভূষণ

যিনি এক দিবসে জীবাত্মার জড়সম্বন্ধ দর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি আমাকে (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মর্ম্মানুসারে যোগসাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৵। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আবেদন করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে. আবশ্যক হইলে নিম্ন-লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

গুপ্তযন্ত্র।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০।৮০ পাতা পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ হয়, ইহাতে পঞ্জিকা জাহাজীয় সংবাদ খরিদ বিক্রী আমদানী ও রপ্তানী দেশ বিদেশের দ্রব্যাদির দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ॥০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২॥ ডাক মাসুল সমেত প্রায় ॥০ আনা মাসে।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

বারুইপুর মহকুমাটীর অাসন্নকাল উপস্থিত। স্বচ্ছন্দ ভৈরব ও মৃত্যুঞ্জয়ে আর শানে না। কেহ কেহ বিষ প্রয়োগও করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই উপশম দেখা যাইতেছে না। স্তব পূজা স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা বৈবস্বত দেব কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হন। কিন্তু যিনি উক্ত মহকুমাটীকে ধরিয়াছেন, তিনি কিছুতেই ভুলিবার নহেন। অতএব চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যে কৃতকার্য্য হইব, সে আশা নাই। তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত, এককালে হাত পা ছাড়িয়া

বসা উচিত নয়। রোগীর নাড়ী প্রায় স্বস্থানচ্যুত ও সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়াছে। অতএব সর্ব্বাগ্রে ৫ বিন্দু ক্লোরোফরম এক কাঁচ্চা শীতল জলের সহিত সেবন করাইয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে শুটের গুঁড়া মর্দ্দন করিয়া দেখা হউক, যদি শরীর উষ্ণ হয়, ও নাড়ী স্বস্থানে আইসে তাহার পর চিকিৎসার অন্য প্রক্রিয়া করা হইবে।

মকদ্দমা অধিক হয় না এ কারণটী বারুইপুর মহকুমার উন্মূলনে পর্য্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। যাঁহারা মহকুমাটী উঠাইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহারা কেবল মকদ্দমার সংখ্যামাত্র দর্শন করিয়া উন্মূলন কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু কি কারণে যে মকদ্দমা অল্প হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। মহকুমার অধিকার সীমা নির্ণয় সময়ে থানা বিভাগগত বন্দোবস্তের দোষ সেই কারণ। বাঁকিপুরের থানাটী যদি বারুইপুরের সামিল করিয়া দেওয়া হইত, মকদ্দমার সংখ্যাগত ন্যূনতা দোষ ঘটিত না। বাঁকিপুরের লোকদিগের ডায়মণ্ডহারবরে মকদ্দমা করিতে যাওয়া অতিশয় কষ্টের কারণ। ডায়মণ্ডহারবর স্থান ভাল নয়, তদ্ভিন্ন সেখানে নানাপ্রকার কষ্ট আছে। পক্ষান্তরে বারুইপুর উৎকৃষ্ট স্থান এবং এখানে অনেক প্রকার সুবিধা আছে। বাঁকিপুর থানার এলাকার সীমায় যত গ্রাম আছে, বারুইপুর তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত বিলক্ষণ নিকট হয়। বাঁকিপুরের দক্ষিণ সীমার লোকদিগেরও বারুইপুর ডায়মণ্ডহারবর অপেক্ষা দূরবর্ত্তী হয় না। অতএব বাঁকিপুর থানা বারুইপুর এলাকাভুক্ত করিয়া যদি আদালতটী মধ্যস্থলে করা হয়, তাহা হইলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল হয়।

আমরা সাধারণ্যে কহিতেছি, মকদ্দমা অল্প হয় বলিয়া কোন মহকুমা উঠাইয়া দেওয়াই উচিত নয়। এখন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে বহুতর কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে। কি স্বাস্থ্য কি বিদ্যাশিক্ষা কি ধর্ম্মনীতি কি রাজনীতি সকলের সহিতই উঁহাদিগের সম্বন্ধ। যে সকল স্থানে ঐ সকল বিষয়ের নিতান্ত ন্যূনতা আছে, সে স্থান হইতে মহকুমা উঠিয়া যায়, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই কিন্তু বারুইপুর সেরূপ স্থান নহে। এখানে ঐ সকল বিষয়ের সমধিক উন্নতি সাধন চেষ্টা আবশ্যক। মহকুমা না থাকিলে এ অভীষ্টসিদ্ধি হওয়া দুরূহ। অত্যাচারপীড়িত প্রজাগণ ব্রিটিশ সুবিচার লাভ করিয়া মনের দুঃখ দূর করিবে, এই ভাবিয়া ঘন ঘন মহকুমার সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু যদি সেগুলির উন্মূলন করা হয়, সে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মিবে সন্দেহ নাই। অনেকে অত্যাচার সহ্য করিবে, তথাপি গমনাগমন ক্লেশ ও ব্যয়বাহুল্য ভয়ে বিচারার্থী হইয়া অধিকতর দূরবর্ত্তী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। জমীদারদিগের পূর্ব্ববৎ প্রভাব বৃদ্ধি হইবে। প্রজাদিগকে অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় সেই জমীদারদিগের ক্রোড়গত হইতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভা এত কাল ভাবিয়া ১০ আইন প্রভৃতির যে সৃষ্টি করিয়াছেন, সমুদায় বিফল হইবে।

প্রজারা যদি জমীদারের বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, আদালতে না যায়, তাহা ত আহ্লাদের বিষয়, যদি একথা বল তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা একটী গল্প বলি, উহা, জমীদারের নিকটে যেপ্রকার সদ্বিচার হইয়া থাকে তাহা পরিস্ফুটরূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবে। একজন বিচারপতি মিঠাই বড় ভাল বাসিতেন। বিচার করিতেছেন এমন সময়ে অর্থী সঙ্কেত করিল এক হাঁড়ি মিঠাই দিবে। বিচারপতি তাহার পক্ষে ডিক্রি দিতে উদ্যত হইলেন। প্রত্যর্থী তাহা বুঝিতে পারিয়া দুটী অঙ্গুলি দেখাইল। বিচারপতি বুঝিলেন, সে দুই হাঁড়ি মিঠাই দিবে কহিতেছে, অমনি ফিরিয়া গেলেন, তাহারি জয়লাভ হইল। জমীদারের নিকটে সদ্বিচার লাভ সেইরূপ। যে প্রজা অধিক অর্থ দিতে পারে, তাহারই জয়লাভ হয়। উৎকোচ গ্রাহী বিচারপতি ও অর্থলোভী জমীদার এ উভয়েই সমান। এ উভয়ের নিকটে সদ্বিচার লাভ হয় বলিয়া যে ব্যক্তির সংস্কার আছে তাহার তুল্য মূঢ় আর নাই। সুশিক্ষিত রাজবিধিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ নির্ব্বাচিত বিচারপতিরাই যখন সময়ে সময়ে "অবিচার" করিয়া বসেন, তখন অশিক্ষিত ধনমত্ত অর্থলোভী জমীদারের নিকট সুবিচার লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। জমীদার দলে সুশিক্ষিত নাই, আমরা এ কথা বলি না; কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তি অতি বিরল। পূর্ব্বে জমীদারদিগের হস্তে পুলিসের ভার ছিল, তাঁহাদিগের দোষেই তাহা রহিত হইয়াছে। বিচার কার্য্য সম্পাদনের ভার ছিল না বটে; কিন্তু তাঁহারা রাজার অগোচরে সেই বিচার কার্য্যও সম্পাদন করিতেন, আজিও অনেকে তাহা করিতেছেন কিন্তু অনেক স্থলেই সুবিচার না হইয়া নিতান্ত অবিচার হয়। অবিচার অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন হয় বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট অধিকসংখ্য মহকুমার সৃষ্টি করেন। মহকুমা উঠিয়া গেলে ঐ গুলির পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা। অতএব বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন মহকুমার উন্মূলন বিধেয় নহে। যে প্রসঙ্গে এ প্রস্তাবের অবতারণা হইয়াছে সে মহকুমাটী উঠিয়া গেলে অনেক গুলি অনিষ্ট যে পুনরাবির্ভূত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

ঋণই অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের অসচ্ছলতা
একটী প্রধান কারণ।

ঋণের তুল্য বিপত্তি আর নাই। রোমে নিয়ম ছিল, অধমর্ণ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে উত্তমর্ণ স্বয়ং তাহাকে ধরিয়া লইয়া দাস করিয়া রাখিত। উত্তমর্ণ অধমর্ণকে বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইত না। সময়ে সময়ে এরূপ ঘটনাও হইত, একব্যক্তি পাঁচ জনের নিকটে ঋণ করিলে মহাজনেরা তাহাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া লইত। এখন সেরূপ নৃশংস বিধি নাই বটে কিন্তু যে স্বাধীনতা মানুষের অমূল্য ধন, অসমর্থ ঋণগ্রাহিকে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ঋণগ্রাহীর স্বোপার্জ্জিত অর্থ স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবার যো নাই। উত্তমর্ণের সহিত তাহার অংশ করিতে হয়। ঋণ মৎকুণের ন্যায় মাসে মাসে ভূরি পরিমাণে কুসীদ (সুদ) রূপ সন্তান প্রসব করে। কিছু অধিককাল সুদ জমিলে তাহার পরিশোধ কার্য্য দ্বারা অধমর্ণকে অবসন্ন হইতে হয়। সুতরাং তাহার পরিজনগণকে ভোগ সুখ হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। যে ঋণের রূপ ও পরিণাম এইরূপ ভয়াবহ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সভ্য দেশে তাহা অনাদৃত নহে। আজি কালি ঋণ গ্রহণ করিয়া কার্য্য সম্পাদন সভ্যতার লক্ষণ ও অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সভ্য গবর্ণমেণ্টদিগের ঋণের কথা শুনিলে অনেকের হৃৎপিণ্ড দ্রব হইয়া যায়। গ্রেটব্রিটেনের ঋণ ৭৩৬১৪১৯০০০ টাকা, ইহার বার্ষিক সুদ ২৬৮৩০০০০০ টাকা। ফ্রান্সের ঋণ ৭৪৮৭৯০০৮২০ টাকা, ইহার সুদ ২৭৭৬৭০৭৯০ টাকা। রুশিয়ার ঋণ ৩৫৫০০০০০০০ টাকা, ইহার বার্ষিক সুদ ১১৭৯৩৮৪৩০ টাকা। স্পেনের ঋণ ২৬-১৪৭৫০০০০ টাকা, ইহার বার্ষিক সুদ ১০৪৫১১০০ টাকা। ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টে ভারতবর্ষ ও গ্রেটব্রিটেন উভয় স্থলে ১৮৬২ অব্দে ১০৭৫১ ৪৫৯১০ টাকা ঋণ ছিল, ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে আরো ৪০২৮০৪৯০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ ১৮৬২ অব্দে ৪৫৬০৯০৫০ টাকা সুদ ছিল, ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত ৬২১০১৭৫০ টাকা হইয়াছে।

এইরূপ অন্য অন্য গবর্ণমেণ্টেরও ঋণ আছে। ঋণ আছে বলিয়া ঋণ গ্রহণ ও তাহার পরিশোধ না করিয়া চিরকাল কুসীদ ভারবহন যে প্রশংসনীয় কার্য্য, ইহা কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন হইবার নহে। উহা গবর্ণমেণ্টের অসচ্ছলতার একটী প্রধান কারণ। গবর্ণমেণ্ট অসচ্ছল হইলেই প্রজার কষ্ট। কত প্রকার করের উদ্ভাবন হয় তাহার ইয়ত্তা হয় না।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট চিরকাল যে ঋণখোরের শোচনীয় দশা গ্রস্ত হইয়া থাকেন, এবং প্রজার কষ্টের কারণ হন, ইহা কোন ক্রমেই অনুমোদনীয় নহে। ঋণখোরেরা নূতন ঋণ গ্রহণেই ব্যগ্র, ঋণ পরিশোধে ব্যগ্র নহে। তাহাদিগের প্রলোভন প্রদর্শনে এমনি পটুতা আছে যে "রাঁড়ি বালতিরাও" ব্যগ্র হইয়া কাটনা কাটা ধনও তাহাদিগের হস্তে প্রদান করে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টেরও ঐ গুণটী বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। যাহার কিছু অর্থসঙ্গতি আছে, সে ব্যক্তিও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারে গিয়া টাকা রাখিয়া আইসে। গবর্ণমেণ্টেরও অরুচি ও আলস্য নাই।

এখন আমাদিগের বক্তব্য, প্রজার হিতার্থ গবর্ণমেণ্টের দুটী উপায় অবলম্বন কর্ত্তব্য। প্রথম, কাগজ বিক্রয়ের প্রথা রহিত করিয়া লোন আফিস উঠাইয়া দিন। আর যেন নূতন ঋণ করা না হয়। এখন বিপদ কাল উপস্থিত নয়, এখন নূতন ঋণ গ্রহণ নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য। এ ঋণ গ্রহণ প্রথা রহিত হইলে প্রজার দ্বিবিধ উপকার লাভ সম্ভাবনা আছে। প্রথম, গবর্ণমেণ্ট নূতন ঋণ গ্রস্ত হইয়া যদি বিব্রত না হন, প্রজাগণ নূতন কর শঙ্কা হইতে মুক্ত হইবে. অপর, গবর্ণমেণ্ট যদি টাকা না লন, প্রজাদিগকে সেই টাকা অন্য কার্য্যে বিনিযোজিত করিতে হইবে। অন্য কার্য্যে বিনিযোজিত করিতে গেলেই শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়াদি গুণ শিক্ষা আপনা হইতে হইয়া উঠিবে। তন্মূলক কৃষি বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি হইয়া দেশের সবিশেষ উন্নতি লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়, সুদ বর্ষে বর্ষে প্রায় ৬ কোটি টাকা নষ্ট হইতেছে। ঐ টাকা থাকিলে ভারতবর্ষের অশেষ বিধ কল্যাণ লাভ হয় সন্দেহ নাই। অতএব গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, সর্ব্ব প্রযত্নে ঐ ঋণের পরিশোধ করেন। যদি বলেন কি উপায়ে পরিশোধ করি। আমরা তাহার এই পরামর্শ দি, ভারতবর্ষের ব্যয় বলিয়া ইংলণ্ডে বর্ষে বর্ষে যে ১০ কোটি করিয়া টাকা দেওয়া হইতেছে, যে পর্য্যন্ত ঋণপরিশোধ না হয়, তাহা রহিত করা হউক। বৎসর বৎসর প্রায় ৬ কোটি করিয়া টাকা পবলিকওয়ার্কে ব্যয় হয়, ঋণ পরিশোধ কাল পর্য্যন্ত এক বৎসর অন্তর তাহা বন্ধ রাখা হউক। এই উপায়ে ঋণ পরিশোধ করিতে আরম্ভ করিলে ও দিকে সুদও কমিয়া আসিবে। তদ্দ্বারাও মূল ঋণ পরিশোধের সহায়তা হইবে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের রক্ষা ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট আর অন্য কোন প্রকার আগন্তুক ব্যয়ে আর প্রবৃত্ত না হন। ইংলণ্ড যদি জিদ করিয়া তাঁহাদিগকে কোন আগন্তুক ব্যয়ে প্রবর্ত্তিত করেন, ইংলণ্ড সে ব্যয় দিবেন। আমরা আরো একটী পরামর্শ বলি, গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট হইতে কিছু চাঁদা করুন। জমী-

ধারেরা প্রজার নিকটে যেরূপ চাঁদা করেন, গবর্ণমেন্ট সেরূপ করিতে পারিবেন না। যাহাদিগের বার্ষিক আয় হাজার টাকার অধিক, তাহাদিগের নিকট হইতে ৩ বৎসর অন্তর শতকরা ১০ টাকার হিসাবে ইনকম টাক্স গ্রহণ করুন। ঋণ পরিশোধ হইলে তাহার পর বন্ধ করিয়া দিবেন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি, পাঠকগণ এ প্রস্তাবটী শুনিয়া বোবা বিস্ট হইবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন ঋণ পরিশোধ হইলে ইনকম টাক্স বৃক্ষের মূল চিরকালের মত উন্মূলিত হইবে।

—০—

কে অধিক অপরাধী?

সম্প্রতি কয়েক দিন সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তারকেশ্বরের মহান্তকে লইয়া হুলস্থূল করিয়া তুলিয়াছেন। সম্পাদকদিগের মহান্তের উপরে যেরূপ কোপ বোধ হয় যেন তাঁহার বিচারের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা দেন। যাবতীয় দোষ তাঁহার স্কন্ধেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সকলে তাঁহাকেই সমুদায় দোষের মূল বলিয়া স্থির করিতেছেন। কিন্তু আমরা এ মতে মত দি না। পাঠকগণ আমাদিগের এ লেখাতে এরূপ মনে করিবেন না যে আমরা মহান্তের পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা বলি মহান্ত তত দোষী নন, হত স্ত্রীর পিতা মাতাই যত দোষে দোষী। পাঠকগণ গল্পটী শুনুন, আপনারা কাহাকে অধিক দোষী বলেন দেখি।

ঘটনার স্থূল বৃত্তান্তটী এই:—নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী খোলা নামক গ্রামে বিবাহ করেন। ইনি কলিকাতায় মিলিটরি অরফান প্রেসে চাকুরী করেন। তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী এবং যুবতী। তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে বাটীতে এমন কোন অভিভাবক নাই বলিয়া তিনি তাহাকে তাহার পিত্রালয়েই রাখিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে অবসর ক্রমে তথায় যাইতেন। লোকের মুখে স্ত্রীর চরিত্র ঘটিত নানা কথা শুনিয়া সন্দেহ হওয়াতে তাহার সত্যাসত্য নিরূপণার্থ অকস্মাৎ একদা শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন তাহার স্ত্রী ও শাশুড়ী বাটীতে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন স্ত্রীর পীড়া হওয়াতে তাহার শাশুড়ী সঙ্গে করিয়া তারকেশ্বরের মহান্তের নিকটে ঔষধ আনিতে গিয়াছে। তাহার স্ত্রী সুন্দরী ও যুবতী, মহান্ত ঔষধ দিবেন, তাহাতে আবার রাত্রিকাল, এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি দৌড়াদৌড়ি তারকেশ্বরের মন্দিরে গেলেন, কিন্তু তথায় গিয়া কি হইবে? তারকেশ্বর যাহাকে ঔষধ দেন তাহাকে মন্দিরে পাওয়া যায়, মহান্ত নিজে যাহাকে ঔষধ দেন তাহাকে মন্দিরে পাওয়া যাইবে কেন! তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন, পথি মধ্যে এক ব্যক্তির নিকটে জানিলেন, মহান্ত তাঁহার স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করিয়াছে। তাহার শ্বশুর শাশুড়ী ইহার মূল, উহারা অর্থ লোভে এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে। তিনি এই কথা শুনিবামাত্র শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া শ্বশুরকে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন। পর ক্ষণেই তাঁহার স্ত্রী ও শাশুড়ী বাটীতে আইল। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সমুদায় দোষ স্বীকার করিয়া বলিল, তাহার অপরাধ নাই, পিতা মাতা তাহাকে লওয়াইয়া এই দুষ্কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করাইয়াছে। নবীনচন্দ্র ইহা শুনিয়া স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া [illegible] অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দুরাত্মা পিতা মাতা অর্থোপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয় দেখিয়া এ বিষয় মহান্তের গোচর করিল। মহান্ত বলিলেন, যখন পাল্‌কী করিয়া লইয়া যাইবে তিনি আপনার লোক জন দ্বারা পথ হইতে ইহাকে ছিনাইয়া লইয়া বাটীতে রাখিবেন। এবিষয় নবীনের অবিদিত রহিল না। তিনি মহান্তের এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন, পিতামাতা বিপক্ষ, মহান্তের ভয়ে প্রতিবেশীরাও তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে না। মহান্ত, ধনী ও প্রবল, তথায় তাঁহার আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, এমন অবস্থায় স্ত্রীকে মহান্তের হস্ত হইতে রক্ষা করা সুসাধ্য নয়। যখন তিনি স্ত্রীর উদ্ধার সাধনে একেবারে নিরাশ হইলেন, তখন একটী ভয়ানক কল্পনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তিনি ছলক্রমে স্ত্রীকে একটী গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সে যেমন অনন্যমনা হইয়া সেই কার্য্য করিতেছে; নবীন সেই সময়ে একখানি অস্ত্র লইয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিন আঘাতেই নরাধম মহান্তের ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার সহিত পাপাত্মা পিতা মাতার অর্থোপার্জ্জনের সহিত সেই দুঃখিনী স্ত্রীর জীবনের শেষ হইল!!! হত্যা করিয়াই হুগলীর মাজিস্ট্রেটের নিকটে গিয়া সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "শীঘ্র আমাকে ফাঁসী দিন পৃথিবী আমার পক্ষে অরণ্যবৎ বোধ হইতেছে, পরলোকে গিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি।" কি দুঃখের বিষয়!!!

আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, আমরা পূর্ব্বে এইরূপ একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। এদেশে সুবুদ্ধির অভাব নাই! সুবুদ্ধিরা প্রায় এইরূপ গল্প রচনা করিয়া থাকেন! এ গল্পটীও সেই সুবুদ্ধি রচনা কি না আমাদিগের সন্দেহ হইতেছে। সন্দেহ হইবার অনেকগুলি কারণ ঘটি

য়াছে। আমরা তাহার একটীর উল্লেখ করিতেছি, সঙ্গত হয় কি না পাঠকগণ বিবেচনা করুন। নবীনের স্ত্রী পিতামাতার প্রতি দোষারোপ করিয়া যখন আত্মদোষ স্বীকার করিলেন, তখন তাহার উপরে নবীনের কোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কোপ যে হয় নাই, তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন চেষ্টা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হই তেছে। দোষী হইল, নবীনের শ্বশুর শাশুড়ী ও মহান্ত। তাহাদিগের অপরাধ একগুণও নয়। প্রথম, তাহারা তাহার স্ত্রীকে অসৎ পথে প্রবর্ত্তিত করে। দ্বিতীয়, নবীন যখন তাঁহাকে তথা হইতে আনিবার চেষ্টা পান, তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করে। যাহারা এরূপ দোষী, তাহাদিগের উপরে কোপ হওয়াই ন্যায়ানুগত হয়। তাহাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। তাহা না করিয়া নবীন স্ত্রীকে হত্যা করিল!! এ কথায় বিশ্বাস করা বড় সহজ নয়। বোধ কর গল্পটী যেন সত্য, এখন এবিষয়ে অধিক দোষী কে তাহার বিচার আবশ্যক। যাঁহারা মহান্তকে অধিক দোষী বলেন, বোধ হয়, তাঁহাদিগের মনের ভাব এই, মহান্ত শব্দের অর্থ মহৎ লোক, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা বিবাহ করেন না, স্ত্রী সংসর্গ নিষিদ্ধ। অতএব তাঁহাদিগের পরস্ত্রী গমন অধিকতর দোষাবহ। যাঁহাদিগের সংস্কার এই প্রকার, তাঁহারা ভ্রমান্ধ সন্দেহ নাই। মহান্ত উপাধি গ্রহণ করিলেই মানুষ মহৎ হয় না। যাহাতে মানুষের মহত্ত্ব সম্পাদন করে, সেই সকল বস্তু যাহার নাই, তাহার বাস্তবিক মহৎ হইবার সম্ভাবনা কি? উদার বিদ্যা দৃঢ়তর ধর্ম্মজ্ঞান জিতেন্দ্রিয় হইবার ইচ্ছা ও অভ্যাসই মহত্ত্বের সম্পাদক। যাঁহাদিগের হইতে মহান্ত উপাধির সৃষ্টি হয়, তাঁহাদিগের ঐ সকল গুণ ছিল, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারী হইলেন, তাঁহাদিগেরও যে সেই সেই গুণ থাকিবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। গুণবান দেখিয়া প্রচরাচর অধিকারী মনোনীত করা হয় না। যিনি অধিকারী মনোনীত করেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া নানা প্রকার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করে, তাহাকেই অধিকারী করা হয়। তাহার বিদ্যা আছে কি না গুণ আছে কি না সে বিবেচনা করা হয় না। সচরাচর চাটুপটু মূর্খেরাই অধিকারিরূপে নিয়োজিত হইয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের জিতেন্দ্রিয় হইবার কোন ক্রমে সম্ভাবনা নাই। মহান্তদিগের বিবাহ নিষেধটী অধিকতর অনর্থের মূল হইয়াছে। একে মূর্খ ধর্ম্মে আস্থাশূন্য মাদকসেবী ভোগশালী, তাহাতে স্ত্রী নাই। ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় জয় যদি সম্ভাবিত হয়, মানুষের সাগর শোষণ বৃত্তান্তও অসম্ভাবিত হয় না। একজন কবি কহিয়াছেন।

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়োযে চাম্বুপর্ণাশনাস্তেহপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ। শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবাস্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহোযদি ভবেৎ বিন্ধ্যস্তরেৎসাগরং। *

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি কেবল জল ও গলিত পর্ণ ভক্ষণ করিতেন, তাঁহারাও সুললিত স্ত্রীমুখ দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। আর যাহারা উত্তম তণ্ডুলের অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ ভক্ষণ করে, তাহাদিগের যদি ইন্দ্রিয় জয় হয়, বিন্ধ্য পর্ব্বতও সাগর পার হইতে পারে।

আমাদিগের বিবেচনায় নবীনের শ্বশুর শাশুড়ীই অধিক দোষী। সন্তান বিবেকশক্তির অল্পতা বুদ্ধির তরলতা অসৎসংসর্গ ও যৌবনবয়ঃ প্রভৃতির প্রভাবে যদি বিপথ গমনে উদ্যত হয়, পিতা মাতা কোথায় তাহার চরিত্র সংশোধন করিয়া তাহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবে, তাহা না করিয়া নরাধমেরা স্বয়ং যত্নবান হইয়া কন্যার চরিত্রে দোষ ঘটাইয়া দিল!! অতএব উহারা যদি অধিক দোষী না হইল, আর কে অধিক দোষী হইবে? ব্যাঘ্রের মুখে দেহ সমর্পণ করিলে সে নিঃসংশয় ভক্ষণ করিবে, সে তাহার স্বভাব। যে দেহ সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তিই কি আত্মঘাতী নয়? লোকে ব্যাঘ্রকে না তাহাকে নিন্দা করে?

উপরি লিখিত গল্পটী হইতে সহৃদয় ব্যক্তিদিগের একটী শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা আছে। কেবল তারকেশ্বর বলিয়া নয় যে যে স্থানগুলি আমাদিগের তীর্থ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, সকলেরই ঐ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। অসচ্চরিত্র অপকৃষ্ট লোক দ্বারা ঐ সকল স্থান পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা দেবমন্দিরের অধ্যক্ষতা ও দেবমূর্ত্তির পরিচর্য্যা কার্য্যে নিয়োজিত আছে, তাহাদিগের অধিকাংশেরই চরিত্র একান্ত দূষিত। কেহ যেন তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে ধার্ম্মিক বোধ করিয়া স্ত্রী কন্যাদিগকে নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহাদিগের সম্পর্কে যাইতে না দেন। যদি আমরা সাবধান না হই, আর তন্নিবন্ধন কোন প্রকার কুৎসিত ঘটনা হয়, তদর্থ ধর্ম্মমন্দিরের অধ্যক্ষ ও পরিচারকদিগকে দূষিত না করিয়া আমাদিগের নিজ নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি দোষারোপ করাই সমধিক সঙ্গত হয়।

নূতন পুস্তক।

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি

প্রথম খণ্ড (১) প্রাচীন বচন এই "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" যাঁহার কীর্ত্তি থাকে তিনি চিরজীবিত থাকেন। যাঁহারা রামমোহন রায় কৃত বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থ গুলি প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগের কেবল যে রাজা রামমোহন রায়কে জীবিত করিয়া রাখা হইতেছে একপ নহে জগতেরও মহোপকার সাধন করা হইতেছে। ঐ সকল গ্রন্থ দ্বারা তদানীন্তন সমাজের অবস্থা, ভাষার অবস্থা এবং গ্রন্থকর্ত্তার বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগ্রামেরও সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। ঐ গ্রন্থাবলি প্রচারদ্বারা আর এই একটী বিশেষ লাভ হইবে অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ হইবে। যে সকল ব্যক্তি এক একটী বিশেষ গুণ দ্বারা জগতে খ্যাতি লাভ করিয়া যান, গুণজ্ঞ ব্যক্তি দিগের মন তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি রসে আর্দ্র হয়, তাঁহাদিগের আকার প্রকার কিরূপ ছিল তাঁহাদিগের কি কি গুণ ছিল ইহা জানিবার ইচ্ছা স্বতঃ জন্মিয়া থাকে। এই মনোরথ পূর্ণ করিবার দুটী উপায় আছে। এক চিত্র, দ্বিতীয় গ্রন্থ। যে গ্রন্থখানি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, ঔৎসুক্য সহকারে তাহা পাঠ করিয়া আমরা এই কয়টী বিষয়ের পরিচয় পাইলাম। প্রথম সমাজের অনুন্নত অবস্থা। রামমোহন রায় নিজ গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিয়া গিয়াছেন এক্ষণকার দিনে সে গুলি বালকবৎ প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয়, ভাষার হীনাবস্থা। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া বোধ হইল ভাষা সম্বন্ধে যেন যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আর কিছু দিন অতীত হইলে লোকে যখন রামমোহন রায়ের গ্রন্থ গুলি পাঠ করিবেন, তখন উহার অর্থবোধ করা দুরূহ হইবে। এক বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ জন্মিতেছে। রামমোহন রায়কে অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া আমাদিগের শুনা ছিল। কিন্তু আমাদিগের হস্তগত গ্রন্থখানি তাহার বিপরীত কহিয়া দিতেছে। তিনি গ্রন্থের অনেক স্থলেই বিষদরূপে স্বমত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। আমাদিগের সন্দেহ এই, ভাষার নূতনতাই কি কেবল ইহার একমাত্র কারণ? গ্রন্থমধ্যে নূতনও কিছু দেখিতে পাইলাম না।

বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা (২)। আজিও ওলাউঠার নিদান নির্ণীত হয় নাই, প্রকৃত ঔষধও আবিষ্কৃত হয় নাই। যদুনাথ বাবু কহিতেছেন এই গ্রন্থে যে চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল "এই প্রণালী অবলম্বন করিলে এক শত রোগীর মধ্যে অন্ততঃ অথবা ন্যূন কল্পে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।" ৮০ জন বাঁচে কি একজন বাঁচে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বিষম জ্বরে কুইনাইন প্রয়োগ প্রণালী (৩) গ্রন্থের নামই প্রতিপাদ্য বিষয়টী পরিস্ফুট করিয়া দিতেছে। গ্রন্থকার বলেন কুইনাইন মহোপকারক। প্রয়োগের দোষে উহার উপকারিতা ব্যাহত হয়। সেই প্রণালীর শিক্ষাদানার্থই এই গ্রন্থ খানি বিরচিত হইয়াছে।

ঋজুপদ সংগ্রহ (৪)। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং গ্রন্থ পাঠে কি উপকার লাভ সম্ভাবনা আছে, তাহা সহজে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া আমরা গ্রন্থকারের লিখিত বিজ্ঞাপনটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"তৃতীয়ভাগ ঋজুপাঠে যত শব্দ আছে তাহার কোন্‌টী কোন ধাতুর কি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, কাহার কোন লিঙ্গ ও অর্থই বা কি এবং সেই সমস্ত মূল ধাতুর ও তদ্ভিন্ন ঐ পুস্তকে যত ক্রিয়া পদ আছে, সেই সকল ধাতুর কোনটীর কি গণ, কাহার কি অর্থ এবং লট ও লুঙের এক বচনে কাহার কি পদ হয়, তৎসমুদয় যত্নপূর্ব্বক এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোন কোন ধাতুর লুট ও লৃটের প্রথম পুরুষের একবচনে ও নিষ্ঠা প্রত্যয়ে কি পদ হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানির দুইটী ভাগ করা গিয়াছে; প্রথমটী শব্দ প্রকরণ, দ্বিতীয়টী ধাতু প্রকরণ। প্রথম ভাগটী হিতোপদেশাদি পরিচ্ছেদক্রমে, দ্বিতীয় ধাতু প্রকরণটী অকারাদি বর্ণক্রমে লিখিত হইয়াছে। তাদৃশ বর্ণক্রমে লিখিবার পরিশ্রম স্বীকারের উদ্দেশ্য এই যে ঐ প্রকরণটি শুদ্ধ এন্ট্রেন্স পরীক্ষার্থীরই না হইয়া এল, এ; বি, এ; পরীক্ষার্থীদিগেরও কার্য্যোপযোগী হইবে। ঋজুপাঠে যত ধাতু পাওয়া গিয়াছে, তদ্ভিন্ন প্রচলিত ধাতু অল্প মাত্রই আছে, অতএব ইহাতে সমুদায় প্রচলিত ধাতুগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।"

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ইহা প্রকাশ করিতেছেন। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।

(২) ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চুচুড়া চিকিৎসাপ্রকাশযন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ॥০ আনা।

(৩) এখানিও যদুনাথ বাবুর প্রণীত।

(৪) শ্রীযুক্ত হরিনাথ ন্যায়রত্ন প্রণীত, কলিকাতা আমহর্ষ্টষ্ট্রিট নং ১১৫ শ্রীযুক্ত বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৶০ আনা।

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে শকট সিংহ চন্দ্রার সিংহাসন লইয়া যে আপত্তি করেন, তাহাতে তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কপাল ভাঙ্গিলে যোড়া ভার।

পঞ্জাবের হাইকোর্টের বারিষ্টরেরা গত সপ্তাহে এক সভা করিয়া প্রস্তাব করেন, যাহাতে মকদ্দমায় দালাল নিয়োগের রীতি উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার বারিষ্টারদিগের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা উচিত।

পিয়নিয়রের সীমাস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, একজন মৌলবী এই জনরব তুলিয়া দেয়, আমীর সিয়ার আলী খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি মুসলমানদিগকে বিদ্রোহী করিবার চেষ্টা পান। আমীর এ বিষয় জানিতে পারিয়া মৌলবী সাহেবকে তোপে উড়াইয়া দিয়াছেন। মৌলবীর কর্ত্তব্য জ্ঞানটী বড় পাকা।

গত পূর্ব্ব শনিবার পুনাতে অত্যন্ত ঝড় হইয়া গিয়াছে। গণেশখন্দস্থ গবর্ণমেণ্ট হাউসের লৌহময় ছাদের এবং প্রধানতম সেনাপতির বাঙ্গলার ছাদের কিয়দংশ

উড়িয়া গিয়াছে। পবন দেব মানুষ বুঝিয়া বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন সম্প্রতি কয়রা নগরের লোকেরা মিউনিসিপালিটী এবং কাউন্স টাক্স উঠিয়া যায় এই অভিপ্রায়ে ডিষ্ট্রিক্ট কলেক্টরের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, আর টাক্স দিতে পারেন না। খুঁজিলে ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক কয়রা মিলে।

সম্প্রতি সমরকন্দে আবদুল রহমন খাঁর সহিত রুশীয়দিগের বিবাদ হইয়া গিয়াছে। আবদুল রহমনের বাটীর পশ্চাদ্ভাগে একটী মসজিদ আছে। রুশীয়েরা তথায় আসিয়া সুরাপান করে। ইহাতেই সর্দারের ভৃত্যদিগের সহিত রুশীয়দিগের দাঙ্গা হয়। ইহাতে তাহাদিগের দুইজন এবং রুশীয়দিগের ২।৩ জন হত হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে আবদুল রহমন খাঁ, ৬ জন ভৃত্যের সহিত কারাবদ্ধ হইয়াছেন। রুশীয়দিগের সহিত বন্ধুতা করিতে গিয়া উত্তম ফল ফলিল।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি আমাদিগের রাজকন্যা প্রিন্সেস এলিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডারম্‌ ষ্টাড প্রাসাদের জানালা হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

শতদ্রু নদীর উপরে সেতু হইতেছিল উহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, গত কল্য অবধি উহার উপর দিয়া গাড়ি চলিতেছে।

গত বুধবার খান্দোয়াড়ে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, হাইকোর্টের সিনিয়ার সিবিলিয়ান জজ কেম্প সাহেব শীঘ্র কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। কেম্প সাহেব ১৮৩৩ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ৪১ বৎসরেরও অধিক কাল ভারতবর্ষে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। তবে না কি ইউরোপীয়দিগের শরীর ভারতবর্ষে ভাল থাকে না।

আমরাবত্তীর ডেপুটি কমিশনরের যে আফিস নির্ম্মিত হইতেছিল, অর্দ্ধ নির্ম্মাণের পর উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছে। ইহাতে ১৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে ভাঙ্গা হয় নাই ইহাই আহ্লাদের বিষয়। এক ভাঙ্গা আর গড়াই পবলিকওয়ার্ক বিভাগের কাজ, না হইলে চলিবে কেন?

সায়দ নুর মহম্মদ সাহা আফগান স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা এবং হিন্দু স্থান হইতে তথায় গমনাগমনের সুবিধা কিরূপ, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে বলিবার জন্য কাবুল হইতে আসিতেছেন। এ সময় এ সংবাদটী ভাল করিয়া লওয়া উচিত।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, আবিসিনিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজা থিওডোরের পুত্র ইংলণ্ডে শারীরিক ও মানসিক উভয় বিষয়েই বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিতেছেন। ইংলণ্ডে ইহার নাম "আলামেয়া" হইয়াছে। মূর্খ রাজা ও মূর্খ কর্ত্তা হইলে অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের কষ্টের সীমা থাকে না। অতএব ইহার উন্নতি সংবাদ সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের আনন্দের হইবে সন্দেহ নাই।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, এক ব্যক্তিকে অন্যায় করিয়া কয়েদ করিয়া রাখা অপরাধে তত্রত্য একজন জমীদার ও তাহার নায়েবের বিচার হইতেছে। জমীদার মুক্তিলাভ করিয়াছেন, নায়েবের বিচার কালে হইবে। অনেক জমীদারের এ অপরাধ করা আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিতে পারেন না। যদি বা দুই একটী বিষয় প্রকাশিত হয়, কিছু অর্থ ব্যয় করিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এই জন্য আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, দুষ্ট মূর্খ জমীদারদিগের শাসনের জন্য কারাদণ্ডের বিধান আবশ্যক। চরিত্র সংশোধন যদি দণ্ডদানের উদ্দেশ্য হয়, ২০ লক্ষ টাকা আয়বান লোকের ১০০ টাকা জরিমানায় সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

২২ এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

বিলাতি কাপড়ে দেশীয় তাঁতিদিগের অন্ন মারা গিয়াছে, আবার দেশীয় কাঁসারিদিগকে যে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হইবে তাহারও উপক্রম হইতেছে। কলিকাতার গ্লাডষ্টোন ওয়ালি কোম্পানি দেশীয় পিত্তল কাঁসার থাল ঘটি বাটী প্রভৃতির এক একটী নমুনা ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন, ইংলণ্ডে উহা প্রস্তুত হইয়া এদেশে বিক্রয়ার্থ আইসে তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। বিলাতী থাল আমদানী হইলে আর দেশীয় বাবুদিগের দেশীয় থালে ভাত রুচিবে না।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, গ্রেট ব্রিটেনে প্রতিবৎসর মদে ১০০০০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। উক্ত রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা ৩৩০০০০০০ মাত্র। ইংলণ্ড আর কিছুদিন থাকুন, যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ এ অংশে তাঁহাকে নিঃসংশয় জয় করিবে।

ইংলিসমান টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, গেডিস সাহেবকে পুরী হইতে স্থানান্তরিত করাতে সিমলাস্থ রাজপুরুষগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। কেহ স্বাধীন মত প্রকাশ করিলে তাহাকে অপদস্থ করা সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হয় না।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ইংলণ্ডস্থ কতক গুলি দেশীয় যুবক তথায় "লণ্ডন বেঙ্গলি লাইব্রেরি" নামে একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছেন। সেখানে দেশীয় ভাষায় প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র এবং ভাল ভাল পুস্তক রাখা হইবে। অনুষ্ঠানটী প্রশংসনীয়।

মিরর বলেন গত এপ্রেল মাসে যে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা হয়, তাহাতে ৯ জন ভারতবর্ষীয় উপস্থিত হন। ইহার মধ্যে ২ জন বাঙ্গালি ৩ জন মুসলমান ও একজন সিংহল বাসী (ইনি এক্ষণে কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিতেছেন) উপস্থিত হন। ইহার মধ্যে কেবল বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে আগামী পরীক্ষায় ৪ জন মুসলমান উপস্থিত হইবেন। মুসলমান পরিক্ষার্থির সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই আহ্লাদের বিষয়।

২৩ এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

মান্দ্রাজের বিখ্যাত নোট জালকারী চেন্ কটা চিদমকে ধরিয়াছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাপ্তেন ওয়েলডনকে

৫০০০ ডেপুটী কমিশনর রামচন্দ্র রাওকে ২০০০ মান্দ্রাজী চিফকনষ্টেবল এবং ইনস্পেক্টর দিগের প্রত্যেককে হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দিয়াছেন। পুলিস কর্ম্মচারিদিগের এরূপে উৎসাহ বর্দ্ধনে অনেক কাজ হয়।

গত ২৮ এ মে মীরটে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল।

কলম্বোতে যে গবর্ণমেণ্ট হাউস ছিল, সেটী ভাঙ্গিয়া সেই খানে একটী হোটেল করা হইবে এবং আর একটী নুতন গবর্ণমেণ্ট হাউস নির্ম্মাণ করা হইবে। পবলিক ওয়ার্ক কর্ম্মচারিদিগের ভাগ্য বলেই এরূপ ভাঙ্গা গড়া হয়।

কিছু দিন হইল মান্দ্রাজের একজন সেরিফ প্রিন্স আজিম জার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে রবিবার গ্রেপ্তার করেন। রবিবার গ্রেপ্তার করা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া হাইকোর্ট তাঁহাকে মুক্ত করেন। তিনি এক্ষণে সেরিফের নামে ক্ষতি পুরণের নালীশ করিয়াছেন। সরিফের বুঝি বাইবলের আজ্ঞাবাক্য লঙ্ঘনের ফল ফলে।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদ পত্র বলেন আমির সিয়ার আলি খাঁ তত্রত্য ব্রিটিশ প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া তুর্কি স্থানে অস্ত্রাদি সহ তিন দল অস্ত্রধারি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন সংবাদ পাইয়াছেন, সোয়াড়ের আখুন্দের পুত্র হাজি সাহেবের পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে সৈন্য ও অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতেছেন। আবদুল্লা খাঁ গজ্র ইংরাজী অস্ত্রাদি দিয়া ইহাদিগের সাহায্য করিতেছেন। এই জাতি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে। সোয়াড়ের আখুন্দ বাল্যাবস্থায় এক মেষপালক ছিলেন। এক্ষণে ইনি আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট মনে করেন। ইনি ইংরাজদিগের বড় বিদ্বেষী। তিতুমিয়া আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট মনে করিয়া বলিয়াছিলেন "গোলা খা ডালা" ইহারও সেই ভাব দেখা যাইতেছে, কিন্তু একবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গোলা কি পদার্থ জানিতে পারিবেন।

কিছুদিবস গত হইল একজন দেশীয়ের নামে এক ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। তিনি কিছু দিন লুকাইয়া থাকেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইবামাত্র একজন চৌকিদার তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া হাজতে লইয়া যায়। ইহাতে মাজিষ্ট্রেট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইউমান সাহেবকে বলিয়াছেন যে ব্যক্তি আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইল, তাহাকে গ্রেপ্তার করা পুলিষের নিতান্ত অন্যায়। এই বলিয়া তিনি জামিন লইয়া উহাকে মুক্ত করিয়াছেন। ধরা না দিলে ধরিবার পুলিষের ক্ষমতা নাই।

২৪ এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি মেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন. "অতীব দুঃখের সহিত অদ্য আপনাকে ও পাঠকবর্গকে অবগত করিতেছি যে অত্রত্য সবডিনেট জজ বাবু প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৃহস্পতিবার প্রাতে সাংঘাতিক বহুমূত্র পীড়ায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুর ছয় দিন মাত্র পুর্ব্বে পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়; দুর্ভাগ্যক্রমে চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হয় নাই।

অনেক গুলি কারণে ইঁহার মৃত্যু আমাদের দুঃসহ শোকের বিষয় হইয়াছে। ইহার বয়স একচত্বারিংশ বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট ছিল। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু অকালমৃত্যু বলিতে হইবে। প্যারী বাবু অতি ধীর স্বভাব বুদ্ধিমান ও সাধুশীল লোক ছিলেন, সরকারী কার্য্য অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে ও সদ্বিবেচনার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহার সদব্যবহারে অর্থী প্রত্যর্থী উকীল আমলা সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন। ইহার পরিশ্রমের বিষয় এই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে তিনি ১০ টা হইতে ৭ টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত বিচারাসনে বসিয়া কার্য্য করিতেন, দুই মিনিটের নিমিত্তও শ্রান্তি দূর করণার্থ আসন পরিত্যাগ করিতেন না। এক্ষণে সকলে অনুমান করিতেছেন, এই অপরিমিত পরিশ্রম প্রযুক্তই এত অল্প বয়সে ও সহসা ইঁহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইল।

জানিলাম ইহাঁর এক তৃতীয়াংশ পেন্সন পাইবার উপযুক্ত হইতে আর ১৩।১৪ দিন মাত্র বাকী ছিল। কি দুর্ভাগ্য !! সমস্ত জীবন গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তাহার ফললাভের সময় একবারে সমূহল বঞ্চিত হইতে হইল। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করি যে ব্যক্তি তাঁহার সন্তোষ সাধনার্থ শক্ত্যতীত পরিশ্রম করিয়া অমূল্য জীবন রত্ন হারাইলেন, তাঁহার শোককাতরা বিধবা স্ত্রী ও পিতৃহীন বালকদিগের ভরণ পোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার্থ কিছু কিছু বৃত্তিদান করিয়া উদার ও বদান্যতাগুণের পরিচয় প্রদান করুন।"

এ সপ্তাহে "বিজ্ঞান বিকাশ" নামে এক খানি পাক্ষিক সংবাদ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি খড়দহ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে রাজকীয় সাহিত্যসংক্রান্ত প্রস্তাব এবং সংবাদাদি লিখিত হইবে। মধ্যে মধ্যে ইংরাজী ভাষাতেও দুই একটী বিষয় লিখিত হইবে। ইহার প্রথম সংখ্যা দর্শনে বোধ হইতেছে, স্থায়ী হইলে এখানি মন্দ হইবে না। কিন্তু সংবাদ পত্রের যেরূপ গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে স্থায়িত্বার পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ।

২৫ এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

আসিয়ার ওলাউঠা সমুদ্র পার হইয়া ইউরোপে গমন করিতেছে। প্রসিয়ার স্থানে স্থানে এই পীড়ার অবির্ভাব হইয়াছে। আজি কালি বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহাতে কোন এক পীড়া যে এক স্থানেই থাকিবে সে সম্ভাবনা অল্প।

দিল্লী গেজেট জনরবে লিখিয়াছেন, আমীর সিয়ার আলী নিজ রাজ্য মধ্যে যে গোলযোগ হইতেছে তাহার নিবারণার্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে কতক গুলি সৈন্য চাহিয়াছেন। এই শীতকালে পেশো য়ার হইতে সৈন্য প্রেরিত হইবে। সম্পাদক এ জনরবের সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ করিয়া বলিয়াছেন, বোধ হয় ঐ সময়ে পেসোয়ারস্থ সৈন্য গণের অন্য কাজ আসিয়া উপস্থিত হইবে। কি কাজ ?

২৬ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

দানাপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ওলাউঠার বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

সম্প্রতি লাহোরে একটী ইউরোপীয় স্ত্রীলোক অহিফেন ভক্ষণ দ্বারা আত্ম হত্যার চেষ্টা পায়, প্রথমে বমনকারী ঔষধাদি প্রয়োগ এবং পরে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা অতি আশ্চর্য্যরূপে তাহাকে বাচান হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট স্ত্রীলোকটীর ১০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। টাকা দিতে না পারিলে ৬ সপ্তাহ কারাবদ্ধ থাকিতে হইবে। আত্মহত্যা মহাপাপ সকল সমাজেই ইহা স্বীকার করে।

ইংলিসমান বলেন, গত সপ্তাহে অবোধ্যায় যখন ঝড় হইতেছিল সেই সময় বড়বাকি ষ্টেষণে এঞ্জিনের অপেক্ষায় একখানি ট্রেণ দাড়াইয়াছিল। বাতাস এত প্রবল বেগে বহিয়াছিল যে গাড়ি খানিকে একেবারে মাল হাউর ষ্টেষণে লইয়া গেল। সৌভাগ্য বশতঃ কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। সচরাচর ট্রেণ যে বেগে যায়, তখন তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক বেগে গিয়াছিল। বোধ হয় পবন দেব দেখাইলেন যে ব্রহ্মার সাহায্য না হইলেও তিনি একাকী গাড়ি চালাইতে পারেন।

নিম্নলিখিত মুল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকা	সিক্কা	১০২৸৶—১০৩৶
৪ "	কোং	১০৩।৶০—১০৩॥০
৪॥ "	"	১০৬৸—১০৭
৪॥ "	"	১০৫॥৶০—১০৫৸৶০
৪॥ "	"	১০৫।০—১০৫।৶০
৫॥ "	"	১১০॥৶—১১০৸৶

—০:০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮ এ মে। শ্রীযুক্ত ও, এস ষ্টাক সাহেব কিছু দিনের জন্য মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি ডিষ্টিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

[illegible] মহম্মদ নবাব পাটনার একজন নিউনি সিপাল কমিশনর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, এফ, হ্যাণ্ডলে সাহেব কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের ভার পাইবেন। ডাক্তার আর জি, ম্যাথিউ সাহেব উক্ত জেলের চিকিৎসা ভার পাইবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিমচাঁদ গুপ্ত কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানের চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

২৯এ মে। ডাক্তার জি গ্রিফিথ সাহেব সিলেটের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সভ্য হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সুবাকুমার চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য চকদীঘীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ধর্ম্মদাস বসু মেডিকাল কালেজ হাসপাতালের প্রথম সার্জ্জনের ওয়াডের হাউস সর্জ্জন হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, পি, ডেবিস কিছু দিনের জন্য হাজারিবাগের ডিষ্টিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

৩০ এ মে। শ্রীযুক্ত ডবলিউ এচ, রাইলাণ্ড সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় প্রতিনিধি ষ্টাম্প কালেক্টর হইবেন এবং ১৮৫৬ অব্দের ২১ আইন অনুসারে কলিকাতা/২৪ পরগণা ও হুগলীর (সালকিয়া থানার সীমার মধ্যে) আবকারি রাজস্বের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন। ইনি ১৮৬৭ অব্দের ২১ আইনের ২২ ধারানুসারে কলিকাতা ২৪ পরগণা হুগলীর ভুমিসংক্রান্ত রাজস্বের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

শ্রীযুক্ত এ, টি মাকলিয়ন সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জজ হইবেন।

ডাক্তার ই, জে, গেয়ার সাহেব পুনরায় ত্রিহুতের সিবিল সার্জ্জন হইয়াছেন।

৩১ এ মে। শ্রীযুক্ত এ, জি উইলসন সাহেব হাজারিবাগের আবগারাগের সব রেজিষ্টার হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় (যিনি সম্প্রতি পাটনায় বদলী হইয়াছেন) কিছুদিনের জন্য বিহার বিভাগের ভার পাইলেন।

২রা জুন। সিলেটের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সি, রবান সাহেব ময়মনসিংহে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ, এফ, কাম্বল গোরক্ষপুরের সব ডেপুটী অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত সি, এফ উইণ্টেল সাহেব ফতেপুরের সব ডেপুটী অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

৩ রা জুন। সহকারী সার্জ্জন আর এ, কে হলমস কিছুদিনের জন্য গয়ার প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

শ্রীযুক্ত টি, টি এলেন সাহেব কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে সাহাবাদের ডিষ্টিক্ট ও সেসিয়ান জজের প্রতিনিধি হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ স্মিথ সাহেব ১৮৭০ অব্দের ৫ আইন (বি, সি,) অনুসারে কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ কমিশনর হইবেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পি, এচ, স্ক্যানল্যাম সাহেব পাটনায় বদলী হইবেন।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু গদাধর খাঁ রঙ্গপুরে বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিশেষ সবরেজিষ্টার বাবু ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফরিদপুরের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

বাবু বিহারিলালচন্দ্র কিছুদিনের জন্য ফরিদপুরের সব রেজিষ্টরি আফিসের ভার পাইবেন।

শ্রীযুক্ত এচ, জে, এস, কটন কিছুদিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অণ্ডর সেক্রেটারি হইবেন।

শ্রীযুক্ত এল, সি, এবট সাহেব বিশেষ কার্য্যের জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিএটে নিযুক্ত হইলেন।

সাহরণের ডিষ্টিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মেজর টি বটলস সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি ডিষ্টিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত সি, পি, এল, মেকলে সাহেব চতুর্থ শ্রেণীতে বাকুড়ায় ডিষ্টিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত এফ, উইলকক্স সাহেব পঞ্চম শ্রেণীতে মানভূমের ডিষ্টিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত জি, জে, কলি সাহেব প্রথম শ্রেণীর সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, জি বটেলসন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত পি, এচ, স্ক্যানল্যান সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

শ্রীযুক্ত সি, ই, ফেবার টনিম্বার সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

শ্রীযুক্ত সি ই, গোলডসবরি সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন। কিন্তু আপাততঃ দার্জ্জিলিঙ্গের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর থাকিতে হইবে।

স্ক্যানল্যান ফেবার টনিয়ার গোলডসবেরি এবং বেডফোড সাহেবকে নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত এ, বেডফোড তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৩১ এ মে। বাবু মতিলাল হালদার কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দত্ত তৃতীয় শ্রেণীতে করিদ পুরের একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কৃষ্ণদাস দে কিছুদিনের জন্য মেদিনী পুরের অন্তর্গত কাঁথির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

২রা জুন। বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাটের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়ার সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ মে। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৭৭০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ফ্রান্সে যে রাজনীতি সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, জর্ম্মনি তাহা নিরপেক্ষ ভাবে দর্শন করিতেছেন।

জেনরল এডওয়ার্ড প্যাসি বক্‌লির মৃত্যু হইয়াছে।

পারিস ৩১ এ মে। জর্ম্মনির ঋণ পরিশোধার্থ ফ্রান্সের ব্যাঙ্ক ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে অগ্রিম ২০ কোটি ফ্রাঙ্ক দিতে চাহিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৩১ এ মে। রুশীয় সম্রাট বিয়েনা যাত্রা করিয়াছেন।

বোষ্টনে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে।

ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ ফরাসী দূতগণ পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ মে। বোষ্টনের অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাপিত হইয়াছে। প্রায় ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

জাতীয় সভা বেণ্ডম স্তম্ভ পুন নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১লা জুন। পারস্যের সাহাকে বার্লিনে অতিশয় সমাদরের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে।

পারিস ২ রা জুন। লেজিটিমিষ্ট এবং বোনাপার্টিষ্ট দলের একতা অর্লিয়ানিষ্ট দল ভঙ্গ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ২ রা জুন। তুর্কস্থানের সেনাদল খিবার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া আছে। *

রুশীয় সম্রাট বিএনায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি তথায় যথোচিত সম্মান পাইয়াছেন।

মাড্রিড ২ রা জুন। কিউবাতে দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা জুন। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১৭০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

পারিস ৩ রা জুন। মার্শল ম্যাকমেহন প্রিন্স নেপোলিয়নকে ফ্রান্সে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ২ রা জুন মডক যুদ্ধের শেষ হইয়াছে। কাপ্তেন জাকে এবং তাহার সহচরগণ বন্দীকৃত হইয়াছেন।

—:—

আমাদিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

সম্প্রতি এখানে বসন্ত রোগের আবির্ভাব হওয়াতে তদ্দ্বারা দুই এক জন আক্রান্ত হইতেছেন।

২। বাগিয়াড়া নামক গ্রামস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বুড়ো শিবের মস্তকে একটী বজ্রাঘাত হইয়াছিল। কষ্টি পাথর দ্বারা কোন ধাতু ঘর্ষণ করিলে যেরূপ দাগ হয়, সেইরূপ একটী ঈষৎ দাগ হইয়াছিল। কিন্তু শিবের অঙ্গাদির কোন হানি হয় নাই। ইহা বুড়ো শিবের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির কারণ হইবে সন্দেহ নাই।

৩। দুশ্চরিত্রা হিন্দু বিধবারা ধনাধিকার হইতে চ্যুত হইবে না, হাইকোর্টের হিন্দু আইন ও যুক্তিবিরুদ্ধ এই আদেশের বিপক্ষে প্রিবি কাউন্সিলে যে আপীল হইতেছে, তাঁহার সাহায্যের জন্য আমাদের বর্দ্ধমানাধিপতি রাজাধিরাজ মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর ছয় শত টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজ যতই মুক্তহস্ত হইবেন ততই দেশের মঙ্গল।

৪। সম্প্রতি বর্দ্ধমানের পোষ্ট আফিসে রেজিষ্টরিকৃত কয়েকখানি নোট অপহৃত হওয়াতে পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী বি, এ, মহোদয়কে ডিগ্রেডের সহিত দুই মাস সস্পেণ্ড, বাকি ক্লার্ককে বীরভূমে বদলি, ডিস্‌প্যাচিং ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীনারায়ণ সিংহকে কুড়ি টাকা জরিমানা সহিত ডিসমিস এবং কমল নামক পিয়নের বেতন ন্যূন হইয়া বাঁকুড়ায় ও যদু পিয়নকে অন্যত্র বদলী করিবার আদেশ করিয়াছেন।

৫। পাথরগাঁথী নিবাসী উদ্ধবকেশ নামক একজন আগুরি তাহার আত্মীয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে গিয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এই বলিয়া আপত্তি করে যে উদ্ধবকেশের সহোদরা কুলে জলাঞ্জলি দিয়া বহির হইয়া গিয়াছে। অতএব আমরা উহার সহিত এক পংক্তিতে আহার করিব না। ইহাতে উদ্ধবকেশের মনে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং উক্ত ভগিনীকে হত্যা করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করে, অবশেষে তাহার কোন উদ্দেশ না পাইয়া আপনার অপর একটী ভগিনীকে স্ত্রীকে একটী পুত্রকে ও ভাগিনেয়ী এই চারিটীকে ইহারা সকলেই এই নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত ছিল এই সন্দেহ করিয়া হত্যা করাতে অদ্য বেলা ৭॥ ঘটিকার সময়ে তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

৬। আমরা অত্রত্য শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিতীয় সদর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের সুবিচার দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্ম ভীত, সুবিচারক ও পরিশ্রমী এবং প্রত্যহ ২০।২৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য রীতিমতরূপে গ্রহণ করিয়া বিদায় দিয়া থাকেন কাহাকেও অনর্থক ক্লেশ প্রদান করেন না। নীচ জাতীয় কি বাদী কি প্রতিবাদী কি সাক্ষী, কাহা হইতে নিতান্ত বিরক্ত হইলেও কখন তুমি ভিন্ন তুই বাক্য প্রয়োগ করেন না। ইনি প্রায় ১৫।১৬ বৎসর সুখ্যাতির সহিত বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইহার কৃত বিচারে পরাজিত ব্যক্তিও সন্তুষ্ট হইয়া থাকে এবং হাইকোর্টও ইহার সুবিচারকতার বিষয় স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, কি কারণে যে ইহাঁর পদোন্নতি হইতেছে না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মাননীয় হাইকোর্ট ইহার প্রতি সুবিচার করেন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

১৯ এ জ্যৈষ্ঠ
১২৮০

—:—

আমাদিগের দিনাজপুরের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। কতিপয় দিবস হইল দিনাজ পুরস্থ শ্রীমতী শ্যামমোহিনীর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মেলার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এই বৎসর মেলাতে আশাতীত দ্রব্যজাত আসিয়াছিল। কৃষি শিল্পজাত যে সকল দ্রব্য আসিয়াছিল তন্মধ্যে অনেক দ্রব্যই উৎকৃষ্ট। ভদ্র মহিলাদের শিল্পনৈপুণ্য পরিচায়ক গলাবন্ধ মোজা টুপি প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় হইয়াছিল। কিন্তু সভ্যেরা যে পরিমাণে পুরস্কার প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা অনেককে নিরুৎসাহিত করিবে। প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার গুলির মূল্য অন্ততঃ ২৫ টাকা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পুরস্কার ক্রমান্বয়ে ২০।১৫ টাকা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত ছিল। ভরসা করি সভ্যেরা এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, নচেৎ অনেকের উৎসাহ ভঙ্গ হইবে সন্দেহ নাই। রাণী শ্যামমোহিনী এই মেলাটি সংস্থাপন করিয়া দিনাজপুরবাসিদের যে কত উপকার করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কৃষি শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে যে দিনাজপুর বাসিরা ক্রমেই উন্নতি লাভ করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। মেলাটী ক্রমাগত ৭ দিন ছিল। শেষ দুই দিন ভারি আমোদ প্রমোদ হয়। এই আমোদে সকরস্থ ইউরোপীয় ভদ্রেরা সকলেই যোগ দিয়াছিলেন। ঘোড়া গাড়ি গরু মানুষ দৌড় ও ভূতির প্রদর্শন গুলি অতিশয় সন্তোষজনক এবং কৌতুকাবহ হইয়াছিল। মেলাটীর চিরস্থায়িতা সম্বন্ধে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে। এই সকল বৃহৎ কার্য্য এক ব্যক্তির দ্বারা অনেক কাল পর্য্যন্ত সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। কোন না কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়। স্থানীয় অন্যান্য ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অত্রত্য অন্যান্য আঢ্য মহাশয়েরা সহায়তা করিবেন দূরে থাকুক, নিমন্ত্রণ করিলেও একবার আসিয়া ভদ্রতা রক্ষা করেন না। বাবু তারিণী প্রসাদ রায় ৬০।৭০ প্রকারের ধান্য পাঠাইয়াছিলেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

২। শ্রীমতী রাণী শ্যামমোহিনী মহোদয়া তাঁহার স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য নীলমাধব বাবু নামে একজন সব আসিষ্টাণ্ট সারজন নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তার বাবু অল্পকাল মধ্যেই কার্য্যদক্ষতার বেশ পরিচয় দিতেছেন। সম্প্রতি একটী ভয়ানক পৃষ্ঠ রোগ আরাম করিয়াছেন এবং যে দুই চারি স্থানে চিকিৎসা করিয়াছেন তাহাতে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ডাক্তার বাবু এস্থানে সুস্থকায় দীর্ঘকাল থাকেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

৩। প্রায় দুই মাস যাবৎ কালিদাস বাবু নামে একজন সব জজ্ এস্থানে আসিয়াছেন। তাঁহার নম্র স্বভাব দেখিয়া সকল লোকেই সুখী হইয়াছেন। এমন কি অহঙ্কার ও রাগ ইহাঁর একবারে বশীভূত। শুনিতে পাই ইহার বিচার কার্য্যও সাধারণের সন্তোষকর।

৪। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের কল্পিত নূতন পাঠশালা সংস্থাপন কার্য্য শেষ হইয়াছে। দিনাজপুর জেলায় সমুদয়ে প্রায় ২২৫ টী পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে। যে টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল সে সমুদয়ই ব্যয় হইবে। অনেক অদূর দর্শী ব্যক্তি নূতন পাঠশালার বন্দোবস্তকে দূষিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক কৃষক সম্প্রদায়ের বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে এই বন্দোবস্ত সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিন মাস মধ্যেই এতগুলি পাঠশালা সংস্থাপিত হইল, কোন প্রতিবন্ধক ঘটিল না, ইহাতেই বোধ হয় কৃষক সম্প্রদায়ের এই পাঠশালাগুলির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকিতে পারে।

৫। প্রায় এক মাস অতীত হইল, ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহও উক্ত কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন। রাজসাহী বিভাগীয় বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহের যে ছাত্র আগামি ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে পরিগণিত হইবে তাহাকে উক্ত বাবু ৪০ টাকা মূল্যের একটী স্বর্ণ মেডাল দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, সেরাজগঞ্জ, মুরশিদাবাদ রাজসাহী মালদহ দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাস্থ স্কুলের ছাত্র দিগের এক্ষণ হইতেই সাধ্য মত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। বোধ হয় বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় এ যাবৎ কেহ স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব যে ছাত্রটী ক্ষেত্র বাবুর প্রদত্ত মেডেলটী পাইবে, সে যে সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র রূপে সম্মানিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

৬। কতিপয় দিবস হইল অত্রত্য হিন্দু সমাজের বাৎসরিক উৎসব-অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসাধারণেই এবার হিন্দুদের একটী কার্য্যে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যাহাদিগকে তাঁহারা অতি অল্প কাল পূর্ব্বে অখাদ্য কুখাদ্য আহার করিয়া থাকে বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহাদিগকে নির্ম্মল চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাজটিতে যে হিন্দু সমাজস্থ সভ্যেরা জন সমাজে কতদূর প্রশংসনীয় হইয়াছেন তাহা লেখা বাহুল্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুদিগের এই প্রকার ভ্রাতৃভাব বলবৎ থাকিলে হিন্দু সমাজের এত দুরবস্থা ঘটিত না। তাহা হইলে কেহই খৃষ্টান বা মুসলমান হইত না। কেহই সাধ্য পক্ষে আপন সমাজ পরিত্যাগ করিত না। আজি কালি যে প্রকার পৃথিবীর অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রাচীন কুসংস্কার দূর করাই সৎপরামর্শ সিদ্ধ। কথিত আছে পঞ্চ পাণ্ডব ভ্রমণ করিতে করিতে ময়মন সিংহ পর্য্যন্ত যান। তথায় ব্রহ্মপুত্র নদীর পশ্চিম তটে তিন ভ্রাতা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং দুই ভ্রাতা পূর্ব্ব পারে ভ্রমণার্থ গেলেন।

কিন্তু দুই তিন দিবস পরেই দুই ভ্রাতা প্রত্যাগমন করিয়া তিন ভ্রাতাকে বলিলেন " আমাদিগের স্বদেশে প্রতিগমন করা উচিত। পূর্ব্বপারে যাওয়া কখনই সংগত নহে। তাহা হইলে আমরা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ স্বদেশের আচারবিরুদ্ধ কার্য্যে অপরাধী হইব। কারণ আমরা পূর্ব্ব পারে যে সকল লোক দেখিলাম তাহাদের গাত্রে হিন্দুধর্ম্মের চিহ্ন

মাত্র নাই, বিধবার মৎস্য আহার ও উপপত্তির সহবাস দৈনিক ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণ অন্যান্য অতি নিকৃষ্ট জাতিরও দান গ্রহণ করিয়া থাকে, যে সকল ব্রাহ্মণ দেখিলাম তাহারা কেহই গায়ত্রী জানে না। তাহারা স্বয়ং গো মহিষ প্রভৃতি দ্বারা কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।" পঞ্চ পাণ্ডব এই জন্যেই ব্রহ্ম পুত্র নদীর পূর্ব্ব পারে গেলেন না স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তদবধিই ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পারস্থ স্থান সকল পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলিয়া বর্ণিত। আজি কালি সে দিন নাই। বর্ত্তমান হিন্দুদিগের পাণ্ডবদিগের মত আপত্তি করিলে চলিতে পারে না। বিধবাবিবাহ আজি কালি শাস্ত্রসিদ্ধ ও রাজবিধিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পবিত্রতা যত আছে, তাহা আপনি বিশেষ জানেন। অত এব পরস্পরের হৃদয়ে যাহাতে ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হয় তাহার উপায় অবলম্বন করাই হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এই বাৎসরিক উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যার সময় হিন্দুগণ দলবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করেন। ইহাতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সিংহ এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব যোগ দিয়া হিন্দুদিগের নিকট বড় প্রশংসনীয় হইয়াছেন। নীচতা প্রকাশ পাইবে, সভ্যতার নিয়ম লঙ্ঘন হইবে বলিয়া অনেক বড় লোকে এই সকল ব্যাপারে যোগ দেন না। কিন্তু আমাদিগের দিনাজপুরস্থ মহোদয়গণের সেরূপ অভাব নহে। সংকীর্ত্তনের সময়ে বাবু দ্বয়ের তদ্গত ভক্তি ভাব দর্শনে সকলেই মনে মনে পুলকিত হইয়াছিল। ভরসা করি তাঁহারা ভবিষ্যতেও এই প্রকার যোগ দান করিয়া হিন্দুবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। উৎসব উপলক্ষে নূতন সমাজ গৃহে প্রবেশ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন এবং রাধাগোবিন্দ বাবুদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী লোক থাকিতেও দুইটী ইষ্টক নির্ম্মিত হইতে পারিল না। রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব অল্প দিন হইল সাংসারিক কার্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্যান্য জেলায় তাঁহার তুল্য বিভবশালী লোকেরা বিদ্যালয় চিকিৎসালয় পুস্তকালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া যশস্বী হইতেছেন। তাঁহার পক্ষে কি এই হিন্দু সমাজ গৃহটীও ইষ্টক নির্ম্মিত না করিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত। রাধাগোবিন্দ বাবুর হিন্দু ধর্ম্মে যে প্রকার অগাধ আস্থা আছে বলিয়া সাধারণে বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাতে হিন্দু সমাজস্থ কয়েকজন প্রধান প্রধান লোক তাঁহাকে বিশেষ রূপে ধরিলেই বোধ হয় তিনি ১০।১২ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী হিন্দু সমাজ বাটী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন।

আমাদিগের খড়দহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। আমরা কি অসহনীয় গ্রীষ্মই ভোগ করিতেছি!! তপন তাপের কি দুর্দ্ধর্ষ প্রখরতাই সহ্য করিতেছি! বেলা ৮ ঘটিকার পর গৃহের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যৎকালে দিনমণি মধ্যগগন আশ্রয় করিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রচণ্ড ময়ূখ মালা বিস্তার করিতে থাকেন, যৎকালে জীবগণ আহার বিহারাদি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ আবাসে মৌনী হইয়া বিশ্রাম করিতে থাকে, তখন বহিস্থ বায়ু শরীরে লাগিলে বোধ হয় যেন আমরা "লু" নামক ভয়ঙ্কর বায়ুর অধিকৃত পশ্চিম প্রদেশেই অবস্থান করিতেছি। অদ্যকার (১০ই জ্যৈষ্ঠের) উত্তাপ আরো কিছু অধিক বোধ হইতেছে। দেখিতেছি ফারেনাইটের তাপমান যন্ত্রস্থ পারদ অদ্য ৯৮ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। কল্য ৯৬ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তাপমানে ৯৮ অঙ্কে পারদ উঠিলে জীবিত জীবের শোণিতের উত্তাপের সহিত বাহ্য তাপের সমতা প্রকাশ পায়। কৃত্রিম উপায় বিশেষ দ্বারা অপেক্ষাকৃত শীতল গৃহে যদি যন্ত্রটী স্থাপিত না থাকিত, তাহা হইলে পারদ ৯৮ অঙ্ক অপেক্ষা আরো কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইত। যাহা হউক, জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত নাই। এতদঞ্চলস্থ সমস্ত ক্ষুদ্র জলাশয় এককালে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমরা ভাগীরথীর কূলস্থ বলিয়া ঈশ্বর প্রসাদে আমাদিগের তাদৃশ জলকষ্ট অনুভব করিতে হইতেছে না। কিন্তু কয়েক পদ পূর্ব্ব দিকে গিয়া দেখুন জলের জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। যদি গত মাসের বর্ষণটুকু না হইত, তাহা হইলে আজি কি হইত বলা যায় না।

২। গত ৩১এ বৈশাখে অত্রত্য গোস্বামি কুল দেবতা শ্যামসুন্দরের চন্দন যাত্রা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিগ্রহের যে সমস্ত লীলা এক দিবসে পর্য্যবসিত হয়, এই "পুষ্প দোল" তন্মধ্যে বহু সমারোহসম্পন্ন। দিগম্বরপুরস্থায়ী রাস যাত্রা ভিন্ন এতাদৃশী জনতা আর কোন পর্ব্বাহেই হয় না। মোটামুটি ধরিলে ইহাতে যাত্রীর সংখ্যা কোনক্রমে পঞ্চদশ সহস্রের ন্যূন নহে। যাত্রীদিগের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি অত্রত্য ষ্টেষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ট্রেণ ভিন্ন এক খানি অতিরিক্ত ট্রেণ ও দুই খানি ট্রেণে আরোহিদিগের জন্য অতিরিক্ত গাড়ি দিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হাটখোলা হইতে দুইখানি ষ্টিমার গমনাগমন করিয়াছিল। এতদ্দ্বারা উভয় ব্যবসায়ীই বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন। আমাদিগের পল্লীস্থ পাঠকবর্গ অন্যান্য মেলায় যে দুষ্ট প্রকার দস্যু দেখিয়া থাকেন, এখানেও তাহারা বিরাজ করিয়া থাকে। পণ্য বীথীর সম্মুখ দিয়া পল্লীস্থ যমকিঙ্করগণ দলে দলে বেড়াইতে থাকে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন যজ্ঞোপবীত ধারী ভাটবর্গ প্রথমে কত প্রকার স্তব বিনয় ও অবশেষে গালাগালি করিতে করিতে মনোমত যাত্রিদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে থাকে। যাহা হউক, মেলাস্থলে ফল পুষ্প ও মৃণ্ময় দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় বাহুল্য রূপে হয়।

৩। পাঠকগণ এক দিবস বিবিধ সম্বাদ স্তম্ভে পাঠ করিয়াছেন যে এই গ্রামের রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের উদ্যানে একটী গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমরা সানন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি সেই চিকিৎসালয়টীর জন্য [illegible]

বাহাদুর অতি সত্বরেই কয়েকটী কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যথার্থ যোগ্য স্থলেই তাঁহার বদান্যতা প্রতিভাত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়টী এ অঞ্চলকে রাখিয়াছে। আজি কালি প্রায় ১৫০ শত রোগী উপস্থিত হইয়া থাকে।

৪। অত্রত্য খালের বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ মনোযোগ বিধান করুন। খালটী ক্রমে পঙ্ক দ্বারা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। অদ্যাপিও সংক্রামক জ্বরের কোন প্রত্যক্ষ নিদান নির্ণীত হয় নাই বটে; কিন্তু গ্রামের জল বাহির না হইলে যে পীড়া উৎপন্ন হয় তাহাতে সংশয় নাই। এই খালটী এ অঞ্চলের পয়ঃপ্রণালী স্বরূপ। খালটী পূর্ণ হইয়া আসাতে অনেক গ্রামের জল বাহির হইতে পারিতেছে না। সংক্রোম জ্বর এ অঞ্চলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া আসিয়াছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট বন কাটাইয়া কেবল কিছু করিতে পারিবেন না, অন্যান্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অগ্রে খালটীর পঙ্কোদ্ধার করুন। এই খালটী অনেকগুলি ক্ষেত্রের জল কষ্টও দূর করিয়া থাকে। এই প্রস্তাবে আমরা গবর্ণমেণ্টকে আর একটী কথা বলি অমরস্থ বাজারের নিকট এই খালের উপর যে একটী সুবৃহৎ গবর্ণমেণ্টের ইষ্টক নির্ম্মিত পুল আছে, তাহা অতি জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। সত্বর তাহার সংস্কার না করিলে সেটী নিশ্চয়ই পতিত হইবে। তাহাতে কত জীবের প্রাণ সংশয় হইবে তাহা কে বলিতে পারে? এমন অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের হস্ত সঙ্কোচ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে।

৫। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণের অনুগ্রহে কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি অনেক সুপ্রসিদ্ধ নিদ্রালু। সংবাদ অবগত আছি; কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানির ন্যায় এরূপ গাঢ়নিদ্রাপরায়ণ কোথাও দেখি নাই। প্রায় ৩ বৎসর ধরিয়া খন্দকু ষ্টেসনের উন্নতির জন্য আমরা চিৎকার করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা এক বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনও করিলেন না। তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ সদয় হইয়া এই ষ্টেষণটীকে অন্ততঃ তৃতীয় শ্রেণীর ষ্টেষণ করিয়া দেন তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হয়। বর্ষাকালে আরোহীদিগের কষ্টের কথা মনে হইলে চিত্ত ব্যাকুলিত হয়। সেই বর্ষা সম্মুখবর্ত্তী। যাহা হউক, এই প্রস্তাবটীর পোষকতা জন্য এবারে কোন বিশেষ যুক্তি প্রদর্শিত হইল না, এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে যথেষ্ট আন্দোলন করা হইয়াছে।

—:০—

আমাদিগের বাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। জ্যৈষ্ঠ সম্ভূত নিদারুণ গ্রীষ্ম আসিয়া জীব লোককে দগ্ধ করিতেছে। সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বৃষ্টিপাত হইলেও গ্রীষ্মাতিশয্য অন্তর্হিত হইতেছে না। আমরা পল্লীগ্রামে থাকিয়াও দিবসে গ্রীষ্মের দুর্ব্বিষহ সন্তাপ হইতে মুক্তি ও রাত্রিকালে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।

২। শিবালয় হইতে মাণিকগঞ্জে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহা এক্ষণ পর্য্যন্তও সুসম্পন্ন হয় নাই। বর্ষাকাল আগত প্রায়। এ সময়ে স্থানে স্থানে পুল নির্ম্মাণ করিয়া রাস্তাটী দৃঢ়তর না করিলে বর্ষা সময়ে ডাক যাতায়াতের বিলক্ষণ বিলম্ব হইবে, সন্দেহ নাই।

৩। পদ্মার জল ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়াতে শিবালয়স্থ টেলিগ্রাফ আফিসের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে তত্রত্য বাসিগণকে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে আর পদ্মা পার হইয়া গোয়ালন্দে যাইতে হইবে না।

৪। ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেবের পোহা বার, অত্রত্য স্কুল সম্পাদকেরও পোহাবার!! ডিরেক্টর তাঁহাদিগের অনুকূলে মত দিয়াছেন! আমরাই মিথ্যাবাদী ও পর নিন্দুক হইলাম!!! সত্যের এতদূর অপলাপ ধর্ম্মের এরূপ অবমাননা!! সত্যশরণ অনাথ শাবকদিগের রক্ষার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি কোটরস্থ কালভুজঙ্গ তাঁহারে দংশন করিল। দগ্ধ বিধির কি নিদারুণ ব্যবহার! এক্ষণে আমাদিগের সানুনয় বক্তব্য এই, কতকগুলি ইউরোপীয়ের এরূপ সংস্কার যে বাঙ্গলা সংবাদপত্রসমূহে যাহা লিখিত হয়, তৎসমুদায়ই মিথ্যা দুর্বৃত্ত ও ইতর ভাবসম্পন্ন। বাঙ্গলা সংবাদপত্র নাম শুনিলেই এই মহাপুরুষগণের গাত্রে উষ্ণবারি নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ যদি এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধানে বিমুখ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অগৌরব ও অখ্যাতির সহিত সাধারণের প্রশ্রয় বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই। সম্পাদক ও সংবাদ দাতৃগণের এইরূপ অবমাননা হইলে সাহসসহকারে বলিতে পারি, কেহই আর সংবাদ পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুরবস্থা অপনোদনের চেষ্টা পাইবেন না। সংবাদপত্র সমাজের বাগযন্ত্র স্বরূপ। যদি এই যন্ত্র অবল হয়, তাহা হইলে সমাজও হীনাবস্থাপন্ন হইয়া দৌরাত্ম্য প্রবল হইবে। ফলতঃ ডিরেক্টর প্রস্তাবিত বিষয়ে সদ্‌বিবেচনার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া নিতান্ত অনুদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইনস্পেক্টর ঢাকায় থাকিয়া যে অবিশুদ্ধ তান ধরিলেন, ডিরেক্টর দারজিলিঙের শৈল শিখর হইতে তাহাতেই স্বর সংযোজিত করিলেন। স্বরের আরোহ অবরোহ ক্রমজ্ঞানের আবশ্যকতা হইল না। সুতরাং সম্পাদক প্রবর্ত্তিত দূষিত স্বরলিপিই সাদরে পরিগৃহীত হইল!! কি আশ্চর্য্য! সেক্রেটারি যাহা বলিলেন, আট কিন্সন সাহেব "মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য" ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাতেই মস্তক অবনত করিলেন! এ দিকে, ইনস্পেক্টরও প্রকাশ্যভাবে দেশীয় সংবাদপত্রের উপর গালি বর্ষণ করিয়া বাহবা লইলেন। ক্লার্ক সাহেব দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রতি যেরূপ কলঙ্কারোপ করিয়াছেন, ইউরোপীয় সমাজে এরূপ হইলে তাঁহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা পাইতে হইত, সন্দেহ নাই। আমরা আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করি, প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর রা[illegible] সাহেব প্রস্তাবিত বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করেন।

৬। শ্রীযুক্ত [illegible] অত্রত্য স্কুল এক

মাসের নিমিত্ত বন্ধ হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর গ্রিমলী সাহেবের অনুরোধে স্কুলের শীতাবকাশ প্রণালী রহিত হওয়াতে মহান উপকার হইয়াছে।

৬। আদালতসমূহের লিখন প্রণালী নিতান্ত অপকৃষ্ট ও দূষিতভাবাপন্ন। ইহাতে যেপ্রকার বাঙ্গলা ব্যবহৃত হয়, তাহা ভাষার একান্ত অগৌরবকর। আমরা নিম্নে একটী মুন্সেফী আদালতের সমনের লেখা যথাবৎ উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ তাহাতেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যে হেতুক বিবাদী তোমাকে সাক্ষী মান্য করিয়াছে। অতএব "অমুক সনের অমুক তারিখ" বেলা দশ ঘণ্টার সময় হাজীর আসিয়া বিদায় না হওয়া পর্য্যন্ত হাজীর থাকিয়া আপন সাক্ষী আদায় করহ নচেৎ আইন আমলে আশীবে। আর তোমার খোরাকী দুই আনা পাঠান গেল ইত্যাদি। সম্মানার্হ ব্যক্তিকেও এইরূপ ইতর ভাষায় সমন লেখা হইয়া থাকে। এটী কি আদালতের কলঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের অগৌরব নয়? কাম্বেল সাহেব ইহাকেই কি উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন? আমরা নির্ব্বন্ধসহকারে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি শীঘ্রই আদালতের এই পঙ্কোদ্ধার করুন। ভদ্র লোকের প্রতি এরূপ জঘন্য ভাষা প্রযুক্ত হওয়া নিতান্ত অবমাননাকর। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের গৌরব বিলুপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! যদি কোন ব্যক্তি বিপুল পরিশ্রম করিয়া ন্যায়মতে অর্থোপার্জ্জন করে এবং পরিশেষে পাপাত্মা দস্যু কর্ত্তৃক সমস্ত সঞ্চিতার্থ হইতে বঞ্চিত হয়, ইহাতে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির মনোমধ্যে দারুণ দুঃখ ও ক্ষোভের উদয় না হয়? আমরাও সেইরূপ একটী গুরুতর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহাশয়ের নিকট এই পত্রিকা খানি প্রেরণ করিলাম। কৃপা করিয়া মহাশয়ের অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত এবং ধর্ম্ম ও সত্যের গৌরব রক্ষা করিবেন।

প্রায় ৭। ৮ মাস হইল তমোলুক ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ অধিকারী "তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ" নামে এক খানি ইতিবৃত্ত প্রকটন করিয়া প্রচারার্থ মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে ঐরূপ গ্রন্থ প্রচারণে তিনিই প্রথম উদযোগী। পুস্তক খানি লিখিয়া তিনি অনেক লোককে (সহৃদয় ব্যক্তি যেরূপ করিয়া থাকেন) দেখিতে দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সহৃদয়তার এই ফল হইয়াছে যে যাঁহারা সেই পুস্তক দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উক্ত ইতিহাস প্রণয়নের যশের ভাগী আপনি হইবেন মনে মনে সংকল্প করিয়া সেই প্রদর্শিত পুস্তকেরই সমস্ত মর্ম্ম কথঞ্চিৎ ভাষা বৈষম্য করিয়া রহস্য সন্দর্ভের কোন সংখ্যায় প্রচার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার নিজের অধর্ম্মাচরণ প্রকাশ ও প্রকৃত গ্রন্থকারের অন্যায়রূপ যশোহরণ করিয়াছেন। এক্ষণে নিবেদন যে, সত্য বিষয়ের প্রকাশ অন্যায়কারীর চরিত্র সংশোধন এবং গ্রন্থকর্ত্তার নিকৎসাহিতার নিবারণার্থ আমাদের এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

পরন্তু উমাচরণ বাবুর প্রতি বক্তব্য এই তিনি যেন দুরাকাঙ্ক্ষের ঈদৃশ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত না হন। তমোলুক ইতিবৃত্ত প্রকটনের জন্য তিনি যে অশেষবিধ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়াদি ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তিনিই যশোভাগী হইবেন। রহস্যসন্দর্ভের প্রকাশিত তমোলুকের ইতিবৃত্ত লেখক কদাচই তাহার অধিকারী হইতে পারেন না।

তমোলুক } আপনার বশম্বদ।
১৮৭৩। } শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা
২৫ এ মে } ইত্যাদি।

—০—

বর্দ্ধমানের সদর মুন্সেফ বাবু দ্বারকানাথ মিত্র।

যিনি যেমন কাজের লোক তাঁহার তদনুরূপ সম্মান ও পুরস্কার পাওয়া অতিশয় আবশ্যক। লাভ প্রত্যাশাই জগতের উন্নতির মূলীভূত। কামনাশূন্য লোক হইতে পৃথিবীর কোন উপকার নাই। প্রত্যাশা পরিহীন নিষ্ফল ব্যক্তি সংসার বহির্ভূত। যদি আমাদের সাধারণ বাসভূমির উন্নতি সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, যদি সাধারণ হইতে সাধারণের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন সংসার নির্ব্বাহ অসাধ্য হয়, তবে সাধারণের লাভ প্রত্যাশা ফলবতী করা সর্ব্বসাধারণের অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মানুষের মনোলাভ প্রত্যাশাই সর্ব্ব প্রধান আমরা যোগ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির সেই মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ কর্ত্তব্য পরতন্ত্র হইয়া নিম্ন লিখিত প্রস্তাবের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই প্রস্তাবের নায়ক স্বরূপে আমরা শিরস্থ ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিলাম। এই মহাত্মা বিচারকার্য্যে আমাদিগকে যাদৃশ সন্তোষ দান করিতেছেন তদ্বিষয়ে আমরা কিছু বলিব বলিয়াই এই প্রস্তাবের আরম্ভ করিয়াছি। প্রার্থনা, সম্পাদক মহাশয়ের সহিত শ্রোতৃগণ আমাদের উক্তিতে ঐকমত্যে আনন্দের সহিত উৎসাহবর্দ্ধন করেন। দ্বারিক বাবু অল্প দিন মাত্র মুন্সেফী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। "বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা" মহাকবির এই অনুপম উপমার ইনি একটী উৎকৃষ্ট উপমেয়। ইঁহার বয়স ও কার্য্যকাল অতি অল্প, কিন্তু অভিজ্ঞতায় যথার্থই ইনি প্রাচীন হইয়াছেন। বুদ্ধিমত্তা গুণগ্রাহিতা স্মরণ শক্তি ন্যায়পথানুসরণ ব্যবহারশাস্ত্র সুনৈপুণ্য ক্ষিপ্রকারিতা সুলেখকতা সর্ব্বত্র শঙ্কাশূন্যতা গাম্ভীর্য্য তত্ত্বনির্ণয়েচ্ছা সত্য নির্ণয়পটুতা প্রভৃতি যে সকল গুণরাশি সদ্বিচারকের থাকা আবশ্যক তাহার অধিকাংশই এই ব্যক্তিতে আমরা সবিশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আর একটী অসাধারণ গুণ ইঁহাতে দর্শন করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। অনেক বিচারকের দেখিতে পাওয়া যায়, যে কিসে "সালতামামি রিপোর্ট" জাঁকাল হইবে, সেই বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি থাকে। বিচারের ভাগ্যে যাই হউক, রোজ বরোজ মকদ্দমার ফয়সালা হইল এই বিষয়েই যত্ন!

পড়িয়া থাকে। নথীস্থ সকল কাগজ পত্র বিশেষরূপে দেখিতে অবকাশ পান না। কিন্তু ইহাঁর সে অবকাশটী বেশ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আদ্যোপান্ত কাগজ গুলি ইনি সমস্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। সাক্ষিগণের জবানবন্দী লইবার সময়ে ইনি যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রশ্ন করিয়া থাকেন তাহাতে সত্য নির্ণয়ের ব্যাঘাত সমস্তই তিরোহিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে আমলারাই প্রায় সর্ব্বে সর্ব্বা, হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; কিন্তু এখানে ধুলো পড়া বড় একটা খাটেনা, এ দীপ্তচক্ষুঃ। এখানকার কি আমলা কি উকীলগণ সকলেই সাবধানতার সহিত কার্য্য করিতে বাধ্য; কারণ ইহাঁকে বড় ভোলাইবার যো নাই। ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই ইনি সুন্দররূপে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারেন।

ন্যায় বিচার শব্দের অর্থ এতদিন আমাদের গুপ্ত গুপ্তই ছিল; ইহাঁ কর্ত্তৃক ঐ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদের বাস্তবিক হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। এ কথাটী অত্যুক্তি নয়। কিন্তু সকলেই যে আমার একথায় কান দিবেন এমন আশা করি না; কেননা, এখন উক্ত শব্দার্থ এক্ষণকার প্রণীত অ(বি) ধান মতে "ফাইল সাফ্" বুঝায়। প্রাচীন অভিধান অমরকোষ প্রভৃতি এখন আর আদরণীয় নয়। আর আমি যে অবিধান তৈয়ার করিতেছি তাহা ছাপাইলে আর কোন বাপের পুঁজি খাটিবে না। তার গোটা কত নমুনা দেখাই।

শব্দ	অর্থ
ন্যায়বিচার	অর্থীদের পথ রোধ। (অথবা) ফাইল ক্লিয়ার।
সুযোগ্য	বড়পায়াদার। পুরাতন,
ক্ষিপ্রকর্ম্মা	গোঁও মাত্রেই ছুটো ছুটাই কারক।
গাম্ভীর্য্য	প্রার্থনায় কর্ণপাত না করা।
কাজের লোক	চাটু পটু।

যাঁহার উন্নতির বাঞ্ছা থাকে, তিনি এই এখানা না কি ছাপা হয় নাই) খশড়া নকল লইয়া মুখস্থ করুন।

বর্দ্ধমান
১৮৭৩
২৮ এ

একান্ত বশম্বদ
দর্শক।

—•⊙•—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৩০ এ মে।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	১	১০
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	১	১০
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপু হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৩ সালের ২ রা জুন বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৩।০	

বহরমপুর
২ রা জুন
১৮৭৩

শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—৹০৹—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দাস ডায়মণ্ডহারবর	৫॥০
" " নবীনচন্দ্র কোঙর—সেখপুর	৫॥০
" " কৈলাস গোবিন্দ মজুমদার খারিন্দা	১০
" " কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল চাইপাট গ্রাম	১০
" " রাধা বল্লভ সিংহ দেব কুচিয়াকোল	১০
" " ঈশ্বরচন্দ্র দুগড়—বালুচর	৫॥০
" " ক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা	৫॥০

—•—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোনাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোনাপুর স্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩১ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা

সন ১২৮০। ৩ রা আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ১৬ ই জুন।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক

কৃত বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকার নোট পাঠাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ঐ ১০ টাকার নোট দুই খণ্ড করা আমাদিগের হস্তগত হয়। এ পর্য্যন্ত যত নোট আসিয়াছে, তাহার এক খানিরও নম্বরের বিভিন্নতা হয় নাই। সেই বিশ্বাসে সকল সময়ে নম্বর মিলাইয়া লওয়া হয় না। সম্প্রতি একদিন ঐরূপ দুই খণ্ড নোট অন্য অন্য নোটের সঙ্গে আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। আমরা পূর্ব্ব বিশ্বাস প্রযুক্ত তৎকালে নম্বর মিলাইয়া লইলাম না। যাঁহাকে ঐ নোট দেওয়া হয়, তিনি ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখিলেন, নম্বরের সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু কে পাঠাইয়াছেন, আমাদিগের তাহা স্মরণ নাই। খাতায় কেবল টাকা জমা করা হয়, ১০ টাকার নোট বলিয়া তাহার নম্বর রাখা হয় না। এই কারণে আমরা কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের ১০ টাকা বদ্ধ হইয়া আছে; কিন্তু যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ১০ টাকা বদ্ধ হইয়াছে অতএব সাধারণ্যে জানান যাইতেছে, যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তিনি নোটের বদল ভাঙ্গিয়া লন। অন্য অন্য গ্রাহকগণকেও জানান যাইতেছে, যখন যিনি নোট পাঠাইবেন, ভাল করিয়া নম্বর মিলাইয়া পাঠাইয়া দেন। ঐ দুই খণ্ড ১০ টাকা নোটের নম্বর এইঃ—

এল / ৪ ৩২৫৭৮

[illegible] / ৪ ৩২৫৭৫

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত গাঁইট বাঁধা নয় এরূপ পাটের ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইবে এবং উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

শিয়ালদহ টারমিনস ৯ ই জুন ১৮৭৩ } ফ্রাঙ্কলিন প্রিস্টেজ এজেন্ট

—:০—

জমীদার দর্পণ নাটক।

শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত। কলিকাতা মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্য মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীমীরমাহতাব আলী
কুষ্টীয়া লাহিনী পাড়া

—০:০—

" নেত্রের শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাসুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

—— ——

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৶০

ঐ মধ্যম কাগজ ৵০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১॥০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২॥০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯॥

২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১।

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য ১ ম খণ্ড

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ॥

——

" বিদ্যোদয় " নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য বিশারদ দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল

সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুদিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

লাহোর ইউনিবর্সিটি আফিস } শ্রীনবীনচন্দ্র রায় সহকারী রেজিষ্ট্রার

—০—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস আফিস শিয়ালদহ টার্মিনস ২৯ এ মে ১৮৭৩। ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ এজেন্ট।

—০—

অবকাশতোষিণী। মাসিক পত্রিকা।

আমরা উক্ত নামধেয় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। এখানি ভাদ্র মাস হইতে প্রতি মাসে রয়েল ১৬ পেজী ফর্ম্মার এক ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইবে। সাহিত্য বিজ্ঞান আখ্যায়িকা কাব্য কৌতুক কথা প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা। মফস্বলস্থ গ্রাহকদিগকে এতদ্ব্যতীত ।৶০ আনা ডাক মাসুল দিতে হইবে। পত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অবিলম্বে মূল্য সহিত নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর, কলেজ,
কলিকাতা।

—০—

নয়শো রূপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—০—

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস অব ডিজীজ অর্থাৎ রোগ বিচার এবং ব্যাধির ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ৶০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল ও ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ) মূল্য ৵০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ।৶০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ৵১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—০—

মৎপ্রণীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, যাহাতে ধাতু, ধাত্বর্থ, সকর্ম্মক, অকর্ম্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতাধ্যায়িদিগের জন্য) গণ, পদ ধাতুরূপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবেন। মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৯১। ১২৭৯ ১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীলালকমল বিদ্যাভূষণ

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—০—

ইটের প্রয়োজন।

প্রায় ২০ লক্ষ প্রথম শ্রেণীর পাকা গবর্ণমেণ্ট হাউসের প্রায় দেড় ক্রোশ

গঙ্গার ধারে দিতে হইবে। ইটের মূল্য নমুনা এবং যে তারিখে ইট দিতে আরম্ভ এবং যে তারিখে দেওয়া শেষ হইবে উহা নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট পাঠাইতে হইবে।

নং ৭ হেষ্টিংশ ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোম্পানি
কলিকাতা

—০—

পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে।

এক্ষণে ঢাকা ও গোয়ালন্দের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতরূপে উক্ত কোম্পানির যে ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে, ইহা ভিন্ন অদ্যকার তারিখ অবধি যে পর্য্যন্ত না অন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, সে পর্য্যন্ত কেবল তৃতীয় শ্রেণীর দেশীয় আরোহিদিগের জন্য এই উভয় স্থানের মধ্যে আর একখানি ষ্টীমার নিয়মিতরূপে যাতায়াত করিবে। এই ষ্টীমার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এবং শনিবার দিবাভাগে গোয়ালন্দ হইতে যাত্রা করিবে এবং প্রত্যাগমন কালে সোমবার বুধবার এবং শুক্রবার দিবা ভাগে ঢাকা হইতে যাত্রা করিবে, কেবল তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী ও গাটরী লইয়া যাওয়া হইবে।

গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমার যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিবসে আরোহিদিগকে প্রাতঃকালীন অথবা ক্যাকালীন ট্রেণে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতে হইবে।

এজেণ্টস আফিস } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ }
১২ ই জুন ২০৭৩ } এজেণ্ট

সোমপ্রকাশ।

৩ রা আষাঢ় সোমবার।

ইংলণ্ড হইতে বঙ্গাল ডাক্তর কর্ক সাহেবের উপরে এই আদেশ আসিয়াছে, সর বার্টল ফ্রিয়ার যে সন্ধি পত্র উপস্থিত করেন, জানজিবারের সুলতানকে তাহাতে অবিলম্বে যেন স্বাক্ষর করান হয়। যদি তিনি স্বাক্ষর না করেন, জানজিবার দ্বীপ অবরোধ করা হইবে এবং দাস ব্যবসায় বিষয়ক যে আইন হয়, তাহা বলবৎ করা হইবে।

প্রাচীন কালে সকল দেশেই দাস রাখিবার রীতি ছিল। গ্রীস দেশের হেলট প্রসিদ্ধ। যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধে বন্দীভূত হইত, রোমে তাহারা দাস বলিয়া বিক্রীত হইত। রোমের ধনী পেট্রিসিয়দল দাস দ্বারা স্ব স্ব কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতেন। শিল্প কার্য্যও দাস দ্বারা সম্পাদিত হইত। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা পঞ্চদশ প্রকার দাসের উল্লেখ করিয়াছেন (১)। যে ইংলণ্ড এক্ষণে দয়াবশম্বদ হইয়া দাস ব্যবসায়ের উন্মূলনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, সাকসনদিগের অধিকারকাল অবধি উহা তথায় বিলক্ষণ প্রবল ছিল। দ্বিতীয় হেনরির অধিকারে ঐ নৃশংস ব্যবসায় রহিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। টিউডরদিগের সময়ে উহা সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত হয়। এই দাস ব্যবসায়ের উন্মূলনার্থই আমেরিকায় ঘোরতর গৃহবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রায় সকল দেশ হইতেই উহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে ও হইতেছে, মুসলমানেরা যে উহাকে জীবিত রাখিয়া মনুষ্য নামকে কলঙ্কিত করেন, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। অতএব ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা যে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের অনুমোদনীয় হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইংরাজ জাতিই মনুষ্যের দুঃখে যথার্থ ব্যথিত হন। কিসে মানুষ দুঃখ পায়, ঐ জাতিই তাহা বুঝিয়া থাকেন। আমরা ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত চেষ্টার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। এস্থলে আমাদিগের একটী বক্তব্য এই, এদেশে কন্যা দেখিতে গিয়া বিবাহ করিয়া আসিবার একটী গল্প আছে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া যেমন এদেশ জয় করিয়া লইয়াছেন, জানজিবারে দাস ব্যবসায়ের উন্মূলন করিতে গিয়া ঐ দেশটী যেন তেমনি জয় করিয়া লওয়া না হয়। তাহা করিলে ইংরাজ জাতির মহান উদ্দেশ্যটী কলুষিত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

(১) গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধোদায়াদুপাগতঃ। অনাকালভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ। মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাদযুদ্ধপ্রাপ্তঃ পণে জিতঃ। তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ। ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাহৃতঃ। বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ। মিতাক্ষরাধৃতবচন।

মিউনিসিপাল বন্দোবস্তের অনুরূপ কার্য্য হয় না।

আমাদিগের বিলক্ষণ মনে পড়ে, একটী প্রধান বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসিয়া এক একটী নূতন আজ্ঞা প্রচার করিতেন। বিদ্যালয়ের মঙ্গল কামনা করিয়া তিনি আজ্ঞা দিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞার অনুসারী কার্য্য হইত না। ছাত্র ও শিক্ষকেরা কোন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহার একটীও আজ্ঞা ফলোপধায়িনী হইত না। আমাদিগের ব্যবস্থাপক সভাই যে কেবল সহস্র সহস্র নূতনবিধ আইন প্রসব করিতেছেন তাহা নয়, বিচারপতিরাও ঐ সকল আইনের নূতন প্রকার ব্যাখ্যা ও শত শত নূতন নূতন দৃষ্টান্ত প্রদৃষ্টান্তাদির সৃষ্টি করিয়া সকলকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং সকল আইন ও সকল ব্যবস্থার অনুরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভাবিত নয়। মিউনিসিপাল ব্যবস্থাটী উহার অন্যতর। মিউনিসিপালীটীর অধীন অধিকসংখ্য গ্রাম তাহার উদাহরণ। আমাদিগের মাইটঘরস্থ সংবাদদাতা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন:—

"মত্তগ্রাম মাণিকগঞ্জ সবডিভিজনের অধীন। কয়েক বৎসর হইল এই স্থানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোককে ইহার সভ্য করিবার জন্য উপবিভাগীয় উপযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র

ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্টও করিয়াছেন। কিন্তু মস্তগ্রাম যে মিউনিসিপালিটীর অধীন এরূপ বোধ হয় না। গ্রামে একটীও ভাল রাস্তা নাই, সুপেয় সলিলপূর্ণ একটীও পুষ্করিণী নাই, অনেক স্থানই জঙ্গলময়। এতন্নিবন্ধন প্রতিবর্ষেই ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইয়া থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে প্রায় সমুদয় পুষ্করিণী বিক্লিন্ন কর্দ্দমপূর্ণ হইয়া উঠে। যে একটী পুষ্করিণীতে কিছু গভীর জল আছে, সুব্যবস্থার অভাবে তাহাও ক্রমে পানের অনুপযোগী হইয়া যাইতেছে। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, মিউনিসিপাল ফণ্ডে অনেক অর্থ সঞ্চিত আছে। গ্রাম সমূহের উপকারার্থ ইহা ব্যয়িত হইতেছে না। মস্ত গ্রামের অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী দামরাগ্রাম পর্য্যন্ত একটী রাস্তার হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এই রাস্তা নির্ম্মিত ৯০০ টাকার "এষ্টিমেট" হয়। কিন্তু পূর্ণবাবু এত টাকা দিতে অসম্মত হওয়াতে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এরূপ ব্যয়কুণ্ঠতা পূর্ণবাবুর ন্যায় কার্য্য কুশল কর্ম্মচারীর একান্ত অগৌরবকর সন্দেহ নাই। আমরা অনুরোধ করি পূর্ণ বাবু মস্ত ও দামরা প্রভৃতি গ্রাম গুলির দুরবস্থার অপনোদনে যত্নবান হন।"

মস্ত গ্রামের ন্যায় শত শত গ্রাম আছে, সেখানকার লোকেরা কেবল টাক্স দেন, কিন্তু তাহার ফলভোগ করিতে পান না। মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের বাস গ্রামের সন্নিহিত হরিনাভি রাজপুর প্রভৃতির অবস্থা যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ দেখিতেছি, মিউনিসিপাল ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া নূতন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। রাস্তা ঘাটের পারিপাট্য হয় নাই। গ্রাম পরিষ্কার রাখিবারও ব্যবস্থা করা হয় নাই। রাজকর্ম্মচারিদিগের অনবধানতাদি দোষই যে ইহার একমাত্র কারণ আমরা একথা বলি না। গ্রামের লোকের বিলক্ষণ দোষ আছে। আমাদিগের লেপ্টেনন্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের অন্য যে কোন দোষ থাকুক, এদেশের লোকেরা স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে শিক্ষা করেন, এবং ইহাঁরা বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ হন, তাঁহার আন্তরিক এই ইচ্ছা ও চেষ্টা। কেবল তাঁহার ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে কি হইবে, আমাদিগের দেশের লোকেরা যে তেমন নন। ইহাঁরা আপনাদিগের কাজ আপনারা গুছাইয়া লইতে পারেন না। ইহাঁদিগের উৎসাহ "বাঁশ পাতার" আগুনের ন্যায় ক্ষণধ্বংসী।

আমাদিগের উচিত আমরা মিউনিসিপাল কর্ম্মচারিদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপন আপন বাসভূমি ও বাসগ্রাম পরিষ্কার করিয়া রাখি। সকলে যদি নিজ নিজ বাসভূমি পরিষ্কার রাখেন, গ্রামটী আপনা হইতে পরিষ্কার হইয়া আইসে। তাহা হইলে দুটী লাভ হয়। এক স্বাস্থ্যরক্ষা, দ্বিতীয়, মিউনিসিপাল করের হ্রাস। দিন দিন যেরূপ দিন পড়িতেছে, তাহাতে আপন আপন স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বিধান চেষ্টা আপনাদিগেরই কর্ত্তব্য। যত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই গ্রাম ও নগরাদি অপরিষ্কৃত হইতেছে। এ অবস্থায় গ্রাম নগরাদি পরিষ্কার না রাখিলে পীড়ার যে আত্যন্তিক বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। সাংক্রামিক রোগের অন্য নিগূঢ় যে কারণ থাকুক গ্রাম ও জনপদের অপরিচ্ছন্ন ও অপরিষ্কৃত অবস্থা যে তাহার কারণ, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা অতিশয় পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। স্বাস্থ্যরক্ষার যে গুলি প্রধান উপায়, তাঁহারা তাহার অনুষ্ঠানে বিমুখ ছিলেন না। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাহার পর অবধি তাঁহারা যে সকল অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের শরীর বিলক্ষণ পটু ও সুস্থ থাকিত। মৃজ্জলাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধ রাখা (১) তাঁহাদিগের নিত্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাঁহারা পরিষ্কৃত হইয়া পরিচ্ছন্ন স্থানে পবিত্র দ্রব্যাদির ভোজন করিতেন। তাঁহাদিগের বিণ্মূত্রাদি পরিত্যাগের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে বাসভূমি ও পুষ্করিণ্যাদির অপবিত্রতা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল গুণে তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ও বিলক্ষণ বংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এক এক ব্যক্তির সন্তান সন্ততিতে এক এক গ্রাম পূর্ণ হইয়াছে। কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের সন্তানেরা বঙ্গদেশের প্রায় সমুদায় স্থানই ব্যাপিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই, এখন সেই সকল সন্তান সাংক্রামিক রোগে উৎসন্ন যাইতেছেন। এখন হিন্দুদিগের অন্য অন্য বিষয়ের ন্যায় বাসভূমি প্রভৃতির পবিত্রতা দূরগত হইয়াছে।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে পীড়ার যে বৃদ্ধি হয়, এটী অপ্রামাণিক কথা নহে। আমাদিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সিমলায় লোক বৃদ্ধি হওয়াতে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তথায় বসন্ত দেখা দিয়াছে? এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে লোক বৃদ্ধি হইলে গ্রাম নগরাদির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন একান্ত আবশ্যক। ঐ উন্নতি সাধন গ্রাম নগরাদির লোকের চেষ্টায় যেরূপ হইবার সম্ভাবনা, অন্য রূপে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের এখন অনেক বিষয়ে উন্নতির

(১) স্নানং দমো দয়া শৌচং... নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং লক্ষণং। মনুঃ।

অসঙ্গতি আছে। ইংলণ্ডের একজন ইতিহাস লেখক লাঙ্কাষ্টার ও ইয়র্কবংশের অধিকার কালের কথায় লিখিয়াছেন, লোকে এরূপ ঘর করিত, যে আলোক ও বায়ু গৃহ মধ্যে প্রবেশ পথ পাইত না। ফলতঃ বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোক গৃহ মধ্যে গমনাগমন করিলে শরীর ও মনের যে কেমন স্বচ্ছন্দ ও উপকার লাভ হয়, তাহা তৎকালের লোকের অবিদিত ছিল। আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদিগের দেশের অনেকে বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোকের গুণ জানিতে পারেন নাই। ঐ ইতিহাসলেখক টিউডর বংশের অধিকার সময়ের কথায় বলেন, লোক সকল এমনি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় অবস্থিতি করিত যে তাহাদিগের ঘরের মেজিয়াতে মদ চর্ব্বি হাড় ও অন্য অন্য উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ছাড়াইয়া থাকিত। এই অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন আচরণ নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে ঘোরতর মড়ক উপস্থিত হইত। হিন্দুদিগের উচ্ছিষ্ট বিচার থাকাতে গৃহের অভ্যন্তর উচ্ছিষ্ট দ্রব্য পূর্ণ থাকে না বটে; কিন্তু অন্য অন্য অনেক অপরিষ্কৃত দ্রব্য ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকে। সামান্য মুসলমানদিগের উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। তাহাদিগের গৃহের অভ্যন্তর ভাগ কুৎসিত দ্রব্যে এরূপ পূর্ণ, নরক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় এদেশে যে সাংক্রামিক রোগে নিত্য আক্রান্ত না হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যখন দ্বিতীয় চারলসের মৃত্যু হয়, তখন লণ্ডনে পাঁচ লক্ষমাত্র লোক ছিল, এখন প্রায় উনচল্লিশ লক্ষ লোক হইয়াছে। নগরবাসিদিগের বাস প্রণালী, আহার প্রণালী, রাস্তা ঘাট প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা, অর্থাগমের উপায় অন্বেষণ প্রভৃতি যে ঐপ্রকার অদ্ভুত লোক বৃদ্ধির কারণ, তাহা যেন এদেশীয়েরা বিশেষতঃ মিউনিসিপাল কমিটির এদেশীয় সভ্যগণ একবার স্মরণ করেন।

—:—

কাম্বেল সাহেবের আর একটী আঘাত।

লার্ড নর্থব্রুক কাম্বেল সাহেবের প্রিয় মিউনিসিপাল বিল অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানে একটী আঘাত করিয়াছেন। আজিও তিনি সে বেদনা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আবার হাইকোর্ট তাঁহাকে আর একটী দারুণ আঘাত করিলেন। তিনি জেলার জজদিগের বেতন কমাইয়া মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের বেতন বৃদ্ধি করিবার যে কল্পনা করেন হাইকোর্ট তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই দুটী কার্য্য দ্বারা কাম্বেল সাহেবের যে কিরূপ কষ্ট হইয়াছে ও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, যাঁহাদিগের মন কাম্বেল সাহেবের ন্যায় নয়, তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগের মত ও বাক্যকে বেদ বাক্যের ন্যায় অখণ্ডনীয় ও আপনাদিগের ইচ্ছাকে বিধাতার ইচ্ছার ন্যায় অলঙ্ঘনীয় জ্ঞান করেন, তাঁহারা কোনক্রমে আত্মকৃত ব্যবস্থার অন্যথাচরণ ও আত্মকৃত আজ্ঞার ভঙ্গ সহ্য করিতে পারেন না। যখন চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত নন্দমন্ত্রী রাক্ষসকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত কৌশলজাল বিস্তার করিয়া পরস্পর কৃত্রিম বিরোধ করেন, এবং চাণক্য পরামর্শ পূর্ব্বক পদে পদে চন্দ্র গুপ্তের আজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন, রাক্ষস ঐ বিরোধ সংবাদ পাইয়া নিজ লোকদ্বারা এই বলিয়া চন্দ্র গুপ্তের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন যে "আপনার মত সার্ব্বভৌম রাজারা আজ্ঞা ভঙ্গ সহ্য করিতে পারেন না"। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ অরল এসেক্সকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। সেই অরল একদা তাঁহার একটী আজ্ঞা লইয়া বিতণ্ডা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কর্ণমূলে মুষ্টি প্রহার করিয়াছিলেন। ঐ এসেক্স আর এক সময়ে অবাধ্যতা প্রদর্শন করাতে এলিজাবেথ তাঁহার বধ দণ্ডের আদেশ দেন। পশ্চাৎ তিনি তাঁহার শোকে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি আজ্ঞা ভঙ্গ সহ্য করেন নাই। এলিজাবেথ স্ত্রীলোক হইয়াও কাম্বেল সাহেবের ন্যায় সর্ব্বক্ষম ক্ষমতার একান্ত লোলুপ ছিলেন।

কাম্বেল সাহেব সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বক্ষম ক্ষমতা প্রদর্শন করেন বলিয়া তিনি এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেন না। কেহই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট নহেন। তিনি যাহার উপকার করেন, সে যেমন অসন্তুষ্ট, যাহার অপকার করেন, সে ব্যক্তিও তেমনি অসন্তুষ্ট। সন্তুষ্টের মধ্যে কেবল লার্ড আর্গাইল। তিনিই কেবল কাম্বেল সাহেবকে সোণার চক্ষে দেখিয়াছেন। "সর্ব্বঃকান্ত মাত্মানং পশ্যতি" ইহা একজন মহাকবির বাক্য। একটী মনোহর গল্প আছে, মনে হইল। এক দিন একটী বালক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে যায়। "জলপান" লইয়া যায় নাই। তাহার মাতা ব্যাকুল হইয়া কিরূপে জলপান পাঠাইয়া দিবেন, বাটির বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সেই পাঠশালায় যাইতেছিলেন। স্ত্রীলোকটী তাহাকে সেই জলপান লইয়া যাইবার অনুরোধ করিলেন। সে ব্যক্তি কহিল, তাঁহার পুত্রকে চিনেন না। স্ত্রীলোকটী উত্তর করিলেন যে ছেলেটী পাঠশালার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সেই আমার পুত্র। বাস্তবিক তাঁহার পুত্রটী যৎপরো নাস্তি কুরূপ। কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে কন্দর্প তুল্য, সুন্দর দেখিতেন। লার্ড আর্গাইল কাম্বেল সাহেবের আত্মীয়। অতএব তিনি যে তাঁহাকে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন দেখিবেন এবং তাঁহার উপরে প্রীত ও প্রসন্ন হইবেন তাহা বিচিত্র

নহে। কিন্তু আমরা আর কাহাকে তাঁহার উপরে সন্তুষ্ট দেখিতে পাই না। সর্ব্বঙ্কষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা ভিন্ন তাঁহার কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের অন্য কোন যুক্তি নাই। অনেক সময়ে তাঁহার কার্য্যগুলি অব্যবস্থিতবৎ প্রতীয়মান হয়। কখন তিনি সম্প্রদায় বিশেষকে উন্নত করিবেন মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত ব্যক্তিকেও উন্নত পদ প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন, আবার কখন গুণানুসারে পদ দান ব্যবস্থা করেন, আবার কখন যে পদ লাভে যাহার প্রত্যাশা ও দাওয়া আছে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্যকে সেই পদ দেওয়া হয়। সিবিলসর্ব্বান্টদিগকে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশিত করাতে শিক্ষা বিভাগের এক ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়া ইংলিসম্যান পত্রে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা হালিডে গ্রাণ্ট বীডন গ্রে ও কাম্বেল সাহেবকে বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম, কিন্তু কেহই কাম্বেল সাহেব ন্যায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের অপ্রিয় হন নাই। হালিডে সাহেব সর্ব্ব প্রথম লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হন, অতএব আমরা তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলাম। সর জন গ্রাণ্ট সাহেব এক গুঁয়ে ছিলেন; কিন্তু তিনি বরাবর বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তন্নিবন্ধন নীলকর প্রভৃতি সাহেব দল তাঁহার উপর চটা ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহা হইতে বঙ্গদেশের অসীম উপকার লাভ হয়। কৃষক সম্প্রদায় নীলকরদিগের অত্যাচার ও অধীনতা মোক্ষ হইতে মুক্ত হয়। গ্রাণ্ট সাহেবের নাম প্রত্যেক বাঙ্গালির হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত আছে। বীডন সাহেবের আপনাকে এমনি উচ্চ বলিয়া বোধ ছিল যে তিনি এদেশীয়দিগকে তাঁহার মহিমার স্পর্শ করিবার যোগ্য জ্ঞান করিতেন না এই কারণে, লোকের পশু পক্ষীর কষ্টে যে কষ্ট অনুভব হয়, এদেশীয়দিগের মহা বিপত্তিতেও তাঁহার সে কষ্ট বোধ ছিল না। তাঁহার এই দৌর্জ্জন্য নিবন্ধন উড়িষ্যায় লক্ষ লক্ষ লোক অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইল। তাঁহার নাম বর্গিদিগের নাম অপেক্ষাও এদেশের লোকের চিত্তের অধিকতর উদ্বেগ জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু তিনি সাহেব মহলে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন ছিলেন। গ্রে সাহেব মহোদার গুণসম্পন্ন অতি সদাশয় লোক ছিলেন প্রজার যাহাতে মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। প্রজার মঙ্গল তাঁহার এমনি প্রেমাস্পদ হইয়াছিল যে তিনি তাহার অনুরোধে অসময়ে স্বপদ পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি প্রজার কল্যাণ বিসর্জ্জন করিলেন না। এই কারণে তাঁহার নাম এদেশের হৃদয় প্রদেশের অতি নিগূঢ় স্থানে মহার্ঘ রত্নের ন্যায় যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কাম্বেল সাহেব না হিন্দুর না মুসলমানের না খৃষ্টানের কাহারই স্নেহভাজন হইলেন না। তিনি আইনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যাঁহাদিগকে সর্ব্বঙ্কষ ক্ষমতা চালনের অধিকার দিতেছেন, তাঁহারাই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট নহেন। বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই আইন লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে চান না।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, কাম্বেল সাহেব প্রজার অনুরাগ ভাজন হওয়া শাসন কর্ত্তার শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় বলিয়া যদি জ্ঞান করেন, যথেচ্ছ ব্যবহার পরিত্যাগ করুন।

অসঙ্গত সুদ লওয়া না হয় তাহার উপায়।

ইংলণ্ডের লোকেরা বলেন, এক্ষণে রেলওয়ে দুর্ঘটনার যেরূপ প্রাচুর্য্য হইয়াছে, দুই একজন ডাইরেক্টরের শকট চক্রে পতিত হইয়া মৃত্যু না হইলে আর ইহার নিবারণ পক্ষে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সমধিক যত্ন হইবে না। এ কথার তাৎপর্য্য এই, যদি কোন বিষয়ে নিজের কষ্ট না হইয়া কেবল অন্যের কষ্ট হয় তাহার নিবারণার্থ লোকের তাদৃশ চেষ্টা বা যত্ন হয় না। নিজের কষ্ট হইলেই তন্নিবারণার্থ যত্ন জন্মিয়া থাকে, এটী মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সময়ে সময়ে এইরূপ ভাব দেখা যায় তাঁহারা নিজের স্বার্থ দ্বারা চালিত না হইলে প্রজার কষ্ট নিবারণ পক্ষে যত্নবান হন না। নিম্নে একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে তদ্দ্বারাই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। প্রায় ৪০ বৎসর হইল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ফরেষ্টার নামক এক ব্যক্তির কতকগুলি অস্ত্র কাড়িয়া লন, ষ্টেট সেক্রেটারির বিরুদ্ধে এ বিষয়ে অভিযোগ হওয়াতে প্রিবি কাউন্সিল ঐ সকল অস্ত্রের মূল্য ধরিয়া ডিক্রি দেন, মূল্যের যেরূপ সুদ ধরিয়া ডিক্রি দেওয়া হয় তাহা নিতান্ত অধিক। যাহার অস্ত্র তিনি যেরূপ সুদের জন্য অভিযোগ করেন, প্রিবি কাউন্সিলকে সেইরূপ সুদেরই ডিক্রি দিতে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টকে সেই নিতান্ত অতিরিক্ত সুদ দিতে হইয়াছে বলিয়া গায়ে লাগিয়াছে, এবং যেখানে নিতান্ত অতিরিক্ত সুদের জন্য নালীশ হয় বিচারপতিগণ যাহাতে সেরূপ অন্যায় সুদের ডিক্রি না দিয়া আপনারা যেরূপ সুদ সঙ্গত বুঝিবেন সেইরূপ সুদের ডিক্রি দেন, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে যত্নবান হইয়াছেন। সম্প্রতি অধিক হারের সুদের ডিক্রি সম্বন্ধে পঞ্জাবের প্রধানতম আদালত এক সরকুলার বাহির করেন। আমাদিগের কলিকাতার হাইকোর্টও সেই সরকুলারটী এদেশে

প্রচলিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। হাইকোর্ট এই বলেন, অনেক মকদ্দমায় দেখিতে পাওয়া যায় লোকে কিরূপ অবস্থায় টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল সে বিষয় বিবেচনা না করিয়া বিচারপতিগণ বেশি হারের সুদের ডিক্রি দেন। কিন্তু যে সকল অধমর্ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং স্বচ্ছন্দমনে অধিক হারের সুদে খত লিখিয়া দিয়া টাকা লয় তাহাদিগকে বিচারপতিগণ সেই সুদের হস্ত হইতে মুক্ত করেন, হাইকোর্টের এরূপ অভিপ্রায় নয়। অনেক সময়ে এরূপ ঘটে অধমর্ণ অজ্ঞতা নিবন্ধন বা ভয় প্রযুক্ত কিম্বা উত্তমর্ণের নিতান্ত অধীন বলিয়া অথবা নিতান্ত বিপদে পড়িয়া বেশি হারে সুদ লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ লয়। এমন স্থলে বিচারপতিগণ বিবেচনা পূর্ব্বক সুদ ধরিয়া ডিক্রি দিয়া ঐ সকল লোককে রক্ষা করেন হাইকোর্টের ইচ্ছা। আমরা হাইকোর্টের এই আদেশ দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। খতের লিখিত মত সুদ সহিত ডিক্রি দেওয়াতে অনেক দরিদ্র অধমর্ণ মারা যায়, উহারা বিপদে পড়িয়াই কিম্বা ভয় প্রযুক্ত অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ লয়। দুর্দ্দান্ত জমীদার ও মহাজনেরা ঐরূপে খত লিখিয়া লইয়া পরে উহাদিগের সর্ব্বনাশ করে। হিন্দু আইনেও আছে যে, কোন কারণে ও কোন কালেও উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট হইতে সুদে আসলে একত্রে আসলের দ্বিগুণের অধিক পাইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায়, অধমর্ণকে ১০ টাকা কর্জ্জ লইয়া ৪০ টাকা সুদ ও ঐ আসল ১০ সমুদায়ে ৫০ টাকা দিতে হয়। এ রীতি অতিশয় জঘন্য সন্দেহ নাই। অতএব হাইকোর্ট যে নিয়ম করিতেছেন, সেটী উত্তম হইতেছে। তবে কে বিপদে পড়িয়া বা অন্যান্য কারণে অধিক সুদে খত লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ লইয়াছে, এবং কেইবা ইচ্ছাপূর্ব্বক খত লিখিয়া দিয়াছে, এবং খতের লিখিত সুদ দিতেও অসমর্থ নয়, বিচারপতিগণ এই উভয়ের বিশেষ বিবেচনা করিয়া মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

বিবিধ সংবাদ।

২৮এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষের অর্থের যে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বড় আয়াস পাইতে হয় না, সর্ব্বদা ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নিম্নে একটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠকগণ দেখিবেন, ভারতবর্ষের অর্থের প্রতি কাহারও মমতা আছে কি না। আমাদিগের ইণ্ডিয়া আফিসের ভূতপূর্ব্ব একাউণ্ট্যাণ্ট জেনরল গুড্লিফ সাহেব সম্প্রতি রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দেন। ফসেট সাহেব জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, যখন তাঁহাকে বার্ষিক ৯ হাজার টাকা পেন্সন দেওয়া হয় তখন তিনি কার্য্যে অসমর্থ হন নাই, কার্য্য করিবার তাঁহার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে পেন্সন দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন তিনি যে ২৫ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন উহার ১৫ বৎসর ইংলিস সিবিল সর্ব্বিসে এবং ১০ বৎসর মাত্র ইণ্ডিয়া আফিসে অতিবাহিত হয়, কিন্তু সমুদায় পেন্সন ভারতবর্ষের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রথম, তাঁহার সামর্থ্য ও কার্য্য করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে পেন্সন দিবার কারণ কি? দ্বিতীয় তিনি ১০ বৎসর মাত্র ইণ্ডিয়া আফিসে কার্য্য করেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ ২৫ বৎসরের পেন্সন ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইল কেন? ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কি এই দুটী প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর দিতে পারেন? যাহা হউক, রাজস্ব কমিটি দ্বারা অনেক গুপ্ত বিষয় বাহির হইয়া পড়িতেছে।

সিবিলিয়ানেরা শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিতেছেন বলিয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। সম্প্রতি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হপ্কিন্স সাহেবকে ভূতপূর্ব্ব ইন্স্পেক্টর মার্টিন সাহেবের পদে নিযুক্ত করাতে বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের একজন কর্ম্মচারী আক্ষেপ করিয়া ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন। আর একজন সিবিলিয়ানকে ৩ মাসের জন্য ঢাকায় ইন্স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ চতুর্থ শ্রেণীতে ভাল ভাল লোক থাকিতে কাম্বেল সাহেব যে পেডলার নামক একজন অল্পজ্ঞ ও অদূরদর্শী আন্কোরা বিলাতী যুবককে উক্ত সার্ব্বিসের তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে পত্র প্রেরক অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগীয় কর্ম্মচারিদিগের যে আক্ষেপ সিবিলিয়ানদিগেরও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সেই আক্ষেপ আছে। যিনিই হউন, উপযুক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্ম দেওয়া যদি কাম্বেল সাহেবের অভিপ্রেত হয়, তাহাতে কাহারও আপত্তি করা উচিত হয় না। আমরা বলি এই, কোন বিভাগে উপযুক্ত লোক থাকিতে অন্য বিভাগ হইতে লোক আনিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত করিলে সুবিবেচনার কার্য্য হয় না। পেডলার সাহেবকে তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিয়া কাম্বেল সাহেব যে নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছেন এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল সেদিন কোহিস্থানে যে শিলাবর্ষণ হয় উহার মধ্যে অর্দ্ধমণ পরিমিত অনেকগুলি শিলা পতিত হইয়াছিল। ইহাকেই আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া বলে।

নর্থওয়েষ্টর্ণ হেরাল্ড পত্রে লিখিত হইয়াছে, ১৮৬৫ অব্দের উকীল ও মোক্তারদিগের আইন নামক যে এক আইন হয় উহাতে লিখিত আছে, ১৫ টাকা ষ্টাম্পের সার্টিফিকেটধারী উকীলদিগের আলাহাবাদ বিভাগের ছোট আদালতে ওকালতী করিবার অধিকার নাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্ট সম্প্রতি এই আইন প্রদর্শন করিয়া অনেক উকীল মোক্তারকে আলাহাবাদের ছোট আদালত হইতে তাড়াইয়াছেন। ইংরাজ জাতির বুদ্ধি অন্য বিষয়ে যেরূপ

হউক, কিন্তু ব্যবস্থা প্রণয়ন বিষয়ে ইহাঁদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর নাই। এইক্ষণ যে ব্যবস্থাটী বিশুদ্ধ বলিয়া স্থির হইল! পরক্ষণেই আবার তাহার দোষ বাহির করা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার কাজ সন্দেহ নাই। ১৮৬০ অব্দের ৪২ আইনে ঐ সকল উকীলকে ওকালতি করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, আবার ১৮৬৫ অব্দে উহাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া আদালত হইতে বহিষ্কৃত করা হইল।

গত ৪ ঠা জুন গোয়ালিয়রের রাজা সিমলা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। ইহার মধ্যেই সিমলার প্রতি অরুচি হইল!

কাশ্মীর নবাবের রাজ্যমধ্যে দুষ্ট লোক কেন থাকে, গবর্ণমেণ্ট নবাবের নিকট ইহার কৈফিয়ত চাহিয়াছেন। ব্রিটিশ রাজ্য মধ্যে কি সকলেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির?

বোম্বাই গেজেট বলেন, ওয়াডোয়ানের সর্দ্দার বলিয়াছেন, মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট ঔষধি সকলের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে যিনি একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে পারিবেন, তিনি তাহাকে এক শত টাকা পুরস্কার দিবেন। শুদ্ধ প্রস্তাব দ্বারা কাজ হয় না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, ভারতবর্ষে এক কমিশন পাঠাইবার জন্য রাজস্ব কমিটিকে পীড়াপীড়ি করা হইতেছে। কিন্তু ফসেট সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। তিনি বলেন, রাজস্ব কমিটির দ্বারা পুনঃপুন পরীক্ষা (ক্রস্ এগ্জামিনেসন) না হইলে প্রকৃত বিষয় জানা যাইবে না, অতএব ভারতবর্ষে কমিশন পাঠাইয়া সে উদ্দেশ্য সাধন হইবে না। আমরা হিন্দুপেট্রিয়টের সহিত একমত হইয়া বলিতেছি যদি কমিশন পাঠাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি না হয়, রাজস্ব কমিটি লিখিত প্রশ্ন পাঠাইয়া ভারতবর্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করুন। গবর্ণমেণ্ট যে বলিয়াছেন যাঁহারা এদেশ হইতে সাক্ষ্য দিতে যাইবেন তাঁহাদিগের পাথেয় লাগিবে না, তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প। যাঁহারা উপযুক্ত তাঁহারা নিজের পয়সা ব্যয় না করিয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে যাইতে স্বীকার করেন কি না সন্দেহ। পক্ষান্তরে যে সে লোক গেলেও কাজ হইবে না।

২৯ এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় মেজর জেনরল নর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের অনেক উপকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কে, সি, বি, উপাধি দেওয়া হইয়াছে। এত শীঘ্র? আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অন্য যে গুণ থাকুক না থাকুক, অন্যকৃত উপকার বহুকালেও বিস্মৃত হন না।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল, জুনাগড়ের রাজপুত্রের বিবাহে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকায় না কি অন্য অন্য ব্যয়ের ন্যায় একটী হাইস্কুল করা এবং লার্ড নর্থব্রুক তথায় গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্মরণার্থ "লার্ড নর্থব্রুকস্কলারশিপ" নামে আটটী ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। এইগুলিই পাকা ব্যয়, ঈদৃশ ব্যয়ে কেবল যে ব্যয়কর্ত্তার নাম চিরস্মরণীয় হয় এরূপ নয়; দেশও সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে। ইউরোপ খণ্ড এই ব্যয়ের গুণে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। রোশনাই তোপ বাজি পোড়ান প্রভৃতি কাঁচা ব্যয়। আমাদিগের দেশের লোকেরা পাকা ও কাঁচা ঘরের প্রভেদ আজিও বুঝিতে পারিলেন না বড় দুঃখের বিষয়।

সম্প্রতি কতকগুলি বাঙ্গালি ধাঙ্গেলোরে গিয়া এই প্রচার করে, তাহাদিগকে যত টাকা দিবে তাহারা দ্বিগুণ করিয়া দিতে পারে। যে সকল লোক বিনা পরিশ্রমে বড় মানুষ হইতে চায় সেই দলের কতকগুলি লোক লোভে পড়িয়া উহাদিগের নিকটে টাকা দেয়, কিন্তু দ্বিগুণ চুলায় যাক একগুণও পাইল না, দ্বিগুণকারীরা কিছু হাতাইয়া প্রস্থান করিয়াছে। স্বদেশের অপেক্ষা বিদেশেই বিদ্যা অধিক খাটে। এটী একটী পুরাতন জুয়াচুরী।

শিক্ষাবিভাগের ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের বেতন ও পদ লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের বিষয়ে কাহারও মুখে একটী কথা নাই। যে সকল কালেজে ইউরোপীয় প্রিন্সিপাল আছেন, তাঁহাদিগের হাজার বারশত বেতন কিন্তু কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপালের বেতন ৩০০ টাকা মাত্র। এটী আমাদিগের রাজপুরুষগণের সমপক্ষপাতিতার ফল!!

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বজ্রযোগিনীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার বাবু কালীকিশোর গুহ বজ্রযোগিনী হইতে মীরকাদিম পর্য্যন্ত একটী রাস্তা করিবার জন্য ১৬০০ এবং মুন্সীগঞ্জ উপবিভাগে একটী পুষ্করিণী খননার্থ ৮০০ টাকা দিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত দর্শনই আমাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

রঙ্গপুর হইতে বহুপরিমাণে মেটেতৈল আমদানী হইতেছে। এ তেল কেরোসিন অয়েল অপেক্ষা ভাল অথচ সস্তা।

মিরর বলেন, কলিকাতা মাদ্রাসার পারস্য ভাষার শিক্ষক মৌলবী আগা আহম্মদ আলীর ঢাকায় মৃত্যু হইয়াছে। ইনি পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন এবং উক্ত ভাষায় অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

জাপানের মিকেডো যে সকল খৃষ্টানকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহাদিগকে মুক্ত করিয়া বাটীতে যাইতে দিয়াছেন। আর কিছু দিন আটক রাখিলেই টের পাইতেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট আদর্শক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক রবার্টসন সাহেব সম্প্রতি বর্ত্তমান কৃষি বিষয়ে বক্তৃতা কালে এদেশীয় কৃতবিদ্য যুবকদিগকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দ্বারা নিম্নশ্রেণীকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আর বড় পরামর্শ দিতে হইবে না। যেরূপ কাল দিন পড়িয়াছে বি, এ এম, এ, দিগেরও হল চালন ব্যতিরেকে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার ঘটিয়া উঠা ভার হইবে।

যে সকল দেশীয় যুবক সেনাদলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত সংবাদটী তাঁহাদিগের হৃদয়পরিতোষকর হইবে সন্দেহ নাই। বেঙ্গল টাইমস বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমত্যনুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, যোদ্ধৃবংশ সম্ভূত ও সৎকুলজাত যুবকদিগকে ক্রমে ক্রমে দেশীয় সেনাদলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান দেশীয় আফিসর-

দিগের অপেক্ষা ইহাদিগের কি শিক্ষা কি সামাজিক অবস্থা সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট দরের লোক হওয়া চাই। বয়স ২০বৎসরের অধিক হইবে না, সবলকায় হওয়া চাই, লিখিতে পড়িতে জানিতে হইবে এবং যদি অশ্বারোহী দলে প্রবেশ করিতে চান, ঘোড়া চড়িতে পারা চাই। বুঝি শিকে ছেঁড়ে।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে এক ব্যক্তি মাছ ধরিতে ধরিতে একটী মাছ দাঁতে কামড়াইয়া আর একটী মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময়ে ঐ মাছটী অকস্মাৎ তাহার দন্তভ্রষ্ট হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কণ্ঠ রোধ করিয়া তাহার জীবন নাশ করিয়াছে!

১লা এবং ২রা জুন সিমলায় পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। ইহারাও শৈলবিহারার্থ গিয়াছে না কি?

সেদিন লক্ষ্ণৌএ একজন সৈনিক কূপ মগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সৈনিকদলে আজি কালি আত্মহত্যার কিছু বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। ইহারা ডারউইনের মতাবলম্বী হইতেছে না কি?

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে পঞ্জাবে ৭৯ খানি পুস্তক ১৯ খানি সাময়িক পত্র এবং ১০ খানি অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন, পারস্যের সাহা ৫০০০০০০০ টাকা পাথেয় লইয়া ইউরোপে গিয়াছেন। এই পাঁচ কোটি টাকায় কয় কোটি প্রজার প্রাণ লইয়া টানা টানি পড়ে বলা যায় না।

আহম্মদ বক্স নামক এক ব্যক্তি অনেক গুলি জাল করিয়াছিল বলিয়া লক্ষ্ণৌএর কমিশনর কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাঁহার ৭ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেন। জুডিসিয়াল কমিসনরের নিকট আপীল করাতে তিনি আর ৭ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া ১৪ বৎসর কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে চুলকে ব্রণ তোলা।

৩০ এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

লাহোরস্থ সংবাদ পত্রের সীমান্তস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, রুশীয়েরা খিবা অধিকার করিয়া উক্ত নগরে রুশীয় উপনিবেশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বহু সংখ্য পারস্য সেনা সীস্তানে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। হিরাটের গবর্ণর সুলতান আহম্মদ খার ভ্রাতা সেকন্দার খাঁ এবং আবদুল রহমন খাঁ রুশীয় শিবিরে রহিয়াছেন।

গত কল্য বেরিলির ৬ ক্রোশের মধ্যবর্ত্তী চান্দসী হইতে ইয়নলা পর্য্যন্ত অযোধ্যা ও রোহিল খণ্ড রেলওয়ে খোলা হইয়াছে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে এক নীলামে পূর্ণবয়স্ক দুটী স্ত্রীলোকের একখানি ছবি ৩০০ গিনিতে (প্রায় ৬৬১৫০ টাকা) বিক্রীত হইয়াছে। রাবণ কেবল সংবাদ শুনিয়াই দশ মস্তকসহ রাজত্ব পণ করিয়া সীতাকে ক্রয় করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

৩১ এ মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৯৫৯৯০ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ৫১৭৯৭০ টাকা আয় হইয়াছিল

২২ এ দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, উরগঞ্জের রাস্তায় বণিক দিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইতেছে বলিয়া তাজখন্দ ইয়ারখন্দ এবং বোখারার বণিক গণ দ্রব্যাদি পাঠান বন্ধ করিয়াছেন। তাহারা এ বিষয় বিবেচনার্থ রুশীয় গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন! উরগঞ্জের অধিকার বিষয়ে বোখারার রাজা রুশীয়দিগের অনেক সাহায্য করেন। উরগঞ্জ অধিকার করিয়া যখন তত্রত্য রাজা পলায়ন করেন, বোখারার রাজা তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাদ্ গমন করিয়াছিলেন। পরে রাজা আত্ম সমর্পণ করেন।

সিন্ধিয়ার মহারাজ গত বৃহস্পতিবার অম্বালায় উপনীত হইয়া শুক্রবার গোয়ালিয়ারে যাত্রা করিয়াছেন।

দিল্লী হইতে রেওয়ারি পর্য্যন্ত একটী নুতন রেলওয়ে হইয়াছে। বোধ হয় উহা ১৫ই জুলাই খোলা হইবে।

গোয়ালন্দের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে বেঙ্গল টাইমস সংবাদ পাইয়াছেন, যে ৬ ই জুন ঢাকা মেইল বোট ঝড়ে মারা গিয়াছে। পরে বোটখানি নদীর দক্ষিণ দিকে পাঁচ ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া তীরে লাগে। কিন্তু জাফরগঞ্জের ভিন্ন আর সকল মেইল ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে। কাহারও মৃত্যু হয় নাই।

কিছুদিন হইল গোরক্ষপুরের কতকগুলি চামার পশুদিগকে বিষ খাওয়াইয়া তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্ট করিত। স্পেডিং সাহেবের যত্নে ১২৫ জন চামার ধৃত হইয়াছে এবং ৮০ জনের দোষ প্রমাণ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এরূপ এক একটী হুজুক উঠে। এটী ত সেই হুজুক নয়।

গত মে মাসে কলিকাতায় ৪১২৪৪ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি হয় কিন্তু উক্ত মাসে ২৮৫০৬১৫ কম টাকা বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়। চাউল, পাট, চামড়া অহিফেন, এবং রেসম অল্প আমদানি হইয়াছে। শুল্কে ২৭৩৪৫৩ টাকা কম আদায় হইয়াছে।

৩১ এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধি অনুসারে সেসিয়নে যে সকল মকদ্দমা হইবে তাহাতে যে স্থলে অপরাধী ব্যক্তি ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান না হইবে সেস্থলে ৫ জন মাত্র জুরি থাকিবে। জুরি নিয়োগ বিষয়েও ইতর বিশেষ!

বঙ্গদেশীয় অহিফেনের প্রথম ৩ মাসের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অহিফেনের দুই মাসের শুল্কে যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ১১৯৯০৯ টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশীয় অহিফেনে ৬৪৬৩৯০ এবং মালওয়ার অহিফেনে ৪৬২৭০০ টাকা হইয়াছে। অহিফেনের এই রূপ লাভ দেখিয়া পঞ্জাব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে ইহার চাসের বৃদ্ধি জন্য চেষ্টা পাওয়া হইতেছে। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি সমুদায় ভারতবর্ষ অহিফেন ক্ষেত্র হইয়া উঠে।

বাঙ্গালোরে পুনরায় ডেঙ্গ্ দেখা দিয়াছে! ভারতবর্ষ সকলেরই মিষ্ট লাগে, একবার প্রবিষ্ট হইলে কেহ আর ছাড়িতে চায় না।

আমাদিগের রাজপুত্র ডিউক অব এডিন্

বরা আজিও ইটালিতে থাকিয়া রুশীয় সম্রাটের কন্যার সহিত প্রণয় বন্ধন করিতেছেন। এই কার্য্যেই ত অর্দ্ধ বিবাহ হইয়া গেল। শুনা যাইতেছে সম্রাট কন্যা তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন নাই। যদি বিবাহ না হয়, কোর্টশিপটী উপরি লাভ হইয়া গেল।

সম্প্রতি সিকিমের রাজা দারজিলিঙে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরেরসহিত সাক্ষাৎ করেন। দারজিলিঙ এবং নিকটবর্ত্তী চাক্ষেত্র সকলের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট রাজাকে বার্ষিক যে ৯০০০ টাকা দেন উহা কিছু বৃদ্ধি করিবার জন্যই তাহার আসা। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই সাক্ষাৎকার হইতে অন্য অন্য লাভেরও সম্ভাবনা করিয়াছেন।

গত এপ্রেল মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৩১১০৩১ হান্দর তূলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

উক্ত পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, কলিকাতা পোষ্ট আফিসের একটী ভয়ানক চৌর্য্যকাণ্ড ধরা পড়িয়াছে। কিছু দিন ধরিয়া দুটী বাবু এবং একজন পেয়াদা অনেক চিঠিপত্র চুরি করিয়া একটী আফিস বাক্সে রাখিত। চিঠি পত্র এবং অর্দ্ধ নোট সকল চুরি যাইবার সংবাদ আসাতে উপরিতন কর্ম্মচারিরা ক্রমে সাবধান হইলেন। গত বৃহস্পতিবার ঐ সিন্দুকটী খোলা হয়। উহাতে ৫০০ টাকার একখানি ২০ টাকার দুই খানি এবং ১০ টাকার দুইখানি নোট পাওয়া যায়। পেয়াদার বাক্সে অনেকগুলি অর্দ্ধ নোট চেক মণিঅর্ডর ও চিঠি পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। আমাদিগের নিকট যে দুইখানি দুই নম্বরের অর্দ্ধ নোট আছে, অনুসন্ধান করিলে উহার মধ্যে ইহার অপর দুই অর্দ্ধ নোট থাকিতে পারে।

৩২ এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

ইংলিসম্যান বলেন, কলিকাতার একজন প্রধান বণিক (আমরা শুনিয়াছি ললিত মোহন কাপালী) ফেইল হইয়াছেন। ইহার বাজার দেনা ১০। ১২ লক্ষের অধিক হইবে না। আমরা ইঁহাকে যেরূপ জানি তাহাতে ১০। ১২ লক্ষ টাকার জন্য ইঁহার ফেইল হওয়ার বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ হয়।

সম্প্রতি বরদার রাজা গুইকুমারের যে পীড়া হয়, তিনি সেই পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া ২৫ হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা যাহাতে অধিক আহার করিতে পারে এই জন্য উহাদিগকে পূর্ব্ব দিবস উপবাস করাইয়া রাখা হইয়াছিল (কিছু কিছু সিড্‌লিস পাউডার খাওয়াইয়া রাখিলে আরো ভাল হইত)। পর দিন উহাদিগকে আহার করাইয়া ৩ লক্ষ টাকা ভোজন দক্ষিণা দেওয়া হয়। অনেকে এরূপ আহার করিয়াছিল যে গরুর গাড়িতে করিয়া উহাদিগকে বাটীতে পাঠাইতে হইয়াছিল। আমাদিগের এ অঞ্চলের যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কলিকাতার দুই এক বড়মানুষের বাটীতে সম্পূর্ণ আহারের পর এক এক হাঁড়ি ক্ষীর খাইয়া ৫। ৭ টাকার এক এক খানি বনাত পান, এ সংবাদটী পাঠে তাঁহারা বঙ্গদেশকে ধিক্কার দিবেন সন্দেহ নাই এবং মনে মনে বরদায় উঠিয়া গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিবেন।

১লা আষাঢ় শনিবার।

গত শনিবার পুনাতে অত্যন্ত ঝড় হইয়া গিয়াছে। তিনজন মনুষ্য এবং দুটী মহিষ বজ্রাঘাতে হত হইয়াছে।

আবুথাবির সর্দ্দার নিজরাজ্য হইতে বিদেশে দাস পাঠান বন্ধ করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সন্ধিপত্র করেন, তাহাতে পুনরায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। মস্কাটের সুলতান সায়দতুর্কি তাঁহার রাজ্য মধ্যে দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের পঞ্চম ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিক্কা	১০৩—১০৩৵
৪	"	কোং	১০৩।০—১০৩।৵০
৪॥	"	"	১০৬৮—১০৭
৪॥	"	"	১০৬—১০৬।০
৪॥	"	"	১০৫।০—১০৫॥০
৫॥	"	"	১১০৮—১১০৮৵

—:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৬ ই জুন। সাপ্তাহিক তুলার রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, সুরাটের তুলার বড় কাটতি হয় নাই, লোকে অমরাবতী এবং ঢোলারার মধ্যবিধ তুলা সকল আগ্রহ সহকারে ক্রয় করিয়াছেন। উৎকৃষ্টতর তুলা সস্তাদরে বিক্রীত হইয়াছে। কারণ আমেরিকা হইতে অনেক তুলা আসিয়াছিল।

ব্রেজিলের জন্য অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৫০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুন। মে মাসে গ্রেট বিটেন হইতে ২২৬০৭৮০২০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয় এবং তথায় বিদেশ হইতে ৩৪৩৩৯০২০৬০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়।

রুশীয় সম্রাট বিএনা হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

মাড্রিড ৭ ই জুন। ক্যাটেলোনিয়ার সেনাধ্যক্ষ সিগনর বিলাডি সৈন্যগণ বিদ্রোহী হওয়াতে পদত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই জুন। সংবাদ আসিয়াছে খিবা যুদ্ধে যে সকল সেনাদল যাইতেছিল উহারা সকলেই অগ্রসর হইতেছে, কেবল অত্যন্ত গ্রীষ্ম এবং জলকষ্ট নিবন্ধন কাস্পিয়ান সেনাদল ক্রাসনোবডস্কে প্রত্যাগমন করে।

কিউবার বিদ্রোহিদিগের সহিত সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

অদ্য পারস্যের সাহা বার্লিন হইতে এসেন এবং ওয়েস্‌বেডেনে যাত্রা করিয়াছেন।

ইউট্রেক্টের আর্চ বিশপ এবং প্রশিয়ার প্রিন্স আডালবার্টের মৃত্যু হইয়াছে।

পারিস ৭ ই জুন। ফ্রান্সের ব্যাঙ্ক গর্ণমেণ্টকে যে অগ্রিম ২০ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিবেন বলেন, তাহার প্রথম কিস্তি ৫ কোটি বৃহস্পতিবার দেওয়া হইয়াছে। বাকি ৩ কিস্তি ৫ ই জুলাই ৫ ই আগষ্ট এবং ৫ ই সেপ্টেম্বর দেয়।

লণ্ডন ১০ ই জুন। আলেকজাণ্ডার প্রাসাদের ধ্বংস ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রায় এক পক্ষ কাল হইল এই প্রাসাদটী মহা সমারোহে খোলা হইয়াছিল। মজুরেরা আহারের পর যে পাথরিয়া কয়লায় আগুন রাখিয়াছিল, সেই আগুন ছাদে ধরিয়া গিয়া সমুদায় ভস্মীভূত হয়, কেবল ছবিগুলি এবং অন্যান্য শিল্প দ্রব্য রক্ষা হইয়াছে। এই বাটীটীর জন্য ৬০০০০০০০০ টাকা ব্যয় হয়, কাহারও মৃত্যু হয় নাই।

আয়ারলণ্ডের উৎকৃষ্টতর শাসন প্রণালীর জন্য লার্ড রসেল এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই জুন। সেনাপতি শ্যানজী আলজিরিয়ার গবর্ণর হইয়াছেন।

বার্লিনে পারস্যের সাহার সহিত ব্যারন্ রিউটারের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

পারিস ৯ ই জুন। প্রিন্স নেপোলিয়ন ও মার্শল ম্যাকমেহন পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

পারস্যের সাহা ওয়েসবেডেনে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই জুন বৈকাল। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৬ ই মে এবং বোম্বাই হইতে ১৯ এ মে যাত্রা করে, অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই জুন। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ২৩৩০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই জুন। প্রিন্স বিসমার্ক বলিয়াছেন এবারে যে পোপ নির্ব্বাচিত হইবে তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

স্পেন ১১ ই জুন। স্পেনের মন্ত্রীগণের রাজস্ব বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে তাঁহারা পুনরায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

প্রিন্স নেপোলিয়ন পারিসে উপনীত হইয়াছেন। বোনাপার্টিষ্ট দল অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

জর্ম্মনির সম্রাট এখনও সুস্থ হইতে পারেন নাই।

—::—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ মে। বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ গোয়ালপাড়ার বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইবেন।

৩০ এ মে। শ্রীযুক্ত উইলিয়ম হেনরি রাইলাণ্ড সাহেব ১৮৭২ অব্দের ৮ আইন অনুসারে কলিকাতা এবং উপনগরের কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

বারাকপুরের ষ্টেসন ষ্টাফ সারজন আগড়পাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার একজন অতিরিক্ত সভ্য হইবেন।

মৌলবি মহম্মদ সোবান হাইদার লোহারডগার প্রথম শ্রেণির সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু কঞ্জবিলাল—হাজারিবাগ।

বাবু রাইচরণ ঘোষ বি, এ,—মানভূম।

শ্রীযুক্ত চারলস জেনিন্স সাহেব কিছুদিনের জন্য সিলেটের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

কামরূপের সহকারি কমিশনর কাপ্তেন টী. বি, মিচেল সাহেব প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৬ ই জুন। মৌলবি হাদি আলী খা আরা বিভাগের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

শ্রীযুক্ত এফ, সি, ওয়ারসলি সাহেব পাটনা বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সারজন জে, এম. জোরাব এম, বি, কিছুদিনের নিমিত্ত বালেশ্বরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সারজনের প্রতিনিধি হইবেন।

মুন্সি আবদুল মাহি ফরিদপুরের অন্তর্গত গোপাল গঞ্জের সব রেজিষ্টার হইবেন।

মুন্সি আবদুল রসিদ ফরিদপুরের অন্তর্গত বাগডাঙ্গার সব রেজিষ্টার হইবেন।

শ্রীযুক্ত টী, নরমান সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ৪৯ ধারানুসারে ঢাকার রথ্যাকর কমিটির একজন সভ্য হইবেন।

সাহরণের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট টি, জি, চারলস সাহাবাদে বদলী হইলেন।

১০ ই জুন। এস, এজার সাহেব উড়িষ্যা বিভাগের স্কুল সমূহের জাইণ্ট ইনস্পেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এ, ওয়াড সাহেব কিছুদিনের জন্য হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত পি, ডি ডিকেন্স সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় একজন প্রতিনিধি পুলিষ মাজিষ্ট্রেট হইবেন। ইনি আরো ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিলড সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জজ হইবেন।

শ্রীযুক্ত এফ. ডবলিউ ব্যাডকক সাহেব ১৮২৫ অব্দের ৯ এবং ১৮২২ অব্দের ৫ আইন অনুসারে ভাগলপুর মুঙ্গের এবং পূর্ণিয়াতে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

———

আমাদিগের পঞ্জাবসিমা-ডেরা এস্মাইল খাঁস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

মে মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে, বেলা ১০ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত সূর্য্য খরতর কর জাল বিকীর্ণ করিয়া জীবকে দগ্ধ করিতে থাকে, তবে বোধ হয় এখানে মুলতান অপেক্ষা গ্রীষ্মের তেজ কিছু ন্যুন হইবে। এই সময়ে অত্রস্থ সাহেবেরা ইহার পার্শ্বস্থ সলিমান পর্ব্বতের শাখা সেখবুদ্দীন পাহাড়ে অবস্থিতি করেন। এই পাহাড় এখান হইতে ১০। ১২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যদিও মাহির বা ড্যালহাউসীর ন্যায় এই পাহাড় প্রসিদ্ধ ও শীতল নহে তথাপি ইহা দুরন্ত গ্রীষ্মের বহু দূরবর্ত্তী। এখানে প্রায় গ্রীষ্ম অনুভূত হয় না। কি আশ্চর্য্য সাহেবেরা যেখানে থাকেন, সেই খানে আপনাদের আরাম খুঁজিয়া লন। তিন জন পাঠান পরিব্রাজক গাজী খাঁ, এস্মাইল খাঁ এবং ফতে খাঁ তিন স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন এই জন্য ডেরা গাজী খাঁ, ডেরা ফতে খাঁ ও ডেরা এস্মাইল খাঁ এই তিন নগর সংস্থাপিত হয়। তিন শত বৎসর অতীত হইল এই তিনটী নগর সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ডেরাগাজী খাঁ ও ডেরা এস্মাইল খাঁ প্রসিদ্ধ, ডেরা ফতে খাঁ দুই নগরের মধ্যে অবস্থিত। ইহা বালুকাময় মাঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত সামান্য জনপদ মাত্র। ডেরা গাজী খাঁয় যথেষ্ট বাণিজ্য কার্য্য সাধিত হয়। রেশম ও কার্পাসের বস্ত্রাদিও প্রস্তুত হইয়া থাকে; গোধুম নীল, কার্পাস প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে কৃষি কর্ম্মের জন্য জলের বড় কষ্ট হয় বলিয়া পূর্ব্ব হইতে খাল খনন করা হইয়াছে। এখন ইহার সংস্কার ও উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছে। মুলতানের ন্যায় গ্রীষ্ম কালে কেবল এই খাল সকল জলে পূর্ণ হয় মজফর গড়েও এইরূপ খাল আছে। ডেরা গাজী খাঁর নিকট সখী সরোবর নামে একটী

তীর্থ স্থান আছে। এখানে প্রতি বর্ষে অতি সমারোহে মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় অশ্বাদি বিক্রয় হয়, এখানেও একটী পুরাতন সামান্য দুর্গ আছে।

ডেরা এস্মাএল খাঁও পঞ্জাব সীমার মধ্যে প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। শীতকালের শেষে আফগানস্থান হইতে পাঠানেরা আসিয়া আফগানের ও মধ্য আসিয়ার জন্য বিবিধ দ্রব্য লইয়া যায়। তন্মধ্যে কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রাদিই অধিক। ইহার নিকট কালাবাগ নামক এক স্থান আছে তথায় লবণের খনি আছে। এই স্থান হইতে লবণ ও শস্যাদি লইয়া নানা স্থানে বাণিজ্য কার্য্য হয়। আফগানস্থান ও মধ্য আসিয়াতেও এই সকল দ্রব্য নীত হইয়া থাকে।

ডেরা-এস্মাএল খাঁর এক ক্রোশ দূরে সিন্দু বা আটক নদ প্রবাহিত হইতেছে। আমি এক দিন নদের কুলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলাম। এই সময়ে প্রতি রবিবারে অনেক লোক একত্র হইয়া স্নান ও জল ক্রীড়া করে। এই নদীতেও স্ত্রীলোকেরা উলঙ্গ হইয়া স্নান করে, বোধ হইতেছে পঞ্জাবের ব্যবহারই এই। এই সিন্ধু নদের অপর পারে কিছুদূর যাইয়া লেয়া নামক স্থান, ইহার নিকট থল বা বালুকাময় প্রান্তর। এই লেয়াতে নীল, চিনি, রেশম, কার্পাস উর্ণা লৌহ, তাম্র ও শস্যাদি বিবিধ দ্রব্যের বাণিজ্য হয়। শুনিলাম সিন্ধু নদের তীরে মাড়ী ও পাকী নামক স্থানের মধ্যে স্বর্ণ রেণু পাওয়া যায়। নীমলে লৌহখনি আছে। মাড়ী নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে লবণ পাওয়া যায়। কোলাচী, ভক্কর লেয়া এই তিনটী অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ স্থান, ডেরা এস্মাএল খাঁ জেলার অন্তর্ভূত। এই তিন স্থানে তিন জন তশিলদার (আমাদের দেশের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের মত) আছে। তাঁহারাই বিচারাদি কার্য্য সংসাধন করেন। টাঁক এখানকার অতি নিকট ১০। ১২ ক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। এই টাঁকে নবাব অবস্থিতি করেন। এই টাঁকে পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর হেনরি ডুরাণ্ট হস্তি হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন। ডেরা এস্মাইল খাঁর গিজার সম্মুখে তাঁহার সমাধি হয়। সমাধি স্থানটী দেখিয়া বাস্তবিক মনে ক্লেশ হইল। যাঁহাকে রাজ্য শুদ্ধ লোক হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন তিনি এই সীমাতে পতিত ও মৃত্তিকাসাৎ হইয়া আছেন। মানুষের পরিণামই এইরূপ হয়।

এই টাঁকের নবাবের অধিকারের মধ্যে দুর্ব্বৃত্ত উজীরীরা বাস করে। উজীরী মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত একরূপ অসভ্য দুর্ব্বৃত্ত জাতি। ইংরাজ অধিকারের কাহাকে পাইলেই তৎক্ষণাৎ বধ করে মুসলমানকেও ছাড়ে না। বন্নু ও কোহাট হইতে এখানে আসিতে বড় ভয়। প্রায় উজীরীদের হাতে অনেকের ধন প্রাণ যায়। সংপ্রতি কএক দিন হইল প্রায় তিন শত উজীরী এখানে আসিয়াছিল, তাহাদের ইচ্ছা ইংরাজদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এখানে থাকে। অত্রস্থ কমিসনর কহিলেন তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ ২৫ জন সপরিবারে এখানে অবস্থিতি করুক, তাহাদের খাদ্যাদি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইবে, কিন্তু এই নিয়মে থাকিতে হইবে যে সীমাতে কোন উজীরী ইংরাজ প্রজার উপর অত্যাচার করিলে তোমরা দায়ী হইবে। তাহারা ছয় মাস কেবল শীত কালে এখানে থাকিতে চাহিল গ্রীষ্মকালে স্ব স্ব পাহাড়ে যাইবে কহিল। কমিসনর কহিলেন তথায় না যাইয়া উপরের লিখিত সেখ বুদ্দিন পাহাড়ে থাকিবে। শুনিলাম দায়িত্ব বিষয়ে ও গ্রীষ্মকাল এখানে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মত না হইয়া প্রতি গমন করিয়াছে। বাস্তবিক এই নগরের কিছু দূরে যাইলেই সীমাস্থিত এই দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে পতিত হইতে হয়। মনে করুন আমরা কেমন স্থানে আসিয়াছি।

এখানে খাল নাই কিন্তু এই সময়ে লুনী নাম্নী স্রোতস্বতী পাহাড় হইতে নিঃসৃত হইয়া ক্ষেত্রাদি সমস্ত স্থানে প্রবাহিত হয়। তাহাতে এ সময়ে কৃষির বড় সুবিধা হয়। ইহার অভাবে বড় কষ্ট হইত। ঈশ্বর আশ্চর্য্য কৌশলে বিভিন্ন দেশের অভাব মোচন করেন।

অত্রস্থ ডেপুটী কমিসনর কাপ্তেন মেকলে বিশেষ দক্ষতার সহিত এই নগরের উন্নতি সাধন করিতেছেন। নগরের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধানার্থ ইহার বড় যত্ন। শুনিলাম মুলতানের নবাগত ডেপুটী কমিসনর কাপ্তেন ল্যাংও বিশেষ রূপে মুলতানের উন্নতি সাধনার্থ কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তথায় আর খালের বা নদীর মধ্যে স্ত্রীলোকেরা উলঙ্গ হইয়া স্নান ও জল ক্রীড়া করিতে পারে না। এখানে এইরূপ নিয়ম হয় তাহা হইলে ভাল হয়। পঞ্জাবের এই রীতি হইতে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। শুনিলাম কএকদিন হইল কএক জন দেশীয় সৈনিক পুরুষ সিন্ধু তীরগামী কএকজন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে লাহোরেও এইরূপ ব্যাপার কোন সময়ে হইয়াছিল। ইহা একটী সামাজিক পাপ বলিয়া নিষেধের বন্দোবস্ত করা উচিত।

মহাশয়! এখানেও আর চারিটী বঙ্গীয় ভ্রাতা দেখিলাম। এই দূর দেশে স্বজাতীয় ভ্রাতা দেখিয়া যেরূপ আনন্দিত হইলাম ইহাদের চরিত্র দেখিয়া ততোধিক দুঃখিত হইলাম। ইহাঁদের বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা প্রভৃতির যত দূর উন্নতি হউক আর না হউক মদ্য পানে বিলক্ষণ অভ্যাস হইয়াছে। আমার সহিত প্রথম আলাপেই মদ্য পানের অনুরোধ করিলেন। মনে করিয়াছিলেন এ ব্যক্তিও বুঝি সভ্যতার এই সকল লক্ষণ ধারণ করিয়াছে। আমার ঘৃণা প্রকাশে ইহাঁরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাশয়! দুঃখের বিষয় কি কহিব অত্রস্থ অধিবাসীর মধ্যে ইংরাজীর প্রায় কিছুই প্রবেশ করে নাই কিন্তু বিলাতী মদ্য প্রবেশ করিয়াছে। কবে যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই কলঙ্কাপমোদন হইবে জানি না।

—০—

আমাদিগের যাইটঘরস্থ সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। কয়েক দিন হইল গোয়ালন্দে একটী কৌতুকাবহ জনরব প্রচররূপ হইয়াছে। অনেকে ইহাতে নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। জনরবটী এই, রেলওয়ে কোম্পানির

এজেণ্ট সাহেব স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছেন গোয়ালন্দের নিম্নে পদ্মানদীতে যে বাঁধ প্রস্তুত হইতেছে, অষ্টাধিক শত নরমুণ্ড উৎসর্গ করিতে পারিলে সেই বাঁধ আর ভগ্ন হইবে না। এই স্বপ্নাদেশ হওয়াতে রেলওয়ে কোম্পানি অনেকের শিরশ্ছেদ করিয়া পদ্মার জলে নিক্ষেপ করিতেছেন। গোয়ালন্দে যে সমস্ত নৌকা ছিল, এই জনরব প্রচারিত হওয়াতে তৎসমুদয় অন্যত্র গমন করিয়াছে, ধীবরগণও গোয়ালন্দের নিকটে যাইয়া মৎস্য ধরা পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন কি অনভিজ্ঞ যাত্রিগণ এই জনরব শুনিয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

২। আমরা একবার সোমপ্রকাশে অত্রত্য ডিস্পেন্সরিটীর সুব্যবস্থা সাধন জন্য শ্যামাশঙ্কর বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি সম্প্রতি সেই সুব্যবস্থার যথোচিত উপায় অবলম্বিত হইতেছে। আমাদিগের প্রস্তাবানুসারে একজন সব আসিষ্টাণ্ট সারজন নিযুক্ত হইয়াছেন। ডিস্পেন্সরীর জন্য স্বতন্ত্রগৃহ প্রস্তুত হইবে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, রোগীদিগের অবস্থান ও চিকিৎসার জন্যও সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। রোগিগণ চিকিৎসালয়ে অবস্থান করিয়া বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারিবে। ইহাদিগের শুশ্রূষার জন্য ভৃত্য ও পাচক নিয়োজিত হইবে। শ্যামাশঙ্কর বাবুর এই রূপ ব্যবস্থা প্রণালী তাঁহার উদারতা ও হিতচিকীর্ষার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমরা আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি শীঘ্র শীঘ্র ইহার কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। শিথিলতা আসিয়া যেন শত্রুতাসাধন না করে।

৪। তেওথায় পোষ্ট আফিষ স্থাপনের কিছুই হইল না। গ্রামবাসিগণ তারস্বরে চীৎকার করিলেন তথাপি কর্ত্তৃপক্ষের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। এরূপ অনাশ্রবতা নিতান্ত অরুন্তুদ সন্দেহ নাই। এক্ষণে কার্য্যকুশল বাবু প্রাণশঙ্কর চৌধুরী উৎসাহ সহকারে পোষ্ট আফিষের জন্য "গ্যারাণ্টী" হইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ছয়মাসের জন্য ইনি আফিষের সমস্ত আয় ব্যয় ভার স্বয়ং বহন করিবেন। এই কালের মধ্যে পোষ্ট আফিষ যদি আত্মপোষণ ক্ষম না হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া দিবেন, তাঁহাতে আমাদিগের কিছুমাত্র আপত্তি বা ক্ষোভ নাই। পোষ্ট মাষ্টার জেনরেল কি ইহাতেও টলিবেন না?

—:—

আমাদিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

এবার সিমলা পর্ব্বতে পীড়ার বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সিমলা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ইংরাজী চিকিৎসকগণও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। নীরোগ ইহার ভাব দিন দিন অস্তমিত হইতেছে। অধুনা সিমলায় লোক সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে। সুতরাং তৎসঙ্গকারে যে রোগের বৃদ্ধি হইবে ও বায়ু দূষিত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মেমাসের কএক দিবস বৃষ্টি হয়, তৎপরে বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং গ্রীষ্ম অধিক অনুভূত হইতেছে। ইহাই পীড়ার বৃদ্ধির কারণ। সিমলায় বসন্ত। রোগ হইতেছে এ পর্য্যন্ত ১১ ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একজন বঙ্গদেশবাসী ছাপাখানার কর্ম্মচারিরূপে আগমন করেন। তিনি উক্ত রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

২৪ এ মে শনিবার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে সমুদায় আফিস বন্ধ হয়। ঐ দিবস প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় ২১টী তোপধ্বনি হয়। বেলা ১১ ঘটিকার সময় ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লার্ড নর্থব্রুক বাহাদুরের বাটীতে একটী সভা হয়। সিমলাস্থ সকল সৈনিক কর্ম্মচারী ও সিবিলিয়ান প্রভৃতি মাননীয় উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ সকলেই স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারী বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট বাটীতে গমন করেন। সায়াহ্নে সিমলার নিকটস্থ এনাণ্ডেল নামক একটী স্থানে সিমলার বলণ্টিয়ার সৈন্যদলের উৎসব হয়। উহা দেখিবার জন্য ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লার্ড নর্থব্রুক সাহেব ও সৈন্যাধ্যক্ষ লার্ড নেপিয়ার সাহেব ও ভারত মহাসভার সভ্যগণ এবং প্রায় সিমলাস্থ সকল ইংরাজ অনেক বঙ্গবাসী ভদ্রসন্তান ঐ আমোদ দেখিতে যান। এনাণ্ডেল অতি বৃহৎস্থান। সিমলার নিম্নে একটী সমতলক্ষেত্র আছে। তাহার নাম এনাণ্ডেল। তাহার পার্শ্বে গবর্ণমেণ্টের সৈন্য থাকিবার বারিক নির্ম্মিত আছে। সিমলারক্ষণকারী একদল সৈন্য তথায় অবস্থিতি করে। ঐ এনাণ্ডেলের চতুঃপার্শ্বে একটী মনোহর বাগান আছে, তাহাতে নানাবিধ সুস্বাদু ফল হয়। ঐ স্থানে সাহেবেরা গমন করিয়া ক্রিকেট খেলা করেন। কখন কখন বলণ্টিয়ার সৈন্যদলের তথায় শিক্ষা দান হয় এবং অবস্থা ও সময়ানুসারে সেই স্থলে নানাপ্রকার উৎসব কার্য্য সম্পাদিত হয়।

অধুনা গ্রীষ্মকালে সিমলায় বেড়ান একটী রোগ হইয়া উঠিল। ইংরাজ রাজপুরুষগণ রাজকর্ম্মচারী হইয়া ভারতে আসিয়াছেন। ভারতের রাজকার্য্য তাঁহাদিগের হস্তে আছে। আমরা বিজিত সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্য ভালই হউক আর মন্দই হউক তাঁহারা বেশ করিতেছেন বলিয়া আমরা আজ্ঞাকারী হইয়া আছি। ইংরাজ বাহাদুরেরা অস্ত্রবলে ভারত রাজ্য অধিকার করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতের আয় কম হউক আর বেশী হউক ইহা তত বিবেচ্য নহে, তাঁহাদিগের সুখাভিলাষ চরিতার্থ হইলেই হইল। ইংরাজদিগের দেখাদেখি এদেশীয় রাজগণও ঐ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। উঁহারাও স্ব স্ব প্রজাগণের শোণিতশোষীকের দ্বারা আপনাদিগের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতেছেন। কবে যে এ রোগের শান্তি হইবে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

খড়দহের অবস্থা।

যে স্থলে এক দিন নিত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামহোপাধ্যায় নিত্যানন্দের গুণগান

গগনভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল, যে স্থলে এক দিন বাঙ্গালী কুলসম্বন্ধের অন্যতম অধিনায়ক মাননীয় কামদেব পণ্ডিত বিরাজ করিয়া গিয়াছেন, যে স্থলে এক দিন অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত মণ্ডলী মর্ত্ত্য দিগকে নানা উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যে স্থলে এক দিন বিশুদ্ধ চৈতন্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া গিয়াছে, সেই খড়দহের অধুনাতন বিবরণ বলিতে গেলে ক্ষোভে কণ্ঠাবরোধ হয়। চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে! "আর সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই!!" সংস্কৃতের আলোচনা এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল একটী অবস্থানুরূপ বঙ্গবিদ্যালয় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ধর্ম্মবন্ধন এককালে শিথিল হইয়া গিয়াছে। হায়! দয়াদাক্ষিণ্যাদির পরিবর্ত্তে মাদক সেবনাদি ব্যসন পরম্পরা সমাজমধ্যে সাদরে অভিনন্দিত হইতেছে। গ্রামে এক্ষণে নিষ্কর্ম্মা লোক যথেষ্ট; সুতরাং কুকার্য্যও যথেষ্ট। গুলি গাঁজা আফিম আবালবৃদ্ধ অনেককেই দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। অনেকেই ইহাদিগের চরণে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া লম্বোদর ক্ষীণগ্রীব শরীর লইয়া অবশেষে অন্যের গলগ্রহ হইয়াছে। এই অনিষ্ট দর্শন করিয়া কতকগুলি দেশহিতৈষী ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া ভদ্রপল্লীর মধ্য ভাগে যে আফিমের দোকানটি স্থাপিত ছিল, সেটী ক গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে উঠাইয়া দিয়াছেন। ইহা মন্দের ভাল। তবে আহ্লাদের এই, আজিও এ গ্রামে সুরা তাদৃশ কৃপাদৃষ্টিপাত করেন নাই। যদিও এক খানি দেশীয় মদ্যের সামান্য দোকান উক্ত আফিমের দোকানের নিকট স্থাপিত আছে। কিন্তু তাহাতে তাদৃশ বিশেষ অপকার করিতে পারিতেছে না। সুরাপানটা ব্যয়সাধ্য বলিয়া পল্লীস্থ সামান্য নির্দ্ধন লোকে ওদিকে না গিয়া গুলি গাঁজা আফিম তাড়িরস প্রভৃতিতেই ক্ষোভ মিটাইয়া লয়। আবার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থাসম্পন্ন মাদকপ্রিয় ব্যক্তিরা দেশীয় মদ্য নীচলোকের পেয় বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং সমাজের শাসন ভয়ে ও ব্যয় বাহুল্যে বিলাতি উত্তম মদ্য দেশান্তর হইতে সতত আনয়ন করিতেও পারেন না। কিন্তু আমাদিগের এই আনন্দ টুকু আর থাকে না। গবর্ণমেণ্টের অর্থলালসা পরিতৃপ্তির জন্য গ্রামটীকে উৎসন্ন দিবার সূত্রপাত হইতেছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স দিয়া এক ব্যক্তিকে এই গ্রামে বিলাতী মদ্যের দোকান খুলিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই কি গবর্ণমেণ্টের প্রজাবাৎসল্য? গবর্ণমেণ্ট এটী কি জানেন না, যে মাদক সেবনের সুবিধা বিধান করিলে প্রকারান্তরে পরস্বাপহরণ সতীত্বনাশ নরহত্যা প্রভৃতি পাপ স্রোতকে অবাধে প্রবাহিত হইতে অনুমতি দেওয়া হয়? লার্ড চিফজষ্টিস সর উকন্তিল, লার্ড চিফ বেরণ কেলী, রাইট অনরেবল স্যার কীটি প্রভৃতি বিচারপতিগণের মত কি তাঁহারা ইহার মধ্যেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন? ইউনাইটেড ষ্টেট স্থিত "মেন" প্রভৃতি প্রদেশের প্রচলিত মত কি তাঁহারা একবারও শোনেন নাই? সিংহলদ্বীপের নূতন শাসনকর্ত্তার অভিপ্রায়টী কি তাঁহারা এক বারও পাঠ করেন নাই? কি দুঃখের বিষয়! কি আক্ষেপের কথা! গবর্ণমেণ্টের আবগারি বিভাগটী যে দেশটীকে উৎসন্ন দিতে বসিল, তাহা এক দিন কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অধিক মূল্য করিয়া মাদক দ্রব্যের প্রচলন হ্রাস করিয়া ফেলা ও কেহ গুপ্তভাবে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করে কি না তাহার অনুসন্ধান লওয়া ইত্যাদি কার্য্যের জন্যই আবকারি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। এরূপ মহোদ্দেশ্য সাধক আবগারি বিভাগের কি এই পরিণাম হইল? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মাদক সেবনে উৎসাহদানেই এদেশটী উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। এই উৎসাহদান প্রভাবেই কেবল বিলাতী মদ্য হইতে ১৮৬৯ সালে ২৮৩৪৫৭৯ টাকা ১৮৭০ সালে তদপেক্ষা ২৩৯৪১৯ টাকা অধিক ১৮৭১ সালে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা ৭৭৩৯৫ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট এই নিরন্ন হতভাগ্যদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করুন, খড়দহে নূতন মদের দোকানটী যেন স্থাপিত হইতে না পায়। প্রজাপুঞ্জের জীবনাপেক্ষা কয়েকটী টাকা যেন গবর্ণমেণ্ট অধিক বোধ না করেন। আবার এই মদের দোকানটী যে স্থলে স্থাপিত হইতেছে, সে স্থলে কোনক্রমেই মাদকদ্রব্য বিক্রয় হওয়া উচিত নহে। "রাস্তার (যে রাস্তার ধারে খড়দহ ষ্টেষণটী স্থাপিত আছে) ঠিক সম্মুখেই দোকানটির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই রাস্তাটী দিয়া খড়দহ ও রহড়ায় যাতায়াত হইয়া থাকে। রহড়ার গৃহস্থ পরিবারেরা এই রাস্তা দিয়া এই স্থলে (গঙ্গাস্নান শ্যামদর্শন প্রভৃতির জন্য) যাতায়াত করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখিতেছি, মদের দোকানের সম্মুখে যেরূপ জনতা ও অভদ্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে, তাহাতে রহড়াবাসিদিগকে ধর্ম্মাচরণে কিঞ্চিৎ বস্তু সঙ্কোচ করিতে হইতেছে। শুনিতে পাই এক ব্যক্তি পূর্ব্বে এই স্থলে এক খানি মদের দোকান করিতে আইসে, উল্লিখিত কারণেই তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিবারিত হয়।

১২৮০ সাল ভবদীয় চিরানু
তাং ২২ এ জ্যৈষ্ঠ গৃহীত।

সম্প্রতি বারুইপুরের সব ডিবিজান লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের নূতন এষ্টাবলিষমেণ্ট বন্দোবস্ত অনুসারে এখানে কার্য্যের ন্যূনতা প্রযুক্ত. ইহাকে একেবারে উঠাইয়া দেওয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু সামান্য ব্যয় লাঘবের জন্য অসংখ্য প্রজার ধন মান ও প্রাণ রক্ষার প্রতি এপ্রকার উদাসীন হওয়া রাজার কখনই কর্ত্তব্য নহে। মফস্বলে সভ্যতা ও সুবিচার বিস্তারের জন্য যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবডিবিজন সংস্থাপিত হইবে, ততই দেশের অশেষ মঙ্গল ও রাজার সুখ্যাতি ও রাজ্য নিরাপদ হইবে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান মহাত্মা মেঃ ক্যাম্বেল সাহেব কেন ইহার বিপরীত বুঝিতেছেন তাহা তাঁহার ন্যায় অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক ব্যতীত অপরের বুদ্ধির গ্রাহ্য নহে। যাহা হউক, যাঁহার বুদ্ধি তাঁহাতেই থাকুক, লাভে হতে আমরা আজ

যায় এই জন্য কিছু বলিতে হয়। বারুইপুর সবডিবিজন উঠাইয়া দিলে কি ধনী কি নির্ধন, কি জমীদার কি প্রজা সকল প্রকার অবস্থার লোকের যে কষ্টের একশেষ হইবে এবং অজ্ঞানতা ও অসভ্যতা পুনরায় এ অঞ্চলকে আচ্ছন্ন করিবে, তাহা মহাশয় ও আপনার সহযোগিগণ রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দি। গবর্নমেণ্ট যে কারণ ধরিয়া এই সবডিবিজনের উচ্ছেদ ইচ্ছা করিতেছেন তাহা তাঁহারই বিবেচনার ত্রুটিতে হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ যে সকল স্থান বারুইপুরের ৩। ৪ মাইলের মধ্যে তাহা ইহার অন্তর্গত না হইয়া ডায়মণ্ডহারবার ও আলীপুর ভুক্ত করিয়া দেওয়া কত দূর যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে তাহা কিছুমাত্র বোধ শক্তি যাহার আছে তিনিই বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে এক জনের দোষে অপরের দণ্ড হয় এটী বড় দুঃখের বিষয়। গবর্নমেণ্ট যদি প্রজার সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সবডিবিজনের এলাকা বিভাগ করিয়া দেন এবং তজ্জন্য কোন বিভাগের কার্য্য অন্যায়মত অতিরিক্ত ও কাহার কার্য্যের অল্পতা হয়, তাহার দায়ী প্রজারা না স্বয়ং গবর্নমেণ্ট? সবডিবিজন উঠিয়া গেলে প্রজার যে অশেষ কষ্ট ও অমঙ্গল ঘটিবে তাহা সম্বাদপত্র সকল ও প্রজারা যে সকল আবেদন পত্র লেপ্টনণ্ট গবর্নরের নিকট পাঠাইয়াছে তাহাতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব সে বিষয়ে এখানে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। কেবল এই বিনীত প্রার্থনা যে কাম্পবেল সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া সমুদায় সম্বাদপত্রের অভিপ্রায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাদিগের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া যাহাতে সবডিবিজনটী রক্ষা পায় এবং ইহার কার্য্য সুচারুনির্ব্বাহিত হইবার জন্য উচিতমত ইহার সীমা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সুযোগ্য এবং সাধারণের হিতৈষী বিচারপতির প্রতি ইহার কার্য্যভার ন্যস্ত করেন [illegible] গবর্নমেণ্ট যে কারণ জন্য সবডিবিজন উঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন [illegible] এবং দেশস্থ সকল প্রজার ভাবী দুঃখ ও অমঙ্গলের আর শঙ্কা থাকে না।

বারুইপুর
১২৮০

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

—:—

প্রথমতঃ। আপনি লিখিয়াছেন, মিসকারপেণ্টর শশিপদ বানুর্জি কলিকাতা এই শিরোনামা দিয়া পত্র পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার প্রেরিত পত্রগুলির মধ্যে যে কয়েক খানি শশী বাবু পাইয়াছেন, তাহার এক খানিতেও "কলিকাতা" ঠিকানা দৃষ্ট হইল না। তাহাতে কেবল এই লেখা ছিল যে কলিকাতার জেনরল পোষ্টমাষ্টারের নিকট পৌঁছিলে উক্ত বাবু পোষ্ট আফিসে গিয়া লইয়া আসিবেন। তিনি যখন পোষ্ট আফিসে গিয়া পত্র চাহিয়াছেন তখনই পত্র আইসে নাই এই উত্তর পাইয়াছেন। অথচ আপনার সংবাদ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, যে পত্রগুলি শশী বাবু পাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত আরও "কলিকাতা" ঠিকানা দেওয়া পত্র কাহার নিকট আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার নাম প্রকাশ করিবেন। নতুবা আমরা এ বিষয় পোষ্ট মাষ্টার জেনরালকে জানাইতে বাধ্য হইব (১)।

২য়। তারাপদ বানর্জি যখন প্রথম পত্র খানি পড়িয়া দেখিলেন যে, উহা তাঁহার নহে, তখন পুনরাগত পত্রগুলি কেন গ্রহণ করিলেন? এবং খুলিয়া কি জন্যে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিলেন। শশী বাবু কয়েক বার তারাপদ বাবুকে ঐ সকল পত্র একটী পুলিন্দা করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতে লিখেন। তৎপরে প্রসন্নকুমার মিত্র নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় তাঁহাকে বলেন, আমি বরাহনগরের শশী বাবুকে চিনি, চিঠিগুলি আমাকে দিলে আমি তাঁহাকে দিতে পারিব; এই বলিয়া তিনি পত্রগুলি লইয়া আসিয়া কলিকাতায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে শশী বাবু আবার পত্রের জন্য তারাপদ বাবুকে বারম্বার লিখিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দিন পরে উক্ত প্রসন্ন মিত্রের বাসার ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইলেন। শশী বাবু তাঁহাকে পত্র লেখেন পরে তিনি চিঠি গুলি ডাক যোগে পাঠাইয়া দেন। তবে তিনি যে কি জন্য গাড়ি করিয়া কলিকাতার গলি গলি ফিরিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, উক্ত মিত্রজ মহাশয় স্বীয় দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত ঐ রূপ মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়া দিয়াছেন।

বরাহনগর
২০ এ জ্যৈষ্ঠ
১২৮০

শশী বাবুর জনৈক সুপরিচিত বরাহ নাগরিক।

(১) আমাদিগের লেখার এরূপ অভিপ্রায় নয়। স।

———

মহাশয়! সেরপুরের নগরীয় সভাতে গত ২৬ এ মে অত্রত্য প্রধান প্রধান জমিদার মহাশয় জেলা বগুড়ার সুযোগ্য প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর শ্রীযুক্ত টি, এফ, বিগনল্ড সাহেব বাহাদুরকে এক অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন। ঐ পত্র অবিকল সকলের গোচর করিবার মানস ছিল; কিন্তু তাহা সুদীর্ঘ বলিয়া আপনার বিবিধসংবাদ পূর্ণ পত্রিকায় স্থান পাওয়া সুলভ নয়, বিবেচনায় সার সঙ্কলন করিয়া আপনার প্রিয় পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

জমিদার মহাশয়েরা ইংরাজী ১৮৬৯ সাল হইতে অর্থাৎ সাহেব মহোদয়ের এজেলায় শুভাগমন অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাঁহার সুনির্ম্মল চরিত্র ও তাঁহার কৃত দেশহিতকর কার্য্য দ্বারা যত দূর প্রীত ও উপকৃত হইয়াছেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে উদারচেতা সাহেব মহোদয়কে সমুচিত অভিনন্দন দান করিয়াছেন।

অভিনন্দনদাতৃগণের পত্রাভাসে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে প্রিয় দর্শন সাহেব মহোদয় ন্যায় বিচার ভদ্র চরিত্র ও হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধারণের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছেন। বাস্তবিক ইঁহার চরিত্র অতি সুন্দর। ইনি প্রজারঞ্জন বিষয়ে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্তু ন্যায় পথ কখনই অতিক্রম করেন নাই।

বিদ্বেষ ও ঘৃণার পরিবর্ত্তে ইনি এতদ্দেশীয়দিগকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। মিষ্টভাষিতা, নিরহঙ্কারিতা, দয়ালুতা, সরলতা, নিস্বার্থ পরোপচিকীর্ষা এবং ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি ইহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ আছে।

মৃগয়ামোদে অপব্যয়িত না হইয়া ইঁহার পল্লী পরিদর্শন সময় কেবল সেই পল্লীর উৎকর্ষ সাধনেই অতিবাহিত হইত। এই সেরপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়, পথ সকলের সংস্কার, সেতু নির্ম্মাণ এবং অরণ্য পরিষ্কার প্রভৃতি নাগরিক উন্নতি কেবল এই দেশ হিতৈষী মহাত্মারই যত্ন সম্ভূত। কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও আমাদের স্বীকার্য্য, যে এই বদান্য মহোদয় উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্যও করিয়া থাকেন। বিশেষ আনন্দের সহিত অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সাধারণের গোচর করিতেছি, যে ইঁহার অনুরূপা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মিস বিগ্‌নলড বগুড়াতে তত্রত্য স্ত্রী সম্প্রদায়ের শিল্প জাত সামগ্রী বিক্রয় দ্বারা একটী দাতব্য শালা সংস্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সদাশয় দম্পতী এদেশীয়দের সুহৃত্তম। অতিশয় দুঃখের এই একটী প্রিয় পুত্র শোকে অধীর হইয়া এই দম্পতী জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য অত্রত্য সাধারণকে নিতান্ত দুঃখিত করিয়া সম্প্রতি ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার কল্পনা করিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইংলণ্ডীয় শীতল বায়ু সেবনে সুস্থচিত্ত হইয়া ইনি যেন এই স্থানেই পুনরাগমন করেন।

উপসংহারকালে ইহারও উল্লেখ করা উচিত, যে এই অভিনন্দন পত্র প্রদানসময়ে প্রশংসিত সাহেব বাহাদুর যতদূর ভদ্রতা করিতে হয়, তাহাতে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই এবং "এরূপ পত্র লইতে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নাই, শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব বাহাদুরকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতি হইলে লইবেন" বলিয়া সকলের অনুরোধে ঐ পত্র [illegible] রাখিয়া দিয়াছেন। আমরা নির্ব্বন্ধ [illegible] রাজসাহী বিভাগের শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন ইঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই প্রথমোদ্যমে বাধা না দেন।

সেরপুর, বগুড়া
৫ ই জুন
১৮৭৩

বশম্বদ।
শ্রীমহেশচন্দ্র মৈত্রেয়।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৬ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	২	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৩	

সন ১৮৭৩ সালের ৯ ইজুন বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট ইঞ্চ
৩॥০

বহরমপুর
৯ ই জুন
১৮৭২

শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—:০:—

১৮৭৩ অব্দের জুন ও ১২৮০ সালের আষাঢ় মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

বাঁকুড়া পবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি।
" " রামগতি ন্যায়রত্ন—বহরমপুর।
" " হরিশ্চন্দ্র—কাশী।
" " রাখালচন্দ্র রায়—গড়বেতা।
" " মথুরমোহন পালচৌধুরী বালিডাঙ্গা।
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা।
" " জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গোয়াড়ি।
" " রাধাকৃষ্ণ মৌলিক—বাঁসুবাড়ী।
" " প্রসন্নচন্দ্র গুহ—ঢাকা কলেজ।
কালীপাড়া হিতোপদেশিনী সভা।
" " লালা দবি আওলাল দাস দেওঘর।
" " দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী মাহিগঞ্জ।
" " দুর্গাদাস ভাদুড়ী—জীরাট।
" " কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী কারাগোলা।
" " রামচরণ ঘোষ—ঢাকা।
" " নবকৃষ্ণ বসু—সাহানপুর।
" " জয়গোপাল ভট্টাচার্য্য—মগরা।
" " কিশোরীমোহন দাস—বালেশ্বর।
" " মদনমোহন সিংহ চৌধুরী রসড়াগ্রাম।
" " সাহমনদাস প্রধান—দেরেগড়।
" " বাণীকান্ত মজুমদার—ওসলামপুর।
" " হরিশ্চন্দ্র সেন—কুমীল্লা।
" " আনন্দরাম বড়ুয়া—শিবসাগর।
" " অম্বিকাচরণ সরকার মজঃফরপুর।
" " কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় মুকই।
" " যাদবকিশোর গোস্বামী খড়দহ।
" " গঙ্গাচরণ ঘোষ—ধুলিয়ান।
" " রামলাল পাল—আগরা।
" " শ্যামাচরণ পাল—দারজিলিং।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল শীল—চুচুড়া	১০
" " শশিমোহন পাল—লোহজঙ্গ	১০
" " চিন্তামণি চৌধুরী—কাঁথি	১০
" " জয়কৃষ্ণ সরকার—সিমলা	৫॥০
" " কিশোরচন্দ্র ভক্ত—বদনগঞ্জ	১০
" " নবকৃষ্ণ মাইতি—কাঁথি	১০

এই পত্র কলিকাতার সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাং শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা প্রতি সোমবারে প্রকা

রেজিষ্টার করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ, ভাগ। ৩২ সংখ্যা।

" প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫।। টাকা।

সন ১২৮০। ১০ ই আষাঢ় । ইং ১৮৭৩। ২৩ এ জুন।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ এবং অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে জানাইতেছি যে বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক দিতেছেন না। কাগজের মূল্য এবং ছাপার খরচ সমেত বাইণ্ডিং মোট ১১০ দশ টাকা পাওনা। কাপী পাঠান সময় দশ তাহার পর ত্রিশ, ভুবনবাবুর মারফৎ, খোদ পঞ্চাশ এবং পরে দশ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বসন্তকুমারী যাহা বিক্রয় হইয়াছে তাহাও আবার লওয়া। বসন্তকুমারীর দেনা বাদে অবশিষ্ট কএক টাকা দাখিলা ছাপা বাবত উশল পড়িবে। যন্ত্রাধ্যক্ষ এক সপ্তাহ মধ্যে যদি সমস্ত বসন্তকুমারী গোলাম রহমন মেজ্‌গাঙ নিকট না দেন তবে নয় শত বসন্তকুমারীর মূল্যের দায়ী তিনি এবং তাঁহার নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইবে।

১২৮০ সাল ২৮এ জ্যৈষ্ঠ — শ্রীমীরমশারফ হোসেন লাহিনী পাড়া।

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ নিদান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি সুলভমূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সত্বর উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪১ নং জোড়াসাঁকো চিৎপুর রোড কলিকাতা। — শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত গাঁইট বাঁধা নয় এরূপ পাটের ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইবে এবং উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

শিয়ালদহ টারমিনস ৯ ই জুন ১৮৭৩ — ফ্রাঙ্কলিন প্রিষ্টেজ এজেণ্ট

—:০—

জমীদার দর্পণ নাটক।

শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত। কলিকাতা মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্য মূল্য ।।০ আনা।

শ্রীমীরমাহতাব আলী
কুষ্টীয়া লাহিনী পাড়া।

—০:০—

" সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাসুল ৩ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ /০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১।।০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত্র (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২।০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।
বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯৷৷
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বাদ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১।

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য ১ ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ॥

—০—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস আফিস ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—•◎•—

অবকাশতোষিণী। মাসিক পত্রিকা।

আমরা উক্ত নামধেয় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। এখানি ভাদ্র মাস হইতে প্রতি মাসে রয়েল ১৬ পেজী ফর্ম্মার এক ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইবে। সাহিত্য বিজ্ঞান, আখ্যায়িকা কাব্য কৌতুক কথা প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸৹ আনা। মফস্বলস্থ গ্রাহকদিগকে এতদ্ব্যতীত ।৵৹ আনা ডাক মাসুল দিতে হইবে। পত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অবিলম্বে মূল্য সহিত নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর, কলেজ,
কলিকাতা।

—ঃ৹ঃ—

নয়শো রূপেয়া।

একখানি নুতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—০—

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস
অব ডিজীজ
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।৹ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।৵৹ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥৹। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্কর ।৵৹
৫। উদ্ভিদ্‌ বিচার (বটানি) ॥৵৹
৬। কুইনাইন্‌ প্রয়োগ-প্রণালী ৴৹

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক ক
উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—•◎•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারু প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আবেদন করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্‌শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।
ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—•◎•—

ইটের প্রয়োজন।

প্রায় ২০ লক্ষ প্রথম শ্রেণীর পাকা ইট গবর্ণমেন্ট হাউসের প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে গঙ্গার ধারে দিতে হইবে। ইটের মূল্য নমুনা এবং যে তারিখে ইট দিতে আরম্ভ এবং যে তারিখে দেওয়া শেষ হইবে উহা নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট পাঠাইতে হইবে।

নং ৭ হেষ্টিংশ ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোম্পানি।
কলিকাতা

—•◎•—

সোমপ্রকাশ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

রথ্যাকর।

১ লা অক্টোবর অবধি হুগলী ২৪ পরগণা যশোহর মুরশিদাবাদ রাজসাহী মুঙ্গের ভাগলপুর কটক পুরী ও হাজারিবাগ এই কয় জেলায় রথ্যাকর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করা হইবে। এই করের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে এখন আর কিছু নূতন বক্তব্য নাই, তবে বক্তব্য এই, অনুষ্ঠানটী হাবড়ার আলোর টাক্সের ন্যায় না হয়। কোন গ্রামই ত এ করের দুর্ম্মোচ্য করগ্রহ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু সকল গ্রামই যেন রাস্তার মুখ দেখিতে পায়। এক ব্যক্তি কর দান করে, আর একব্যক্তি সুখ ভোগ করে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের গুণে তদ্দর্শন বিরল নহে। মিউনিসিপাল বন্দোবস্তে সচরাচর এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। উইলসন সাহেব যখন ভারতবর্ষে প্রথম ইনকমটাক্স প্রবর্ত্তিত করেন, তৎকালে করদাতাদিগকে এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, সংগৃহীত টাক্সের শতকরা একটাকা রাস্তা ঘাটে দেওয়া হইবে। আমাদিগের গ্রামের লোকেরা টাক্স দিলেন, কিন্তু গ্রামের রাস্তায় গবর্ণমেণ্টের লোকে এক চাপড়া মাটী দিল, ইহা দেখিতে পাইলেন না। সংগৃহীত রথ্যাকর কেবল রাজকোষগত না হয়, বর্ষাকালীন বৃষ্টির ন্যায় সকলে সমভাবে উহার ফলভোগী হন, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

—:০:—

ব্যভিচারিণীর ধনাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচার।

আমাদিগের নব্য সম্প্রদায় একবিষয়ে সেকেলে ঋষিদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারা যেমন এক একটী নূতন মত প্রবর্ত্তিত করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছেন, ইঁহারাও তেমনি একএকটী নূতন মত প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় আছেন। মতটী দেশের কল্যান কর ও বিশুদ্ধযুক্তির অনুগামী হউক, আর না হউক, ইহাদিগের সে চিন্তা নাই। আমরা দেখিতেছি, ইহাঁদিগের এই স্বভাব নিবন্ধন দেশের মহৎ অনিষ্ট ঘটিতেছে এবং ইউরোপীয়েরা ভ্রমজালে পতিত হইতেছেন। ব্যভিচারিণীর ধনাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচার প্রসঙ্গ করিয়া একব্যক্তি সিমলা হইতে পালমাল বজেটে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশের নব্য দলের মত এই, হাইকোর্ট ব্যভিচারিণীকে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া বঙ্গদেশের একটী মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যদি প্রধানতম বিচারালয় বিপরীত বিচার করিতেন, দুরাত্মা পরাধিকারিরা অনেক সচ্চরিত্র সাধ্বির চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্কের আরোপ করিয়া বিচারালয় গুলিকে মকদ্দমায় প্লাবিত করিয়া তুলিত। ইহার তুল্য অমূলক ভ্রমসঙ্কুল বাক্য আর নাই। প্রধানতমবিচারালয় যে ক্ষণে উল্লিখিত দূষিত আজ্ঞা প্রচার করেন, তাহার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এদেশের কি প্রাচীন সম্প্রদায় কি নব্য সম্প্রদায় কি পণ্ডিত কি মূর্খ কি ধনবান কি নির্ধন কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরই এই সংস্কার ছিল, বিধবা ব্যভিচারিণী হইলে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু এই সংস্কার নিবন্ধন কোথায় কত মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল নব্য সম্প্রদায়ের উহার একটী ফর্দ্দ দেওয়া উচিত ছিল। মিথ্যা দোষারোপ দূরে থাকুক ভদ্র লোকে নিজ পরিবারের বাস্তবিক বিদ্যমান দোষও প্রাণান্তে ব্যক্ত করেন না। তবে যেসকল বিধবার সন্তানাদি হইয়া ব্যভিচার সর্ব্বজন বিদিত হইয়াছে, তাহাদিগের ধনাধিকার লইয়াই কেবল কদাচিৎ দুই একটা মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। এখন হিন্দু বিধবা স্বচ্ছন্দে মুসলমান উপপতি লইয়া দায়াদগণের সহিত এক বাটীতে বাস করিবেন। নব্য সম্প্রদায় তাহা দেখিয়া ত সন্তুষ্ট হইবেন? প্রাচীন সম্প্রদায়ের এটী যে কেমন কষ্ট কর নব্য সম্প্রদায় কি কখন তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন?

—:০:—

মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষা।

মুসলমানদিগের কেমন বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে লার্ড মেওর অধিকার কালে ইহা জানিবার ইচ্ছা ও ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহা জানাইবার আদেশ দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্টসকল সম্প্রতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সামান্য শিক্ষা অন্য অন্য শ্রেণীর যেরূপ হইতেছে, মুসলমানদিগেরও সেইরূপ হইতেছে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা অন্য অন্য শ্রেণীর ন্যায় হইতেছে না। গবর্ণর জেনরল সম্প্রতি এতৎপ্রসঙ্গে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আমরা উহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। আমাদিগের আনন্দের কারণ এই যে ইহাতে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে। মুসলমানদিগের শিক্ষার যাহাতে সদুপায় বিধান হয়, লার্ড নর্থব্রুক তদর্থ অধিকতর যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। উহাদিগের নিমিত্ত কেবল স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রণালী নয়, স্বতন্ত্র পুস্তকাদি প্রণয়নের আজ্ঞা দানেও তিনি উদাসীন হন নাই। রাজ্যের একটী প্রধান শ্রেণী মূর্খ হইয়া থাকে, এটী সভ্য গবর্ণমেণ্টের অতিশয় লজ্জার বিষয়। যে রাজ্যে অধিকসংখ্য প্রজা মূর্খ, সে রাজত্ব সুখের নয়। অতএব লার্ড নর্থব্রুকের চেষ্টা সাধীয়সী সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষা প্রণালীর দোষে মুসলমানদিগের শিক্ষা হইতেছে না বলিয়া তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এটী আমাদিগের প্রীতিকর হইতেছে

না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষ প্রকৃত কারণ নহে। মুসলমানেরা ভালরূপ লেখা পড়া শিখেন, তাঁহাদিগের এ ইচ্ছা নাই। তাহাই প্রকৃত কারণ।

হিন্দুরা উচ্চ ও উদার শিক্ষার জন্য এত ব্যগ্র, মুসলমানেরা ব্যগ্র নন, গবর্ণমেণ্ট কি তাহার কারণ আমাদিগের নিকটে জানিতে চান? হিন্দুদিগের শ্রেণী ও কার্য্য বিভাগ আছে। উচ্চশ্রেণী নীচ শ্রেণীর কার্য্য করিতে সম্মত হন না। তাহাতে তাঁহাদিগের কেবল অপমান ও লজ্জা নয় জাত্যংশেও খাট হইতে হয়। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর এক মাত্র বিদ্যাভ্যাসই জীবনোপায়। অনন্যোপায় হইয়া ইহাঁরা প্রাণপণে বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রাচীন আর্য্যেরা যে শ্রেণী বিভাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আজিও তাহার উপাদেয় ফল ফলিতেছে। মুসলমানদিগের কিন্তু এরূপ নাই। তাঁহাদিগের জীবিকার শত দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। তাঁহারা অতিশয় বিলাস পরায়ণ। অল্পবয়সে সৌখীন ও বিলাসাসক্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং পড়া শুনার চর্চ্চা বাল্যকালের সঙ্গে সঙ্গে দূরে প্রস্থান করে। যৌবনে আর তাঁহাদিগের লেখা পড়ায় অনুরাগ থাকে না। কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন, সেই চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত হন। বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য সময়েই বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহারা সামান্যরূপ লেখা পড়া করিতে পারেন, অধিক লেখা পড়া করিতে পারেন না। অনেকে বলেন ইংরাজী শিক্ষার প্রতি তাঁহাদিগের আত্যন্তিক বিদ্বেষ আছে, তাহাই তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক। কিন্তু আমরা উহাকে প্রতিবন্ধক বলি না। হিন্দু জাতির উচ্চশ্রেণীর ন্যায় যদি তাঁহাদিগেরও জীবিকার কষ্ট হইত, ইংরাজীর প্রতি বিদ্বেষ লঙ্কা পার হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। কুসংস্কার ও বিদ্বেষ দূর করিবার অমন ঔষধ আর নাই। বিলাসিতা থাকিতে মুসলমানদিগের যে গবর্ণমেণ্টের বাঞ্ছানুরূপ শিক্ষালাভ হয়, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। এক বিলাসিতাই মুসলমানদিগের যার পর নাই শত্রুতা করিতেছে। এই বিলাসিতা তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছে। এই বিলাসিতাই তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে।

—:০:—

ফটোগ্রাফ সোসাইটী।

২২ এ এপ্রেল মঙ্গলবার আসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে বেঙ্গাল ফটোগ্রাফ সোসাইটী সভার যে অধিবেশন হয়, সম্প্রতি উহার বৃত্তান্ত মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইলাম, দেখিলাম, অনরেবল কিমার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সভার অবস্থা মন্দ হয়। গত অধিবেশনে উহার উন্নতি সাধন উদ্দেশ করিয়া এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, ফটোগ্রাফে লাটরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা হইবে। কাম্বেল সাহেব উহাতে সম্মতিদান করেন নাই। আমরা লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের একার্য্যটীতে যার পর নাই, প্রীতিলাভ করিলাম। যিনি যাহা বলুন লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের কতকগুলি এই রূপ অসাধারণ গুণ আছে, তজ্জন্যেই তিনি তাদৃশ উন্নত পদ লাভ করিয়াছেন। লাটরিতে অনুমোদন করা অতি অনুচিত কর্ম্ম। লাটরি সমাজের অন্যতর মহা ব্যসন। ইহা জুয়াখেলা ও চৌর্য্য দস্যুতাদির সহোদর। বলিয়া কহিয়া ধনহরণ করিবার এমন সুন্দর উপায় আর নাই। কতকগুলি লোকের সংস্কার আছে, বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি সাধারণ মঙ্গলকর কার্য্যের নিমিত্ত লাটরি খেলাতে দোষ হয় না। আমেরিকায় ঐ সকল বিষয়ের নিমিত্ত লাটরি খেলা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে কোন উদ্দেশেই লাটরি প্রবর্ত্তন প্রশস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহার মূল বিশুদ্ধ নয়। দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া সৎকর্ম্ম করা যেরূপ, লাটরি দ্বারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সেইরূপ সন্দেহ নাই। উভয়ের মূলযুক্তিগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। রোমকেরা আমোদার্থ লাটরির প্রথম সৃষ্টি করেন। ১৫৬৯ খৃ অব্দে ইংলণ্ডে উহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজস্বের উন্নতি সাধন উহার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক টিকিট ১০ দশ শিলিং করিয়া ৪০০০০ টিকিট করা হইয়াছিল। পর শতাব্দীতে উহার আত্যন্তিক বৃদ্ধি হয়। অধিকাংশ লোকে ঐ খেলা আরম্ভ করে। অতিশয় বাড়াবাড়ি [illegible] উহার নিবারণ চেষ্টা হয়। যে যে ব্যক্তি খেলিতে না পারে কুইন এনের সময়ে বিশেষ আইন দ্বারা এই নিষেধ করা হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ১৬৯৪ অব্দে লাটরি করিয়া ১০০০০০০ টাকা ঋণ করেন। ১৭৭৮ অব্দে বার্ষিক ৫০০ টাকা লইয়া অন্য অন্য ব্যক্তিকে লাইসেন্স দিবার নিয়ম করা হয়। এই রূপে ইংলণ্ডে এই লাটরির বহু পরিবর্ত্তন হয়। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ও অন্য অন্য গবর্ণমেণ্টও লাটরির অনুসরণে বিমুখ ছিলেন না। আমরা কলিকাতাতেও দিন কত কাল ইহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলাম। লাটরি খেলার প্রসাদে কয়েকজন আমাদিগের চক্ষের উপরে অন্যের ধনে বড় মানুষ হইয়া গেলেন। মন্দ কাজ বলিয়া ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব পুনরায় ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্ত্তন চেষ্টা যে নিতান্ত অনুচিত তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের অধিকতর প্রয়াস

পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। কাম্বেল সাহেব বেঙ্গাল ফটোগ্রাফ সোসাইটি সভার প্রস্তাবে অনুমোদন না করিয়া ধন্য বাদ ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

—০—

রাজস্ব কমিটির নিকটে ভারতবর্ষীয়দিগের সাক্ষ্য গ্রহণ।

এতদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ হইয়াছে। কতক গুলির মত এই, পাথেয় ব্যয় দিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া সাক্ষ্য লওয়া হউক, আর কতকগুলি বলেন, কমিসন ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করুন। যাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ নহেন। যাঁহাদিগের হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থা আছে এবং যাঁহারা হিন্দুসমাজের অনুরোধ রক্ষা করেন, ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহাদিগের সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দুসমাজের সহিত যাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠভাব জন্মিয়াছে, তাঁহারা হিন্দুদিগের ইংলণ্ডে গিয়া সাক্ষ্য দিবার কথা বলেন না। এন লিজ সাহেব অনেক দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। হিন্দুদিগের অনেক সামাজিক বৃত্তান্তও অবগত হইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের প্রধানতম সংবাদপত্রে, কমিসন ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, এই প্রস্তাব করিয়া এক পত্র প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন অন্যের কথা দূরে থাকুক, নেপালের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গবাহাদুরও ইংলণ্ড হইতে প্রতিগমন করিয়া সমাজের নিকটে সহজে পরিত্রাণ পান নাই। আমরা অহরহঃ লিজ সাহেবের ঐ বাক্যের যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা লিজ সাহেবের সহিত স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছি, হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের অনুরোধ রক্ষাকারী হিন্দুরা কখনই ইংলণ্ডে যাইবেন না। কমিসনের ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

কমিসনের ভারতবর্ষে আসিবার আর একটী গুরুতর প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত আফিসের প্রধান কর্ম্মচারিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ ও রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মালয়ের কাগজ পত্র দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ পত্র সকল অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। এই বিশৃঙ্খলানিবন্ধন রাজস্বের অবস্থা দুর্জ্জেয় হইয়া রহিয়াছে। রাজস্বের অবস্থা দুর্জ্জেয় বলিয়া রাজস্বমন্ত্রিরা ইচ্ছামত কখন অকুলান দেখাইতেছেন, কখনবা উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করিতেছেন। কমিসনের ভারতবর্ষে আগমন ভিন্ন এসকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ ও তৎপ্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই ভারতবর্ষের রাজস্ব বহুকাল অবধি নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানিভার গ্রহণ করিয়া অবধি তাঁহাদিগের যাবৎ অধিকারকাল রাজস্ব প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা পাইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ আধিপত্য লাভের পর অবধিও সেই উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা হইতেছে। কত বড় বড় রাজস্ব মন্ত্রী আইলেন গেলেন কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাজস্বের অবস্থা যদি এইরূপ চিরকাল থাকে, সেটি বড় লজ্জার কথা। ওয়ারণ হেষ্টিংস রাজস্ব বিষয়ে মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের কারাবরোধ করিয়া যে অভিনয় দেখাইয়া গিয়াছেন, এখন আর আমরা সে অভিনয় দেখিবার অভিলাষী নহি। রাজস্ব কমিটি বসিয়াছেন। এই সময়েই উহার পঙ্কোদ্ধার করিয়া লওয়া উচিত। অতএব যখন বোধ হইতেছে কমিসন ভারতবর্ষে আসিলে অভীষ্ট লাভ হইবে তখন তাঁহাদিগের আগমনে বাধা দেওয়া কোনক্রমে [illegible] না।

—০—

কায়স্থ জা[illegible] শূদ্র না ক্ষত্রিয় ?

এটী একটী বড় কৌতুককর প্রশ্ন। ইহার মীমাংসা লইয়া মল্লযুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিছু দিন হইল বাবু রামদাস সেন কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব খণ্ডন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন প্রয়াস পান। সৈদাবাদের এক ব্যক্তির তাহা সহ্য না হওয়াতে তিনি রামদাস বাবুর বাক্য খণ্ডন ও কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব সপ্রমাণ করিয়া সোমপ্রকাশে প্রচারার্থ এক খানি দীর্ঘপত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। পত্রখানি দীর্ঘ কম্পোজ করিতে দেওয়া হইবে কি না এই ভাবিতেছি, এমন সময়ে মনে হইল, এ বিচারে যোদ্ধাদিগের যেন লাভ আছে, তাঁহাদিগের জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে, কিন্তু সাধারণের কি লাভ? আমরা গাঢ় চিন্তা করিয়াও কিছু লাভ দেখিতে পাইলাম না। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হউন আর শূদ্র থাকুন, দুই সমান। তাঁহাদিগের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের পূজ্য হইবেন সে আশা নাই। অন্য অন্য জাতির পূজ্যতালাভ তাঁহাদিগের এখনি আছে। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এদেশের সকল জাতির অপেক্ষা সকল বিষয়েই সর্ব্বপ্রধান হইয়াছেন। তবে তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়া এখন আর কি চান? তাঁহারা কি মনে করিতেছেন, ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করিলেই ভীমার্জ্জুনাদির ন্যায় তাঁহাদিগের বাহুবল বৃদ্ধি হইবে? কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় নন, তাঁহাদিগের দোদোবল্যই তাহার প্রধান প্রমাণ। ক্ষত্রিয় হইলে জাতিধর্ম্ম অন্ততঃ কিছু না কিছু থাকিত সন্দেহ নাই। কোথায় কায়স্থ, আর কোথায় সেই ক্ষত্রিয় জাতির তেজস্বিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দিগুণ। মহাবীর অর্জ্জুন বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে তপস্যা করিতে গেলেন। দেবরাজ তাঁহার পরীক্ষার্থ [illegible]

তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হিংসার্থ তপস্যার নানা দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে তপস্যা হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতার্থতালাভ করিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যের উত্তর দানকালে কহিলেনঃ—

অবধূয়ারিভির্নীতা হরিণৈস্তুল্যবৃত্তিতাং। অন্যোন্যস্যাপি জিহ্রীমঃ কিং পুনঃ সহবাসিনাং॥ শক্তিবৈকল্যনম্রস্য নিঃসারত্বাল্লঘীয়সঃ। জন্মিনো মানহীনস্য তৃণস্য চ সমা গতিঃ। অলঙ্ঘ্যন্তত্তদুদ্বীক্ষ্য যদ্‌যদুচ্চৈর্মহীভৃতাং। প্রিয়তাং জ্যায়সীং মাগান্মহতাং কেন তুঙ্গতা॥ তাবদাশ্রীয়তে লক্ষ্ম্যা তাবদস্য স্থিরং যশঃ। পুরুষস্তাবদেবাসৌ যাবন্মানান্ন হীয়তে॥ স পুমানর্থবজ্জন্মা যস্য নাম্নি পুরঃস্থিতে। নান্যামঙ্গুলিমভ্যেতি সঙ্খ্যায়ামুদ্যতাঙ্গুলিঃ॥ দুরাসদবনজ্যায়ান্ গম্যস্তুঙ্গোঽপি ভূধরঃ। ন জহাতি মহৌজস্কং মানপ্রাংশুমলঙ্ঘ্যতা। গুরূন্ কুর্ব্বন্তি তে বংশ্যানন্বর্থা তৈর্বসুন্ধরা। যেষাং যশাংসি শুভ্রাণি হ্রেপয়ন্তীন্দুমণ্ডলং॥ উদাহরণমাশীষু প্রথমে তে মনস্বিনাম্। শুষ্কেঽশনিরিবামর্ষো যৈররাতিষু পাত্যতে॥ ন সুখং প্রার্থয়ে নার্থমুদন্বদ্বীচিচঞ্চলং। নানিত্যতাশনেস্ত্রস্যন্ বিবিক্তং ব্রহ্মণঃ পদং॥ প্রমার্ষ্টুমযশঃপঙ্কমিচ্ছেয়ং ছদ্মনা কৃতং। বৈধব্যতাপিতারাতিবনিতালোচনাম্বুভিঃ॥ অপহাস্যোঽথবা সদ্ভিঃ প্রমাদো বাস্তু মে ধিয়ঃ। অস্থানবিহিতায়াসঃ কামং জিহ্রেতু বা ভবান্॥ বংশলক্ষ্মীমনুদ্ধৃত্য সমুচ্ছেদেন বিদ্বিষাং। নির্ব্বাণমপি মন্যেঽহমন্তরায়ং জয়শ্রিয়ঃ॥ অজন্মা পুরুষস্তাবদ্গতাসুস্তৃণমেব বা। যাবন্নেষুভিরাদত্তে বিলুপ্তমরিভির্যশঃ॥ অনির্জ্জয়েন দ্বিষতাং যস্যামর্ষঃ প্রশাম্যতি। পুরুষোক্তিঃ কথং তস্মিন ব্রূহি ত্বং হি তপোধন॥

শত্রুরা পরাভূত করিয়া আমাদিগকে হরিণের ন্যায় বনাবৃত্তি করিয়া তুলিয়াছে। আমরা লজ্জায় পরস্পরকেই মুখ দেখাইতে পারি না, সহচারিদিগের কথা কি কহিব।

যাহার মান নাই তাহাতে আর তৃণে বিশেষ নাই।

পর্ব্বতের যে যে অংশ উচ্চ তাহা কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। ইহা দেখিয়া মহৎ ব্যক্তিরা মানকেই অধিক ভাল বাসেন।

পুরুষ যে পর্য্যন্ত মানহীন না হয় সেই পর্য্যন্ত লক্ষ্মী তাহাকে আশ্রয় করেন, তাহার যশ স্থির থাকে এবং সে পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়।

পুরুষগণনাবসরে যে ব্যক্তির নাম সর্ব্ব প্রথম হয়, তাহারই জন্ম সার্থক।

দুর্গমবনপূর্ণ পর্ব্বতও লঙ্ঘন করা যায়; কিন্তু মানোন্নত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করা যায় না।

যে সকল ব্যক্তির শুভ্রযশের নিকটে চন্দ্রমণ্ডল লজ্জিত হয়, তাহাদিগের নামেই বংশ বিখ্যাত হয়, তাহারাই পৃথিবীর রত্নের স্বরূপ, তাহাদিগের দ্বারা বসুন্ধরা এই নাম অন্বর্থ হয়।

যাঁহারা শুষ্ক বৃক্ষে বজ্রের ন্যায় শত্রুতে ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাঁহারাই মনস্বিব্যক্তিদিগের প্রথম ও পুরুষের উদাহরণ স্থল।

আমি সমুদ্রতরঙ্গ তুল্য চঞ্চল সুখপ্রার্থী নহি, সংসারের অনিত্যতা দর্শনে ভীত হইয়া ব্রহ্মপদ প্রবেশেও অভিলাষী নহি, শত্রুরা কপট দ্বারা যে অযশঃ পঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছে, আমি বৈধব্যতাপিত শত্রুস্ত্রীগণের নয়নজল দ্বারা তাহা ধৌত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

সাধুরা আমাকে উপহাস করুন, আর আমার বুদ্ধির অনবধানতাই হউক, আর আপনি আমাকে উপদেশ দিয়া কৃতার্থ হইতে না পারিয়া লজ্জিতই হউন, আমি শত্রু সমুচ্ছেদ করিয়া যে পর্য্যন্ত রাজলক্ষ্মীর উদ্ধার সাধন করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত মুক্তিকেও জয়শ্রীর অন্তরায় বলিয়া গণনা করিব।

যে পর্য্যন্ত পুরুষ শর দ্বারা শত্রুহৃত যশের উদ্ধার করিতে না পারে তাবৎ তাহার জন্ম বিফল, সে মৃততুল্য অথবা তৃণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর।

শত্রুজয় না করিয়া যে ব্যক্তির ক্রোধ শান্তি হয়, তাহাকে পুরুষ বলা সঙ্গত হয় কি না, হে তপোধন! আপনিই বিবেচনা করিয়া বলুন।

আমরা এ কথায় সে কথায় প্রকৃত কথা ভুলিয়া গেলাম। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে জগতের কি ইষ্ট আর শূদ্র হইলে কি বা অনিষ্ট? আমরা ত কিছুই ইষ্টানিষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। যদি কায়স্থ জাতির জন্মবৃত্তান্তগত প্রকৃত ইতিবৃত্ত জানা যাইত, একটী মহৎ ইষ্টলাভ হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা জানিবার পথ নাই। তাহা সংশয়পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া আছে। রামদাস বাবু নানা প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া কায়স্থ জাতির যেমন ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন চেষ্টা পাইয়াছেন, ফৈদাবাদের পত্রপ্রেরকও তেমনি ঐ জাতির শূদ্রত্ব স্থাপন চেষ্টা পাইয়াছেন। কায়স্থকুলচূড়ামণি রাজা রাধাকান্ত দেব কুলাচার্য্যের কারিকা ও ঘটকদিগের কারিকা প্রভৃতি শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এদেশের লোকেরা বহুকাল অবধি কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াই জানেন। যুক্তিও এই সংস্কারের সপক্ষতা করিতেছে। কান্যকুব্জ হইতে যে ৫ জন ব্রাহ্মণ আগমন করেন, তাঁহাদিগের সহিত ৫ জন ভৃত্য আসিয়াছিলেন। সেই ভৃত্যেরাই যদি কায়স্থ হন, কায়স্থ শূদ্র সন্দেহ নাই। শূদ্রেরাই ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়জাতি কখন দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। তবে যে রামদাস বাবু কয়েকটী বচন তুলিলেন সেগুলি কি, তাহার কিরূপ মীমাংসা করা যায়, আমরা তাহাই ভাবিতেছি। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের

লোপ হইয়াছে। আমরা অনুমান করি, রামদাস বাবুর ক্ষত্রিয় কায়স্থ সেই সঙ্গে লোপ পাইয়াছেন, আমাদিগের সৈদাবাদস্থ পত্রপ্রেরকের শূদ্রকায়স্থই অবিলুপ্ত আছেন। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি এই মীমাংসাটী সঙ্গত হয় কি না? সৈদাবাদের পত্রখানি দীর্ঘ বলিয়া আমরা প্রকাশ করিলাম না।

—:০:—

রোগ শোক নিস্তারিণী (১) গ্রন্থকার এ মধুমাখা নামটী কোথা পাইলেন। নামটী যেমন ভিতরটী তেমন নয়। ইহাতে অনেক গুলি পীড়ার চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে এতদ্দ্বারা অনেকের উপকার সম্ভাবনা আছে।

নাপিতেশ্বর নাটক (২) ঈশ্বর নাপিতের উপরে হাবড়া পুলিষ যে অত্যাচার করে, তদ্বৃত্তান্ত লইয়া এখানি রচিত হইয়াছে। উপসংহারের পদ্য কয়টী আমাদিগের কিছু মিষ্ট লাগিল।

সহচর (৩) এখানির সামান্যতঃ সহচর নাম না দিয়া "সোমপ্রকাশ সহচর" নাম দিলেই ভাল হইত। যিনি ইহার সম্পাদক হইয়াছেন, তিনি অনেক দিন সোমপ্রকাশের সহকারিতা করিয়াছেন। আমাদিগের নিকটে পত্রখানির প্রশংসা অথবা নিন্দা ইহার অন্যতর কিছুরই প্রত্যাশা করা পাঠকগণের উচিত হয় না। সম্পাদক অনেক দিন সোমপ্রকাশের নিকটে শিক্ষিত হইয়াছেন। অতএব যদি আমরা প্রশংসা করি, পাঠকগণ ভাবিবেন, স্নেহপাত্র বলিয়া আমরা প্রশংসা করিতেছি, দোষ দেখিতে পাইতেছি না। আর যদি নিন্দা করি তাঁহারা বলিবেন সম্পাদক স্বতন্ত্র কাগজ করিয়াছেন বলিয়া আমরা ঈর্ষান্বিত হইয়াছি। সহচর আপনিই আপনার গুণের পরিচয় দিবে। আমাদিগের বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই সোমপ্রকাশের নিকটে শিক্ষিত হইয়া আর একজন জগতের উপকারে প্রবৃত্ত হইলেন।

(১) এখানি চিকিৎসা গ্রন্থ. শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রণীত, নূতন স্কুলবুক যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ২ টাকা।

(২) গ্রন্থকারের নাম নাই, মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৷৷০ আট আনা।

(৩) এখানি একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র, শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদন করিতেছেন। এখানি ১০ নং ক্লাউচসাহেব লেন গিজা নিউস্কুলবুক প্রেস হইতে মুদ্রিত হইতেছে। মফস্বলে ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা এবং সহর ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে ৫ টাকা।

জ্ঞান বিকাশিনী (৪) এখানিও সাপ্তাহিক পত্রিকা। মফস্বলে এখানি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া আমাদিগের অধিক আনন্দের হইল। সমাচার পত্র অত্যাচার নিবারণের প্রধান অস্ত্র। মফস্বলের অনেক স্থানে অত্যাচার বিলক্ষণ প্রবল। অতএব সমাচার পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই যে অত্যাচারের হ্রাস হইয়া আসিবে, তাহা সহজে অনুমিত হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

৩ রা আষাঢ় সোমবার।

বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল স্থান অপেক্ষা কি বিদ্যা, কি সভ্যতা, কি ধন, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কিরূপে ঐ বিদ্যা ও ধনের যথাযথ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়, ইহার আজিও সে জ্ঞান জন্মিল না। এবিষয়ে ইহাকে বোম্বাইর নিকট শিক্ষা লইতে হয়। কিসে দেশের যথার্থ উন্নতি হয়, তাহা বোম্বাই বাসীরা যেমন জানেন এ দেশীয়েরা সেরূপ জানেন না। ইহাঁরা স্বাধীনতার কথা কন বটে. কিন্তু স্বাধীনতা লাভের উপায় জানেন না। সেদিন বোম্বাইর কতকগুলি লোক এক সভা করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করেন, ভাল ভাল ঔষধ ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভিন্ন অন্য কোন বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না। ইহার পরেই শুনা গেল, তত্রত্য একজন ধনবান হিন্দু এদেশে ইংরাজী দেশলাই প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রাদি আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে যে দেশলাই প্রস্তুত হইবে, তাহা বিলাতীয় অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। এই অনুষ্ঠানটী যে ঐ প্রতিজ্ঞার ফল তাহার আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ চিরকাল যদি আমাদিগকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির জন্য বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, আমাদিগের বিদ্যা সভ্যতা ও ধনের গর্ব্ব করা উচিত হয় না।

(৪) চাটমহর জ্ঞান বিকাশি যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদকের নাম নাই। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৬ টাকা।

গত বৎসর বোম্বাইয়ে ৬৮০ টী অগ্নিকাণ্ড হয় ইহাতে আড়াই লক্ষের অধিক টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

সেদিন মান্দ্রাজে হঠাৎ জলের কল বন্ধ হওয়াতে ২৪ ঘণ্টা কাল লোককে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কলিকাতার লোকেও এ কষ্ট হইতে মুক্ত নহেন।

অদ্য কলিকাতা মেডিকাল কালেজের সেসিয়ন খোলা হইয়াছে। ডাক্তার কর্টব্রিক সাহেব ছাত্রগণকে মহার্ঘ্য উপদেশ দিয়াছেন। সে উপদেশটী এই, উহারা যখন চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবেন, রোগীর দুঃখে যেন দুঃখিত হন। অনেকের চিকিৎসাপ্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, কেবল পয়সা লওয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য।

গত বৎরের ১ লা জানুয়ারি হইতে ৪ ঠা মে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ১০ টী রেলওয়ের গতবৎসর অপেক্ষা ৮৯২০৫৩ টাকা অধিক আয় হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ২৯৪২৬৫ এবং বোম্বাই ও বরদা রেলওয়ের ৩২২২৯৪ টাকা কম আয় হইয়াছে। এই দুটী রেলওয়েতে সাধু ও সচ্চরিত্র কর্ম্মচারীর সংখ্যা বোধ হয় অধিক।

ইংলিসমান বলেন, একদল পারসীক সেনা সিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। যে অংশ পারস্যের অধিকৃত সেই স্থানেই ইহারা গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টকে বলা হইয়াছে, আফগান স্থানের সীমা সম্বন্ধে কোন গোলযোগ করা হইবে না। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট যেন এই কথায় নিশ্চিন্ত না থাকেন।

হুগলীতে মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ যে দানের টাকা আছে, উহা বঙ্গদেশের সার্বভৌম মুসলমানের শিক্ষার্থ নিয়োজিত হইবে। তদ্ভিন্ন উহাতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষাবিভাগ হইতে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইবে।

কাম্বেল সাহেব উৎসাহদানের একটী নূতন পথের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, পাঠকগণ শুনুন, সম্প্রতি কাগমারির জমীদার বাবু দ্বারকানাথ চৌধুরী একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে এই বলিয়া আবেদন করেন, গবর্ণমেণ্ট যদি অর্দ্ধেক ব্যয় দেন, তিনি অপরার্দ্ধ ব্যয় দিতে সম্মত আছেন। কাম্বেল সাহেব উহার এই উত্তর দিয়াছেন, তিনি কিম্বা তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী যদি কখন ঐ অর্দ্ধেক টাকা দিতে অস্বীকার করেন, হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইবে এবং এই জরিমানার জন্য তাঁহার জমীদারিটি প্রতিভূ স্বরূপ রাখিতে হইবে। যদি ইহাতে তিনি সম্মত হন, গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধেক ব্যয় দিতে সম্মত আছেন। কেবল জমীদারী প্রতিভূ রাখিলেই কাম্বেল সাহেব তুষ্ট হইবেন? আর কিছু প্রতিভূ রাখিতে হইবে না?

গত শনিবার কারোলাইন গমিসের হত্যাকারী চারলস রড্রিগস এবং মণি বিবির হত্যাকারী পঞ্চানন তেওয়ারির ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, গত বৎসর মোরাদাবাদে দাঙ্গা হাঙ্গামের জন্য যে সকল লোকের জরিমানা করা হইয়াছিল, প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট সে সমুদায় জরিমানার টাকা ফিরাইয়া দিয়াছেন। জরিমানা ফিরাইবার কারণটী কি?

গ্রামদূত লিখিয়াছেন "আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি সাক্ষীর হাজিরা লেখার সময় লেখক, পেয়াদা, বা কনষ্টেবলগণের মনস্তুষ্টি করিতে না পারিলে, তাহারা ঘাড় ধরিয়া এজলাসের নিকট লইয়া যায়। হাকিম মহাত্মারা এ সকল টের না পায়েন এমন নয়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সকলকেই ঔদাস্য অবলম্বন করিতে দেখি।" বিচারপতিদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অতি অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪ ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সর্দার আকুব খাঁ ভগ্নমনোরথ হইয়া সিস্তান হইতে হিরাটে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কান্দাহার হইতে যে সৈন্য যাইবার কথা ছিল, তাহারা যায় নাই বলিয়া এইরূপ হইয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা বলেন, আমীরের একান্ত ইচ্ছা ইংরাজেরা সৈন্য দিয়া তাঁহার সাহায্য করেন। কাবুলের এই গোলযোগে ইংরাজদিগকে সিয়ার আলীর পক্ষ অবলম্বন করিতেই হইবে, তাহা হইলেই ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

টিহারণ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, খিবাতে যে রুশীয় সৈন্য যাইতেছে উহার সংখ্যা ৩ হাজারের অধিক হইবে না। উহারা খিবার ৭ টী আড্ডা দূরে আছে। আহার ও জলাভাবে বড কষ্ট হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

কাবুলে জনশ্রুতি এই, রুশীয় সম্রাট আমীরকে এই বলিয়া এক পত্র লিখেন, তিনি রুশীয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন, রুশীয়েরও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই। রুশীয়ার ইচ্ছা এই, আমীর তিরাটটী রুশীয়াকে অর্পণ করুন। আমীর এই পত্র পাইয়া ইংরাজদিগের পরামর্শ গ্রহণার্থ দূত প্রেরণ করিয়াছেন। সিমলায় যে কাবুলের দূত আসিয়াছে তাহার কারণ এই। রুশিয়া সম্বন্ধে যিনি যে সংবাদ লিখিতেছেন, তাঁহার কেবল অন্ধকারে ঢিল ফেলা হইতেছে।

এইবার রাজস্ব কমিটী সর জন ষ্ট্রাচি লাড লরেন্স, সর এফ হেলিডে সর গ্রাণ্ট এবং সর উইলিয়ম গ্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। গ্রে সাহেবের সাক্ষ্যে অনেক কাজ হইবে আমাদিগের বিশ্বাস এই।

গত সংখ্য কলিকাতা গেজেটে কাছাড়ের কুলিদিগের সম্বন্ধে এক গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে, কাছাড়ের চাকেক্রের কুলিরা সন্তুষ্ট সুখী এবং তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। কুলিরা কি বাস্তবিক সুখী, না গবর্ণমেণ্ট গেজেটে উহাদের যে কিছু সুখ দেখা যায়।

পিপলস ফ্রেণ্ড বলেন, কনষ্টাণ্টিনোপলে কতকগুলি মুসলমান জেড্ডা হইতে মক্কা পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমাদিগের অনেক ধনী হিন্দু আছেন, ইহাঁরা যদি পুরী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে এক একটী রেলওয়ে করেন, লোকেরও উপকার হয়, তাঁহারাও লাভবান হইতে পারেন। তাঁহারা আর কতদিন কোম্পানির কাগজের সুদ গণিয়া মাটী হইবেন।

বাশবেড়িয়া হইতে এক ব্যক্তি অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন, রাধানগর গ্রামে ভুতনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাহার বালিকা স্ত্রী তাহার সহবাস ভাল বাসিত না বলিয়া সর্ব্বদা প্রহার করিত। সে দিবস এমনি গুরুতর রূপে প্রহার করে যে প্রহার করিতে করিতেই হত ভাগিনীর মৃত্যু হইয়াছে। বাল্য বিবাহই এই সকল অনর্থের মূল।

পিপলস ফ্রেণ্ড পাঠে অবগত হওয়া গেল, লণ্ডন হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হইবার কল্পনা হইতেছে। কিছু দিন হইল, আমরা এইরূপ কল্পনার কথা আর একবার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি ইহার অনুমোদন করেন নাই। এরূপ একটী রেলওয়ে দ্বারা অনেক কাজ হয় বটে; কিন্তু ইহা স্থায়ী রাখা বড় সহজ নয়।

ত্রিহুত, ছাপরা, চম্পারণ প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে বৃষ্টি হয় নাই এই সংবাদ আসিতেছে, ইহাতে চাসের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে।

আমরা প্রায়ই পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের হিন্দু আরোহিদিগের পানীয় জলকষ্টের কথা শুনিতে পাই। রেলওয়ে কোম্পানি হিন্দু আরোহিদিগকে জল দিবার জন্য লোক রাখিয়াছেন বটে; কিন্তু

উঁহারা প্রায়ই রেলওয়ে বাবুদের পাক কার্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকে, সুতরাং কোম্পানি যে কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে বেতন দেন, তাহার ব্যাঘাত হয়। যাহা হউক, কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগের এ বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া উচিত।

ফিগাক নামক এক খানি সংবাদ পত্র বলেন, ইংলণ্ডে একটী সভা আছে, যে সকল লোকের জীবন নিতান্ত ক্লেশকর হয়, তাহারাই ইহার সভ্য। প্রতিমাসেই প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি সভ্য লণ্ডনের কোন না কোন মনুমেণ্ট হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সেদিন পারিস হইতে একজন দর্শক লণ্ডনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। উক্ত সভার সভাপতি তাহাকে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন বেণ্ডম স্তম্ভ কতদূর নির্ম্মিত হইয়াছে। এ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, আমি প্রথমেই উহা হইতে পড়িয়া মরিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি যেমন পদ মর্য্যাদায় সকলের অপেক্ষা প্রধান, তাঁহার অন্যান্য সভ্যের ন্যায় যে সে মনুমেণ্ট হইতে পড়িয়া মরা উচিত হয় না!!

বাল্যবিবাহ নামক মাসিক পত্র বাল্য বিবাহের নিম্নলিখিত বিষময় ফলগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।

“(১) শারীরিক।

১। শরীর ক্ষয়—যক্ষ্মা ক্ষয়কাশ ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার রোগ এবং তজ্জনিত অকাল মৃত্যু।

২। দুর্ব্বল ও রুগ্ন সন্তান উৎপাদন—শিশুকালে মৃত্যু এবং তজ্জন্য পিতা মাতার শোক।

৩। অল্পবয়সে বালিকাদের গর্ভ সঞ্চার তজ্জনিত ভয়ানক যন্ত্রণা এবং কষ্ট। অনেক সময় প্রসব কালে গর্ভিণীর এবং গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু।

৪। অল্প বয়সে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হওয়া, তজ্জনিত নানাপ্রকার শারীরিক কষ্টভোগ করা এবং সাংসারিক কার্য্যে অক্ষমতা।

৫। শারীরিক স্বাধীনতা বিনাশ এবং ভীরুতার উৎপত্তি।

(২) মানসিক।

১। মানসিক সৎবৃত্তি সমুদায়ের হানি এবং দুর্ব্বলতা—যথা—স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধির হ্রাস, অসাময়িক ইন্দ্রিয় সেবা প্রযুক্ত অসৎ বুদ্ধি ও ব্যভিচার প্রভৃতি কুবিষয়ে মনধাবিত হওয়া।

২। শিক্ষালাভের ভয়ানক কণ্টক। উপযুক্ত শিক্ষালাভ না করিতেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা।

৩। ধর্ম্ম উপার্জ্জনের নিতান্ত ব্যাঘাত।

৪। প্রায়ই স্বামী স্ত্রীতে অপ্রণয় ও অসদ্ভাব এবং তজ্জন্য চিরজীবন অসুখে যাপন করা।

৫। বিবাহের উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম না হওয়া এবং তজ্জনিত আত্মার অধোগতি।

৬। মানসিক স্বাধীনতা বিনাশ এবং তজ্জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব হানি।

(৩) সামাজিক।

১। দরিদ্রতা বৃদ্ধি—অশিক্ষা ও দুর্ব্বলতা বশতঃ ধন উপার্জ্জনে অক্ষমতা এবং তজ্জন্য স্ত্রী ও সন্তানদিগকে প্রতিপালনে অসমর্থতা।

২। অল্পবয়সে সংসার ভারগ্রস্ত হওয়া এবং তাহাতে মানসিক ও সাংসারিক নানা প্রকার উন্নতির ব্যাঘাত এবং তজ্জন্য দেশের হিতসাধনে অপারগতা।

৩। শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ ধর্ম্মভাবের হানি প্রযুক্ত, ধন উপার্জ্জনের উপযুক্ত ক্ষমতার অভাবে এবং অল্পবয়সে অনেক লোকের ভরণ পোষণের ভার পতিত হওয়াতে চৌর্য্য, তোষামোদ, কপটতা প্রভৃতি নীচ কার্য্যে রত হওয়া।

৪। ধনোপার্জ্জন না করিতে বিবাহ করা ও সন্তান উৎপাদন করা এবং তজ্জন্য সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ও তাহাদের প্রতি অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্পাদনের অক্ষমতা।

৫। অকালমৃত্যু দ্বারা সন্তান সন্ততিদিগকে ভয়ানক বিপদাপন্ন করা।

৬। অল্পবয়স্কা বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি, তাহাতে পিতা মাতার নিতান্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা এবং উক্ত বিধবাদিগের দ্বারা ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের অনুষ্ঠান।

৭। অধীনতা—শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ জাতীয় স্বাধীনতা লাভের অক্ষমতা।”

৫ ই আষাঢ় বুধবার।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী গত কল্য নিজ কার্য্যভারগ্রহ করিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত কালেজের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা এ সংবাদে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। কারণ সংস্কৃত কালেজের প্রতি প্রসন্ন বাবুর আন্তরিক টান আছে। তাঁহা হইতে ইহার অনেক উন্নতির আশা আছে। পাঠকগণ যদি আমাদিগের মনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমরা এই কথা বলি প্রসন্ন বাবু যেরূপ উপযুক্ত ও মহাশয় ব্যক্তি, ইনি যে কার্য্যে গিয়াছিলেন, তত্তুল্য অন্য কার্য্যে যদি নিযুক্ত হইতেন, তাহা আমাদিগের হৃদয়ের অধিকতর পরিতোষকর হইত।

একব্যক্তি আহ্লাদিত হইয়া লিখিয়াছেন “সম্প্রতি বাকইপুর নিবাসী দেশহিতৈষী জমিদার বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী এই রাজপুরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া লোকের কষ্টের পরিহার করিয়াছেন। ঐ ঔষধালয় হইতে উত্তম উত্তম মুল্যবান ঔষধ বিনা পয়সায় লাভ করিতেছি এবং চিকিৎসকের চিকিৎসাতে আমাদিগের গ্রামের সকল লোকেই বিশেষতঃ দরিদ্রলোকেরা যমের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতেছেন।” আমরা চিকিৎসালয়টী দেখি নাই। যদি উহা বাস্তবিক বর্ণিত গুণ সম্পন্ন হইয়া থাকে, আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, জাপানের মিকেডোর প্রাসাদটী অগ্নি লাগিয়া এক কালে ভস্মীভূত হইয়াছে। রাজপরিবারের কয়েকটী স্ত্রীলোকেরও মৃত্যু হইয়াছে। মিকেডো সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কেবল এই প্রাসাদটী পুরাতন ছিল, এই জন্যই বোধ হয় ব্রহ্মা কুপিত হইয়াছেন।

গতবুধবার সিকিমের রাজা দার্জ্জিলিঙ হইতে নিজ রাজ্যে যাত্রা করিয়াছেন। রাজা যে জন্য আসিয়াছিলেন তাহার কি হইল ?

পিয়নিয়রের সীমান্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাশ্মীর রাজার নিকট বিবিধ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজা বাজী ও ভোজ প্রভৃতিতে ১৫০০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এইরূপ দুই চারি জন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও গবর্ণরের অতিথি সৎকার করিতে হইলে বোধ হয় কাশ্মীরের রাজাকে টুকনী হস্তে করিতে হয়।

সমাজ দর্পণ লিখিয়াছেন, " গবর্ণমেণ্ট লবণের কর অত্যন্ত অতিরিক্ত করিয়াছেন। লিবরপুল হইতে লবণের আমদানী হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট উহা নিজে প্রস্তুত করেন না। বণিকেরা লবণের মণ শতকরা ৭৫ টাকা মুল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট ৩০০ টাকা কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে ক্রেতাদিগের ১০০ মণ লবণ কিনিতে ৩৭৫ টাকা ব্যয় করিতে হয়। মুল্য অপেক্ষা কর এত বেশী হইলে গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অন্যায় করা হয় সন্দেহ নাই। আমাদের বোধ হয় ফসেট সাহেব আয় ব্যয় কমিটীতে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারেন। "

বুশায়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, পারস্যের সাহা ইউরোপে যাওয়াতে রাজ্য মধ্যে চুরি ডাকাইতি হত্যা প্রভৃতি অরাজক কাণ্ড সকল অহরহঃ ঘটিতেছে। বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। দেশীয় যত দুষ্ট লোক এই সময়ে নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সাহা দেশে নাই বলিয়া প্রজাদের এই কষ্ট হইয়াছে, তিনি আসিলেও প্রজারা সুখী হইবে বোধ হয় না। তিনি প্রায় ৩ বৎসরের রাজস্ব ইউরোপে ব্যয় করিয়া আসিবেন। তাহা তাঁহাকে পোষাইয়া লইতে হইবে। উভয়থই প্রজাদের সর্ব্বনাশ। ওদিকে বসোরাতে পঙ্গপাল আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি গৃহীত হইল।

" রেলওয়ে সকলের সাপ্তাহিক আয়ের বিবরণ ৩১ এ মে পর্য্যন্ত।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে ১৫৬॥০ মাইল।

লোকের ভাড়া	২৩৭৮৪,৩
দ্রব্যাদির ভাড়া	২৮২৬৪।/১
মোট	৫২০৪৮।/৪

কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ে ২৮ মাইল।

লোকের ভাড়া	৯০৫
দ্রব্যাদির ঐ	৮৩২
মোট	১৭৩৭

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে মেইল লাইন ১২৮০ মাইল।

লোকের ভাড়া	১৩৯৪৪১।/১
দ্রব্যাদির ঐ	৪০১৬৪১।৶/৪
মোট	৫৪১০৮৩,৪

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে জব্বলপুর লাইন ২২৩॥০ মাইল।

লোকের ভাড়া	১০৩৩৮৬৶/১০
দ্রব্যাদির ঐ	৩০৯৪০॥৶/৬
মোট	৪১২৭৯॥৶/৪

নলহাটি ষ্টেট রেলওয়ে ২৭। মাইল।

লোকের ভাড়া	৯৬৯
দ্রব্যাদির ঐ	৪১৫
মোট	১৩৮৪

ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল।

আয় ব্যয় ও স্থিতির হিসাব।

২ রা জুন ১৮৭৩।

পাওনা।

গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী মজুত	১৫৪৩২২৫১।/৩
কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে	৪৫৫৬৮৭৭৮৶/৭
ডিপজিট হিসাবে পাওনা	১৯১৯৩২৬।৶/৯
বিল ডিস্কোণ্ট হিসাবে	২৮৯২৩৭৬৩৶/১
ডেডষ্টক অর্থাৎ উপস্বত্ব শূন্য তৈজসাদি	১১১৬৯২১।৶/৩
ষ্ট্যাপ	১৫৪২৪/৬
অপরাপর ব্যাঙ্কের জমা	৯৬১৩৪৭৫৮৶/৭
বিবিধ	১০৫০৭৮৸২
বুলিয়ন অর্থাৎ সোণা রূপা প্রভৃতি ধাতু	৫৪৩৮৩৮॥/৯
মজুত নোট ও নগদ	৩৭১৪৭০০৪/৪
	৯০৪১৩৯৬১৸৬

দেনা।

অংশিগণের আসল ধন	২,২০,০০,০০০
সঞ্চিত ধন	১৫,০২,২৯৬॥৯
গবর্ণমেণ্ট ধনাগারের সঞ্চিত ধন	৪১৮২৯৩৩০।/৭
অন্যান্য সঞ্চিত ধন	২৩৯৫৩২১৮৶/১০
ব্যাঙ্কপোষ্ট বিল প্রভৃতির জমা	২৬২১৮৩৶
বিবিধ	৮৬৮৯৩১।৪
	৯০৪১৩৯৬১৸৬ "

হিন্দু পর্ব্বাহ সকলে তৃতীয় শ্রেণীর রিটরন টিকিট করিবার জন্য গত অক্টোবর মাস হইতে বঙ্গদেশ বোম্বাই ও মান্দ্রাজের রেলওয়ে কোম্পানিদিগের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পত্র লেখালিখি হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বলেন, এরূপ করিলে লোকেরও সুবিধা হয়, কোম্পানিরও লাভ হইতে পারে। লাভ হয় কি না অন্ততঃ এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বোম্বাইর হামিল্টন কোম্পানির ১০ হাজার টাকার দ্রব্য ফাকি দিয়াছিল বলিয়া সেদিন করাচিতে মস্কাটের ভূতপূর্ব্ব ইমামকে ধৃত করা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন ইনি মস্কাটের ভূতপূর্ব্ব সুলতান ছিলেন।

৬ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কেবল জানজিবারের দাস ব্যবসায় নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ফরেন আফিস ইণ্ডিয়া আফিসকে এই বলিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন, সাক্ষাৎসম্বন্ধে হউক আর পরম্পরা সম্বন্ধে হউক যে কোন ব্রিটিশ প্রজা দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে তাহাকেই ধরিয়া দণ্ড দিবার জন্য যেন বিশেষ চেষ্টা পাওয়া হয়। এরূপ লিখিবার কারণ এই সর বার্টল ফ্রিয়ার রিপোর্ট করিয়াছিলেন অনেক ব্রিটিশ প্রজা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। এতদনুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দাস ব্যবসায় বিষয়ে ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের যে আইন আছে তাহা প্রদর্শন করিয়া এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, এ অপরাধে ৭ বৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস দণ্ডের নিয়ম আছে। এ ভিন্ন উক্ত অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়

পাইতে পারে না। সিন্ধু খিলাত গোলাদর পারস্য উপসাগর মস্কাট এডেন এবং জানজিবারের ব্রিটিশ পোলিটিকাল এজেণ্টদিগকে জষ্টিস অব দি পিস করিয়া তাঁহাদিগকে দাস ব্যবসায়ী ব্রিটিশ প্রজাদিগকে বন্দী করিয়া বিচারার্থ বোম্বাই হাইকোর্টে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও বঙ্গ দেশের উত্তর পূর্ব্ব সীমা প্রভৃতি স্থানে প্রকারান্তরে যে দাস ব্যবসায় চলিতেছে তজ্জন্য কর্ম্মচারিদিগের তন্নিবারণ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

আমাদিগের ব্যবস্থাপক সভা সিমলায় গিয়া কেবল আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিতেছেন না, তাঁহারা নুতন ব্যবস্থা প্রণয়ন কোনটীর পরিবর্ত্তন কোনটীর বা উন্মূলন এই সকল বিষয়ে এত ব্যস্ত যে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। ইহার মধ্যেই হবহাউস সাহেব অনেকগুলি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন ও করিতেছেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, লার্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় হবহাউসের ন্যায়ই একজন উপযুক্ত আইনকর্ত্তার একান্ত প্রয়োজন। ফ্রেণ্ড প্রয়োজন দেখিয়া থাকেন দেখুন, কিন্তু আমরা আর নুতন আইনকর্ত্তা চাহি না। ব্যবস্থাপক সভা যদি কিছু দিন অব্যাহতি দেন, আমরা নিশ্বাস ফেলিয়া লই।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক স্থানে পঙ্গপাল দেখা দিতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উপদ্রব করে নাই।

১৪ ই জুন পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় বর্দ্ধমান, রাজসাহী, প্যাটনা এবং উড়িষ্যা বিভাগে বৃষ্টির অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। শস্যাদির যেরূপ অনিষ্ট হইবে মনে করা গিয়াছিল তত দূর হয় নাই। লোকের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ প্রীতিকর, কিন্তু অনেক স্থানে ওলাউঠা ও বসন্ত হইতেছে।

আলাহাবাদে এখনও ভয়ানক গ্রীষ্ম রহিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক দিনের মধ্যে ৪।৫ জনের সর্দ্দি গর্ম্মিতে মৃত্যু হইয়াছে। এক ব্যক্তির ওলাউঠা হইয়া ৬ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হইয়াছে। বসন্তরেও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

হত্যাপরাধে চারলস রোড্রিগসের ফাঁসীর আজ্ঞা হওয়াতে কলিকাতার ২৫০ অধিবাসী স্বাক্ষর করিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট মৃত্যু দণ্ড রহিত করিয়া অন্য দণ্ড দিবার জন্য এক আবেদন করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, নৃশংস বধ দণ্ডটী এককালে উঠাইয়া দিয়া অন্য গুরুদণ্ডের বিধান করাই কর্ত্তব্য। বধ দণ্ড আছে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের ত নিবারণ হইতেছে না।

তুলার উৎপাদন বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল স্থানকে উড়িষ্যা পরাস্ত করিয়াছে। উড়িষ্যার উৎপন্ন ৩ প্রকার তুলার নমুনা বাণিজ্য সভার উড সাহেবের নিকট পাঠান হইয়াছিল। তিনি উহার ১৭। ১৭।০। ১৭৷৷০ টাকা মণ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এ তুলা দেশীয় বীজ হইতে উৎপন্ন। বিদেশীয় বীজ হইতে উৎপন্ন আর এক প্রকার তুলা পাঠান হইয়াছিল। তদ্দর্শনে উড সাহেব বলিয়াছেন এরূপ উৎকৃষ্ট তুলা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান হইতে আইসে নাই। এ তুলা লণ্ডনে প্রায় সাত আনা পাউণ্ড বিক্রীত হইতে পারে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে হিঙ্গনঘাট মিশর নিউওর্লিয়ন্স এবং চান্দোল এই কয়েক স্থানের ৬ মণ তুলার বীজ চাহিয়াছেন। উড়িষ্যা যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা থাকিবে না। ভারতবর্ষীয় মৃত্তিকা অপূর্ব্ব, যত্ন করিলে এখানে সোণা ফলাইতে পারা যায়।

গত রবিবার বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের নবম বার্ষিক পারিতোষিক দান কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ডি, ওয়ালডি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে পর বিবি ফিয়ার বালিকাগণকে পারিতোষিক দান করেন। শশি বাবুর যত্নে ও পরিশ্রমে এই বিদ্যালয়টী বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বাহাদুর পুলিস কোর্টের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। গত কল্য হইতে উক্ত মাজিষ্ট্রেটদিগের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি পূর্ণিয়া জেলায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া ধান্য ও নীলের বড় উপকার করিয়াছে।

সম্প্রতি হুগলী কালেজের ছাত্রেরা যে অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিল, তজ্জন্য দুই জনকে কালেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ১০ জনের ছাত্রবৃত্তি বন্ধ করিয়া দিয়া এক বৎসরের জন্য উহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকের ১০ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ছাত্রগণের ৫ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে। এটী দৃষ্টান্ত স্থল হইল। এইরূপ দুই চারিটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত না হইলে নির্ব্বুদ্ধি ছাত্রগণের অবাধ্যতা নিবারণ হওয়া কঠিন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, জমুর গোলাম আহম্মদ নামক একজন বণিক ৮৫ হাজার টাকার একছড়া হার প্রদর্শন স্থলে উপস্থিত করিয়াছেন। কাবুলের রাজা সুজাউল্ মল্ক এই হার রণজিৎসিংহকে উপহার দিয়াছিলেন। ইংরাজেরা পঞ্জাব অধিকার করিলে এই হার নিলামে বিক্রয় করা হয়। কাশ্মীরের রাজপ্রতিনিধি ইহা ক্রয় করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ইহা একজন বণিককে বিক্রয় করা হয়। তিনি ইহা ছিঁড়িয়া এক এক অংশ করিয়া বিক্রয় করেন। গোলাম আহম্মদ সেই অংশ গুলি একত্র করিয়া হারছড়াটী পূর্ব্বের ন্যায় করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন বৃষ্টির অভাব নিবন্ধন দাবানল ঘটিয়া কুমাউনের চা ক্ষেত্রের অনেক ক্ষতি করিয়াছে।

বরদায় এরূপ গ্রীষ্ম হইয়াছে যে সহস্র সহস্র বাদুড়কে মরিয়া ঝুলিয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে। বরদার সকলই কিছু অতিরিক্ত।

৭ ই আষাঢ় শুক্রবার।

গত ১৮ ই জুন পারস্যের সাহা মহা-সমারোহে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়েলস প্রিন্সটেক, প্রিন্স ক্রিশ্চিয়ান এবং কেম্ব্রিজের ডিউক তাঁহাকে জাহাজ হইতে আনয়ন করেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন কাবুলের যে রাজদূত সিমলায় আসিয়াছেন, আমীরের সৈন্যদিগের শিক্ষার্থ কয়েকজন উপযুক্ত ব্রিটিশ আফিসর লইয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য।

৭ ই জুন পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৫০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৯০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

সম্প্রতি একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডে বাঙ্গালিরা ভিক্ষা করিয়া অনেক উপার্জ্জন করিতে পারেন এমন কি প্রতি দিন ১০। ১২ আনা উপার্জ্জন হয়। যাঁহারা বাঙ্গালার ধন হরণ করিয়া ধনী হইয়াছেন, তাঁহারা না জন্য ইংরাজেরা ভিক্ষুক বাঙ্গালির প্রতি সদয়?

মুরসিদাবাদ পত্রিকা বলেন "এখানে বৃষ্টি অতি সমান্যাকারে হইয়াছে। কএকদিন কিছুই হয় নাই। তারপর নাই গরম। আবাদের সুবিধা হয় নাই।"

বোম্বাইর অন্তর্গত টানা নামক স্থানে কতকগুলি স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া একটী নাট্যশালা খুলিয়াছেন। ইহাঁরা পুরুষের কোন সাহায্য লইবেন না। নাট্যশালা তেমন জিনিস নয়, ইহাতে অন্যের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা অধ্যক্ষ।

বার্লিন হইতে ৩০ মণ ওজনের একটী কামান নিউইয়র্কে পাঠান হইয়াছে। সম্রাট উইলিয়ম এটী আমেরিকার একটী গির্জ্জার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। ইহা গলাইয়া যে ধাতু পাওয়া যাইবে উহাতে একটী গির্জ্জার ঘণ্টা প্রস্তুত করা হইবে। এই কামানটী সিডানের যুদ্ধে ফরাসী দিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। গির্জ্জার পক্ষে কামান উপঢৌকন মন্দ নয়।

সিকুরের সর্দ্দারের একজন চিকিৎসক জয়পুর রাজ্যে একটী হীরকের খনির আবিষ্কার করিয়াছেন।

একজন ফরাসী একটী বৈদ্যুতিক আলো প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ১০০০০ বাতির তুল্য।

ব্রহ্মদেশের ও ব্রহ্ম ভাষার উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশীয় শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিদিগকে ব্রহ্ম ভাষায় যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকে ১০০০ টাকা ও পালী ভাষায় উত্তীর্ণ হইলে ২০০০ টাকা পারিতোষিক দান করিবেন বলিয়াছেন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে জয়পুরের মহারাজ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনন্ট গবর্ণরের অনুরোধে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের সংস্কারার্থ ৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

৮ ই আষাঢ় শনিবার।

আমরা শুনিলাম, সিবিল সর্ব্বাণ্ট বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু অবিনাশ চন্দ্র দত্ত সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছেন।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি টিকিট না লইয়া পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে গিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

প্রয়াগদূত বলেন, "রুষসম্বন্ধে আজি কালি গুরুতর আন্দোলন উঠিয়াছে। পালিয়ামেণ্টের শেষ অধিবেশনে এ বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞেরা স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব চিফ কমিসনার সর চার্লস উইংফিলড বলিয়াছেন রুষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের যাহা কর্ত্তব্য, প্রকাশ্যভাবে তাহার অনুষ্ঠান হউক ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট তাহা গোপন রাখা উচিত নহে। ছোট ষ্টেট সেক্রেটারী মেঃ গ্রাণ্ট ডফ বলেন, আফগান স্থান ও ইয়ারখন্দ এবং নেপাল কাশ্মীর ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির সহ সদ্ভাব সংবর্দ্ধন করা আবশ্যক। অন্যান্য অনেকে অনেক প্রকার মত দিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী মেঃ গ্লাডষ্টোনের মত এই, যে প্রকারে হউক বলের দ্বারা রুষদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। কিন্তু রুষেরা ভারতবর্ষ আক্রমণের চেষ্টা না করিলেও ইংলণ্ডের সহ বিবাদ হওয়ার অন্য সম্ভাবনা আছে। তুরুক ইংলণ্ডের আশ্রিত রাজ্য স্বরূপ। তুরুকের প্রতি রুষ সম্রাট্ আবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তুরুক আক্রমণ করিলেই ইংলণ্ডকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষণার্থ রুষদিগের প্রতিকূলাচারী হইতে হইবে, তদন্যথায় কাপুরুষতা প্রকাশ।"

কলিকাতা পোষ্ট আফিসের যে পেয়াদার নিকট অনেক চিঠি পত্র হুণ্ডী অর্দ্ধ নোট পাওয়া যায়, সে ব্যক্তি সেসিয়নে অর্পিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিক্কা	১০৩॥—১০৩॥৶
৪	"	কোং	১০৩॥৵০
৪॥	"	"	১০৬৸—১০৭
৪॥	"	"	১০৬—১০৬।০
৪॥	"	"	১০৫॥৵০
৫॥	"	"	১১১—১১১৶

ইউরোপীয়সমাচার।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৩ ই জুন। তুর্কির সুলতান মিশরের অভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে খেদিবকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। খেদিব বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি করিবার এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই জুন। স্পেনে মন্ত্রি সভা সংক্রান্ত যে গোলযোগ হইতেছিল তাহার নিবারণ হইয়াছে।

ইটালির সহিত জর্ম্মণির সন্ধি হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা অমূলক।

প্রোপ সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন।

এডেন ১৪ ই জুন। কাশ্মীর নামক জাহাজ অদ্য জানজিবার হইতে এই সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, সুলতান সর বার্টল ফ্রিয়ারের প্রদত্ত সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। যখন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তখন গ্লাসগো নামক রণতরি জানজিবারে উপনীত হয় নাই।

লণ্ডন ১৬ ই জুন। ২০এ রুশীয় সৈন্যগণ কওগ্রাক অধিকার করে। খিবানেরা পলায়ন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। পারস্যের সাহা ব্রসেলসে উপনীত হইয়াছেন।

রুশীয় রাজ্ঞী লণ্ডনে গিয়াছেন।

জর্ম্মণির সম্রাট ক্রমে স্বাস্থ্যলাভ করিতেছেন।

বেলজিয়মের সহিত ইংলণ্ডের যে সকল বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি হয়, ফরাসী বাণিজ্য সভা তাহা অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। ভারতবর্ষের আপীল শ্রবণের জন্য ক্ষমতা বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলডার্লির লাড ষ্টানলি যাহা বলিয়াছিলেন, ডিউক অব আর্গাইল তদুত্তরে বলিয়াছেন, রাজদ্রোহিতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দেশীয় রাজগণের বিচার করিবার ক্ষমতা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে অন্য বিচারালয়ের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য হয় না। তবে অন্যান্য অপরাধের জন্য দেশীয় রাজগণের এক্ষণে যেরূপ বিচার হইতেছে, সে প্রণালী, পরিবর্ত্তনে তিনি প্রস্তুত আছেন।

লণ্ডন ১৮ই জুন। ফ্রান্সে কাঁচা দ্রব্যের উপর যে টাক্স হইয়াছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়াতে বজেটে ১৭ কোটি ফাঙ্ক অকুলান হইয়াছে।

—ঃঃঃ—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১২ ই জুন। শিলেটের মাজিষ্ট্রেট যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবেন, তত্রত্য জ্বাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সেই পর্য্যন্ত ফৌজদারী আইনের ৪৪ ধারা অনুসারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

মেজর ই, ইমেন্স ওয়ালকট সাহেব কাছাড়ের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর হইবেন।

১৩ ই জুন। শ্রীযুক্ত এম, আর টটেনহাম সাহেব তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্য হইতে যে দিবস অব্যাহতি পাইবেন সেই দিবস হইতে প্রথম শ্রেণীতে বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত টটেনহাম সাহেব যে পর্য্যন্ত কর্ম্ম স্থলে উপস্থিত না হইবেন সেই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত এ, বি, ক্যালকন সাহেব প্রথম শ্রেণীতে বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত এ, বি, ক্যালকন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাখরগঞ্জ এবং যশোহরের আডিসনাল জজ ও ফরিদপুর এবং যশোহরের আডিসনাল সেশিয়ন জজ হইবেন।

নিম্নলিখিত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ, আর, ষ্টানলি কলিয়ার হুগলী।
" সি, জে, ওডনেল এম, এ। যশোহর।
" জে, কে, ওয়াইট বি এ। বাখরগঞ্জ।
" এচ, বে, হামিলটন ফেসন। ময়মনসিংহ।
" জে, নিউজেণ্ট সাহেব। চট্টগ্রাম।
" সি, ডবলিউ, বোলটন। মুরসিদাবাদ।
" জে, ম্যা, কার্থি। রঙ্গপুর।
" জি, এচ, আটকিন্সন। কটক।

শিবসাগরের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু আনন্দ রাম বড়ুয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

" বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্য। পাবনা।
" রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুর্ণিয়া।
" বাবু নন্দকিশোর দাস। পুরী।

১৭ ই জুন। শ্রীযুক্ত ডবলিউ ফিডান সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত ডেপুটি কালেক্টর এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বালেশ্বরের অন্তর্গত ভদ্রক নামক স্থানের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

আমাদিগের মাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। বর্ষার প্রারম্ভ। পদ্মা ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতেছে। যৌবন সহচরী মত্ততা অনেক সময়ে অনিষ্টের হেতুভূত হইয়া উঠে। সুতরাং পদ্মাও মত্ততা প্রভাবে কুলঙ্কষা হইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। ফলতঃ পদ্মার প্রচণ্ডতা নিবন্ধন অনেক সময়ে অনেকের অনিষ্ট হইয়া থাকে। গত ৬ ই জুন পূর্ব্বনা মেইল পদ্মা পার হইয়া গোয়ালন্দে যাই ছিল হঠাৎ একটী প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে মেইলের নৌকা খানি গোয়ালন্দের নিকট পদ্মায় নিমগ্ন হয়। সৌভাগ্যের বিষয় বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। জাফরগঞ্জের প্যাকেট ব্যতীত সমুদয় প্যাকেটই রক্ষা পাইয়াছে। কোন প্রাণী বিনষ্ট হয় নাই। মেইলের নৌকার নিমজ্জন সম্বাদ পাইয়া পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ও ঢাকা বিভাগের ইনস্পেক্টীং পোষ্ট মাষ্টার গোয়ালন্দে আসিয়াছিলেন। আমরা আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, মেইল পার করিবার নিমিত্ত দুই খানি ভাল "ছান্দী" নৌকা রাখা কর্ত্তব্য। অন্যথা অনেক সময়ে সাধারণের অনিষ্ট সম্পাদিত হইবে। শুনিলাম জাফর গঞ্জের যে প্যাকেটটী নষ্ট হইয়াছে; তাহাতে এক খানি রেজিষ্টরী চিঠি ছিল। কিন্তু তন্মধ্যে নোট ইত্যাদি কিছুই ছিল না; কেবল একটী প্রয়োজনীয় সম্বাদ লিখিত হইয়াছিল।

২। ঘটনা বশতঃ এস্থানের চিকিৎসালয়ে সব আসিষ্টাণ্ট সরজন নিযুক্ত হয়েন নাই। একজন নেটীব ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইনি নাকি আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসাও করিতে পারেন। শুনিলাম ডাক্তার মহাশয় অনেক স্থলে সবিশেষ প্রতিপত্তি সহকারে চিকিৎসা করিয়া প্রশংসা পত্র লাভ করিয়াছেন।

৩। গত ৩১ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে ইনস্পেক্টরেরা অতঃপর দুই মাস অন্তর গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলের বিল স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু সকল স্থলে তদনুরূপ কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে না। অত্রত্য স্কুলের কয়েক মাসের বিল স্বাক্ষরের নিমিত্ত ঢাকা বিভাগের ডেপুটী ইনস্পেক্টার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু হিসাব ঠিক না হওয়াতে তৎসমুদয় ফেরত আসিয়াছে। যাহা হউক, বিল স্বাক্ষর ত ডেপুটী ইনিস্পেক্টারগণ করিতেছেন, ওদিকে স্কুল সংক্রান্ত আর আর সমুদয় কার্য্যই মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারগণ

...তৃক নির্ব্বাহিত হইতেছে, নুতন লোক নিযুক্ত করিতে হইলে ইহাঁরাই করিয়া থাকেন। অধিক কি, ইনস্পেক্টরকে কোন কথা লিখিয়া পাঠাইলে তিনি তাহা কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দেন। যখন সমুদয় কার্য্যই কালেক্টার ও ডেপুটী ইনস্পেক্টার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে, তখন ইহাঁদিগের মধ্যবর্ত্তী এক একজন গুরু বেতনভোগী ইনস্পেক্টার রাখিবার আবশ্যকতা কি? স্কুল পরিদর্শন কার্য্যও ডেপুটী ও সব্ ডেপুটী ইনস্পেক্টারগণ করিতেছেন, এ অংশেও ইনস্পেক্টারের সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে না। কেবল ইনস্পেক্টার নয়, তাঁহার কেরাণী দপ্তরী প্রভৃতি অনেক গুলি লোকে টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছেন। এক্ষণে সকলেই ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কেহই এ বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই। সর জর্জ্জ কাম্বেলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও প্রস্তাবিত বিষয়ের বহিশ্চর হইয়া আছে।

৪। সকল দিক হইতেই ডাক বিভাগের অব্যবস্থিততা বিষয়ে অভিযোগ হইয়া থাকে। বহু বিলম্বে চিঠি পত্র হস্তগত হয় হরকরাগণ নিয়মিত মাসুলের অতিরিক্ত পয়সা গ্রহণ করে অনেক সময়ে পত্রাদি হারাইয়া যায় প্রায়ই এইরূপ অভিযোগ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। কেন এইরূপ অভিযোগ হয়? গবর্ণমেণ্ট কি বর্ষে বর্ষে এ বিভাগ হইতে বহুসংখ্য অর্থ লাভ করেন না? যে বিভাগ এত লাভকর তাহার পঙ্কোদ্ধার করা কি উচিত নয়?

—ঃ—

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

ডাকবিভাগের এই একটী সাধারণ নিয়ম আছে, কোন স্থলে নুতন একটী ডাকঘর খুলিতে হইলে সেই স্থানটী যে আফিসের অন্তর্গত সেই আফিসে, উক্ত স্থানে ডাকঘর খুলিলে উহার খরচ পোষাইবে কি না ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ হইতে চিঠি আইসে। অনন্তর হিসাব পত্রাদি অবগত হইয়া উচিত বিবেচনা হইলে তথায় প্রথমতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত শাখা ডাকঘর খুলিবার আদেশ আইসে। পরে খরচ পোষাইবে এরূপ বিবেচনা হইলে উহাকে স্থায়ী করা হয়। কিন্তু ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় এই কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কোরহাটী ডাকঘরটীর প্রতি উক্ত নিয়মটীর প্রথমাংশ প্রয়োগ করিয়াও শেষাংশ প্রয়োগ করিতেছেন না। প্রায় ৩।৪ বৎসর হইল আমাদিগের এই শাখা ডাকঘরটীর সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, সম্প্রতি কোরহাটী ডাকঘরে যেরূপ আয় দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এখন আর ইহাকে শিক্ষকের অধীনে না রাখিয়া অনায়াসেই ইহাতে স্বতন্ত্র লোক নিয়োজিত করা যাইতে পারে। এক্ষণে এই ডাকঘর হইতে প্রতিমাসে গড়ে নগদ ৩৯।৪০ টাকা প্রেরিত হইয়া থাকে। শুনিলাম ডাকঘরের অন্তর্গত কুকুটিয়া গ্রামের জন্য একজন লোক নিযুক্ত হইবার কথা হইতেছে। ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার রামচন্দ্র বাবুর নিকট আমাদিগের সবিনয় প্রার্থনা এই তিনি উক্ত প্রস্তাবটী পরিত্যাগ করিয়া এই আফিস সম্বন্ধে অনারূপ বন্দোবস্ত করিতে যত্নবান হউন। সে বন্দোবস্ত এই, এক্ষণে ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারের বেতন ৮, টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। কুকুটিয়ার জন্য একজন নুতন লোককে ৮ টাকা বেতন প্রদানের কথা হইতেছে। আমরা বলি উক্ত ৮. টাকা হইতে ৭ টাকা লইয়া ডেঃ পোষ্ট মাষ্টারী পদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া ১৫ টাকা করা হউক এবং তৎপদে পৃথক একজন ডেঃ পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত করা হউক। অবশিষ্ট এক টাকা বাজে খরচের জন্য প্রদান করা যাউক। এইরূপ হইলেই সুন্দর একটী বন্দোবস্ত করা হয়, অথচ কার্য্যও অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যায়। অন্যথা সামান্য একটী শাখা ডাকঘরে তিন জন হরকরা রাখা কখনও ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তির অনুমোদিত হয় না। আমরা জানি অনেক বড়বড় শাখা ডাকঘরে দুই জনের অধিক হরকরা নাই।

১৮৭৩ সন।
৯ ই জুন।

———

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

রাইপুরের অধিবাসীরা অগ্নিদাহ নিবন্ধন যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়, তাহা আমরা পরিস্ফুট রূপে কতিপয় মুক্তহস্ত দানশীল মহোদয় ও মহোদয়ার গোচর করিয়াছিলাম। অদ্য অতীব হর্ষ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন। তিনি দুঃস্থ ব্যক্তিদের সহায়তা জন্য ৫০ পঞ্চাশ মুদ্রা দান করিয়াছেন। ধন্য তাঁহার দান শৌণ্ডতা !! মহারাণী দান শৌণ্ডতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। উপচিকীর্ষাবৃত্তি সতত তাহাঁর হৃদয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। তাহাঁর দান স্রোতঃ ব্যক্তি বা স্থল বিশেষে নিবদ্ধ নহে। দান কার্য্যের ক্ষেত্র উপস্থিত হইলেই তাহাঁকে হস্ত প্রসারণ করিতে দেখা যায়। এরূপ দানশীল সৎকর্ম্মনিষ্ঠা রমণী পৃথিবীতে অতি বিরল। এখন আমাদের ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই মহারাণী দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হউন, আর তাহাঁর যেন সৎকার্য্যে মতি চির কাল অব্যাহত থাকিয়া যায়।

২। বীরভূম ঈশ্বরের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে। বীরভূমের দক্ষিণাংশ পীড়ায় উৎসন্ন হইয়া গেল। অগ্নি সংযোগে কয়েকটী জনপদ উৎসন্ন প্রায় হইল। আবার শুনিতেছি, বীরভূমের প্রধান সিউড়ি সম্পূর্ণ রূপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তৃণাচ্ছাদিত গৃহ মাত্র রক্ষা পায় নাই।

৩। এক বৎসর হইতে চলিল, কাক্করায় কোন কার্য্য হইতেছে না, অথচ মুন্সেফি আদালতের সমস্ত কর্ম্মচারী মাসে মাসে সম্পূর্ণ বেতন পাইতেছেন। কাক্করার চৌকীটি যদি গবর্ণমেণ্টের বাহাল রাখা অভিপ্রেত হয়, তবে অনতিবিলম্বে একজন মুন্সেফ পাঠাইয়া দেওয়া বিধেয়। অন্যথা কর্ম্মচারী গুলিকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত। ওরূপ অপব্যয়ে

প্রাপ্ত যে কোন্ যুক্তি অনুসারে হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

৪। অদ্য আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। এ দিকে এখনও কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই বলিলেই হয়। কৃষকগণ বীজ বপনের কিছু মাত্র উপায় করিতে পারে নাই, বীরভূম কৃষি প্রধান স্থান। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, বীরভূমের আর মঙ্গল নাই। পীড়া অগ্নিদাহ প্রভৃতিতে অধিবাসীদিগকে উৎপীড়িত করিয়াছে। প্রধান জীবনোপায় ধান্যের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন ব্যাঘাত হইলে তাহাদের যে কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা আপনিই স্থির করিয়া লউন।

৫। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, পীড়া নিবন্ধন কীর্ণাহার স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অতি ন্যূন হইয়াছে। এই হেতু ইহার অস্তিত্ব পক্ষে সকলে সন্দিহান হইয়াছেন। কার্য্যদক্ষ ক্ষিতিচিকীষু সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র সরকার মহাশয় ছাত্র সংগ্রহের নানা উপায় দেখিতেছেন। ঈশ্বর শিবচন্দ্র বাবুর সৎ অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিয়া দিন।

৬। রাইপুরে একটী গবর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসালয়টী স্থানান্তরে লইয়া যাইবেন। আমাদের সানুনয় অনুরোধ রহিল, রাইপুরের রোগীর সংখ্যা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া যেন গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। চিকিৎসালয়টী স্থানান্তরিত হইলে দরিদ্র প্রজাগণ চিকিৎসার অভাবে প্রাণে মারা যাইবে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! দিনাজপুর জেলাটি পুনর্ভবা ও আত্রেয়ী এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী। ঐ দুটী নদীই সামান্য। বর্ষাকাল ভিন্ন ঐ নদীতে ইচ্ছামত লোকে নৌকা লইয়া যায় না। দিনাজপুরের ভিতরে ঘাগরি নামে একটী বহুকালের পচা বিল আছে। নদীতে অবগাহন যোগ্য জল থাকে না এবং ঐ বিলের অতিশয় পূতিগন্ধ বিনির্গত হয়। এই দুই কারণে দিনাজপুর এত অস্বাস্থ্যকর। জেলার অনতিদূরে প্রায় চতুঃপার্শ্ব বেড়িয়া জঙ্গল আছে। ঐ জঙ্গলে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এখানে রাজা ও রায় সাহেবই প্রধান লোক মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই ইতর লোকের বাস। পূর্ব্বে এখানকার রাস্তা প্রভৃতি অতি কদর্য্য ছিল। অতি অল্প দিবস হইল শ্রীযুক্ত ওয়েষ্ট মেকাড আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব এখানকার রাস্তার সংস্কার ও স্থানে স্থানে পুল নির্ম্মাণ করিয়া নগরবাসীদিগের কতক সুবিধা ও স্বাস্থ্য সম্পাদন করিয়াছেন। এজন্য সকলেই তাঁহার গুণ গান করিয়া থাকেন। এজেলাটী কলিকাতার অধিকতর দূরবর্ত্তী বলিয়া অত্রত্য হাকিমেরা স্বেচ্ছামত কার্য্য করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা অত্যাচারেও পরাঙ্মুখ হন না। পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের সকল গুণই আছে।

এবার দিনাজপুরের জ্বরত্যাগ হইতেছে না, ওলাউঠারও বিলক্ষণ অনুগ্রহ আছে। দিনাজপুর হইতে পত্মানদীর তীরে গোদাগড়ি নামক স্থান পর্য্যন্ত গমনাগমনের একটী সুদীর্ঘ কাঁচা রাস্তা আছে। রাস্তা এমনি কদর্য্য যে সময়ে সময়ে পথিকেরা রাস্তা ত্যাগ করিয়া জঙ্গল আশ্রয়কে শ্রেয়োজ্ঞান করিয়া থাকেন। রাস্তা এরূপ অসংস্কৃত যে ১০ হাতের মধ্যে ৪।৫ টী গর্ত্ত পাওয়া যায়। ঐ পথের স্থানে স্থানে সাঁকো আছে। সমুদয় গুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে পথিকের যে কিকষ্ট তাহা সহজেই অনুভব করিবেন।

“পতীরাম ” । এখানে দিনাজপুর এলাকার অধীন একটী পুলিষ ষ্টেষণ আছে। এই ষ্টেষণের অন্তর্গত চাঁদগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, পাগলিগঞ্জ, পতিরামেরগঞ্জ, বালুরঘাট, এই কএকটী প্রধান গ্রাম। ঐ গ্রাম গুলি আত্রেয়ী নদী তটস্থ। ঐ কএকস্থানে চাউল খরিদ হইয়া বর্ষাকালে কলিকাতায় নীত হইয়া থাকে। বালুর ঘাটে একটী মুন্সেফি আদালত আছে। এখানে হকিয়তের মকদ্দমা প্রায়ই উপস্থিত নাই। খতি, কর্জ্জা মকদ্দমাই হইয়া থাকে। দিনাজপুর হইতে বালুরঘাট পর্য্যন্ত কোন বিশেষ পথ নাই। ধান্যের জমির উপর দিয়া লোকে ইচ্ছামত যাতায়াত করে। গরুর গাড়ির নিমিত্ত একটী সামান্য পথ আছে মাত্র। বর্ষাকালে তাহাও থাকে না, তখন লোকের যে কি কষ্ট হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না।

“পত্নীতলা।” এখানেও একটী পুলিষ ষ্টেষণ আছে। ইহার অন্তঃপাতি রাঙ্গামেটিয়া, পাটীচোরা, কাঞ্চন, মহাদেব পুর, শিবগঞ্জ, এই কএকটী প্রধান গ্রাম। রাঙ্গামেটিয়া, কাঞ্চন, শিবগঞ্জ এই কএক স্থানে চাউলের গোলা আছে। ঐ চাউল বর্ষায় কলিকাতায় যাইয়া থাকে। দিনাজপুর জেলার সদৃশ চাউল অন্যস্থানে জন্মে না। রাঙ্গামেটিয়া, পাটীচোরা, কাঞ্চন এবং মহাদেবপুরে কএকটী প্রধান জমিদারের কাছারী আছে। উল্লিখিত কএক কাছারির মধ্যে কাঞ্চনের কাছারি সর্ব্ব প্রধান। এ জেলাতে রাস্তা কাহাকে বলে লোকে জানে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ধান্যের জমির আইলে আইলে গতায়াত হইয়া থাকে কিন্তু এই কাঞ্চনে আসিয়া পথের সোপান দেখিতে পাইয়া ভারি আনন্দ অনুভব করিলাম। অত্রত্য লোকদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে কাঞ্চন কাছারিতে একজন দক্ষিণ দেশীয় নাএব আছেন। তিনি উৎকোচ গ্রহণ করেন না এবং জ্ঞাতসারে অধীন আমলাদিগকে উৎকোচ লইতে দেন না। তাঁহারা ঐ স্থানে আগমন পর্য্যন্ত পুলিসের দৌরাত্ম্য কতক পরিমাণে কমিয়াছে। প্রজাদিগের উপর অন্যায় করিয়া কেহ পীড়ন করিতে পারে না। কাঞ্চনের এলাকার জঙ্গল কর্ত্তন করিয়া হিংস্র জন্তুর অপেক্ষাকৃত উপদ্রব কমাইয়াছে। এবং তথায় বহুযত্নে প্রজাপত্তন করাইয়াছেন। লোকের সুবিধার জন্য রাজকোষ হইতে এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রামের মধ্যে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই নাএবটীর আগমন অবধি প্রজারা অত্যন্ত সুখী হইয়াছে। জমিদারেরা যদি এইরূপ সজ্জন ব্যক্তিদিগের হস্তে রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করেন। তাহা হইলে জমিদারদিগের

লাভ হয় অথচ প্রজাপুঞ্জও সুখে থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে এখানকার প্রজারা দুঃখিত অন্তঃকরণে প্রকাশ করিল যে তাহাদিগের জমিদারের তত্ত্বাবধানের ত্রুটিতে এখানকার নায়েবটী আপন ইচ্ছায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন।

এদেশে এক কালে বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। দিবা ৮ ঘণ্টার পরে ঘরের বাহির হইবার যো নাই। থর্ম্মামিটার (তাপযন্ত্র) দেখিতে পারিলে বলিতে পারিতাম যে একশত ডিগ্রি ছাড়িয়া পারা কতদুর উঠিয়াছে। সূর্য্যের প্রখর তেজে আমরা অনুমান করিতেছি বুঝি দ্বাদশ সূর্য্য উঠিয়া জগৎ সংহার করে। এখন পথিক জনের যে কি কষ্ট তাহা আমি নিজেই অনুভব করিতেছি। আমি যে পথের পথিক, তাহাতে আমি এক স্থানে বাস করিতে পাই না, ভ্রমণ ভিন্ন আমার উপায় নাই। এখন রাত্রি ভিন্ন গমনাগমন করা যায় না। কিন্তু হত ভাগ্য দেশে তাহাও ঘটিবার উপায় নাই। রাত্রিতে দুই এক জন যাইতে হইলে বাঘের মুখে পড়িতে হয়। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন হাহাকার রব উঠিয়াছে, তৎসঙ্গে চৌর্য্যের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। স্থানে স্থানে ডাকা ইতিরও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

২২ এ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ } কস্যচিৎ ভ্রমণ কারিণঃ।

মহাশয়! ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার ষ্টেষণের অধীন কালীয়াটকের গ্রামে একটী বন্দর আছে। তথায় কতকগুলি মহাজন আছেন। তাঁহাদের চিঠি পত্র ডাকযোগে পাঠান অতি কষ্টকর হয়। সাভার হইতে কালিয়াটকের প্রায় দুই প্রহরের রাস্তা। তথায় একটী ডাকঘর আছে। ইহা ভিন্ন উক্ত প্রদেশে ডাকঘর নাই, একটী কাড়িও নাই। পুর্ব্বে একটী কাড়ি ছিল, কি অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। এক্ষণে হরকরা সাভার ডাকঘর হইতে যে সকল পত্র উক্ত প্রদেশে লইয়া যায় তাহা ২।৩ সপ্তাহ অতীত না হইলে পাওয়া যায় না। হরকরাদিগকে দুই এক আনা প্রণামী দিতেও হয়। কি করি অগত্যা পয়সা দি। অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে সানুনয় প্রার্থনা করিতেছি শীঘ্র শীঘ্র উক্ত প্রদেশে একটী ডাকঘর ও একটী কাড়ি করুন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের আয় বিনা ব্যয় নাই। আমাদের কাম্বেল সাহেব সকল দিকে দৃষ্টি পাত করিয়াছেন, উক্ত প্রদেশে একবার দৃষ্টি পাত করুন।

১২৮০ একান্তবশম্বদস্য।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৩ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৩	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	৩	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১৬ ইজুন বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৩	১॥

বহরমপুর ১৬ ই জুন ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মজঃফরপুর ৫॥০

" " নবকুমার শর্ম্মা আমীন মাণিকগঞ্জ ১০

" " যজ্ঞচন্দ্র দত্ত—শিলচর ১০

" " গোষ্ঠবিহারি পাল জগৎবল্লভপুর ৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টারি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৩ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ১৭ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ৩০ এ জুন।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক কৃত বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকার নোট পাঠাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ঐ ১০ টাকার নোট দুই খণ্ড করা আমাদিগের হস্তগত হয়। এ পর্য্যন্ত যত নোট আসিয়াছে, তাহার এক খানিরও নম্বরের বিভিন্নতা হয় নাই। সেই বিশ্বাসে সকল সময়ে নম্বর মিলাইয়া লওয়া হয় না। সম্প্রতি একদিন ঐরূপ দুই খণ্ড নোট অন্য অন্য নোটের সঙ্গে আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। আমরা পূর্ব্ব বিশ্বাস প্রযুক্ত তৎকালে নম্বর মিলাইয়া লইলাম না। যাঁহাকে ঐ নোট দেওয়া হয়, তিনি ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখিলেন নম্বরের সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু কে পাঠাইয়াছেন, আমাদিগের তাহা স্মরণ নাই। খাতায় কেবল টাকা জমা করা হয়, ১০ টাকার নোট বলিয়া তাহার নম্বর রাখা হয় না। এই কারণে আমরা কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের ১০ টাকা বদ্ধ হইয়া আছে; কিন্তু যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ১০ টাকা বদ্ধ হইয়াছে অতএব সাধারণ্যে জানান যাইতেছে, যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তিনি নোটের বদল জানিয়া লন। অন্য অন্য গ্রাহকগণকেও জানান যাইতেছে, যখন যিনি নোট পাঠাইবেন, ভাল করিয়া নম্বর মিলাইয়া পাঠাইয়া দেন। ঐ দুই খণ্ড ১০ টাকা নোটের নম্বর এই:—

এল/৪ ৩২৫৭৮

এল/৪ ৯

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া, বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

—:০:—

বিশ্বদর্পণ।

আমি, শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও তারাকুমার কবিরত্ন এই চারিজনে এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় লিখিবার ভার লইয়া বিশ্বদর্পণ চালাইয়া আসিতেছিলাম। মধ্যে অনেক গ্রাহকের অর্থদান বিষয়ে অনবধানতা ও আমাদিগের মধ্যে কাহার কাহার অমনোযোগিতা প্রযুক্ত আশ্বিন মাসের বিশ্বদর্পণ অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হইয়া এ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। শুনিলাম অদ্যাপি কোন কোন ব্যক্তি বিশ্বদর্পণের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইতেছেন। অতএব নিবেদন গ্রাহকগণ যত দিন বিশ্বদর্পণ না পাইবেন তত দিন উহার মূল্য না পাঠান।

১৮৭৩ শ্রীমোহনলাল
২২ এ জুন। বিদ্যাবাগীশ।

—:০:—

কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ এবং অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে জানাইতেছি যে বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক দিতেছেন না। কাগজের মূল্য এবং ছাপার খরচ সমেত বাইণ্ডিং মোট ১১ টাকা পাওনা। কাপী পাঠান সময় দশ তাহার পর ত্রিশ, ভুবনবাবুর মাঃ বিশ, খোদ পঞ্চাশ এবং পরে দশ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বসন্তকুমারী যাহা বিক্রয় হইয়াছে তাহাও আবার পাওনা। বসন্তকুমারীর দেনা বাদে অবশিষ্ট কএক টাকা দাখিলা ছাপা বাবত উশল পড়িবে। যন্ত্রাধ্যক্ষ এক সপ্তাহ মধ্যে যদি সমস্ত বসন্তকুমারী গোলাম রহমন মেল গার্ড নিকট না দেন তবে নয় শত বসন্তকুমারীর মূল্যের দায়ী তিনি এবং তাঁহার নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইবে।

১২৮০ সাল শ্রীমীরমশাররফ হোসেন
২৮এ জ্যৈষ্ঠ নাহিনী পাড়া।

—

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত গাঁইট বাঁধা নয় এরূপ পাটের ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইবে এবং ইহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

শিয়ালদহ টারমিনস } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
৯ ই জুন ১৮৭৩ } এজেন্ট

—:০—

" সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাসুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য

—

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৶০
ঐ মধ্যম কাগজ ৴০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১॥০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২॥০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯॥
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১।

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য ১ ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ॥

—০—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস্ আফিস ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—০—

নয়শো রুপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—০—

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস
অব ডিজীজ
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ॥০ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ৴০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ক্রমে ২৩মাস পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এতদ্ভিন্ন এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য ৴০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ꠲৴০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ৴১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

ইটের প্রয়োজন।

প্রায় ২০ লক্ষ প্রথম শ্রেণীর পাকা ইট গবর্ণমেন্ট হাউসের প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে গঙ্গার ধারে দিতে হ'বে। ইটের মূল্য নমুনা এবং যে তারিখে ইট দিতে আরম্ভ এবং যে তারিখে দেওয়া শেষ হইবে উহা নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট পাঠাইতে হইবে।

নং ৭ হেষ্টিংশ ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোম্পানি।
কলিকাতা

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই আষাঢ় সোমবার।

আষাঢ় মাসের এক অর্দ্ধ অতীত হইল, অদ্যাপি বিন্দু পাত নাই, আকাশে মেঘ নাই, যদি কদাচিৎ মেঘ হয়, ক্ষণ পরে উড়িয়া যায়। এরূপ দারুণ গ্রীষ্ম আমরা পূর্ব্বে কখন অনুভব করি নাই। শরীর অবসন্ন ও অবসাদপূর্ণ, চিত্ত চিন্তায় ও কর লেখনী গ্রহণে কোনক্রমে অগ্রসর হইতে চায় না। কৃষি কার্য্যের অতিশয় অমঙ্গল। পাট ও আশু ধান্য প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া গেল। হৈমন্তিক ধান্যেরও মঙ্গল নাই কৃষকেরা যে বীজ বপন করিয়াছিল, তাহার সমুদায় অঙ্কুরিত হয় নাই। যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাও শুকাইয়া যাইতেছে। গত বৎসর ভালরূপ চাস হয় নাই, তাহাতেই অনেক চাষা নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এবারেও যে ভাল চাস হইবে, তাহার আকার নাই। ১২৭৪ অব্দের উড়িষ্যার অভিনয় বুঝি বঙ্গদেশে হইয়া উঠে রাজপুরুষদিগের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

—•◦•—

রথযাত্রা বিষয়ে লার্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রায়।

লেপ্টনন্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব **রথযাত্রা লইয়া যে তুমুল কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিলেন,** আমাদিগের মহানুভব **লার্ড নর্থব্রুক তাহার** অতি **সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন।** লেপ্টনন্ট গবর্ণরের আপত্তি রথে প্রাণিহত্যা হয়। তন্নিবারণের সহজ উপায় শান্তি রক্ষকদিগের যত্ন। লার্ড নর্থব্রুক সেই সহজ উপায় অবলম্বনেরই উপদেশ দিয়াছেন। প্রদেশীয় মাজিষ্ট্রেটেরা রথের দিবসে কোন রূপে প্রাণহত্যা না হয়, কেহ বলপূর্ব্বক কাহাকে রথ টানাইতে লইয়া না যায়, তাহার বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধান করেন, ইহাই লার্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রেত। ধর্ম্ম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয়, ইহা কোন রূপে তাঁহার অভিমত নহে। তিনি বারম্বার কৌশলক্রমে এই অভিপ্রায়টী প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভাব দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় আমাদিগের লেপ্টনন্ট গবর্ণরের প্রিয় শাসনকর্ম্মচারিরা আত্যধিক ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া অনিষ্ট নিবারণের অপদেশে পাছে ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন, এই শঙ্কাটী লার্ড নর্থ ব্রুকের হৃদয়ে লিখন কালে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল।

কাম্বেল সাহেবের তিল কে তাল করিয়া তুলা একটী রোগ। তিনি এই সামান্য বিষয় লইয়া যেরূপ আড়ম্বর করিয়াছিলেন, যাঁহারা রথযাত্রার স্বরূপ অবগত নন, তাঁহাদিগের মনে এরূপ সংস্কার হওয়া অসম্ভাবিত নয় যে, হিন্দুদিগের রথে নরহত্যা করিবার হয় ত বিধি আছে, কাম্বেল সাহেব তাহার নিবারণ চেষ্টা পাইয়া লার্ড বেণ্টিঙ্কের অনুষ্ঠিত [illegible] নিবারণের ন্যায় ভারতবর্ষের মহোপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু সুক্ষ্মদর্শী লার্ড নর্থব্রুক উহার স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, রথে সচরাচর মনুষ্য হত্যা হয় না, দৈবাৎ হয়। দৈবাৎ যে কাজ হয়, শান্তি রক্ষকেরা কিঞ্চিৎ সাবধান হইলেই অনায়াসে তন্নিবারণ হইতে পারে। কাম্বেল সাহেব যদি ধীর হইয়া কাজ করিতেন, তাঁহাকে এই সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত লার্ড নর্থব্রুকের কাছ পর্য্যন্ত যাইতে হইত না। গবর্ণর জেনরল যে ব্যবস্থা করিলেন তিনি স্বয়ংই তাহা করিতে পারিতেন। তিনি এইরূপ সামান্য বিষয় লইয়া বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয় গবর্ণমেন্টের সময় বৃথা নষ্ট করিয়া লজ্জা ও অপমান বোধ না করুন, কিন্তু আমাদিগের মন প্রসন্ন হয় না।

—:০:—

ভারতবর্ষে কি প্রকার শাসন প্রণালী হওয়া উচিত।

সর্ব্বপ্রকার প্রভুশক্তি সম্পন্ন যথেচ্ছাচারী রাজগণ শাস্ত্র যুক্তি আইন কিছুরই বাধ্য নন। তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারেই সমুদায় কাজ হইয়া থাকে। সকলের ইচ্ছা সমান নয়। যাঁহার যেমন ইচ্ছা, শাসন প্রণালী তেমনি হয়। দয়ালু দাতা উদারচেতা ভূপতির প্রবর্ত্তিত শাসন প্রণালী প্রজার যেরূপ শ্রেয়স্কারিণী হয়, স্বার্থপর নির্দ্দয় রাজার সেরূপ হয় না। ইংলণ্ডে লাঙ্কাষ্টার ইয়র্ক টিউডর ষ্টুয়ার্ট রাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুইজন রাজার শাসনপ্রণালী প্রায় এক রূপ দৃষ্ট হয় না। অগষ্টস সীজার অবধি রোমে যত সম্রাট হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই শাসনপ্রণালী বিভিন্ন প্রকার। মুসলমান রাজগণের ত কথাই নাই। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার অবধি ভারতবর্ষে যে সকল শাসনকর্ত্তা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপরে কর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন রাজগণের ন্যায় যথেচ্ছব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুতরাং ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীও বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারতবাসিদিগের এ অবস্থা সুখের নয়। যদি শাসনকর্ত্তা সৎ হইলেন, ইহাঁরা সুখী হইলেন, আর যদি শাসনকর্ত্তা অস

হইলেন ইহাঁদিগের কষ্টের পরিসীমা রহিল না। পাঠকগণ হেষ্টিংস বেণ্টিঙ্ক ডেলহাউসি ও মেয়োর শাসন প্রণালীর বিষয় যদি স্থিরচিত্তে কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করেন, বিচিত্রতা লক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব ভারতবর্ষে একটী নির্দ্দিষ্ট শাসন প্রণালী হওয়া উচিত। নির্দ্দিষ্ট শাসন প্রণালী করিতে গেলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের কর্তৃত্ব হওয়া আবশ্যক। মধ্যস্থলে যে ষ্টেট সেক্রেটারি ও গবর্ণর জেনরল আছেন, এ দুটী পদ রহিত করা কর্ত্তব্য। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এক একজন গবর্ণর হউন। তাঁহাদিগের বিস্তারিত অধিকার হউক। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পদের প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে যখন নূতন কিছু করিতে হইবে, মহাসভায় তর্ক বিতর্ক হইয়া যাহা স্থির হইবে, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইবে। মহাসভার একজন সভ্যের উপরে ভারতবর্ষের বিষয় প্রসঙ্গ করিবার ভার থাকিবে। এদেশের প্রতি যাঁহার আন্তরিক স্নেহ আছে, এদেশের হিত হইলে যাঁহার আহ্লাদ জন্মে, তাদৃশ সভ্যের উপরেই ভার সমর্পণ বিধেয়। যিনি ভারতবর্ষে গবর্ণর পদস্থ হইয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়া যাইবেন, আমাদিগের মতে তাঁহাকেই মহাসভার সভ্য করিয়া তাঁহার উপরে ভারতবর্ষ বিষয় প্রসঙ্গ করিবার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহার গুণের যথোচিত পুরস্কার লাভে উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, তিনি অন্তরের সহিত এদেশের হিত চেষ্টা করিবেন, এদেশীয়েরাও তাঁহাকে আত্ম প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া নির্বৃতি লাভ করিবেন।

মহাসভার শাসনপ্রণালীই যদি ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী হয়, ভারতবর্ষ কল্যাণ পরম্পরা ভোগে চিরসুখী হইবে সন্দেহ নাই। আমরা ইউরোপ খণ্ডের অন্য অন্য শাসন প্রণালীর বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলাম, এমন উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহার গুণে ইংরাজ জাতি সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। প্রজার উন্নতি ও জগতের মঙ্গলই ইহার এক মাত্র লক্ষ্যভূত। ইহার স্পর্শে পরাধীনতা যোক্তৃ শিথিল হইয়া যায়। মহাসভার শাসন প্রণালী এদেশে প্রবর্ত্তিত হইলে এদেশের ইদানীন্তন পরাধীনতা ক্লেশ যে অনেক অংশে লঘু হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে যে স্থানে ঐ শাসন প্রণালীর বাতাস লাগিয়াছে, সেই সেই স্থানে স্বাধীনতা বিরাজমান হইয়াছে।

—:০:—

লার্ড মেয় ও লার্ড নর্থব্রুকের রাজনীতি।

কবিগণ বর্ণন করেন, চন্দ্র সকলের প্রিয়, কেবল পদ্মের নয়। লার্ড নর্থব্রুকের রাজনীতি সকলের ভাল লাগিয়াছে কেবল পাল মাল গেজেটের ভাল লাগে নাই। সম্পাদক বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের অবলম্বিত নীতির দোষ কীর্ত্তন করিয়া লার্ড মেয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইণ্ডিয়ান অবজর্ব্বর লার্ড নর্থ ব্রুকের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লার্ড মেয়ের নিন্দা করিয়াছেন। যখন উভয়ের গুণদোষ পরীক্ষা প্রসঙ্গ চলিয়াছে তখন যদি আমরা কিছু বলি বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। একের নিন্দা অপরের প্রশংসা করি আমাদিগের এরূপ ইচ্ছা নয়। যিনি যেরূপে কাজ করিয়াছেন, আমরা তাহার স্বরূপ বর্ণন করি, পাঠকগণ যদি ইচ্ছা করেন, উভয়ের রাজনীতির গুণ দোষ বিচার করিয়া লউন।

বিপদ কাল মানুষের গুণ দোষ পরীক্ষার নিকষ স্বরূপ। ঝড়ের সময়ে নৌকার কর্ণ ধরিয়া নৌকা রক্ষা করিতে পারিলেই মাঝি ভাল কি না তাহার পরীক্ষা হয়। এম, টিয়র্স কেমন রাজনীতিজ্ঞ, ফ্রান্সের বিপন্ন দশা তাহার পরিচয় দিয়াছে। লার্ড কানিঙ পরিপক্ক রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন কি না ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ ঘটনা না হইলে আমরা তাহা বিশেষ রূপে জানিতে পারিতাম না। লার্ড মেয় বিপদের সময়ে ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। আলঙ্কারিকেরা ধীর ললিত নায়কের যে লক্ষণ (“নিশ্চিন্তোধীরললিতঃ স্যাৎ” নিশ্চিন্ত মৃদুস্বভাব সর্ব্বদা ক্রীড়াপর ধীরললিত) লিখিয়াছেন, তিনি সম্পূর্ণ তল্লক্ষণাক্রান্ত। তিনি স্বয়ং কোন বিষয়ের চিন্তা করিতেন না, কেবল শৈল ও মৃগয়া বিহার করিয়া বেড়াইতেন। মন্ত্রিরা সমুদায় কার্য্য করিতেন। কিছু নূতন করিতে হইলে মন্ত্রিরাই করিতেন, তিনি সম্মতি দান করিতেন এই মাত্র। তিনি প্রজার সহিত সমসুখ দুঃখভাগী ছিলেন না। মন্ত্রিরা কহিলেন, নূতন কর না করিলে রাজ্য চলে না, তিনি অম্লান বদনে মত দিলেন। তাঁহারা নূতন করের পন্থা উদ্ভাবন করিলেন, তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহাতে অনুমোদন করিলেন। প্রজারা উহাতে সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট হইবে, কেহই সে চিন্তা করিলেন না। প্রজারা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেও তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না। মন্ত্রিরা কার্য্যের দোষগুণের দায়ী ছিলেন না, যিনি দায়ী তিনি নিশ্চিন্ত মৃগয়াবিহারী। এই কারণেই তাঁহার অধিকার কালে প্রজার বিরাগকর নানা প্রকার নূতন কর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। লার্ড মেয় প্রজার অনুরাগ ও বিরাগ উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করিতেন।

কি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল কি পারিতোষিক বিতরণ স্থল, কেহ কি তাঁহাকে কখন কোন স্থানে লার্ড নর্থব্রুকের ন্যায় মনোহর বক্তৃতা দ্বারা সকলের হৃদয় হরণ করিতে দেখিয়াছেন?

পক্ষান্তরে লার্ড নর্থব্রুক না দেখিয়া শুনিয়া কোন কাজ করেন না। ইঁহার অন্যের পরামর্শ শ্রবণ করা আছে বটে; কিন্তু আপনার উপরেই নির্ভর। ইহাঁর প্রজার সুখে সুখ ও প্রজার দুঃখে দুঃখ বোধ আছে। অনাবশ্যক কর করিয়া প্রজাকে অকারণ ক্লেশ দিবার ইচ্ছা নাই। লার্ড কানিঙের ন্যায় ইনিও সঙ্কট সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি আসিয়া স্বচক্ষে বিদ্রোহ ঘটনা দেখেন নাই বটে; কিন্তু লার্ডমেয় যেরূপ রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইনি সময়ে উপস্থিত না হইলে বিদ্রোহ ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যাঁহারা লার্ড নর্থব্রুকের রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহারা এ সকল বিষয় চিন্তা করেন নাই।

—:০:—

সৈন্যমধ্যে এদেশীয়দিগের প্রবেশ লাভ।

বাস্তবিক হউক আর কল্পিত হউক কতকগুলি ইউরোপীয়ের এই প্রকার সংস্কার আছে, এদেশীয়েরা আজিও গুরুতর কার্য্যের দুর্ব্বহভার বহনক্ষম হন নাই, ইহাঁদিগের শরীর তাদৃশ পটু সবল ও ক্লেশসহিষ্ণু নয়, সকল দেশের সকল প্রকার জল বায়ু ইহাঁদিগের সহ্য হয় না এবং যে কার্য্যে আপদবিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, ইহাঁদিগের রাজভক্তিও দৃঢ়তর পরীক্ষাসহ নহে। আমাদিগের রাজপুরুষগণেরও অনেকের মন এই দূষিত সংস্কারের আত্মকামিকতা দোষের অবাভ্রান্ত নয়। ইহা ভারতবর্ষীয়দিগের বাঞ্ছানুরূপ উন্নতি লাভের মহান্ অন্তরায় সন্দেহ নাই। এই সংস্কারের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আজিও এদেশীয়দিগকে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গবর্ণর কমিশনর প্রভৃতি উচ্চতর পদের ধুরন্ধর করিতে সাহসী হন নাই। এই কারণে এদেশের ভদ্র লোকেরা নির্ব্বন্ধ সহকারে বারম্বার প্রার্থনা করিয়াও সৈন্য মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই।

আমরা অহ্লাদিত হইলাম, সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই আদেশ দিয়াছেন যে তাঁহারা এদেশীয়দিগকে সনাদলে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। যাঁহাদিগের বয়ঃক্রম কুড়ি বৎসরের ন্যূন, সামাজিক অবস্থা উত্তম ও লেখা পড়া জ্ঞান আছে, তাঁহারাই সৈন্য দলে প্রবেশ করিবেন। তাঁহাদিগের শরীর যে পটু ও কর্ম্মক্ষম, চিকিৎসক দ্বারা তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। আর, যদি তাঁহারা অশ্বারোহ সৈন্য দলে প্রবেশের অভিলাষী হন, ভাল রূপ ঘোড়া চড়িতে জানা চাই।

এদেশীয় যুবকেরা সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াও যে খ্যাতিলাভে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই। আমরা ইহাঁদিগের ক্ষমতা ও সর্ব্ব বিষয় গ্রাহিণী বুদ্ধিবৃত্তির বহুধা পরিচয় পাইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট বারম্বার পরিচয় পাইয়াও যে এতদিন অন্ধ ও বধিরবৎ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই, ব্রত পালনের ন্যায় [illegible] যেন কেবল ষ্টেটসেক্রেটারির আদেশ [illegible] তৎপর না হন, [illegible] প্রাপ্ত ও সৈনিক [illegible] সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন, গবর্ণমেণ্টে [illegible] শেষ দৃষ্টি থাকে। এদেশীয়েরা সৈনিক কার্য্যে সুশিক্ষিত হইলে কেবল এদেশের নয়, গবর্ণমেণ্টেরও বিলক্ষণ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে। যে কার্য্য হউক সুশিক্ষা ও অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহার উন্নতি হয় না। এদেশীয়দিগের ক্রমে সাহস ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হইয়া দুর্নাম দূর হইবে। গবর্ণমেণ্টের প্রথম লাভ এই প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনরূপ প্রধান কর্ত্তব্যটী সাধিত হইবে। দ্বিতীয়, এদেশীয়েরা এদেশীয় সেনাগণের অধিনায়ক হইলে বিদ্রোহ শঙ্কা উন্মূলিত হইবে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহকালে অনেক দুষ্ট লোকে টোটা কাটা একটী ছল ধরিয়া অনেক নির্ব্বোধ ধর্ম্মান্ধ সিপাহির বিদ্রোহ প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিয়া দেয়। কিন্তু যদি এদেশীয়েরা সেনানীপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, দুষ্টেরা কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। ইহাঁরা গবর্ণমেণ্ট ও সিপাহী উভয়কেই উভয়ের মনোগত ভাব বুঝাইয়া দিয়া নিরস্ত করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। এদেশের লোকে এদেশের লোকের মনের ভাব যেরূপ বুঝিতে পারেন, ইউরোপীয়ের সেরূপ বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। সিপাহিরা নির্ব্বোধ ও মূর্খ। তাহাদিগের হিতাহিত বোধ ধারাল নয়, পরিণাম দর্শনও শাণিত নয়। একটা মহৎ স্বার্থ হানির ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া তুলা তাদৃশ দুরূহ হয় না। কিন্তু কৃতবিদ্যদিগের নিকটে ঐরূপে কৃতার্থতা লাভ সহজ নয়। তাঁহাদিগের কার্য্য কারণবিবেক ও পরিণাম দর্শনশক্তি আছে। তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া ইষ্ট সাধন করা বড় [illegible]। [illegible] সংস্কারে বক্তব্য এই, [illegible] লেখা পড়া শি[illegible] [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible]

নীত করেন। অর্দ্ধশিক্ষিতকে মনোনীত করিয়া কোন বিষয়ের পরীক্ষা করিতে গেলে বিপরীত ফল ফলিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাহা করিলে এদেশীয়দিগের মনোরথের সহিত গবর্ণমেণ্টেরও উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে।

—০ঃ০—

একটী লাভের প্রস্তাব।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন বিষয়ে সবিশেষ যত্ন আছে। কিন্তু তিনি সকল পথ দেখিতে পাইতেছেন না। আমরা তাঁহাকে আজি একটী পথ দেখাইয়া দি। তৎপথের পথিক হইলে এদেশের প্রজা ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই বিলক্ষণ লাভবান হইবেন।

অন্য অন্য দেশের লোকেরা মাংসাদি আহার করে, ধান্যের উপরে তাহাদিগের তাদৃশ নির্ভর নয়। কিন্তু এদেশের লোক মাংসনিবৃত্ত, এ কথা বলিলে অত্যুক্ত হয় না। একমাত্র ধান্যই ইহাদিগের জীবনযষ্টি। অতএব কৃষিকার্য্য ইহাঁদিগের চিরাভ্যস্ত। বঙ্গদেশে ধান্যও অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ভগবান ইহাকে উহার উপযোগী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের চাউল যে দেশে রপ্তানী না হয়, সে দেশ অপ্রসিদ্ধ। ১৮৭১ অব্দে কেবল এক গ্রেট ব্রিটেনে ২১৬০৪৫১০ টাকা মূল্যের চাউল রপ্তানী হইয়াছে। তদ্ভিন্ন চীন জাপান প্রভৃতি নানা দেশ আছে। অন্নজীবী ভারতবর্ষের ভরণপোষণের পর চাউল নানা দেশ ব্যাপী হয়। ইহাতে পাঠকগণ অনুমান করিয়া লউন, ভারতবর্ষে কত ধান্য উৎপন্ন হয় এবং এখানে কৃষিকার্য্য কেমন প্রচণ্ডরূপ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, চিরকাল একরূপ কৃষিকার্য্য হইয়া আসিতেছে। কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদির ন্যায় কৃষি প্রণালীরও কোন প্রকার পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয় না। চিরকাল যেমন অভ্যাস আছে, বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়, ক্ষেত্রে দুই তিনটী সামান্য রূপ চাস দিয়া ধান্য রোপণ করা হয়। পর্জ্জন্য দেব যদি অনুকূল হইলেন, শস্য হইল, যদি প্রতিকূল হইলেন, হইল না। কৃষিকার্য্যের এই শোচনীয় অবস্থা নিবন্ধন এদেশীয়েরা এমন উর্ব্বর দেশ বাসী হইয়াও সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হন।

যে নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা উল্লিখিত হইতেছে। এদেশের যে সমস্ত ভূমি পূর্ব্বে নিম্ন ছিল, অল্প জলেই জল বাঁধিত, ভূমির নিজ গুণেই অল্প পরিশ্রমে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত, এখন তাহার ভূরি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ক্রমে সে সকল ভূমি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর তাহাতে অল্পবৃষ্টিতে ও অল্প পরিশ্রমে শস্য উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কৃষকদিগের যেমন অভ্যাস আছে, তাহারা তাহার অন্যথাচরণ করে না। তাহারা সেই সেকালের মত দুই তিনটী চাস দিয়া ধান্য রোপণ করে। যদি সুবর্ষা হয় তবেই কিছু হয়। কিন্তু যদি ঐ সকল ভূমির অবস্থা সংশোধন চেষ্টা হয় ও কৃষি প্রণালীর পরিবর্ত্ত করা যায়, সম্পূর্ণ শস্য জন্মে সন্দেহ নাই। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহার উপায় বিধান চেষ্টা করেন, তদর্থই আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাব।

আমাদিগের বিবেচনায় নিম্ন লিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইলে ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যে যে প্রদেশে উল্লিখিত প্রকার অধিকসংখ্য উচ্চ ভূমি আছে, তাহার মধ্যে মধ্যে অল্পপরিসর এক একটি খাল খনন করা কর্ত্তব্য। সেই খালে যে জল সঞ্চিত থাকিবে, প্রয়োজন মত তাহা ক্ষেত্রে সেচিয়া দিলে কৃষি কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে। এখন পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি না হইলে সে সকল ক্ষেত্রে যেমন শস্য হানি হয়, তখন আর তেমন হইবে না। দ্বিতীয়, আলস্য দোষেই হউক, আর চিরন্তন সংস্কার বশেই হউক, কৃষকেরা চিরকাল যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন ও যে শস্য রোপণ করিয়া আসিতেছে, আজিও তাহাই করিতেছে। কিন্তু আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যদি সেই সেই ক্ষেত্রে অন্য প্রকার শস্যের চাস করা হয় এবং সার দিয়া ও বিশিষ্ট পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করা যায় তাহাতে আশাধিক শস্য জন্মে। তৃতীয়, এতদ্দেশ ব্যবহৃত কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদিরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন চেষ্টা আবশ্যক।

কাম্বেল সাহেবের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ আছে দেখিয়া আমরা প্রস্তাবগুলি করিলাম। এখন তিনি উহা কার্য্যে পরিণত করুন। কৃষি বিভাগের একজন ধুরন্ধর আছেন, তিনি কৃষকদিগকে লওয়াইয়া কৃষিপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ও শস্যান্তর বপন করাইবার চেষ্টা করুন, অভীষ্ট ফল লাভ হইবে। আমরা দেখিয়াছি, যে সকল ভূমি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে হৈমন্তিক ধান্য হয় না, কিন্তু আশু ধান্য দিলে বিলক্ষণ ফল হয়। কৃষকদিগকে বুঝাইবার কার্য্যটী কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ হইতে কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু প্রস্তাবিত খাল খনন গবর্ণমেণ্টের হস্তগত। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যত্নবান হইয়া যদি ঐ কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে পারেন, কেবল দেশের লোকে নয় গবর্ণমেণ্টও বাণিজ্যাদির উন্নতি দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হইবেন।

—ঃঃঃ—

মুন্সেফদিগের কার্য্যদর্শন।

আমরা হাইকোর্টের একটী সরকিউলার দেখিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। হাইকোর্ট জিলার জজদিগকে এই আদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন অধীনস্থ মুন্সেফদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া রিপোর্ট করিবেন। অযোগ্য মুন্সেফদিগকে দূর করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এ আদেশ হয় নাই। যাহাতে মুন্সেফদিগের উন্নতি সাধন হয়, প্রধানতম বিচারালয়ের সেই ইচ্ছা ও চেষ্টা, সরকুলার দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাই আমাদিগের আনন্দের কারণ। মুন্সেফেরা হাজার লেখা পড়া জানুন, তাঁহারা বিচার কার্য্যে নূতন। নূতন লোকের অনেক অংশে ত্রুটি থাকে। কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে সেই ত্রুটি সংশোধিত হইয়া আইসে। কিন্তু সে শিক্ষায় "নাপিতের পরের মাথা কাটিয়া ক্ষৌরকার্য্য শিক্ষার" ন্যায় অন্যের অনেক অনিষ্ট হয়। এরূপে শিক্ষা না হইয়া যদি বিজ্ঞ ও বহুজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশ দ্বারা শিক্ষা লাভ হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। প্রধানতম বিচারালয় সেই বাঞ্ছনীয় সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রধানতম বিচারালয় বলেন, অন্য অন্য বিষয়ের ন্যায় মুন্সেফেরা কেমন কাজ করেন, তাঁহাদিগের ক্ষমতা স্বভাব উৎসাহ বিবেচনা ও কার্য্যনিষ্ঠা কিরূপ তাহাও লিখিতে হইবে। তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের আফিসের হিসাব পত্রাদির বিবরণ এবং মকদ্দমা কম কি বেশী তাহাও রিপোর্ট মধ্যে লেখা থাকিবে। অবশেষে প্রধানতম বিচারালয় স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, জজদিগের স্মরণ রাখা উচিত মুন্সেফের ভ্রম দর্শন ও তাহার সংশোধন করা তাঁহাদিগের যেমন কর্ত্তব্য তেমনি তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন ও তাঁহার সাহায্য দানও তাঁহাদিগের (জজদিগের) কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মুন্সেফ নব্য বলিয়া অথবা প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া অথবা ইংরাজী জানেন না বলিয়া যে সমস্ত কষ্ট অনুভব করিবেন, জজ তাহা স্পষ্ট করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন।

প্রধানতম বিচারালয় মুন্সেফদিগের বিষয়ে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, লেপ্টনন্ট গবর্ণর নূতন আসিষ্টাণ্ট জাইণ্ট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের বিষয়েও ঐরূপ ব্যবস্থা করেন, এই আমাদিগের ইচ্ছা।

—:০:—

সাংক্রামিক জ্বরের নিদান বিষয়ে ডাক্তার মোয়েটের মত।

যাহার শরীরে বল নাই ও সাহস নাই, তাহার হাজার অন্যগুণ থাকুক, তাহা কোন কাজের হয় না। বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল বলিয়া অনেক ইউরোপীয়ের এই সিদ্ধান্ত আছে, ইহাদিগের তুল্য অপদার্থ আর নাই। ইহাদিগের নূতন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, অধ্যবসায় নাই, ও উদ্ভাবনী শক্তি নাই। ইহাদিগের যে কিছু লেখা পড়া হইয়াছে, সে কেবল পরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ। এই সিদ্ধান্ত থাকাতেই ইহাঁরা যাহা কিছু বলুন তাহা প্রায় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এদেশে সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ার্থ যখন কমিটি নিয়োজিত হয়, তৎকালে ঐ কমিটির একজন এদেশীয় সভ্য কহিয়াছিলেন, রেলওয়ে হওয়াতে জল নির্গমের যে ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, উহা পীড়ার কারণ। তৎকালে ঐ বাক্যটী উপেক্ষিত ও উপহসিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ডাক্তর মোয়াট প্রভৃতি বড় বড় লোকে ঐ রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। মোয়াট সাহেব লণ্ডনে হেল্‌থ মেডিকাল আফিসর আসোসিয়েসনে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি কহিয়াছেন, নদীতীরে বাঁধ প্রভৃতি দ্বারা জল নির্গমের পথ রোধ হওয়াতে বঙ্গদেশে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমরা ডাক্তারী জানি না জানি, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, যাহারা ভিজে জায়গায় বাস করে, তাহারা সর্ব্বদা পীড়িত হয়। বর্ষাকালে এদেশে পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব কেন? ডাক্তারেরা তাহার কি কারণ নির্দ্দেশ করেন? বর্ষায় বঙ্গদেশের আর্দ্রভাবই কি তাহার কারণ নয়? ডাক্তরেরা বিজ্ঞান শাস্ত্রের পাত উলটাইয়া যে ব্যবস্থা দিবেন, আমরা অনুভব বলে তাহার অপেক্ষা সুক্ষ্ম বলিতে পারি। লোকে অগ্রে ভুক্তভোগী হয়, তাহার পর বিজ্ঞান শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট যদি বঙ্গদেশকে শুষ্ক করিয়া তুলিতে পারেন, দেখিতে পান সংক্রামিক জ্বর অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

যেমন এবার গ্রীষ্মের বিক্রম তেমনি আমাদিগের শৈলবিহারী রাজপুরুষগণ মনের সাধ মিটাইয়া আমোদ করিয়া লইতেছেন। আজি গবর্ণর জেনরলের কালি লার্ড নেপিয়রের এইরূপ প্রায় প্রতিদিনই এক এক জনের বাটীতে ভোজ ও নাচ তামাসা হইতেছে। বিদেশীয়দিগের ভোগ সুখ সাধন করাই ভারতবর্ষের ধনের ভাগ্যে লেখা আছে।

পাঠকগণ দেখিবেন, প্রত্যাদের প্রারম্ভে আমরা বৃষ্টি হইতেছে না বলিয়া অতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলাম। বোধ হয়, দেবরাজ আমাদিগের কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া করুণার্দ্র হইয়া শনিবার বৈকালে এক পসলা ও রবিবারে এক পসলা বৃষ্টি দিয়াছেন। পাঠকগণ ঐ বৃষ্টির স্বরূপ যদি জানিতে চান, সংক্ষেপে বলি "নাই মামা অপেক্ষা কাণামামা ভাল" এই যে কথা আছে, উহা তাহার অপর উদাহরণ।

আমরা সংবাদ পত্র পাঠে [illegible]

হইলাম, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জে. কটলেজ সাহেব "ব্রাডফোর্ড অবজার্ব্বরের" সম্পাদক হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তিনি এখানে যে ফ্রেণ্ডকে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রায়ই আমাদিগকে দংশন করিতেছেন।

পারস্যের সাহার নিকট হইতে একজন দূত আসিয়াছেন। ইনি এক্ষণে হোলকারের রাজার নিকটে রহিয়াছেন। ইনি সমুদায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অভিসন্ধি কি?

অদ্য লেপ্টনণ্ট গবর্নর কাম্বেল সাহেব দারজিলিঙ হইতে যাত্রা করিবেন। তিনি বুঝি এদিকের দারুণ গ্রীষ্ম ও অনাবৃষ্টির সংবাদ পান নাই।

আমেদ নগরের ছোট আদালতের জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেলগমের সিনিয়র আসিষ্টাণ্ট জজ এবং সেসিয়ন জজ হইয়াছেন। এদেশীয় সিবিলিয়ানদিগের উন্নতির সংবাদ শুনিলে আমাদিগের কিছু অধিক আনন্দ হয়।

কিছু দিন হইল, কয়েম বিটুর মিউনিসিপালিটি কুকুরের উপর টাক্স আদায় করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মিউনিসিপাল কমিশনের প্রেসিডেণ্টের অনুরোধে মান্দ্রাজ গবর্নমেণ্ট সে টাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। এ অঞ্চলের মিউনিসিপালিটী যদি বিড়ালের উপরে একটী টাক্স করেন, তাঁহারাও লাভবান হন, আমরাও একটু সুস্থির হইতে পারি।

হিন্দু পাট্রিয়ট বলেন, যে সকল দ্রব্যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা ক্রমে দুর্ম্মূল্য হওয়াতে [illegible] কাগজ হয় কি না, তাহার চেষ্টা [illegible]। সম্প্রতি "ডণ্ডী এডবার্টাইজার" [illegible] একখানি সংবাদ পত্র পাটের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাট সস্তা হওয়াতে [illegible] হইয়াছিল, এই বারে বুঝি তাহা পূর্ণ হয়।

বোম্বাইর সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, আমেদাবাদ নগরে ১৪ আইন প্রচলিত করাতে প্রায় ৩০০ বেশ্যা নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহারা বলে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয় তাহা নিতান্ত অসহনীয়, তাহাদিগকে যদি কামানে উড়াইয়া দেওয়া হয় তাহাও বরং ভাল। বস্তুতঃ গবর্নমেণ্ট সময়ে সময়ে যে আইন প্রণয়ন করেন, সেই আইন হইতে যত না হউক, কর্ম্মচারীদিগের হইতে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়।

এবার নীলগিরির সিন্‌কোনা ক্ষেত্র হইতে গবর্নমেণ্ট প্রায় ৯৩৮ মণ সিন্‌কোনার ছাল ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন। আজি কালি এদেশে যেরূপ জ্বরের শ্রীবৃদ্ধি, তাহাতে ইহাতেও কুলাইয়া উঠা ভার।

পিয়নিয়রের এক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, রুশীয়েরা আবদুল রহমন খাঁকে কাবুলের আমীর করিয়াছেন। পিয়নিয়রের পত্রপ্রেরকেরা সময়ে সময়ে অনেক আষাঢ়ে গল্প লিখিয়া থাকেন।

এক্ষণে বোম্বাইয়ে ১৩টী সুতা ও কাপড়ের কলের কোম্পানি হইয়াছেন বোম্বাই ব্যবসায়ে জয়ী হইতেছেন বটে, কিন্তু আলস্যে বঙ্গদেশের জিত।

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত দ্বিতীয়বার মুদ্রিত নবনাটকের একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এবার ইহাতে পদ্যের পরিবর্ত্তে কয়েকটী সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সেদিন পেশোয়ারে অত্যন্ত ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

হিতসাধিনী বলেন, কয়েক দিন হইল নলছিটী গ্রামে চোরে এক রাত্রে সাতটী কোটাতে সিঁদ কাটিয়াছিল। চোর ও চৌকিদার উভয়েরই বাহাদুরি আছে।

আমরা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, মধ্যস্থ সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ করেন। প্রয়াগদূত সেই প্রতিবাদের অনুমোদন করিয়াছেন। উহাঁদিগের উভয়ের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, রামমোহন রায় বুদ্ধিমান ছিলেন না একথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তবে সকলের সকল গুণ থাকে না। অনেকে আপনার অভিপ্রেত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন না। বোধ হয় রামমোহন রায়ের ঐ দোষ ছিল। আমাদিগের মতে তাহার প্রতি দোষারোপ করা বৃথা।

সংবাদ পাওয়া গেল ৪ ঠা জুন রাইপুরে বজ্রাঘাতে পাঁচ জন মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বালা রঞ্জিকার দশম সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা মূল্য নগদ এক পয়সা।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন "আমাদিগের দেশ অরাজক হইয়া উঠিল। এত পুলিষ, এত হাকিম প্রভৃতি শান্তিরক্ষক থাকিতে এই অরাজকতা হওয়া সামান্য আক্ষেপজনক নহে। আজি কালি পাবনা, সাহাজাদপুর ও শিরাজগঞ্জ অঞ্চলের বহুতর প্রজা জমিদারের বিদ্রোহী হইয়া এক দলবদ্ধ ভাবে অন্যান্য এলাকার প্রজাদিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিতেছে যে, তোমরা আমাদিগের সঙ্গে যোগ দেও, এবং জমিদারের বিদ্রোহী হও, না দিলে বাড়ীঘর ইত্যাদি লুঠ করিব।" এই বিদ্রোহী প্রজাদিগের এইরূপ ভয়ানক অনিষ্টকর বাক্যে কাহার হৃদয় ব্যাকুলিত না হয়? আমরা শুনিতে পাই, একারণ এ অঞ্চলস্থ প্রজাদিগের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকের বাড়ী ঘর লুঠও হইয়াছে। শান্তিরক্ষকেরা কি চুপ করিয়া আমোদ দেখিতেছেন? আমরা ইচ্ছা করি, আমাদিগের সুবিচক্ষণ লেপ্টনণ্ট গবর্নর বাহাদুর বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক এই ভয়ানক অনিষ্টকর দলবদ্ধতা নিবারণ করিয়া দেশের শান্তি রক্ষা করুন।"

ইংলিসমান দিল্লী ও অম্বালা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তথায় এমনি ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম হইয়াছে যে গ্রীষ্মনিবন্ধন কয়েকটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কয়েকজন কাউলাওর শয্যায় শয়ন করিয়াছিল মৃত দৃষ্ট হইল। এবারে সর্ব্বত্রই গ্রীষ্ম সমান। দেশব্যাপী নূতন প্রকার পীড়া হয় কি কি সন্দেহ?

১৮৭২ অব্দে নিম্নলিখিত স্থান সকলে ব্যক্তিবিশেষে সাধারণের উপকারার্থ দিয়-

লিখিত ব্যয় করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে ২৪৬৪৬ টাকা, নদীয়ায় ৮৪৭, রাজসাহীতে ৭১৯৮, কুচবিহারে ৫০০, ঢাকায় ১০৫৩, চট্টগ্রামে ১০০, পাটনায় ১৬০০০, ভাগলপুরে ৭২১৬, ছোটনাগপুরে ১০৫৪৬১, আসামে ১২৪৬১ টাকা।

অমৃতবাজার পত্রিকা কয়েকখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, পবিনা অঞ্চলের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া অশেষবিধ উপদ্রব করিতেছে। তাঁহার মতে এটী জমিদারের সহিত প্রজার বিরোধ। দশ আইন এই অনর্থের মুল। আজি কালি অমৃতবাজার পত্রিকা জমিদারদিগের প্রতি কিছু অধিক প্রসন্ন হইয়াছেন। দশ আইন ঐ বিরোধের মুল কি অন্য কোন মুল আছে অগ্রে তাহার অনুসন্ধান না করিয়া অমৃতবাজারের উল্লিখিত প্রকার মত প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই। আমরা জানি দশ আইন না হইলে জানজিবারের ন্যায় এদেশে প্রজা দাসত্বের নিবারণার্থ স্বতন্ত্র চেষ্টা পাইতে হইত।

কাবুলের রাজদূত মামদনুর মহম্মদ সাহা ২০ এ জুন সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। তৎপরদিন পাতিয়ালার রাজা তথায় উপস্থিত হন।

কতকগুলি বাঙ্গালি বাবু একখানি দেশীয় সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে লাহোরের আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের নিকটে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন।

পারস্য গবর্ণমেণ্ট সিস্তানে যে জেনরল পাঠাইয়াছিলেন তিনি বলিয়াছেন, তথায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

সিকিম হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত একটী রাস্তা এটী হইবার প্রস্তাব হইতেছে। হইলে বাণিজ্য এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিলক্ষণ সুবিধা হইবে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, সাধারণের সাহায্যের অভাবে মান্দ্রাজ মেডিকাল জর্ণাল নামক সংবাদপত্র খানি এই জুনমাস হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

বোম্বাইর "ভুত" নামক একখানি সংবাদপত্রে মানুম্বক নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নামে নালীশ করা হইয়াছে। সম্পাদক এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু অভিযোগকর্ত্তা তাহা শুনিতেছেন না। এইবার ভুত ওঝার হাতে পড়িয়াছেন।

সমাজদর্পণ একটী অতি সঙ্গত প্রস্তাব করিয়াছেন। নেটিব ডাক্তারেরা অতি অল্প বেতন পান, কিন্তু তাঁহারা অনেক কাজ করেন। অতএব তাঁহাদিগের কিছু অধিক বেতন পাওয়া উচিত। অম্ন জল করিয়া দানসাগরের কিল মারা যে কথা আছে নেটিব ডাক্তারদিগের বিষয়ে তাহাই ঘটিয়াছে।

আমরা গ্রামবাসি নামে এক খানি পত্র পাইলাম। এখানি মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। মুল্য পাঁচ পয়সা। রাণাঘাট ইহার প্রকাশ স্থান। সম্বাদ পত্রের যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তার বহিতে বুঝি বঙ্গদেশের কোমর ভাঙ্গিয়া যায়।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অনুরোধে হাইকোর্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, সকল শ্রেণীর জজদিগকে ৯ ঘটিকার মধ্যে বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। তবে যে সকল স্থানে গ্রীষ্ম কালে প্রাতঃকালে কাছারি হয় সে স্থানে এ নিয়ম বর্ত্তিবে না। আজ্ঞাটী কতদূর কার্য্যে পরিণত হয়, ডিষ্ট্রিক্ট জজকে তাহা দেখিতে হইবে। এই আজ্ঞানুসারে কাজ হইলে অর্থি প্রত্যর্থি ও বিচারপতি সকলেরই সুবিধা হইবে।

এখানকার কায়স্থদিগেরই যে কেবল বিবাহে অধিক ব্যয় হয় এরূপ নয়, অনেক স্থলে এই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদিগের কায়স্থেরা যেমন নিশ্চিন্ত আছেন, অন্য অন্য স্থানের লোকেরা এরূপ নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা এক একটী নিয়ম করিয়া এই ব্যয় কমাইবার চেষ্টায় আছেন। মুন্সী প্যারী লাল যে নিয়ম করিয়াছেন, আগ্রার ৪ ব্যক্তি তাহার ভঙ্গ করাতে তাহাদিগের দণ্ড হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য যে রামায়ণ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতেছেন, উহার দ্বিতীয় কাণ্ডের ষষ্ঠ ও সপ্তম দুই খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইল।

আমরা দেখিতে পাই, অনেকের এরূপ স্বভাব আছে, যদি কোন সংবাদ পত্র সম্পাদকের বাটীর কাছে তাহাদের বাটী হয়, জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও আপনা দিগকে সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু সম্পাদক হইতে যাওয়া যে কত বিপদের নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

পারিসের ফিগারু নামক সংবাদ পত্র বলেন, সম্প্রতি একজন এক সংবাদ পত্রের আফিসে গিয়া সম্মুখোপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্পাদক কোথায়? তিনি বলিলেন সম্পাদক কোথায় গিয়াছেন, সহকারী সম্পাদকের কথা জিজ্ঞাসা করাতেও বলিলেন তিনিও উপস্থিত নাই, এই কথা বলিয়া বলিলেন আপনার যদি বিশেষ কিছু বলিবার থাকে, আমাকে বলিলেই হইবে, আগন্তুক এই কথা শুনিয়া উহার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক বিরাশি সিক্কার দৃঢ় উপহার দিলেন।

১১ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

বেলারতের একজন চীন একজন প্রতিবেশীর একটী বিড়াল চুরি করিয়া আনিয়া উহা রন্ধন করে এবং সেই বিড়াল স্বামীকেই নিমন্ত্রণ করে। এই অপরাধে উহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইহাতে ইংলিসমান লিখিয়াছেন, বিড়ালের মাংস খাওয়া যদি চীনদিগের অভ্যাস থাকে কলিকাতাবাসী চীনদেশীয়েরা উহা না খান কেন? বোধ হয় লজ্জা পান। বিড়ালের মাংস মানুষে খায় এটী আমাদিগের নুতন জানা হইল।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা ৭ ই জুন লিখিয়াছেন, গত রাত্রিতে তুর্কি স্থান হইতে একদূত আমীরের নিকট আইসেন। তিনি যে একখানি গোপনীয় পত্র আনিয়াছিলেন আমীর তাহা পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ ছিড়িয়া ফেলেন, পরে প্রায় দুইঘণ্টা কাল ঐ দূতের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। যখন অন্তঃপুরে যান তখন তাঁহার মুখমণ্ডল

অত্যন্ত ম্লান ছিল, ইহাতে বোধ হয় পত্রখানিতে কোন অশুভ সমাচার ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী (সর্দ্দার আবদুল্লা জানের মাতা) দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "কিছু নয়" তিনি অধিক পীড়াপীড়ি করাতে আমীর অবশেষে বলিলেন, আফগান স্থানের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার শত্রু, তিনি কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। অধিকাংশ লোকে যে আমীরের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একথা বড় মিথ্যা নয়।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, সম্প্রতি বনগ্রাম ফৌজদারী আদালতে একটী মকদ্দমা উপস্থিত হয়। ৩ জন দুষ্ট লোক একটী স্ত্রী লোকের সতীত্ব নাশ করিবার অভিপ্রায়ে এক দিবস সন্ধ্যাকালে যখন ঐ স্ত্রীলোকটী কোন কার্য্যবশতঃ বাহিরে গিয়াছিল, সেই সময় উহারা তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায় এবং নানা রূপ ভয় প্রদর্শন দ্বারা স্ব স্ব অসৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য চেষ্টা করে। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময় আর এক ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে তথায় উপস্থিত হন এবং এই ব্যাপার দেখিয়া নিকটস্থ থানায় এবং উক্ত স্ত্রীলোকের স্বামীর নিকটে সংবাদ দেন। পরে স্ত্রীলোকটীর স্বামী আসিয়া তাহাকে বাটীতে লইয়া যায়। তত্রত্য আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত উহাদিগের দুই জনের দুই বৎসর এবং আর একজনের এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ড দিয়াছেন।

এক ব্যক্তি মুরসিদাবাদ হইতে ডেলিনিউসে নিম্নলিখিত অদ্ভুত ঘটনার বিষয় লিখিয়াছেন, আমাদের কিন্তু ইহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ আছে। একজন বেদে একটী বানর ও একটী ছাগল লইয়া রামপুরহাট হইতে বহরমপুর যাইতেছিল। পথিমধ্যে ডাকাইতেরা তাহাকে ও ছাগলটীকে মারিয়া ফেলে। বানরটী কোনরূপে পলায়ন করে। ডাকাইতেরা উহাদিগকে মারিয়া যেখানে ফেলিয়াছিল বানরটী তাহা জানিত। সে ঐই ঘটনার পর মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে গিয়া তাঁহার পায় ধরিয়া নানা রূপ সঙ্কেত করিতে থাকে। মাজিষ্ট্রেট তদ্দর্শনে উহার সঙ্গে দুইজন লোক দেন। বানর উহাদিগকে সেই হত্যা স্থলে লইয়া গেল এবং একটী পুষ্করিণীর মধ্যে একবার নামে এক বার উঠে এইরূপ করিতে লাগিল। ঐ দুই জন লোক ইহা দেখিয়া অনুসন্ধান করাতে জল মধ্যে ঐ মৃত মানুষ ও ছাগল পাইল। পরে মাজিষ্ট্রেট সেই পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী পল্লীর যাবতীয় লোককে ধরিয়া লইয়া গিয়া উহাদিগের মধ্যে সেই বানরকে ছড়িয়া দিলেন। বানর সেই প্রায় হাজার লোকের মধ্য হইতে দশজন অপরাধীকে বাছিয়া বাহির করিল। উহাদিগকে চালান দেওয়া হইয়াছে। আসামীরা দোষ স্বীকার করিয়াছে। বহরমপুরে মকদ্দমা চলিতেছে। এই ঘটনা দ্বারা ডারউইনের মতের পোষকতা হইতেছে। বানরের লেজ খসিয়া গিয়া মানুষের জন্ম হইয়াছে বোধ হয়। আমরা পূর্ব্বে একবার গল্প শুনিয়াছিলাম, এক ব্যক্তি অতি নিষ্ঠুর ভাবে একটী ধর্ম্মের ষাঁড়কে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া ষাঁড় এইরূপে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালীশ করিয়াছিল।

১২ ই আষাঢ় বুধবার।

সাংক্রামিক জ্বর জলপ্লাবন দুর্ভিক্ষ ঝড় অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতিতে ত বঙ্গদেশকে ছার খার করিল, আমরা বঙ্গদেশের ভাগ্যে আর একটী নূতন উপদ্রবের উপক্রম দেখিতেছি, এদেশে পঙ্গপাল ছিল না, কিন্তু উহাও ক্রমে বঙ্গদেশের নিকট হইয়া আসিতেছে। সেদিন রাজসাহী ও রাণীগঞ্জে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। ৮০ সাল আমাদিগকে অনেক উপদ্রব দেখাইবে।

সিন্ধিয়ার রাজা পুনরায় বোম্বাই এবং পুনা ভ্রমণার্থ বাহির্গত হইতেছেন। যাঁহাদিগের প্রজার মঙ্গল চিন্তা করিতে না হয়, তাঁহাদিগের দেশ ভ্রমণের অনেক অবসর থাকে।

আজমীরের মেও কালেজটীর অনুষ্ঠান হইয়াছে, এটী ৩ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হইবে সকলে অনুমান করিতেছেন। ইহা ত শীঘ্র হইল বলিতে হয়, অনেক বাটী প্রস্তুত হইতে হইতে পুরাণ হইয়া যায়।

মান্দ্রাজে ডেঙ্গুর বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তত্রত্য ২০ গণিত দেশীয় পদাতিক দলের প্রায় দেড় শত সৈন্য ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের টিকবরন্ মকদ্দমার খরচা এ পর্য্যন্ত ১৯০০০০ টাকা হইয়াছে, সকলে অনুমান করিতেছেন, অন্ততঃ সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০০০০ টাকা খরচা হইবে। মকদ্দমা কত টাকার বিষয় লইয়া?

ইংলিশমান বলেন, সম্প্রতি কাবুলে একটী স্ত্রীলোক একটী বালিকাকে হত্যা করিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি লয়। অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে আমীর সিয়ার আলী তাহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দেন। সেই আজ্ঞানুসারে মৃত বালিকাটীর আত্মীয়েরা গলায় দড়ি দিয়া উহাকে বধ করিয়াছে। এ এক নূতন।

আগামী সেসিয়নে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে দেশীয় সাক্ষী সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপযুক্ত পাথেয় দেওয়া হইবে এবং যত দিন তাঁহারা ইংলণ্ডে থাকিবেন, যাহাতে তাঁহাদিগের কোন কষ্ট না হয় বিশেষরূপে সে চেষ্টা করা হইবে। সাক্ষিগণকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির নিকটে ৪ঠা জুলাইর পূর্ব্বে আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে। তাঁহারা কোন্ কোন্ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন, তাহা ঐ আবেদনে লিখিত থাকিবে। সাক্ষিগণকে আগামী ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে ইংলণ্ড যাত্রা করিতে হইবে না। আবেদন দর্শনে যাঁহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে তাঁহারাই যাইতে পারিবেন। আবেদনকর্ত্তা মনোনীত হইলেন কি না অগ্রে তাহা না জানিয়া যেন ইংলণ্ড যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া না হয়। কেহ আবেদন করেন কি না সন্দেহ, প্রস্তুত হইবার কথা ত পশ্চাৎ।

এক ব্যক্তি মিরর পত্রে লিখিয়াছেন, সেদিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক ব্যক্তি দুটী টিয়া এবং আর দুটী বাবুই পক্ষী লইয়া কলিকাতার নর্ম্মাল স্কুলে বড় কৌতুক প্রদর্শন করিয়াছে। সে দর্শকদিগের সম্মুখে একটী

চাদর বিছাইয়া তদুপরি কতকগুলি মুক্তা ছড়াইয়া দিল এবং একটী সুচি ও একটু সুতা ফেলিয়া দিয়া একটী বাবুইকে বলাতে সে পায়ে ঐ সুচ ও সুতা ধরিয়া ঠোট দিয়া এক একটী মুক্তা লইয়া গাঁথিয়া উত্তম মালা প্রস্তুত করিল। তৎপরে প্রায় ৫০। ৬০ জনের নাম ও এক একটী নম্বর ইংরাজীতে এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া কাগজগুলি ছড়াইয়া দিয়া দর্শকগণ উহার মধ্য হইতে একটী নাম বাছিয়া লইতে বলাতে পক্ষীর স্বামী একটী টিয়াকে ঐ নাম নম্বর এবং যে ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছে তাহা বলিয়া দেওয়াতে পক্ষীটী তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গিয়া ঠোঁট দ্বারা ২। ৩ মিনিট ধরিয়া বাঁছিয়া সেই নামটী যে কাগজে লেখা ছিল তাহা আনিয়া দিল। নম্বর লেখা থাকে বলিয়া অনেকে আপত্তি করাতে নম্বর শূন্য অনেক নামও পক্ষীটী ঐরূপে আনিয়া দেয়। দেব নাগর পারসী এবং বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত নামও ঐরূপে বাছিয়া আনিয়াছিল। এই পক্ষী কেবল যে নানাভাষায় পণ্ডিত এরূপ নয়, ব্যায়াম বিষয়ে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। ইহার লাঠী ঘুরাণ প্রভৃতি দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইহার ব্যায়াম পটুতা দর্শনে পত্রপ্রেরক আশঙ্কা করিয়াছেন, কাম্বেল সাহেব টের পাইলে এই পাখীটী লইয়া গিয়া হুগলী পাটনা ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে সিবিল সর্ব্বিস শ্রেণীর ব্যায়াম শিক্ষক করিবেন সন্দেহ নাই। কেবল ব্যায়াম শিক্ষা কেন যখন ইহার ৪। ৫ টী ভাষায় অধিকার আছে, তখন প্রেসিডেন্সি কিম্বা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক করিবার সম্ভাবনাও আছে। এ যে সেই কাদম্বরীর বৈশম্পায়ন দেখিতে পাই।

নেটিব পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, এক্ষণে পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩০০০০ মাইল রেলওয়ে হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক রেলওয়ে প্রায় ইউনাইটেড ষ্টেটসে আছে। অষ্ট্রিয়াতে ৭০০০ মাইল রুশীয়ায় ৮০০০ মাইল হইয়াছে এবং ৫০০০ মাইল প্রস্তুত হইতেছে।

সহচরে দৃষ্ট হইল, সম্প্রতি আমেরিকায় ঘূর্ণবায়ু হইয়া একটী বাটী প্রায় ৬০ ফুট উর্দ্ধে শূন্যে উঠিয়া ছাদ নীচে ও তলা উপরে হইয়া পতিত হয়। কাহারও প্রাণ হানি হয় নাই। বাটীটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাটীটী ভাঙ্গিয়া গৃহস্থের ক্ষতি হইয়াছে, এটী দুঃখের সন্দেহ নাই। কিন্তু গৃহস্থের বিনা ব্যয়ে বিনা আয়াসে বেলুনে চড়া হইল।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা একটী অদ্ভুত বিচারের কথা লিখিয়াছেন যদি আর দুই চারিটী এইরূপ হয়, বঙ্গদেশের সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। একটী স্ত্রীলোক তাহার কন্যা শ্বশুরালয়ে পীড়িত হইলে সেখানে তাহার শুশ্রূষা হইবার সুবিধা নাই দেখিয়া আপন বাটীতে লইয়া আইসে। জামাতা তাহার নামে এই বলিয়া নালিশ করে যে সে কন্যাকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। চুরী প্রমাণ হইল না। কিন্তু স্ত্রীলোকটী কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করাইতে পারে, এই আশঙ্কায় বিচারপতি তাহার ৬ মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। নালিশ হইল চুরীর দণ্ড হইল বেশ্যা করিবার সন্দেহের! এ মন্দ তামসা নয়!

১৩ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

গত এপ্রেল মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ১৭০৯৮৩ টাকা মূল্যের ১৩০০৫ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, বাঙ্গালোরের এক জন দেশীয় ব্যক্তি ১৮০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী দাতব্য স্কুল খুলিয়াছেন। এ বিষয়ে আর ৪০০০০ টাকা দিয়াছেন। এটীও অন্যান্য দেশীয় ধনবানদিগের পক্ষে একটী সৎ দৃষ্টান্ত।

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্ট এই নিয়ম করিয়াছেন, ৫০ টাকার ন্যূনের বিশেষ আপীল একজন মাত্র জজ শ্রবণ করিবেন, এবং তিনি যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার আপীল দুই জন জজে শ্রবণ করিবেন। এই নিয়মানুসারে গত কল্য অবধি বিচারপতি ফিয়ার ঐরূপ আপীল শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

২১ এ জুন পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে এখনও বৃষ্টির বিলক্ষণ অভাব রহিয়াছে। বর্দ্ধমানে এবং বীরভূমের পশ্চিম ভাগে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। এখানে এবার পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে। রাজসাহীর সংবাদ মন্দ নয়। ঢাকা এবং চট্টগ্রামেরও ঐরূপ। মুরসিদাবাদ পর্য্যন্ত পঙ্গপাল আসিয়াছে। পাটনা এবং ভাগলপুরে বৃষ্টি হইয়া অনেক উপকার করিয়াছে; কিন্তু ওলাউঠা ও বসন্ত হইতেছে। পূরী হাজারিবাঘ এবং লোহারডগাতে বৃষ্টি নাই। আসামের সংবাদ এক প্রকার মন্দ নয়; কিন্তু বসন্ত ও ওলাউঠা হইতেছে। শিবসাগর ভিন্ন অন্যান্য স্থানে পশু পীড়া ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সিমলা হইতে টেলিগ্রাফযোগে মোমিনের পতন এবং পাশ্চিমমিনের পরাজয় সংবাদ পাইয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক বলেন, পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর গোডিস সাহেব সম্বন্ধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুক সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। অনুমোদন করা আশ্চর্য্যের নয়। রাজস্ব বিষয়ে ভুঝিবার সময়ে সকলের সিং সোজা হয়।

আসাম পর্য্যন্ত যে একটী রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব হইতেছিল, ষ্টেট সেক্রেটারি আপাততঃ তাহার অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলেন, যে সকল রেলওয়ের প্রস্তাব হইতেছে, তাহার কিরূপ আয় হইতে পারে ভারতবর্ষ হইতে তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতে না পারিলে এক্ষণে আর অধিক রেলওয়ে করা কর্ত্তব্য হয় না। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন গোয়ালন্দে ফেরি হইতে ময়মনসিংহ এবং গারোপর্ব্বতের নিম্ন দিয়া আসাম পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিলে লাভ হইতে পারে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কাম্বেল সাহেবের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। ফ্রেণ্ড কাম্বেল সাহেবের সকল কার্য্যই সুন্দর দেখেন।

আসামমিহির আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, আসামে বড়ুয়া ফুকন প্রভৃতি উপাধি

গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এদেশীয়দিগকে মিষ্টার ও এস্কোয়ার ধরাইবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাসামে বড়ুয়া ও ফুকন উপাধির নিষেধ কি তাহার কুসুম স্বরূপ? যদি এরূপ হইল, কালী ও দুর্গা প্রভৃতি দেবগণের নামে এদেশীয়দিগের যে নাম করণ হয়, তাহারও ত ভবে কবে অন্ত উঠে বলা যায় না। ঐ নামগুলি রহিত হইলেই রাজপুরুষদিগের সংকল্পিত আমাদিগের স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে!

আমরা জানি একটু বুদ্ধির পরিণাম না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা ভাল হয় না; কিন্তু যাঁহারা পুস্তক নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাদিগের তত বিলম্ব সয় না। তাঁহারা আমাদিগের সন্তান সন্ততিকে ১০। ১২ বৎসর বয়সে এককালে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন। জ্ঞান বিকাশিনী এ বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি বলেন "আমরা দেখি বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ ১০।১২ বৎসর বয়সে বিজ্ঞানশাস্ত্র সকল আন্দোলন করিতেছে। কেহ রসায়ন শাস্ত্র কেহ জ্যোতিষশাস্ত্র কেহ দৃষ্টি বিজ্ঞান খুলিয়া বসিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় যদুকে সূর্য্যগ্রহণ বুঝাইতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছেন, রাম বাণিজ্য বায়ুর কারণ বুঝিতে পারিল না বলিয়া শাসন করিতেছেন, হরিকে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের কারণ বুঝাইতে পারিতেছেন না।" ইত্যাদি।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল এক্ষণে বয়ঃ প্রাপ্তির যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কিছু বর্দ্ধিত করা হয় এ জন্য বীজন প্রাসের রাজা এক আইনের পাণ্ডুলিপি করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের মত জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ খানি তাঁহাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। কিছু বাড়া ইয়া [illegible] হচ্ছে। অল্প বয়সে বিষয় হস্তগত [illegible] অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

এক [illegible] সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন সে দিন গঙ্গার নিকটবর্ত্তী ডিঙ্গা ভাঙ্গা পুলের নিকটে একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। হত্যাকারীদের এখনও কোন অনুসন্ধান হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ স্থানে আর একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া যায়। মৃত দেহেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শেষোক্ত হত্যাকাণ্ডের সময় হত ব্যক্তি মৃত্যু কালে এরূপ বিকট চীৎকার করিয়াছিল যে, নিকটস্থ পল্লীর বিশেষতঃ গঙ্গার অনেক লোকে তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। উহার কিছুক্ষণ পরে "কাণ্ডলা পড়িল" বলিয়া একটী চীৎকার ধ্বনি হয় তাহাও লোকে শুনিতে পাইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পুলিষ নিকটে আছে, তথাপি এই সকল ঘটনা ঘটিল।

১৪ ই আষাঢ় শুক্রবার।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল, রূপগঞ্জ থানার নিকটে কাশী চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি নিকট হইতে ৪৮০ টাকা পণ লইয়া কলিকাতার ত্রিপুরা নামক একটী স্ত্রীলোক তাহার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে তাহার ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিল। উহারা কন্যাটিকে রাখিয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করে। রাত্রিকালে কন্যাটীও প্রস্থান করিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানের পর কন্যাটীকে এক জঙ্গল মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। সে ঠিক আপনাকে শূদ্র কন্যা বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাতে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি ত্রিপুরাকে কলিকাতা হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীকে পাওয়া যায় নাই। কেবল ইনিই ত্রিপুরা নন, খুঁজিলে আজি কালি এরূপ ত্রিপুরা ও ত্রিপুর অনেক মিলে।

আমরা শুনিতে পাই আলীপুরের এক জন জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি কনষ্টেবলদিগকে সাক্ষিদিগের কাণ মলিয়া দিতে বলেন, দুই একজন সাক্ষীর কাণ মলিয়াও দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয় ইহাঁকে স্কুল হইতে ধরিয়া আনিয়া জাইণ্ট করা হইয়া থাকিবে।

কলিকাতার সহিত বোম্বাইর যে দাবা খেলা হইতেছিল, কলিকাতা তাহার প্রথম বাজী জিতিয়াছেন। দ্বিতীয় বাজীর এখনও শেষ হয় নাই। টেলিগ্রাফ যোগে খেলা হইতেছে। বোম্বাইর সেই ৭ বৎসরবয়স্ক অদ্বিতীয় দাবাওয়ালা বালক কোথায়?

১৫ ই আষাঢ় শনিবার।

কিছু দিন হইল, সেখ হোসেন নামক এক ব্যক্তি বামা নামে এক স্ত্রীলোকের সাহায্যে কালীনাথ সাহার স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া যায়। সেসিয়ানের বিচারে উহারা উভয়েই মুক্তি লাভ করিয়াছে। জজ দুই জনের সাক্ষ্য লইয়াই জুররদিগকে বলিলেন, ইহারা অপরাধী নয় তোমরা এই মত দেও। জুররেরা সেই মত প্রকাশ করাতে উহাদিগকে মুক্ত করা হইয়াছে। জজ যেরূপ আজ্ঞা করিবেন জুররদিগকে যদি সেইরূপ করিতে হয় এরূপ সাক্ষীগোপাল জুররের প্রয়োজন কি?

মিরর বলেন, ভারতসংস্কার সভার প্রতিষ্ঠিত দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের নর্ম্মাল স্কুলে গবর্ণমেণ্ট যে বার্ষিক ২০০০ টাকা দিতেন, উড্রো সাহেব অনুরোধ করাতে গবর্ণর জেনরল উহা আর ৫ বৎসরকাল দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

ইণ্ডো ইউরোপীয় করেস্পোণ্ডেণ্ট বলেন, সম্প্রতি ৫ গণিত পঞ্জাব অশ্বারোহী সেনাদলের জন্য ডেরা ইস্মাল খাঁ হইতে উটে করিয়া যে সকল খাদ্য দ্রব্যাদি পাঠান হইতেছিল, পথি মধ্যে উজীরীরা উহা লুণ্ঠন করে। এই জাতি ক্রমে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে আজি কালি যেমন আমেরিকা, ভারতবর্ষের মধ্যে তেমনি বোম্বাই উন্নতি বিষয়ে সকলকে পরাস্ত করিতেছেন। বোম্বাইর কতগুলি পারসী স্ত্রীলোক ইংরাজদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণ আরম্ভ করিয়াছেন।

ওয়াইলড প্রদেশে স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারত ভূমি রত্নগর্ভা, অনুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যে সকলই পাওয়া যায়। কেবল পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

দেশীয় তন্তুবায়দিগের ক্রমশঃ উন্নতির হ্রাস হইতেছে। বরিশালবার্ত্তাবহ একটী প্রস্তাবের উপসংহারে লিখিয়াছেন "দেশীয় তন্তুবায়দিগের মধ্যে অনেক ভাল ভাল কারিকর আছে, তাহারা উৎসাহ পাইলে উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারে। ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, ধামরাই, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানগুলি এ সম্বন্ধে বহুদিন হইতে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। ইহারা পূর্ব্বে বছর বছর যত বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে, এখন তাহার চতুর্থাংশও হয় না। যে যে কার্য্য দ্বারা দেশের বাস্তবিক উন্নতি হয়, সেগুলির প্রায় এই দশা ঘটিয়াছে। এ সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন চেষ্টা না আছে গবর্ণমেণ্টের না আছে দেশের লোকের। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের সন্দেহ নাই।

এক ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, মাতলার গাড়ি সকলদিন ঠিক সময়ে গতায়াত করে না। ৮।৪৫ মিনিটে সোণাপুর-ষ্টেষণে গাড়ি আসিবার কথা। ২২এ জুন রবিবার ১০॥ সাড়ে দশটার সময়ে আসিয়াছিল। এরূপ অনিয়ম হইলে অনেকের অসুবিধা হয় সন্দেহ নাই।

বঙ্গদর্পণ বলেন, সেদিন বরিশালে কাঁথাচুরি অপরাধে একজন পাগলের ১ বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। চোর দণ্ডদাতা না সংবাদদাতা কে পাগল আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কাম্বেল সাহেব অসভ্য জাতি মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের প্রস্তাব করাতে ঢাকা প্রকাশ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহার কোন কারণ দেখি না। খৃষ্ট ধর্ম্মই অসভ্যকে সভ্যতা সোপানে আরূঢ় করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। তবে যাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ধর্ম্ম আছে সেখানে উহার প্রচার চেষ্টা মঙ্গলের হয় না।

হিন্দু হিতৈষিণীতে দৃষ্ট হইল কেম্বল সাহেব ঢাকা অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ হিন্দুদের কি মুসলমানের রীতি অনুসারে হয়, তাহারা কোথায় কি ভাবে কার্য্য করে বিবাহরীতি কিরূপ স্ত্রীলোকেরা কোন ক্ষেত্রে যায় কি না পরিশ্রম করে কি না তাহাদের মোল্লাগণ হিন্দুদের ব্রাহ্মণের ন্যায় ধূর্ত্ত কি না, আর তাহাদের টাকা থাকিলে তাহারা তাহা কোথায় কি ভাবে রাখে সিন্দুক ইত্যাদি আছে কি না, এই সকল বিষয়ের প্রকৃত বিবরণ জানিবার অভিলাষী হইয়াছেন। কাম্বেল সাহেবের এ বিবরণ জিজ্ঞাসাটী কৌতুকাবহ। তিনি মুসলমানদিগকে যেরূপ ভাবেন তাহারা সেরূপ নহে। তাঁহার ঐ শ্রেণীর উন্নতি সাধন বিষয়ে যে বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছে, ইহা আমাদিগের অতিশয় আনন্দের বিষয়।

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ২০এ জুন। সম্প্রতি খিভিলিতে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে খিবানদিগের ৬০০০ সৈন্য ও ৬টী কামান ছিল এবং মাস্তুত রক্ষার্থ ৩০০০ সৈন্য ও ৩টী কামান ছিল।

লণ্ডন ২১এ জুন। গত কল্য পারস্যের সাহা উইণ্ডসরে রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি গিলডহলে গমন করেন। তিনি বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল।

তুর্কির সুলতান পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৩এ জুন। শনিবার পারস্যের সাহা উলউইচ দর্শন করেন। তথায় ডিউক অব এডিনবরা তাঁহাকে অস্ত্রাগার দেখান।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ নিউস বলেন, ফেরমান আমু দেরিয়ার বামতীরে কাসাবাস দুর্গ অধিকার করিয়াছেন।

পারিসে জনশ্রুতি এই, সম্রাট উইলিয়ম এরূপ পীড়িত হইয়াছেন যে আর তাঁহার দ্বারা রাজকার্য্য হওয়া সুকঠিন। যুবরাজের উপর রাজ্যের সমুদায় ভার দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

আমেরিকাতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

মাড্রিড ২২এ জুন। স্পেনের মন্ত্রিগণ পুনরায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫এ জুন। পারস্যের সাহা ইংলণ্ডে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি একখানি উৎকৃষ্ট তরবারি কেম্ব্রিজের ডিউককে এবং তাহার ছবি রাজ্ঞীকে এবং ওয়েলসের প্রিন্সেসকে উপহার দিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪এ জুন। লার্ড গ্রানবিল বলিয়াছেন তিনি শীঘ্র জানজিবার সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাগজ পত্র সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত করিবেন।

অদ্য উইণ্ডসর পার্কে ৭০০০ সৈন্যের এক কাওয়াজ হইয়া গিয়াছে। সাহা রাজ্ঞী রাজপুত্রগণ রুশীয়ার রাজ্ঞী ও রাজকন্যা তথায় উপস্থিত ছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

শ্রীযুক্ত মেজর ই. ওয়াট ওয়ালকট সাহেব (যিনি কাছাড়ের সহকারী কমিশনর হইয়াছেন) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ই জুন। শ্রীযুক্ত পি হালি সাহেব কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং রাণীগঞ্জ বিভাগের ভার পাইবেন। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

১৬ই জুন। বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহে প্রথম শ্রেণীর একজন সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু চণ্ডীচরণ বসু ময়মনসিংহের একজন প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঢাকার সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু মহেশচন্দ্র সেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফরিদপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু আশুতোষ গুপ্ত ঢাকার একজন প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

১৯এ জুন। ভুলুয়া বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মেদনীপ্রসাদ সিংহ কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

২০এ জুন। মালদহের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, সি, টিউট সাহেব ত্রিহুতে বদলী হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস সাহরণের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

বাঁকুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, এচ, হ্যাগড সাহেব পাটনায় বদলী হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন—

বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু। রাজসাহী।
„ ব্রজমোহন রায়। পাবনা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর হইবেন

বাবু শশিশেখর দত্ত। মুরসিদাবাদ।

বাবু বিহারিলাল মিত্র। রঙ্গপুর।

" হরিমোহন চাঁদ। দিনাজপুর।

" ভবানীশঙ্কর রায়। বগুড়া।

" অক্ষয়কুমার বসু। মালদহ।

ইহাদিগকে ১৮৭৩ অব্দের সর্ব্বেয়িঙ ও ইঞ্জিনিয়ারিঙ পরীক্ষা দিতে হইবে।

২১ এ জুন নিম্নলিখিত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত টি, জে, সার। মুরসিদাবাদ।

বাবু বেহারিলাল গুপ্ত। বাখরগঞ্জ।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এচ, এমসন। খুর্দা।

২১ এ জুন। বড়পেটার প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসামে সপ্তম শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইয়াছেন।

বাবু [illegible] ঘোষ কিছু দিনের জন্য জগৎসিংহপুরের ভার পাইবেন।

শ্রীযুক্ত জে, স ভিসি সাহেব চতুর্থ শ্রেণীতে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

বাবু [illegible] চরণ লাহা ২৪ পরগণার একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ জুন। পাটনার সুবর্ডিনেট এবং ছোট আদালতের জজ বাবু গোবিন্দচন্দ্র সান্যাল তৃতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজের পদে উন্নীত হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ বাবু [illegible] শীল চতুর্থ শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

সুবীন মুন্সেফ বাবু যদুনাথ রায় [illegible] এল চতুর্থ শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ হইবেন এবং মেদিনীপুরের সুবর্ডিনেট এবং তত্রত্য ছোট আদালতের জজ হইবেন।

২৩ এ জুন। বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, কিছু দিনের জন্য যশোহরের প্রতিনিধি প্রথম অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি।

আমাদিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

গত ১১ ই জুন বেলা পাঁচটার সময় সিমলা পাহাড়ে একজন আফিসরের একটী ঘোটক পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া অনতিবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ ঘোটকটী কাপ্তেন বয়েল সাহেবের। ইনি অশ্বে আরোহণ করিতেছিলেন, দৈবগত্যা ঘোটকটী ভীত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎগামী হইতে লাগিল এবং একেবারে উচ্চ এক শৃঙ্গ দেশ হইতে নিম্নে পতিত হইল, কাপ্তেন বয়েল সাহেব অশ্বে উঠিতেছিলেন হঠাৎ এইরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে অশ্ব হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন। অশ্বটী গড়াইতে গড়াইতে নিম্নে গত হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কাপ্তেন বয়েল সাহেব অতিশয় দক্ষ অশ্বারোহী, তজ্জন্যই কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইয়াছেন। পর্ব্বত প্রদেশে অশ্বারোহণে গমন অতি কঠিন, অল্প মাত্র অসাবধানতা হইলে জীবন সংশয় হয়।

১৭ ই জুন একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। কটন নামক একজন ইংরাজ বণিক রাত্রে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিলেন একে পর্ব্বত স্থান বন্ধুর ও প্রস্তরময় তাহাতে রজনী অন্ধকারময়, এ অবস্থায় বিপৎপাত না হওয়াই আশ্চর্য্য। কটন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া অত্যন্ত আহত হন ও একেবারে অজ্ঞান ও চৈতন্যহীন হইয়া পড়েন। তদবস্থায় এক দিন জীবিত ছিলেন। ১৭ ই অপরাহ্ণে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কটন সাহেব একজন সুচতুর কার্য্যদক্ষ বণিক ছিলেন, তিনি লোকানুরাগিতা গুণে প্রায় সিমলাস্থ সকল লোকেরই প্রিয় ছিলেন। ১৮ ই জুন তাঁহার সমাধি কার্য্য মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। তিনি বলণ্টিয়র সৈন্যদলের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তজ্জন্য সিমলাস্থ সমুদায় বলণ্টিয়র সৈন্য যথাযোগ্য সৈনিক বেশ ধারণ করিয়া বাদ্য বাদন পূর্ব্বক তাঁহার সমাধি কার্য্য সম্পাদন করেন।

সিমলায় রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারিতা বিলক্ষণ প্রবল। এখানে [illegible] অত্যাচার করিলে কোন কথাই [illegible] বার কাহারও ক্ষমতা নাই, করিলে কে বা শ্রবণ করে। ঘটনাটী আনুপূর্ব্বিক লিখিতেছি শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। গত ২ রা জুন জজ এড্‌বোকেট জেনরল আফিসের কর্ম্মচারী এক বাবু আফিসের সাহেবের টাকা আনয়ন করিবার জন্য সিমলার কাছারিতে উপস্থিত হন। ১ লা বা ২ রা সমুদায় গবর্ণমেণ্ট আফিসের লোকেই বেতন আনিতে যান, সুতরাং টাকা লইবার অতিশয় গোলমাল হয়। সিমলায় একটী স্কুল আছে। তথা হইতে দেবী নামক একজন দ্বারবানও টাকা লইতে আসিয়াছিল। দেবী বল করিয়া ভিতরে যাইতেছিল, দ্বারস্থিত পাহারাওয়ালা তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, দেবী বাহিরে আসিয়া পড়িল এবং উক্ত বাবুর পা মাড়াইয়া ফেলিল, তাহাতে বাবুর আঘাত লাগিল। উক্ত বাবু তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন, তন্নিবন্ধন গোল হইল। তাহাতে সিমলার আসিষ্টাণ্ট কমিশনর নেপিয়র সাহেব আজ্ঞা দিলেন, যে যে ব্যক্তি গোল করিতেছে তাহাদিগকে হাজতে দাও। পাহারাওয়ালা দেবী দ্বারবানকে উক্ত বাবুকে কয়েদ করিল। বাবুর পদে আঘাত লাগাতে তিনি দেবী ও পাহারাওয়ালাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাহার ফল স্বরূপ তখন তাঁহাকে হাজতে যাইতে হইল। অত্রত্য আদালতে যে প্রকার বিচার হয়, তাহার আদি অন্ত নাই। উক্ত বাবু ৪ ঘণ্টা কয়েদ রহিলেন। ৫॥০ টার সময় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ছাড়িয়া দিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন গোল করিয়াছিলে তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন আমি গোল করি নাই। আমার পদে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া দ্বারবানকে তিরস্কার করিয়াছিলাম এই আমার অপরাধ। উক্ত বাবু আফিসে

আসিয়া মিশ্র সাহেবের নিকট সমুদায় জানাইলেন। সাহেব অনুমতি দিয়াছেন তুমি নিজ নির্দোষিতা সপ্রমাণ জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ কর। কি বিচার হয় বলিতে পারি না। অনুমান হয় আবেদন পর্য্যন্তই শেষ। আসিষ্টাণ্ট কমিসনর সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড নেপিয়র সাহেবের পুত্র। তাঁহার বিচারের উপর হস্তার্পণ করে এমন লোক সিমলায় দৃষ্ট হয় না।

সিমলায় দিন দিন অধিকতর পীড়ার বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বৃষ্টি অদ্যাবধি নাই। আকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন কখন পরিষ্কার হইতেছে। বসন্ত রোগের ক্রমশঃ প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অধুনা চিকিৎসালয়ে ১৪ টী বসন্ত রোগী রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় ৮ টী বঙ্গদেশবাসী। গ্রীষ্ম এবার সিমলায় অপেক্ষাকৃত অধিক। বৃষ্টি না হওয়াতে জল কষ্ট অতিরিক্ত হইয়াছে।

অদ্য বেলা ৮ টার সময় পাতিয়ালার মহারাজ সিমলায় আগমন করিয়াছেন তাঁহার সম্মান চিহ্ন স্বরূপ ১৭ টী তোপ হয়। পাতিয়ালার মহারাজ প্রতিবৎসর বর্ষাকালের পর সিমলায় আগমন করিয়া থাকেন। এবার ইহার মধ্যেই উপস্থিত হইলেন। ইহার অন্য কোন কারণ দেখিতে পাই না। অনুমান হয় অতিরিক্ত গ্রীষ্মই তাঁহার সিমলায় এত শীঘ্র আসিবার কারণ হইবে।

২১ এ জুন।

—:—

আমাদিগের রাজসাহিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ৩ রা বৈশাখের সোমপ্রকাশে বোয়ালিয়াস্থ একজন ধনী কাঁইয়ার হত্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হয়, অবগত হইলাম, তাহার আসামীগণের মধ্যে দুই জন গত ৮ ই জুন সেসন আদালতের বিচারে মুক্তি লাভ করিয়াছে। অপর আসামী দ্বয় এপর্য্যন্তও হাজতে আছে। তাহাদিগের অদৃষ্টেও বেশ মুক্তি রেখার আভাস উদয় হইতেছে।

সম্প্রতি এপ্রদেশে যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে শস্যাদির যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। অদ্য ৪ দিবস হইল, পদ্মা নদীর জলও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩। শুনিলাম, গত ১০ ই জুন মঙ্গলবার বেলা অনুমান ৫ প্রহর হইতে প্রায় ৪ টা পর্য্যন্ত পাবনার অন্তর্গত আউটপোষ্ট অরণকোলার সংশ্লিষ্ট দাশুড়িয়া, পাকুড়িয়া, মানিকইড় প্রভৃতি সাত খানি গ্রাম বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। ১১ ই পাবনার মাজিষ্ট্রেট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিষ ইনস্পেক্টর প্রভৃতি বহুতর কর্ম্মচারির রঙ্গভূমিতে আগমন হয়। ফল কি হইয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারি নাই।

৪। আজি কালি এপ্রদেশে বিলক্ষণ তৈল সস্তা হইয়াছে। ১৫ দিবস পূর্ব্বে তৈলের দর ৴২॥ সের দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই ৴৫। ৴৫॥ সের দরে বিক্রীত হইতেছে।

৫। কয়েক দিন হইল পাবনা ও বোয়ালিয়া ডাক লাইনের সংস্কার করা হইয়াছে। বিলমারিয়া পুলিষ ষ্টেষণের ২০। ৩০ হাত দূরে যে একটী কাষ্ঠের সাঁকো আছে, তাহা একপ্রকার মানুষমারা কল হইয়া উঠিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া প্রতি দিন অনুমান ৩০০ গো শকট ও তদ্রূপ নানা প্রকার যানাদিরও যথেষ্ট গমনাগমন দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা ভিন্ন ঘোড়া, গো, মহিষ প্রভৃতি পালিত পশুগণের গতায়াতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। বিশেষ দিবা রাত্রি দুইবার এই রাস্তা দিয়া ডাক গমনাগমন করে; সুতরাং এরূপ রাস্তার অবস্থা যদি নিতান্ত মন্দ হয়, তাহা যে কত দুঃখের হয় বলা বাহুল্য। গবর্ণমেণ্টের এই রাস্তাটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

৬। আজি কালি এপ্রদেশে বিলক্ষণ সর্প ভয় হইয়াছে।

৭। গত ১২ ই জুন পা[illegible] একটী ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

৮। গত ৪ ঠা জুন রাত্রে পুটীয়ার নিকটে বজ্র পাত হইয়া একজন ডাক হর করার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডাক ব্যাগের মোহরটী পর্য্যন্তও নষ্ট হয় নাই।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার ২৮ এ জ্যৈষ্ঠের পত্রিকায় “ঋণই অএত্য গবর্নমেণ্টের অসচ্ছলতার একটী প্রধান কারণ” এই শিরনামে যে প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছে তাহা অতীব সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু আপনি ঋণ পরিশোধার্থ প্রতি তৃতীয় বর্ষে শত করা ১০ টাকা হিসাবে ইনকম টাক্সরূপ চাঁদা সংগ্রহের যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন সেটী যুক্তি সঙ্গত হয় নাই। আমাদের দয়ার্দ্রচিত্ত প্রজাবৎসল বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল শ্রীযুক্ত নর্থব্রুক মহোদয় ভারত প্রজার চির দুঃখস্বরূপ শোণিতশোষক ভয়ানক ইনকমটাক্স উঠাইয়া দিয়া প্রজাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। আপনি আবার সেই ভয়াবহ হৃদয় ভেদী পথের উপদেষ্টা হইয়া সর্ব্বসাধারণ জনগণের বিরাগভাজন হইতেছেন (১) আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে বরং নূতন করের সৃষ্টি না করিয়া প্রতিবৎসরে রাজপুরুষদিগের সিমলা যাতায়াতের অপব্যয় বন্ধ করিবার ও কতগুলি উচ্চ বেতন ভোগী ইউরোপীয়ের বেতন কমাইয়া দিবার এবং আইন কর্ত্তার সংখ্যা হ্রাস করিবার উপদেশ প্রদান করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আইন কর্ত্তার সংখ্যা কমিলে দেশেরও মঙ্গল রাজ্যেরও লাভ।

কাঞ্চন ১২৮০ — বশম্বদ শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বিশ্বাস।

মহাশয়! সম্প্রতি তমোলুকের সুযোগ্য নিরপেক্ষ মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, মহোদয় যে একটী সুবিচার করিয়াছেন ও যে সুবিচার

(১) করস্বরূপ ইনকম টাক্স করিবার পরামর্শ দেওয়া আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমাদিগের লিখিত প্রস্তাবটী অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। স।

দ্বারা দোরোর প্রজাকুল বহুদিনের দেয় অকারণ রাজস্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, তাহা মহাশয়ের পাঠকগণকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। দোরোর চতুঃ সীমায় গবর্নমেণ্ট প্রদত্ত যে বিস্তীর্ণ বাঁধ আছে; সেই বাঁধগত আবাদি জমীর বার্ষিক রাজস্ব প্রজাগণ বহুদিন দিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি জমীদারকে কয়েক বৎসরের বার্ষিক কর না দেওয়ায় জমীদার আদালতে অভিযোগ করেন, আর পূর্ব্বে প্রজাগণ কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিল, যে আমাদিগের ভূমি যখন গবর্ণমেণ্টের বাঁধগত হইয়াছে তখন আমরা অকারণ কেন রাজস্ব দিব? আপনি জমীদারদিগকে ঐ প্রকার রাজস্ব গ্রহণ করিতে নিষেধ সূচক আজ্ঞা প্রদান করুন। কালেক্টর মহোদয় কোন আজ্ঞা দিয়াছিলেন কি না জানি না। যাহা হউক, প্রজাগণ অনেক দিন এইরূপ অন্যায় রাজস্ব প্রদান করিয়া শেষে দিতে পরাঙ্মুখ হয়। অনন্তর জমীদার অভিযোগ করেন। মুন্সেফ মহাশয় এই মকদ্দমায় যে হৃদয়গ্রাহী ন্যায়গর্ভ যথার্থ বিচার করিয়াছেন, তাহা পরম সন্তোষকর। মুন্সেফ বাবু স্বীয় রায়ে এ বিষয়ে উত্তম রূপে কারণ পরম্পরা বিন্যাস করিয়াছেন। তিনি বলেন, খাজনা শব্দের অর্থ এই যে কোনপ্রকার জমী দ্বারা প্রজা লাভবান হইলে সেই লাভের কিয়দংশ মালিকানকে প্রদান করে, অবশিষ্টাংশ প্রজা নিজ পরিশ্রম স্বরূপে নেয়, উহাই খাজনা। অতএব যখন জমী বাঁধগত হইয়াছে তখন প্রজা তাহা হইতে অণুমাত্র উপস্বত্ব পায় না, সুতরাং কিরূপে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য হইবে? এইরূপ সুবিচার দ্বারা দোরোর অনেক ক্ষুদ্র মালিকান অব্যাহতি পাইয়াছে। আমরা দীন প্রজা অকারণ এই খাজনা বহুদিন দিয়াছি, তথাপি নিষ্কৃতি পাই নাই, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মুন্সেফ বাবুর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। কেবল এই একটী সুবিচার নয়, জাল তমশুকের মকদ্দমা প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। ইনি মকদ্দমাগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন, প্রবেশকতা তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা সত্বরকার্য্যকুশলতা নিরপেক্ষতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা ইহাঁর নৈসর্গিক গুণ, কোন বিষয়ে ইহাঁর অচল মতি বিচল হইবার নয়, নিরন্তর প্রগাঢ় পরিশ্রম, গুরুতর চিন্তা করিয়াও ইনি কাতর হন না। আমরা এই উন্নতিশীল সর্ব্বগুণশালী সুবিচারক দ্বারা দেশোন্নতির সহিত মহোপকৃত হইতেছি।

১৩ ই আষাঢ় ১২৮০। } অনুগত প্রজাগণ

—•◎•—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৩ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৩	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৭॥ মাইলের মধ্যে	৩	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১৬ ইজুন বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
[illegible]	[illegible]

বহরমপুর ১৬ ই জুন ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শাসন ৫॥০
" " চারুচন্দ্র বসু—জমুনিয়া ১০
" " মনোমোহন দে—বড়শূল ১০
" " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় গড়েরপুর ১০
" " রমেশচন্দ্র দত্ত—বনগ্রাম ৫॥
শ্রীযুক্ত আবদুল কাদের—শ্রীহট্ট ৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিজ্ঞাপন

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। [illegible] মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি [illegible], ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার [illegible] প্রকাশিত হয়।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ২৪ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ৭ ই জুলাই।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ ই শ্রাবণ সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় অত্রস্থ শ্রীযুক্ত দেবিদাস বাবুর নূতন বাটীতে রাজসাহী সভার সাম্বৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবেক। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির প্রস্তাব হইবে।

১। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠানন্তর আগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সভ্য নিয়োগ।

২। সভার নিয়মাবলী সমালোচনপূর্ব্বক আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ।

৩। পথকরের দ্বিতীয় ফারমের লিখিত প্রজার অংশ পরিত্যাগ করার জন্য গবর্ণমেন্ট সমীপে আবেদন।

৪। পথকরের ভূম্যধিকারীর অংশ যাহার যাহা দেয় তাহাই তাহার নিকট লইবার এবং তৌজির নম্বর অনুসারে এজমালি দাইত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণমেন্ট সমীপে আবেদন।

৫। অল্প মূল্যের বাঙ্গলা সংবাদপত্র একখান প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য প্রদান।

৬। বোয়ালিয়া হাইস্কুলকে কলেজ করিবার চেষ্টা করিতে এই জেলাস্থ প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচনা করিয়া উক্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সভার যদি কোন ব্যক্তির প্রস্তাব করিবার অথবা উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করাইবেন। পৃথক পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী জেলাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

বোয়ালিয়া রাজসাহী সভার কার্য্যালয় ২৪ এ জুন। ১৮৭৩

শ্রীরাজকুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক

গুপ্ত যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি সস্তায় ও সত্ত্বর নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানায় প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০। ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিষয় সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে প্রকটিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২।। টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট একখানি অভিধান রএল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাসুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়. এক্ষণে ৮৫ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের " দ " চলিতেছে অতি শিঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ইষ্ট্রীট নং ৪৯

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ নিদান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি সুলভমূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সত্ত্বর উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া, বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

—:০:—

বিশ্বদর্পণ।

আমি, শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও তারাকুমার কবিরত্ন এই চারিজনে এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় লিখিবার ভার লইয়া বিশ্বদর্পণ চালাইয়া আসিতেছিলাম। মধ্যে অনেক গ্রাহকের অর্থদান বিষয়ে অনবধানতা ও আমাদিগের মধ্যে কাহার কাহার অমনোযোগিতা প্রযুক্ত আশ্বিন মাসের বিশ্বদর্পণ অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হইয়া এ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। শুনিলাম অদ্যাপি কোন কোন ব্যক্তি বিশ্বদর্পণের অগ্রিমবার্ষিক মূল্য পাঠাইতেছেন। অতএব নিবেদন গ্রাহকগণ যত দিন বিশ্বদর্পণ না পাইবেন তত দিন উহার মূল্য না পাঠান।

১৮৭৩ শ্রীমোহনলাল
২২ এ জুন। বিদ্যাবাগীশ।

—:০:—

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত গাঁইট বাঁধা নয় এরূপ পাটের ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইবে এবং উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

শিয়ালদহ টারমিনস } ফ্রাঙ্কলিন প্রিষ্টেক
৯ ই জুন ১৮৭৩ } এজেন্ট

—:০:—

" সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

———

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ ৴০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১৷৷০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২
তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২৷৷০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯৷৷
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১।

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য ১ ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ৷৷

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী শিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস্ আফিস ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—•◎•—

নয়শো রুপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—০—

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।৴০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই

পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ॥/০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ./১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ আষাঢ় সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণকে জানাইতেছি, জাতীয় সভা ব্যভিচারিণী বিধবার ধনাধিকারসম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তির আপীল করিবার অভিলাষিণী হইয়া সাধারণের নিকট সাহায্যার্থিনী হইয়াছেন। যাঁহারা সাহায্য দানের সংকল্প করিবেন, তাঁহাদিগের সুবিধার নিমিত্ত আমরা জানাইতেছি, নিম্নলিখিত কয় স্থানে টাকা পাঠাইলে উহা যথা স্থানে প্রেরিত এবং সোমপ্রকাশে উহার প্রাপ্তি স্বীকৃত হইবে।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে।

কলিকাতা ন্যাসনাল প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে।

৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে।

ভবানীপুরে ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিতের নিকটে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৬ই আষাঢ় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তিনি জীবিত থাকিলে আমরা মেঘনাদ বধ কাব্যের অনেক সহোদর দেখিতে পাইতাম। তিনি একটী নূতন ছন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। ছন্দটী সুললিত ও সহৃদয় জনের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই বটে; কিন্তু বাগ্‌দেবী তাঁহাকে কবিত্ব শক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উহা নব্য দলে এক প্রকার বদ্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ছন্দ যেরূপ হউক, তিনি যে অসামান্য কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, বলিয়া খেদ করিতেছি, কিন্তু তাঁহার কৃত কাব্যগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষ যে গুণে সুখী ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তাঁহার সে গুণ ছিল না। অমিতব্যয়িতা দোষে তিনি কেবল যে দরিদ্র নাম ক্রয় করিয়া গিয়াছেন এরূপ নয়, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে বারিষ্টর হইতে যান, মহামহিমশালী দয়াসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হস্তাবলম্বদান না করিলে তাঁহাকে নিজ দোষের তীব্রতর ফলভোগ করিতে হইত সন্দেহ নাই।

মধুসূদনের আচার সংবত ...

পরিমিত ছিল না বটে; কিন্তু তাঁহার সরলতা পরোপকারিতা ও অমায়িকতাদি অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল।

আমাদিগের অধিকতর দুঃখের এই, তিনি মৃত্যুকালে পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণার ন্যায় শোক বজ্রের একটী দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় গৃহিণী তাঁহার মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

তাঁহার দুটী পুত্র ও একটী কন্যা আছে। এক পুত্রের বয়স এগার ও আর একটীর বয়স সাত বৎসর। হিন্দুপেট্রিয়ট বঙ্গবাসিদিগের নিকটে উহাদিগের সাহায্যদানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা সানন্দচিত্তে তাহার অনুমোদন করিতেছি। তিনি বঙ্গদেশের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দ্বয়ের সাহায্যদান রূপ পুরস্কার অধিক নয়।

—:০:—

মাতলা রেলওয়ের ব্যয় সংক্ষেপ ও ব্যয় সংক্ষেপের আবশ্যকতা।

বাঙ্গালিরা অন্যের অধীন হইয়াই রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, স্বতন্ত্র হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না, যাঁহাদিগের এই ভ্রম আছে, তাঁহারা নিম্নলিখিত উদাহরণটী পাঠ করিয়া সে ভ্রম পরিত্যাগ করুন।

ইউরোপ খণ্ড ও অন্য অন্য স্থান হইতে মাতলায় জাহাজ আসিবে, সেই জাহাজের দ্রব্য সামগ্রী রেলওয়ের দ্বারা অল্প ব্যয়ে কলিকাতায় নীত হইবে, এই উদ্দেশে মাতলা বন্দর করা হয়। কিন্তু সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। সুতরাং ঐ রেলওয়েতে লাভের যে আশা করা হইয়াছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া গেল। এখনও যে লাভ আছে, অপব্যয় তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ২৮ মাইল মাত্র মাতলা রেল রাস্তা। লাভ যেমন অল্প, সামান্য ব্যয়েও তেমনি চলিতে পারে। সামান্য ব্যয়ে চালাইলে বিলক্ষণ লাভ থাকে। আমরা অনেক বার একথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিয়াছি। কিন্তু আমরা বলিলে কি হইবে, অন্য অন্য বিভাগের ন্যায় ইউরোপীয় প্রতিপালন করা এ বিভাগেরও উদ্দেশ্য। সুতরাং যিনি যখন ব্যয় সংক্ষেপ চেষ্টা পাইয়াছেন, সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনেক কর্ম্মচারির স্থূল বেতন ও হাতটান রোগে মাতলা রেলওয়েকে অতিশয় দুর্ব্বল ও উত্থানশক্তিশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। মাতলা বলিয়া নয়, সকল রেলওয়েরই সমান দশা। চৌর্য্য ও অপব্যয়ের তথায় একাধিপত্য। উহার নিবারণের আন্তরিক চেষ্টা পান, এ বিভাগে এরূপ লোকও বিরল। কেহ চেষ্টা পাইলেও কর্ম্মচারিদিগের চক্র প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ডাক্তার মোয়াট সাহেব পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের প্রসঙ্গে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ৪ ঠা জুলাইয়ের ইংলিসমান পত্রে আক্ষেপ পূর্ণ এক খানি দীর্ঘ পত্র প্রচার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে সকলের প্রতিভূ। এ সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহার অধিকার আছে। তিনিও যে এ সকলের নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ অবধানবান্ নন, ইহা সামান্য লজ্জা ও দুঃখের বিষয় নহে। অন্য অন্য রেলওয়ের ন্যায় ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের স্থূল বেতন দান ও চৌর্য্যই কেবল মাতলা রেলওয়ের অপব্যয় নয়, তদ্ভিন্ন অনেক অনাবশ্যক ব্যয় ছিল, এখনও অনেক আছে।

আমরা যে নিমিত্ত এ প্রস্তাবের প্রসঙ্গ করিয়াছি, বোধ হয়, পাঠকগণ তাহা এতক্ষণ ভুলিয়া গেলেন। বাঙ্গালিদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিলে যে উত্তমরূপ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা প্রতিপন্ন করাই আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায় নলহাটী ষ্টেট রেলওয়েতে ছিলেন। কিছু দিন হইল, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আনাইয়া মাতলা রেলের বাণিজ্য বিষয়ের ভার দেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যে মাসিক ২৫৬ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যয় সংক্ষেপের আরো অনেক পথ আছে এস্থলে একটী প্রদর্শিত হইতেছে। রাস্তার তত্ত্বাবধানার্থ ৩০০ টাকা মাসিক বেতনে একজন ইউরোপীয় ও তাঁহার একজন সহকারী আছেন। এটী অনাবশ্যক ব্যয়। রামগতি বাবুর উপরে এ ভার যদি দেওয়া হয়, অনায়াসে ঐ টাকা বাঁচিয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি, মাতলা-রেল রাস্তা অধিক দূরব্যাপী নহে। গাড়িও সর্ব্বদা গমনাগমন করে না। রাস্তা রীতিমত আছে। এ অবস্থায় রামগতি বাবুর উপরে রাস্তার তত্ত্বাবধান ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না এরূপ নয়। নলহাটী রেলওয়ের কি রাস্তা কি বাণিজ্য সকল বিষয়েরই তত্ত্বাবধান করিবার ভার তাঁহার উপরে আছে। আর যদি রাস্তার নিমিত্ত স্বতন্ত্র লোক রাখাই গবর্ণমেণ্টের অভিমত হয়, সিবিল ইঞ্জিনিয়রিঙ্ কালেজের উত্তীর্ণ একজন ছাত্রকে ১০০ টাকা বেতনে ঐ পদ প্রদান করা হউক। তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের মাসিক ২০০ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। ঐরূপ ব্যয় সংক্ষেপের আর যে কয়েকটী স্থল আছে, রামগতি বাবুর উপরে সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার সমর্পিত হইলে বোধ হয় সেগুলিও গবর্ণমেণ্টের অবিদিত থাকে না।

রামগতি বাবু উপযুক্ত লোক, তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া উৎসাহ দান এ প্রস্তাবের যেমন একটী উদ্দেশ্য, তেমনি আর একটী উদ্দেশ্য আছে। যে সকল কার্য্যে অর্থ সম্বন্ধ আছে, অর্থ

অপহৃত হইলে সহজে জানিবার উপায় নাই, গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ কার্য্যে এদেশীয় কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া সামান্য ইউরোপীয়কে নিযুক্ত করেন। তাহাতে দ্বিগুণ ক্ষতি গ্রস্ত হন। প্রথম, ইউরোপীয়দিগকে অধিক বেতন দিতে হয়, দ্বিতীয়, তাহাদিগের অধিকাংশ চৌর্য্যকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ। আমরা সচরাচর দেখিতে ও শুনিতে পাই, নীচ ইউরোপীয়দিগের চরিত্র অতি জঘন্য। তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি অতি দুর্ব্বল। তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, এদেশীয় কৃতবিদ্যদিগকে যদি তাহাতে নিযুক্ত করা হয়, গবর্ণমেণ্টের ঐরূপ দ্বিগুণ লাভ হইতে পারে। সমুদায় কৃতবিদ্যই যে সচ্চরিত্র আমরা একথা বলি না। ২।৪ টী প্রত্যুদাহরণ আছে, আমরা তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সামান্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃতবিদ্য দিগের স্বভাবতঃ কুকর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ আছে। অশিক্ষিতের প্রতি বিশ্বাস ও শিক্ষিতের প্রতি অবিশ্বাস এটী গবর্ণমেণ্টের বিপরীত ব্যবহার। ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ তাঁহাদিগের এ ব্যবহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উপসংহারে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট রামগতি বাবুর উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন।

—০:০—

কাম্বেল সাহেবের প্রিয় শাসন কর্ম্মচারিগণ।

উক্ত কর্ম্মচারিগণ পূর্ণিমার কালেক্টরীর সৈয়দ আবদুল কাদের খাঁকে লইয়া যে প্রকার স্বৈরাচার প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল হেষ্টিংসের ডাইরেক্টরদিগের আজ্ঞালঙ্ঘন বৃত্তান্তটী আদ্যোপান্ত আমাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হইল। মিডলটন নামে এক ব্যক্তি অযোধ্যার নবাবের নিকটে রেসিডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের লোক। তদানীন্তন কৌন্সিল সভা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ব্রিষ্টোনামে এক ব্যক্তিকে তৎপদে নিয়োজিত করেন। মিডলটনের পদচ্যুতি ও ব্রিষ্টোর নিয়োগ হেষ্টিংসের অমতে হয়। তখন কৌন্সিল সভায় তাঁহার প্রাধান্য ছিল না। সুতরাং তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। পশ্চাৎ কর্ণেল মন্সনের মৃত্যু হইলে উক্ত সভায় গবর্ণর জেনরলের প্রাধান্য লাভ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রিষ্টোকে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া মিডলটনকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আর একটী ঘটনা এই, ফ্রান্সিস ফোক নামক এক ব্যক্তিকে কৌন্সিলের মতে বারাণসীর রাজার নিকটে পাঠান হয়। কিন্তু হেষ্টিংস সভায় প্রাধান্য লাভ করিবামাত্র তথায় লোক প্রেরণের আবশ্যকতা নাই বলিয়া ফ্রান্সেসের তথা হইতে আসিবার আদেশ পাঠাইলেন। ওদিকে তিনি কৌন্সিলে এই প্রস্তাব করিলেন, একজন সিবিল সর্ব্বাণ্ট এবং তাঁহার একজন সহকারী বারাণসীতে রেসিডেণ্ট রূপে অবস্থান করিবেন। কৌন্সিলে তৎকালে দুটী দল ছিল। দুই দলেই এই দুই বিষয় ডাইরেক্টরদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৭৭৭ অব্দের ৪ ঠা জুলাই ডাইরেক্টরেরা গবর্ণর জেনরলকে এই পত্র লেখেন "আমরা আপনার ১৭৭৬ অব্দের ২ রা ডিসেম্বরের অযোধ্যা হইতে ব্রিষ্টোকে আনয়ন ও তৎপদে মিডলটনের নিয়োগ সংক্রান্ত কার্য্য বৃত্তান্ত যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলাম, কিন্তু কোন ক্রমেই ইহার অনুমোদন করিতে পারিলাম না। অতএব আমরা আপনাকে আজ্ঞা দিতেছি, আপনি অবিলম্বে ব্রিষ্টোকে অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিবেন।"

ডাইরেক্টরেরা ১৭৭৮ অব্দের ৩০ এ জানুয়ারি ফ্রান্সিস ফোকের বিষয়ে হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখেন তাহা এই "আপনি ১৭৭৬ অব্দের ৬ ই জানুয়ারির পত্রে আমাদিগকে জানাইয়াছেন, ফ্রান্সিস ফোককে যে উদ্দেশ্যে বারাণসীতে পাঠান হইতেছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব আপনি তাঁহার তথায় গমন রহিত করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে আনয়ন করেন। কিন্তু আপনার ১৭৭৭ অব্দের ৬ ই জানুয়ারির পত্রের আভাসে প্রকাশ পাইতেছে, যে আপনি কুড়িদিন অতীত না হইতে হইতে টমাস গ্রেহামকে বারাণসীর রেসিডেণ্ট ও ডেনিয়ল অক্টেবিয়স রারওয়েলকে তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করিলেন। যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম, আপনি কোম্পানির ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশে ফ্রান্সিসকে কাশী হইতে আনয়ন করিয়াছেন, আমরা আপনার কার্য্যের অনুমোদন করিতাম। কিন্তু আমরা যখন দেখিতেছি, যে কার্য্য এক ব্যক্তি দ্বারা সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারিত, আপনি তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বেতনে দুই ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন, তখন আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আপনি সমুচিত কারণ ব্যতিরেকে ফোকের কাশীতে অবস্থান রহিত করিয়াছেন। অতএব আপনাকে আজ্ঞা দিতেছি, অবিলম্বে ফ্রান্সিস ফোককে বারাণসীর রেসিডেণ্ট ও পোষ্টমাষ্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

গবর্ণর জেনরল হেষ্টিংস ইহার কোন আজ্ঞাই গ্রাহ্য করিলেন না।

তৃতীয় ঘটনা এই, অপ্রাপ্তবয়স্ক নবাব মুবারেক অল দৌলার বিষয়ের তত্ত্বাবধান ভার প্রথমে তাঁহার বিমাতা মনিবেগমের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খলা

ঘটে, অর্থ অপহৃত ও অপব্যয়িত হয়। তন্নিবন্ধন তাঁহাকে তৎপদ হইতে অপসারিত করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ডাইরেক্টরেরা ঐ বন্দোবস্তে অনুমোদন ও মহম্মদ রেজা খাঁর নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করেন। গবর্ণর জেনরলের ইচ্ছা ও প্রয়োজন হইল রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া মনিবেগমকে পুনরায় তৎপদ প্রদান করেন। ওদিকে ডাইরেক্টরদিগের মহম্মদ রেজাখাঁর হস্তে অধ্যক্ষতাভার সমর্পণের আদেশ আছে। একটী ছল না পাইয়া ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ভাল দেখায় না, এই ভাবিয়া গবর্ণর জেনরল নবাবের সহিত যোগ করিয়া তাঁহাকে দিয়া এই ভাবে এক চিঠি লেখাইয়া লন, যে তিনি এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন, মহম্মদ রেজখাঁর অধ্যক্ষতায় অনেক অত্যাচার হইতেছে, অতএব তিনি স্বয়ং কার্য্যভার এবং তাঁহার বিমাতা মনিবেগম অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিবেন। গবর্ণর জেনরল এই পত্র অবলম্বন করিয়া মহম্মদ রেজাখাঁকে পদচ্যুত ও মনিবেগমকে পুনরায় তৎপদ প্রদান করিলেন। ডাইরেক্টরেরা এই সংবাদ পাইয়া হেষ্টিংসকে ১৭৭৮ অব্দের ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি যে পত্র লিখেন তাহা এই "আপনি নবাব মুবারেক অল দৌলার প্রার্থনাক্রমে নায়েব সুবাদারকে যে পদচ্যুত করিয়াছেন, আমরা কোন ক্রমেই তাহার অনুমোদন করিতে পারি না। নবাব স্বয়ং আপনার কার্য্যভার গ্রহন করিবেন, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই আপনার কৌন্সিল সভার এক জন সভ্য এই কথা কহিয়াছেন (আপনিও তাহার প্রতিবাদ করেন নাই) যে, যে সকল কার্য্যে দেশের কল্যাণ সম্বন্ধ আছে, নবাব স্বয়ং তাহার ভার গ্রহণে একান্ত অসমর্থ। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছিলাম নবাবকে যে বৃত্তি দেওয়া হয়, মনিবেগমের অধ্যক্ষতা কালে তাহার অধিকাংশ অপহৃত ও অযথোচিত ব্যয়িত হয়, তথাপি আবার তাঁহার হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিবার নিমিত্ত নবাব যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। আপনি অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত না অপরিণামদর্শী যুবা নবাব নিজামত ও ফৌজদারী আদালত প্রভৃতির নূতন প্রকার বন্দোবস্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবেন, ঐ সকল আদালতের বিচারপতি প্রভৃতি পদে যে সকল ব্যক্তি নিয়োজিত আছেন, তাঁহারা সেই পর্য্যন্ত থাকিবেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইতেছি যে সেই অনুরোধের অনুরূপ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আমাদিগের গবর্ণর জেনরল দৃঢ়তররূপে নবাবের পক্ষ সমর্থন করিয়া কহিতেছেন নবাব ঐ সকল বন্দোবস্ত করিবার অধিকারী না হইবেন কেন? আমাদিগের বিস্ময় ও দুঃখের কারণ এই আর এক সময়ে গবর্ণর জেনরল আর এক উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিঃসন্দিহান হইয়া কহিয়াছিলেন, নবাব কিছুই নন, কেবল আড়ম্বরসার, তাঁহার হস্তে প্রভুশক্তির ছায়াও নাই। আপনার ঐ অভিপ্রায় প্রকাশের পর এরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই যে আপনি নবাবকে স্বাধীন করিয়া দেন এবং তাঁহার হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা সমর্পণ করেন। অতএব আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনি মুবারেক অল দৌলাকে যে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা দিবার আবশ্যকতা ছিল না এবং তৎপ্রদান কোন ক্রমেই যুক্তি দ্বারা সমর্থনীয় নহে। আমরা বিবেচনা করিয়া কহিতেছি দেশের মঙ্গলার্থ নায়েব সুবাদারের পদ আপাততঃ অবিলুপ্ত থাকিবে এবং যে ব্যক্তির বিজ্ঞতা বহুদর্শিত[illegible] কোম্পানির প্রতি ভক্তি [illegible] ব্যক্তির হস্তেই এই উচ্চ পদ সমর্পণ করা হইবে। মহম্মদ রেজা খাঁর [illegible] আমাদিগের যে মত আছে, তাহা [illegible] বর্ত্ত করিবার কোন কারণ নাই, অতএব আপনাকে নিশ্চিত রূপে আজ্ঞা দিতেছি, আপনি অবিলম্বে নবাবকে আমাদিগের অভিপ্রায় জানাইবেন এবং অবিলম্বে মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব সুবাদারের পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

ডাইরেক্টরদিগের যে তিনখানি পত্র অনুবাদিত হইয়া উদ্ধৃত হইল, তাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন হেষ্টিংস কিরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ কিরূপ স্বৈরাচার প্রচার কিরূপ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ডাইরেক্টরেরা যেন কেহ নহেন, তিনিই বাঙ্গালা দেশের কর্ত্তা, তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। তখন নূতন রাজ্য, সমুদায়ই বিশৃঙ্খল, কর্ত্তৃপক্ষ ছয় মাসের পথ অন্তরে ছিলেন, হেষ্টিংস বাঙ্গলার নবাবদিগের ন্যায় স্বাধীনতার ঘোষণা করিলেও ডাইরেক্টরেরা সহসা কিছু করিতে পারিতেন না। সৈন্যগণ তাঁহারই বশবর্ত্তী ছিল। তখন রাজ্যসংক্রান্ত বৃত্তান্তের প্রায় কেহ সংবাদ লইতেন না, সংবাদ লওয়াতে লোকের আমোদও ছিল না। ডাইরেক্টরদিগের সহিত হেষ্টিংসের যে বর্ণিত প্রকার কৌতুকাবহ কার্য্য চলিতেছে, তাহা প্রায় কেহ জানিতেন না। অতএব সে সময়ে হেষ্টিংসের স্বেচ্ছাচারিতা কথঞ্চিৎ শোভা পাইয়াছিল, তখন তন্নিবন্ধন বিশেষ অনিষ্ট ঘটনাও হয় নাই। কিন্তু এখনকার কর্ম্মচারিদিগের ঐরূপ ব্যবহার কোন ক্রমে শোভমান হয় না। মফস্বলস্থ কর্ম্মচারিরা যদি সদরের প্রধানদিগের আজ্ঞায় অবহেলা করেন, বিষম বিপ্লব

ঘটিবার সম্ভাবনা। শাসন ও বিচার বিভাগ যে শৃঙ্খলায় বদ্ধ হইয়া আছে, ক্রমে তাহার এক একটী শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া উহাকে শোচনীয় দশাপন্ন করিয়া তুলিবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এমন যে উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী তাহার প্রতি সকলেই আস্থাশূন্য হইবেন। আমরা ঢাকা প্রকাশ হইতে এতৎ সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটী স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

প্রধানতম বিচারালয় আবদুল কাদেরের মকদ্দমা সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নলিখিত অনুবাদটী পাঠ করিলে পাঠকগণ তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। অনরেবল কেম্প সাহেব বলেন "বিচারপতি কিয়ার এ বিষয়ে যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। বিচারপতি আন্সেলির পীড়া হওয়াতে কয়েকদিন আমি উক্ত বিজ্ঞ বিচারপতির সহিত বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে দুটী মকদ্দমার অপীল আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়। নদীয়া জেলার সেসন জজ ঐ দুটী মকদ্দমার বিচার করেন। আবদুল কাদের খাঁ দুই মকদ্দমাতেই লিপ্ত ছিলেন। উহার এক মকদ্দমায় বিচারপতি কিয়ার সেসন জজ বক উড় সাহেবের আচরণ বিষয়ে অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি অতি দুঃখিত হইয়া সেই অসন্তোষের অনুমোদন করিতেছি। আমার অভিপ্রায় এই, এই মকদ্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পূর্ণিয়া জেলার বিচারপতিদিগের অতিশয় অগৌরবকর হইয়াছে। ১৮৭০।৭১ অব্দে পূর্ণিয়া জেলার কালেক্টরিতে তহবিল তছরূপাত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট তদানীন্তন কালেক্টর ওয়ারগান সাহেবকে এই আদেশ দেন, যে তিনি ঐ ব্যক্তির বেতন হইতে কাটিয়া লইয়া যে টাকা তছরূপ হইয়াছে তাহা শুধরাইয়া লন। এই ব্যক্তি তছরূপাতের সময়ে কালেক্টরির হেড ক্লার্ক ছিলেন। ইনি ওয়ার্গন সাহেবের অতিপ্রিয় পাত্র ছিলেন। ওয়ারগন সাহেব ছুটী লইয়া বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তদানীন্তন পূর্ণিয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট উইকস সাহেবের নিকটে আবদুল কাদেরের নামে তছরূপাতের নালিশ হয়, ওয়ারগন সাহেবকেই তছরূপাতের টাকা দিতে আদেশ হইয়াছিল। তিনি আর এক ব্যক্তির স্কন্ধে দোষারোপ করিলেন। শেষে মকদ্দমা ডিসমিস হইল। আবদুল কাদের মুক্তিলাভ করিল। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, মাজিষ্ট্রেট কেম্বেল সাহেব এই আদালতের আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন কারণ কেম্বেল সাহেবের আচরণ এই আদালতের আজ্ঞা প্রতিপালনের ইচ্ছার অনুরূপ হইতেছে না। তিনি এই আদালতের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার চেষ্টায় কালেক্টর রূপধারণ করেন, এবং যে আইন রহিত হইয়াছে, সেই পুরাতন আইনের অনুসারে কার্য্য করেন। যাহা হউক আমি এই বিষয় লইয়া আর অধিক বাড়াবাড়ি করিবার ইচ্ছা করি না। আমার বিচক্ষণ সহযোগী যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহাতে অমত করিতেছি না। অন্য আদালতে এই মকদ্দমা পাঠাইবার বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে কোন শ্রেণীর বিচারপতি হউন তাঁহার নিকটে হইতে অন্য আদালতে মকদ্দমা পাঠাইতে গেলে তাঁহার নিঃসন্দেহ অপমানের হয়, তবে ন্যায্য বিচারের অনুরোধে এ উপায় অবলম্বন করা উচিত হয়। অতএব এই আদালতের কর্ত্তব্য এই, অধস্থ বিচারপতি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিত হইবেন কি না সে বিবেচনা না করিয়া অন্য বিচারপতির নিকটে মকদ্দমা পাঠাইয়া দেন।"

—:o:—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
রাজনীতির বিপ্লব।

কাম্বেল সাহেব হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী মহৎ অনিষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি উদার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। কখন প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, স্বয়ংও কখন ধর্ম্মের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখেন নাই। ধর্ম্মের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র, রাজ্যের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র। এই গুণ থাকাতেই গবর্ণমেণ্ট প্রজার বিশ্বাস ভাজন হইয়াছেন। ভারতবর্ষ যেরূপ অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর আবাস স্থান, এপ্রকার বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা কোনক্রমে এখানে এত সহজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিতেন না। দুঃখের বিষয় এই, প্রজার এ বিশ্বাস আর থাকে না, গবর্ণমেণ্টেরও সেই পূর্ব্ব ঔদার্য্যের বিলোপ হয়। কাম্বেল সাহেব ক্রমে ক্রমে প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিকে ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার বিপ্লব সাধনে উদ্যত হইয়াছেন। ১৮৭৩ অব্দের ১৪ ই এপ্রেল কলিকাতার লার্ড বিশপ মিলমান সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবকে যে পত্র লিখেন এবং ১৭ ই মে কাম্বেল সাহেব তাহার যে উত্তর দান করেন, তাহাই এ বিষয়ের প্রমাণ। মিলমান সাহেবের পত্র পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি যেন চেষ্টা পাইয়া অত্রত্য গবর্ণমেণ্টকে ধর্ম্মের আবর্ত্তে আকর্ষণ করিতেছেন, আর আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব ইচ্ছা করিয়া সেই আবর্ত্তে পতিত হইতেছেন। লেপ্টনণ্ট

গবর্ণরের নিকটে মিসনরি কার্য্যের রিপোর্ট করিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয় না। মিসনরি কার্য্যের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সম্পর্ক গুছাইয়া লইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে সাহায্যদান করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি পত্রের উত্তরদান কালে একস্থলে লিখিয়াছেন "আপনি যদি আপনার অভীষ্ট বন্দোবস্ত করিতে পারেন, আমি আসাম ও কাছাড়ের চা-ক্ষেত্রের ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহার্থ দুইজন পাদরির সাহায্যদান নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে সন্তুষ্টচিত্তে অনুরোধ করিব।" কাম্বেল সাহেব গবর্ণমেণ্টকে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে জড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন, এ লেখা দ্বারা কি তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না? ধর্ম্মোপদেশকের নিয়োগ বিষয়ে সাহায্যদান করাতে কি ধর্ম্ম বিষয়ে লিপ্ত হওয়া হইতেছে না? গবর্ণমেণ্ট হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিলে মিসনরিরা কুপিত হন কেন? আমরা এস্থলে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রাখি, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মোপদেশক নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তিনি সাহায্যদানে উন্মুখ ও অনুরাগী হইবেন কি না? ব্রাহ্মেরা প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি সাহায্যদান করিবেন কি না?

আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় যে সকল প্রজার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আছে, গবর্ণমেণ্ট সেই স্থানে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু যে সমস্ত পর্ব্বত ও জঙ্গলবাসির নিজের ধর্ম্ম নাই, সেখানে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে কাজ করিবার বাধা নাই। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, প্রজার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকুক আর না থাকুক সে বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন হইতেছে না, গবর্ণমেণ্ট প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেই মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে। প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেই গবর্ণমেণ্ট মিসনরিদিগের ন্যায় ধর্ম্মান্ধ হইয়া পড়িবেন। রাজার ধর্ম্মান্ধতায় যে কত শোচনীয় অনিষ্ট ঘটনা হয়, কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ইতিহাস ভূরি পরিমাণে তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মান্ধ হইলে প্রজার ধর্ম্মে যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি? লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরেরা এখনই ত লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গঙ্গাযাত্রা ও রথ যাত্রা প্রভৃতি লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে জড়াইয়া পড়েন, কেবল যে তাঁহাদিগের বহুদিনের অর্জ্জিত মহত্ত্বের হানি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও প্রজার বিশ্বাস ভঙ্গ রূপ দোষ ঘটিবে এরূপ নয়, খৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যগণ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যে স্পৃহণীয় পথ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারও অবমাননা করা হইবে। মিসনরিরা কি আর স্বদেশের অর্থ ব্যয় করিয়া প্রচার কার্য্য করিতে চান না? তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এবিষয়ে যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি তাহার অধিকারী হন নাই? অসভ্য প্রদেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার চেষ্টা আমাদিগের অনভীষ্ট নয়। খৃষ্টধর্ম্ম অসভ্যকে সভ্যতা সোপানে অধিরূঢ় করিবার যেমন উপযোগী এমন আর দ্বিতীয় নাই। খৃষ্টধর্ম্ম অনেক অসভ্য দেশকে সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের প্রসাদে অনেক সমাজ শান্তিসুখ ভোগী হইয়াছে। ইউরোপখণ্ড এত যে উন্নত পদ লাভ করিয়াছে, খৃষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণই তাহার কারণ। খৃষ্টধর্ম্ম জগতের এত উপকারী হইলেও গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন, ইহা আমাদিগের অভীষ্ট নহে। আমরা পুনরায় কহিতেছি গবর্ণমেণ্ট যদি ধর্ম্ম কার্য্যে লিপ্ত হন, পদে পদে তাঁহার সঙ্কট উপস্থিত হইবে এবং এক্ষণে তাঁহার যে লোভনীয় ঔদার্য্য আছে, তাহা দূরাপেত হইয়া হিন্দু ও রোমক প্রভৃতি প্রচীন গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার অভিন্ন ভাব হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মের সহিত গবর্ণমেণ্টর অভিন্নভাব সমাজের প্রথম অবস্থার উপযোগী ও উপকারী বটে কিন্তু সভ্য সময়ে উহা গবর্ণমেণ্ট ও ধর্ম্ম উভয়েরই উন্নতির অন্তরায়ভূত হয়। আমাদিগের মতে মিশনরিরা এতদিন যেমন স্বাধীন ভাবে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা জগতের উপকার সাধন করিয়া অনভিসন্ধি ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছেন, এখনও সেইরূপ করুন।

দেশীয় ভাষার অনুবাদ।

এখানকার সমাচার পত্র সম্পাদকেরা সচরাচর এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের যথোচিত অনুবাদ হয় না। নেটিভ পবলিকওপিনিয়নও দাক্ষিণাত্যের সংবাদ পত্রের বিষয়ে ঐরূপ আক্ষেপ করিয়াছেন। অনুবাদের রীতি দেখিয়া সময়ে সময়ে আমাদিগের মনে এই ভাবের উদয় হয়, অনুবাদ প্রথাটী বিড়ম্বনা হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময়ে অনুবাদের দোষে যে উদ্দেশ্যে অনুবাদের রীতি করা হইয়াছে তাহা সুসিদ্ধ না হইয়া বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। অনুবাদকের হাতেই সমাচার পত্র সকলের পরমায়ু। বিধাতা পুরুষের ন্যায় তিনি কাহাকে বড় করেন কাহাকে ছোট করেন। আমরা দেখি-

রাছি যে সকল প্রস্তাবের অনুবাদ একান্ত আবশ্যক, সময়ে সময়ে তাহা উপেক্ষিত হয়, কখন কখন অনাবশ্যক বিষয়েরও অনুবাদ করা হইয়া থাকে। অনুবাদক অনেক প্রস্তাবের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হন না, একে আর করিয়া থাকেন। এরূপ যথেচ্ছ অনুবাদে লেখকদিগের গুণ দোষ বিচার হইয়া উৎসাহবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক অনেকে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িতেছেন। গবর্ণমেণ্ট ও বিদেশীয়েরা লেখকদিগের ক্ষমতার পরিচয় পাইতেছেন না। প্রত্যুত, অনেকের এ প্রকার সংস্কার জন্মিতেছে যে এদেশীয়েরা অতি অপদার্থ। ইহাঁদিগের আর কোন ক্ষমতা নাই, কেবল গবর্ণমেণ্টকে ও অন্য অন্য লোককে অকারণ গালি দিয়া থাকেন। অনুবাদের দোষে এ দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে রাজদ্রোহী বলিয়া অধিকসংখ্য ইউরোপীয়ের সিদ্ধান্ত হইয়া আছে। যদি অনুবাদ প্রথায় এই ফল ফলিল, আমাদিগের বিবেচনায় ইহা রহিত হইলেই মঙ্গল।

পাবনার প্রজা বিদ্রোহ।

হুজুকে বাঙ্গালা। এক গুণ হইলে এখানকার লোকে শত গুণ করিয়া তুলে। মধ্যে বিদ্রোহ বিদ্রোহ বলিয়া যে প্রকার রব উঠিল, বোধ হইল যেন ১৮৭৩ অব্দের পাবনার বিদ্রোহ হইতে ১৮৫৭ অব্দের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহ বিস্মৃত হইতে হয়। উপস্থিত বিদ্রোহের যে হেতুবাদ ও স্বরূপ বর্ণন করা হয়, তাহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ সংশয় ছিল, তাহা অত্যুক্ত হউক আমরা বিরক্ত হইতেছিলাম, পাবনা সুশাসিত প্রদেশ, সেখানে পুলিষ ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি অবস্থান, তবে এরূপ হইতেছে কেন? উদয়কালেই উহার উন্মুলন না হইবার কারণ কি? যাহা হউক আমরা এক্ষণে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কমিসনর মাজিষ্ট্রেট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সকলেই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। তিনি যে একটী ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অধিকতর প্রীতি লাভ করিলাম। প্রজা ও জমীদার উভয়কেই বৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া আপন আপন প্রার্থয়িতব্য সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আপাততঃ যে উপায় অবলম্বিত হইল, ইহাতে উপস্থিত আপদের প্রতীকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মুল উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তাহা না করিলে ইহার পুনরায় উদ্ভেদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিল। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন, জমীদারেরা নিরিখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতেই এই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এপ্রকার নিরিখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে এপ্রকার গোলযোগ হইত না, এখন হয় তাহার কারণ কি? অনেকে ১০ আইনের প্রতি দোষারোপ করেন। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা জমীদারদিগের পক্ষ সন্দেহ নাই। ১০ আইন জমীদারের হস্ত রোধ করিয়াছে। এটী জমীদার ও তাঁহার অত্যাচার দর্শনোৎসুক মিত্রগণের অতি অসুখের হইয়াছে। তাঁহারা যাহা বলুন ১০ আইনের গুণ বিনা দোষ নাই। রুশিয়ার সর্ফদিগের ন্যায় বাঙ্গলাদেশের প্রজার যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, ১০ আইন তাহার অনেক সংশোধন করিয়াছে। এই আইনটী প্রজাগণের স্বাধীনতার চার্টর স্বরূপ।

আমরা বলি ১০ আইনের দোষে প্রস্তাবিত গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি অর্দ্ধক্ষিপ্ত অর্দ্ধশিক্ষিত আছেন। বৈধ উপায় দ্বারা অভীষ্ট সাধন চেষ্টা পাইলে জগতের যে অভ্যুদয় লাভ হয়, তাঁহাদিগের সে শিক্ষা হয় নাই। বিপ্লব উপস্থিত করিয়া কার্য্য সাধনকেই তাঁহারা সাধীয়ান জ্ঞান করেন। চাসারা পশুপালের তুল্য, তাহাদিগের পরিণাম দর্শন ও হিতাহিত বোধ নাই। তাহাদিগকে যেদিকে ফিরান যায়, সেই দিকেই ফিরে। উক্ত অর্দ্ধক্ষিপ্তেরা একটী সূত্র পাইলেই উহাদিগের অধিনায়ক হইয়া বসেন। অর্দ্ধক্ষিপ্তদিগের নাম বাহির করিবারও মনে মনে একটী বলবতী ইচ্ছা আছে। উহারাই যাবতীয় বিপ্লব ঘটাইবার মুল। আমরা অনুরোধ করি, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অনুসন্ধান করুন, উপস্থিত বিপ্লবের কে কে অধিনায়ক, তাহাদিগের গুরু দণ্ড বিধান করুন। অপর অনুরোধ এই, ১০ আইন আছে বটে কিন্তু অদ্যাপি অনেক জমীদার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন চেষ্টায় ঔদাসীন্য করেন। তাঁহারা স্বহস্তে আইন গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টা পান। তাহাদিগকে ধরিয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করেন, প্রহারেও পরাঙমুখ হন না। উপস্থিত ঘটনায় যদি কোন জমীদারের উল্লিখিত দুর্ব্যবহার দোষ থাকে, তাহারও অনুসন্ধান ও গুরুদণ্ডবিধান বিধেয়। তাহা হইলে ভাবিকালে এ প্রকার বিদ্রোহ ঘটনার পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা অল্প হইবে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই আষাঢ় সোমবার।

আমরা আনন্দিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, আমাদিগের এ অঞ্চলে ৪। ৫ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। সকলেরই মনে আনন্দ ও আশা জন্মিয়াছে।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, ঢাকায় পুনরায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আমরা তৃতীয় খণ্ড দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, প্রাচীন পুরাণ সংগ্রহকারেরা প্রারব্ধ কার্য্যে শিথিলযত্ন হন নাই। দিন দিন উৎসাহদাতার যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এটীও আহ্লাদের বিষয়।

রুশিয়া মধ্য ভারতবর্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ইয়ারকন্দের শাসনকর্ত্তা সেণ্ট পিটর্সবর্গে রুশীয় সম্রাটের নিকটে পুনরায় দূত প্রেরণ করিয়াছেন। "ভবী ভুলিবার নয়।"

পঙ্গপাল ও ডেঙ্গুর উপদ্রবের ন্যায় মিত্র রাজগণকে মধ্যে মধ্যে ব্রিটিশ পলিটিকাল রেসিডেণ্টদিগের উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। গুইকুমার বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন, পলিটিকাল রেসিডেণ্টের তাঁহার রাজ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কর্ত্তৃত্ব লোভ সংবরণ করা বড় কঠিন কাজ।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে ১৮৯০৯৮৩০ টাকা আয় ও ৫৩৮৮ মাইল রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দের ঐ সময়ে ১৮৫৬০০৯০ টাকা আয় ৫০৯১ মাইল রাস্তা হইয়াছিল। যদি চৌর্য্যের নিবারণ ও ভালরূপ বন্দোবস্ত হয়, ক্রমে আয় বৃদ্ধি হইতে পারে।

বিজয়ন গ্রামের রাজা আলাহাবাদে একটী নূতন হাঁসপাতাল বাটী নির্ম্মাণার্থ ১৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। তিনি ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার নিজ রাজ্য মধ্যে এরূপ কয়টী হাসপাতাল কত টাকা ব্যয়ে হইয়াছে জানিবার জন্য আমাদিগের নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে।

অযোধ্যার একখানি সমাচার পত্রে একটী চমৎকার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। একটী স্ত্রীলোক ও তাহার কন্যা উভয়ে একখানি একা ভাড়া করিয়া প্রায় ৭০০ টাকার অলঙ্কারসহ নিজ দেশে যাইতেছিলেন। কতকদূর গিয়া গাড়য়ান গাড়ি থামাইয়া স্ত্রীলোক দুটীকে বন্ধন করিয়া একখান ছুরি বাহির করিল। ছুরিখান দৈবাৎ হাত হইতে সরিয়া এক নর্দ্দামায় পড়িয়া গেল। গাড়য়ান যেমন ছুরি তুলিতে গেল অমনি এক সর্প তাহাকে দংশন করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। স্ত্রীলোক দুটী বাঁচিয়া গেল। উহারা বুঝি দময়ন্তীর কেহ হইবে।

গৃধ্রের চোখে বরং অনেক এড়াইয়া যায়; কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষগণ টেক্স করিবেন বলিয়া যখন দৃষ্টিপাত করেন, তখন কিছুই এড়ায় না। সিন্ধু দেশের থর ও পারকর জেলায় গো মহিষ অধিক, ঘৃত অধিক জন্মে। সেই ঘৃতের উপরে প্রতি মণে চারি আনা করিয়া রপ্তানী মাসুল করা হয়। উহাতে ১৮৭১। ৭২ সমুদায়ে ৫০৫৮১ টাকা আয় হইয়াছে। খরচ বাদে গবর্ণমেণ্ট ৪৮২৮৪ পাইয়াছেন।

১ লা জুলাই অবধি সরকারি লোকের উপরে ষ্টাম্প বিক্রয়ের ভার সমর্পিত হইয়াছে। যদি আফিসের প্রধান ব্যক্তিদিগের সবিশেষ দৃষ্টি থাকে, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা না হয়, সিবিল কোর্ট আমীনদিগের বন্দোবস্তের ন্যায় এ বন্দোবস্তেও গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিবেন।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক ত আমাদিগের উপরে বড় কুপিত হইয়াছেন। আমরা কায়স্থ জাতিকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকল জাতির শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রকারান্তরে বৈদ্য অপেক্ষাও কায়স্থকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। বৈদ্য যদি বাস্তবিক কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন, যে কারণে হউক, আমাদিগের সে কথাটী না বলা অন্যায় হইয়াছে। বৈদ্য কোন্ জাতির অন্তর্গত তাহা আমরা জানি না। অতএব কায়স্থ ও বৈদ্য উভয়ের কে প্রধান আমরা তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনের উপরেই আমরা ভার সমর্পণ করিলাম, তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন। কারণ তিনি এখন এই সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হিন্দু হিতৈষিণী ও দেশ হিতৈষিণী পূর্ব্বাঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহিতা ও নীলকরদিগের পুনরত্যাচার সংবাদ লিখিয়া [illegible]শয় আক্ষেপ করিয়াছেন। পুলিষ ও [illegible]লয় সকল কোথায় গেল? কাম্বেল সাহেব কি ব্যয় সংক্ষেপ হইবে বলিয়া ঐ অঞ্চল হইতে ঐগুলি উঠাইয়া দিয়াছেন?

১৮ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

এবার ৮০ সাল লক্ষণ বড় ভাল নয়। এদেশে এই প্রবাদ আছে যে সালের পৃষ্ঠে শূন্য থাকে, সে সালে প্রায় মঙ্গল হয় না। একে ত বৃষ্টি বিরহে শস্য জন্মে কি না, আশঙ্কা জন্মিয়াছে তাহাতে আবার চতুর্দ্দিকে পঙ্গপালের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মুরসিদাবাদ পত্রিকায় লিখিত দৃষ্ট হইল, তত্রত্য কাছারির দক্ষিণ দিয়া পঙ্গপাল উড়িয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি রাজমহল হইতে উক্ত পত্রিকায় লিখিয়াছেন ৪ ঠা আষাঢ় রাজমহলে ভয়ানক পঙ্গপাল উড়িয়াছিল।

সমাচার চন্দ্রিকা বলেন, তারকেশ্বরের মহান্ত ধৃত হয় নাই বলিয়া নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমার দিন ১১ ই জুলাই ধার্য্য হইয়াছে।

২৮ এ জুনের দারজিলিং নিউস বলেন, সর জর্জ্জ কাম্বেল গত মঙ্গলবার দারজিলিঙ পরিত্যাগ করিয়া বুধবারে জলপাইগুড়িতে গমন করেন।

আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা এক একটী নূতন কাণ্ড করিতেছেন। মদ না গরল পত্রে দৃষ্ট হইল, আমেরিকার আরকানসাস প্রদেশের কতকগুলি অবিবাহিত স্ত্রীলোক এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে সকল পুরুষ সুরাপানপারায়ণ হইবে, উহারা তাহাদিগকে বিবাহ করিবে না। সুরাপান নিবারণের এ একটী উৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হইল।

জেলা রঙ্গপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "সম্প্রতি রঙ্গপুরে উপনীত হইয়া অবগত হইলাম, বর্ত্তমান বর্ষে কতকগুলি বদমায়েস দলবদ্ধ হইয়া রঙ্গপুর জেলার অধীনস্থ গ্রামসমূহে ন্যূনাধিক ২৫ টী ডাকাইতি করে। কিন্তু এক্ষণে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।"

আমরা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ঢাকার অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচন্দ্র বসু উত্তমরূপে কাজ করাতে গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়া

ছেন। উপাধি ছড়াছড়ি না করিয়া যদি এইরূপ গুণ দেখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই উহা গুণবান ব্যক্তিদিগের উৎসাহের প্রকৃত হেতু হয়।

ইংলিসমান বলেন, নূতন নিয়োজিত প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর জজ মরিস সাহেব গত কল্য ফিয়ার সাহেবের সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

জাপানে এক কালে উন্নতির বেড়া আগুন লাগিয়াছে। জাপানীয়েরা ইউরোপ খণ্ডের দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি আচার ব্যবহারাদি বিষয় স্বদেশীয়দিগের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে লণ্ডনে জাপানীয় ভাষায় এক খানি সমাচার পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

দিল্লী গেজেট একটী বড় কৌতুকাবহ সংবাদ লিখিয়াছেন; একজন সমাচার পত্র সম্পাদক সংবাদ পত্রে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, তাঁহার কাগজের যে বার্ষিক মূল্য, তাহা দিয়া তিনি একটী উত্তম কুকুর ক্রয় করিবেন। পর দিন ৪৩ টী কুকুর তাঁহার কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইল। ক্রমে ঐ সমাচার প্রচার হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে গলায় দড়ি বাঁধা এমন ৮ হাজার কুকুর আনীত হইল। শেষে সম্পাদকের গৃহের বাহির হওয়া ভার হইল, আহার বন্ধ হইল, ৬ দিন কাগজ বন্ধ ছিল।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, গত মাসে মান্দ্রাজ হইতে ২৮৩৭৫৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

১৯ এ আষাঢ় বুধবার।

আমরা এবারের গেজেটে কয়েক জন সব ডেপুটি নিয়োগ দর্শন করিলাম। সব ডেপুটি ব্যবস্থার অন্য গুণ থাকুক না থাকুক, ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ে ইহার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। কাম্বেল সাহেব ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশে যেমন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সহকারী সব ডেপুটির সৃষ্টি করিলেন, তেমনি সব জইণ্ট সব আসিষ্টাণ্ট নাম দিয়া আর একটী শ্রেণী কল্পনা করিলে ত ভাল হয়। তাহাতে ব্যয় সংক্ষেপও হইবে এবং যে সকল সিবিলিয়ান নূতন এদেশে আসিবেন, তাঁহাদিগেরও শিক্ষা হইবে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, কাপ্তেন হোপের অধ্যক্ষতা কালে ক্লোদিও বোর্ডে দুই লক্ষ টাকার তহবিল তছরূপাত হইয়াছে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেক ইউরোপীয় পদস্থ হইলে বিষম বাবু ও অলস হইয়া পড়েন। সামান্য কর্ম্মচারির উপরে গুরুভার সমর্পণ করেন, ধূর্ত্ত কর্ম্মচারী আফিসের কর্ত্তার মন যোগাইয়া তাঁহাকে এমনি বশীভূত করে, যে কেহ সেই প্রিয় ব্যক্তির দোষের উল্লেখ করিলেও তিনি কর্ণে স্থানদান করেন না। ওদিকে কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বস্ব ঢুলাইয়া বাহির করে। পূর্ণিয়াতে এই দোষ ঘটিয়া এত কাণ্ড হইল। যেখানে কর্ত্তার ভাগ থাকে, সেখানে ত কথাই নাই।

লার্ড নর্থব্রুক যখন সিমলায় যান, তখন আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তিনি কখন অন্য অন্য গবর্ণর জেনরলের ন্যায় কেবল আমোদ প্রমোদে সময় নষ্ট করিবেন না, কিছু না কিছু কাজ করিবেন। সিমলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, তিনি সৈনিক ব্যয়াদি বিষয়ের দোষ সংশোধনে ব্যাপৃত আছেন। উহার বিশেষ বিবরণ পাঠকগণ সময়ে জানিতে পারিবেন।

১৭৭৩ অব্দের এপ্রেল মাসে ইংরাজদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষে ২০৬০৬৩১৮ টাকার দ্রব্য আমদানী ও ৫৬৫৮৩২৯৩ টাকার রপ্তানী হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দে ২৩৯৫৯১১০ টাকার আমদানী ৫৭১২২৯৯৪ টাকার রপ্তানী হয়। সমুদায়ে ২৫৭৮৯০৫ টাকা আমদানীর মাসুল ও ৯৩১১৬৬ টাকার রপ্তানী মাসুল আদায় হয়। ১৮৭২ অব্দে ২৮৪৭৫৬৯ টাকার আমদানী মাসুল এবং ৮২৫১৮২ টাকার রপ্তানী মাসুল আদায় হয়। ১৮৭৩ অব্দে ১০৪১ জাহাজ আইসে ১৮৭২ অব্দে ১১৪১ জাহাজ আসিয়াছিল।

২০ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

আমাদিগের পত্রপ্রেরকেরা মধ্যে মধ্যে এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন, এদেশীয় কোন কোন বিচারপতি আপনার অধীনস্থ আদালতে কর্ম্ম দিয়া আশ্রিত প্রতিপালন করেন. কেবল এদেশীয়েরা সে দোষে দূষিত নহেন। সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে, অযোধ্যা ও পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ঐ দোষে দূষিত হইয়াছেন। ১৮৫৬ অব্দে লার্ড ডেলহাউসি ঐ বিষয়ের নিবারণ করেন। ১৮৬৪ অব্দের ষ্টেট সেক্রেটারিরও এ বিষয়ের চিঠি আছে।

ইংলিসমান সংবাদ পাইয়াছেন, ষ্টাম্প বিক্রয়ে টাকায় আধ আনা করিয়া যে কমিসন দেওয়া হইত, ১লা জুলাই অবধি বেণ্ডর ভিন্ন অন্যকে দেওয়া হইবে না। এ নিয়মে মফস্বলের অনিষ্ট হইবে। অনেকে কমিসন লাভের লোভে নিজের টাকা দিয়া ষ্টাম্প লইয়া মফস্বলের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া টিকিট বিক্রয় করে, অন্য অন্য কাজও তাহাদিগের আছে, তাহারা অনুমত টিকিট বিক্রেতা নয়। তাহাদিগের টিকিট লওয়া বন্ধ হইবে। কেবল মফস্বলবাসীদিগের কষ্ট নয়, অধিক টিকিট বিক্রয় হইলে গবর্ণমেণ্টের যে লাভ হইত, তাহাও হইবে না। টিকিট পাইবার অসুবিধা হইলে অনেকের টিকিট কেনা বন্ধ হইবে।

২৮ এ জুলাই পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে, বর্দ্ধমান কলিকাতা রাজসাহী ঢাকার কিয়দংশ পাটনা ভাগলপুর উড়িষ্যার কিয়দংশ ও ছোট নাগপুরে বৃষ্টি নাই। আসামের কোন কোন স্থানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। অনেক স্থানে শস্যের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু যত ক্ষতির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তত হয় নাই। বাঁকুড়া বীরভূম মুরসিদাবাদ দিনাজপুর মালদহ পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণায় পঙ্গপাল দেখা দেয়, কিন্তু সাঁওতাল ভিন্ন আর কোন স্থানে বিশেষ অনিষ্ট করে নাই। কোন কোন জিলায় ওলাউঠা কমিয়াছে, আবার কোন কোন জিলায় নূতন হইতেছে। পাটনা আসাম ও উহার সন্নিহিত পর্ব্বতে কিছু বাড়াবাড়ি। পাটনার কোন কোন অংশে ভাগলপুরে ও ছোট নাগপুরে এখনও বসন্তের প্রাদুর্ভাব আছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুকের রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের লোকে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা যেরূপ কহিয়া থাকি, তিনিও সেইরূপ কহিয়াছেন. গবর্ণমেণ্ট যদি কিছু দিন প্রজার উন্নতি সাধন চেষ্টা হইতে বিরত হন, তাহারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। ফ্রেণ্ডের সংবাদদাতার এই মত; কিন্তু তাঁহার নিজের ভিন্ন গোঠ।

২১ এ আষাঢ় শুক্রবার।

সমাজদর্পণ বলেন, হিন্দু ধর্ম্মান্তরগ্রাহী হইলে তাহার বিবাহ ঘটিত যে বিশৃঙ্খলা হয় গবর্ণর জেনরল তন্নিবারণের উপায় চিন্তা করিতেছেন। যাহারা বিবাহের লোভে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, এ উপায়টী তাহাদের মিষ্ট লাগিবে না।

প্রয়াগদূত লিখিয়াছেন, জুন মাস শেষ হইল অদ্যাপি আমরা বর্ষার দর্শন পাইলাম না। এখানকার লোকেরা কহিতেছেন অনেক কাল এরূপ ঘটনা হয় নাই। এখন আর কেহ পুরাণ ভালবাসেন না, নূতন চাহেন সেই নিমিত্ত দেবরাজও নূতন দেখাইলেন।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গাড়ি আছে এদেশীয়দিগের তাহাতে উঠিবার অধিকার নাই। সহচর তাহার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। উহা যে জাতিবৈর দূর করিবার উপায় সহচর কি তাহা জ্ঞাত নহেন!

আসামমিহিরে দৃষ্ট হইল, ২৫ এ মে রাত্রিতে তেজপুরে অতিশয় ঝড় হইয়াছে, অনেক ঘর বাড়ী ও বৃক্ষ পড়িয়া গিয়াছে।

এবারেও অমৃতবাজার পত্রিকা পূর্ব্বাকালের প্রজাবিদ্রোহিতা সংক্রান্ত কয়েকখানি পত্র প্রচার করিয়াছেন। পুলিষ কোথায়? পুলিষের লোকেরা কি কেবল সং সাজিয়া বেড়াইবেন, মাও ধরিবে কে?

জ্ঞানবিকাশিনী বলেন, সরদহ অঞ্চলে নীল বড় ভাল হয় নাই। গত বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে চতুর্থাংশ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

ইংলিসমান বলেন, বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গত কল্য কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি বায়ু সেবন করিয়া সবল হইয়া আসিয়াছেন। এখন কাহার ভাগ্যে কি হয় বলা যায় না।

গত কল্য নিম্নলিখিত মূল্যে অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে। বেহার ২১২৫, সিন্দুক প্রতি সিন্দুকের মূল্য গড়ে ১২৮৭৸৶৪। মোট ২৭৩১২৫০ টাকা। বেনারস ১৩৭৫ প্রতি সিন্দুক গড়ে ১২৪১৷৶ মোট ১৭১৪১ ২৫ টাকা।

১৪ ই জুনের মধ্য প্রদেশের সংবাদে জানা যাইতেছে বসন্ত, জ্বর, ডেঙ্গু ক্রমে কমিতেছে, পশুগণের যে পীড়া হইয়াছিল তাহাও কমিয়াছে।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের বালিপুলিতে দুর্ঘটনা হইয়া গোকুল দাস নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তাহাতে রেলওয়ের নামে ২০০০০ টাকার দাবিতে নালিশ হইয়াছিল। ৫০০০ টাকা দিয়া উহার রফা করা হইয়াছে। এরূপ না হইলে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের শিক্ষা লাভ হয় না। পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের এইরূপ শিক্ষালাভ সবিশেষ আবশ্যক।

২২ এ আষাঢ় শনিবার।

এতদিন পুরুষ মিশনরিদিগের ছেলে বাহির করা রোগ ছিল, ব্রাহ্মধর্ম্ম উঠিয়া তাহার অনেক নিবারণ হইয়াছে, এখন আবার মেমে মিশনরিদিগের মেয়ে বাহির করা রোগ হইয়াছে। বেঙ্গালি বলেন কলিকাতা হোগলকুড়িয়ার এক ব্যক্তির কন্যাকে একজন মেমে মিশনরি [illegible]. সেই কন্যাটী বাড়ী ত্যাগ করিয়া মিশনারি আশ্রমে গিয়াছেন।

ইংলিসমান লিখিয়াছেন, গত বৎসর গোয়ালিয়রে পঙ্গপালে শস্য নষ্ট করাতে ভাল শস্য হয় নাই। আগ্রা হইতে তথায় শস্য প্রেরিত হওয়াতে আগ্রায় শস্যের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

এদেশের লোকে এতদিন শুনিয়া আসিতেছেন, ধনী ব্যক্তিরা কাশীতে মন্দির দেন এবং বিদেশীয়দিগের বাসার্থ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। মহারাজ হোলকার লণ্ডনে একটী বাটী নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ৫০০০০ টাকা দিতেছেন। ভারতবর্ষের যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ড দেখিতে যাইবেন তাঁহারা ঐ গৃহে বাস করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৫ এ জুন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত স্থানে প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হ্যামিলটন উইনকপ গডন, বি, এ, ত্রিহুতে। শ্রীযুক্ত জেমস ফান্সিস ব্রাডলী বাখর গঞ্জে। শ্রীযুক্ত এডওয়াড হাডকাসল রডক বি, এ, বর্দ্ধমানে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত স্থানে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জেমস কেলহর নড়াইল যশোহর।

শ্রীযুক্ত ফিলিপ নোলান শিরাজগঞ্জ পাবনা।

শ্রীযুক্ত আলফেড আর্নেষ্টস ওয়েস তাজপুর ত্রিহুত।

২৬ এ জুন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ভাগলপুর বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত বি এ প্রথম শ্রেণী সাঁওতাল পরগণা। মুন্সি মিয়ার আলী প্রথম শ্রেণী সাওতাল পরগণা। মুন্সি সৈয়দ জাফির হোসেন প্রথম শ্রেণী ভাগলপুর। বাবু মূল সিং প্রথম শ্রেণী মুঙ্গের। বাবু মথুরানাথ ঘোষ দ্বিতীয় শ্রেণী পুর্ণিয়া। ইহাকে ১৮৭৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সরভেয়িং ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে।

বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ দ্বিতীয় শ্রেণী মুঙ্গের। ইহাকেও ১৮৭৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সরভেয়িং ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে। বাবু প্রতাপ নারায়ণ সিংহ দ্বিতীয় শ্রেণী ভাগলপুর. পরীক্ষার্থ। বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত মূলসিং [illegible] প্রতাপনারায়ণ সিং মুন্সি মিয়ার [illegible] জাফির হোসেন ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কমলনাথ সেন পুরীতে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২৭ এ জুন। পুরীর প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত টমস নর্দ্দান ফৌজদারি আইনের ২২২ ধারানুসারিণী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিছুদিনের জন্য মুন্সিগঞ্জ বিভাগের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত জন জর্জ্জ চারলস ঢাকার সদর ষ্টেষণে বদলি হইয়াছেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতী চরণ রায় কিছুদিনের জন্য মুন্সিগঞ্জ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইউরোপীয়সমাচার।

বাথের প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। শেষে কনসরভেটিব দলের লার্ড গ্রে ডি উইলটন পুনরায় মনোনীত হইয়াছেন।

ষ্টেলি ব্রিজের তুলার কারখানায় এক সপ্তাহ পরে অনেক সহস্র কর্ম্মকরের প্রয়োজন হইবে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

এটলাণ্টিক সাগরে নুতন তার পাতা হইয়াছে।

রোমে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের দমনার্থ আইন প্রচারিত হইয়াছে।

অগষ্টা রাজ্ঞী ভিয়ানায় উপস্থিত হইয়াছেন।

একিয়ার লোকেরা সন্ধিপ্রার্থী হওয়াতে ওলন্দাজেরা সন্ধির যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নহে। অগ্নিতে যে মসিদ দগ্ধ হয়, উহারা তাহার মূল্য ও অন্য অন্য ব্যয় দান করিবে; কিন্তু উহারা বিষয় বিশেষের অধিকারী হইবার প্রার্থনা করিয়াছে। সুলতান স্বাধীন থাকিবেন। একিয়াবাসিদিগের ধর্ম্ম সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

২৮এ জুন লণ্ডন। রেমণ্ড ওয়েষ্ট বোম্বাইয়ের প্রাধানতম বিচারালয়ের জজ হইবেন গেজেটে ইহা প্রকাশ হইয়াছে।

অগ্নি লাগিয়া হেমিলটন নেবিডো দগ্ধ হইয়াছে। ৫০০০০০ ডলর মূল্যের দ্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে এই অনুমান করা হইয়াছে।

স্পেনের মন্ত্রিসভা এখনও স্থির হয় নাই।

বোস্‌নিয়ার মুসলমানেরা ৬ সপ্তাহে ২১০ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বির প্রাণ সংহার করিয়াছে।

২৯এ জুন লণ্ডন। সেনাপতি কাফমেনের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে ১০ ই জুন খিবা অধিকৃত হইয়াছে। খাঁ পলায়ন করিয়াছেন।

ভিনিস ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি স্থানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

ফেলিটোর গির্জ্জায় ৩৮ ব্যক্তি হত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামে কতগুলি আহত ও ১৪ জন হত হইয়াছে।

৩০ এ জুন। যদিও অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছিল তথাপি পারস্যের সাহ বুষ্টাল পেলাসে উপনীত হইয়াছেন।

স্যর সেমুয়েল বেকারের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে তিনি ইউরোপীয়

দিগের সহিত নির্ব্বিঘ্নে খার্টমে উপনীত হইয়াছেন। ঐ প্রদেশে ইজিপ্টের সহিত সংজোজিত হইয়াছে। বিদ্রোহশান্তি ও দাসব্যবসায়ের নিবারণ হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা জুলাই। কয়লার মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি হইতেছে।

টিকবোরোন মকদ্দমার শেষ হইয়া আসিতেছে।

বিয়েনা ও বিনিসে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে।

মর্ণিংপোষ্ট বলেন রুশিয়া ইংলণ্ডকে পুনরায় বলিয়া পাঠাইয়াছেন, খিবা বরাবর স্বহস্তে রাখা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে।

—:০:—

উদ্ধৃত।

(ঢাকাপ্রকাশ।)

পূর্ণিয়ার প্রসিদ্ধ মকদ্দমা।

সৈয়দ আবদুল কাদের খাঁ নামক এক ব্যক্তি পূর্ণিয়ার কালেক্টরীর হেড ক্লার্ক ছিলেন। ১৮৭১ সনের নবেম্বর মাসে রুদ্রচন্দ্র মৌলিক নামে এক ব্যক্তি উক্ত হেড ক্লার্কের নামে বিশ্বাসঘাতকতা এবং জালকরার অভিযোগ উপস্থিত করেন। উক্ত মকদ্দমা পূর্ণিয়ার জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট উইকস্ সাহেবের বিচারে ডিসমিস হয়। পরে ফরিদীর প্রার্থনামতে সেশন জজ আসামীকে সেশনে সোপর্দ্দ করিবার আদেশ করেন। তদনুসারে ১৮৭২ সনের অক্টোবর মাসে আসামী ধৃত হইয়া পূর্ণিয়ার তাৎকালিক জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সেশনে প্রেরিত হন। গত ১৩ ই জানুয়ারি তারিখে একটিন সেশন জজ সৈয়দ আবদুল কাদেরকে কঠিন পরিশ্রমসহ ১০ বৎসরের মিয়াদ এবং ১০০০ টাকা জরিমানা অথবা জরিমানা না দিলে আর ২ বৎসর মিয়াদের হুকুম দেন। এই মকদ্দমা সেশনের বিচারাধীন থাকার সময়ে পূর্ণিয়ার একটিন কালেক্টর কাম্বেল সাহেব সৈয়দ আবদুলের প্রতি পূর্ণিয়ার কালেক্টরীর নানা বাবদের টাকা তছরূপ করার অভিযোগ করেন এবং ঐ সকল অভিযোগের অনুসন্ধানের ভার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেবের উপর দেন। ওয়েয়ার সাহেব ৩টী চার্জ করিয়া আসামীকে সেশনে অর্পণ করেন। সেশনে ঐ সকল চার্জের বিচার হইয়া ১১ ই মার্চ্চ তারিখে পুনরায় সৈয়দ আবদুল কাদেরের ৭ বৎসর মিয়াদের হুকুম হয়। সেশন জজের এই উভয় আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবদুল কাদের হাইকোর্টে আপীল করেন। গত ২৬ এ এপ্রেল তারিখে তাঁহার কারামুক্তির আদেশ হয়। ২৮ এ এপ্রেল কাম্বেল সাহেব আবদুল কাদেরকে জেলখানা হইতে আনয়ন করিয়া হাইকোর্টের কারামুক্তির আজ্ঞা শুনাইয়া দেন এবং তৎক্ষণাৎ নূতন এক ওয়ারেণ্ট দ্বারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করেন। ২ রা মে তারিখে আবদুল কাদের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট জামিন দিয়া খালাস হওয়ার প্রার্থনা করেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। ৫ ই মে আবদুল কাদেরের মোক্তার জুলফকর আলী জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারেণ্টের নকল এবং যে হুকুমমতে ঐ ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে তাহার নকলের প্রার্থনা করেন। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নকল দিতে অস্বীকার করেন। পরে জুলফকর আলী জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নকল পাওয়ার যে দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন, সেই দরখাস্তের হুকুমের নকল প্রার্থনায় আর এক দরখাস্ত করেন। ওয়েয়ার সাহেব তাহাও অগ্রাহ্য করেন। ৬ ই মে তারিখে আবদুল কাদের মাজিষ্ট্রেট কেম্বেল সাহেবের নিকট ঐ সকল নকল পাওয়ার নিমিত্ত আর এক দরখাস্ত করেন। তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব জানি না কি ভাবিয়া ৭ ই তারিখে নকল দেন। এই সকল অবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক আবদুল কাদের ১২ ই মে হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। সেই দরখাস্ত পাইয়া হাইকোর্ট পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটকে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সমুদায় কার্য্য রহিত করিতে আদেশ করেন এবং নথী ও ওয়ারেণ্ট ইত্যাদি হাইকোর্টে প্রেরণ এবং দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাকে জামিনীতে খালাস দেওয়ার আদেশ করেন। ১৪ ই মে তারিখ হাইকোর্টের এই আদেশ পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পৌঁছিলে তিনি আবদুল কাদেরকে জেল হইতে কাছারিতে নেওয়াইয়া জামিন গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধ্যার সময়ে খালাস দেন। কিন্তু জামিননামায় এই সর্ত্ত লেখাইয়া লওয়া হয় যে, আবদুল কাদেরকে প্রত্যহ মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে হাজির থাকিতে হইবে, এবং তিনি পূর্ণিয়া ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবেন না। তদনুসারে পরদিন আবদুল কাদের মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইলে ইন্কম টাক্সের কতক টাকা তছরূপ করার অভিযোগে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টরের কমতানুসারে (১৮১৭ সনের ১৮ আইনের ৭ ধারামতে) তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করেন। আবদুল কাদের এ আজ্ঞার প্রতিকূলেও হাইকোর্টে আবেদন করেন। ১৯ মে তারিখে হাইকোর্ট পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটকে লিখেন যে, আপনি আমাদের ১২ ই তারিখের আদেশমতে কার্য্য না করার কারণ প্রদর্শন করিবেন এবং আপনি যে আইনের আশ্রয় লইয়া দরখাস্তকারীকে দেওয়ানী জেলে দিয়াছেন তাহা ১৮৭১ সনের ২৯ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।" ২০ এ তারিখে এই আদেশ প্রাপ্তির পর কাম্বেল সাহেব আবদুল কাদেরের কারামুক্তির আদেশ দেন। আবার তৎপর দিবসই তিনি স্বয়ং জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহার নামে দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারামতে অভিযোগ করেন। তদনুসারে ঐ দিবসই আবদুল কাদের ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হন। এই হুকুমের বিরুদ্ধে ২৮ এ তারিখে হাইকোর্টে তিনি এই বলিয়া পুনরাবেদন করেন যে, আমাকে জামিন লইয়া খালাস দেওয়া হউক এবং আমার মকদ্দমার বিচার ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট অথবা পূর্ণিয়ার সেশন জজ দ্বারা নিষ্পাদিত হউক। হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত মকদ্দমার অন্যত্র বিচার না হওয়ার কারণ প্রদর্শন করিতে বলেন। মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্ত ও শেষোক্ত বিষয়ের বিচার সংক্রান্ত কাগজ পত্র পূর্ণিয়া হইতে হাইকোর্টে প্রেরণ করিলে পর ২ রা জুন তারিখে হাইকোর্ট আদেশ করিয়াছেন যে, আসামীকে জামিন লইয়া খালাস দেওয়া হয় এবং তাহাতে পূর্ণিয়া ছাড়িয়া যাওয়ার সর্ত্ত না থাকে, পরন্তু গবর্ণমেণ্টকে অনু-

বোধ করা হয় যে, উক্ত মকদ্দমার জন্য অন্য একজন বিচারক প্রেরণ করা হয়।

উপরের যে ঘটনার কথা উল্লিখিত হইল, তৎসম্বন্ধে আর কিছু না বলিলেও পাঠকগণ অবশ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন—সৈয়দ আবদুলকাদের যারপর নাই অত্যাচার গ্রস্ত হইয়াছেন এবং মাজিষ্ট্রেট ও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট স্বেচ্ছাচারিতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন : একজন ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের এইরূপ যথেচ্ছাচারিতা, জেদ ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকিলে কিনা অনিষ্ট হইতে পারে ? আমরা এক প্রকার নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এতদ্দেশীয় কোন বিচারক এবম্প্রকার স্বেচ্ছাচারিতাদি প্রদর্শন করিলে তিনি নিশ্চয়ই চিরকালের জন্য কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইতেন ! কিন্তু কাম্বেল বা ওয়েয়ারসম্বন্ধে কি সেরূপ কিছু হইবে ? তাঁহারা কত আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক এদেশের হিতার্থ (!) আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ নিগ্রহ প্রদর্শন থাকুক, তাঁহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে না দেওয়াও হয়ত অকৃতজ্ঞতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই,—কাম্বেল ও ওয়েয়ার নির্বিঘ্নে অব্যাহতি লাভ করিলে তদ্দৃষ্টান্তানুসারে যদি যাবতীয় বিচারকগণই আইন কানন বিধি ব্যবস্থা এবং ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ গুলিতে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞানে পদ দলন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এদেশের কিরূপ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা ? এরূপ হইলে কি বঙ্গদেশ শীঘ্রই ভয়ানক অরাজকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে না ? আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের যেরূপ ভাব—বিশেষতঃ জেলার মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর তাঁহার যেরূপ সানুরাগ দৃষ্টি তাহাতে প্রায় কেহই এরূপ প্রত্যাশা করেন না যে, তাঁহার দ্বারা উল্লিখিত ঘটনার কোন প্রতীকার হইতে পারিবে। অতএব আমাদিগের ধীর প্রকৃতি উদার চেতা গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক মহোদয় এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, একান্ত প্রার্থনা। নূতন ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনে যেখানকার বিচারকগণকে বিষয় বিশেষে অসীম প্রায় ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানের বিচারকগণ যদি প্রোক্ত রূপ যথেচ্ছাচারপরতন্ত্র, উদ্ধত প্রকৃতি, ক্রোধদ্বেষাদির বশীভূত এবং ধৃষ্টতা সম্পন্ন হন, তাহা হইলে তাহার আর কল্যাণ প্রত্যাশা কি ?

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। প্রায় আষাঢ় শেষ হইতে চলিল, এখনও কিছু মাত্র বারিবর্ষণ হইল না। আকাশের যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে শীঘ্র বৃষ্টি হয়, তাহার কোন লক্ষণই নাই। এবারে যে দুর্ভিক্ষ অনতিক্রম্য তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। গবর্ণমেণ্ট ত টাক্স (রোডসেস) বসাইতে চলিলেন। এ বৎসরটী টাক্স স্থাপনের উপযোগী সময় বটে কি না, গবর্ণমেণ্টের একবার বিবেচনা করিয়া দেখা বিধেয়। ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহাই এ সময় হইতে অবলম্বিত হওয়াই পরামর্শসিদ্ধ। এ স্থলে আর এক কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের এটী দেবমাতৃক দেশ। বৃষ্টি পাতন সম্বন্ধে প্রায়ই আমাদিগকে অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিতে হয়। দেখিতেছি, আমাদের ছোট প্রভু (লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর) ভারী পরিবর্ত্তন প্রিয়। বৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের দেশ যে অনিশ্চয় ভাবে রহিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক কি না, তাহা তিনি কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন ? আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, মাঠের মধ্যে মধ্যে এক একটী কূপ ও দীর্ঘিকা গবর্ণমেণ্ট খনন করিয়া দিন। আমাদের এ যুক্তিটী কতদূর ন্যায় সঙ্গত, তাহা আপনি সম্পাদকীয় স্তম্ভে আন্দোলন করেন, এই আমাদের একান্ত অভিলাষ।

২। সে দিন বুনয়ারী আবাদ দিয়া এক দল পঙ্গপাল গিয়াছে। কৃষকগণ জলসিঞ্চন দ্বারা বহুকষ্টে যে বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা একবারে উৎসন্ন করিয়া দিয়াগিয়াছে, লোকে না কথায় বলে "বিপদ বিপদেরই অনুগামী হয়"।

৩। সে দিন বড়োয়া থানার অন্তর্গত কাতুর গ্রামের এক পটীতে এক [illegible] ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। অনেক [illegible] নগদ টাকা ও দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে [illegible] লাম, কয়েকজন বদমায়েস ধৃত [illegible] বীরভূমকে আমরা এক বিষয়ে সৌ[illegible] দেখিতেছি। বীরভূমের সদর ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গোলামরসুলমিঞা চোরের [illegible] (কিনারায়) বড় পটু। বীরভূমে প্রায়ই ডাকাইতি প্রভৃতি লোমহর্ষণকর ব্যাপার সংঘটিত হয়। কিন্তু মিঞা সাহেবের তীক্ষ্ণ কৌশলে ও কার্য্য দক্ষতায় বদমায়েসেরা প্রায়ই অব্যাহতি পায় না। এরূপ উপযুক্ত পুলিষ ইন্‌স্পেক্টরের সংখ্যা দেশে যত অধিক থাকে ততই মঙ্গল।

৪। রাইপুরের অধিবাসীদের অগ্নিদাহে যে ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, তাহার পূরণ করিতে যে তাহারা স্বয়ং অক্ষম, এ কথা আমরা সোমপ্রকাশে পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশার সময় গবর্ণমেণ্ট হস্তাবলম্ব দান করিলেন না। আমরা দান বিষয়ে বিখ্যাতনামা কয়েকজন মহোদয় ও মহোদয়ার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ভিন্ন কেহই এ বিষয়ে দান করা যোগ্য বিবেচনা করিলেন না। অক্ষর দেখিয়া যাঁহারা দান করেন, আমরা ত এখন লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থী হই নাই, তবে আমাদের প্রার্থনা পদ দলিত হইল কেন, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা পুনঃ য় তাঁহাদের স্মরণার্থ লিখিতেছি, রাইপু[illegible] অধিবাসীরা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদের [illegible] কিছু সংস্থান ছিল, সংক্রামক জ্বরে সমস্তই ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। [illegible] তন্তুবায়ের [illegible] অধিক [illegible] ব্যবসা একবারে উৎসন্ন [illegible] গিয়াছে বলিলেই হয়। [illegible] শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, তাহাদের অনেকেরই গৃহসংস্কা[illegible] কিছু মাত্র উপায় নাই। এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করিলেই ধনের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। যাঁহারা নিস্বার্থভাবে

দেশের উপকার জন্য দান করিয়া থাকেন. তাঁহারা ইহার অপেক্ষা দানের উপযুক্ত স্থল কোথায় পাইবেন? আমরা চমৎকৃত হইয়াছি, রাণী শরৎসুন্দরী ও রাণী শ্যামমোহিনী এখনও আমাদের প্রার্থনায় বধিরা হইয়া আছেন।

৫। বনয়ারী আবাদ রাজসংসারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সরকার মহাশয় গত বর্ষের ছাত্রবৃত্তি ও মাইনার পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা জন্য একটী রৌপ্য মেডেল ধরিয়া দেন, তাহা কালিকাপুর স্কুলের একটী ছাত্র পাইয়াছেন। সে দিন দেওয়ান বাবু কাটোয়া বিভাগের ডেঃ ইন্‌স্পেক্টর চাকবাবুর হস্তে ২০ বিংশতি মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এই মেডেলটী সরভেয়িং বিষয়ে দেওয়া হয়। ভাগ্যধর ব্যক্তির কোন রূপে দেশের হিতকর কার্য্যে প্রীতি হইলেই আমাদের লেখনী স্বতই তাঁহার যশোগানে প্রবৃত্ত হয়। রামলাল বাবু একজন ধনবান পুরুষ। তিনি মনে করিলে দেশের ভূরি উপকার করিতে পারেন।

২৮ জুন
১৮৭৩

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনি জগৎ বিখ্যাত (১) মহাত্মা রামমোহন রায় মহোদয়ের গ্রন্থের বিষয়ে যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। ভারতসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের উপর এ পর্য্যন্ত কেহ কোন দোষার্পণ করেন নাই, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় আপনি একজন বিজ্ঞ লোক হইয়া "ছেলেছুট্‌কের" মত স্বদেশ বিদেশ হিতৈষী মহাত্মা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির প্রতি অবলীলাক্রমে দোষারোপ করিলেন। মধ্যস্থ সম্পাদক মহাশয় আপনার অভিপ্রায়ের উপর যেরূপ প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন শুদ্ধ প্রয়াগ দূত কেন আপনার মত দুই একজন লোক ভিন্ন কোন্ সহৃদয় না তাহার অনুমোদন করিবেন? রাজা রামমোহন রায়ের মত যদি ভারত ভূমি আর দুই একটী সন্তান প্রসব করিতেন তবে আমাদের দেশের আর এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। এমন মহাত্মার উপর দোষারোপ করা আপনার মত লোকের উচিতই হইয়াছে। সে সব কথা এখন যাউক, ভাল সম্পাদক মহাশয়! আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি আপনি যে বলেন " অনেকে আপনার অভিপ্রেত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন না। বোধ হয় রামমোহন রায়ের ঐ দোষ ছিল।" রামমোহন রায় মহাশয় কোন বিষয়ের কোন অভিপ্রায় (২) প্রকাশ করেন নাই সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর দানে বাধিত করিবেন। এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করা আমার মানস ছিল না, তবে যে সকল ব্যক্তি আপনার সোমপ্রকাশ ভিন্ন আর কোন পত্রিকা পাঠ করেন নাই, পণ্ডিত প্রবর রাজা রামমোহন রায়ের নিন্দা শুনিলে পাছে তাঁহাদের অকলঙ্ক হৃদয় কলঙ্কে পূর্ণ হয় কেবল এই মাত্র আশঙ্কায় লিখিলাম। প্রশ্নের উত্তর পাইলে আমি যথা সাধ্য আপনার ভ্রম সংশোধনে যত্নশীল হইব।

বশম্বদ
৩০।৬।৭৩ শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়
রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ প্রদৌহিত্র।

(১) রাজা রামমোহন রায় জগৎ বিখ্যাত. আমরা তাহার অপলাপ করি না। তিনি বড় লোক ছিলেন, ইহাও আমরা মুক্ত কণ্ঠে কহিয়া থাকি। কিন্তু বড় লোক হইলে তাঁহার কোন অংশে ত্রুটি থাকে না, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত। মনুষ্যের বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত করা অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য সন্দেহ নাই।। স।

(২) আমরা লিখিয়াছিলাম, রাজা গ্রন্থের অনেক স্থলে আপনার অভিপ্রায় বিশদরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থখানি যে বিশদ হয় নাই, পত্রপ্রেরক কিঞ্চিৎ অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। মনোযোগ দিয়া ২। ৩ বার পাঠ না করিলে যে লেখার অর্থ পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম না হয়, পত্রপ্রেরক কি সে লেখাকে বিশদ বলেন?। যেখানে বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল আমরা তাহার কথা কহিতেছি না, সেখানকার অস্পষ্টতাদোষ কথঞ্চিৎ মার্জ্জনীয় হয়। কিন্তু রাজা যে ভূমিকা ও অনুষ্ঠান লিখিয়াছেন, তাহাও বিশদ করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

১। উদাহরণ "ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমারদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতি পূর্ব্ব পরম্পরার এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা সংহর্ত্তা পাতা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন, অথবা সমাধি ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপ সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।" (ভূমিকা পৃষ্ঠ ৮, পংক্তি ১০) কোন্ ব্যক্তি একবার মাত্র পাঠ করিয়া ইহার অর্থ বোধে সমর্থ হয়? পত্রপ্রেরক আমাদিগকে জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

২। উদাহরণ "তিন চারি বাক্য লোকের প্রবৃত্তির নিমিত্ত রচনা করিয়াছেন ঐ লোকেও তাহার পূর্ব্বাপর না দেখিয়া আপন আপন মতের পুষ্টির নিমিত্ত ঐ সকল বাক্যকে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং সর্ব্বদা বিচারকালে কহেন।" ভূমিকা পৃষ্ঠ ৮, পংক্তি ১৫।

৩। "এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ এ ভাষার গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না।" অনুষ্ঠান, পৃষ্ঠা ১৩, পংক্তি ২।

৪। "এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশ ভ্রমণ করেন, তবে কদাপি এ সকল কথাতে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন হয় এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নিদ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহ লোকে এবং পরলোকে কৃতার্থ হই।"

গৃহস্থ ভবন লুঠি দস্যু পরিকর
সর্ব্বস্ব যদ্যপি লয় কি দুঃখ তাহায়?
কিম্বা সেনাদলে লয়ে, সমর সজ্জিত হয়ে
অন্য ভূপ আর ভূপ রাজ্যে যদি যায়,
ছার খার করে সব করিয়ে সমর।

তাহাতে অন্তর কিছু বেদনা না পায়,
যে হৃদয় ভেদী কষ্ট পাইল রে আজ,
পোড়া কাল কালামুখ, ঘুচায়ে বঙ্গের সুখ
কাড়ি নিল মহারত্ন কাঁদায়ে সমাজ।
আকুল বাঙ্গালাবাসি করে হায় হায়!

তস্কর মাণিক যথা হেরি রাজালয়ে,
পাপ দণ্ড ভয় ভুলি চুরী করি লয়
জীবন তস্করযম, অবিচারি নিরমম,

হরিল রতন পাশি এ বঙ্গ আলয়ে,
মারিয়ে শোকের শেল বঙ্গের হৃদয়ে।

চৌদিক আঁধার আজি নিরখি নয়নে,
নিশাপতি বিনে হেরি নিশারে যেমন,
নিশায় জ্বলন্ত বাতি নিভিলে না বহে ভাতি
যেরূপ গৃহের মাঝে, হায়রে তেমন,
অন্ধকারময় হেরি এ বঙ্গ ভবনে।

হে কবীশ! ছাড়ি তব প্রিয় জন্মভূমি
বাঙ্গালারে, গেলে চলি তরে চিরন্তন,
কি হেতু কি দোষ পেলে বঙ্গবাসিগণে ফেলে
কোথা গেলে আর কি হে পাব দরশন?
আর কি সুধার ধারে ঝঙ্কারিবে তুমি?

কবিতা কাননে তুমি করি গুঞ্জরণ
তুষ্টিতে প্রপুঞ্জ সুখ, সুখী হতো সবে
তোমারে নিরখি, আহা আর কি লভিবে তাহা
বঙ্গবাসী? হায় আর সে দিন কি হবে?
সে পথে দিয়েছে কাঁটা বিকট শমন।

রত্নগর্ভা পুণ্যময়ী ভারত জননী
হায় আজি কুভাগ্যের কুলিশন বলে
তোমা হেন প্রিয়পুত্রে হারাইয়ে কর্ম্মসূত্রে
মৌনব্রতী হয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ফণিনী বিলাপে যেন হারাইয়ে মণি।

মধুমাসে মধুঘোষ মধুর স্বননে
মধুধারা ঢালে যথা শ্রবণে সবার,
হইয়ে বঙ্গের বঁধু হে মধু কবিতা মধু
ঢালিলে তেমতি এই বঙ্গের মাঝার!
আর কি তা আমাদের পশিবে শ্রবণে?

আর কি তোমার মত হে মধুসূদন!
বঙ্গ কবি কুল বন্ধু এ বঙ্গ পাইবে?
আর কি বীণার নাদ ঘুচাইবে অবসাদ?
আর কি লেখনী তব অজস্র গাইবে?
সে আশে হতাশ হায় করিল শমন।

এ বঙ্গ ভূমিতে চারু কবিতা কাননে,
কোকিল আছিলে তুমি কাব্য কুহু রবে
কতই আনন্দ দি[illegible] গৌড় জনে ভুলাইলে,
আবার সে দিন ক[illegible]তার কি পো হবে?
এ চৌদিক পু[illegible] [illegible]ঙ্গর রোদনে।

রে কাল! [illegible] তুই কি কাজ করিলি
কি হেতু হরিলি হায়, শ্রীমধুসূদনে?

ধিক চোর, ধিক তোরে উদরে কেমন কোরে
ভরিলি নিদয় এঁরে চিবায়ে বদনে।
কেমনে কবির দেহ এ করে ধরিলি!

যদিও কবিরে তুই হরিলি শমন!
তথাপি কবির কীর্ত্তি যে কীর্ত্তির বলে,
খ্যাত উনি এ ভারতে না পারিবি কোনমতে
হরিতে নির্ম্মম তুই ছলে বলে কলে!
কীর্ত্তিই ধরণী মাঝে অক্ষয় জীবন।

পাথুরিয়া ঘাটা } নিতান্তানুগত
১৭ এ আষাঢ় } শ্রীরাজ

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৭ এ জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৬	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	৭	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৭	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৬	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৮	৬

সন ১৮৭৩ সালের ৩০ ইজুন বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৭	২

বহরমপুর ৩০ এ জুন ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র পাল
ডুলুহারম্বল ৫॥০
" " ধরাগোবিন্দ রায়—দিনাজপুর ১০
" " ব্রজনাথ রায়—ইমামগঞ্জ ৫॥০
" " হারাধন বসু—কাঁথি ১০
" " দ্বারকানাথ ঘোষ—গোবিন্দগঞ্জ ১০
" " জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
গোয়াড়ি ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন তিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছু, যাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র কলিকাতার দ[illegible] সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৫ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ৩১ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ১৪ ই জুলাই।

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

স্কুল ও পাঠশালার ব্যবহারার্থ মৌখিক অঙ্ক ১ ম ও ২ য় ভাগ। মূল্য। ৶৹ ও ৷৹ আনা। ঢাকা রাজার দেউড়ীতে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র গুহের নিকট প্রাপ্তব্য।

আগামী ৭ ই শ্রাবণ সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় অত্রস্থ শ্রীযুক্ত দেবিদাস বাবুর স্কুল বাটীতে রাজসাহী সভার সাম্বৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবেক। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির প্রস্তাব হইবে।

১। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠান্তর আগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সভ্য নিয়োগ।

২। সভার নিয়মাবলী সমালোচনপূর্ব্বক আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ।

৩। পথকরের দ্বিতীয় ফারমের লিখিত প্রজার অংশ পরিত্যাগ করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৪। পথকরের ভূম্যধিকারীর অংশ যাহার যাহা দেয় তাহাই তাহার নিকট লইবার এবং মৌজির নম্বর অনুসারে এজমালি দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৫। অল্প মূল্যের বাঙ্গলা সম্বাদপত্র এক খান প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য প্রদান।

৬। বোয়ালিয়া হাইস্কুলকে কলেজ করিবার চেষ্টা করিতে এই জেলাস্থ প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচনা করিয়া উক্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সভায় যদি কোন ব্যক্তির প্রস্তাব করিবার অথবা উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করাইবেন। পৃথক পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী জেলাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

বোয়ালিয়া রাজসাহী সভার কার্য্যালয়
২৪ এ জুন। ১৮৭৩

শ্রীরাজকুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক

গুপ্ত যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি সস্তায় ও সত্বর নির্ব্বাহ হয়

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানায় প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০। ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিষয় সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আবশ্যকীয় আর সমস্ত বিষয়ই ইহাতে প্রকটিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২৷৹ টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ
ঐ মধ্যম কাগজ

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
দ্বিতীয় সংস্করণ

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন)

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত।

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ॥

—০—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস আফিস ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—০—

নয়শো রুপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—০—

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস
অব ডিজীজ
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ৷৷০ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২) ডাকমাসুল ।৴০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, ঋতুদিগ্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷৷০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।৴০

৫। উদ্ভিদ্‌ বিচার (বটানি) ৷৷৴০

৬ কুইনাইন্‌ প্রয়োগ-প্রণালী ৴১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।

মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্‌ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷৴০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৷৴ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাসুল ।৴০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা

সোমপ্রকাশ ।

৩১ এ আষাঢ় সোমবার ।

প্রজার সহিত জমীদারের কিরূপ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত ।

পাবনার প্রজা বিদ্রোহে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার উভয়েরই একটী মহান উপদেশ লাভ হইল। তাঁহাদিগের মেধা যদি মন্দ হয়, এ উপদেশ মনে থাকিবে না। বঙ্গদেশের চাসাদিগকে মার ধর গালি দাও ও অন্য প্রকার পীড়ন কর, তাহারা গোরুর মত সমুদায় সহ্য করে, কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য করে না। কেবল কর বৃদ্ধি তাহাদিগের সহ্য হয় না। সেই সময়েই তাহারা অস্থির হয়, দড়ি ছিঁড়িবার চেষ্টা করে। আমরা আমাদিগের বাস গ্রামের অনতিদূরেই দেখিতে পাই, কোন কোন জমীদার প্রজার নিকটে অল্প কর লন বলিয়া তাঁহারা চাঁদা মাথট প্রভৃতি নানা বাব করিয়া টাকা হইলেও প্রজা অম্লানবদনে তাহা দেয়। তাহাদিগের মনের প্রবোধ এই খাজনা অল্প। পক্ষান্তরে, আমরা কৃষকদিগের নিকটে এরূপ প্রস্তাব করিয়া দেখিয়াছি, যদি তোমরা খাজনা কিছু অধিক দাও, কোন প্রকার বাব দিতে হইবে না। তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট নহে। তাহারা বলে যে বর্ষে দৈব দুর্ব্বিপাকে শস্যের ব্যাঘাত জন্মে, খাজনা অধিক হইলে তাহারা তাহা দিতে পারে না। বাকি পড়িয়া যায়। জমীদার সুদের সুদ ধরেন। যে বৎসরে শস্য হয়, জমীদার সমুদায় আদায় করিয়া লন। তাহাতে তাহারা ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু জমীর খাজনা অল্প হইলে তাহাদিগের এত দুর্দ্দশা হয় না।

প্রজার সহিত জমীদারদিগের সতত সংসর্গ হইতেছে, তাঁহারা প্রজার ভাব গতি দেখিতেছেন, ও মনের ভাব জানিতেছেন, তথাপি মধ্যে মধ্যে খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলেন ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। তাহারা নিতান্ত জ্বালাতন হইয়াই বিদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা সহজে বিদ্রোহী হয় না। বাঙ্গলা দেশে করবৃদ্ধিমূলক বিদ্রোহ ঘটনা কেবল পাবনাতেই নূতন হইয়াছে তাহা নয়। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে জিলা রঙ্গপুরে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তখন রিচার্ড গুডলাড রঙ্গপুরের কালেক্টর; ঐ বিদ্রোহবহ্নি অল্পে নির্ব্বাণ হয় নাই। কয়েকজন প্রজা হত হইয়াছিল। কালেক্টর গুডলাড লেপ্টনণ্ট এ মাকডোনালডের উপরে বিদ্রোহ নিবারণের ভার দেন। তিনি কালেক্টরকে যে পত্র লিখেন, তাহা এইঃ—

“আমি গত কল্য আপনাকে যে সরকারি পত্র লিখি তাহাতে কহিয়াছিলাম, শরাবতীর উত্তরাংশে কতকগুলি বিদ্রোহী সমবেত হইয়াছে শুনিয়া আমি একদল লোক সজ্জিত করিয়া লই। ঐ দল রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে যাত্রা করে। একজন জমাদার উহাদিগের অধিনায়ক হইয়া যায়। সুজা মহম্মদ টোকা ও তাহার বরকন্দাজ সকল ঐ সঙ্গে ছিল। এখানে যত অশ্বারোহ পাওয়া যায়, তাহাদিগকেও ঐ সঙ্গে পাঠান হইয়াছিল। প্রত্যুষ সময়ে বিদ্রোহিদলের সহিত উহাদিগের সাক্ষাৎ হয়। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগের হস্তে তীর ধনুক বল্লম বড়সা প্রভৃতি অস্ত্র ছিল। আমি সিপাহিদিগকে এক এক থান সাদা কাপড় ঘাড়ে দিয়া ছদ্মবেশে যাইবার পরামর্শ দি। উহারা বিদ্রোহীদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বরন্দাজ বোধ করিয়া উহাদিগকে নিকটে যাইতে দিল। তাহারা বরকন্দাজদিগের ভয় করে না। সিপাহিরা নিকটবর্ত্তী হইয়া সাদা কাপড় ফেলিয়া দিল এবং বিদ্রোহিদিগকে গুলি ও বেয়নেটের আঘাত করিল। ওদিকে অশ্বারোহীরা তরবারি প্রহার আরম্ভ করিল। অনেকগুলি লোক হতাহত হইল। জমাদার গণনা করিয়া দেখিল ৬০ জনেরও অধিক হত হইয়াছে। ৫৯ জন বন্দী হইল। পথে আসিবার সময়ে বন্দীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইল। যে সমস্ত ব্যক্তি হত ও বন্দীকৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিদ্রোহিদিগের কয়জন অধিনায়ক আছে, আমি এখনও তাহা জানিতে পারি নাই উহার অধিকাংশ বেহারের লোক। বন্দীকৃত দলের অধিকাংশ পাতসাঁ রায়ত।”

প্রজারা গুডলাড সাহেবের নিকটে যে আবেদন করে, এস্থলে তাহাও অনুবাদিত হইয়া উদ্ধৃত হইল। উহা পাঠ করিলে বিদ্রোহের কারণটী পাঠকগণের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাহা এইঃ—

আমরা কাজিরহাট ফতেপুর কাকিনীয়া ও টেপার মালগুজারদার রায়ত। বার্ষিক কর এক আনা ও দরিবিলা আধ আনা নির্দ্ধারণ হওয়াতে আমরা উৎসন্ন হইয়াছি। আমাদিগের যাহা কিছু ছিল, এই খাজনা দিতে সমুদায় গিয়াছে। আমাদিগের জীবনমাত্র আছে। দুই বৎসরে পাঁচ আনা দরিবিলা আমাদিগের নিকটে লওয়া হইয়াছে এবং নারায়ণী টাকা রহিত করাতে ফরাসী আরকট টাকায় তিন আনা বাটা লাগিয়াছে। হররাম বাবু জমীদার ও রায়তের নিকটে টাকা আদায়ের ত্রুটি করেন নাই, তথাপি তিনি ঐ দুই উপায়ে অঙ্গীকৃত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি কারারুদ্ধ আছেন।

আমরা গোরু বাছুর ও স্ত্রীলোকের গহনা ও সন্তান পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছি। এ বৎসর জমার উপরে দুই আনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যে সমস্ত তহশিলদার মফস্বলে প্রেরিত হয়, তাহারা আসিয়া আমাদিগকে বাঁশে বাঁধিয়া কোড়া মারে ও নানা প্রকার কষ্ট দেয়। আমাদিগের দাড়ি পর্য্যন্ত গিয়াছে। রঙ্গপুরে মাল-গুজারির টাকা কেবল তমাক হইতে হয়। বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত উহা প্রস্তুত হইবে না। তন্নিমিত্ত আমরা কেবল আমাদিগের প্রাণ লইয়া এই ময়দানে বাস করিতেছি। আপনি ঐ সময়ে লালা মানিকচাঁদ ও নাজির গোমানির সহিত একজন পেয়দা ও তাসিবনামা পাঠাইয়া দেন। আমরা অনুমান করিলাম, তাহারা আমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা পলায়ন করিলাম। আমরা শুনিলাম গৌরমোহন চৌধুরী ডিমলায় আছেন। আমাদিগের এই পরামর্শ স্থির হইল, চল আমরা তাঁহার নিকটে যাই। তিনি যাহাতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, সে চেষ্টা পাই, আর তাঁহার নিকটে এই অনুসন্ধান লই, ঐ সকল ব্যক্তি কেন আমাদিগের নিকটে আসিয়াছিল। এই অভিপ্রায়ে আমরা ডিমলায় গেলাম। ঐ চৌধুরী ২৫০ সিপাহী ও বরকন্দাজ ও তিন জন অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদিগের এক দল প্রথমে অগ্রসর হইল, তাহার পর আর এক দল গেল। যাহারা প্রথমে গিয়াছিল, তাহাদিগের উপরে গুলি করা হইল। চারি জন হত ও পাঁচ জন আহত হইল। ইহাতে মহান্ কলরব উপস্থিত হইল, কে কাহারে মারে জানা গেল না। তাহার পরে শুনিলাম চৌধুরী হত হইয়াছেন। আমরা ডিমলা হইতে কাল্যাপানিতে আগমন করিলাম। ঐ স্থলে লালামাণিকচাঁদ ও নাজির গোমানি আমাদিগকে আশ্বাস দিলেন।

আমরা রাইয়ত আপনি দেশের প্রধান। যদি দুইবৎসরের দরিবিলা রেহাই দেওয়া হয়, নারায়ণী টাকা পুনরায় চলিত করা হয়, এবং আগামী দুইসাল কর সংগ্রহ বন্ধ করা হয়, আমরা হৃষ্টচিত্তে আপন আপন আলয়ে প্রতিগমন করি। আপনি আমাদিগের দেশের মস্তক স্বরূপ। আমাদিগের যাইবার অনেক স্থান আছে। আপনি প্রধান আমরা রাইয়ত। অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি সুবিচারের আজ্ঞাদান করেন (১)।"

ভূমির করবৃদ্ধি ঘটিত অত্যাচারই যে বাঙ্গলাদেশে প্রজাবিদ্রোহের মূল, উল্লিখিত পত্রপাঠে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় রহিতেছে না। জমীদারেরা তাহা জানিয়াও যে কিমূঢ়বৎ ব্যবহার করেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অথবা আশ্চর্য্য কি? আমাদিগের এমন উদার বুদ্ধিমান প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টই যখন সম্মুখে এই সকল দেদীপ্যমান প্রমাণ থাকিতে সাবধান হইতে পারিতেছেন না, তখন জমীদারেরা সাবধান হইবেন, সে সম্ভাবনা অল্প। গবর্ণমেণ্ট যে রাস্তার কর করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারান্তরে ভূমির করবৃদ্ধি করা হইতেছে না? কৃষকদিগকেই কি সে ভার বহন করিতে হইবে না? জমীদারেরা কি আপনাদিগের সঞ্চিত অর্থ হইতে উহা দান করিবেন? গবর্ণমেণ্টের এখানে কোন আগন্তুক ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা যেমন এখানকার প্রজার নিকট হইতেই তাহার সঙ্কলন করেন, জমীদারেরাও তেমনি আপনাদিগের স্কন্ধে কোন নূতন ব্যয়দান ভার পতিত হইলে প্রজার স্কন্ধে তাহা নিক্ষেপ করেন।

এখন আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার উভয়ে মিলিয়া প্রজার বিরক্তিকর ভূমির করবৃদ্ধি করিয়া কি সময়ে সময়ে প্রজাগণকে এইরূপ বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিবেন? ভূমির কর বৃদ্ধি করিলে বঙ্গদেশের প্রজারা যে বিরক্ত হয় তাহার সবিশেষ কারণ আছে। ধান্যই এদেশের জীবন সর্ব্বস্ব। ধান্যের ভূমিতে করবৃদ্ধি হইয়া তাহাদিগের পক্ষে সেই ধান্য দুর্ম্মূল্য হইলে সুতরাং তাহাদিগের যার পর নাই মনস্তাপ হয়। এদেশের কৃষকদিগের ধান্য ভিন্ন যদি অন্য জীবনোপায় থাকিত, ভূমির করবৃদ্ধিতে তাহারা কখন বিরক্ত হইত না। ইংলণ্ডে যে মজুরী লইয়া সময়ে সময়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়, জীবিকার ব্যাঘাত শঙ্কা কি তাহার কারণ নয়?

সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের ভূমির উপর নূতন কর নির্দ্ধারণ, সময়ে সময়ে জমীদারের কর বৃদ্ধির চেষ্টা, আর মধ্যে মধ্যে প্রজার বিদ্রোহে প্রবৃত্তি, এ অবস্থা মঙ্গলের নয়। ইহার উন্মূলন একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের সাধ করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রজাকে বিরক্ত করা হয়। তাঁহাদিগের আগন্তুক ব্যয় নির্ব্বাহের সহস্র দ্বার আছে। তাঁহারা ভূমির কর বৃদ্ধিরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া অনায়াসে প্রজার বিরাগ পরিহার করিতে পারেন, কেবল কোন কোন রাজপুরুষের দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ভূমির কর বৃদ্ধিরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াথাকে। সদাশয় সদ্বিবেচক প্রধান পুরুষের আধিপত্য কালে এরূপ করের আবির্ভাব সম্ভাবনা থাকে না। লার্ড নর্থব্রুক হইতে তাহার এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া হইয়াছে। রাস্তার নিমিত্ত নূতন প্রকার কর করিবার কি আবশ্যকতা ছিল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যে যে স্থানে

(১) রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, জি, গ্লেজিয়র সাহেবের সঙ্কলিত রঙ্গপুরের রিপোর্ট।

রাস্তার অতিশয় প্রয়োজন, সেখানে মিউনিসিপালিটি হইয়াছে ও হইতেছে। তদ্ভিন্ন ফেরিফণ্ড আছে। তবে যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটী হয় নাই, সেখানকার লোকে রাস্তার নিমিত্ত কাতর নহে। সেই সেই স্থানে আপাততঃ রাস্তা না হওয়াতে বিশেষ অসুবিধা ও অনিষ্টও নাই। ঐ সকল স্থানের ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হউক, ক্রমে রাস্তা হইতে থাকুক। তত্রত্য লোকেরা রাস্তার প্রার্থী নহে। তাহাদিগকে রাস্তা গিলাইয়া দিবার নিমিত্ত বিরক্তিকর ভূমির কর বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করা কেন?

গবর্ণমেণ্টের কর বৃদ্ধি করিবার যেমন অন্য উপায় আছে, জমীদারের তেমন অন্য উপায় নাই। তাঁহাদিগের একমাত্র ভূমিই ভরসা। তাঁহারা যদি অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া কর বৃদ্ধি করিতে যান, গবর্ণমেণ্টের লভ্যহারী বলিয়া এখনই দণ্ডনীয় হইবেন। ভূমির কর বৃদ্ধি বিষয়ে তাঁহাদিগের হস্তরোধ করিতে না পারিলে তাঁহারা যে ক্ষান্ত হইবেন, সে আশা নাই। অতএব সেই হস্ত রোধের উপায় অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য। আমাদিগের মতে জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই জমীদারের হস্ত রোধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে জমীদারের ইচ্ছা মত কর বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে বিরক্ত করিবার পথ রুদ্ধ হইবে। প্রজারা অন্যায় দলবদ্ধ হইয়া যদি জমীদারের ন্যায্য কর না দেয়, তাহাদিগের দণ্ড বিধানার্থ একটী বিশেষ আইন করিলেই সহজে তাহার নিবারণ হইয়া আসিবে। প্রজার ব্যয় ও তাহার লাভ এবং জমীদারের ও গবর্ণমেণ্টের লাভ বিবেচনা করিয়া যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, সকল দিক রক্ষা হয় সন্দেহ নাই। কাহারই অসন্তোষের কারণ থাকে না।

প্রধানতম বিচারালয় ও নিম্ন আদালতের বিচারপতিগণ।

প্রধানতম বিচারালয় নিম্ন আদালতের বিচারপতিদিগের কার্য্যের তত্ত্ব লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এটী প্রজা ও গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। পাঠকগণ সেদিনের সোমপ্রকাশে দেখিয়াছেন, যেরূপে মুন্সেফদিগের কার্য্য দর্শন ও তাঁহাদিগের দোষ দর্শন করিলে তাহার সংশোধন করিতে হইবে, প্রধানতম আদালত জিলার জজদিগের প্রতি তাহার উপদেশ দেন। সম্প্রতি কান্দীর মুন্সেফ ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সিরিস্তার বিশৃঙ্খলা আলস্য ও অর্থি প্রত্যর্থি সাক্ষির কষ্টদান প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মে স্থগিত করিয়া নিম্ন পদে নিয়োজিত করিয়াছেন। ক্ষেত্র বাবু বলেন, তাঁহার আলস্য দোষ বিশৃঙ্খলাদির কারণ নয়। কাজের অধিক ভিড় হওয়াতেই ঐরূপ হইয়াছে। তিনি বরাবর পরিশ্রম পূর্ব্বক সুন্দররূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন বলিয়া প্রধানতম আদালত এই অনুগ্রহ করিলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন না। ক্ষেত্র বাবু যে কৈফিয়ত দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না, তবে তাঁহার বিবেচনার এই ত্রুটি হইয়াছে, তিনি অগ্রে কাজের ভিড় হইয়াছে, একথা উপরে জানান নাই।

যাহা হউক, তিনি বরাবর ভালরূপ কাজ করিয়া আসিয়াছেন যখন জানা গেল, তখন তাঁহার প্রতি উপরি লিখিত দ্বিবিধ দণ্ড বিধান গুরুতর হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই প্রথম অরাধ বলিয়া তাঁহাকে সতিরস্কার বাক্যে এবার সাবধান করিয়া দিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলে প্রধানতম বিচারালয়ের সমধিক ঔদার্য্য প্রকাশ হইত। আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর শাসন সংক্রান্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের বিষয়ে প্রায় এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার এই দণ্ড দর্শন করিয়া যেমন দুঃখিত হইলাম, তেমনি এক বিষয়ে সবিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এই দণ্ড অন্য অন্য বিচারপতিগণের সাবধানতা শিক্ষাদান বিষয়ে আচার্য্যতা করিবে। হাজার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকুক, উপরের তত্ত্বাবধান না থাকিলে আপনা হইতেই কার্য্যে শৈথিল্য হইয়া আইসে। কর্ম্মচারির শৈথিল্য হইল, কিন্তু অন্যকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইল। অর্থি প্রত্যর্থি সাক্ষি প্রভৃতির কষ্ট উহার প্রধান ফল। যাঁহারা মকদ্দমা করেন, তাঁহারা প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন, আজি আমাদিগকে সাক্ষী ফিরিয়া আনিতে হইল, এত ব্যয় হইয়া গেল। যাঁহারা ন্যায্য মকদ্দমা করিতে যান, এইরূপ বারম্বার ব্যয় করিয়া সাক্ষিসহ যাতায়াত করিতে হইলে তাঁহাদিগের মনে যে কিরূপ কষ্ট হয় এবং গবর্ণমেণ্টের আদালত ও আইনের প্রতি তাঁহাদিগের যে কিরূপ অশ্রদ্ধা জন্মে, যাঁহার পর দুঃখে দুঃখ বোধ নাই তাঁহার তাহা বুঝিবার অধিকার নাই। এই কষ্ট হয় বলিয়া ভদ্রলোকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতে চান না. আমরা দেখিয়াছি, অনেক বিচারপতি বেলা কাটাইয়া বিচার করিতে বসেন, বাতি জ্বালিতে হয়। লোককে এরূপ কষ্ট দেওয়া যার পর নাই অন্যায়। উপরি পদস্থ কর্ম্মচারিদিগের যদি তত্ত্বাবধান থাকে, কখন এরূপ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। কিন্তু যাঁহারা অন্যকে সাবধান করিবেন, তাঁহারা নিজে সাবধান নহেন, নিম্ন আদালতের বিচারপতিগণ যদি বেলা এক্টার

সময়ে বিচারাসন গ্রহণ করেন, উপরের কর্ত্তারা দুইটা না বাজিলে বিচারালয়ে পদার্পণ করেন না। লঙ্কা দাহের সময়ে হনুমানের মুখ পুড়িয়া গেল, কিরূপে অপর বানরগণের নিকটে মুখ দেখাইব, তাহার এই লজ্জা উপস্থিত হইল। সে কাতর হইয়া সীতা দেবীর নিকটে গিয়া আত্মদুঃখ নিবেদন করিল। সীতা কহিলেন, বৎস! তুমি দেশে গিয়া দেখিবে সকলেরই মুখ পুড়িয়া গিয়াছে। সকলের যদি এক দশা হয়, কে কাহাকে কি বলে। উপরি পদস্থেরা যদি স্বয়ং অসিদ্ধ হন, অপরকে কিরূপে সিদ্ধ করিয়া তুলিবেন।

যাহা হউক, আমাদিগের এই আশ্বাস জন্মিতেছে, সে দিন লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বিচারপতিদিগের বিচারালয়ে উপস্থিতি কাল নিয়ম করিয়াছেন, আবার প্রধানতম বিচারালয় কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। এবার অর্থি প্রত্যর্থি ও সাক্ষিগণের কষ্ট দূর হইতে পারে। বোধ হয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণরকেও উপস্থিতি কাল লইয়া দুই এক জনের দণ্ড বিধান করিতে হইবে। এদেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে "সহজে কেহ রাম নাম লয় না।" ভগবান মনু লিখিয়াছেন "সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকো দুর্লভোহি শুচির্নরঃ।"

দলপতিদিগের নিকটে একটী প্রস্তাব।

আহমদ নগরের ব্রাহ্মণেরা একজন সুরাপায়ীকে আপনাদিগের সমাজচ্যুত করিয়াছেন, এই সংবাদটাই আমাদিগের এই প্রস্তাবের মূল। দলপতিদিগের বিবেচনার দোষেই বাঙ্গালা দেশের দলাদলি জঘন্য বলিয়া ঘৃণিত হইয়াছে। কিন্তু দলাদলি যে উদ্দেশে সৃষ্ট হয়, তাহা মন্দ নহে। পাপ ক্রিয়ার নিবারণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। আমাদিগের দলপতিরা যেরূপ কার্য্য করেন, তাহাতে পাপের দমন না হইয়া প্রত্যুত তাহার বৃদ্ধি হয়। আমাদিগের প্রস্তাব এই, তাঁহারা এখন অবধি একটী নূতন প্রকার দলাদলিতে প্রবৃত্ত হউন। যে সকল ব্যক্তি মিথ্যা প্রবঞ্চনা সুরাপান পরদারগমন পরের বিষয়াপহরণ পরপীড়ন প্রভৃতি দুষ্কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে তাঁহারা সমাজচ্যুত করিবেন। মফস্বলের স্থানে স্থানে এই উদ্দেশে এক একটী সভা প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তি উল্লিখিত কুক্রিয়ায় আসক্ত হইবে, সেই সেই সভার সভ্যগণ প্রথমে তাহাদিগকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিবেন এবং তত্তৎ কুক্রিয়া হইতে কুক্রিয়াকারীর নিজের সমাজের ও পরলোকের যে কি কি অনিষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা যুক্তি দ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। তাহাতে যদি নিবৃত্তি না হয়, শেষে সভ্যগণ তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার বাক্যালাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে কেবল যে পাপিদিগেরই ক্রমে পাপ কার্য্যে বৈমুখ্য হইবে এরূপ নয়, যাঁহারা পাপের নিবারণ চেষ্টা পাইবেন, তাঁহাদিগের পাপের প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে। যে দেশের লোকের ঐ সকল পাপের প্রতি অবজ্ঞা নাই, সে দেশ কখন অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না। প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, যে দেশের লোকের যত দিন ঐ সকল কুকর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল, তত দিন তাহারা বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আবার যে সময়ে তাহাদিগের পাপের প্রতি বিদ্বেষ ক্ষীণবল হইতে আরম্ভ হইল, সেই অবধি তাহাদিগের অধঃপাতে যাইবার সূত্রপাত হইল। রোমই ইহার উত্তম উদাহরণ স্থল। বাঙ্গালিদিগের উল্লিখিত পাপক্রিয়াগুলির প্রতি সমুচিত ঘৃণা নাই বলিয়া ইহাঁরা বিদেশীদিগের নিকট হতাদর হইয়া আছেন। যাঁহারা যথার্থ ভদ্র, তাঁহারাও পাপীদিগের সঙ্গে পাপী বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস যখন অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যাবতীয় বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দেন, তখন ভদ্র বাঙ্গালিরা সভা করিয়া কোপ প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগের ন্যায়ানুগত ক্রোধ প্রকাশ অনুচিত হয় নাই সন্দেহ, কিন্তু উত্তরকালে এ গালির ভাজন হইতে না হয়, কে সে চেষ্টা করিয়াছেন? যদি সকলেই মিথ্যাবাদিকে ঘৃণা ও তাহাদিগের সহিত সামাজিক ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে কি আজি বঙ্গদেশে মিথ্যাবাদির এত প্রাদুর্ভাব থাকিত। এদেশীয়েরা কথায় কথায় মকদ্দমা করেন বলিয়া এদেশের একটী বিষম দুর্নাম হইয়াছে। মকদ্দমা এখানে যত হয়, অন্য কোন দেশে এত হয় না, এ কথাও মিথ্যা নয়। এই মকদ্দমানিবন্ধন অনেকে উৎসন্ন হইয়াছেন। এ মকদ্দমার কারণ কি যদি অনুসন্ধান করা যায়, মিথ্যার প্রাদুর্ভাই সেই কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। অনেক বিজ্ঞ লোকে বলেন, পাপের প্রশ্রয়ই ফ্রান্সের অধঃপাতের কারণ।

ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালীগত দোষ।

১। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রচনা অতি অদ্ভুত। ইহার মূল এক প্রকার ইহার অবয়ব অন্যপ্রকার। ইহা যে মূল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার স্পর্শে সকলে স্বাধীনতা সুখভোগে নির্বৃত হয়, কিন্তু ইহার স্পর্শে অন্যের স্বাধীন ব্যবহার দূরে প্রস্থান করে।

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয় কর্ম্মচারী, তাঁহারা প্রত্যেকে পরস্বাধীনতাহারী যথেচ্ছাচারী এক একটী

ক্ষুদ্র গবর্ণমেণ্ট। লোকে জানে তাঁহারা আইনের আজ্ঞাবহ, কিন্তু কাজে আই নই তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ। মফস্বলে ভুরি পরিমাণে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মফস্বলের হাকিমেরা যাহা মনে করেন, তাহাই করেন। তাঁহাদিগের কেহ নিয়ন্তা আছেন এরূপ বোধ হয় না। ইচ্ছা করিলেন কাহাকে কয়েদ করিবেন, বিচারের মিছামিছি একটা আড়ম্বর করিয়া তাহাকে কয়েদ করিলেন। যদি কোন অধীনস্থ কর্ম্মচারিকে পদচ্যুত করিবার ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলেন। তাহার পর তিনি আপীল করুন, আর আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করুন, সমুদায় ভাসিয়া গেল।

৩। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিরা ত নিজে এই রূপ যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, কিন্তু যদি এদেশীয় কর্ম্মচারিরা উহাঁদিগের শতাংশের এক অংশ স্বেচ্ছাচার করেন তাঁহাদিগের নিস্তার থাকে না। তাঁহাদিগের কেবল পদচ্যুতিরূপ দণ্ড নয়, সময়ে সময়ে কোন কোন ব্যক্তির অদৃষ্টে কারাদণ্ডও ঘটিয়া থাকে।

৪। মুখে এই কথা বলা হয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর এই ঘোষণাও আছেযে, জাতি ও বর্ণভেদ না করিয়া ভারতবর্ষের সমুদায় রাজকার্য্য সম্পন্ন করা হইবে। কিন্তু ইউরোপীয়ের প্রতি পক্ষপাত পদে পদে লক্ষিত হয়। লাভকর উচ্চপদগুলি ইউরোপীয়ের। প্রসাদী যাহা কিছু এদেশীয়েরা পান। বিচার ইউরোপীয়ের একরূপ, এদেশীয়ের অন্যরূপ। অধিক কথা কি, অন্য আদালতের কথা থাকুক, এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ে ছোট আদালতে বিচারার্থী হইয়া গেলে অগ্রে ইউরোপীয়ের মকদ্দমা হয়।

৫। প্রতিজ্ঞা আছে, এদেশের ধর্ম্ম আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু রাজপুরুষেরা আপনাদিগের প্রভুত্ব প্রদর্শনের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সম্বন্ধে তাহাতে হস্তক্ষেপে বিমুখ হন না। ও বিষয়ে এমনি লোভ জন্মিয়াছে যে ইউরোপীয় বিচারপতিরাও এদেশের শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন।

৬। কর নির্দ্ধারণের ত কথা নাই। সকলের মতামত জানিবার অবসর হয় না। যেমন হাড়কাঠে ফেলা, অমনি কোপ।

অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীগত এইরূপ আরো অনেকগুলি দোষ দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা উদাহরণ সহিত সেগুলির উল্লেখ করিতাম, আজি অবসর নাই বলিয়া বিরত হইলাম।

বিবিধ সংবাদ।

২৪ আষাঢ় সোমবার।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "মেদিনীপুরে নিতান্ত গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছে। ৩০ এ জুন পর্য্যন্ত তাপমান যন্ত্রে পারদ ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১ লা জুলাই হইতে অল্প অল্প বারি বিন্দু বৃষ্ট হইতেছে। এবার সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অধিক।

লেপ্টেনণ্ট গবর্নর সাহেবের আদেশানুসারে বর্ত্তমান মাসের ২২এ জুলাই কলিকাতা হইতে ষ্টিমার কেনেলের খাল দিয়া মেদিনীপুরের কাঁসাই নদীর সদর ঘাটে আসিবে। শুনিলাম ১০ ঘণ্টার মধ্যে ষ্টিমার মেদিনীপুরে পৌঁছিবে। যদি উল্লিখিত আদেশানুযায়ী কার্য্য হয়, তবে মেদিনীপুরের সৌভাগ্যের বিষয়"।

আমাদিগের কাম্বেল সাহেব কেবল রাজনীতি বিষয় লইয়া ব্যস্ত নহেন, এদেশের সামাজিক দোষের সংশোধন বিষয়েও অনুদাসীন। রথযাত্রা প্রভৃতি ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় এখন থাকুক, যাঁহাতে ধর্ম্ম সম্পর্ক নাই, অথচ যাহা হইতে এদেশের বহুতর অনিষ্ট ঘটিতেছে এরূপ কতকগুলি কুসংস্কার আছে। কাম্বেল সাহেব সেগুলির উন্মূলনের উপায় উদ্ভাবন করুন তাহা হইলে এদেশ তাঁহার নিকটে চির কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। সেগুলি এই, বাটী চালা নলচালা ভুতছাড়ান ডাইন ঝাড়ান ইত্যাদি। বরিসাল বার্ত্তাবহ এই কুসংস্কার মূলক যে একটী অত্যাচার সংবাদ লিখিয়াছেন, আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। গুরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি রামনিধি দাসের নিকটে কিছু টাকা পাইত। ঐ ব্যক্তি ঐ কর্জ্জা টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত রাম নিধির বাটীতে যায়। ঐ সময়ে এক ব্যক্তির এক গাছি হার হারাইয়া যায়। রামনিধি গুরুচরণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশয়ে কৌশল ক্রমে হার স্বামীর মনে এই সংস্কার জন্মাইয়া দিল গুরুচরণই হার হরণ করিয়াছে। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বাটী চালা আনা হইল। বাটীচালা ও নল চালা প্রভৃতি প্রতারণাপূর্ণ কাণ্ড। যাহারা নল ও বাটী ধরে, তাহাদিগকে অগ্রে শিখাইয়া দেওয়া হয়, যে ব্যক্তির উপরে সন্দেহ করা হইয়াছে, তাহারা বাটী ও নল সেই ব্যক্তির নিকটে লইয়া যায়। বাটী গুরুচরণের গায়ে গিয়া লাগিল। সকলে উহাকেই চোর স্থির করিয়া স্বীকার করাইবার নিমিত্ত বক্ষস্থলে বাঁশ দিয়া ডলিতে আরম্ভ করিল। তথাপি গুরুচরণ বলিতে লাগিল সে হার লয় নাই, শেষে তাহার নখের মধ্যে খেজুর কাঁটা ফুটাইয়া দেওয়া হইল !! মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ বিষয়ের নালিশ হইয়াছে।

আমরা ৪ ঠা জুলাইয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এখানির বয়ঃক্রম ছয়বৎসর হইল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে উন্নতি হয়, কিন্তু সাপ্তাহিক সংবাদে আমরা ইহার বিপরীত দেখিলাম। প্রথম প্রথম উহার লেখাটী বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধ রীতি অনুসারেই হইতেছিল, কিন্তু এখন উহার আর এক ধরণ হইয়াছে। ইহার কারণ কি?

বাঙ্গালা ভাষায় খৃষ্টধর্ম্ম স্পর্শ হইলেই কি উহা দো আঁসলা হইয়া যায় ?

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এক ব্যক্তি পাদরী লইয়া অথবা রেজিষ্টরি করিয়া বিবাহ না করিয়া অঙ্গুরীয় পরিবর্ত্তন করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। উক্ত সম্পাদক ঐ বিবাহকে নিকা বলিয়া কোপ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক অকারণ কোপ করেন কেন ? হিন্দুরা গান্ধর্ব্ব বিবাহকে আপনাদিগের সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। উহা খৃষ্টধর্ম্মকে আশ্রিত প্রতিপালক জানিয়া উহার শরণাপন্ন হইয়াছে।

প্রধানতম আদালত কাম্বেল সাহেবের শাসন কর্ম্মচারিদিগের উন্নতি প্রস্তাবের যে প্রতিবাদ করেন, তিনি তাহার উত্তর দিয়াছেন। এ ত গেল সেই সেকেলে নীলুরাম প্রসাদের কবির লড়াই। আজি যিনি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট আছেন কালি তিনি জজ হইলেন। এরূপ না হইয়া বিচারকের একটী শ্রেণী ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। বরাবর যে কার্য্য করা যায়, তাহাতে যেরূপ নৈপুণ্য লাভ হয়, একবার এ কাজ একবার সে কাজে গেলে সেরূপ হয় না। একবার বাসদেব একবার গোবর্দ্ধন হওয়া যাত্রাতেই শোভা পায়।

অযোধ্যার জেনরল বারো পেন্সন লইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সর জর্জ্জ কুপরের অযোধ্যার প্রধান কমিসনর হইবার সম্ভাবনা আছে। হিন্দু পেট্রিয়ট তাঁহার যে প্রকার গুণ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাকে ঐ পদ দিলে মঙ্গলের পরিসীমা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট ও সুখী হইবেন, প্রজারাও সুখী হইবে! গুণ গুলি এই, তাঁহার লৌকিক ব্যবহার একান্ত অপ্রীতিকর, স্বভাবের অনেক দোষ আছে, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয়। তিনি প্রতি দিন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভিন্ন অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে ভাল বাসেন না। যাহাতে সাধারণের উপকার সম্ভাবনা আছে, এমন কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ও যত্ন নাই। স্থির হইয়া গাঢ় চিন্তা পূর্ব্বক, তাঁহার কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি সহসা যে বিষয়ে যে মত স্থির করেন, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা থাকে না। কেহ তাঁহাকে কোন বিষয়ে সৎপরামর্শাদি দান দ্বারা সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি রুক্ষ ভাবে তাহা অগ্রাহ্য করেন। কোন কোন শ্রেণীর প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ও কোন কোন শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ আছে। ক্ষমতা সামান্য প্রকার; আইন জ্ঞান নাই, দেশের লোকের স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির কিছুই জানেন না। এই সঙ্গে যদি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি জ্ঞানে শৈথিল্য থাকে, তাহা হইলেই সোণায় সোহাগা।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠকগণের গোচর করিলাম।

“গত ৬ই জুলাই রবিবার বেলা ১০ টার সময়ে আগুন লাগিয়া হরিপুর গবর্ণমেণ্ট মডেল স্কুল সমুদায় দ্রব্যের সহিত ভস্মাবশেষ হইয়াছে। রবিবার বলিয়া শিক্ষকগণ স্কুলে ছিলেন না এবং মালীও স্কুলের কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল; ঘরটী মাঠের মধ্যে সুতরাং গ্রামস্থ লোকেরা উপস্থিত হইতে না হইতেই একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অতএব দ্রব্যাদির মধ্যে বহিস্থিত তিন খানি বেঞ্চ ও দণ্ডায়মান শক্ত ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুই রক্ষা পায় নাই। এই অগ্নি কাণ্ডে প্রায় ৩৭০ টাকার পুস্তক, ম্যাপ ও কাষ্ঠময় দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। হরিপুরের নিকটবর্ত্তী সুতরাগড় নিবাসী গিরীশচন্দ্র রায় নামক উপাধি লিখিত স্কুলের একজন তের চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক ছাত্র অগ্নি প্রদাতা বলিয়া অভিহিত ও অভিযুক্ত হইয়াছে। স্কুলঘর পুনর্ব্বার প্রস্তুত করিবার জন্য হরিপুরাদি তিন খানি সামান্য গ্রামবাসীরা তৎপরদিন অবধি বংশ ছেদনাদি আরম্ভ করিয়া যথেষ্ট মনোযোগ প্রকাশ করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহারা যেরূপ অবস্থাপন্ন তাহাতে যে দেশস্থ অপরাপর বদান্য লোকের সদয় বদান্যতা ব্যতীত কৃতকার্য্য হইতে পারেন এমত বোধ হয় না। অধিকন্তু বিদ্যালয়ের প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য সম্বন্ধে যে তাঁহাদের অনেক যত্ন করিতে হইবে তাহাও অনুমিত হইতেছে। কেননা সর্ব্বপ্রকার স্কুলের ব্যয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এখন বড় মুক্ত হস্ত নন।”

২৫ এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

খান্ধোয়া হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইতেছিল উহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, এই আগষ্ট মাসে খোলা হইবে।

নাসিক পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন উইলসন সাহেব অস্ত্রাদিসহ ২৪ জন ডাকাইতকে ধৃত করিয়াছেন। ইহাদিগের নিকটে বহুসংখ্য টাকার সম্পত্তি পাওয়া গিয়াছে। অস্ত্রাদিসহ ডাকাইত ধরা যথার্থ বাহাদুরী।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বাবু রাখাল চন্দ্র রায়, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং বারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষের ভ্রাতা লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ডের বারে আহূত হইয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির পনানি নামক স্থানে এক দিবস এক ব্যক্তি পুরস্কার লোভে প্রায় ১১০ টী কুম্ভীরের মস্তক মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে লইয়া আইসে। গত ছয় মাসের মধ্যে এক পনানি তালুকে কুম্ভীর বধের পুরস্কার দিতে গবর্ণমেণ্টের ৩৭০০০ টাকা পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বাড়াবাড়ি দেখিয়া পুরস্কার দান বন্ধ করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, আমীর সিরআলী নিজ সেনাদলের উৎকর্ষ সাধনার্থ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। হিরাটে সংবাদ পাঠান হইয়াছে যেন তত্রত্য দুর্গগুলি দৃঢ়তর করা হয় এবং সৈন্যগণ যেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকে। রুশীয়ার যেরূপ ভাবগতি তাহাতে আমীরের এ পূর্ব্ব সাবধানতা উচিতই হইয়াছে।

গত বুধবার কাবুলের রাজদূত গবর্ণর জেনরলের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সীস্তানের সীমা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কিরূপ কথা বার্ত্তা হইয়াছে। এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

ইংলিসম্যান বলেন, ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্বাবধায়ক সভা বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র মিত্র, মহেশচন্দ্র চৌধুরী এবং আর ৭ জনের নামে ২৪ পরগণার দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে এতৎসংক্রান্ত যে প্রেরিত পত্র আইসে তাহা দেখি

য়াই আমরা অনুমান করিয়াছিলাম এই অভিযোগ হইবে।

অযোধ্যার জমীদারেরা নিজ নিজ জমীদারীর উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ লইতেন, সর জর্জ্জ কুপরের অনুরোধে লার্ড নর্থব্রুক উহার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, ঐ ঋণ তিন বৎসরের মধ্যে দিতে হইত এক্ষণে নিয়ম হইতেছে, কূপ, পুষ্করিণী ও বাঁধ প্রভৃতির জন্য যে ঋণ করা হইবে তাহা ছয় বৎসর এবং পতিত বা জঙ্গল ভূমি আবাদ করিবার জন্য যদি ঋণ লওয়া হয় তাহা ১২ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিলেই হইবে।

২৮ এ জুন পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৯৬ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৭০ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ২৩ জনের ওলাউঠায় মৃত্যু হয়।

গত শনিবার চুচুড়ার গির্জ্জাঘাটে এক ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিল, এমন সময় একটী কুম্ভীর আসিয়া উহাকে লইয়া যায়। স্নান করিতে করিতে ঐ ব্যক্তি হঠাৎ ডুবিয়া যাওয়াতে সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন গঙ্গার মধ্যস্থলে দুই একবার ঐ ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিল। তৎপরে আর দেখা গেল না।

২৮ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩৯৭৮৫০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৩৯৫৪৬০ টাকা আয় হয়।

২৬ এ আষাঢ় বুধবার।

আজি বেলা ২ টার সময়ে এ অঞ্চলে যে প্রকার বৃষ্টি হইল, তাহাতে বোধ হইতেছে। বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। বায়ু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বৃষ্টিরও জোর হইয়াছে। আজি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আকাশের ভাব দেখিয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল, বুঝি দেবরাজ পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণের ন্যায় এদেশে ভারতবর্ষের কথা ভুলিয়া গেলেন।

রঙ্গপুরের [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, জি, [illegible] রঙ্গপুর জেলার যে রিপোর্ট করিয়াছেন, উহার এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সময়ে এবিষয়ের আন্দোলন করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমরশায়িনী নামে একখানি উপাখ্যান এ সপ্তাহে আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মিত্র ইহার প্রণেতা। অবসর ক্রমে ইহার প্রতি পদ্যে ও গুণ দোষাদির বিষয় পাঠকগণের গোচর করি, আমাদিগের এরূপে ইচ্ছা আছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের সীমাস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, রুশীয়া যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমীরকে হিরাটের দুর্গটী ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা খিবা অধিকার করাতে তত্রত্য প্রজাগণ রুশীয়দিগের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছেন। এমন কি তাহারা উহাদিগের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। উক্ত সংবাদদাতা আরো লিখিয়াছেন, সর্দ্দার আবদুল রহমন খাঁ এবং শানাওয়াজ খাঁ এক্ষণে রুশীয় সেনা দলে রহিয়াছেন। তাঁহারা হিরাট এবং সমুদায় আফগানিস্থান অধিকার বিষয়ে রুশীয়কে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমীর যদি হিরাট ছাড়িয়া না দেন, তাঁহাকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে। আমীর বলিয়াছেন তিনি এ বিষয় ইংরাজদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে রুশীয়ার এই বাক্যের উত্তর দিবেন। শুনা যাইতেছে, আবদুল রহমন আমীরের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন।

পায়োনিয়র বলেন কোটা রাজ্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া উঠিয়াছে। তত্রত্য রাজা সমুদায় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল সুরা ও বেশ্যাতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গবর্ণর জেনরলের রাজপুতনাস্থ এজেণ্টকে উক্ত রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট করিতে বলা হইয়াছে। এক বিলাসিতাই এদেশের সর্ব্বনাসের হেতু হইয়াছে।

গত জুন মাসে কলিকাতায় ১৮৭২ অব্দ অপেক্ষা ৩৩৪৩৪৩ কম টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে কিন্তু ১৮৩২৮৬০ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। তুলা গনিব্যাগ কাপড় চামড়া অহিফেন পোস্তদানা এবং রেসম এই সকল দ্রব্য অধিক; কিন্তু চাউল এবং পাট কম রপ্তানী হইয়াছে।

লবণের মাসুল ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯৭৯৩ টাকা অধিক শুল্ক আদায় হইয়াছে, কিন্তু কেবল বাণিজ্য দ্রব্যের ৭৭৭৫৪ টাকা কম শুল্ক সংগৃহীত হইয়াছে।

অন্যূন ১৫০ টাকা বেতন ভোগী কতজন হিন্দু ও কতজন মুসলমান ভারতবর্ষে ১৮৬৭ হইতে ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহার এক তালিকা চাহিয়াছেন। বিলাত পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ গড়াইয়াছে সন্দেহ নাই।

বিলিলিয়স নামক একজন ইহুদী নদীয়ার একজন জমীদারের ৪০ হাজার টাকা ঠকাইয়া লইয়াছিল বলিয়া তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর মেয়াদ ও ১ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। তুলসীদাস দত্ত নামক একব্যক্তি এই প্রতারণার সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া তাহার এক বৎসর কারাবাস ও ৫০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। মহীসুরের রাজ পরিবারের একজন ইহাতে লিপ্ত থাকাতে জাল অপরাধে সেসিয়নে অর্পিত হইয়াছে।

২৭ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

শুনা যাইতেছে এবার সিমলায় গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতেছে না। যে দুই একজন এতদ্দেশীয় রাজা উক্ত সভার সভ্য তাঁহারা উপস্থিত নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, এদেশীয়দিগকে অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করা লার্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রেত নহে। পায়োনিয়র বলেন লার্ড নর্থব্রুক সিমলা হইতে প্রত্যাগমন কালে লক্ষ্ণৌ দর্শন করিয়া আসিবেন।

আর ডি, কক্রেল সাহেব ২৪ পরগণা ও হুগলীর অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ এবং ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইন অনুসারী

মকদ্দমার বিচারার্থ কলিকাতার একজন জজ হইয়াছেন।

ঢাকার ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ বাবু মোহিনীমোহন সোম যৎকালে উক্ত পদে ছিলেন তখন রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন লার্ড নর্থব্রুক আজ্ঞা দিয়াছেন, তিনি জীবনাবধি এই উপাধি ভোগ করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের যে দুটী স্থানে সৈন্যদিগের শিক্ষা শিবির হইবে তাহা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। পিয়নিয়র বলেন, একটী আলাহাবাদের ৭০। ৮০ মাইল দূরে ব্যাণ্ডা রোডে এবং আর একটী ফতেপুরে হইবে। এ নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট না কি লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিয়াছেন। আজি কালি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের এই আর একটী নূতন ব্যয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণ রাজস্বের মিতব্যয়ে সমর্থ হইতেছেন না বলিয়া ফসেট সাহেব ভবিষ্যতে আরো স্থানীয় কর বৃদ্ধির যে আশঙ্কা করিয়াছেন, এই সকল কার্য্য দ্বারা সে আশঙ্কা দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

৫ ই জুলাই পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের প্রায় তাবৎ স্থানে এক প্রকার বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আরো বৃষ্টির প্রয়োজন। নদীয়া জল পাইগুড়ি দার্জিলিঙ ত্রিহুত মুঙ্গের ভাগলপুর এবং সাওতাল পরগণায় পঙ্গপাল আসিয়া কতক ক্ষতি করিয়াছে। পাটনা পুরী ছোট নাগপুর এবং আসামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কমে নাই। গোয়াল পাড়ায় এক দিবসে দুই বার ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

২৮ এ আষাঢ় শুক্রবার।

"কাণ লইয়া গেল কাকে, এই কথা শুনিয়া কাণে হাত দিয়া না দেখিয়া কাকের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যাওয়া" এই যে প্রবাদ বাক্য আছে রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ প্রদৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার একটী নূতন উদাহরণ স্থল হইয়াছেন। আমরা কি লিখিয়াছিলাম, তাহা না দেখিয়া তিনি লোক মুখে শুনিয়াই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজার ধর্ম্ম বিষয়ক মতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার কোন নূতন মত দৃষ্ট হয় নাই। বেদান্ত সূত্রকার ও শঙ্করাচার্য্যের মতই তাঁহার মত। তাহাতে তাঁহার চাতুরী বা প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা কি। যদি কিছু থাকে, ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্য্যের আছে।

ইউরোপীয় সংবাদ পত্রসমূহ পারস্যের সাহার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কৌতুকাবহ বিষয় লিখিতেছেন। তাঁহারা বলেন, ইনি মনে করেন তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজা পৃথিবীতে নাই। তিনি ইউরোপে যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ইংলণ্ড ও রুশীয়া তাহাকে যে এত সম্মান করিতেছেন, সে কেবল ভয়ের জন্য ভাল বাসেন বলিয়া নয়। উক্ত সংবাদ পত্রের এক খানিতে বার্লিনের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পারস্যের সাহা এমনি ম্লেচ্ছ ও অসভ্য যে জর্ম্মণির রাজ সভা হইতে উঠিয়া গেলে সকলেই সন্তুষ্ট হন। এক দিবস তিনি নাট্যশালায় বসিয়া বিছানার উপর থুথু ফেলেন, পরে অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, পরে আবার পশ্চাদ্দেশে উত্তমরূপে সুশোভিত এক আসনে থুথু ফেলেন। রাজ্ঞী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় তিনি তাঁহার স্কন্ধ দেশে স্বীয় সুবৃহৎ হস্ত প্রদান করিয়া বসিতে অনুরোধ করেন। চামচের পরিবর্ত্তে হাত দিয়া আহার সামগ্রী ভক্ষণ করেন এবং প্রতিদিন রাজ বাটীতে এক একটী মেষ মারিতেছেন। ইঁহারা বলেন সাহা একটী বন্য বরাহ মাত্র, ইহার ন্যায় অসভ্য আর নাই।

২৯ এ আষাঢ় শনিবার।

মুরশিদাবাদ পত্রিকা বলেন আজিমগঞ্জের হরিপ্রসাদ পণ্ডিতের বাটীর জল নির্গমের পথ বন্ধ হওয়াতে তিনি নালিশ করেন। আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ঐ নালিশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বোধ হয়, আমাদিগের গ্রামের মন্ত্রি মহাশয় সেখানে গিয়া বিপক্ষ পক্ষের পরামর্শ দাতা হইয়া থাকিবেন, তাহাতেই পণ্ডিতের নালিশ অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বালারঞ্জিকা এদেশের পুনর্ব্বিবাহের দোষ কীর্ত্তনার্থ একটী দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয় লইয়া এত আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। সকলেই যদি আপন আপন বাটীতে উহা রহিত করেন, প্রথাটি সহজে উন্মূলিত হয়। এখন সহৃদয় ব্যক্তিরা এসকল বিষয়ে লেখা দেখিতে চান না, কাজ দেখিতে চান।

দেশ হিতৈষিণী গ্রাহকগণের প্রতি দোষারোপ করিয়া কিছু আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় নিজের দোষ সংশোধন করিতে পারিলে এরূপ আক্ষেপ করিতে হয় না।

চন্দ্রিকা বলেন নদীয়া জেলার বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ হইবার কারণ কি? রাধিকাপ্রসন্ন বাবু ত বেশ উপযুক্ত লোক।

মুরসিদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "যাঁহারা জেলার উচ্চ আদালতে ওকালতী করেন, তাঁহাদিগকে বার্ষিক ২৫ টাকা এবং মুনসেফ আদালতের উকীলগণকে বার্ষিক ৫ টাকা করিয়া টাক্স দিতে হইত। অত্রত্য সদর মুন্সেফি আদালতের উকীলগণ ঐ একশ দিয়া এ কাল পর্য্যন্ত ছোট আদালতে ওকালতী কার্য্য করিতেছিলেন, এ বৎসর এই আদেশ হইয়াছে যে মুন্সেফ আদালতের যে সকল উকীল ছোট আদালতে ওকালতী করিবেন তাঁহাদিগকে বার্ষিক ২৫ টাকা করিয়া ফী দিতে হইবে। যে সকল উকীলের ৫ টাকা দেওয়া ভার তাঁহাদিগেরই বিপদ।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, সাজিহানপুরের নিকটস্থ অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের প্রায় এক ক্রোশ রাস্তা বৃষ্টিতে ভাসিয়া গিয়াছে। এদিকে অনেক স্থানে বৃষ্টির অভাবে কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে।

বরদার গুইকুমার এইবার গোলযোগে পড়িলেন দেখা যাইতেছে। তত্রত্য রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেরি সাহেব বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে বরদার অভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না অগ্রে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

আগ্রা আকবর বলেন, তাজমহলে যে উৎকৃষ্ট প্রস্তরময় চৌবাচ্চা ছিল, তত্রত্য ইউরোপীয় মালী ফুল গাছ রোপণ করিবার জন্য সেটী মাটী দিয়া পুরাইয়া ফেলিয়াছে। এটী ভাল কাজ হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ ব্যবহারের নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

ইংলিসমান শ্রবণ করিয়াছেন, নইনিতালের লালা মতিরাম সাহা বলধুতী নদী হইতে আলমোরা নগরে জল আনিবার জন্য মাটীর পাইপ ক্রয় করণার্থ ১৫০০০ টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি এই সকল পাইপের সংস্কার ভার লন, তিনি এই টাকা দিবেন। উক্ত নগরবাসীদিগের অত্যন্ত জল কষ্ট, উহাদিগকে বহুদূর হইতে জল আনিতে হয়। এমন অবস্থায় লালার এ দান আগ্রহসহকারে গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।

যোধপুরের রাজার সহিত রাজ পুত্রগণের যে বিবাদ হইতেছিল, পলিটিকাল এজেণ্ট তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, হাইদ্রাবাদ অঞ্চলে একটী অদ্ভুত মনুষ্য আসিয়াছে, সে ৭ ফীট ৪ ইঞ্চ উচ্চ। এই অদ্ভুত আকার দেখাইয়া সে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। লোকে এক পয়সা করিয়া দিয়া তাহাকে দেখিতে আসিতেছে। কলিকাতায়ও এক বার এইরূপ একজন দীর্ঘকায় মনুষ্য আসিয়াছিল।

শুনা গেল হাইকোর্টের উকীল বাবু ভগবতীচরণ ঘোষের পুত্র ইংলণ্ডে যাইতেছেন। ভগবতী বাবু সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার অনুমতি লইয়া পুত্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইতেছেন। কি নিষ্ঠা।

হাইকোর্টে আর একজন এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্ত করিবার কথা হওয়াতে প্রধানতম বিচারপতি আপত্তি করেন, লার্ড নর্থক্রক সে আপত্তি না শুনাতে হাইকোর্ট এই পদের জন্য দুইজন দেশীয় উপযুক্ত উকীলের নাম পাঠাইয়াছেন। এটী লার্ড নর্থক্রকের সদৃশ লোকের উচিত কাজই হইয়াছে।

ইউরোপ আমেরিকা এবং চীন দেশে ৩৪২ জন জাপান দেশীয় যুবক অধ্যয়ন করিতেছেন।

বাঙ্গলোরে ১২৫ বৎসর বয়স্ক একজন মুসলমান আছে, তাহার আর কেহ নাই, নিজেরও খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই। সে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ আবেদন করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টও সাহায্য দানে সম্মত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের একাজ উত্তম হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, আত্রোরা নগর হইতে কয়েকজন আফগানি একজন এদেশীয়ের সাত ও দশবৎসরের দুটী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। উহাদের পিতা অনেক অনুনয় বিনয় করাতে উহারা বলে ১২০০ টাকা দিলে তাহারা কন্যা দুটীকে প্রত্যর্পণ করিতে পারে। পিতা ৬০০ টাকা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন। আফগানেরাও ইহাতে সম্মত আছে। সে ব্যক্তি এক্ষণে লাহোরে ভিক্ষা করিয়া ঐ টাকা সংগ্রহ করিতেছে। ৩০০ টাকা উঠিয়াছে। এ ত মন্দ ব্যবসায় নয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

৪	টাকা	সিক্কা	১০৪৸—১৪৸৶
৪		কোং	১০৪৸৶০—১০৫
৪॥		”	১০৭॥০
৪॥		”	১০৬৸০
৪॥		”	১০৬৸০
৫॥			১১১।৶০—১১১॥০

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই জুলাই। কমন্স বাটীতে আয়ার লণ্ডের ও ইংলণ্ডের সিবিল সর্ব্বেণ্টদিগের বেতনের সমতা বিধানের যে প্রস্তাব হয়, উহা ১৩০ জনের মতে ও ১১৭ জনের অমতে মঞ্জুর হইয়াছে।

পারস্যের সাহা গত কল্য ব্যারন রিউটারকে বিদায় দিয়াছেন এবং পবলিক ওয়ার্ক সকলের সমাধা পক্ষে তাঁহাকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

পারস্যের টিহারণ ও রেস্তের মধ্যে ৫০ মাইল সর্ব্বে করা হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা জুলাই। কমন্স বাটীতে লার্ড এনফিলড মিয়াল সাহেবকে বলিয়াছেন বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধির সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্টের সহিত ফান্সের সর্ব্বদা পত্র লেখা লিখি হইতেছে।

স্কটলণ্ডের খনি খোদকেরা শীঘ্র ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

লণ্ডন ৫ ই জুলাই। অদ্য রাত্রিতে কমন্স বাটীতে ফসেট সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণ রাজস্বের মিতব্যয়ে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি আশঙ্কা করিয়াছেন ভবিষ্যতে স্থানীয় কর সকল আরো বৃদ্ধি হইবে।

পারস্যের সাহা নাইট কম্পানিয়ম হইয়াছেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে ১০ হাজার টাকা মূল্যের হীরক মণ্ডিত ব্যাজ (সম্মান চিহ্ন বিশেষ) উপহার দিয়াছেন।

সভাপতি গ্রাণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, ১৮৭৬ অব্দে ফিলাডেলফিয়াতে একটী জাতি সাধারণ প্রদর্শন খুলবেন।

লণ্ডন ৭ ই জুলাই। শনিবার পারস্যের সাহের ইংলণ্ড ভ্রমণ শেষ হইয়াছে। তিনি গত কল্য পারিসে উপনীত হইয়াছেন।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ৫ই জুলাই। খিবার খাঁ সেনাপতি কফমানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। গত জুন মাসে গ্রেট ব্রিটন হইতে ১৯৪৬০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে ৩১৪৮০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। গত কল্য আলডার শটে রুশীয় রাজ্ঞীর সম্মানার্থ সৈন্যদিগের কাওয়াজ হইয়া গিয়াছে।

পারিস ৮ ই জুলাই। পারস্যের সাহার গমন জন্য জাতিসাধারণ সভা শুক্রবার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। রালফক ও ফাসনাক এই উভয়ে একটী দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, উভয়েই আহত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১ লা জুলাই। শ্রীযুক্ত আর, ভি ককেরেল

সাহেব ২৪ পরগণা ও হুগলীর প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

৫ ই জুলাই। রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীকুমার ঘোষ বীরভূমে বদলী হইলেন।

নিম্ন লিখিত স্থান সকলের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-ভদ্রক

" অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ—জগৎসিংহপুর।

" রামচন্দ্র নাথ—কেন্দ্রাপাড়া।

" অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী—আজিপুর।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এচ, এম গন্ সাহেব—খুর্দ্দা।

শ্রীযুক্ত টি, টি এলেন সাহেব কিছুদিনের জন্য পাটনার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

নিম্নলিখিত সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র বসু—নাটোর।

" ব্রজমোহন রায়—সিরাজগঞ্জ।

" শশিশেখর দত্ত জঙ্গপুর।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জি, এস, পাক সাহেব হিল পোলিটিকাল এজেন্টের কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে নিজ কর্ম্ম ভিন্ন এই কার্য্য করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এচ, পেজ সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইয়া মানভূমে রহিলেন।

৮ই জুলাই। পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নন্দকিশোর দাস কিছু দিনের নিমিত্ত কটকে বদলী হইলেন।

বীরভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, এস মোর্সলি নদীয়াতে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, পি, গ্রাণ্ট কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

জে, এফ, নিডাম সাহেব নদীয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৩রা জুলাই। বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল ঢাকার তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

৫ই জুলাই। বুন্দাবন দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ মৌলবী ওমীজউদ্দীন আহাম্মদ প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র—মেদনীপুর।

" মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—জগন্নাথদীঘী।

" কানাইলাল মুখোপাধ্যায়—চুয়াডাঙ্গা।

" জগদ্বন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় কালীগঞ্জ

বাবু কৃষ্ণনাথ রায় আলীপুরের তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার পূর্ব্ব বর্দ্ধমানে একজন তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাসীরামের একজন তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কালীকুমার বসু হাজারির একজন তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি বঙ্গদেশীয়
গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র
সেক্রেটারি।

—•◎•—

আমাদিগের ঘাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

প্রজা-বিদ্রোহ।

১। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অরাজককাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় নয় দশ ফেরাজী প্রভৃতি জাতীয় হাজার প্রজা জমীদারদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। অনেক স্থান হইতে এতৎ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার হৃদয়বিদারক ঘটনা আমাদিগের শ্রুতি প্রবিষ্ট হইতেছে। আমরা ইহার কয়েকটী পাঠকগণকে জানাইতেছি।

গত ২৯এ জ্যৈষ্ঠ পাবনা জেলার অন্তঃপাতী দাদুড়িয়া গ্রামে প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হইয়া বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে পরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত দাদুড়িয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী মাণিকৈড় পাকুড়িয়া প্রভৃতি ৭।৮ খানি গ্রাম লুঠ করিয়াছে। এই লুণ্ঠন কার্য্যে একজন প্রায় মৃত ও তিনজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ প্রদেশে চারি পাঁচ শত দুর্দ্দান্ত প্রজা একত্র দলবদ্ধ হইয়া ভদ্রলোকদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছে। কুলকামিনীগণের সতীত্ব হরণ, দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করণ প্রভৃতি ইহাদিগের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য। ইহারা প্রথমে স্থানীয় লোকদিগকে আপনাদিগের দলভুক্ত করিতে নানা প্রকার চেষ্টা করে। যদি কেহ সাধুতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের প্রস্তাবে অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে না।

পাবনার অন্তঃপাতী মঙ্গলা প্রভৃতি স্থানের প্রজাগণও এই প্রকার দলবদ্ধ হইয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। গত ১লা আষাঢ় সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত শোণাতলার প্রায় একশত প্রজা দলবদ্ধ হইয়া গ্রামবাসিগণের গৃহাদি লুণ্ঠন করিয়াছে। উল্লাপাড়া প্রভৃতি স্থানেও এই ঘটনা হয়, গোপালনগরে ৫০।৬০ জন প্রজা সমবেত হইয়া গ্রামের গৃহাদি লুণ্ঠন পূর্ব্বক ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমেই এই পরস্বাপহারক দস্যুদিগের দলপুষ্ট হইতেছে। এক গ্রাম হইতে ৪০।৫০ জন বাহির হইয়া কোন প্রান্তরে শিঙ্গাধ্বনি করিতে থাকে; অমনি ৩।৪ হাজার লোক তাহাদিগের অনুগত হয়। পুলিষের চক্ষের উপর এই লোম হর্ষণ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে, তথাপি কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, এটী নিতান্ত বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই, প্রজাদিগের এ প্রকার দৌরাত্ম্য আর কখনও আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই। এই অরাজকতানিবন্ধন ভদ্রলোকের ধন প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অসূর্য্য স্পশ্যা কামিনীগণের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার হইয়াছে, তাহা শুনিলে বোধ হয়, আমরা কোন মূর্খ ভাবাপন্ন অসভ্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়া নরক যাতনা অনুভব করিতেছি। অত্যাচার পীড়িত ব্যক্তিগণ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইতেছে না। আবেদন অগ্রাহ্য হইতেছে। সিরাজগঞ্জই এই বিদ্রোহিতার মূল স্থান। তত্রত্য আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট নলেন সাহেব জমীদারদিগের উপর নিতান্ত চটা। তিনি জমীদার বিদ্রোহী প্রজাদিগকে

উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হয়। এইরূপ জনরব প্রচরদ্রূপ হওয়াতে প্রজাদিগের প্রশ্রয় শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহারা সাধারণ্যে এক একখানি লিখিত কাগজ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা মহারাণীর ঘোষণা পত্র বলিয়া প্রচার করিয়া সমুদয় লোককে আপনাদিগের দল নিবিষ্ট করিতেছে। এ সময়ে নলেন সাহেব কিছুই করিতেছেন না; তিনি মুদ্রিত নয়নে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য !! সাধারণ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এটী কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক নয়?

সিরাজগঞ্জের মহকুমায় নহাটা স্থানের পাকড়াশী, কাশীপুরের বন্দ্যোপাধ্যায়, সরূপের শান্যাল, কলিকাতার বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির জমীদারী আছে। ইহাঁদিগের প্রায় সমুদয় জমীদারীতেই বিদ্রোহিতা সমুপস্থিত। অনেকে বলিতেছেন জমীদারগণ কর বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। জমীদার জমীর কর বৃদ্ধি করিতে পারেন; আইনে তাহাদিগকে এ ক্ষমতা দিয়াছে। জমীদার যেরূপ কর বর্দ্ধিত করিতে পারেন, অন্যায় হইলে প্রজাও সেইরূপ আইনানুসারে রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া তাহা রহিত করিতে পারে। কিন্তু যখন প্রজাগণ তাহা না করিয়া সাধারণের সম্পত্তি উৎসন্ন করিতেছে তখন কি গবর্ণমেণ্টের উদাসীন ভাব অবলম্বন করা বিধেয়? রাজ্যকামুক লার্ড ডেলহৌসী যেমন ছলে কৌশলে অযোধ্যা ঝান্সী প্রভৃতি ব্রিটিশরাজ্য ভুক্ত করিয়া অন্যায়পরতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুকাধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টও কি সেইরূপ জমীদারদিগকে দূরীভূত করিয়া দিবেন? জমীর খাজনা বৃদ্ধি সকলেই [illegible] থাকে। গবর্ণমেণ্টও এ দোষ [illegible] গোয়ালন্দের যে জমীর [illegible] ছিল, তাহা [illegible] তে বিঘা [illegible] জমীদার [illegible] কেন? এটী আমরা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ফলতঃ প্রস্তাবিত বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগ নিতান্ত কষ্টের হইতেছে। কোন কোন জমীদার প্রজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া নানা প্রকার বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হইলেও অর্থের সাহায্যে মুক্তি লাভ করেন এটী আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সকলেই যে এইরূপ প্রকৃতির লোক এটীতে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। জমীদার মাত্রেই পঞ্চদশ লুইর স্বভাবাক্রান্ত এরূপ নির্দ্দেশ করা মূঢ়তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই! রাজপুরুষদিগের অন্তঃকরণে এইরূপ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে নানা প্রকার অনিষ্টাপাত হয়। বর্ত্তমান প্রজাবিদ্রোহ ইহার অন্যতম উদাহরণ। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ সৃষ্টিছাড়া আইন কানন করিয়া জমীদার ও প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদনের যেরূপ মূল হইয়াছেন, স্নেহ সংস্থাপনের সেরূপ হেতুভূত হইতে পারেন নাই। যে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের অর্থদোহন করিয়া বহু দূরস্থ সম্বন্ধবিহীন জাঞ্জিবারের দাস বিক্রয় প্রথা রহিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট, ভারতবর্ষের ক্রোড়স্থ বঙ্গ ভূমিতে জেঙ্গিস খাঁ তৈমুর লঙ্গ প্রভৃতি কৃত ব্যাপারের যে অভিনয় হইতেছে, তাহাতে দৃক্‌পাতও করিতেছেন না। ভবিষ্যৎবংশীয়গণ এতন্নিবন্ধন ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।

আমরা শুনিলাম, পাবনার মাজিষ্ট্রেট নাকি পুলিষ সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। আগ্রহসহকারে প্রার্থনা করিতেছি প্রস্তাবিত অত্যাচার যেন শীঘ্রই তিরোহিত হয়। উপসংহার সময়ে জমীদারগণের প্রতি আমাদিগের সানুনয় বক্তব্য এই, তাঁহাদিগের সহিত প্রজাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একপক্ষ উৎপথগামী হইলে অন্যতর পক্ষের উভয় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট লাভ নাই। অতএব যাহাতে বিনা গোলযোগে উভয় দিক রক্ষা পায়, শীঘ্র শীঘ্র তাহার উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বথা বিধেয়।

মাণিকগঞ্জ গামী রাস্তার কার্য্য।

২। শিবালয় হইতে মাণিকগঞ্জে যে রাস্তা গিয়াছে তাহার কার্য্যকারকগণ এত দিন হাত পা গুটাইয়া ছিলেন। এক্ষণে বর্ষার জল আসাতে বাঁধ দ্বারা সেই জল রোধ করিয়া তাড়াতাড়ি পুল নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, এদিকে জলের অভাবে সমুদয় ধান্য নষ্ট হয় দেখিয়া সকলে বল পূর্ব্বক ওভারসিয়ারদিগের সাক্ষাতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল বাহির করিয়া দিয়াছে। "যেমন খোঁটা তেমনি মুগুর।"

গোয়ালন্দের জমী।

৩। গোয়ালন্দ রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট হইতে যে রাস্তা পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে। তাহার পার্শ্বস্থ জমিগুলিতে জমীদারদিগের সময়ে বিঘা প্রতি আট আনা কর নির্দ্ধারিত ছিল। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সেই জমী স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বিঘা প্রতি ১২০ টাকা কর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ব্রিটিশ জাতির আশ্চর্য্য উদারতা !!!

অদ্ভুত বিবাহ।

৪। কিছুদিন হইল একটী অদ্ভুত প্রকার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অত্রস্থ ব্রাহ্মণের প্রায় পঞ্চ চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্ত্রীবিয়োগ হয়। ইহার কতিপয় সন্তানের মধ্যে একটী নবম বর্ষীয়া বালিকা আছে। অন্য স্থানে ষষ্টিবর্ষীয় একটী বৃদ্ধেরও একটী একাদশ বর্ষীয়া দুহিতা আছে, কিন্তু ভাগ্য দোষে তিনিও গৃহশূন্য। এক্ষণে উভয়ে কন্যা পরিবর্ত্তন করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। নবমবর্ষীয়া কন্যা ষষ্টিবর্ষীয় বরের প্রণয়িনী হইলেন !!! এত বিলম্বে সম্প্রদান করা হইল কেন? ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গর্ভ স্পর্শ পূর্ব্বক "তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বলিয়া দান করিলেই হইত। স্থানীয় লোকে এই বিবাহ ভঙ্গ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পিতা বিবাহ কামুক হইয়া ঋতুমতি বালিকাটীকে অতল জলে বিসর্জ্জন দিলেন। হিন্দু সমাজের মুখে ফুলচন্দন দেওয়া কর্ত্তব্য !!!

আমাদিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

পূর্ব্বে এস্থানে প্রায় চুরি ও জুয়াচুরি প্রভৃতি ছিল না, এখানকার আদিমবাসীরা অতি সরলহৃদয় ও লোকের মনোবেদনা জনক বাক্য প্রয়োগ বা কাহারও প্রতি অত্যাচার করা ইহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাহারা অতিশয় নিরীহ ও অতিথি সৎকার প্রিয়। এখন সে ভাব দিন দিন লোপ পাইতেছে। অর্থ লালসা তাহাদিগের মনে ক্রমশঃ এমনই প্রবল হইতেছে যে, অর্থের নিমিত্ত এখন তাহারা কোন কুকার্য্যে পরাঙ্মুখ হয় না। আর কোন উন্নতি দেখিতে পাই না। বিদ্যা চর্চ্চা তাহাদিগের হৃদয়ে আজিও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল ধূর্ত্ততা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে।

সম্প্রতি এখানে একটী আশ্চর্য্য জুয়াচুরী হইয়াছে। নিম্নস্থ দেশবাসী এক ব্যক্তি এক জন বণিকের নিকট আসিয়া বলে “ আমি এক বাবুর ভৃত্য, আমার বাবু সাহেবের কর্ম্ম করেন ও তাঁহার বেতন ৩৫০ টাকা। তিনি সাহেবের সহিত সিমলা পর্ব্বতে আসিতেছেন ও আমাকে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য অগ্রে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তুমি আমাকে একটী থাকিবার বাটী দাও; আমার বাবু তাহা ভাড়া লইবেন ও তোমার নিকট সমুদয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবেন। ” বণিক তাহার কথায় প্রত্যয় করিয়া তাঁহাকে থাকিবার আশ্রয় স্থান দিয়া তাহার আহারাদির দ্রব্য সমুদয় প্রদান করেন। ৫। ৬ দিবস পরে বণিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার বাবু কোথায়? প্রত্যুত্তরে ভৃত্য বলিল তিনি এখনও আসেন নাই, দুই এক দিবসের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। পর দিবস ভৃত্য একটী সিন্দুক আনিয়া বণিকের বাটীতে রাখিল ও বলিল আমার বাবুর সামগ্রী আসিয়াছে; কিন্তু বণিকের ভৃত্যের কথায় সম্যক বিশ্বাস না হইয়া বরং সন্দেহ উপস্থিত হইল। বণিক পুলিসে সমাচার দিয়া জমাদার প্রভৃতি দ্বারা উক্ত বিষয়ের তদন্ত করিতে লাগিলেন। সিন্দুক খোলাতে দৃষ্ট হইল, যে সিন্দুক প্রস্তরে পরিপূর্ণ, এক্ষণে সে ভৃত্যরূপী প্রতারক বন্দী হইয়া বিচারালয়ে নীত হইয়াছে, কি দণ্ড হয় বলিতে পারি না। অধুনা সিমলা পাহাড়ে এইরূপ অবিশ্বাস ও প্রতারণার কার্য্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল এটী অতিশয় দুঃখের বিষয়।

জুন মাসে সিমলায় একজন অহিফেন সেবন দ্বারা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। উক্ত ব্যক্তি দরজির ব্যবসায় করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহার নাম মেদি-ও বয়স প্রায় ২২ বৎসর, ইহার চরিত্র মন্দ ছিল। উক্ত ব্যক্তি বেশ্যাসক্ত হইয়া বস্ত্রাদি সীবন দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ লইয়া নিজ অসদভিসন্ধি চরিতার্থকর কার্য্য সম্পাদন করিত। সিমলাকে দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের আগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার অনুচর সুরা প্রবল প্রতাপ সহকারে সিমলা শৈলে রাজত্ব করিতেছে। দরজি তাহার উপপত্নীর তিরস্কারে নির্ব্বিন্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

এবার সিমলায় গ্রীষ্মের প্রাবল্য অতিশয় অনুভূত হয়; কিন্তু এত দিনের পর তাহার অবসান হইতেছে। বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে জলকষ্টও দূরীভূত হইতে চলিল। এবার বৃষ্টি না হওয়াতে রোগের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে প্রায় ৩৫। ৪০ টী রোগী আছে। বসন্ত রোগের অনেক উপশম হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

জাতীয় সভা অসতী বিধবার বিষয়াধিকার সম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে যে বিলাত আপীল করিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহার বিবরণ সাধারণে জানিতে উৎসুক হইয়াছেন সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত বিবরণ আপনার পত্রে প্রকাশিত হইলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মধ্বত্রই পরিতৃপ্ত হইবেন।

বিলাত আপীলের নিমিত্ত সভা চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। প্রায় চারি সহস্র টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে—

শ্রীবর্দ্ধমানাধিপতি	৬০০
মহারাণী স্বর্ণময়ী	৫০০
রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	৫০০
রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব	১০০
বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০০
„ হীরালাল শীল	২০০
„ ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়	১০০
„ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০
„ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
„ কালীপ্রসন্ন ঘোষ	১০০

প্রদান করিয়াছেন।

আপনার সুযোগ্য পাঠকগণের সমীপে সভার সবিনয় প্রার্থনা এই, যে তাঁহারা অবস্থানুসারে এ বিষয়ে সাহায্যদান করিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করিবেন। যদি অর্থের অনাটনবশতঃ এই সদনুষ্ঠান নিষ্ফল হইয়া যায়, তাহা হইলে এই কার্য্যটী হিন্দু জাতির গৌরব পরিবর্ত্তে চিরস্মরণীয় কলঙ্করূপে পরিণত হইবে।

আপনি এই বিষয়ে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ও যেরূপ যত্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়সহকারে বারম্বার এই বিষয়ে হাইকোর্টের অধিকতর বিচারকের বিচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ যুক্তিশূন্য ও অসংখ্য সামাজিক অনিষ্টের মূলরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাতে আপনি যে আমাদের এই প্রার্থনার পোষকতা করিবেন একথা বলা দ্বিরুক্তি মাত্র।

কলিকাতা } শ্রীনবগোপাল মিত্র
১৭ ই আষাঢ় } শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিত
জাতীয় সভার সম্পাদক।

—:০:—

সৌভাগ্য ক্রমে মহামান্য শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ১৫ই রবিবার রঙ্গপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু জানকীবল্লভ সেন শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্রগীর গোস্বামী প্রভৃতি জমীদারগণ এবং শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্ররায় জুটিয়া মহাল নামক স্থানে একত্রিত হইয়াছিলেন। আশা সোটা, বল্লম, আড়ানী, ছাতা ও চামর প্রভৃ-

তির বিশদ জ্যোতিতে, পুষ্পমালা পরি শোভিত শ্রেণীবদ্ধ কদলীবৃক্ষে, মন্দবায়ু হিল্লোলে উড্ডীয়মান পতাকা মালায়, নানা বর্ণের রঙ্গিল ঝালরে আচ্ছাদিত পৃষ্ঠ আমারী ঘর শোভিত হস্তি শত এবং বলগা রোধ সহিষ্ণু বক্রগ্রীব অশ্বসকলের ইতস্ততঃ সঞ্চালনে সমবেত স্থানের বিশেষ শ্রী সম্পন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এসকল অপেক্ষা জমিদার মহাশয়গণের এবং অপর সাধারণ সকলের রাজভক্তি প্রকাশক উজ্জ্বল মুখশ্রীতে যে অভূতপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল তাহা নিতান্ত দর্শনীয়।

মহামান্য শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্নর বাহাদুর প্রায় ৫ টার সময় উল্লিখিত স্থানে উপস্থিত হইলে সকলে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করেন, তিনিও প্রসন্ন দৃষ্টিনিক্ষেপ ও প্রতি নমস্কার দ্বারা সকলের প্রতি দাক্ষিণ্য বিস্তার করিয়া জেলার অভিমুখে গমন করিলেন। জমিদার মহাশয়দের এবং অপর সাধারণ সকলের অভিলাষ ছিল যে গবর্নর বাহাদুর হস্তী আরোহণে গমন করেন এবং সকলে তাঁহার অনুগামী হইয়া রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত তাঁহাকে জেলায় আনয়ন করিয়া আপনাদিগকে সুখী বোধ করেন। জমিদার মহাশয়েরা তাঁহাদের এই মনোগত অভিলাষ লেপ্টেনণ্ট গবর্নর বাহাদুরকে জানাইবার জন্য জেলার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গ্লেজিয়ার সাহেবকে বলেন। আমরা গবর্নর বাহাদুরকে যেরূপ প্রজাবৎসল দেখিলাম, জানাইলে তিনি যে সকলের অনুরোধে হস্তী আরোহণে গমন করিতেন তাহাতে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় না হওয়ায় জমিদার মহাশয়দের ও সর্ব্বসাধারণের মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই।

সোমবারে লেপ্টেনণ্ট গবর্নর বাহাদুর ক্রমান্বয়ে জেল, ডিস্পেন্সরি, স্পেশিয়াল ডেপুটী কালেক্টরের কৃত কার্য্য, স্কুল, মাজিষ্ট্রেটের কাছারী, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচার দেখেন। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের বিচার প্রণালী দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। হরিশ বাবু যেরূপ সুচতুর ও কার্য্যদক্ষ লোক তাহাতে তিনি অবশ্য প্রশংসা পাওয়ার পাত্র।

তিনটার পর জেলাস্থ জমিদার মহাশয়গণের সহিত গবর্নর বাহাদুর সাক্ষাৎ করেন। জেলার প্রায় সমুদায় জমীদার মহাশয়ই উপস্থিত ছিলেন। কেবল বামনডাঙ্গার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরি ও টেপার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু তারামোহন রায় চৌধুরি প্রভৃতি ৪।৫ জন অনুপস্থিত জমিদারের মধ্যে নবীন বাবু বুদ্ধির কি ভাগ্যের কাহার দোষে বলিতে পারি না অসময়ে উপস্থিত হওয়ায় গবর্নর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে শিশুপালের ন্যায় ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রতিগমন করিতে হইয়াছিল। যে সকল জমিদার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে জেলার শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু জগদিন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরি মহাশয় আপন পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞেয়েন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরিকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্নর বাহাদুর প্রশংসিত বাবুর সহিত স্থান সম্বন্ধে, কৃষি সম্বন্ধে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করেন এবং তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট করাইয়া প্রীতি প্রকাশের চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তুষভাণ্ডারের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন রায়চৌধুরি মহাশয়ের সহিত ও বাহার বন্দরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের সহিতও সন্তোষের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। অন্যান্য জমিদারদিগের সহিত প্রথম দর্শন যোগ্য সম্ভাষণ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ আলাপ করেন নাই।

মঙ্গলবার প্রত্যুষে গবর্নর বাহাদুর এখা হইতে রওয়ানা হইয়া পানিয়ালের ঘাটে নৌকারোহণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু জগদিন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি মহাশয় সেখানেও যথোচিত রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জুড়ীগাড়ী দ্বারা শ্রীযুতকে ঘাট পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেন। কালীগঞ্জ আউট্‌পোষ্ট হইতে পানিয়ালের ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কদলী বৃক্ষ ও পতাকামালাদ্বারা সুশোভিত করেন। শ্রীযুত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে সম্মানসূচক তোপধ্বনি, শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান নারীজনগণের হুলুধ্বনি এবং আসা সোটা আড়ানী ও অশ্বারোহী গজারোহী দ্বারা তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয়। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবারজন্য বাবু মহাশয়ের দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু জাহ্নবীকান্ত মল্লিক ও মুনসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজদুলাল রায় মহাশয় দ্বয় নিযুক্ত হন। তাঁহারাও বিশেষ দক্ষতার সহিত আদিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। জগৎ বাবুর রাজভক্তি দর্শনে গবর্নর বাহাদুর নিতান্ত প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং দেওয়ান ও মুনসীকেও সাদর সম্ভাষণে বিদায় করিয়াছিলেন।

অত্রত্য সর্ব্বসাধারণ বিশেষতঃ ভূমাধিকারিগণ শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্নর বাহাদুরের ধীরতা, অমায়িকতা ও সদাশয়তা দর্শনে যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছেন। কৃষি কার্য্যে সম্বন্ধে তাঁহার যার পর নাই উৎসাহ দৃষ্টি গোচর হইল। আমরা বোধ করি তিনি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সুস্থ শরীরে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে দুঃখিত বঙ্গভূমির যার পর নাই উন্নতি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

২২ এ আষাঢ় ১২৮০ } একজন রঙ্গপুরবাসী।

—:০:—

আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হইতে চলিল, কোথাও বৃষ্টি নাই, সূর্য্যের উত্তাপ এত প্রখর হইয়াছে যে বেলা ৮ ঘটিকার পর গৃহের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যদিও মধ্যে মধ্যে অত্যল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার কিছুই হইতেছে না বরং গ্রীষ্মই বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবী নীরস ও শুষ্ক এমন কি এক হস্ত পরিমিত মৃত্তিকাতেও জল প্রবেশ করে নাই; সুতরাং কৃষিকার্য্যেরও সুবিধা নাই। আমরা কি পাপ পঙ্কেই নিমগ্ন হইয়াছি যে, প্রতি বর্ষেই বৃষ্টির জন্য হাহাকার শব্দ চতুর্দ্দিক হইতে শ্রুত হইতেছে। যেমন রাজ নিয়ম সকল দিন দিন

পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ঈশ্বর কি সেইরূপ স্বভাবেরও দিন দিন পরিবর্ত্তন করিতেছেন? বঙ্গদেশ নানা প্রকারে উচ্ছন্ন গেল।

আমরা এখান হইতে প্রায় ৩। ৪ মাইল পর্য্যন্ত বেড়াইতে গিয়া থাকি এবং দেখিতে পাই যে, পাবলিক রোডের উভয় পার্শ্বস্থ অধিকাংশ ভূমি পতিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ এখানকার লোকে কৃষিকার্য্য বড় ভাল বাসে না মজুরি করিয়া প্রতিদিন দুই কিম্বা তিন আনা পাইলেই সন্তুষ্ট হয়, সুতরাং কৃষি কার্য্যের উপর বিশেষ যত্ন নাই। কিন্তু এখানকার সমস্ত ভূমিই প্রতি বর্ষে বর্ষাকালে জলে নিমগ্ন থাকে। ঐ জল শুষ্ক হইলে ভূমি এত উর্ব্বরা হয় যে, উপযুক্ত কৃষক থাকিলে তাহাতে প্রচুর ফললাভের সম্ভাবনা আছে। অতএব গবর্নমেণ্টের নিকট আমাদের এই মাত্র প্রার্থনা যে, তাঁহারা পূর্ণিয়া জেলাস্থ পতিত ভূমি সমস্তের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া যাহাতে ঐ সকল পতিত ভূমি উদ্ধৃত ও কৃষিকার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোনিবেশ করেন। যদিও আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর কাম্বেল সাহেব দার্জিলিঙ পাহাড়ে যাইবার সময় পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঔষ্ম্যাতিশয় প্রযুক্ত কত দিনে পাহাড়ে গিয়া পৌঁছিবেন, সেই চিন্তাতেই তিনি নিতান্ত অস্থির ছিলেন; নচেৎ তিনি যেরূপ বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ শাসনকর্ত্তা ঐ সকল পতিত ভূমি অবশ্যই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, যে পূর্ণিয়াস্থ গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিসের একজন কর্ম্মচারী এক খানি ছুরিকা দ্বারা হত্যা হইয়াছে। ইহার কারণ কেহই অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, যে এখানকার পুলিষের একজন হেড কনষ্টেবল পাবলিকওয়ার্ক বিভাগের কতকগুলি ইষ্টক বিনা অনুমতিতে ডাক বাঙ্গালা হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

কারগোলা }
৩ রা জুলাই ১৮৭৩ }

—০:০—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৪ ঠা জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৫	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	৫	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৫	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৬	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৭	

সন ১৮৭৩ সালের ৭ ই জুলাই বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৬	৪॥

বহরমপুর ৭ ই জুলাই ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—০০—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১০
" " যজ্ঞেশ্বর দাস—বন্দেল খণ্ড ৫॥০
" রায় মেঘরাজ কোটারি বাহাদুর মুরসিদাবাদ ১০
" " শিবচন্দ্র সরকার—কীর্ণাহার ১০
" " চন্দ্রকিশোর সেন—কলিকাতা ১০
" " গুরুদাস মল্লিক—কলিকাতা ১০
" " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৫॥০
" " উমেশচন্দ্র দেব—হরিনাভি ৫॥০
" " ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান—দোরো ১০
" " হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কলিকাতা ১০
" " যদুলাল মল্লিক—পাথুরেঘাটা ১০
শ্রীমতী হরসুন্দরী দাসী জোড়াসাঁকো ৫॥০
" " কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার ১০

—০:০—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টারি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ৭ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ২১ এ জুলাই।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

—

আগামী ৭ ই শ্রাবণ সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় অত্রস্থ শ্রীযুক্ত দেবিদাস বাবুর নূতন বাটীতে রাজসাহী সভার সাম্বৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবেক। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির প্রস্তাব হইবে।

১। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠানন্তর আগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সভ্য নিয়োগ।

২। সভার নিয়মাবলী সমালোচনপূর্ব্বক আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ।

৩। পথকরের দ্বিতীয় ফারমের লিখিত প্রজার অংশ পরিত্যাগ করার জন্য, গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৪। পথকরের ভূম্যধিকারীর অংশ যাহার যাহা দেয় তাহাই তাহার নিকট লইবার এবং তৌজির নম্বর অনুসারে এজমালি দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৫। অল্প মূল্যের বাঙ্গলা সংবাদপত্র এক খান প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য প্রদান।

৬। বোয়ালিয়া হাইস্কুলকে কলেজ করিবার চেষ্টা করিতে এই জেলাস্থ প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচনা করিয়া উক্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সভায় যদি কোন ব্যক্তির প্রস্তাব করিবার অথবা উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করাইবেন। পৃথক পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী জেলাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

বোয়ালিয়া রাজসাহী
সভার কার্য্যালয়
২৪ এ জুন। ১৮৭৩ } শ্রীরাজকুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক

—

সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০।৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিষয় সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আব শ্যকীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে প্রকটিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২॥০ টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

—:—

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ ⁄০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১॥০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২॥০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯॥
১৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১।

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য ১ ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ॥

—০—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস আফিস ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—•◎•—

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস
অব ডিজীজ
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা. মূল্য ৬ ডাকমাসুল ॥০ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২) ডাকমাসুল ।৵০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী. এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।৵০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ॥৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ⁄১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—•◎•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাসুল ।৴০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই য়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷৷, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার চন্দু
চষ্টেন কালিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

৭ ই শ্রাবণ সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, ব্যভিচারিণী হিন্দু বিধবার ধনাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিবার যে প্রস্তাব হইতেছে, মাহীগঞ্জের শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী তাহার সাহায্যার্থ আমাদিগের নিকটে ২৫ টাকার অর্দ্ধনোট পাঠাইয়াছেন। অপর অর্দ্ধ নোট হস্তগত হইলে উহা যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

—০—

পাবনার প্রজাবিদ্রোহের ত শান্তি হইল। প্রজাদিগকে জমীদারকে কর দিতে হইবে, জমীদারও কর পাইবেন। মধ্য হইতে কতগুলি লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তাহাদিগের ক্ষতি পূরণ কে করে? আমরা বলি পাবনার পুলিস ও মাজিষ্ট্রেট ক্ষতি পূরণ করুন। তাঁহাদিগের দোষেই এতদূর ঘটিয়াছে। তাঁহারা যদি প্রথম উদ্যমেই ইহার নিবারণ চেষ্টা পাইতেন, এত অনিষ্ট হইত না। ক্ষতি পূরণ করিতে হইলে তাঁহাদিগের আলস্যের সমুচিত দণ্ড হইবে। ক্ষতিপূরণরূপ দণ্ডের কিছু অধিক ভাগ মাজিষ্ট্রেটের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা উচিত। তাঁহার কেবল আলস্য দোষ নয়, আর একটী মারাত্মক দোষ আছে। সংবাদদাতাদিগের পত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, প্রজার প্রতি তাঁহার কতক পক্ষপাত ও জমীদারের প্রতি বিদ্বেষ আছে। তাহাই তাঁহার প্রথমক্ষণে বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে ঔদাসীন্যের কারণ। জমীদারেরা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারেন, ভদ্রলোক মাত্রের এই ইচ্ছা। কিন্তু অত্যাচার নিবারণের এ উপায় নয়।

ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী।

ভারতবর্ষে এক্ষণে যে শাসন প্রণালী আছে, তাহা উপাদেয় নহে। উহার সংস্থানগত কতক গুলি দোষ আছে। প্রণালীর পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে সংশোধন হওয়া সুসাধ্য নহে। এই নিমিত্ত আমরা বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে মহাসভার কর্ত্তৃত্ব হয় এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। গত বারের সোমপ্রকাশে উহার কারণ স্বরূপ ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীগত কএকটী দোষও প্রদর্শিত হয়। সম্প্রতি সাধারণে যে কএকটী দোষের বিষয় আন্দোলিত হইতেছে এবার তাহা আমাদিগের প্রস্তাবের প্রতিপোষক যুক্তির স্বরূপ উল্লিখিত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় রাজা ও নবাবদিগের প্রতি অবিচার বিষয়টীর উল্লেখ করাই আজি আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। টঙ্কের নবাব লাযা ঠাকুরকে বধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ হয়। একজন ইংরাজ আফিসার ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে যান। তিনি নবাবের অসমক্ষে ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে দোষী স্থির করেন। এরূপ বিচার বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। নবাব যদি বাস্তবিক ঠাকুরের প্রাণ সংহার করিয়া না থাকেন বিপক্ষ পক্ষের চক্রে অনুসন্ধানকারী ইংরাজ আফিসরের চক্ষে তাঁহার দোষী প্রতিপন্ন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এরূপ শত শত দৈনন্দিন ঘটনা ঘটিতেছে। আর যদি নবাব বাস্তবিক ঠাকুরের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও যেরূপে তাঁহার অপরাধের বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাতে ইংরাজ জাতির অবলম্বিত বিচার পদ্ধতি কলঙ্ক দূষিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অপরাধির অসমক্ষে বিচার করা সজ্জন সমাচরিত পদ্ধতি নহে। এই দোষের নিবারণ কামনা করিয়া সেদিন আণ্ডারলিন

লার্ড ষ্টানলি লার্ড দিগের হাউসে এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া বলেন, ভারতবর্ষীয় রাজগণের আপীল শ্রবণার্থ প্রিভি কাউনসিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। লার্ড আরগাইল ইহার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, প্রিবি কাউনসিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ইষ্ট সিদ্ধি হইতেছে না। ঘটনা স্থলে গিয়া অনুসন্ধান না করিলে দোষ নির্ণয় হওয়া কঠিন। প্রিবি কাউনসিলের তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব তিনি কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, যাবৎ পারলিয়ামেণ্ট মহাসভার ভারতবর্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব না হই তেছে, তাবৎ উল্লিখিত কমিসন নিয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষীয় রাজগণের সুবিচার প্রত্যাশা অল্প। মহাসভার সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব না হইলে ভারতবর্ষীয় রাজগণের বিষয় লইয়া সভ্য গণের মহাসভায় বাদানুবাদ করিবার বিষয়ে সবিশেষ যত্ন জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজ দিগের অধিকার হইয়া অবধি ভারতবর্ষীয় রাজগণের বরাবর পলিটিকাল এজেণ্ট ও রেসিডেণ্ট প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনুগ্রহের অধীন হইয়া সুখ দুঃখ ভাগী হইতে হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সচরাচর নিজ কর্ম্মচারিদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুতরাং রাজগণের সুবিচার লাভ হয় না। সময়ে সময়ে হেষ্টিংস ও ডেলহাউসি প্রভৃতি শাসন কর্ত্তারাও রাজগণের বিপক্ষতাচরণে উদাসীন হন নাই। এ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই। ইহার সংশোধন একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষে মহাসভার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব লাভই সংশোধনের প্রকৃত উপায়।

—০:০—

রাজপুরুষ দিগের অনুগত প্রতি পালন।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা নিজে না পারুন, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম দিয়া যেমন আশ্রিত প্রতিপালন করিতে পারেন, অন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা বোধ হয় এরূপ পারেন না। গুণৈর্হি সর্ব্বত্র পদং নিধীয়তে। ” গুণ সর্ব্বত্র সম্মান দ হয়। “গুণাঃ প্রিয়ত্বেহধিকৃতা ন সংস্তবঃ। ” গুণই প্রীতির কারণ, পরিচয় নহে। বহুদর্শি পণ্ডিত গণের প্রণীত বাক্য গুলি আমাদিগের প্রধান পুরুষদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। রাজকর্ম্মে তাহাদিগের আশ্রিত প্রতিপালন দোষটী অনেক দিন অবধি ভারতবর্ষের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে এ বিষয় প্রধান শাসন কর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর হয়। লার্ড ডেল হাউসি প্রভৃতি দুই একজন শাসন কর্ত্তা দুই একটী মিনিটও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিবিলিয়ানেরা যে আবেদন করেন, তদ্দ্বারা উহা বিশেষ রূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই বারে উহার নিবারণ হইতে পারে। এখন যিনি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের শীর্ষ স্থানে আছেন, সকল বিষয়ের সংস্কার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি ক্ষণিক লোকও নহেন। তাঁহার বিলক্ষণ অধ্যবসায় ও দৃঢপ্রতিজ্ঞতা আছে। লার্ড নর্থব্রুক উল্লিখিত দোষের নিবারণ বিষয়ে দৃঢতর প্রতিজ্ঞারূঢ় হন, আমরা আগ্রহ সহকারে এই অনুরোধ করিতেছি। আশ্রিত প্রতিপালন দোষনিবন্ধন গুণবান ব্যক্তিদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি অনেক উপযুক্ত লোক খোসামোদ করেন না বলিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। যে সকল ইংরাজ উচ্চপদস্থ, তাঁহাদিগের অধিকাংশই খোসামোদের একান্ত বশীভূত। উহাঁদিগের স্বভাবজ্ঞ এক ব্যক্তি এক দিন বলিয়াছিলেন ইংরাজদিগের খোসামোদ করিতে পারিলে সুসিদ্ধ করিয়া লওয়া না যায় এমন কার্য্যই নাই।

—:০:—

বঙ্গদেশের একটী বিশেষ উন্নতি চিহ্ন।

৩১ এ আষাঢ়ের হিত সাধিনীতে বরিসালের একটী সদনুষ্ঠান চেষ্টা দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি প্রভৃতির অত্যাচার নিবারণার্থ ঐ স্থানে একটী জনসাধারণ সভা হইতেছে। ঐ সভা হইতে অত্যাচার প্রতিরোধ চেষ্টা করা হইবে। ইহাই অত্যাচার নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়। এটী বঙ্গদেশের উন্নতির একটী শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। দেশের লোকে দেশের লোকের অত্যাচার নিবারণ চেষ্টা পাইয়া যেমন কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, বিদেশীয়ের সেরূপ কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবিত নয়। পূর্ব্বে দেশের ভদ্র লোকেরা অত্যাচার দর্শন করিতেন, প্রতীকার করিতে পারিতেন না বলিয়া মনে মনে দগ্ধ হইতেন, কেহ নিতান্ত দুঃসাহসী হইয়া অত্যাচারের কথা মুখে আনিলে তাহাকে বিপদ সাগরে মগ্ন হইতে হইত। এই কারণে কেহ উচ্চ বাচ্য করিতেন না, অত্যাচার দর্শন করিয়াও নীরব হইয়া থাকিতেন, সুতরাং অত্যাচারিরা নির্ব্বিরোধে স্বাভীষ্ট সাধন করিত। আজিও যে যে গ্রামের লোকের অত্যাচার প্রতিরোধ চেষ্টা নাই, সেখানে অত্যাচার বিলক্ষণ প্রবল আছে।

আমাদিগের অধিকতর আনন্দের হইয়াছে যে জমীদার বাবু রাখালচন্দ্র রায় এ বিষয়ের উদ্যোগী হইয়াছেন। জমীদার হইয়া জমীদারের অত্যাচার

নিবারণের চেষ্টা করেন, পূর্ব্বে কখন একথা শুনা যায় নাই। উযে াগকারিদিগকে একটী বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে হইল। তাঁহারা যেন অত্যধিক উৎসাহবশতঃ কাম্বেল সাহেবের প্রিয় শাসনকর্ম্মচারিদিগের ন্যায় কর্ত্তব্য সীমা অতিক্রম না করেন।

আমরা এস্থলে হিতসাধিনীর এতৎ সংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ উল্লিখিত সভার উদ্দেশ্যাদি বুঝিতে পারিবেন।

"বিগত শুক্রবার শ্রীযুক্ত বাবু স্বরূপচন্দ্র গুহ উকীলের বাসায় জনসাধারণ সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় এ জেলাস্থ জমীদার উকীল মোক্তার প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র রায় জমীদার মহাশয় জনসাধারণ সভার আবশ্যকতাবিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাস্থ সমুদয় সভ্যগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেই সভাটী চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত সভাপতি সহকারী সভাপতি সম্পাদক সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচন করিলেন।

সভার কার্য্য বিধানের ভার কয়েক জন সভ্যের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা যে যে নিয়মে কার্য্য চলিবে তদ্বিষয়ক প্রস্তাব করিলেন, এবং সেই সকল প্রস্তাবে সমুদয় সভ্য সম্মত হইলেন।

এই জনসাধারণ মূল সভা থাকিয়া তাহার অধীনে একটি কার্য্যবিধায়িনী সভা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার বসিবে, আবশ্যকমতে সময়ে সময়ে তাহার অধিবেশন হইতে পারিবে। বিশেষ কোন আবশ্যক হইলে অধীন সভা মূল সভাকে আহ্বান করিয়া লইবেন।

এই সভাতে নানাশ্রেণীর লোক সভ্য থাকিবে। দেশীয় জমিদার, উকিল, মোক্তার, বাণিজ্য ব্যবসায়ী প্রভৃতি সভ্য হইবেন, কিন্তু যাঁহারা সরকারি কার্য্যে লিপ্ত আছেন তাঁহারা সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না। যেহেতু এই সভাতে কখন কখন রাজকীয় কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কথা হইতে পারে। এই নিমিত্তই সরকারি কার্য্যকারক বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত হইলেন। ঢাকা কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে যে সভা আছে, সেই সভার সহিত এই সভার যোগ থাকিবে। সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সভ্যগণ বার্ষিক ২ টাকা করিয়া চাঁদা দিবেন, আর প্রবেশ সময়ে চারি আনা করিয়া দিতে হইবে। ধর্ম্মবিষয়ে কি সমাজ বিষয়ে এই সভায় কোন কথা হইবে না। জমিদার কি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রপীড়িত প্রজাগণের দুঃখ মোচন করা সভার প্রধান উদ্দেশ্য, তৎপরে দেশের সুখ সচ্ছন্দতা কিম্বা অন্যান্য হিতকর কার্য্য করিতে সভা সাধ্যানুসারে যত্ন করিবেন।"

প্রহার দণ্ড।

যত সভ্যতার উন্মেষ হইতেছে, তত কোথায় নিষ্ঠুর দণ্ড অন্তর্হিত হইবে, তাহা না হইয়া উহা ক্রমে বিলক্ষণ পুষ্টাবয়ব হইতেছে। আমাদিগের এখানকার রাজপুরুষদিগের ঐ দণ্ডটী বিলক্ষণ মিষ্ট লাগিয়াছে। তাঁহাদিগের ঐ রুচিটী ক্রমে সংক্রামিক হইয়া এদেশীয়দিগের মনো মধ্যেও প্রবেশ করিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় লিখিত দৃষ্ট হইল, বঙ্গদেশের কোন জেলা স্কুলের একটী বালক স্কুলে অত্যন্ত ঘৃণিত কোন অপরাধ করে। প্রধান শিক্ষক (বাঙ্গালি) প্রহার করাই উহার প্রকৃত দণ্ড স্থির করিয়া এ বিষয় ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির গোচর করেন। কমিটি স্কুলে সকল বালকের সম্মুখে উহাকে প্রহার করিবার আজ্ঞা দেন। ইহা কমিশনরের গোচর হইলে তিনি প্রহার করিবার কোন আইন খুঁজিয়া না পাইয়া এ বিষয়ে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মত কি জানিবার জন্য ডাইরেক্টরের নিকট লিখিয়া পাঠান। ডাইরেক্টর এমন সকল অপরাধে প্রহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া কাগজ পত্র সকল গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন। কাম্বেল সাহেব বলিয়াছেন, ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটী যাহা ইচ্ছা করুন, তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না।

প্রহার দণ্ড অসভ্য কালোচিত। ইহা কেবল নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন সজ্জন সমাজের উপেক্ষিত নয়, ইহা অনেক সময়ে অসময়ে প্রাণি হত্যার কারণ হয়। দণ্ড দাতাদিগের বিবেচনার দোষে ইতঃ পূর্ব্বে অনেক ব্যক্তি প্রহার প্রভাবে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। আজিও একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রেসিডেন্সি জেলের কয়েদিদিগের প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয় এবং লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কত দুর অনুমোদন করেন নিম্ন লিখিত ঘটনা দ্বারা তাহার সুন্দর পরিচয় হইবে। ইজরা কোহেন নামক এক ব্যক্তি ১২০০ টাকা চুরি করিয়াছিল বলিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার দুই বৎসর মেয়াদ হয়। সে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকে। গত সোমবার তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এক মাস কাল সে এই জেলে ছিল। ইতিমধ্যে তাহার আত্মীয়গণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করেন, সে অতিশয় দুর্ব্বল ও পীড়িত, তাহার মেয়াদ কিছু কমাইয়া দেওয়া হয়। কাম্বেল সাহেব ইহাতে অসম্মত হইয়া বলেন, জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিয়া তাহাকে কার্য্য করিতে দিবেন। তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার কোন আত্মীয়কে

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই; তাহাকেও তাহার আত্মীয়গণকে কোন চিঠিপত্র লিখিতে দেওয়া হয় নাই, ইহার কারণ সে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারিত না। একদা সে কয়লা দ্বারা লিখিয়া এক জন খালাসী কয়েদী দ্বারা বাটীতে চিঠি পাঠাইবার চেষ্টা করে, ধরা পড়াতে তাহাকে নির্দ্দয় ভাবে চাবুক মারা হয়। তাহার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পীড়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার আত্মীয়গণ দেখা করিতে যায়। জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ পীড়া হয় নাই বলিয়া দেখা করিতে দেন না। তাহার মৃত্যু হইলে পর দিন তাহার আত্মীয়গণ সংবাদ পায়। তাহারা বলে, যখন মৃত দেহ তাহাদিগকে দেওয়া হয় তখনও তাহার পৃষ্ঠদেশে নূতন আঘাতের চিহ্ন সকল লক্ষিত হয়। যেমন নিয়ম আছে ডাক্তারেরা মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, প্লীহা বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

জেলের অধ্যক্ষেরা দিব্য বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ করাইয়াছিলেন। দুই চারি জন কয়েদী নয়, শত শত কয়েদির ধাতু ও অবস্থা পরীক্ষা করিয়া কাজ করান কি সম্ভাবিত হয়? বিশেষতঃ কয়েদিদিগের সহিত অধ্যক্ষদিগের সমদুঃখসুখতা নাই, প্রত্যুত বিদ্বেষ আছে। এরূপ স্থলে বন্দীদিগের অবস্থাদির অনুসন্ধান লইবার সম্ভাবনা অল্প সন্দেহ নাই। যে স্থলে এরূপ ঘটনা সেখানে প্রহার দণ্ডবিধি যে অনর্থাবহ হইবে, তাহাতে সংশয় কি? এই সকল দেখিয়াও যদি প্রহার দণ্ডে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে নিশ্চয় হইতেছে দয়ালুতা ও সহৃদয়তা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

সমাজ কণ্টক।

ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি রাজনীতি সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়েরই কতকগুলি করিয়া কণ্টক আছে। ঐ কণ্টকের শ্রেণী ভেদ আছে। যাহারা ধর্ম্ম কঞ্চুকে আবৃত হইয়া অধর্ম্ম কর্ম্ম করে, তাহারা এক শ্রেণীর ধর্ম্মকণ্টক। যে সকল ব্যক্তি বাহিরে ধর্ম্ম চিহ্ন ধারণ ওদিকে গোপনে সমুদায় কুকর্ম্ম করে, তাহারা ঐ শ্রেণী ভুক্ত। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যেরা উহাদিগকে বিড়ালব্রতী ও বকব্রতী প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন (১) কি খৃষ্ট কি মুসলমান কি ইহুদী সকল ধর্ম্মেই ঐরূপ ধর্ম্মধ্বজী আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে নূতন ধর্ম্ম, তাহাতেও ভূরি পরিমাণে ধর্ম্মধ্বজী প্রবেশ করিয়াছে। যদি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, বোধ হয় ঐ সম্প্রদায়ে যথার্থ ধার্ম্মিকের অপেক্ষা ধর্ম্মধ্বজী অধিক দৃষ্ট হয়। আমরা উহাদিগকে ধর্ম্মকণ্টক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার কারণ এই, অজ্ঞেরা উহাদিগের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া প্রথমে মুগ্ধ হয়, শেষে প্রতারিত হইয়া ধর্ম্মের প্রতি হত শ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। উহারাই নষ্ট, ধর্ম্ম নষ্ট নয়, অজ্ঞেরা তাহা বুঝিতে পারে না।

ঐরূপ কতকগুলি রাজনীতি কণ্টকও আছে। তাহারা এইরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা কয় ও নানা প্রকার প্রস্তাব করে, সহসা বোধ হয় যেন তাহাদিগের তুল্য রাজনীতির উন্নতিকামুক আর নাই, কিন্তু তাহাদিগের হইতে রাজনীতির যার পর নাই অনিষ্ট হয়। যাঁহারা এদেশের মত লইয়া কোন কাজ করিতে চান না, তাঁহারাই রাজনীতি কণ্টকের প্রথম শ্রেণী ভুক্ত। এদেশীয়েরা অযোগ্য এই ব্যপদেশ করিয়া যাঁহারা এদেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি পথ রোধ চেষ্টা পান, তাঁহারা দ্বিতীয়। এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের সমান স্বত্ব ভোগ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে যাঁহারা বিতণ্ডা করেন, তাঁহারা তৃতীয়। এইরূপ রাজনীতি কণ্টকের বহুবা শ্রেণীবিভাগ আছে। সে সকলের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আজি আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। সমাজ কণ্টকের বিষয়ের উল্লেখ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

যাঁহারা সমাজের উন্নতিকাম হইয়া এক শেষে গমন করেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর সমাজকণ্টক। সমাজ যত দুর সহ্য করিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া উন্নতি সাধন চেষ্টা পাওয়াই উচিত। সমাজ কণ্টকেরা সেটী বুঝিতে পারেন না। যে কোন প্রকার উন্নতির প্রস্তাব হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত বিষয়ের কিছু কিছু পরিবর্ত প্রসঙ্গ আছে সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি সেই পরিবর্ত্তের নাম শুনিলে একবারে জ্বলিয়া উঠে, তাহাতে দেশের কি উপকার অথবা অপকার আছে, তাহা বিবেচনা করিতে চায় না, তাহারা দ্বিতীয় সমাজ কণ্টক। যাহাদিগের বিশেষ লেখা পড়া

---

(১) ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ। বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়োহিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ॥

যে জন সমক্ষে ধর্ম্ম আচরণ করে এবং স্বয়ং ও পর দ্বারা আপনার ধর্ম্মাচরণ বৃত্তান্ত সকলকে জানায়, পরধন গ্রহণের সদা অভিলাষী, লোক বঞ্চক, হিংস্র বিশ্বজন নিন্দুক এইরূপ ব্যক্তিকে বিড়ালব্রতী বলে। বিড়াল যেমন মুষিকদিগের প্রাণ সংহারার্থ ধ্যাননিষ্ঠ বিনীতের ন্যায় ব্যবহার করে, বৈড়ালব্রতিকদিগের ব্যবহারও সেইরূপ।

অধোদৃষ্টি র্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ। শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ॥

আপনি যেন বড় বিনীত ইহা লোককে জানাইবার জন্য সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি হইয়া চলে, একান্ত নিষ্ঠুর, পরার্থ হানি করিয়া স্বার্থসাধন তৎপর এইরূপ ব্যক্তি বকব্রতী। বকে প্রায় এই রূপে কার্য্যসাধন করে।

জ্ঞান নাই, কিসে কি হয় জানে না ও বুঝে না, আপনারা যথেচ্ছ ব্যবহার করে, কিন্তু অন্যের অণুমাত্র সামাজিক ব্যতিক্রম দর্শন করিলে এক কালে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ঢাল খঁড়া ধরিয়া সমর সাগরে অবতীর্ণ হয়, তাহারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। এ সকলের বিষয়েও আজি কিছু বলা আমাদিগের অভীষ্ট নয়। সমাজের এক দল যে ক্ষুদ্র কণ্টক আছে, তাহাদিগের গুণ বর্ণনই এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ পাপাত্মারা সমাজকে একান্ত অসুখিত করিয়া তুলিয়াছে। উহারা কেবল সমাজের নয়, গ্রামেরও কণ্টক। উহারা অকর্ম্মার শিরোমণি। খোট আর্থরিয়া। আদালতে দুই চারিটী সাক্ষ্য দিয়া উহাদিগের মনে এমনি অভিমান জন্মে যেন উহারা আদালতের সমুদায় জানে। আইন উহাদিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী, বিচারের রীতি নীতি উহাদিগের কিছুই অবিদিত নাই। কোন মকদ্দমার বাদীর বা প্রতিবাদীর জয় পরাজয় হইবে হাকিম না বলিলেই উহারা তাহা বুঝিতে পারে। গল্পচ্ছলে লোকের নিকটে আপনাদিগের এ ক্ষমতার পরিচয় দিবারও ত্রুটি করে না। এইরূপে অজ্ঞ নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগকে বিমোহিত করিয়া তাহাদিগের নিকটে বড় লোক বলিয়া পরিচিত হয় গ্রামবাসিদিগের পরস্পর কোন প্রকার মনোমালিন্য জন্মিয়া বিবাদের সূত্রপাত হইলে উহাদিগের কতক এক পক্ষ কতক অপর পক্ষে গিয়া যোগ দেয়। আপনারা পরামর্শ দিয়া উহাদিগকে আদালতে লইয়া উপস্থিত করে, মকদ্দমা বাধাইয়া দেয়। যে কয় দিন মকদ্দমা থাকে, উহাদিগের দক্ষিণ হস্ত ব্যাপারের বড় ভাবনা থাকে না। বৈরনির্য্যাতননিষ্ঠ নির্ব্বোধেরা উহাদিগের মন্ত্রশিষ্য হইয়া উঠে। উহারা যাহা বলে তাহারা গুরু বাক্যের ন্যায় তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লয়। কিন্তু আপনারা ফাঁদে পা দেয় না। উহারা আদালতে যায়, কিন্তু দূরে থাকে, সেই স্থান হইতে কুমন্ত্রণা দেয়। বিচারপতির নিকটে গেলে সাক্ষীকর বলিয়া পাছে ধরাইয়া দেয় এই শঙ্কা আছে। একটু পীড়াপীড়ি দেখিলে কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়, কেহ তাহার অন্বেষণ পায় না।

এই দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে গ্রামকে মুক্ত করিতে না পারিলে গ্রামের মঙ্গল নাই। আমরা পরামর্শ বলি যে যে গ্রামে ঐরূপ দুরাত্মাদিগের প্রাদুর্ভাব আছে, সেই সেই গ্রামের ভদ্র লোকেরা একবাক্য হইয়া রাজপুরুষদিগকে এই কথা জানান, উহাদিগের হইতে গ্রাম ছারখার হইতেছে। উহারাই আদালতের মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। উহাদিগের হইতে গ্রামবাসিরা কেবল অসুখিত নয়, দেশেরও সাতিশয় দুর্নাম হইতেছে।

—০:০—

রাজপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়।

আমরা বারুইপুরের শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরির সৎকার্য্যে উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। তিনি কেবল নিজ গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, রাজপুরেও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়াছেন। ১লা জুন হইতে ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত রোগির সংখ্যা ও ব্যয়ের ফর্দ্দ এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সমুদায়ে ৬০২ ব্যক্তি চিকিৎসার্থ আগমন করে। ১০৮ জন আরোগ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। ৪৮৪ জন চিকিৎসাধীন আছে। ১০ জন অনুপস্থিত হইয়াছে। এই অল্প কাল মধ্যে ১০০ টাকার ঔষধ বিতরিত হইয়াছে। চিকিৎসালয় স্থাপনের [illegible] তত্ত্বাবধান বিরহে দাতব্য চিকিৎসালয়ে সচরাচর যেমন ভাল বৈদ্য ও ভাল ঔষধ পাওয়া যায় না, এখানে যদি সেরূপ না হয়, রাজপুর যেরূপ স্থান, এই ঔষধালয় দ্বারা বিস্তর লোকের উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।

—০:০—

রঙ্গপুরের বিবরণ। (১)

রঙ্গপুর বগুড়া জিলার উত্তর। ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে দিনাজপুর। উত্তরে জলপাই গুড়ি। উত্তর পূর্ব্বে কুচবিহার। পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ গোয়ালপাড়া ও ময়মনসিংহ।

ইহার সর্ব্বস্থানের দৈর্ঘ্য ও প্রাশস্ত্য সমান নয়। উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ। ইহার পরিমাণ ৯৬ মাইল। ঐরূপ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭০ মাইল প্রশস্ত। সমুদায়ে ভূমির পরিমাণ ফল ৩৭৮৮ বর্গ মাইল।

সমুদায় জিলাটী সমতল। উত্তরাংশে বিস্তৃত বলুকাময় পরিসর। অবশিষ্ট ভূমি নিম্ন। মধ্যে মধ্যে বালুকা ও মৃত্তিকা আছে। জিলার মধ্যে অনেক গুলি ক্ষুদ্র জলা ও বিল দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব জিলার অর্দ্ধাংশ বর্ষাকালে জলে মগ্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্র তিস্তা করতোয়া প্রভৃতি কয়টী নদী আছে। উহার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তাতেই বারমাস নৌকা যাতায়াত করে।

জিলার মধ্যে বন জঙ্গল ও হিংস্র জন্তু বড় অধিক নাই। উত্তম চাস হয়। ধান্যই এখানকার প্রধান শস্য। পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে ইক্ষু অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ অংশে তুত জন্মে। উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে ধান্য হয় না, তমাক ও আদা বিস্তর জন্মিয়া থাকে। পাট জিলার সকল স্থানেই বিশেষতঃ পূর্ব্বাংশে ও ব্রহ্মপুত্রের কোন কোন চরে অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। নীলেরও চাস আছে। কিন্তু এখন উহা পূর্ব্বের মত হয় না। ইউরো-

(১) রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, জি, গ্লেজিয়ার সাহেবের সঙ্কলিত রিপোর্ট অনুসারে লিখিত।

পীয় ... নাই, ... উহার চাস করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা করা হয়, তাহাতে রঙ্গপুরে সমুদায়ে ২১৫০১৭৯ লোক স্থির হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২৯১ ৭৯১ মুসলমান ৮৫৭১৭৯ হিন্দু এবং ১২০৯ অন্যধর্ম্মাবলম্বী। এখানকার লোকের বুদ্ধি বড় ভাল নয়। মুসলমানদিগের ধর্ম্মনীতি অতি অধম্য। এখানকার লোকের উচ্চ শিক্ষা অন্য অন জিলার ন্যায় নয় বটে কিন্তু অন্য অন্য জেলার সামান্য লোক অপেক্ষা এখনকার অধিকসংখ্য সামান্য লোকে সামান্য রূপ লেখাপড়া জানে। ১৮৩০ অব্দে জজ নেথেনিয়াল স্মিথ সাহেবের যত্নে রঙ্গপুর ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। লার্ড বেণ্টিঙ্ক স্বয়ং রঙ্গপুরে গিয়া উহার কার্য্য আরম্ভ করেন। জমীদারেরা ঐ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত অংশ ক্রমে ২৫০০০ টাকা তুলিয়াছিলেন। কুচবিহারের রাজা একটী পাকা বাড়ী দেন। এখন আর ঐ বাড়ীতে স্কুল হয় না।

রিপোর্ট লেখক রঙ্গপুরের প্রাচীনকালের ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভারতীয় যুদ্ধের অন্যতর যোদ্ধা প্রসিদ্ধ ভগদত্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্যতালাভ সুদুরপরাহত। রঙ্গপুর এই নামের যে ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। রঙ্গ অর্থ আমোদ তাহার পুর স্থান। এ ব্যুৎপত্তি হৃদয় হারিণী হইতেছে না। আর একটী ব্যুৎপত্তি এই, ভগদত্তের এক কন্যার নাম পিরাবতী তাহার নামে পিরাবন্দ পরগণার এই নাম হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে রঙ্গপুর কামরূপের অন্তর্গত ছিল। ... নদী কামরূপ ও মৎস্য এই ... দেশের মধ স্থলের সীমা। মৎস্য ... বাঙ্গলা দেশ হইয়াছে

রিপোর্ট ... প্রাচীন কালের চারি রাজবংশের বিষয় ... উল্লেখ করিয়াছেন সে চারি এই, ... কামতাপুর ও কুচবিহার রাজবংশ। পৃথু রাজার নগরের ধ্বংসাবশেষ অর্দ্ধেক চাকলেজোয়ায় ও অর্দ্ধেক জল পাইগুড়ির অন্তঃপাতী বৈকুণ্ঠপুরে আজিও দৃষ্ট হয়।

অতঃপর মুসলমানকৃত জয় ও ইংরাজ অধিকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজ অধিকারের যে যে বিশেষ ঘটনা হইয়াছে। সেগুলির সময়ান্তর উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবিধ সংবাদ।

৩১ এ আষাঢ় সোমবার।

লার্ড মেওর স্মরণার্থ ফণ্ডের ৫৩ হাজার উদ্বৃত্ত টাকা কি রূপে ব্যয় করা হইবে, তদ্বিষয় লইয়া বড় গোলযোগ হইতেছে। রাজা কালীকৃষ্ণ বলিতেছেন, কলিকাতার নেটিব হাঁসপাতাল বাটীটী এই টাকা দ্বারা সম্পূর্ণ করা হউক এবং ইহাতে লার্ড মেওর একটী প্রস্তরময় অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হউক। কর্ণেল হটন বলেন, এই টাকায় মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ একটী কালেজ স্থাপন করা হউক। পীড়িতদিগের জন্য কোন পর্ব্বত প্রদেশে একটী আবাস নির্ম্মাণ করা কাপ্তেন ওয়াটার হাউসের মত। বঙ্গদেশের ফ্রিমেসনদিগের ডিষ্ট্রিক্ট গ্রাণ্ড লজের সভ্যেরা বলেন, "বঙ্গদেশের জন্য মেও ফ্রিমেসন্স হল" নামে একটী বাটী নির্ম্মাণ করা হউক। যাঁহার যাহাতে স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, তিনি সেই দিকেই টানিতেছেন, এমন অবস্থায় যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকার হয় এমন একটী বিষয়ে এই টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের মতে এই টাকায় জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ না করিয়া দরিদ্রগণের উচ্চ শিক্ষার উপায় বিধান করা হউক। অনেক বুদ্ধিমান দরিদ্র ব্যক্তির বুদ্ধি বৃত্তি শিক্ষা বিরহে বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

কলিকাতা পোষ্ট আফিসের বালমুকুন্দ নামক যে পেয়াদা রেজিষ্টরি চিঠি প্রভৃতি চুরি করিয়াছিল সেসিয়নের বিচারে উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে পাবনার যে সকল বিদ্রোহী প্রজার দোষ প্রমাণ হইয়াছে, উহাদিগকে গঙ্গার অপার পারস্থ কোন জেলে প্রেরণ করা হইবে। মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া কি গঙ্গাপার করিয়া দেওয়া হইবে?

বোম্বাইর হরি চাঁদ চিন্তামন স্ত্রী ও দুটী পুত্র লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। বোম্বাই সকল বিষয়েই এ অঞ্চলের অগ্রসর হইল। শশি বাবু সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, ইনি সপরিবারে গমন করিলেন।

পারস্যের সাহা ইউরোপে মহা আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেছেন, এদিকে সিরাজে অরাজক কাণ্ড সকল ঘটিতেছে। তথায় পুনরায় দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সাহা ইউরোপে পাথেয় স্বরূপ যে বিপুল অর্থ লইয়া গিয়াছেন, তন্নিবন্ধন তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেও আরো অনেক অরাজক কাণ্ড ঘটিবে।

এদিকে ভারতবর্ষে যাহাতে বহু বিবাহ উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টা করা হইতেছে, ও দিকে আমেরিকায় বহু বিবাহের জন্য একটী আইন করিবার চেষ্টা হইতেছে। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই, কতকগুলি স্ত্রীলোক এই চেষ্টা করিতেছেন। মেসচসেটসের কতকগুলি স্ত্রী লোক বহু বিবাহের জন্য একটী আইন করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই, তথায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে, অতএব এক একজন পুরুষ কয়েকটী করিয়া স্ত্রীকে বিবাহ না করিলে চলে না। ... বলেও বহু বিবাহের প্রতিষেধ নাই ... স্থানের স্ত্রীলোকেরা স্মৃতি দ্বারা স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করেন এবং ইচ্ছা হইলেই এক এককনকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে তাঁহাদের হইতে এ প্রকার প্রস্তাব হওয়া বিস্ময়াবহ নহে।

একখানি ইউরোপীয় সমাচার পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি টিফ্লিস হইতে ... বালিকা মেট্রো ষ্টেসনে উপস্থিত হয়। পাঠকগণের শ্যাম দেশের দুটী যমজ সন্তানের কথা বোধ হয় স্মরণ আছে, এ বালিকা দুটীও সেইরূপ। বিশেষের মধ্যে এই ইহাদিগের পরস্পরের পৃষ্ঠদেশ সংলগ্ন। রেলওয়ে কোম্পানি বড় বিপদে পড়িয়াছেন, ইহাদিগের নিকট হইতে এক খানি বা দুই খানি টিকেট লইবেন ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। এ বিষয় ডাইরেক্টরদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। কোম্পানি যদি ইহাদিগকে খাটাইয়া দ্বিগুণ বেতন দেন, দুই খানি টিকেট লইতে পারেন।

সম্রাট উইলিয়ম আজি পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইতে পারেন নাই, শীঘ্র যে হইবেন যে সম্ভাবনাও অল্প। বুঝি ফ্রান্সের শাঁপ হাতে হাতে লাগিল।

লার্ড লরেন্স ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্যা কমান কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে ৬০ হাজার সৈন্যই ভারতবর্ষ রক্ষার্থ পর্য্যাপ্ত। আমরা বরাবর সৈন্য সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। আমাদিগের বিবেচনায় ৫০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য হইলেই পর্য্যাপ্ত হয়।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তথায় একটী কৃষি প্রদর্শনের জন্য ৮ হাজার টাকা দিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় দিগকে ইংলণ্ডে রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য পাঠাইবার যে চেষ্টা করিতেছেন, কাম্বেল সাহেব তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িবে এই শঙ্কা কি বিরোধিতার কারণ?

গত শনিবার ভারতবর্ষীয় গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ষ্টেট সেক্রেটারির [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রে[illegible] কাম্বেল সাহেবের শিক্ষাসংক্রান্ত [illegible] সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া লিখি[illegible] যে রাজনীতি অবল-[illegible] তাহাতে বরং বঙ্গদেশের [illegible] উন্নতি হইবে। সংস্কৃত [illegible] গবর্ণর যে রাজনীতি অব-[illegible] তাহাও ষ্টেটসেক্রেটারির [illegible] অনুমোদিত হই-য়া[illegible] কাম্বেল সাহেবের বিষয়ে [illegible] প্রকাশ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সেদিন চম্পারণের অন্তর্গত শালগ্রাম পুরে দাঙ্গা হইয়া একটী খুন হয়। উক্ত গ্রামের বাবু রামগোলাম সাহা নামক এক ধনী ব্যক্তি ইহার মূল। সাহরণের সেসিয়ন জজ উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। বাবু রাম গোলাম এই আজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন। এই রূপ দণ্ডই ধনবান ও প্রবল লোকদিগের অত্যাচার নিবারণের প্রকৃত উপায়।

গত শনিবার নারিকেল ডাঙ্গার একটী পুষ্করিণীতে একটী বাঙ্গালি স্ত্রীলোক মদমত্ত হইয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। মদে অনেক দেখাইল। বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের এরূপ মৃত্যু সংবাদ পূর্ব্বে শুনা যায় নাই।

ইংরাজী সভ্যতা ও ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আর তাদৃশ প্রভাব নাই, শ্রাদ্ধ শান্তি কর্ম্ম কাণ্ড ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে, তাহাদেরও অন্ন জুটা ভার হইয়া পড়িতেছে, যজমান শিষ্যের বাটীতে আর পূর্ব্বের ন্যায় লাভ ভাব নাই, মধ্যে মধ্যে কোন কর্ম্মকাণ্ড উপলক্ষে লুচি মণ্ডাটা হইত, তাহারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। অনেকে আজি কালি কর্ম্ম কাজ উপলক্ষে সাহেব খাওয়ান আরম্ভ করিয়াছেন। গত শুক্রবার শ্রীরাম পুরের বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কলিকাতা বারাকপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইয়াছেন। ফলারে দেশে আসিয়া সাহেবেরাও ফলারে হইয়া উঠিলেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট কোন বন্ধুমুখে শুনিয়াছেন, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ফ্রিমেসন হইয়াছেন। চিরকাল একরূপে থাকা ভাল দেখায় না।

অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমেরিকায় আজি কালি অর্থের কিছু সচ্ছলতা দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি অধ্যাপক টিণ্ডাল আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়া চারিমাসের মধ্যে ৪৬০০০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

ব্রাডফোর্ড অবজর্ব্বরের সম্পাদক কটলেজ সাহেব রাজস্ব কমিটীকে ভারতবর্ষে আসিয়া রাজস্ব বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমরাও বরাবর এই কথা কহিয়া আসিতেছি। ভারতবর্ষে না আইলে কেবল ইংলণ্ডে বসিয়া ইংরাজদিগের এবং দুই একজন এদেশীয়ের সাক্ষ্য লইলে প্রকৃত কাজ হইবে না। হিন্দুপেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছেন, যে কয়েকজন এদেশীয়কে সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইবার কথা হইতেছে, তাহাদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের যাবতীয় বিষয় যে উত্তমরূপে ইংলণ্ডের হৃদয়ঙ্গম হইবে সে আশা অল্প। ফসেট সাহেব ও তাঁহার অনুচরগণ যদি তাঁহাদের অভীষ্ট সাধন করিতে চান, যাহাতে উক্ত কমিটী এদেশে আসিয়া অনুসন্ধান করেন তাহার উপায় বিধান করুন।

পঞ্জাবের অন্যতর সর্দ্দার নেপাল সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ইংরাজদিগের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন।

১ লা শ্রাবণ মঙ্গলবার।

শুনা যাইতেছে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অন্যান্য স্থানের ন্যায় কলিকাতাতেও প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন চেষ্টা পাইতেছেন। এ নিমিত্ত তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটী হইতে অর্থ সংগ্রহের মানস করিয়াছেন। যখন লার্ড আর্গাইল কাম্বেল সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির অনুমোদন করিয়াছেন তখন আর ভাবনা কি?

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, উক্ত নগরে চুরির এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে দিবা ভাগেও চুরি হইতেছে। টাকার অধিক দরকার হইলেই দিন রাত্রি জ্ঞান থাকে না।

সীমা হইতে সংবাদ আসিয়াছে অনেক পেশোয়ারি পীড়া পীড়ি করাতে সোয়াটের আখুন্দ মেজর ম্যাকডোনালডের হত্যাকারী বিরাম খাঁকে নিজ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। এইবার বোধ হয় তাহাকে নিজ পাপের ফলভোগ করিতে হইবে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে কিছু দিন হইল, একব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া ছাগল ভ্রমে নিজ সন্তানকে হত্যা করাতে আমেদাবাদের সেসিয়ন জজ উহার ২৪ ঘণ্টা কারাদণ্ড দেন। বোম্বাইর হাইকোর্টে আপীল করাতে উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। প্রকৃত পাপিগণ! বিবেচনা করিয়া আপীল করিও।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, এবার অতি অল্প ভূমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসরে যে পাট জন্মিয়াছিল এ বৎসর তাহার অর্দ্ধেকের অধিক জন্মিবে না।

বেঙ্গল সেক্রেটারিএট হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই মর্ম্মে এক পত্র গিয়াছে যে দারজিলিঙে একদল বলণ্টিয়ার সৈন্য প্রস্তুত করিবার জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছা হইয়াছে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, সেদিন বর্দ্ধমানের রাজার বড় বিপদ গিয়াছে। তিনি ইউনিয়ন চ্যাপেলের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন এমন সময় একটী বৃক্ষের এক বৃহৎ শাখা ভাঙ্গিয়া তাহার এত নিকটে পতিত হয় যে আর একটু হইলেই তাহার মস্তকের উপরে পতিত হইত।

যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে আর সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া কাজ কর্ম্মের যো নাই। সেদিনকার মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তত্রত্য পোষ্ট আফিসের ডেড লেটার আফিসের জন্য একজন কেরাণীর নিমিত্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইংরাজী হিন্দুস্থানী আরবী মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাটী লিখিবার ও পড়িবার ক্ষমতা চাই। বেতন ৩০ টাকা। যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে সর উইলিয়ম জোন্স না হইতে পারিলে আর ২০। ২৫ টাকার একটী কর্ম্ম পাওয়া দুর্ঘট।

একজন কুলি ৪ টাকা মূল্যের একটী স্বর্ণাঙ্গুরী এবং একটী ব্যাগ (উহাতে ১০ টা টাকা ছিল) চুরি করিয়াছিল বলিয়া [illegible]লার সাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ৩ মাস কারাদণ্ড দিয়াছেন।

যোধপুরের রাজা গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শীঘ্র সিমলায় আগমন করিবেন।

গত মে মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ২৯৯-৬১৯০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও ৫২৭৩১৮৫ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

কলিকাতা গেজেটে লিখিত হইয়াছে এম এস ওয়াকোপ এবং আর এচ, উইলসন সাহেব দুই বৎসর করিয়া বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

ভারতবর্ষীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, আগামী ২৪ এ জুলাই বৃহস্পতিবার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে।

মুরসিদাবাদ পত্রিকায় পাটিকা বাড়ির অন্তর্গত জিতপুর কুঠীর কর্ম্মচারির যে শোচনীয় অত্যাচার বৃত্তান্তটী প্রচারিত হইয়াছে, আমরা অনুরোধ করি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যেন তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি পাত করেন।

২ রা শ্রাবণ বুধবার।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন সেদিন একজন মুসলমান দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথম পত্নীকে এক কন্যা সহিত পরিত্যাগ করে, পরে দুইজন বন্ধু সঙ্গে করিয়া ঐ স্ত্রীকে ডুবাইয়া মারিবার জন্য উহাকে এক নৌকায় করিয়া গঙ্গার উপর লইয়া যায়। স্বামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস এবং ঐ দুই জনের ১০ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

এবার পুরীতে ৮০ হাজার বিদেশীয় যাত্রী হইয়াছিল, এ ভিন্ন পুরী ও কটকের লোক ধরিলে আর ৪০ হাজার হইবে। বাসের সুব্যবস্থা এবং কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে পীড়া ও অন্য কোন দুর্ঘটনা হয় নাই।

ডেঙ্গু পুনরায় বারাণসীতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। যখন তীর্থ যাত্রা করা হইয়াছে তখন বোধ হয় ডেঙ্গুর এই বার অন্তিম কাল উপস্থিত।

দিল্লী গেজেট বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যাবতীয় ডিবিজনের কমিসনর দিগকে বলিয়াছেন যে সকল যুবক দেশীয় সেনাদলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নাম দেওয়া হয়। ক্যাম্বেল সাহেব আজিও যে মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন?

বঙ্গদেশের মধ্যে বাখরগঞ্জে যেমন ধান্য জন্মে এমন আর কুত্রাপি নয়। কিন্তু মিরার লিখিয়াছেন, এবার তথায় বৃষ্টির অভাবে আশু ধান্য অর্দ্ধেকের অধিক জন্মিবে না। আমন ধান্যেরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এ সংবাদ অত্যন্ত অপ্রীতিকর সন্দেহ নাই।

নীলকরেরা পুনরায় গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছেন। আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের একটী অত্যাচার সমাচার শুনিতে পাইতেছি। ৩ রা শ্রাবণের অমৃতবাজার পত্রিকায় নীলকরের অত্যাচার ঘটিত একখানি পত্র প্রকাশিত দৃষ্ট হইল। প্রথম উদ্যমেই রাজ পুরুষদিগের উহার উন্মূলন করা কর্ত্তব্য। উহা যেন পুনরায় পূর্ব্বরূপ ধারণ না করে।

আসামমিহির বলেন, আসামে সেলাম লইয়া আজিও বিষম পীড়াপীড়ি হইয়া থাকে। যাহাদিগের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ বা পরিচয় নাই এমন লোকেও যদি সেলাম না করে সাহেবেরা অসন্তুষ্ট হন; যাহারা সেলামের ভিক্ষুক বোধ হয় তাহারাই অসন্তুষ্ট হয়।

অযোধ্যায় শস্যাদির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে তত্রত্য প্রধানতম কমিসনর উহার রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেন। ইহার কিছু পরেই বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে শস্যের মূল্য অনেক কমিয়াছে।

সোয়াড়ের আখুন্দের গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র মিয়ানগল তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া ৫ শত সওয়ার লইয়া যবান্দে গিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছেন। আখুন্দ তাহাকে আনিবার জন্য অনেক দূত পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আজি কালি লোকের মন একান্ত স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের দৌলতপুর ও গোপালপুরের প্রজাগণের ব্যবহার দর্শনে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন, যতদিন আবশ্যক হয় ততদিন মাসিক ১৮ টাকা ব্যয়ে তথায় ৯ জন অতিরিক্ত পুলিষ কনষ্টেবল রাখা হইবে, গ্রামবাসিদিগকে ঐ ব্যয় দিতে হইবে। দিগ্রাচক সাহাবাজ এবং মাহারেও মাসিক ৫০ টাকা ব্যয়ে ৭ জন কনষ্টেবল রাখিবার অনুমতি হইয়াছে।

আজি কালি এই এক নূতন দণ্ড প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১২ ই জুলাই পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা গেল বর্দ্ধমান রাজসাহী ঢাকা চট্টগ্রাম পাটনা ভাগলপুর এবং উড়িষ্যা বিশেষতঃ পুরীতে আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে চাসের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। বসন্ত ও ওলাউঠা অনেক স্থানে আছে বটে কিন্তু ক্রমে কমিতেছে। জ্বর বর্দ্ধমানে সমভাবেই রহিয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম আগামী কল্য জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের অভিনয় করিবেন, ইহাতে যে টাকা উঠিবে মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্রদিগকে ঐ টাকা দেওয়া হইবে। যাহাদিগের মাইকেলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা আছে তাঁহারা সকলেই এই অভিনয় দর্শন করিতে যা'ন এই আমাদিগের অনুরোধ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি একখানি নূতন মুদ্রিত কপিল সূত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণী কুণ্ডা নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি ইহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত লেখাটী অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে।

৩ রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডে রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দিবার ইচ্ছা করেন, গত সোমবার তাঁহাদিগের আবেদন পত্র সকল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বঙ্গদেশের ১৪। ১৫ জন আবেদন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একজন দেশীয় খৃষ্টান আছেন। একজন বাঙ্গালিও না কি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ঘোষণা পত্র দ্বারা পাবনার প্রজা বিদ্রোহিতার শান্তি হইয়াছে। অতিরিক্ত পুলিষ তাবৎ বিদ্রোহী প্রজাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রজারা অল্প অত্যাচারে বিদ্রোহী হয় নাই, কৃত্রিম মাপ দ্বারা উহাদিগের জমী মাপ করিয়া দেওয়া হয়, দাস স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া এগ্রিমেণ্টে স্বাক্ষর করিতে বলা অন্যায় কর সকল প্রকৃত খাজনার ন্যায় গণ্য করিতে বলা এবং ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট যে সকল ট্যাক্স জমীদারদিগের উপরে ধরিবেন সে সমুদায় দিতে বলা এত অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে। রথ্যাকরটী উহাদের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা হয়! যাহা হউক এক্ষণে জমী সকল যথার্থ রূপে মাপিয়া দেওয়া হইতেছে এবং জমীদার খাজনা নিতে অস্বীকার করিলে উহা কোর্টে জমা দেওয়া হইতেছে। আমরা বলি, জমীদারকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া প্রজাগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে এ সকল অত্যাচারের নিবারণ সম্ভাবনা অল্প।

পারিস রহস্য নামে এক খানি নূতন কাব্যানুবাদ ২ নং অক্রূরদত্তের গলি মিনর্ব্বা যন্ত্র হইতে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড রঙ্গপুর হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, এবার তথায় রথ যাত্রায় ৪ জন হত হইয়াছে। এই ঘটনা দ্বারা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বড় রথ তুলিয়া দিবার চেষ্টার সমর্থন করিয়াছেন। ফ্রেণ্ড রথের বিরুদ্ধে এত লাগিয়াছেন কেন? পুলিষ যদি বিশেষ সতর্কতা সহকারে কার্য্য করেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি কোন দুর্ঘটনাই ঘটিতে পায় না।

উক্তপত্র তারকেশ্বরের মহান্তের বিষয়ে লিখিয়াছেন, নবীনের শ্বশুর ও শাশুড়ী ৫০০ টাকা লইয়া মহান্তের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করে। মহান্ত কিছু দিন লুকাইয়া থাকিয়া চন্দন নগরে পলায়ন করে। তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার বাহিরে পরদার গমন নালকোডের দণ্ডনীয় হইতে পারে না। নবীনচন্দ্র যেরূপে আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছে তাহাতে বোধ হয় তাহার অল্প মাত্র দণ্ড হইবে। উত্তর পাড়ার জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (যেখানে হত্যাকাণ্ড হয় তাহা ইহাঁর জমীদারী ভুক্ত) মহান্তের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক সাহায্য করেন। মাজিষ্ট্রেট আপাততঃ তারকেশ্বরের মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তির ভার একজন ডেপুটী কালেক্টরের উপর দিয়াছেন এবং বর্দ্ধমানের মহারাজকে আর একজন মহান্ত নিযুক্ত করিতে বলা হইয়াছে। তারকেশ্বরের ভূমি হইতে বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা আয় স্থির করিয়া উহার ইনকম ট্যাক্স ধরা হইয়াছিল। এভিন্ন যাত্রিদিগের নিকট আয় আছে। তাহাতে প্রায় ৮০ হাজার- সমুদায়ে ১২০ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা আয় হয়। ফ্রেণ্ড উপসংহারে লিখিয়াছেন, তারকেশ্বরের ভক্তেরা এই টাকার কতক অংশ রাস্তা ঘাট ও বিদ্যালয়াদিতে দান করিয়া ট্যাক্স প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করুন। যে সকল ব্যক্তি ভূম্যাদি দান দ্বারা এই সকলের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য মত যদি কাজ হয়, দেশের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। মহান্ত ধন সঞ্চয় করিয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করুক দাতৃগণের এ ইচ্ছা ছিল না।

৪ ঠা শ্রাবণ শুক্রবার।

মান্দ্রাজ পুলিষের একজন ইন্‌স্পেক্টর একজন হেড কনষ্টেবল ও একজন কনষ্টেবল এক ব্যক্তিকে দোষ স্বীকার করাইবার জন্য এত প্রহার করে যে উহার সেই দিবসেই মৃত্যু হয়। উহাদিগের বিচার হইতেছে। পুলিস শাঁকারির করাতে পড়িয়াছেন চোর ধরিতে না পারিলেও বিপদ ধরিতে গেলেও বিপদ।

এদেশে সংবাদ পত্রের যেমন দুর্দ্দশা এমন আর কোথায় নাহে। সম্প্রতি স্কটলণ্ডের কনসার্বেটিবেরা একখানি দৈনিক পত্র বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ৭০০০০৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। এদেশে উৎসাহ নাই বলিয়া সংবাদ পত্রেরও তাদৃশ উন্নতি নাই। এ সকল বিষয়ের উন্নতি অর্থসাপেক্ষ।

ডাক্তার মর্দ্দক বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের স্কুল সমূহে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত। সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেই যে

কিছু লেখা পড়া হইতেছিল, তাহাতে জলাঞ্জলি হইবে।

দিল্লীগেজেট বলেন, সে দিন দিল্লী নগরের কতকগুলি দোকান দারের সহিত কতকগুলি কুঞ্জরের (ইহারা ইতর শ্রেণীর লোক কুকুর মারা ইহাদের ব্যবসায়) দাঙ্গা হয়, এই নিমিত্ত এক দিবস এবং তাহার পর দিন বৈকাল পর্য্যন্ত সমুদায় দোকান বন্ধ ছিল। ডেপুটী কমিশনর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের যত্নে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে একটী নূতন ও কৌতুকাবহ মকদ্দমা হইয়াছে। এক ব্যক্তি বৈবাহিক স্বত্ব পুনঃপ্রাপ্তির জন্য এক স্ত্রী লোকের নামে নালীশ করে। ইতি মধ্যে অপর একজন মোচলকা দিয়াছে, সে ঐ স্ত্রীর প্রকৃত স্বামী। বঙ্কিম বাবু যে দাম্পত্য দণ্ড বিধির আইন করিতেছেন তদনুসারে এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি করাই কর্ত্তব্য।

৫ ই শ্রাবণ শনিবার।

পায়নিয়র বলেন, সম্প্রতি মধ্য করাচি ও গোয়াদরের মধ্যবর্ত্তী ইণ্ডো ইউরোপীয় টেলিগ্রাফ লাইনের সমুদ্র গর্ভস্থ তারে একটী হোয়েল মাছ জড়াইয়া যায়, হাঙ্গরে উহাকে খাইয়া ফেলে। এই জন্য সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ ছিল।

লার্ড ও লেডি হবার্ট উতকামুণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শাসন কার্য্যের অপর পার্য্যায় যে দেশ ভ্রমণ আমরা এতদিন তাহা জানিতাম না।

বিহার ভাগলপুর এবং ছোট নাগপুরের আদালতে উর্দ্দূ রহিত হইয়া নাগরাক্ষর ও হিন্দী চলিতেছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, জনশ্রুতি এই আমীর সিয়ার আলী পুনরায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অর্থ ও সৈন্যের জন্য লিখিয়াছেন। তিনি বলেন রুশীয়েরা আফগান স্থানের সীমার ২০ ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করিয়াছে। শীঘ্র একটী যুদ্ধ ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমীর আরো লিখিয়াছেন রুশীয়েরা আর অগ্রসর হইতে না পায় এজন্য ইংরাজদিগের কাবুলে এবং জেলালাবাদে এক কাণ্টোনমেণ্ট স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ইংরাজদিগের সম্বন্ধে কাবুলে নানা মতভেদ হইতেছে। কতকগুলি লোক বলিতেছেন ইংরাজেরা কাবুলে প্রবেশ করিলে পুনরায় ১৮৪২ অব্দের অভিনয় হইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, ইংরাজদিগের কাবুলে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, কাবুল ইংরাজদিগের শাসনাধীন হয় দ্বিতীয় দলের ইচ্ছা। তাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান রাজার অত্যাচার ও পীড়ন অপেক্ষা ইংরাজদিগের শাসন থাকিলে সুখী হওয়া যাইবে। অন্যের অধিকার অপেক্ষা ইংরাজ অধিকারে সুখ আছে এ কথা মিথ্যা নয়।

গত বুধবার বেলিয়াঘাটা খালের উত্তরে রতন বাবুর ঘাটে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ৮ জন জেলে ৪ খানি নৌকা মাছ বোঝাই করিয়া যাইতেছিল। উক্ত ঘাটের নিকটে আসিবা মাত্র জগবন্ধু সান্যাল নামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে ৪ জন লাঠিয়াল উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া মৎস্য ও অন্যান্য জিনিষ পত্র লইয়া উহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখে। পুলিষে সংবাদ যাওয়াতে ইনস্পেক্টর আসিয়া উহাদিগকে মুক্ত করেন এবং আক্রমণ কারিদিগকে হাজতে দিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহের তৃতীয় ভাগ ও বামাবোধিনীর নবম ভাগের ১০৯ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্যামপুকুরের মনোমোহিনী নামে একটী স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্র বলিয়া তাহার স্বামী তাহার সর্ব্বাঙ্গ পোড়াইয়া দেয়। স্ত্রীলোকটী অভিযোগ করাতে ডিকেন্স সাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ৩ মাস কারাদণ্ড দিয়াছেন। দণ্ডদান কালে বলিয়াছেন তাহার স্ত্রী পীড়াপীড়ি করিল না বলিয়া ৩ মাস মেয়াদ হইল নতুবা ৬ মাস মেয়াদ দিতেন। কি মূর্খতা! এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ড না করিয়া ঐরূপ স্ত্রীলোককে ত্যাগ করিলেই এ সমুদায় আপদের শান্তি হয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিক্কা	১০৪॥৴—১০৪৸
৪	"	কোং	১০৪॥৵০—১০৪৸
৪॥	"	"	১০৬॥৵০
৪॥	"	"	১০৬৸০
৪॥	"	"	১০৬॥০—১০৬॥৵
৫॥	"	"	১১১।৵০—১১১॥০

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই জুলাই। সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, জেনরল কফম্যান আগষ্ট মাসে তাসখণ্ডে প্রত্যাগমন করিবেন।

লণ্ডন ১২ ই জুলাই। ফ্রান্স ১৮৬০ অব্দের সন্ধি অনুসারে সকল রাজ্যের সহিত একটী বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পারস্যের সাহার সম্মানার্থ লঙশাম্পে ৮০ হাজার সৈন্যের কাওয়াজ হইয়াছে। এখন পর্য্যন্তও ফ্রান্সে যে সকল জর্ম্মণ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল তাহারা প্রস্থান করিতেছে।

গত কল্য এডিনবরার ডিউকের সহিত গ্রাণ্ড ডচেস মেরি আলেকজাণ্ড্রোবনার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহ ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই জুলাই। কার্লিষ্টদিগের সর্দ্দার সেবলস ৪ হাজার সৈন্য লইয়া সেনাপতি কনব্রিনেটির অধীনস্থ তাবৎ রিপবলিকান সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছে। সেনাপতি কনব্রিনেট হত হইয়াছেন।

প্যারিস ১৪ ই জুলাই। গত শনিবার জাতি সাধারণ সভার অধিবেশনে সভ্যদিগের মধ্যে মহা গোলযোগ হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই জুলাই। ব্রিটিশ সৈন্যগণ এলমিনি অবরোধ করিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে এবং ৩ হাজার আসান্টিকে পরাস্ত করিয়াছে। ৩ হাজার আসান্টি পুনরায় আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে। ব্রিটিশ সৈন্য সংখ্যা অল্প।

খিবার খাঁ রুশীয়ার অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। সেনাপতি কফমান তাঁহাকে পূর্ব্ব ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন এবং যত দিন রুশীয়ানেরা থাকিবে তত দিনের জন্য একটী শাসন সংক্রান্ত কাউন্সিল নিযুক্ত করিয়াছেন।

খাঁ দাস ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই জুলাই। পারস্যের সাহার সম্মানার্থ প্যারিস নগর আলোকময় করা হইয়াছিল।

৩ হাজার সৈন্য মশাল ধরিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছিল।

লণ্ডন ১৭ জুলাই। বোম্বাইর পারসি পার সোর সাহার নিকটে যে আবেদন করেন, সাহা তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, তিনি নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যদি তাহাদের আবেদিত বিষয় সত্য হয়, তাহার নিবারণ করিবেন।

প্রিন্স আর্থর রাজকন্যা যাহারা পাণি গ্রহণার্থী হইয়া কোপেন হেগেনে যাইতেছেন।

—০ঃ—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ঢাকার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত কিছুদিনের জন্য বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেশ চন্দ্র সেন তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, রাইলাণ্ড সাওতাল পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর হইয়াছেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চট্টগ্রামে অবৈতনিক মাজিষ্টেট হইয়াছেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন—

শ্রীযুক্ত আর ম্যাকলপিন বাবু ক্ষেত্রগোবিন্দ রাহা আর, উইগুাম, চারিফু চৌধুরী গুনামিঞা রূপ, মৌলবী নজির আলী।

আর এম, ওয়ালার বাঁকুড়ার মাজিষ্টেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন. কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

ডবলিউ এচ, পেজ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইয়া মানভুমে রহিলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ ডবলিউ ব্যাডকক্ সাহেব পুর্ণিয়ার সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, গেগান সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন।

২৪ পরগণার সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, ই, এফ টনিব্লার সাহেব পাটনায় বদলী হইলেন।

১৫ ই জুলাই। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন চন্দ্রকুমার গুপ্ত কাটোয়াবিভাগে এবং তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১১ ই জুলাই। ত্রিপুরার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

১৪ ই জুলাই। পালামৌএর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর উক্ত উপবিভাগের সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

এ, মাকেঞ্জি বঙ্গদেশীয়
গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র
সেক্রেটারি

—০ঃ—

আমাদিগের মাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া অদ্য একটী অবিচারের বিষয় সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেছি। এটী শিক্ষাবিভাগের কার্য্য বিশৃঙ্খলার অন্যতম উদাহরণ। স্বর্গীয় স্কুল ইনিস্পেক্টর মহাত্মা মার্টীন সাহেব ঢাকা বিভাগ হইতে মেদিনীপুর বিভাগে বদলী হইলে তাঁহার স্মরণার্থ মাণিকগঞ্জের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পরিদর্শনাধীন বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে "মার্টীন স্কলাসীপ" নামে কএকটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হয়। বঙ্গবিদ্যালয়ের (ইংরাজী স্কুলের বঙ্গবিভাগও ইহার মধ্যে গণনীয়) দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ একটী নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এক বৎসর কাল মাসিক দুই টাকা হিসাবে এই বৃত্তি পাইয়া থাকে। গত ১৮৭০ সালে তত্রত্য স্কুলের জনৈক ছাত্র সবিশেষ প্রতিপত্তি সহকারে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বৃত্তি পাইবার উপযোগী হয়। বহুদিন হইল, মাণিকগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব ডেঃ ইনিস্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু মোহনচন্দ্র বসাখ এক সময়ে স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া উল্লিখিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে ছয় মাসের বৃত্তি স্বরূপ ১২ টাকা প্রদান করিয়া যান। কিন্তু অবশিষ্ট ১২ টাকা উহাকে অদ্যাপি দেওয়া হইতেছে না। এটী নিরতিশয় বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। এই ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম হয়। প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল অদ্যাপি বৃত্তির টাকা প্রদত্ত হইতেছে না কারণ কি? স্কুলের শিক্ষক এবিষয় ইদানীন্তন ডেঃ ইনিস্পেক্টরকে জানাইয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন ফল দৃষ্ট হইতেছে না। আমরা নির্ব্বন্ধসহকারে ডিরেক্টরকে প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

২। শ্যামাশঙ্কর বাবু একজন শিকারী রাখিয়া গ্রামের মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন। শিকারী কর্ত্তৃক কএকদিনের মধ্যে দুটী ব্যাঘ্র হত হইয়াছে। শেষ বারের নিহত ব্যাঘ্রটী নিতান্ত ভয়ানক। ইহা দেখিয়াও গ্রামবাসিগণের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়।

৩। পদ্মা ক্রমেই স্বীয় সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। কএক দিন হইল ১২ জন আরোহী পূর্ণ একখানি নৌকা পদ্মাপার হইতেছিল, মধ্যস্থলে আসিয়া নৌকাখানি হঠাৎ জলমগ্ন হয়। আরোহিগণ নৌকার ছত্রি ধরিয়া স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতে থাকে। অবশেষে জন্মান্তরীণ সুকৃতি বলে ইহাদিগের অনেকেই কূল পাইয়াছেন। কেবল কএকজন হতভাগ্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় ইহারা সর্ব্বনাশিনী পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে।

আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি এক্ষণ অবধি মেইল পার করিবার উত্তম বন্দোবস্ত করা উচিত। নদী যেরূপ ভয়ানক হইতেছে, তাহাতে সামান্য নৌকায় মেইল পার করা নিতান্ত অপরামর্শসিদ্ধ। এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগ বিধান না করিলে অনেককে অনেক সময়ে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে। এক্ষণে যে ক্ষুদ্রায়তন ষ্টীমার খানি প্রত্যহ ঢাকা ও গোয়ালন্দে যাতায়াত করিতেছে, বর্ষা সময়ে সেইরূপ একখানি ষ্টীমারে মেইল পার করা অবিধেয় নহে।

নানা স্থানে লোম হর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় করিয়া পাবনার বিদ্রোহ উপশান্ত হইয়াছে। বিদ্রোহের অধিনায়কদিগের প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, একটী কমিশন নিযুক্ত

করিয়া এই ঘটনার মূল বাহির করুন। সম্বাদপত্রসমূহ স্বীকার করিতেছেন সিরাজগঞ্জের নোলেন সাহেব জমীদারগণের উপর নিতান্ত চটা। ইহার কারণ কি? বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘটনার সূচনা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন না কেন? মথুরাপুলিযের সব ইনিস্পেক্টর এই দুর্ঘটনার বিষয়ে রিপোর্ট করিলেও শাসন কর্ত্তৃগণের ঘটনাস্থলে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত না হইবার কারণ কি? অনুসন্ধান করা বিধেয়।

৪। প্রস্তাবটীর লেখা সাঙ্গ হইলে হঠাৎ একটী বিষয় আমাদিগের মনোমধ্যে উদিত হইল। যেসমস্ত উপায়হীন ব্যক্তি এই প্রজাবিদ্রোহিতা নিবন্ধন নিঃস্ব হইয়াছে, তাহাদিগকে সাহায্যদান করা বিধেয়। অত্যাচারকারক প্রজা ও স্থানীয় জমীদারদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া উক্ত উপায়হীনদিগকে দেওয়া পরাপরামর্শ বিরোধী নয়।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! রোমীয় সম্রাট নিউমা যুদ্ধে বহুতর লোকের প্রাণ বিনাশ অপেক্ষা এক জন প্রজার জীবন রক্ষা শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিতেন। ইহাতেই তাঁহার সুপ্রজা পালন অনুমিত হয়। যে রাজা হিতাহিত বিবেকশূন্য না হন, তিনিই নিউমার অবলম্বিত রাজনীতির ঔৎকর্ষের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন সন্দেহ নাই। আমাদের ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য আমরা একথা বলিতে পারি না। বহু দূরস্থ পরাধিকৃত অসভ্য জনজিবারের দাস ব্যবসায় নিবারণ জন্য যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নশীল, সেই লোক হিতৈষী, ইংরাজ রাজপুরুষেরা যে আত্মাধিকৃত ভারতবর্ষবাসিদের দুঃখাপনয়নে উদাসীন, স্থির চিত্তে ইহা কে ভাবিতে পারে? কিন্তু রাজার দয়া ও ন্যায়পরতা থাকিলেই যথেষ্ট হইল না, তাঁহার কার্য্যতৎপর হওয়া চাই। অন্যথা তৎপ্রণীত সুব্যবস্থাও কখন উদ্দিষ্ট ফল প্রসবিনী হইতে পারে না। আমাদের গবর্ণমেণ্ট দয়ালু ও ন্যায়পর হইলেও এরূপ দীর্ঘসূত্রী যে, ধর্ম্মাগ্নিগৃহ ভস্মীভূত হইয়া না গেলে প্রায় জলসেকের উদ্যোগ করেন না। বঙ্গদেশ কৃষি প্রধান, কৃষকেরাই এ রাজ্যের জীবন যন্ত্র, দুরাত্মা স্বার্থপর জমীদারেরা দৈনন্দিন প্রহারে সেই যন্ত্র নিস্তেজ ও ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে; সমগ্র দেশটী হতশ্রী ও বিশীর্ণ হইয়া উঠিতেছে; দেশের মঙ্গলার্থিদের চীৎকার করিয়া স্বরভঙ্গ হইতেছে; কিছুতেই তাঁহাদের দীর্ঘসূত্রতা সংহার হইতেছে না। ইহা সভ্যতম গবর্ণমেণ্টের লজ্জাকর কলঙ্ক সন্দেহ নাই।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আর একটী দোষ এই যে, এরাজ্যে নিম্ন শ্রেণীর উপযুক্ত বিচারকের পদোন্নতি বিরল। একজন অধীন বিচারপতি যদি সহস্র বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন নিরপেক্ষ গূঢ়দর্শী ও মফস্বলের অবস্থাভিজ্ঞ হন, আর তৎকৃত মীমাংসা যদি নথী মাত্রাবলম্বী আপীল আদালতের বিচারপতির মতের সহিত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হয়, তবেই তাঁহার প্রমাদ; পদোন্নতি ত হইবেই না, অধিকন্ত মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ভৎর্সনার মধুরতা অনুভব করিতে হয়। আপীল আদালতের বিচারপতিরা বিদেশীয় ও বিভিন্ন অবস্থাপন্ন; এদেশীয়দের সঙ্গে তাঁহাদের সহৃদয়তা অত্যল্প। যে দেশে শেষ মীমাংসকদের অবস্থা এইরূপ, সে দেশের প্রবল অত্যাচারিদল যে নিয়ত কুকর্ম্ম করিয়াও দণ্ড বিধির চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে, আশ্চর্য্য কি? যে বিশেষ উপলক্ষ এ পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সাধারণো বলিতেছিলাম, তাহা মহিষ রাথায় উপবিভাগীয় বিচারালয় সংস্থাপন।

১ম। প্রায় সকল জেলার অপেক্ষা হাবড়া জেলার প্রজারা সম্যক দুর্দ্দশাপন্ন ও প্রবল কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। এজেলায় মফস্বলের স্থানে স্থানে উপবিভাগীয় বিচারালয় নাই। এ নিমিত্ত দুঃখী প্রজাদের উপকারার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে মহিষ রাথা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিচারালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। অন্যান্য স্থানগুলিতে কিরূপ হইতেছে নিশ্চয় বলিতে পারি না; মহিষ রাথায় বিচারালয় সংস্থাপনের পূর্ব্ব হইতে কয়েক বার উদ্যোগও হইয়াছিল। কিন্তু হতভাগ্য প্রজাদের অদৃষ্ট ক্রমে গবর্ণমেণ্ট এরূপ দীর্ঘসূত্রী যে, কয় বৎসরেও ঐ কার্য্যটী ঘটিয়া উঠিল না; তাল পত্রাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়াই অচিরে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সহস্র সহস্র কৃষক দুর্ব্বৃত্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পিষ্ট ও হৃত-সর্ব্বস্ব হইতেছে; ইংরাজ জাতির কলঙ্ক ক্রমশই বর্দ্ধিতকলেবর হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের ক্ষিপ্রকারিতা জন্মিতেছে না। কখন একটী বিচারালয় বাটী নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে; কখন অত্রত্য কয়লার আফিসটী ক্রয় করিবার কথা হইতেছে, মধ্যে একবার মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহোদয় ভ্রমণ উপলক্ষে এস্থান হইয়া গিয়াছিলেন, আমরা ভাবিয়াছিলাম বুঝি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া মহিষরাথার পরিবর্ত্তে বাঘনান স্থানটী মনোনীত করিয়া যাইবেন এবং অবিলম্বে বিচারালয় প্রতিষ্ঠার আদেশ দিবেন। কিন্তু প্রজাদের দুর্ভাগ্য কি অপরিবর্ত্তনীয়! ক্যাম্বেল সাহেবের সূক্ষ্মদর্শিতা ও ক্ষিপ্রকারিতাও তাহার নিকট মস্ত কঅবনত করিল।

—ঃঃ—

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ১০ ই আষাঢ়ের পত্রিকায় "কায়স্থজাতি শূদ্র না ক্ষত্রিয়?" এই প্রস্তাবে "অন্য জাতির পূজ্যতা লাভ তাহাদিগের (কায়স্থদিগের) এখনি আছে। তাঁহারা (কায়স্থেরা) ব্রাহ্মণ ভিন্ন এদেশের সকল জাতি অপেক্ষা সকল বিষয়েই সর্ব্বপ্রধান।" এই লেখাটী এবং ২৪এ আষাঢ়ের পত্রিকার বিবিধ সংবাদস্তম্ভে "বৈদ্য কোন জাতির অন্তর্গত তাহা আমরা জানি না। অতএব কায়স্থ ও বৈদ্য উভয়ের কে প্রধান আমরা তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।" এই লেখাটী পাঠ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। যদি একজন সামান্য লোক এই কথা বলিত তবে আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত হইতাম না। কিন্তু আপনার মত একজন বিজ্ঞলোকের মুখে ঈদৃশ

অসঙ্গত উক্তি শুনিলে কাহার না দুঃখ উপস্থিত হয়?

মধ্যে মধ্যে আপনার সোমপ্রকাশে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের লম্বা লম্বা বচন উদ্ধৃত দেখিয়া সাধারণতঃ মনে করিয়াছিলাম, আপনি একজন হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মাভিজ্ঞ লোক। কিন্তু আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্য কয়টী আমাদিগকে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দিহান করিতেছে।

"অন্য অন্য জাতির পূজ্যতালাভ তাঁহাদিগের (কায়স্থদিগের) এখনি আছে" ইত্যাদি এবং বৈদ্য জাতি কোন জাতির অন্তর্গত তাহা আমরা জানি না। (১) ইত্যাদি বাক্য যে আপনার কতদূর শাস্ত্রাভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার পরিচায়ক বলিতে পারি না। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে আপনার দৃষ্টি নাই আমরা এরূপ বলিতে পারি না, অবশ্য দৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি থাকিতেও যে আপনি এরূপ লিখিয়াছেন ইহাই আমরা সহসা প্রত্যয় করিতে পারি না।

(১) বৈদ্য জাতির মূল স্থির নাই বলিয়াই আমরা এ কথা কহিয়াছিলাম। বৈদ্য জাতির যে মূল স্থির নাই, পত্রপ্রেরকের নিজের লেখাতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পত্র প্রেরক বলেন অম্বষ্ঠ আর বৈদ্য এক। কিন্তু মনু যাজ্ঞবল্ক্য ও হারীত তাহা বলেন না। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অনুলোমজ সঙ্কর প্রণালীর বিষয় যদি বিবেচনা করা যায়, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে অম্বষ্ঠ বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট ইহাই প্রতীয়মান হয়। তাহার প্রমাণ এই, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে মূর্দ্ধাবসিক্তের জন্ম হয়, সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ রীতিতে অম্বষ্ঠ যে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। যদি অম্বষ্ঠকে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়, তাহা হইলে সে মূর্দ্ধাবসিক্ত স্থলাভিষিক্ত হইল। অম্বষ্ঠ ও মূর্দ্ধাবসিক্ত তুল্য পদস্থ, বোধ হয়, হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ কোন ব্যক্তিই একথা স্বীকার করিবেন না। পক্ষান্তরে হারীত বৈদ্যকে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইল, পত্রপ্রেরকের অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক নয়। কোন কোন বৈদ্য উপবীত ধারণ করেন আর কোন কোন বৈদ্য ধারণ করেন না। এতদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে বৈদ্য জাতির মূলের নির্ণয় নাই। স।

বৈদ্য জাতি কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তাহা প্রায় অত্রত্য সকলেই অবগত আছেন, কেবল আপনিই অনবগত; ইহাও অনল্প দুঃখের বিষয়! যাহা হউক, মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতিই যে স্বজাত্যুচিত চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা "বৈদ্য" নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং বৈদ্যশব্দ যে চিকিৎসক শব্দের পর্য্যায়ান্তর মাত্র তাহা শাস্ত্রব্যবসায়ি মাত্রেই অবগত আছেন, উহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

সেই অম্বষ্ঠজাতি কিরূপে উৎপন্ন হইল এবং তাঁহারা কায়স্থ জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না, এই বিষয়ের কয়েকটী প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভরসা করি এতদ্দৃষ্টে আপনার সংশয় অপনীত হইবে।

অম্বষ্ঠ উৎপত্তি বিষয়ে মনু কহিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥

পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে অম্বষ্ঠ বলা যায় এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্রাজাতকে নিষাদ বলা যায়। যাহাকে পারশবশব্দে বলে। (১)

যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি
ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো
জাতঃ পারশবোঽপিবা॥"

ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত এবং পরিণীতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ এবং পরিণীতা শূদ্রাতে নিষাদ উৎপন্ন হইয়াছে, যে নিষাদ পারশবশব্দেও অভিহিত হয়।

পরাশর কহিয়াছেন।

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোহি মুনিসত্তম।

(১) শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কৃত বাঙ্গালানুবাদ।

ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং
নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ।"

হে মুনিসত্তম! ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ উৎপন্ন হয় মুনিগণ কর্ত্তৃক ঐ অম্বষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অম্বষ্ঠদিগের যে দ্বিজত্ব আছে তদ্বিষয়ে মনু কহিয়াছেন।

"সজাতিজানন্তরজাঃ
ষট্ সুতাদ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ
সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥"

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীজাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান, বৈশ্যের বৈশ্যাজাত সন্তান এইতিন এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াজাত ও বৈশ্যাতেজাত এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন, এই তিনটী এই ছয় সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী হয়, এজন্য ইহারা উপনয়নাদি দ্বিজাতি সংস্কার যোগ্য হইবে। যাহারা প্রতিলোমজ দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন সূতাদিজাতি উহারা শূদ্র ধর্ম্ম হয় অর্থাৎ উহাদিগের উপনয়ন সংস্কার নাই। (২)

মুনিবর হারীত বলিয়াছেন।

"ব্রহ্ম মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ
বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এবং
যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবং॥"

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এইপঞ্চ দ্বিজসংজ্ঞক এবং ইহারা যথাপূর্ব্ব গৌরবান্বিত, অর্থাৎ প্রথম ব্রাহ্মণ, তৎপর মূর্দ্ধাবসিক্ত, তৎপর বৈদ্য, তৎপর ক্ষত্রিয় এবং তৎপর বৈশ্য।

পূর্ব্বোক্ত ঋষিবাক্যসমূহ দ্বারা বৈদ্য জাতির দ্বিজাতিত্ব উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে এবং উৎপত্তিকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ব্যবহারও দ্বিজাতির অনুরূপই চলিতেছে। তাঁহাদিগের (বৈদ্যজাতির) উপনয়ন সংস্কার আছে এবং বেদাদি পাঠে অধিকারিতা আছে। সম্পাদক মহাশয় কি কোন গ্রন্থে কায়স্থ

(২) শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত বাঙ্গালানুবাদ।

জাতির ঐরূপ কোন অধিকারিতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন?

উপনয়ন সংস্কার কিম্বা বেদাদি পাঠে অধিকারিতা দূরের কথা, যাহাদিগের বেদাদি শ্রবণেও অধিকারিতা নাই সেই কায়স্থ জাতি বৈদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তদ্বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় অনবগত, ইহাই সমধিক বিস্ময় জনক!

বৈদ্যজাতি যে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইতেও শ্রেষ্ঠ তাহা মুনিবর হারীতের বচন দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। বৈদ্য ও কায়স্থের যে জাতিগত কত প্রভেদ তাহা বোধহয় সম্পাদক মহাশয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন।

উপসংহারকালে আরএকটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। সম্পাদক মহাশয় যে বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কোন্ জাতি শ্রেষ্ঠ ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনের উপর ভার সমর্পণ করিয়াছেন ইহার ভাব কি? নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ জাতিতে কি ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ও পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী লোক ছিল না? যিনি (রাম দাস বাবু) বর্ত্তমান কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপাদন করিতে সচেষ্ট তাঁহার উপরে ঈদৃক বিষয়ের ভার অর্পণ করার ভাব কি? সম্পাদক মহাশয়ের ত অন্য কোন অভিপ্রায় নাই? ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত জাতির মাননীয় আবহমানকাল ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ জাতিই যে ঈদৃক্ ভারার্পণের যোগ্য তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সম্পাদক মহাশয় যে কেন অন্যথাচরণ করিলেন জানি না, পরিশেষে নিবেদন মৎপ্রেরিত এই পত্র খানি আপনার পত্রিকাপার্শ্বে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা ৩০ এ আষাঢ় — বশম্বদ শ্রীহরিমোহন গুপ্তস্য।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১১ ই জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৬	৫
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	৫	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৭	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৬	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১১	৬

সন ১৮৭৩ সালের ১৪ ই জুলাই বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
১১	১

বহরমপুর ১৪ জুলাই ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

১৮৭৩ অব্দের জুলাই ও ১২৮০ সালের শ্রাবণ মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থে নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর ঘোষ হাজারিবাগ।
" " হরলাল সেন—ধুবড়ী।
" " অক্ষয়কুমার সেন গুপ্ত—চৌদ্দগ্রাম।
" " দুর্গাবর আচার্য্য—আগরপাড়া।
" " রাজনারায়ণ কোঙর—রোসড়া।
" " কেশবচন্দ্র বসু—কাটিদহ।
" " লালমোহন চট্টোপাধ্যায় দারজিলিং।
" " কুঞ্জবিহারিলাল সিংহ—উখরা।
" " সাধনচন্দ্র দাস—ডেক্রুগড়।
" " দীনবন্ধু গোস্বামী—কালিকাপুর।
" " জানকীবল্লভ সেন কানুনগোটলা।
" " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পোয়াখালি।
" " ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সৈদাবাদ।
" " কৃষ্ণকান্ত দাস—রঙ্গপুর মাঝগড়া।
" " সুখেন্দুমোহন রায় রোরাইল পোষ্টাপীস।
" " পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী—কদ্রপুর স্কুল।
" " রাধাকিশোর শীল ধান্যঘরি।
" " দীননাথ সেন—ঢাকা।
জ্ঞানবিকাসিনী সভা গোয়ালন্দ স্কুল।
" " ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—পিঙ্গলা।
" " প্যারিলাল বসু—গৌহাটী।
" " মহেন্দ্রনাথ বসু—তমোলুক।
" " শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী মেদিনীপুর।
" " চন্দ্রকুমার মিত্র মুন্সেফ সহর শ্রীরামপুর।
" " শিবনাথ মিত্র—বেণারস
" " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—ভাগলপুর।
" " নীলমণি চট্টোপাধ্যায়—জয়পুর।
মহারাজা ধিরাজ নীলমণি সিংহ দেও বাহাদুর—কাশীপুর
শিবসাগর গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবিদ্যালয়।
বরিশাল লাইব্রেরি বরিশাল।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

নাম	মূল্য
শ্রীযুক্ত বাবু মুরারিলাল সিংহ কাশীয়া ডাঙ্গা	১০
" " কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় সিউড়ী বীরভূম	১০
" " রাখালচন্দ্র রায় গড়বেতা	১০
" " ললিতমোহন আঢ্য কলিকাতা।	৫॥০
" " রাধাশ্যাম গুই—বড়বাজার	৫॥০
" " জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী নগরারহাট	১০
রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—জয়ুয়া	১০
কালীপাড়া হিতোপদেশিনী সভা	১০
শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ রায় (১) দিনাজপুর	১০

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

(১) গতবারে ভ্রমবশতঃ ধরাগোবিন্দ রায় ছাপা হইয়াছিল।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৭ সংখ্যা।

" প্রবক্তানাং মক্রানিম্বিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ১৪ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ২৮ এ জুলাই।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

তাহাতে বিশেষ উপকার বোধ হইয়াছে তজ্জন্য লইতে ইচ্ছা করিতেছি। যে ৪ দফা ঔষধ লইয়াছিলাম, তাহা একপ্রকার কুষ্ঠ রোগ জন্য। সম্প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঔষধ পাঠাইলে বাধিত থাকিব।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
মহারাজার স্কুল
কাল্না বর্দ্ধমান।

নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

ইতিপুর্ব্বে আমি কএক ব্যক্তির উৎকট পীড়ার ঔষধি আনয়ন করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে সকলে উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এইক্ষণ ২ ব্যক্তির পীড়ার বিষয় লিখিতেছি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উত্তম ঔষধি নিকট পাওয়া যায়, তাহা অত্রস্থানে লিখিলে টাকা কিম্বা নোট পাঠাইব।

শ্রীব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়
মোং অমরখাণ জেলা পুর্ণীয়া।

মহাশয়! আপনার মহৌষধি হরিতাল ভস্ম যে রোগীর জন্য আমি আনাইয়াছিলাম তিনি উহা সেবন করিয়া অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন; কিন্তু শীতকাল উপস্থিত যদি পুনর্ব্বার আক্রমণ করে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত আপনকার মহৌষধির জন্য মূল্য ৩॥০ টাকা পাঠাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র পাঠাইবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নবদ্বীপ স্কুল। জেলা নদিয়া।

শ্রীচরণ কমলেষু—

আমি মহাশয়ের প্রেরিত ঔষধি সেবন করিয়া আমার হাঁপানিকাশী প্রায় আরোগ্য হইয়াছে। বোধ করি সমুদায় নিয়ম পালন করিতে পারিলে একেবারে নিষ্কৃতি হইতে পারিতাম, দুরাদৃষ্ট বশতঃ তাহা ঘটে নাই।

শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার মোল্লাহাট।

বিনয়পুর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ।

আপনি পূর্ব্বে যত উপদংশ রোগের ঔষধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অধিকাংশ উপকার হইয়াছে জানিবেন, যদ্যপি ঐ ঔষধি আপনার নিকট থাকে তবে অনুগ্রহ পুর্ব্বক এক খানি লিপি মোং রামকৃষ্ণপুর জেলা হাওড়া শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক্তর খানার ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন, পরে ঐ পত্র পাইলে আমি উক্ত ঔষধির মুল্য পাঠাইব।

শ্রীনবীনচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং রামকৃষ্ণপুর।

মহাশয়েষু—

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ পরে মহাশয় যে ঔষধি আমাকে প্রেমেহ রোগের নিমিত্ত দিয়াছিলেন, তাহা আমার একজন বন্ধু সেবন করাতে উত্তমরূপ আরোগ্য হইয়াছেন। এক্ষণ মহাশয়কে লিখিতেছি যে হাপানী কাশীর ঔষধ অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কালেক্টরি আপীষ হামিরপুর

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়ের নিকট হইতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে আনিত ঔষধিতে লোকের উপকার দর্শিয়াছে কিন্তু সকলের হয় নাই, কাহার কাহার সম্পূর্ণরূপ উপকার হইয়াছে। এইক্ষণ দুই প্রস্ত হরিতালভস্মের জন্য মনিঅড়ার যোগে মূল্য ৭ টাকা প্রেরণ করিতেছি।

শ্রীহারাধন দেব
মোং গোমানিগঞ্জ জেলা বগুড়া।

শ্রীচরণাম্বুজেষু—

সেবকস্য সংখ্যাতিরিক্ত প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ মহাশয়ের বটীকা এবং হরিতাল ভস্ম অতি দুর্লভ মহৌষধি আনাইয়া যে সকল মহতী পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সেবন করাইয়াছি, তাহারা মনে এমত ধারণ করিয়াছিলেন যে ঐ পীড়াতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এক্ষণ পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দিব্য শ্রী ধারণ করিয়া মহাশয়ের ভুয় ভুয় যশ কীর্ত্তন করিতেছেন জ্ঞাত কারণ নিবেদন।

সেবক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শেঠ।
মোং কাশীমগঞ্জ।

প্রণামা নিবেদন মিদং—

মহাশয়ের পুর্ব্ব প্রেরিত তিনটী ঔষধ মধ্যে দুইটী ব্যবহার করিয়া দুইজন লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। একটী আত্মীয় লোকের জন্য অম্লপিত্ত রোগের ঔষধ পাঠাইবেন।

নিবেদক শ্রীমথুরানাথ বসু।
মোং আলমডাঙ্গা।

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মহাশয়ের নিকট হইতে ৪ বার ঔষধ আনয়ন করিয়াছিলাম, উহা সেবন করাতেই ৩ জনের অর্শ রোগ উত্তমরূপ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দ সেনাপতি।
কালেক্টরি আপীষ বালেশ্বর।

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১॥০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২॥০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯৷
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১৷

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ॥

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও তাহার পর হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিৎপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং পাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

একেন্টেন্ আফিস ফ্রাঙ্কলিন্ প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৩ এজুলাই ১৮৭৩। এজেণ্ট।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস
অব ডিজীজ
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৭০ পৃষ্ঠা. মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।৷০ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা, দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২) ডাকমাসুল ।৵০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।৵০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ॥৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৵১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৷৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৫॥০ ডাক মাসুল ।৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই শ্রাবণ সোমবার।

আমরা আহ্লাদসহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি, রাজসাহী প্রেসের শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র চৌধুরী একটী নূতন সোমপ্রকাশের হেড পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে উহা গ্রহণ করিলাম। এই বার অবধি ঐ হেড দিয়াই সোমপ্রকাশ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। পাঠকগণ যদি জগৎ বাবুর শিল্প নৈপুণ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হন, এই অবসরে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

—:০:—

ইংলণ্ডের রাজস্ব কমিটিতে লাড লরেন্সের সাক্ষ্য দান।

অনেক দিনের বিশ্রামের পর ফাইনান্স কমিটী সংপ্রতি লার্ড লরেন্সের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও লার্ড লরেন্স ভারতবর্ষের স্মরণোপযোগী বিশেষ কিছুই করেন নাই, তথাপি তাঁহার ন্যায় ভারতবর্ষের অবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক অতি বিরল। তিনি বহু দিন ভারতবর্ষে যাপন করিয়াছেন। অতি সামান্য সিবিলিয়ানের অবস্থা হইতে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে আপনাকে এতদূর উন্নত করিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় কোন সিবিলিয়ান সেরূপ করিতে পারেন নাই। সিপাহীদিগের বিদ্রোহের সময়ে ইনি এবং ইহাঁর ভ্রাতা সর হেনরি লরেন্স বিশেষ কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করেন, সেই জন্য ইনি এত দূর সম্মান লাভ করিয়াছেন। যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত দিনের পর লার্ড লরেন্স কি বলেন তাহা জানিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হইতে পারে সেই জন্য আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে লার্ড লরেন্স বলিয়াছেন যে লার্ড কর্ণওয়ালিস যখন প্রথম এই বন্দোবস্ত করেন তখন বোধ হয় তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে বিদেশীয় গবর্ণমেন্টের অধীনে সাক্ষাৎসম্বন্ধে না থাকিয়া দেশীয় ধনী ভদ্র লোকদিগের অধীনে থাকিলে প্রজারা অধিক সুখী হইবে, এই বিবেচনায় তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থির করেন। ভবিষ্যতে সেই সেই ভূমির আয়ের কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা তখন না জানা থাকাতে এই বন্দোবস্ত ভ্রম ও ত্রুটিশূন্য হয় নাই। কিন্তু তথাপি ইহা হইতে বাঙ্গালার সমূহ উপকার দর্শিয়াছে। ভূমির স্থায়ী স্বত্ব হওয়াতে সেই সেই ভূমির উৎকর্ষ সাধনে জমীদারেরা অধিক মনোযোগী হইয়াছেন, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের অধিকার রক্ষণেচ্ছু এক শ্রেণী লোক প্রস্তুত হইয়াছেন। ১৮৬২ অব্দে সর চারলস উড় প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রত্যেক গ্রামের অধীন কৃষি কার্য্যোপযোগী ভূমির মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ ভূমি কৃষিকার্য্যার্থ ব্যবহার করিলে পর তত্তৎ গ্রামের জমীদারদিগের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। লার্ড লরেন্সের মতে সর চারলস উডের এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিলে বিশেষ ফল দর্শিত। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৩০ বৎসরের জন্য এই প্রকার বন্দোবস্ত করাতে অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহার মতে যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে সেখানে অন্য প্রকার কর সংগ্রহ করা ন্যায় বিগর্হিত কার্য্য নয়; কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূরি পরিমাণে ভূমির আয় বৃদ্ধি হওয়াতে এ প্রকার দুই একটী কর বৃদ্ধি করিলে বিশেষ ক্লেশকর না হইতে পারে!

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে যে যে প্রকার কর নির্দ্ধারিত আছে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক কোন প্রকার কর সংগ্রহ করা সম্ভাবিত কি না? এই প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়াছেন, না। এক্ষণে যতগুলি কর আছে তাহাই যথেষ্ট। লবণের শুল্ক অধিক হওয়াতে দরিদ্র প্রজাদিগের যথেষ্ট ক্লেশ হইতেছে। বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ত সেই কষ্ট অত্যন্ত। তিনি বলিয়াছেন যে প্রতিদিন সকলের প্রয়োজনীয় একটী দ্রব্যের জন্য মহারাণীর প্রজাদিগকে যে এত কর দিতে হয় ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, আর অধিক কোন প্রকার কর বৃদ্ধি করিলে অত্যাচার করা হইবে।

রাজস্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রভেদ করা বিষয়ে তিনি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল মধ্যে মধ্যে যে প্রকার ...বিধান ভাবে কার্য্য করেন এবং রাজস্ব ব্যয় করেন তাহাতে তাঁহাদের উপর প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে তাহাঁদিগকে স্বতন্ত্রতা দেওয়াতে কেবল প্রজাদের কতকগুলি করের বৃদ্ধি হইয়াছে এই মাত্র। বিশেষতঃ

ভারতবর্ষের লোকেরা প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন প্রভেদ করে না, তাহাদের চক্ষে প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ—এরূপ যাহাতে প্রকাশ পায় বরং সেই ভাবে কার্য্য করা উচিত। বিশেষতঃ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল পৃথক পৃথক হওয়াতে আর একটী অমঙ্গল এই হইবার সম্ভাবনা, যদি কোন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় তখন প্রধানতম গবর্ণমেণ্টকে অর্থের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহাদের হস্তে যদি সে সময় অর্থ না থাকে কিম্বা তাঁহারা দিতে প্রস্তুত না হন তাহা হইলে বিপদ। সমুদায় রাজস্ব প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিলে গবর্ণর জেনরল বিচার করিয়া আবশ্যক মত ব্যয় করিতে পারেন এবং যে প্রদেশে সাহায্য আবশ্যক বোধ করেন দিতে পারেন। কিন্তু তাহা না হইলে বাঙ্গালার লুসাই যুদ্ধের ন্যায় কোন স্থানীয় যুদ্ধাদির সময় অপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট—যেমন মনে কর বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট—অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন। বোম্বাইর বিপদের সময়েও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন। সুতরাং তাঁহার বিবেচনায় প্রধানতম ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার পার্থক্য সম্পাদন করা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ইহা ভিন্ন তিনি অহিফেন ও রোডসেস প্রভৃতি অনেক বিষয়ে অতি উত্তম সাক্ষ্য দিয়াছেন। লার্ড লরেন্সের শাসন সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ করিবার অনেক কথা আছে এবং শাসন কর্ত্তারূপে আমরা তাঁহার প্রশংসা কখনও করি নাই, কিন্তু ফাইনান্স কমিটীর সমক্ষে তিনি যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছি। বিশেষতঃ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। তিনি ইহার অনেকগুলি অনিষ্ট দেখাইয়াছেন। যদিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা থাকিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন এবং অনেক সৎকার্য্য ও সংস্কার,—যাহা অপর প্রকার প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে গেলে হস্ত হইতে হস্তান্তর বিচার হইতে বিচারান্তর এইরূপ করিতে করিতে অবশেষে বিফল হইয়া যায়—এ প্রকার প্রণালীতে ত্বরায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তথাপি আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ন্যায় অত আত্মম্ভরী ও ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তির হস্তে এই স্বাধীনতা যে প্রজাদিগকে অনেক ক্লেশ দিতে পারে তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ লার্ড লরেন্স যে সকল বিপদের আশঙ্কা করিয়াছেন তাহাও অমূলক নহে।

—ঃ—

শিক্ষাদান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা।

সংপ্রতি এদেশীয়দিগের শিক্ষার প্রণালী বিষয়ক আন্দোলন পুনরুত্থিত হওয়াতে সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা এই প্রশ্নের পুনর্ব্বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ ম মিশনরিগণ "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" যাঁহাদিগের মুখ স্বরূপ। ইহাঁদের মতে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার জন্য এত ব্যয় স্বীকার না করিয়া যদি মিশনরিদিগের হস্তে সে ভার অর্পণ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী ব্রাহ্মগণ "মিরার" যাঁহাদের মুখ স্বরূপ। ইহাঁদের মতে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার উচ্চ শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে দেশের একটী প্রধান অমঙ্গল হইতেছে, ঐ প্রণালীতে যাঁহারা শিক্ষিত হইতেছেন, তাহাদের অনেকেই চরিত্র ও নীতি বর্জ্জিত হইয়া বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইতেছেন। সুতরাং যদিও বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পোষকতা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রকৃষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য হয়, কিন্তু ছাত্রদিগের ধর্ম্মনীতি যাহাতে পরিষ্কৃত ও উন্নত হয় সেরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত। ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষা ও বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী বলিয়া মনে করিতে পারেন, এরূপ পাঠনার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। ৩ য় শ্রেণীস্থ লোকেরা (ইংলিসমান ইহাদের মত প্রকাশ করেন) বলিয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু থাকা যুক্তিযুক্ত নয় যাহাতে নাস্তিকদিগেরও আপত্তি হইতে পারে। তাঁহাদের বিবেচনায় ঈশ্বরের নিকট দায়ী এরূপ কথা বলিতে গেলেও ধর্ম্ম বিশেষের পোষকতা করা হয়, কেবল মাত্র জ্ঞান শিক্ষা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আমরা ইহার কোনটীর সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারি না। মিশনরি মহাশয়দিগের ত কথাই নাই। তাঁহারা যাহাই বলুন শিক্ষা সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যেরূপ মহা ভ্রমের কার্য্য হইবে এমন আর কিছুই নহে। আবার মিরার ইদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ যুবকদিগকে যে প্রকার ধর্ম্মনীতি শূন্য মনে করেন আমরা তত দূর করি না। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ উচ্চ শিক্ষা পান, তত দূর চরিত্রের স্থিরতা ও বিশুদ্ধতা যে সকল সময় দেখা যায় না তাহাও সত্য এবং মিরার যে গুলিকে সর্ব্ববাদিসম্মত

ও মুল সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতেও যে অনেকের আপত্তি হইতে পারে ইংলিসমানের একথাও অসঙ্গত নয়। কিন্তু তাহা বলিয়া শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য যে চরিত্র গঠন ও ধর্ম্মনীতির বিশুদ্ধতা সে বিষয়ে অনবহিত হওয়া বিধেয় নহে। বিবাদাস্পদ প্রশ্ন গুলির পরিহার করিয়াও ধর্ম্মনীতিরও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে আমরা এইরূপ মনে করি। তবে ধর্ম্ম বিশেষের পক্ষাবলম্বন না করিয়া উদার ভাবে ধর্ম্মনীতির আলোচনা করে এ প্রকার গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। এরূপ স্থলে তদুপযোগী গ্রন্থ নির্দ্ধারণ করাই দুষ্কর। কিন্তু তথাপি যাহাতে ছাত্রদিগের সত্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে, চরিত্রের সাধুতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং উপযুক্তরূপে জীবনের সকল কার্য্য করিবার জন্য একটী আন্তরিক আগ্রহ উপস্থিত হয় তাহার সদুপায় বিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তদুপযোগী গ্রন্থ সকল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হউক এবং শিক্ষকেরা এবিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগী হউন।

—০—

পাবনার বিদ্রোহ সম্বন্ধে লেপ্টনন্ট গবর্ণরের ঘোষণা পত্র।

পাবনার বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে সার জর্জ কাম্বেল যে ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

“পাবনা জেলার জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতে ও রায়তেরা যোগ করিয়া তাহার বাধা দিতে উদ্যোগ করাতে ভারি ভারি দলের লোকেরা স্থানে স্থানে জমায়ত হইয়া হাঙ্গামা ও গোলযোগ করিতে লাগিয়াছে ও ভারি ভারি দাঙ্গাও হইয়াছে, এই কারণে এই পত্র দ্বারা ঐ কার্য্যে লিপ্ত সকল ব্যক্তিকে ভারি সতর্ক করিয়া এই কথা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, প্রজাদের টাকা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া না লওয়া যায় এই জন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন ও জমিদারদের কোন দাওয়া থাকিলে আইনক্রমে নির্দ্ধারিত প্রণালী মতে তাঁহাদের সেই সেই দাওয়া সাবুদ করিতে হইবে। কিন্তু প্রজারা বলপ্রকাশ করিয়া বেআইনী কর্ম্ম করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহা দৃঢ়মতে স্থগিত করাইয়া দিবেন ও যে কোন শ্রেণীর লোক হউক আইনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে গবর্ণমেণ্ট আঁটাআঁটি রূপে বিচার করিয়া তাহাদের দণ্ড করিবেন। রায়ত প্রভৃতি যে লোকেরা জমায়ত হইয়াছে তাহাদের প্রতি আপন আপন স্থানে চলিয়া যাইতে ও উপদ্রবের যে কোন নালিশ থাকে তাহা শান্তভাবে ও নিরুৎপাতে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইল। তাহারা তদ্রূপে উপস্থিত হইলে ধীরভাবে তাহাদের কথা শুনা যাইবে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরা হাঙ্গামীদের কথা শুনিতে পারেন না। বরং তাহাদের বিপক্ষে সুকঠিন বিধান করিবেন। যে লোকেরা জমিদারদের দাওয়ার বিপক্ষতা করিতে যোগ করিয়াছে তাহারা বলে যে, আমরা মহারাণীর প্রজা, কেবল তাঁহারই প্রজা হইয়া থাকিব। তাহাদিগকে ও অন্য যে সকল লোক তাহাদের কথা শুনে তাহাদিগকেও সতর্ক করিয়া এই কথা জানান যাইতেছে, আইন মতে সম্পত্তির যে স্বত্ব রক্ষা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হাত দিতে পারেন না, দিবেনও না। আইন মতে যে ব্যক্তির নিকট যাহার যত পাওনা থাকে তাঁহাকে তাহা তত দিতেই হইবে। জমিদারেরা অতিরিক্ত দাওয়া করিলে শান্তভাবে একত্র হইয়া তাহার নিবারণ করিবার নিয়ম করা আইন বিরুদ্ধ নয়; কিন্তু বল প্রকাশ করিবার ও ভয় দেখাইবার নিমিত্ত যোগ করা বেআইনী কর্ম্ম।”

পাঠকগণ অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন যে এ অনুবাদ আমাদিগের নহে, ইহার যাহা কিছু গৌরব তাহা গবর্ণমেণ্টের সুযোগ্য অনুবাদকের এবং কাম্বেল সাহেবের প্রাপ্য। কাম্বেল সাহেব বাঙ্গালা ভাষাকে পরিষ্কৃত করিয়া বোধ হয় এই প্রকার করিতে চান। যাহা হউক এই ঘোষণা পত্রটী প্রচার করার উদ্দেশ্য কি? এবং ইহাতে কতদূর সুফল দর্শিবার সম্ভাবনা তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক। পাবনার বিদ্রোহের ত শান্তি হইল। প্রজারা যে জমিদারদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল তাহারা সে জন্য নহে, আইনের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও উপদ্রব করাতে রাজদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত হইল, কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ লোক যেরূপ অজ্ঞ তাহাতে তাহারা মনে করিতে পারে যে জমিদারদের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করাই বুঝি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাবিরুদ্ধ। অজ্ঞ জমিদারেরাও মনে করিতে পারেন যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে দণ্ড দিবেন। সুতরাং এই উভয় পক্ষকেই এরূপ স্থলের ন্যায়ান্যায় বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। একমত হইয়া জমিদারদের বিপক্ষে উঠিতে গিয়া এরূপ দণ্ড পাইয়া দরিদ্র প্রজারা মনে করিতে পারে যে তাহাদের আর উপায় নাই। এজন্য তাহাদিগকেও জানান আবশ্যক যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দুঃখে বাস্তবিক দুঃখিত হইয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রত্যেক ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ শুনিবার জন্য প্রস্তুত। তবে এবার তাহারা আইন

বিরুদ্ধ অত্যাচার ও উপদ্রব করাতে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই উভয় প্রকার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় কাম্বেল সাহেবের ঘোষণা পত্র প্রচার করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রজারা যে গবর্ণমেন্টের অনেক অনুরক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুপেট্রিয়ট দুঃখ করিয়াছেন যে এই ঘোষণা পত্রে জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁহার যে বিদ্বেষ আছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা প্রজাদিগকে জমিদারদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে উৎসাহিত করা হইয়াছে। সকলের শীর্ষভূত গবর্ণমেন্টের কোন শ্রেণী বিশেষের প্রতি বিরাগ থাকিলেও সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নয়; কারণ তাহা হইলে অপর শ্রেণীদিগকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়। প্রজারা যদি একবার জানিতে পারে যে গবর্ণমেন্টের জমিদারদের উপর অত্যন্ত বিদ্বেষ তাহা হইলে তাহারা অভিযোগের উপর অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারে। কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু জমিদারদের পক্ষ হইতে ভয়ানক অত্যাচার না হইলে আর এই উপদ্রবাগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই। এসময় অত্যাচারী জমিদারদিগের জানা উচিত যে তাঁহাদের এই সকল অত্যাচারকে গবর্ণমেণ্ট ঘৃণা করিয়া থাকেন; এবং সমুচিত শাস্তি দিতেও প্রস্তুত। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় এই ঘোষণা পত্র সময়োপযোগী হইয়াছে এবং ইহাতে ইষ্ট বই অনিষ্ট সাধিত হইবে না।

—•—

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার অমূলক আশঙ্কা।

বৎসর বৎসর ভারতবর্ষে বন্দুক ও অন্যান্য যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রের আমদানী বাড়িতেছে বলিয়া ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে কঠিন নিয়ম স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন ১৮৬০ অব্দে “ভারতবর্ষীয়দিগকে নিরস্ত্র কর, ভারতবর্ষীয়দিগকে নিরস্ত্র কর” বলিয়া সকলে চীৎকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যে বৎসর বৎসর অস্ত্রের আমদানী বাড়িতেছে সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। ১৮৭০। ৭১ অব্দে ৭৪২৯৭০ টাকার অস্ত্র আমদানী করা হয়, পর বৎসর ৯৩৭৫৯০ টাকার অস্ত্র ভারতবর্ষে আইসে এবং ক্রমেই অধিক টাকার অস্ত্র আসিতেছে। কলিকাতা বোম্বাই ও রেঙ্গুন এই তিন স্থানে পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রাদি বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। ফ্রেণ্ড সন্দেহ করেন যে এই সকল অস্ত্র ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের রাজ্যে গিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন গোপনে বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত ও সংস্কার করা চলিতেছে। ঐ সকল কার্য্য করিবার জন্য লাইসেন্স লওয়ার যে আইন আছে তাহা থাকিয়াও না থাকার ন্যায় হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে গবর্ণমেন্টের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যে ভাবে প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন যেন কোন দিগে কোন ভয়ানক বিপদ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র পড়িতেছে আর রক্ষা নাই। ইংরাজদিগের যে ধর্ম্মনীতি অনুসারে ভারতবর্ষ গ্রহণ করা সেই ধর্ম্মনীতি অনুসারেই ভারতবর্ষীয়দিগকে নিরস্ত্র করা। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ন্যায় স্থূলদর্শী লোকের মতে রাজ্য রক্ষার উপায়ান্তর নাই। সৈন্যে সৈন্যে ভারতবর্ষ পূর্ণ করিয়া ফেল এবং ভারতবর্ষীয়দের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লও, তাহা হইলে ইংরাজ রাজত্ব নির্ভয় হইল। ইহা অতি নীচদর্শী রাজনীতিজ্ঞের কথা। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি সৈন্য বৃদ্ধি ও নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা না করিয়া যদি সুশাসনের গুণে ভারতবাসীদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করা হয় তাহা হইলে ইংরাজদের রাজত্ব প্রকৃতরূপে সুরক্ষিত হইবে।

—•—

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, মৃত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্রগণের ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার্থ একটী মূল ধন সংস্থানের চেষ্টা হইতেছে। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক সভা করিয়া এ নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বারিষ্টর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভার অন্যতর সভ্য এবং সেক্রেটারি। মাইকেল মধুসুদন দত্ত বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহার নিকটে ঋণী আছেন। তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষা ও ভরণপোষণার্থ সাধারণের সাহায্যদান একান্ত কর্ত্তব্য। মৃত কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই এক সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসাধারণে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্যদান করেন এই আমাদিগের অনুরোধ।

বিবিধ সংবাদ।

৭ ই শ্রাবণ সোমবার।

ইংলিসম্যান বলেন, আগামী জানুয়ারি মাসে লার্ড নর্থব্রুকের মান্দ্রাজে যাইবার সম্ভাবনা আছে। লার্ড হবার্ট উৎকামুণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন, ডিসেম্বরের মধ্যে আর মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিবেন না। যখন বৎসরের অধিকাংশ সময় বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট হাউসটী শূন্য ফেলিয়া

না রাখিয়া উঁহাদিগের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত ভাতা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহাদিগের ভ্রমণ ব্যয়টাও ইহা হইতে উঠিতে পারে।

শিবপুরের অন্তর্গত ভড়পাড়ার নীচে ২ রা শ্রাবণ একটী প্রকাণ্ড কুম্ভীর মারা পড়িয়াছে। কুমীরটী প্রথমে চড়াতে উঠে, পরে জেলেরা তিন খানি ডিঙ্গি কিনারায় ভিড়াইয়া উহাকে ঘিরিয়া দাঁড় দিয়া প্রহার করিতে থাকে। কুমীরটী ঐ লোকদিগকে আক্রমণের চেষ্টা করিলে কএকজন বলবান ব্যক্তি তাহার মস্তকের উপর অনবরত আঘাত করে, তাহাতেই মরিয়া যায়। কুমীরটী প্রায় দশ হাতদীর্ঘ, তাহার মুখের হাঁটী ঠিক এক হস্ত। যাঁহারা এই ভয়ঙ্কর জন্তুটী মারিয়াছে তাহাদের পুরস্কার পাইবার সম্ভাবনা আছে।

হিন্দুহিতৈষিণী লিখিয়াছেন, শ্রীহট্টের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভ্রম হওয়াতে তত্রত্য জজ ও মাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার অতিশয় অপমান বোধ হয়। তিনি হাইকোর্টে ঐ বিষয় লিখিয়াছেন। হাইকোর্টের জজেরা না জিলার জজদিগকে কর্ম্মে নূতন প্রবিষ্টদিগকে কাজ শিখাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন?

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণের গোচর করিতেছি, ১২ই জুলাই জামালপুর দাতব্য সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উদ্দেশ্য কয়টী অতি উত্তম। সেগুলি এই;-

প্রথম, অনাথদীন অন্ধ খঞ্জ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে জাতি নির্ব্বিশেষে অবস্থানুযায়ী মাসিক বৃত্তিদান।

দ্বিতীয়, সহায় সম্বলহীন বিদ্যার্থি বালকদিগকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ সাহায্যদান।

তৃতীয়, নিঃস্ববিদেশীয়দিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমনার্থ পাথেয় দান।

চতুর্থ, নিতান্ত নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে সময়ে সময়ে সাহায্যদান।

সভা এই উদ্দেশ্যগুলির সাধনার্থ সাধারণের সাহায্যার্থিনী হইয়াছেন।

শিলঙ হইতে সংবাদ আসিয়াছে সে দিন তথায় দুইবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। প্রথম কম্পনটী অর্দ্ধ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল, ইহাতে জানালা দরজা প্রভৃতি পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল। দ্বিতীয় বার সামান্য মাত্র কম্পন হইয়াছিল।

ডেকানের নিজাম বরদার গুইকুমার এবং মহিশূরের রাজার সম্মানার্থ এপর্য্যন্ত ২১টী করিয়া তোপধ্বনি হইত। ষ্টেট সেক্রেটারি সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন ব্রিটিশ রাজ্যের সীমা মধ্যে উহাদিগের সম্মানার্থ ১৯টী মাত্র তোপধ্বনি করা হইবে। উহারা কিন্তু আজিও নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে ২১টী করিয়া সেলামি তোপ পান। ষ্টেট সেক্রেটারি কি ব্যয় সংক্ষেপ মানসে দুটী তোপ কমাইলেন?

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম তত্রত্য ক্লোদিঙ্ ডিপার্টমেণ্টে ২ দুই লক্ষ টাকার গোলযোগ হইয়াছে বলিয়া যে লিখিয়াছিলেন মেজর ষ্টুয়ার্ট তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। একজন প্রাচীন কর্ম্মচারিকে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত মাসিক ৪। ৫ টাকা পেন্সন দেওয়া হইত, এবং কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে জরিমানার যে টাকা আদায় হইত, উহা অন্যান্য কর্ম্মচারির পুরস্কারার্থ ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহাতেই এই দুই লক্ষ টাকা হিসাবে মিলে নাই। কর্ম্মচারিগণ আত্মদোষ ক্ষালনার্থ এইরূপ হিসাব মিলাইয়া দিলেন অথবা এটী প্রকৃত ঘটনা, তাহার অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

বোম্বাইর সাইলেন্স টাউয়ারের দাঙ্গা বিষয়ক মকদ্দমার মীমাংসা কালে তত্রত্য হাইকোর্টের বিচারপতি গ্রিন বারিষ্টর আনেষ্টি সাহেবকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন। তত্রত্য সাওটার নামক এক সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, আনেষ্টি সাহেব জেরা করিবার সময় তাঁহাকে এক প্রকার মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার এ অপবাদের কোন কারণ ছিল না। এই জন্যই তিনি তিরস্কৃত হইয়াছেন। অন্যান্য বারিষ্টরেরা সকলেই তাহার উপরে বিরক্ত। শুনা যাইতেছে, সাওটার এনিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তত্রত্য বারিষ্টরেরাও এবিষয়ে একটী সভা করিবেন স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ আনেষ্টি সাহেবের ন্যায় দুর্ম্মুখ লোক ব্যবহারাজীবদের মধ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

সিমলা হইতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, সিবিল সার্জ্জণ্টেরা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট যে আবেদন করেন, তাহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। বোধ হয় এই আবেদনের এই ফল হইবে জুনিয়র সিবিলিয়ানদিগের কর্ম্মক্ষেত্র কিছু বিস্তৃত করা হইবে। বোম্বাইর কতকগুলি জুনিয়র সিবিলিয়ানকে মান্দ্রাজে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য বলা হইবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

সেদিন দিল্লীতে কুকুর মারা লইয়া দোকানদারদিগের সহিত যে গোলযোগ হয়, তাহার ফল এই হইয়াছে, কতকগুলি দোকানদারের শান্তিরক্ষার জন্য ৫ শত ও দুই শত টাকার মোচলকা লওয়া হইয়াছে। অনেকের জরিমানা ৪ জনের ২ মাস করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে, এখনও এ বিষয়ের অনুসন্ধান চলিতেছে। ১৪৫০ জন দোকানদারের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে।

বোখারা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, উরগঞ্জের পতন সংবাদ পাইয়া বোখারার রাজা নানা স্থান হইতে তোপধ্বনি এবং নগর আলোকময় ও উৎসবময় করেন। কোকণ্ডের খাঁও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। উরগঞ্জ জয় করিয়া দুই জন রুশীয় আফিসর ও একজন ডাক্তার মার্ব্বিতে গমন করেন। তত্রত্য ক্রীতদাসদিগকে মুক্ত করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য। যদি তাহাদিগকে সহজে মুক্ত করা না হয় খিবা হইতে রুশীয় সৈন্য গিয়া এ বিষয়ে তাহাদিগকে বাধ্য করিবে।

গত শুক্রবার বাদুরঘাটে ৮ হাত দীর্ঘ

একটী হাঙ্গর ধরা পড়িয়াছে। এবার গঙ্গায় হাঙ্গরের বড় উপদ্রব হইয়াছে।

একজন কাবুলী ফলবিক্রেতাকে স্বর্ণ বলিয়া একখণ্ড পিত্তল দিয়া প্রতারণা করিয়াছিল বলিয়া কালীঘাটের যে এক মহান্তের ৫০ টাকা জরিমানা ও এক বৎসর কারাদণ্ড এবং তাহার একজন সহচরের ৬ মাস কারাদণ্ড হয়, আপীলে সেসিয়ন জজ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৮ ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

অযোধ্যার একখানি দেশীয় সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি ভূপালে একটী ভয়ানক দাঙ্গা হয়, ঐ সময় বেগমের স্বামী মৌলবী সিদিগ হোসেন আক্রান্ত হন। দুই তিন জন হত হইয়াছে।

লার্ড নর্থব্রুক নাগপুরের লক্ষ্মীবাইকে মাসিক ৮৫ টাকা পেন্সন দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাঁর স্বামী ১৭১ টাকা পেন্সন পাইতেন।

দিল্লীগেজেট বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন, সকল দেশীয় সৈন্যকে ব্রিচ-লোডার দেওয়া হইবে। এই আজ্ঞা পালন জন্য ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষগণ বন্দোবস্ত করিতেছেন।

পেসোয়ার হইতে এক ব্যক্তি দিল্লীগেজেটে লিখিয়াছেন, তথায় গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়াছে। উষ্ণ বায়ু এবং পঙ্গপালে অনেক শস্যাদি নষ্ট করিয়াছে। অনেক কূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আদৌ বৃষ্টি হয় নাই।

জানজিবার হইতে সম্বাদ আসিয়াছে, সুলতান দাস ক্রয় বিক্রয়ের বাজার সকল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং নূতন সন্ধির নিয়ম সকল সম্বলিত এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন উক্ত বাণিজ্যের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে কুইলোতে ৪ হাজার দাস ছিল, উহাদিগকে অর্দ্ধ ডলার দিয়াও কেহ ক্রয় করিতে চাহিতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যদি উহাদিগের মূল্য অর্দ্ধ ডলারও হইল না, তবে আর উহাদিগকে আহার দিয়া অধিককাল রাখিবার প্রয়োজন কি ?

লিগাল কম্পানিয়ন বলেন, হাই কোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন, কোন অবিভক্ত পরিবারের এক ব্যক্তি তাহার নিজের উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সম্পত্তি ক্রয় করিলে ঐ সম্পত্তিতে কেবল তাহারই স্বত্ব হইবে। কিন্তু সাধারণ অর্থ দ্বারা স্বীয় পুত্রের নামে যদি বিনামী কোন বিষয় ক্রয় করা হয় তাহা সমুদায় পরিবারের সম্পত্তি হইবে।

লক্ষ্ণৌএর একখানি সংবাদ পত্রে একটী নর ব্যাঘ্রের কথা লিখিত হইয়াছে। একটী শিশুকে (এক্ষণে ইহার বয়স ১২ বৎসর) নেকড়ে বাঘে লইয়া যায়। সেই অবধি সে বনমধ্যে ব্যাঘ্র কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, সম্প্রতি তাহার পিতা মাতা কোন রূপে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধরিয়া আনিয়াছে। উহার চুল বড় বড়, প্রথমে সে চারি হাত পায়ে চলিত, এক্ষণে দুই পায়ে চলে, কেহ নিকটে গেলে কামড়াইতে আইসে। কাঁচা মাংস নখে চিরিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ভোজন করে। কাহার কথা বুঝিতে পারে না, রাত্রিকালে পিতা মাতাকে কামড়াইতে যাইত। এজন্য তাহারা তাহাকে বাতুলালয়ে ডাক্তারের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। কেহ যদি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে যায়, অমনি তাহাকে বাঘের মত ধরিতে আইসে।

পিরিজপুর সবডিবিজনের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে একজন মুসলমান পত্নী ব্যভিচারিণী হয়। তাহার স্বামী ইহা জানিতে পারিয়া উহার উপপতিকে ধরিবার জন্য যত্ন করে। এক রজনীতে উহাদিগকে একত্রে দেখিতে পাইয়া উপপতির একটী কাণ কাটিয়া দেয়। কাটা কাণের যন্ত্রণা দূর হইতে না হইতে সে পুনরায় তাহার উপপত্নীর নিকট যাইতে আরম্ভ করে। এবার ঐ ব্যক্তি স্বীয় ব্যভিচারিণী স্ত্রীর নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছে। স্ত্রীলোকটী এক্ষণে হাসপাতালে আছে। তাহার স্বামী পলায়ন করিয়াছে।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল বাবু আলফ্রেড নন্দী বারিষ্টার হইয়াছেন। ইনি বিখ্যাত রেবরেণ্ড গোপীনাথ নন্দীর পুত্র। রেবরেণ্ড গোপীনাথ নন্দীর পুত্র বাবু আলফ্রেড নন্দী এটী শুনিতে মন্দ কৌতুকাবহ নহে।

মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কের অনেক ক্ষতি হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট উক্ত ব্যাঙ্কের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিবার মানস করিয়াছেন।

৯ ই শ্রাবণ বুধবার।

মান্দ্রাজের স্কুলের বালকেরা শারীরিক দণ্ড উঠাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। তত্রত্য বিশপ কেরির স্কুলের একটী বালক সম্প্রতি প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে এক সমন বাহির করিয়াছে। ইহার কারণ এই, ঐ বালক ভূগোলের পাঠ অভ্যাস করে নাই বলিয়া প্রিন্সিপাল তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। বালকগণের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, যদি তাহারা এ বিষয়ে জয় লাভ করে, ভবিষ্যতে শিক্ষক কিম্বা প্রিন্সিপাল কর্তৃক তিরস্কৃত হইলে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আদালতে আন্তরিক কষ্টের নালিশ করিতে সাহসী হইবে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি দারজিলিঙে পুনরায় পঙ্গপাল আসিয়াছিল। কিন্তু চাক্ষেত্রের কোন অনিষ্ট করে নাই। দারজিলিঙ নিউস বলেন, হোপটাউন এবং কর্সিয়ঙের মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলে ঐ সকল পঙ্গপাল বহু দিবস পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন, মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর রেবরেণ্ড জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং আর কয়েক জন লণ্ডনে রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিতে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি আরো শুনিয়াছেন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কয়েক জন প্রধান সভ্যকে সাক্ষ্য দিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কাম্বেল সাহেব যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনকেও এ নিমিত্ত অনুরোধ করেন। হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, উপরি উক্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন মৌলবী ইমদাদ আলী ও তাঁহার পুত্র সাক্ষ্য দিতে যাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

গত সোমবার কলিকাতা মেডিকল কালেজের মিলিটারি ক্লাশের ইউরোপীয় ছাত্রদিগের [illegible]

ছাত্রদিগের ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালি ছাত্রেরা যে পড়িয়া মার খাইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। পাঠকগণ এত বৃত্তান্ত স্থানান্তরে দর্শন করিবেন। আমরা শুনিলাম, বিবাদটী ক্রমে যেরূপ ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে, প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল মনোযোগী হইলে এতদূর হইতে পারিত না। প্রথম হইতে ইহার নিবারণ চেষ্টা দূরে থাকুক তিনি প্রকারান্তরে দুর্দ্দান্ত ইউরোপীয় ছাত্রগণকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধ বহু দূর গড়াইলে পর তাঁহার চৈতন্য হয়। মেডিকল বোর্ডে এ বিষয়ের বিচার হইতেছে। স্মিথ সাহেব নাকি ইউরোপীয় ছাত্রগণের পক্ষে বিলক্ষণ টানিয়া বুনিতেছেন। বিচারের ফল এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

এ সপ্তাহে আমরা "সাপ্তাহিক সমাচার" নামক একখানি সম্বাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি এই শ্রাবণ মাস হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহার প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। ইহার ভাষা ও মুদ্রণ কার্য্যও মন্দ হয় নাই।

১০ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

বাবু দুর্গাচরণ লাহা কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ পুনরায় একজন কমিসনর হইয়াছেন।

গত মে মাসে ব্রিটীশ ব্রহ্ম হইতে ১৮৫-৫০০ টাকা মূল্যের ১৩০২৪ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

গত কল্য কলিকাতা গেজেটে লেপ্টেনন্ট গবর্ণর অস্ত্রাদি লইয়া যাইবার এবং বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দিবার নিমিত্ত যাবতীয় নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে যে একটী বালককে তাহার শিক্ষক প্রহার করিয়াছিলেন প্রহারটী কিছু গুরুতর হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট শিক্ষকের এক টাকা জরিমানা করিয়াছেন। শিক্ষকগণ এক্ষণ অবধি যেন সাবধান হইয়া বালকগণকে প্রহার করেন।

মান্দ্রাজে বাটী অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; এক্ষণে যে বাটীগুলি আছে তাহার ভাড়া নিতান্ত অধিক। মান্দ্রাজ টাইমস এই অসুবিধা নিবারণার্থ একটী বিল্ডিং সোসাইটী করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিছুদিন হইল কলিকাতায় এইরূপ একটী সমাজ করিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু কাগজে প্রস্তাব লিখা ভিন্ন এ পর্য্যন্ত উহার আর কিছুই হইল না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লেপ্টেনন্ট কর্ণেল হাইড ইউরোপীয় ফিরিঙ্গি এবং দেশীয় কারিকর ও মিস্ত্রিদিগের ড্রয়িং শিক্ষার জন্য সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ বাটীতে একটী অবৈতনিক শ্রেণী খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ টা হইতে ৬॥০ টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, আগামী বর্ষে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট আদর্শ ক্ষেত্রে একটী কৃষি প্রদর্শন হইবে। হল চালন কৃষি বিষয়ক প্রস্তাব এবং নানাবিধ কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য ৬০০০ টাকা পুরস্কার দান স্থির হইয়াছে। সমুদায় মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি সিংহল মহিসুর, কুর্গ এবং হাইদ্রাবাদের লোকদিগকে ইহাতে আহ্বান করা হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর সহিত কলিকাতার যে দাবা খেলা হইতেছিল তাহাতে কলিকাতার জয় হইয়াছে। কলিকাতা দুটী বাজীই জিতিয়াছেন। বোম্বাই এ বিষয়ে কলিকাতাকে পারিয়া উঠিলেন না।

১১ ই শ্রাবণ শুক্রবার।

পারস্যের শাহা ইংলণ্ডে গমন করাতে বঙ্গদেশীয় নবাব নাজিমের প্রভাব কমিয়া গিয়াছে। বোম্বাই গেজেটের লণ্ডনস্থ একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সে দিন গিল্ড্‌হলে যে এক ভোজ হয়, তাহাতে তিনি প্রবেশাধিকার পান নাই। নবাব নাজিমের আর ইংলণ্ডে কল্কে পাওয়া ভার হইল।

সিন্ধিয়ান লিখিয়াছেন, গত ২০ দিবস ধরিয়া লুসবেলা প্রদেশে বহুবার ভূমিকম্প হইতেছে। কম্পনগুলি নিতান্ত সামান্য হয় নাই, জলের কলসী প্রভৃতি উলটিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সুখের বিষয় এই, ইহা দ্বারা বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই।

দিল্লী গেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সে দিন ৯২ গর্ডিন হাইলাণ্ডার দলের দুইজন সৈন্য ২০ টাকা বাজী রাখিয়া চকর্থা হইতে সিয়া পর্য্যন্ত দৌড়িয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আইসে। চকর্থা হইতে সিয়া ৫ ক্রোশেরও অধিক হইবে, যাইতে ও আসিতে ১০ ক্রোশেরও অধিক পথ। এক ব্যক্তি ৩ ঘণ্টা ২ মিনিট এবং আর একজন ৩ ঘণ্টা ৭॥ মিনিটে এই পথ দৌড়িয়াছিল।

১২ ই শ্রাবণ শনিবার।

আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সহযোগী বলেন, ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে যাইবার জন্য যে ১৪ জন আবেদন করিয়াছিলেন, লার্ড নর্থব্রুক উহাদিগের মধ্যে ৪ জনকে মনোনীত করিয়াছেন। এই চারি জনের সকলেই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী।

গবর্ণমেণ্ট হাজারিবাগে স্থায়ী বারিক নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া গত ৮ বৎসর ধরিয়া যে আন্দোলন চলিতেছিল, উহা পুনরুত্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল বাঙ্গলায় সৈন্যগণ রহিয়াছে, সেগুলি ১৮৫৭—৫৮ অব্দে নির্ম্মিত হয়, বাঙ্গলাগুলি ৫ বৎসরের জন্য নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, কিন্তু ১৫ বৎসর অতীত হইল আজিও সেগুলি রহিয়াছে, ইহার নির্ম্মাণে যে ব্যয় পড়িয়াছিল, এই ১৫ বৎসরের সংস্কারে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়িয়াছে। স্থায়ী বারিক নির্ম্মাণ করিলে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় লাঘব হইবে আমাদিগের এ বিশ্বাস হয় না। ইঞ্জিনিয়ারদিগের যে গুণ তাহাতে বারিকগুলি নির্ম্মাণ করিতে না করিতেই উহার সংস্কার আরম্ভ করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিকা	১০৪৸—১০৪৸৶
৪	"	কোং	১০৫—১০৫৶
৪॥	"	"	১০৭।০—১০৭॥
৪॥	"	"	১০৬৸০—১০৭
৪॥	"	"	১০৭
৫॥	"	"	১১২

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই জুলাই। জে বক্কওয়েল কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে সাওতাল পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি, গডফে সাহেব কিছুদিনের জন্য শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

১৬ ই জুলাই। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এস, আর ডেবিস গোয়ালন্দ বিভাগের ভার পাইবেন এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এস, মনি সাহেব কিছুদিনের জন্য জামুই বিভাগের ভার পাইবেন।

কাছাড়ের সহকারী কমিশনর ই, ওয়াই ওয়ালকট হিলাকান্দি উপবিভাগের মুন্সেফের ভার পাইবেন।

এফ, ওয়াটয়ার সাহেব কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে মালদহের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বাবু রমণীমোহন চৌধুরী রঙ্গপুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সী হরিচরণ লাল সপ্তম শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইয়া চিত্রাতে রহিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

১৯ এ জুলাই। রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু কিছুদিনের জন্য পাবনায় বদলী হইলেন।

২১ এ জুলাই। আর ডি, হাইম সাহেব কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

কাপ্তেন এ, এল প্রেফেয়ার কিছুদিনের জন্য দানাপুরের প্রতিনিধি কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কাণ্টোনমেণ্টের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

কাপ্তেন ডবলিউ হপকিন্স কিছুদিনের জন্য দমদমার প্রতিনিধি কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কাণ্টোনমেণ্টের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

বিহারের কেনাল রেবেনিউ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এফ, ডবলিউ আর কাউলি পাটনার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জে, ওয়াড কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে রাজসাহীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বাকুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আহম্মদ বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বি, এল, গুপ্ত ডায়মণ্ড হার্বার বিভাগের ভার পাইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, হ, বি জেফি শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

মাদারিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারকনাথ মল্লিক ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বসিরহাট বিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দে কিছুদিনের জন্য সাতক্ষীরা বিভাগের ভার পাইবেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ দে কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ভার পাইবেন।

দিনাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মাইকেল ফিন্নুকেন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু লালগোপাল সেন এবং তারকচন্দ্র পাটনার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু দুর্গাচরণ লাহা কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ ১৮৭০ অব্দের ৫ আইন (বি, সি,) অনুসারে একজন কমিশনর হইলেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই জুলাই। গেজেটে লিখিত হইয়াছে, আমাদিগের রাজ্ঞী প্রিন্স আল্‌ফ্রেডের বিবাহ দানে সম্মত হইয়াছেন।

নন্‌ কনফর্মিষ্টরা মিয়াল সাহেবকে ১ লক্ষ টাকার একটী উপকার দিয়াছেন।

লর্ড ওয়েষ্টবেরির যেরূপ কঠিন পীড়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জীবনের আশা অল্প।

লণ্ডন ১৯ এ জুলাই। কোল কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কয়লার যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে কয়লার কাটতি বৃদ্ধিই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কার্লিষ্টরা ইগনালাডা অবরোধ করিয়াছে।

বার্সিলোনার কর্ত্তৃপক্ষগণ শান্তিরক্ষার্থ এক সভা করিয়াছেন।

রুশীয়েরা কওয়াদ অধিকার করিয়াছে? তত্রত্য খাঁ কফমানের সহিত সেণ্টপিটসবর্গ দর্শন করিয়াছেন। খাঁ দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

লর্ড ওয়েষ্টবেরির মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। উইঞ্চেষ্টরের বিশপের অশ্ব হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

পারসের শাহা জিনিবাতে গমন করিয়াছেন।

কার্লিষ্টদিগের সর্দ্দার সবল্‌স ইগমালাড নগর আক্রমণ করে কিন্তু দুই দিবস যুদ্ধের পর তাড়িত হয়। ডন কার্লস ১০ হাজার সৈন্য লইয়া বিলবেওর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

বাসেলিসের সভা ৫ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিদ আছে।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। লণ্ডনে শ্রীআধিক্য হইয়াছে।

কমন্স সভায় জুডিকেচর আইন গ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

কার্লিষ্টরা ইগমালাড নগর লুণ্ঠন করিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে।

স্প্যানিশ গবর্ণমেণ্ট অরাজকতা নিবারণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন।

আফিসরের পদ ক্রয় প্রথা উঠাইয়া দেওয়াতে তাঁহাদের অসন্তোষ জন্মিয়াছে কি না, তদ্বিষয় অনুসন্ধানার্থ এক রয়াল কমিশন নিয়োগের জন্য রিচমণ্ডের ডিউক যে প্রস্তাব করেন, লার্ড বার্গা তাহা ৪৬ জনের বিরুদ্ধে এবং ১২৯ জনের মতে গ্রাহ্য করিয়াছেন। কেম্ব্রিজের ডিউক আফিসরদের মধ্যে এ অসন্তোষ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের অনুসন্ধান হয় তাঁহার ইচ্ছা।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। খিবার সহিত রুশীয়ার যে সন্ধি হইয়াছে তাহার প্রথম নিয়মগুলি যে পর্য্যন্ত না পালন করা হইবে সে পর্য্যন্ত

ওরেন বর্গ এবং এপাজেন্সলাকের সেনা দল খিবাতে থাকিবে। এই নিয়ম কি, আজও জানা যায় নাই।

—•◎•—

আমাদিগের কারাগোলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

ভাগীরথীর জল ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ এস্থানটী গঙ্গা ও কুশীর সঙ্গম স্থল। দুইটী নদী বৃদ্ধি হইয়া একত্রে প্রবাহিত হইলে কতবড় ভয়ানক হইয়া উঠে তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। পবলিক রোড ভিন্ন এমন স্থান অবশিষ্ট থাকে না যাহা জলে প্লাবিত না হয়। আমরা গত বৎসর এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াছিলাম, আবার এবৎসরও কোন বিশেষ কারণ বশতঃ উহার পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, আমাদিগের বাসনা এই আমাদের প্রজাবৎসল গবর্নমেণ্ট নিম্নলিখিত শোচনীয় অবস্থাটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করেন।

রেলওয়ে ফেরী ষ্টিমার ঘাটের তীরে যে সকল দোকান আছে, উপরে জল উঠিলে তাহারা যে কোথায় দোকান করিবে কিছুই স্থির নাই। গত বৎসর তাহারা রাস্তার উপর দোকান তুলিবার উদ্যোগ করাতে পূর্ণিয়া বিভাগের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মহোদয় তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়াছিলেন, তৎপরে পুলিষ তাহাদিগের পক্ষে সহায় হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করায় তিনি পরয়ানা দেন যে, দোকানীরা বর্ষার কয়েক মাস রাস্তার উপর থাকিতে পারিবে। কিন্তু এ বৎসর তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাইতেছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের যে কি অভিপ্রায় তাহা আর বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক নাই। ফলতঃ আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, দোকানীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করাতে প্রথমে তিনি বলেন যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সহিত পরামর্শ না করিলে হঠাৎ কোন হুকুম দিতে পারেন না। কিন্তু তাহার দুই তিন দিবস পরেই এখানে ঢোল পিটাইয়া দেন যে, রাস্তার উপর যে কোন ব্যক্তি দোকান উঠাইবে তাহার ঘর তৎক্ষণাৎ নীলাম করা যাইবে। ইহার ভাব কি আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, ইঞ্জিনিয়র সাহেব মহাশয় উস্‌কে দিয়াথাকিবেন। যাহা হউক দোকানীরা এক্ষণে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মহোদয়ের নিকট এক খানি আবেদন করিয়াছে এবং গত বর্ষের ও বর্ত্তমান বর্ষের তিন মাসের জন্য ভূমির কর দিতে সম্মত হইয়াছে। উপসংহারকালে গবর্নমেণ্ট ও উক্ত সাহেব মহোদয়গণের নিকট আমাদের বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা উল্লিখিত দোকানীদিগের প্রতি একটু বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, নচেৎ এখানকার সমুদায় লোক আহারীয় দ্রব্যাদির অভাবে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইবে। বিশেষতঃ দোকান না থাকিলে রেলওয়ে ফেরী ষ্টিমারের আরোহীদিগের আর দাঁড়াইবার স্থল নাই।

২। আমরা একটী আশ্চর্য্য চুরির কথা শ্রবণ করিলাম। কয়েক দিবস হইল, কারাগোলার অনতিদূরে গোন্দাড়া নামক স্থানে বাউ কোম্পানির বুলকট্রেণ হইতে একটী চা-র বাক্স চুরি হয়, চাপরাসি এবং গাড়োয়ানেরা এই কথা বলে যে, তাহারা এবিষয়ের কিছুই জানেনা। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল, ঐ বাক্সটী একটী জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। কোন তস্করের দ্বারা যে একার্য্য হয় নাই, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, তাহা হইলে বাক্সটী জঙ্গলে রাখিয়া যাইত না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

১। পাবনার প্রজা-বিদ্রোহের যবনিকাপতন না হইতে হইতে আবার মেডিকেল কালেজের ছাত্রগণ আর এক অঙ্কের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গত কল্য মেডিকেল কালেজের গ্যালারীতে কেমেষ্ট্রীর লেকচারের সময় মিলিটারি ক্লাসের ছাত্রদিগের সহিত বাঙ্গালী ছাত্রদিগের তুমুল দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। মিলিটারী ক্লাসের অনেক ছাত্র স্বীয় সঙ্গীর নিমিত্ত পার্শ্বস্থ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। একজন বাঙ্গালী ছাত্র সেই স্থান অধিকার করাতে দাঙ্গা উপস্থিত হয়। দাঙ্গার প্রারম্ভে ম্যাকনামারা উপস্থিত ছিলেন না। এই দাঙ্গাতে কএকজন বাঙ্গালী ছাত্র গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে। অদ্য এতন্নিবন্ধন মহা গোলযোগ উপস্থিত। মিলিটারী ক্লাসের ছাত্রগণ কালেজষ্ট্রীটে সমবেত হইয়া রাস্তায় যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই ধরিয়া প্রহার করিতেছে। হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের দুই জন ছাত্র এই রূপ প্রহৃত হওয়াতে উক্ত স্কুলদ্বয়ের সমস্ত ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া মিলিটারী ক্লাসের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছে। লাঠি ইহাদিগের প্রধান শস্ত্র। পুলিষ যথোচিতরূপে গোলযোগ নিবারণে সমর্থ হইতেছেন না। কালেজ ষ্ট্রিট দিয়া লোক যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইয়াছে।

মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালী ছাত্রগণ প্রহৃত হইয়া প্রতিনিধি প্রিন্সিপল স্মিথ সাহেবের নিকট অভিযোগ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি মনোযোগ দেন নাই। এতন্নিবন্ধন বাঙ্গালা ও ইংরাজী ক্লাসের সমুদয় বাঙ্গালী ছাত্র একত্র হইয়া কালেজে লেক্‌চার শুনিতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। ডিউটী করিতেও কেহ গমন করিতেছে না। শুনিলাম, স্মিথ সাহেব বাঙ্গালী ছাত্রদিগের প্রতি তাদৃশ প্রসন্ন নহেন। ইংরাজী মিলিটারী ক্লাসের ছাত্রগণ তাঁহার অধিকতর স্নেহের পাত্র। বিদ্যালয়াধ্যক্ষের এরূপ পক্ষপাতিত্ব নিতান্ত অনৌদার্য্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী ছাত্রগণ লেক্‌চার শুনিতে যাইয়া ভগ্নমস্তক হইল। অথচ প্রিন্সিপাল তাহার কিছুই করিলেন না, এটী নিরতিশয় বিস্ময় ও দুঃখের হইতেছে। ছাত্রগণ আপাততঃ প্রিন্সিপালের নিকট আবেদন করিতেছে, ইহাতে ফল না হইলে লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরকে জানান হইবে। আমরা ভরসা করি, সর্ জর্জ্জ কাম্বেল এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ বিধান করিবেন। মেডিকেল কালেজের

মিলিটারী ক্লাসটী দুর্দ্দর্ষ ছাত্রদলে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে ইহাঁদিগের অত্যাচার বৃত্তান্ত আমাদিগের শ্রুতি প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার অবিনীতদিগকে কিছু শিক্ষা না দিলে পরিণামে সমূহ অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইয়া যদি রক্তাক্ত কলেবর হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়, যমালয়ের অপর পর্য্যায় হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই।

২। সম্প্রতি কাশী হইতে শ্রীযুক্ত জয়রাম ভট্টাচার্য্য ও জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামে দুই জন সামবেদজ্ঞ বাঙ্গালী পণ্ডিত এখানে আসিয়াছেন। ইহাঁরা সুমধুর স্বর সংযোগে সামবেদ গান করিয়া থাকেন। গতকল্য শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাশঙ্কর চৌধুরীর পাথুরিয়াঘাটাস্থ ভবনে ইহাঁদিগের গান হইয়াছিল। যদিও আমরা বেদাভিজ্ঞ নই তথাপি গায়ক পণ্ডিত যুগলের মধুরস্বর নিবদ্ধ উক্ত সামবেদ গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। শ্রোতৃবর্গের সকলেই বেদানভিজ্ঞ হইলেও গান সময়ে একতানচিত্তে নিশ্চলভাবে ছিলেন। অনুমেয়ার্থ বিষয়ের এরূপ আকর্ষণী শক্তি ইতিপূর্ব্বে আর আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শ্যামাশঙ্কর বাবুর ভ্রাতা বাবু পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরীর যত্নে এই বেদগান হয়। বেদ আমাদিগের আদিম আর্য্যগণের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। কতবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি ইহার মাহাত্ম্য তিরোহিত হয় নাই। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ সংযতচিত্তে এই বেদগান করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। সুসভ্যজাতিমাত্রেই এই বেদের নিকট অবনতমস্তক হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ এরূপ সুমধুর ঈশ্বর স্তোত্র পদ্ধতি অন্য কিছুতেই দৃষ্ট হয় না। হিন্দুমাত্রেরই এই বেদগান শুনিতে কৌতূহল জন্মে। পার্ব্বতী বাবু আমাদিগের সেই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিলেন, এতন্নিবন্ধন তিনি আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র। গান সময়ে পার্ব্বতী বাবু গায়ক পণ্ডিত দ্বয়কে এই উপহার প্রদান করেন:—

"শান্তিময় তপোবনে সৌম্যদরশন
ঈশ্বর প্রেমিক যত তপোধনগণ,
সংযত হইয়া সদা প্রফুল্ল অন্তরে
গাইতেন যেই বেদ সুমধুর স্বরে।
শুনি আজ বিমোহন সেই সাম গান—
মহেশ-মহিম-স্তুতি মুক্তির সোপান;
উদিল হৃদয় পটে, ভক্তি উদ্দীপন-
বিগত বিষয় চিত্র মানস মোহন।
কল্পনা কুহকপারা, নয়ন মুদিয়া
দেখাল সে চিত্রপট যতন করিয়া।
দেখি যেন তপোবনে শান্ত দরশন-
ঋষিকুল, ভক্তিভাবে জ্বালি হুতাশন,
সুখময় উষাকালে প্রদোষ সময়ে
আহুতি প্রদান করি, এক চিত্ত হয়ে
করিছেন বেদ পাঠ; ভেদিয়া অম্বর
উঠিছে শিখার সহ সেই বেদস্বর।
অপরূপ চিত্র আজ দেখিনু অন্তরে
ভাসিল হৃদয়তরী আনন্দ সাগরে।
বেদের আশ্রয় তুমি পণ্ডিত রতন,
বেদ মাতা সরস্বতী করিয়া যতন
দিয়াছেন রত্নরাজি আদরে তোমায়,
অতুল ভারত কীর্ত্তি—অমূল ধরায়।
নিয়ত সে রত্নরাজি রক্ষণের তরে,
স্মরিবে তোমায় সবে ভক্তিরস ভরে।
ভারতের পূজনীয় তুমি গুণময়,
ঘুষিছ ভারতকীর্ত্তি বেদধ্বনিময়।
কৃতজ্ঞ অন্তরে আজ পণ্ডিত প্রধান।
প্রণাম অঞ্জলি এই করিলাম দান।"

সম্বৎ ১৯২৯ }
৭ ই শ্রাবণ } শ্রীঃ—

—০ঃ—

মহাশয়! আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্নর মহামান্য শ্রীযুক্ত কাম্বেল মহোদয়ের শাসন ও রাজনীতিজ্ঞতা প্রভাবে এই হত ভাগিনী বঙ্গভূমির নিত্য নূতন ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় অপ্রতিহতা, কোন ক্রমেই প্রতিরোধের উপায় নাই। আজ কাল জেলা উঠার ধুমধাম সর্ব্বত্রেই শুনা যাইতেছে। কখন কাহাদের ভাগ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইবে, ইহা ভাবিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলাবাসী আপামর সাধারণ সকলেই অস্থির! এরূপ জনরব যে লেপ্টেনণ্ট গবর্নর বাহাদুর [illegible] তদ্দর সমাকীর্ণ আমাদের এই বগুড়া জেলাটিকে উঠাইয়া একটি সব ডিভিজনে পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। যদি কথিত জনরবটি কেবল জনরবেই পরিণত হয়, তবে ত আমাদিগের গ্রহ প্রসন্নই বলিতে হইবে। আর যদি উহা বাস্তবিকই সত্য হয়, তবে আর আমাদিগের কষ্টের সীমা থাকিবে না। মহাশয়! যদিও এতদুপলক্ষে লেখনী ধারণ করা অরণ্যে রোদনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, তথাপি ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় মনের ব্যাকুলতায় জেলাটি উঠিয়া গেলে আমাদিগের যে যে অসুবিধা ও অসুখের কারণ হইয়া উঠিবে, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কতিপয় পঙক্তি না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। প্রার্থনা করি, মহাশয়ও আমাদের হইয়া সম্পাদকীয় উক্তিতে প্রজাবৎসল গবর্নমেণ্টকে বগুড়া জেলাটির রক্ষা বিষয়ে কিছু লিখিয়া উপকৃত ও চিরানুগৃহীত করিবেন।

প্রথমতঃ। গবর্নমেণ্ট এজেলার আয়তন অতি সামান্য মনে করিয়া ইহার জন্য ব্যয় বাহুল্য অসঙ্গত জ্ঞান করিতেছেন এবং নিকটবর্ত্তী (যাহা বস্তুতঃ ভ্রমসঙ্কুল) কতিপয় জেলাতে ইহার এলাকা সকল বিভক্ত করিয়া দিলে সুচারুরূপে শাসনাদি সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে, ইহাও মনে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে গবর্নমেণ্টের এই মত নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই জেলার উত্তরে রঙ্গপুর, উত্তর পশ্চিমাংশে দিনাজপুর, পশ্চিম দক্ষিণাংশে রাজসাহী; দক্ষিণে পাবনা এবং পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে ঢাকা, পূর্ব্বে ময়মনসিংহ; এই সকল সীমান্তর্গত স্থান লইয়া বগুড়া জেলা হইয়াছে এবং ইহার পরিমাণ ফল অন্যূন ৩০ হাজার বর্গ মাইল। হয় ত তুলনা করিলে ইহার সুবিস্তৃত আয়তন স্কটলণ্ড অথবা আয়ারলণ্ড অপেক্ষা বড় ন্যূন হইবে না।

এই জেলা সংস্থাপনের পূর্ব্বে এ অঞ্চলে কত শত ভীষণমূর্ত্তি দুর্দ্দান্ত নররাক্ষসের অধিবাস ছিল এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃক কতই যে ঘোর অত্যাচার, উপদ্রব ও নরহত্যা প্রভৃতি লোম হর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত

হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, বলিতে কি, তখন লোকের ধন মান প্রাণ রক্ষা কেবল উক্ত দুরাত্মাদিগের করুণার উপরই নির্ভর করিত !! যম সহোদর মজনু ফকির ও পণ্ডিত সাহেব নাম ও (অভীষ্ট দেবের প্রীত্যর্থে) নরবলি প্রভৃতি কীর্ত্তি কলাপ; অদ্যাপি এ প্রদেশস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণের অন্তঃকরণে ভয় ও বিস্ময় যুগপৎ সমুৎপাদন করিয়া শরীরের শোণিত শুষ্ক করিতেছে। তখন এতদ্রূপ কত মজনু ফকির কত পণ্ডিত সাহ যে প্রাদুর্ভূত থাকিয়া নিরীহ প্রজা পুঞ্জের জীবন সহ যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিত, পতিপ্রাণা রমণীগণের জীবনের সারভূত সতীত্ব রত্ন বিলুণ্ঠন করিত তাহার সংখ্যা করিয়া কে শেষ করিতে পারে? কথিত আছে, তৎকালে পাপাত্মা পণ্ডিত সাহই এ অঞ্চলের একরূপ অধীশ্বর ছিল। ঘোর অরণ্যে বিজন কাননে সময়ে সময়ে তাহার উপনিবেশ সংস্থাপিত হইত, বাস স্থানের স্থিরতা ছিল না, তদীয় পাত্র মিত্রাদি সমুদয়ই ছিল। উপক্রুত ওষ্ঠাগত প্রাণ ব্যক্তিগণ একান্ত অসহিষ্ণু হইলে প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া অগত্যা উহারই শরণাপন্ন হইত। আমাদিগের প্রজাবৎসল পূর্ব্বতন কর্ত্তৃপক্ষগণ এপ্রদেশ অরাজক হইল, নির্ম্মনুষ্য হইয়া উঠিল দেখিয়া এবং রাজসাহী, রঙ্গপুর প্রভৃতি অতীব দূরবর্ত্তী জেলার শাসনকর্ত্তৃগণ হইতে কোন রূপেই অত্যাচার উপদ্রব নিবারণ বা সুশাসন হইতে পারিল না বলিয়া এখানে বর্ত্তমান বগুড়া জেলাটিকে সংস্থাপন করিলেন এবং ইহার সুশাসন ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহার্থ ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের পদের সৃষ্টি করিলেন। তদবধি এদেশের ধন মান প্রাণ অব্যাহতরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, প্রজারা সুখ সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে। এক্ষণে যদি জেলাটি উঠিয়া গিয়া ইহা অন্য কোন প্রকার বন্দোবস্তের অধীন হয়, তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, অচিরেই পুনর্ব্বার পণ্ডিত সাহেব আমল উপস্থিত হইয়া এ অঞ্চলকে ছারখার করিবে, দিনে দুপরে ডাকাইতি হইতে আরম্ভ হইবে এবং ইংরাজ রাজত্বের অরাজকতা সম্পূর্ণরূপে লব্ধ প্রবেশ হইবে। সম্প্রতি এই জেলাটী সুযোগ্য ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর দ্বারা শাসিত হইতেছে চুরি ডাকাইতি বদমাইসী প্রভৃতি কুকার্য্যের উপর তাঁহাদিগের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে, তথাপি ঐ সকল উপদ্রব বিস্তর হইতেছে। অন্যান্য জেলার সহিত তুলনা করিলে এখানে যত দস্যু তস্কর প্রভৃতি বদমায়েশের অধিবাস এবং ইহাদের হইতে যত উৎপাত উপদ্রব ও লোকের সর্ব্বস্বান্ত এমন কি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত হইতেছে, বোধ হয় এরূপ আর কোথাও নহে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, জেলা সংস্থাপনের পূর্ব্বে ইহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় ছিল কিম্বা সব ডিবিজন হইলে ইহার যেরূপ গতি হইত, জেলা সংস্থাপনে অবধি তাহার অনেক নিবারণ হইয়াছে, নানা বিষয়ে অনেক বিধ উন্নতি হইয়াছে এবং যদি আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় না হয়, তবে ইহার উন্নতি চরমসীমা পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতে থাকিবে। ইহা কেনা স্বীকার করিবেন যে, একজন ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইতে যেরূপ সুশাসন হইতে পারে, সবডিবিজনের ডপুটী কি আসিষ্টাণ্ট হইতে কখন সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই? প্রত্যুত জেলাটি এবালিশ হইলে যে, আমাদিগকে পুনর্ব্বার অচিরেই ঘোর অরাজকতার মুখাবলোকন করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ বিরহ।

দ্বিতীয়তঃ। এক্ষণ রাজস্ব ও ফৌজদারি এলাকা সংক্রান্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও জেলাটি উঠিয়া যাওয়া নিরতিশয় ক্লেশ ও যার পর নাই বিপত্তির নিদান বলিয়া স্বীকৃত হইবে। আমাদিগের পূর্ব্বতন কর্ত্তৃপক্ষগণ বিলক্ষণ বহুদর্শিতার সহিতই জেলাটিকে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা সমগ্র ডিষ্ট্রিক্টের কেন্দ্রভাগে সংস্থাপিত হওয়ায় এতদন্তর্গত আপামর সাধারণের পক্ষেই বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। জেলার সর্ব্ব পশ্চিম দিকস্থিত থানা বদনগাছির এলাকা সমুহ সদর ষ্টেসন হইতে অনধিক ৩৬। ৩৭ মাইল, এবং সম্প্রতি সর্ব্বোত্তর দিক স্থিত শিবগঞ্জ থানার এলাকা সমুহ অনধিক ১৭। ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। উত্তর দিক স্থিত গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকা এবং সর্ব্ব পূর্ব্ব দক্ষিণ স্থিত রাইগঞ্জ থানার এলাকাও (যাহা ইতি পূর্ব্বে এই বগুড়ারই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল) ৪০। ৪২ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। গবর্ণমেণ্টের যে সরকিউলার অনুসারে শেষোক্ত থানা দুইটি ক্রমে রঙ্গপুর ও পাবনার অধীন হইয়া গিয়াছে,* সেই সরকিউলার অনুসারেই অন্যান্য জেলার এলাকা সকল এই জেলাভুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু জানি না যে, আমাদিগের বিদায় প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর শ্রীযুক্ত টি, এফ বিগলণ্ড মহোদয় কি কারণ বশতঃ আপন জেলার অধীন সমীপবর্ত্তী উক্ত থানা দুইটী ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথচ অন্যান্য জেলার এলাকা সকল (যাহা এই জেলার নিকটবর্ত্তী) বগুড়ার অধীনে আসিতে যত্ন বা প্রয়াস পান নাই। যাহা হউক, ইহা দ্বারার শেষোক্ত থানা দ্বয়ের অধীনস্থ প্রজাবর্গের রঙ্গপুর ও পাবনা যাইয়া রাজস্ব আদায় করা কত দূর ক্লেশ, অসুবিধা ও বিঘ্নকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহারাই বুঝিতেছেন। যদি জেলাটি উঠিয়া যায়, তবে বগুড়ার অধীন জমীদার, তালুকদার প্রভৃতির অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে তাহা আমরা বুঝিতেছি না। ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর ভুস্বামিগণের কথা দূরে থাকুক, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরস্থিত উল্লিখিত বদলগাছি ও আদমদিঘী থানার অন্তর্গত জমীদার, তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের বগুড়া অপেক্ষা ত্রিগুণ, চতুর্গুণ দূরবর্ত্তী রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় যাইয়া দেয় রাজস্ব আদায় করিতে যে, কতদুর কষ্ট হইবে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আবার কেবল দূরবর্ত্তী বলিয়াই যে আমরা এত ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়াছি, তাহাও নহে, ঐ সকল জেলায় যাইবার (বগুড়া হইতে)

পথ নাই বলিলেই হয়, যাহা আছে, তাহাও এরূপ দুর্গম, দস্যু সমাকীর্ণ, হিংস্র জন্তু পরিপূরিত সুবিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্য মধ্যবর্ত্তী কিম্বা নির্জ্জন সুপ্রশস্ত প্রান্তর ময় যে, স্মরণ করিলে সর্ব্বাঙ্গের শোণিত শুষ্ক হইয়া উঠে। এদিকে বর্ষাকালে অকুল সমুদ্রের ন্যায় চলন ও রক্তদহ প্রভৃতি বিলগুলি সামান্য বায়ুভরেও এত চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত হয় যে, যাঁহারা একবার দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই ঐ বিলগুলির প্রচণ্ড প্রভাব ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন কিরূপ তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন। একালে ঐ সকল স্থান নরপিশাচ দুর্দ্দান্ত দস্যুগণেরও যে অনিবার্য্য বলবীর্য্য প্রকাশের এক মাত্র প্রশস্ত পথ হইয়া উঠে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। উত্তরে রঙ্গপুর ও পূর্ব্বে ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা সকলের বিষয় মনে হইলেও উক্ত বিধ শোচনীয় ঘটনাবলী স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করে। অধিক দিনের কথা নয় মুরসিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় লছমীপৎ দুগড় বাহাদুরের বগুড়া হইতে রঙ্গপুর প্রেরিত টাকা বোঝাই কয়েক খান গাড়ী দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও রক্ষিগণ হতাহত হইয়াছিল। এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে, মধ্যে মধ্যে এতদ্রূপ শোণিত বর্ষী ভয়ঙ্কর ব্যাপার এ অঞ্চলের অনেক স্থানে অদ্যাপি ঘটিয়া থাকে ও ক্রমশঃই ঘটিতে পারে। কেবল জেলাস্থিত শাসনকর্ত্তার সুদৃঢ় শাসন প্রভাবে অনেক অংশে শান্তি ধারণ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ। এক্ষণে রাজ্যের সাধারণ অবস্থা বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেও দেখা যাইতে পারিবে যে, জেলাটি উঠাইয়া দেওয়া শ্রেয়স্কর ও ন্যায়সঙ্গত কি না? সম্প্রতি দেশের শাসন শান্তি বিধান এবং শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি যাবতীয় গুরুতর কার্য্যই মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহারা দিব্য চক্ষু নহেন যে, একস্থানে বসিয়া বহুবিস্তৃত এলাকার প্রতি সম্যক প্রকারে সুদৃষ্টি রাখিতে পারিবেন। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর সাহেবের কক্ষের উপর যে স্থান আছে, কি অবসর মত অনতি দূরবর্ত্তী যে সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্ব্যতীত অপর স্থানগুলির যে কি গতি হইবে তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। সচরাচর ইহাই প্রত্যক্ষ করা যায় যে, যেস্থান জেলার যত নিকটবর্ত্তী তাহারই সর্ব্বথা উন্নতি এবং যে স্থান যত দূরবর্ত্তী তাহার শিক্ষা শান্তি ও সামাজিক প্রভৃতি সকল বিষয়েরই অবনতি হইতেছে। এই বগুড়া জেলা সংস্থাপনের পূর্ব্বকার অবস্থার সহিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে যুগান্তর উপস্থিতির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইদানীং বগুড়ার শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর মহোদয় হইতে এজেলার যে প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল সংসাধিত হইতেছে, শতাধিক মাইল ব্যবহিত রাজসাহী, দিনাজপুর কি রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইতে কি তদ্রূপ হইতে পারিবে? পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি মফস্বলীয় স্থানসমূহের উপর তত দূর প্রখর দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন? ইহাদ্বারা প্রজাপীড়ক ঘোর অত্যাচারী জমীদারগণকে কি দেশের সর্ব্বে সর্ব্বা করা হইবে না? শোণিত শোষক দুরাত্মা পুলিস কর্ম্মচারীর কি উৎসাহ ও প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইবে না? মহাশয়! একে মনসা তাহাতে ধুনার গন্ধ! ফলতঃ এ অঞ্চলের সাধারণ অবস্থা যে কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ। থানা গোবিন্দগঞ্জ ও রাইগঞ্জ এজেলা হইতে খারিজ হওয়ার পর ইহার আয়তন ও আয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কি বিবেচনায় ঐ দুই ষ্টেসন বগুড়া হইতে বিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না। রঙ্গপুর ও পাবনা অপেক্ষা বগুড়া জেলা যে ঐ দুই ষ্টেসনের সমধিক সমীপবর্ত্তী এবং ঐ ঐ ষ্টেসনের এলাকাভুক্ত লোকদিগের ফৌজদারি ও রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য বিষয়েই বগুড়া সুখ ও সুবিধার কারণ ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। যাহা হউক, সমুদয় বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে এজেলাটি সম্প্রতি ক্ষুদ্র হইয়াছে বলিয়া উঠাইবার কারণ ভিন্ন অন্য কিছুই অনুমান হইতেছে না, তথাপি বগুড়ার বর্ত্তমান আয়তন আয় ব্যয় ও শাসন শান্তি প্রভৃতির সবিশেষ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এখানে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলা থাকা যে নিতান্তই প্রয়োজন তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ইহা এখনও পাবনা কি মালদহ অপেক্ষা অধিক এলাকা ও আয়বিশিষ্ট রহিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান আয় ৫৩০,০০০ পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। হয় ত কোন কোন প্রথম শ্রেণীর জেলার প্রায় তুল্যকক্ষ হইবে। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট কি ভাবিয়া এতদ্রূপ শান্তি ও সচ্ছলতার কালে এই জেলাটিকে এবালিশ করিয়া নিরীহ প্রজাগণের যৎপরোনাস্তি ক্লেশোৎপাদন করিয়া সুখশান্তি ও অভ্যুদয়ের মূলোচ্ছেদন করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতেছি না। লক্ষলক্ষ প্রজার অপরিসীম ক্লেশ ও দুঃখ সমুৎপাদন পূর্ব্বক রাজ কোষের আয়বৃদ্ধি করা কিম্বা অন্য জেলার পুষ্টি বর্দ্ধন করাই কি আমাদিগের বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ন্যায়ানুমোদিত প্রজারঞ্জন কার্য্য হইবে? হায়! কোথায় বগুড়ার ক্রমোন্নতি দর্শনে এখানকার ছোট আদালত ও সুবর্ডিনেট জজের আদালত সংস্থাপিত হইবে বলিয়া মনে মনে কতই আশা করিয়াছিলাম, না, এক্ষণে সঞ্চিত ধন জেলাটি লইয়াই টানা টানি উপস্থিত!!

মহাশয়! ক্রমে প্রস্তাব বড়ই দীর্ঘ হইয়া উঠিল। আর বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহামান্য শ্রীযুক্ত সর জর্জ কাম্বেল মহোদয় সমীপে সবিনয় প্রার্থনা এই, তিনি কৃপাবলোকন পূর্ব্বক অগতির গতি এই বগুড়া জেলাটির মূলোচ্ছেদনের সঙ্কল্প পরিহার করিয়া এই দীনভাবাপন্ন নিরুপায় প্রজাবর্গকে সুগভীর নৈরাশ্য সমুদ্র

হইতে উদ্ধার করুন এবং বর্ত্তমান সুযোগ্য প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই জেলাটির রক্ষণ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা সূত্রে বদ্ধ করিয়া যান। উপসংহারে স্থানীয় জমীদার ও সাধারণ প্রজাবর্গ সমীপে প্রার্থনীয় যে, তাঁহারা একবাক্য হইয়া অনতিবিলম্বে শ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের সমীপে আপনাদিগের অসুবিধা ও ক্লেশাদির বিষয় সবিস্তার লিখিয়া জেলাটির রক্ষার নিমিত্ত এক আবেদন পত্র প্রেরণ করুন। ভরসা-করি ইহাতে অবশ্যই তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়া উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পর্য্যবসান হইতে পারিবে।

১২৮০ কস্যচিৎ বগুড়া
৩০ এ আষাঢ় নিবাসিনঃ—

"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে," এই যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে তাহার একটী উত্তম প্রমাণ পাইয়াছি। যদি পূর্ব্বে জানিতাম আপনি একজন বিদ্রূপপ্রিয় লোক, তাহা হইলে কদাচ আপনার কথার প্রতিবাদ করিতাম না; এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এখন যাহা ইচ্ছা হয় আপনি রাজার বিষয় লিখুন আমি আর আপনার কোন কথার প্রতিবাদ করিতে চাহি না। আপনাকে আমি এমন কি লিখিয়াছিলাম, যাহাতে আপনার নিকট বিদ্রূপের পাত্র হইতে পারি? এরূপ কোন কথাই লিখি নাই। আপনার আমার প্রতি অন্যায় ঠাট্টা করা হইয়াছে ইহাতে অনেকের নিকট আমাকে অপমানিত হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে জানিলে কখনই আপনার সহিত ওরূপ তর্কে মগ্ন হইতাম না। আপনি কি কারণে আমার প্রতি বৃথা রাগিত (১) হইলেন জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বশম্বদ
শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়
রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ প্রদৌহিত্র।

(১) আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। নন্দ বাবু যে এতদূর বেদনা পাইবেন, আমরা তাহা বোধ করি নাই। একটী বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমাদিগের তর্ক বিতর্ক হইয়াছে এই মাত্র। তাহাতে ক্রোধের উদয় হইবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, এ বিষয়ে তাঁহার যে মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে, আমরা তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা দ্বারা তাহার দূরীকরণে অভিলাষী হইলাম। স।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৮ ই জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৯	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	১০	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৯	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১৩	৯

সন ১৮৭৩ সালের ২১ এ জুলাই বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
১৬	৮

বহরমপুর ২১এ জুলাই ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার চৌধুরী ঘাটেশ্বর ১০
" " শ্রীনারায়ণ পাল—মেদিনীপুর ১০
" " কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী কারাগোলা ৫॥০
" " রাধাকৃষ্ণ মৌলিক—বালুবাড়ী ১০
" " শ্যামাচরণ পাল—দারজিলিং ১০
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১০
" " রজনীকান্ত গুপ্ত—কলিকাতা ৫॥০
খগোল সাহিত্য সমাজ ৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৫শ ভাগ। ৩৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ২১ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ৫ ই আগষ্ট।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

রেজেষ্টারি করা
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫শ ভাগ। ৩৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ২১ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ৫ ই আগষ্ট।

মফঃস্বলে মাশুল সমেত
বার্ষিক ১০।০ দশ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

কার হয় নাই মৃত্যু হইয়া ছ। সে কাশ যক্ষা, বক্রী সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন জানিবেন এবং আমার পরিবারের পীড়া ঔষধি সেবন করানতে খুব উপশম হইয়াছে।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মোং কলিকাতা ভবানীপুর।

নমস্কারানন্তর নিবেদনঞ্চ—

অনেক দিন হইল, মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হরিতাল ভস্ম সেবনে আমার আত্মীয় কএকটী ব্যক্তি অনেক প্রকারের রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ইদানী এবম্ভূত ঔষধ প্রাপ্ত পাওয়া কঠিন এবং আপনার দ্বারা এই ঔষধ পাওয়া যাইবেক যে তাহারও কোন সম্বাদ পাওয়া গিয়াছিল না। ইত্যগ্রে সম্বাদ পত্র পাঠে ঐ ঔষধি আপনার নিকটে পাওয়া যাইবেক জানিয়া এই পত্র সঙ্গে টাকা পাঠাইলাম।

শ্রীনন্দিনাথ বড়ুয়া
মোং নওগাঁ আশাম।

পূজনীয়েষু—

আপনার নিকট হইতে ৩। ৪ দফা ঔষধ আনিয়াছিলাম ঐ ঔষধ ও হরিতালভস্ম সেবন করাতে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামচরণ বিশ্বাস
মোং গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়! আপনার সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত হরিতাল ভস্ম নামক মহৌষধি আমি কলিকাতা হইতে ৪ দফা আনাইয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ উপকার বোধ হইয়াছে তজ্জন্য লইতে ইচ্ছা করিতেছি। যে ৪ দফা ঔষধ লইয়াছিলাম, তাহা একপ্রকার কুষ্ঠ রোগ জন্য। সম্প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঔষধ পাঠাইলে বাধিত থাকিব।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
মহারাজার স্কুল
কালা বৰ্দ্ধমান।

নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

ইতিপূর্ব্বে আমি কএক ব্যক্তির উৎকট পীড়ার ঔষধি আনয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতে মধ্যে সকলে উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এইক্ষণ ২ ব্যক্তির পীড়ার বিষয় লিখিতেছি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উত্তম ঔষধি নিকট পাওয়া যায়, তাহা অত্রস্থানে লিখিলে টাকা কিম্বা নোট পাঠাইব।

শ্রীব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়
মোং অমরখাশ জেলা পূর্ণীয়া।

মহাশয়! আপনার মহৌষধি হরিতাল ভস্ম যে রোগীর জন্য আমি আনাইয়াছিলাম তিনি উহা সেবন করিয়া অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন; কিন্তু শীতকাল উপস্থিত যদি পুনর্ব্বার আক্রমণ করে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত আপনকার মহৌষধির জন্য মূল্য ৩৷৷০ টাকা পাঠাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র পাঠাইবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নবদ্বীপ স্কুল। জেলা নদিয়া।

শ্রীচরণ কমলেষু—

আমি মহাশয়ের প্রেরিত ঔষধি সেবন করিয়া আমার হাঁপানিকাশী প্রায় আরোগ্য হইয়াছে। বোধ করি সমুদায় নিয়ম পালন করিতে পারিলে একেবারে নিষ্কৃতি হইতে পারিতাম, দুরাদৃষ্ট বশতঃ তাহা ঘটে নাই।

শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার মোল্লাহাট।

বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ।

আপনি পূর্ব্বে যত উপদংশ রোগের ঔষধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অধিকাংশ উপকার হইয়াছে জানিবেন, যদ্যপি ঐ ঔষধি আপনার নিকট থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক খানি লিপি মোং রামকৃষ্ণপুর জেলা হাওড়া শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক্তর খানার ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন, পরে ঐ পত্র পাইলে আমি উক্ত ঔষধির মূল্য পাঠাইব।

শ্রীনবীনচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং রামকৃষ্ণপুর।

মহাশয়েষু—

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ পরে মহাশয় যে ঔষধি আমাকে প্রমেহ রোগের নিমিত্ত দিয়াছিলেন, তাহা আমার একজন বন্ধু সেবন করাতে উত্তমরূপ আরোগ্য হইয়াছেন। এক্ষণ মহাশয়কে লিখিতেছি যে হাপানী কাশীর ঔষধ অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কালেক্টরি আফীষ ফরিদপুর

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়ের নিকট হইতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে আনিত ঔষধিতে লোকের উপকার দর্শিয়াছে কিন্তু সকলের হয় নাই, কাহার কাহার সম্পূর্ণরূপ উপকার হইয়াছে। এইক্ষণ দুই প্রস্ত হরিতালভস্মের জন্য মনিঅডার যোগে মূল্য ৭ টাকা প্রেরণ করিতেছি।

শ্রীনারায়ণ দেব
মোং গোসানিগঞ্জ জেলা বগুড়া।

শ্রীচরণাম্বুজেষু—

সেবকস্য সংখ্যাতিরিক্ত প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ মহাশয়ের বটীকা এবং হরিতাল ভস্ম অতি দুর্ল্লভ মহৌষধি আনাইয়া যে সকল মহতী পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সেবন করাইয়াছি, তাহারা মনে এমত ধারণ করিয়াছিলেন যে ঐ পীড়াতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এক্ষণ পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দিব্য শ্রী ধারণ করিয়া মহাশয়ের ভুয় ভুয় যশ কীর্ত্তন করিতেছেন জ্ঞাত কারণ নিবেদন।

সেবক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শেঠ।
মোং কাশীমগঞ্জ।

প্রণামা নিবেদন মিদং—

মহাশয়ের পূর্ব্ব প্রেরিত তিনটী ঔষধ মধ্যে দুইটী ব্যবহার করিয়া দুইজন লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। একটী আত্মীয় লোকের জন্য অম্লপিত্ত রোগের ঔষধ পাঠাইবেন।

নিবেদক শ্রীমথুরানাথ বসু।
মোং আলমডাঙ্গা।

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মহাশয়ের নিকট হইতে ৪ বার ঔষধ আনয়ন করিয়াছিলাম, উহা সেবন করাতেই ৩ জনের অর্শ রোগ উত্তমরূপ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দ সেনাপতি।
কালেক্টরি আফীষ বালেশ্বর।

গুপ্ত-যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি সস্তায় ও সত্বর নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানায় প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০। ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিষয় সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আবশ্যক প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে প্রকটিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২॥• টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত

অধ্যক্ষ

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও তাহার পর হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেণ্টস আফিস শিয়ালদহ টার্মিনস ২৩ এ জুলাই ১৮৭৩। — ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ এজেণ্ট।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস অব ডিজীজ

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।৷০ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২) ডাকমাসুল ।৴০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।৴০

৫। উদ্ভিদ্‌বিচার (বটানি) ॥৴০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৴১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরন এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥৴০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৴ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাসুল ।৴০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ॥০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কালকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

২১ এ শ্রাবণ সোমবার।

পারস্যের সাহার ইউরোপ ভ্রমণ।

পারস্যের সাহার ইউরোপ ভ্রমণ আজি কালি সকলের আলোচনার ও কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই উপলক্ষ করিয়া নানা সংবাদ পত্র নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেছেন। বাস্তবিক আসিয়া নিবাসী একজন মুসলমান রাজা যে ইউরোপীয় জাতিদের অবস্থা রীতি নীতি ও শাসনপ্রণালী দেখিবার অভিলাষে ইউরোপ যাত্রা করিবেন ইহা একটী কম আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। এই ঘটনার মধ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার একটী প্রধান ফল দেখিতে পাইতেছি। সাহা যে কি উদ্দেশে বহির্গত হইয়াছেন এবং সে উদ্দেশ্য যে কতদুর সফল হইতেছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এই ভ্রমণে যে বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি ইতিমধ্যেই ইউরোপের চারিটী প্রধান প্রধান জাতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, রুসিয়া জর্ম্মণী ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড। রুসিয়া এক্ষণে মধ্য আসিয়াতে আপন ক্ষমতা বিস্তার করিবার চেষ্টায় আছেন। পারস্যের রাজাকে হস্তগত করিতে পারিলে তাহার কার্য্যের অনেক সাহায্য হইতে পারে; এরূপ স্থলে কোথায় উপঢৌকন দিয়া পারস্যে দুত প্রেরণ করিয়া এবং বন্ধুত্ব সুচক পত্রাদি লিখিয়া সাহার মনস্তুষ্টি এবং তাঁহাকে হস্তগত করিবেন তাহা না হইয়া সাহা নিজে রুসিয়ার ঘরে উপস্থিত; ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প আনন্দের বিষয় নহে। রুসিয়া সাহাকে সেই আনন্দের অনুরূপ অভ্যর্থনাও করিয়াছেন। রুসিয়া মধ্য আসিয়াতে এরূপ অবস্থায় গিয়া দাড়াইয়াছেন যে হয় পারস্যের সহিত বন্ধুতা না হয় পারস্যের উচ্ছেদ এই উভয়ের অন্যতর ব্যতিরেকে তাঁহার অধিক অগ্রসর হইবার কিম্বা মধ্য আসিয়ায় তাঁহার অধিকার সুস্থির ও নিরাপদ করিবার সহজ উপায় নাই। এজন্য পূর্ব্বাবধি রুসিয়া পারস্যের বন্ধুত্ব অন্বেষণ করিতেছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সাহাকে পাইয়া তাঁহার বিশেষ লাভ বোধ হইয়াছে। সাহার মনস্তুষ্টি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। রুসিয়া হইতে সাহা জর্ম্মণিতে গমন করেন। সেখানে তিনি মৌখিক ভদ্রতা মাত্র পাইয়াছেন। সভ্যতার রীতি নীতি জ্ঞাত না থাকাতে প্রুশীয়েরা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি জর্ম্মণ রাজ্ঞীর সহিত কোন নাট্যশালায় গিয়াছিলেন। সেখানে রাজ্ঞী উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি উঠিতে নিষেধ করেন এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্তদিয়া বলপূর্ব্বক বসাইয়া দেন। এরূপ ব্যবহার একজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের বিশেষতঃ রাজ্ঞীর পক্ষে ক্লেশকর তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ আরও অনেক ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের জন জর্ম্মণির লোকেরা তাঁহাকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণি হইতে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করা হইয়াছিল। কি মহারাণী কি মন্ত্রিগণ কি রাজবংশীয়েরা সকলেই তাঁহাকে সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ড এ বিষয়ে সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন। এরূপ ধুম ধাম করিবার দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথম একজন স্বাধীন বিদেশীয় রাজা অতিথি হইলে ত যথেষ্ট সমাদর করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ পারস্যের সহিত সদ্ভাব বর্দ্ধন করা সম্প্রতি ইংলণ্ডের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। রুসিয়া মধ্য আসিয়াতে দিন দিন যেরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে ইংলণ্ডের সতর্ক হইতে হইয়াছে। অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইংলণ্ডের যে ১৮৩৮ অব্দে আফগানিস্থান লইয়া পারস্যের সহিত বিবাদ করা হয় তাহাতে বিবেচনার অত্যন্ত ত্রুটী হইয়াছিল; কারণ দুত প্রেরণ করিয়া পারস্যের সাহার সহিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিলেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত এবং এক্ষণে রুসিয়ার কার্য্য দেখিয়া যে শঙ্কা জন্মিতেছে তাহা আর থাকিত না। তাঁহাদের বিবেচনায় পারস্যকে সাহায্য করিয়া সবল করাই রুসিয়াকে দমন করিবার প্রধান উপায়। পারস্য দুর্ব্বল থাকিলে রুসিয়ার বলের নিকট পরাজিত হইবে এবং তাহা হইলেই রুসিয়া ভারতবর্ষের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। যদি রুসিয়ার সঙ্গে কখন যুদ্ধ করিতে হয়, ভারতবর্ষ হইতে দূরে অর্থাৎ পারস্যে সেই যুদ্ধ করাই উচিত; কারণ ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়া যদি রুসিয়ানেরা দুই একটী যুদ্ধে জয় লাভ করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে সকল প্রজা ইংলণ্ডের শাসনে সন্তুষ্ট নয় তাহারা একেবারে রুশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে এবং অবশেষে ভারতবর্ষ হারা হইতে হইবে। এই সকল কারণে পারস্যের সহিত যোগ স্থাপন করা বিধেয়। আরও তাঁহারা বলেন, সেই যোগ স্থাপন করা রুসিয়া অপেক্ষা ইংলণ্ডের পক্ষে সহজ; কারণ পারস্যের এমন কোন প্রদেশ নাই যাহা ইংলণ্ড লইতে ইচ্ছা করেন এবং গত কয়েক বারের বিবাদে পারস্য ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজ্য ও ক্ষমতার সীমা সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু পারস্যের অধী-

অনেক প্রদেশ আছে যাহা হস্তগত করিতে না পারিলে মধ্য আসিয়াতে রুসিয়ার রাজ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারে না। অতএব পারস্যের সহিত যদি যোগ স্থাপিত হয় তাহা হইলে সাহার ১০০০০০ সৈন্য ইংলণ্ডের হস্তগত হইতে পারে। ইংলণ্ডীয় উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা এই এক লক্ষ লোক শিক্ষিত হইলে একটী উপযুক্ত সৈন্য দল প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ড হইতে বুশায়ার দিয়া ৩০ দিনের মধ্যে পারস্যে সৈন্য প্রেরণ করা যাইতে পারে এবং অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ডীয় অস্ত্রাগার হইতে ক্রয় করাও যাইতে পারে। এই জন্য সাহার ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া তাঁহার চিত্ত অনুরঞ্জনের চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু সাহা নিজে কিরূপ ভাব লইয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।

ইংলণ্ড এপ্রকার সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করাতে রুসিয়ানেরা বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, রুসিয়া হইতে সাহা যে সন্তোষ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নষ্ট করিবার জন্য ইংলণ্ড এত আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাতে কেবল ইংলণ্ডের রুসিয়ার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ "মীর" নামক একখানি রুসীয় সম্বাদ পত্রের কথা কিছু কিছু ইংরাজী পত্র হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম—

"পারস্যের ভ্রমণকারীরা যদি ইংরাজদিগের কথায় বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। তাঁহারা কি জানেন না ইংরাজদিগের চাতুরী ও অসৎ ব্যবহারে পারস্য কিরূপে খোরাসান ও আফগানিস্থান হারাইয়াছেন? ইংরে[illegible]লাণ্ডের সাহায্যের জন্য ব[illegible]। ইংলণ্ড অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তাহাকে কোন কোন মূর্খ লোকে মনুষ্য বলিয়া যে ভাবিয়াছিল, তাহা এক দিন সম্ভব। কিন্তু মহীসুর ও মহারাষ্ট্রের যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা যে নাট্যের অভিনয় করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার জন্য যে তাঁহাদের রাজ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহারা এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছেন? কেবল ইংলণ্ডেরই জন্য পারস্য আপনার দুইটী প্রধান অধিকার হিরাট ও কাবুল পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। ইংরাজেরা কি বিশ্বাস করেন যে এত অল্প দিনের মধ্যে পারস্য তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন? সাহার সঙ্গে অনেক উত্তম রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী আছেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের মিষ্ট কথার মধ্যে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইতেছেন এবং ইংলণ্ডের বক্তাদের বজ্র সদৃশ তর্জ্জন গর্জ্জন সত্ত্বেও বুঝিতে পারিতেছেন যে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমা রক্ষা করা ইংলণ্ডের সাধ্য নয়। ১৮৫৭ অব্দে বিশ্বাসঘাতকতা ও ভয়ানক নৃশংসতা প্রকাশ করিয়া ইংরাজেরা কিরূপে বিদ্রোহী প্রজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষকে রক্তস্রোতে ডুবাইয়াছিলেন তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। সে জন্য মুসলমানেরা প্রতিহিংসা করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র তাহাও বোধ হয় তাঁহারা জানেন এবং আফগানিস্থানের লোকেরা অনিচ্ছাক্রমে পারস্য হইতে বিভিন্ন হইয়া আজিও যে পারসিয়ানদিগকে আপনাদের আত্মীয় মনে করে তাহাও বোধ হয় তাঁহারা অবগত আছেন।"

সম্প্রতি একটী ইংলণ্ডীয় পত্রিকা কিরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও পাঠকগণ দর্শন করুন:—

"সাহার এদেশে (ইংলণ্ডে) অবস্থিতি কালের মধ্যে আমাদের রাজনীতিজ্ঞেরা বোধ হয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করিবেন না যে, রুসিয়ার কথা শুনিয়া চলিলে পারস্যের কি কি অনিষ্ট হইবে এবং আমাদের পরামর্শানুসারে চলিলেই বা কি হইতে পারে। সন্ধির পর সন্ধি এইরূপ প্রত্যেক সন্ধিতেই রুসিয়া পারস্যকে এক একটু হীনবল করিয়া আসিতেছেন। কাস্পিয়ান সাগর, যাহা এক সময় পারস্যের অধীনস্থ একটী হ্রদ ছিল, তাহাতে আর পারস্যের একটীও বন্দুক কিম্বা কামান লইয়া যাত্রা করিবার অনুমতি নাই, ইত্যাদি"। যদি রুসিয়া এবং ইংলণ্ডের পরস্পর এই বিদ্বেষ ও বিবাদের মধ্যে আমাদের কোন স্বার্থ না থাকিত তাহা হইলেও আমরা পরের কোন্দল "দুর্গোৎসব" বলিয়া এই কোন্দল দেখিয়া হাস্য করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। কারণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া দুইটী জাতি একেবারে উৎসন্ন হউক, সহস্র সহস্র রমণী বিধবা হউক, লক্ষ লক্ষ শিশু নিরাশ্রয় হউক, ইহা কাহারও হৃদয়ের ইচ্ছা হইতে পারে না। বিশেষতঃ এস্থলে আমাদের সুখ শান্তির সহিত সম্পর্ক আছে। সুতরাং ইংলণ্ড ও রুসিয়ার এই বিদ্বেষানল প্রধূমিত দেখিয়া আমরা অতিশয় ভীত ও ক্ষুব্ধ হইতেছি। যদি কেহ বলেন যে আমরা ত পরাধীন, এক রাজার অধীন না থাকিয়া আর এক রাজার অধীন থাকিব তাহাতে ক্ষতি কি? সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না। ইংলণ্ডের রাজনীতি কিরূপ এবং প্রজাদের সহিত ব্যবহার কিরূপ তাহা আমরা দেখিতেছি, বিশেষ বিশেষ স্থলে রাজনীতির এবং শাসনের দোষ আছে এবং স্থল বিশেষে

এদেশীয়দিগের সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করা হয় না সত্য, কিন্তু সমুদায়ের উপর যে ইংলণ্ডের শাসন সুশাসন তাহাতে সন্দেহ নাই। রুসিয়ানেরা কিরূপ আমরা জানি না। কিন্তু সভ্যতা ও জ্ঞান বিষয়ে রুসিয়া যে ইংলণ্ড অপেক্ষা হীন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে রুশিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকের মধ্যেও সে দিন পর্য্যন্ত দাসত্ব প্রথা রাখিতে পারিয়াছিলেন, যে রুশিয়া আপনার অধীনস্থ সাইবিরিয়া তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের প্রজাদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারেন নাই, তিনি ভারতবর্ষ লইয়া যে ইংলণ্ড অপেক্ষা সুশাসন করিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা কি? ইংলণ্ডের হস্ত হইতে ভারতবর্ষ পাইলে দিন কত প্রজাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা পাইতে পারেন; কিন্তু সে কত দিন? যদি কেহ বলেন, যে রুসিয়া যদি উন্নত না হইবে তাহা হইলে তাহার এত বল বৃদ্ধি হইবে কেন? তাহার উত্তর এই, আমরা যুদ্ধ করিবার বল বৃদ্ধিকে প্রকৃত উন্নতি মনে করি না, ইহাতে কোন জাতির সভ্যতা প্রকাশ না পাইয়া বরং অসভ্যতা প্রকাশ পায়। এ সময়ে যদি আমাদের কোন জাতি রুসিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হন তাহা হইলে মহা ভ্রমের কার্য্য করা হইবে। গবর্ণমেণ্টেরও এসময় বিশেষ সতর্ক হইয়া চলা উচিত। গবর্ণর জেনরলের মধ্যে মধ্যে দেশীয় রাজাদিগকে আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করিয়া সাক্ষাৎ করা এবং সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রকাশ দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা ইনকম টাক্সের ন্যায় সাধারণের বিরক্তিকর দুই একটী টাক্স উঠাইয়া দিয়া সাধারণ প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা এবং সকলকে নিরস্ত্র করিয়া না রাখিয়া দেশীয়দিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিখাইবার এবং সং[illegible] শিখাইবার চেষ্টা করা উচিত। বিশ্বাসে [illegible] ভাল করে এবং অবিশ্বাসে ভদ্রকে চোর করে এটী সিদ্ধান্ত বাক্য। "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার" মত লোকের পরামর্শে না ভুলিয়া গিয়া এক্ষণে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দ্বারা প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল উপায় দ্বারা ইংরাজেরা যদি প্রজাদের রাজভক্তির উদ্রেক করিতে পারেন, প্রজাদের ভয় অপেক্ষা ভালবাসার উপর যদি রাজত্বের ভিত্তিস্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইংরাজ রাজত্ব প্রকৃতরূপে সুরক্ষিত হইবে।

আমাদিগের একটী অপবাদ।

"বাঙ্গালীরা মামলাবাজ" আমাদের দেশীয় লোকদিগের এই এক অপবাদ অনেক দিন হইতে জন্মিয়াছে। এটী নিতান্ত অমূলকও নহে। সচরাচর এতদ্দেশীয়েরা কিছুতেই উত্তেজিত হন না। কোন কুপ্রথার সংস্কার বল, দেশের কোন হিতকর কার্য্য বল, কিছুতেই তাঁহাদের আলস্যনিদ্রায় অভিভূত আত্মা জাগ্রত হয় না। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থকার বলিয়াছেন "বাঙ্গালি যাহা করে অবসন্নপ্রায় হইয়াই করে"। কিন্তু মকদ্দমা করিবার কোন সুবিধা উপস্থিত হইলে আর সে আলস্য নিদ্রা থাকে না। যিনি কখন ঘরের বাহির হন না, তিনি কেবল আদালত ও ঘর করিতে থাকেন, যিনি মহা মহা সদনুষ্ঠান হইলেও এক কপর্দ্দকও ছাড়িতে প্রস্তুত নন, তিনি অকাতরে পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর তাবৎ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া উকীল ও মোক্তারদিগের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে থাকেন, যিনি কখন দুই দিন কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন না, তিনি এ সময়ে অসামান্য অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। আমাদের এই মকদ্দমাপ্রিয়তানিবন্ধন আদালত সকল মকদ্দমায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মকদ্দমার সংখ্যা ন্যূন করিবার অনেক প্রয়াস পাইয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না। ষ্টাম্পের মূল্য বর্দ্ধিত হইল এবং মকদ্দমার পথে অন্য অনেক বিঘ্ন উপস্থিত করা হইল তথাপি মকদ্দমার সংখ্যার হ্রাস হয় না। এমন কি অনেক স্থানে এক একজন মুন্সেফ কিম্বা জজ রাখিয়াও চলে না, আবার "এডিসনাল মুন্সেফ" প্রভৃতি নানা নামে নূতন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতেছে। এই সকল বিচারপ্রার্থিরা একবারের বিচারে প্রায় সন্তুষ্ট হন না, তাহার আপীল এবং আপীলেরও আপীল পর্য্যন্ত না দেখিয়া প্রায় নিবৃত্ত হন না।

বর্ত্তমান সময়ে দেওয়ানি মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার চারি প্রকার আদালত আছে। ১ ম মুন্সেফের আদালত, ২ য় সুবর্ডিনেট জজের আদালত, ৩ য় ডিষ্ট্রিক্ট জজের আদালত, ৪ র্থ হাইকোর্ট। ইহার প্রত্যেকেরই বিচারের উপর তাহার উপরের আদালতের পুনর্ব্বিচারের ক্ষমতা আছে। আপীল উপস্থিত হইলে উপরের আদালত প্রায় নিম্ন আদালতের প্রেরিত রায় প্রভৃতি দেখিয়াই পুনর্ব্বিচার করিয়া থাকেন। স্বতন্ত্ররূপে সাক্ষ্য প্রভৃতি আর গ্রহণ করা হয় না। কেবল মাত্র নিম্ন আদালতের রায় দেখিয়াই মকদ্দমাটীর প্রকৃত বৃত্তান্ত উদ্ভাবন করা সহজ নহে। সুতরাং উপর আদালতের জজদিগকে নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয়। যদিও বাস্তবিক নিম্ন আদালতের সাক্ষ্যাদি গ্রহণ কিম্বা প্রমাণ সংগ্রহ বিষয়ে কোন ভ্রম হইয়া থাকে

তাহা বাহির করা উপর আদালতের সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং সে স্থলে নিম্ন আদালতেরকৃত নিষ্পত্তিই বাহাল থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি নিম্ন আদালতের বিচারের মধ্যে কোন আইনবিরুদ্ধ মত বা সিদ্ধান্ত লক্ষিত হয় তাহা হইলে উপর আদালত তর নিম্ন আদালতেরকৃত নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তিত করেন, নতুবা তাঁহারাই উপর পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা প্রচার করেন। অবশেষে এখানকার কোন আদালতের বিচারে সন্তুষ্ট না হইলে লোকে বিলাত আপীল পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এইরূপে একবার মকদ্দমা রূপ চক্রে পাদ বিক্ষেপ করিয়া লোকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। প্রত্যেক আদালতই শোণিতশোষক আইনাবতারে পরিপূর্ণ. একবার তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইলে তাহারা সেই হতভাগাকে ঘেরিয়া ফেলে এবং অজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে এক গুণের স্থানে দশ গুণ ব্যয় করায়। ইহা ভিন্ন আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রত্যেক গ্রামে প্রায় কতকগুলি করিয়া সমাজ কণ্টক আছে, উহারা সর্ব্বদা পরের বিবাদ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং নির্ব্বোধ মূর্খ লোক পাইলে, পরামর্শ দিয়া মকদ্দমা করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত করে. তাহার মকদ্দমার তত্ত্বাবধান করিবার ভার গ্রহণ করে, তাহার সপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং তাহাকে ভিতরে ভিতরে শোষণ করিতে থাকে। যতদিন তাহার এক কপর্দ্দকও থাকে ততদিন তাহাকে ছাড়ে না। এইরূপে মকদ্দমা এবং আপীলের সংখ্যার আর কখনই হ্রাস হয় না। ১৮৬৯ অব্দে বার্ণেস পিকক্ বলিয়াছিলেন যে, সে বৎসর হাই কোর্টে ১০০ একশত টাকার কম সম্পত্তির জন্য ১৫৫৩ টী, ১০ দশ টাকার ঐ সম্পত্তির জন্য ১৭৫ টী এবং ৫ টাকার ন্যূন সম্পত্তির জন্য ১৪৭ টী আপীল উপস্থিত হয়। এই সকল সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বিরক্তির সহিত এই কথা বলেন যে, এই সকল মকদ্দমা শ্রবণ করিবার জন্য এত বিচারপতি নিযুক্ত না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি বাদীর সমুদায় টাকা, বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্ব্ব মকদ্দমার খরচ এবং আর তাহারা মকদ্দমা না করে এজন্য আরও কিছু টাকা ধরিয়া দেন, তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের এত ব্যয় হয় না। মকদ্দমাপ্রিয় লোকদিগের এই সকল অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মকদ্দমার বিশেষতঃ আপীলের সংখ্যার হ্রাস করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন। দুই বৎসরের মধ্যে এই সকল মত গ্রহণ করিয়া উপায় নির্দ্ধারিত হইবে।

এই উপলক্ষে আমাদের আইন সম্বন্ধীয় মন্ত্রী হবহাউস সাহেব কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথমতঃ ২০০ শত টাকার ন্যূন সম্পত্তির জন্য একবারের অধিক আপীল হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রথম আদালতের বিচারের সহিত প্রথম আপীলের বিচার মিলিলে তাহার আর দ্বিতীয় বার আপীল চলিবে না। তৃতীয়তঃ এতদ্ভিন্ন এবং ১৮৬১ অব্দের ২৩ আইনের ২৭ ধারার মকদ্দমা ভিন্ন অন্য সকল মকদ্দমার আপীলের উপর হাইকোর্টে পুনর্ব্বার আপীল হইতে পারিবে। চতুর্থতঃ প্রথম আপীল আদালতের উপর দ্বিতীয়বার আপীল করিবার অনুমতি দিবার ভার থাকিবে। পঞ্চমতঃ (১ মতঃ) এই শীর্ষে যে নিষেধ করা গিয়াছে সে নিষেধ সত্ত্বেও বিশেষ আবশ্যক বোধ হইলে এবং টাকা ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তির মকদ্দমা হইলে হাইকোর্ট তাহার দ্বিতীয় বার আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। যে প্রকারেই হউক এ বিষয়ের কোন সংস্কার হইলে দেশের অশেষ মঙ্গল হয়।

বাস্তবিক আমাদের দেশীয় লোকদিগের স্বার্থপরতা এবং বৈরনির্য্যাতন স্পৃহাই যে এই মকদ্দমাপ্রিয়তার একমাত্র কারণ তাহা নহে। ইহার অপর কারণ আছে। গত বৎসর জষ্টিস ফিয়ার "বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স এসোসিএশনে" এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি এই প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। তিনি মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির যতগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান।

১ মতঃ ১৭৯৩ অব্দের নিয়মবিধি নিবন্ধন ভূমির স্বত্ব ঘটিত অনেক বিবাদ জন্মিয়া থাকে, ২ য়তঃ পৈতৃক দ্রব্য লইয়া একান্নবর্ত্তী ভ্রাতাদের মধ্যে নানা প্রকার বিবাদ জন্মিয়া থাকে। ৩ য়তঃ বার বার আপীলের সুবিধা থাকাতে লোকে সহসা ক্ষান্ত হয় না। ৪ র্থতঃ প্রথম আদালতের বিচারকদিগের অনবধানতা নিবন্ধন ন্যায় বিচার হয় না। ৫ মতঃ বেনামি প্রথা চলিত থাকাতে সমূহ গোলযোগের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি। হবহাউসের প্রস্তাবানুসারে তৃতীয় কারণটীর প্রতীকার হইতে পারে; কিন্তু অপর গুলির প্রতীকার করিতে না পারিলে এই রোগের সম্যক প্রতীকারের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

উপসংহারকালে আমরা দেশীয় ভদ্র লোকদিগেরও স্কন্ধে কতক দোষ না দিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। তাঁহারা এক প্রকার এই মকদ্দমাপ্রিয়তার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। দেশের শত শত লোক মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করিতেছে, জাল করিতেছে, মিথ্যা সাক্ষ্যের আয়োজন করিতেছে, তাহাতে তাঁহারা সেই ধর্ম্মজ্ঞান হীন দুরাচার-

দিগকে ঘৃণা ও নিন্দার দ্বারা দমন করিতেছেন না। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সকল স্থানে সমাদর পাইতেছে. এমন কি অনেকে তাহাদের সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কিছু দিন হইল ডেলিনিউসের সম্পাদক বলিয়াছিলেন যে, "যে দিন এই প্রকার লোকদিগের উপর বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের ঘৃণা দেখিব সেই দিন বুঝিব যে বাঙ্গালীরা সত্যবাদী হইয়াছেন, নতুবা যত দিন এরূপ লোকেরা ভদ্র সমাজে স্থান পাইবে তত দিন বাঙ্গালি জাতির জঘন্য মিথ্যাবাদী এ অপবাদ যাইবে না।" ইহা অপেক্ষা আমাদের তিরস্কার কি হইতে পারে? দেশের লোকের যদি কোন ক্ষমতা থাকে এই রূপ সমাজ কণ্টকদিগকে দমন করুন। নতুবা দেশের ভদ্রস্থতা নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১৪ ই শ্রাবণ সোমবার।

আমরা অতীব আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি কয়েক দিবসাবধি এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে কৃষকগণ আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে বপন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

রথ্যাকর প্রবর্ত্তন কালে সকলেই বলিয়াছিলেন এবং এখনও বলিতেছেন, এতদুপলক্ষে জমীদারেরা অজ্ঞ প্রজাদিগের নিকট হইতে নানা বিধ কর আদায় করিবেন, ইহা দ্বারা প্রজা পীড়নের একশেষ হইবে। শুনা যাইতেছে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব এই অনিষ্ট নিবারণ মানসে একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন, এতদ্দ্বারা প্রজাগণকে জানান হইবে, রথ্যাকরই তাহাদিগের এক মাত্র দেয় কর, এভিন্ন তাহারা যেন অন্য কোন কর কাহাকেও না দেয়। এই বিজ্ঞাপন এত খণ্ড ছাপান হইবে যে সকল প্রজাই প্রায় উহার এক একখানি দেখিতে পাইবে। ইহা দ্বারা কোন কোন স্থলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থলে এই বিজ্ঞাপনই জমীদারদিগের অতিরিক্ত কর আদায় পক্ষে সুবিধা করিয়া দিবে। প্রজাগণ অজ্ঞ, জমীদারেরাই তাহাদিগের পিতা মাতা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সমুদায়। তাহারা ঐ বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম জানিবার জন্য জমীদারের নিকটেই যাইবে। তাঁহারা যাহাতে বিনা আপত্তিতে আপনাদিগের স্বার্থ সিদ্ধি হয় এইরূপ করিয়া উহার অর্থ বুঝাইয়া দিবেন। "গবর্ণমেণ্টের হুকুম এই, তোমাদিগকে এই দিতে হইবে, এশুনিলে আর তাহাদিগের আপত্তি করিবার সাহস হইবে না। তদ্ভিন্ন জমীদার অন্যায় করিয়া কর লইতেছেন জানিতে পারিলে যে প্রজারা আর তাহা দিবে না, এটীও বিশ্বাস করা যায় না। অনেক প্রজা জমীদার কৃত অন্যায় বুঝিতে পারিয়াও তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় না। আমাদিগের বিবেচনায় কোন জমীদার এতদুপলক্ষে আরো অধিক কর আদায় করিলে বিশেষ রূপে দণ্ডনীয় হইবেন, জমীদারদিগের উপর এইরূপ একটী নিয়ম করিলে অনেক কাজ হইতে পারে। তাঁহারা অন্যায় কর আদায় করিতেছেন যদি প্রমাণ হয় দণ্ডনীয় হইবেন, এভয় থাকিলে সহসা তাহাতে অগ্রসর হইবেন না।

কাম্বেল সাহেব কৃত জেলার জজদিগের সহিত মাজিষ্ট্রেটের সমান্তরাল পদোন্নতি ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া হাইকোর্টের জজেরা লার্ড নর্থব্রুকের নিকটে যে পত্র পাঠান এবং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার যে উত্তর দেন, নর্থব্রুক নিজে তাহার কিছুই না করিয়া সমুদায় কাগজ পত্র ষ্টেট সেক্রেটারি আর্গাইলের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। লার্ড নর্থব্রুক কাহার অসন্তোষের কারণ হইবেন এই ভাবিয়া উভয়ের মানরক্ষা করিলেন কিন্তু উভয়ের এক পক্ষ যখন কাম্বেল সাহেব, তখন আর্গাইলের হস্তে ইহার বিচার ভার অর্পণ করা আর "কাম্বেল সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই ঠিক" এখান হইতে এ মীমাংসা করিয়া দেওয়া উভয়ই তুল্য।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, হাই কোর্টের অন্যতর উকীল বাবু ভগবতীচরণ ঘোষের উন্নতিশীল পুত্র হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভার অনুমতি লইয়া সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রে দেখা গেল তিনি বোম্বাইয়ে গিয়া সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া ভয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভার অনুমতি লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন যাঁহার "মরাল করেজ" এতদূর তিনি ঢেউ দেখিয়া ভয়ে ফিরিয়া আসিবেন, আশ্চর্য্য কি?

ইংলিসম্যান বলেন, মেডিক্যাল কালেজের দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল স্মিথ, ডাক্তার চক্রবর্ত্তী ডাক্তার বকল এবং ক্রমলি এই কমিটীর সভ্য। ম্যাকনামারাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হইল না কেন?

বোম্বাইর উত্তর বিভাগের সম্বন্ধে নাউরোজী ফর্দুনজী রাজস্ব কমিটির নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছেন, উক্ত বিভাগের রাজস্ব কমিশনর এল, অশারনার সাহেব টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় এক পত্র লিখিয়া প্রায় তত্তাবতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আর প্রতিবাদ করিয়া কি হইবে, যে রাজস্ব কমিটীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ক্রমে সকলের বিদ্যা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের আলাহাবাদের সহযোগী বলেন, পার্লিয়ামেণ্টের সেসিয়ন বন্ধ হইবার পূর্ব্বে একটী আইন বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলকে পূর্ব্ব আফ্রিকার দাস ব্যবসায় নিবারণার্থ আইনাদি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

কোন সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, জলের একটী গুণ আছে তাহা এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জানিতে পারেন নাই। জল দ্বারা অতি কঠিন পদার্থও কাটা যাইতে পারে; জলের গতিতে মৃত্তিকা ও প্রস্তর কাটিয়া যায় তাহা সকলেই জানেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার বলেন, তিনি সম্প্রতি একখানি রেলওয়ে শকটের নিকট দাড়াইয়া আছেন এমন সময় বএলার দিয়া এক সূক্ষ্ম জলধারা বহির্গত হইল। এক ব্যক্তি

ঐ জলধারায় স্বীয় অঙ্গুলি প্রদানে উদ্যত হইলে শকট চালক বলিলেন, উহা করিবেন না, সেদিন একটী বালক উহাতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে। এই বার বুঝি রজাসের অন্ন মারা যায়।

পঞ্জাবের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, লুধিয়ানার লোকদিগের এই এক জঘন্য প্রথা আছে উহারা স্ব স্ব কন্যাগণকে ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় রাখে। তাহারা কুপথগামিনী হইতে না পারে এজন্য প্রহরী রাখা হয়। আমাদিগের দেশে কুলীনদিগের মধ্যেও এ প্রথা আছে, তবে বিশেষের মধ্যে এই, প্রহরী রাখা হয় না।

১৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

পিয়নিয়র টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইয়াছেন জানজিবারের সুলতান ইংলণ্ড দর্শনার্থ যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, এ সময় তাঁহাকে আহ্বান করিবার সুবিধা হয় না।

এক ব্যক্তি পিয়নিয়রে লিখিয়াছেন; লণ্ডনের দুইজন প্রধান ব্যক্তি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগে আছেন। অদ্যিও ইংলণ্ডে এরূপ প্রথা অপ্রতিহত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

সীস্তান কমিশন যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, পারস্য ও আফগানিস্থান উভয়েই তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সর্দ্দার মহম্মদ জাকুব খাঁ সীস্তানে যে সকল সৈন্য প্রেরণ করেন তাহারা প্রত্যাগমন করিয়াছে। সীস্তানের সীমায় যে সহস্র সওয়ার রাখা হইয়াছিল উহাদিগের সহিত সিস্তানিয়ানদিগের যুদ্ধ হয়, কিন্তু সওয়ারেরা পরাজিত হইয়া ফিরাটে প্রত্যাগমন করে। সর্দ্দার জাকুব খাঁ অশ্বারোহী সেনা দলের উপর বড় বিরক্ত হইয়াছেন এবং অফিসর দিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

ক্যাম্বেল সাহেব মাজিষ্ট্রেটদিগের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন। সহস্র অবিচার হউক অত্যাচার হউক তাহাতে যা না হয় একজন মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে একটী কথা তাঁহার পক্ষে ততোধিক কষ্টের হয়। পিয়নিয়র বলেন, পূর্ণিয়ার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট ওয়ার্গান সাহেবের মকদ্দমার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারপতি কেম্প তাঁহার প্রতি কয়েকটী দোষারোপণ করেন, ক্যাম্বেল সাহেবের তাহা অসহ্য হইয়াছে, তিনি সেগুলির খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবিষয়ে কেম্পের সহিত ক্যাম্বেলের নরম গরম পত্র লেখা লিখি হইতেছে। ক্যাম্বেলের খোঁটার জোর আছে, তিনিই জয় লাভ করিবেন বোধ হইতেছে।

১৬ ই শ্রাবণ বুধবার।

ইজারা কোহেন নামক যে কয়েদির প্রেসিডেন্সি জেলে মৃত্যু হয় এবং যাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় চুপে চুপে যাইতে দেন নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বের অবস্থা বিষয়ে তিন চারি জন ডাক্তারের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে, করোণার বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, কোন বিষয়েরই ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এততেও হতভাগ্য কোহেনের মৃত্যুর একটী নূতন কারণ আবিষ্কৃত হইল না, সেই পুরাণ কারণই বাহির হইয়াছে। পাঠকগণ বোধ হয় কারণটী বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন, যকৃতের পীড়া! যকৃতের পীড়াটী জেল রক্ষকগণের বড় হজমী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইংলিসমান বলেন, গত ১৬ই জুলাই সেতারার রাজার প্রথম স্ত্রী একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন। রাজ্য রক্ষা হইল।

মান্দ্রাজের একজন মাত্র অধিবাসী রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দানার্থ আবেদন করিয়াছেন। ইহাঁর নাম মেসিলোমি মুদিলিয়ার, ইনি মান্দ্রাজের একাউণ্টেণ্ট জেনরল আফিসের একজন আসিষ্টাণ্ট। মান্দ্রাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর উন্নতি কিছু অধিক।

এবার মান্দ্রাজের প্রাদেশিক কণ্ড হইতে পবলিকওয়ার্কে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা দেওয়ানী বিচারালয়াদি নির্ম্মাণে ব্যয় করা হইবে। আমাদিগের এখানে পবলিকওয়ার্কে যে টাকা ব্যয় হয় তাহার অধিকাংশ বারিক নির্ম্মাণ ও তাহার সংস্কারেই ব্যয়িত হয়। এ দিকে মফস্বলের মুন্সেফেরা গোয়ালঘরে বসিয়া বিচার করেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির আদর্শ ক্ষেত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। ঐ সকল আদর্শক্ষেত্র হইতে ১১ হাজার টাকা আয় হইয়াছে, কিন্তু ব্যয় ৩৮ হাজার টাকা।

সম্প্রতি যশোহর জিলায় একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়স ৪০ কন্যার বয়স ১৭ বৎসর। যশোহর জিলায় বিধবা বিবাহ কি এই প্রথম হইল?

অমরাবতীর ডেপুটী কমিশনরের এক জন কেরাণীকে এই বলিয়া কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, যদিও তাঁহার দোষের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু সে দোষ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। সিজার বলিয়াছিলেন, আমার স্ত্রী কেবল সতী হইলে চলিবে না কেহ তাহাকে অসতী বলিয়া সন্দেহও না করে এই আমি চাই। এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে।

কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির ৪ হাজার টাকা প্রতারণা করিয়া লয় বলিয়া যে একজন ইহুদীর দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ ও হাজার টাকা জরিমানা হয়, সেসিয়ন জজ বক্লোটের নিকট আপীল করাতে তিনি কারাদণ্ড কমাইয়া ৬ মাস মেয়াদ ও ১ হাজার টাকা জরিমানার আজ্ঞা দিয়াছেন। জরিমানা না দিলে আর ৬ মাস কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে।

জ্ঞান বিকাশিনীর একজন শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন তত্রত্য মদনগোপালের বাটীতে পাদবিশিষ্ট একটী সর্প দেখা গিয়াছে। দর্শকেরা তত্ত্বাজ্ঞা হইবেন, সম্বাদ দাতাও যেন সাবধান হন।

ইটালির বিনিস নগরে একটী ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প কালে একটী গির্জ্জা বসিয়া গিয়া প্রায় ৩৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ন্যাশনাল পেপার বলেন, নেপালের রাজা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে একটী মেডাল উপহার দিবার মানস করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, একজন উচ্চপদস্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী সস্ত্রীক রাস্তা দিয়া যাইতে ছিলেন, উহার একটী স্থান দিয়া যাইতে হইলে শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের প্রতি সে নিয়ম নয়, তাঁহাদিগকে শুল্ক দিতে হয় না। কর সংগ্রাহক সেই নিয়ম অনুসারে উক্ত কর্ম্মচারিকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার স্ত্রীর মাসুল প্রার্থনা করে, তিনি দিতে অসম্মত হন। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর হওয়াতে নিয়ম হইয়াছে, কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর স্ত্রীকেও আর মাসুল দিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর স্ত্রী কি রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারের লগেজ রূপে গণ্য হইল?

হুগলীর অন্তর্গত কোন গ্রামে এক স্বর্ণ কারের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া প্রায় ৫ হাজার টাকার স্বর্ণ রৌপ্যাদি অপহৃত হইয়াছে। ইহাকে ডাকাইতি না বলিয়া বাট পাড়ি বলিলেই ভাল হয়।

১৭ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

মহিশূরের একজন জজ এক ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দানকালে তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন "যদি তুমি সত্য সত্যই দোষ করিয়া থাক তোমার মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা উপযুক্তই হইয়াছে, আর যদি তুমি বাস্তবিক অপরাধী না হও, তোমার মনে মনে এ আহ্লাদ হইবে যে তুমি বিনা অপরাধে প্রাণত্যাগ করিয়াছ"। জজটী উপযুক্ত বটে।

এবার রাজসাহী অঞ্চলে বড়নীল জন্মে নাই। গত বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে চতুর্থাংশ হয় কি না সন্দেহ। নীল ত চতুর্থাংশ হইল, কিন্তু নীলকরের অত্যাচার হয় ত চতুর্গুণ হইবে।

সিবিল সর্ব্বিসের এচ এক, ইবান্স সাহেব হিন্দীভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করাতে এক খানি প্রশংসা পত্র ও ১ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বরদার গুইকুমারের আর একটী খেয়ালের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি যে ভয়ানক পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করেন তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন তাঁহার রাজ্যমধ্যে কসাইয়েরা এক মাস কাল পশুবধ এবং ধীবরেরা মৎস্য ধরিতে পারিবে না। উক্ত সম্পাদক চিন্তিত হইয়া বলিয়াছেন "বোধ হয় বরদাস্থ ইংরাজদিগের পক্ষে এ নিয়ম বর্ত্তে গুইকুমারের এমন ইচ্ছা নয়"। তাহা হইলেই বিপদ।

গত কল্য একটী দেশীয় বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্যরূপে জীবন রক্ষা হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী কালেজষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল এমন সময় এক খানি গাড়ি বেগে আসিয়া উহার উপরে পতিত হয়, গাড়ী ও ঘোড়া উহার উপর দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু সে অক্ষত শরীরে বাটীতে গমন করিল।

গত কল্য যখন ৯॥ টার ডাউন ট্রেণ সম্পূর্ণ বেগে বৈদ্যবাটী ষ্টেষণের নিকট আসিতেছিল, সেই সময়ে একটী মুসলমান যুবতী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়ে। তখন ট্রেণের গার্ড কিম্বা ষ্টেষণের কর্ম্মচারিরা কেহই কিছু জানিতে পারে নাই। ঐ গাড়িতে তাহার মাতা ছিল, ট্রেণ শ্রীরামপুরে আইলে তাহার মাতা এ বিষয় রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের গোচর করে। কর্ম্মচারিরা তথায় গিয়া দেখেন স্ত্রীলোকটির কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই!

এক ব্যক্তি রাখালদাস পণ্ডিত নামক একজনের একটী কন্যার গাত্র হইতে কতকগুলি রৌপ্য অলঙ্কার চুরি করিয়াছিল বলিয়া মাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স সাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ৬ মাস কারাদণ্ডের অনুমতি দিয়াছেন।

বহরমপুরের কাণ্টোনমেণ্ট ছোট আদালতটী উঠিয়া গিয়া মুরসিদাবাদের ছোট আদালতের সীমা বৃদ্ধি [illegible] ভাঙ্গা আর গড়া কাম্বেল সাহেবের [illegible]।

১৮ ই শ্রাবণ শুক্রবার [illegible]

ইংলিশম্যান বলেন, বোম্বাই [illegible] শান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন, [illegible] সাহেব পীড়িত হইয়াছেন। কথা বড় [illegible] থার্থ নয়।

গত বুধবার সন্ধ্যাকালে যে তোপ [illegible] হয়, উহা ব্রিগেডিয়ার জেনরল ভব [illegible] শাঙ্কি সাহেব রামপুরহাটে গমন করি [illegible] ছেন বলিয়া হইয়াছিল।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ১২ জন মা [illegible] ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দানার্থ গমন করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে বঙ্গদেশের ৫ পঞ্জাবের ২, বোম্বাইর ৪ এবং মান্দ্রাজের ১ জন আছেন। লার্ড নর্থব্রুক বোধ হয় ইহা হইতে আবার কতক কমাইয়া বাকি কয়েকজনের নাম ইণ্ডিয়া আফিসে পাঠাইয়াছেন। আবেদনকারিদিগের মধ্যে অযোধ্যা মধ্যপ্রদেশ ও ব্রহ্মদেশের কেহ নাই। ফ্রেণ্ড বলেন, অনেক হিন্দু সাক্ষ্য দানার্থ আবেদন করিতেন কেবল জাতি যাইবার ভয়ে করেন নাই। কেবল জাতি যাইবার ভয়ে নয়, কারণ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভা সে বিষয়ে অভয় দিয়াছেন, উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের কোপে পড়িতে হইবে এ ভয়েও অনেকে অগ্রসর হন নাই।

নূতন ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে এই একটী নিয়ম হইয়াছে, কোন মকদ্দমায় সেসিয়ন জজের মত যদি জুরিদিগের মতের সহিত বিভিন্ন হয় তিনি সে মকদ্দমা হাই কোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন। এটী মন্দ নয়।

মান্দ্রাজের কোন স্কুলের জনৈক শিক্ষক একটী বালককে প্রহার করিয়াছিলেন বলিয়া তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট যে বিচার করেন তাহাতে সেখানকার যাবতীয় সংবাদ পত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক স্কুলের ছাত্রকে সামান্য একটী বেত্রাঘাত করিলে শিক্ষকে যদি আদালতে গিয়া জরিমানা দিতে হয়, বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন কঠিন হইয়া উঠে।

পিয়নিয়রে এক ব্যক্তি একটী বড় কৌতুকাবহ বৈরনির্য্যাতনের বিষয় লিখিয়াছেন। ক খর নিকট কিছু টাকা পাইত, ক স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গিয়া বাস করে। খ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারাতে ক স্বদেশে আসিয়া খর স্ত্রী চুরি করিয়া লইয়া যায়। খ ইহাতে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব লইয়া কর বাটী আক্রমণ পূর্ব্বক কর স্ত্রী ও তাহার একটী ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লইয়া আইসে। স্ত্রীতে স্ত্রীতে শোধ হইল, ভ্রাতুষ্পুত্রীটী বেশির ভাগ।

১৯ এ শ্রাবণ শনিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, পারস্যের সাহা যখন মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন তখন তাঁহার মূল্য ৯০ লক্ষ টাকা। পরিচ্ছদগুলি পরিত্যাগ করিলে তাঁহার মূল্য কত হয় আমাদিগের জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

৪	টাকা	সিক্কা	১০৪৸—১০৪৸৶
৪	"	কোং	১০৪৸৶—১০৫
৪॥	"	"	১০৭।০—১০৭॥
৪॥	"	"	১০৬৸০—১০৭
৪॥	"	"	১০৬৸৶
৫॥	"	"	১১১৸৶

—ঃ—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২১ এ জুলাই। মন সাহেবের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত এচ, এল ডাম্পিয়ার সাহেব রেবেনিউ বোডের একজন প্রতিনিধি মেম্বর হইবেন।

২৮ এ জুলাই। এ মাকেঞ্জি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইলেন।

এচ, জে, এস কটন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইলেন।

২৫ এ জুলাই। কাপ্তেন এচ, জে পিট লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর হইলেন এবং কিছু দিনের জন্য উত্তর লক্ষ্মীপুর বিভাগের ভার পাইবেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর লেপ্টনণ্ট ডবলিউ এ, হলকোম কিছুদিনের জন্য জয়পুর বিভাগের ভার পাইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বর্দ্ধমান বিভাগের স্থানে স্থানে সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু	প্রাণকৃষ্ণ রায়	প্রথম শ্রেণী	বর্দ্ধমান।
"	নীলমণি কোঙর	"	মেদিনীপুর।
"	শ্যামাপদ চৌধুরী	"	"
"	রাধাশ্যাম সিংহ	"	হুগলী।
"	অন্নদা প্রসাদ পাঠক	দ্বিতীয় শ্রেণী	বর্দ্ধমান
"	যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত	"	"
"	দীননাথ দে	"	হাবড়া।
"	দীননাথ ঘোষ	"	বাকুড়া।
"	বিনোদবিহারী সরকার	"	বীরভুম।

জলপাইগুড়ির সি, এফ, ম্যানসন সাহেব অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নমিত হইলেন।

২৮ এ জুলাই। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্ন তর শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বাবু ধনেশচন্দ্র রায়—গয়া।
" দ্বারকানাথ রায়—বগুড়া।

হাবড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এচ ডয়লি সাহেব রাজসাহীতে বদলী হইলেন।

টি, জে, সি, গ্রাণ্ট কিছুদিনের চতুর্থ শ্রেণীতে হাবড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২৯ এ জুলাই। লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর কাপ্তেন এ এন ফিলিপস ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪২, ১৬৭ এবং ৪১৭, ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

কটকের কালেক্টর নিজ কার্য্য ভিন্ন উড়িষ্যা কেনাল রেবেনিউ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইলেন।

১৯ এ জুলাই। নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আফিসরেরা ১৮৬১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু দীননাথ আচ—রাণাঘাট।
" আর, সি, দত্ত—বনগাঁ।
" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়—ঝিনিদহ।
" চন্দ্রনারায়ণ সিংহ—খুলনা।
" রামচরণ বসু—বসিরহাট।
এফ, এচ, বি, স্কাইন—চুয়াডাঙ্গা।
এচ, জিলন—কুষ্টিয়া।
আর, কার্ণিশ—মেহেরপুর।
ডবলিউ, জি, ডিয়ার—মাগুরা।
জে, কেলিহার—নড়াইল।

সি, বার্ণার্ড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৭ এ জুন। নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা ১৮৭১ অব্দের ৬ আইনের ২৯ ধারানুসারে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মকদ্দমার বিচারার্থ জজের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—মেদিনীপুর
" গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তমোলুক।
" জগৎদুর্লভ মজুমদার বি, এল,—সুরী
" জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—নিমল।

২৮ এ জুলাই। বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ ময়মনসিংহে একজন তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

আবার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু যদুনাথ মিত্র ত্রিহুতে বদলী হইলেন।

বাবু কৃষ্ণদাস দে বি, এল মেদিনীপুরে একজন তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ জুলাই। খিবার সহিত রুশীয়ার যে সন্ধি হইয়াছে তাঁকে তদনুসারে রুশীয়াকে ৭ বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ রবল দিতে হইবে। খিবা হইতে মৃত্যু দণ্ড উঠিয়া গিয়াছে। খিবার যুদ্ধকালে বোখারার রাজা রুশীয়দিগের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে খিবার অধিকৃত কতকগুলি স্থান দেওয়া হইয়াছে। ২৭ এ আগষ্টের মধ্যে খিবার রাজধানী হইতে তাবৎ রুশীয় সৈন্য প্রস্থান করিবে।

লণ্ডন ২৬ এ জুলাই। বলটিমোরে এক অগ্নি কাণ্ড হইয়া বহু সংখ্য বাটী এবং চারিটী গির্জ্জা পুড়িয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের দেশীয় সেনা দলে বিরূপ প্রণা

নীতে ইউরোপীয় আফিসর সকল নিযুক্ত করিলে ভাল হয় বর্ক সাহেব তাহার অনুসন্ধানার্থ এক রাজকীয় কমিশন নিয়োগের জন্য যে প্রস্তাব করেন গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে।

ডিউক অব এডিনবরাকে আর ১ লক্ষ টাকা এবং রাজ কন্যা মেরি যদি তাঁহার পর জীবিত থাকেন তাঁহাকে ৬০ হাজার টাকা বৃত্তি দিবার জন্য গ্লাডষ্টোন যে প্রস্তাব করেন, কমন্স বাটী তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ জুলাই। গ্লাডষ্টোন পুনরায় পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ জুলাই। টুরিন এবং মিলানে পারস্যের সাহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত আহ্বান করা হয়।

বল টিমোরে অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ৬০০০০ ডলার মূল্যের দ্রব্যাদি ক্ষতি হইয়াছে।

মাড্রিড ২৭ এ জুলাই। ব্যালেন সিয়াতে ৫ ঘণ্টা কাল ধরিয়া একটী যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মাড্রিড ২৮ এ জুলাই। অদ্য রেপবলিকা সৈন্য পুনরায় ব্যালেনসিয়া আক্রমণ করে, বিদ্রোহীরা এক্ষণে ইহা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ৫ ঘণ্টা ভয়ানক যুদ্ধের পর নুতন সৈন্য আসা পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিদ থাকে। বিদ্রোহীরা বলে, যদি তাহাদের প্রার্থনামত বন্দোবস্ত করিয়া সন্ধি করা হয়, তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছুক আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত নহেন, তাঁহারা বলেন, যদি উহারা এ আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বশীভূত না হয়, গোলাবর্ষণে ক্ষান্ত হইবেন না। সেবিল এবং মর্সিয়া এক্ষণে বিদ্রোহীদিগের হস্তে রহিয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ জুলাই। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে লার্ড এনফিলড কেলন সাহেবের বাক্যের উত্তর দান কালে বলিয়াছেন, কার্লিষ্টরা উত্তর স্পেন অধিকার করিয়াছে।

এলডার্লির লার্ড ষ্টানলে এচিনের কার্য্যাদি বিষয়ে মনোযোগী হইতে বলিয়া প্রস্তাব করিলেন, ১৮২৪ অব্দের সন্ধি সংক্রান্ত পত্রাদি অর্পণ করা হয়। লার্ড গ্রানবিল বলিলেন সন্ধিটী অসাধ্য ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

—:০—

আমাদিগের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

পঞ্জাব সীমা।

ডেরা এস্মাএল খাঁ।

১। অদ্য শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হইল, তথাপি বর্ষার মুখ দেখিতে পাইলাম না। আষাঢ় মাসের শেষ পর্য্যন্ত ত গ্রীষ্মের অত্যাচারে ভয়ানকরূপে প্রপীড়িত হইয়াছি, রাত্রি দিন স্বেদ জলে অভিষিক্ত হইতে হইয়াছে, সম্প্রতি ঈশ্বরেচ্ছায় দুই তিন দিন হইতে গগণমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক পসলা বৃষ্টিও হইতেছে, ইহাতে কৃষির পক্ষেও অনেক সুবিধা হইতেছে এবং আমাদের কষ্টেরও অনেক লাঘব হইয়াছে। এ অঞ্চলের অনেক নগরে যদি খাল না থাকিত আর কূপোদক দ্বারা চাসের প্রথা প্রচলিত না হইত তাহা হইলে আর কষ্টের সীমা থাকিত না। পারস্য চক্র (এক প্রকার জল তুলিবার কল) বলদ দ্বারা প্রায় রাত্রি দিন ঘূর্ণিত হইতেছে এবং একটী একটী কূপ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্রমাগত জল উঠিতেছে এবং পয়ঃপ্রণালী দ্বারা চতুর্দ্দিকে বহুদূরব্যাপী ক্ষেত্র সমস্ত জলসিক্ত হইতেছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য ইহাতে কূপের জলের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় না, এ সকল ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

২। এখানে গ্রীষ্মের এই কয়েক মাস প্রতি রবিবারে আটক নদে বহু সংখ্যক নরনারী স্নান ও জলক্রীড়া করিতে সমাগত হয়, সমস্ত দিন নদের উপকূলে অবস্থান নৃত্য গীত, আহার বিহার প্রভৃতি আমোদে অতিবাহিত করে। এদেশের লোককে বিশেষ আমোদপ্রিয় বোধ হয়। পিতা পুত্র ও ভ্রাতায় ভ্রাতায় একত্র বসিয়া বেশ্যার গান শ্রবণ ও তাহাদের সহিত হাত কাড়াকাড়ি করে ইহাতে দোষ বা লজ্জা বোধ করে না। শুনিয়া অবাক হইলাম, মধ্যে এক দিন এখানকার বৃত্তিভোগী একটী নবাব ভ্রাতা, পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয় প্রভৃতিকে লইয়া এবং অত্রস্থ প্রায় সমস্ত বেশ্যাকে লইয়া জলক্রীড়া করিয়াছেন। সুরাপান করিয়া উলঙ্গ হইয়া জলক্রীড়া যে কিরূপ শয়তানিক ভাবোদ্দীপক ভাবিয়া দেখুন, অথচ এখানকার লোকে ইহা গৌরবের বিষয় মনে করে !!!

৩। পঞ্জাবের যে কয়েকটী নগর দেখিলাম, তাহাতে শুদ্ধ বাল্য বিবাহের যে প্রাদুর্ভাব অধিক তাহা নহে, অসম বিবাহও অধিক প্রচলিত। দশম বর্ষ বালকের সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার অষ্টম বর্ষ বালকের সহিত ষোড়ষ বর্ষীয়া বালিকার দ্বাদশ বর্ষ বালকের সহিত দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ প্রায় সচরাচর হয়। ইহাতে মনে করুন স্ত্রীলোকের চরিত্র কিরূপ বিশুদ্ধ থাকিতে পারে, এই কারণে শ্বশুরের সহিত পুত্রবধূর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর ব্যভিচার দোষ প্রায় শুনা যায়। অমৃতসর মুলতান ও এখানে এরূপ ব্যভিচার প্রসিদ্ধ যে যখন বালক, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে নাই তখন তাহার সন্তান হয় !!!

৪। কয়েক দিন হইল, এখানে একটী শোচনীয় অপমৃত্যু হইয়াছে। একজন সিপাহী বন্দুকে গুলি ও বারুদ পুরিয়া ঘরের এক স্থানে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল, বিস্মৃতিক্রমে বন্দুকের ঘোড়াটী ফেলিয়া রাখে নাই, তাহার স্ত্রী কার্য্যসূত্রে যেমন বন্দুকের নিকট যাইল তাহার মস্তক লাগিয়া বন্দুকের ঘোড়া ছুটিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া মৃত্যু হইল। এরূপ মৃত্যু নিতান্ত শোচনীয়!

৫। সম্প্রতি সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়া একজন সিপাহীর মৃত্যু হইয়াছে। এ অঞ্চলে গ্রীষ্ম কালে সর্দ্দিগর্ম্মিতে প্রায়ই মৃত্যু ঘটনা হয়। গত ৯ ই জুলাই সিন্ধু উপত্যকার রেলওয়ে বিভাগের ডেপুটি কণ্ট্রোলার মুলতানে সর্দ্দিগর্ম্মিতে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। এই ডেপুটি কণ্ট্রোলার উড সাহেবটি বড় ভদ্র লোক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা দুঃখিত হইয়াছেন।

৬। মধ্যে এক দিন রবিবারের স্নানের মেলায় জলক্রীড়া করিতে করিতে অত্রস্থ মিসন স্কুলের একজন পণ্ডিত জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ জলস্রোতে কোথায় যে নীত হইয়াছে তাহার ঠিকানা হয় নাই এই বিদেশে এ ব্যক্তি স্ত্রী ও অপোগণ্ড সন্তানকে অসহায় করিয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যু কালাকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না, তথাপি মোহান্ধ মনুষ্য আপনাকে অমর মনে করে।

৭। আটক নদের উপরে তরণী সেতুর বন্দোবস্ত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ জন্য প্রায় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন; কিন্তু তরণীসেতু ত কেবল শীতকালের জন্য, বার মাস ত থাকে না, এ সময় নদী যেরূপ বিস্তৃত ও তরঙ্গায়িত হয় তাহাতে পর পারে উত্তীর্ণ হওয়া আর প্রাণ হাতে করে যাওয়া সমান।

৮। কোন্নগর নিবাসী বাবু যাদবচন্দ্র দেব রাওলপিণ্ডিতে প্রথম শ্রেণীর আসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন এবং অল্প দিনে এগজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার হইতেন, দুই তিন বৎসর হইল সামান্য কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তৎকালে পঞ্জাবের পবলিক ওয়ার্কের সেক্রেটারি কর্ণেল ম্যাকলেয়ান ছুটী লইয়া বিলাতে ছিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করিলে যাদব বাবু আবেদন করেন। যখন দেখিলেন যাদব বাবুর তাদৃশ দোষ ছিল না, তখন গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার নিকট সুপারিস করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বপদ দিলেন না, ১০০ শত টাকা বেতনে ওভারসিয়ার করিয়া অত্রস্থ এগজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে নিযুক্ত করিয়াছেন। কর্ম্মচ্যুত হইয়া কষ্ট হওয়াতে, আর বাঙ্গালীর চাকুরী বই গতি না থাকাতে এত কষ্ট করিয়া এই বিদেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাদব বাবু যেরূপ ভদ্র ও উপযুক্ত লোক এবং যখন কোন গুরুতর অপরাধে তিনি কর্ম্মচ্যুত হন নাই, তখন গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে ভাল হয়, কোন সাহেব হইলে কখনই এরূপ বিচার হইত না।

৯। এই সময়ে অত্রস্থ লোক কাবুল কান্দাহার প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যায়, কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র শস্যাদি বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য। শীতকালের প্রারম্ভে উর্ণা নির্ম্মিত বস্ত্র মেওয়া প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসে। শুনিলাম, কাবুল কান্দাহার প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু আছে, কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া কেহ হিন্দু বলিয়া বুঝিতে পারে না। লাহোর অমৃতসর মুলতান বিশেষতঃ এস্থানের হিন্দুগণ পলাণ্ডু কুক্কুট মাংস কোন কোন সম্প্রদায় শূকরের মাংস পর্য্যন্ত অতি আদরের সহিত উপাদেয় বলিয়া ভক্ষণ করে, কেবল গোমাংসটা সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগের নিষিদ্ধ দেখা গেল। বাস্তবিক বঙ্গদেশস্থ হিন্দুদিগের যে সকল কঠিন নিয়ম ও শাসন দেখা যায়, উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি কোন স্থানের হিন্দুদিগের এরূপ গুরুতর শাসন নাই। তথায় এক বিছানায় বসিয়া হিন্দুরা মুসলমানের সহিত তামাকুর ধূমপান করেন, এখানে তাহাতে কোন হানি নাই অদ্য এই পর্য্যন্ত থাকিল এ সকল বিষয় ক্রমে ক্রমে লিখিব।

১০। ইংরাজী শিরোনামা না দিয়া এ সকল অঞ্চলে বাঙ্গালা শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইলে যে প্রায় গোলযোগ হয় তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। কএকদিন হইল "চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী টাকীর ডাকঘরে পৌঁছে" এই ঠিকানায় এক পত্র আমার নিকট আসিল, পত্রখানি কাশী হইতে প্রেরিত; এক ব্যক্তি টি, এ, ইউ, কে, ওয়াই এই রূপ ইংরাজী অক্ষরে টাকী লিখিয়া দিয়াছিল; কিন্তু ইংরাজী ইউ কখন কখন এন্ বলিয়াও বোধ হয়। যাহা হউক, উহা টাকী না বুঝিয়া টাঁকী বা টাঁক বুঝিয়া এই নগরের নিকটবর্ত্তী টাঁকে পৌঁছিয়াছিল; কিন্তু সীমার কোন ডাকঘরে অনুসন্ধান না হইয়া ডেড্ লেটার আফিসে পত্র খানি প্রেরিত হইতেছিল দৈবাৎ আমার হাতে পড়াতে আমি পরিষ্কার করিয়া দিলাম। মনে করুন কোথায় টাকী আর কোথায় টাঁক। অতএব উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে আত্মীয় স্বজনকে যাঁহারা পত্র লিখিবেন তাঁহারা যেন কাহারও নিকট হইতে ইংরাজী ঠিকানা লিখিয়া পাঠান নতুবা অনর্থক কষ্ট ও কার্য্যের ক্ষতি হয়, উক্ত পত্র বিয়ারিং ছিল বলিয়া এত ঘুরিয়াছে পেড হইলে ঘুরিত না ফেলিয়া দিত। ৳

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিশ মহোদয়ের নিকট আমাদের একটী নিবেদন।

সে দিন আমাদিগের নিকট একটী সুযোগ্য মুন্সেফ এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন, যে হাইকোর্টের নিয়ম আছে যে ফল (রেজল্ট) ও গুণ দেখিয়া প্রমোশন বা কার্য্য দেওয়া হইবে, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য করা হয়। বাস্তবিক আমরা দুই এক স্থলে প্রত্যক্ষও করিয়াছি যে এক ব্যক্তি এনট্রান্স পাশ করিয়া কমিটীতে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক মাস ওকালতী করিয়াই মুন্সেফ হইলেন, অথচ এল এল, বি এল, ধারী বহুদর্শী সুপরিপক্ক উকীলের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ সংবৎসর অতীত হইতে না হইতেই সুবরডিনেট জজ হইলেন; কিন্তু ৫।৬ বৎসরের কার্য্য কুশল বিচক্ষণ প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফকে উক্ত পদ দেওয়া হইল না। পাঠকবর্গ এটী যে কেবল বাঙ্গালী বিচারকগণের ভাগ্যে ঘটে এরূপ নহে, ইউরোপীয় বিচারপতিগণও ইহা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন নাই। একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর জুনিয়র জজ প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন। কিন্তু সিনিয়র অথচ উক্ত প্রথম শ্রেণীর পদে ২। ৩ বৎসর অফিসিয়েটিং থাকায় সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রতি সুবিবেচনা করা হইল না। এতদ্বারা কেবল তাঁহাদের উৎসাহ ভঙ্গ করা হইল এমত নহে, যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত হইলে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া প্রজাগণের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইল না। যাহা হউক, মুন্সেফ সুবরডিনেট জজ প্রভৃতি পদের যোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচন করা অতি গুরুতর কার্য্য। জষ্টিশ জ্যাকশন মহোদয়ের হস্তে এই কার্য্যের ভার আছে। ভ্রম মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তিনিও এই ভ্রমরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে মুক্ত নহেন। আমরা দেখিতেছি তাঁহার ভ্রম ও বিবেচনার দোষে দুই একজন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। এটী

সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। অতি পূর্ব্বে হাইকোর্টে এই এক প্রথা ছিল যে অন্যান্য সাধারণ মকদ্দমার ন্যায় মুন্সেফ সুবরডিনেট জজ প্রভৃতির পদাকাঙ্ক্ষিগণ প্রকাশ্য বিচারালয়ে স্ব স্ব যোগ্যতাদি প্রদর্শনার্থ উকীল বা বারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতেন। ইহাতে অনেকটা কাজও হইত, প্রার্থিগণও সন্তুষ্ট হইত, অন্য পক্ষে মধ্যে মধ্যে নির্ব্বাচন কর্ত্তার বাটীতে যাইবারও প্রয়োজন হইত না। উপসংহারকালে আমরা প্রধান চীফ জষ্টিশ কোচ মহোদয়ের নিকট বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি যে হয় মুন্সেফ সুবরডিনেট জজ প্রভৃতির পদ নির্ব্বাচন বিভাগে দুইজন জজ (জষ্টিশ জাকশান এবং মিত্র, কিংবা জষ্টিশ জাকশন এবং ফিয়ার) নিযুক্ত হউন, নয় পূর্ব্ব প্রথাই অবলম্বিত হউক। জগৎ-বিখ্যাত নেপোলিয়ন বোনপার্টির উপদেশ এই যে পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতনের সৃষ্টি করিতে হইলে নূতনটী যদি পুরাতন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, তবে নূতনের সৃষ্টি করিবে, আর যদি নূতনটী উৎকৃষ্ট না হয় তবে পুরাতনই ভাল।

১৪ ই শ্রাবণ ১৮৭৩ খৃঃ } কস্যচিৎ ইলছোবা মোগুলাই নিবাসিনঃ

—•◎•—

বঙ্গদর্শন।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

(২ য় খণ্ড, ৪ র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৮০)

১২৭৯ সালের বৈশাখমাসে যখন "বঙ্গদর্শন" সাহিত্য রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হয়, তখন আমরা ইহার অভিনয় দর্শন করিতে নিতান্ত কুতূহলী হইয়াছিলাম। প্রথম বারের অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা তাদৃশ তৃপ্তি-সুখ অনুভব করিতে পারি নাই। সে সময়ে অনেকগুলি অন্তরায় আমাদিগের অতৃপ্তির হেতুভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার যবনিকা উত্তোলন সময়ে এগুলির অন্তর্দ্ধান হইবে। প্রতিমাসে বঙ্গদর্শনের যবনিকা উত্তোলিত হইতে লাগিল, প্রতি মাসে বহু সংখ্য ব্যক্তি দর্শনী দিয়া অভিনয় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু আমরা সেই ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শনের অভিনয় দেখিয়া যেরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলাম। কিছুতেই তাহা তিরোহিত হইল না। মধ্যে দুই একটী অভিনয় আমাদিগের কিছু হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল; কিন্তু সাধারণ্যে বিবেচনা করিলে ইহাই বলিতে হয়, যে বঙ্গদর্শনের কোনও অভিনয় বঙ্গীয় সাহিত্য রঙ্গের উৎকর্ষসাধক হয় নাই।

সম্প্রতি শ্রাবণ মাসের "বঙ্গদর্শন" আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ হইয়া থাকে, এখানি পাঠ করিয়াও সুখিত হইতে পারিলাম না। এবারকার "বঙ্গদর্শনে" যে সমুদয় দোষ দৃষ্ট হইল, এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে ১। জন ষ্টুয়ার্ট মিল। ২। হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়। ৩। জাতিভেদ। ৪। চন্দ্রশেখর। ৫। স্বপ্ন প্রয়াণ। ৬। গর্দ্দভ। ৭। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, এই সাতটী বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়গুলির কোন কোনটীতে অতি ব্যাপ্তি কোন কোনটীতে বা অব্যাপ্তি দোষ দৃষ্ট হইল। "জন ষ্টুয়ার্ট মিল" প্রস্তাবটী "যেন তেন প্রকারেণ" করিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রস্তাব লেখক, উপসংহার সময়ে জীবন চরিত সংগ্রহের প্রথা অনুসারে মিলের সম্বন্ধে কতকগুলি তারিখ লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তাবটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মিলের জীবনী সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মে না। এরূপ অব্যাপ্তি নিতান্ত দোষাবহ সন্দেহ নাই। "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়" প্রস্তাবে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধার করা হইয়াছে মাত্র। সাময়িক পত্রিকায় এরূপ "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" শোভা পায় না। রামদাস বাবু, "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়" লিখিয়া বঙ্গীয় সমাজের কি উপকার সাধন করিলেন তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। তাঁহার প্রস্তাবে কিছুই নূতনত্ব দৃষ্ট হইল না। কেবল যেখানে সেখানে বিশ্বনাথের শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। লেখক যদি হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত ইতিহাস সূক্ষ্মরূপে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে প্রস্তাবটী অপেক্ষাকৃত হৃদয়হারী হইত। রামদাস বাবু এক্ষণে লোক সমাজে প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। আমরা তাঁহার এই চেষ্টার প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু তিনি কোন কোন প্রস্তাবে যেরূপ কতকগুলি অপ্রচলিত পুস্তকের নাম নির্দ্দেশ করেন তাহা হইতে সেরূপ সূক্ষ্ম বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন না। ফলতঃ যিনি প্রস্তাবের মূল বিষয়ের আবিষ্কারে সমর্থ নহেন, তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধায়ী হইবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

"জাতিভেদ" প্রস্তাবটী নিতান্ত মন্দ হয় নাই। ইহাতে লেখকের কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু লেখক প্রস্তাবে যে যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, সূক্ষ্মরূপে তাহার সমর্থন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এ দোষ সত্ত্বেও আমরা অন্যান্য প্রস্তাব অপেক্ষা জাতিভেদের প্রশংসা করিতেছি।

"চন্দ্রশেখর" ইতিবৃত্ত মূলক উপন্যাস। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী হইতে এটী বিনির্গত হইতেছে। প্রস্তাবিত সংখ্যক বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখরের "শৈবলিনী" "দলনীবেগম" ও "লরেন্স ফষ্টর" নামে তিনটী পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু স্বপ্রণীত "বিষবৃক্ষের" প্রারম্ভেই যেরূপ মুক্তহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, "চন্দ্রশেখরে" সেরূপ করা হয় নাই। গ্রন্থের সূচনায় সমুদয় কথা খুলিয়া বলিলে যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয় না, বিষবৃক্ষ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ বঙ্কিম বাবু সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিকে যেরূপ "অপাঠ্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার "বিষবৃক্ষও সেইরূপ "অপাঠ্য" হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, চন্দ্র শেখরের অতি অল্প অংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং আমরা

ইহার গ্রন্থন-চাতুরী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহি না। উপাখ্যানের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার শৈবলিনীকে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। এই শৈবলিনী-চরিত্র আমাদিগের একান্ত রুচিবিকার জন্মাইয়া দিয়াছে। বঙ্কিম বাবু যেরূপ জঘন্য ভাবে শৈবলিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ জঘন্য ভাব গৃহস্থা বাঙ্গালী কামিনীতে দৃষ্ট হয় না। এটী বঙ্কিম বাবুর অসহৃদয়তা ও উদ্ভাবনী-শক্তি ক্ষীণতায় পরিচায়ক। ফলে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগ্রন্থনচাতুরী যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলিই তাহার সাক্ষী স্বরূপ।

" চন্দ্রশেখরে " বঙ্কিম বাবু স্বীয় ইংরাজী বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে নিতান্ত ইচ্ছু হইয়াছেন। এতন্নিবন্ধনই লরেন্স ফষ্টরের ইংরেজী কথার " ছড়াছড়ি " হইয়াছে। দীনবন্ধু বাবু, উড়িয়া ভাষায় অভিজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ লীলাবতীতে রঘুয়াকে প্রবেশিত করিয়া যেরূপ উপহসিত হইয়াছেন, বঙ্কিম বাবুও ফষ্টরের ইংরেজী কথার ছড়া বান্ধিয়া সেইরূপ উপহাস ভাজন হইলেন সন্দেহ নাই। " লরেন্স ফষ্টর " ইংরেজ। তাহার মুখ হইতে বাঙ্গালা কথা বহির্গত হইলে যদি পাত্রানৌচিত্য দোষ ঘটে, এই ভয়ে কি লেখক ইংরেজীর অবতারণা করিয়াছেন? তাঁহার অন্তঃকরণে যদি এই ভয় থাকিত, তাহা হইলে দুর্গেশনন্দিনীতে " জগৎ সিংহ " ওস্মান খাঁ প্রভৃতির মুখ হইতে তাঁহাদিগের দেশীয় ভাষা বহির্গত হইল না কেন? " কপাল কুণ্ডলাতে " দিল্লীশ্বরের মুখ হইতেই বা পারস্য ভাষা নির্গত হইল না কেন? কপাল কুণ্ডলাতে এক সময়ে কাপালিকের মুখ হইতে " কস্তং " " মামনুসর " প্রভৃতি সংস্কৃত কথা বহির্গত হইল, পরক্ষণেই আবার সমাসবহুল বাঙ্গালার অভিনয় আরম্ভ হইল, এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার কেন? এটী কি স্বাভাবিকতার অনুমোদিত? ফলে সাধারণে এইরূপ বিশ্বাস করিবেন রাজপুত্র জাতি প্রভৃতিতে বঙ্কিম বাবুর অধিকার নাই; এতন্নিবন্ধন তিনি জগৎ সিংহ প্রভৃতিকে বাঙ্গালী ভাবাপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষা, লেখকের প্রধান উপাস্যদেবতা। ইংরেজী অনুশীলনেই ইঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভাষা গ্রন্থকারের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছে। এই ইংরেজীর কোনরূপ অমর্য্যাদা করিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। এতন্নিবন্ধন লেখক লরেন্স ফষ্টরকে রঙ্গভূমিতে আনিয়াই ইংরেজীর উপাসনা পূর্ব্বক বলিয়াছেন " আইকম এগেইন ফেয়ার লেডী " এইরূপ সাধারণ বিশ্বাসে কি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের গুণ সমূহ অপহ্নুত হয় না?

কেবল যে " চন্দ্রশেখরেই " ইংরেজীর " ছড়াছড়ি " হইয়াছে, এরূপ নয়। ইংরেজী বঙ্গদর্শনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার বহু সংখ্য প্রস্তাবেই ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভঙ্গী দেখিতে পাইবে। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা কথা খুঁজিতে গলদঘর্ম্ম কলেবর হইতে হয় বলিয়া ইংরেজী কথাগুলিই বাঙ্গালার অস্থিতে প্রবেশিত করা হয়। এটী বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালা ভাষাকে " বেওয়ারিস " পাইয়া সকলে ইহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। অধিক কি লোকপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবুও ইহাকে ফিরিঙ্গী ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছেন। বঙ্গদর্শনের এক স্থলে উক্ত হইয়াছেঃ— " এখন আর্ সোলিউটিষ্ট " বলিয়া কাহারও পরিচয় দিলে তাঁহার এক প্রকার নিন্দা করা হয়। " অন্য স্থলে লিখিত হইয়াছেঃ— " অর্থ শাস্ত্র " ল অব্ সপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ড " নামক বিধান কেবল পণ্য দ্রব্যের প্রতিই বর্ত্তে এমত নহে। " পাঠকগণ! বঙ্গদর্শন লেখকদিগের বাঙ্গালা ভাষা নৈপুণ্য দর্শন করুন। আপনারা ইদানীন্তন নব্য সম্প্রদায়কেই (ইহাঁরা বাঙ্গালা কথায় ইংরেজী ব্যবহার করেন বলিয়া) নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু বঙ্গদর্শনের লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকদিগের লিখন ভঙ্গী দর্শনে বুঝিতে পারিবেন, বড় লোকের মধ্যেও এ রোগ আছে। যাঁহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গালী কথা যথাযথরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। জিজ্ঞাসা করি, এরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার প্রদর্শন করিলে কি স্বীয় শূন্যহৃদয়তা ও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় না? যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে যাইয়া ইংরেজীর শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা কি সুলেখক পদ বাচ্য? তাঁহাদিগকে ইংরেজীর ক্রীতদাস বলিলেও অসঙ্গত হয় না সত্যকথা বলিতে কি, " বঙ্গদর্শন " বঙ্গভাষার কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গভাষার অঙ্গ বৈকল্য সাধন করেন, ভবিষ্যবংশীয়গণ তাঁহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না।

" স্বপ্নপ্রয়াণ " পদ্যময়। এরূপ জঘন্য পদ্য ইতি পূর্ব্বে আর আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ইহার ছন্দ যেরূপ শ্রুতি কটু বর্ণনাও সেইরূপ ইতর ভাবাপন্ন।

বঙ্গদর্শনের যেরূপ মাহাত্ম্য!!! " গর্দ্দভ স্তোত্রটী " তাহার অনুরূপই হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। গর্দ্দভবুদ্ধি যখন যাহার ঘাঁড়ে চাপে সে সময়ে তিনি যে গর্দ্দভবৎ ব্যবহার করেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। বঙ্গদর্শন গর্দ্দভবুদ্ধি বিশিষ্ট হওয়াতেই গর্দ্দভের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। হিতচিকীর্ষু বন্ধুর মনোরঞ্জন না করা কৃতঘ্নের কার্য্য। গর্দ্দভ বঙ্গদর্শনকে নিজের বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং তাহার মনোরঞ্জনার্থ স্তব না করিলে অকৃতজ্ঞতা দোষে দূষিত হইতে হয়। পরিহাস দূরে থাকুক, বঙ্গদর্শন যাহাদিগকে গর্দ্দভ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়াছেন, স্বয়ংও তাহাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। সম্বাদ পত্রের সম্পাদকগণ বঙ্গদর্শনের লেখকগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত, সন্দেহ নাই। ইঁহাদিগকে এইরূপ উপহাস করা যারপর নাই অন্যায় হইয়াছে। বঙ্গদর্শন, স্তোত্রের একস্থলে বলিয়াছেনঃ—" তুমি কখন ঘাস খাও কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থকারের মাথা খাও, হে লোগণ! কোন্‌টী সুভক্ষ্য অর্ব্বাচীনকে বলিয়া দাও।" বলা বাহুল্য, ইহাতে বঙ্গদর্শনের গর্দ্দভ বুদ্ধিই পরিস্ফুট হইতেছে। " প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় " বঙ্গদর্শনের মহয়

আর কেহ আগ্রহসহকারে গ্রন্থকারদিগের "মুণ্ড ভক্ষণ" করেন কি না সন্দেহ।

বঙ্গদর্শনের লিখন প্রণালী যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালার অনুগত নহে, আমরা অনেকবার ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। প্রস্তাবিত সংখ্যক বঙ্গদর্শনেও অনেক কদর্য্য বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইয়াছে। "চন্দ্রশেখরের" "শৈবলিনী" পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় স্তবকটী পাঠ করিলেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য অনুমিত হইবে। আমরা নিম্নে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি:—

"পরন্তু বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করিলে বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটকের কীর্ত্তি এবং তাহার ফলের সহিত প্রাচীন জাতিভেদ নিয়ম এবং তাহা হইতে যে সকল ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইবেক।"

এরূপ অবিশদ বাঙ্গালা উনবিংশ শতাব্দীর উপযোগী নয়। আজিও যদি ৬ রামমোহন রায়ের সমকালীন বাঙ্গালা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে এই ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূর পরাহত। বঙ্গদর্শনের লেখকগণ এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।

উপসংহার সময়ে বক্তব্য এই:—"বঙ্গদর্শন" প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় নিতান্ত চপলতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার মতে বঙ্গভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ (দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি ব্যতীত) প্রচারিত হয়, তৎসমুদয়ই অপদার্থ। কোন গ্রন্থকারকে রাজদ্বারে অভিযোগ করিবার ভয় দেখান, কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ অকর্ম্মণ্য ও অপাঠ্য বলেন। এরূপ উদ্ধতার পরিচয় দেওয়া ধীর জনোচিত কার্য্য নহে। বঙ্গদর্শন কেবল পরের দোষ খুঁজিয়াই বেড়ান, কিন্তু একবার নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। অপদার্থ উপন্যাসপ্রিয় বাঙ্গালীদিগের নিকটেই বঙ্গদর্শনের গৌরব। একটী উপন্যাস শেষ হইলেই অমনি আর একটীর জন্য বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহাতেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য প্রতীত হইবে। বস্তুতঃ বঙ্গদর্শন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের আদর ভাজন হইতে পারে নাই। যাহারা নিজের দোষ সংশোধন না করিয়া কেবল পরের দোষগ্রাহী হয়, সামাজিকগণ, তাহাদিগকে "অপদার্থ" ব্যতিরিক্ত অন্য নামে অভিহিত করেন না। সম্পাদক যেন অতঃপর সাবধান হইয়া "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করেন।

শ্রী:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৫ এ জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায় জয়রামপুরের নীচে	১১	৬
তথা হইতে গড়িয়ার উপর টউয়ার মোহানায় ১২ মাইলের মধ্যে	১১	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	১১	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১৫	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১২	৫
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১৪	৬

সন ১৮৭৩ সালের ২৮ এ জুলাই বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২০	৭।

বহরমপুর ২৮এ জুলাই ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মুল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মুল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা কেদার নারায়ণ রায় পুটীয়া ১০

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাহাতা ৫॥০

" " নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাবড়া ৫॥০

" " রামদয়ালচক্রবর্ত্তী বাগবাজার ৬॥০

" " রামেশ্বর ঘোষ—হাজারিবাগ ১০

ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মুল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মুল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মুল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মুল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নুতন মুল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ২৮ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ১১ ই আগষ্ট।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও তাহার পর হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস্ আফিস শিয়ালদহ টার্মিনস ২৩ এ জুলাই ১৮৭৩। ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ এজেন্ট।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্ ফিজিক্যাল ডায়গ্‌নোসিস্ অব ডিজীজ্ অর্থাৎ রোগ-বিচার এবং ব্যাধির ভৌতিক নির্ণয় তন্ত্র।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ৷৷০ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহ-ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।৵০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷৷০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।৵০

৫। উদ্ভিদ্‌বিচার (বটানি) ৷৷৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৵১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাসুল ।৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ শ্রাবণ সোমবার।

প্রাদেশিক শাসন প্রণালী।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের মেধীভূত ছিলেন। ঐ সকল গবর্ণমেণ্ট গ্রহগণের ন্যায় উহাতে নিবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। রাজ্যের আরাম বৃদ্ধিসহকারে ব্যয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজনীতিজ্ঞদিগের ব্যয় সংক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইল। তাঁহারা ব্যয় সংক্ষেপের উপায় অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। মধ্যে এই প্রস্তাব উত্থিত হইল, ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের উপরে যদি আয় ব্যয় বিধানের সম্পূর্ণতার সমর্পিত হয় ব্যয় সংক্ষে-

পের সম্ভাবনা আছে। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট আয় ব্যয়ের দায়ী হইলে সুতরাং তাঁহাদিগকে মিতব্যয়ী হইতে হইবে।

প্রস্তাব কিছু মন্দ নয়। যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের মস্তকভূত, তাঁহারা যদি মহানুভব লোকহিতৈষী কার্য্যদক্ষ হইতেন, উহা বিলক্ষণ ফলোপধায়ী হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যক্রমে এ প্রণালী ইষ্টের না হইয়া অনিষ্টের হেতুভূত হইল। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানস্থ প্রধান পুরুষেরা বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। প্রাদেশিক শাসন প্রণালীর প্রস্তাবকর্ত্তারা মনে করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টকে আয় ব্যয়ের দায়ী করিলে তাঁহারা আপন আপন অপব্যয় নিবারণ বিষয়ে যত্ন করিবেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া নূতন নূতন প্রাদেশিক করের সৃষ্টি করিয়া আয় ব্যয়ের সমতা বিধানে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপব্যয় যেমন তেমনি রহিয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের শিরঃস্থানস্থ প্রধান পুরুষেরা নূতন নূতন করের উদ্ভাবন বিষয়ে আপনাদিগের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। নূতন নূতন করের সৃষ্টিমূলক অত্যাচার হইতে লাগিল। প্রজারা অসন্তুষ্ট হইল। লার্ড নর্থব্রুক গবর্ণর জেনরল পদে অধিষ্ঠিত না হইলে ক্রমিক নূতন কর ক্রমিক তন্মূলক অত্যাচার ক্রমিক তন্মূলক অসন্তোষ বৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই।

প্রাদেশিক শাসন প্রণালী যে অভীষ্ট ফলোপধায়িনী হয় নাই, মহাসভার যে সকল সভ্য ভারতবর্ষের হিতৈষী, তাহা তাঁহাদিগেরও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সেদিন মহাসভায় ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত উপস্থিত করা হইলে ফসেট সাহেব স্পষ্টাক্ষরেই প্রাদেশিক শাসন প্রণালীর প্রতি বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সির গবর্ণমেণ্ট সকল পূর্ব্বে যেমন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একান্ত পরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতেন এখনও সেইরূপ করেন। প্রাদেশিক শাসন প্রণালী যেরূপ ফল প্রসব করিল, তাহাতে কেবল ফসেট সাহেবের কেন ভারতবর্ষের হিতৈষি মাত্রের এই ইচ্ছা হইয়াছে যে উহা অবিলম্বে উঠিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সির প্রধান পুরুষেরা প্রজার হিতসাধন বিষয়ে যত ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারুন না পারুন নূতন নূতন কর করিয়া প্রজার বিরাগ উৎপাদন বিষয়ে বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আর কিছু দিন তাঁহারা স্বাধীনভাবে কর সৃষ্টি করিতে পান, প্রজার হৃদয়ে যে বিরাগরূপ বহ্নি প্রজ্বলিত হইবে তাহা নির্ব্বাণ করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক দিন লাগিবে সন্দেহ নাই।

—০—

ভারতবর্ষে নূতন করের প্রয়োজন আছে কি না?

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব মহাসভায় ভারতবর্ষের আয়ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণনকালে বলেন, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ইনকম টাক্স পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না সে বিষয়ে তাঁহার সংশয় আছে। গ্রাণ্ট ডফ সাহেব একজন পাকা রাজনীতিজ্ঞ, এই নিমিত্ত দশ বৎসরের কথা কহিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর নির্দ্ধারণ বিষয়টী যেরূপ সংশয়পূর্ণ তাহাতে অন্যের দশ দিনের কথা বলিতে সাহস হয় না। অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে যেরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, কোন গবর্ণমেণ্ট এরূপ করেন না, করিতে সাহসীও হন না। এ বিষয়ে ইহাঁদিগের "ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে।" ইচ্ছা করিলেন বৎসরের মধ্যেই ইনকম টাক্স বৃদ্ধি করিলেন! রাজস্ব বিষয়টী এমনি জটিল করিয়া রাখিয়াছেন যে অন্যের ইহাতে প্রবেশ করিবার যো নাই। রাজপুরুষদিগের "মুখেই আমাদিগের ঝাল খাওয়া।" একজন রাজস্ব মন্ত্রী কহিলেন, অর্থের অনটন হইয়াছে ইনকম টাক্স না হইলে কোনক্রমে চলে না, গবর্ণমেণ্ট সেই মতে মত দিলেন, ইনকম টাক্স হইয়া গেল। প্রজারা চীৎকার করিল, তাহা অরণ্য রোদন তুল্য হইল। তাহার পর আর একজন রাজস্ব মন্ত্রী আসিয়া বলিলেন, অর্থের অনটন নাই, ইনকম টাক্সের প্রয়োজন কি? টাক্স উঠিয়া গেল। ফলতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর নির্দ্ধারণ বিষয়টী যেরূপ অব্যবস্থিত অন্য কোন বিষয় এরূপ নয়। এ অংশে স্বয়ং রাজপুরুষদিগেরই অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা হয়। যাহা হউক, অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমাদিগের এমন গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়টী স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথবা যাবৎ ইহাঁদিগের এবিষয়ে ঐচ্ছিক ব্যবহার থাকিবে, তাবৎ স্থির করাই ভার। ভারতবর্ষীয় সভা এতৎ সম্বন্ধে একটী কমিটি নিয়োগের যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা সুসঙ্গত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের তাহা করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হইলে রাজস্ববিষয়ের উল্লিখিত শোচনীয় অবস্থার ক্রমে সংশোধন হইয়া আসিত।

এক্ষণে মূল বিষয়ের অনুসরণ করা আবশ্যক। আমাদিগের মূল প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষে নূতন করের প্রয়োজন আছে কি না? যে সমস্ত অপব্যয় স্রোত মুক্তরোধ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে সেগুলি যদি রুদ্ধ হয়, ভারতবর্ষে কোন কালেই নূতন করের প্রয়োজন হয় না। এক সৈনিকগণ আয়ের প্রায় তৃতীয় অংশ উদরসাৎ করিতেছে। এক্ষণে ১৫৯৮৪০০০০ টাকা সেনাদলে ব্যয় হইয়া থাকে। মার্কেণ্ডেয় মুনি

নারায়ণের উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন, তেমনি যদি আমাদিগের পাঠকগণের যোগবল থাকে, তাঁহারা ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ও সেনাপতিগণের উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিলে দেখিতে পাইবেন এই স্বল্পোন ষোল কোটি টাকার পনর কোটিরও অধিক উহাদিগের উদর মধ্যগত হইতেছে। ইউরোপীয় সেনাদলের একবিধ উপসর্গ নয়। উহাদিগের ইংলণ্ড হইতে পাথেয় ব্যয় ও পর্ব্বত বাস প্রভৃতি অনেক ব্যয় আছে। উহার পাঁচ হাজার সৈন্য কমিলে অনেক ব্যয় কমিয়া যায়। এখন ৬২ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য আছে। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানে ৪৫৫২২ ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। এখন যদি কমাইয়া সেই ৪৫ হাজার করা হয়, অনেকগুলি টাক্স দেহত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে স্বর্গারোহণ করে সন্দেহ নাই। এখন শান্তির সময়, আমাদিগের মতে এখন ৪০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য হইলেই পর্য্যাপ্ত হয়। যদি বল রুশিয়াদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণ শঙ্কা, সে শঙ্কা এখনও অনেক দূরবর্ত্তিনী, তন্নিবারণার্থ ভারতবর্ষের স্কন্ধে বহুসংখ্য অনাবশ্যক ইউরোপীয় সৈন্যের ব্যয় ভার নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে বিপদাপন্ন করা উচিত নয়। সীমাস্থ মিত্র রাজগণের সহিত দৃঢ়তররূপে মৈত্রীবন্ধন ও তাঁহাদিগের সাহায্যদানই তন্নিবারণের সুবিহিত পথ।

—০—

অনরেরি মাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা বৃদ্ধি।

এদেশীয়েরা ক্রমে আপনাদিগের বিষয় আপনারা মীমাংসা করিতে শিখিবেন এই উদ্দেশে লেপ্টনন্ট গবর্ণর প্রতি জিলাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত বিচার করিবার জন্য কতকগুলি করিয়া অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছেন। পাঠকগণের বোধ হয় তাহা স্মরণ আছে। অধিকাংশ স্থলে উচ্চ ও জমিদার শ্রেণীর মধ্য হইতেই অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ এই আপত্তি করিয়াছেন ইহাতে দরিদ্র রায়তদিগের বিশেষ আনুকূল্য হইবে না। জমিদারের সহিত রায়তদিগের বিবাদ হইলে সুবিচারের সম্ভাবনা অল্প। লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া একটী সরকুলার বাহির করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিশিষ্ট রায়তদিগকেও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা সেই সরকুলারটী অনুবাদ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"অনেক বিভাগে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা গিয়াছে, তদনুসারে বিচার কার্য্যেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানের মাজিষ্ট্রেটেরা আপত্তি করিয়াছেন যে সকল মকদ্দমায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক সম্পৃক্ত থাকে সে সকল স্থলে এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। বাস্তবিক অনেক স্থানে এইরূপ শ্রেণী ঘটিত মকদ্দমা এত অধিক পরিমাণে হয় যে কেবল মাত্র এক শ্রেণীর মধ্য হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলে অবিচারের আশঙ্কা আছে। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগকে যে প্রকার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং কার্য্যের যে প্রকার ব্যবস্থা করা গিয়াছে তদনুসারে তাঁহাদের অবিচার করিবার সুবিধা অল্প বটে কিন্তু লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই শঙ্কা করেন যে এদেশের সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা একেই ত মাজিষ্ট্রেটের নাম ও ক্ষমতাকে ভয় করে, তাহার উপর কেবল মাত্র উচ্চ শ্রেণী হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলে সেই শঙ্কা বৃদ্ধি হইতে পারে। কেবল মাত্র শ্রেণী বিশেষের হস্তে বিচারের ভার থাকিলে যে বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটে তাহা ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতির উক্ত প্রণালী দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। যখন কোন শ্রেণী ঘটিত মকদ্দমা উপস্থিত না থাকে তখনও মাজিষ্ট্রেটেরা উচ্চ শ্রেণীর লোক বলিয়া তাঁহাদের অন্যান্য বিচারে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হয়। আয়র্লণ্ডে শ্রেণী ঘটিত মকদ্দমা অধিক হওয়াতে উচ্চশ্রেণী হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ইংলণ্ডেও শ্রেণী ঘটিত মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার প্রথা দূষণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের সকল স্থলেই প্রায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে বেতনভোগী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে। অতএব লেপ্টনন্ট গবর্ণর ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়া আর শ্রেণী বিশেষে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক নন। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া যে উপকারের আশা করা যায় কেবল মাত্র এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হইলে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। সকল শ্রেণীর লোক তাহার মধ্যে থাকা উচিত।

* * * * * * * * *

অনেক অনুসন্ধানের পর লেপ্টনন্ট গবর্ণর জানিতে পারিয়াছেন যে অনেক জেলায় রায়তের মধ্য হইতে এই কার্য্যের উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতে পারে। সেই সেই স্থানীয় কর্ম্মচারিরা সেই সকল উপযুক্ত রায়তদিগের নাম প্রেরণ করিলে তাঁহাদিগকে "অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট, স্কুল কমিটির সভ্য, রোডসেস কমিটির সভ্য এবং মিউনিসিপাল কমি-

টির সভ্য প্রভৃতি পদে নিযুক্ত করা যাইবে। রায়তেরা যত দিন এই সকল বিষয়ে অংশগ্রাহী না হইতেছে তত দিন অভীষ্টসিদ্ধ হইতেছে না।”

এটী রায়তদিগের আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই। এই সরকুলারটী পড়িয়া কে আর সন্দেহ করিবেন যে লেপ্টনন্ট গবর্ণর দরিদ্র প্রজাদের বিষয় চিন্তা করেন না। পাঠশালা, পাবনার ঘোষণাপত্র, এই সরকুলার এইরূপ কয়েকটী কার্য্য দ্বারা তিনি যে প্রজাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যগ্র, তাহার পরিচয় হইতেছে; কিন্তু এস্থলে আমাদিগের একটী মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর রায়ত শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না আমরা জানি রায়ত শব্দের অর্থ কৃষক। লেপ্টনন্ট গবর্ণরের যদি ঐ অর্থ অভিপ্রেত হয়, তাহাদিগের মধ্য হইতে এই সকল গুরুতর কার্য্যের উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে এরূপ বোধ হয় না। বহু দিন হইতে শিক্ষার অভাবে তাহাদের অধিকাংশই এরূপ অজ্ঞ ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যে তাহারা যে স্বাধীনভাবে আপন আপন শ্রেণীর মত প্রকাশ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। অধিকাংশ স্থলে বড় লোকদিগের মতেই মত দিয়া নীরব থাকিবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা দেশে তিনটী শ্রেণী আছে। এক জমীদার শ্রেণী; অপর, কৃষক শ্রেণী। এই উভয় শ্রেণীর মধ্য স্থলে আর এক শ্রেণী আছে, তাহাদিগের জমীদারী নাই, তাহারা কৃষি কার্য্যও করে না। এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই উদার বিদ্যা শিক্ষাসম্পন্ন ও কাজের লোক হইয়াছে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর যদি ইহাদিগকেও রায়ত শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তিনি তাহা না করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাকে পরামর্শ দি, এই শ্রেণী হইতেই তিনি বহুল পরিমাণে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করুন। তাহা হইলে কৃষক ও জমীদার উভয়পক্ষেরই মঙ্গল হইবে। কারণ, ইহাঁরা উভয়দলের মধ্যবর্ত্তী। ইহাদিগের কোন পক্ষেই পক্ষপাত নাই। লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই শ্রেণীতেই যথার্থ উপযুক্ত লোক পাইবেন।

মহম্মদ মসিনের প্রদত্ত টাকার বিনিয়োগ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে মসিন ফণ্ডের টাকার বিষয় পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, অদ্য ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিদিত আছেন। মুসলমানেরা এত দিন অভিযোগ করিয়া আসিতেছিলেন যে তাঁহাদের স্বধর্ম্মাক্রান্ত মহম্মদ মসিনের প্রদত্ত টাকা তাঁহাদের স্বশ্রেণীর শিক্ষার জন্য ব্যয় না হইয়া অধিক পরিমাণে হিন্দুদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় হইতেছে। সম্প্রতি লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাহেবের পরামর্শানুসারে গবর্ণর জেনরল সে সমুদায় টাকা মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ ব্যয় করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ অন্য উপায়ও অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। গবর্ণর জেনরলের আদেশানুসারে লেপ্টনন্ট গবর্ণর মহম্মদ মসিনের টাকা ও অন্যান্য যে কোন অর্থ আছে তাহা যে প্রকারে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন তাহার একটী নিদর্শন পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাহেবের হস্তে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে ব্যয়োপযোগী যে টাকা আছে তাহা এই—১ ম কলিকাতার মাদ্রাসা ও তদধীন স্কুল সকলের জন্য গবর্ণমেণ্টের দান ৩৮,০০০ টাকা। ২ য়, মহম্মদ মসিনের টাকার সুদ বার্ষিক ৫৫০০০ টাকা, সর্ব্ব সমেত ৯৩০০০ টাকা। ইহা ভিন্ন মহম্মদ মসিনের টাকার বার্ষিক সুদের মধ্য হইতে এত দিন ধরিয়া প্রায় ৯০০০০ সহস্র টাকা ট্রষ্টিদের হস্তে জমিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ৯৩০০০ টাকা লেপ্টনন্ট গবর্ণর নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বার্ষিক ৭০০০ টাকা হুগলি মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকিবার বাটীর খরচের জন্য থাকিবে। বার্ষিক ৩৫০০০ টাকা কলিকাতার মাদ্রাসার জন্য ব্যয় হইবে এবং এখন হইতে মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে শেষোক্ত মাদ্রাসায় একজন প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইবেন। ৫১৮৮০ টাকা ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজসাহীতে যে মাদ্রাসা খুলিবার কথা হইতেছে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ থাকিবে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই তিন স্থানে যে যে কলেজ কিম্বা হাই স্কুল আছে তাহার সহিত মুসলমানদিগের শিক্ষার উপযোগী বিশেষ বিশেষ শ্রেণী খুলিবার আদেশ করিয়াছেন। নূতন যে সকল মাদ্রাসা খোলা হইবে, তাহাতে ছাত্রদের বাসোপযোগী বাটী থাকিবে। ছাত্রদিগের পাঠাভ্যাসের নিমিত্ত কতকগুলি স্বতন্ত্র ঘর থাকিবে, কতকগুলি মুসলমান কর্ম্মচারি এবং বাড়ীতে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য এক একজন ইংরাজীজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে একজনের হস্তে ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধান করিবার ভার থাকিবে। এই সকল থাকিবার বাটী সেই সেই কালেজ কিম্বা হাই স্কুলের নিকটে নির্ম্মিত হইবে। উপযুক্ত মুসলমান ছাত্রেরা সেই সেই স্কুলে পড়িবার জন্য মাদ্রাসা ফণ্ড হইতে তাহাদের

বেতনের দুই তৃতীয়াংশ সাহায্য পাইবে। ইহা ভিন্ন ১০০ হইতে ২৫০ টাকা বেতনে এক একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন। এই সকল বিষয়ে ৭০০০ করিয়া টাকা ব্যয় হইবে। কেবল ঢাকার মাদ্রাসার ব্যয় কিছু অধিক ১০০০ টাকা থাকিবে। মাদ্রাসার ছাত্রেরা তাহাদের কলেজ কিম্বা স্কুলে ইংরাজী আইন, জরিপ ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়িতে পারিবে। তাহাদের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ মহম্মদ মসিনের ফণ্ড হইতে দেওয়া হইবে। প্রত্যেক মাদ্রাসা এক একটী কমিটীর অধীন থাকিবে। ইউরোপীয় ও মুসলমানেরাই এই কমিটীর সভ্য হইবেন। মুসলমান সভ্যদিগের মতেরই অধিক সমাদর করা উচিত। এই সকল মাদ্রাসার বাটী নির্ম্মাণ করিবার ব্যয় পূর্ব্বোক্ত উদ্বৃত্ত ৯০০০০ টাকা হইতে দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন বার্ষিক ৭,২০০ টাকা যশোহর রঙ্গপুর পাবনা ফরিদপুর বাখরগঞ্জ ময়মনসিংহ টিপারা নোয়াখালি এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের জেলা স্কুল সমূহে মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য দেওয়া হইবে। ১ম তঃ ছাত্রদিগের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ সাহায্য করা হইবে। ২ য় তঃ পারসী ও আরবী শিক্ষকদিগের বেতনের কিছু কিছু সাহায্য করা হইবে। কোন মাদ্রাসার যে যে ছাত্র হুগলী কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ কিম্বা ঢাকা কলেজে পড়িতে ইচ্ছা করে তাহাদিগেরও বেতনের সাহায্য করিবার জন্য ৮০০০ টাকা দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট যে ১১৮০০ টাকা থাকে লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণর তাহা মুসলমান ছাত্রদিগকে বৃত্তিরূপে দান করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই উপায় অবলম্বন করাতে যে মুসলমানদিগের শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের যে সকল কলেজ কিম্বা স্কুল আছে তাহাতে ইতিপূর্ব্বে মুসলমানদিগকে গ্রহণ করিতে কখনই আপত্তি ছিল না। তথাপি যে মুসলমানেরা কেন সে সুবিধা গ্রহণ করেন নাই, বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয় তাঁহারা হিন্দুদিগের অপেক্ষা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট দ্বারা আপনারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন মনে করেন। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট যখন অগ্রসর হইয়া উৎসাহ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তখন এদেশীয় মুসলমানদিগের এই সাহায্য শীঘ্র গ্রহণ করা উচিত। এই বন্দোবস্তে দেশের অপর কোন শ্রেণীর আপত্তি হইতে পারে না। কারণ ইহা দ্বারা মুসলমানদিগেরই ধন মুসলমানদিগের জন্য ব্যয় হইতেছে। রাজস্বের কোন অতিরিক্ত অংশ ব্যয় করা হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যটী বাস্তবিক প্রকৃষ্ট রাজনীতির অনুমোদিত হইয়াছে। অন্য কোন অসভ্য গবর্ণমেণ্ট হইলে মুসলমানদিগের উপর বোধ হয় এ অনুগ্রহ করিতেন না।

প্রাপ্ত।

রুসিয়া ও ইংলণ্ড।

রুসিয়া ত খিবা পরাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু পরাস্ত করিয়া অন্য অন্য জাতিদের ন্যায় নিজ হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন না এবং খিবার খারর প্রতি যথেষ্ট ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধ বিগ্রহের পর শত্রুর প্রতি এরূপ সদাচরণ অত্যন্ত মহত্ত্বের লক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। খিবার সহিত এরূপ সদ্ভাব চিরদিন থাকিবে কি না সন্দেহ। "ইংলিসমান" বলেন যে, রুসিয়া অবশেষে খিবা উদরস্থ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতের ইতিহাসে সবল ও দুর্ব্বলের সহবাসের যে সকল দৃষ্টান্ত দেখা যায় তদনুসারে বিচার করিতে গেলে ইংলিসমানের কথা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু পূর্ব্বকার সেই রাজনীতি ক্রমশঃ অনেক অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যে যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ড সমুদায় ভারতবর্ষ গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন তাহা ক্রমেই অসভ্য ও নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। স্বার্থপরতাকে ন্যায় কঞ্চুকে আবৃত করিয়া নির্দ্দোষ জাতিদিগকে উৎসন্ন করা, প্রকৃত অধিকারীকে বলপূর্ব্বক অধিকারচ্যুত করা, কিম্বা অপর জাতিকে সুশাসনের নামে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করা যে ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কিম্বা সভ্যতার চক্ষে হেয় তাহা সকল জাতিই ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন। সুতরাং "জোর যার মুলুক তার" এই প্রাচীনকালের অসভ্য মত ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে এবং সেই পরিবর্ত্তনের চিহ্নও বর্ত্তমান জাতিদের কার্য্যের মধ্যে দেখা যাইতেছে। খিবা পরাস্ত করিয়া রুসিয়া যেরূপ তাহাকে আত্মসাৎ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন ইংরাজেরাও কিছুদিন পূর্ব্বে অবিসিনিয়ার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

খিবার যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে তদ্দ্বারা রুসিয়ানেরা যে অকারণ খিবা আক্রমণ করেন নাই এরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বহুদিন হইতে রুসিয়া মধ্য আসিয়াতে বাণিজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং খিবা তাহার ব্যাঘাত জন্মাইয়া আসিতেছে। ১৭১৭ খৃ অব্দে প্রথম খিবার খাঁর নিকট এই বিষয়ের অভিযোগ করিয়া পাঠান হয়। কিন্তু তাহাতে অভিযোগের কারণ দূর না হইয়া বরং বিরোধের কারণ বর্দ্ধিত হয়। কারন খিবানেরা প্রেরিত ব্যক্তিদিগকে অতি নির্দ্দয় ও অসভ্যরূপ হত্যা করে। রুসিয়ার তৎকালিক সম্রাট সেই ব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত অপমানিত হইয়া আপনার বংশধরদিগকে তাহার প্রতিহিংসা করিতে অনুরোধ করিয়া যান। কিন্তু খিবা ও রুসিয়ার মধ্যে 'খিব্রিজ কসাক" নামক কয়েক জাতি লোক আছে, তাহারা তখন রুসিয়ার অধীন ছিল না, সুতরাং তাহাদিগকে পূর্ব্বে হস্তগত করিতে না পারিলে খিবার সহিত যুদ্ধাদি আরম্ভ করা দুষ্কর বলিয়া রুসিয়া সেই সময়ে প্রতিহিংসার কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই। ১৭৩০ সালে

হইতে এই সকল জাতি এক একটী করিয়া রুসিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিতে আরম্ভ করে; সুতরাং বোখারা ও খিবার পথ মুক্ত হয়। বোখারা প্রথম হইতে রুসিয়ার বশ্যতা স্বীকার করে; কিন্তু খিবা কোন প্রকারেই বশীভূত হইতে প্রস্তুত হয় নাই। খিবা যত অসভ্য ও লুণ্ঠন ব্যবসায়ী জাতিদিগকে আশ্রয় দিত এবং সেই সকল জাতিরা প্রায় খিবা হইতে বাহির হইয়া রুসিয়ার বণিক দিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত এবং রুশিয়ান দিগকে ধরিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। ১৭৩১ সালে কর্ণেল হাবার্গ নামক একজন এজেন্ট রুসিয়া হইতে খিবাতে প্রেরিত হন। এই সকল উপদ্রব নিবারণের জন্য খাঁকে অনুরোধ করা তাঁহার যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু খিবানেরা তাঁহাকে খিবা পর্য্যন্ত যাইতে দেয় নাই এবং ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। তদবধি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত খিবাকে দমন করিবার জন্য রুসিয়া কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন নাই। রুসিয়ানেরা বলেন যে, কোন উপায় অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা ছিল না; কারণ খিবানেরা তাঁহাদেরই অধীনস্থ কিরিঞ্জ কসাক জাতির একজন খাঁকে আপনাদের খাঁপদে স্থাপন করিয়া এক প্রকারে তাঁহাদেরই অধীনতা স্বীকার করে। সে যাহা হউক, ফরাসি বিদ্রোহ নেপোলিয়ানের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি নানা কারণে রুসিয়া গত শতাব্দীতে খিবার দমনের জন্য কিছু করেন নাই।

অবশেষে ফ্রান্সের বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ হইলে ১৮১৯ সালে রুসিয়ানেরা আবার খিবাতে দূত প্রেরণ করেন। এ যাত্রায়ও বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই। দমন হওয়া দূরে থাকুক ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে খিবানেরা একটী প্রকাণ্ড রুসীয় বণিক সম্প্রদায়ের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। ইহাতে রুসিয়ানেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁহাদের ক্রোধ শান্তির জন্য খিবার খাঁ রুসিয়ার সম্রাটকে একটী সুন্দর হস্তী উপঢৌকন দিয়া দূত প্রেরণ করেন। তখন রুসিয়া এই কয়টী কথা স্বীকার করাইয়া লইতে চান। ১ম, রুসীয় বণিকদিগের প্রতি আর উপদ্রব করা হইবে না। ২য়, সমুদায় রুসীয় দাসদিগকে খিবানেরা ছাড়িয়া দিবেন। ৩য়, খিবাতে দাস ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে খিবার দূতকে সেণ্টপিটর্সবর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তদবধি খিবা বরাবর পূর্ব্বের ন্যায় রুসিয়ার বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিয়া আসিতেছে। বৎসর বৎসর রুসীয় দরিদ্র প্রজাদিগকে ধরিয়া দাসরূপে ক্রয় ও বন্দী করিয়া আনিতেছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ দাসের সংখ্যা ২ সহস্র নির্দ্ধারিত হয়। এদিকে আবার গৃহের নিকট নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে রুসিয়া তখনও এই বন্দী প্রজাদিগের উদ্ধারের কোন চেষ্টা করিতে পারেন নাই। এরূপ শুনা যায় রুসিয়ার সম্রাট অর্থ দিয়া এই বন্দিদিগকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। খিবার অসভ্য খাঁ তাহাতেও সম্মত হন নাই। সুতরাং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ করাই স্থির হয় এবং তদনুসারে খিবার উদ্দেশে এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়, এবারেও খিবানেরা ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠায়। তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রুসিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন। রুশীয় বন্দীরাও মুক্তি লাভ করে। তদবধি কিছুদিন রুশিয়া অবাধে মধ্য আসিয়ার সহিত বাণিজ্যাদি করেন; কিন্তু অসভ্য খিবানেরা আবার শীঘ্রই পূর্ব্বের ভাব ধারণ করে। সুতরাং এইবার আবার তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যক হয়। এই যুদ্ধের ফল কি ঘটিয়াছে তাহা পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন।

যুদ্ধের পর রুশীয়ার ব্যবহার দেখিয়া সকলেই প্রীত হইয়েছেন। কিন্তু ইংরাজেরা মধ্য আসিয়াতে রুশিয়াকে অগ্রসর দেখিয়া বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ভারতবর্ষ ও রুশিয়ার মধ্যে খিবা এক প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল, সম্প্রতি সে বাধা দূর হওয়াতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ উন্মুক্ত হইল, এই জন্য বোধ হয় ইংলণ্ডের শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু ন্যায়ানুমোদিত যুক্তি অবলম্বন করিলে ইংরাজদিগের এ বিদ্বেষ অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিদ্বেষের এই কয়টী কারণ হইতে পারে। ১মতঃ রুশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ যদি উন্মুক্ত হয় এবং মুসোভি লেসেপসের পরামর্শানুসারে যদি রুসিয়া হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের বাণিজ্য এক মাত্র ইংলণ্ডের হস্তগত থাকিবে না, আসিয়া তাহাতে অংশী হইবেন। ২য়তঃ ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে আসিয়াতে একণে ইংলণ্ডই প্রায় একমাত্র সম্মানভাজন ও ক্ষমতাশালী, মধ্য আসিয়াতে রুশীয়ার প্রতাপ বিস্তার হইলে এই সম্মান ও ক্ষমতার অনেক হ্রাস হইবে। ৩য়তঃ ক্রমশঃ ভারতবর্ষও রুশিয়ার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। এই কয় প্রকার আশঙ্কার মধ্যে প্রথমটী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এবিষয়ে ইংলণ্ডের বিরক্ত হওয়া ভাল দেখায় না। ভারতবর্ষে ত তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে পোর্টুগীজেরা এবং ফরাসিরা বাণিজ্য করিতেছিলেন, তবে তাঁহারা কেন আসিয়া তাহাদের বাণিজ্যে ব্যাঘাত করিলেন? আর ইংলণ্ড ভিন্ন আর কেহ ভারতবর্ষের এক কপর্দ্দকও লইতে পারিবে না, সমুদ্রে বাণিজ্যার্থ জাহাজ প্রেরণ করিতে পারিবে না, ভূমির উপর বাণিজ্যার্থে রেলওয়ে করিতে পারিবে না, ইহারই বা অর্থ কি? এই জন্যই বুঝি "সুয়েজ কেনাল" খনন হইবার সময় ইংলণ্ড এত আপত্তি উত্থাপন এবং এত অনিচ্ছা ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই না "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে" মুখস্বরূপ করিয়া "বাণিজ্য বিষয়ে সকল জাতির স্বাধীনতা!!" "সকল জাতির স্বাধীনতা" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। তবে অপরের সময় সে বিষয়ে একছত্র রাজত্ব চান কেন? পূর্ব্বটীর ন্যায় দ্বিতীয় আশঙ্কাটীও আমাদিগের নিকট অযৌক্তিক বোধ হয়। নিজের সম্মান ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য অপর কোন সম্মানোচিত ব্যক্তিকে নিকটে আসিতে দিব না ইহাই বা কিরূপ কথা। আমরা কেবল এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া [illegible] ইংলণ্ডের ক্ষমতা থাকে [illegible] ধর্ম্মভীরু। [illegible] গুনে

রুশিয়াকে পরাস্ত করুন, তাহা হইলে আসিয়ার জাতিদিগের মধ্যে তাঁহার যে মহত নাম সম্মান ও ক্ষমতা আছে তাহা রক্ষিত হইবে তৃতীয়টী ইংলণ্ডের পক্ষে বাস্তবিক আশঙ্কার বিষয় বটে, কিন্তু রুসিয়া সে প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। কারণ তাহা হইলে তিনি সমুদয় সভ্য জাতির শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। রুসীয়ানেরা যাহাই বলুন না কেন তাহা হইলে অনেকে ইংলণ্ডের পক্ষ হইবেন। আমরাও প্রার্থনা করি যে সে দিন যেন উপস্থিত না হয়। স্বদেশীয় বিদেশীয় জাতিদের বিবাদে বিবাদে ভারতবর্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে. আর অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ইচ্ছা নাই। পরের হস্তে থাকায় ও পরমুখাপেক্ষী হওয়ার সুখ ভারতবর্ষীয়েরা যথেষ্ট অনুভব করিয়াছেন। আর সে সুখের লোভ নাই। যুদ্ধের মত ভয়ানক অসভ্য ও ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য আর নাই। যে দেশে যুদ্ধ ঘটে সে দেশের ধর্ম্মনীতি অন্ততঃ এক শত বৎসরের জন্য দূষিত হইয়া যায়; সমাজের অঙ্গহানি হয় এবং উন্নতির অশেষ ব্যাঘাত হয়, এ যুদ্ধ আর ভারতবর্ষের দেখিবার ইচ্ছা হয় না। ইংলণ্ড ইউরোপীয় সকল জাতির সালিসি গ্রাহ্য করিয়া ত্বরায় এ বিবাদের মীমাংসা করুন। বিদ্বেষানল বাড়াইলেই বাড়িতে পারে; কিন্তু যুদ্ধ দ্বারা যে সকল সময় অবস্থার উৎকর্ষ হয় না তাহা ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা পাইতে পারে।

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ শ্রাবণ সোমবার।

মেডিকল কালেজের বাঙ্গালি ছাত্রদিগের সহিত ইউরোপীয় ছাত্রদিগের দাঙ্গা হইবার পর দিবসে যে একজন ইউরোপীয় ছাত্র হেয়ার স্কুলের একটী ছাত্রকে প্রহার করে, পুলিষের বিচারে উহার ১৬ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

পারস্যের সাহা ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে গমন করিয়াছেন। তাঁহার জন্য একখানি ফরাসী জাহাজ ইংলণ্ডের কূলে অপেক্ষা করিতেছিল। শুনা যায় আমাদিগের রাজ্ঞী পুত্রগণ যখন সাহাকে জাহাজে তুলিয়া দেন, ফরাসী নাবিকেরা তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে নাই। অনেকের সংস্কার এই, গত ফরাসী যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ফরাসীদিগের সাহায্য করেন নাই বলিয়া আজিও তাহাদের সে ক্রোধের শান্তি হয় নাই। এই জন্য ফরাসী নাবিকেরা রাজপুত্রগণকে যথোচিত সমাদর করে নাই। কেবল ফ্রান্স বলিয়া নয় আজি কালি পৃথিবী মধ্যে যে কয়েকজন প্রধান রাজা আছেন ইংলণ্ডের সকলের সঙ্গেই প্রায় এইরূপ সদ্ভাব।

তারকেশ্বরের মহান্ত পলায়ন করিয়াছিলেন, বারিষ্টরদিগের উৎসাহ পাইয়া তিনি পুনরায় দেখা দিয়াছেন। ১২ ই আগষ্ট তাহার বিচার হইবে। ১৫ হাজার টাকার জামীন দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার জয়লাভ হইবে বলিয়া বারিষ্টরেরা তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছেন। এমন একটী সুযোগ হাতছাড়া হইয়াছিল বলিয়া বারিষ্টরদিগের আক্ষেপ ছিল, এক্ষণে তাঁহারা মনের সাধ মিটাইয়া লউন।

ডেকান হেরাল্ড বলেন, একখানি ফেরি বোট কারার নদী পার হইবার সময় জলমগ্ন হয়; উহাতে ১৫০ জন এদেশীয় আরোহী ছিল, ৫ জন ভিন্ন উহাদের সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নাগপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজার অন্যতর স্ত্রীর পোষ্য পুত্র রাজা জোনাজী ভনসিলকে বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা বৃত্তিদানে আজ্ঞা দিয়াছেন।

বাবু হেমচন্দ্র কর ফরিদপুরে আসিয়া এ বৎসর পাট কিরূপ জন্মিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

পুনাতে যে সৈন্যদিগের শিক্ষা শিবির হইবে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন. ইহাতে কুলাইবে না বলিয়া বোম্বাইর কর্ত্তৃপক্ষগণ আর ৫০ হাজারের জন্য আবেদন করেন, গবর্ণমেণ্ট এ টাকা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এক লক্ষ টাকায় কি পুরা আমোদ হইবে না?

ইংলিসমান বলেন, গত সপ্তাহে ৭ টী বালক মেদিনীপুরের একটী মাঠ দিয়া যাইতেছিল, অকস্মাৎ অশনিপাত হইয়া এক জনের মৃত্যু হয়. আর কয়েক জন প্রায় ১ ঘটাকাল পর্য্যন্ত অচেতন ছিল। ঝড় বৃষ্টির সময় উচ্চ বৃক্ষাদিশূন্য মাঠ দিয়া গমন করা কর্ত্তব্য নয়।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, সিবিলিয়ান বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট একজন উকীল বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে চান, সুরেন্দ্র বাবু বাঙ্গলা বুঝেন না বলিয়া তাহাতে আপত্তি করেন, উকীল এ বিষয় জজ সাহেবের নিকট জানান; জজ সাহেব সুরেন্দ্র বাবুর কৈফিয়ত তলব করেন, তিনি কৈফিয়তে যাহা লিখিয়াছেন, জজ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এ বিষয় হাইকোর্টের গোচর করেন, হাইকোর্টে এ নিমিত্ত এক কমিটি বসে, কমিটীতে সুরেন্দ্র বাবু দোষী এই স্থির হয়। এক্ষণে জনশ্রুতি এই, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সুরেন্দ্র বাবুকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন। সংবাদটি যদি সত্য হয় বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। সুরেন্দ্র বাবু দিন কত ইংলণ্ডে থাকিয়া বাঙ্গলা ভাষা এককালে ভুলিয়া গিয়াছেন আমাদিগের সহসা এ বিশ্বাস হয় না। এটী সস্পেণ্ডের প্রকৃত কারণ না হইতে পারে।

ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সাহা যত দিন তথায় ছিলেন তাঁহার নিমিত্ত প্রতি দিন ৮ হাজার টাকা ব্যয় হইত। তাঁহার নিমিত্ত প্রতি দিন ৫। ৬ শত টাকার ফলই ক্রয় করিতে হইত। সাহা ইংলণ্ডে এত ফলাহার করিয়াছেন?

খিবার যুদ্ধে আগমনকালে প্রায় ৭। ৮ হাজার রুসীয় সৈন্য কাস্পিয়ান হ্রদে মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। মরুভূমিতেও প্রায় ১৫। ১৬ হাজার উট ও বলদ মরিয়া যায়।

বোম্বাইর "ডবলিউ" গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ১ লা হইতে ১০ ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলে একটী অল্পক্ষণ স্থায়ী ঝড় হইবে। ডবলিউ যাহা গণনা করেন, প্রায় তাহা সত্য হয়।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, আমেরিকার এক ব্যক্তি হত্যা করিয়া বিচারার্থ নীত হয়, তাহার বারিষ্টর তাহার পক্ষ সমর্থন কালে জুররদিগকে বলেন, "ধর্ম্মশাস্ত্রে হত্যা করিবার নিষেধ আছে, আমার মক্কেলকে যদি দোষী প্রমাণ কর, তাহার ফাঁসী হইবে, সুতরাং তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করা হইবে। আমি যেন বলিতেছি যে আমার মক্কেল হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা খুন করিতে যাইবে কেন"? জুররেরা আসামীকে মুক্ত করিয়া দেন। বারিষ্টরটীর প্রশংসা করিতে হয়।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটি কেরাণী চিতপুর চৌমাথা দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় কতকগুলি বদমায়েস আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া যায়। সমুদায় চুকিয়া গেলে পর পাহারাওয়ালা সাহেবেরা আসিয়া ধুমধাম করেন।

পাঠকগণ! পঙ্গপালে রেলের গাড়ি বন্ধ করিয়াছিল এ সংবাদ শুনিয়া যদি বিস্মিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা নিম্নে যে সংবাদটী দিতেছি তৎপাঠে আমাদিগকে কি মনে করিবেন বলিতে পারি না। কিন্তু এটী আমাদিগের মন গড়া নয়। সংবাদ পত্রে দেখা গেল লণ্ডনে জর্জ ডেডম্যান নামক এক ব্যক্তির সম্প্রতি মশার কামড়ে প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে! তবে বিস্ময় না জন্মিবার এই এক কারণ হইতে পারে মশা ডেডম্যানকে কামড়াইয়াছিল। স্কন্ধে হুল ফুটাইয়া দেওয়াতে তাঁহার বেদনা বোধ হয়, কিন্তু তখন গ্রাহ্য করেন নাই দুই তিন ঘণ্টা পরে সমস্ত ঘাড় ফুলিয়া উঠে, পর দিন সমুদায় রক্ত বিষাক্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমেরিকার এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিত না, ইহাতে তাহার পুত্র কুপিত হইয়া পিতাকে হত্যা করিয়াছে। পরশুরাম বোধ হয় আমেরিকায় গিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এইবার নেটিব ডাক্তারদিগের কপাল ফিরিয়াছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, সরকারী কার্য্যে যদি দূরে যাইতে হয় তাঁহারা পাল্কী ভাড়া পাইবেন, ডিস্পেন্সরির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবেন এবং উপযুক্ত হইলে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দিগের অনুপস্থিতকালে তাঁহাদের প্রতিনিধি হইতে পারিবেন।

২২ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

একজন নিম্নবিধ অবস্থার কাপ্তেন একটী সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করেন, প্রথম বৎসর এক প্রকার সুখে গেল, খরচ পত্রের সচ্ছল নাই বলিয়া দ্বিতীয় বৎসর উভয়ে মধ্যে মধ্যে বিবাদ হইত, কিন্তু তৃতীয় বৎসর আর কোন গোলযোগ রহিল না, উভয়ে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকটী স্বামীর অর্থের বড় অপেক্ষা রাখিতেন না, অথচ তাহাকে উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইতেন, আপনিও মূল্যবান বেশভূষা পরিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে এই সৌভাগ্যের কারণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। কাপ্তেন আদালতে স্ত্রীপরিত্যাগের নালীশ করিলেন। বিচারপতি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাপ্তেন তাঁহার প্রতি কখন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন কি না। সাধ্বী বাষ্পাকুল লোচনে উত্তর করিলেন, না, তিনি সর্ব্বদা আমার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, তিনি আমাকে সুখে সচ্ছন্দে রাখিতে পারেন না বলিয়া দুঃখিত থাকিতেন, আমি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি বলিয়া তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য অর্থাগমের পন্থা দেখি। "এমন গুণবতী ও সাধ্বী রমণীর চক্ষু হইতে মুক্তাফল বিনিন্দিত অশ্রু বিন্দুর পতন দেখিয়া কাপ্তেনের মন প্রেমে আর্দ্রীভূত হইল"। জজ মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন। পাঠকগণ! পতিভক্তির এমন আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত কখন কি শুনিয়াছেন?

বারুইপুর মহকুমাটী উঠিয়া যাইবার যে কথা হয়, শুনা যাইতেছে অনেকে আবেদন করাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আপাততঃ এটী উঠাইয়া দিতেছেন না। সংবাদটী সত্য হইলেই সুখের হয়।

বোম্বাই গেজেট এদেশীয়দিগের সহিত ইউরোপীয়দিগের বিবাহ বিষয়ের বিচার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "উভয় জাতির নীতিজ্ঞান বিষয়ে বহু অন্তর লক্ষিত হয়। যদি একজন হিন্দুকে মিথ্যাবাদী বলা যায়, তিনি তাহা গ্রাহ্যই করিবেন না, তদ্ভিন্ন অনেক মিথ্যা কহিলে তাহাতে বরং গৌরব জ্ঞান করিবে। কিন্তু একজন ইউরোপীয়কে মিথ্যাবাদী বলিলে তিনি অগ্রাহ্য করেন না, তাহাতে তাঁহার আন্তরিক কষ্ট হয়। পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের বর্ণ বিষয়ে যদি নিন্দা করা যায় সেইটীই তাহাদের আন্তরিক কষ্টের কারণ হয়। একজন হিন্দু দোকানদারকে যদি প্রতারক বলা যায় সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, কিন্তু "নিগার" বলিলে আর রক্ষা থাকে না, জ্বলিয়া উঠে।" বোম্বাই গেজেট বোধ হয় ঐরূপ প্রকৃতির দুই এক জন হিন্দুর ব্যবহার দেখিয়া এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সেরূপ প্রকৃতির লোক সংখ্যা অতি কম এবং তাহা সকল সমাজেই আছে। ইউরোপীয় সমাজে কি নীচ প্রকৃতির লোক নাই? সকলেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! যে জাতি পাছে ভ্রমক্রমে মিথ্যা কথা বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতে ভীত হন, তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতারক প্রভৃতি বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, বোম্বাই গেজেট কোথা হইতে এটী জানিলেন?

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম দুই মাসে ভারতবর্ষে গতবর্ষ অপেক্ষা ৩৮১৯৮১৫ টাকার কম বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়; কিন্তু এস্থান হইতে ১৮৯৮৮১৯ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। আমদানী শুল্কে ৫৮০০৩৩ এবং রপ্তানী শুল্কে ৭৩৮৩৪ কম টাকা আদায় হইয়াছে।

মান্দ্রাজের যে একটী স্কুল মাষ্টার সেদিন একটী বালককে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া বালকটীর পিতা পুলিসে তাঁহার জরিমানা করান, তিনি আবার পুত্রকে ভর্ত্তি করিবার জন্য শিক্ষককে লিখিয়াছেন, কারণ তাঁহার পুত্র বলিতেছে, শিক্ষক তাহার প্রতি বরাবর সদ্ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। মান্দ্রাজের লীলা অনন্ত।

গত ২২এ জুলাই নেহাল সিংহ নামক একজন শিখ কলিকাতাস্থ সবাসিংহ নামক মহিশূরের একজন রাজপুত্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া চারি হাজারেরও অধিক টাকার মুক্তা হীরকাদি মূল্যবান দ্রব্য সকল চুরি করিয়াছে। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, বিচারপতি ফিয়ারের ঘরে চুরি করিয়া ইহার দুই বৎসর মেয়াদ হয়। ইহার যেরূপ সাহস কোন দিন গবর্ণমেণ্ট হাউসে সন্ধি খনন করিয়া বসে।

গত রবিবার চোরবাগানের পদ্মপুকুরে নীচ জাতীয় এক ব্যক্তি অতিরিক্ত সুরা-পান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। মদ্য পানের এই সকল বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও লোকে যে সাবধান হয় না, ইহাই অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

আগামী বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের সপ্তম ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইবে।

গত ৫ই আগষ্ট সেখ মিয়াজান নামক এক ব্যক্তি কুশাব সর্দ্দার নামক এক ব্যক্তিকে লাঠি মারিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা পায়। এ ব্যক্তি এক্ষণে হাঁসপাতালে রহিয়াছে, জীবনের আশা অল্প। মৌলবী আবদুল ত.পর নিকটে মিয়াজানের বিচার হইতেছে।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের জমীদারদিগকে একটী উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, গবর্ণমেণ্ট আগামী ১৮৭৪ অব্দের এপ্রেল হইতে বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়মান্তর্গত প্রদেশ সমূহের মধ্যে তাঁহাদের যেসকল ষ্টেট আছে, উহার উপস্বত্ব হইতে শতকরা ৩ টাকা স্থানীয় রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা রূপ উৎকর্ষ সাধনার্থ ব্যয় করিবেন। গবর্ণমেণ্টের এই উদারতার ভিতরে কিছু নিগূঢ় থাকিবে।

ভবানীপুরের জেনরল হাসপাতালে হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় জজ মৃত শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নামে শয্যা চিকিৎসার্থ একটী নূতন ওয়ার্ড খোলা হইয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন, হাজারিবাগে যে স্থায়ী বারিক নির্ম্মাণের কথা হয়, তাহা হইবে না। পাবলিকওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিরা এ সংবাদে নিরুৎসাহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

২৩এ শ্রাবণ বুধবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, ঢাকা নগরে পুনরায় ডেঙ্গু উপস্থিত হইয়াছে। ডেঙ্গু কি দেশ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় রাজধানীতে আসিবার সংকল্প করিয়াছেন?

কাবুলের রাজদূত ৩০এ জুলাই গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত যে কথোপকথন হইয়াছে তাহা অতি গোপনভাবে হইয়াছে।

সংবাদ আসিয়াছে উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম সিন্ধুতে আর কোন গোলযোগ নাই।

পিয়নিয়র বলেন, নবাব নাজিমের যত লাখেরাজ ভূমি ছিল তাঁহার উত্তমর্ণেরা সেসকল ক্রোক করেন। গবর্ণমেণ্ট এখন সেই সকল ভূমি দাওয়া করিতেছেন। উকীল মোক্তারদিগের খোরাক জুটিতেছে।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, "একাদশীর উপবাসের দিবস বিধবাগণ বিশেষতঃ বৃদ্ধা, বালিকা, পীড়িতা বা মৃতপ্রায়া বিধবাগণ সাধারণ অন্ন, ঔষধ ও পবিত্র জল শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিতে পারেন কি না, কাশীর পণ্ডিত আনন্দকুমার শর্ম্মা কলিকাতা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার নিকট এই প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, পূর্ব্বে কটক হইতে উড়িষ্যা পেট্রিয়ট নামক যে এক খানি সংবাদ পত্র প্রচারিত হইত, কটক সমাজ উহার পুনঃপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণ অবধি উক্ত পত্রিকা নিয়মিত রূপে প্রতি মাসের ৮ই ও ২৪এ তারিখ প্রকাশিত হইবে। ইহা পূর্ব্বের ন্যায়ই ইংরাজী ও উড়িয়া উভয় ভাষাতেই লিখিত হইবে। গ্রাহকগণের সুবিধার্থ ইহার মূল্য কমাইয়া অগ্রিম বার্ষিক ৬ টাকা করা হইয়াছে। উক্ত সমাজ কটকে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন, ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তকাদি হইতে অনুবাদ করিয়া উড়িয়া ভাষায় পুস্তক সকল ছাপাইয়া অল্প মূল্যে প্রচার করাই এই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্য। উড়িয়া ভাষায় পুস্তকাদি এবং জবওয়ার্ক প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় এইখানে ছাপাইয়া মুদ্রাযন্ত্রটীকে আত্ম পোষণ ক্ষম করিয়া তুলা হয় এজন্য উক্ত সমাজ সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে।

সহচর বলেন, " রাজ্ঞী বিকটোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবার পর পারস্যের সাহা বলিয়াছেন তাঁহার জীবন কালে আর কখন কাহার প্রতি তাঁহার এত সম্মান করিবার ইচ্ছা হয় নাই। রাজ্ঞীর গাম্ভীর্য্য অথচ স্ত্রীলোকস্বভাব সুলভ স্নেহময় ভাবে নসিরুদ্দিন এক কালে আর্দ্র হইয়াছিলেন। রাজবাটীর সকল অংশ রাজ্ঞী নিজে সাহকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজার পক্ষে অবশ্যই অনেক পদার্থ নূতন বোধ হয়। তিনি বিস্তর প্রশ্ন করেন; বিশেষ আহ্লাদসহকারে সেগুলির উত্তর দেওয়া হয়। নসিরুদ্দিন ইহার নিমিত্ত বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। রাজবাটী পরিত্যাগের সময়ে রাজ্ঞী স্বহস্তে তাঁহাকে আপনার এক প্রতিমূর্ত্তি উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। নসিরুদ্দিন সাহ বরাবর বলিয়াছেন, রাজ্ঞী বিকটোরিয়ার ন্যায় উচ্চদরের স্ত্রীলোক তিনি আর কখন দেখেন নাই। পৃথিবির মতও এই। ভারতবর্ষীয়দিগের প্রভুভক্তির যে যে কারণ আছে, রাজ্ঞীর নিজের চরিত্র তন্মধ্যে প্রধান। বাল্মিকী সীতার যে সকল গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, রাজ্ঞীতে সে সমুদায় দেখা যায়।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন " কলিকাতার লর্ড বিশপ প্রস্তাব করেন যে যখন তিনি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিবেন তখন মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের বিশপ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার কার্য্য সকল করিবেন এবং এই জন্য উক্ত বিশপ বার্ষিক অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা পাইবেন। এই টাকাগুলি সম্ভবতঃ লর্ড বিশপের বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে।"

দারজিলিঙ পেপর বলেন, পূর্ণিয়ার বিখ্যাত মকদ্দমার আসামী আবদুল কাদেরের বিচারার্থ যে ব্যাডকক সাহেবকে পাঠান হয়, তিনি তহবিল তছরূপের দুটী অপরাধে আবদুল কাদেরকে সেসিয়নে দিয়াছেন।

এবৎসরের প্রথম ৩ মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্মে ১৩৮৪৮৮৯ টাকা শুল্ক আদায় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ১৪৬৮৩৬৪ টাকা হইয়াছিল।

আগামী মাসে রাজপুতনা ষ্টেট রেলওয়ে আগ্রা হইতে ভরতপুর পর্য্যন্ত খুলিবে।

অষ্ট্রেলিয়াতে যেমন স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে বোধ হয় হীরাও সেইরূপ পাওয়া যাইবে। কিছুদিন হইল বিক্টরাতে ২০টী হীরক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা বড় ভাল নয়।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের আপীল সম্বন্ধে প্রিবি কাউন্সিল সম্প্রতি এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। প্রিবি কাউন্সিলে প্রায় ১৫০ টী আপীলের মকদ্দমা পড়িয়া আছে, আপীলকর্ত্তারা আপীল করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, ইহাই এই বিজ্ঞাপন প্রচারের কারণ। প্রিবি কাউন্সিলের বিচার পতিগণ বলিয়াছেন, এই সকল আপীল কর্ত্তা যদি ১২ মাসের মধ্যে উহার নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা না করেন, এগুলির নম্বর খারিজ করা হইবে এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা আপীল করিবেন, আপীল মঞ্জুর দিবস হইতে ৬ মাসের মধ্যে যদি তাহার নিষ্পত্তির জন্য কোন চেষ্টা করা না হয় মকদ্দমা খারিজ হইবে। কেহ যদি এই সকল নূতন নিয়ম জানি না বলিয়া আপত্তি করেন সে আপত্তি শুনা যাইবে না। এই বিজ্ঞাপনটী ভারতবর্ষীয় গেজেট সকলে প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাবু মাধব চন্দ্র সেন পদত্যাগ করিয়াছেন। কারণ কি?

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল ফ্রান্সের কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা একজন আত্মীয়ের সহিত রোমান কাথলিকদিগের একটী ধর্ম্ম মন্দিরে গমন করে। ধর্ম্মমন্দিরের ৩ জন কুমারী তাহার হাত ধরিয়া একটী গুপ্ত গৃহ মধ্যে লইয়া যায়। তথায় যাজকেরা এই যুবতীকে বলাৎকার করে। ইহার পিতা আদালতে এবিষয় জানান, কিন্তু কোন্ কোন্ স্থান দিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিল উক্ত যুবতী তাহার নক্সা করিয়া দিতে না পারাতে মকদ্দমা ডিসমিস হয়। যাজকেরা মিথ্যা অভিযোগের অপরাধে ঐ যুবতীর নামে নালীশ করেন, সে মকদ্দমাও অগ্রাহ্য হইয়াছে। যুবতীর পিতা নিতান্ত অপমানিত হওয়াতে এবং আদালতে তাহার কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। কি দুঃখের বিষয়! ইউরোপের রোমান কাথলিক ধর্ম্ম মন্দিরের সহিত আমাদিগের নেড়ানেড়ির আখড়ার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। আর দিন কত পরে আমাদিগের উন্নতিশীল নেড়া নেড়িদিগেরও ধর্ম্মমন্দিরে এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল প্রবেশ করিবে।

ইংলণ্ডের কতকগুলি মেডিকাল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাটীতে সংবাদ দিবার জন্য টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া দেখে কতকগুলি বালিকা (এদেশের যুবতী) টেলিগ্রাফের কার্য্য করিতেছে। দেখিয়া উহারা চতুর্দ্দিক হইতে উহাদিগকে চুম্বন করিতে আরম্ভ করে, একজন কেরাণী ইহা দেখিতে পাইয়া পুলিষে সংবাদ দেন, কিন্তু বালিকারা বলিল ইহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হয় নাই, এনিমিত্ত ছাত্রদিগের নামে আর নালীশ হইল না। অসন্তুষ্ট হইবে কেন? উহাদিগকে ত আর প্রহার করে নাই। ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধন্য!

পারিসে এক প্রকার আশ্চর্য্য দোয়াত প্রস্তুত হইয়াছে, উহাতে জল দিলে কিঞ্চিৎ পরে উত্তম কালী হয়, এবং ঐ কালী বহু দিবস পর্য্যন্ত থাকে, এমন কি প্রতিদিন এক ফর্দ্দ করিয়া কাগজ লিখিলে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। এতদিন লোকের এক কলমে অনেক দিন কাটিয়াছিল এখন এক দোয়াতে অনেক দিন কাটিবে।

২৪ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

গতকল্যের গেজেটে একটী মিনিট প্রকাশিত হইয়াছে। কাম্বেল সাহেব প্রত্যেক কমিশনরের অধীনে এক একটী প্রথম শ্রেণীর এবং প্রত্যেক ডিষ্টিক্টে এক একটী ক্ষুদ্রকায় নর্ম্মাল স্কুল স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিভাগীয় নর্ম্মাল স্কুলে মধ্য শ্রেণীর দেশীয় স্কুলে শিক্ষা দিতে পারেন এবং কাম্বেল সাহেব যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষা দিতে পারেন এমন লোক সকল প্রস্তুত হইবে। ডিষ্টিক্ট নর্ম্মাল স্কুলে কেবল এই শেষোক্ত শিক্ষকদিগকে শিক্ষা প্রণালী শিখান হইবে। যে সকল সেকেলে গুরু আছেন উহাদিগকে এই স্কুলে একবার করিয়া "দোরস্ত" করিয়া লওয়া হইবে। ইহারা যত দিন এই স্কুলে "দোরস্ত" হইবেন তত দিন বেতন দিয়া প্রতিনিধি রাখিয়া ইহাদিগের পাঠশালার কার্য্য করান হইবে। ইহাদিগকেও কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইবে। যে সকল বালক নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়া শিক্ষক হইবার জন্য চেষ্টা করিবে তাহাদিগকেও কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা স্কুলের ছাত্রেরা বর্ষে বর্ষে নর্ম্মাল স্কুলের এই ছাত্রবৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিতে পারিবে। কোন নর্ম্মাল স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না, কারণ কালেজ এবং উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে তাহারাই ইংরাজী স্কুলের ছোট খাট শিক্ষক হইতে পারিবে। ত্রিহুত এবং ২৪ পরগণার জন্য দুটী নর্ম্মাল স্কুল হইবে। সমুদায় নর্ম্মাল স্কুলের ব্যয় ১৮৭২—৭৩ অব্দের গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না। তবে এই সকল নূতন স্কুলে যে ব্যয় হইবে তাহা হুগলী পাটনা ঢাকা ও কলিকাতার বর্ত্তমান স্কুল গুলির ব্যয় কমাইয়া তদ্দ্বারা সম্পন্ন হইবে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, হুগলী প্রভৃতি স্কুলের ব্যয় কমাইয়া যে এই নূতন স্কুল গুলির পোষণ করা হইবে এটীই ইহার মধ্যে অন্যায়, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে যেমন "স্কুল সেস" আছে এখানে তাহা নাই

বলিয়াই এইরূপ করিতে হইতেছে। যাহা হউক, কাম্বেল সাহেব বাঙ্গালাদেশে আর কাহাকে মুখ থাকিতে দিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি যদি ইহার উপর ফেগুর পরামর্শানুসারে কাজ করেন সোণায় সোহাগা হইবে।

গমের শুল্ক কমিয়া যাওয়াতে ইংলণ্ডের সহিত এই ব্যবসায় উত্তমরূপ চলিবে বোধ হইতেছে। সে দিন করাচি হইতে এক জাহাজ গম লিবরপুলে যায়, ইহাতে বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে, তথাপি এ গম তত পরিষ্কার ছিল না, ভাল গম পাঠাইলে আরো অধিক দরে বিক্রীত হইতে পারে।

লার্ড লরেন্স ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর নিকটে যে সাক্ষ্য দেন তাহার এক স্থলে তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, বঙ্গদেশের জমীদারেরা যে প্রকৃত অধিকারীর ন্যায় প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছ ক্ষমতা চালন করেন, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এমন একটী আইন নাই। লার্ড লরেন্সের এ আক্ষেপ অমূলকও নহে। জমীদারদিগের এই ক্ষমতা নিবন্ধন মহা অনিষ্ট ঘটিতেছে। জমীদারেরা জমীর কর বৃদ্ধি অথবা ভূমি হস্তান্তর করিবে এই আশঙ্কা থাকাতেই কৃষকদিগের ভূমির প্রতি মায়া জন্মে না, মায়া না জন্মিলেই তাহাদের ঐ ভূমির উর্ব্বরতা সাধনে চেষ্টা হয় না। কৃষকেরা প্রাণপণ করিয়া একটী জঘন্য জমীকে বিলক্ষণ উর্ব্বর করিয়া তুলিল, জমীদার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, উহার কর বৃদ্ধি করিলেন, না হয় অন্য হস্তে প্রদান করিলেন, উহাদের সমুদয় শ্রম পণ্ড হইল, এমন অবস্থায় উহাদিগের শ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? উহারা অদৃষ্টের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। আমরা যেমন বরাবর বলিয়া আসিতেছি, গবর্ণমেণ্ট যদি জমীদারগণকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটী বন্দোবস্ত করেন, কৃষকদিগের শ্রম প্রবৃত্তির সহিত ভূমিরও উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া অধিক পরিমাণে শস্য জন্মিতে থাকে, তাঁহাদিগেরও অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

গোয়ার যে ৪০ জন ডাকাইত ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে পলাইয়া থাকে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উহাদিগের সকলগুলিকে ধরিয়া গোয়ার পোর্টুগিস কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, শুক্রবারের মেইলে রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দানার্থী আর কয়েকজন এদেশীয় সাক্ষির নাম যাইতেছে, কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যা অল্প।

আগমী নামক এক প্রকার পক্ষী আছে, ইহারা সর্পবধে বড় পটু, পালমাল গেজেট এই পক্ষী ভারতবর্ষে আনিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বেজি প্রভৃতি অনেক জন্তু ভারতবর্ষে আছে ইহারা সর্প বধে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু তাহাতে কি হইতেছে?

আউড আকবর বলেন, সেদিন ভুপালে আর একটী গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। রাজকন্যা সুলতান জিহান বেগমের সহিত ঝাগড়ের একজন অধিবাসীর বিবাহ এই গোলযোগের মুল। গবর্ণর জেনরলের প্রতিনিধি এজেণ্ট কর্ণেল ওয়াটসন সময়ে উপস্থিত হওয়াতে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই।

২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী কুচবিহার চট্টগ্রাম পাটনা এবং উড়িষ্যার কোন কোন স্থান ভিন্ন আর সর্ব্বত্রেই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রচুররও অধিক হইয়াছে. নদী সকল প্লাবিত হইয়া কতক ক্ষতিও করিয়াছে। সাধারণতঃ শস্যাদির অবস্থা মন্দ নয়। বর্দ্ধমানে জ্বর এবং বাঁকুড়ায় ওলাউঠা এখনও রহিয়াছে। শিবসাগরে পশুপীড়া রহিয়াছে কিন্তু নওগাঁর পশুপীড়ার শান্তি হইয়াছে। এবারের বর্ষায় অনেক স্থানের নদী প্লাবিত হইয়াছে।

দিল্লীগেজেট বলেন পঞ্জাবের অন্তর্গত কম্বুলের রাজা পুত্রের বিবাহোপলক্ষে জমীদারদিগের নিকট হইতে এত চাঁদা লইতেছেন যে জমীদারেরা কম্বুল পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ রাজ্যে আসিয়া বাস করিতেছেন। কিরূপ চাঁদা সংগ্রহ করা হইতেছে নিম্নলিখিত বিষয়টী দেখিলে তাহা অনায়াসে বুঝা যাবে। পুনর নামক একটী পরগণা আছে, ইহাতে ৩ শত ঘর লোকের বাস, ইহা হইতে ২১ হাজার টাকা লওয়া হইয়াছে! বঙ্গদেশের জমীদারগণ দেখুন, তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে যে সকল অসঙ্গত বাব লন গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেইরূপ লইতেন তাঁহারা কিরূপ সন্তুষ্ট হইতেন।

২৫ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

কুমাউনের চা-বাগানে পুনরায় পঙ্গপাল আসিয়াছিল। উহারা একটী ক্ষেত্রে বসিয়াছিল, চা-র পাতা খাওয়াতে বহুসংখ্য মরিয়া গিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব মহারাজ মানসিংহের পৌত্র প্রতাপ নারায়ণ সিংহ তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য নালীশ করেন, ফিজাবাদের ডেপুটী কমিশনর মকদ্দমা ডিস্‌মিস করিয়াছেন। বিষয়টীর মুল্য ৩২ লক্ষ টাকা।

ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এক খণ্ড স্বর্ণমোহর অর্থাৎ ১৬০০ টাকা মুল্যের একটী স্বর্ণমুদ্রার বিষয় লিখিয়াছেন। মুদ্রাটী আরঞ্জীবের সময়ের। ইহার ব্যাস ৪ ইঞ্চ এবং স্থুলতা ১ ইঞ্চ হইবে। এটী আর্জিগুপ্ত দুন্দনের ন্যায় রহিয়াছে।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তত্রত্য রাজদূত সিমলায় যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন আমীর তাহা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এ সময় আমীর সন্তুষ্ট থাকিলেই ভাল।

পিয়নিয়র বলেন, হোলকরের রাজ্য ইন্দোরে যে কাপড়ের কল করিয়াছেন উহার কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। উহাতে উত্তম উত্তম কাপড় প্রস্তুত হইয়া অতি অল্পমুল্যে বিক্রীত হইতেছে। লোকেও আগ্রহ সহকারে ক্রয় করিতেছে। হোলকরের এই অনুষ্ঠানটী এদেশের একটী প্রকৃত উন্নতি।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, লালপুরার সর্দ্দার নরোজ খাঁ শিনওয়ারিদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের ৬টী দুর্গ অধিকার করিয়াছেন। আমীর ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক

খেলাত কতকগুলি সৈন্য ও দুটী কামান পাঠাইয়াছেন।

২৬ এ শ্রাবণ শনিবার।

অদ্য আমরা একটী শোচনীয় সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি, গত বুধবার বাবু কিশোরিচাঁদ মিত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বকার হিন্দু কালেজের এক জন বিখ্যাত উত্তীর্ণ ছাত্র ছিলেন। ইনি যেমন সুবিদ্বান ছিলেন তেমনি উচ্চ উচ্চ পদ লাভও করিয়াছিলেন। কিছুকাল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, পরে বাবু হরচন্দ্র ঘোষ খোট আদালতের জজ হইলে ইনি মেট্রপালিটন জুনিয়র মাজিষ্ট্রেটের পদ পান। ইহাঁর লিখিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল, যখন বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল রেকর্ডার নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তখন কিশোরি বাবু উহাতে প্রথমে লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে হিউস সাহেব ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলে ইনি সেই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে ইনি প্রায়ই কলিকাতা রিবিউ পত্রে লিখিতেন। এই সকল মহৎ গুণ সত্ত্বেও ইহার একটী প্রধান দোষ ছিল, দোষ না থাকিলে বোধ হয় অদ্য আমাদিগকে তাঁহার অকাল মৃত্যু জন্য শোক করিতে হইত না।

বেঙ্গলি পাঠে অবগত হওয়া গেল প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের আইনাধ্যাপক বাবু শ্যামাচরণ সরকার মুসলমান আইনের বিষয়ে যে উপদেশ দিতেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে উক্ত পদে আর এক বৎসর রাখা হয় এ নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকল্‌টী অব্ লা বিশ্ববিদ্যালয় সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের আইন বিভাগের ছাত্রগণ শ্যামাচরণ বাবুর উপদেশ শ্রবণে এত অনুরক্ত যে শ্যামাচরণ বাবু গিয়া আর এক জন নূতন অধ্যাপক আসিবেন এই জনরব শুনিয়া অধিকাংশ ছাত্র শ্যামাচরণ বাবুকে তাহার নিজের বাটীতে একটী শ্রেণী খুলিবার জন্য জিদ করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবুকে আর এক বৎসরের জন্য রাখা হয় আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

৪	টাকা	সিকা	১০৪॥—১০৪॥৶
৪	”	কোং	১০৪৸—১০৪৷৶
৪॥	”	”	১০৭৷০—১০৭॥
৪॥	”	”	১০৬৸০—১০৭
৫॥	”	”	১১১॥—১১১॥৶

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই—ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার কমিয়া শতকরা ৩॥ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে অদ্য ২০৩০০০ এবং গত কল্য ৯০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

সাক্সনির রাজার ভয়ানক পীড়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই—আগামী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পারলিয়ামেণ্ট মহা সভার কার্য্য স্থগিদ আছে।

ডন কারলস বিস্কে উপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে।

সিবিলির বিদ্রোহীরা পিট্রোলিয়ম তৈল দ্বারা গৃহদাহ আরম্ভ করিয়াছে।

কণ্টিরাস দুইখানি রণতরির সহিত আলমিরিয়ায় উপস্থিত হইয়া নগরে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে।

কমন্সবাটী ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সংক্রান্ত বিবরণের অনুমোদন করিয়াছেন।

উইগানে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া ১৪ জন হত হন। ইহার মধ্যে নয় জন এঞ্জিন ছিলেন।

জর্ম্মণ সৈন্যগণ নান্সি হইতে প্রস্থান করিতেছে।

লণ্ডন ২ রা আগষ্ট—কমন্স বাটীতে স্কালটার বুথ সাহেব রাজকোষের তত্ত্বাবধান বিষয়ে দোষারোপ করেন। লো সাহেব বলিয়াছেন, এক্ষণ অবধি সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, আর কোন গোলযোগ হইবে না।

এডিনবরার ডিউকের বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধির যে প্রস্তাব হয় তাহাতে আপত্তি হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা আগষ্ট—কমন্স বাটীতে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত অর্পণ করিয়াছেন। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে পুনরায় ইনকম টাক্স স্থাপিত হইবে কি না তিনি তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু ক্রমে ব্যয় কমিতেছে ও রাজস্ব বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তিনি রাজস্বের ভবিষ্য অবস্থা ভাল হইবে এই সম্ভাবনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, লার্ড নর্থব্রুকের কর সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কোন্ করটী বিষয় তাহা তিনি স্থির করিয়া বলেন নাই। সৈনিক ব্যয় আরো কমিবে তাঁহার এ আশা বিলক্ষণ ছিল। পরে স্থানীয় কর নিবন্ধন যে সকল পীড়ন হয় তৎসম্বন্ধে ফসেট সাহেব যে প্রস্তাব করেন তাহার আলোচনা হয়। তিনি স্থানীয় প্রেসিডেন্সির ক্ষমতার হ্রাস করিয়া উহাকে প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের অধীন করিতে এবং অধিক সংখ্য এদেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের পরামর্শ দেন। অন্যান্য অনেক সভ্য আরো মিতব্যয়িতা ও ব্যয় সংক্ষেপের পরামর্শ দেন।

সাক্সনির রাজা অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন।

মাড্রিড ১ লা আগষ্ট—রেপবলিকান সৈন্যগণ সিবিলি অধিকার করিয়াছে। বিদ্রোহী রণতরি সকল আলমিরিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। কার্থেজের ১ শত বিদ্রোহী আলিকাণ্টের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছে। আর একটী রণতরি কেডেজের বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিয়াছে। সৈন্যগণ ব্যালেনসিয়ায় গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। ৩ সহস্র কার্লিষ্ট কালডাসমন্তুই আক্রমণ করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

লণ্ডন ৬ ই আগষ্ট—ডেনমার্কের রাজপুত্রী থাইরার সহিত প্রিন্স আর্থরের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

সর বার্টল ফিয়ার প্রিবি কাউন্সিলের একজন সভ্য হইয়াছেন।

ব্যালেনসিয়া এখনও যুদ্ধে ভঙ্গ দেয় নাই।

বিদ্রোহীদিগের রণতরি কার্থেজনায় রহিয়াছে। সেনাদল অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হয়। ইংরাজদিগের সেনাপতিকে বলা হইয়াছে তিনি যেন ব্রিটিশ প্রজাদিগের রক্ষার জন্য এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন। ফ্রান্স কোন পক্ষেই কিছু করিতেছেন না।

লণ্ডন ৫ ই আগষ্ট—বার্লিনে ওলাউঠার বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

স্পেন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে [illegible] এবং কেডিজ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। [illegible] সিয়ার বিদ্রোহের শান্তি হইয়াছে।

বিদ্রোহী রণতরি সকল [illegible] উপস্থিত হয়, কিন্তু তথা হইতে তাড়িত হইয়া [illegible] নাতে পলায়ন করিয়াছে। সেনাপতি [illegible]

সকে জর্ম্মান রণতরিতে প্রতিভূতরূপ রাখা হই য়াছে।

পার্লিয়মেণ্টের অধিবেশন হইয়াছে।

সভ্যগণ এডিনবরার ডিউকের জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তন্নিমিত্ত রাজ্ঞী উঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। রাজ্ঞী আশা করেন এডিনবরার ডিউকের সহিত রুশীয় সম্রাট কন্যার বিবাহ দ্বারা উভয় রাজ্যের বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইবে। রাজ্ঞী বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন, বিদেশীয় রাজগণের সহিত সদ্ভাব আছে। ফরাসীদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি এবং জানজিবারের দাস ব্যবসায় নিবারণ পক্ষে কৃতকার্য্য হওয়াতে রাজ্ঞী আহ্লাদিত হইয়াছেন। আয়র্লণ্ডের অবস্থাও উত্তম। লোকের সাধারণ অবস্থারও উন্নত হইয়াছে।

—ঃ—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৩১ এ জুলাই। ডাক্তার জি গ্রিফিথ সিলেটে একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, জে নিউবেরি সাহেব মুঙ্গীরে বদলী হইলেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর থাকিবেন।

১ লা আগষ্ট। দানাপুরের প্রতিনিধি কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কাপ্তেন এ, এল, প্লেফেয়ার ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশ মধ্যে একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডব লউ, এলেন পাটনার একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বড়পেটার অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় মানভূমে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ ডি, জি টেলর, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১০ এ জুলাই। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অন্নদাচরণ কাস্তগিরি চট্টগ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রজনীকান্ত ঘোষ যশোহরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

৫ ই আগষ্ট। শ্রীযুক্ত সি, পি, এল, মেকলে সাহেব মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট রোড কমিটীর একজন সভ্য হইবেন।

এচ. এল ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩১ এ জুলাই। বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণায় একজন প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইয়া বারাসতে রহিলেন।

এ. মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গোয়ালপাড়া জেলায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হওয়া উচিত কি আসামীয় ভাষা প্রচলিত হওয়া উচিত, তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল বাহাদুর এতদ্দেশীয় হাকিম ও জমীদার মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ডেপুটী কমিশনর দেশীয় রাজা ও জমীদার মহাশয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া এস্থলে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হওয়ার ঔচিত্য নির্ণয় করেন। বাস্তবিকও এখানকার লোকেরা যে ভাষায় কথোপকথন করে তাহা বাঙ্গালা, আসামীয় ভাষার সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। এমন কি এই স্থানীয় ভাষাতে সহস্রের মধ্যে একটি বিকৃত আসামীয় শব্দ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এতদঞ্চলীয় লোকে আসামীয় ভাষা কহিতে বা বুঝিতে পারে না। এমত স্থলে আসামীয় ভাষা প্রচলিত হইলে যে, ভাষা বিপ্লব উপস্থিত হইবে, তাহা ভাষাবিদ মাত্রেরই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় শুনিতে পাইলাম যে এই জেলার কোন অসমন আসামীয় হাকিম নাকি এস্থানে আসামীয় ভাষা প্রচলিত করাইবার নিমিত্ত ডেপুটী কমিশনরের উল্লিখিত মত ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ডেপুটী কমিশনরের নিকট আমাদিগের অনুরোধ এই তিনি যেন এক জনের কথায় ভ্রমে পতিত না হন।

গৌরীপুর
কোচবিহার
২ রা আগষ্ট
১৮৭৩।

বশম্বদ
শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ৭ ই শ্রাবণের আপনার বিখ্যাত পত্রে মহাশয়ের সন্দেহনিরসন জন্য শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন গুপ্ত মহোদয় যে একখানি প্রেরিতপত্র লিখেন, তাহার নিম্নে মহাশয় যে একটু মন্তব্য প্রকাশ করেন, তৎপাঠে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আপনি যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ সম্পাদক বলিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি ছিল, তাহা কি ভ্রান্তি? বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ ভিন্ন জাতি ইহা কোন্ ন্যায়পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ মনে করেন? মনু ও যাজ্ঞবল্কের কি এ বিষয়ে একটিও প্রমাণ আছে? আপনি কি প্রায় সর্ব্বকাব্যটীকাকারপণ্ডিতবর মহাত্মা ভরত মল্লিককৃত একখানিও গ্রন্থ দেখেন নাই? তাঁহার সকল গ্রন্থেই "অম্বষ্ঠ গৌরাঙ্গ মল্লিকাত্মজ" এইরূপ লিখিত আছে, তৎপ্রমাণ স্বরূপ ভট্টী টীকার মুখবন্ধ শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

"নত্বা শঙ্কর মম্বষ্ঠগৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজঃ।
ভট্টটীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুগ্ধবোধিনীম্॥"

ভরত মল্লিক কি বৈদ্য নহে? এপর্য্যন্ত সেই মহদ্বংশ লোপ হয় নাই। শাস্ত্রে লিখিত আছেঃ—

"বেদাজ্ঞাতোহি বৈদ্যঃ
স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রক" ইতি।

এটিও কি আপনার দেখা নাই। স্কান্দে উক্ত আছে।

—বেদতস্তৈব জাতঃ
বৈদ্য স্তুতোহয়ং জননীকুলেচ,
স্মাতা ততোহম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ॥"

সম্পাদক মহাশয়! আপনি যদি শাস্ত্রীয় বচন অবলোকন করিয়া কায়স্থের মুখাপেক্ষায় স্বেচ্ছ বচন বিন্যাস করিয়া থাকেন,

তবে নিরপেক্ষ সম্পাদক নামে কখনই পরিচিত হইতে পারিবেন না। আপনি যে লিখিয়াছেন, "কোন্ বৈদ্য উপবীত গ্রহণ করেন, কেহ করেন না। সে লক্ষ্মণ সেন দ্বারা বিবাদক্রমে ঘটিয়াছে, তাঁহারা ভিন্ন শ্রেণী, সুতরাং দাসী পুত্রও হইতে পারেন, কিম্বা আচারভ্রষ্ট হওয়ায় আমাদের শ্রেণী হইতে নিঃসারিত হইয়াছেন। এদেশের কেহ কেহ যে উপবীত গ্রহণ করেন না, সে কেবল নাস্তিকতার জন্য, অনেক ব্রাহ্মণও এরূপ দৃষ্টিগোচর হয়।

বৈদ্যজাতির মূল স্থির নাই, ইহা যে হরিবাবুর উদ্ধৃত বা ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বচন দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণের দ্বারা যে বৈশ্য হইতে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় আছে। তবে কোন মতে বা ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞায় বৈশ্যার গর্ভে কোন মতে বা ব্রাহ্মণের ঔরসে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি নির্ণীত আছে। এই বিভিন্নতা কল্পান্তর ভেদে (১) ভাবিলেই সকল শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। তাহাতে বৈদ্যজাতির মূলের স্থিরতার প্রতি সন্দিহান হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত অনভিজ্ঞতা প্রকাশ।

বৈদ্যজাতি যে কায়স্থের সেবার্হ তাহা ত আপনার কায়স্থ পক্ষপাতিনী লেখনী হইতেই নির্গত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন, সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

কায়স্থ জাতি করণ হইলেও শূদ্র। যদিচ অনুলোমজাত সন্তানের মাতৃজাত্যপেক্ষা উৎকৃষ্টতা বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহা শূদ্রগর্ভ সম্ভূত সন্তানের পক্ষে নহে, যেহেতু ব্রাহ্মণের শূদ্র বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনভিমত, মনু কহিয়াছেনঃ—

"ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে
হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং॥"

আপদাপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ কোনমতে উচিত নহে; মোহ হেতু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্য প্রভৃতি হীন জাতি স্ত্রী অর্থাৎ শূদ্রা বিবাহ করিলে শীঘ্র সন্তান সহিত কুল শূদ্রতা পায়। যাজ্ঞবল্ক্যও বলেনঃ—

"যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রা দারোপসংগ্রহঃ
নৈতন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ং॥"

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজশব্দ ভাগীর শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা আমার মত নহে, যেহেতু তাহাতে আত্মা জন্মায়। এই সকল বচনে সুস্পষ্ট জানা যায়, দ্বিজাতির শূদ্রা বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনভিমত। তবে যে মধ্যে মধ্যে কায়স্থেরা উচ্চাশা সম্পন্ন হইয়া স্বীয় ক্রূরতার চিহ্ন দর্শায়, তাহা কেবল অধার্ম্মিকতা প্রকাশ মাত্র। উশনস সংহিতায় কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে লিখিত আছেঃ—

"কাকাল্লৌল্যং যমাৎ
ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কৃন্তনং।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য
কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ।"

তাঁহারা ইহা স্মরণ করেন না, যে স্ব লেখনীতেই সতত শূদ্র পরিচিত হয়েন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে।

"শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্যাস্তং
বর্ম্মেতি ক্ষত্র সংযুতং।
গুপ্ত দাসাত্মকংনাম প্রশস্তং
বৈশ্য শূদ্রয়োঃ।"

ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা বৈশ্যের গুপ্ত শূদ্রের দাস উপাধি। কায়স্থেরা সতত দেবদাস প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন।

সম্পাদক মহাশয়! শূদ্রের কি ধর্ম্ম শাস্ত্র স্পর্শের অধিকার আছে? কোন্ যুক্তির বশীভূত হইয়া রামদাস বাবুকে এবিষয়ের স্থিরতা করিতে বলিয়াছেন? শূদ্রের দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রহণ কি সামান্য লজ্জাকর! এই কি আপনার সহৃদয়তা বা হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞতার কর্ম্ম?

হরিবাবুর প্রতি নিবেদন তিনি যেন কোন শূদ্রের কথায় কথা না কহেন, এটি স্মরণ রাখিবেন যে "নীচ যদি উচ্চ ভাসে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।"

উপসংহার স্থলে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা এই পত্রখানি স্ব পত্রিক দেশে প্রকাশিত করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান ও আমাকে বাধিত করিবেন।

কাঁচড়াপাড়া
১৯ এ শ্রাবণ
১২৮০

বশম্বদ
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায়স্য।

সম্পাদক মহাশয়! ভারতবর্ষীয় স্কুল সমূহে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত শ্রীযুক্ত ডাক্তর মর্দ্দক সাহেবের এই অভিপ্রায়। আপনকার ৭ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশ পত্রের সম্বাদস্তম্ভে লিখিত হইয়াছে, উহা যে সর্ব্বতি প্রায় তাহা সঙ্গীত বিদ্যার প্রতি বিদ্বেষ শূন্য কৃতবিদ্য মাত্রেই স্বীকার করেন, পরন্তু সেই সদভিপ্রায়ের উপর আপনার কটাক্ষপাত দেখিলাম, লিখিত হইয়াছে "সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেই যে কিছু লেখা পড়া হইতেছিল তাহাতে জলাঞ্জলি হইবে" এ কি কথা! একি আপনকার অপক্ষপাতিনী ও সুরস প্রসবিনী এবং ন্যায়পরায়ণা লেখনী হইতে বহির্ভূত হইয়াছে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সঙ্গীত শিক্ষা করিলে অধঃপাতে যায় এ কথাটী এতদ্দেশীয় কুসংস্কারাবিষ্ট স্থবির দলই কহিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতেই কি

(১) হরমোহন বাবু আর একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, এখানি প্রকাশিত হইল বলিয়া সেখানি অপ্রকাশিত হইল। হারীত বৈদ্যজাতিকে যে পদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অনুলোম প্রণালীর বিরুদ্ধ। আমরা স্পষ্টাক্ষরে গতবারে ঐ বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে সংশয় জন্মিবার কোন কথা নাই। তবে যে পত্রপ্রেরকদিগের কেন সংশয় জন্মিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা হরিমোহন বাবুকে অনুরোধ করি, তিনি নৃপেন্দ্র বাবুর পত্রের এই অংশটুকু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, তাহা হইলে বৈদ্যজাতির মূল স্থির আছে কি না, তিনি নিঃসন্দিগ্ধ রূপে বুঝিতে পারিবেন। স।

আপনকার অনুপ্রবেশ ইহা ত কদাচ আমার বোধ হয় না, তবে যদিই আমাদিগের দেশের সৌভাগ্য নিবন্ধন ঐ মতই আপনার দাঁড়াইয়া থাকে বলিতে পারি না। তাহা হইলে কিন্তু মহাশয়ের নিকটে নিম্নলিখিত কএকটী প্রশ্ন পাঠাইতে হইল, বিরক্ত হইবেন না। কেনই বা হইবেন সাধারণের সংশয়াপনোদন করা সম্পাদকীয় ভারের অন্যতর এবং যথোপযুক্ত বিষয়ে সকলকে সদুপদেশ প্রদান করেন বলিয়াই সম্পাদকগণ এত গৌরবান্বিত। অতএব সাহস করিয়া কএকটী সামান্য প্রশ্ন নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে একবার দর্শন করিবেন।

প্রশ্ন।

সঙ্গীত শিক্ষার সহিত লেখা পড়ায় জলাঞ্জলি দিবার কি নিয়ত সম্বন্ধ আছে? (১)

ভরত মল্লিনাথ দামোদর প্রভৃতির কি বিদ্যাশিক্ষার অভাব ছিল?

আমাদিগের আরাধ্য দেবতা সরস্বতী দেবীর হস্তে কি বীনা ও পুস্তক অবিরোধে শোভিত নহে?

সঙ্গীতের কি কি দোষ আছে?

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে কি সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হয় না? যদি হয় তবে তথায় কিরূপ বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে? মহাশয় এই কএকটী মাত্র প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আপনকার নিকটে আপাততঃ প্রত্যাশা করি সদুত্তরদানে আমার কুসংস্কার অপসারণ করেন সবিনয়ে ইহাই আমার প্রার্থনা।

১০ই শ্রাবণ ১২৮০ } কস্যচিৎ সোমপ্রকাশ পাঠকস্য।

(১) বাঙ্গলা দেশের বালকেরা শ্রম ও ক্লেশ সহিষ্ণু নয়। ইহাদিগের মন স্বভাবতঃ আমোদে মগ্ন। যাহাতে আমোদ আছে, এমন বিষয় পাইলে ইহারা তাহাতে যেমন অনুরক্ত হয়, অন্য বিষয়ে তেমন হয় না। আমরা দেখিয়াছি এদেশে নাট্যাভিনয় প্রসাদে অনেক বালক উৎসন্ন হইয়াছে। পত্রপ্রেরক কি বলিতে পারেন এদেশের অধিকসংখ্য যুবক ইংরাজী সাহিত্যে না দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন? ইউরোপ খণ্ডের সহিত বাঙ্গালা দেশের তুলনা হয় না। আমরা অনিষ্ট হইতে দেখিয়াছি, এই কারণেই সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম: স।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১ লা আগষ্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায় জয়রামপুরের নীচে	১৩	৬
তথা হইতে গড়িয়ার উপর টউয়ার মোহানায় ১২ মাইলের মধ্যে	১৩	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	১৪	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১৯	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৪	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২৬	৬

মাতাভাঙ্গা নদীর জলের মাপ।

গঙ্গার মোহানায়	১৩	৩
তথা হইতে তাতার পাড়া	১০	৩
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া	১১	৬
তথা হইতে কাট ১ নং	১৪	
তথা হইতে বোলমারি	১৩	
তথা হইতে আলিকদহ	১৫	
তথা হইতে কৃষ্টগঞ্জ	১৫	৬

সন ১৮৭৩ সালের ৪ ঠা আগষ্ট বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১৪	৭॥

বহরমপুর ৪ ঠা আগষ্ট ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন সিংহ চৌধুরী রসড়া	১০
" " হরিনাথ দাস—কৃষ্ণনগর	১০
" " কুঞ্জবিহারিলাল সিংহ—উথরা	১০
" " চন্দ্রকুমার মিত্র মুন্সেফ শ্রীরামপুর	১০
" " লোহারাম শিরোরত্ন বহরমপুর	১০
শ্রীমতী রাণী ভুবনেশ্বরী কৃষ্ণনগর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৴০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টারি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪০ সংখ্যা।

" प्रवर्त्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती न हीयतां। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা।

সন ১২৮০। ৩ রা ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ১৮ ই আগষ্ট।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্মখালি।

চকদীঘির দাতব্য চিকিৎসালয়ের হেড কম্পাউণ্ডরের পদ শূন্য আছে। প্রার্থীর বাঙ্গালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক। যিনি অন্যত্র কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন ও কথঞ্চিৎ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়। বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত হইলে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকদীঘি

—•—

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রেঙ্গুন অএল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ভিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয় পরিষ্কার ও বর্ণহীন এবং জ্বালিলে অতি উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে কল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না; সুতরাং ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ৫ গ্যালনপূর্ণ কানেস্তারা মূল্য ৫ টাকা।

[illegible] তৈল—এই [illegible] পীত বর্ণ [illegible] আলোক দেয় না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে না। বিশেষ ইহা যে কেবল জ্বালাইবার পক্ষে সস্তা এবং কার্য্যকর এরূপ নয়, ইহা ভিন্ন লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি মরিচা ধরা হইতে রক্ষা করিবার যেরূপ উপযোগী এরূপ আর কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৸৵০ আনা করিয়া গ্যালন।

কলিকাতা
ক্লাইব ষ্ট্রীট
৮১ নং বাটী } ওয়াইজম্যান মিচেল রিড কোম্পানি

—:—

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

এই এজেন্সীর কার্য্য একাদিক্রমে বিংশতি বৎসরের অধিক চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মধ্যে সিপাহি বিদ্রোহের পর উহার কার্য্য সংক্ষেপরূপে চলিতেছিল, সম্প্রতি উহা বাহুল্যরূপে প্রচার করিবার জন্য ভিন্ন প্রকার নিয়মাদি নির্দ্ধারিত ও স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষম ব্যক্তি সকল নিয়োজিত হইয়াছে, ভরসা করি এখন উহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবেক। মোক্তার, দালাল এবং আড়তদারদিগের যে সমস্ত কার্য্য তাহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবেক, অর্থাৎ ব্যবসায়ের নিমিত্ত কিম্বা কাহার নিজ প্রয়োজনের জন্য অল্প বিস্তর সকল প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা মামলা মকদ্দমার ভার গ্রহণ করা কোন কিছু প্রস্তুত করা কোন কিছু রক্ষা করা এবং টাকা দেনা পাওনার কারবার প্রভৃতি যাঁহার যে কোন কার্য্যের আবশ্যক হইবেক, তাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এই এজেন্সী কর্ত্তৃক সেইরূপ হইবেক এবং প্রতিনিধির দ্বারা যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব সে সমস্তও এজেন্সী কর্ত্তৃক সুনির্ব্বাহ হইবেক। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী আফিসে প্রস্তুত আছে, আবশ্যক হইলে পাওয়া যাইতে পারে।

সকল প্রকার দ্রব্যাদির চলিত বাজার দরের তালিকা প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত হয়, যাহার মূল্য প্রতি খণ্ড ৵০ এজেন্সীর গ্রাহকগণকে উহা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যদবধি উক্ত এজেন্সীর কার্য্যালয়ের কারণ পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট না হয় তদবধি গুপ্ত যন্ত্র মির্জাফর্সলেন ২৪ নং ভবনে উহার কার্য্য চলিবে। আপাততঃ পত্রাদি এই স্থানেই কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে লিখিতে হইবেক।

এজেন্সী আফিস
গুপ্তযন্ত্র ২৪ নং
মির্জাফরসলেন
১ লা আগষ্ট
১৮৭৩। } শ্রীঅভয়াচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—০—

ইশতেহারনামা কাছারি রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টরি এজলাষ শ্রীযুক্ত মেং উইলিয়ম হেসাম সাহেবএকটীং রেলওয়ে ডেপুটীকালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত ইষ্ট

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লাইনের উভয় পার্শ্বস্থিত বিঃ ক্লাশের ন্যূনাধিক ১৭০০।৪৷৷/০ বিঘা জমি যাহা ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইশ তাহারের লিখিত নিয়ম অনুসারে সন ১৮৭৩ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখে এবং তৎপরে মোকাম সিস্থিয়ার অস্মদের কাছারিতে নীলামে বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমি নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের তিন অংশ অপেক্ষা বেশী জমি বর্ত্তমানে আবাদ হইতেছে। অবশিষ্টাংশ স্বল্প ব্যয় করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

রেলওয়ের ধারের জমি, ঐ জমি তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় কৃষিগণ সন সন জোত করে এবং নিষ্কর নীলাম হই বেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

তারিখ ৭ ই আগষ্ট
সন ১৮৭৩

—০—

ইশতেহার নামা কাছারি রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টরি এজলাষ শ্রীযুক্ত মেং উই লিয়ম হেনাম সাহেব একটীং রেল ওয়ে ডিপুটী কালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই তেছে যে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেন লাই নের উভয় পার্শ্বের ইস্তক বর্দ্ধমান নাং রাণী গঞ্জের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত বিঃ ক্লাসের ন্যূনাধিক ৬৪০/ বিঘা জমি যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ পরিত্যক্ত জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব এক লাটে সন ১৮৭৩ সালের ৫ই সেপ্টম্বর বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২১ এ ভাদ্র শুক্রবার এবং তৎপরে মোকাম সিস্থিয়ার অস্মদের কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

ঐ জমির তিন অংশের দুই অংশ অপেক্ষা বেশী আবাদ হইতেছে এবং তাহার সামিল মূল্যবান জমি আছে। অবশিষ্টাংশ সামান্য ব্যয়ে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি রেলওয়ের ধারের জমি, কৃষিগণ তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় জোত করে এবং ঐ জমি নিষ্করে নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

আর আর বিষয় অস্মদের নিকট এ আপীষে জানিতে পারিবেন।

৯ আগষ্ট
সন ১৮৭৩

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৫৷৷০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই য়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷৷, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলি মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷৷০ ঐ কৃত ভিষগবন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত মূল্য ।৵০ ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্খান ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—৪০৪—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত কলিকাতাস্থিত ইমারত আদির মাল মশলা, যাহা গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক সন ১৮৭০ সালের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১০ আইনের বিধানমতে ক্রয় করা হইয়াছে,

বিক্রয় করা যাইবেক। গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে পাইতে পারিবেন।

বালাখানা ষ্ট্রীট		৫ নং বাটী	কিয়দংশ
ঐ	ঐ	৪৩ নং বাটী	সমস্ত
কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট		৫৭ নং বাটী	সমস্ত
ঐ	ঐ	৪২ নং বাটী	ঐ
রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট		৯ নং বাটী	কিয়দংশ
ঐ	ঐ	১০।১১ নং বাটীর	ঐ
ঐ	ঐ	১২ নং বাটী	ঐ
রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট		১৯ নং বাটীর	কিয়দংশ
ঐ	ঐ	৪২ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	৪০ নং বাটী	ঐ
রাজা কালীকৃষ্ণের লেন		১ নং বাটী	সমস্ত
ঐ	ঐ	২ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	৬ নং বাটীর	কিয়দংশ
ঐ	ঐ	১১ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	১৮ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	১৯ নং বাটী	সমস্ত

মিঃ ডাবলিউ, এচ, ভারণার এক্ষোঞর
সিভিল সার্ভেন্ট

কলিকাতা সভা বাজার রাজা কালীকৃষ্ণর লেনে ২০ নং বাটীতে } সন ১৮৭০ সালের ১০ আইন মতে কলিকাতা টাউনের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক কালেক্টর সাহেব

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড

ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস

অব ডিজীজ

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৬৭০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৬ ডাকমাশুল ৷৹ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।৴৹ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥৹। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।৴৹

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ॥৵৹

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৴১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০ঃ—

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক থানি অভিধান রএল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৮৫ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "দ" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

—ঃ০ঃ—

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ নিদান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ তৈল ঘৃত ও পাচনাদি সুলভমূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সত্বর উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা। শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

"বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য বিশারদ দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুদিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

লাহোর যুনবর্সিটি আফিস } শ্রীনবীনচন্দ্র রায় সহকারী রেজিষ্ট্রর

—০—

এবিকশন, ফর্মিউশন এবং ডুইট সর্জ্জরি ও সাইম এবং ডাক্তার ফেরার কর্ত্তৃক ক্লিনিক্যাল লেকচার্স অবলম্বনে বঙ্গ ভাষায়, পূর্ণায়তনে (৭৩৬ পৃষ্ঠায়) ও প্রতিমূর্ত্তি সহিত একখানি সর্জ্জরি (শস্ত্রচি-

---

সোমপ্রকাশ।

৩ রা ভাদ্র সোমবার।

অত্রত্য প্রধানতম আদালত ব্যভিচারিণী বিধবার ধনাধিকার সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, প্রিবি কৌন্সিলে তাহার আপীল করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী মাহিগঞ্জের শ্রীযুক্ত বাবু জানকীবল্লভ সেন তাহার সাহায্যার্থ আমাদিগের নিকট ৪০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। উহা সত্বর যথা স্থানে প্রেরিত হইবে।

—•◎•—

বারুইপুরের শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। বারুইপুরে তাঁহার বাটীতে যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সেই স্থানে সম্প্রতি তিনি একটী কৃষিবিদ্যালয় খুলিয়াছেন। কৃষকেরা বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন করিতে পাইবে।

ভারতবর্ষে ভূমির কিরূপ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

সিরাজ উদ্দৌলার যখন রাজ্য যায়, তাহার প্রজারা সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল জমীদারদিগেরও তেমনি সকলে বিপক্ষ হইয়াছেন। আমরা আর কাহাকে জমীদারদিগের সুহৃদ দেখিতে পাই না। রাজপুরুষেরা খড়্গহস্ত, কৃতবিদ্য দল বিরুদ্ধ, প্রজারাও অভ্যুত্থান আরম্ভ করিয়াছে। পাবনার প্রজারা যে বিদ্রোহ ভাব প্রদর্শন করে, উহা নদীয়া যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলেও সংক্রামিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ভূমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এবার যে একটী মহান বিপ্লব উপস্থিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে আমাদিগের বক্তব্য এই সমুদায় ভারতবর্ষে সাধারণ্যে ভূমির একবিধ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। আমরা দেখিতে পাই ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমির বন্দোবস্ত আছে। বাঙ্গালাদেশের জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অত্রত্য প্রজাদিগের জমীদারের অনুগ্রহের উপর নির্ভর। জমীদার প্রজার সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত করুন, গবর্ণমেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। বারাণসীতেও এই প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাবে গ্রামওয়ারি বন্দোবস্ত। ত্রিশ বৎসরের নিমিত্ত ঐ বন্দোবস্ত। যে গ্রামকে যে খাজনা দিতে হইবে, ১৮৪০ অব্দে তাহা স্থির করা হইয়াছে। মান্দ্রাজে জমীদারী গ্রামওয়ারিও রায়তী, এই তিন প্রকার বন্দোবস্ত আছে। জমীদারী বন্দোবস্ত আবার দুই প্রকার। প্রথম যাহাদিগের পৈতৃক জমীদারী ছিল, তাহাদিগের সহিত সেই পূর্ব্বমত বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্ট ১৮০২ অব্দে বার্ষিক রাজস্ব গ্রহণ নিয়মে কতকগুলি লোককে জমীদারী দেন। গ্রামওয়ারি বন্দোবস্ত এই, গ্রামের লোকেরা নিয়মিত রাজস্ব দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভূমি লয়, তাহার পর আপনারা বিভাগ করিয়া লইয়া তাহার কৃষিকার্য্য সম্পাদন করে। রায়তী বন্দোবস্তের স্বরূপ এই, রায়তেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দেয় এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভূমি গ্রহণ করে। ঐ সকল ভূমি রায়তেরা ইচ্ছামত বিক্রয় করিতে বন্ধক দিতে আবার অন্যকে ধরাইতে পারে। উহারা যত দিন গবর্ণমেণ্টকে নিয়মিত রাজস্ব দেয়, ততদিন গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে ছাড়াইতে পারেন না। দৈব উপদ্রবে চাসের বিঘ্ন হইলে গবর্ণমেণ্ট খাজনার বিষয়ে বিবেচনা করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সাধারণ্যে রায়তী বন্দোবস্ত।

এক গবর্ণমেণ্টের আধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমির বন্দোবস্ত অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। সর্ব্বত্র একবিধ বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। কিরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যদি রায়তদিগের সহিত ঠিকা বন্দোবস্ত করেন এবং তহসিলদার নিযুক্ত করিয়া খাজনা আদায় করেন, তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা গুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ভূমি কখন্ হস্তান্তর হইয়া যায়, এ শঙ্কা থাকিলে কোন্ ব্যক্তির তাহার উন্নতি সাধন বিষয়ে যত্ন জন্মে? এ বন্দোবস্তে প্রজার সচ্ছল হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন জমীদারদিগের অধীনে দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষকেরা পরস্পর স্পর্দ্ধী হইয়া এক এক ভূমির এত খাজনা বৃদ্ধি করিয়া তুলে যে তাহাতে রাজস্ব দিয়া তাহাদিগের লাভ থাকে না। গবর্ণমেণ্টের অধীনে ঐরূপ না হইবার কথা নাই। এ বন্দোবস্তে প্রজা পীড়ন হইবার সম্ভাবনাও আছে।

বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যেরূপ আছে, প্রজার সহিত যদি সেইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় তাহাতেও দুটী আপত্তি আছে. প্রথম, দৈব দুর্ব্বিপাকে কৃষি কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, যে সকল স্থানে জমীদারের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা ভঙ্গ

করিতে হইবে। তাহা ভঙ্গ করিলে গবর্ণমেণ্টের কেবল যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ রূপ দোষ ঘটিবে তাহা নহে, একটী বিষম বিপ্লব ঘটিয়া উঠিবে। জমীদারী ক্রয় বিক্রয়াদি দ্বারা উহার অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেকের অনেক প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। জমীদারের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে দোষ তাহা বঙ্গদেশে বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। পাবনার প্রজা বিদ্রোহ উহার ফল। এ বন্দোবস্ত কোন সহৃদয় ব্যক্তিরই অভীষ্ট নহে। অতএব যাহাতে এ সকল দোষ না ঘটে এরূপ একটী বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। আমরা বরাবর যে বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা সেই প্রস্তাব। ভূমির কৃষিকার্য্যাদির ব্যয় বাদে ভূমির উৎপন্ন হইতে কৃষকের লাভ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য জমীদারের কমিশন হিসাব করিয়া যদি বন্দোবস্ত করা হয় দোষাপাত সম্ভাবনা থাকে না। জমীদারেরা কোন প্রকার বাব আব লইতে না পারেন বিশেষ রূপে তাহার নিষেধ করিতে হইবে। অথবা তাহার নিষেধ করিবারও প্রয়োজন থাকিবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে প্রজারা অতিরিক্ত এক পয়সাও দিবে না, তাহাদের ভাবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে তাহারা যদি সেই সেই ভূমি অন্য প্রজাকে ধরায় সেই নিয়মিত রাজস্বে ধরাইতে হইবে। ফলতঃ ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রজার লাভ ও জমীদারের কমিসনে এই বন্দোবস্তটী করিতে হইবে। যিনি সেই ভূমি গ্রহণ করিবেন তিনি ঐগুলি দিলেই নিশ্চিন্ত হইবেন। তাহাকে আর অতিরিক্ত এক পয়সাও দিতে হইবে না।

—০—

অকর্ম্মণ্যদিগের একটী গতি না হইলে সমাজের মঙ্গল নাই।

আমরা বাল্যকালে নিষ্কর্ম্মাদিগের যেরূপ দলপুষ্টি দেখিয়াছিলাম, এখন আর তাহা দেখিতে পাই না। তখন গ্রামের যে পল্লীতে যাইতাম দেখিতাম এক স্থানে বসিয়া কতকগুলি লোক দলাদলি পরনিন্দা প্রভৃতি কুৎসিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া কাল হরণ করিতেছে। কোন স্থানে দেখিতাম কতকগুলি লোক তাস ও পাশ ক্রীড়াদির আমোদে মগ্ন আছে, মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি দিতেছে, মধ্যে মধ্যে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করিতেছে, মধ্যে মধ্যে পরস্পরকে পরিহাস করিয়া ভঙ্গীপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। এইরূপ যে পল্লীতে যখন যাওয়া যাইত সেই খানেই ঐরূপ অকর্ম্মণ্য দল নয়নগোচর হইত। তৎকালে দ্রব্য সামগ্রী সুলভ ছিল। অল্প আয়েই অনায়াসে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং অকর্ম্মাদলের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি ছিল। ক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ্য হওয়াতে ঐ অকর্ম্মা দল অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করে। এখন মাথার ঘাম পায়ে না পড়িলে জীবিকা অর্জ্জন হয় না। সুতরাং নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আমোদ প্রমোদে আর কালযাপন চলে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যের গুণে অনেক অকর্ম্মা অন্তর্হিত হয়, যাহারা অবশিষ্ট ছিল কাম্বেল সাহেব এদেশীয় সিবিল সর্ব্বিস ও গুরুপাঠশালার সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের অনেকের বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখনও ঐ দল সম্যক নিঃশেষিত হয় নাই। এখন যাহারা আছে, তাহারা বড় ভয়ঙ্কর লোক। তাহারা গ্রামের কণ্টক স্বরূপ। গ্রামে যত মামলা মকদ্দমা হয়, তাহারা তাহার মূল, একথা বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। তাহাদিগের একটী গতি না করিলে সমাজের মঙ্গল নাই। কাম্বেল সাহেব এদেশে আসিয়া অনেক কাজ করিলেন, এখন তাহাদিগের একটী গতি করিয়া দিলেই আমাদিগকে চিরকাল কিনিয়া রাখেন। আমরা সে উপায়টী বলিয়া দিতেছি। তাহাদিগকে পুলিষে ভরতি করিয়া দিন। বেঙ্গল পুলিষের কনষ্টেবল হেড কনষ্টেবল প্রভৃতি যে যে গুণে পুলিষে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, আমাদিগের বর্ণিত উল্লিখিত নিষ্কর্ম্মাদিগের সেই সেই গুণ বিলক্ষণ আছে। কাম্বেল সাহেব ঐ অকর্ম্মাদিগের এমনি অদ্ভুত অদ্ভুত গুণ দেখিতে পাইবেন যে তিনি তাহাদিগকে পুলিষে নিযুক্ত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন না। তাহাদিগের অনেকের নিকটে হাবড়ার পুলিষের কৈলাস মণ্ডলও লজ্জা পাইয়া যায়। কাম্বেল সাহেব এমন মনোহর গুণের অনুরোধ পরিহারে কি সমর্থ হইবেন?

—০—

ইংলণ্ডস্থ রাজস্ব কমিটির নিকটে এদেশীয়দিগের সাক্ষ্য দান।

গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে উল্লিখিত কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত মনোনীত করিয়াছেন। পাবনার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উড়িষ্যার অন্যতর জমীদার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আবদুল লথিব খাঁ বাহাদুর, রেবরেণ্ড জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, বেহারের সুবর্ডিনেট জজ নায়দ ইমাদ আলী, পঞ্জাবের বাবু নবীনচন্দ্র রায়, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর মহম্মদ হায়াদ খাঁ।

সি, এস, আই, বোম্বাইর শাম্বরম নারায়ণ, হরিদাস বিহারিদাস, এপাজী রাম চন্দ্র, ডেপুটী কালেক্টর সুকর পাণ্ডুরঙ পণ্ডিত।

গবর্ণমেন্ট পাথেয় দিয়া ইহাঁদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। উল্লিখিত কমিটীর অগ্রে এত দিন যত লোক সাক্ষ্যদান করিলেন আমাদিগের বিবেচনায় এদেশীয়দিগের সাক্ষ্য দান তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা গুরুতর। ইহাঁদিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের বাস্তবিক পরীক্ষা হইবে। ইহাঁরা যদি অপক্ষপাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের প্রকৃত দোষ ও গুণগুলি কমিটীর অগ্রে অবিকল ব্যক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেই মহাসভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের দোষ সংশোধনে যত্নবতী হইবেন। তাহা হইলেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা দোষ ও অপব্যয়াদিনিবন্ধন আমাদিগকে যে কষ্ট পাইতে হইতেছে তাহার সহজে প্রতীকার হইয়া আসিবে। অন্যথা গবর্ণমে মেন্টের যে দোষগুলি আছে, তাহা অনুন্মূলিত থাকিবে, আমাদিগের যে কষ্ট সেই কষ্টই থাকিবে এবং গবর্ণমেন্ট নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত হইবেন লাভের মধ্যে এই হইবে ভবিষ্যতে গবর্ণমেন্টের দোষগুলির সংশোধন পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। অতএব যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা সকল বিষয় বিশেষ করিয়া জানিয়া যান। তাঁহারা যেন নায়ার্জ্জি ফর্দ্দনজির ন্যায় লোক না হাসান। এদেশের যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে যাইবেন, তাঁহাদের উচিত সৈনিক বিভাগের যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হন। পবলিকওয়ার্ক বিভাগ অনালোচিত না থাকে। আফিসগুলির বিষয়ও বিশেষরূপে জানা উচিত। গবর্ণর জেনরল পদ রেবিনিউ বোড অবধি সমুদয় পদ ও কার্য্যালয়গুলির বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখা উচিত। ইহার মধ্যে কোন্ গুলি উঠিয়া গেলে গবর্ণমেন্টের কার্য্যের কোন হানি হয় না অথচ বিপুল অর্থ বাঁচিয়া যায়। যিনি পরিশ্রম পূর্ব্বক এই গুলি বিশেষ করিয়া না জানিবেন, আমাদিগের মতে তাঁহার সাক্ষ্য দিতে যাওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। তিনি গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে ইংলণ্ড দেখিয়া আসিবেন এ উদ্দেশে গবর্ণমেন্ট ব্যয় দিতেছেন না। এটী সাক্ষ্যদানার্থীদিগের বিশেষরূপে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

আমরা নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া পত্রখানি এই স্থানেই প্রকাশ করিলাম।

প্রথম পত্র।

মহাশয়! এ সম্পাদক লিখিলেন আমাদিগের লেপ্টনন্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব আইন মানিলেন না, অমুক কাজ করিলেন। ও সম্পাদক লিখিলেন হাইকোর্ট যে বিচার করিয়াছেন, লেপ্টনন্ট গবর্ণর তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অমুক অপরাধিকে ছাড়িয়া দিলেন। সে সম্পাদক লিখিলেন, লেপ্টনন্ট গবর্ণর এদেশীয়দিগের শিক্ষার নিমিত্ত এদিকে এক পয়সা দিতে চান না, কিন্তু অমুক ধর্ম্মাধ্যক্ষ টাকা চাহিলেন, লেপ্টনন্ট গবর্ণর তখনি রাজ ভাণ্ডার দ্বার খুলিয়া দিলেন। এগুলি সম্পাদকদিগের রাগের লেখা। কিন্তু আমি লেপ্টনন্ট গবর্ণরের ঐ সকল কাজে কোন দোষ দেখি না। কর্ত্তা হইয়া যদি ইচ্ছা মত কাজ করিতে না পারিলেন, কর্ত্তা হইয়া কাজ কি? লেপ্টনন্ট গবর্ণরী গবর্ণরী ও গবর্ণর জেনরলী দূরে থাকুক, যদি আমার হাত পা বাঁধিয়া কেহ আমাকে ইন্দ্রত্ব দিতে চান, তাহাও আমি লই না। আইন আবার কি। কর্ত্তার ইচ্ছাই আইন। সিরাজউদ্দৌলাই একজন যথার্থ কর্ত্তা ছিলেন। যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই করিয়াছেন। ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি যুক্তি আইন এসকল তাঁহার জুতার তলায় ছিল। স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যদি দুই চারিটা খুন করিতে না পারিলাম, কর্ত্তা হইয়া হাতের কি সুখ হইল। যাহারা রাজনীতির মর্ম্ম না বুঝে, তাহারাই বলে স্বার্থের জন্য খুন করা ধর্ম্ম ও ন্যায় বিরুদ্ধ কাজ, নির্দ্দয় অত্যাচারিরাই ঐ কাজ করিয়া থাকে। অনেকেই রাজনীতির স্বরূপ জানেন না। রাজার স্বার্থ সাধনের নামই রাজনীতি। রাজনীতির নিকটে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি সকলকেই মস্তক নত করিতে হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস এক দিন ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনরলী করিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তা হইলে যেরূপ করিতে হয়, তিনি তাহা করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছামত সকল কাজই করিয়াছেন। অন্য কথা কি ডিরেকটর দিগের আজ্ঞা তৃণজ্ঞান করিয়াছিলেন। স্বার্থ হানি হয় দেখিয়া অনায়াসে নন্দকুমারকে ফাঁসী দিলেন। ইহাকেই বলি কর্ত্তা। এখন কি আর সেদিন আছে। এখন কি আর ভারতবর্ষের কর্ত্তা হইয়া সুখ আছে।

আমাকে যদি লেপ্টনন্ট গবর্ণর পদ গ্রহণ করিতে হয় আমি যদি নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে পাই, তবেই গ্রহণ করি, নতুবা করি না। প্রথম দিন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইয়াই এই আইন করি, বাঙ্গালাদেশের জমীদারেরা অতি বজ্জাত বেয়াদব, প্রজাপীড়ক, অতএব আজি অবধি উহাদিগকে জমীদারী হইতে রহিত করা হইল। উহাদিগের ভরণপোষণার্থ পরিবার বিবেচনা করিয়া ১০। ১৫। ২০ বিঘা জমী দেওয়া হইবে। উহারা নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিয়া উহার কৃষিকার্য্য করিবে। যদি স্বহস্তে কৃষিকার্য্য না করে, সে ভূমিও তাহাদিগের হস্তে থাকিবে না। তাহারা অনেক বার করিয়া প্রজার অনেক টাকা খাইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে যে এই অনুগ্রহ করা হইল ইহাই যথেষ্ট।

আমি লেপ্টনন্ট গবর্ণর হইয়া প্রাণপণে প্রজার হিত সাধন ও গবর্ণমেন্টের সচ্ছল করিবার চেষ্টা করিব। রাস্তা না থাকাতে প্রজারা কষ্ট পাইতেছে। এ কষ্ট দূর করিবার উপায় রাস্তার কর। প্রজারা না মরে অথচ গবর্ণমেন্টের সচ্ছল হয়, এরূপে এ কর

লইতে হইবে। যদি ভূমির উপর প্রতি টাকায় এক আনা করিয়া লওয়া যায়, প্রজারা তাহাতে কাতর হইবে না, অম্লানবদনে দিবে। আমি গবর্নমেন্টের সচ্ছল করিবার নিমিত্ত ঐ টাকাগুলি রাজকোষগত করিব। তাহার রেগুলেট জমা বলিয়া আর একটী জমা করিব। ঐ জমাটী এরূপ করিয়া করা হইবে যে ঐ টাকায় রাস্তা নির্ম্মাণ তাহার সংস্কার প্রভৃতি সচ্ছন্দে সম্পন্ন হইবে। প্রজারা রাস্তায় চলিলে, তাহাদিগের পদঘর্ষে রাস্তা ক্ষয় হইয়া যে ধূলি উড়িয়া যাইবে, তাহার নিমিত্ত কর দেওয়া কি তাহাদিগের উচিত নয়?

রাস্তার করের বিষয় ত এই গেল। তদ্ভিন্ন শতকরা ৮ টাকা করিয়া পুলিষকর করিব। পুলিষকর দিব না প্রজাদিগের এ কথা বলিবার যো নাই। তাহারা যদি কোন উচ্চ বাচ্য করে, আমি বাস্বাস্ফোট সহকারে এই ঘোষণা করিয়া দিব, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দু ও মুসলমানের রাজত্বে বাস করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কি তোমাদিগের মত সুখে রাত্রি যাপন করিতে পারিয়াছিলেন? পুলিসের এমন উৎকৃষ্ট প্রণালী কি তখন ছিল? পুলিসের গুণে এখন যেমন বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তখন কি তেমন হইয়াছিল? অতএব তোমরা পুলিষকর না দিবে কেন? সুতরাং তাহাদিগকে স্বতন্ত্র পুলিষকর দিতে হইবে। ঐ করে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা রাজ ভাণ্ডারসাৎ করা হইবে। ওদিকে এক্ষণে যত পুলিষ কর্ম্মচারী আছে, তাহার তৃতীয় অংশ কমাইয়া দিব এবং এই নিয়ম প্রচার করিয়া দিব যে গ্রামে চুরি ও ডাকাইতি হইয়া যে গৃহস্থের যে ক্ষতি হইবে, গ্রামবাসীদিগকে তৎপূরণ করিতে হইবে। আর সেই গ্রামের রক্ষার্থ যে পুলিষ কর্ম্মচারির প্রয়োজন হইবে পাঁচ বৎসর কাল গ্রামবাসিদিগকে তাহাদিগের বেতন দিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয়! কেমন রাজনীতি বলুন, গবর্নমেন্টের কতদিকে লাভ হইল, অথচ দস্যু তস্করাদির শাসন হইয়া গেল।

মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত কিরূপ করিব তাহাও শুনুন। বঙ্গদেশে সর্ব্বদা মারীভয় ও সর্ব্বদা পীড়া হইতেছে। গ্রাম ও নগরাদি পরিষ্কার না রাখিলে প্রজা রক্ষা হওয়া ভার। উহার নিমিত্ত যে কর করা হইবে, সকল প্রজা আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা দিবে সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের কৃপায় বঙ্গদেশ এক্ষণে বিলক্ষণ সঙ্গতি সম্পন্ন হইয়াছে। আমার প্রজার উপকারার্থই প্রয়াস। অতএব আমি যদি প্রতি বালক ও বৃদ্ধে চারি আনা, প্রতি যুবায় আট আনা ও প্রতি প্রৌঢ়ে একটাকা করিয়া কর করি বোধ হয় কেহ অসন্তুষ্ট হইবে না। ঐ টাকা গুলি গবর্নমেন্টের কোষ গৃহ প্রবিষ্ট করিয়া আমি গ্রাম নগরাদি পরিষ্কারার্থ অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার কালে সঙ্গতি বুঝিয়া আর কতকগুলি নূতন নূতন কর করিব। প্রজারা এই সকল উৎসব কালে দশ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। তাহারা এ কর দিতে কখনই কাতর হইবে না। ঐ সকল টাকায় গ্রাম নগরাদির বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইবে কাহারই কষ্ট হইবে না, অথচ গবর্ণমেন্টের দশ টাকা লাভ হইল। সম্পাদক মহাশয়! আপনি কি বিবেচনা করেন, এ রাজনীতিতে প্রজারা সুখী হইবে না? আমি ত বোধ করি তাহারা সুখ সাগরে সাঁতার দিতে থাকিবে আজি এই পর্য্যন্ত, শরীর অসুস্থ বলিয়া সমুদায় বক্তব্য শেষ করিতে পারিলাম না।

নূতন পুস্তক।

সমরশায়িনী ১ ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন মিত্র ইহার রচনা করিয়াছেন। ইহার গল্পটী এই—যোধপুরের রত্নপতি নামক একজন শ্রেষ্ঠী একটী ক্ষত্রিয়ের কন্যা প্রতিপালন করেন। সেই কন্যার নাম হেমনলিনী রাখা হয়। হেমনলিনী বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হন। যোধপুরের রাজকুমার অরিজিৎসিংহের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্চার হয়। কিন্তু একদা সম্রাট শাহজেহান তাঁহার এক খানি প্রতিকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে নিজের অন্তঃপুরে আনয়ন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। ইত মধ্যে রাজকুমার অরিজিৎ পিতার আদেশে সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিদ্রোহ নিবারণের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। সেখানে কারাগারে বদ্ধ হন। এদিকে সম্রাট রত্নপতিকে কন্যার সহিত দিল্লী নগরে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। রত্নপতি এক বেশ্যাকে কন্যা সাজাইয়া সম্রাটের সমীপস্থ হন। কিন্তু প্রতারণা প্রকাশ হওয়াতে কারারুদ্ধ হন। হেমনলিনী দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে এই আশায় পুরুষবেশে লুক্কায়িত হইয়া সম্রাটের নিকট হইতে এক সৈন্যের পদ গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। প্রথম খণ্ড এই স্থানে সমাপ্ত। হেমনলিনী কে? এবং পরে তাঁহাদের প্রণয়ের কি দশা ঘটিল তাহা বর্ণিত হয় নাই। এই পুস্তকে রত্নপতি, পদ্মা, হেমনলিনী, মাধবিকা, দামোদর ও অরিজিৎ সিংহ এই কয়জনের চরিত্র বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই ইহার কোন চরিত্রের প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল না। উদ্যান বাটীর ব্যাপার সকল এবং রাত্রিতে রাজকুমারের নিকট অভিসার করিতে প্রস্তুত হওয়া এই সকল স্মরণ করিয়া হেমনলিনীর বিষয় ভাবিলে গ্রন্থকার তাঁহাকে যেমন ধর্ম্মপরায়ণ বুদ্ধিমতী ও গম্ভীরপ্রকৃতি করিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। অরিজিৎ সিংহের বীরত্ব ও হেমনলিনীর সাহস অনৈসর্গিক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষাও বিশেষ হৃদয় গ্রাহী নয়। এই উপলক্ষে আমাদের গুটিকত কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দেশের পক্ষে মহা অনিষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। দেশের লেখকেরা মনে করেন যে কোন প্রকারে গুটিকত অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া একটী গল্প প্রস্তুত করিতে পারিলেই যেন প্রকৃত উপন্যাস লেখা হইল। এই ভ্রমে পড়িয়া দেশের রুচি বিকৃত হইতেছে। এক মাত্র আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা উপন্যাসের উদ্দেশ্য নহে। অবস্থা চক্রে পড়িয়া মনুষ্য প্রকৃতি কিরূপ ভাব ধারণ করে অবস্থা বিশেষে মানসিক ভাবের কিরূপ পরিবর্ত্ত হইতে পারে

শিক্ষা ও চরিত্রের ফলাফল কিরূপ ? সামান্য ও সম্ভাবিত ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই সকল চিত্রিত করা প্রকৃত ক্ষমতার কার্য্য। আশ্চর্য্য ঘটনার অবতারণা করিয়া ক্ষণকালের জন্য ভাব বিশেষের উদ্রেক করা ও আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা অতি সহজ ব্যাপার।

বিবিধ সংবাদ।

১৮ এ শ্রাবণ সোমবার।

পারস্যের সাহার সহিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের একটী সন্ধি হইবার কথা হইতেছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আয় বৃদ্ধির জন্য ক্রমশঃ অধীনস্থ স্থান সকলে কর বৃদ্ধি করিতেছেন। উত্তর প্রদেশ সকলে শতকরা ৩১ টাকা পর্য্যন্ত কর বৃদ্ধি হইয়াছে এমন কি স্থানে স্থানে শত করা ৮০ পর্য্যন্তও বৃদ্ধি করা হইতেছে। এদিকে সেদিন গবর্ণর সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছেন, যে কর বৃদ্ধি তাঁহার অভিপ্রেত নয়। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বলেন যে এই সকল কর বৃদ্ধি যথেষ্ট বিবেচনা সহকারে ও প্রজাদের অবস্থানুসারে করা হইতেছে এবং সেই সেই স্থানের কৃষি কার্য্যের উন্নতি হওয়াতে এই বর্দ্ধিত কর দিতে প্রজাদের বিশেষ ক্লেশ হইবে না। যাহা হউক, রাজস্ব সভায় লর্ড লরেন্স ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পৃথক করার যে আপত্তি দেখাইয়াছিলেন তাহার একটী দৃষ্টান্ত হাতে হাতে উপস্থিত।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, সেণ্ট পিটর্সবর্গ ও রুশিয়ার উত্তর প্রদেশ সকলে আইসলণ্ড দ্বীপের এক প্রকার সেয়ালা হইতে মদ প্রস্তুত হইতেছে। এই ব্যবসায়ে প্রায় শত করা ১০০ টাকা লাভ হওয়াতে দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এই প্রকার মদ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রথমে সুইডেনে আবিষ্কৃত হয়, তাহার পর সেখান হইতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছে এবং সুইডেনে এক প্রকার গাছের শিকড় হইতে তৈল প্রস্তুত হইতেছে। মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য স্থান বা অকার্য্য কিছুই নাই!

রজর্স নামক একজন সাহেব সম্প্রতি পার্লিমেণ্ট মহাসভায় বলিয়াছেন, যে বৎসর বৎসর ভারতবর্ষে বন্য জন্তু দ্বারা অনেক মনুষ্য ও পশুর প্রাণ হত্যা হয়। গবর্ণমেণ্ট উহার কোন উপায় করিতেছেন না কেন ? এই বিষয় লইয়া পার্লিমেণ্ট মেম্বরদিগের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ডিউক অব আর্গাইল বলিয়াছেন যে এবিষয়ে তিনি শীঘ্র কোন উপায় বিধান করিবেন।

রুশিয়ার রাজকুমারীর সহিত মহারাণীর মধ্যম পুত্র ডিউক অব এডিনবরার বিবাহ হওয়া স্থির হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের লোকেরা কহিতেছেন যে ডেন্মার্কের রাজকুমারীর সহিত রাজকুমার আর্থরের বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে।

স্পেন দেশে সম্প্রতি বড় গোলযোগ চলিতেছে। স্পেনে সম্প্রতি সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু কতকগুলি লোক আবার রাজতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ফ্রান্সেও এইরূপ উপস্থিত হইয়াছে। ফ্রান্স এক আশ্চর্য্য দেশ কতবার যে কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইল ও হইবে বলা যায় না। এ সকল বিদ্রোহ ও যুদ্ধে ফ্রান্সের বিলক্ষণ অমঙ্গল ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে আশ্চর্য্য এই তবু ফরাসিদিগের চৈতন্য হয় না। জর্ম্মণি হাত পা খোঁড়া করিয়া না রাখিলে এতদিনে বোধ হয় আবার ফ্রান্সে অস্ত্র শস্ত্রের ধ্বনি শুনা যাইত।

ইংলিশমান বলেন বেরিলিতে একটি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ৭ ই আগষ্ট বৈকালে মেজর হারিস সাহেব এবং অপর দুই জন কর্ম্মচারী এক সঙ্গে তথাকার সার্পেণ্টাইন রোড দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা হঠাৎ দেখিতে পাইলেন একজন পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখস্থ একটী স্ত্রীলোকের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। সে ব্যক্তি তাহাকে আঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিল এবং একখান ছোরা দ্বারা বার বার আঘাত করিল। মেজর সাহেব এবং ডাক্তর সদল'ও অনেক কষ্টে সেই দুরাত্মাকে ধরিলেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইলেন। অনেক ক্ষণের পর পুলিষ দেখা দিলেন। তখন সদল'ও সাহেব আসামীকে তাহাদের হস্তে দিয়া স্ত্রীলোকটীর তদারক করিতে গিয়া দেখেন যে স্ত্রীলোকটী বক্ষস্থলে এবং উদরে প্রায় ১০ টী আঘাত পাইয়াছে। অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইল। এই হত্যার কারণ অদ্যাপিও জানা যায় নাই।

পায়নিয়র বলেন, যে কাবুলের আমীর সিয়ার আলির মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী নিরূপণ লইয়া ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত যেরূপ শত্রুতা তাহাতে যে তাঁহাকে সহজে উত্তরাধিকারী হইতে দেন এরূপ বোধ হয় না। অম্বালার দরবারে লর্ড মেও এবিষয়ের একটী নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন একথা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে কাবুলে এরূপ কথা উঠিয়াছে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অমীরের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুলকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

হিন্দু হিতৈষিণীতে দৃষ্ট হইল "লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পুনরায় আসিবেন এরূপ সংবাদ আসিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত খাস মহলের বন্দোবস্ত স্থগিত রাখিয়াছেন; বোধ হয় তহশীলদার নিযুক্ত হইবে। সব ডেপুটিগণই বোধ হয় সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।" আমরা তহশিলদার নিয়োগে কোন দোষ দেখি না। ভাল লোক যদি তহশিলদার পদে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহার দীর্ঘকাল পদস্থ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণকার লোকের অত্যাচার প্রতিরোধের বিলক্ষণ ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিয়াছে। "যেমন তেমন চাকরী ঘি ভাত" আর বড় সেকাল নাই।

দারজিলিং নিউস বলেন, বর্দ্ধমানের মহারাজ তাঁহার দারজিলিংস্থিত বাগান বাটী সেখানকার ইউরোপীয়দিগকে আমোদ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তত্রত্য বলণ্টিয়র সৈন্যদিগের বাজি স্বরূপ একটী মহামূল্য পেয়ালা দিয়াছেন।

উক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল, সিকিমের রাজার

সহিত লেপ্টনন্ট গবর্ণরের সাক্ষাৎ হওয়ায় অন্য কোন সুফল ফলুক, আর না ফলুক, আপাততঃ একটী মন্দ ফল ফলিয়াছে। তিব্বত দেশের লোকেরা শুনিয়াছে যে এই সাক্ষাৎকারের সময় সিকিমের রাজা ইংরাজ দিগের নিকট হইতে অনেক মহামূল্য উপহার সামগ্রী পাইয়াছেন। তিব্বতের লামারা সেই উপঢৌকনের অংশ পাইবার আশয়ে শকুনির ন্যায় সিকিম রাজকে ঘেরিয়াছে রাজা এক্ষণে "চোলা" পথের অপর পার্শ্বে চম্বী নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, শুনিতে পাওয়া যায়, তিব্বতবাসীরা রাজাকে তিব্বতের অধিকার ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিবে। তাহাদের শঙ্কা জন্মিয়াছে যে ইংরাজেরা সিকিম রাজাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তিব্বত হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন। সুতরাং আগামী বর্ষে তাহারা "চোলা" পথ বন্ধ করিয়া দিবে তিব্বতের সহিত আর বাণিজ্য করিতে দিবে না। ইহাকেই বলে "লাভঃ পরং গোবধঃ।" ইংরাজদিগের উপরে অন্য অন্য রাজ্যের লোকের যেরূপ মনের ভাব এতদ্দ্বারা তাহারও পরিচয় হইতেছে।

উক্ত পত্র লিখিয়াছেন, এবারে নেপালে পঙ্গপাল আসিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি নষ্ট করাতে সেখানে এ বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

২৯ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

নেশনেল পেপার বলেন, "কেটলি সাধারণ তন্ত্র সভা" নামক এক সভার সভ্যেরা পারস্যের সাহার সংবর্দ্ধনা বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পারস্যের বর্ত্তমান সাহা একজন অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক রাজা এবং ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ অনেক কদাচরণের মূর্ত্তি স্বরূপ এই বিশ্বাসে "কেটলি সাধরণ তন্ত্র সভা এই বিবেচনা করেন যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে এবং একটী সুসভ্য জাতি হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম বিরুদ্ধ এরূপ ব্যবহার করিয়া এবং এরূপ ব্যবহারে অপরদিগকে উৎসাহিত করিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিয়াছেন। এ সম্বর্দ্ধনায় সাহেবের গাত্র উত্তাপিত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি "ইণ্ডিয়ান সোসাইটি" বলিয়া লণ্ডনে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সেই সভার সভাপতি সহকারী সভাপতি সম্পাদক সহকারী সম্পাদক সভ্য প্রভৃতি সকলেই এদেশীয় লোক। আজি কালি ইংলণ্ডে এদেশীয়ের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে চলিল। বৎসর বৎসর দলে দলে লোক বিলাত যাইতেছে সেখানে তাঁহারা পরস্পর পৃথক না থাকিয়া যদি এইরূপ সকলে একত্র হন এবং দেশের মঙ্গল ও নিজের মঙ্গলের বিষয় বাদানুবাদ করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবে সন্দেহ নাই।

৩০ এ শ্রাবণ বুধবার।

ইংলিসম্যান বলেন, সিক্কিয়ার মহারাজ এক চমৎকার উপায়ে তাঁহার রাজ্যে চুরির দমন করিয়া থাকেন। যখন চুরি হয় যতদিন না সেই সকল চোর ধরা পড়ে ততদিন কোতোয়াল ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মচারিরা বেতন পায় না।

সিমলা পর্ব্বতে বিশপ কটনের একটী স্কুল আছে। এক দিন সেই স্কুলের কতকগুলি বালক একত্র হইয়া এক ঝরণার জলে স্নান করিতে যায় ইতিমধ্যে খুব এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে জলের স্রোত এত বৃদ্ধি হয় যে তাহাদের মধ্যে একটী বালক ভাসিয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, যে পাটের চাস ও ব্যবসায়ের তদন্ত করিবার জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে কোন কাজ হইতেছে না। কমিশনর দিগের মধ্যে একজন অসুস্থ হইয়া ছুটী লইয়াছেন এবং তাহার সহযোগী বাবু হেমচন্দ্র কর কেবল বসিয়া খাইতেছেন। বেঙ্গল টাইমসের সম্পাদক বলেন, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার অপেক্ষা অনেক সবিশেষ সংবাদ দিতে পারিতাম।

৩১ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

ইংলিশম্যান বলেন, হাবড়ার মহেন্দ্রনাথ সাহা নামক এক ব্যক্তি মদের ব্যবসায় করে। তাহার দোকানে জাল মোহর প্রভৃতি থাকাতে তাহার কর্ম্মচারীরা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এই মকদ্দমার বিচার হইবে।

ইণ্ডিয়ান মিরর অবগত হইয়াছেন যে সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস প্রদেশে অনুন ১২৫০০০ জন স্ত্রীলোক নানা প্রকার কর্ম্মদ্বারা আপনাদের ভরণ পোষণ করিতেছেন। ইহাঁরা দরজি দপ্তরি প্রভৃতি নানা প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

উক্ত পত্র বলেন, যে কার্কেশোয়ালিতে একটী চমৎকার হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সে খানে ইক্সফারম নাম স্থানে মেরি ও কেট নামক দুই ভগিনী আপনাদের ভ্রাতার বাটীতে বাস করিতেছিল। একদিন প্রাতঃকালে বেলা ১০ টার সময় দুই ভগিনী একত্র ক্রীড়া করিতেছিল ইতি মধ্যে মেরি হঠাৎ তাহার ভগ্নীকে বলিল আমি তোমাকে গুলি করিব, এই কথা বলিয়া একেবারে বন্দুক লইয়া ভগিনীকে গুলি করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল।

গত বৎসর বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক সিরাজগঞ্জে একটী শাখা ব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন এবং অচিরে মোজঃফরপুর ও চট্টগ্রামে এক একটী শাখা ব্যাঙ্ক খুলিবার সংকল্প আছে। সিরাজগঞ্জ পাটের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। মোজফরপুরে যথেষ্ট নীল বিক্রয় হয় এবং চট্টগ্রাম চাউলের একটী প্রধান বাজার।

৩২ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

মান্দ্রাজের গবর্ণর সম্প্রতি বলিয়াছেন, যে শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বৎসর বৎসর যে অর্থ ব্যয় হয় এখন হইতে তাহার অধিকাংশ টাকা সাধারণ প্রজাদিগের শিক্ষার জন্য দেওয়া উচিত। এই জন্য তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তিনি ত্বরায় এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কোন সদুপায় বিধান করেন। গবর্ণমেণ্ট সাধারণ প্রজার শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু নিম্নতর শিক্ষার জন্য

উচ্চ শিক্ষার ব্যাঘাত হইলে দেশের একটী বিশেষ ক্ষতি হইবে।

"বেঙ্গল সিভিল ফণ্ড" সভার গত অধিবেশনে মনরো সাহেব প্রস্তাব করেন, যে এদেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে সেই ফণ্ডে প্রবেশ করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। যতদিন হিন্দু সমাজের মধ্যে বহুবিবাহ বাল্য বিবাহ অন্তঃপুর প্রথা চিরবৈধব্য প্রভৃতি থাকিবে ততদিন হিন্দুসমাজের কাহাকে এই ফণ্ডের মধ্যে লইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। বার্ণার্ড সাহেব এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলেন যে এই ফণ্ডে এদেশীয় সিবিলিয়ানদিকেও লওয়া উচিত। বিশেষ যে সকল কুপ্রথার উল্লেখ করিয়া ক্ষতির আশঙ্কা করা হইয়াছে তাঁহার মতে তাহারও উপায় করা যাইতে পারে। যেমন কোন সিবিলিয়ান এক স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে ফণ্ড হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বৃদ্ধাবস্থায় কেহ বালিকা বিবাহ করিলে তাহারও উপায় বিধান করা যাইতে পারে। এই সকল প্রস্তাব ও কথাবার্ত্তা শুনিলে আমাদের হাসি পায়। হাসিপায় তাহার কারণ এই, যে আমাদের রাজারা হিন্দুসমাজকে যেন কি একটা ভয়ানক ব্যাপার মনে করেন। হিন্দু যত শিক্ষিত হউন না কেন বিলাতে গিয়া অবস্থান করুন না কেন, তিনি ভদ্রনামের উপযুক্ত হইতে পারেন না। কি চমৎকার সংস্কার।

১ লা ভাদ্র শনিবার।

পিয়োনিয়র বলেন, গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের মহামারির কারণানুসন্ধানে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়াছেন। কর্ণেল হাইগের প্রস্তাবানুসারে নদী খাল প্রভৃতি কাটিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন এবং অন্যান্য স্থানের কৃষক ও শ্রমজীবি প্রজাদিগের তুলনায় বর্দ্ধমানের প্রজাদিগের অবস্থা কিরূপ তাহা জানিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় দরিদ্রতা বাড়িয়াছে কেহ কেহ এরূপ অনুমান করায় প্রজারা যদি অন্যস্থানে উঠিয়া যায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এই চেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু কত লোকে কত কারণ নির্দ্দেশ করিলেন কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না শুধু বর্দ্ধমানে কেন এ প্রকার জ্বর অনেক স্থলেই হইতেছে।

মরিসস দ্বীপের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে রবিবার সামান্য গো মহিষ প্রভৃতি ভারবাহী পশুরা যে প্রকার বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে, দুর্ভাগা ভারতবর্ষীয় কুলিদের ভাগ্যে সেরূপ বিশ্রাম ঘটে না কেহ যদি রবিবার পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে থাকে তাহার সে দিনের বেতন কর্ত্তন করা হয়। আমরা চিরদিন দেখিতেছি সকল স্থানেই কুলিদিগের এই রূপ দুর্দ্দশা।

আসাম মিহিরে লিখিত হইয়াছে, "আসামের পূর্ব্বরাজগণের আধিপত্য সময়ে এখানে যে দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল, এখনও তাহা সম্যকরূপে বন্ধ হয় নাই। পূর্ব্বে গোলাম ও বাঁদিদিগকে চির জীবনের মত কিঞ্চিৎ অর্থদ্বারা ক্রয় করা হইত এবং তাহাদের সহিত এরূপ নিয়ম করা হইত যে তাহাদের পুত্রপৌত্রগণও গোলাম হইবে; এখন সেই রীতি কিছু পরিবর্ত্তিতাকারে অবলম্বিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে গোলাম ক্রয় করা হইত এখন তাহাদের নিকট সম্মতিপত্র লইয়া ভৃত্যরূপে আজীবন রাখা হয়। কিন্তু যাঁহারা আপনাদের সন্তানদিগকে এইরূপে অর্থের সহিত বিনিময় করে তাহাদের সংস্কার পূর্ব্ববৎই আছে তাহারা ষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া দিতে হইলেই মনেকরে যে গবর্ণমেণ্টের আইন মতে তাহাদিগকে অথবা তাহাদের সন্তান দিগকে চিরকাল দাসত্ব করিতে হইবে। বিশেষতঃ যদি কোন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এইরূপে লেখাপড়া করিয়া লয়েন, তাহা হইলে তাহাদের উদ্ধারের আশা একবারেই চলিয়া যায়।"

সহচর লিখিয়াছেন "লার্ড লরেন্সের জবানবন্দির একাংশ পাঠ করিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি সিমলা বসের অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন, যে তিনি যখন গবর্ণর জেনরল ছিলেন, কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর পাঁচ মাস মাত্র অনুপস্থিত থাকিতেন। এপ্রেল অবধি নবেম্বর পর্য্যন্ত কি গণনায় পাঁচ মাস হয়, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আইসে না। তবে পঞ্জাবী পঞ্জিকাতে কি প্রকারে মাসের হিসাব হয় আমরা তাহা বলিতে সমর্থ নহি।"

সাপ্তাহিক সমাচার বলেন "গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে, গুরু ও পণ্ডিত দিগের শিক্ষার নিমিত্ত নরম্যাল স্কুল সংস্থাপন সম্বন্ধে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রদেশে সমুদায়ে ৪৭টি নরমাল স্কুল হইবে এবং ঐ স্কুল গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। হুগলী, কলিকাতা, রামপুর-বোয়ালিয়া, ঢাকা চাটিগাঁ, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, এবং গৌহাটি, এই নয়টী স্থানে প্রথম শ্রেণীর নরম্যাল স্কুল হইবে। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া, যশোহর, মুরসিদাবাদ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পাবনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ সিলট, ত্রিপুরা, গয়া, সাহাবাদ, সারণ, চম্পারণ, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, হাজারিবাগ, মানভূম, এবং মোজঃফরপুর, এই ২২টি স্থানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নরম্যাল স্কুল হইবে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, কাছাড়, নোয়াখালি, পুরী, বালেশ্বর, সিংভূম, গোয়ালপাড়া, নৌগং, শিবসাগর, লক্ষ্মীপুর এবং দরভাঙ্গা এই ১৫ টি স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর নরম্যাল স্কুল হইবে। প্রথম শ্রেণীর নরম্যাল বিদ্যালয় গুলির প্রধান শিক্ষকদিগের বেতন ১০০ হইতে ৩০০ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান শিক্ষকদিগের বেতন ৭০, তৃতীয় শ্রেণীর প্রধান শিক্ষকদিগের বেতন ৫০ টাকা হইবে। ছাত্রদিগের বৃত্তি দানার্থ প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৩০০, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ১২০, এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৮০, টাকা প্রদত্ত হইবে।

নরম্যালবিদ্যালয় গুলিতে ইংরাজী পড়ান হইবে না। এবং যে গুলি আসাম ও উড়িষ্যায় সংস্থাপিত হইবে তথায় আসামী ও উড়িয়া ভিন্ন কোন ক্রমেই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে না।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর আবশ্যক মত ধাপার জলা হইতে কিছু ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে উইলিয়ম হেনরি ভার্ণার সাহেব একজন কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কাছাড়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর উইলফেড কেণ্ডালে ক্লেমেণ্টসন সাহেব (যিনি এখন ছুটী লইয়াছেন) পাটনা ডিবিজনে বদলী হইলেন।

এডমণ্ড ব্রিটন গডফে সাহেব বাবু বিহারিলাল গুপ্তের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত ডায়মণ্ড ডিভিজনের ভার পাইলেন।

টমাসাক্রসলেন সাহেব আপাততঃ তাঁহার অপরাপর কার্য্যের সহিত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এণ্ড রিমেমব্রান্সার অব লিগাল এফেয়ারসের কার্য্যও করিবেন।

চট্টগ্রাম ডিভিজনের রেবিনিউ কমিসনর এইচ হাঙ্ক সাহেব যতদিন অনুপস্থিত থাকেন, ততদিন ফলওয়ার ক্রেভন ফাউল সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন।

ত্রিপুরার ডিষ্টিক্ট এবং সেসন জজ এক সি ফাউল সাহেবের অনুপ স্থিতিকাল পর্য্যন্ত টমাসটেলর এলেন সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন।

শিয়ালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কুমার নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর এবং বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন উইলিয়ম লিসেষ্টার স্যামুয়েলস সাহেব ক্রিমিনাল প্রোসিডিয়র আইনের নের ২২২ ধারার অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

এডোয়ার্ড মিলিএল সাউয়াস সাহেব আপাততঃ বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিষের কার্য্য করিবেন।

লেপ্টেনণ্ট হেনরি সেণ্টপ্যাট্রিক মাক্সওয়েল গত মাসের ২১ এ হইতে গৌহাটীর সর রেজিষ্টার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট এপথিকারি এইচ এ ডেভিস সাহেব প্রেসিডেন্সি জেনরেল হাঁস পাতালে নিযুক্ত হইলেন।

এইচ আর বাইল সাহেব মালদহে চঞ্চল নামক স্থানের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্য নির্বাহক সভার একজন সভ্য হইলেন।

জে সি মরে সাহেব বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৭০ সালের ৫ আইন অনুসারে কলিকাতা বন্দরের উন্নতি করিবার জন্য কমিশনর নিযুক্ত হইলেন।

বাবু রামচাঁদ আচ্য বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে পুরী বিভাগের রোডসেস কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

সি বার্ণার্ড
বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

মৌলবি আলি আহম্মদের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত মৌলবী মোহারত আলি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

এ মেকেঞ্জি
সেক্রেটারি বেঙ্গল
গবর্ণমেণ্ট।

পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট। বাবু রাধা মোহন দাস চতুর্থ শ্রেণীর আকাউণ্টেণ্ট কটক ওয়ার্কসিপ ডিভিজন হইতে নদীয়া বিভাগে বদলী হইয়াছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর আকাউণ্টেণ্ট বাবু কালীকমল সরকার মেদিনীপুর বিভাগ হইতে কটক ওয়ার্কসিপ ডিভিজনে বদলী হইলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর একাউণ্টেণ্ট এন এণ্ডস সাহেব কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর বিভাগে বদলী হইলেন।

মুরসিদাবাদ বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র জে বিটী সাহেব আপাততঃ দিনাজপুর এবং মালদহের ইঞ্জিনিয়রের কার্য্য করিবেন।

জে, ই, টি, নিকলস সেক্রেটারি প, ও, ডি, প্রথম শ্রেণীর ওভরসিয়র বাবু বিশালচরণ মল্লিক কুশী হইতে হিজলিবিভাগে বদলী হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সব ওভরসিবর বাবু নদীয়া রাম মুনা দক্ষিণ হুগলি ডেনেজ হইতে কুশীতে বদলী হইলেন।

উত্তর ডেনেজ এবং এম্বাঙ্কমেণ্টের প্রথম শ্রেণীর প্রোবেশনরি সব ওভারসিয়র বাবু ক্ষেত্র মোহন পালিত উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এইচ ডবলিউ গলিভার সেক্রেটারি প ও ডি ইরিগেশন ব্রাঞ্চ।

হুগলি বিভাগের হরিপালের মুন্সেফ বাবু অভয়চরণ দে ত্রিপুরা বিভাগের নোয়াখালিতে বদলী হইলেন।

এবং বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল নোয়াখালি হইতে হরিপালে আসিবেন।

ডবলিউ এম সাউটার হাইকোর্টের রেজিষ্টার।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী এবং চ্যানসেলর অব দি একশ্চেকর এই উভয় কর্ম্ম করিতেছেন। ডডসন সাহেব তাঁহার রাজস্ব সম্বন্ধীয় সেক্রেটারি এবং আর্থর পীল সাহেব ট্রেজরির সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আয়াটন সাহেব তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং এডাম সাহেব তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারস্যের শা ভিয়েনা হইতে কনষ্টাণ্টিনোপলে যাত্রা করিয়াছেন।

ফ্রান্স জার্ম্মণিকে তাঁহার তৃতীয় কিস্তির টাকা দিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই আগষ্ট। খাসগার হইতে সেণ্ট পিটসর্গে যে দূত প্রেরিত হয় তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনার সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে।

পারিস ১২ ই আগষ্ট। সাধারণ তন্ত্রের বিপক্ষেরা ফ্রান্সে পুনরায় এক রাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য একটী প্রস্তাব করিয়া তাহাতে নাম সহি করাইতেছেন।

মাডরিড ১২ই আগষ্ট। জেনারেল কণ্টেরাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার অনুচরেরা প্রায় দুই সহস্র লোক মাডরিডের বিপক্ষে যাত্রা করিয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সৈন্যেরা তাহাদিগকে পরাঙমুখ করিয়াছে। কণ্টেরা পলায়ন করিয়াছে। সাধারণের সংস্কার যে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই আগষ্ট। সিংহলের গবর্ণর গ্রেগরি সাহেব পদ পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার পদে আরল ডানাড সাহেবের নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

উষ্টার কলেজের বেভারেণ্ড ষ্টুয়ার্ট সাহেব কলিকাতার বিশপস কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

লণ্ডনে সম্প্রতি টাইফয়েড জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

পারিস ১৩ ই আগষ্ট। ডিউক অব ব্রগলি বলিয়াছেন যে সাধারণ তন্ত্র মতাবলম্বীদিগকে বিশেষরূপে দমন করা গবর্ণমেণ্টের উচিত।

মাডরিড বিদ্রোহিরা বিবোয় ঘেরিয়াছে।

কণ্টেরা আবার কার্থেজলাডে প্রবেশ করিয়াছে. এই স্থানেই বিদ্রোহিনা একত্র হইতেছে।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

যে পরিমাণে এদিকে বৃষ্টিপাত হইয়াছে তাহা কার্য্যোপযোগী হয় নাই বলিলেই হয়। আমোন ধান্যের রোপণ জন্য ভূমিতে যত জল থাকা আবশ্যক তাহা এখনও অনেক ভূমিতে দেখা যাইতেছে না। শ্রাবণ মাস অতীত হইল, কিন্তু আবাদ কার্য্য সুচারুরূপে শেষ হইল না। পূর্ণ মাত্রায় দূরে থাকুক, অর্দ্ধেক ফসল পাইবার আশাও লোকের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এ দিকে দরিদ্র প্রজাকর (রোডসেস) স্থাপনের আদেশ আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও স্পষ্টাভিধানে বলিতেছি এটী টাক্স স্থাপনের উপযোগী বৎসর নহে। গবর্ণমেণ্ট এ টাক্সটী আর এক বৎসর স্থগিত রাখেন এই আমাদের সানুরোধ প্রার্থনা।

বিপদ বিপদেরই অনুগমন করিয়া থাকে রাইপুরের অধিবাসিরা সে দিনকার অগ্নিদাহ নিবন্ধন ক্ষতি পূরণ না করিতে করিতেই আর এক নূতন বিপদমুখে পতিত হইয়াছে। রাইপুর গ্রাম খানি অজয় নদীর তটে অবস্থাপিত। রাইপুরের দক্ষিণ অংশ প্রায় প্রতি বৎসরেই বন্যায় প্লাবিত হয়। সে দিন অজয় একটু বিশেষ বর্দ্ধিতকলেবর হয়। এই হেতু বন্যা গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করে গ্রামের দক্ষিণ দিকে যে গৃহগুলি আছে তাহার অধিকাংশ ভূতলশায়ী হইয়াছে। এখন এই নিঃসহায় হতভাগ্যদের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তাবলম্বদান করা একান্ত প্রার্থনীয় হইয়াছে।

বনয়ারী আবাদের অতি নিকটে কুমারপুরে একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। যাহাকে অপরাধী স্থির করা হইয়াছে সে আপন অপরাধ স্বীকার করে নাই। ঘটনা স্থলে কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং সে দিন উপস্থিত হন। বিষয়টী বিচারাধীনে রহিয়াছে বলিয়া আমরা কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম না। তবে ঘটনার এইরূপ মুল বৃত্তান্ত শুনা যাইতেছে। কুমারপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ যুবা (উল্লিখিত অপরাধী) একটা শূকর তাহার বাস গৃহে প্রবেশ করায় রাগান্ধ হইয়া শূকরটীর প্রাণ বধ করে। উক্ত শূকরটী একটী নীচ জাতীয় বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের ছিল। সেই স্ত্রীলোকটীকেও বিশেষ রূপে প্রহার করায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

গত পরশ্বঃ রাত্রে বনয়ারী আবাদের সন্নিধানে জলস্থতি গ্রামে একটী স্ত্রীলোক উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী একজন কৃষকের কন্যা। শুনিলাম, স্ত্রীলোকটীর চরিত্র তাদৃশ পরিশুদ্ধ ছিল না।

শুনিলাম, ময়ূরাক্ষী নদীর পুল ভগ্ন হওয়ায় লাভপুর থানার অন্তর্গত ছাতিরা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের যার পর নাই ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এই পুল ভগ্ন হইয়া যায় বলিয়া তত্রত্য স্থানের অধিবাসীদিগকে যে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়, তাহা আমরা সোমপ্রকাশে কয়েকবার লিখিয়াছিলাম। কর্ত্তৃপক্ষের গোচরও হইয়াছিল। কয়েকবার সে বিষয়ে তদন্তও হইয়া যায়। কার্য্য সময়ে আর কোন উচ্চ বাচ্য হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট এ সকল কার্য্যে উদাসীন থাকিলে রাজধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় কৈ?

১১ ই আগষ্ট
১৮৭৩

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, যে কলিকাতা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা সাঁওতালদিগকে হিন্দুধর্ম্মে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে পণ্ডিত নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ধর্ম্মরক্ষিণী সভা নামোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এমন কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, যাহাতে হিন্দু ধর্ম্ম শ্রীবৃদ্ধি পাইতে পারিবে। আশা করি, সহস্র প্রতিবন্ধকেও তাঁহারা এ কার্য্য হইতে পরাঙমুখ হইবেন না। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা কহিয়াছেন সাঁওতালেরা হিন্দু। ছোট নাগপুর পাহাড়কেও অমুদৃশ জাতিদিগের প্রাচীন হিন্দুত্ব নির্ণয়ে যত্নশীল দেখিতেছি। তাঁহাকে ও তৎসম মহোদয়দিগকে এই সংবাদ পত্রদ্বারা প্রার্থনা করি যেন তাঁহারা উক্ত জাতিদিগকে হিন্দুজাতিতে আনিতে বিশেষ প্রয়াসী হয়েন। ক্ষমতা সামান্য হইলেও তাঁহাদের প্রবর্ত্তনা মহোপকারিণী হইবে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সাঁওতাল পরগণান্তর্গত সুশিক্ষিত হিন্দুরাও আপনাদিগের পরকালের কার্য্যে যথাশক্তি ব্রতী হইতে পারিবেন। সাঁওতালদিগের দৈহিক ঔদ্ধত্যের সহিত যদি তাহাদের মানসিক উন্নত্য সহায়ী হয়, তাহারা ভারতের প্রধান জাতি মধ্যে গণ্য হইবে। ঘনিষ্ঠ হইয়া সাঁওতালদিগকে নিজ ধর্ম্মে আনয়ন করা প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিলে এমন পুণ্যকর কার্য্য আর কোন হিন্দু ব্রতেও পাওয়া যাইবে না। যাঁহারা এই দেশহিতকর পুণ্য কার্য্যে মন দিবেন, পরকালে তাঁহারা অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন।

২৭ এ শ্রাবণ
১২৮০ সাল

শ্রীঃ—

মহাবীর ও তৎবংশ।

উভ করি সুদীর্ঘ লাঙ্গুল বিস্তারিয়া
বিকট দশনাবলি ব্যাদিয়া বদন
দগ্ধ কাষ্ঠ যার রূপে পরাজয় মানে
আহা কি অপূর্ব্বশোভা! যেন কেহ হায়
অমাবস্যা রজনীতে লাজছ'লা কাটে
ছাড়ি হুপ হুপ নাদ যাহার ধমকে
রক্ষকুল চমকিত লঙ্কায় যখন
ভাঙ্গিলা অমৃতবন লম্ফিয়া সবেগে
ডালে আসি বৈস প্রভো! বীর হনুমান
নমিছে এ মূঢ় নর হে বানর পাতে!
তব পদ নীল পদ্মে। তব প্রীতিকর
অর্দ্ধপক্ক রম্ভা ফল নিক্ষেপ করিয়া
আনিয়াছি ধর ধর সুকৃষ্ণ করেতে
ভোজন করহ সুখে। কর আশীর্ব্বাদ
তোমার প্রসাদে যেন তব গুণ কিছু
বর্ণিবারে পারি, ছি! ছি! একি অহঙ্কার
বর্ণিব তোমার গুণ আমি মূঢ় মতি?
বেদেতে যাব কিছু সব তব কীর্ত্তিবাদ
দুর্গা প্রভৃতির স্থান আছে কিতা হাতে?

আদি কবি বাল্মীকি পুরাণ রামায়ণে
গাইল তোমারি কীর্ত্তি ওহে কীর্ত্তিমান্
ন্যায় সাঙ্খ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক আর
মীমাংসা বেদান্ত বঙ্গ সপ্ত দর্শনেতে
নব্যকাব্যে নাটকে নবেলে যথাযাই
তব নৃত্যগীত রঙ্গ পাই দেখিবারে
সকলি কিচ্‌কিন্দা কাণ্ড ওহে কদলি
কৃতার্থ করহ তব চির দাস জনে।
কি ভ্রম কূপেতে পড়েছিল এতকাল
জগতের লোক সব! জানিত ব্রহ্মারে
লোক পিতামহ বলি। কিন্তু কতকাল
প্রচলিত থাকে বল কল্পিত রচনা
হইলেও ঋষিকৃত? থাকে কি গোপনে
বহু দিন তত্ত্বকথা? ধন্য কলিযুগে
ইংলণ্ড দেশেতে জন্ম লভিলা সুক্ষণে
মহামতি ডারুইন! দেহ বিদ্যাবলে
প্রকাশিলা মহোপকারক গুপ্ত কথা
"বানর হইতে নর উৎপন্ন হয়েছে"
কালক্রমে ক্রমে ক্রমে যদিও লাঙ্গুল
খসেছে, অঙ্গার মুখ সুকান্তি হয়েছে
তথাপি কি পিতৃগুণ যায় একেবারে?
বিস্তীর্ণ তোমার বংশে বংশধর যারা
তোমাকেও জিনিয়াছে মানসিক গুণে
পিতা চেয়ে পুত্র বড় নিয়মের বলে।
নমি পিতামহ আমি নমি তব পদে।
প্রবাদ আছিল কিন্তু তোমার ঔরসে
রাক্ষসীর গর্ভে লঙ্কাকাণ্ডের সময়
জন্মিল অপূর্ব্ব জাতি যত শ্বেতকায়।
লম্ফ ঝম্ফ কাষ্ঠাসন কদলিতে টান
নির্দ্দয়িক ভাব স্বার্থপরতা প্রভৃতি
দিতেছে তাহার সাক্ষ্য। বড়পুত্র এঁরা
কিন্তু হায় সকলে তোমার মত নয়
প্রাণপণে সাধে যারা স্বজাতির হিত
একতা বিধান করে মানে মান্য জনে
কুলাঙ্গার যত! তুমি রুদ্র অবতার
মহাপ্রলয়ের ভার ন্যস্ত তব করে
একতা ভাঙ্গিবে কিসে ছন্ন ভগ্ন হবে
সমাজ বন্ধনী তব চেষ্টা অবিরত।
কেবল এসব গুণে বিভূষিত আছে!
আছে কতগুলি তব প্রকৃত সন্তান
হনুমান গোত্রে তারা কুলের তিলক
"ডেপুটি" নামেতে খ্যাত বাহাদুর সবে
গর্ব্বে দম্ভে পরিপূর্ণ দে. পৃথিবীরে
সরাখানি তুল্য। তারা করে পদে পদে
মানিজন অপমান শক্তি শেলকালে
তুমি যথা সূর্য্যদেবে গলে করিয়া
বিশ্বব্যাপী তেজো রাশি ঢাকিতে চাহিলা
ইহারা রামের দোষে শ্যামে দেয় ফাঁশি
তুমি যথা সকটকে রাম হিত লাগি
রাবণের অপরাধে নির্দ্দোষি সাগরে
পাষাণে বান্ধিলে (১)। পাত্র উপযুক্ত বুঝি
ইহাদেরি হস্তে ন্যস্ত কৈলা খড়্গখানি
ধীমান কম্বল বীর—মূর্ত্তিমান তুমি
কলিযুগে যার বলে ইহারা এখন
নিরীহ জাতির কুলে পাঠাবে "শ্রীঘরে।"
উচ্চতম বিচারালয়েতে এত দিন
ফুল বেঞ্চ হইত। এক্ষণে মফঃসলে
মাজিষ্ট্রেট ফুল বেঞ্চ হইবে নিয়ত
অনরারিগণ সনে। ইহাদেরি ঘটে
"বড় পুত্র" গুণযত বর্ত্তিয়াছে দেখি
অক্ষতভাবেতে। ওহে বায়ুর নন্দন!
কেহ কেহ পাইয়াছে তব পিতৃগুণ
ঊনপঞ্চাশত মানে উত্তরাধিকারে
বৃদ্ধ পিতামহগুণ না পাইবে কেন?
পুরাণ প্রবন্ধে লেখে পুরাণ বারতা
ওয়াল টর স্কটাদির মধুর ভাণ্ডার
গোপনে লুটিয়া, মুখে বলিয়া বিস্তর
আপন খেয়ালে আমি রচেছি এ সব।
সর্ব্বদা আক্ষেপ হয় সব শিক্ষিগণ
পড়ে না এ সব গ্রন্থ। লাগে কি খেয়াল
ধ্রুপদের কাছে ভাল? বাঙ্গালা ভাষায়
গ্রন্থের শরীর রচি শিরো ভাগে দিল
সংস্কৃত বোল কত! ঠিক যেন হায়
বুট পায়ে জামা গায়ে নব্য বাবু শিরে
জড়াইল নামাবলি! কখন কখন
ইংরাজী বচন রাজী প্রবন্ধের মাথে
রাখে যেন সে বাবুর উত্তমাঙ্গ দেশে
পরাইল শোলাহ্যাট! নিন্দিল অপার
ভারত বিখ্যাত ভারতেরে। ব্যঙ্গগুণে
জিনিয়াছে তোমারে হে দন্তবিস্ফারক!
লিখিয়া বায়ু পুরাণ কিচ্‌কিন্ধীয় বোলে
ক্ষান্ত কি অঙ্গুলি তার? কণ্ডুয়ন রোগে
কাহার অঙ্গুলি ক্ষত? জুটাইয়া দল
নলনীলে তুমি যথা জুটাইয়াছিলে
ত্রেতাযুগে দর্শন লিখিতে দিল মন
খ্যাত বঙ্গদেশে শেষে না রহিতে দিবে
বেদব্যাস নাম। বেদ করিয়া বিভাগ
দুর্গারে করেছে কাইত সরস্বতী সনে।
দোষগুণ যদি কেহ করিতে বিচার
বলে কোন কথা যথা কুক্কুরের দল
লাগে তব পাছে তুলি খেউ খেউ রব
অমনি সে বীরবর উঠে লম্ফ দিয়া
আত্মদত্ত বিটপির সর্ব্বাগ্র শাখাতে
বসি তথা নির্ভয়ে ভাঙ্গায় মনসুখে
তোমার সন্তানগণে অন্য পশু বলি!!!
পাল মধ্যে গোদা কভু মিশিবার নন্‌
সন্ন্যাসির দন্দে সদা সর্ব্বদা উপরে।
মিত্র তাঁর গড়াইল দর্পণ সুন্দর
তাহাতে হেরিয়া মুখ কৃতজ্ঞতা কত।
তুমিও রচিয়াছিলে শুনিছে প্রবাদে
মহানাটকের গ্রন্থ অমৃত লহরী
লোক প্রিয় হইবে না ভাবিয়া তাহায়
নিজ হস্তে ছিড়িলা। দম্ভের বীজ তবে
আছিল প্রচ্ছন্নভাবে তোমার দেহেতে
প্রভুত হইল বাহা বংশাবলি ক্রমে
কিছু নাহি বাদ যায় যা এসে কলমে
লেখে এরা ভাবে মনে না হয় বঞ্চিত
তৃষিত বঙ্গের লোক সে অমৃত পানে।
পুনরপি নমে মূঢ় তব পদযুগে
কৃতার্থ করহ মোরে খাইয়া কদলি।

শ্রীঃ—

(১) অহারি সীতা দশকন্ধরেণ, বদ্ধঃ পয়োধীরঘুনন্দনেন। কুত্রোনপশ্যামি ইদৃক্ বিচিত্রং, পরাপরাধেন পরাপদানং॥

"ভাল করতে পারবো না
মন্দ করব কি দিবি তা দে।"

মহাশয়! বঙ্গীয় কতিপয় বিদ্যাভিমানী কিন্তু বস্তুতঃ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ও অন্তঃসারহীন ব্যক্তি এই আবহমান প্রচলিত প্রবাদ বাক্য-টির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারিণী ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। পরপদদলিত অনা-থিনী বঙ্গভূমির এমনি দুর্ভাগ্য যে কেহই ইহার দুঃখোপশমের নিমিত্ত একবার মাত্রও মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিবে না, পরন্তু যদি অপর কেহ চেষ্টা করে সাধ্যানুসারে তাহার আয়াস সাধ্য কার্য্যের প্রতিবন্ধে প্রবৃত্ত

হইবে, বাঙ্গালীর স্বভাবই এই। দুই জনে একত্র কার্য্য করিলে যে কার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে, সেই কার্য্যে যদি একজনের সহিত অপরের অনৈক্য হইল, অমনি এক-জন অপরের কার্য্যের ব্যাঘাতে প্রবৃত্ত হই-বেই হইবে। দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গা-লীদিগের দৈনন্দিন কার্য্যের প্রতি অভিনি-বেশ করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে। এই প্রকার বিদ্বেষ ভাব ও অনৈক্য হেতুই আজি ভারতবর্ষ পঞ্চশত বর্ষা-ধিক কাল যাবৎ পরজাতি পদানত, এই হেতুই আধুনিক বঙ্গ-সমাজের এতদূর হীনা-বস্থা, এই হেতুই আমরা রাজদ্বারে বাক্যসার অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত।

কুক্ষণে বঙ্গ-দর্শন" বিদ্বেষভাবপরবশ জন সমাকীর্ণ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমালোচনা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ বিবর কলুষিত হইল। যখনি কেহ কোন প্রস্তাব না পান "বঙ্গদর্শনের" খানি-কটা নিন্দাবাদ করিয়া বা তৎসম্পাদককে গালি দিয়া চিত্ত প্রসাদন করেন। আমরা অনেকবার দেখিয়াছি যে, কোন কোন সম্বাদ পত্র সম্পাদকও এই প্রলোভন এড়াইতে পারেন নাই। আমরা এক্ষণে তৎসমুদায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত নহি, তবে কর্ত্তব্যানু রোধে ও কৃতজ্ঞতার উত্তেজনায় সাধারণতঃ গুটিকত কথা বলিব, ভরসা করি মহাশয় পত্রস্থ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

"বঙ্গ-দর্শন" চিরন্তন ব্যাপি ঘন কুসং-স্কার কুহেলিকা সমাকীর্ণ বঙ্গ-সাহিত্য সংসা-রের সূর্য্যোদয়। প্রতি সংখ্যায় আমরা তাহার ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। বঙ্গ-দর্শন বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আদর্শ। যে প্রণালী অনুসারে "বঙ্গদর্শনের" প্রস্তাবা-বলি লিখিত হয়, তাহা সুমার্জ্জিত ও সমু-ন্নত। ইতস্ততঃ দুই একটি সামান্য লিপিগত প্রমাদ ব্যতীত এমন একটি দোষের উল্লেখ করিতে পারিবেন না যাহাতে বঙ্গ-দর্শন যথার্থই অপাঠ্য। তবে আপনার "শ্রী" স্বাক্ষরিত লিপি প্রেরকের ন্যায় যাঁহারা বোধান্ধ ও পরযশোহিংসালিপ্সু, তাঁহাদিগের এ বিষয় বোধগম্য না হইতে পারে। কতক-গুলি নিন্দক সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, যে "বঙ্গ-দর্শনের" লেখকগণ মিথ্যাবিদ্যাভি-মানী, কিন্তু আমরা তাহাদিগের কথায় বড আস্থা করি না, যেহেতু "বঙ্গ-দর্শন" নিজেই নিজ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করি-তেছে। সহস্র কথা বলিলেও নিন্দক নিন্দ-কই থাকিবে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, কিন্তু যাহারা সদাশয় ও সহৃদয় তাঁহারা আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করি-বেন। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় যে কয়খানি পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহার সমস্ত না হউক, অধিকাংশই অপাঠ্য। জন কয়েক সুপ্রসিদ্ধ লেখক প্রণীত পুস্তকাবলি ভিন্ন এমন এক খানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে পারিবেন না যাহা যথার্থই পাঠ্য বা হৃদয়-গ্রাহী। আমাদিগের কথায় আস্থা না জন্মে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ উল্লোড়ন করিয়া দেখুন। এ অভাব যে কতদিনে পূর্ণ হইবে, তাহা দুরনুমেয়। বোধ হয় এ অভাবের নিমি-ত্তই "বঙ্গ-দর্শনের" সৃষ্টি এবং তাহা যে আংশিকরূপে সিদ্ধ হইতেছে কে অস্বীকার করিবে? "ভারত-কলঙ্ক" "উদ্দীপনা," "উত্তর চরিত" "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত," "বঙ্গদেশের কৃষক," "সাঙ্খ্য দর্শন" "সাম্য" "ধর্ম্মনীতি" প্রভৃতির ন্যায় প্রস্তাব বাঙ্গলায় অতি বিরল, দেখাই যায় না। এই সকলের ন্যায় উন্নত ভাব লিপি প্রণালী আমাদিগের নেত্রে কখনই পড়ে নাই। পরন্তু লেখার পারিপাট্যে "বঙ্গদ-র্শন" অতুল্য ও অননুকরণীয়। বঙ্গভাষায় যে কয়েক খানি সাময়িক পত্র দৃষ্ট হয় কেহ ইহার সমকক্ষ বা নিকটস্থ হইতে পারে না। "বঙ্গ-দর্শন" যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন লোকের মনোরঞ্জন করে আর কোন পত্র তদ্রূপ কখ-নই পারে নাই। ইহাতে অনেকে আমাদি-গের উপর বিরক্ত হইবেন এবং হয় ত আমা-দিগকে "বঙ্গ-দর্শনের" স্তাবক মনে করি-বেন করুন; কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিতেছি যে যাঁহারা এ কথায় আস্থা না করেন তাঁহারা "বঙ্গদর্শনের" অন্তরেই প্রবেশ করেন নাই।

আপনার "শ্রী" স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক বলেন যে "বঙ্গ-দর্শন" বঙ্গভাষার কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে"। এতন্মত পোষণের নিমিত্ত তিনি কতকগুলি কারণও নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। আমরা সেই সকলের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বলা উচিত যে "বঙ্গ-দর্শন" বঙ্গভাষার কলঙ্কস্বরূপ না হইয়া ইহার শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। "বঙ্গ-দর্শনের" ন্যায় পত্র যে বঙ্গভাষায় প্রথিত হয় ইহা বঙ্গভাষার স্পর্দ্ধার বিষয়। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে "বঙ্গ দর্শন" দ্বারা যথার্থই বাঙ্গালা ভাষার সমু-ন্নতি ও সংস্কার সম্পাদিত হইবে এবং তাহা যে কতক অংশে সিদ্ধ হইয়াছে তাহাও বলিতে প্রস্তুত আছি। "শ্রী" মহাশয় যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিদ্বেষভাব ও অন্তঃসারহীনতার পরিচায়ক, যথ র্থ দোষ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। তিনি রামদাস বাবুর উপলক্ষে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহাই ইহার উদা-হরণ স্থল। রামদাস বাবু যে প্রকার অধ্যব-সায়সহকারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী হইতে অমূল্য সত্য সমুদায় নির্ব্বাচন করিতে-ছেন, "কালিদাস," "বররুচি," "শ্রীহর্ষ" প্রভৃতির অভ্যুদয় কাল নির্ণয় ও তাঁহাদি-গের গ্রন্থাবলী প্রণয়ন বিষয়ক ঘটনাদি সংগ্রহ করিতে তিনি যেরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের-সহস্র ধন্যবাদের পাত্র। রামদাস বাবুর বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, প্রাচীনপুরাবৃত্ত তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ আমাদি-গের বাক্যের পোষকতা করিবেন সন্দেহ নাই।

"শ্রী" মহাশয় "বঙ্গদর্শনে" ইংরাজী ভাবের আধিক্য দেখিয়াছেন সেই হেতু বলেন "ইহার বহু সংখ্য প্রস্তাবেই ইংরাজী ভাব ইংরাজী ভঙ্গি দেখিতে পাইবে। আমরা কতকঅংশে একথা স্বীকার করিতেছি, কিন্তু তাঁহার কথা প্রমাণে ইহাকে দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহি, কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি যখন যে জাতি আমাদি-গের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন তখনই আমরা তাহাদিগের আচার ব্যবহার লিখন

প্রণালী প্রভৃতি অনেকাংশে অনুকরণ করি, এটি সংসর্গ দোষ। কিন্তু তাই বলিয়া সকল গুলিই যে দোষ একথা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের যেগুলির অভাব আছে বা যেগুলি মন্দ তৎপূরণার্থ বা তৎ পরিবর্ত্তে বিজাতীয় প্রকরণগুলি গ্রহণ করিলে লাভ ভিন্ন অলাভ নাই। একটি বিষয় আমাদিগের ছিল না তাহার চিরাভাবাপেক্ষা অপর জাতি হইতে সেটি পূরণ করা ভাল; অথবা আমাদিগের একটি দোষ ছিল সেই দোষে মগ্ন থাকা অপেক্ষা অপর জাতির অনুকরণ করিয়া তাহার সংশোধন অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদতিরিক্ত দূষণীয় সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি এমন সমুন্নত ভাব আছে যাহা বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হয় না এমন স্থলে সেগুলি গ্রহণ করিয়া সেই অভাব পূরণ করিলে তাহাকে দোষ বলি না, বরং তাহাতে আরও লেখার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হয়। একথা যিনি অস্বীকার করিবেন তিনি ভাষা প্রকরণই অবগত নহেন। তিনি আরও বলেন "বঙ্কিম বাবু ইহাকে ফিরিঙ্গি ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছেন" কেন না ইহার রচনা মধ্যে কদাচিৎ এক আধটি ইংরাজী শব্দ দৃষ্ট হয়। তাহার প্রত্যুত্তরে বলা আবশ্যক যে বঙ্গভাষার আজিও এরূপ সম্যক পুষ্টিসাধন হয় নাই যে তাহাতে সকল বিষয়ক সকল শব্দই পাওয়া যায়। এতদভাব পূরণের নিমিত্ত বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার দোষাবহ নহে, অপিচ ভাষার পুষ্টি এইরূপেই সম্পাদিত হয়। ইংরাজীতে এমন একটি শব্দ থাকিতে পারে যাহার সম শব্দ বাঙ্গালায় নাই, সেই স্থলে কি কর্ত্তব্য? দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে এ বিষয় স্পষ্ট বুঝা যাইবে। "বিষ বৃক্ষের" এক পরিচ্ছেদে "সোফা" এই শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। "সোফা" শব্দ আমরা সকলেই বুঝি বিশেষ ইহা দ্বারা একটি বস্তু বিশেষ বুঝাইতেছে। "সোফার" অনুরূপ বাঙ্গালায় কোন শব্দ নাই, যাহাদ্বারা সেই বস্তুটিই বুঝাইবে, তাহা থাকিলে "সোফা" শব্দ প্রয়োগ দোষাবহ বটে। মনে করুন, তৎপরিবর্ত্তে আমরা "আসন" বলিলাম তাহাতে কি অবিকল সেই বস্তুটিই বুঝাইল কখনই না, আসন অনেক প্রকার হইতে পারে। পীঠ পর্য্যঙ্ক প্রভৃতি বুঝাইতে পারে, কিন্তু তাহারা কেহ অভিপ্রেত বস্তুটি বুঝাইল না। অতএব উদ্দেশ্য বস্তু নির্ণয় নিমিত্ত "সোফা" শব্দ প্রয়োগ দূষণীয় নহে। অপিচ এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা এক প্রকার মোটামুটি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে লোকে তদভিপ্রেত বিষয়টি সহজে বুঝিতে পারে না; কিন্তু সেই শব্দটি রাখিলে সেই বিষয়টি স্পষ্টই বুঝা যায়। আমরা এই স্থলে আপনার পত্রপ্রেরকোল্লিখিত "আবসোলিউটিষ্ট" শব্দটী গ্রহণ করিলাম। আবসোলিউটিষ্ট" শব্দটী বাঙ্গালায় প্রকারান্তরে অনুবাদ করা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে লেখকের অভিপ্রেত সিদ্ধি হইল না। অনুবাদ দ্বারা সে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝায় না, কিন্তু ইংরাজী শব্দটী রাখিলে সহজেই বুঝা যায়। এস্থলে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ দূষণীয় নহে। এতদতিরিক্ত হইলে তাহাকে দোষ বলা যাইবে। "নব নাটকের" মতে "বাবা না বলিয়া ফাদার বলিলে তাহা অবশ্যই দূষণীয়।

আপনার পত্রপ্রেরক "চন্দ্রশেখর" সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত নহি কারণ এখানি অসম্পূর্ণ। কেবল দুই একটি কথা বলিয়া আমরা আপাততঃ ক্ষান্ত হইব। "চন্দ্রশেখরে" বর্ণিত "লরেন্স ফষ্টর" সম্বন্ধে তিনি বলেন যে বঙ্কিম বাবু "লরেন্স ফষ্টরকে" চিত্রিত করিয়া নিজ ইংরাজী শিক্ষার পরিচয় প্রদানে ইচ্ছুক হইয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারেন নাই। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য যে, কয়টি ব্যক্তির অবতারণা করা যাইবে তাহাদিগের চরিত্র সম্যক চিত্রিত করা। এতদ্বিষয়ে যিনি কৃতকার্য্য তিনিই উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা লেখক। বঙ্কিম বাবু এবিষয়ে যেরূপ পারদর্শী তাঁহার প্রণীত উপন্যাসগুলিই ইহার সাক্ষী। ফলতঃ চরিত্র প্রণয়ন করিতে তাঁহার সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালায় নাই তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার ক্ষমতা প্রভাবে ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে। "লরেন্স ফষ্টর" ইংরাজ। তাহারা স্বভাবতঃই চঞ্চল বা অধৈর্য্য সেই চিত্র চিত্রিত করিবার নিমিত্তই বঙ্কিম বাবুর তন্মুখনিঃসৃত ইংরাজীর অবতারণা। যে সময়ের বর্ণনায় এই আখ্যায়িকা প্রবৃত্ত সে সময়ে ইংরাজেরা নুতন বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়াছে। তাহারা বাঙ্গালীদিগের প্রকৃতি বা ভাষা তখনও সম্যক অবগত নহে, কেবল তাহাদিগের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সংসর্গে যাহা কিছু শিখিয়াছিল। "চন্দ্রশেখরেও" এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। "লরেন্স ফষ্টর" কিরূপ প্রকৃতির মনুষ্য তাহার প্রযুক্ত দুই কথাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ প্রকার চিত্র সামান্য ক্ষমতার পরিচয় নহে। "আই কম এগেইন কেয়ার লেডি" বলার তাৎপর্য্য এই—লরেন্স ফষ্টর মনে করিয়াছিলেন যে "শৈবলিনী" কুঠীর কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে; কিন্তু যখন দেখিলেন "শৈবলিনী" সে প্রকৃতির নহে, তখন আপনার ক্ষমতানুযায়ী বাঙ্গালা বলিলেন। ইংরাজদিগের স্বভাবই এইরূপ, যাঁহারা তাহাদিগের সংসর্গ করিয়াছেন একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। নতুবা ইংরাজী শিক্ষার পরিচয় এই সামান্য কথা দ্বারা প্রদত্ত হইতে পারে না। "দুর্গেশ নন্দিনীতে" "জগৎসিংহ," "ওসমান খাঁ প্রভৃতির মুখ হইতে তাহাদিগের দেশীয় ভাষা নির্গত হয় নাই কেন তাহার অনেক কারণ আছে; বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকল বিবৃত করিব না। যাঁহারা উপন্যাস কাহাকে বলে অবগত আছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন চিত্র প্রণয়নের নিমিত্ত যেটুকু প্রয়োজন তাহা করিলেও ক্ষতি হয় না। "কপালকুণ্ডলায়" কাপালিকের মুখ হইতে এক সময় যে "স্তুকং" "মামনুসর" প্রভৃতি সংস্কৃত কথা বাহির হইয়াছিল তাহারও কারণ ঐ কাপালিকের চরিত্র প্রণয়নের নিমিত্ত ঐ টুকু প্রয়োজনীয়। ঐ দুই কথাতেই আমরা তাহার চরিত্র সম্যক বুঝিতে পারিয়াছি। কাপালিক পরম দাম্ভিক, তাহার মুখ হইতে ঐ প্রকার বাক্য নিঃসরণ

হওয়া বিচিত্র নহে। পরন্তু প্রয়োজনীয় বিশেষ তিনি ভয়ানক নরঘাতন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, লোকদিগকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত ও লোকের মনে তাঁহার প্রতি ভক্তি সঞ্চারণের নিমিত্ত ঐ প্রকার ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহাতে দোষ ঘটে নাই। "লরেন্স ফষ্টরেও তদ্রূপ!

পত্রপ্রেরক "বিষ-বৃক্ষকে" অপাঠ্য বলিয়াছেন, তদালোচনায় আমরা বারান্তরে প্রবৃত্ত হইব। তবে এক্ষণে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি না যে বঙ্গভাষায় যত উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখা হইয়াছে "বিষবৃক্ষ" তাহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বরং কোন কোন অংশে তদপেক্ষা মনোহর ও হৃদয় গ্রাহী।

"প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়" সম্পাদক যাহা বলেন তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। সাধারণতঃ যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে তাহার অধিকাংশ যথার্থই অপাঠ্য তাহাতে ভাষার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং অবনতি হয়। তবে যেগুলি যথার্থ ভাল সম্পাদকও তাহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

উপসংহার কালে আমরা বঙ্কিম বাবুর এই উদ্যমকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি যেরূপ বিদ্যাবান ও লিপিকুশল বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট অনেক আশা করেন। নিন্দকে যাহা বলে বলুক তাহাতে তাঁহার উদার হৃদয় যেন একবার মাত্রও বিচলিত না হয়। তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্পাদনার্থ পূর্ব্বের ন্যায় অবহিতচিত্ত থাকুন। বঙ্কিম বাবুও বঙ্গদর্শনের অন্যান্য লেখক বর্গের "জয় জয়কার হউক"। তাঁহারা বঙ্গভাষার দুর্দ্দশা-দেখিয়া তৎসংস্কারার্থ কটিবদ্ধ হইয়াছেন তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগের মঙ্গলাচরণ করিতেছি। তাঁহাদিগের "লেখনীর উপর (সচন্দন) পুষ্পবৃষ্টি হউক।

২৫ এ শ্রাবণ } একান্ত বশম্বদ
১২৮০ } কস্যচিৎ "বঙ্গদর্শন পাঠকস্য।
কলিকাতা চড়কডাঙ্গা।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৮ ই আগষ্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায় জয়রামপুরের নীচে ১৫		
তথা হইতে গড়িয়ার উপর টউয়ার		
১২ মাইলের মধ্যে	১৬	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৭॥ মাইলের মধ্যে	১৮	৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২১	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১৫	৭
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২৬	৬

সন ১৮৭৩ সালের ১১ ই আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২৪	৯॥

বহরমপুর ১১ই আগষ্ট ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইস্ক একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যাদব কিশোর গোস্বামী সংস্কৃত কলেজ ৫৸৹
" " শ্যামকৃষ্ণ নিয়োগী—কুচবিহার ১০
" " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পোয়াখালী ১০
" " গণেশচন্দ্র বসু দৌলত খাঁ ১০
" " গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সেরপুর ১০
" " শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী বেড়বল্লভপুর ৫৸৹
" " জানকীবল্লভ সেন কাঁদুন গোটোলা ১০
" " বেঙ্কসাট চারিএট বাঙ্গালোর ৫৸৹
" " শ্রীকণ্ঠ মল্লিক—ভবানীপুর ৫৸৹
" " মাধবচন্দ্র ভাদুড়ী—মধ্যপাড়া ৫৸৹

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৸৹ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৸৹ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪১ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ১০ ই ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ২৫ এ আগষ্ট।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে না। বিশেষ ইহা যে কেবল ঝালাইবার পক্ষে সস্তা এবং কার্য্যকর এরূপ নয়, ইহা ভিন্ন লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি মরিচা ধরা হইতে রক্ষা করিবার যেরূপ উপযোগী একপ আর কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৶৴০ আনা করিয়া গ্যালন। যখন যিনি অডর পাঠাইবেন, সেই সঙ্গে যেন নগদ টাকা পাঠাইয়া দেন।

কলিকাতা
ক্লাইব ষ্ট্রীট ৮১ নং বাটী } ওয়াইজম্যান মিচেল রিড কোম্পানি

গুপ্ত যন্ত্র।

২৪ নং মূর্জ্জাফর্স লেন; প্রেসিডেনসী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইশতেহার নামা কাছারি রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টরি এজলাষ শ্রীযুক্ত মেং উইলিয়ম হেলাম সাহেব একটীং রেলওয়ে ডিপুটী কালেক্টর।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেন লাইনের উভয় পার্শ্বের ইস্তক বর্দ্ধমান নাং রাণীগঞ্জের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত বিঃ ক্লাসের ন্যুনাধিক ৬৪০/ বিঘা জমি যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ পরিত্যক্ত জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব এক লাটে সন ১৮৭৩ সালের ৫ই সেপ্টম্বর বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২১ এ ভাদ্র শুক্রবার এবং তৎপরে মৌকাম সিদ্ধিয়ার অস্মদের কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

ঐ জমির তিন অংশের দুই অংশ অপেক্ষা বেশী আবাদ হইতেছে এবং তাহার শামিল মূল্যবান জমি আছে। অবশিষ্টাংশ সামান্য ব্যয়ে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি রেলওয়ের ধারের জমি, কৃষিগণ তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় জোত করে এবং ঐ জমি নিষ্করে নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

আর আর বিষয় অস্মদের নিকট এ আপীষে জানিতে পারিবেন।

৯ ই আগষ্ট
সন ১৮৭৩

—:০:—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার গুপ্ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা যাণ্মাসিক ৪॥ ত্রৈমাসিক ২৷৹ আনা।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥৶০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ॥০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলি মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ॥০ উহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৷৹। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত মূল্য ।৶০ ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি

নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাসুল ৷৷০ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২) ডাকমাসুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷৷০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ৷৷৴০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।৴১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষায় স্থিতি বিজ্ঞান বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ন্যাচুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি তালিকায় ফিজিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন, ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসঙ্ঘাত ও বলবিঘাত ভারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগ বর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য সংক্রান্ত বিস্তর সমাহিত প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। উক্ত পরীক্ষায় সাহিত্য বিষয়ে কোন পুস্তক নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ৷৷০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা ৴১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই ভাদ্র সোমবার।

নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের মুক্তিলাভ।

আমাদিগের লেপ্টনন্ট গবর্ণর হাবড়া পুলিষের নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করাতে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তাঁহার উপরে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি যদি অন্যায় করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি ক্রোধ হওয়া অসঙ্গত নয়। তিনি অন্যায় করিয়াছেন, এ কথা কিরূপে বলা যায়। হাবড়ার ৫। ৬ শত ভদ্রলোক নিমচাঁদকে নির্দ্দোষ ও ভদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় কাম্বেল সাহেবের নিকটে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নিমচাঁদ হাবড়ার পুলিষের লোক, হাবড়ার লোকেরা তাঁহার চরিত্র সুন্দররূপে জানেন সন্দেহ নাই। তাঁহারাই যখন তাঁহাকে নির্দ্দোষ ও ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তখন অন্যের সংশয় হওয়া সঙ্গত নয়। তবে আবেদনকারী ভদ্রলোকদিগকে ও ন্যায়কারী লেপ্টনন্ট গবর্ণরকে আমাদিগের কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা

হইল। নিমচাঁদ কৈলাস মণ্ডলের কুকর্ম্মের বিষয় জানিতেন কি না? হত্যার প্রমাণভূত মস্তক ও শোণিতাদির কে সংগ্রহ করিল? নিমচাঁদের অজ্ঞাতে সেগুলি সংগৃহীত হয় কি না? কৃত্রিম হত্যা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত মস্তকাদি সংগৃহীত হয়, তাহার সহিত বাস্তবিক হত ব্যক্তির মস্তকাদির যে বৈলক্ষণ্য থাকে, নিমচাঁদ তাহা জানেন কি না? প্রস্তাবিত স্থলে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন কি না? যদি জানিতে না পারিয়া থাকেন, কেন পারিলেন না? তিনি কৈলাস মণ্ডলের সঙ্গে ছিলেন, তিনি এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না রাখিলেন কেন? মোহিনী উপস্থিত না হইলে ঈশ্বর নাপিতের প্রাণদণ্ড হইত কি না? নিমচাঁদ কি নিজ ভদ্রতা গুণে যথাসময়ে প্রকৃত বৃত্তান্তের উচ্ছেদ করিয়া ঈশ্বরের প্রাণ রক্ষা করিতেন?

—:০:—

নায়ার জি ফর্দ্দন জি ও রাজস্ব কমিটি।

পালিয়ামেণ্ট সভায় রাজস্ব কমিটির নিকটে নায়ারজি ফর্দ্দনজির যে সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছিল, ১৯ এ জুলাই উহার শেষ হইয়াছে। আমরা তাঁহার বাক্য গুলি আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তিনি অনেক গুলি সার কথা কহিয়াছেন কিন্তু দুটী দোষে তাহা উপাদেয় বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তিদিগের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। প্রথম, বিশেষরূপে সমুদায় জানিয়া শুনিয়া ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া যেরূপ সসজ্জ হইয়া যাওয়া উচিত, তিনি সেরূপ সসজ্জ হইয়া যান নাই। এই কারণে তিনি সময়ে সময়ে অশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে যান এবং কমিটি একটু পীড়াপীড়ি করিলেই সমুদায় আলগা করিয়া দেন। তিনি প্রায়ই শ্রদ্ধাযোগ্য প্রমাণ দ্বারা নিজ বাক্যের সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং সদুত্তর দান দ্বারা কমিটির প্রীতি সম্পাদন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়, বিনা পক্ষপাতে সরল ভাবে যেরূপ বস্তুর স্বরূপ বর্ণন করা কর্ত্তব্য, তিনি তাহা করেন নাই। তিনি বোম্বাই বাসিদিগের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতী হইয়া অনেক অন্যথা বর্ণন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহার অনেক গুলি বাক্য অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইয়াছে। পক্ষপাত প্রকৃত বাক্যের নির্গম কালে প্রায়ই কণ্ঠরোধ করিয়া দেয়। লার্ড লরেন্সও এই দোষে কমিটির নিকটে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। ইংরাজজাতির প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে, সাক্ষ্যদান কালে তাহা প্রবল হইয়া তাঁহার গলরোধ করে। সুতরাং তিনি যাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবাসিদিগের মঙ্গল হয়, এরূপ উপদেশ দানে সমর্থ হন নাই। আমরা আসাম মিহিরের এতৎ সংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ তাঁহার পক্ষপাত বিষয়টী সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সে এই;—

"লার্ড লরেন্সের প্রজাহিতৈষিতা ইংরাজহিতৈষিতার নিকটে পরাস্ত হইয়াছে। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে জিলার কর্তৃত্বভার বাঙ্গালীদিগকে দেওয়া উচিত কি না, তিনি তদুত্তরে বলিয়াছেন যে বাঙ্গালীদিগকে বিচার কার্য্যের ভার দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শাসন বিভাগে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা তাঁহার অভিমত নহে। বিচারবিভাগেও প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ করা বিধেয় নহে। দেশীয়দিগকে কমিশণ্ড কর্ম্মচারী করাও তাঁহার মতে অন্যায়, কারণ সহযোগী ইংরাজকর্ম্মচারীরা তাহা হইলে অতিশয় অভিমান করিবে। যদি এই যুক্তিতে কাজ, করা হয়, তাহা হইলে দেশীয়দিগের উন্নতির আর কোন আশা থাকে না। ইংরেজদের জাতীয় গর্ব্বও যাইবে না আমাদেরও শুভদিন কখন অভ্যুদিত হইবে না। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ফসেট মহোদয় লর্ড লরেন্সের এই স্বার্থপরতাকে অতিরস্কৃত থাকিতে দেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহা হইলে মহারাণীর ঘোষণা পত্রের বিপরীত কার্য্য করা হয় কি না? তিনি স্বীকার করিলেন যে তাহাতে পক্ষপাত হয়, কিন্তু জাতীয় গর্ব্ব তাঁহার পক্ষে প্রবলতর যুক্তি বলিয়া বোধ হইল। লার্ড লরেন্স কিরূপে এই কথা গুলি উচ্চারণ করিলেন তাহা আমরা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ফসেট সাহেব যখন অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, লর্ড লরেন্স তখন আমতা আমতা করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থা বড় সঙ্কট এবং একটু এদিক ওদিক হইলে অনেক অনিষ্ট হয়।"

উপসংহারে বক্তব্য এই, নায়ারজি ফর্দ্দনজির অকৃতার্থতা লাভ এদেশীয় সাক্ষ্যদানার্থিদিগের সাবধানতা শিক্ষার আদর্শভূত। তাঁহারা যদি সমুদায় বিশেষ করিয়া জানিয়া শুনিয়া না যান এবং বিনা পক্ষপাতে সরলভাবে কমিটির অগ্রে সমুদায় বিষয় ব্যক্ত করিতে সাহসী না হন, তাঁহারাও ঐরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

—:০:—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আবওয়াব উঠাইয়া দিবার কৌতুককর চেষ্টা।

গ্রামের মধ্যে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, দ্বিতীয় নাই। গ্রামবাসিরা তাহারই জলপান করিয়া জীবন ধারণ করেন।

পানা ও শৈবালাদি হইয়া তাহার জল বিকৃত ও দূষিত হইয়া গেল। উহার বিকারনিবন্ধন গ্রাম মধ্যে পীড়ার সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। সেই পুষ্করিণীর জল দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা না পাইয়া গ্রামবাসীদিগের স্বাস্থ্য সম্পাদন চেষ্টা যেরূপ, প্রজার সহিত জমীদারের বর্ত্তমান সম্বন্ধ দোষ সংশোধন না করিয়া আবওয়াবের নিবারণ চেষ্টা সেইরূপ বিড়ম্বনাবহ সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সেই অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সামান্য কৌতুকাবহ নহে। ১লা অক্টোবর রাস্তার কর সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইবে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট তাহার এক ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। তাহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, এই রাস্তার কর ভিন্ন অন্য প্রকার আবওয়াব আইনসিদ্ধ নয়। রায়তেরা জমীদারদিগকে অন্য কোন প্রকার আবওয়াব না দেয়, ইহা অভিপ্রেত। যাঁহারা কাম্বেল সাহেবের চাটুকার, তাঁহারা অহ্লাদে আটখান হইয়া এই পরামর্শ দিতেছেন যে ঐ ঘোষণার বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া প্রজাদিগের গোচরার্থ থানাপ্রভৃতি সকল স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তাঁহারা মনে করিতেছেন, ঐ ঘোষণাটী জমীদারদিগের আবওয়াব গ্রহণ নিষেধের অমোঘ অস্ত্র। কাম্বেল সাহেব এদেশের অন্তর্বৃত্তান্ত অবগত নহেন। তিনি ঐ প্ররোচনাবাক্যে ভুলিয়া ঘোষণার মহাফল অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক যে ফল হইবে, আমরা তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। কতকগুলি প্রজার জমীদারকে ন্যায্য কর দিবারও ইচ্ছা নাই। তাহারা একটী সূত্র পাইলেই মহা গোলযোগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে জমীদারের খাজনা বন্ধ করিয়া বসে। আমরা জানি কলিকাতার দক্ষিণে জলা অঞ্চলের কতকগুলি প্রজা একবার এই হুজুক তুলিয়া দেয়, খৃষ্টান হইলে আর জমীদারকে খাজনা দিতে হইবে না। এই হুজুকে শত শত লোক খৃষ্টান হইয়া গেল। সম্প্রতি পাবনায় যে গোলযোগ হয়, তাহাতেও এইরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে। হিন্দু হিতৈষিণীতে লিখিত দৃষ্ট হইল, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল ও রাজা কমলকৃষ্ণ দেব প্রভৃতির জমীদারীতে কোন প্রকার আবওয়াব গ্রহণ করিবার রীতি নাই, সুতরাং অত্যাচারেরও প্রসক্তি নাই। কিন্তু সেখানকার প্রজারাও ঐ এক সূত্র পাইয়া দলবদ্ধ হইয়া খাজনা দিবে না এই চেষ্টা পাইতেছে।

আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত ঘোষণা কেবল দুষ্ট প্রজাদিগের উদ্দীপন বিভাব হইয়া উঠিবে। তাহারা ঐ ঘোষণার এই অর্থ করিবে, প্রজাদিগের জমীদারদিগকে খাজনা দিতে হইবে না, মহারাণীর এই আজ্ঞা হইয়াছে। উহাতে প্রজার হিত না হইয়া কেবল অহিত হইবে। দুষ্ট প্রজাদিগের সহিত জমীদারদিগের বিষম গোলযোগ বাঁধিবে, এবং মকদ্দমার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইবে। যাহারা ভাল মানুষ তাহারা জমীদারদিগকে বরাবর যেমন আবওয়াব দিয়া আসিতেছে তেমনি দিবে, গবর্ণমেণ্ট কিরূপে তাহার নিবারণ করিবেন? জমীদারেরা অধিকাংশ জমী ঠিকা ধরান যে প্রজা অধিক দিতে স্বীকার করিবে তাঁহারা তাহাকেই ধরাইবেন। এক খাজানাতেই তাঁহারা আওয়াব পোষাইয়া লইবেন। গবর্ণমেণ্টের তন্নিবারণের উপায় কি? অগ্রে গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজার বর্ত্তমান সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন করুন, তাহার [illegible] ঘোষণায় কাজ হইবে [illegible] প্রজারা আবওয়াব দিবে [illegible] ঘোষণা না করিয়া জমীদারেরা আবওয়াব লইতে পারিবেন না, এই ঘোষণা হইলেই ঠিক হইবে।

কাম্বেল সাহেবের ক্ষিপ্রকারিতা।

কেহ কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করেন, বাঙ্গলাদেশের ভূতপূর্ব্ব কোন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ঈদৃশ ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শনে সমর্থ হন নাই। এরূপ ক্ষিপ্রকারী লোক রাজপুরুষদিগের মধ্যে কেহ আছেন কি না সন্দেহ। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব পদে পদে এই অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অবিমৃষ্যকারিতা এবম্বিধ ক্ষিপ্রকারিতার প্রায়ই সহচরী হইয়া থাকে। কাম্বেল সাহেব সময়ে সময়ে এই অবিমৃষ্যকারিতা সংকৃত ক্ষিপ্রকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায়পরতার সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক অন্যায়পরতার অধিকার মধ্যে প্রায় তিন চারি হস্ত গমন করিয়া থাকেন। জমীদারেরা প্রজার নিকট হইতে কতকগুলি অন্যায় বাব লন। তন্মূলক অত্যাচারও ঘটিয়া থাকে। ইহার নিবারণই কাম্বেল সাহেবের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি উল্লিখিত ক্ষিপ্রকারিতাবশে জমীদারদিগের যেগুলি ন্যায্য প্রাপ্য, তাহারও উন্মূলনে উদ্যত হইয়াছেন। জমীদারেরা হাট ও বাজারে তোলা লন এবং তাঁহাদিগের জমীদারির মধ্যগত নদী ও খাল প্রভৃতিতে নৌকা প্রবিষ্ট হইলে তাঁহারা মাসুল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এগুলি অন্যায় বলিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বোধ হইয়াছে। কিন্তু এগুলি কেমন করিয়া অন্যায় হইল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। জমীদারদিগের অধিকৃত স্থানে হাট ও বাজার হয়। যাহারা লাভার্থ তথায় দ্রব্য বিক্রয় করিতে আইসে, জমীদারেরা তাহাদিগের নিকট হইতে সেই ভূমির খাজনা স্বরূপ কিছু কিছু তোলা লন, তাহাতে দোষাপত্তি সম্ভাবনা কি? ঐ তোলা লওয়া যদি

অন্যায় ও অত্যাচার হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের তুল্য অত্যাচারীও আর নাই। আমরা যে ভূমিতে বাস করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট তাহার রাজস্ব লইতেছেন, সেই ভূমিস্থিত বাটীর টাক্স গ্রহণ করিতেছেন, আমরা সেই ভূমিতে বসিয়া যদি বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা দশ টাকা আয় করি, গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ লাইসেন্স ও ইনকম টাক্স লন, ঐ ভূমি হইতে রোডসেসও লইবার উপক্রম হইতেছে। এগুলিও ত তবে কাম্বেল সাহেবের মতে অত্যাচার হইল।

যাহা হউক, কাম্বেল সাহেবের এই চেষ্টাটী জমীদার সম্বন্ধে ১৭৭৫ অব্দের সুপ্রিম কোর্টের ব্যবহার বৃত্তান্তটী স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যদি কেহ আসিয়া জমীদারের নামে নালীশ করিল তৎক্ষণাৎ সুপ্রিমকোর্টের পরয়ানা বাহির হইল। জমীদার যদি আসিতে বিলম্ব করিলেন, তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল। যদি তিনি জামীন দিতে না পারিলেন, তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করা হইল। পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া তিনি কারাগারে পচিতে লাগিলেন তাহার তত্ত্ব হইল না। দুই শত ক্রোশ দূর হইতে এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা হইয়াছে, পাঁচ ছয় মাস তাঁহার কারা ভোগ হইল, তাহার পর বিচার হইয়া প্রমাণ হইল, তিনি নির্দ্দোষ। তাঁহাকে অমনি বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এক পয়সা পাথেয় দেওয়া হইল না। কে সুপ্রিমকোর্টের অধিকারস্থ কে নয়, বিচারপতিদিগের অত্যুৎসাহ বশতঃ সে বিবেচনা ছিল না। এ সকল যে অন্যায় ও অত্যাচার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদিগকে কেহ একথা বলেন, এমন লোক ছিলেন না, বলিলেও তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহাদিগের হস্তে সর্ব্বময় ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা অনধিকার চর্চ্চা করিয়া যথেচ্ছ অত্যাচার করেন। লেপ্টনান্ট গবর্ণরও সেইরূপ অনধিকার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁর "নাচের পা" আর থামিতেছে না। ইহাঁকে নিবারণ করেন, এমন কাহাকে দেখিতেছি না। নিবারণ করা যাঁহার কর্ত্তব্য তিনি উৎসাহ দিয়া ইহাঁকে স্বর্গে তুলিতেছেন।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই লেপ্টনন্ট গবর্ণরের অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের যে সবিশেষ চেষ্টা আছে, তাহাতে আমরা তাঁহার অতিশয় প্রশংসা করি কিন্তু তিনি অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া স্বয়ং যে অন্যায় ও অত্যাচার করিতে উদ্যত হইতেছেন, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

দ্বিতীয় পত্র।

সম্পাদক মহাশয়! আমি লেপ্টনন্ট গবর্ণর হইয়া যে যে কাজ করিব, তাহার সমুদায় গুলি বলা হয় নাই, আজি আবার বলি শুনুন। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। আপনি জানেন "স্বজাতৌ পরমা প্রীতিঃ" আমি ব্রাহ্মণদিগকেই সমুদায় উচ্চপদ গুলি প্রদান করিব। ব্রাহ্মণেরাই উচ্চপদ পাইবার যোগ্য পাত্র। ঐ পদ গুলিতে উহাদিগের স্বাভাবিক স্বত্ব ও অধিকার আছে। আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকে মানুষ জ্ঞান করি না। আমার সিদ্ধান্ত এই, অন্যে সহস্র লেখা পড়া জানুক, মূর্খ ব্রাহ্মণেরও সমান নয়। আমার ইচ্ছা রাজ্যের সমুদায় কর্ম্ম গুলি ব্রাহ্মণদিগকে দি তাহা হইলেই আমার চিত্ত নির্ব্বৃত হয়, কিন্তু কি করি অন্যকে নিতান্ত বঞ্চিত করিলে লোকে পক্ষপাতী বলিয়া গালি দিবে। সভ্য সমাজে পক্ষপাতী বলিয়া পরিচয় হওয়া অতিশয় নিন্দার বিষয়। আমি কেবল ঐ নিন্দাকে শঙ্কা করি। ব্রাহ্মণেরা যখন আমার সহায় আছেন, তখন আমি আর কোন শঙ্কা করি না। কেবল সভ্য সমাজে নিন্দার ভয়ে সামান্য কর্ম্মগুলি অন্য অন্যকে দিব স্থির করিয়াছি। সামান্য কর্ম্মগুলি অন্যকে দিবার আর একটী কারণ এই ব্রাহ্মণেরা সামান্য কর্ম্মে ঘৃণা করেন।

এইরূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া এমনি অপক্ষপাত ব্যবহার করিব যে সকলে দেখিয়া চমৎকৃত হইবে। সম্পাদক মহাশয় জানেনই ত ব্রাহ্মণ অবধ্য, ব্রাহ্মণ সহস্র অপরাধ করুন, তাঁহার দণ্ড নাই। তাঁহারা হত্যা করুন, রাজ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করুন আর তহবিল তছ্রূপাত করুন, সে কেবল তাঁহাদিগের অসাবধানতা মাত্র। অসাবধানতার আর দণ্ড কি? তাঁহাদিগকে বিনয় গর্ভ উপদেশ বাক্য দ্বারা সাবধান করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইল। অতএব আপনি ব্রাহ্মণের কথা ছাড়িয়া দিন। অন্য অন্য কর্ম্মচারির বিষয় এমনি তীক্ষ্ণদণ্ড হইব যে লোকে আমার অপক্ষপাতিতা দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করিবে। পদচ্যুতি ও কারাবাস দণ্ড ত কথায় কথায়। অধিক কথা কি, কাহার একটী সামান্য ভুল হইলেও তাহাকে তৎক্ষণাৎ সাস্পেণ্ড করিব। ব্রাহ্মণ যে আজ্ঞা দিবেন যিনি তাহার বিরুদ্ধ কাজ করিবেন, তাঁহার নিস্তার থাকিবে না। তিনি আইন ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে কাজ করিয়াছেন, এ ওজরে তাঁহার রক্ষা হইবে না। এ সকলের উল্লেখ ভস্মে ঘি ঢালা হইবে। তবে যদি কেহ নিতান্ত আমার পায়ে ধরিয়া পড়ে তাহা হইলেই যাহা হউক। যাহারা আমার খোসামোদ করে, আমি যদি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি তাহাতে আমার অপক্ষপাতিতার ব্যাঘাত হইল, আপনি কি ইহা বিবেচনা করেন? কখনই না খোসামোদ করিলে অনুগ্রহ করা আমাদিগের ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাব, আমরা সকলেই সে অনুগ্রহ করিয়া থাকি।

ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব আছেই ত। ঐ প্রভুত্বের যাহাতে আরো বৃদ্ধি হয়, আমি লেপ্টনন্ট গবর্ণর হইয়া তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিব। ব্যবস্থাপক সভা আমারই হাত। আমি এরূপ করিয়া আইন গুলি করিব যে ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারিদিগের কাজের উপরে কাহারও কথা কহিবার পথ থাকিবে না। সম্পাদক মহাশয়! আপীল বিচার

কার্য্যের একটী উপদ্রব। আপীলের ৪র্থ এই, নিম্নস্থ কর্ম্মচারিরা যে বিচার করেন, তাহাতে যে ভ্রম প্রমাদ ঘটে উপরিস্থ বিচার পতিরা তাহার সংশোধন করেন। ব্রাহ্মণ বিচারপতিরা যে বিচার করেন, তাহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটে ইহা কি কখন সম্ভাবিত হয়? তাঁহাদিগের কি ভ্রম প্রমাদ আছে? আপীল প্রথাটী ব্রাহ্মণ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ। ঐ প্রথাটী যাহাতে উন্মূলিত হয়, আমি প্রাণ পণে সে চেষ্টা পাইব। আমি আপীল প্রথাটী উঠাইয়া দিয়া লোকের এই সংস্কার জন্মাইয়া দিব যে ব্রাহ্মণ জাতি ভ্রম প্রমাদ শূন্য, তাঁহারা যে কাজ করেন, তাহাও ভ্রম প্রমাদ শূন্য, সে কার্য্যের কোন ক্রমেই অন্যথা হয় না।

আমি যে প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইব, সেখানে অত্যাচারের নাম গন্ধ থাকিতে দিব না। কেবল যে জমীদারেরাই অত্যাচারী তাহা নয়, সময় ও বিষয় বিশেষে প্রজারাও অত্যাচারী হইয়া থাকে। নীলকর, চা কর কাফিকর প্রভৃতি এদেশের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত কত দূর দেশ হইতে সাগরপার হইয়া আসিয়াছেন। এদেশের শ্রীবৃদ্ধি করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। তাঁহাদিগের আগমন দেশের সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে প্রজাদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা যাহা কিছু দেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের কৃষিকার্য্য করিয়া দেয়। কিন্তু প্রজারা যদি দলবদ্ধ হইয়া কৃষিকার্য্য না করে তাহা হইলেই তাহারা অত্যাচারী হইল। ইহাদিগের দমনার্থ বিশেষ আইন করা আবশ্যক। সে আইনটী এই, নীলকর ও চা-করের স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত কৃষকদিগকে ডাকিলে যদি কোন কৃষক না যায়, আর নীলকর কাফীকর ও চা করেরা এই আইনের আশ্রয় লন, তাহা হইলে সেই অবাধ্য কৃষককে তাহার প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিনা পয়সায় নীল ক্ষেত্রে চা-ক্ষেত্রে ও কাফী ক্ষেত্রে চাস করিয়া দিতে হইবে। একের অপরাধের ফল ভোগ অন্যকে করিতে হয়, এটী নূতন কথা নয়। আমাদিগকে আজিও আদমের অপরাধের ফলভোগ করিতে হইতেছে।

এক দল অত্যাচারির অত্যাচার নিবারণের ত এই উপায় গেল, আর একদল অত্যাচারী জমীদার, তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ বিশেষ আইন করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। জমীদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করিবার অথবা বাব আব গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইলে প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিরোধ চেষ্টা করে, আমার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটী কোনরূপে প্রজারা জানিতে পারে, এমন কৌশল করিব। তবে শঙ্কা এই, প্রজারা মূর্খ, পাছে তাহারা সেই প্রতিরোধ চেষ্টা করিতে গিয়া বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বসে। তাহারা বিদ্রোহী না হয়, এই কারণে আমি পাঠশালায় তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখাইব। অর্ব্বাচীনেরা বলিবে পাঠশালায় যে প্রকার লেখাপড়া শিখা হইবে, তাহাতে বিদ্রোহ প্রবৃত্তি হ্রাস না হইয়া প্রত্যুত বৃদ্ধি হইবে তাহারা যাহাই বলুক আমি সে কথায় কর্ণপাত করি না। আমি যখন ঐ সকল পাঠশালায় পড়াইয়া উহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিব, তাহাদিগের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া সেই বিপক্ষ দলই অবাক হইয়া থাকিবে।

প্রাপ্ত।

কলিকাতার উপবিভাগের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি ষ্টারণডেল সাহেব ১৮৭২—৭৩ অব্দের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক খণ্ড অনেক দিন হইতে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা নানা কারণে এতদিন তাহার উল্লেখে সমর্থ হই নাই। এই রিপোর্ট খানি দেখিয়া আমরা যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলাম। কেবল মাত্র রিপোর্ট লিখিতে হয় বলিয়া সচরাচর যে সব রিপোর্ট লেখা হয় এখানি তাহা নহে। এবার সকল বিভাগেরই রিপোর্ট প্রায় এই রূপ সুন্দর ও সারগর্ভ দেখা যাইতেছে। কাম্বেল সাহেবের অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি যে কোন দোষ থাকুক না কেন তাঁহার শাসন আরম্ভ হওয়া অবধি যে সকল বিভাগ যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই রিপোর্টখানিতে সংক্ষেপে ও পরিষ্কাররূপে উপবিভাগ সকলের অনেক সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। ষ্টারণডেল সাহেব বলিয়াছেন যে উপবিভাগ সকলের স্বাস্থ্য ভাল নয় এবং তাহার ৪ টী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১ ম জল নির্গম হইবার উপযুক্ত নর্দ্দামা প্রভৃতির অভাব। ২ য় পানের উপযুক্ত উত্তম জলের অভাব। ৩ য় পচা ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট পুষ্করিণী ডোবা প্রভৃতির বাহুল্য ৪ র্থ মেষ মহিষ প্রভৃতির প্রতিপালক নীচ শ্রেণীর লোকদিগের অপরিষ্কৃত বসতির বাহুল্য। আমরা অনেক দিন অবধি উপবিভাগ সকলের এই কয়টী অভাব দেখিয়া আসিতেছি। ১ ম তঃ উপযুক্তরূপ জল নির্গম না হওয়াতে এই সকল স্থানে বর্ষাকালে যাতায়াত করা দুষ্কর। সমুদায় নর্দ্দামা পচা পাঁক ও কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া থাকে; সুতরাং অল্প বৃষ্টি হইলে প্রায় রাস্তার উপর জল দাঁড়ায়। পানোপযোগী উত্তম জলেরও অভাব। লোয়ার সারকিউলার রোডের নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা কল হইতে জল লইয়া যায় মাত্র; কিন্তু অধিকাংশ লোকই পচা পুকুরের জল খাইয়া থাকে শেষোক্ত কারণটীর প্রতীকারের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। লোয়ার সারকিউলার রোডের দুই চারি রসির মধ্যে মহিষ ও মেষ পালকদিগের আড্ডা। সেখানে গেলে বোধ হয় জীবন্ত নরক। কর্দ্দম গোময় মনুষ্যের বিষ্ঠা প্রভৃতি একত্র হইয়া বর্ষার জলে তাহার উপর ঢেউ খেলিতে থাকে। দৈবাৎ সে সব পথে গিয়া পড়িলে ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়। উপবিভাগের মিউনিসিপালিটি এবিষয়ের কোন উপায় করিতেছেন না কেন? কলিকাতার মিউনিসিপালিটির ও এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত কারণ ইহা দ্বারা কলিকাতারও স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়। অবশেষে ষ্টারণডেল সাহেব কয়েক জন কর্ম্মচারিকে প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন ইহাতে তাঁহার সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে।

—০:—

বিবিধ সংবাদ।

৩রা ভাদ্র সোমবার।

ইংলিসম্যান কানপুর হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, একজন কয়েদীর হত্যাপরাধে তত্রত্য জেল দারগা ও তাহার কয়েক জন নিম্নস্থ কর্ম্মচারিকে সেসিয়নে দেওয়া হইয়াছে। জেলে কয়েদিদিগের প্রাণ লইয়া ত টানাটানি, তবুও ক্যাম্বেল সাহেব মনে করেন কয়েদিরা জেলে স্বর্গ সুখ ভোগ করে।

১৮৭২—৭৩ অব্দে আগরায় সাধারণ হিতকর কার্য্যে লোকে ১৫৭৫৫ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে মান্দ্রাজ হইতে ৪৫ টন সিঙ্কোনার ছাল ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এত সিঙ্কোনার ছাল এদেশ হইতে যায় নাই।

অনরেবল ফর্ব্বস সাহেব বোম্বাই কাউন্সিলের সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি বলেন, তাঁহার অন্যান্য কাজ এত আছে যে তিনি সভার কার্য্য উত্তমরূপ করিতে পারেন না, কোনরূপে কাজ চালাইয়াও সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। এরূপ কর্ত্তব্যপরতার দৃষ্টান্ত বিরল।

কাবুলের আমীর সিয়ার আলী অম্বালায় যেরূপ কামান দেখিয়াছিলেন সেইরূপ কামান প্রস্তুত করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন, মিট্রেলুস কামানও প্রস্তুত করা হইতেছে। আমীরের এ সকল অনুষ্ঠান অসাময়িক হইতেছে না।

পিয়নিয়র বলেন, এম আলফ্রেড কর্নু আলোকের প্রকৃত গতি স্থির করিবার জন্য বহু পরীক্ষা করিয়া শেষে স্থির করিয়াছেন, আলোক প্রতি সেকণ্ডে ১৮৯০০০ মাইল গমন করে।

সম্প্রতি বাদক্ষণের লোকদিগের সহিত নাইব মহম্মদ আলম খাঁর সৈন্যগণের একটী ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। তিন শত সৈন্য হত হইয়াছে এবং বিপক্ষ দলের ১৪ শত লোক হত ও বন্দীভূত হইয়াছে।

১৫ ই আগষ্টের ইণ্ডিয়া গেজেটে একটী বিজ্ঞাপন দ্বারা পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী কোন প্রদেশে একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজই হউন, কিম্বা অন্য কেহ হউন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি পত্র ব্যতীত কেহই ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবেন না। কেহ এ নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার গুরু অর্থ দণ্ড অথবা কারা দণ্ড হইবে। ব্রিটিশ প্রজারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া ঐ সীমার বহির্ভাগে ভূমি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

মধ্য প্রদেশ হইতে কতকগুলি প্রজা হোলকরের রাজ্যে উঠিয়া গিয়াছে। তত্রত্য প্রধানতম কমিশনর বলেন, তথায় ঋণ উদ্ধারের জন্য যে কঠিন আইন আছে, তাহাই উহাদিগের উঠিয়া যাইবার কারণ। মধ্য প্রদেশে ভূমির রাজস্ব নিতান্ত অধিক বলিয়া প্রজারা উঠিয়া যাইতেছে কি না তাহার অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

আমাদিগের রাজ্ঞীর মুকুটে যে সকল হীরকাদি আছে, হিন্দু পেট্রিয়টে উহার এইরূপ আনুমানিক মূল্য লিখিত হইয়াছে। মুকুটের চতুর্দ্দিকে ২০ টী হীরক আছে, উহার প্রত্যেকের মূল্য ১৫০০০ টাকা। মধ্য স্থলে দুটী আছে উহার প্রত্যের মূল্য ২০০০০ টাকা। আর ৫৪ টী ছোট ছোট হীরকের মূল্য ১০০০ টাকা। করিয়া ৪ টী ক্রস আছে উহার এক একটীতে ২৪ টী করিয়া হীরক আছে মূল্য ১২০০০০ টাকা, ক্রসের উপরি ভাগে ৪ টী বৃহৎ হীরক খণ্ড আছে উহার মূল্য ৪০০০০ টাকা। আর ৩০ টীর মূল্য ১২০০০০ টাকা। ক্রসের উপরে আর আর মুক্তা ও হীরকাদির মূল্য ১০০০০০০ টাকা। আর আর সামান্য হীরকের মূল্য ৩৮০০০ টাকা। ধাতু ভিন্ন শুদ্ধ মুকুটস্থ প্রস্তরগুলির মূল্য ১১১৯০০০ টাকা হইবে। ইউরোপীয়েরা না আসিয়ার রাজগণকে পরিচ্ছদের সমৃদ্ধি শালিতার নিমিত্ত উপহাস করিয়া থাকেন?

হাবড়া হেরাল্ড বলেন, হাবড়া পুলিসের নিমচাঁদ ঈশ্বর নাপিত ঘটিত মকদ্দমার আপীলে মুক্তিলাভ করাতে সে দিন হাবড়ায় মহা ধূম ধাম হইয়া গিয়াছে। শিবপুর এবং গোলাবাড়ী থানার পুলিস কর্ম্মচারীরা এবং সামান্য দোকানদারেরা সালকিয়ার রাস্তা দিয়া ধূমধাম করিতে করিতে যায়। মুরগিহাটা ষ্ট্রীটে উহারা প্রায় ২০ সের বাতাসা ছড়ায়। পুলিস বিলক্ষণ বাহবা লইলেন।

সে দিন খোকাহস্তা বিখ্যাত কোয়ান সাহেব লাহোর হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। লাহোরস্থ সংবাদপত্র বলেন, ইনি আর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবেন না। কোয়ান সাহেবের ন্যায় সদাশয় লোক যত ভারতবর্ষে না আইসেন সেই মঙ্গল।

যে সকল এদেশীয় সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইতেছেন, ইংলিসম্যান উহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, যে সকল ইংরাজ অধিক কাল ভারতবর্ষে আছেন, তাঁহারাই শীতকালে ইংলণ্ডে যাত্রা করিতে ভয় পান, আর যে সকল এদেশীয় কখন বিদেশ গমন করেন নাই, জানুয়ারি মাসে তাহাদিগের সহসা ইংলণ্ডে গমন সহজ নহে। উহাতে নানা বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে। এইগুলি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া তাহাদের ইংলণ্ড যাত্রা করা উচিত। ইংলিসম্যানের এদেশীয়দিগের প্রতি এইরূপ স্নেহভাব দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু সাক্ষ্যদাতারা যে বিপদ স্বীকার করিয়াই যাইতেছেন।

ক্যাম্বেল সাহেবের কিছু দিনের জন্য বিদায় লইয়া যে ইংলণ্ডে যাইবার কথা হইতেছে, পেট্রিয়ট বলেন, তাহা হইলে সর রিচর্ড টেম্পল তাঁহার প্রতিনিধি হইবেন। তবেই প্রতুল।

৪ ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার।

ভারত হিতৈষী সর উইলিয়ম গ্রের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতায় উপনীত হইয়াছে। এখানি টাউনহলে রাখা হইবে। গ্রে সাহেব নিজ শাসন গুণে এদেশীয়দিগের নিকট হইতে এই কৃতজ্ঞতা লাভ করিলেন। ক্যাম্বেল সাহেব যেরূপ শাসন করিতেছেন, তাহাতে এদেশীয়েরা তাঁহাকে যত শীঘ্র বিস্মৃত হইতে পারেন তাহারই চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই।

সেদিন আশুতোষ দেবের বাটীর সম্মুখস্থ মঠের নাট্যশালায় শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের

অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শুনা গেল অভিনয় উত্তম হইয়াছিল; কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, দুটী স্ত্রীলোক ইহার মধ্যে ছিল। নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ যদি বেশ্যা না লইয়া নাটকের অভিনয় করিতে না পারেন তাঁহাদের নাটকাভিনয় চেষ্টা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের আগ্রাস্থ সহযোগী বলেন, গবর্ণমেণ্ট আফিস সকল নির্ম্মাণের জন্য সিমলায় কতক ভূমি ক্রয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ যে দেখি সিমলাবাসের পাকা পাকি বন্দোবস্ত হইতে চলিল।

দিল্লী গেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বহু দিন ধরিয়া অতি বৃষ্টি হওয়াতে মথুরার প্রায় ১০ হাজার গৃহ পড়িয়া গিয়াছে; ইহাতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

দক্ষিণ কানারার লোকে গোবীজে টীকা গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, যিনি গোবীজে টীকা লইবেন, তাহাকে দুই আনা করিয়া দেওয়া হইবে। এ মন্দ উপায় নয়।

মান্দ্রাজের হিন্দুদিগের ১২৪ টী শ্রেণী বিভাগ আছে, ইহাদিগের পরস্পর বিবাহ বা একত্র আহারাদি চলে না। সমুদায় হিন্দু অধিবাসীর প্রায় ৩॥০ ভাগ ব্রাহ্মণ। হিন্দুদিগের বহু শ্রেণী বিভাগই ইহাদিগের একতা সাধনের প্রধান অন্তরায় এবং উহাই হিন্দু সমাজের অবনতির অন্যতর প্রধান কারণ।

বোম্বাইর গবর্ণমেণ্টের নিকট যে ৫ কোটি টাকার দাবী করিয়া মকদ্দমা হইতেছে, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ ৫ কোটি টাকার সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী এসিয়ামাইনরের একজন ইহুদী। ঐ ব্যক্তির যদি কেহ উত্তরাধিকারী থাকেন আসিয়া সম্পত্তি অধিকার করুন, গবর্ণমেণ্ট এই বলিয়া অনেক দিন ধরিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন; কিন্তু তৎকালে কেহই উপস্থিত হন নাই। এক্ষণে দুই ব্যক্তি আসিয়া ঐ বিষয়ের উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় দিতেছে। টাকা অল্প নয়, এ বিষয়ের বিশেষ সতর্কতা সহকারে বিচার করা উচিত।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ১১ টার সময় বিচারকদিগকে আদালতে উপস্থিত হইবার যে আদেশ করিয়াছেন তাহা সুন্দর প্রতিপালিত হইতেছে মুরশিদাবাদ পত্রিকা বলেন, আমাদের মাজিষ্ট্রেট ১ টা ২ টা কোন কোন দিন তৎপরেও কাছারীতে আগমন করেন। আসিয়া একটী কুঠরীতে বসিয়া প্রায় ৩ টা বা ততোধিক কালও মিমো প্রভৃতি লিখিয়া পরে দরবারে উপস্থিত হয়েন। আমলারা চাতকের ন্যায় কখন হুজুর বাহির হইবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। তৎপরে হুজুর আসিয়া চাকি ডুবাইয়া কখন বা প্রদীপ জ্বলিয়া চলিয়া যান।

জ্ঞান বিকাশিনী বলেন, বিদ্রোহী প্রজাদিগকে সুশাসনে রাখিবার জন্য চাটমোহর ষ্টেযণে ছয় জন বন্দুকধারী কনষ্টেবল এবং তাহার অধীনস্থ ফরিদপুর আউটপোষ্টে ছয় জন বন্দুকধারী কনষ্টেবল পাবনা হইতে আসিয়াছে ইহাদের প্রত্যেকের নিকট দশ দশ ফায়ারের উপযুক্ত গোলা বারুদ রহিয়াছে। বর্ষা কাটাইয়া আলি বাঁধা হইতেছে।

ঢাকাপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে, গত ৯ই আগষ্ট তারিখে নওয়াবগঞ্জ ষ্টেসনের অন্তঃপাতী সমসাবাদনিবাসী বংশীদাস বৈরাগী হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গানেরভাব লাগিয়া একেবারে হতজ্ঞান হয় এবং তাহাতেই সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে। বৈরাগী দিগের অনেক প্রকার দশা পাওয়ার কথা শুনা হইয়াছে কিন্তু এরূপ দশা পাইবার কথা কখন শুনা যায় নাই।

বাদক্ষণে ক্রমেই গোলযোগের বৃদ্ধি হইতেছে। ফিজাবাদ হইতে ১৬ ক্রোশ দূর বর্ত্তী নাকলিনামক স্থানের লোকেরা এক প্রকার বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে বাদক্ষণে একটীও সৈন্য থাকিতে পাইবে না তথায় ক্যাণ্টনমেণ্ট করা হইবে না এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন গবর্ণর নিযুক্ত করিতে হইবে, এগুলি না করিলে তাহারা রাজস্ব দিবে না। উহাদিগকে দমন করিবার জন্য বহু সংখ্যা অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য ও কামান প্রেরিত হইয়াছে।

বোম্বাইর আনেষ্টি সাহেবের মৃত্যুতে তত্রত্য হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট এবং বহু সংখ্যা দোকান বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সমাধি স্থলেও বহু সংখ্যা লোক গমন করেন। সর্ব্বাপেক্ষা পারসিরাই তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। নগর মধ্যে এক খানিও পারসির দোকান খোলা ছিল না। সমাধি স্থলে প্রধানতম বিচারপতি, হাইকোর্টের ৪ জন জজ এবং প্রায় সমুদায় বারিষ্টার ও উকীল গিয়াছিলেন। আনেষ্টি সাহেবের প্রতি বোম্বাইর লোকের যে বিশেষ সম্মান ও ভক্তি ছিল এবং তাঁহার মৃত্যুতে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, ইহা দ্বারা তাহার পরিচয় হইতেছে।

৫ ই ভাদ্র বুধবার।

একজন ফিরিঙ্গি সুরাপানে মত্ত হইয়া অসাবধান পূর্ব্বক বগি হাঁকাইয়া যাওয়াতে উহা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের একখানি গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার ঘোড়ার আঘাত লাগে। মিলার সাহেব উহার ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

কটন কমিশনরের পদটী উঠিয়া যাইতেছে। রাজস্ব কৃষি বাণিজ্যের সেক্রেটারিএটের দ্বারা ঐ কাজ সম্পন্ন হইবে।

অতি বৃষ্টি নিবন্ধন দারজিলিঙে বহু সংখ্য পঙ্গপাল মরিয়াছে। এগুলি দ্বারা চাক্ষেদের অনেক উপকার হইতেছে। ক্ষেতে সার হইতেছে।

বোম্বাইর পারসিরা আনেষ্টি সাহেবের স্মরণার্থে কোন চিহ্ন স্থাপনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন।

সম্প্রতি বাণ্ডীর ভূতপূর্ব্ব নবাব আলী বাহাদুরের কাশীতে মৃত্যু হইয়াছে।

৯ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে

কলিকাতায় ১৭৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৬৫ জনের মৃত্যু হয়।

৬ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

গত মঙ্গলবার হুগলীর জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটের নিকট তারকেশ্বরের মহান্তের বিচার হয়। যে দাসী ইহাতে লিপ্ত ছিল, তাহাকে ময়নার সাক্ষী করা হইয়াছে। নবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য শ্রবণে সকলেরই হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল। মহান্তের এক জন ভৃত্য ইহার প্রধান সাক্ষী, আর একজন মহান্তও সাক্ষ্য দিয়াছে। মকদ্দমা সেসিয়নে গিয়াছে। আগামী সেপ্টেম্বরের সেসিয়নে বিচারের শেষ হইবে।

যোধপুর হইতে যে সকল ছাত্র আজমীরের মেও কালেজে বিদ্যা শিক্ষার্থ যাইবে যোধপুরের রাজা উহাদিগের বাস গৃহের জন্য ৩৬০০০ হাজার টাকা দিয়াছেন। টঙ্কের নবাবও এই নিমিত্ত ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

এলিপো নগরে একদা বৈদ্যুতিক আলো করা হয়। একজন ইংরাজ উহার তত্ত্বাবধায়ক হন। তিনি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখেন উক্ত আলোক নির্ব্বান তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন।

৭ ই ভাদ্র শুক্রবার।

কটের রাও রাজকুমার কালেজের ন্যায় নিজ রাজ্য মধ্যে একটী কালেজ স্থাপনের মানস করিয়াছেন।

লার্ড মেওর স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের জন্য যে টাকা সংগৃহীত হয়, উহাতে ৫৩ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই টাকা কোন বিষয়ে ব্যয় করা উচিত তদ্বিষয়ে অনেকে অনেক কথা কহিতেছেন। কমিটীর সভ্যেরা বলিয়াছেন, তাঁহারা অবসর মত এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহা হয় স্থির করিবেন। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে ক্যানিঙ মেমোরিয়াল ফণ্ডের টাকার ন্যায় পাছে এই ৫৩ হাজারেরও সেই দশা ঘটে।

৮ ই ভাদ্র শনিবার।

সর্পবিষ নাশক ঔষধ আবিষ্কারের জন্য কলিকাতায় যে এক কমিশন হইয়াছেন, হাল ফেোড সাহেবের আবিষ্কৃত ঔষধের পরীক্ষার্থ তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ায় তত্রত্য কতকগুলি সর্প পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। দেশীয় সর্পে কিছু হইল না. এখন বিদেশীয় সর্পের পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

এক ব্যক্তি ক্ষীরপাই ডাকঘরের দোষোল্লেখ করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন! আমরা পত্রপ্রেরকদিগকে পরামর্শ দি তাঁহারা পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকটে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবেদন করেন। ভদ্র লোকে সম্মুখ যুদ্ধেরই প্রশংসা করেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন কলিকাতার দক্ষিণ নগরারহাটের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে জ্বরের অতিশয় প্রদুর্ভাব হইয়াছে। তথায় একে চিকিৎসক নাই, যাহারাও আছে, মোল্লারচকে এক জহুরা হওয়াতে রোগীরা সেই খানেই যাইতেছে, তাহাদিগের নিকটে কেহ যায় না। পত্র প্রেরক জহুরার প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বলেন, রোগীরা অকারণ কষ্ট পাইতেছে। পত্র প্রেরকের এ আক্ষেপ বৃথা। জহুরা প্রতারকদিগের প্রতারণা মাত্র যে পর্য্যন্ত লোকের এ সংস্কার না জন্মাবে, তাবৎ আক্ষেপ করিয়া ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কার্পণ্যও জহুরার প্রতি বিশ্বাসের একটী প্রধান কারণ।

মধ্যস্থ বলেন শব্দকল্পদ্রুমের পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ হইতেছে। এটী আহ্লাদের সংবাদ।

বঙ্গবিধানের চতুর্থ সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইল। ইহাতে পুরাবৃত্ত, শাস্ত্রজ্ঞান হতভাগ্য পতি, বিজ্ঞান, চিন্তালহরী, নিশীথে শশধর, উদ্বেল তরঙ্গ গীত এই আটটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কাম্বেল সাহেব কোন বৈদেশ্যে ঠোকর মারিতে ছাড়িলেন না সমাজ দর্পণ লিখিয়াছেন "তিনি। সেদিন জষ্টিস কেম্প সাহেবকে লিখিয়াছেন কাম্বেল সাহেব যে পূর্ণিয়ার কালেক্টর সম্বন্ধে যে রায় প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার একস্থলে লিখিত আছে যে "পূর্ণিয়ার কালেক্টর যথার্থ অপরাধীকে নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া কাহাকে অপরাধী করিবেন ভাবিতে লাগিলেন এই স্থলটা আর একবার বিবেচনা করিয়া লিখিলে ভাল হয়।" কেম্প ও ফিয়ারসাহেব উত্তর করিয়াছেন যে আমরা আপনাকে আমাদের রায়ের দোষাদোষ নির্ণয় করিতে অনুরোধ করি নাই। আমরা এই মাত্র অনুরোধ করিয়াছি যে আবদুল কাদিরের বিরুদ্ধে পূর্ণিয়ায় যে মকদ্দমা হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারিকে তথায় প্রেরণ করুন। উপযুক্ত উত্তর হইয়াছে।"

ইউরোপীয়সমাচার

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। কেম্ব্রিজের ডিউক সৈনিক আফিসরদিগের অসন্তোষ সম্বন্ধে এক আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আর বাদানুবাদ হয় তাঁহার অভিপ্রেত নয়। রাজ্ঞী উহাদের অসন্তোষের প্রকৃত কারণ আছে কি না তাহার অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিয়াছেন, অনুসন্ধানের শেষ হইলে পর আফিসরেরা যে সকল আবেদন করিয়াছিলেন তাহার ফল জানা যাইবে।

মারসচ অন্তরীপ এবং এডেনের মধ্যে একটী সামুদ্রিক টেলিগ্রাফ স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে।

কার্থেজিনা বিপক্ষগণের গতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বিদ্রোহী রণতরী সকল বিদেশীয় জাহাজে গোলাবর্ষণ করে, উহারাও সেইরূপ করে। উভয় পক্ষে কোন ক্ষতি হয় নাই।

লণ্ডন ১৮ ই আগষ্ট। পারস্যের সাহা কনষ্টাণ্টিনোপলে উপনীত হইয়াছেন।

এডিনবরার ডিউককে আহ্বান করিবার জন্য রুষীয় রাজ পরিবার লিবাডিয়াতে সমাগত হইতেছেন। জানুয়ারি মাসে সেণ্ট পিটর্সবর্গে সম্রাট কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হইবে।

লণ্ডন ১৯ এ আগষ্ট। গবর্ণমেণ্ট গোল্ড কোষ্ট হইতে আসান্টি দের রাজধানীর বিরুদ্ধে একদল সেনা প্রেরণে ইচ্ছা করিয়াছেন।

কার্টিজিনা বিদ্রোহীস্থ ইংরাজ ও ফরাসী জাহাজে গোলা বর্ষণ করিয়াছে। উভয় জাহাজের অধ্যক্ষ ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক উহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। জর্ম্মণ সেনাধ্যক্ষের প্রার্থনানুসারে ব্রিটিশ পোতাধ্যক্ষ দুই খানি বিদ্রোহী জাহাজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। আমেরিকায় এবার উত্তম তুলা জন্মিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৬ ই আগষ্ট। উড়িষ্যার প্রতিনিধি কেনাল রেভেনিউ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এফ, ডবলিউ আর কাটলি সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেটের এবং কটকের একজন কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

রাজমহলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, হিওয়াড ফৌজদারী কার্য্য বিধির ২২২ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ই, এম, স্মিথ সাহেব নদীয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ, ওয়াইয়ার সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন; কিন্তু আপাততঃ মালদহের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিতে হইবে।

১৯ এ আগষ্ট। পি, ডি ডিকেন্স সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন; কিন্তু আপাততঃ কলিকাতার প্রতিনিধি পুলিস মাজিষ্ট্রেট থাকিতে হইবে।

গোয়ালন্দের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ এস আর, ডেবিস সাহেব ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কটন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত জে, ক্রফোড সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অণ্ডর সেক্রেটারি হইবেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধি কমিশনর শ্রীযুক্ত এফ, সি, ফাউল সাহেবকে নিজ কার্য্য ভিন্ন ত্রিপুরার জাইণ্ট সেসিয়ন জজের কার্য্য করিতে হইবে।

১৪ ই আগষ্ট। কাছাড়ের স্কুলসমূহের প্রতিনিধি ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু হরিকিশোর গুপ্ত উক্ত পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত এচ বলকম্যান সাহেব সটক্লিফ সাহেবের অনুপস্থিতি কালে বঙ্গদেশীয় শিক্ষা কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

সার্জ্জন আলমুর আলী আহম্মদ কিছু দিনের জন্য শিবসাগরের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

শ্রীযুক্ত এচ, জে, নিউবেরি সাহেব ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি) ৪৯ ধারানুসারে মুঙ্গেরের রোড সেস কমিটীর একজন সভ্য হইবেন।

শ্রীযুক্ত জি, আর কে মীরিস সাহেব গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট রোড কমিটীর বাইস চেয়ারমান হইয়াছেন।

সি, বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮ ই আগষ্ট। বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন এবং কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

বাবু অভয়চরণ দে কিছুদিনের জন্য ময়মনসিংহের প্রতিনিধি দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

বাবু যাদবচন্দ্র দে কিছুদিনের জন্য সিলেটের প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

কুচবিহারের অন্তঃপাতী গোবরা ছড়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

"গত ১০ ই আগষ্ট রবিবার অত্রত্য ইং বং বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পারিতোষিক দান কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এস্থানে বলা মন্দ হইতেছে না যে রাজদত্ত পুরস্কার ব্যতীত স্থানীয় জমিদার ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তফী ও অন্যতর মেম্বর শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র মুস্তফী মহাশয় দ্বয় আপন আপন পুস্তকাধার হইতে ছাত্রদিগকে অনেক পুস্তক দান করিয়াছেন জমীদার বাবু ছাত্রদের উৎসাহ দানের নিমিত্ত আগামী বৃত্তি পরীক্ষায় ষোল টাকা মূল্যের দুইটী রৌপ্য মেডেল্ (পদক) দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। একটী তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়ে, অপরটী পরীক্ষায় যে স্কুল কুচবিহারের মধ্যে প্রথম হইবে।"

পঞ্জাব সীমা ডেরা এস্মাইল খাঁস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

১। শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে অর্থাৎ ১৮। ১৯। ২০ এ শ্রাবণে গগনমণ্ডল এখানে প্রকৃত বর্ষাকালের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছিল, অন্য শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহের শেষ ভাগ, কএক দিন হইতে এমনি গুমট পড়িয়াছে যে রাত্রি দিনের মধ্যে আমরা স্বস্তি পাই না, এক এক দিন বিন্দুমাত্রও বায়ু প্রবাহিত হয় না। এইরূপে এ অঞ্চলে আসিয় অবধি আমরা শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুর সমান অত্যাচার ভোগ করিতেছি, বঙ্গদেশে ছয় ঋতুর কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় এ অঞ্চলে শুদ্ধ দুই ঋতু।

২। এ অঞ্চলে তাদৃশ বর্ষা হয় না বলিয়া সমস্ত গৃহই মৃত্তিকা নির্ম্মিত, সুতরাং একটু তেজে বৃষ্টি হইলেই অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হয়, বিগত বৃষ্টির সময় অত্রস্থ জেলখানার এক অংশ পতিত হইয়া দশ জন লোক হতাহত হইয়াছে, জেলখানা বিচারালয় প্রভৃতি যে যে স্থানে অনেক লোক একত্র হয় সে সকল স্থানের গৃহ সকল বিশেষরূপে পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা ভাল; নতুবা প্রায়ই বিপদ ঘটে।

৩। এই সময়ে সিন্ধু নদের জল অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে, স্রোতেরও বিক্রম কম হয় নাই, কএক দিন হইল কতকগুলি মহিষকে রাখালেরা অপর পারে লইয়া যাইতেছিল স্রোতে মহিষ সকল তিন ক্রোশ দূরে নীত হইয়াছিল, মহিষের জলে থাকা অভ্যাস আছে এবং সন্তরণ জানে এই জন্য মরে নাই, অন্য জন্তু হইলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত।

৪। সর্ব্বত্রই কুকুর হত্যার ধূম পড়িয়া

গিয়াছে, এখানে ডেপুটী কমিশনরের আদেশানুসারে কএক দিন ধরিয়া শত শত কুকুর হত হইতেছে, যদিও এইরূপ কুকুর হত্যা নিষ্ঠুরতার এক শেষ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বেওয়ারিস দেশী কুকুর এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র এত অধিক ও বিরক্তিজনক যে এরূপ হত্যার হুকুম মধ্যে মধ্যে না হইলে লোকের কষ্টের আর সীমা থাকিত না, পথে ঘাটে বিনা ছড়ি হাতে যাওয়া ভার, ইহা ছাড়া কুকুরের দংশন বিশেষ বিপদজনক, এই সকল বিবেচনা করিলে শৃগাল কুকুরের সংখ্যা যত কমে ততই জনপদ সকল নিরাপদ ও আবর্জ্জনা বর্জ্জিত হয়।

৫। ৭। ৮ দিন হইল, অত্রস্থ এক ব্যক্তি এই বলিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল যে, তাহার ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া ভগিনীকে নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে কয়েক জন উজীরা লইয়া গিয়াছে পাঁচ শত টাকা পাইলে প্রত্যর্পণ করে। এ ব্যক্তি কহিল ৩। ৪ শত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে অবশিষ্ট টাকা হইলে ভগ্নীকে আনিতে পারি। শুনিলাম, এরূপ মধ্যে মধ্যে সুযোগক্রমে লোকের সন্তানাদি লইয়া উজীরেরা পলায়ন করে এবং অনেক টাকা দাওয়া করিয়া প্রত্যর্পণ করে। পঞ্জাবের সীমাগুলি এখনও এরূপ নিরাপদ হয় নাই, যে লোকে নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে। এখান হইতে কোহাট অথবা বন্নু যাইবার সময় কেহ একাকী যাইতে পারে না, তাহা হইলে উজীরীদের হাতে পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারাইতে হয়, কত দিনে যে সীমাস্থ অসভ্য নরশোণিত লোলুপ জাতিরা শাসিত হইবে বলিতে পারি না, যত দিনে এই সীমাগুলি বিপদ শূন্য না হইতেছে, তত দিন ভারত বর্ষ ভিন্নজাতির আক্রমণ ভয় হইতে রক্ষিত হইতেছে না।

৬। গতপত্রে লিখিয়াছি এ অঞ্চলের হিন্দুরা মুসলমানের সহিত একত্র এক বিছানায় বসিয়া তামাকুর ধূমপান করে। আমাদের দেশের হিন্দুরা এমত স্থলে হুঁকার জল ফেলিয়া দেয়। এখন দেখিলাম, শুদ্ধ তামাকুর ধূম পান নহে, কটী ব্যতীত প্রায় অন্যান্য দ্রব্যও মুসলমানে স্পর্শ করিলে খাইয়া থাকে, আমাদের অঞ্চলে মুসলমান গৃহে প্রবেশ করিলে পানীয় জলের কলসী পর্য্যন্ত অপবিত্র হয়, এখানে হিন্দুরা ভোজনের স্থানে একটী গণ্ডি দেয় এই গণ্ডীর বাহিরে যে কোন ম্লেচ্ছ জাতি আসুক না কেন তাহাদের তাহাতে আহারীয় দ্রব্য অপবিত্র হয় না, বঙ্গদেশ ছাড়া উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের বিধবা স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিধান করে এবং একাদশীর দিন কেহ নিরম্বু বা অনাহারে থাকে না, নিরম্বু একাদশীর কষ্টের বিষয় অনুধাবন করিলে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপককে বিশেষ নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হয়, প্রতিমাসে দুইবার সমস্ত দিন রাত্রি অনাহারে থাকিলে শরীরের তেজ অনেক কমে এবং রিপুসকলের প্রবলতাও তাদৃশ থাকে না যথার্থ বটে; কিন্তু সমস্ত পাপের ও পতনের মুল যে ইচ্ছা, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের সেই কুপ্রবৃত্তি শাসনের কি ব্যবস্থা হইয়াছে? শারীরিক কষ্টকর কতকগুলি ব্রত নিয়ম পালনে শরীরই শুষ্ক হইতে পারে মনের নরকাগ্নি কে নির্ব্বাণ করিবে? যত দিন আমাদের দেশে নীতি সমন্বিত বিদ্যার দ্বারা স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কৃত না হইতেছেন, তত দিন পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষীর পোষমানার ন্যায় আমাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকের সতীত্ব অপরীক্ষিত থাকিবে, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি দেবী সমা নারীগণ যে নীতি সমন্বিত বিদ্যাবর্জ্জিত ছিলেন এমন বোধ হয় না।

বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সতী দেখা যায় বাঙ্গালীরা স্ব স্ব স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব যেরূপ কঠিন নিয়মে রক্ষা করেন, এসকল অঞ্চলের পুরুষেরা সেরূপ করে না এই জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে দেখা যায়। কলিকাতায় ইউরোপীয় বেশ্যাদিগের জন্য যেমন একটী একটী "খালি বাড়ী" আছে, শুনা যায় তাহাতে কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় কোন কোন কর্ম্মচারীর স্ত্রী বা কন্যা আসিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া যায়, অমৃতসর লাহোর এমন কি এই সীমান্ত নগরেও অনেকগুলি ঐরূপ খালি বাড়ী আছে ইহাতে গৃহস্থের স্ত্রীলোকে পর্য্যন্ত আসিয়া স্ব স্ব কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার এই প্রতীতি হইয়াছে যে মন জ্ঞান ও ধর্ম্মে বলবান না হইলে মানুষ কুপ্রবৃত্তি সকলকে পরাজয় করিতে পারে না। বঙ্গদেশ মধ্যে ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত থাকিলেও সতীত্বের যে গৌরব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অঞ্চলে তাদৃশ আঁটা আঁটি নাই; সুতরাং অপবিত্রতার স্রোতও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

৭। যে সর্ব্বনাশকর সুরাসেবনে দেশ ছারখার হইতেছে যাহার স্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য বঙ্গদেশে বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে এসকল অঞ্চলে তাহা সর্ব্বত্রই প্রচলিত ও সামাজিক নিয়মের মধ্যে গণ্য, আমাদের দেশে বন্ধুবান্ধব আসিলে যেমন তামাকের ধূম সেবন করান ভদ্রতা রক্ষা করার মধ্যে গণ্য, এখানে সুরাপান করান সেইরূপ ভদ্রতা রক্ষার মধ্যে গণ্য, বিবাহ ও অন্যান্য আনন্দোৎসবে সুরা একান্ত প্রয়োজনীয়, নতুবা সে উৎসবই নহে। বাঙ্গালীরা যেরূপ ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে এই পানদোষ শিক্ষা করিয়াছে ইহারা সেরূপে এ পান দোষ অভ্যাস করে নাই। ইহারা পুর্ব্বাবধি দেশীয় সুরা পান করিয়া আসিতেছিল, তাহার মধ্যে ইউরোপীয় ভাল মদের স্বাদ পাইয়া ইহা ধরিয়াছে, এখন ত ইহারা অসভ্য ও অশিক্ষিত অবস্থায় আছে, যখন আমাদের শিক্ষিত বাবুদিগের ন্যায় সাহেব হইবে তখন মনে করুন এ সকল অঞ্চল কিরূপ ভয়ানক হইবে, পুর্ব্ব পুর্ব্ব পত্রেই ত লিখিয়াছি পিতা পুত্রে ভ্রাতায় ভ্রাতায় একত্র ইহারা মদ্য পান করিয়া আমোদ করে, ইহার পরে কিরূপ হইবে মনে করুন, বোধ হয় ব্রাণ্ডির সমুদ্র তখন প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এরূপ কল্পনাও কষ্টকর।

৮। মহাশয়! আমার বিশ্বাস ছিল ইংরাজ ... আর যে কোন দোষই থাকুক, লাম্পট্য

দোষ নাই এবং ইহারা স্বার্থপর ও সংকীর্ণ মনা নহে, কিন্তু এই সকল অঞ্চলের সাহেব-দিগকে দেখিয়া আমার সে সংস্কার দূর হইয়াছে, অবিবাহিত ও স্ত্রী বর্জ্জিত প্রায় সকল সাহেবই স্ব স্ব খানসামার দ্বারা বেশ্যা গৃহে লইয়া যান, ইহাতে দোষ মনে করেন না, কোন কোন সাহেব আবার বেতন দিয়া বেশ্যা রাখেন। এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান প্রায় সমস্ত নগরে এই জন্য অগণ্য ট্যাঁস দেখা যায়, সমস্ত আফিসে ও সমস্ত কার্য্যা-লয়েই ট্যাঁস, এই পশুবৎ ট্যাঁসের অত্যা-চারে অনেকে বিরক্ত হয়, ইহারা সাহেব হইতে যায় এবং দেশীয় লোককে ড্যাম্ নেটিভ " বলিয়া উপহাস করে!!! আপনার কার্য্য উদ্ধারের জন্য সাহেবেরা অধীনস্থ দেশীয় লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ দেখায় কার্য্য উদ্ধার হইলে এমনি ভাব করে যেন আর তাহাকে চিনিতে পারে না, তবে সকলেই যে এরূপ তাহা বলিতেছি না; কিন্তু অনেকের ভাব এইরূপ এ বিষয়ে ক্রমে ক্রমে আমার দর্শন প্রকাশ করিব, অদ্য এই পর্য্যন্ত থাকিল।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! দিন দিন আমাদিগের দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়া আসিতেছে, তাহাতে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই দক্ষিণ বারাসত গ্রামটী সুন্দর বনের এলাকার অন্তর্গত হইয়া উঠিবে। বৎসর বৎসরই জঙ্গলের বৃদ্ধি ও পীড়ার সাতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে। গ্রামের মধ্যে অন্ততঃ ১০ বিঘা ভূমিও একত্র পরি-ষ্কৃত দেখিতে পাওয়া যায় না, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ভয়ানক জঙ্গল অন্তরে নানাপ্রকার হিংস্র জন্তুর বাস, ব্যাঘ্র মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ অদ্যাপি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই বটে; কিন্তু আর দুই এক বৎসর এরূপ থাকিলে ক্রমশই গ্রামটী উহাদের আবাস ভূমি হইয়া উঠিবে। এক্ষণে মারাত্মক হিংস্রের মধ্যে পীড়া নানা আকারে গৃহে গৃহে লোক সংখ্যা হ্রাস করিতেছে। রাত্রির কথা দূরে থাকুক, দিবাভাগেও একাকী এক পাড়া হইতে অপর পাড়ায় যাইতে শঙ্কার উদয় হয়। গ্রামের ভিতর একটী রাস্তা ভিন্ন সকল রাস্তাই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। পাশা-পাশি দুই জনের কথা দূরে থাকুক, জঙ্গলে স্থানে স্থানে এক জনেরও গতি রোধ হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেও গ্রামের অতি অল্পাংশ ভূমি শুষ্ক হইতে দেখা যায়। গ্রামের সমুদায় স্থানই অপরি-চ্ছন্ন ও বন্য বৃক্ষ লতাদিতে আকীর্ণ, ক্রমে বর্ষার বৃদ্ধিতে গ্রামেরও দুরবস্থার বৃদ্ধি হইতে থাকে, রাস্তাগুলি কর্দ্দমময়, গলিত বৃক্ষল-তাদির দুর্গন্ধে গ্রামটী দুর্গন্ধময়। চারি দিকে দূষিত বাষ্প উত্থিত হইতেছে ও জল নির্গ মের পথগুলি জঙ্গলে আচ্ছন্ন হওয়াতে নীলবর্ণ জলে গ্রামের প্রত্যেক জলপথ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, প্রতি গৃহস্থের গৃহেই প্রায় তিন চারিটী রোগী শয়ান, কবিরাজ বাড়ি বাড়ি ঔষধের বড়ি বণ্টন করিয়া দিতেছেন, প্রায় প্রত্যেক রন্ধনশালারই কোন স্থানে সাগুদানা, কোথাও তালসাভার রস, কোথাও বা পাঁচন সিদ্ধ হইতেছে। যখন কবিরাজ বহির্গত হন, তখনই রাস্তায় তাঁহার সহিত দশ পনর জন মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, নতুবা প্রায়ই রাস্তায় জন মানবের সম্পর্ক নাই, শৃগাল প্রভৃতি বন্য জন্তুগণ নিঃশঙ্কচিত্তে রাস্তায় গমনাগমন করিতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে অন্য আলাপের নাম মাত্রও হয় না কেবল কাহার বাড়িতে কে কেমন আছে এইমাত্র আলাপ শুনিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বদাই আশে পাশে দৃষ্টি না করিলে রাস্তায় এক দণ্ডও দাঁড়াইতে সাহস হয় না। পুষ্করিণীর জলও গলিত বৃক্ষাদি সম্পর্কে দুর্গন্ধময় ও বিবর্ণ, অভাবেই সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিতে হইতেছে এবং সেই পরি মাণে রোগেরও বৃদ্ধি হইতেছে। গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প বলিয়াই হউক, বা সমস্ত লোক নিঃস্ব বলিয়াই হউক, গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। তাহা বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষ থাকা কি যুক্তিসঙ্গত? রাজায় প্রজায় সম্পর্ক কি? রাজা প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে সুখে রাখি-বেন, কিন্তু সুখ স্বর্গে বিচরণ করিতেছে, অথচ দিন দিন নূতন রাজকর নূতন আকারে রোগক্লিষ্ট দুঃস্থ গ্রামের হৃদয় হইতে শোণিত শোষণ করিতেছে। কলি-কাতার শোভা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্পাদন হই-তেছে বটে; কিন্তু তাহাতে পল্লীগ্রামের উপকার কি? যেখানেই ইংরাজের বাস সেখা নেই ত গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আকুল, এদিকে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক দেখা-ইয়া এদেশীয়দিগকে যার পর নাই সদাশয়তা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে আমাদিগের দেশে একটী সরকারী রাস্তা ও একটী ফেরি-ফণ্ড রাস্তা ভিন্ন দেশের মধ্যে কোন প্রকার উন্নতি এবং বিশেষ ব্যয় দেখাইতে পারিবেন না। যদি আজি ঐ গ্রামে সামান্য একজন গোরাও থাকিত, তাহা হইলে কখনই গ্রামের এরূপ দুরবস্থা থাকিত না। আমরা যেরূপ রাজকর দিয়া থাকি, একটী ইংরাজাধিষ্ঠিত দেশও সেইরূপ রাজকর দিয়া থাকে, তবে আমাদিগকে কি নিমিত্ত এরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়? এক্ষণে হয় ত গবর্ণমেণ্টের কর্ণ এককালে বধির হইয়া থাকিবে; কিন্তু যদি এই প্রস্তাবে একটী লাইবেল কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সেই মুদ্রিত কর্ণ এককালে জাগরিত হইয়া মহা আস্ফালনে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠি-বেন। রাজা সমদৃষ্টি না হইলে তাঁহার রাজত্ব বিশৃঙ্খলা মাত্র। ভয়ে ভয়ে প্রজারা সম্মুখে কিছু বলিতে না পারুক, কিন্তু মনের উপর রাজ শাসনের অধিকার কি? এক অধিকারে এক ভাবে এক আকারে থাকি-য়াও যে, কেহ স্বর্গ কেহ নরক ভোগ করি-বেন, ইহা কিরূপ বিবেচনা বলিতে পারি না। রাজার সম্মান চাহিলে রাজার ন্যায় মনের ভাবও থাকা কর্ত্তব্য, নতুবা ভয়ে

ভয়ে রাজার প্রতি সম্মান প্রকাশ ব্যভিচারিণীর স্বামীর প্রতি ভক্তির আতিশয্যের ন্যায়ই হইয়া থাকে। আর আমরা কিছু বলিতে চাহি না কে বা শুনিবে, কাকেই বা বলিব, অরণ্যের রোদন অরণ্যেই মিশাইল। এক্ষণে আমাদিগের (কাপুরুষের) আশ্রয় স্থান দৈবের উপরই নির্ভর করিয়া রহিলাম, যদি রাজপুরুষগণের কৃপাদৃষ্টি হয়, মঙ্গল না হয় তথাপিও মঙ্গল। যেরূপে হউক, আমাদের উপসংহারেই প্রস্তাবের উপসংহার হইবে (১)।

তথাপি আমাদের স্বজাতীয় বলিয়াই মহিম বাবুর নিকট এই প্রার্থনা করি, তিনি আর কিছু করুন না নাই করুন, আমাদের অনুরোধে ও তাঁহার সদাশয়তা গুণে যদি এই প্রস্তাবটী একবার পাঠ করেন, তাহা হইলেও আমরা যার পর নাই সুখী হইব।

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী
দক্ষিণ বারাশত।

সম্পাদক প্রবর! আপনার পত্রিকার নূতন হেডিংটী দেখিয়া আমাদের মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হইল। জগৎ বাবুর শিল্প নৈপুণ্যের আমরা অবশ্যই প্রশংসা করিব, তিনি দিন দিন এ বিষয়ে উন্নতি লাভ করুন তাহাও আমরা ইচ্ছা না করিব এমন নয়; কিন্তু এই আমাদের আক্ষেপের যে আপনার মত ধীর সম্পাদক সম্যক বিবেচনা না করিয়া একমাত্র জগৎ বাবুর উৎসাহ দানার্থে লোক খ্যাত সোমপ্রকাশকে বিকলাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। এমন লোক অতি বিরল যিনি সাহিত্য ভাণ্ডারের মধ্যে সোমপ্রকাশকে একটী মূল্যবান্ নিধি বলিয়া নির্দ্দেশ না করেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকা কুলের শিরোভূষণ সকলের মনে যখন এই বিশ্বাসটী অপ্রতিহত ভাবে রহিয়াছে, তখন তাহাকে সঙ সাজাইলে কাহার না দুঃখ উপস্থিত হয়? পূর্ব্ব হেডিংটী পত্রিকার উপযুক্তই ছিল; কিন্তু নূতনটী তাহার গৌরবের না হইয়া মানহানির উপদাম হইয়াছে। স য়ের ও এবং প য়ের র এমন গর্ব্বিত ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে বোধ হয় পত্রিকা যেন আপন মুখশ্রী দেখাইতেও লজ্জাবগুণ্ঠন উত্তোলনে সমর্থ হয় না, গৌরবের আস্পদ ভক্তির আধার গাম্ভীর্য্যের আদর্শ সকলের যত্নের ধন সোমপ্রকাশের এমন চঞ্চলা মূর্ত্তি কি পাঠকগণ ভাল বাসেন? মহাশয়! আপনি যেমন দেখুন না কেন সত্যের অনুরোধে বলিতে গেলে আমরা বড় ভাল দেখি না। কেহই ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় প্রীত নহেন। আপনি জগৎ বাবুর প্রতি যে পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞতা দেখান উচিত দেখাইয়াছেন, এখন আপনার পাঠকগণের মনোরঞ্জন করা কি উচিত নয়? আপনাকে অনুরোধ করি, পুনর্ব্বার পূর্ব্ব হেডিংটী প্রকাশ করিয়া আমাদের আশা পূর্ণ করুন। ভরসা করি, আপনি জন সাধারণের মনোরথ পুরণে শিথিলপ্রযত্ন হইবেন না (১)।

বশম্বদ
শ্রীকালীকমল সান্ন্যাল
প্রধান শিক্ষক।

"যে জানে না এবং শিখে না কিন্তু
জানায় যে আমি জানি, তাহার
মূর্খতা কখনও
ঘোচে না।"

কতকগুলি অসারগর্ভ বাক্য বিন্যাস করিয়া প্রতিবাদ করা বিবাদ কণ্ডু বিনোদন প্রয়াসী ব্যক্তির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তথাবিধ ব্যক্তিগণ সদ্‌বিবেচনা ও সদ্‌যুক্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া যাহা মনে উদিত হয়, তাহাই প্রকাশ করিয়া স্বীয় বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার কাণ্ড জ্ঞান শূন্য অপদার্থগণ ভাবী উন্নতির উৎপাত কেতু স্বরূপ। ইহাদিগের কথায় আস্থাবান হওয়া ধীর জনোচিত কার্য্য নহে।

৩ রা ভাদ্র প্রকাশিত বঙ্গদর্শন পাঠকের পত্রখানি এই প্রকার অসারগর্ভ বাক্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পত্রপ্রেরক আমাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিতে যাইয়া নিজেই মহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। স্নিগ্ধ নয়নে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যহীন দেখায় না। পত্রপ্রেরক বঙ্গদর্শনের প্রতি একান্ত স্নেহবান, সুতরাং তাঁহার চক্ষে দোষ গুলিও গুণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যথার্থ দোষ থাকিলে উপশান্তির নিমিত্ত তাহার উল্লেখ না করা হীনজন বিহিত চাটুকারিতার লক্ষণ। আমরা দুঃখিত হইলাম, পত্রপ্রেরক এই চাটুকারিতা দোষে দূষিত হইয়াছেন।

পত্রপ্রেরকের মতে বঙ্গদর্শন বিশুদ্ধ বাঙ্গলার আদর্শ। যাহাদিগের রুচি বিকৃত তাহাদিগের লেখনী হইতে যে এই প্রকার অজ্ঞতাসুলভ অদ্ভুত বাক্য নির্গত হইবে তাহা আশ্চর্য্যের নহে। বঙ্গদর্শন কিসে বিশুদ্ধ বাঙ্গলার আদর্শ হইল, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়াতে ভাষার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত অবনতি হইবারই সূত্রপাত হইয়াছে। গৃহপুষ্ট ব্যাকরণ যাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন যাঁহাদিগের রসময়ী লেখনী হইতে একেবারে কেবল মাত্র সরলতা চমৎকারা সাবধানী, শ্যামাঙ্গিনী, মহতী আত্মগরিমা প্রভৃতি বাক্যসমূহ অবিশ্রান্ত নির্গত হয়, পত্রপ্রেরকের ন্যায় স্থূলদর্শী হীনবুদ্ধি লোকের নিকটেই তাঁহারা ভাষার আদর্শভূত সংস্কারক!!! কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সামাজিকগণ সমক্ষে তথাবিধ ব্যক্তিগণ ভাষার

---

(১) প্রতি গৃহস্থ যদি আপন আপন বাটীর সীমা পরিষ্কার রাখেন, গ্রামের এত দুরবস্থা হয় না। দুঃখের বিষয় এই, আমাদিগের দেশের লোকেরা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে এমনি হতাদর যে এই সামান্য ব্যয় বিষয়েও কুণ্ঠতা প্রদর্শন করেন। কপাল গুণে পুলিষও তেমনি জুটিয়াছে। পুলিষ কর্ম্মচারিরা যদি গ্রামবাসিদিগকে আপন আপন সীমা পরিষ্কার রাখাইবার চেষ্টা পান, তাহা হইলেও অনেক কাজ হয়। স।

(১) পাঠকগণের অসন্তোষ দেখিয়া আমরা পূর্ব্ব হেডিঙ দিয়া সোমপ্রকাশ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি জগৎ বাবুকে অনুরোধ করি, তিনি যেন গ্রাহকগণের মনোমত হেডিঙটী করিয়া দেন, আমরা অতিশয় অনুগৃহীত হইব। স।

অমর্য্যাদাকারক ব্যতিরিক্ত অন্য নামে পরিচিত হইবেন না।

উদ্দীপনা প্রভৃতি কয়েকটী প্রস্তাব অনুৎকৃষ্ট হয় নাই। আমরা বঙ্গদর্শনের প্রথম সমালোচনা (১) স্থলে ইহার উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু তা বলিয়া উত্তর চরিত প্রভৃতি উন্নতভাবাপন্ন প্রস্তাব নয়। পত্র প্রেরক যে কয়েকটী প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ে ভাষাগত দোষ বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, এরূপ প্রস্তাব বঙ্গভাষায় দেখাই যায় না। পত্রপ্রেরক বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের কয়েক পাত উল্টাইয়া "বঙ্গদর্শন" ধরিয়াছেন; অন্যথা এরূপ ভাষাভিজ্ঞতার সম্ভাবনা কোথায়?

পত্রপ্রেরক এক স্থলে লিখিয়াছেন, "ভাষার" পারিপাট্যে "বঙ্গদর্শন" অতুল্য ও অননুকরণীয়"। পত্র প্রেরক যে ভাবেই এই বাক্য উপন্যস্ত করুন না কেন আমরা প্রকারান্তরে ইহাতে আহ্লাদিত হইতেছি। বঙ্গদর্শনের ভাষা বিশুদ্ধ প্রণালীর অনুগত নহে; সুসংস্কৃত বঙ্গভাষার সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে না। ভাষা এইরূপ অসংস্কৃত বলিয়া সামাজিকগণও উহার অনুকরণপ্রয়াসী নহেন। সুতরাং বঙ্গদর্শনের ভাষা "অতুল্য" ও "অননুকরণীয়" এই উভয় বিশেষণেই বিশেষিত।

রামদাস বাবু যে ভূয়োদর্শন বলে, অনেক অপ্রচলিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন, এটী আমরা অস্বীকার করি নাই। পত্রপ্রেরক এই প্রসঙ্গে যেরূপ অসাবধানতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। বস্তুতঃ রামদাস বাবু যেরূপ পরিশ্রম সহকারে প্রাচীন বিবরণ সমূহের অনুসন্ধান করিতেছেন, তদ্রূপ ফল প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। তৎপ্রণীত "মহাকবি কালিদাস" ইহার অন্যতর দৃষ্টান্ত। এই বিষয়ের অনুসন্ধান লব্ধ ফলের বিষয়ে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, রামদাস বাবু যেরূপ ভাবে কালিদাসের অভ্যুদয় কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে কেহই আস্থাবান হয়েন নাই।

ইংরাজী হইতে ভাব (বাক্যগত গূঢ় তাৎপর্য্য) সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসম্পাদন দূষণীয় নয়, ইহা আমরা স্বীকার করিতেছি। ইংরেজী ভাব (তদীয় ধর্ম্ম) ও বাঙ্গালী ভাব উভয়ই বহুদূর ব্যবহিত। সুতরাং ভাবপ্রয়োগ বিষয়ে ইহাদিগের অনুকরণ বিধেয় নহে। ইংরাজেরা যে বিষয় যে ভাবে প্রয়োগ করেন, আমাদিগের পক্ষে ঠিক তদনুরূপ না করিয়া বাঙ্গালীভাবে তাহা যেরূপে শোভা পায়, তাহাই করা উচিত। যিনি এই প্রথার বিপর্য্যয় করেন, তিনি অবশ্যই অসহৃদয় বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গদর্শনের অনেক বাক্য বাঙ্গালী ভাবে গ্রন্থন না করিয়া ইংরেজী ভাবে গ্রথিত হয়। এতন্নিবন্ধনই আমরা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শনে যেভাবে ইংরাজী শব্দের "ছড়াছড়ি" করা হয়, তাহা অত্যন্ত দূষণীয় ও অমার্জ্জনীয়। যাঁহারা "আবসোলিউটিষ্ট" "পবলিক ডিনর" "ফেসিয়ান" "পালিসেমী" প্রভৃতি বাঙ্গালা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বাঙ্গালী লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্ভতা প্রদর্শন মাত্র। উল্লিখিত ইংরেজী শব্দগুলি বঙ্গভাষায় গ্রথিত হইলে কি ভাষার উৎকর্ষ হইবে? আমরা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছি, যাঁহারা এইরূপ যথেচ্ছাচার প্রদর্শন করেন তাঁহারা মাতৃভাষার হন্তা এবং যাঁহারা এই অমানুষদিগকে প্রশ্রয় দান করেন, তাঁহারা মাতৃহত্যাজনিত অপরাধে অপরাধী। পত্র প্রেরকের মতে "আবসোলিউটিষ্ট" বলা দোষের নয়; কাদার বলাই দূষণীয়, জগদীশ্বর এই কাণ্ডজ্ঞান শূন্য দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে ক্ষীণাঙ্গী বঙ্গভাষাকে রক্ষা করুন।

বঙ্কিম বাবু স্বীয় ইংরাজী বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদানার্থই লরেন্স ফষ্টর চিত্রিত করিয়াছেন পত্রপ্রেরক এরূপ বাক্য কোথায় দেখিতে পাইলেন? প্রতিবাদ স্থলে এইরূপ স্বকপোল কল্পিত বাক্য উপন্যস্ত করা কি স্বীয় অনোচিত কার্য্য? ইহাতে কি অন্তঃসার শূন্যতা ও বিবাদ প্রিয়তা পরিস্ফুট হয় না? বঙ্কিম বাবু অবশ্যই কোন গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত চন্দ্রশেখরের ফষ্টরচিত্র পাঠকগণ সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমরা ইহার অপলাপ করিতেছি না। পত্রপ্রেরকগণ আমাদিগের লেখার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অযথা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ ঔদ্ধত্য এরূপ অসমীক্ষ্যকারিতা নিতান্ত ক্ষোভজনক। আমাদিগের আক্ষেপ এই, বঙ্কিম বাবু ফষ্টরচিত্রে ইংরাজী কথা দিয়া নিরতিশয় অসহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, আচার ব্যবহার বর্ণন দ্বারা কি ব্যক্তিগত চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হয় না? ইংরেজীর ছড়া না বান্ধিয়া ব্যবহারে কি ফষ্টরের চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইতে পারে না? পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "লরেন্স ফষ্টর" এদেশের ভাষা ভাল জানিতেন না বলিয়াই ইংরেজীর অবতারণা করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, জগৎসিংহ, ওসমান খাঁ জাহাঙ্গীর কি সংস্কৃত কালেজ নর্ম্মাল স্কুল প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া কি সমাসবহুল বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন? পত্রপ্রেরক এস্থলে বাহুল্য ভয়ের ব্যপদেশে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন কেন? অদ্ভুত মত পোষণী অদ্ভুত যুক্তির অপ্রতুল হইয়াছে না কি?

পত্র প্রেরকের মতে "কস্মৎ" "মামসুনর" এই দুটী সংস্কৃত কথা দ্বারাই কাপালিক চরিত্র সম্যক্‌রূপে হৃদ্‌গত হয়। পত্র প্রেরক কি গভীর মানব হৃদয় তত্ত্ববিৎ!! ঐ দুই কথার স্থলে বাঙ্গালা প্রযুক্ত হইলে কি তাহার চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হইত না? দেশ কাল ও পাত্রানুসারে রিষ্ট ভাষা মাত্রেই লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। দুই একটী সংস্কৃত কথা শুনিলেই যদি লোকের মন ভক্তিবিগলিত হয়, তাহা হইলে এরূপ অন্ধ ভক্তি পত্র প্রেরকের হৃদয়েই স্থান পাওয়ার যোগ্য। ফলে ভক্তির-

(১) ১২৭৯ সালের ১১ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশ দেখ।

সাৰ্দ্ধ করিবার নিমিত্তই "কস্তুৎ" "মামনুসর" প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ বাক্য বিন্যাস নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তার পরিচায়ক।

পত্র প্রেরক "বিষবৃক্ষের" কিরূপ সমালোচনা করেন, জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কুতূহল জন্মিতেছে।

"প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" ব্যপদেশে বঙ্গদর্শন সময়ে সময়ে নিতান্ত অধীরতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সমালোচন স্থলে ধীরতা সহকারে দোষ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জগদীশ্বর বঙ্গদর্শনের কোষ্ঠীতে এই "ধীরতা" লিখেন নাই। পত্র প্রেরক এক স্থলে লিখিয়াছেন সম্পাদক সমালোচন স্থলে যাহা বলেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। যিনি এরূপ মোহান্ধ পক্ষপাতী তিনি যে বঙ্গদর্শনকে বঙ্গভাষার শিরোমণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের নহে।

আমরা বিদ্বেষ ভাবের বশীভূত হইয়া বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। পত্র প্রেরক অকারণে আমাদিগকে "পর যশোহসহিষ্ণু নিন্দক" বলিয়া নিতান্ত অমানুষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন দোষ পরিত্যক্ত সুসংস্কৃত ভাষার অনুগামী হয় ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। সমালোচন স্থলে দোষ প্রদর্শন করিলেই যদি নিন্দক হইতে হয়, তাহা হইলে কোন সমালোচকই এই দোষ স্পর্শ শূন্য নহেন। পত্র প্রেরকের পরমসেব্য বঙ্কিম বাবুও বিশিষ্টরূপে উক্ত বিশেষণ ভাজন হইবেন। ফলে পত্র প্রেরক না জানিয়া অযথা বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতে এই পত্রের শীর্ষ লিখিত প্রবাদ বাক্যটিকেই অন্বর্থ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

তটস্যৈব।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৫ ই আগস্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায় জয়রামপুরের নীচে	১২	
তথা হইতে গড়িয়ার উপর ১২ মাইলের মধ্যে	১৬	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	১৯	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২২	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৮	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২২	

মাতাভাঙ্গা নদীর জলের মাপ।

স্থানের নাম	ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মোহানায়	১৭	৯
তথা হইতে ডাক্তার পাড়া	১৪	৩
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া	২০	
তথা হইতে ১ নং কড	১৫	
তথা হইতে বোলমারি	১৯	
তথা হইতে আলিকদহ	১৯	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২০	

জলঙ্গী নদী।

স্থানের নাম	ফীট	ইঞ্চ
মহানায়	১০	৬
তথা হইতে জলঙ্গী	১১	১
তথা হইতে	১৬	১
তথা হইতে নদীয়া	১৭	১

সন ১৮৭৩ সালের ১৮ ই আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২৬	।

বহরমপুর ১৮ই আগষ্ট ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

" " হরিমোহন মজুমদার—রাজপুর ৫॥
" " হারাণচন্দ্র সিংহ—খরয়া ১০
" " দুর্গাবর শর্ম্মা—আগর দাঁড়ি ৫॥০
" " নবীনচন্দ্র নাগ—মেদিনীপুর ১০
" " বনয়ারিলাল নন্দী চৌধুরী টৈদ্যপুর ১০

—:০:—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ১৭ ই ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ১ লা সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম্ম—মূল্য ॥০ আট আনা। বাগবাজার, বসুপাড়া, ১৫ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

—০:—

" জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বেণীপুর গ্রামে এ পর্য্যন্ত বালক শিক্ষার্থ কোন বিদ্যালয় সংস্থাপিত ছিল না, সম্প্রতি গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্র লোক একত্র হইয়া একটী বিদ্যালয় " বেণীপুর বঙ্গবিদ্যালয় " নাম করণ পূর্ব্বক সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু নিয়মিত অর্থ সাহায্য ব্যতীত বিদ্যালয়ের দীর্ঘায়ু হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অর্থাভাবে শিক্ষাকার্য্যের বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এ নিমিত্ত দেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী সদাশয় মহোদয়গণ সমীপে নিবেদন যে যদি তাঁহারা এই বিদ্যাশিক্ষার্থী নিরুপায় বালকগণের উপর কৃপাকটাক্ষ পূর্ব্বক এই গুরুতর স্বদেশ মঙ্গলকর বিষয়ের সাহায্যে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হন, তাহা হইলে আমাদিগের আশা তরু সফল হয়। "

বেণীপুর। একান্ত বশম্বদ
শ্রীহারাণচন্দ্র দাস বসু
১২৮০ ও শ্রীপারিশচন্দ্র দাস বসু

কলিকাতা গুপ্ত একেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—০—

কর্ম্মখালি।

চকদীঘির দাতব্যচিকিৎসালয়ের হেড কম্পাউণ্ডরের পদ শূন্য আছে। প্রার্থীর বাঙ্গালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক। যিনি অন্যত্র কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন ও কথঞ্চিৎ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়। বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত হইলে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকদীঘি

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তকও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—০—

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রেঙ্গুন অএল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ভিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয় পরিষ্কার ও বর্ণহীন এবং জ্বালিলে অতি উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে সকল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না; সুতরাং ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ৫ গ্যালনপূর্ণ কানেস্তারা মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যবিধ তৈল—এই তৈল ঈষৎ পীত বর্ণ এবং ভিকটোরিয়া তৈলের ন্যায় উজ্জ্বল আলোক দেয় না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে না। বিশেষ ইহা যে কেবল জ্বালাইবার পক্ষে সস্তা এবং কার্য্যকর এরূপ নয়, ইহা ভিন্ন লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি মরিচা ধরা হইতে রক্ষা করিবার যেরূপ উপযোগী এরূপ আর কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৸৵০ আনা করিয়া গ্যালন। যখন যিনি অডর পাঠাইবেন, সেই সঙ্গে যেন নগদ টাকা পাঠাইয়া দেন।

কলিকাতা
ক্লাইব ষ্ট্রীট
৮১ নং বাটী } ওয়াইজম্যান মিচেল রিড কোম্পানি

গুপ্ত যন্ত্র।

২৪ নং মুর্জ্জাফর্স লেন; প্রেসিডেনসী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

-:০:-

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার গুপ্ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা যাণ্মাষিক ৪॥ ত্রৈমাসিক ২৫০ আনা।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ॥০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলি মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ॥০ উহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ নিদান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ তৈল ঘৃত ও পাচনাদি সুলভমূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সত্বর উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা। শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট একখানি অভিধান রএল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাসুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ন" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ ডাকমাসুল ॥০ আনা। উহার বাঙ্গাই অতি

পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২) ডাকমাসুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্‌বিচার (বোটানি) ।৶০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

এতদ্দ্বারা দিনাজপুর সিবিল ষ্টেসনে ১৯ লক্ষ পাকা ইট দিবার জন্য টেণ্ডর সকল আহ্বান করা যাইতেছে।

যাঁহারা উপরি উক্ত ইট যোগাইবার জন্য টেণ্ডর দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের নিকট আবেদন করিলে এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিতে পারিবেন।

১৮৭৩ অব্দের ১৫ ই সেপ্টেম্বর অথবা তৎপূর্ব্বে টেণ্ডর সকল দিতে হইবে।

একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের আফিস
দিনাজপুর
২২ এ আগষ্ট ১৮৭৩ } এচ, বিটলি, সি, ই
দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের প্রতিনিধি
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

মৃত রাজা সার রাধাকান্ত বাহাদুরের (কে, সি, এস, আই) ষ্টেটের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকলের পাট্টা দেওয়া যাইবে।

লাট নং ১—বাটী নং ১৫৫ চিতপুর রোড (তত্রত্য সভাবাজার নামক বাজার ইহার অন্তর্গত নয়)

বাটী নং ১৫২ চিতপুর রোড
ঐ ঐ ১৫৩ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৫৪ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৫৭ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৬০।১৬১ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৪৪ বালাখানা ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ৭ বেচারাম চাটুয্যের লেন
ঐ ঐ ৩৫ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ৮১ করণ ওয়ালিস ঐ
ঐ ঐ ২৮ হাতীবাগান ঐ
ঐ ঐ ৩২১ চিতপুর রোড
(দ্বিতল বাটী, এক খণ্ড বৃহৎ ভূমিরসহিত)
ঐ ঐ ৫৯ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১৫০ শ্যামবাজার ঐ
ঐ ঐ ১৫৪ ঐ ঐ
ঐ ঐ ৬ কম্বুলেটোলা লেন
ঐ ঐ ১১ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৩ ঐ ঐ
ঐ ঐ ৬ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১১ কুমারটুলী ষ্ট্রীট
বাটী নং ১৩ কুমারটুলী ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১৫ ঐ ঐ
ঐ ঐ ৩০ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১০১ অপার সারকিউলার রোড (ইহার যে অংশে মানিকতলা বাজার আছে তাহা ভিন্ন)

লাট নং ২—তালুক কিসমত ইচ্ছাপুর এবং নবাবগঞ্জ, হাবিলিসবার পরগণা এবং উক্ত জিলা, কালেক্টরের তৌজী নং ৬১৭, গবর্ণমেন্টের খাজনা ২৯২৸৵৫।

লাট নং ৩—তালুক কিসমত হাবড়া এবং চর হাবড়া, পরগণা বোরো পাইকান, জিলা হুগলী, কালেক্টরের তৌজী নং ৩৮৯৯ এবং ৩৯৯৩, গবর্ণমেন্টের খাজনা ৭৫০৷৷/০।

লাট নং ৪—বাটী নং ৫০ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ৫৫ ঐ ঐ

এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এবং পাট্টার নিয়মাদি জানিতে হইলে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং আফিসে বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের নিকট অথবা ওল্‌ড্ পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীতে তাঁহাদের এটর্ণি বাবু দীননাথ বসুর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৮৭৩ অব্দের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং উক্ত একজিকিউটরদিগের উক্ত আফিসে ১৮৭৩ অব্দের ৬ ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ১ ও ২ ঘটিকার মধ্যে পাট্টার জন্য আবেদন সকল গ্রহণ করা যাইবে। একটী সাধারণ ডাকের নিয়ম করা হইবে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডাকিবেন (অন্যান্য নিয়ম সকলও সুবিধামত হইলে) তাঁহারই ডাক মঞ্জুর করা হইবে।

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই ভাদ্র সোমবার।

সাংক্রামিক জ্বরের কারণানুসন্ধান।

বঙ্গদেশে সাংক্রামিক জ্বরের আরম্ভ অবধি গবর্ণমেণ্ট উহার কারণানুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, তথাপি চেষ্টা পরিত্যাগ

করিতেছেন না, ইহাতে আমাদিগের মনে এই আশা জন্মিতেছে, উহার কারণ আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। আমরা প্রজাহিতৈষী লার্ড নর্থব্রুককে এ বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান দেখিতেছি। তিনি পূর্ব্বে স্বয়ং পুরস্কার দান ঘোষণা করিয়া কারণানুসন্ধায়িদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আবার নিম্নলিখিত বারটী প্রশ্ন করিয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে উহার সদুত্তর প্রার্থী হইয়াছেন।

১। জ্বরে অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কি না? যে সকল রায়তের দখলী স্বত্ব আছে, তাহাদিগের অধিকাংশের, না, যাহারা তাহাদিগের কোর্ফা প্রজা তাহাদিগের অধিকাংশের মৃত্যু হইয়াছে? গত কয়েক বৎসর ঐ সকল দরিদ্র ব্যক্তি যে দ্রব্য ভোজন করে, তাহার পরিমাণ কত?

২। যে জেলার বসতি অল্প, তথাকার লোকেরা জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে কি না? এবং ঐ জ্বর সংঘাতক হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তথাকার নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা বর্দ্ধমান ও হুগলীর অপেক্ষা ভাল কি না?

৩। যে জেলার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পায় তাহাদিগকেও কি ঐরূপ জ্বরক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে?

৪। যে জেলায় বসতি অতি ঘন সেখানকার লোকে কি ঐ জ্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে? যদি পাইয়া থাকে, সে জেলার সহিত যে জেলার লোকে জ্বর ভোগ করিয়াছে তাহার কি জল বায়ু পরিশ্রম ও ক্রিয়াদি ঘটিত কোন ইতর বিশেষ আছে?

৫। যে সকল জেলায় সাংক্রামিক জ্বর হইয়াছে, তাহার যে যে উপবিভাগে ঘন বসতি কিম্বা যেখানকার লোকের অবস্থা অতি মন্দ, সেই খানেই অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে?

৬। লোকে সচরাচর কি আহার করিয়া থাকে? প্রতি পুরুষ, প্রতি স্ত্রী, প্রতি বালক বালিকা যে ভাত খায় তাহার আনুমানিক ওজন কত? উহারা দিনের মধ্যে কয় বারই বা আহার করিয়া থাকে?

৭। লোকে চাউল লবণ প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যের সচ্ছলরূপে উপযোগ করে না, এরূপ অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে?

৮। ১৮৪০ অব্দ অবধি এ অংশে লোকের অভ্যাসের কি কোন পরিবর্ত্ত হইয়াছে? অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বে যে পরিমাণে যত বার আহার করিত, এখন কি সেই পরিমাণে ততবার আহার করে না? অথবা পূর্ব্বে যে দ্রব্য ভোজন করিত, এখন কি তাহার অপেক্ষা অপকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করে? তাহারা কি খাদ্য দ্রব্যের উপযোগ কালে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক সাবধান হইয়াছে?

৯। দৈনিক মজুরির হারের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হইয়াছে? দৈনিক মজুরদিগের জীবিকা অর্জ্জনের কি কোন কষ্ট হইয়াছে? ভিক্ষুক ও নিঃস্ব ব্যক্তি কি অধিক?

১০। লোকে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিত, এখন কি তাহার অপেক্ষা হীন বস্ত্র পরিধান করে? এখন কি তাহাদিগের বস্ত্র পাইবার অধিক কষ্ট হইয়াছে? এখন কি তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় পুরাণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে না?

১১। এখন ভূমির উপরে কি অধিক চাপাচাপি হইয়াছে? খাজনা কি বাড়িয়াছে? কোন প্রজা কোন ভূমি ছাড়িয়া দিলে অধিক লোকে কি তাহার প্রার্থী হয়?

১২। গবর্ণমেণ্ট যদি সাহায্যদান করেন, লোকে কি ভারতবর্ষের অন্য অংশে, ব্রহ্মদেশে অথবা আসামে গিয়া বাস করিবার ইচ্ছা করে?

সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্টের এই আরম্ভ। প্রশ্নগুলির সদুত্তর লাভ হইলে, রোগের নিদান নির্ণয় যত হউক না হউক, এই একটী লাভ হইবে, গবর্ণমেণ্ট এদেশের ব্যবহার বৃত্তান্ত অনেক জানিতে পারিবেন। ভাল করিয়া যদি প্রশ্নগুলির বিষয়ে পর্য্যালোচনা করা যায়, স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, গবর্ণমেণ্টের এই ধারণা হইয়াছে, প্রজার অন্ন বস্ত্রের কষ্টই ঐ পীড়ার কারণ। কিন্তু আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, এটী কারণ নয়। আমরা বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে নীচ শ্রেণীর অন্ন বস্ত্রের যে প্রকার কষ্ট দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার শতাংশের এক অংশ নাই। দিবাভাগে একবার রাত্রিতে একবার দুইবার ভাত খাওয়া এদেশের রীতি। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, নীচ শ্রেণীর অধিকাংশের দুই সন্ধ্যা অন্ন জুটিত না। পূর্ব্বে এক আনা দেড় আনায় মজুর খাটিত। ঐ মজুরীও সকল দিন জুটিত না। এখন মজুরীর হার বৃদ্ধি হইয়াছে, খাটনীও প্রায় বন্ধ থাকে না। বিলাতী কাপড়ের আমদানী হওয়াতে বস্ত্রও বিলক্ষণ সুলভ হইয়াছে। অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পীড়ার কারণ নহে। তবে যাহাদিগের অবস্থা মন্দ, পীড়া হইলে তাহাদিগের অধিকাংশের মৃত্যু হয়, ইহা সিদ্ধান্ত বাক্য। অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদিগের ভাল চিকিৎসা হয় না। পীড়ার সময়ে যেরূপ থাকিতে হয়, তাহাদিগের তাহা ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং অকাল মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসাগত কতক দোষের উল্লেখ করাও আবশ্যক হইল।

গবর্ণমেন্ট জ্বরাক্রান্ত প্রদেশে ডাক্তার পাঠাইয়া দেন। ডাক্তারেরা জ্বর নিবারণার্থ বিষম ব্যগ্র হন। সুতরাং তাঁহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কুইনাইন প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। রসের পূর্ণ অবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ করাতে আপাততঃ জ্বর বন্ধ হয় বটে; কিন্তু প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি নানা রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে রোগী সাবধান থাকিতে পারে না, কুপথ্যসেবী হয়, ক্রমে শরীর ক্ষয় হইয়া যায়। যে প্রদেশে সা ক্রামিক জ্বর প্রবেশ করে, তথায় সাবধান হইয়া কুইনাইন প্রয়োগ ও পথ্যের নিয়ম অতি শয় আবশ্যক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ডাক্তারদিগের এই উভয় বিষয়েই প্রায় যথোচিত মনোযোগ নাই।

আমরা ডাক্তার নহি, চিকিৎসা শাস্ত্রেও আমাদিগের বিদ্যা নাই, দেশের জল বায়ু ও মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া তাহার দোষ গুণ নির্ণয় করি, আমাদিগের সে সামর্থ্যও নাই। অতএব মাদৃশ জনের সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয় বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য। আমরা সে সাহস করি না। তবে দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমরা তাহাই গবর্ণমেন্টের গোচর করিতেছি। বর্ষাকালে যাবতীয় পল্লীগ্রামেই পীড়ার বৃদ্ধি হয়। তাহার কারণ এই, বর্ষা প্রভাবে গ্রাম মধ্যে বন জঙ্গলের প্রাদুর্ভাব হয়। বৃষ্টিতে ঐ সকল পচিয়া দূষিত বাষ্প উত্থিত হয়। পুষ্করিণী প্রভৃতিও ভাল থাকে না। তবে যে বর্ষে বর্ষা অধিক হইয়া গ্রাম ধৌত হইয়া বিকৃত পদার্থগুলি মাঠে গিয়া পড়ে, সে বৎসর পীড়া হয় না। গ্রাম ধৌত হইয়া সুন্দর রূপে জল নির্গম হইলে গ্রাম নীরোগ থাকে, আমরা তাহার আর একটা প্রমাণ দিতেছি। দামোদরের যখন উভয় পার্শ্ব খোলা ছিল, তখন বন্যা হইয়া গ্রাম ধৌত করিয়া জল সত্বর নির্গত হইত, পীড়ার প্রসঙ্গ ছিল না। এখন বন্যা হইলে পশ্চিম পার্শ্বের গ্রামগুলি দীর্ঘ কাল জলে মগ্ন থাকে, তাহাতেই তথায় অধিকতর পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ফলতঃ আমাদিগের সংস্কার এই, গ্রামগুলি যদি বন জঙ্গলশূন্য পরিষ্কৃত ও শুষ্ক থাকে, পীড়ার হ্রাস হয়। গবর্ণমেন্টের সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। বর্দ্ধমান পীড়ায় উৎসন্ন প্রায় হইল, তথায় আপাততঃ কর্ণেল হেগের প্রস্তাবিত খাল খনন আবশ্যক। ঐরূপ অন্য অন্য স্থানেও জল নির্গমের পথ ও গ্রামগুলি পরিষ্কৃত রাখিবার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য।

—:০:—

ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট সভার বিচার।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের আয় ব্যয় লইয়া ইংলণ্ডে মহা আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের সুযোগ্য অণ্ডর সেক্রেটারি গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ও ভারতবর্ষের হিতৈষী মহাত্মা ফসেট সাহেবের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টে সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আয় ব্যয়ের কথা উপস্থিত করা হয়। তাহাতে ফসেট সাহেব প্রস্তাব করেন যে, পার্লিয়ামেণ্ট সভার বিবেচনায় ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা চলিতেছে এবং শীঘ্র তাহার সদুপায় বিধান করা উচিত। গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন, "যে অনর্থক ভয় প্রদর্শন করা ফসেট সাহেবের স্বভাব। তিনি ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যেরূপ গোলযোগ দেখেন বাস্তবিক তাহা নহে" ইত্যাদি ফসেট সাহেবের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন। তাহার মধ্যে তিনি ইনকম টাক্সের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইনকম টাক্স অন্যায় নহে, এবং নিজ মত পোষণ করিবার জন্য লার্ড লরেন্স সর বার্টল ফ্রিয়ার প্রভৃতি অনেকের মত তুলিয়াছেন এবং আর দশ বৎসরের মধ্যে ইনকম টাক্স পুনরায় প্রচলিত করা হইতেছে না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানীয় করের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে স্থানীয় কর অধিক হইয়াছে বলিয়া যে লোকে চীৎকার করেন, তাহা নিতান্ত অমূলক, কারণ সমুদায় ভারতবর্ষ আয়তনে রুসিয়া ভিন্ন প্রায় সমুদায় ইউরোপের সমান; এই বৃহদায়তন স্থান হইতে স্থানীয় করের হিসাবে সমুদায়ে ২৭৫০০০০০ টাকা সংগৃহীত হয়, অধিবাসীর সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ১৶০ মাত্র পড়ে। ইহাকে কি গুরুতর কর বলে?

গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে ফসেট সাহেব প্রার্থনা করেন যে সে দিন ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধীয় কথা বন্ধ থাকে; কারণ সে বিষয়ে তাঁহার বলিবার অনেক কথা আছে, সে দিন তাহা বলিবার সময় হইবে না, তিনি বারান্তরে সে সকল বলিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু সে দিন কথা বন্ধ রাখা সভ্যদিগের মত না হওয়াতে তিনি গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের প্রত্যুত্তরে একটী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতাটী পড়িয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এত অল্প সময়ের মধ্যে সারগর্ভ যুক্তি দ্বারা গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের প্রত্যেক কথা এক একটী করিয়া কাটিয়া দেওয়া কি সহজ কথা? বিশেষ এই বক্তৃতাতে ফসেট সাহেব ভারতবর্ষের যে প্রকার হিতৈষিতা দেখাইয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা[illegible] ও ধন্যবাদ না দিয়া

থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার মত বন্ধু প্রায় আমাদের ভাগ্যে মিলে না। আমরা পাঠকগণের জন্য সমুদায় বক্তৃতাটী অবিকল অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিব ভাবিতেছি। সম্প্রতি তাহা হইতে কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন ফসেট সাহেবের ক্ষমতা ও সহৃদয়তা কত।

"যদি সেই টাক্স (ইনকম টাক্স) ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী হইত, তাহা হইলে তাহা নিবারণ করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে ভয়ানক ভ্রমের কার্য্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন টাক্স এক দেশের উপযোগী হইলে যে অন্য দেশের পক্ষেও উপযোগী হইবে এ বিবেচনার তুল্য ভ্রমও আর নাই এবং ইনকম টাক্স যে ভারতবর্ষের উপযোগী নহে তাহার প্রচুর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। অণ্ডর সেক্রেটারি তাঁহার মতের পোষকতার জন্য ভারতবর্ষীয় রাজস্ব বিষয়ে বিজ্ঞ কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহার। প্রত্যুত্তরে তিনি (ফসেট সাহেব) তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে চান, যাঁহারা একাদিক্রমে তিন জনে ভারতবর্ষের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ভারতবর্ষের প্রজাদিগের নিকট হইতে ইনকম টাক্স আদায় করিবার দলের একজন লোক হওয়া অপেক্ষা কর্ম্ম পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া গবর্ণর জেনরল ভিন্ন যাহার উপরে কেহ নাই এমন পদ পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, এই টাক্স অপেক্ষা বিরক্তিকর ও সাধারণ মত বিরুদ্ধ টাক্স মনে কল্পনা করা অসম্ভব এবং তৃতীয় ব্যক্তি স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন যে যদি তিনি রাজস্বের জন্য ইনকম টাক্স সংগ্রহ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে পৃথিবীর কোন রাজার বা কোন শক্তির সাধ্য নাই যে তাহাকে আর নিজ কর্ম্মে ধরিয়া রাখে। অণ্ডর সেক্রেটারি ইনকম টাক্সের পোষকতা করিয়া লার্ড লরেন্সের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু লার্ড লরেন্স যে বলিয়াছেন যে, এই টাক্সের ন্যায় আর কোন টাক্স লোকের এত বিরাগ উৎপাদন করে নাই, সে কথাটী তিনি উল্লেখ করেন নাই। অণ্ডর সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে কয়েক বৎসর পরে আবার ইনকম টাক্স স্থাপন করিলে করা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি (ফসেট সাহেব) বলেন, যাইতে পারে কেন, সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রাজস্বের যেরূপ অপরিমিত ব্যয় হইতেছে তাহাতে নিশ্চয়ই স্থাপন করিতে হইবে। ইহা তিনি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অণ্ডর সেক্রেটারি সেই রাত্রিতে তাঁহাকে এই বলিয়া উপহাস করিয়াছেন যে তিনি (ফসেট) রাজস্ব সম্বন্ধীয় সকল বৃথা ভয় লইয়া ঢাকে কাটি দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি জানেন যে তাঁহার এইরূপ আন্দোলনের এই ফল ফলিয়াছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের বাৎসরিক ৬ কোটি টাকা ব্যয় কমিয়াছে। এই ঘটনাটি তাঁহাকে ভবিষ্যতেও এই প্রকার আন্দোলন করিতে উৎসাহিত করিতেছে।"

এই কথাগুলি পড়িয়া কোন্ ভারতবর্ষীয়ের হৃদয় না আনন্দে নৃত্য করে এবং কে না ফসেট সাহেবের সাহস ও সহৃদয়তার প্রশংসা করেন? আরও শুনুন, অণ্ডর সেক্রেটারি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের স্থানীয় কর সমুদায়ে ২৭৫-০০০০০ টাকা বই নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের অবস্থাগত কি অসামান্য প্রভেদ তাহা তিনি মহাসভাকে বিদিত করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এখানে শত করা ১ টাকা টাক্স লইয়া ৪০০০০০০ টাকা উঠিয়াছিল, কিন্তু সেখানে এ হিসাবে টাক্স লইলে ৪০০০০০০ বই টাকা উঠিত না। তবে ভারতবর্ষের প্রজারা ইংলণ্ডের প্রজাদিগের অপেক্ষা ৮ গুণ দরিদ্র। প্রকারান্তরে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, ইংলণ্ড অপেক্ষা সাতগুণ আয়তনে বৃহৎ একটী দেশ হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে, ইংলণ্ড হইতে তাহার আট গুণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। ***** এ সকল বিষয়ে সর্ব্ব প্রধান বিজ্ঞ লার্ড লরেন্স বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজাদের অধিকাংশ এত দরিদ্র যে তাহাদের কষ্টে দিন যাত্রা করাও কঠিন।" ইহা অপেক্ষা গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের ভ্রমের আর কি উত্তর হইতে পারে? আমাদের হুজুরেরা বিলাতে বসিয়া মনে করেন যে ভারতবর্ষে বুঝি বস্তুতই সোণা ফলিয়া থাকে। দেশের রাশি রাশি দুঃখী প্রাণী যে কি ক্লেশে দিনপাত করে কেহ তাহা একবার ভাবেন না। আজিও দেশের দশ আনা লোক আট আনা বেতন দিয়া বালকদিগকে পড়াইতে পারে না। ইহা ভিন্ন যাঁহারা চাকরি করেন তাহারা যে গুটি কত টাকার জন্য কিরূপ মুখে রক্ত উঠিয়া পরিশ্রম করেন তাহা স্মরণ হইলে চক্ষে জল আইসে। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে লোকের অতি অল্প পরিমাণে অর্থ সাহায্য হইতেছে বটে; কিন্তু তদ্ভিন্ন আর সমুদায় দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। উড়িষ্যার দুর্দ্দশার বিষয় স্মরণ কর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ লোকদিগের বিষয় ভাবিয়া দেখ। আমরা পদে পদে দেখিতেছি ভারতবর্ষের এখনকার প্রধান দুঃখ দরিদ্রতা। যাঁহাদের হস্তে ভারতবর্ষের ভার তাঁহারা এটী দেখেন না ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা কি হইতে পারে। আমরা উপসংহার কালে ফসেট

সাহেবের শেষ কথাগুলি না উদ্ধৃত করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষীয়দিগকে ভারতবর্ষ শাসন বিষয়ে অধিকতর অধিকার দেওয়া আর একটী অত্যাবশ্যক সংস্কারের কার্য্য। ভারতবর্ষীয় কোন লোক সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে পায় না যদি সে ইংলণ্ডে পরীক্ষা দিতে না আসে, কিম্বা নিজ দেশের ইঞ্জিনিয়ার হইতে পায় না যদি এখানকার কুপার্স হিল কলেজে প্রবেশ না করে। টাইমস পত্রিকা সম্প্রতি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে একণে নিতান্ত আবশ্যক রাজকীয় গৃহস্থতা, কারণ আজি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকল বিষয়েই কেবল বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। প্রধানতম পত্রিকার সেই মতটী তুলিয়া তিনি (ফসেট) তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করিতে ইচ্ছা করেন, কারণ তাহাতে তাঁহার (ফসেটের) ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় মতের সার মর্ম্ম বলা হইয়াছে। ভারত বর্ষের পক্ষে কি চাই—না মিতব্যয়িতা চাই—সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় পর্য্যন্ত দেখা চাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে একটী গৃহস্থের গৃহের ন্যায় সকল বিষয়ে মনোযোগ চাই। সর্ব্বোপরি প্রার্থনীয় বিষয় এই যে রাজা ও প্রজাদিগের মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন স্থাপিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত শাসন, আইন বিষয়ক সংস্কার এ সকল কিছুই হইবে না, যত দিন না ভারতবর্ষীয়েরা বুঝিতে পারে যে দেশের শাসন বিষয়ে তাহারা অধিকার লাভ করিবে। যত দিন না ইংলণ্ড তাহা করিতে পারেন তত দিন যে তিনি অনাহূত হইয়া ২০ কোটি লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুভারে দায়ী হইয়াছেন তাহার উপযুক্ত কিছুই করা হইবে না।”

ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেন্ট মহাসভার কর্ত্তাদের বিপক্ষে এরূপ কথা বলিবার লোক আছেন ইহা জানিলেও অনেক আনন্দ হয়। আমরা ফসেট সাহেবকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপে ভারতবর্ষের পক্ষসমর্থন করুন। আমাদের ক্ষমতা অল্প আমরা তাঁহার কি প্রত্যুপকার করিব, এইমাত্র তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে প্রত্যেক ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইতেছে।

—•—

সাউথ সুবারবন মিউনিসিপালিটী।

বেহালা হইতে দক্ষিণ হরিনাভি মালঞ্চ পর্য্যন্ত স্থান সকল সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপালিটী নামক এক মিউনিসিপাল কমিটীর অধীন। ২৪ পরগণার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ফার্ব্বস সাহেব এই মিউনিসিপালিটির সভাপতি। বেহালা গ্রামে এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহার সভ্য সংখ্যা প্রায় ১২ জন, তাহার মধ্যে অন্ততঃ ১০ জন বেহালার লোক, অবশিষ্ট দুই জন মাত্র গড়িয়া রাজপুর হরিনাভি মালঞ্চ প্রভৃতি স্থান হইতে লওয়া হইয়াছে। এই মিউনিসিপালিটি, হাউস টাক্সের হিসাবে বাৎসরিক প্রায় ২২০০০ হাজার টাকা আদায় করিয়া থাকেন; তাহার মধ্যে প্রায় ১৬০০০।১৭০০০ হাজার টাকা পুলিষ রক্ষার্থ ব্যয় হয় এবং টাক্স আদায় প্রভৃতি অন্যান্য কারণে বৎসরে প্রায় ২ হাজার টাকা ব্যয় হয়, সুতরাং অবশিষ্ট প্রায় ৪০০০ হাজার টাকা মিউনিসিপালিটীর হস্তে থাকে। এই টাকার অধিকাংশই বেহালার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের পথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। মেম্বরদিগের মধ্যে অধিকাংশই বেহালার অধিবাসী এবং মিউনিসিপালিটীর কমিটীও বেহালাতে বসিয়া থাকে সুতরাং বেহালা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলেরই উপর মিউনিসিপালিটীর বিশেষ দৃষ্টি। বেহালার অভাব অগ্রে দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া হয়। সেই সকল অভাব পূরণ করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহা হইলে মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থান সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইয়া থাকে। এইরূপ রাজপুর হরিনাভি মালঞ্চ প্রভৃতি স্থান সকল ফলে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে গত কয়েক বৎসর হইতে সাংক্রামিক জ্বরের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে এখানকার রাস্তা পুল জলনির্গমের পথ প্রভৃতির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত এবং এখানকার অধিবাসীরা যখন রীতিমত টাক্সও দিতেছেন তখন এসকল সুবিধার জন্য তাহাদের অনুযোগ করিবার অধিকারও আছে, কিন্তু বেহালা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল সমুদায় অর্থ গ্রাস করিয়া ফেলে, তাঁহাদের অনুযোগ কোন কার্য্যের হয় না। মধ্যে এতৎপ্রদেশীয় অধিবাসীদের আবেদনে ভূতপূর্ব্ব সভাপতি গ্রিবল সাহেব রাজপুর প্রভৃতি স্থানের রাস্তা ঘাট প্রভৃতির পুনঃ সংস্কারের জন্য কিছু টাকা দিতে সম্মত হন, এবং বর্ত্তমান সভাপতিও আরও কিছু দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় বেহালাতে অধিক টাকা ব্যয় হইয়া যাওয়াতে তাঁহাদের প্রতিশ্রুত টাকা হস্তগত হইল না, এবং যে হইবে সে সম্ভাবনাও অল্প।

এই সকল কারণে রাজপুর প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটীর জন্য আবেদন করিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ আবেদন করিবারও যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রথমতঃ মিউনিসিপালিটী স্বতন্ত্র হইলে এতৎপ্রদেশীয় লোকেরা বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের দত্ত টাকা আর স্থানান্তরে ব্যয় হইবে না, সুতরাং তাহাঁদের যথাসাধ্য

টাক্স দিতে প্রবৃত্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ সংগৃহীত অর্থের ব্যয় বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিলে তাহারা আবশ্যক মত ব্যয় করিতে পারিবেন, আর ব্যয়ের ভার হস্তে থাকিলে অকুলান হইলে অন্য উপায়েও কার্য্যোদ্ধার করিতে বাধ্য হইবেন। তৃতীয়তঃ সম্প্রতি এ প্রদেশীয় দুইটী মাত্র লোক সভ্য আছেন এরূপ অবস্থায় আশা করা যায় না যে সেই দুইজন এই সকল গ্রামের অবস্থা অবগত থাকিবেন এবং প্রত্যেকের অভাব মিউনিসিপালিটীর গোচর করিতে পারিবেন, কিন্তু একটী স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হইলে তদধীনস্থ সকল গ্রাম হইতেই সভ্য লওয়া যাইতে পারে এবং সমভাবে সকল গ্রামের অভাবের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। চতুর্থতঃ উপস্থিত প্রণালী অনুসারে সমুদায় টাকা স্থানান্তরে ব্যয় হইয়া যাওয়াতে এ প্রদেশীয় টাক্সদাতারা মনে মনে বিরক্ত হইতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টকে এক প্রকার প্রতারক মনে করিতেছেন, কিন্তু নিজেদের অর্থ নিজেরা ব্যয় করিতে গিয়া যদিও অকুলান হয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি কোন বিরাগের কারণ থাকিবে না। পঞ্চমতঃ এক্ষণে অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য যে প্রকার লোক রাখিতে হয় এবং সে কারণে যেরূপ ব্যয় হয় স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হইলে সে প্রকার ব্যয়ের অনেক সংক্ষেপ হইতে পারে, কারণ স্থানীয় মিউনিসিপালিটী আপনার সভ্যদিগের দ্বারা সে সকল কার্য্য করিতে পারেন। ষষ্ঠতঃ এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর মধ্যে বিদেশের লোক অধিকাংশ সুতরাং এ প্রদেশীয় লোকেরা অনেক সংস্কারের কার্য্যে (শবদাহের স্থান পরিবর্ত্তন প্রভৃতি) অনেক সময় বাধা দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে সাধারণের হিতের জন্য আপনাদের স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তাঁহাদের নিজের মিউনিসিপালিটী হইলে এই সকল কার্য্য অনেক অংশে সুকর হইতে পারে। কারণ দেশের মান্য গণ্য লোকের অনুরোধ সকলেই শুনিয়া থাকেন।

এই সকল কারণে আমরাও গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহাদের এই আবেদন গ্রাহ্য হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হওয়ায় কতকগুলি আপত্তি আছে এবং বিশেষ বিবেচনার উপযুক্ত কতকগুলি কথা আছে তাহা এই স্থানে বলা উচিত। প্রথমতঃ সে মিউনিসিপালিটীর সভাপতি কে হইবেন? বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটির সভাপতি একজন গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত লোক। বারিপুরে নিজের মিউনিসিপালিটী আছে, তাহারও সভাপতি একজন গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত লোক। ইহাতে বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত একজন লোককে সভাপতি করায় গবর্ণমেণ্টের কোন গুঢ় উদ্দেশ্য আছে। আমাদের বিবেচনায় ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে। ১ ম গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত একজন লোক মস্তকে থাকিলে মিউনিসিপালিটীর গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবার সম্ভাবনা অল্প থাকে। ২ য় এখনো দেশীয় লোকেরা যেরূপ অজ্ঞ, গবর্ণমেণ্টের হাত না থাকিলে মিউনিসিপালিটীকে গ্রাহ্য না করিতে পারে। কিন্তু এদেশীয়দিগকে ক্রমে ক্রমে আত্ম শাসন শিক্ষা দেওয়া যদি এই সকল উপায়ের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যত গা ঢাকা দিতে পারেন ততই ভাল। গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোন লোক না থাকিলে বিরোধ হইবার যত সম্ভাবনা, থাকাতে তাহা অপেক্ষা অধিক বিরাগের কারণ হয়। কারণ গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত লোক দেখিলেই লোকে মনে করেন মিউনিসিপালিটী কথা মাত্র, ও সকলই গবর্ণমেণ্টের অধিক টাক্স লইবার ফন্দি মাত্র। আর গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত লোক না হইলে লোকে ভয় করিবে না এ আশঙ্কাও অমূলক বোধ হয়, কারণ টাক্স না দিলে নিলাম করা প্রভৃতি অনেক প্রকার ক্ষমতা যখন মিউনিসিপালিটীর হস্তে থাকিবে তখন কাজেই ভয় করিতে হইবে। অতএব সভাপতি প্রভৃতি মনোনীত করিবার ভার এদেশীয় লোকদিগেরই হস্তে দেওয়া উচিত। কারণ গবর্ণমেণ্ট কোন লোককে মনোনীত করিয়া দিলে তিনি সাধারণের বিশ্বাস ভাজন না হইতেও পারেন। কিন্তু এক্ষণে এক প্রধান আপত্তি উঠিতে পারে যে এপ্রদেশে সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য লোক কই? স্বতন্ত্র মিউনিসিপালটী হইয়া কি অর্থগুলি কয় জন বড় মানুষে পড়িয়া লুটিয়া খাইবে। এ আপত্তি বাস্তবিক গুরুতর বটে; কিন্তু এপ্রদেশীয় লোকেরা যদি সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য সচ্চরিত্র লোক দেখাইয়া দিতে না পারেন তাঁহাদের লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত। যাহা হউক যদি গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোন লোককে সভাপতি রাখা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট একজনকে স্থির করিয়া দিন, কিন্তু যাহাতে আর "নেপো দই মারিতে" না পারে তাহার উপায় করুন।

উপসংহারকালে আমরা এপ্রদেশের যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে একটী বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হউন। কেবল বিদেশে চাকরি করা ও শনিবার বাটীতে আসিয়া আমোদ প্রমোদ করা তাস খেলা এবং নিদ্রা যাওয়াই যেন তাঁহাদের জীবনের ব্রত না হয়। আপনারা অগ্রসর হইয়া ক্ষমতা গ্রহণ না করিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা ছাড়িবেন না। অতএব তাঁহারা

মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া রাজনীতি বিষয়ের আলোচনা করুন। দেশের অবস্থা ও হিতাহিত বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করুন। দেশের ও গবর্ণমেন্টের সকল কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখুন এবং সেই সকল লইয়া আন্দোলন করিতে আরম্ভ করুন। এ সমুদায় যদিও আমাদের পক্ষে নূতন ব্যাপার তথাপি তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই ইউরোপীয় জাতিরা স্বাধীনতা ও সভ্যতাতে অগ্রসর হইয়াছেন। মাতলামি ও বৃথা আমোদ দ্বারা দেশীয় বৃদ্ধ ও অজ্ঞ লোকদিগকে বিরক্ত না করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এই সকল ভাব প্রচার করিবার চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষের সুখের অবস্থা আসিবেই আসিবে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ই ভাদ্র সোমবার।

পাবনায় প্রজা বিপ্লবের শেষ হইয়াছে বটে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গোলযোগ মিটে নাই। প্রজারা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ঘোষণানুসারে শান্তভাবে জমীদারদিগের দাওয়ার প্রতিবাদ করিতেছে। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া খাজনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। এদিগে ত এই, আবার বাজারের তোলা সম্বন্ধে কাম্বেল সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তদনুসারে পাবনার মাজিষ্ট্রেট এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, জমীদারদিগের বাজারের তোলা তুলিবার কোন অধিকার নাই, ইহাতে বাজারের দোকানদারেরা খাজনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। জমীদারদিগের প্রতি কাম্বেল সাহেবের ভাবগতি দেখিয়া আমাদিগের মনে নানা চিন্তার উদয় হইতেছে।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের লীলা বিচিত্র। সম্প্রতি তিনি নিয়ম করিয়াছেন, যদি কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের সাহায্য লইয়া হাসপাতাল কি ডিস্পেন্সারি স্থাপন করেন, তিনি উহাতে যে টাকা দিবেন, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে বরাবর ঐ টাকা দিবেন এরূপ লিখিয়া দিতে হইবে। হিন্দু পেট্রিয়ট বলিয়াছেন, পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিশ্রুত টাকার সহিত তাহাদিগের উত্তরাধিকারিদিগের কি সম্বন্ধ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এটী ঠিক নীলকরদিগের দাদনের ন্যায় হইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন, সেসিয়ন কোর্টের বিচারে জুররের সংখ্যা ৯ জনের অধিক হইবে না।

রাজপুতনা ষ্টেট রেলওয়ের রামগঙ্গার উপরে যে সেতু ছিল তাহা ভাসিয়া গিয়াছে এবং উজ্জয়িনীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভরতপুর প্লাবিত হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা ছোট আদালতে একটী মকদ্দমা উপলক্ষে এই একটী প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, মিউনিসিপালিটী একটী বাটীর উপর দ্বিবিধ কর ধার্য্য করিতে পারেন কি না? একটী কর ভূস্বামীকে অপরটী বাড়ীওয়ালাকে দিতে হইবে; এবিষয়ের এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই।

বারাণসীতে গঙ্গার উপরে একটী সেতু হইবার কথা হইতেছে।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর হাবড়া বিভাগের পোষ্ট আফিস সমুহের ইনস্পেক্টর হইয়াছেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত ধর্ম্মপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পত্নী এককালে ৪ টী সন্তান প্রসব করিয়াছে। কিছুকাল পরেই সন্তানগুলির মৃত্যু হয়। ৪ দিন পরে প্রসূতীও পরলোক গমন করিয়াছে।

বোম্বাইর একজন ষ্টেষণ মাষ্টার একজন মেথরকে একটী উচ্চ জাতীয় হিন্দুর সহিত এক গাড়িতে তুলিয়া দেওয়াতে হিন্দু তাঁহার বিরুদ্ধে নালীশ করিয়াছেন।

গত ১০ বৎসর মধ্যে মান্দ্রাজের অন্ধ নিবাসে ২৩০০০ অন্ধ এককালে চক্ষু রোগ হইতে মুক্ত হয়; ৫০০০ লোকে কতক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে উক্ত নিবাসে ১৪১৯ জন অন্ধ আছে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, তথায় মাথনের সহিত শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। কেবল দারজিলিঙ বলিয়া কেন পণ্য দ্রব্যে এইরূপ প্রতারণা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, একজন অন্ধ একদা এক চৌমাথা পার হইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একখানি গাড়ি বেগে আসিয়া তাহার উপরে পতিত হইবার উপক্রম হয়, সেই সময় এক অনূঢ়া যুবতী ধাক্কা মারিয়া এরূপ কৌশলে ঐ অন্ধকে দূরে ফেলিল যে তাহাতেই তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। ঐ গাড়িতে যিনি ছিলেন, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনবান ব্যক্তি। তাঁহারও বিবাহ হয় নাই। তিনি ঐ স্ত্রীলোকটীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সাহস ও পরহিতৈষিতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। স্ত্রীলোকটী সকল বিষয়ে সামান্যা হইলেও কেবল ঐ কারণে তিনি উহাকে বিবাহ করিলেন। এই দৃষ্টান্ত দর্শনে বড় একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন প্রতি দিন অনেক অনূঢ়া যুবতী চৌমাথার ধারে বৃদ্ধ ব্যক্তির গাড়ি চাপা পড়িবার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। ইচ্ছা এই, তাহা হইলে তাহারাও ঐরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহস দেখাইয়া বড় লোকের পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে।

বিশ্বদূত বলেন, প্রসন্নকুমার পাল নামক জলাসীপুরের এক ব্যক্তিকে গোক্ষুর সর্পে দংশন করে, তত্রত্য সেখ বেচু ডাক্তার উহাকে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না।

পাঠকগণের স্মরণ আছে, এক ব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া ছাগল ভ্রমে আপনার একটী কন্যাকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া আমেদাবাদের সেসিয়ন কোর্টে উহার ২৪ ঘণ্টা কাল কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীল করাতে উহার যাবজ্জীবন বাসের আজ্ঞা হয়। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আবার ঐ দণ্ড কমাইয়া ৬ মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন! যে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি কন্যা হত্যা করে, দণ্ড দান কালে সেসিয়ন আদা-

লণ্ড ও গবর্ণমেণ্ট তদপেক্ষা ভাল অবস্থায় ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

মস্কাটের ভূতপূর্ব্ব ইমাম বেলুচিস্থানে পলায়ন করিয়াছেন।

তাঞ্জোরের একজন পুলিষ ইনস্পেক্টর একজন অপরাধীকে এরূপ প্রহার করিয়াছিল যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। ইন স্পেক্টরের ফাঁসী হইয়াছে। এতদ্দর্শনে পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের সাবধান হওয়া উচিত।

নেটিব পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, এক জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে দুই জন সহচর সমভিব্যাহারে মথুরায় গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে এক বৃক্ষ তলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। কিছুক্ষণ পরে তাহারা দেখিলেন, একটী সর্প জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া একটী তৃণযুক্ত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে। উহার গমনে সমুদায় তৃণ পুড়িয়া গেল।

সিন্ধিয়ার রাজা নিজ রাজ্য মধ্যে চৌর্য্য নিবারণার্থ একটী চমৎকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইংলিসমান বলেন, চৌর্য্য কাণ্ড সংঘটিত হইলে যত দিন না চোর ধরা পড়ে ততদিন তিনি কোতয়াল ও অন্যান্য পুলিষ কর্ম্মচারীকে বেতন দেন না। এটী মন্দ উপায় নয়।

গত মে মাসে কলিকাতা হইতে ৬৭৩ কুলি মরিসচে এবং ৫৭৭ কুলি সারিণামে গমন করে।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সিলেটকে আসামের অধীন করাতে তত্রত্য কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান ইহার প্রতিবাদ করিয়া কাম্বেল সাহেবের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন।

জে, ডবলিউ গার্ডিনার সাহেব কিছু দিনের জন্য রাজস্ব বিভাগে অণ্ডর সেক্রেটারি হইয়াছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকায় দৃষ্ট হইল "আমেরিকার এক খানি সম্বাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, এক জনের একটী অশ্ব ছিল, উহা বিয়ার নামক মদ পান করিত, এক দিন অতিরিক্ত বিয়ার পান করায় ঘোড়া উন্মত্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। অশ্বস্বামী মনে ভাবিলেন যে ঘোড়া অধিক বিয়ার পান করিয়া মরিয়া গিয়াছে এবং এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি তাহার শরীর হইতে সমুদয় চর্ম্ম ছাড়াইয়া লইলেন। চর্ম্মশূন্য মৃত অশ্ব পড়িয়া থাকিল। পরদিন প্রাতে অশ্বস্বামী গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন, যে কি একটি ভয়ানক জন্তু, গাত্রে চর্ম্ম নাই, লোম নাই, তাহার গৃহের সম্মুখে তৃণ আহার করিয়া বেড়াইতেছে। তিনি ইহা দেখিয়া প্রথম ভয়ে পলাইবার উদ্যোগ করেন, শেষে আপনার চাকর ও প্রতিবাসী সমুদয় একত্রিত হইয়া বন্দুক তরবার প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া উহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্ব আপনার স্বামীকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, গৃহস্বামী তখন টের পাইলেন যে এটি তাহার অশ্ব। তিনি তখন জানিতে পারিলেন যে অশ্বের মৃত্যু হয় নাই অধিক বিয়ার পান দ্বারা উহা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অশ্ব স্বামী তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একজন অশ্ব চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিলেন এবং তিনি চামড়াখানা হইতে চর্ম্ম আনিয়া উহার শরীরে চর্ম্ম ও লোম লাগাইবার যত্ন করিতে লাগিলেন। এই সম্বাদটি সত্য কি মিথ্যা তাহা আমরা জানি না। কিন্তু যিনি প্রকাশ করিয়াছেন তিনি ইহা সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।" এই প্রসঙ্গে আমাদিগের একটী গল্প মনে পড়িল। একদা পশ্চিম দেশীয় একজন বলবান পুরুষ জঙ্গল মধ্যে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। উহার হস্তে অস্ত্রাদি কিছুই ছিল না, সে দুই হস্ত দ্বারা প্রাণপণে ব্যাঘ্রটীকে ধরিল, ব্যাঘ্র বিপদ দেখিয়া উহার হাত ছাড়াইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল, শেষে ঐ ব্যক্তি উহার লাঙ্গুল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, কিয়ৎক্ষণ টানাটানির পর ব্যাঘ্রটীর কপোলদেশের চর্ম্ম কাটিয়া গিয়া সমুদায় চামড়াখানি খুলিয়া উহার হাতে আসিল, ছাড়ান বাঘ চীৎকার করিতে করিতে বনে পলাইয়া গেল। ব্যাঘ্রটী বনে গিয়া পুনরায় নূতন চর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া পশ্বাদি বধ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল কি না, আমরা শুনি নাই।

এক ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, নদীয়ার অন্তঃপাতী থানা গোপালনগরের অধীন বকসেম পুর নামক গ্রামে যে একটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ছিল, পীড়া নিবন্ধন কতকগুলি ছাত্র উপস্থিত ছিল না বলিয়া বিদ্যালয়ের অনুন্নতি ভাবিয়া ইন স্পেক্টর মহাশয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানটী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

জয়নগর হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার সম্পাদক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী উক্ত সভায় ২০ কুড়ি টাকা দান করিয়াছেন।

১১ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভার যে অধিবেশন হয় উহাতে বাবু শ্যামাচরণ সরকারকে পুনরায় আগামী বৎসরের জন্য প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের আইন অধ্যাপক মনোনীত করা হইয়াছে।

আমাদিগের রাজপুরুষগণের ন্যায় এদেশীয় রাজগণও ক্রমে পর্ব্বত বাস প্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। মহিসুরের রাজা উৎকামুণ্ডে "কারন্ হিল" নামক একটী বাটী ১০ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। রাজা গ্রীষ্ম কালে এই বাটীতে অবস্থান করিবেন।

বগুরার আক্কেলে একটী ভয়ানক ভুমিকম্প হইয়া ১৫ টী বাটী পতিত হইয়াছে এবং ৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। দেখা দেখি ভুমিকম্পও আজি কালি কিছু ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

সিন্ধিয়ার রাজা নবেম্বর মাসে আগ্রায় গবর্ণর জেনরলের দরবার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ সৈন্যদিগের জন্য আর একটী শিক্ষা শিবির করিবার মানস করিয়াছেন। আমাদিগের প্রধান পুরুষদিগের এই নূতন সৃষ্ট সৈন্যদিগের শিক্ষাশিবির প্রণালীটী এদেশীয় রাজগণকে সাংক্রামিক রোগের ন্যায় আক্রমণ করিয়াছে।

ডবলিউ এচ, ম্যাগাউন সাহেব মধ্য প্রদেশের পোষ্ট আফিস সমূহের প্রধান তম ইনস্পেক্টর হইয়াছেন।

আমরা দুঃখিত হইলাম, আলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জার্ভিসের মৃত্যু হইয়াছে;

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, সোমসিংহ নিবাসী করুণাচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার অস্থি গঙ্গায় দিবার জন্য রাখা হয়। তাঁহার উপযুক্ত পৌত্র এক দিন সুরা পানে উন্মত্ত হইলে পিতামোহের অস্থি গঙ্গায় দিতে হইবে মনে হয়। তিনি মনে করিলেন, উদরের মধ্যেই ত গঙ্গা দেবী রহিয়াছেন, তবে আর অপেক্ষা কি? তৎক্ষণাৎ বিলাতি গঙ্গা জলে মিশ্রিত করিয়া অস্থি উদর গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সেই দিবসেই তাহারও গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে!

১২ ই ভাদ্র বুধবার।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, পাঙ্খাবাড়ীর নিকটস্থ একটী চা-ক্ষেত্রের কুলিরা এতদুর সভ্য হইয়াছে যে তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। যাঁহারা সামান্য কুলিদিগকেও এত দুর সভ্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন তাহাদিগের ক্ষমতাকে ধন্য!

ঢাকায় সর্ব্বোচ্চ হারে এবং অন্যান্য স্থানে অর্দ্ধহারে রথ্যাকর সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সম্প্রতি আর একজন টিপু বংশীয় পেন্সনভোগীর মৃত্যু হইয়াছে। ইনি মাসিক ৭০০ টাকা পেন্সন পাইতেন। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৮ হাজার টাকা বাঁচিয়া গেল।

এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজমে একটী দ্বিমস্তক সর্প আনা হইয়াছে।

রাণীগঞ্জ কোল কোম্পানির পার্শ্ববর্ত্তী বাবু প্যারীলালের একটী কয়লার খনি আজিও পুড়িতেছে। কিরূপে আগুন লাগে তাহা জানিতে পারা যায় নাই। যাহাতে ঐ আগুন অন্যান্য খনিতে বিস্তৃত হইতে না পারে তাহার উপায় বিধান করা হইয়াছে।

১৩ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

অতিবৃষ্টিনিবন্ধন আগ্রায় অনেক গৃহ পতিত হইয়াছে।

মধ্য আসিয়ার সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য মুরীতে এক কোম্পানি হইয়াছে। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট এ নিমিত্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সিমলার ব্যবস্থাপক সভায় মুরসিদাবাদের নবাবকে তাঁহার উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। তাহার ঋণগুলি স্থির করিয়া তাহার একটী ব্যবস্থা করিবার জন্য এক বিল প্রস্তুত হইবে।

রায়বেরিলিতে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের একজন সংবাদদাতা কুলুর একজন পূর্ব্বতন রাজার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। রাজার এই সংস্কার ছিল, স্বর্ণ মোহরগুলি রৌদ্রে দিলে ভাল হয়, ঐগুলি উলটাইয়া দিবার জন্য যে সকল চাকর নিযুক্ত হইত উহারা পায়ে আঠা মাখাইয়া মোহর চুরি করিত। গণনা করিয়া তুলিবার সময় মোহর কমিয়া গেলে রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইত রৌদ্রে শুকাইয়া কমিয়া গিয়াছে। আমরা নবাবের মণিমুক্তা ও মোহরাদির এইরূপ শুক্তি বাদের কথা শুনিয়াছি।

১৪ ই ভাদ্র শুক্রবার।

প্রজাদিগের নিকট হইতে অন্যায়রূপে কর আদায় সম্বন্ধে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে আজ্ঞা দেন এবং যেরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বনের প্রস্তাব করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। কাম্বেল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন; যদি কোন জমীদার অন্যায়রূপে কর আদায় দ্বারা প্রজাপীড়ন করেন, মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরা অবিলম্বে সে বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন এবং প্রজাদিগের স্বত্ব অব্যাহত রাখিয়া যাহাতে এরূপ পীড়নের উন্মূলন হয় তাহার নিমিত্ত আইনসঙ্গত এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন। যে দিন রথ্যাকর সংক্রান্ত ঘোষণা পত্র দ্বারা যাহাতে জমীদারদিগকে অতিরিক্ত কোনরূপ কর দেওয়া না হয় তদ্বিষয়ে প্রজাগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা জমীদারদিগের বড় বিপদ দেখিতেছি। কাম্বেল সাহেবের দৃষ্টি তাঁহাদিগের উপর পতিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত।

হুগলী জিলাতে তে-তাস খেলার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া বর্দ্ধমানের কমিশনর বকলাণ্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় জুয়াখেলার আইন উক্ত স্থানে প্রচলিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বকলাণ্ড সাহেবের প্রস্তাব মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাঁহার জানা উচিত আইন হইলেই কাজ হয় না। কলিকাতা ও উপনগরে কি উক্ত আইন প্রচলিত নাই? কিন্তু থাকিলে কি হইবে জুয়ারেরা প্রকাশ্য রাস্তায় পুলিষের সম্মুখে নিঃশঙ্ক চিত্তে খেলিতে থাকে।

গত মঙ্গলবার গঙ্গায় একটী শ্বেত হাঙ্গর ধরা পড়িয়াছে।

আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইতেছে, উহা "সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ে" নামে অভিহিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট উভয় দিক বজায় রাখিলেন।

কাবুলের আমীর সিয়ার আলী স্বীয় রাজ্যের শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের বিবেচনার্থ সময়ে সময়ে নিজ কাউন্সিলের অধিবেশন করিবার মানস করিয়াছেন।

১৫ ই ভাদ্র শনিবার।

আলীপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফের নাজীর বাবু কুমুদনাথ ঘোষাল উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ মাস কারা দণ্ড হইয়াছে। উপরি লাভের এই মধুময় ফল।

পিয়নিয়র বলেন, জানজিবারের সুলতান ইংলণ্ড দর্শনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন। পারস্যের সাহা যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন সুলতান তথায় যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ইংলণ্ড তখন সম্মত হন নাই, বোধ হয় তাহাতেই অপমান বোধ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২০ এ আগষ্ট। শ্রীযুক্ত জে, এফ, ষ্টিবেন্স সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে কটকের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২২ এ আগষ্ট। হাবড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, এম, ড্রামণ্ড সাহেব ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

অযোধ্যার রাজার জন্য গবর্ণর জেনরলের নিয়োজিত এজেণ্ট লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল এম, টমসন সাহেব উক্ত রাজার বাসস্থানের সীমার মধ্য হইতে যে সকল মকদ্দমা উপস্থিত হইবে তাহার বিচারার্থ ২৪ পরগণার একজন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রতনলাল ঘোষ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত সি, এফ, ওয়াসাল সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে ত্রিহুতের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

কটকের সহকারী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জি, এচ, এটকিন্সন সাহেব ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর লেপ্টেনণ্ট ডব লিউ, এ হলবর্ণ সাহেব মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

২৬ এ আগষ্ট। লেপ্টেনণ্ট এম, এ, গ্রে সাহেব আসাম বিভাগের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২২ এ আগষ্ট। বাবু ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুমিল্লার আস্থুয়ারান্সের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

বাবু বিহারীলাল চন্দ্র ফরিদপুরের আস্থুয়ারান্সের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

সি, বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২০ এ আগষ্ট। সিলেটের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু শ্যামচাঁদ রায় বি, এল, কিছুদিনের জন্য নবীগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন।

২১ এ আগষ্ট। মৌলবী মোবারক আলী কিছুদিনের জন্য টিপারার অন্তর্গত নওয়াখালির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন।

২৩ এ আগষ্ট। বাবু রেবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল কিছুদিনের জন্য টিপারার একজন প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয়সমাচার

লণ্ডন ২৩ এ আগষ্ট। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে যাহারা জাল করিয়া টাকা লয় উহাদিগের বিচার হইতেছে। উহারা নিউগেট হইতে যেরূপে পলায়ন করিবার চেষ্টা পায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক জেল অধ্যক্ষকে উৎকোচ দেওয়া হইয়াছিল।

কার্লিষ্টরা বার্গতে জয় লাভ করিয়াছে, বিলবোয়াতে আরো সৈন্য পাঠান হইতেছে।

লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। বেটফোর্ডে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া অনেকে হত হইয়াছে। মন্সেল সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আপাততঃ কিছুদিনের জন্য পদস্থ থাকিবেন।

টাইমস পত্র আয়ার্টন সাহেবকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ডিউক অব আর্গিল যদি অবসর গ্রহণ করেন, লো সাহেব তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন।

লণ্ডন ২৬ এ আগষ্ট। ফ্রান্সে তীর্থ যাত্রীর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। আলাকোকের সেণ্ট মেরির গির্জ্জায় প্রায় ৫০০ ইংরাজ ক্যাথলিক গমন করিতেছে।

কার্থেজিনা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে। সেনাপতি ক্যাম্পস আরো অধিক সৈন্যের প্রতীক্ষায় আছেন। স্পেনের দারুময় রণতরির সকল প্রস্থান করিয়াছে। বিলবোয়ার কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদেশীয় জাহাজ সকলকে বন্দর পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। ইংলণ্ডে আজি কালি রেলওয়ে দুর্ঘটনার কিছু আধিক্য হইয়াছে। গত কল্য বার্ণসলেতে মাল গাড়ির সহিত একটী আরোহী ট্রেনের ধাক্কা লাগিয়া অনেকে আহত হয়।

যাহারা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে জাল করিয়া টাকা লয়, উহাদের যাবজ্জীবন কারা দণ্ড হইয়াছে।

বেলফাষ্টে যে অগ্নিকাণ্ড হয় তাহাতে মেরিন ইন্সুয়ারান্স কোম্পানির ১০ লক্ষ ডলার ক্ষতি হইয়াছে। ১৩০ পরিবার গৃহহীন হইয়াছে।

জর্ম্মাণের সম্রাট বিক্টর এমানুএলকে আহ্বান করাতে তিনি বার্লিন দর্শনার্থ গমন করিবেন।

লণ্ডন ২৬ এ আগষ্ট। কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৯ এ জুলাই এবং বোম্বাই হইতে ১ লা আগষ্ট যাত্রা করে উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১। ৭ ই শ্রাবণ দিবসীয় সোমপ্রকাশে বৈদ্যজাতীয় হরিমোহন গুপ্তের একখানি পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে তিনি বৈদ্যজাতির উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে আপনাকে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গও করিয়াছেন, আপনিও সেই পত্রের একটি নোট দিয়াছেন। পত্র প্রেরক অম্বষ্ঠ জাতির উৎকৃষ্টতা দর্শাইয়াছেন আপনি অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে এক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যাহা হউক অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক ইহা অনেকের সংস্কার আছে, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরও সেই মত, সুতরাং সহসা আপনার মূল্যবান্ উক্তিতে কে বিশ্বাস করিবে? আমি এতৎসম্বন্ধে যে কিছু জ্ঞাত আছি তাহা লিখিতেছি। প্রার্থনা যে পত্রখানি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও এক দিবসীয় পত্রিকায় সমুদয় পত্রখানি প্রকাশ করিবেন তাহা হইলে পাঠকগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়।

২। পত্র প্রেরক শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় অম্বষ্ঠ জাতির উৎকৃষ্টতা দর্শাইয়াছেন এবং সেই অম্বষ্ঠ স্বজাত্যুচিত চিকিৎসা দ্বারা বৈদ্য নামে অভিহিত হইল লিখিয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হন নাই। বোধ হয় তিনি গৌরাঙ্গ মল্লিকাত্মজ ভরতকৃত বৈদ্যকুলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবটি লিখিয়াছেন, সুতরাং ভরতকৃত গ্রন্থ স্মরণ রাখিয়া অন্যান্য পুরাণ ও সংহিতার মতানুসারে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাব লিখিত হইল।

৩। ভরত নিজে বৈদ্যজাতিস্থ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার কৃত ভট্টিকাব্যের টীকাতে উল্লেখ আছে " নত্বাশঙ্করমম্বষ্ঠ গৌরাঙ্গ মল্লিকাত্মজঃ ভট্টিটীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুগ্ধ বোধিনীং "। তিনি বৈদ্য কুলতত্ত্ব নামক গ্রন্থে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে এক বলিয়াছেন। তিনি স্বমত পোষণ জন্য যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন তাহা এই—বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াং। জাতোহম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পার্শবোপিবা। বৈশ্যা শূদ্র্যোশ্চ রাজন্যাম্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ। বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃস্মৃতঃ॥ এতদ্দারা পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক জাত সন্তান অম্বষ্ঠ নামে খ্যাত, অতএব তিনি বলিয়াছেন, সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল। ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্র কন্যকা উপযেমিরে, ইত্যাদি। বুক্তি দৃষ্টি করিয়া তিনি অম্বষ্ঠকে বৈদ্য বলিয়াছেন। কিন্তু কোন শাসন উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তিনি পরাশর সংহিতার বচন বলিয়া নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠোহি মুনি সত্তম। ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনি পুঙ্গবৈঃ॥ কিন্তু সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে মুদ্রিত পরাশর সংহিতাতে ঐরূপ কোন বচন দৃষ্টি গোচর হইল না। তাহার পরিবর্ত্তে পরাশর সংহিতাতে " বৈশ্য কন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতঃ। আহ্নিকঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ॥ তিনি শঙ্খের বলিয়া নিম্নলিখিত বচন তুলিয়াছেন " বেদাজ্জাতোহিবৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ। কিন্তু শঙ্খ সংহিতাতেও তদ্রূপ কোন বচন দেখা গেল না। তিনি হারিতের বলিয়া "ব্রহ্মা মুর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি। অমীপঞ্চ দ্বিজাএষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবং " বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে হারীত সংহিতাতে ঐ বচনটি পাইলাম না। হারীত সংহিতাতে কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, সঙ্কর জাতির উল্লেখ মাত্র নাই। পরিশেষে তিনি বলেন " আয়ুর্ব্বেদোপনয়নাৎ বৈদ্যোদ্বিজ ইতি স্মৃতঃ। ইতি বৈদ্যকেহপ্য প্রবেশঃ। কোন্ প্রমাণানুসারে ইহা লিখিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

৪। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক জাতি ইহার কোন প্রমাণ নাই পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য ভিন্ন জাতি। অমর সিংহ কৃত অভিধানে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে এক বলা হয় নাই। বরং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দুইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ক্ষত্রিয়বর্গে "রোগহার্য্য দঙ্কারোভিষক্ বৈদ্যশ্চিকিৎসকঃ" বলিয়া বৈদ্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যস্থানে শূদ্রবর্গে সংকীর্ণ জাতিরগণনায় অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন " আচণ্ডালাত্তু সংকীর্ণা দম্বষ্ঠ করণাদয়ঃ। এতদ্দারা বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ এক বলিয়া প্রতীতি হয় না। টীকাকর্ত্তা কহেন, অম্বষ্ঠঃ অয়ং চিকিৎসা বৃত্তিঃ বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ। সেই টীকাকর্ত্তা বোধ হয় বৈদ্যজাতীয় হইবেন। তাহার নাম ভরত। যাহা হউক, তিনি যে জাতি হউন অম্বষ্ঠ যে বৈদ্য ইহার কোন প্রমাণ তিনি উল্লেখ করিতে সমর্থ হন নাই। সংহিতাতে যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে মনু সংহিতার ১০ ম অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে—সুতানা মশ্ব সারথ্য মম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং " লেখা আছে। ইহা দ্বারা অম্বষ্ঠের চিকিৎসা ব্যবসায় থাকা জানা যায়। এইরূপ ব্যবসায় দেখিয়া জাতি অনুমান করিয়া লওয়া সঙ্গত হয় না। বিশ্বামিত্রের পুত্র শুশ্রুত ক্ষত্রিয়বংশজ দিবোদাস হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারাও চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। তাহা বলিয়া কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ কি বৈদ্য হইবে? মনু সংহিতার ঐ বচন এবং বৈদ্যগণ চিকিৎসা ব্যবসায়ী এই দুইয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বৈদ্যগণের সপক্ষ একটি অনুমান হয় মাত্র, কিন্তু নিম্নলিখিত বক্ষ্যমাণ প্রমাণ সকলে তাহা খণ্ডিত হইতেছে।

৫। অমর সিংহ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়া দুই জাতি বলিয়া প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ করিতেছেন। অম্বষ্ঠগণ সংহিতার লিখনানুসারে যদিচ দ্বিজ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হয় এবং ভরতও তদনুসারে পত্র প্রেরক ঐ অম্বষ্ঠকে বৈশ্য হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তথাপি প্রাচীন স্মৃতি সংগ্রহকর্ত্তা বাচস্পতি মিশ্র ও তৎপরের স্মৃতিতত্ত্ব কর্ত্তা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কলিযুগে অম্বষ্ঠের শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং পশ্চিম দেশে অম্বষ্ঠ নামে এক প্রকার কায়স্থ অদ্যাপি আছে।

৬। সকল সংহিতা হইতে মনুর প্রাধান্য আছে ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু মনুসংহিতাতে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য যে এক ইহা বলা হয় নাই। পক্ষান্তরে উশনা সংহিতাতে ভিষক ও অম্বষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া উক্ত ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দেশ হইয়াছে। উশনা সংহিতার লেখার সহিত মনু সংহিতার লেখার বিরোধ না হওয়াতে এবং উশনা সংহিতাতে বিশেষ করিয়া দুই সংকীর্ণ জাতির উল্লেখ থাকাতে উশনা সংহিতার লেখা এস্থলে বলবৎ। তিনি অম্বষ্ঠ বিষয়ে লিখিয়াছেন, " বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে। কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয় বৃত্তিকঃ॥ ধ্বজিনী জীবিকা বাপি অম্বষ্ঠাঃ শস্ত্রজীবিনঃ। অনেকেই অবগত আছেন ভিষক ও বৈদ্য এক, এবং উপরে যে কোন বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও ঐকথার প্রমাণ হইতেছে। উশনা সংহিতাতে ভিষকের (বৈদ্যের) জন্ম নিম্নলিখিত মতে বর্ণিত হইয়াছে " নৃপায়াংবিপ্রত শ্চৌর্য্যাৎ স জাতো যো [illegible]ষক স্মৃতঃ। অভিষিক্ত নৃপস্যাজ্ঞাং [illegible] পা[illegible]তু বৈদ্যকং॥ আয়ু[illegible] [illegible] তন্ত্রোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ। [illegible] বাপি [illegible]।

৭। পুরাণ [illegible] অনুসন্ধান করিলে বৈদ্যের জন্ম সম্বন্ধে [illegible] প্রকার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যথা—বৈদে[illegible]শ্বিনী কুমারেণ জাতশ্চ বিপ্র যোষিতি। বৈদ্য [illegible]বীর্য্যেন শূদ্রাযাং সম্ভূবুর্ব্বহবোজনাঃ। [illegible] গুণ জ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধি পরায়ণাঃ। [illegible] শূদ্রায়াং তেব্যালগ্রাহিণো [illegible] ॥ বৈদ্যের

উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরে যে উক্তি হইয়াছে তাহার আমূল বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। কথং ব্রাহ্মণ পত্ন্যাস্তু সূর্য্যপুত্রোহশ্বিনী সুতঃ। অহোকেন বিপাকেন বির্য্যাধানং চকারসঃ। উত্তর—গচ্ছন্তীং তীর্থ যাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং কুরুনন্দন দদর্শ কামুকীং কান্তঃ পুষ্পোদ্যানে মনোহরে, তয়া নিবারিতো যত্নাৎ বলেন বলবান সুরঃ অতীব সুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীর্য্যাধানং চকাবসঃ। দ্রুতং তত্যাজ গর্ভংসা পুষ্পোদ্যানে মনোরমে। সদ্যো বভূব পুত্রশ্চ তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভঃ। সপুত্রা স্বামিনং গেহং জগাম ব্রীড়িতা তদা। স্বামিনং কথয়ামাস যন্মার্দ্দেবাদি শঙ্কটং॥ বিপ্রো রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকামিনীং। সরিদ্বভূব যোগেন সাচ গোদাবরী স্মৃতা। পুত্রং চিকিৎসা শাস্ত্রঞ্চ পাঠয়ামাস যত্নতঃ। নানা শিল্পঞ্চ শস্ত্রঞ্চ স্বয়ং স রবিনন্দনঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়।

৮। উশনঃ সংহিতার প্রমাণ দৃষ্টে জানা যাইতেছে চৌর্য্যলব্ধা ক্ষত্রিয়াতে অথবা গোপনে ক্ষত্রিয়াতে গমন করাতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যে সন্তান জন্মে তাহারি নাম ভিষক। এতদনুসারে ভিষকজাতি কোন রূপেই বৈধ বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজ পুত্র নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের লিখন মতে জানা যায় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণ পত্নীতে অশ্বিনীকুমার হইতে বলাৎকারে জাত পুত্র বৈদ্য, উভয় প্রকারেই কি বৈদ্য অথবা ভিষক্ অম্বষ্ঠ কি দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী নহে।

আপনি বলিয়াছেন বৈদ্যের মুল স্থির নাই। আমি তাহার সহিত এক বাক্য হইতে পারিলাম না। উপরে পৌরাণিক যে বচন উদ্ধৃত হইল তাহাতে মুল ঠিক হইতেছে। বৈদ্যজাতির মধ্যে অনেকগুলি লোক সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া ঐরূপ জন্ম অপমান বোধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এমত অনুমান করা যাইতে পারে। কেবল তাহারা অম্বষ্ঠ ইহা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে এমত নহে। অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি গণকেও বৈদ্য বলিয়া কহিয়া থাকেন। তাহাদের মতে আদিশূর বৈদ্য জাতীয় ছিলেন। কিন্তু ভটনারায়ণের পৌত্রের কৃত মনোরমা নামক গ্রন্থে আদিশূর চন্দ্র বংশীয় রাজা বলিয়া উক্ত আছেন। বৈদ্যেরা বল্লাল সেনকে বৈদ্য বলেন। সম্প্রতি যে সকল অনুসন্ধান হইতেছে তাহাতে প্রকাশ হইতেছে বল্লাল সেন ক্ষত্রিয় ছিলেন।

৯। বৈদ্যগণ, বোধ হয় আপনারাই আপনাদের বিষয় জ্ঞাত নহেন। কেহ উপবীত ধারণ করেন কেহ উপবীত ধারণ করেন না কেহ পোনর দিন ঔষধ গ্রহণ করেন কেহ এক মাস। কিন্তু অন্য কোন জাতির মধ্যে এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় না।

১০। কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা সহজেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া বৈদ্য কি কায়স্থের অন্তঃকরণে ব্যথা দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। তবে শাস্ত্রীয় প্রমাণে বৈদ্য ও কায়স্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া গেল তাহাই উদ্ধার করা গেল।

পত্র প্রেরকের লিখার আভাসে বোধ হইতেছে, আপনি বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কোন্ জাতি শ্রেষ্ঠ ইহা নির্ণয় করিবার ভার রামদাস সেনের উপর অর্পণ করিয়াছেন। যদি বাস্তবিক তদ্রূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বোধে কার্য্যটা ভাল হয় নাই। রামদাস বাবু ত কায়স্থ বটেন, তাঁহার মীমাংসাতে বৈদ্যগণ কেন সন্তুষ্ট হইবেন? আমার স্মরণ হইতেছে একজন লেখক (বোধ হয় ইনি কায়স্থ হইবেন) চণ্ডালের বর্ণন করিতে গিয়া প্রকারান্তরে বৈদ্যকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন সে লেখা এই "বৈশ্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সন্তান বৈদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অপত্য স্নেহপ্রযুক্ত শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহাতেই তাহারা ব্রাহ্মণের তুল্য ভদ্র ও বিদ্বান হইয়াছে। ব্রাহ্মণী গর্ভজাত শূদ্র সন্তানকে হেয় চণ্ডাল না বলিয়া ভদ্র স্বীকার করতঃ ভদ্র ব্যবসায়ে নির্দ্দিষ্ট করিলে তাহারাও শ্রেষ্ঠ হইত সন্দেহ কি? বিবিধার্থ সংগ্রহ ৫ ম খণ্ড ১৬৫ পৃ। পত্র লেখক স্পষ্টরূপই বলিয়াছেন যে উক্ত বিষয়ের ভার কেবল ব্রাহ্মণগণই বহন করিতে সমর্থ। অদ্যাপিও ব্রাহ্মণের মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চা ও স্মৃতি ও পুরাণ পাঠের নিয়ম রহিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হইতে কোন্ কায়স্থ বা শূদ্র শাস্ত্রার্থ চিন্তনে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে?

আমি বহুদিন হইতে শুনিতেছি কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রাচীন কালে শূদ্রগণ হীনকর্ম্মা ছিলেন, সেই হেতু ধনবান্ বিদ্যাবান্ সভ্যতা পদারূঢ় কায়স্থগণ আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন্। কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমে অগ্নি পুরাণের যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই—আদৌ প্রজাপতে জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকা বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বো বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে। পাদাচ্চ শূদ্রঃ সম্ভূতঃ। ত্রিবর্ণস্যচ সেবকঃ। হীননামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ॥ কায়স্থস্তস্য পুত্রোভূৎ বভূব লিপিকারকঃ। কায়স্থস্য ত্রয়পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতীতলে চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈবচ। চিত্রগুপ্তো-গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগ সন্নিধৌ চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে॥ কায়স্থ শব্দের স্থানে গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমনের বৃত্তান্ত পরিষ্কাররূপে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে আদিশূর ও বীরসিংহের পত্রার্থ গ্রহণ করিলে ইহা অনুভব হইবে যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে সকল ভৃত্য আসিয়াছিল তাহারা শূদ্র ছিল। কিন্তু সেই সকল শূদ্র ভৃত্য যে ঝারি গামছা বহন করিয়া আসিয়াছিল, এমত বোধ হয় না। একজন সুচতুর লেখক কহেন যেরূপ ইউরোপের টেম্পল উপাধিধারী বীরগণের সঙ্গে স্কোয়ার নামক মাননীয় ভৃত্য থাকিত সেইরূপ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত যে সকল ভৃত্য আসিয়াছিল তাহারাও মাননীয় ছিল। যদি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সঙ্গীয় ভৃত্য শূদ্র হইল, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানেরা কিরূপে ক্ষত্রিয় হইবেন?

কায়স্থগণ যদি আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় না দেন, তাহা হইলে অনেক

গোল উপস্থিত হয়। শূদ্র হইতে কায়স্থের উৎপত্তি বিবরণ যে পূর্ব্বে উক্ত হইল যাহারা তাহা স্বীকার না করেন তাহাদের পক্ষে এই কয়েকটী পথ দেখিতেছি। প্রথম স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে লিখিত হইয়াছে, পরশু রামের নিঃক্ষত্রিয়কালে চন্দ্রসেন রাজা হত হন, তাঁহার সগর্ভা স্ত্রী ঔর্ব্ব্য মুনির আশ্রয় গ্রহণ করেন, পরশুরাম গর্ভ নষ্ট করার নিমিত্ত ঔর্ব্ব্যাশ্রমে যান, মুনিবর পরশুরামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গর্ভ যাচঞা করেন। তাহাতে পরশুরাম বিষাদের সহিত গর্ভ নাশের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কহেন—যাচিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ। তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃশুভ। এতদ্দারা দেখা যাইতেছে ঐ জাত সন্তান আর ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইল না এবং দ্বিজ ধর্ম্ম পালন করিতে তাহার অধিকার ছিল না। ইচ্ছামতে বৃত্তি আচরণ করিত। মনু কহেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে যাহারা ক্রিয়া লোপাদি দোষে বাহ্য জাতি ভাবাপন্ন হয় তাহারা ম্লেচ্ছ ভাষি বা সাধু ভাষি হউক, তাহাদিগকে দস্যু বলা যায়। ১০ অধ্যায় ৪৫ শ্লোক। রঙ্গপুরের উত্তরস্থ ও কুচবিহারের কোচগণ কহিয়া থাকে তাহারাও ক্ষত্রিয়। যৎকালীন পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করেন তৎকালীন সঙ্কোচ অর্থাৎ ভয় প্রযুক্ত যে সকল ক্ষত্রিয় পলায়ন করিল, তাহারা কোচ বলিয়া অভিহিত হইল। সঙ্কোচাৎ কোচ উচ্যতে॥ ইহা হইলে স্কন্দপুরাণোক্ত সহ্যাদ্রি খণ্ডোক্ত কায়স্থ ও কোচে ইতর বিশেষ কি হইল? অমরকোষের টীকাকার ভরত কহেন করণের নাম কায়স্থ, ইহার লিখন বৃত্তি, তাহা হইলে কায়স্থ বর্ণসঙ্কর হইল। শূদ্রা বৈশ্য যোজাতঃ করণঃ। পক্ষান্তরে উশনঃ সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে "বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাত কুম্ভকারঃ স উচ্যতে॥ কুলাল বৃত্ত্যা জীবেত নাপিতোবা ভবত্যতঃ। সূতকে প্রেতকে বাপি দীক্ষাকালেঽথ বাপনং॥ মাংভেকর্ত্তৃক বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে। কায়স্য ইতিজীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ॥ কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কৃন্তনং আদ্যক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

২ রা ভাদ্র } কস্যচিৎ পাঠকস্য
১২৮০

মহাশয়! রাইপুরের আর মঙ্গল দেখি না। বুঝি বা গ্রামখানি একেবারেই উৎসন্ন হইয়া যায়। ছয় মাসের মধ্যে দুইটী মারাত্মক বিপদে অধিবাসীদিগকে আকুলিত করিল; আবার একটী নূতন বিপদ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতেছে। অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন, তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, তাহাতে যদি কোন প্রকারে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া রহিল, আবার সেই বর্ষার সহগামী সংক্রামক জ্বর গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অধিবাসীদের দুর্দ্দশা পূর্ণাঙ্গ করিতে বসিয়াছে!!! এই গ্রামখানি আজি দুই বৎসর সংক্রামক জ্বরে অভিভূত হইয়াছে। এবারকার গ্রীষ্মের আধিক্যবশতঃ মধ্যে পীড়া কিছু মন্দ ভাব ধারণ করে। আজি কয়েক দিন বর্ষা একটু বিশেষ প্রবল হইয়াছে বলিয়া পীড়ার প্রকোপ এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে যে গ্রামের অধিকাংশ লোকই সপরিবারে শয্যাগত হইয়াছে। শুশ্রূষা করে নীরোগ শরীরে এমন এক ব্যক্তিও নাই। পীড়ার এরূপ প্রচণ্ড ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে পরিলক্ষিত হয় নাই. যখন পীড়ার প্রথম ধাক্কা এত ভয়ঙ্কর না জানি পরিপক্ক অবস্থায় (আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে) ইহার ভীষণতা কত হৃদয়বিদারক হইয়া উঠিবে। এই উপস্থিত বিপদে অধিবাসিরা যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অনুভবশীল সহৃদয় পাঠক মাত্রের অবোধগম্য থাকিবে না। দুঃখি তন্তুবায়দের লাঞ্ছনার একশেষ হইতেছে! তাহাদের দুরবস্থার আর ইয়ত্তা নাই!! একে তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়, তাহাতে দুই বৎসরের আহার ঔষধ ব্যয়ে কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিল। আবার যাহা কিছু সম্বল অবশিষ্ট ছিল, তাহা অগ্নিদাহ, জলপ্লাবনে গ্রাস করিয়া গিয়াছে। গ্রামখানিতে তন্তুবায়ের সংখ্যাই অধিক।

মহাশয়! আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রজাবৎসল বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি। বাৎসল্য ভাব কার্য্যে প্রদর্শন করিবার এটী কি উপযুক্ত স্থল নহে? রাইপুরের দিকে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আমরা বরাবর চীৎকার করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহা এক সামান্য বাঙ্গলা কাগজের সংবাদদাতার রোদন বলিয়া তাদৃশ কার্য্যকর হয় নাই। যাহা হউক, প্রজা রক্ষা করা যদি রাজ কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে অবধারিত থাকে, তবে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া দুঃখি অধিবাসীদের পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, অন্ততঃ ৩।৪ মাসের জন্য একটী অন্নছত্র না খুলিয়া দিলে রাইপুরের দুঃখি প্রজাগণ কোন প্রকারেই রক্ষা পাইবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই রাইপুর গ্রামখানি বলপুর ষ্টেষণের সন্নিধানে অজয় নদীর তটে অবস্থাপিত।

৯ ই ভাদ্র একান্ত বশম্বদ
১২৮০ সনয়ারি আবাদ প্রবাসিনঃ

মহাশয়! গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিলেন, রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত যে সমস্ত এতদ্দেশীয় ইংলণ্ডে যাইবেন, তাঁহাদের নাম ও পরিচয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন। অনেকে আবেদন করিলেন। কিন্তু যাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া আমাদের বিশেষ পরিচিত তাঁহারা কেহই অগ্রসর হইলেন না। কেবল শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মাধব রাও এই দুই জন আমাদের আশা স্থল রহিলেন। তবুও অনেকটা আশ্বাস। আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ জানিবার নিমিত্ত আশা পথ চাহিয়া রহিলাম! কয়েক দিন কাটিয়া গেল। সিমলা পর্ব্বত হইতে সংবাদ আসিল এই দুই জনের একজনকেও গ্রহণ করা হইবে না। বাঙ্গলা হইতে যাঁহারা আবেদন করিয়াছিলেন ভূদেব বাবু তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ পরিচিত। আর মাধব রাও অনেক দিন ত্রিবা-

কুর রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এক্ষণে মহারাজা হোলকারের রাজস্ব মন্ত্রী। ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কটলেজ সাহেব মাধব রাওকে ভারতবর্ষের রাজস্বমন্ত্রী করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহাঁরা আমাদের রাজপুরুষদিগের বিবেচনায় সাক্ষ্যদানে অনুপযুক্ত, সুতরাং মনোনীত হইতে পারিলেন না। আর দেশশুদ্ধ লোক যাঁহাদের নাম পর্য্যন্তও ইহার পূর্ব্বে কখন শুনেন নাই, তাঁহারা দেশের প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডে চলিলেন। বলিতে কি অনরেবল মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর ভিন্ন কাহাকেই আমরা দেশের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। রাজপুরুষেরা কি ভিতরের দোষ বাহির হইয়া পড়িবার ভয়ে অধিকতর উপযুক্ত লোকদিগকে মনোনীত করিলেন না। সেই ভয়ই যদি হয়, তবে এতদ্দেশীয়দিগকে রাজস্ব কমিটির সম্মুখে না পাঠাইলেই ত ভাল হয়। অনর্থক সাধারণের ধন ব্যয় করিবার আবশ্যকতা কি? একেইত ভারতবর্ষের অদৃষ্ট মন্দ। তাহাতে আবার এইরূপ অনর্থক অর্থব্যয় হইলে কি জানি হয় ত আবার নুতন টাক্সভার স্কন্ধে লইতে হইবে। অথবা আবেদনকারিদিগকে অনুরোধ করি, যদি তাহারা দেশের যথার্থ হিতৈষী হন, তাহা হইলে ইংলণ্ডে যাইতে বিরত হউন।

উপসংহারে আমরা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা সাধারণ ধনব্যয়ে যাহাদিগকে পাঠাইতেছেন তাঁহারা দেশের প্রতিনিধি হইতে পারেন কি না, রাজস্ব কমিটির সম্মুখে তাঁহাদের সাক্ষ্যপ্রদানে সামর্থ্য আছে কি না তাহা কি একবারও অনুসন্ধান করিয়াছেন? করিলে আমাদের অসন্তোষের কারণ কখনই ঘটিত না। আরও যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারা অনেকেই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। কর্ম্মচারীদিগকে এ কার্য্যে প্রেরণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। গবর্ণমেণ্টের যদি ভিতরে কিছু গোল না থাকে নির্ভয়ে উপযুক্ত লোকদিগকে পাঠাইয়া দিন। [illegible] বাবু, ও মাধবরাওয়ের ন্যায় অপমানিত হইবার ভয়ে অনেকে অগ্রসর হন নাই। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে যাইতে অনুরোধ করুন। নতুবা অনর্থক সাধারণের ধন এরূপে নষ্ট না করেন ইহা আমাদের প্রার্থনা।

২১ আগষ্ট
১৮৭৩ শ্রীন
কলিকাতা

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২২ এ আগষ্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায় জয়রামপুরের নীচে	১৩	৩
তথা হইতে গড়িয়ার উপর ১২ মাইলের মধ্যে	১৬	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	২১	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৮	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২৫	৬

সন ১৮৭৩ সালের ২৫ এ আগষ্ট বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২৫	৩॥

বহরমপুর ২১এ আগষ্ট ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

১৮৭৩ অব্দের আগষ্ট ও ১২৮০ সালের ভাদ্র মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মুল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

রাজা গোপীলাল পাড়ে—পাকোড
পাবনা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার
" " রাধানাথ বড়ুয়া—গৌহাটী
" " যদুনাথ দত্ত—হোসেঙ্গাবাদ
শ্রীমতি ক্ষেত্রমণি দেবী—গোবরডাঙ্গা
" " মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনী পাড়া।
" " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জুনিয়াদহগ্রাম।
" " গঙ্গানারায়ণ মজুমদার গোস্বামী খণ্ড।
" " যজ্ঞেশ্বর পাহাড়ী—ক্ষীরপাই।
" " গৌরীকান্ত সেন উকিল দৌলাত খাঁ।
" " অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হালিসহর।
" " কালীপ্রসাদ নিয়োগী কুচবিহার।
" " ইন্দ্রনারায়ণ তেওয়ারি—বর্দ্ধমান।
" " মনোমোহন দাস—কানসাট।
" " আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস—শ্যামগঞ্জ।
" " তারামোহন চৌধুরী চৌকী বড়বাড়ী।
" " কাশী বিহারী লাহিড়ী—কুমকল।
" " মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক পাতিলপাড়া।
" " তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ফরিদপুর।
" " মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুলালগঞ্জ।
" " শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় হরিহরপুর।
" আমিরুদ্দিন সরকার—কুচবিহার।
" " নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়—টাউডাণ্ড।
" " নবীনচন্দ্র গুপ্ত—যোধপুর।
" " রাধিকাপ্রসাদ মিত্র—জোয়ানপুর।

মুল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মুল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

নাম	মুল্য
শ্রীযুক্ত বাবু রামগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর	১০
" " লালমোহন চট্টোপাধ্যায় দারজিলিঃ	১০
" " গোলোকচন্দ্র কাননগো কালিহাটী	১০
" " নীলমণি চট্টোপাধ্যায় জয়রামপুর রাজপুতনা	১০
সরূপকাটী স্কুল	১০

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪৩ সংখ্যা।

"প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৪এ ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ৮ই সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

অদ্ভুত উপন্যাস।

প্রতি সপ্তাহে এক এক ফর্ম্মা (পুস্তকের আকারে) প্রকাশিত হইবে। মূল্য প্রতি সংখ্যা নগদ দুই পয়সা। তথাচ বিদেশে ডাক মাসুল অর্দ্ধ আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বিদেশে পুস্তক প্রেরিত হইবে না। কলিকাতা মধ্যস্থ যন্ত্রালয় ঠিকানায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে [illegible] প্রেরিতব্য।

শ্রীসীতারাম ভট্টাচার্য্য।

এতদ্দারা সকলকে জানান যাইতেছে যে আমাদের চাটমহরস্থ "জ্ঞানবিকাশিনী" নাম্নী সাপ্তাহিত পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৫ টাকা করা হইল। ইহা ৩ ফরমা। আগামীতে আয়তন বৃদ্ধি করা যাইবে।

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
তত্ত্বাবধায়ক

এই এক নূতন কথা—ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

১২ পেজী ফর্ম্মার এক ফর্ম্মাকারে প্রতি মাসে প্রকাশিত। পুস্তক পাঠে যাঁহার আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে একবার দেখুন। মূল্য ∕৵ আনা।

মেমারীর অধীন চকদিঘী পোষ্ট } শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত
হেড মাষ্টার
তাজামোড়া স্কুল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাসুল ∕০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—ঃ—

হিন্দুধর্ম্ম—মূল্য ।০ আট আনা। বাগবাজার, [illegible] ভবনে প্রাপ্তব্য।

—০ঃ—

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—০—

কর্ম্মখালি।

চকদীঘির দাতব্যচিকিৎসালয়ের হেড কম্পাউণ্ডরের পদ শূন্য আছে। প্রার্থীর বাঙ্গালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক। যিনি অন্যত্র কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন ও কথঞ্চিৎ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়। বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত হইলে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকদীঘি

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তকও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রেঙ্গুন অএল কোম্পানি লিমিটেডের কিরোসিন তৈল।

ভিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয় পরিষ্কার ও বর্ণহীন এবং জ্বালিলে অতি উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে সকল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না; সুতরাং ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ৫ গ্যালনপূর্ণ কানেস্তারা মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যবিধ তৈল—এই তৈল ঈষৎ পীত বর্ণ এবং ভিকটোরিয়া তৈলের ন্যায় উজ্জ্বল

আলোক দেয় না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে না। বিশেষ ইহা যে কেবল জ্বালাইবার পক্ষে সস্তা এবং কার্য্যকর এরূপ নয়, ইহা ভিন্ন লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি মরিচা ধরা হইতে রক্ষা করিবার যেরূপ উপযোগী এরূপ আর কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৫৵০ আনা করিয়া গ্যালন। যখন যিনি অডর পাঠা ইবেন, সেই সঙ্গে যেন নগদ টাকা পাঠাইয়া দেন।

কলিকাতা
ক্লাইব ষ্ট্রীট
৮১ নং বাটী } ওয়াইজম্যান মিচেল রিড কোম্পানি

গুপ্ত যন্ত্র।

২৪ নং মৃর্জ্জাফর্স লেন; প্রেসিডেনসী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ই রাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

"প্রত্নু-কম্র-নন্দিনী"

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাঁহারা 'প্রত্নু অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কম্র অর্থাৎ অভিলাষী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধনী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি ধীরাজ বাহাদুর ও নাটোরাধীশ্বর মহোদয় প্রভৃতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি; রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় ধনপতি সিংহ রায় বাহাদুর প্রভৃতি অনরেবল যষ্টিশ দ্বারিকানাথ মিত্র ও কাশ্মীর রাজামাত্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও "আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয়" প্রভৃতি উলার বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আসামের চিদানন্দ চৌধুরী ভাণ্ডিবন্দের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, লক্ষ্মীপুরের পৃথ্বী রাম চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুখেন্দুমোহন দেবরায় ছান্দড়ার অনঙ্গমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও কুলদাকিঙ্কর রায় প্রভৃতি নেবুতলার (ধন্বন্তরি কল্প) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি কাশীর (মৎস তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাহেশের (অভিনবসুহৃৎ) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

এতাদৃশ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য্য স্বাধীন যন্ত্র লয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবায় শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে সত্যযন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে প্রেস্থের কার্য্যে কিছুমাত্র আয় লক্ষিত না হই বায় উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ে স্বীয় স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক স্বপ্রদত্ত টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিবায় তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে। যন্ত্রালয়টি সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্যে নিযুক্তও হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে উল্লিখিত ভাগীর ভাগ নষ্ট করিতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইতেছে ইহার দায়ে (যন্ত্রটি ত সমূলে নষ্ট হইতেই পারে,) অধ্যক্ষকে লইয়াও টানাটানি না পড়ে। অথচ এই ঋণশোধে প্রত্নুকম্রগণের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞপ্ত দ্বারা প্রত্নুকম্র নন্দিনীর গ্রাহক সূত্রে পরিচিত বা অপরিচিত ধনী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, প্রত্নুকম্র মাত্রেরই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত মুদ্রা কিছু অধিক নহে। ভরসা করি সুপ্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই ইহা আদায় হইতে পারে। (ইতিপূর্ব্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সত্যই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বতঃ আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হই লেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

যাঁহার যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পুরঃসর "সোমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "হিন্দুহিতৈষিণী" সম্পাদকের নিকটে কিম্বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভাতে অথবা কলিকাতা ভীমঘোষের লেন ৩ নং ভবনে সত্য যন্ত্রে আমার সমীপে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। তাহরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

প্রত্নুকম্র নন্দিনী ও সত্যযন্ত্রের অধ্যক্ষ
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার গুপ্ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা যাণ্মাষিক ৪॥ ত্রৈমাসিক ২৸০ আনা।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

ক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

বাজুশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাহুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই য়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাহুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বায়ুচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷৷॰, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল ৷৷॰ উহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাহুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাহুল /০।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্ এণ্ড্ ফিজিকাল ডায়গনোসিস্ অব্ ডিজীজ্

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৭০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাহুল ৷৷০ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাহুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিনীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলায়া অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷৷০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল, অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাহুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বোটানি) ৷৷৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৵১০

প্রত্যেকের ডাকমাহুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

এতদ্দ্বারা দিনাজপুর সিবিল ষ্টেসনে ১৯ লক্ষ পাকা ইট দিবার জন্য টেণ্ডর সকল আহ্বান করা যাইতেছে।

যাঁহারা উপরি উক্ত ইট যোগাইবার জন্য টেণ্ডর দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের নিকট আবেদন করিলে এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিতে পারিবেন।

১৮৭৩ অব্দের ১৫ ই সেপ্টেম্বর অথবা তৎপূর্ব্বে টেণ্ডর সকল দিতে হইবে।

একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের আফিস দিনাজপুর ২২ এ আগষ্ট ১৮৭৩ } এচ, বিটমি. সি, ই দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষায় স্থিতি বিজ্ঞান বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ন্যাচুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি তালিকায় ফিজিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন

জ্ঞান পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসঙ্ঘাত ও বলবিঘাত ভারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগ বর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য সংক্রান্ত বিস্তর সমাহিত প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ॥০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

—●◎●—

মৃত রাজা সর রাধাকান্ত বাহাদুরের ষ্টেটের অন্তর্গত নিম্নলিখিত সম্পত্তি সকলের (১ লা সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞাপনে যে সকল সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়, ইহাতে সেগুলি এবং তদতিরিক্ত আরো কতকগুলি আছে) পাট্টা দেওয়া হইবে—

লাট নং ১ কলিকাতাস্থিত ভাড়াটিয়া সহিত ভূমি।

বাটী	নং	১৫৫	চিতপুর রোড, তত্রত্য সভাবাজার নামক রাজার* মায় বাটী ও গুদাম সহিত।
ঐ		১৫২	চিতপুর রোড, বাটী ও গুদাম সকল সহিত।
ঐ	ঐ	১৫৩	চিতপুর রোড গুদাম সকল সহিত।
ঐ	ঐ	১৫৪	চিতপুর রোড, বাটী ও গুদাম ইত্যাদি সহিত।
ঐ	ঐ	১৫৭	চিতপুর রোড।
ঐ	ঐ	১৬০।১৬১	ঐ
	ঐ	৩২১	ঐ দ্বিতল বাটী এক খণ্ড বৃহৎ ভূমির সহিত।
ঐ	ঐ	২*	
ঐ	ঐ	৪৪	বালাখানা
ঐ	ঐ	৭	বেচারাম চাটুর্য্যের লেন।
ঐ	ঐ	৬৫	রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	৫৯	ঐ
ঐ	ঐ	৫৫	ঐ
	ঐ	৫০	ঐ
	ঐ	৮১	করন্ওয়ালিস
ঐ	ঐ	২৮	হাতীবাগান।
ঐ	ঐ	১৫০	শ্যামবাজার ষ্ট্রীট
ঐ	ঐ	১৫৪	ঐ
ঐ	ঐ	৬	কম্বুলিয়া টোলা
ঐ	ঐ	১১	ঐ
ঐ	ঐ	১৩	ঐ
ঐ	ঐ	৬	শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১১	কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১৩	ঐ
ঐ	ঐ	১৫	ঐ
ঐ	ঐ	৩০	কাশী মিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১০১	অপর সারকিউলার রোড তত্রত্য মাণিকতলা বাজার* মায় বাটী গুদাম ইত্যাদি সহিত।
বাটী		১৫৯*	মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, তত্রত্য মেছুয়াবাজার নামক বাজার* মায় গুদাম ইত্যাদি সহিত।
ঐ		১*	ঐ
ঐ		১৬০*	ঐ
ঐ	ঐ	১৫৮*	ঐ

* এই তারা চিহ্নিত সম্পত্তিগুলির মৌরাসী পাট্টা দেওয়া হইবে।

লাট নং ২।

তালুক কিসমত ইছাপুর এবং নবাবগঞ্জ, জিলা ২৪ পরগণার হাবলি সহর পরগণার অন্তর্গত।

লাট নং ৩।

তালুক কিসমত হাবড়া ও চর হাবড়া (কালেক্টরের তৌজী নং ৩৮৯৯ এবং ৩৯৯৩) জিলা হুগলীর বোরো পাইকান পরগণার অন্তর্গত।

এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এবং পাট্টার নিয়মাদি জানিতে হইলে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং আফিসে উক্ত ষ্টেটের একজিকিউটার বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের নিকট অথবা ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীতে তাহাদের এটর্নি বাবু দীননাথ বসুর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৮৭৩ অব্দের ১২ ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং উক্ত একজিকিউটরদিগের উক্ত আফিসে ১৮৭৩ অব্দের ১৩ ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ১ ও ২ ঘটিকার মধ্যে পাট্টার জন্য আবেদন সকল গ্রহণ করা যাইবে। একটী সাধারণ ডাকের নিয়ম করা হইবে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডাকিবেন (অন্যান্য নিয়ম সকলও সুবিধামত হইলে) তাঁহারই ডাক মঞ্জুর করা হইবে।

ভূগল সার সংগ্রহ।

ইহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন ১৮৫৮ ও ১৮৬৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এন্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ।/০

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ ভাদ্র সোমবার।

নব্যদলের একটী মহার্ঘ্য প্রাক উপদেশ।

আজি কালি আমাদিগের নব্যদলের

অনেককেই ইংরাজ সভ্যতার নিতান্ত পক্ষপাতী দেখা যায়। ইঁহারা অশন বসনাদি যাবতীয় বিষয়ে ইংরাজদিগেরই অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হয় আমরা যে কখন সভ্য ছিলাম, আমাদের আচার ব্যবহার বিজ্ঞান সাহিত্য বিদ্যা বুদ্ধি ভাল ছিল ইঁহাদের এ সংস্কার নাই। কিন্তু চমৎকার এই, এই দল যাঁহাদিগের অনুকরণ করেন, সেই জাতির প্রধান প্রধান লোকেরাই এই সকল গুণের জন্য আর্য্য জাতির প্রশংসা করেন এবং ইঁহারা ইংরাজদিগের অনুকরণ করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের বিখ্যাত নামা অধ্যাপক মাক্ষমুলার সাহেব বহরমপুরের বাবু রামদাস সেনকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, এই দলের সেই পত্র খানি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন, "তোমাদিগের জাতীয় তেজস্বিতা উত্তেজিত হয় এবং তোমরা তোমাদিগের পুরাবৃত্তে গর্ব্বিত ও প্রাচীন সাহিত্যে স্নেহবান হও এই আমার অভিলাষ। ইউরোপের যাহা ভাল আছে তাহা গ্রহণ কর, কদাচ ইউরোপীয় হইতে চেষ্টা করিও না। তোমরা যেমন মনুর পুত্র উর্ব্বর ভারতসন্তান সত্যানুসন্ধায়ী এবং এক মাত্র পরমেশ্বরের আরাধনাকারী সেইরূপই থাক।" যে আর্য্য জাতির প্রতি একজন বিদেশীয়ের এত ভক্তি, সেই আর্য্য জাতির প্রতি স্বদেশীয়দিগের অনাস্থা দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না ব্যথিত হয়? স্বদেশীয় নব্যদল মাক্ষমুলার সাহেবের এই সারগর্ভ উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

—:০:—

বিহারের মুসলমানদিগের অভিযোগ।

সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ বলিয়াছিলেন "আজি অবধি যে কিছু আমার মনের প্রথম, তাহা আমার হস্তেরও প্রথম হইবে।" কাম্বেল সাহেব তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহার সংকল্প আর কার্য্য উভয়ের দূরত্ব অতি অল্প। এইরূপ কর্ম্মঠ হওয়ার অনেক গুণ সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যে সকল সংকল্পিত বিষয় কেবল পত্র লেখালিখির চক্রে পড়িয়া মারা যাইত তাহা কাম্বেল সাহেবের হস্তে শাসন ভার হইয়া অবধি অচিরে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষাসংক্রান্ত পত্র বিংশতি বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে কাম্বেল সাহেবের হস্তে পড়িয়া তাহা দুই বৎসরের মধ্যে আর এক বেশ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার নিতান্ত ব্যগ্রতা বশতঃ সকল কার্য্য সুসঙ্গত হইতেছে না। ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষাদানের উপদেশ দান একটী প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এত দিন তাহার কোন বিশেষ উপায় বিধান করা হয় নাই। কাম্বেল সাহেব সেই অভাবটী পূরণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন এবং কতকগুলি উপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন। মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য মহম্মদ মসিনের প্রদত্ত অর্থের বিনিয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যস্ততা বশতঃ বিহারের মুসলমানদিগের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে প্রবিষ্ট হয় নাই। সম্প্রতি বিহার প্রদেশীয় মুসলমানেরা দুটী অভিযোগ করিয়াছেন। প্রথম, শিক্ষা সম্বন্ধে বিহার প্রদেশীয় মুসলমানদিগের অবস্থা অতি নিকৃষ্ট, অথচ তাহাদের শিক্ষার জন্য কোন বিশেষ উপায় করা হয় নাই। মহম্মদ মুসিনের টাকা দ্বারা বাঙ্গালা দেশের সমুদায় স্থানের মুসলমানদিগের শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করা হইবে স্থির করা হইয়াছে। বিহারে মুসলমানের সংখ্যা অধিক, কিন্তু তাহাদের বিষয়ে কিছু করা হইল না।

দ্বিতীয় অভিযোগ এই, লেপ্টনণ্টগবর্ণর আদেশ করিয়াছেন যে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার জন্য তিনি বিহারে যে সকল নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নাগরী বর্ণমালা প্রচলিত করা হইবে। এই নিয়মটী তৎপ্রদেশীয় মুসলমানদিগের অত্যন্ত অসন্তোষের হেতুভূত হইয়াছে। তৎপ্রদেশীয় মুসলমানেরা সচরাচর উর্দ্দু ভাষাতে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, এবং পারসী অক্ষরে লেখা পড়া করেন। যে কারণেই হউক নাগরী বর্ণমালার উপর তাঁহাদের অত্যন্ত বিরাগ আছে। বিশেষতঃ উর্দ্দুর মধ্যে এমন অনেক স্বর আছে তাহা নাগরী বর্ণমালার কোন অক্ষর দ্বারা প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইতে পারে না। এই কারণেই হউক কি হিন্দুদিগের উপর বিদ্বেষ থাকাতে হউক তাঁহারা নাগরি বর্ণমালার উপর অত্যন্ত বিরক্ত। এরূপ স্থলে তাঁহাদিগের অনিচ্ছাতে অভ্যাসের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া এক প্রকার তাহাগকে নিগ্রহ করা সন্দেহ নাই। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্থানান্তরে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে "যে যে স্থানের মুসলমানদিগের পারসী বর্ণমালা ব্যবহার সেসকল স্থানে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থ পারসী বর্ণমালা চলিত হইবে।" তাঁহার এই আদেশের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত আদেশের বিলক্ষণ বিরোধ হইতেছে। বিহারের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য যে সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে পারসী বর্ণমালার আদেশ হইল, কিন্তু সেই সকল পাঠশালায় শিক্ষা দিবার জন্য নর্ম্মালস্কুলে যে সকল লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা নাগরী বর্ণমালা শিখিবেন!! এরূপ অদ্ভুত বিরোধ কাম্বেল সাহেবের ব্যস্ততার ফল সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, বিহারের মুসলমানদিগের উক্ত উভয়বিধ অভিযোগই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, বিহার প্রদেশে মুসলমান অনেক। অতএব তাঁহাদের সুবিধা ও অভাবের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা উচিত। ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষের সকল জাতিই প্রায় সভ্যতা ও উন্নতিলাভ করিতেছেন কিন্তু মুসলমানেরা নানা কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, যেন ক্রমে ক্রমে আরও মূর্খ ও দরিদ্র হইয়া যাইতেছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া বাস্তবিক উদারতার কার্য্য করিয়াছেন। অতএব বিহারের মুসলমানদিগের প্রতি তাঁহাদিগের সদয় দৃষ্টিদান একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গসমাজের উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্গদর্শন বালক বলিয়া আমরা এতদিন উহার বিষয়ে কোন কথা কহি নাই, মৌনাবলম্বী হইয়া উহার রঙ্গদর্শন করিতেছিলাম। সম্প্রতি কএক জন পত্র প্রেরক আমাদিগের সেই মৌন ব্রত ভঙ্গ করিয়া দিলেন। কএক সপ্তাহ কাল বঙ্গদর্শনের প্রশংসা ও নিন্দা পূর্ণ এত প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তে আসিতেছে আমরা যদি উহার সমুদায় গুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত করি, সোমপ্রকাশে অন্য বিষয়ের স্থান সমাবেশ হয় না। বঙ্গদর্শনের এরূপ শত্রু ও মিত্র বৃদ্ধির কারণ কি? আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম বঙ্গদর্শন কাহাকে মানুষ জ্ঞান করেন না, সকলেরই নিন্দা করেন, উহাই তাঁহার শত্রু ও মিত্র উভয় বৃদ্ধিরই এক মাত্র কারণ। আমাদিগের সমাজের অধিকাংশ লোকের রুচি আজিও সংস্কৃত হয় নাই। অনেকে অন্যের নিন্দা ভাল বাসেন। যে লেখায় পরের নিন্দা থাকে, তাঁহারা আদর পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিয়া থাকেন, বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বুদ্ধিমান লোক, তাঁহারা সমাজের এই গতিটী সুন্দররূপে বুঝিয়া লইয়াছেন। লোকে তুষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহারা বঙ্গদর্শনকে বড় লোকের নিন্দা পরিহাস ও গালি বর্ষণাদি দ্বারা পরিপূরিত করিয়া থাকেন। উহাতে বড়লোকের ক্ষতি নাই। "অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং" "ন কেবলং যো মহতোপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্‌"। এই নিন্দার বঙ্গদর্শনের লেখকদিগের গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া স্বার্থ সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা সমাজের একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বঙ্গদর্শন পাঠে লোকের রুচির সংস্কার না হইয়া রুচি বিকার জন্মিতে চলিল। যে সকল লোকের পরনিন্দা শ্রবণে অনুরাগ ও প্রবৃত্তি আছে তাহা উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। সাময়িক পত্র সম্পাদকদিগের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এরূপ ব্যবহার একান্ত অনুচিত। যাহাতে দেশের লোকের রুচি সংশোধন হয়, তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বিপরীত পথগামী হইয়াছেন। তাঁহারা লোকের কুপ্রবৃত্তির যে প্রকার উদ্দীপন করিয়া দিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের পিলোরি দণ্ড হওয়া উচিত। ইউরোপ খণ্ডে হইলে ঠিক পিলোরি দণ্ড না হউক এরূপ একটী দণ্ড হইত সন্দেহ নাই। যাহাদিগের রুচি মার্জ্জিত হইয়াছে তাঁহারা বঙ্গদর্শনের এই দোষ দর্শন করিয়া শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা এই দোষ প্রদর্শন করিয়া বঙ্গদর্শনকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টা সান্নিপাতিক বিকারে বীর্য্যবান ঔষধের ন্যায় বিফল হইতেছে।

বঙ্গদর্শন হইতে সমাজের কেবল যে এক রুচি বিপর্য্যয়রূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা নহে, বাঙ্গালাভাষা ও রচনা প্রণালীরও মহৎ অনিষ্ট হইতেছে। বঙ্গদর্শন লেখকেরা ভাবেন মুখে বলিয়াও থাকেন আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথোপকথন করি, ঐ ভাষা লেখাতেও যত প্রচলিত হইবে ততই ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে কিন্তু ওদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, দীর্ঘ সমাসাশ্রিত সংস্কৃত শব্দও তাঁহাদের নিকটে হতমান নহে। উভয়েরই সমান সম্মান আছে, কিন্তু কোন্ স্থলে কিরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লেখকদিগের জানা নাই। তাহাতে বঙ্গদর্শনের লেখ এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। যদি সকলে এই লেখার অনুকরণ করেন বাঙ্গালা ভাষাটী অদ্ভুত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আমরা বঙ্গদর্শন প্রসাদে বাঙ্গালা ভাষার যে অপূর্ব্ব আকার লাভের সম্ভাবনা করিতেছি, পাঠকগণ আমাদিগের প্রদর্শিত দুই তিনটী উদাহরণ দর্শন করিলেই অনায়াসে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম এই যদি আমরা চলিত শব্দ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, যতগুলি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে সে সমুদায় যদি চলিত শব্দ প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলেই ভাষার শোভা হইয়া থাকে। আর যদি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা হয়, পূর্ব্বাপর সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করাই উচিত। শব শব্দের পর দাহ শব্দ ও মড়া শব্দের পর পোড়ান শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভাষার সৌষ্ঠব ও শোভা সম্পাদিত হয়। কিন্তু আমরা যদি শব পোড়ান ও মড়া দাহ এইরূপ প্রয়োগ করি, পাঠকগণ বলুন তাহা কেমন কৌতু

কাবহ হইয়া উঠে। এক গালে চুণ ও এক গালে কালি দিলে সেই দিব্য মুর্ত্তি দেখিতে যেমন সুন্দর হয়, শব পোড়ান ও মড়া দাহ প্রয়োগ করিলে পাঠকগণ শুনিতে কি সেই রূপ মধুর হয় না? বঙ্গদর্শনের লেখকগণ মাতৃভাষাকে ঐ দিব্য মুর্ত্তি পরিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন !!

উপসংহারকালে পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি বক্তব্য এই তাঁহারা বঙ্গদর্শন সংক্রান্ত পত্রপ্রেরণ করিয়া আমাদিগের সময় ক্ষতি ও সোমপ্রকাশের স্থান গ্রহণ চেষ্টা না করেন। "কঙ্কীপ্সিতার্থস্থির নিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।" মহাকবি কালিদাসের এই মহার্থ বাক্যটীর অর্থ চিন্তা করিয়া পত্রপ্রেরকগণ বিরত হউন। মত্ত হস্তী নিরন্তর অঙ্কুশের আঘাতেও বশ্যতা প্রাপ্ত হয় না।

উভয় সঙ্কট।

সম্প্রতি জমিদারের সহিত প্রজাদিগের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, আমরা তাহার উভয় সঙ্কট নাম দিলাম। সেদিন পাবনাতে ঘোরতর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হই এবং তাহা নির্ব্বাণ হইতে না হইতে আবার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে প্রজারা জমিদারদিগের বিপক্ষ হইয়া দলবদ্ধ হইয়াছে। সকল স্থানেই যে কর বৃদ্ধি কিম্বা জমিদারদিগের অত্যাচার এইরূপ দলবদ্ধ হইবার কারণ তাহাও বোধ হইতেছে না। আমরা যাঁহাদিগকে ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু বলিয়া জানি, এরূপ কোন কোন জমিদারের অধিকারের মধ্যেও এইরূপ ধর্ম্মঘট হইবার কথা শুনা যাইতেছে। এ সকল নিবারণের উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে দিকে যাইবেন সেই দিকেই বিপদ। প্রথম, জমিদারেরা যে সকল আইনবিরুদ্ধ কর আদায় করেন, তাহা অন্যায় বলিয়া যদি প্রজাদিগের নিকটে ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে মুর্খ প্রজারা বলিয়া বসে যে ন্যায্য করও দিব না। আবার যদি বলেন যে প্রজারা অতি গর্হিত ব্যবহার করিতেছে, ন্যায়সঙ্গত সমুদায় কর আদায় করিবার বিষয়ে জমিদারদিগের অধিকার আছে, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের এ অন্যায় আপত্তি শুনিবেন না, তাহা হইলে আবার প্রজারা হতাশ হইয়া পড়ে এবং জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টকে অনুকূল মনে করিয়া অবাধে অত্যাচার আরম্ভ করে। এই কারণেই এ বিষয়ে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে নানা কথা কহিতে হইতেছে। সেদিন পাবনা ঘটিত ঘোষণাতে বলিলেন যে আইন বিরুদ্ধ কর গ্রহণ নিবারণের জন্য প্রজাদিগের ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার আছে। আবার সম্প্রতি তাঁহার যে ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন "ভূমির ন্যায্য কর ভিন্ন অনেক গুলি কর জমিদার ও প্রজা উভয়ের সম্মতি অনুসারে নির্দ্ধারিত এবং চিরক্রমাগত, সুতরাং সেগুলির নিবারণ করিলে জমিদারদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় অতএব অনেক বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" এ কথার এই ফল হইবে যে জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি জানিয়া এই সকল করের উপলক্ষ করিয়া হয় ত অনেক অত্যাচার করিবেন। এই পত্রে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহাদের এলাকার মধ্যে যদি কোন জমিদার বল প্রকাশ কিম্বা অত্যাচার দ্বারা ন্যায়বিগর্হিত কর আদায় চেষ্টা পান, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন। কিন্তু কোন গুলি ন্যায়বিগর্হিত এবং কোন গুলি চিরপ্রথাসিদ্ধ ও উভয়ের সম্মতি স্থাপিত, তাহার কোন মীমাংসা হইল না। লোকে সচরাচর যে গুলি "বাব" বলিয়া জানেন, তাহা সকল প্রদেশে কিম্বা সকল বিভাগে সমান নহে। সুতরাং এক প্রদেশে যদি মীমাংসা করিলে সে মীমাংসা প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। আবার ভাবিয়া দেখা যাউক যে ক্রমেই ভূমির আয় বৃদ্ধি হইবে, যদি সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের বৃদ্ধি না হয়, জমিদারদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। প্রজারা যেরূপ মুর্খ, তাহাতে তাহারা বরং পাঁচটা বাহিরের "বাব" দিতে পারে কিন্তু বর্দ্ধিত কর দিতে সহজে সম্মত হয় না। এই কারণেই এই সকল বাবের সৃষ্টি হইয়াছে। জমিদারেরা এক দিকে যেমন কর বৃদ্ধি করিতে পান না অন্য দিকে এই সকল উপায় দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করেন। প্রজারাও এই গুলিকে সাময়িক ও আইনবহির্ভূত জানিয়াও সম্মত হয়। কারণ, তাহারা মনে করে যদি কোন কারণে তাহারা এগুলি দিতে অসমর্থ হয়, জমিদারেরা আইনের সাহায্যে তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় এই কারণেই অত্যাচার করা অনেক সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল বাব আদায় না করিলে জমিদারদিগের লাভ হয় না কিন্তু আদায়ের জন্য রাজ দ্বারেও যাইবার উপায় নাই, সুতরাং বল প্রয়োগ কিম্বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা আদায় করিয়া লইতে হয়। প্রজারা যদি ভূমির আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহজে বর্দ্ধিত কর

সকল বাব এবং তাহা আদায়ের জন্য অত্যাচার এত হইত না। প্রজার বিরুদ্ধে রাজ দ্বারে অভিযোগ উপস্থাপন করিলে কর বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যেক প্রজার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করিতে গেলে জমিদারকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এই সকল কারণেই জমিদার ও প্রজার বর্ত্তমান সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যত দিন ইহার নিবারণের কোন বিশেষ উপায় নির্দ্ধারিত না হয়, ততদিন এইরূপ চলিতে থাকিবে। অত্যাচার করিলে জমিদারের নামে অভিযোগ করিয়া কৃত-কার্য্য হওয়া দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে সহজ নয়, সুতরাং তাহারা সহ্য করিয়া থাকে এবং এই সুবিধা অবলম্বন করিয়া অনেক হৃদয়শূন্য জমিদার সহস্র প্রকারে প্রজা-দিগকে শোষণ করিয়া থাকেন। সকল বাব যে চিরক্রমাগত তাহাও নয়, বৎসর বৎসর নূতন বাবের সৃষ্টি হয়। জমিদা-রের পুত্রের অন্নপ্রাশন জমিদারের মাতৃ শ্রাদ্ধ, জমিদারের বাটীতে পূজা প্রভৃতির সকল ব্যয় অবশেষে প্রায় প্রজাদিগের স্কন্ধেই পড়িয়া যায়। বাস্তবিক বিষয়টী বড় জটিল। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ত প্রজারই সমূহ কষ্ট। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদা-রের দেয় কর চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রজাদিগের দেয় করের সীমা নাই। তন্নিবন্ধন জমিদারদিগের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং রোড সেস প্রভৃতির উদ্ভাবন করিতে হইতেছে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর রোড সেস সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে বলিয়াছেন যে প্রজারা বৎসর বৎসর নানা বাবে জমিদার দিগকে যে টাকা দেয় তাহার সহিত তুলনা করিলে রোড সেস সম্বন্ধে যাহা দিবে তাহা কিছুই নয় বলিলে হয়। এই সেস অপক্ষ পাতে প্রজা ও জমিদার উভয়ের উপর করা হইয়াছে বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার ভাবা উচিত ছিল যে প্রজারা চিরকাল যে সকল বাব দিয়া আসিতেছে তাহার নিবারণ করিয়া যদি রোড সেস স্থাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহাদের ভারের লাঘব হইত। প্রত্যুত ইহাতে ভার বৃদ্ধি হইল। দ্বিতীয়তঃ জমিদারদিগের উপর সেসের যে অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে গোপনে গোপনে তাহার অধিকাংশ প্রজাদিগের স্কন্ধে পড়িবে। প্রজারা শাঁকারির করাতে পড়িয়াছে। প্রজারা শিক্ষিত হইতে আরম্ভ হইলে এবং জমিদারদিগের কার্য্যাদির উপর গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি থাকিলে এই সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইতে পারে বটে কিন্তু এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট যেরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে এ সকলের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের প্রস্তাবিত প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত যাবৎ না হইতেছে তাবৎ গবর্ণমেন্ট যদি ১৫ কিম্বা ২০ বৎসর অন্তর এক এক বার সমুদায় প্রদেশের আয় বৃদ্ধি দেখিয়া এক একটী করের হার স্থির করিয়া দেন তাহা হইলে প্রজারাও বুঝিতে পারে যে সেই পরিমাণে কর দিতে হইবে এবং জমিদারেরাও বুঝিতে পারেন যে তাহার অধিক প্রার্থনা করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। তাহার অতিরিক্ত কর গ্রহণের চেষ্টা হইলেই কঠিন দণ্ড দ্বারা যেন তাহার নিবারণ করা হয়। তাহা হইলে জমিদারদিগের অত্যাচার শেষ হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সকল কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদের দ্বারা গবর্ণমেন্ট সেই সেই প্রদেশের ভূমির আয় কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহার নিরূপণ করিতে পারেন। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে যদিও জমিদারদিগের নিজ ভূমির কর সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা আছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হয়, কিন্তু তাহা না হইলে প্রজারা বাঁচে না, তাহা না হইলে কৃষকদিগের হস্তে কোন কালে অর্থ সংগ্রহ হইতে পারিবে না। কৃষকদিগের হস্তে অর্থ সংগ্রহ না হইলে এবং তাহাদিগের মনে সুখ না থাকিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে না এবং তাহাদের দরিদ্রতা ও যন্ত্রণার অবসান না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি হইবে।

প্রজাদিগের আর একটী প্রধান কষ্টের কারণ এই ঘটিয়াছে যে তাহাদিগকে একেবারে এক ব্যক্তির নিকট সমুদায় কর না দিয়া অনেক সময় এক জমীদারের ভিন্ন ভিন্ন অংশীর নিকট স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে জমা দিতে হয়। সেই জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে গোমস্তার খরচা প্রভৃতি নানা বাবে ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। ১৭৯৩ অব্দের ৮ আইনে এইরূপ বিপদের আশঙ্কা করিয়া এই প্রকার লিখিত হয় যদি ভবিষ্যতে কোন জমীদারির ভাগ হয় সেই সমুদায় অংশীরা একজনকে কার্য্য সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন এবং প্রজারা তাহারই নিকট সরকারি কর জমা দিবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আজিও এই মতে কার্য্য হইতেছে, কিন্তু ১৮০৫ অব্দে হইতে কতকগুলি জমিদারের আবেদনে বাঙ্গলা দেশে এই নিয়ম রহিত হইয়াছে। সুতরাং তদবধি প্রজাদিগের কষ্টের বৃদ্ধি হইয়াছে। উড়িষ্যার কমিসনর প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিসনর প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করি

য়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পুনরায় সেই নিয়ম প্রচলিত করিয়া এই কষ্ট দূর করা উচিত।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, আমাদিগের দেশীয় জমিদারেরা যদি ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়পর হইতেন তাহা হইলে এত কথা বলার প্রয়োজন হইত না। কিছুদিন হইল আয়রলণ্ডের কয়েকটী প্রদেশে উপযুক্তরূপ শস্যাদি না হওয়াতে প্রজাদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হয় তাহাতে সেই সেই প্রদেশের অনেকগুলি জমিদার আপনা হইতে প্রজাদিগকে লিখিয়া পাঠান যে সেবৎসর তাহাদের নির্দ্ধারিত করের অর্দ্ধেক মাত্র দিলেই হইবে। জমিদারেরা যদি এইরূপ সদ্বিবেচক ও সহৃদয় হন, তাহা হইলে তাঁহাদের অধিকারে বাস করা সুখের বিনা অসুখের ব্যাপার হয় না। আমরা এস্থলে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি আজিও কৃষকেরা যেরূপ অজ্ঞ আছে তাহাতে তাহারা যে স্বয়ং আপনাদের কষ্ট গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে শিখিবে এরূপ আশা করা যায় না। অতএব দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃষকদিগের জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একটী সভা করিয়া সর্ব্বদা কৃষকদিগের অভাব ও কষ্টের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং হিন্দুপেট্রিয়ট জমিদারদিগের পক্ষে যেরূপ কার্য্য করিতেছেন যদি কৃষকদিগের পক্ষে সেরূপ কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে আজি অনেক অত্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়িত ও তাহার নিবারণ হইত তাহার সন্দেহ নাই। জমিদারদিগের সকলেই যে অত্যাচারী এবং প্রজারা যে সকলেই নিরপরাধ এরূপ বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। জমিদারদিগের মধ্যে অনেকে আছেন যাহারা বাস্তবিক দরিদ্র প্রজাদিগের দুঃখ বুঝিয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অনেক প্রজা এরূপ দুরন্ত যে বিনা অত্যাচারে বশীভূত হয় না। কিন্তু সবল দুর্ব্বলের সমাগমে দুর্ব্বলের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা, ইহা একটী চিরপ্রসিদ্ধ কথা। দুর্ব্বলের পক্ষ হইয়া তাহাকে রক্ষা করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। এই জন্যই আমরা গবর্ণমেণ্টকে এবিষয়ের একটী উপায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। ফল কথা এই প্রজাদিগের কষ্টের কথা আর সহ্য হয় না। শ্রমজীবী ও কৃষক শ্রেণীর উন্নতি না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সমাজের মধ্যে অলস ও অকর্ম্মণ্যেরা যতদিন পরিশ্রমী ও কর্ম্মিষ্ঠদিগের রক্ত মাংসে প্রতিপালিত হইবে, যতদিন এই অধর্ম্মাচরণ প্রচলিত থাকিবে ততদিন দেশের ভদ্রস্থতা নাই।

কলিকাতা সিমুলীয়া হিন্দু বিদ্যালয়ের অবস্থা মন্দ হওয়াতে উহার বর্ত্তমান অধ্যক্ষগণ সাধারণের নিকটে সাহায্য প্রার্থী হইয়া একখানি প্রার্থনা পত্র প্রচার করিয়াছেন। উহার একখণ্ড আমাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিলে বিদ্যালয়ের যদি কিছু উপকার হয়, এই ভাবিয়া সাধারণের গোচরার্থ ঐ পত্র খানি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

"মহাশয়! প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইল এই বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতৎকাল পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছিল। ইতিপূর্ব্বে স্বদেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী ৺ কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয়, প্রধানতম বিচারালয়ের সুপ্রসিদ্ধ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী নামক ইংরাজী সম্বাদ পত্রের সম্পাদক ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মেসর্স মেকিনান্ মেকিঞ্জির বাটীর বেনিয়ান ৺ নীলমাধব দেব এই বিদ্যালয়ের বিশেষ সাহায্য ও তত্ত্বাবধান করিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা অকালে কাল গ্রাসে পতিত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়টীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তদ্দর্শনে বর্ত্তমান অধ্যক্ষগণ একটী সভা স্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইবার মানস করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অর্থসাধ্য, কিঞ্চিৎ মুলধনের সংস্থান না থাকিলে কোন মতেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভবনা নাই। অতএব স্বদেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী সহৃদয় ব্যক্তি সাধারণের প্রতি আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, আপনারা বিদ্যালয়ের মূলধন সংস্থাপন বিষয়ে মাসিক অথবা এককালীন কিছু কিছু দান করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ও স্থায়িত্ব বিষয়ে যত্নবান হউন।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় ভাগ (১)। গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাভেদে আদ্য, মধ্য, ইদানীন্তন বিশেষণ দিয়া তিনটী কাল কল্পনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে ইদানীন্তন কালের লেখকদিগের জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণিত ও তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষ গুণ সমালোচিত হইয়াছে। মহা কবি ভারতচন্দ্র রায় অবধি ইদানীন্তন কাল গণনা করা হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন। সেই বিষয়গুলির পাঠে চিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হয়। আমাদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা তদনুসারে আমরা কহিতেছি এখানি বাঙ্গালা ভাষার একখানি পাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন কল্পে অনল্প সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞাপনের শেষাংশে লিখিয়াছেন "এতদ্বিধ পুস্তক রচনা পক্ষে ইহা

১) শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ২ টাকা।

এক েবার প্রথম উদ্যম। অন্ততঃ এঅনুরো-ধেও যদি তাঁহারা (পাঠকগণ) অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সেই সকল ভ্রমপ্রমাদ মার্জ্জনা করেন এবং উপদেশ বাক্যে সেই গুলি আমাকে দেখাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট অপরিসীম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব।" এই টুকু দেখিয়া তাঁহার কৃত গ্রন্থগত কয়েকটী ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়া দিবার ইচ্ছা হইল। চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই তিনি বর্ত্তমান গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের নিরপেক্ষভাবে যে গুণ দোষ বিচার করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সহৃদয়তা ও ধীর তার অল্পতারই পরিচয় হইয়াছে। "ফলেন পরিচীয়তে" এই একটী চিরপ্রসিদ্ধ মহার্থ বাক্য আছে ন্যায়রত্ন সেই বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া যদি সঙ্কলিত গ্রন্থগুলির গুণ দোষ পরীক্ষা করিয়া নিজ নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতেন, তাহা হইলে সজ্জনগণের যথার্থ স্নেহভাজন হইতেন আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে, ঐ তিনটী পৃষ্ঠ অবিলম্বে পুস্তক হইতে উঠিয়া যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব রচয়িতা নিজ গ্রন্থে গ্রন্থকারদিগের জীবনবৃত্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু যে দুটী গুণে জীবন বৃত্ত পাঠকের অধিকতর আদরণীয় হয়, তাঁহার সন্নিবেশিত জীবন চরিত গুলিতে তাহার দুয়েরই অভাব দৃষ্ট হইল। এক অভাব পূরণ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। যে জীবন বৃত্তান্তে নানাপ্রকার ঘটনা সম্বদ্ধ থাকে তাহাই অধিকতর বিনোদকারী হয়। এতদ্দেশীয় গ্রন্থলেখকদিগের বিশেষতঃ এদেশীয় গ্রন্থকারদিগের জীবন মধ্যে ঘটনা বাহুল্য হয় না। বোধ হয় দ্বিতীয় বিষয়টী তিনি মানসিক অভি যোগশঙ্কায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। চরিত্র বর্ণনা দ্বারাই জীবন বৃত্তের সমধিক উপাদেয়তা হয়। পাঠকগণও উহা পাঠ করিয়া বিলক্ষণ লাভবান হন। সাধুচরিত্রকে আদর্শ করিয়া অনেকের স্বচরিত্র সংশোধনে যত্ন জন্মে।

ন্যায়রত্ন গ্রন্থগুলির যে গুণ দোষ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে পদে পদে তাঁহার নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহার উপরে যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। তবে কোন কোন স্থানে তিনি অতি ভক্তি বশতঃ যথোচিত প্রতি জ্ঞোচিত কার্য্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার স্থল অধিক নয় বলিয়া আমরা তত ধর্ত্তব্য করিতেছি না। ভারতচন্দ্রকৃত গ্রন্থের তিনি যে দোষের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সামান্য মাত্র। যে যে বিশেষ দোষ আছে তাহার একটীরও উল্লেখ করেন নাই। ভারত চন্দ্রের গ্রন্থের অনেক স্থল একপ আছে যে তাহাতে সহজে দন্তস্ফুট করা যায় না। সেই সেই স্থলের অর্থ বোধ করিবার প্রয়াস পাইতে গেলে মস্তক ঘূর্ণমান হইতে থাকে। তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থল নীরসও আছে। প্রস্তাব লেখক সেগুলির উল্লেখে মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। প্রস্তাবটী ক্রমে দীর্ঘ হইয়া উঠিল অতএব আজি আমরা অন্য অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না।

বিবিধসংবাদ।

১৭ ই ভাদ্র সোমবার।

কলিকাতা একসেলসর জনশ্রুতিতে শ্রবণ করিয়াছেন, প্রধানতম বিচারপতি অনারেবল সর বিচার্ড কাউচ সাহেব জুনিয়র বারিষ্টারদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন না বলিয়া তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিবার মানস করিয়াছেন। প্রধানতম বিচার পতিকে সর মর্ডণ্ট ওয়েলসের রোগে পাই তেছে না কি?

পাঠকগণ বোধ হয় মউণ্ট সেলিস টিউলেনের কথা শুনিয়া থাকিবেন। পর্ব্বত কাটিয়া এই পথটী প্রস্তুত করা হয়; ইহার দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক ৭ মাইল হইবে। সম্প্রতি রকি মাউণ্টেন্সের মধ্য দিয়া যে একটী পথ প্রস্তুত হইতেছে, সেটী সম্পন্ন হইলে পৃথিবী মধ্যে ইঞ্জিনিয়রদিগের দ্বারা যে সকল অদ্ভুত কাণ্ড সাধিত হইয়াছে, এটী তন্মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, এটী দীর্ঘে ১২ মাইল হইবে। এই সুদীর্ঘ অত্যাশ্চর্য্য সুড়ঙ্গের উপরে ৬ হাজার ফীট মৃত্তিকা ও প্রস্তর থাকিবে। ইহাতে যে বহু ব্যয় হইবে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই সুড়ঙ্গ হইলে রেলওয়ের দ্বারা বাণি জ্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া অনেক লাভ হইবে। তদ্ভিন্ন পর্ব্বত মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি পাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। মউণ্ট সেনিস সুড়ঙ্গ ১৪ বৎসরে প্রস্তুত হইয়াছিল এটী ৪ বৎসরের মধ্যেই হইবে। আমেরিকা আর কাহাকে বড় হইতে দিবেন না।

দিল্লীগেজেট বলেন, সর বার্টল ফ্রিয়ার এক স্থলে লিখিয়াছেন, ডাপুরিয় গবর্ণমেণ্ট হাউসের সিপাহী প্রহরীদিগের এই রীতি ছিল, সেই স্থান দিয়া কোন পশু গমন করিলেই তাহারা তোপধ্বনি করিত। ইহার কারণ এই, তাহাদের বিশ্বাস ছিল বোম্বাইর একজন মৃত গবর্ণর পশু যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রভুভক্তির অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় পান্নার রাজা গবর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ দেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা পরিশোধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের এমনিই টানাটানি এই ১৬ বৎসরের মধ্যে এক লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই; কিন্তু এই ১৬ বৎসরের মধ্যে নানা রূপ প্রজাপীড়ক কর দ্বারা ১৬ গুণ আয়বৃদ্ধি হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে যে সকল ব্যক্তির যাব-জ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ড হইবে উহাদিগকে কলিকাতার জেলেই রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

বোম্বাইর স্বাস্থ্য আফিসর এবং মিউ-নিসিপাল কমিশনর একটী প্রকৃত সদনু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বাজারের যাবতীয় ময়দা ও চাউল কলাই প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রীর পরীক্ষা করিতেছেন। কেবল ঐ গুলির কেন সকল খাদ্য দ্রব্যের পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষদিগের এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত পাঠকগণকে বিদিত করিতেছি যে ৩০ এ আগষ্ট শনি-বার বেলা ১০। ১১ টার সময় কলিকাতা

ব্রাহ্ম সমাজের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইঁহার মৃত্যু সংবাদে অনেকের হৃদয় ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই। যদিও তিনি সাধারণ্যে তত পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় যাঁহারা তাঁহাকে এক বার দেখিয়াছেন কিম্বা তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই হায় হায় করিতেছেন।

১৮ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

কোলাপুর রাজ্য মধ্যে একজন এতদ্দেশীয় তাহার উপাস্য দেবতাকে নরবলি প্রদান করিয়াছিল বলিয়া তাহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করা অবধি এরূপ ঘটনা তথায় ঘটে নাই, এই প্রথম হইল, তৎপূর্ব্বে এই জঘন্য রীতি তথায় বিলক্ষণ প্রবল ছিল।

অনেক বড়লোক নানারূপ ভাল ভাল বাদ্য যন্ত্র বাজাইতে শিক্ষা করেন, আমাদিগের এডিনবরার ডিউক বায়োলিন যন্ত্র উত্তমরূপ বাজাইতে পারেন, কিন্তু মহীসুরের যুবক রাজা ঢাকে বড় অনুরাগী হইয়াছেন। কিরূপে ঢাক বাজাইতে হয় তাহা শিখিবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হইয়াছেন এ বিষয় ডিউক অব আর্গাইলের নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছে। রাজপুত্রের বুদ্ধি বোধ হয় তাঁহার অভীষ্ট বাদ্য যন্ত্রের অপেক্ষা সূক্ষ্ম হইবে না, নতুবা এ রুচি কেন?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্ট ৮ ই সেপ্টেম্বর অবধি নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে।

আগ্রায় বর্ষে বর্ষে যে নৌকার বাইচ খেলা হয়, গত বৃহস্পতিবার সেই খেলার সময় এক খানি নৌকা তত্রত্য সেতুতে ধাক্কা লাগিয়া জলমগ্ন হয়। ঐ নৌকায় ২০ জন লোক ছিল। উহার মধ্যে ১০ জন জলমগ্ন হইয়াছে।

১৯ এ ভাদ্র বুধবার।

সম্প্রতি পাবলিক ওপিনিয়নে ইউরোপের কয়েকটী ক্লক ঘড়ির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত চিত্তে ইউরোপীয়দিগের বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা করিতে হয়। যে কয়েকটী ঘড়ির বর্ণনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত একটী ঘড়ি ফ্রান্সের ষ্ট্রাসবর্গ নগরে ছিল। ১৫৭১ অব্দে আরম্ভ করিয়া ১৫৭৪ অব্দে অর্থাৎ চারি বৎসরে এটী প্রস্তুত হয়। ইহার নির্ম্মাতা গণিত শাস্ত্রাধ্যাপক কনরাডস ডেসিপোডিয়স এটী প্রস্তুত করিতে করিতে অন্ধ হইয়া যান। অন্ধ হইয়াও নিজে ইহা সম্পন্ন করেন আর কাহাকে ইহার প্রণালী শিখাইয়া দেন নাই। ইহাতে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতির গতি প্রদর্শিত হয় উহাদের প্রকৃত গতির সহিত এক মুহূর্ত্তেরও অনৈক্য নাই। উহাতে একটী পঞ্জী আছে, উহার শরীর মধ্যে এই সকল গ্রহাদির গতি প্রদর্শিত হয়। কোন সময় সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণ হইবে ইহা দ্বারা তাহাও সূক্ষ্মরূপে গণনা করা হয়। রবিবারে ঘড়িতে সূর্য্যরথে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া অস্তমিত হন, আবার সোমবার চন্দ্র ঐ রূপ ভ্রমণ করিয়া অস্ত গমন করেন। প্রতিদিন এইরূপ চন্দ্র সূর্য্য পরিভ্রমণ করেন। ঘড়ির দুই দিকে দুটী বালক মূর্ত্তি দাড়াইয়া আছে। উত্তর দিকস্থ বালকের হস্তে একটী রাজদণ্ড আছে, ঘড়িতে যে কয়েটী বাজে এই বালক দণ্ডটী সেই কয় বার সঞ্চালন করে। দক্ষিণদিগের বালকের হাতে ঘড়ির গ্লাশ আছে সেটী ক্লকের সঙ্গে সঙ্গে সমান চলে। চারিটী ছোট ছোট ঘণ্টা আছে, উহার প্রত্যেকে কোয়ার্টার বাজে। প্রথম কোয়ার্টারে একটী বালক উপস্থিত হইয়া একটী ফল দ্বারা ঘণ্টা বাজায় এবং বাজাইয়া চতুর্থ কোয়ার্টারের ঘণ্টার নিম্নে গিয়া দাড়ায়। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এক যুবক আসিয়া অস্ত্র দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজায় এবং প্রথম বালক যেখানে দাড়াইয়াছিল সেই খানে গিয়া দাড়ায়, তৎপরে এক প্রৌঢ় আসিয়া টাঙ্গি দ্বারা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টা বাজাইয়া যুবকের স্থলে গিয়া দণ্ডায়মান হয়। চতুর্থ কোয়ার্টারে এক বৃদ্ধ কুব্জ লাঠি হস্তে উপস্থিত হয়, সে চারিকোয়ার্টার বাজাইয়া যায় আর অমনি মৃত্যু আসিয়া ঘড়ি বাজাইতে থাকে। সে স্থলে বালক যুবা প্রভৃতি অবস্থিতি করে, তাহার মস্তকের উপরে মৃত্যুর স্থান। বালক যুবা প্রভৃতি কোয়ার্টার বাজাইবামাত্র মৃত্যু অমনি প্রতি বারে বাজাইতে আইসেন কিন্তু সেই সময়ে আবার উহার মধ্য হইতে যীসুখৃষ্ট আসিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়া দেন। মৃত্যুকে ফিরিয়া যাইতে হয়। চারি কোয়ার্টার বাজিয়া গেলে পর যীশু পথ ছাড়িয়া দেন, তখন মৃত্যু আসিয়া নিজ অস্থি দ্বারা ঘড়ি বাজান পরের কোয়ার্টার পর্য্যন্ত তথায় দণ্ডায়মান থাকেন। ১১, টা বাজিবামাত্র খৃষ্টের ১২ জন শিষ্য উপস্থিত হন এবং যীশুর সম্মুখে জানুপাতিয়া উপাসনা করেন, যীশু তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। ঘড়িটীর চূড়াদেশে একটী বাদ্যযন্ত্র আছে, উহাতে ৩, ৭, ও ১১ টার সময় ভিন্ন ভিন্ন গত বাজে। খৃষ্টমশ ইষ্টার হুইট সনটাইড প্রভৃতি তিনটী খৃষ্টান পর্ব্বাহে যীশুর প্রতি তিনটী ধন্যবাদ গীত হয়। ইহা সমাপন হইবামাত্র অমনি চূড়ার উপর একটি মোরগ আসিয়া পাখা নাড়িতে থাকে এবং ৩ বার ডাকে। এই আশ্চর্য্য ঘড়ির নির্ম্মাতা কিরূপ বুদ্ধিমান ঘড়িটীর কার্য্য প্রণালী দর্শনেই তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইয়াছে।

২০ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারকেশ্বরের মহান্তের যে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে উহাতে নবীন একজন ভাল বারিষ্টর দ্বারা উত্তমরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন তাহার সাহায্যার্থ সাপ্তাহিক সমাচারের সম্পাদক চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কতক টাকাও উঠিয়াছে। এ বিষয়ে সকলের কিছু কিছু সাহায্য দান কর্ত্তব্য।

অহিফেন বিভাগের একজন গমস্তা এক জন মুহুরী ও আর কয়েক জন গবর্ণমেণ্টের ১৪ হাজার টাকার অহিফেন প্রতারণা করিয়া লয়। গাজিপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট উহাদের বিচার হইতেছে।

২৪ পরগণার রথ্যাকর সর্ব্বোচ্চ হারে সংগৃহীত হইবে। ফরিদপুর এবং পুর্ণিয়াতে উহার তিন ভাগ হারে আদায় হইবে। ১৫ ই সেপ্টেম্বর হইতে বীরভুম এবং বাঁকুড়ায় উক্ত কর আদায় আরম্ভ হইবে। ২৪ পরগণার প্রতি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এত কোপ কেন?

২১ এ ভাদ্র শুক্রবার।

আজি কালি কলিকাতায় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দুই তিনটী বিদ্যালয় খোলা হইল, গত মঙ্গলবার কলুটোলায় বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের শাখা স্বরূপ একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এক্ষণে নাটকের হুজুক কতক থামিয়া উঠিয়াছে। আমোদ প্রমোদ কার্য্যে বাঙ্গালিদিগের ন্যায় কেহই অগ্রসর নহেন।

ইংলিশমানে দৃষ্ট হইল, সম্প্রতি মুরসিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট আজ্ঞা দিয়াছেন ইংরাজী জুতা পায় না দিয়া কেহ তাঁহার কোর্টে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সাহেব আজিও সেই পুরণ দেশী জুতার বিষয় বিস্মৃত হইতে পারেন নাই?

১১ এ ভাদ্র শনিবার ।

দুর্ভিক্ষকালে দ্রব্যাদির যেরূপ মূল্য হয় গোয়ালিয়র এবং রাজপুতনায় খাদ্য দ্রব্যাদি সেইরূপ ভয়ানক দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, তথায় অন্যান্য স্থান হইতে দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাঠান হইতেছে ।

বেঙ্গলি বলেন, হুগলীর জজ প্রিন্সেপ সাহেবের বিদায়কাল শেষ হইয়াছে, তিনি আসিয়া তারকেশ্বরের মহান্তের বিচার করিবেন ।

ইউরোপীয়সমাচার ।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট । জিনিবাতে ব্রন্সউইকের ডিউকের সমাধি হইয়াছে । তিনি যে উইল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আত্মা বলিয়াছেন, সে উইল তাহার উন্মত্তাবস্থায় প্রস্তুত হয় ।

পারিস ৩০ এ আগষ্ট । জর্নাল ডি ডিবাট্‌স নামক পারিসের প্রধান সংবাদপত্র বলেন, সাধারণ তন্ত্র হওয়া সম্ভাবিত নয় ফ্রান্সে এক মাত্র রাজ্য তন্ত্র হইবারই সম্ভাবনা ।

গত কল্য পারস্যের সাহা টিফিলিসে উপনীত হইয়াছেন ।

ইটালির রাজা বিএনা ও বার্লিন দর্শনার্থ গমন করিতেছেন । ইটালির সহিত অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মনির সদ্ভাব সংস্থাপন তাঁহার এই গমনের উদ্দেশ্য ।

খিবা হইতে যে ২০০০ পারসকে মুক্ত করা হয় উহাদিগকে যে সকল টর্কোমান হরণ করে রুশীয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতেছে ।

মাডরিড ২৯এ আগষ্ট । ডন কার্লোসের অধীনস্থ কার্লিষ্টেরা এষ্টিলার নিকটে পরাভূত হইয়াছে ।

আডামিরাল এল বার্টন বিটোরিয়া এবং আলমানসা নামক জাহাজ জিব্রল্টার প্রণালীতে প্রেরণ করেন । বিদ্রোহিরা কোন প্রতিবন্ধকতা করে নাই ।

গত ২রা সেপ্টেম্বর বার্লিনে সিডান যুদ্ধের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে "জয়মূর্ত্তি" খোলা হয় ।

লণ্ডন ১লা সেপ্টেম্বর । কলিকাতা হইতে যে মেইল ৫ ই আগষ্ট এবং বোম্বাই হইতে ৮ ই আগষ্ট যাত্রা করে, অদ্য প্রাতঃকালে উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে ।

লণ্ডন ২রা সেপ্টেম্বর । অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১৫২০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

২৬ এ আগষ্ট । নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জামালপুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

শ্রীযুক্ত ডি, ডবলিউ কাবেল ।
" রেবরেণ্ড ঘেসিলব ।
" সি, বি, লিসিমারিয়া ।
এন, সেণ্ট লেজার কার্টার
বাবু প্রসাদ মণ্ডল ।
" বুনিয়াদ মণ্ডল ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গয়ার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু বলদেব লাল খুস্কোথা, গয়াওয়াল সদর ষ্টেসন ।

বাবু গুবরক্ষ লাল এবং সায়দ দীলওয়ার হোসেন, নওয়াদা উপবিভাগের জমীদার ।

২৮ এ আগষ্ট । হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি, গডফে কিছুদিনের জন্য বালেশ্বরে বদলী হইলেন ।

বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরে সর্ব্বের প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন ।

বাবু বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নহর বিভাগের ভার পাইলেন ।

টি ওয়াশটন সাহেব কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইয়াছেন ।

বারিষ্টার আর, এচ, রিলি সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতা পুলিষ মাজিষ্ট্রেট মিলার সাহেবের প্রতিনিধি হইয়াছেন ।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন ।

শ্রীযুক্ত এ, ফর্বিস ।
এচ, জি শার্প ।
জে, ই, বি, জেকি ।
পি, নোলান ।
জে, কেলহার ।
জেমস্‌ কিঙ্কিয়ান ।
এ, এ, ওয়েস ।
আর, এম ওয়াল্টার ।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন—

শ্রীযুক্ত জি, জি, ডে ।
" জে, প্রাট ।
জি, এচ ডামাণ্ট ।
এফ, ডবলিউ ব্যাডকক ।
জে, বারলো ।
সি, এ, সামুএলস ।
জে, এ বোডিলন ।
জে, পসকোড ।
টি, জে, মার ।
আর কার্বিস ।

এ, ডবলিউ পাল দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইয়াছেন ।

১ লা সেপ্টেম্বর । নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া পশ্চাল্লিখিত স্থানে রহিলেন ।

২৪ পরগণার সব ডেপুটী বাবু মহানন্দ গুপ্ত হুগলীতে রহিলেন ।

দিনাজপুর স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু কৃষ্ণকুমার সেন—রঙ্গপুরে রহিলেন ।

ফরিদপুরের অন্যতর সব ডেপুটী বাবু মহেশ চন্দ্র সেন—ফরিদপুরেই রহিলেন ।

বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ২৪ পরগণার একজন প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী হইলেন ।

বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ফরিদপুরের এক জন সব ডেপুটী হইলেন ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু মহানন্দ গুপ্ত (প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট) বাবু কৃষ্ণকুমার সেন (প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট) । বাবু মহেশচন্দ্র সেন (প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট), বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ (সব ডেপুটী) বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার (সব ডেপুটী) ।

সি, বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি ।

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

সম্পাদক মহাশয় ! দুর্গোৎসব অদূরবর্ত্তী হইয়াছে । দুর্গোৎসবের কথায় একটী বিষয় মনে পড়িল । আপনাকে জিজ্ঞাসা করি সদুত্তর দিয়া অনুগৃহীত করিবেন ।

সজ্জায় ঐ দুর্গা প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সাতটী প্রধান পুত্তলিকা আছে। উহার মধ্যে তিনটী কাজের; দুর্গা অসুর ও সিংহ। দুর্গার অসুরের যুদ্ধ হইতেছে সিংহ আচড় কামড় করিয়া দুর্গার সাহায্য করিতেছে। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক ও গণেশ ইহারা কেবল বসিয়া বসিয়া ভোগ খান। কোন কাজেরই নন। সর জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব শিক্ষাবিভাগে যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতেও এই রূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। ডেপুটী ইন্স্পেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটেরা বিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইনস্পেক্টরেরা বসিয়া বসিয়া ভোগ লইতেছেন, একথা বলিলে বোধ হয় অধিক বলা হয় না। কাম্বেল সাহেবের নূতন বন্দোবস্তে ইনস্পেক্টরদিগকে রাখিবার প্রয়োজন কি আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শিক্ষাবিভাগের শোভা সম্পাদন অথবা স্বজাতি প্রতিপালন ইহার কোন্‌টী মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ণয় করা কঠিন। বোধ হয় ফসেট সাহেব এ অপব্যয় বিষয়টী জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় আমি উপরে যে উপমাটী দিলাম তাহা সঙ্গত হইল কি না ইহার নিচে একটু লিখিয়া দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন।

১২৮০ সাল
১৮ ই ভাদ্র }

শ্রীযুক্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর নর্ম্মাল স্কুল সকলের যে নূতন পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে একটী বিশেষ ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। হুগলি কলিকাতা প্রভৃতি যে সকল প্রথম শ্রেণীর নর্ম্মাল গুলিতে আপাততঃ ২৫০।৩০০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, ঐ সকল স্কুলে উপযুক্ত লোক আছেন বলিয়া ঐ রূপ উচ্চ বেতন দানে তিনি অনুমোদন করিয়াছেন এবং ঐ সকল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে বলিয়া নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু ট্রেনিং স্কুল গুলির প্রধান শিক্ষকেরা কি অপরাধ করিয়াছে? যাহারা ঐ স্কুলে বহুকাল হইতে ১০০ টাকা করিয়া বেতন পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অনুরোধে উহাতেও ৭০ হইতে ১০০ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত ছিল। বোধ হয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এ ভ্রম অবশ্য সংশোধন করিতে পারেন। ভ্রম সংশোধিত না হইলে যাহারা ১০০ টাকা পাইতেছেন, তাঁহারা ৭০ টাকা পাইবেন। হয় ত তাহাতে অনেকে কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের বা অন্য কোন বিভাগের কর্ম্মচারীর বেতন এ পর্য্যন্ত উক্ত মহাত্মা হ্রাস করিয়া দেন নাই।

মহাশয়! কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত পঙক্তি কতিপয়কে আপনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকা পার্শ্বে প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। "বিপদ বিপদের অনুগমন করে" এটি সিদ্ধান্ত বাক্য। অত্রত্য অধিবাসীগণ সাংক্রামিক জ্বরের করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ না করিতে করিতে একটি অধিকতর ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুঃখ সমষ্টি একবারে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। একে ত গবর্ণমেণ্ট দামোদর নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রান্তঃবর্ত্তী বাঁধ ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়াতে তন্মধ্য দিয়া বন্যার জল গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বর্ষাকালে লোককে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়া থাকে। তবে আবার এ বৎসর বিগত শ্রাবণ মাসে নদের স্রোত প্রভাবে জোৎশ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণপুর এই দুই গ্রামের মধ্যস্থিত বাঁধ ভগ্ন হইয়া "গোদের উপর বিষ ফোড়া হইয়াছে। আর লোকের রক্ষা নাই। বন্যার সময় দুঃস্থজন সমূহের দুরবস্থা অবলোকন করিলে পাষাণ হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হয়। অনেক কুটীরবাসিকে সমৃদ্ধিশালী প্রতিবেশীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হয়। বস্তুতঃ তাহাদের কষ্টের বিষয় সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিতে হইলে এস্থলে হইয়া উঠে [illegible] কি উপায় অবলম্বন করিলে এই অনিষ্টের নিবারণ হইতে পারে এই [illegible] স্বতঃই দেশের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে উপস্থিত হয়। স্থির চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বন্যাপীড়িত গণকে সমবেত হইয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করিবার পরামর্শ দিতেই প্রবৃত্তি জন্মে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত গ্রামবাসীদিগের অবস্থা দেখিয়া কখনই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া বিরত হইতে পারিবেন না। দামোদর বিভাগে যে রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হয় তাহার কিয়দংশ এই উদ্দেশে অর্পণ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। সামান্য টাকার জন্য দয়ালু গবর্ণমেণ্ট কখনই এতগুলি প্রজাকে দামোদর গর্ভে নিক্ষেপ করিবেন না। পিতার সহিত পুত্রের যেরূপ সম্বন্ধ গবর্ণমেণ্টেরও প্রজার সহিত সেই রূপ। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে বাস্তবিক বিপন্ন দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তন্নিবারণের উপায় গ্রহণ না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? উপসংহার কালে আপনার নিকট প্রার্থনা এই যে অনুগ্রহ করিয়া দুঃখীগণের সপক্ষে সম্পাদকীয় স্তম্ভে দুই চারি পঙক্তি লিখিয়া তাহাদিগকে উপকৃত করিবেন। এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না যে স্থানীয় চাঁদা দ্বারা বাঁধটির সংস্কার হওয়া সুদূরপরাহত। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

মহাশয়! আপনার সোমপ্রকাশের শিরোভূষণ স্বরূপ শ্লোকার্দ্ধ অবলোকন করিয়া অনেক দিন হইল আমার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত শ্লোকার্দ্ধ মহাকবি কালিদাসের সুধাময়ী লেখনী নিঃসৃত অমৃতপূর্ণ সৌরভ পূর্ণ অভিজ্ঞান শকুন্তলা হইতে উদ্ধৃত। উহা গ্রন্থ সমাপ্তে ভরতের (নটের) আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ বাক্য। প্রকৃতি-হিত সম্বন্ধে রাজার এবং আপনার মঙ্গল প্রার্থনাই উহার উদ্দেশ্য। আপনিও আপনার দেশহিতৈষী সংবাদ পত্রের প্রথমে

মঙ্গলাচরণ স্বরূপে উক্ত অর্দ্ধভাগ শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা পাঠকবর্গ মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু সর্ব্বগুণসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগৃহীত ও মুদ্রিত অভিজ্ঞান শকুন্তলে উহার পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি হিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুত মহতাং মহীয্যতাম্ " এবং " মহীয্যতাম্ " ইহার পরিবর্ত্তে " ১। ২। ৩। ৪। পুস্তকে " মহীয়সাম " পাঠান্তর ও দৃষ্ট হয়। সোমপ্রকাশের শিরোভাগে " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি-হিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতি মহতী ন হীয়তাং " শ্লোকার্দ্ধ সন্নিবিষ্ট আছে। " শ্রুত মহতাং মহীযাতাম্ " ইহার পরিবর্ত্তে " শ্রুতি মহতী ন হীয়তাং " প্রযোজিত হইল কেন? স্পষ্টই বোধ হয় আপনিই এই পাঠান্তর সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং তদর্থে আপনারও অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে। অথবা উহা কি আপনার কপোল কল্পিত? না অন্য কোন মূল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত? যদি আপনার কল্পিত হয়, তাহাতেও ত বিশেষ অর্থ গৌরব দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় মূল পাঠ সন্নিবিষ্ট হইলে আপনার মনোগত সিদ্ধির ব্যত্যয় হইত না। মূল পাঠ কোন্‌টী তাহাই আবার সন্দেহ স্থল। যে হেতু অনেকানেক সহৃদয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনেক স্থানেই নূতন নূতন পাঠ কল্পিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত রত্নের কোন স্থান কলঙ্কিত ও কোন কোন স্থান বা রসান যোগে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বহু শাস্ত্রদর্শি সুভাব গ্রাহি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোনীত পাঠই এক প্রকার মূল বলিয়া এখন অনুভূত হয়। তিনিও মূল নির্ব্বাচনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু সময়ে সময়ে পণ্ডিত বিশেষ কর্ত্তৃক প্রাচীন গ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তন বোধ হয় তাদৃশ সুখকর নহে। এই প্রকার পাঠান্তর কল্পনা দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গৌরবের হানি হয় কি না? মূল গ্রন্থগত [illegible] পরিবর্ত্তন জন্য তাঁহাদের রস [illegible] কৃত্রিমতা জন্মে কি না? ইহাতে তাঁহাদের প্রকৃতগুণাদি প্রচ্ছন্ন থাকাই সম্ভব। অভিজ্ঞান শকুন্তল পাঠ করিয়া পাঠান্তর স্থলে বোধ হয় কেহই কালিদাসকে চিনিতে পারিবেন না। স্বাভিলাষ সিদ্ধি জন্য বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পাঠান্তর কল্পিত হইয়া মূলের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, ভবাদৃশ মহাত্মা কর্ত্তৃক এই প্রকার পাঠান্তর কল্পনায়ও বোধ হয় সেই ভ্রম দোষ আরও বাহুল্য হইতেই চলিল। এক মূল শ্লোক উদ্ধৃত নতুবা স্বরচিত কবিতা নিবদ্ধ করাই কি উচিত নহে? নতুবা এপ্রকার পাঠান্তর ক্রমশঃ সন্নিবিষ্ট হইতে থাকিলে শেষে আমার মত অনভিজ্ঞ অন্ধেরা কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগকে চিনিতে অক্ষম হইবে। মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠান্তর কল্পনা পূর্ব্বক সংবাদ পত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সম্পাদক মহাশয়ই উহার অন্য পাঠযোজনা করিয়াছেন, বোধ হয় ভবিষ্যতে ইহা অনুভূত হওয়া দুষ্কর। তখন ইহাই কালিদাসের পাঠ বলিয়া (১) প্রতীতি হইবার আশঙ্কা কি?

ভবদীয় বশম্বদ

শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(১) বিদ্যাসাগর অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদক ইহাদিগের অন্যতর কেহই সোমপ্রকাশের শিরোভূষণ শকুন্তলার কবিতাদ্ধের পাঠ কল্পনা করেন নাই। সোমপ্রকাশ সম্পাদক বঙ্গদেশ প্রচলিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিদ্যাসাগর পশ্চিম দেশ প্রচলিত পুস্তককে আদর্শ করিয়া শকুন্তলা মুদ্রিত করিয়াছেন। এই উভয় দেশ প্রচলিত শকুন্তলার পাঠগত বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এই বৈলক্ষণ্যের কারণ এখন অনুমান করা সহজ নয়। কালিদাসের সময়ে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। বোধ হয় এদেশে প্রাচীন কালে এই রীতি ছিল গ্রন্থকারেরা ছাত্রদিগকে স্বকৃত গ্রন্থের অধ্যাপনা করিয়া উহার প্রচার করিতেন। কালিদাসও ঐ রীতির বশবর্ত্তী হইয়া স্বকৃত শকুন্তলার অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপনা কালে যে যে স্থানের পাঠ তাহার হৃদয়গ্রাহী না হয় পশ্চাৎ তিনি তাহার পরিবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে যে যে ছাত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায়, তাহারা আর পরিবর্ত্তিত পাঠ দেখিতে পায় না এই রূপেই শকুন্তলা পাঠের বহু পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এদেশীয় পণ্ডিতদিগের একটী রোগ আছে ইহারা অন্যের কৃত গ্রন্থের পাঠ কল্পনা করিয়া দেন একথা মিথ্যা নয়; কিন্তু তাহার স্থল বিশেষ আছে। যে সকল গ্রন্থ অপ্রচলিত হইয়া যায় তাহার উদ্ধার সময়ে যে যে স্থলের অর্থ বোধ হওয়া দুরূহ হয় সেই স্থানেই পাঠ কল্পনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। শকুন্তলা সেরূপ গ্রন্থ নয়। ইহা যে কখন অপ্রচলিত ছিল এরূপ বোধ হয় না। বোধ হয় রচনা অবধি সাদরে ইহা অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে। আমরা অনেকগুলি শকুন্তলা পুস্তক মিলাইয়া দেখিয়াছি যে যে স্থলের পাঠ সহজে বোধগম্য হয় সে সে স্থলেও ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পাঠ আছে। এই সকল কারণেই আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমান করিলাম। স।

মহাশয়! আমরা বহুপুরুষাবধি জেলা মেদিনীপুরের অধীন কাশীযোড়া পরগণায় বসবাস করিতেছি। পূর্ব্বে এই জেলার স্থানে স্থানে নমক পোক্তানের কার্য্য থাকায় স্বদেশীয় বিদেশীয় অনেকেরই সুখসচ্ছন্দে সময় রাতিবাহিত হইত, পোক্তান এবালিসের সঙ্গেই আমাদিগের সে সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিয়াছেন, কেবল ধান্য, ও ঈশ্বর কৃপায় ইদানী তুত ও রেসমের গুটির উপজাতে কষ্টে সৃষ্টে যত্নে দিনযাপন হইতেছিল, এইক্ষণে তাহাতেও বঞ্চিত হইয়া দেশত্যাগী হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ এই জেলায় কাঁসাই কালীয়াঘাই এবং পাঁচখুরী আদি নামে যে কয়েকটি নদী আছে তন্মধ্যে কাঁসাই নদীর বন্যা অতি ভয়ানক। উক্ত নিমক পোক্তান জন্য জেলার অন্তঃপাতী তমলুক মৈসাদল ময়না ও জলঘাটা আদি পরগণায় যে ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাতে বাঁধবন্দি না থাকিয়া শীত কালে নিমক পোক্তান হইত এবং বর্ষাকালে তাহা ব্যাপিয়া ঐ নদীত্রয়ের জল হল্‌দি নামক নদীর পথে সমুদ্রে যাইত। পোক্তান এবালিষ হইলে পর সেই সকল স্থানে ধান্য দি আবাদ কারণ গবর্ণমেণ্ট হইতে তৎস্থানাধিকারীগণের সহ বন্দোবস্ত হইয়া ঐ সকল স্থানে দৃঢ়রূপে বাঁধবন্দি করিয়া নদীচয়ের

জল নির্গতের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ করায় ঐ নদীদ্বয়ের বন্যায় তাহার পার্শ্বস্থিত পরগণা সকলের বাঁধ সময়ে সময়ে ভগ্ন হইয়া বন্যাজল আমাদিগের যেরূপ দুর্গতি করিতেছে তাহা অধিকাংশ রাজপুরুষগণের অগোচর নাই। কিন্তু এই বিপদের মূল কারণ প্রধান রাজপুরুষেরা দেখিতে পান নাই; কারণ ঐ পোক্তান মহল যাহাতে এইক্ষণে নূতন বাঁধ হইয়া দেশ উচ্ছন্নের হেতু হইয়াছে সে অঞ্চলে প্রধান রাজপুরুষ গণের গমন হয় নাই বলিলেও অসঙ্গত হয় না। প্রধান রাজপুরুষেরা কেবল বন্যার প্রাবল্যই দেশ উৎসন্নের হেতু বিবেচনা করিয়া থাকেন কিন্তু উল্লিখিত কয়েক পরগণায় যে সময়ে নিমক পোক্তান হইত তৎকালের এবং পোক্তান এবালিশ পরে এইক্ষণ কার ম্যাপ দর্শন করিলেই জানিতে পারিবেন যে উল্লিখিত পোক্তান মহলের নূতন বাঁধ স্থাপনে বর্ষা কালের বন্যা অধিকন্তু তাহা কটালসময়ের জুয়ারের যোগে কয়েকটী পরগণার কিরূপ দুর্গতি করিতেছে এবং করিবেক। এইক্ষণে পোক্তান মহলের বাঁধের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের এবং ঐ মহালের অধিকারী জমিদার মহাশয়গণের উপকার হইতেছে বটে; কিন্তু কয়েকটি পরগণার দুঃখী প্রজাগণের সর্ব্বনাশ সম্বন্ধে সুসভ্য ও সুবিচারক গবর্ণমেণ্টের এরূপ উপকারে যশোধর্ম্ম রহিত, তবে সকল দিগে উপকার হয় ইহার উপায় সত্বর করা কর্ত্তব্য। এমতে প্রার্থনীয় যে কাঁশাই নদীর বন্যার কিয়দংশ রূপনারায়ণ নদীতে যাইবার আর একটি নূতন পথ আবিষ্কার অথবা অন্য প্রকার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া এ দুর্ভাগ্যবর্গের পরম বিপদ নিবারণ করিয়া দেন, নতুবা সাহাপুর কাশীযোড়া, বসন্ত ময়না, জলাঘাটাদি কয়েকটি পরগণার দুর্গতির সীমা থাকিবেক না।

কাশীযোড়া
১৮৭৩
২৪ এ আগষ্ট

একান্ত বশম্বদ
কাশীযোড়ার কতকগুলি
প্রজা।

সবিনয় নিবেদনং—

মহাশয়! আপনার ১০ ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশে নিমচাঁদের সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন আছে, আমরা ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর স্বরূপ ঈশ্বর নাপিতের মকদ্দমার স্থূল বিবরণটী লিখিতেছি পাঠ করিলেই এই ব্যাপার সংক্রান্ত আপনার সমুদায় সন্দেহ নিরাকরণ হইবেক। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছি যে, ঈশ্বর নাপিতের কন্যা মোহিনীকে প্রথমে কলিকাতার একটী লোক বাহির করিয়া লইয়া যায়, সেবারে ঈশ্বর নাপিত গোপনে তাহাকে আপন বাটীতে ফিরাইয়া আনে; কিন্তু মোহিনী ২। ৪ দিন পিত্রালয়ে বাস করিয়াই পুনর্ব্বার পলাইয়া যায়, এবারে ঈশ্বর নাপিত প্রকাশ করে যে মোহিনীকে বাটীতে আনিয়া কাটিয়া ফেলিব এই কথা বলিয়া ঈশ্বর অনুসন্ধান করিয়া মোহিনীকে বাটীতে আনিয়াছিল। মোহিনী এবারে এক দিনও পিত্রালয়ে বাস করে নাই। ঈশ্বর যে দিবস ফিরাইয়া আনে সেই দিবস রাত্রিতেই পলাইয়া যায়। ঈশ্বর নাপিত লোক লজ্জা ও স্বজাতীয় দলপতিগণের ভয়ে মোহিনীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু তাহার এই কথায় কেহই বিশ্বাস করে নাই। ঈশ্বর নাপিত মোহিনীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া পল্লীস্থ অনেক লোকেরই সন্দেহ উপস্থিত হয়। গ্রামের স্ত্রীলোকগণ ঘাটে পথে সর্ব্বত্রেই এই কথা লইয়া আন্দোলন করিতে থাকে। সুতরাং এই কথা ক্রমে ক্রমে দেশময় হইয়া উঠে। সেই সময়ে ঈশ্বর নাপিতকে অনেকেই নারী হন্তা বলিয়া ঘৃণা করিত। মোহিনীর মৃত্যুর কথা এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে একজন স্ত্রীলোক এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে" ঐ যে গোশেয়ালে মোহিনীকে মাটীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া খাইতেছে।" কৈলাস মণ্ডল ঈশ্বর নাপিতের পাড়ায় বাস করিত, সে তারাচাঁদ রায় হেড কনষ্টেবলকে মোহিনীর হত্যার সংবাদ দেয়, তারাচাঁদ আবার নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায় (তাৎকালিক একটিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) কে ঐ সংবাদ অবগত করে। নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায় মোহিনীর হত্যার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য শিবপুরের পুলিস ইনস্পেক্টার মিঃ পাওয়েল সাহেবকে অনুমতি করেন এবং মকদ্দমাটী গুরুতর বিবেচনা করিয়া তদারক কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। পাওয়েল সাহেব ঐ বিষয় তদারক করেন। নিমচাঁদ কেবল দুই একটী ইংরাজী শব্দের অর্থ সাক্ষীদিগকে ও বাঙ্গালা শব্দের অর্থ পাওয়েল সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দুই দিন তদারক হয়, পাওয়েল সাহেব প্রথমে ঈশ্বর নাপিতকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেন, ঈশ্বর নাপিতের পুত্র বধূ মতি এবং পুত্র ভূতনাথ পাওয়েল সাহেবের নিকট ঈশ্বর নাপিত মোহিনীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, পাওয়েল সাহেব তদারক কালে ঈশ্বর নাপিতের গৃহে এক খানা ছাগল কাটা খাঁড়া ও একটা কলা পাকাইবার জালা এবং ঈশ্বর নাপিতের বাটীর পশ্চিমে বাঁসবনে মড়ার মাথা প্রাপ্ত হইয়া ফৌজদারি আদালতে পাঠাইয়া দেন, পরে সাক্ষ্য দিবার জন্য ভূতনাথ ও মতিকে ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করেন। ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিবেট সাহেবের নিকট ঈশ্বর নাপিতের বিচার কালে ভূতনাথ ও মতি আপনাদের পূর্ব্ব কথা পরিবর্ত্তন করিয়া বলে যে তাহারা মোহিনীর হত্যার বিষয় কিছুই জানে না; সুতরাং প্রমাণাভাবে ঈশ্বর নাপিত অব্যাহতি পাইবার উপযুক্ত হইয়াছিল, এমন সময়ে আবার মোহিনী আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ঈশ্বর নাপিত তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিল। যে স্থানে মড়ার মাথা পড়িয়াছিল তাহার চতুর্দ্দিকেই বন ও বাঁস বাগান। ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকের ইতর লোকেরা তথায় মলত্যাগ করিতে যায়, শৃগাল কুক্কুরেরা ঐ স্থানে কখন কখন হাড়াদি আনিয়া ফেলিয়া থাকে, এখনও ঐ স্থানে কতক গুলি হাড় পতিত আছে। যে মড়ার মাথা পাওয়েল সাহেব তদারক কালে পাইয়াছিলেন ঐ মাথা ঐ স্থানে তদারকের পূর্ব্ব হইতে পতিত ছিল। এমন কি যখন পল্লীস্থ স্ত্রীলোক পরম্পরায় মোহিনীর হত্যার বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছিল ঐ সময় গ্রাম্য মণ্ডল কয়েকজন (মকদ্দমা বাধাইয়া ও মিটাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা

যাহাদের ব্যবসা) ঐ মাথা মোহিনীর মাথা বলিয়া মকদ্দমা বাধাইয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল। কৈলাস মণ্ডল উহাদিগের মধ্যে মণ্ডল উপাধিধারী একজন ছিলেন। নিমচাঁদ একজন যথার্থ ভদ্রলোক ছিলেন মোহিনীর সহিত কৈলাসের প্রসক্তি ছিল কি না নিমচাঁদ তাহা জানিতেন না। মোহিনীর হত্যার বিনয় কৈলাসের বা গ্রাম্য মণ্ডলদিগের ষড় যন্ত্র কি না নিমচাঁদ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ফলতঃ তৎকালে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না, যে হেতু তৎকালে পল্লিস্থ অনেক ভদ্র লোকের মুখে নিমচাঁদ মোহিনীর হত্যার কথা শুনিয়াছিলেন, মোহিনীর হত্যার বিষয় যথার্থ বলিয়া নিমচাঁদ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কৈলাসের বা গ্রাম্য মণ্ডল দলের চক্রান্ত উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হন নাই। পূর্ব্বোক্ত জনরবই ঈশ্বর নাপিতের মকদ্দমার মূল হইয়াছিল। কৈলাস অথবা গ্রাম্য মণ্ডলগণ বা শৃগাল কুক্কুরে ঈশ্বর নাপিতের বাটীর পশ্চিমে বাঁস বনে মড়ার মাথা আনিয়া ফেলিয়াছিল। পুলিষ তদারক কালে গ্রাম্য মণ্ডলদিগের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর নাপিতের পক্ষ হয়, তাহাদের পরামর্শেই ভূতনাথ ও মতি পুলিসের নিকট মোহিনীর হত্যার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট অস্বীকার করে। ঈশ্বর নাপিত মুক্তি লাভ করিবার পর নিমচাঁদের কয়েকজন শত্রু বৈরনির্য্যাতন মানসে ঈশ্বর নাপিতকে হস্তগত করিয়া তাহার দ্বারা নিমচাঁদের নামে মকদ্দমা উপস্থিত করে, তাহাতে নিমচাঁদ জুরির বিচারে কয়েকটী অপরাধে দোষী হইয়া দণ্ড প্রাপ্ত হন। হাইকোর্টের বিচারে নিমচাঁদ অন্য অন্য অপরাধে নির্দ্দোষী হন কেবল জুরির বিচার বলিয়া ৩৩০ ধারার অপরাধে হাইকোর্ট হস্তার্পণ করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু নিমচাঁদ ৩৩০ ধারার অপরাধেও অপরাধী ছিলেন না।

হাবড়া নাসিনাং কেষাঞ্চিত
বিশেষজ্ঞানাং।

—:o:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৯ এ আগষ্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায় জয়রামপুরের নীচে	৬	৩
তথা হইতে গড়িয়ার উপর ১২ মাইলের মধ্যে	১৪	১০
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	১৮	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২১	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৫	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১ লা এপ্রেল বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২০	৯

বহরমপুর ১লা এপ্রেল ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—o—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি. নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হংসপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য রাজনগর ১০
" " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—গোড্ডা ৫॥
" " গোলোকচন্দ্র বসু—কাজিরাঙ্গার ১০
" মৌলবী মোল্লা খোদাদাদ বামন পুকুরিয়া ৫॥০
" " গঙ্গেশচন্দ্র সিংহ—মুরসিদাবাদ ৫॥০
" " রাধিকানারায়ণ ঘোষ বহুবাজার ১০
" " দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্কুল ৫॥০
" " রাধাকিশোর শীল—ধানামরি ১০
" " মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনিপাড়া ১০
" " তারণব্রহ্ম মজুমদার বেলিয়া গ্রাম ১০
গোয়ালন্দ জ্ঞানবিকাশিনী সভা ৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ৩১ এ ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ১৫ ই সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

নিযুক্তও হইয়াছে : কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে উল্লিখিত ভাগীব ভাগ নষ্ট করিতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইতেছে ইহার দায়ে (যন্ত্রটি ত সমূলে নষ্ট হইতেই পারে ;) অধ্যক্ষকে লইয়াও টানাটানি না পড়ে। অথচ এই ঋণশোধে প্রত্নকত্রগণের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রত্নকম্র নন্দিনীর গ্রাহক সূত্রে পরিচিত বা অপরিচিত ধনী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, প্রত্নকত্র মাত্রেরই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত মুদ্রা কিছু অধিক নহে। ভরসা করি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই ইহা আদায় হইতে পারে। (ইতিপূর্ব্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সত্যই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বত আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হইলেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

যাঁহার যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পুরঃসর " সোমপ্রকাশ " সম্পাদকের নিকটে বা " হিন্দুহিতৈষিণী " সম্পাদকের নিকটে কিম্বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী " সভাতে অথবা কলিকাতা ভীমঘোষের লেন ৩ নং ভবনে সত্য যন্ত্রে আমার সমীপে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

প্রত্নকত্র নন্দিনী ও সত্যযন্ত্রের অধ্যক্ষ
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

—:০:—

গুপ্ত যন্ত্র।

২৪ নং মুর্জ্জাফর্স লেন; প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার গুপ্ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা যাণ্মাষিক ৪॥ ত্রৈমাসিক ২৸৹ আনা।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥৶০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাসুল ।৴ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ॥০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ॥০ উহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য [illegible]

নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা
লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তকও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
বরণ এণ্ড কোং।

—০—

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস
অব ডিজীজ
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮পেজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহোষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২) ডাকমাসুল ।৴০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।৴০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বোটানি) ॥৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৴১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষায় স্থিতি বিজ্ঞান বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ন্যাচুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি তালিকায় ফিজিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসঙ্ঘাত ও বলবিঘাত ভারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগ বর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য সংক্রান্ত বিস্তর সমাহিত প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ॥০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা ৴১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল

ভূগল সার সংগ্রহ।

ইহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন ১৮১৮ ও ১৮৬৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এন্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ।৴০

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রএল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাসুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ন" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ ভাদ্র সোমবার।

ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষ শাসন।

আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ইংলিসমান আবার এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া গুটিকত কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দুইটী শাখা আছে, একটী ইংলণ্ডে ও দ্বিতীয়টী ভারতবর্ষে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার কালে এখানকার গবর্ণর জেনরলই প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অনেক স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করিতে পারিতেন। যদিও বোর্ড অব কণ্ট্রোল নামে ইংলণ্ডে একটী সভা ছিল এবং তাহার উপর ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল বটে; কিন্তু এখনকার মত সংবাদ প্রেরণের সুবিধার অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষের শাসন বিষয়ে সেই সভার বিশেষ হস্ত

ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৮৫৮ অব্দে ভারতবর্ষ সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহারাণীর হস্তগত হওয়া অবধি পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অন্যথা হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডে একজন সেক্রেটারি এবং তাঁহার অধীনে একটী সভা আছে। ইহাদেরই হস্তে ভারতবর্ষ শাসনের ভার। ইহাদের অধীন হইয়া গবর্ণর জেনরলকে কার্য্য করিতে হয়, সুশাসনের পক্ষে প্রজাগণের অবস্থা ও অভিপ্রায় অবগত হওয়া যেরূপ আবশ্যক আমাদিগের বিবেচনায় আর কিছুই সেরূপ আবশ্যক নহে। ইংলণ্ডে যাঁহাদের অবস্থিতি ইংলণ্ডের স্বার্থই সর্ব্বদা যাঁহাদের দৃষ্টি পথে তাঁহারা কিরূপে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইবেন এবং কিরূপেই বা ভারতবর্ষের শুভাশুভ বুঝিতে পারিবেন। আমরা গতবারে গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের যে বক্তৃতার বিষয় পাঠকগণের গোচর করিয়াছি তাহাতেই এই কথা সপ্রমাণ হইয়াছে। ফসেট সাহেব বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইংলণ্ডস্থিত কর্ত্তারা অনেক সময় ইংলণ্ডের চক্ষে ভারতবর্ষকে দেখিয়া থাকেন। বিদেশ হইতে শাসনের ফল এই। সকল বিষয়ে এই বিদেশীয় সভার অধীন হইয়া কার্য্য করিতে গেলে এখানকার শাসনকর্ত্তাদিগকে কিরূপ বদ্ধ ভাবে কার্য্য করিতে হয় তাহা পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারেন। এখানকার শাসনকর্ত্তারা প্রজাদিগের অবস্থা ও অভিপ্রায় অনেকাংশে বুঝিতে পারেন, সুতরাং তদনুসারে কার্য্য করিতেও পারেন; কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকাতে অনেক শুভকর বিষয়েও তাহারা অগ্রসর হইতে পারেন না। মনে কর লার্ড নর্থব্রুক ইনকম টাক্স রহিত করা উচিত বিবেচনা করিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডের প্রভুরা বিলাতে বসিয়া তাহা রহিত করার আবশ্যকতা দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং ইনকম টাক্স উঠিল না। এইরূপ অনেক শুভ অনুষ্ঠানের যে ব্যাঘাত হয় এমন নহে, তাঁহাদের আদেশে অনেক অশুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এখানকার শাসন কর্ত্তাদিগকে অনেক সময় লোকের নিকট নিন্দিত হইতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি। ১ম অযোধ্যা অপহরণের জন্য আমরা অনেক সময় ডেলহাউসির বিপক্ষে অভিযোগ করিয়া থাকি, কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করার বিষয়ে তিনি অনুকূলতা প্রদর্শন করা দূরে থাকুক বরং তাহার বিপক্ষে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোর্ড অব কন্ট্রোলের আদেশে তিনি ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ২ য়তঃ ইংলণ্ডীয় রাজস্ব সভায় সাক্ষ্য দিবার জন্য এদেশীয় যে যে ব্যক্তি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ সার মাধব রাওর মত বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করা হইল না কেন, এই জন্য সকলে সন্দেহ করিতেছেন যে ইহার মধ্যে ষ্টেট সেক্রেটারির গুপ্ত পরামর্শ আছে এবং তাহা হইবারও সম্ভাবনা। কারণ সার মাধবরাওর মত ব্যক্তিরা সেখানে গেলে অনেক ঘরের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে; তাহা হইলে ফসেট প্রভৃতি ভারতবর্ষের বন্ধুদিগের হস্তে অনেক অস্ত্র সংগৃহীত হয় এবং ষ্টেট সেক্রেটারি ও অণ্ডর সেক্রেটারিকে লোকের নিকট জড়সড় হইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং সাক্ষী মনোনীত করা বিষয়ে সতর্ক হইবার জন্য আদেশ হইতেও পারে। যাহা হউক একথা অনুমান মাত্র, কিন্তু ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিলে যে সুশাসন হওয়া দুর্ঘট তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বরং ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে বর্ষে বর্ষে কতকগুলি অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। এই ব্যয় সামান্য নহে। ১৮৭০ অব্দে ভারতবর্ষের সমগ্র ব্যয় ৫৩৩৮২০২৬০ টাকা। ইহার মধ্যে ১০৫৯১০১৩০ টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় হয়। বৎসর বৎসর ১০ কোটী টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় হয়। এ ব্যয়ের লঘুতা সম্পাদন কি সম্ভব নহে? কি উপায়ে তাহা হইতে পারে? একেবারে ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক রহিত করাও যুক্তি সঙ্গত নয়, কারণ ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের পরামর্শ ও মত লইয়া যদি এখানকার রাজকার্য্য চলিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের নিরপেক্ষ হইয়া এক দিন চলিতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার কার্য্য প্রণালী চলিতেছে তাহাতে প্রজাদিগের মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডে আবেদন করা আবশ্যক হয়। ভারতবর্ষের কথা শুনিবার এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হইয়া উত্তর দিবার যদি কেহ না থাকে তাহা হইলে প্রজাদিগকে অনেক সময় অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। ফসেট সাহেব ও ষ্টেট সেক্রেটারি না থাকিলে কাম্বেল সাহেব ত এবার উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃত কলেজ তুলিয়াছিলেন। সুতরাং যদি ভারতবর্ষের আবেদন শুনিবার এবং ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণের মধ্য হইতে একটী সভা নিযুক্ত থাকে এবং ভারতবর্ষের বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিবৃত্ত লোকদিগের মধ্য হইতে যদি সেই সভার সভ্য নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে এত ব্যয় স্বীকার না করিয়াও সুশাসন হইতে পারে

—:০:—

লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব।

আমরা গতবারে প্রজাদিগের একটী

বিশেষ কষ্টের কথার উল্লেখ করিয়াছি। সে কষ্টটী এই প্রজাদিগকে অনেক সময় এক জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন অংশীর নিকট পৃথক পৃথক রূপে খাজনা দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট গেজেটে সেই সম্বন্ধে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একটী আদেশ দেখিলাম। তাঁহার লেখাতে প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি এ বিষয়ের যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া প্রজাদের ক্লেশ বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

প্রজাদিগের এই কষ্টের কথা তাঁহার গোচর করিবার জন্য ত্রিজলী ও অপরাপর কয়েক স্থান হইতে তাঁহার নিকট আবেদন প্রেরিত হয় এবং গত পাবনার প্রজাবিদ্রোহের সময়ও সকল প্রকার অভিযোগের মধ্যে এ অভিযোগটীও ছিল। এই সকল কারণে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এ বিষয়ে তাঁহার অধীনস্থ কমিশনর কালেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রায় জানিয়া পাঠান। প্রায় সকলেই এই কথা বাস্তবিক ও অশেষ ক্লেশের কারণ বলিয়া তাঁহার গোচর করিয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর নিজের মত প্রকাশ করিয়া এই কষ্ট নিবারণের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তরে গবর্ণর জেনেরল বলিয়াছেন যে এ বিষয়ে একেবারে আইন করিবার পূর্ব্বে জমিদারদিগের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করা উচিত, কারণ যদি ইহার কোন উপায় করিতে হয় এমন উপায় করা উচিত, যাহা জমিদার ও প্রজা কাহারও পক্ষে কষ্টকর না হয় এবং জমিদারের স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর হস্তার্পণ করা না হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই পরামর্শ অনুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সকল জমিদার ও ভূম্যধিকারীর বিবেচনার জন্য এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে এ বিষয়ে এরূপ একটী আইন হওয়া উচিত যে কোন ডিষ্টিক্ট কর্ম্মচারীর নিকট প্রজারা এইরূপ কষ্ট জানাইলে তিনি সমুদায় অংশীকে ডাকিয়া একজন সাধারণ সরবরাহ কারক কিম্বা গোমস্তা নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিবেন। যদি তাঁহারা আপনা হইতে এরূপ কোন সাধারণ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে না চান তাহা হইলে তিনি একজনকে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। তিনি এবিষয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন প্রভৃতির মত জানিতে চাহিয়াছেন।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন আমরাও জানি যে অনেক ছোট ছোট জমিদারিতে ভিন্ন ভিন্ন অংশীরা সাধারণ হইতে গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং অনেক অনেক বড় বড় জমিদারিতেও এক একটী সরকারি দপ্তর থাকে। অনেক স্থলে বংশের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি থাকেন তিনিই প্রায় সরকারি বিষয়ের ম্যানেজর নিযুক্ত হন। কিন্তু আমাদের দেশে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা না থাকাতে পৈতৃক বিষয় লইয়া দায়াদদিগের মধ্যে যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় তাহাতে সাধারণের বিশ্বাস যোগ্য এরূপ ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাহির করা অনেক সময় দুষ্কর হইয়া উঠে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ হইতে একজন গোমস্তা নিয়োগ করার বিষয়ে অংশীদিগের কেন যে বিশেষ আপত্তি হইবে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কালেক্টরকে যদি লোক নিযুক্ত করিয়া দিতে হয় তাহার ব্যয় অবশ্য জমীদারদিগের সাধারণ বিষয় হইতে দিতে হইবে। কিন্তু জমীদারেরা নিজে লোক নিযুক্ত করিলে যেরূপ অল্প ব্যয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন গবর্ণমেণ্ট হইতে লোক নিযুক্ত হইলে তাহার অপেক্ষা অধিক ব্যয় লাগিবার সম্ভাবনা এবং সেই অধিক ব্যয় দিতে সকল অংশীর মত না হইতেও পারে। বিশেষতঃ যদি জমীদারদিগের অমতে লোক নিযুক্ত করা হয় জমীদারেরা কখনই সহজে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন না, বরং নানা প্রকারে তাঁহার কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা পাইবেন। যে কারণে ১৮০৫ অব্দে জমীদারেরা ১৭৯৩ অব্দের নিয়ম রহিত করিবার প্রার্থনা করেন এখন যে সে সকল যুক্তি তিরোহিত হইয়াছে এমন নহে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যখন সেই নিয়ম রহিত করা হয় তখন কেবল জমীদারেরই দিক চাহিয়া কার্য্য করা হইয়াছিল, প্রজাদিগের কষ্টের কথা বিবেচনা করা হয় নাই। একথা যথার্থ কিন্তু তখন সাধারণ লোক নিযুক্ত করিতে জমীদারদিগের যে যে অসুবিধা ও ক্লেশ হইত কাম্বেল সাহেবের প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে তাহার লাঘবের বিশেষ সম্ভাবনা বোধ হইতেছে না। জমীদারেরা আপনা হইতে যদি সাধারণ এক জন সরবরাহকার নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সকল কথা চুকিয়া যায়, কিন্তু অন্যতরপক্ষ স্থলেই বিষম সমস্যা। গবর্ণমেণ্ট হইতে লোক নিযুক্ত হইলে ব্যয়বাহুল্য বলিয়া অংশীরা আপনা হইতে লোক নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবেন এরূপ বিবেচনাও অযুক্ত নহে। যাহা হউক, এ বিষয়ে জমীদারদিগের পরামর্শ গ্রহণ যে প্রকৃত যুক্তিযুক্ত কার্য্য করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ কিরূপে তাঁহাদের সুবিধা হয় তাহা যেমন তাঁহারা বুঝিবেন এমন অন্য কাহারও বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যেরূপে হউক, কোন পক্ষকে ক্ষতি বা অসুবিধা গ্রস্ত না করিয়া যাহাতে ইহার

কোন সদুপায় বিধান করিলে প্রজাদিগের একটী প্রধান ক্লেশ দূর করা হয় এবং এই শুভ অনুষ্ঠানের জন্য প্রজারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতের সুপ্রভাত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁচপোকা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৈলপায়িকাকে কি প্রকারে বল বীর্য্যবিহীন করিয়া যথেচ্ছ লইয়া বেড়ায় তাহা দেখিলে যেমন সময়ে সময়ে চমৎকৃত হইতে হয়, ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ শাসনের বিষয় নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে এক এক সময় সেইরূপ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোথায় ইংলণ্ড আর কোথায় ভারতবর্ষ। একটী আয়তনে শিশু অপরটী এক দীর্ঘাকৃতি দৈত্য কি রাক্ষস। কিন্তু এই শিশু এই প্রকাণ্ড অসুরের স্কন্ধে চাপিয়া কিরূপে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ইংলণ্ডের অপেক্ষা সাত আট গুণ অধিক। ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের মধ্যে আবার সহস্রভাগের এক ভাগও ভারতবর্ষের সংবাদ লন কি না সন্দেহ স্থল। এই মুষ্টিমেয় মহাপ্রাণির হস্তে বিংশতি কোটি জীবের জীবন মৃত্যুর ভার, ইহা আবার স্মরণ করিলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা ভারতবর্ষের উন্নতি ও অবনতির জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকটে এই বিষয় কেবল মাত্র বিস্ময়ের ব্যাপার না হইয়া ক্ষোভেরও ব্যাপার হইয়া উঠে। ইংলণ্ড বিংশতি কোটি লোকের সুখ দুঃখের ভার হস্তে লইয়া কিরূপে সুখে নিদ্রা যান মনে ধারণা হয় না। ধারণা হউক আর না হউক, ইংলণ্ডের এক কলঙ্ক বহুদিন হইতে আছে এবং আজিও তাহা তিরোহিত হয় নাই। কয়েক বৎসর অবধি কেবল ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার সময়ে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভ্যগণ এবং তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব ভিন্ন কেহ ভারতবর্ষের সত্ত্বা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় জানিতেন কি না সন্দেহ। মধ্যে এক একবার পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ যশস্বী হইবার জন্য ভারতবর্ষ লইয়া গোলযোগ করিতেন এবং ক্ষণকালের জন্য ইংলণ্ডের অধিবাসিদিগের অথবা পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যদিগের চক্ষু ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট করিতেন কিন্তু তাঁহাদের আন্দোলন নিবৃত্ত হইতে না হইতে ভারতবর্ষ পুনরায় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। তবে সৌভাগ্যক্রমে একাদিক্রমে কতকগুলি দক্ষ ও কার্য্যপটু গবর্ণর জেনরলের ও কতকগুলি দূরদর্শী ও উদারপ্রকৃতি রাজনীতিজ্ঞের শাসনাধীনে আসাতে ইংলণ্ডের এরূপ ঔদাসীন্য নিবন্ধন ভারতবর্ষের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে নাই। তথাপি অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় রাজস্বের সম্বন্ধে যে সকল অত্যাচার হইয়াছে ইংলণ্ডের দৃষ্টি থাকিলে তাহার অনেক হইতে পারিত না। লর্ড অকলণ্ড প্রভৃতি দুই একজন ব্যতীত কি কোম্পানির সময়ে কি মহারাণীর সময়ে অকর্ম্মণ্য ও সাক্ষী গোপাল গবর্ণর প্রায় আসেন নাই। এই সকল কারণে অনেকে বলিয়া থাকেন যে উৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর গবর্ণর জেনরল মনোনীত করিয়া তাঁহার হস্তে অধিকাংশ ভার দেওয়া শ্রেয়ঃ। ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য জড়িত রাখা বিড়ম্বনা মাত্র।

যাহা হউক, এত দিন ভারতবর্ষের অবস্থা বিষয়ে ইংলণ্ডের ঔদাসীন্যের কথা উল্লেখ করিয়া সকলে যে অভিযোগ করিয়া আসিতেছিলেন এত দিনের পর সেই কলঙ্ক দূর হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। এখন ক্রমশই পার্লিয়ামেণ্টে এবং পার্লিয়ামেণ্টের বাহিরে ভারতবর্ষের কথাবার্ত্তা লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইতেছে। ভারতবর্ষের কথা শুনিতে ও বলিতে ক্রমশঃ রাজনীতিজ্ঞ মাত্রের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতেছে। এক দিকে মহাত্মা ফসেট প্রভৃতি পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে যেরূপ ভারতবর্ষের সপক্ষতা করিতেছেন অপর দিকে প্রায় সমুদায় সংবাদ পত্র ভারতবর্ষের বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব দিবার সময় অণ্ডর সেক্রেটারি গ্রাণ্ট ডফ সাহেব যেরূপ ফসেট সাহেবের নিকট প্রত্যুত্তর পাইয়াছেন তাহা পাঠকগণ জানেন। যদিও পার্লিয়ামেণ্টের সকল কাজ শেষ করিয়া ভাঙ্গিবার সময় সময় (যখন সকল সভ্যই অনুপস্থিত ছিলেন) ভারতবর্ষের কথা তুলিয়া যথেষ্ট ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু কখনও যাহা হয় নাই এবার ভারতবর্ষের সৌভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে। তিন দিন ধরিয়া ভারতবর্ষের বিষয়ে কথোপকথন হয় এবং অপেক্ষাকৃত অনেক সভ্য ভারতবর্ষের সপক্ষতা করিয়াছেন। আমরা এই দূর দেশ হইতে তাঁহাদের বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের যত টুকু দেখিতে পাইতেছি তাহাকে আমরা সুপ্রভাত না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা আমাদের কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রধান প্রধান বক্তাদের বক্তৃতার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের মনের ভাব ক্রমশই পরিবর্ত্তিত হই-

তেছে। এই পরিবর্ত্তনের অনেকগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে এই কয়টী প্রধান ১ ম ভারতবাসীদিগের বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডে গমন (২ য়) ফসেট সাহেবের ন্যায় ভারতবর্ষের বন্ধুদিগের ভারতবর্ষের বিষয়ের আন্দোলন (৩ য়) মেল টেলিগ্রাফ প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে সংবাদাদি প্রেরণের সুবিধা। এইরূপ নানা কারণে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের বিষয়ে ক্রমশই মনোযোগী হইতেছেন।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিচারের সময় পার্লেমেণ্ট মহাসভার কোন সভ্য ফসেট সাহেবের বিরুদ্ধে এই কথা বলেন, "যে তাঁহার (ফসেট সাহেবের) কথা ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে সুতরাং কেবল গবর্ণমেণ্টের দোষ না ধরিয়া তাঁহার মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের কত উপকার করিয়াছেন তাহাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত"। ইহাতে সার চার্লস উইণ্ডফিলড এই উত্তর করিয়াছিলেন "দেশীয়দিগের কোন সংবাদ পত্র ত ইংলণ্ডের উপকার অস্বীকার করেনা, যদিও তাহারা বিদেশীয় দের অধীন থাকা প্রার্থনীয় বলে না, যদিও তাহারা আমাদের শাসন সম্বন্ধে অনেক ভ্রম ও ত্রুটী দেখাইয়া দেয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ যে সকল উপকার লাভ করিয়াছেন তাহাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকে, ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা ইংলণ্ডেরই পক্ষ হইবে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকে—" আমরা আনন্দিত হইলাম যে সার চার্লস আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব অবগত হইয়াছেন। বিরাগের কারণ বর্ত্তমান থাকিতে উপকারের কথা স্মরণ করাইলে বিশেষ ফলোদয় হয় না। ভারতবর্ষ যে অনেক বিষয়ে ইংলণ্ডের নিকট ঋণী তাহা বোধ হয় শিক্ষিতদিগের মধ্যে কেহ অস্বীকার করেন না। সার চার্লস আরও গুটিকত সার সার কথা বলিয়াছেন; তাহার মধ্যে, ১ ম পবলিক ওয়ার্কস সম্বন্ধীয় ব্যয় সঙ্কোচ (২ য়) বম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর নিয়োগের প্রথা তুলিয়া দিয়া বাঙ্গলা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর নিয়োগ করা। তাহা হইলে গবর্ণরের কাউন্সিলের আবশ্যকতা থাকেনা সুতরাং অনেক ব্যয় সঙ্কোচ হইতে পারে। (৩ য় তঃ) এদেশীয়দিগকে উন্নত পদস্থ হইবার অধিকার দেওয়া, ইহা দ্বারাও যথেষ্ট ব্যয়ের লাঘব হইতে পারে, কারণ এখন সেই সকল পদের জন্য ইউরোপ হইতে লোক আনয়ন করিতে যত ব্যয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক ব্যয়ে এদেশীয় উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা ভিন্ন অপরাপর সভ্যেরাও ভারতবর্ষের হিতকর অনেক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এক জন বলিয়াছিলেন 'আমরা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং মুখে যেরূপ বলিয়া থাকি, তদনুসারে সকল প্রকার উন্নত পদে দেশীয় দিগকে অধিকার দেওয়া উচিত এবং এখানে আসিবার ক্লেশ স্বীকার না করিয়াও যাহাতে তাহারা ঐ সকল পদের উপযুক্ত হইতে পারে এরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য; কারণ কুপার্শহিল কলেজে উত্তীর্ণ না হইলে কাহাকেও কর্ম্ম দিবনা বলা ও যাহা আর কাহাকেও নিযুক্ত করিব না বলাও তাহা"। অন্য একজন সদাশয় সভ্য ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

অবশেষে আমরা ভারত হিতৈষী ফসেট সাহেবের গুটি কত কথা তুলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। " অবশেষে তিনি (ফসেট সাহেব) বলিতে চান যে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের ক্ষমতার হ্রাস করা কখনই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, বরং ভবিষ্যতে যাহাতে সুশৃঙ্খল রূপে ভারতবর্ষ শাসন হইতে পারে তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে কমন্স মহাসভার সতর্ক দৃষ্টি থাকা ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। তাহা হইলে আমাদের রাজ্য শুভজনক হইতে পারে এবং তাহা হইলেই ভারতবর্ষবাসীরা বুঝিতে পারে যে তাহাদের দুঃখের কথা শুনিবার লোক ইংলণ্ডে আছে।" পাঠকগণ বলুন দেখি এ কথাগুলি শুনিলে ভারতবর্ষের সুখের দিন আসিতেছে মনে হয় কি না? ইহাকে সুপ্রভাত বলা যায় কি না? আমাদের মধ্যে উষ্ণ শোণিত ও বলবীর্য্য সম্পন্ন যদি কেহ থাকেন, যিনি তরবারের আশ্রয় ভিন্ন ভারতবর্ষের সুখের দিনের সম্ভাবনা দেখেন না, আমরা তাঁহার পক্ষ নহি। তরবার ও যুদ্ধের যুগ অবসান হইয়া আসিতেছে; ভারতবর্ষের যদি কখন সদ্গতি হয় সে সদ্গতি কেবল সকল জাতির ন্যায় বিচারের দ্বারাই হইবে। ভারতবর্ষ আত্মসাৎ করা বিষয়ে ইংলণ্ড অনেক ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। অন্যায় দ্বারা উপার্জ্জিত রাজ্যের শাসন যদি ন্যায় সঙ্গত রূপে করিতে না পারেন, তবে ইংলণ্ডকে ধিক্। ভারতবর্ষের সন্তানেরা যদি আপনাদের যোগ্যতা ও চরিত্র দেখাইতে পারেন ইংলণ্ড কত কাল বধির হইয়া থাকিতে পারিবেন, স্বার্থপর নীচ প্রকৃতি ও ক্রূর হৃদয় ইংরাজদিগের স্বার্থপরতা দূষিত রাজনীতি কত কাল কার্য্য করিতে পারিবে; অর্থ-পিশাচ হৃদয়-শূন্য ভাক্ত খৃষ্টান সাহেবেরা কতকাল ভারতবর্ষীয়দের ধন মান লুটিয়া খাইতে পারিবে? যে সমাজ শাসনের ভয়ে ইংলণ্ড আবিসিনিয়া ছাড়িয়াছেন, যে সমাজ শাসনের ভয়ে

রুবিয়া খির ছাড়িতেছেন এবং নিজের কলঙ্ক স্বরূপ দাস প্রথা তুলিয়া দিয়াছেন সেই সমাজ শাসন একদা সময় ভারতবর্ষের সুদিন আনিয়া দিবেই দিবে। অতএব এ সময় ফসেট রুটলেজ গেডিস প্রভৃতি যিনি যিনি ভারতবর্ষের হইয়া বলিতেছেন ও লিখিতেছেন তাঁহাদের সকলকে অগণ্য ধন্যবাদ করি। তাঁহারা সেই সমাজ শাসন প্রস্তুত করিয়া পথ পরিষ্কার করিতেছেন।

—০—

অমরনাথ নাটক (১) নাটকে আমাদিদিগের নিতান্ত অরুচি হইয়াছে। নাটক দেখিলে মন তৎপাঠে লোলুপ ও ব্যাগ্র হয় না অমরনাথ নাটকে স্থূলতম অবয়বটী ঐ অরুচির দ্বিগুণতর বৃদ্ধি করিয়া দিল। কিন্তু কি করি কর্তব্যের অনুরোধে নাটকখানি পড়িয়া দেখিতে হইল। পড়িতে আরম্ভ করিয়া দেখিলাম, এখানি অপদার্থ নাটকদলপ্রবিষ্ট নহে। ইহাতে কিছু বস্তু আছে। আমরা ইহাতে নাটক রচয়িতার দুটী ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাইলাম। এক তিনি প্রায় প্রতি বাক্যেই উপমা দ্বারা সরস ও মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক উপমাই সুসঙ্গত ও সুসংলগ্ন হইয়াছে। তাঁহার যেরূপ উপমা সংগ্রহের শক্তি আছে ঐরূপ যদি কবিতা রচনা করিবার শক্তি থাকিত তিনি একজন সুকবী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। গ্রন্থে যে কবিতাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার একটীরও " অবিদিত গুণাপি সৎকবি ভনিতি কর্ণেষু বমতি মধুধারাং। অনধিগত পরিমলাপি হরতি দৃশং মালতী মালা।" কর্ণে মধু ধারা বর্ষণ করে না।

দ্বিতীয়, গ্রন্থকার যে নাটকের নায়ক প্রতিনায়কাদি মনোনীত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। উহাদিগের চরিত্র অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের সমাজ মধ্যে অনুসন্ধান করিলে উহার অনেক আদর্শ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রন্থ নায়ক অমর নাথের ভ্রাতা শঙ্করেশ্বর মিত্র অমর নাথের উন্নতি দর্শন করিয়া যার পর নাই ঈর্ষা পরতন্ত্র হন এবং তাহার দুর্ণাম রটাইবার ও প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা পান। যাহারা মনুষ্য স্বভাবের বিশেষজ্ঞ নহেন তাঁহারা ঐ চরিত্রটিকে অনৈসর্গিক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন কিন্তু বাস্তবিক উহা অনৈসর্গিক হয় নাই। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে একপ অনেক নর ধন নয়নগোচর হয়।

নাটক রচয়িতার অন্য অন্য বিষয়ে যেমন প্রাবীণ্য ও চাতুর্য লক্ষিত হইল গল্প রচনা বিষয়ে সেরূপ হইল না। অমরনাথ বিদ্বান বুদ্ধিমান ও অতি উপযুক্ত লোক। তিনি একটী মিথ্যা দুর্ণাম ভয়ে দেশ ত্যাগ করিলেন। এটী সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ অংশটী অন্য রূপে রচিত হইলে অধিকতর মনোজ্ঞ হইত। গ্রন্থের যেরূপে আরম্ভ করা হইয়াছে তাহার কিছু বিশেষ চমৎকারিতা হয় নাই উপসংহারও অনুকরণ করিয়া করা হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষাটী হর গৌরীহইয়াছে। রচনা রীতিও ব্যাকরণ গত অনেক ভ্রম প্রমাদ ও লক্ষিত হইল।

জয়দেব চরিত। (২) এদেশে জীবন চরিত লিখিবার রিতি ছিলনা। সুতরাং প্রাচীন কালের গ্রন্থকারেরা কোন সময়ে কোন স্থানে জন্ম পরিগ্রহ ও কি কি বাক্য কহিয়াছিলেন এখন তাহা জানিবার উপায় নাই অতএব এক্ষণে যাঁহারা প্রাচীন কালের লোকদিগের জীবন চরিত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভবনা অল্প। জয়দেবের চরিত লেখক জয়দেবের প্রকৃত জন্ম কালাদির নির্ণয়ে যে সমর্থ হন নাই সেটী তাহার দোষের নহে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যতদুর জানা যায় তিনি সে অনুসন্ধানে ত্রুটি করেন নাই। তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি রচনার্থ গাঢ়তর অনুসন্ধান করিয়া নানা প্রকার প্রমাণ সংগ্রহের যে প্রকার পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্যে তাঁহার ভূরি প্রশংসা করিতে হয়। তিনি যে সময়ে এই গ্রন্থ খানি মুদ্রিত করেন তখন তিনি সুস্থ ছিলেন না। অসুস্থ অবস্থায় এ প্রকার গ্রন্থের প্রচার আরো অধিকতর প্রসংসার বিষয়। গ্রন্থের লেখাটী বাঙ্গালা ভাষার রিতি বিশুদ্ধ হইয়াছে। এখানিও রামগতি ন্যায়রত্নের সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষার এক খানি পাঠ্য গ্রন্থ হইল।

তমোলুক পত্রিকা। (৩) এখানি মাসিক পত্র। ইহাতে পাঠ যোগ্য অনেক গুলি উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে কিন্তু ইহার লেখাটী বিষয়ের অনুরূপ হইতেছে না পত্রিকা খানির নাম তমোলুক পত্রিকা নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু নামটী অন্বর্থ হয় নাই। তমোলুকের বৃত্তান্ত অধিক পরিমাণে ইহাতে সন্নিবেশিত হইলেই ইহার নামটী যথার্থ হইত। কিন্তু আমরা পত্রিকা মধ্যে তমোলুকের নাম গন্ধ পাইলাম না।

অবকাশ তোষিণী (৪) এখানিও মাসিক পত্র। এখানির লেখা তমোলুক পত্রিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ইহার বিষয় গুলি তত উৎকৃষ্ট নহে।

বিবিধসংবাদ।

২৬ এ ভাদ্র সোমবার।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, আমাদিগের রাজপুত্র এডিনবরার ডিউকের সহিত যে রুশীয় সম্রাট কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে তিনি একটী সেনাদলের অবৈতনিক অধিনায়ক।

মুঙ্গেরে একজন ফকীর আসিয়া বুজরুকি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ফকির সাহেব ঘাস আহার করেন। তাহার সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র তরবার আছে, উহা সেই

(১) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা সিমুলিয়া মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৪৮ নং নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

(২) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত কলিকাতা ২১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট জি, পি, রায় কোং যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা।

(৩) কালীঘাট চেৎপুর রোড গরাণহাটী ৩৩৩ নং সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ টাকা।

(৪) কলিকাতা নিউ ইস্কুলবুক প্রেসে মুদ্রিত মূল্য ৵০ আনা।

ভিন্ন আর কেহ তুলিতে পারে না। ফকির সাহেব ঘাস খান কি মুঙ্গীরের লোকে ঘাস খায় পরে জানা যাইবে।

ডেনমার্কের এক ব্যক্তি একদা লুইস-বিলের সুরাত্তি খেলার আফিসে গিয়া ৯,৯৯, ৯৯৯ অথবা ৯৯৯৯ নম্বর টিকিট প্রার্থনা করে। এরূপ বিশেষ প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, সে ৯ বৎসর বয়সের সময় স্বদেশে আগমন করে, এখানে ৯ বৎসর থাকিয়া বিবাহ হয়, বিবাহের ৯ মাস পরে তাহার একটী সন্তান (বোধ হয় বিবাহের পূর্ব্বে কিম্বা সেই দিবসেই গর্ভ-সঞ্চার হইয়া থাকিবে) জন্মে। ৯ম দিবসে ঐ শিশুর নাম করণ হয়। সে ৯ বৎসর তাহার স্ত্রীর সহিত একত্র ছিল, ঐ সময়ের মধ্যে ৯ টী সন্তান হয়। তৎপরে স্ত্রীর সহিত বিবাদ হওয়াতে সে তাহাকে ৯ বার প্রহার করিয়াছিল। এ জন্য সে ৯ দিবস শয্যাগত ছিল, তৎপরে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ৯ বৎসরের শেষে ঐ টিকিটের জন্য আসিয়াছে। ৯ নম্বর টিকিট দ্বারা অনেক টাকা পাইবে আশা ছিল কিন্তু তাহা না হওয়াতে ৯ টা বেলার সময় চলিয়া গিয়া ৯ গ্লাস বিয়ার মদ পান করিয়া চলিয়া গেল।

২৫ এ ভাদ্র মঙ্গলবার।

ইচ্ছামত ঘরের ভাড়া ধরিয়া রথ্যা কর নিরূপণ অত্যাচারের অন্যতর কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সে দিন সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তাঁহার সামান্য প্রকার একটী বাটী আছে, উহার বার্ষিক ভাড়া ৩ হাজার টাকা স্থির করিয়া ৯ টাকা কর ধার্য্য করা হইয়াছে। যদি এইরূপে কর ধার্য্য করা হয় অত্যাচারের এক শেষ হইবে। বাটীর ভাড়া ধরিয়া গৃহস্বামীর আয় নিরূপিত হইতে পারে না। অনেক স্থলে এমন আছে পূর্ব্ব পুরুষেরা অট্টালিকাদি করিয়া দোল দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিরা সেই অট্টালিকায় বাস করিতেছেন, কিন্তু সেরূপ ধনশালীতা নাই, দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, এমন অবস্থায় তাহাদের সেই বাটীর ভাড়া ধরিয়া কর ধার্য্য করিতে গেলে তাহাদের প্রতি কি অবিচার করা হয় না?

শুনা যাইতেছে, কতকগুলি লোকের এই ইচ্ছা হইয়াছে, সঙ্গীতের উন্নতি বিধানার্থ সাধারণ লোকে যে চেষ্টা করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে সাহায্যদান করেন এবং কালেজ ও স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সঙ্গীত চর্চ্চাও প্রবর্ত্তিত করেন। বোধ হয় এ নিমিত্ত শীঘ্র গবর্ণমেণ্টে আবেদন হইবে। কলিকাতা এক্সেলসর ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন সাংক্রামিক জ্বরাক্রান্ত প্রদেশে সহস্র সহস্র লোক বিনা চিকিৎসায় প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, গবর্ণমেণ্টের এমন অর্থ নাই যে এ সময়ে উহাদিগের উপযুক্তরূপ সাহায্য করেন, এমন সময়ে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পোষণার্থ সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থদান কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। কথা অযথার্থ নয়, যে সকল দেশীয় ধনবান ব্যক্তির ইহাতে অনুরাগ আছে, তাহারা মনে করিলে আর গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক হইবে না।

২৬ এ ভাদ্র বুধবার।

গত বুধবার কলিকাতার বিশপ উত্তর পশ্চিম দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। গত রাত্রিতে আর্চডিকন বেলি পঞ্জাব যাত্রা করিয়াছেন।

পুনার ক্ষৌরকারেরা মাগদালার লার্ড নেপিয়ের নিকট যে আবেদন করিয়াছিল, তাহার কোন উত্তর না পাওয়াতে তাহারা একেবারে রাজ্ঞীর নিকটে আবেদন করিবে স্থির করিয়াছে। লার্ড নেপিয়র সৈনিকদিগের ক্ষৌরকার্য্যের সামান্য ব্যয় সংক্ষেপ না করিয়া যদি এক বৎসরের জন্য আপনাদের পর্ব্বত বাস ও দেশ ভ্রমণ বন্ধ করেন সাধারণ ধনাগারের অনেক উপকার হয়।

আলাহাবাদে মেওন সাহেবের স্মরণার্থ যে ১৭ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, পিয়নিয়র বলেন, উক্ত আলফ্রেড পার্কে একটী সুন্দর বাটী নির্ম্মাণে ব্যয় করা হইবে। সাহেবদিগের আমোদের জন্য একটী বৈটকখানা নির্ম্মাণ অপেক্ষা প্রকৃত কাজ হয় এমন কোন বিষয়ে ঐ টাকা ব্যয় করা কি ভাল হয় না?

গবর্ণর জেনরল আগ্রায় যে দরবার করিবেন, বোম্বাইর গবর্ণর তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন।

ভারতবর্ষের আয় ব্যয় লইয়া সে দিন পার্লিয়ামেণ্টে যে তর্ক বিতর্ক হয়, তাহাতে ফসেট সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তাহা এবং তাহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তৃতা শীঘ্র ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে।

আগামী ২২ এ সেপ্টেম্বর সোমবার কলিকাতা হাইকোর্ট বন্ধ হইয়া ১৭ ই নবেম্বর সোমবার পুনরায় খুলিবে।

কাবুলের আমীর সিয়ার আলী ক্রমে আস্থ্যলাভ করিতেছেন।

জে, ডবলিউ গার্ডিনার সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বোম্বাই সমাচার বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়া লিখিয়াছেন, বিরানজী জীজী ভাইর বেগম নামক বেটে একটী হংসী ছিল। একদা প্রাতঃকালে উহাকে দেখিতে না পাওয়াতে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল কিঞ্চিৎ দূরে একটী বৃহৎ সর্প গুরুতর আহার নিবন্ধন চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সর্পটীকে তৎক্ষণাৎ চিরিয়া ফেলা হইল, কি আশ্চর্য্য উহার উদর মধ্যে সেই হংসীটা জীবিতাবস্থায় রহিয়াছে, উহার একটী পালকও নষ্ট হয় নাই। বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র বাহির না করিলে সর্পের উদর মধ্যে হংসীটা ডিম পাড়িত।

২৭ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ম্যাঞ্চেষ্টরের ডিউক স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড হইতে কানাডা যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে সান ফ্রান্সিসকোতে গমন করিবেন, পরে জাপান ও চীন হইয়া আগামী শীত কালে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। ডিউকের স্ত্রী ত্রিওসি হইয়া আসিয়া কলিকাতায় তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ইংলণ্ডের বড় বড় লোকে ভারতবর্ষে আগ-

মন করিয়া ইহার অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যান আমাদিগের ইচ্ছা।

আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা ক্রমে সকল বিষয়েই পুরুষের ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। কি চিকিৎসা কি বিচার কি শিক্ষা সকল বিষয়েই ত তাহারা পুরুষের অন্ন মারিয়াছে, সম্প্রতি আবার তাহারা গাউন পরিত্যাগ করিয়া পুরুষের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন ডাক্তার মেরি ওয়াকার পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়া রাস্তার বাহির হইয়াছিল বলিয়া পুলিষ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, কিন্তু বিচারপতি তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে উন্নতিশীলা স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়া অনায়াসে বেড়াইতে পারিবে আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, পাছে তত্রত্য পুরুষদিগকে শেষে গাউন পরিয়া গোঁপ দাড়ি কামাইয়া পাকশালায় প্রবেশ করিতে হয়।

সেদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে একজন ফিরিঙ্গী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যাইতেছিলেন, বেঞ্চের উপর তাহার ব্যাগ ছিল। শ্রীরামপুর ষ্টেসনে একজন বাঙ্গালি ঐ গাড়িতে উঠিয়া ব্যাগ সরাইয়া উপবেশন করেন। অনন্তর তিনি একখানি বহি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। সাহেব অমনি তাহার হাত হইতে বহি খানি কাড়িয়া লইয়া গাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দিলেন, বাঙ্গালি বাবুর গায়ে জোর নাই তিনি হাবড়ায় আসিয়া রেলওয়ে পুলিষে নালিশ করেন। পুলিষ দেখিলেন সাহেবের নামে নালিশ, মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিলেন!! উত্তম বিচার হইয়াছে।

ঢাকার উত্তরবর্ত্তী বেরাইত নামক স্থান হইতে এক ব্যক্তি ঢাকা প্রকাশে লিখিয়াছেন, উক্ত গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণকান্ত ধরের পুত্রবধূ রাত্রিকালে স্বীয় দুগ্ধ পোষ্য একটী সন্তান লইয়া যে গৃহে শয়ন করিয়া থাকে প্রতি রাত্রিতে সেই গৃহে একটী সর্প প্রবেশ করিয়া তাহার স্তন্য পান করে অনেক দিন এমনও ঘটিয়াছে, স্ত্রীলোকটী নিদ্রাশেষে সর্পটীকে হস্তদ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু সর্পটী পুনরায় আসিয়া স্তন্য পান করিয়াছে। ১৫। ১৬ দিন হইতে সর্পটী এইরূপ করিতেছে।

সম্প্রতি লণ্ডন নগরে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, উহাতে বিবিদিগকে রন্ধন কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এদিগে আমাদিগের কারপেট বুনা দেশী নকল বিবিরা সব্য স্বামীদিগের গুণে রন্ধন কার্য্য ভুলিয়া যাইতেছেন।

২৮ এ ভাদ্র শুক্রবার।

পারস্যের সাহা সেপ্টেম্বরের শেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

জনব্রাইট সাহেব পুনরায় পার্লিয়ামেণ্ট সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। এ সংবাদে ভারতবর্ষীয় মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, লণ্ডন নগরে প্রতিদিন ৫৬৯০০০ সংবাদ পত্র বিক্রীত হয়। ইহার মধ্যে ডেলি টেলি গ্রাফ ১৭০০০০, ষ্টাণ্ডার্ড ১৪০০০০, ডেলিনিউস ৯০০০০ একো ৮০০০০ টাইমস ৭০০০০।

চকদীঘী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন— গত ১৬ ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যার প্রদোষ কালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী চকদীঘির সমীপবর্ত্তী শুঁড়া নামক গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ জাতীয় দুই ব্যক্তির (ইহারা সহোদরদ্বয়) সামান্য কথায় কলহ উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ এরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে যে দ্বিতীয় ভ্রাতা একবারে বিবেক শূন্য হইয়া এক খণ্ড শাল কাষ্ঠের দ্বারা তাহার জ্যেষ্ঠের মস্তকোপরি এরূপ একটা আঘাত করিল যে আঘাত স্থান হইতে অপ্রতিহত প্রভাবে রুধির ধারা নিঃসৃত হইয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে অবসন্ন ও সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলিল রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর। এমত সময়ে তাহাকে চকদীঘী চিকিৎসালয়ে আনয়ন করা হয় তথায় নীত হইবার অব্যবহিত পরেই আনুমানিক পনর মিনিট পরে এই হতভাগ্য মানবলীলা সম্বরণ করে। পরদিন (১৭ ই ভাদ্র প্রাতঃকালে বর্দ্ধমান প্রেরণ জন্য শবটিকে স্থানীয় পুলিষের হস্তে অর্পণ করা হইল।" এরূপ অনৈসর্গিক শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা সচরাচর শ্রুতিগোচর হয় না।

২৯ এ ভাদ্র শনিবার।

পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বক্তৃতাকালে ফসেট সাহেব বলিয়াছেন, ইনকম টাক্সের কাগজ পত্র দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ড ৫৬ গুণ ধনী ইংলণ্ডের এই ধনশালিতার মূল ভারতবর্ষ।

[illegible] সময় [illegible]

ফাসন এবং মরিস হাইকোর্টের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

এক ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী লাটু দহ গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর নিম্নলিখিত সৎক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান সমাচার লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা আহ্লাদসহকারে পাঠকগণের গোচর করিলাম, এইরূপ সৎদৃষ্টান্ত দর্শনই আমাদিগের বাঞ্ছনীয়।

নফর বাবু গ্রামের পূর্ব্বতন জঙ্গল নির্ম্মূল করিয়া দরিদ্র সদ্বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া স্বকীয় ব্যয়ে স্বীয় গ্রামে তাঁহাদিগের বাটী করিয়া দিতেছেন এবং তাহাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কিছু কিছু ধন ও চাকরী দিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। এইরূপে ত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস হইয়াছে।

গ্রামে যে সকল রাস্তা সংকীর্ণ ও অপরিষ্কৃত ছিল তাহা নিজ ব্যয়ে প্রশস্ত করিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

গ্রামে একটী অপরিষ্কৃত ও পীড়াকর পুষ্করণী ছিল, বাবু নিজে ২০০০ দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া তাহার পঙ্কোদ্ধার ও অর্দ্ধক্রোশ ব্যবহিত টেএরবনদ হইতে উক্ত পুষ্করণীতে জল আনায়নের জন্য একটী খাল খনন করিয়া দিয়া স্নানের উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে কেবল স্ত্রীলোকেরা স্নান করিবে এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন।

৪। সাধারণ লোকের স্নানের জ ১০০০০ দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এ বৃহৎ দীঘী খনন করিয়া তাহার ঘাট বঁ ইয়া দিয়াছেন।

৫। গ্রামেতে বিদ্যার চর্চা অধিক ছিল না এবং নিকটস্থ গ্রামসমূহের বালকগণের ইংরাজি বাঙ্গালা শিক্ষার কোন উপায় ছিল না। সেই অভাব দূরকরণের অভিলাষে গ্রামে একটী ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে মাসিক ১০০ এক শত টাকা করিয়া ব্যয় পড়িতেছে, অধিকাংশ দুঃখী বালককে অন্ন বস্ত্র দিয়া [illegible]

চিঠিপত্র যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্কুলগৃহে একটী পোষ্ট আফিস সংস্থাপন করিয়াছেন।

তাঁহার জমিদারী এলাকা লক্ষ্মীপুর গ্রামের প্রজাসমূহের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ২৫০০ আড়াই সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া একটী খাল খনন করিয়া দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৩০ এ আগষ্ট। বাবু প্রসন্নমঙ্গল জামালপুরে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন বলিয়া যে আজ্ঞা প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মেদিনীপ্রসাদ সিংহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট বিভাগের ভার পাইলেন এবং যে পর্য্যন্ত এই ভার তাঁহার হস্তে থাকিবে সে পর্য্যন্ত তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সাহানন্দ গুপ্ত হুগলিতে না থাকিয়া মেদিনীপুরে থাকিবেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু পুনরায় রাজসাহিতে বদলী হইলেন।

মালদহের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার বসু তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

উত্তর লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর কাপ্তেন এচ. জে, পিট সাহেব সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু জানকীনাথ সিংহ নড়াইল বিভাগের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৯ ই সেপ্টেম্বর। হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি গডফে সাহেব কিছু দিনের জন্য কটকে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পশ্চাল্লিখিত বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী হইলেন—

বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় ডায়মণ্ডহারবর, বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জিনিয়াদহ এবং মাগুরা, বাবু সূর্য্যকুমার সেন, বনগাঁ। গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বারাসত, অন্নদাপ্রসাদ সেন, নড়াইল, জগচ্চন্দ্র ঘোষ আলীপুর, ভৈরবনাথ পালিত যশোহর, হীরালাল বিশ্বাস, রাণাঘাট।

শ্রীযুক্ত জে এণ্ডার্সন সাহেব চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্স বাজার উপবিভাগের ভার পাইবেন।

কক্স বাজারের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে পসফোর্ড সাহেব শ্রীহট্টে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত এ. ডবলিউ ক্রেল সাহেব প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ. এচ, হ্যাগার্ড সাহেব, কিছু দিনের জন্য নড়াইল বিভাগের ভার পাইবেন।

সি. বি ক্লার্ক সাহেব উড্রো সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল সমূহের প্রতিনিধি ইন্‌স্পেক্টর হইলেন।

আর. এফ, রাম্পিনি সাহেব কিছু দিনের জন্য পূর্ব্ব বাঙ্গালা বিভাগের স্কুলসমূহের প্রতিনিধি ইন্‌স্পেক্টর হইলেন।

সি. বার্ণার্ড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ৬ ই সেপ্টেম্বর। স্পেনের মন্ত্রিসভায় যে গোলযোগ হইতেছিল এখনও তাহার শেষ হয় নাই। কার্থেজিনার আক্রমণকারীরা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না।

লণ্ডন ৫ ই সেপ্টেম্বর। কোর্টিসেরা পুনরায় সৈনিক নিয়ম সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, বিদ্রোহিদিগের মৃত্যু দণ্ডের নিয়ম থাকে তাহাদের ইচ্ছা।

কার্লিষ্টেরা উত্তর দেশে জয়লাভ করিতেছে।

পোপ পুনরায় অসুস্থ হইয়াছেন।

মাদ্রিড ৮ ই সেপ্টেম্বর। সিনর কাষ্টিলার মন্ত্রিসভায় প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই সেপ্টেম্বর। লৌহ এবং কয়লার মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। দশ দিবসের গমের মূল্যও বৃদ্ধি হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৯৭৩০০০০ টাকা জমা দেওয়া হয়।

লণ্ডন ১০ ই সেপ্টেম্বর। আমাদিগের রাজ্ঞী প্রসিয়ার যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হ্যানবর্গে গমন করিতেছেন।

গিলড ফোর্ডের নিকটে আর একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়াছে। ইহাতে ৩ জন হত ও ১৫ জন আহত হইয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। রাইপুরে আর একটী নূতন বিপদ দেখা দিয়াছে। এই বারে গ্রাম খানি জনশূন্য হইল। আশ্চর্য্য এই রাইপুরে এত কাণ্ড হইয়া যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন অনুসন্ধান লইতেছেন না। আমরা কি মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছি? গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইবেন আমরা কোন বিষয়েরই অণুমাত্র অযথাযথ বর্ণন করি নাই। গবর্ণমেণ্ট একটু কৃপানয়নে রাইপুরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিলে অধিবাসীদের প্রাণ রক্ষা হওয়া সুকঠিন হইল। গৌড়নগরের ন্যায় একটী জনপদ লোকশূন্য হইলে ইংরাজ রাজ্যের কলঙ্কের আর সীমা থাকিবে না।

২। কাম্বেল সাহেবের কাজ গুলি যে তাদৃশ পরিপক্ব চিন্তার ফল নহে তাহা পরিস্ফুটরূপে কালসহকারে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। ব্যয় সংক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি অনেক গুলি চৌকী উঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন যে চৌকীগুলি বজায় আছে, তাহাদের এলাকা এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে একজন মুন্সেফ সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না আর একজন অতিরিক্ত মুন্সেফের নিয়োগ প্রয়োজন হইতেছে। উদাহরণ স্থলে আমরা কাটোয়া চৌকী গ্রহণ করিলাম। কাঁদরায় একটী মুনসেফি আদালত ছিল। তাহার কার্য্য বন্ধ করিয়া কিয়দংশ এলাকা বলপুরের চৌকীর সঙ্গে একত্রীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বক্রী অংশ কাটোয়ার অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এত নিবন্ধন বিচারে যে কত কষ্ট ও ব্যয় সাধ্য

হইয়াছে, তাহা অনুভবশীল পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এত যে পরিবর্ত্তনে মুল ব্যয় সংক্ষেপ, তাহা কত দূর কার্য্যকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা এক বার দেখা যাউক। কাটোয়ায় এত মকদ্দমা উপস্থিত হইতেছে যে একজন মুনসেফ কার্য্য শেষ করিতে পারিতেছেন না, এই হেতু একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং কাঁদরায় চৌকী থাকাতে যে ব্যয় হইতেছিল, তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। অথচ দুঃখি প্রজাদের বিচার পাইবার পথে নানা কণ্টক নিক্ষেপিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩। কীর্ণাহারের জমিদার বাবু শিবচন্দ্র সরকার মহাশয়কে নানা পীড়ায় এত আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে, যে তিনি আপন বিষয় কার্য্য পরিদর্শনে নিতান্ত অপটু হইয়া পড়িয়াছেন। শিবচন্দ্র বাবুর সদৃশ কার্য্যদক্ষ উদ্যোগশীল পুরুষকে এরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন দেখিলে হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। শুনিয়াছি তিনি আপন বিষয় কার্য্যের ভার অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া সংসার ক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইতে মানস করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থকায় করিয়া দেন এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

৪। এ অঞ্চলের মুসলমান শ্রেণী মধ্যে একজন দেশ হিতৈষী উদ্যোগশীল পুরুষ দেখিয়া আমরা যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। তিনি আপন বাসগ্রামকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য একান্ত যত্ন করিতেছেন। তথায় একটী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, এই বিদ্যালয়ে বালকদিগকে ইংরাজী বাঙ্গলা, ও পারসি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার জন্য যে ব্যয় হয়, তাহার সমস্ত ভার আপনি বহন করিয়া থাকেন। গবর্ণমেন্টের এক কপর্দ্দকও সাহায্য নাই। তিনি একজন ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ। তাঁহার এত অল্প বয়সে সৎকার্য্যে এরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে তিনি আপন বাস গ্রামের ভূরি উন্নতি করিবেন। আমরা যে মহাশয়ের এত প্রশংসা করিলাম তিনি তালিবপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৬ মৌলবী গোলাম সবদার মিয়ার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত মুন্সী জিল্লুর রহমান সাহেব বাহাদুর। তাঁহার বাঙ্গলা ভাষার প্রতি এত অনুরাগ যে তিনি বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত অনেকগুলি সংবাদ পত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, বড়লোকের ঘরের ছেলেদের মন অসৎপথে প্রধাবিত না হইলেই দেশের অনেক মঙ্গল হয়। উপসংহারে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই প্রাগুক্ত মিয়া সাহেব দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করেন। তালিবপুর গ্রামখানি বনয়ারী আবাদ হইতে অনেক দূর হইবে না।

৫। সম্প্রতি কাম্বেল সাহেব শিক্ষা বিভাগে একটী নিয়ম করিয়াছেন যে প্রতি জেলায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কতক টাকা দেওয়া হইবে, তাহাতেই সেই জেলার শিক্ষাবিষয়ক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। ঐ নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শুনিলাম বর্দ্ধমান জেলার স্কুলগুলির পোষণ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২৪০০০ টাকা দিবেন। কিন্তু স্কুলের বর্ত্তমান সংখ্যা বজায় রাখিতে গেলে রাজকোষ হইতে প্রতি বর্ষে ৩৭০০০ টাকা দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং ১৩ হাজার টাকার অকুলান পড়িয়াছে। আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য সাধনের অন্য উপায় না দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল স্কুল সুচারুরূপে চলিতেছে না, তাহাতে সাহায্যদান বন্ধ করিয়াছেন। এই হেতু বনয়ারী আবাদের চতুঃপার্শ্বে যে স্কুলগুলি ছিল তাহাদের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। অন্যান্য স্কুলের কথা বলিতে পারি না, গঙ্গাটীকুরী বঙ্গবিদ্যালয়ের কি অপরাধে যে সাহায্য উঠাইয়া লওয়া হইল তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এটী এ অঞ্চলের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট বঙ্গবিদ্যালয়। এক এক বার পরীক্ষায় বীরভূমের সমস্ত স্কুলের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আমরাও সোমপ্রকাশে ইহার কার্য্যপ্রণালী দর্শনে প্রীত হইয়া কয়েকবার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ এরূপ স্কুলটীর প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করাতে আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি।

৬। এবারে পূজার বন্ধের পূর্ব্বে বনয়ারী আবাদ স্কুলের বালকদের বাৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

৭। বলপুর আজি কালি বীরভূমের একটী প্রধান স্থান হইয়াছে। বলপুরের সঙ্গে কাটোয়া প্রভৃতি স্থানের যোগ থাকে, এরূপ একটী পাকা রাস্তা থাকা প্রার্থনীয় হইয়াছে। রোডসেস কমিটীর মেম্বরেরা সভায় এ বিষয়টী আন্দোলন করেন, ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমি নানা সংবাদপত্রে এবং জনরবে পাবনা ও সেরাজগঞ্জ অঞ্চলের জমীদারদিগের সহিত প্রজাবর্গের বিবাদের বিবরণ অবগত হইয়া তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃত ঘটনা ও তাহার যে প্রকৃত কারণগুলি অবগত হইলাম তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কএক বৎসর হইল এ অঞ্চলের জমীদারেরা কএকখানি গ্রামের প্রজার খাজনা অসঙ্গত রূপে বৃদ্ধি করিয়া তাহা ও নানা প্রকার খরচা আদায় করিবার চেষ্টা করেন। প্রজারা তাহা দিতে অসম্মত হয়। তন্নিবন্ধন জমীদার বাবুরা প্রজাগণের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই অত্যাচার এক প্রকারে করা হয় নাই। জমীদারগণের পক্ষ হইতে প্রজাগণের প্রতিকূলে নানা প্রকার অমূলক দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং জমিদারগণের শ্যাম চাঁদের বলে অনেক প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। অনন্তর প্রজারা দৌলতপুর নিবাসী বাবু ঈশানচন্দ্র রায়কে আত্মরক্ষার মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করায় রায় বাবু প্রজাগণকে আইনের অনুযায়ী খাজনার টাকা আদালতে আমানত করিয়া জমিদারগণের অত্যাচার নিবারণার্থ ফৌজ

দাবি আদালতের আশ্রয় গ্রহণের উপদেশ দেন। প্রজারা তদনুযায়ী কর্ম্ম করে, সেরাজগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নলেন সাহেব জমিদার বাবুদিগের স্থানে প্রচুর পরিমাণে টাকার মুচলকা ও কেয়াল জামিনী গ্রহণ করেন, তাহাতে জমিদারের দৌরাত্ম্য আপাততঃ কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু তাঁহারা এককালে ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা অসঙ্গতরূপে নিরিখ ও জমা বৃদ্ধি করিয়া কএক খানি গ্রামের প্রজার নামে অনূ্যন ২০০ শত বাকী খাজনার মকদ্দমা শাহাজাদপুরের মুন্সেফী আদালতে উপস্থিত করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু প্রজারা আপিল করাতে জেলা রাজসাহির বিচক্ষণ জজ শ্রীযুক্ত আলেকজেণ্ডর সাহেব জমিদারগণের দাখিলি দলিল সকল কৃত্রিম তাহার প্রমাণ পাইয়া প্রজাগণের স্বীকৃত মতে বাস্তু প্রতি বিঘা ২॥০ টাকা ও ফসলী প্রতি বিঘা ॥৵০ আনা নিরিখ অনুসারে খাজনা ধার্য্য করিয়া তদনুসারে নিষ্পত্তি করেন। প্রজাগণের অবাধ্য হইবার এই প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, দৌলতপুরের জমীদারেরা দৌলতপুর প্রভৃতি গ্রাম জরীপের প্রার্থনায় আবেদন করেন। কালেক্টরের উপরে উহার বিচার ভার সমর্পিত হয়। সেরাজগঞ্জের প্রশংসিত নলেন সাহেব ২৩৭ ইঞ্চির হাতে জরিপের আদেশ করেন (নলেন সাহেবের এই কার্য্য যে নিতান্ত অসঙ্গত এমত বলা যায় না, কেন না ১৮৬৯ ইংরাজীর ৮ আইনের যে স্থানে যে মাপ দণ্ড প্রচলিত আছে সে স্থানে তদ্দ্বারা মাপ হইবার বিধান থাকায় এবং ইশফসাহি পরগণায় "মোকদম সাহেবের" অর্থাৎ ২৩৮ ইঞ্চির হাত প্রচলিত থাকার দলিল ও প্রমাণ পাইয়া নলেন সাহেব ঐরূপ মীমাংসা করেন) কিন্তু জমিদারেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হন।

তৃতীয় কারণ এই যে, কোন কোন জমীদার কতকগুলি প্রজার নাম করিয়া আপন ইচ্ছা মত জমি, নিরিখ এবং তদনুসারে অতিরিক্ত জমা ধরিয়া অনেকগুলি কবলিয়ত রেজিষ্টরি করিবার জন্য সেরাজগঞ্জের সব রেজিষ্ট্রার নলেন সাহেবের সমীপে উপস্থিত করেন এবং প্রকৃত প্রজার পরিবর্ত্তে আপন বাধ্য অন্যান্য লোককে উপস্থিত করিয়া তত্তাবৎ রেজিষ্টরি করাইয়া লন পরে প্রকৃত প্রজারা তাহা টের পাইয়া ঐ সকল কবুলীয়ত ফেরত চাহিবাতে নলেন সাহেব উক্ত রূপ চাতুরী হইয়াছে জানিয়া তাহা প্রজাগণকে ফেরত দেন।

এইরূপে সেরাজগঞ্জ প্রদেশে কতক দিন গোলযোগ চলিতে চলিতে পাবনা অঞ্চলের কতকগুলি জমিদারের সহিত তত্রত্য প্রজাগণের বিরোধ এবং তন্নিবন্ধন ভয়ানক অত্যাচার উপস্থিত হয়। কোন কোন জমীদার প্রজাগণের দাড়ি কাটিয়া কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে টিকিট লাগাইয়া নটকাইয়া দেন এবং অন্যান্য জমিদারেরা প্রজা ও তাহারদিগের পরিবারগণকে উলঙ্গ পর্য্যন্ত করিয়া অপমান করেন। প্রজারাও তাহার প্রতিশোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পাবনা প্রদেশের গোপাল নগরের প্রজারাই প্রথমে ক্ষেপিয়া উঠে, পরে তাহারদিগের সঙ্গে নানা স্থানের দস্যু দল এবং জমিদার বাবুদিগের গৃহপালিত লাঠিয়াল দল মিলিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে গোপাল নগরের মজুমদারদিগের বাড়ী লুঠ করে। তাহার পর দুরাত্মারা ক্রমশঃ দলে বলে পুষ্ট হইয়া হাটুরিয়া নাকালিয়া এবং কাঁড়াসিয়া প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অত্যাচার করিয়া অবশেষে সাগর কান্দিতে দক্ষিণাস্ত করে। ইহার মধ্যে পাপাত্মারা কত কত স্থানের স্ত্রীলোকদিগকে বিবস্ত্র করিয়া তাহারদিগের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইয়াছে এবং কত প্রকার অপমান করিয়াছে!

গোপালনগর হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর কান্দি পর্য্যন্ত শেষ করিতে অত্যাচারিদিগের প্রায় ৫। ৬ দিন লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যেও পাবনার মহাত্মা মাজিষ্ট্রেট টেলার সাহেবের চৈতন্য হয় নাই। নানা স্থানে লুঠ আরম্ভ হইয়াছে এবং দস্যুদল স্থানে স্থানে সমবেত হইয়াছে এ সংবাদ তিনি কএক জন পুলিষ কর্ম্মচারির দোষে প্রথমে তাহার কিছুই বিশ্বাস করেন নাই। যখন গবর্ণমেণ্টের পর্য্যন্ত গোচর হইল তখন টেলর সাহেব মফস্বলে যাইয়া নিজে নৌকায় বসিয়া থাকিয়া পুলিষ কর্ম্মচারিগণের দ্বারা দোষীর সঙ্গে কতকগুলি নির্দ্দোষ লোককে ধরিয়া আনিলেন। টেলর সাহেব সতর্ক হইলে কি ঐরূপ অত্যাচার হইতে পারিত?

যাহা হউক দস্যুর অত্যাচারই হউক বা বিদ্রোহী প্রজার অত্যাচারই হউক যেন তেন প্রকারেণ দরিদ্র প্রজারই যে সর্ব্বনাশ তৎপ্রতি সন্দেহ মাত্র নাই। যে প্রদেশে লুঠ পাট হইয়াছে আজি কালি সেই প্রদেশের অবস্থা দেখিলে অরাজক বলিয়া বোধ হয়। যে সকল লোকের বাড়ী লুঠ হইয়াছে তাহারাও নালিশ করিতেছে, যাহাদের বাড়ী লুঠ হয় নাই তাহারাও নালিশ করিতেছে এবং যে সকল লোকের সঙ্গে শত্রুতা আছে তাহাদিগের নাম আসামির মধ্যে লিখিয়া দিয়া পরে পুলিষ কর্ম্মচারিগণের সহিত মিলিত হইয়া এক এক ব্যক্তির নিকট ১০। ১৫। ২০ টাকা পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ক্রমে ছাড়িয়া দিতেছে। ওদিকে যে নিরপরাধ ব্যক্তি টাকা দিতে পারিতেছে না তাহাকে ফৌজদারী আদালতে চালান করিতেছে! এইরূপে যে কত শত নির্দ্দোষ লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও কত নির্দ্দোষ ব্যক্তি অকারণে জেলে আবদ্ধ আছে তাহার সংখ্যা নাই।

মহাশয়! আমি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া যেরূপ আয়োজন দেখিয়াছি তাহাতে পাবনা ও সেরাজগঞ্জ প্রদেশের প্রজাগণের রক্ষার উপায় নাই। আজি কালি এ প্রদেশে যাহার নিকটে সত্য কথা পাওয়া যাইতে পারে এমন একটি নিরপেক্ষ লোক পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে। যাঁহারা লেখা পড়া জানেন তাঁহারা সকলেই প্রায় জমিদার অথবা তাঁহার দিগের পক্ষাবলম্বী লোক। প্রজারা অধিকাংশই ঘোর মূর্খ এবং দরিদ্র। তাহারা সংবাদ পত্রেও লিখিতে জানে না এবং রাজ দ্বারে দাঁড়া-

কথায় কথায় টাকার দরকার, এত টাকা কোথায় পায়। এদিকে পাবনার স্থানীয় শান্তি রক্ষকেরা কেবল গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া আপন আপন দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টাতেই তৎপর। কিরূপে যে এ প্রদেশে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইবে তাহারদিগের তৎপ্রতি জ্রক্ষেপও নাই। পাবনা পুলিষ কর্ম্মচারিগণের নিরপেক্ষতা এক প্রকার জগদ্বিখ্যাতই হইয়াছে। ২। ১ টী ভাল লোক থাকিলেও তাহারা ভয়ে কোন কথা বলিতে পারেন না। পক্ষান্তরে কেহ সাহস পূর্ব্বক প্রজাদিগের অনুকূলে কথা বলিলে জমিদারেরা অমনি তাঁহাকে বিদ্রোহীর রাজা বা দলপতি ইত্যাদি নানা প্রকার অপবাদ দিতে এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কোন কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদক মুখে বলেন, তাঁহারা প্রজার বন্ধু; কিন্তু কাজের বেলায় জমিদারগণের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তাঁহারা প্রজার কিম্বা প্রজার পক্ষাবলম্বিদিগের বিরুদ্ধে নানা মন গড়া কথা লিখিয়া জমিদারগণের সন্তোষ সাধন ও তাঁহাদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র, যদি কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া কিছু লেখে প্রাণান্তেও তাহা প্রকাশ করেন না। করিবেনই বা কেন? প্রজারা ত টাকা দিয়া সংবাদ পত্র গ্রহণ করিতে পারে না। জমিদারের বিরুদ্ধে লিখিলে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া যে গ্রাহক বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা যে কমিয়া যাইবে, তাহার উপায় কি? আজি কালি সেরাজগঞ্জের নলেন সাহেব এবং দৌলতপুরের বাবু ঈশানচন্দ্র রায়ই সম্পাদকদিগের লক্ষ্য হইয়াছেন। নলেন সাহেবকে সেরাজগঞ্জ হইতে স্থানান্তর এবং ঈশানচন্দ্র রায়কে দণ্ড দেওয়াইতে পারিলেই জমিদারদিগের কার্য্য সিদ্ধি হয়। তখন জমিদার বাবুরা স্বচ্ছন্দে বসিয়া প্রজার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত পান করিবেন এবং বাড়িতে পুকুর কাটিবেন কথাটি বলিবার লোক থাকিবেক না।

মহাশয়! লিখিতে লিখিতে এক গল্প হইয়া পড়িল আর লিখিতে পারি না, অবশেষে পাবনার মাজিষ্ট্রেট টেলার সাহেবকে একটি কথা বলিয়া পত্রের উপসংহার করি। প্রশংসিত সাহেব কি মনে করিয়াছেন যে ঈশানচন্দ্র রায়কে আবদ্ধ রাখিলেই জমিদারে প্রজায় সম্প্রীত হইবে? যদি তাহা মনে করিয়া থাকেন তবে সে তাঁহার ভ্রম। তিনি যদ্যপি এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও প্রজার বন্ধু হইতে চাহেন তবে স্বয়ং গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা দেখুন এবং যে সকল জমিদারের অত্যাচার অসহ্য হইয়া প্রজাগণকে বিদ্রোহী হইতে প্রবৃত্তি দিয়াছে ঐ অত্যাচারী জমিদারদের কঠিন দণ্ড বিধান করুন তাহা হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে অথচ কেহই তজ্জন্য দুঃখিত হইবে না। তদ্ভিন্ন অন্যরূপ যত চেষ্টা করিবেন সকলই বৃথা হইবে।

ভ্রমণ কারিণোজনস্য

তারকেশ্বরের মহান্তের নামে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে সম্বাদপত্রসমূহে মহা আন্দোলন চলিতেছে। কোন কোন অধীর প্রকৃতি ব্যক্তি মহান্তের উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং নিদারুণ বিদ্বেষ বুদ্ধির অধীন হইয়া বিচার শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মহান্তের উপর পরস্ত্রীগমনাপরাধের আরোপ করিতেছেন। "মোহন্তের এই কি কাজ!! এই নামধেয় একখানি নাটকও মুদ্রিত হইয়াছে। যে কুৎসিত অপরাধের নিমিত্ত মহান্ত অভিযুক্ত হইয়াছেন, সংসারেতর আশ্রমাবলম্বি ঈশ্বরসেবানিরত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা মহালজ্জাকর মানহানিকর মহাপরাধ আর নাই। কিন্তু মহান্ত বস্তুতঃ সেই অপরাধে অপরাধী কি না, আমরা কেহই তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। এমত স্থলে চূড়ান্ত বিচারের পূর্ব্বে অভিযুক্ত মহান্তের বিরুদ্ধে কিছু লেখা যারপর নাই দোষাবহ। ইহাতে যে কেবল অধীর প্রকৃতিসুলভ ঔদ্ধত্য প্রকাশ হইতেছে এমত নহে বিচারপতির হৃদয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দ্দোষিতার বিপরীত সংস্কার জন্মাইয়া দেওয়ারও চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে, যাহা সাক্ষ্য শাস্ত্র অনুসারে একান্ত নিষিদ্ধ! যাহা হউক, আমরা ভরসা করি অতঃপর যিনি মহান্তের অপরাধের বিচার করিবেন, সেই সুবিজ্ঞ বিচারপতি মহাশয়, এই আন্দোলন জন্য সংস্কারবেগ নিরোধ করিয়া সদ্বিচার বিতরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

অবশেষে এই স্থলে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। বোধ হয়, "সেসন" বিচারালয়ে এই গুরুতর অপরাধের বিচারকালে জুরীর সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। যেস্থলে উভয় পক্ষের অন্যতর পক্ষ বিশেষতঃ অভিযুক্ত পক্ষ ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন হন, সেস্থলে প্রায়ই জুরীর বিচারে লোকে শঙ্কান্বিত হইয়া থাকেন। তাঁহারদের ঐরূপ আশঙ্কার কোন যুক্তি যুক্ত হেতু আছে কি না, আমরা তাহা বলিতে চাহি না; কিন্তু যখন সাধারণে উক্ত বিধ আশঙ্কা করেন, তখন বিচারপতিরও সমধিক সতর্ক হইয়া জুরী নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। আরো এতদ্দেশীয় সাধারণ জুরির বিচারে লোকের আস্থা অতি কম। তৎ প্রমাণার্থে আমরা একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত এই স্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম, যথা—"কিন্তু বিচার জুরির হাতে! জুরর মহাশয়েরা একাজে নূতন ব্রতী; প্রমাণ অপ্রমাণ কিছু বুঝেন না। যখন সাক্ষির জবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাঁহারা কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওনা মনে মনে নিকাশ করিতেছিলেন, কেহ বা অল্প তন্দ্রাভিভূত। উকীল যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা কিঞ্চিৎ ক্ষুধাতুর। গৃহে গৃহিনী কিরূপ জলযোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গালায় "চার্য" দিতেছিলেন, তখন তাঁহারা মনে মনে জজ সাহেবের দাড়ির পাকা চুল গুলি গণিতে ছিলেন। জজ সাহেব যে শেষ কহিলেন, "সন্দেহের ফল প্রতিবাদী পাইবে" তাহাই কেবল কাণে গেল। জুরর মহাশয়দিগের সকলই সন্দেহ, কিছুই প্রমাণ

নাই, কিছুই বুঝেন নাই; শুনিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, হয়ত সে শক্তিও নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন। ইত্যাদি।" যদি এস্থলে মহান্ত সত্যই নিরপরাধী হন, তথাপি জুরীর বিচারে মুক্তি লাভ করিলে সাধারণের ইহা বলিবার অধিকার হইবে যে, মহান্তের প্রদত্ত প্রচুর অর্থ দ্বারা বশীভূত হইয়া জুররেরা তাদৃশ পাপিষ্ঠকে নিরপরাধী বলিয়াছেন। অথবা তাঁহারদের মূর্খতা নিবন্ধন মহান্তের নিষ্কৃতি হইল। আর যদি তাঁহার যথোচিত দণ্ড হয়, তাহা হইলেও সহৃদয় সামাজিকেরা ইহা অনুমান করিতে পারেন যে, এই দুষ্ক্রিয়ার বহুল আন্দোলন হওয়াতে জুররদের মনে মহান্তের বিরুদ্ধে যে সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া সম্যক প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত হয়ত তাঁহারা মহান্তের দণ্ডবিধান করিয়াছেন। অতএব উপসংহার কালে আমরা বলিতেছি, যে মহামতি বিচারপতির হস্তে মহান্তের এই মকর্দ্দমার বিচার হইবে, তিনি যেন জুরী নির্ব্বাচন কালে এরূপ সাবধান হন যে, "জুরীর দোষে সদ্বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে" সাধারণে এরূপ দোষোদঘাটন করিতে ছিদ্র না পান। অপর, এই অভিযোগের বিচারার্থে যাঁহারা জুরী হইবেন তাঁহারদিগকেও আমরা সতর্ক করিয়া দিতেছি যে এই ভয়ঙ্কর অপরাধের বিচার কালে পদে পদে ধর্ম্মের দিকে—লোক সমাজের দিকে সম্বাদ পত্র সম্পাদক মণ্ডলীর দিকে তাঁহারা যেন দৃষ্টি রাখিয়া চলেন।

"অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।"

ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃ মহর্ষি মনুর এই শাসন, বিচারপতি মাত্রেরই স্মর্ত্তব্য।

বশম্বদ
বহুবাজার শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে বিশেষ তদন্ত করিয়া দরিদ্র প্রজাগণের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন এবং যে সকল [illegible] যেখানে নদী বা খাল নাই সেখানে খাল খনন জন্য তিন লক্ষ টাকা প্রদানের অনুমতি দিয়াছেন। এই সম্বাদটী পাঠ করিয়া আমাদের মৃতকল্পদেহে পুনর্জীবন প্রাপ্তির আশা সঞ্চারিত হইল। কতদিনে যে জেলার স্থানে স্থানে খাল হইয়া দেশরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। নদী ও আবাদীখাল না থাকাতেই প্রতিবৎসর অধিকভূমি অকৃষ্ট অবস্থায় পতিত থাকে। বিশেষতঃ গতবৎসর অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত অনেক মহালের অর্দ্ধেক ভূমি আবাদ হইয়াছে কি না সন্দেহ। একারণ কৃষকগণের দুরবস্থার একশেষ হইতেছে। একে ত কয়েক বৎসরাবধি ম্যালেরিয়ার জ্বরে শরীর জীর্ণ হইয়াছে, আবার এবৎসর ঘরেও অন্ন নাই, সুতরাং মজুরী না করিলে উদরান্ন সংস্থান হয় না। ভগ্নশরীরে শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলে জ্বর হয়, এই প্রকার উপর্য্যুপরি কিছুদিন জ্বরের যাতনায় অস্থির হইয়া কেহ অন্নাভাবে কেহ রীতিমত চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়া হতভাগ্য পরিবারবর্গের শোকাশ্রু ও দারিদ্র্যদুঃখ প্রবাহিত করিতেছেন। কোন পরিবারের হয় ত তিনি এক মাত্র বংশধর ছিলেন সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার বংশেরও নাম তৎসঙ্গে অন্তর্হিত হইল। এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা অনেক গ্রামেই দৃষ্ট হইবে। যদিও গবর্ণমেণ্ট এই জেলার স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি বহুবিধ সদনুষ্ঠান দ্বারা পীড়া শান্তির চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের দোষে কিছুতেই দুর্নিবার সংক্রামক জ্বরের শান্তি হইতেছে না। তাহার কয়েকটী কারণ উল্লিখিত হইতেছে। প্রথম, এজেলার স্থানে স্থানে জল নির্গমনোপযুক্ত নদী বা খাল নাই। দ্বিতীয়, যে সকল পুষ্করিণী আছে তাহার অনেক গুলি ভরাট হইয়া যাইতেছে, সেই কারণে মাঠে কৃষিকার্য্যের বিঘ্ন ও উৎকৃষ্ট পানীয় জল লাভের ব্যাঘাত হইতেছে। তৃতীয় [illegible]য়াছে, তাহার অধিকাংশই জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই, বর্দ্ধমান জেলাস্থ নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন গ্রামগুলির অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া খাল খনন করিয়া দিলে দীন প্রজাসমূহের জীবন দান করা হয় এবং জেলাটীকে সম্যক উর্ব্বর করিয়া কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত মঙ্গলসাধন করা হয়।

১২৮০ সাল বর্দ্ধমান জেলাস্থ
২০ এ ভাদ্র কস্যচিৎ জনস্য।

শ্রীঃ—

-২০৬-

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! আজি কালি ইংরাজদের ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি যেরূপ বিসদৃশ ভাব লক্ষিত হইতেছে তাহাতে এদেশের আর মঙ্গল নাই। বিগত ৩১। সেপ্টেম্বর দিবসের ইংলিসম্যান মৃত বাবু কিশোরিচাঁদ মিত্রের প্রসঙ্গে অধুনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের আশানুরূপ উন্নতি হয় না কেন এই বিষয় মীমাংসা করিতে গিয়া উপসংহার কালে কহেন "এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান পরীক্ষোত্তীর্ণ দলের (গ্রাডুএটদিগের) ইংরাজ জাতির প্রতি বৈরভাব তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন বিদ্যোন্নতির একটী মহান্ অন্তরায় স্বরূপ" ইহারা (গ্রাডুএটরা) অত্যন্ত দাম্ভিক ও বিদ্যাভিমানী। ইঁহাদের পূর্ব্বকালের কৃতবিদ্য বৃদ্ধের ন্যায় স্বভাবগত নম্রতা নাই। এই সকল কারণের সমবায়েই ইঁহাদের শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়" ইত্যাদি। কুসংস্কার বর্জ্জিত ও সহৃদয় পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে একথাগুলি কেবল সত্যের অপলাপ মাত্র। ইংলিসম্যানের ন্যায় এক খানি এদেশের সংবাদপত্র সমূহের শীর্ষস্থানস্থিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকাকে বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত বাক্যে একটী জাতিসাধারণ গ্লানি প্রচার করিতে দেখিলে আমাদের হৃদয়ে যেরূপ পরিতাপের আবির্ভাব হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইংরাজ সম্প্রদায় তাঁহার

তাহাতে বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা পরতন্ত্র হইয়া মত প্রকাশ করিলে তাঁহা হইতে আমাদিগের দেশের যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে এরূপ আর কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন জেতৃবর্গের বিজিত দিগের সহিত সমসুখদুঃখতার উদয় না হইতেছে, ততদিন এদেশের অভ্যুদয় কোথায়? যাহাদিগের উপরে হেয় ও পশুবৎ বলিয়া সংস্কার থাকে, তাহাদের প্রতি সম্যকরূপে সদ্ব্যবহার করা অনৈসর্গিক। আমরা যতদূর অবগত আছি স্পষ্টাভিধানে কহিতে পারি চরিত্রগত দোষ আধুনিক শিক্ষিত দলের অধোগতির কারণ নহে। যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রণালী সংস্কৃত না হইতেছে ততদিন উৎকৃষ্টতর ফললাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এদেশের কৃতবিদ্য মাত্রেই বিদ্যাভিমানী ও গর্ব্বিত এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন্ যুক্তির অনুমোদিত তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এদেশীয়দিগের (অন্তত বাঙ্গালিদের) রাজভক্তি কতদূর দৃঢ় ও ইহাদের ইংরাজদের প্রতি কিরূপ ভাব তাহা পক্ষপাতশূন্য উন্নতমনা ইংরাজ মাত্রেই অবগত আছেন। তবে ইহারা মেষের ন্যায় শান্তভাবে লঘুচেতা ইংরাজদের অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না এবং তাহাদের কোন যুক্তিবিগর্হিত কার্য্য দেখিলে সংবাদপত্রে সরলভাবে তাহার প্রতিবাদ করে এই তাহাদের দোষ। কিন্তু ইংলিসম্যানের জানা উচিত যে প্রজাবৎসলা রাজ্ঞীর সুশাসনে বিদ্যা শিক্ষার যত প্রাদুর্ভাব হইবে ততই তাহাদের এরূপ ব্যবহারের আধিক্য লক্ষিত হইবে। ইংরাজেরা আপনারাই ইহাদের চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দিয়া আপনারাই তাহা বন্ধ করিতে প্রয়াস পান কেন বুঝিতে পারি না। এদেশীয় ইংরাজেরা আমাদের কতদূর উন্নতিচিকীর্ষু উল্লিখিত পঙক্তি কতিপয় তাহার স্পষ্ট পরিচায়ক।

বশম্বদ
জনৈক এদেশীয়।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৫ ই সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায় জয়রামপুরের নীচে	৪	৬
তথা হইতে গড়িয়ার উপর ১২ মাইলের মধ্যে	১৪	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	১৭	০
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১৮	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৩	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১৯	৩

সন ১৮৭৩ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২০	৪

বহরমপুর ১লা এপ্রেল ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—০—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মথুরমোহন পাল চৌধুরী বালিডাঙ্গা ১০
" " রায় হরিশ্চন্দ্র চাকি বাহাদুর ধুবড়ি ১০
" মুন্সি জিল্লার রহমন তালিদপুর ১০
" " মহাভারত রায়—সিরাল দহ ৫॥০
" " রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণপুর ৫॥০
" " কেদারনাথ পাঠক শ্যামবাজার ৫॥০
" " সুখেন্দুমোহন রায় রোরাইল ১০
" " ঈন্দ্রনারায়ণ তেওয়ারি বর্দ্ধমান ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৴০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি [illegible]

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪৫ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ৭ই আশ্বিন। ইং ১৮৭৩। ২২এ সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

" প্রত্ন-কম্র-নন্দিনী "

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাঁহারা 'প্রত্ন' অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কম্র অর্থাৎ অভিলাষী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধনী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি ধীরাজ বাহাদুর ও নাটোরাধীশ্বর মহোদয় প্রভৃতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি; রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় ধনপতি সিংহ রায় বাহাদুর প্রভৃতি অনরেবল যষ্টিশ দ্বারকানাথ মিত্র ও কাশ্মীর রাজামাত্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি " সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী " সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও " আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয় " প্রভৃতি উলার বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আসামের চিদানন্দ চৌধুরী তাঁতিবন্দের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, লক্ষ্মীপুরের পূর্ণ রাম চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুধেন্দুমোহন দেবরায়, ছান্দড়ার অনঙ্গমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও কুলদাকিঙ্কর রায় প্রভৃতি নেবুতলার (ধন্বন্তরি কল্প) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি কাশীর (মৎস তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাহেশের (অভিনবসুহৃৎ) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

এতাদৃশ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য্য স্বাধীন যন্ত্রালয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবায় শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে সত্যযন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে প্রত্নের কার্য্যে কিছুমাত্র আয় লক্ষিত না হইবায় উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ে স্বীয় স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক স্বপ্রদত্ত টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিবায় তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে যন্ত্রালয়টি সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্যে নিযুক্তও হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে উল্লিখিত ভাণ্ডীর ভাগ নষ্ট করিতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইতেছে

ইহার দায়ে (যন্ত্রটি ত সমূলে নষ্ট হইতেই পারে) অধ্যক্ষকে লইয়াও টানাটানি না পড়ে। অথচ এই ঋণশোধে প্রত্নকম্রগণের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রত্নকম্রনন্দিনীর গ্রাহক সূত্রে পরিচিত বা অপরিচিত ধনী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, প্রত্নকম্র মাত্রেরই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত মুদ্রা কিছু অধিক নহে। ভরসা করি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই ইহা আদায় হইতে পারে। (ইতিপূর্ব্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সত্যই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বত আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হইলেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

যাঁহার যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পুরঃসর "সোমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "হিন্দুহিতৈষিণী" সম্পাদকের নিকটে কিম্বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভাতে অথবা কলিকাতা ভীমঘোষের লেন ৩ নং ভবনে সত্য যন্ত্রে আমার সমীপে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

প্রত্নকম্রনন্দিনী ও সত্যযন্ত্রের অধ্যক্ষ
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

—:০:—

গুপ্ত যন্ত্র।

২৪ নং মৃর্জ্জাফর্স লেন; প্রেসিডেনসী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—:—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার গুপ্ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা ষাণ্মাষিক ৪॥ ত্রৈমাসিক ২৸০ আনা।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

উক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥৴০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাসুল ।৴০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ॥০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ॥০ উঁহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্দ্ধ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল ৴০।

কলিকাতা
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল

—

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তকও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।

মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরন এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস
অব ডিজীজ
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।
ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ৷৹ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহ-ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকর্তৃক অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলায়া অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্‌ বিচার (বোটানি) ৷৵০

৬। কুইনাইন্‌ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা। হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষায় স্থিতি বিজ্ঞান, বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ন্যাচুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যা-ধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি তালিকায় ফিজিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসঙ্ঘাত ও বলবিঘাত ভারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগ বর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য সংক্রান্ত বিস্তর সমাহিত প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ॥০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

ভূগল সার সংগ্রহ।

ইহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন ১৮৫৮ ও ১৮৬৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এন্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ।/০

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

—০—

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রএল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাসুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ম" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

সোমপ্রকাশ।

৭ ই আশ্বিন সোমবার।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামী সোমবার অবধি দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ বন্ধ থাকিবে।

—:০:—

তারকেশ্বরের মোহন্ত ও নবীনকে লইয়া দেশের লোক যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। আজিও এই মকদ্দমার কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। মোহন্ত প্রকৃত দোষী কি না, তাহা সাক্ষ্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয় নাই। অথচ ইহার মধ্যে তাহাকে দোষী করিয়া সকলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। মোহন্ত প্রচুর ধনের অধিপতি, ভোগ সুখে বাস করে, তাহার এরূপ ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য কি বিস্ময়কর? যাঁহারা ইহা লইয়া এত গণ্ডগোল করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি এলোকে-

শীর মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে কি তাঁহারা মোহন্তের এ অপরাধটী (যদি সত্য হয়) এত গুরুতররূপে লইতেন? কখনই না, তবে এলোকেশীর মৃত্যুই এত আন্দোলনের কারণ। কিন্তু সেই মৃত্যু বিষয়ে অধিক অপরাধী কে? নবীন নিম্ন আদালতে স্বীকার করে যে সে হত্যা করিয়াছে; কিন্তু উপর আদালতে তাহা অস্বীকার করিয়াছে। জুরিরা তাহাকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিয়া ছাড়িয়া দিতে বলেন, কিন্তু সেসন জজ জুরিদিগের সহিত এক মত না হওয়াতে ঐ মকদ্দমা পুনরায় হাইকোর্টে অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। নবীনের অপরাধ কতদূর সপ্রমাণ হয় তাহারও স্থিরতা নাই। যদি নবীন বাস্তবিক অপরাধী হয়, দেশের লোক কি তাহাকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত বলেন? একটী স্ত্রীহত্যা করা কি সামান্য কথা? বিশেষতঃ শুনিতে পাওয়া যায়, যে মৃত্যুর পূর্ব্বে এলোকেশী নবীনের নিকট তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল; সে অনিচ্ছা-সত্ত্বে অপরের দ্বারা বাধ্য হইয়া এই দুষ্কর্ম্মের আচরণ করিয়াছে বলিয়া মার্জ্জনা চাহিয়াছিল এবং নবীনের সহিত শ্বশুরালয়ে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; যদি প্রকাশিত কথা সত্য হয়, এত কথা শুনিয়াও সেই অসহায়া বালিকাকে পরের উপর আক্রোশ করিয়া হত্যা করা কিরূপ কাপুরুষতা তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না। প্রলুব্ধ না হইয়াও, অপরের দ্বারা বাধ্য না হইয়াও পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে যেরূপ চরিত্রের জঘন্যতা প্রদর্শন করেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে এলোকেশীকে ত নিরপরাধ বলিতে হয়। এই বালিকাকে বলিদান করা হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে ওরূপ অবস্থায় ক্রোধ সম্বরণ করা সহজ নয়। কিন্তু আপনার স্বামীকে দুশ্চরিত্র জানিয়া যদি কোন স্ত্রী তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিতেন দেশের লোক কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিতেন? আমরা প্রাণ-দণ্ডের বিরোধী, নবীনের প্রাণ দণ্ড হউক, একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এবং নবীন কিরূপ অবস্থায় ইহা করিয়াছে তাহাও জানি না, কিন্তু যদি বাস্তবিক নবীন অপরাধী হয়, তাহার কোন প্রকার দণ্ড হওয়া উচিত। সে যে ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহা জানা উচিত। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা মোহন্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছি। যদি তাহার দোষ সপ্রমাণ হয় তাহারও গুরুতর দণ্ড হউক। নিজের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অনিচ্ছা-সত্ত্বে একটী বালিকাকে নানা উপায়ে তাহার সতীত্ব বিক্রয় করিতে যে ব্যক্তি বাধ্য করে, আইন আপনার সকল অস্ত্র শস্ত্র সেই দুরাত্মার শিরে বর্ষণ করুক। এরূপ কার্য্য স্মরণ করিতেও হৃদয়ে ঘৃণার সঞ্চার হয়, বিশেষ যেখানে বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক যাতায়াত করিয়া থাকেন সেই স্থানের মঠাধিপতির এই চরিত্র মনে করিলে এই ক্রোধ দশ গুণ বর্দ্ধিত হয় এবং যদি সে বাস্তবিক অপরাধী বলিয়া প্রমাণ হয় কে ইচ্ছা করে যে সে বিনা দণ্ডে মুক্তি লাভ করুক। কিন্তু ইহার মধ্যে তৃতীয় আর এক ব্যক্তির নাম উঠিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেশের লোকে কেহই তাহার নাম করিতেছেন না। সে ব্যক্তি নীলকমল;—মৃত এলোকেশীর পিতা। তাহার অপরাধ মোহন্তের অপরাধ অপেক্ষা শতগুণে নীচ। মোহন্ত একটী সাধারণ স্থানের রক্ষক হইয়া এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এই জন্য তাহার উপর এত আক্রোশ; নতুবা কত মোহন্ত প্রত্যেকের গৃহের নিকট অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। এক একজন ধনী জমীদারের সন্তান ইহা অপেক্ষাও অমানুষোচিত দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু পিতা হইয়া অপরিপক্ক-মতি নিজ কন্যাকে সামান্য অর্থের লোভে তাহার সতীত্ব বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য করা এরূপ জঘন্যতার দৃষ্টান্ত স্থল অতি বিরল। তবে এই কথাটী কল্পিত হইতেও পারে।

যাহা হউক, আমাদের এইমাত্র বক্তব্য এ বিষয়টীর যখন এখনও মীমাংসা হয় নাই, তখন ইহা লইয়া এত আন্দোলন করা উচিত হয় না। যাঁহারা নবীনের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন এবং দিতেছেন তাঁহারা তাহা করুন; কিন্তু প্রকৃত দোষীকে বিনা দণ্ডে যাইতে দেওয়া যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য না হয়। মোহন্তের ক্লেশেরও অবশিষ্ট কিছুই থাকিতেছে না। অর্থের শ্রাদ্ধ হইতেছে অপমানেরও সীমা থাকিতেছে না। দুশ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে দেশের লোকে যে এরূপ খড়্গহস্ত, তাহা সুলক্ষণ; কিন্তু দোষ সপ্রমাণ না হইতে হইতে কাহাকেও দোষী বলিয়া আক্রমণ করা ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

দুর্গোৎসব।

দেখিতে দেখিতে হিন্দুদিগের অথবা বঙ্গবাসিদিগের মহোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা "অথবা বঙ্গবাসিদিগের" বলিলাম, কারণ এই উৎসবকে সমুদায় হিন্দু জাতির উৎসব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ইহা প্রচলিত নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও ইহা প্রচলিত ছিল না সম্প্রতি কার্য্যোপলক্ষে অনেক বাঙ্গালি সেই সকল প্রদেশে বাস করিতেছেন। তাঁহারাই আজি কালি দুর্গোৎ

সব আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকে বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা হইতে এই উৎসবের জন্ম হয়। আমরা ইহার প্রকৃত ইতিহাস অবগত নই। যদি আমাদের কোন পাঠক পূজার ছুটীর মধ্যে ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিয়া আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিতে পারেন আমরা তাঁহার নিকট বাধিত হইব।

যাহা হউক, তিন শ্রেণীর লোকে তিন প্রকারে এই উৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রথম শ্রেণী;—হিন্দু ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবান বৃদ্ধগণ, তাঁহারা আজি হর্ষ ও বিষাদের সহিত জগদম্বার পথ চাহিয়া আছেন। হর্ষের কারণ এই তাঁহাদের প্রিয় ধর্ম্ম যে আজিও জীবিত আছে, এই উৎসব তাহার পরিচয় দিবার জন্য আসিতেছে; বিষাদের কারণ এই—প্রায় তাঁহাদের সকলেরই পুত্র পৌত্রগণ দিন দিন সেই ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইতেছেন। কালে সকল ক্রিয়াকাণ্ড লোপ হইবার সম্ভাবনা। সম্বৎসর পরে তাঁহারা দুর্গার নিকট এই মনের কষ্ট নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী;—শিক্ষিত ও আমোদপ্রিয় সম্প্রদায়; ইংরাজী শিক্ষাও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইহাঁদিগের যে আস্থা ছিল, তাহা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা তাঁহাদের পিতা পিতামহদিগের ন্যায় বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত উৎসবের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন না; কিন্তু উৎসবের সময় মুক্তভাবে আমোদ করিতে পারিবেন, সেই আশায় এখন হইতে আনন্দিত হইতেছেন। প্রণয়িনীরা নব বস্ত্রে ও নব ভূষণে ভূষিত হইবেন; বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইবেন; নৃত্যগীতে বাটী কোলাহল পূর্ণ হইবে; সুরার আগমনে চারিদিক আমোদিত ও সকল হৃদয় উল্লসিত হইবে; এইরূপ নানা কল্পনায় তাঁহাদের হৃদয় নৃত্য করিতেছে। তৃতীয় শ্রেণী;—সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ; তাঁহারা ও হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত। আমোদেরও আকর্ষণ তত নাই। সুতরাং তাঁহারা ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্প্যানির নিয়ম পুস্তক অনুসন্ধান করিতেছেন। যখন সকলেই গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিবার সংকল্প করিতেছেন; তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এইরূপে যতই বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে ততই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থার হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

আমরা যদিও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত সুতরাং বৃদ্ধদিগের সহিত সম্পূর্ণরূপে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি না; যদিও সংক্রামক জ্বরের উপদ্রবে এতৎপ্রদেশের লোকদিগের কষ্ট দেখিয়া, এবং নিজেরা সপরিবারে জর্জ্জর হইয়া, দেশের অপরাপর স্থানের বন্ধুদিগের আনন্দের অংশী হইতে পারিতেছি না, কিন্তু তাঁহারা উৎসবের সময় সুখে যাপন করুন হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি। হিন্দুধর্ম্মে প্রকৃত আস্থা না থাকিলেও এত লোকে আনন্দিত হইতেছেন দেখিলে আনন্দ হয়। পতিব্রতা ভার্য্যা বহু দিনের পর প্রোষিত পতির মুখ দর্শন করিবেন; স্নেহময়ী মাতা অনেক দিনের পর বিদেশ গত প্রণাধিক সন্তানকে নিকটে পাইবেন; যিনি যেখানে আছেন সকলে অন্ততঃ কয়দিনের জন্য একত্রে মিলিত হইবেন, এ দৃশ্য স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়।

এমন সাধারণ সম্মিলনের দিন আর নাই। অতএব এ সময় কিছু দীর্ঘকাল অবকাশ দেওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট এ সময় যেরূপ অবকাশ দেন তাহাতে যাহাঁরা দূর দেশ হইতে আসিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাদিগের অনেকেই বাটীতে যাইবার সুবিধাই হয় না। এই জন্য সওদাগর আপীসের কর্ম্মচারিরা অবকাশের দিন বৃদ্ধি করিবার জন্য "চেম্বর অব কমার্সের" নিকট আবেদন করিয়াছেন; কিন্তু এ সময় কার্য্য বন্ধ করাতে তাঁহাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। সুতরাং তাহাঁরা যে এ আবেদন গ্রাহ্য করেন এরূপ বোধ হয় না। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী "ইংলিসম্যান" দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, এ সময়ে অবকাশ পাইলে ইংরাজদিগের কোন লাভ নাই। বর্ষাকাল সুগয়া প্রভৃতিতে যাইবার সময় নয়, কোন স্থানে স্বাস্থ্যের জন্য যাইবার ও সময় নয়। ইহা অপেক্ষা শীতকালে অধিক অবকাশ পাইলে ভাল হয়। আমরা অনেক বার বলিয়াছি শীতকাল আমাদের কার্য্য করিবার সময়। মুষ্টিমেয় ইংরাজ কর্ম্মচারির সুবিধা দেখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্মচারিদিগের অধিকাংশ হিন্দু সুতরাং হিন্দুদিগের সুবিধা ও ইচ্ছানুসারে অবকাশাদি দেওয়া উচিত।

উপসংহারকালে আমরা পাঠকগণের নিকট দুই সপ্তাহের মত বিদায় লইতেছি। আমাদিগের কোন কথা যদি কাহারও অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, আমাদিগের কোন কথায় যদি কেহ ক্লেশ পাইয়া থাকেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া সকলে প্রসন্ন-চিত্তে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করুন। আমরা জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে দীর্ঘকাল তাহাঁদিগকে যথাসাধ্য সেবা করিয়া আসিতেছি কয়েক দিবস বিশ্রামের পর আবার তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইব।

দেশীয় সংবাদপত্র ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া।

দেশীয় সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্ত্তমান সময়ের একটী বিশেষ চিহ্ন।

সপ্তাহে সপ্তাহে দুই এক খানি করিয়া নূতন পত্রের সৃষ্টি হইতেছে; এবং সুখের বিষয় এই যে, জন্ম গ্রহণ করিয়া অনেকেই জীবিত রহিয়াছেন। দিন দিন সংবাদ পত্রের এই শ্রীবৃদ্ধি, যেমন একদিকে লোকের সকল বিষয় জানিবার ও শুনিবার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি প্রকাশ করিতেছে, অপরদিকে দেশের হিতকর বিষয়ে যে সাধারণের দৃষ্টি পড়িতেছে তাহাও প্রমাণ করিতেছে। সংবাদপত্রের এই শ্রীবৃদ্ধি সকলেরই আনন্দজনক তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বুদ্ধিমান মাত্রেই এই একটী প্রশ্ন করিতে পারেন যে সভ্য সমাজে সংবাদ পত্রের যে মহৎ লক্ষ্য এই সকল পত্র দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইতেছে। মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল এক স্থলে বলিয়াছেন যে "বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের লোকের কর্ণ ও চিত্ত আকর্ষণ করিবার দুইটী মাত্র উপায় আছে ১ম, সংবাদ পত্রের সম্পাদক হওয়া ২ য়তঃ পার্লেমেণ্ট মহা সভার সভ্য হওয়া"। বাস্তবিক ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য সমাজ সকলে সংবাদ পত্রের প্রভুত্ব ও প্রতাপ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ইহার নির্ব্বাক শাসনের নিকট রাজা ও প্রজা সকলেই অবনত। এই জন্যই লোকে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টকে চারি অঙ্গে বিভাগ করিয়া সংবাদ পত্রকে তাহার চতুর্থ অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ১ ম কমন্স সভা, ২ য়, লর্ডস, সভা ৩ য়, মহারাণী চতুর্থ সংবাদ পত্র। ইহা অপেক্ষা সংবাদ পত্রের লক্ষ্য ও কার্য্যের মহত্ত্বের অন্য কি পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে? কিন্তু এদেশীয় সংবাদ পত্র সকল কি সেই লক্ষ্য সাধন করিতেছেন। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অপক্ষপাতে কতকগুলি দোষ ও গুণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার প্রতিবাদ করা আমাদিগের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত দোষগুলির সত্যাসত্য বিচার করা এবং কারণানুসন্ধান করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমাদের সহযোগী যেরূপ সদ্ভাবের সহিত কথাগুলি বলিয়াছেন তাঁহার সহিত বিরোধ অসম্ভব। তিনি যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই কয়টী প্রধান ১ ম কতকগুলির ভাবে রাজ ভক্তির অত্যন্ত অভাব। ২ য়তঃ সাধারণের হিতজনক বিষয় বিস্মৃত হইয়া অনেকেই ব্যক্তি বিশেষ কি ঘটনা বিশেষ লইয়া আপনাদের হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকেন—৩ য়তঃ রাজনীতি বিষয়ে সচরাচর এরূপ অসার ও অযৌক্তিক কথা বলা হয়-যে, দেখিয়া যাঁহারা রাজনীতির কিছু জানেন তাঁহাদিগের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। এই তিনটী অভিযোগই গুরুতর কিন্তু এই তিনটী বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা দেশীয় সংবাদ পত্র সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি। উপরে সংবাদ পত্রের মহৎ লক্ষ্য ও কার্য্যের কথা যাহা বলা হইল, দেশীয় সংবাদ পত্রের অতি অধিকাংশ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে অক্ষম। এমন কি? এদেশেরই মান্য গণ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশীয় সংবাদ পত্র পাঠের অযোগ্য বিবেচনা করেন। উহার কারণ কি? দেশের মধ্যে যাঁহারা একটু সুশিক্ষিত হন তাঁহারা প্রায়ই ইংরাজীতে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হন। সুতরাং তাঁহারা ইংরাজীতে সংবাদ পত্র লিখিয়া থাকেন এবং ইংরাজী সংবাদ পত্রই পাঠ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সকল ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি-মাত্র বিবেচনা করিয়া তাহা পাঠ করা আবশ্যক মনে করেন না। এইরূপে দেশের মধ্যে অর্দ্ধশিক্ষিত যাঁহারা তাহারাই প্রায় বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও পাঠক হইবার জন্য পড়িয়া থাকেন। এই জন্যই দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের মধ্যে আশানুরূপ—স্বাধীনতা চিন্তাশক্তি ও বহুদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা কোন পত্র বিশেষ কিম্বা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না কিন্তু সাধারণ সম্বন্ধে বোধ হয় একথা সত্য। এই জন্যই দেশীয় সংবাদ পত্র সকল এত হেয় ও অগ্রাহ্যের মধ্যে হইয়া আছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার উল্লিখিত প্রথম দোষ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এ বিষয়ে উভয় পক্ষকে আমরা দোষী মনে করি। ১ ম, স্বাধীন ভাবে গবর্ণমেণ্টের দোষ প্রদর্শন করিলে এবং অসংকুচিত ভাবে ইংলণ্ডের কার্য্যাদির আলোচনা করিলে অনেক সময় এদেশীয় ইংরাজেরা মনে করেন যে বিদ্রোহ কিম্বা রাজ-বিপ্লব প্রচার করা হইতেছে। ২ য়তঃ বাস্তবিক কতকগুলি পত্র এ সম্বন্ধে অত্যন্ত অসাবধান। অক্ষম ও দুর্ব্বলের পক্ষে সবলের প্রতি মৌখিক আক্রোশ প্রকাশ করা যেমন তৃপ্তিজনক এমন আর কিছুই নহে। এই সকল পত্র সাধারণ লোকের নিকট সুখ্যাতি ভাজন হইবার জন্য অনেক সময় এই মৌখিক আক্রোশে যোগ দিয়া থাকেন। দেশীয় অজ্ঞ ও চিন্তা শক্তি-বিহীন লোকেরা স্থিরচিত্তে ইংলণ্ডের কৃত উপকার ও অপকার বিচার করিতে পারে না, আপাততঃ ক্লেশজনক একটী ব্যবহার দেখিলে দশটী উপকারের কথা বিস্মৃত হইয়া যায়; এই সকল সংবাদ পত্র অনেক সময় যুক্তাযুক্ত বিবেচনা না করিয়া এই বিরাগ বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। আর বিশেষ দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের

মধ্যে একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়াছে সটী এই গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিন্দা কটূক্তি ও বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে না পারিলে প্রকৃত দেশ হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না-এই ভাবটী জন্মগ্রহণ করাতে সত্যের অত্যন্ত অনাদর হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যের প্রতি এক একটী দুরভিসন্ধির আরোপ করা হয়; যেখানে কোন দুরভিসন্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না, সেখানেও কোন গূঢ় দুরভিসন্ধির সম্ভাবনা করা হয়। এইরূপ ব্যবহার যুক্তি ও ন্যায় বিরুদ্ধ। ভালই হউক মন্দই হউক সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিতে না পারিলে; কিম্বা ক্যাম্বেল সাহেবের মস্তকে কটূক্তি বর্ষণ না করিলে আর স্বাধীনতা কিম্বা তেজস্বিতা প্রকাশিত হয় না, ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত সংস্কার আর হইতে পারেনা।

ফ্রেণ্ডের দ্বিতীয় কথা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, এবিষয়ে কেবল অসহায় দেশীয় সংবাদপত্রেরা কেন, উচ্চশ্রেণীস্থ ইংরাজী সংবাদ পত্র সকল ও নিন্দার উপযুক্ত। যে উদারতা স্বার্থ ও প্রতিহিংসা বিস্মৃত হইয়া সাধারণের হিত সাধনে ব্রতী হয়, সে উদারতা কোথায়? ফ্রেণ্ডের স্বজাতীয়দিগেরই বা তাহা কই? দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের যে এ বিষয়ে ক্রটী আছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। আমরা আমাদের সমুদায় বন্ধুদিগকে অনুরোধ করি, যে তাঁহারা আর সংবাদ পত্রদিগকে স্বার্থ কিম্বা বৈর সাধনের যন্ত্র স্বরূপ না করেন; কোন বিশেষ ব্যক্তি কিম্বা ঘটনা লইয়া হৃদয়ের বিদ্বেষ কিম্বা ঘৃণা প্রকাশে অগ্রসর না হন। দেশীয় সংবাদ পত্রের এ কলঙ্ক অনেক দিন আছে; কিন্তু এ কলঙ্ক থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। দেশের হিতসাধনে সকলেই ব্রতী, অতএব পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত সেই শুভসাধনে রত থাকুন।

তৃতীয়তঃ রাজনীতি। এ বিষয়েও আমাদিগের ক্রটী দেখিতে পাইতেছি। তবে ফ্রেণ্ডকে এই কথা বলিতে পারি যে, দেশের শাসন বিষয়ে এদেশীয়দিগের হস্ত না থাকাই এবিষয়ে অজ্ঞতার প্রধান কারণ। ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর গুণে সর্ব্বসাধারণকে প্রায় দেশের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি আলোচনা করিতে হয়, সুতরাং ইংরাজদিগের বালককাল হইতে রাজনীতি বিষয়ে এক প্রকার শিক্ষালাভ হইয়া থাকে; কিন্তু এদেশীয়েরা পরাধীন ও রাজ্য শাসনের সহিত সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্ক, সুতরাং এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া তাঁহাদের প্রায় আবশ্যক হয় না। রাজনীতি বিষয়ে বিজ্ঞতা অল্প, অথচ সম্পাদকতার অনুরোধে দুই এক কথা বলিতে হয়, এই জন্যই অনেক সময় অসার ও অযুক্ত কথা বহির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু এবিষয়ে যে ক্রমশই উন্নতি হইতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

অবশেষে আমরা অপক্ষপাতে কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করি বলিয়া ফ্রেণ্ড আমাদিগকে যে প্রশংসা করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। আমাদিগের দেশীয় দুঃখী কৃষকদিগের ন্যায় অরক্ষিত ও কৃপাপাত্র প্রায় কোন শ্রেণী নাই। তাহাদের নানা প্রকার কষ্টের কথা স্মরণ হইলে এক এক সময় বাস্তবিক অশ্রুপাত করিতে হয়। এই জন্যই তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য যিনি যাহা করেন তাঁহার প্রতি সহজেই হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ধাবিত হয়। আমাদের যত বলা উচিত তাহাদের অবস্থা বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকাতে সকল সময় তাহা করিতে সমর্থ হই না বলিয়া দুঃখিত হই। জগদীশ্বর এই নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে দেখুন, সকল মানব হিতৈষী একত্র হইয়া এই নির্ব্বাক নিরাশ্রয় ও সহিষ্ণু প্রাণীদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করুন; তাঁহাদের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি হইবে। কাম্বেল সাহেব ইহাদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে

অপভাষা ও অশ্লীলতা দূষিত সাহিত্য।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ লেখক এমারসন এক স্থানে বলিয়াছেন " যে দেশের লোকে যে প্রকার গ্রন্থকারের প্রশংসা করিয়া থাকে, সেই প্রশংসা সেই দেশের ধর্ম্মনীতির পরিমাপক। এই কথাটীর অর্থ এই— কোন দেশের সাহিত্য দেখিলে তাহার অধিবাসিদিগের রুচি ও প্রবৃত্তির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের লোকের রুচি প্রবৃত্তি এমন কি চরিত্র পর্য্যন্ত গঠন করা বিষয়ে, প্রসিদ্ধ প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের যে কতদূর ক্ষমতা, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক সীতার চরিত্রে বাল্মীকি ভারতললনাদিগকে যে কি সতীত্বের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। হিন্দু সমাজে সতীত্বের এত মূল্য কেন? হিন্দু রমণীদিগের স্বামীর প্রতি এত ঐকান্তিকতা কেন? বাল্মীকির সীতা কি ইহার মধ্যে প্রতিফলিত নন? হিন্দুপুত্রকন্যাদিগের এত গুরুপরতন্ত্রতা কেন? বাল্মীকির রাম কি ইহাতে প্রতি ফলিত নন? এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এইরূপে সাধু বিষয়ে প্রবৃত্ত করিবার ক্ষমতাও যেমন, গ্রন্থকারদিগের অসাধু বিষয়ে প্রবৃত্ত করিবার ক্ষমতাও সেইরূপ। একটী অসদ্ গ্রন্থে শত শত পাঠক পাঠিকার অধঃপাত হয়; বিশেষ অপরিণত মতি যুবক যুবতীদিগের

হস্তে এই সকল কুৎসিত গ্রন্থ কিরূপ কুৎসিততর ফল প্রসব করে তাহা বর্ণনা তীত। অতএব দেশের ধর্ম্মনীতির উন্নতি যাঁহারা প্রার্থনা করেন, দেশের রুচি পরিষ্কৃত করিতে যাঁহাদের বাসনা আছে, এই বিষয়ে তাঁহাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এবং কি গবর্ণমেন্ট কি দেশীয় ভদ্র লোক সকলেরই সমাজের এই গুপ্ত শত্রু দিগকে দমন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠকগণকে সংবাদ দিয়াছি যে পূর্ব্বোক্ত পুস্তক পত্রিকা ও চিত্র প্রভৃতি দমন করিবার জন্য ইউনাইটেড ষ্টেটের কঙ্গ্রেস মহাসভা নূতন আইন প্রস্তুত করিয়াছেন সম্প্রতি আমরা আর একটী সুসংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

কিছু দিন হইল এইরূপ পুস্তক পত্রিকা চিত্র প্রভৃতি এবং প্রকাশ্য স্থান কিম্বা রাজপথে অপভাষা ব্যবহার প্রভৃতি দমন করিবার জন্য কলিকাতার ভদ্র লোকেরা একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই ইহাতে কি হিন্দু কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের বড় বড় লোকেরা অগ্রসর হইয়াছেন। গত শনিবার টাউনহলে এই সভার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জর্জ স্মিথ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, মনক্রিফ সাহেব, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সম্পাদক এবং বারিষ্টার মুন্সী সায়দ আমীর আলী প্রভৃতি অনেকে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়াছেলেন। এত বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের একটী শুভোদ্দেশে একত্র সম্মিলন অতি সুন্দর দৃশ্য। এইরূপ উদারতা দেখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। ইহাঁরা চেষ্টা করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন এবং তাহা হইলে দেশের একটী বিশেষ অমঙ্গল নিবারিত হইবে। এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষা কেবল বালকদিগের মধ্যে বদ্ধ নাই, অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং এই সময়ে জঘন্য সাহিত্য দমনে বিশেষ সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এবং দেশীয় প্রসিদ্ধ কবিদিগের কাব্য সকলে অনেক দূষণীয় স্থান আছে; সে সকল তুলিয়া দিলে তাহাদের সৌন্দর্য্য অপহরণ করা হয়, সে বিষয়ে বোধ হয় সভা হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

সভার দ্বিতীয় লক্ষ্যও প্রশংসনীয় অপভাষী অসভ্য লোকদিগের দৌরাত্ম্যে এক এক সময় পথে চলা দুষ্কর। বিশেষ পল্লীগ্রামে এ বিষয়ে লোকের অত্যন্ত অসাবধানতা, সভা যদি স্থানে স্থানে শাখা সভা স্থাপন করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি এরূপ অপভাষী ব্যক্তি দিগকে পুলিসে দিবার ভার দেন এবং পুলিষকে তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে তদন্ত করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

সমালোচনা।

কুল কালিমা (১)। ইহাতে গ্রন্থ কর্ত্তার নাম নাই। আজি কালি নাটকের যেরূপ প্রাদুর্ভাব এই গ্রন্থ খানি হস্তে পড়িবা মাত্র নাটক মনে হইয়াছিল কিন্তু গ্রন্থকর্তার স্বহস্তে লিখিত এক পংক্তি দেখিয়া ইহাকে ঐতিহাসিক মূলান্বেষণ বলিয়া জানিতে পারিলাম। ইহার দুই এক স্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল যে ইহাতে বল্লাল সেনের ও কৌলীন্য প্রথার স্থূল ইতিহাস নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার এ গ্রন্থ খানির অন্ততঃ কিছু অংশ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, সুতরাং ইহার কিয়দংশ পাঠ করিয়া ভবিষ্যতে মত প্রকাশ করা যাইবে।

মধুবিলাপ (২) কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু-উপলক্ষে রচিত। এখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। ছাপা মন্দ নয় কিন্তু ইহা পড়িয়া মনে কোন বিশেষ ভাব হইল না। ইহাতে পদ্য ছন্দে মাইকেলের গ্রন্থ গুলির একটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

পদ্যলতা (৩) ইহার ক্ষুদ্র কলেবর ও বিষয় গুলি দেখিয়া শিশুদিগের পাঠার্থ প্রণীত বোধ হইল। জন ষ্টুয়ার্টমিল বলিয়াছেন যে কবিতা শিশুদের জন্য নহে। গল্পই তাহাদের উপযোগী। আমরা এই মত যুক্তি যুক্ত মনে করি। কালিদাস, রামমোহন রায়, ইহকাল, পরকাল, প্রভৃতি না লিখিয়া যদি ইংরাজী "ব্যালাড কবিতার" মত গল্পের ছলে তাহাদের মনো ভাব উদ্রেকের চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে অধিক উপকার হইতে পারে। বিশেষ এই পুস্তক খানির কবিতার কোন আকর্ষণ নাই। না সরস না সুশ্রাব্য না ভাবপূর্ণ।

ধর্ম্ম তত্ত্বালোচনা (৪) ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তা জিজ্ঞাসু ও আচার্য্যের কথোপকথনের ছলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, একত্ব নিত্যত্ব, প্রভৃতি প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। বিষয় গুলি এত দুরবগাহ ও এত স্বতঃসিদ্ধ যে ইহার জন্য তর্ক করা অনাবশ্যক ও পণ্ড শ্রম মাত্র।

বিবিধপাঠ (৫) ইহাতে বালকদিগের পাঠোপযোগী অনেক উত্তম বিষয় সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। "সৌর জগৎ" "গ্রহণ প্রভৃতি কয়েক খানি ছবি থাকিলে ভাল হইত। যাহা হউক পুস্তক খানি দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম। এইরূপ পুস্তকই বালকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী। আমরা

---

(১) কালিকাতা নক্স যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থ কর্ত্তার নাম নাই। মূল্য দশ আনা।

(২) ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য অনির্দ্দিষ্ট।

(৩) চণ্ডীচরণ তর্করত্ন প্রণীত। মূল্য চারি আনা। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৪) মথুরানাথ বর্ম্ম কর্তৃক [illegible]। কলিকাতা [illegible] যন্ত্রে [illegible] ৵১০ মাত্র।

(৫) দ্বারকানাথ দত্ত [illegible] বিরচিত। কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

বাঙ্গালা স্কুল সমূহে এই পুস্তক ব্যবহারের অনুরোধ করি।

প্রেম-ফুল-বারী (৬) এখানি হিন্দী পুস্তক। দুঃখের বিষয় আমরা হিন্দী জানিনা; কিন্তু মধ্যে মধ্যে পড়িয়া যতদূর বুঝিতে পারা গেল, তাহাতে বোধ হইল এটী কোন নায়ক নায়িকার প্রেমের সঞ্চার ও বর্দ্ধন অবলম্বন করিয়া রচিত। এইরূপ বোধ হওয়াতে হিন্দী না জানার জন্য দুঃখ রহিল না। প্রেমের নামে অরুচি জন্মিয়াছে। এখন মস্তিষ্কের কথা দুই একটী শুনিতে ইচ্ছা হয়।

পাষণ্ড-বিড়ম্বন (৭) ইহা প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কের অনুবাদ। হিন্দী জানিনা সুতরাং অনুবাদ কিরূপ হইয়াছে বলিতে পারি না।

বিবাহপদ্ধতি (৮)। এখানিতে গুরু শিষ্যের কথোপকথন ছলে নানা বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে বর্ত্তমান প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তা প্রধান। ইহাতে বর্ত্তমান অনেক প্রণালী ও মতের দোষ আবিষ্কার করিয়া পরিশুদ্ধ মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বহু বিবাহ রাহিত্যারাহিত্য বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক (৯) ইহার ভাষা যেরূপ কটূক্তি ও বিদ্রূপ পরিপূর্ণ ও মত সকল যেরূপ ঘোর আড়ম্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেখিয়া আমাদের পড়িতে সাহস ও সময় হইল না। ইহাতে কবিরাজ মহাশয় বিদ্যাসাগরের উত্তর দিয়াছেন।

শান্তি প্রদায়িনী (১০)। এই গ্রন্থ খানি শ্রীরূপ গোস্বামির বিরচিত ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর মূল সহিত অনুবাদ। ইহার সহিত জীবগোস্বামির বিরচিত টীকাও আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব বিষয়ে অল্প সাধারণের জ্ঞাত। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল কদাচার প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত আমরা মহাত্মা চৈতন্যের যাহা কিছু জানি তাহার কিছু মিলে না। এই সকল পুস্তক দ্বারা সে বিষয়ে অনেক কথা প্রকাশ হইতে পারে। চৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শিষ্যেরা তাঁহার ধর্ম্মকে কি প্রকারে বুঝিয়া ছিলেন তাহা জানিতে পারা অল্প লাভের বিষয় নহে। অতএব এরূপ কার্য্যে সাধারণের উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য।

স্মৃতিতত্ত্ব। (১১) এই পুস্তক খানি স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মূলের অনুবাদ। মূল ও ইহার সহিত মুদ্রিত হইয়েছে। বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের স্মৃতির যেরূপ আদর ও সকল কার্য্যে যেরূপ প্রয়োজন সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহা এক খণ্ড খানি থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোন কার্য্য উপস্থিত হইলেই সাধারণ লোক দিগকে ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইতে হয়। এবং ব্যবস্থা দেওয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এক চেটে করিয়া রাখিয়াছেন; এই পুস্তক নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইলে সাধারণের বিশেষ সাহায্য হইবে।

বঙ্গ দর্শন ও বহু বিবাহ (১২) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বঙ্গদর্শন যে প্রস্তাব লেখেন এটী তাহার প্রত্যুত্তর মাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্ষমতা বুদ্ধি চাতুর্য্য ও অসাধারণ মীমাংসা শক্তি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং বঙ্গদর্শনের ধৃষ্টতা ও আত্মম্ভরিতা সম্বন্ধে যা বক্তব্য তাহাও কতক কতক প্রকাশ করিয়াছি। বঙ্গদর্শন যে প্রকার কাহাকেও লক্ষ্যের মধ্যে বিবেচনা করেন না, তাহা মনে হইলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল্য অনেক কমিয়া যায়। পাঠকগণ সে সকল যুক্তি জানেন সুতরাং তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

অসতী বিধবার বিষয়াধিকার বিষয়ে বক্তৃতা। (১৩) ইহাতে গ্রন্থকার শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় উপায় অবলম্বন করিয়া অসতী বিধবার অনধিকার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মৃত শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্রের একপ সৎ বিষয়ে উৎসাহ ও শাস্ত্রানুসন্ধান দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এই বক্তৃতার মধ্যে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আশা হয় যে তিনি পিতার নাম রক্ষা করিতে পারিবেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট। ইহাতে রোড সেস, বেঙ্গল মিউনিসিপালিটী বিল, ক্রিমিনাল প্রোসিডিয়র কোড প্রভৃতি অনেক আবশ্যক বিষয়ে বিচার আছে।

থ্রী ইয়ারস্ ইন ইউরোপ (১৪) এখানি ইংরাজী গ্রন্থ। কোন বিলাতস্থ হিন্দু যুবকের পত্রাবলী হইতে সঙ্কলিত। আমরা ইহার আরও কিছু পাঠ করিয়া পরে মতামত প্রকাশ করিব। আপাততঃ দেখা যাইতেছে ইহাতে ইংলণ্ডের অনেক কথা পাওয়া যায়।

বিবিধসংবাদ।

৩১ এ ভাদ্র সোমবার।

আগামী ২৬ এ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কলিকাতা ছোট আদালত বন্ধ হইয়া ৩রা নবেম্বর সোমবার খুলিবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনান্ট গবর্ণর সৈন্যদিগের যে শিক্ষা শিবিরের অনুষ্ঠান করিতেছেন, উহা ১২ ই নবেম্বর আগ্রাতে হইবে; তৎপরে তিনি ইটা, বুডন, বেরিলি সাজিহানপুর, ফতেগড় এবং কানপুর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। জানুয়ারির শেষে কানপুরে উপনীত হইবেন। অবিবেচক লোকে বলে ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তৃগণের রাজকার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ নাই; কিন্তু গ্রীষ্মে পর্ব্বতবাস শীতে দেশ ভ্রমণ, বর্ষায় ভোজ ও নৃত্যগীত, ইহাঁদের অবসর কৈ যে প্রজাদের সুখ দুঃখের প্রতি মনোযোগ [illegible]

---

(৬) কাশী মেডিকাল হল প্রেসে মুদ্রিত। হরিশ্চন্দ্র প্রণীত।

(৭) এখানিও হরিশ্চন্দ্রের কৃত। বেনারস প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত।

(৮) চণ্ডীচরণ তর্করত্ন প্রণীত। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

(৯) গঙ্গাধর কবিরাজ প্রণীত।

(১০) কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।/০ ছয় আনা।

(১০) শ্রীনারায়ণ প্রসাদ বক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

(১০) [illegible] লেখক অজ্ঞাত [illegible] অজ্ঞাত মু[illegible]।

(১৩) মৃত [illegible] পণ্ডিতের পুত্র [illegible] পণ্ডিত দ্বারা বিবৃত।

বিধান করেন, এটী তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখে না।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, পাবনার যে ১৪২ জন বিদ্রোহী রায়তকে গ্রেপ্তার করা হয় উহার মধ্যে ৮১ জন মুক্তিলাভ করিয়াছে, ১৯ জনের দণ্ড হইয়াছে, ৬২ জনের এখনও বিচার শেষ হয় নাই। এক মাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং তৎসঙ্গে কোন কোন ব্যক্তির জরিমানাও হইয়াছে। প্রজাদের ত শান্তিভঙ্গের নিমিত্ত দণ্ড হইল, কিন্তু যে মূল কারণে এই প্রজাবিপ্লব উপস্থিত হয় গবর্ণমেণ্ট তাহার কি করিলেন।

ইংলিসম্যান বলেন, কলিকাতার ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ টমসন সাহেব (যিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে আছেন) পূজার বন্ধের পর আদালত খুলিলে স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

মেডিকাল কালেজের ছাত্রসংখ্যা ১৪০০ হওয়াতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাঙ্গলা ক্লাশগুলি শিয়ালদহে স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেজ ও হাসপাতালের উন্নতি বিধানার্থ ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। পাটনা এবং ঢাকায় নূতন বাঙ্গালা চিকিৎসা-বিদ্যালয় সকল খোলা হইবে। কালেজের মিলিটারি ক্লাশটী বোধ হয় পাটনায় লইয়া যাওয়া হইবে। কারণ উক্ত ক্লাশের ছাত্রগুলি হিন্দুস্থানী। কোন কোন সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সে দিন মেডিকল কালেজে যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালা ক্লাশগুলি শিয়ালদহে লইয়া যাইবার কারণ, কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ অলীক। কালেজের দাঙ্গার সহিত শিয়ালদহে বাঙ্গালা ক্লাশগুলি লইয়া যাইবার কোন সংস্রব নাই।

সে দিন সিঙ্গাপুরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই।

* কাবুলের নিকটে বহুসংখ্য সৈন্য রাখা হইয়াছে বলিয়া তথায় অনেকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছেন।

বঙ্গদেশের নবাব নাজিমের জ্যেষ্ঠপুত্র শীঘ্র মুরশিদাবাদ হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

বেঙ্গল ক্রিশ্চান হেরালড বলেন দুর্গোৎসবের বন্ধের পর মিস এক্রয়েডের "হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়" খোলা হইবে।

ডবলিউ এচ, চেম্বার লেন সাহেব পিয়নিয়রে বৃশ্চিক দংশনের এক চমৎকার ঔষধের বিষয় লিখিয়াছেন, একদিন তাহাকে বৃশ্চিকে দংশন করে, তাহার এক বন্ধুর পরামর্শানুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ একটী মাছি রগড়াইয়া ঐ স্থানে দিলেন দিবা মাত্র সমুদায় জ্বালা যন্ত্রনা শেষ হইয়া গেল।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, শ্রীনগর ষ্টেশনের অন্তপাতী সিংপাড়া নিবাসী কালী চট্টোপাধ্যায় ঢাকা লক্ষ্মী বাজারের জগন্নাথ গোপকে চাকর রাখিয়াছিলেন। উক্ত গোপ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে কোন কোন সময় সিংপাড়া যাইত। অন্দর মহলেও তাহার যাতায়াত ছিল। ৪ ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে জগন্নাথ ঘোলঘর নিবাসী গুরুচরণ চন্দের নৌকা ভাড়া করিয়া সিংপাড়া যায় এবং আহারাদির পর পশ্চিমের ঘরে শয়ান থাকে। পরদিবস বাটীর সকলে উক্ত গোপ নৌকা এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৯ বৎসর বয়স্কা কন্যা স্বর্ণমণিকে (ইনি কুলীন কামিনী) দেখিতে না পাইয়া অনুমান করে জগন্নাথের সঙ্গে স্বর্ণমণি বাহির হইয়া গিয়াছে। পরে তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইল, সিন্ধুক হইতে নগদ ও অলঙ্কার পত্রে প্রায় ২৬২৩।০ টাকা মূল্যের মালও অপহৃত হইয়াছে। উক্ত মালের সিন্ধুকের চাবি স্বর্ণমণির নিকট ছিল। পুলিষ অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন।" ইহাতেও কুলীনদিগের চৈতন্য হয় না।

ফরাসী ও আমেরিকানগণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিমিত্ত বিখ্যাত। সম্প্রতি মার্সেলসের এক হোটেলে একজন ফরাসী গমন করেন। তিনি নিজে একখানি চৌকিতে উপবেশন করেন, পার্শ্বস্থ আর একখানিতে আপনার ব্যাগ রাখেন। ভোজনের পর হোটেল অধ্যক্ষ দুই জনের আহারের মূল্য চাহিলেন কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন চৌকি ব্যবহার করিলেই একজনের আহারের মূল্য দিতে হইবে। উক্ত ভদ্রলোক দুই জনের মূল্য দিলেন। কিছু দিনের পর তিনি পুনর্ব্বার হোটেলে আসিয়া পূর্ব্ববৎ একখানি চৌকির উপরে ব্যাগ রাখিলেন। কিন্তু নিজে আহার না করিয়া ব্যাগের মধ্যে যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। হোটেল অধ্যক্ষ রাগান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে উক্ত ভদ্রলোক বলিলেন "সে দিবস আমার ব্যাগ আহার করে নাই, তথাপি তুমি মূল্য লইয়াছ। অদ্য সে আহার করিতেছে। দেখ, তাহার কি প্রকার প্রশস্ত মুখ ও গভীর উদর। অদ্য আমার ব্যাগ উদরপূর্ণ না করিয়া ছাড়িতেছে না।" দর্শকদিগকে পূর্ব্বদিনের ঘটনা বলাতে তাঁহারা হাস্য করিলেন। হোটেল অধ্যক্ষ বলিলেন ব্যাগকে আহার করিতে নিষেধ করুন, আমি সে দিনের মূল্য ফেরত দিতেছি।"

সমবেদক লিখিয়াছেন, জেলা মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার অধীন সাউপাড়া নিবাসী কুরিজাতি বৈষ্ণবচরণ শা নামক একজন প্রাইমারি পাঠসালার গুরু বহরমপুর নর্ম্মাল ট্রেনিং স্কুলে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছে। তাহার দুই খান হস্তই নাই এমন কি যেখানে হস্ত থাকে সেখানে পরমেশ্বর যেন রেন্দা বা ঘিসকাপ বুলাইয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে হস্তের কার্য্য সমুদায় পায়ে করিয়া থাকে, বাম পদে কাগজ ধরিয়া দক্ষিণ পদে কলম লইয়া এরূপ লেখে যে অনেক লোকে তাহার মত লিখিতে পারেন না। দুই পায়ে ধরিয়া দপ্তর বাঁধে, কাগজ ভাজে পুস্তকের পাত উলটায়, টাকা লইয়া বস্ত্রে বন্ধন করে, বেত লইয়া বালকদিগকে প্রহার করে দাইল ও দুগ্ধ দিয়া অন্ন মাখিয়া হাতায় করিয়া তুলিয়া অনায়াসে আহার করে মাছের কাঁটা বাছিয়া লয়, কোন দ্রব্য পাইলে বন্ধন করিয়া স্কন্ধে তুলিয়া মস্তক দিয়া চাপিয়া ধরিয়া অবলীলাক্রমে লইয়া যায়, কেবল বস্ত্র পরিধান করিতে পারেন।

পালি এবং বৌদ্ধ সাহিত্য শিক্ষার জন্য লণ্ডন ইউনিবার্সিটি কালেজে একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে ।

সাপ্তাহিক সমাচার শুনিয়াছেন, হুগলী বিভাগের প্রজারাও পাবনার প্রজাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারেন ।

১ লা আশ্বিন । মঙ্গলবার ।

ইয়ারখন্দের রাজদূত বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছেন । তিনি ১৬ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অম্বালায় উপনীত হইবেন । লাড নর্থব্রুক ২২ এ সেপ্টেম্বর মধ্য-প্রদেশে যাত্রা করিবেন এবং ২ রা অক্টোবর প্রত্যাগমন করিবেন ।

নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই সিমলার নিম্নতর কর্ম্মচারিদিগকে কলিকাতা যাত্রা করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ।

মার্ণিঙ বীম বলেন, পুর্ণিয়ার সেসিয়ান আদালতে আবদুল কাদেরের যে বিচার হইতেছিল, তিনি তাহাতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, সম্প্রতি কাকুরিয় সায়দ টাকি আলী সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে । ইনি আরবীতে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিলেন ।সম্পাদক লিখিয়াছেন " আমরা প্রার্থনা করি তিনি স্বর্গ গমনে কৃতকার্য্য হউন " ।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আজি কালি পাটের চাসের প্রতি একটু বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন । মান্দ্রাজে পাট জন্মায় কি না এবং সেই পাট কি কাজে ব্যবহৃত হয় সম্প্রতি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া হইতেছে ।

সিমলার বাজারে যত স্নানাগার এবং পাক-গৃহ আছে, উহার প্রত্যেকের প্রতি মাসিক দুই আনা করিয়া কর গ্রহণ করিবার নিয়ম হইয়াছে । নুতন নুতন করের সৃষ্টি বিষয়ে আমাদিগের রাজপুরুষগণের উদ্ভাবনী শক্তি যেমন প্রবল এমন আর কিছুতেই নহে । স্নানাহারের হইল, এইবার বোধ হয় শয়নের একটী কর হইবে ।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বন বিভাগের ইনস্পেক্টর বেডোস সাহেব বন্য পশু বধের নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী নুতন প্রস্তাব করিয়াছেন । তিনি বলেন এ নিমিত্ত তিনটী কোম্পানি করা হউক, প্রতি কোম্পানিতে দুইজন ইউরোপীয় আফিসর ও ১৫ জন করিয়া সিপাহী থাকিবে । ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সির সেনাদল কিম্বা পুলিষ হইতে এই সকল সিপাহী সংগ্রহ করা হইবে । পাথেয় স্বরূপ সিপাহিদিগকে মাসিক ১০ । ১২ টাকা এবং আফিসর দিগকে দৈনিক ৬ । ৭ টাকা দিলেই হইবে । এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বন্য জন্তু বধের নিমিত্ত পুরস্কার দানে যে ব্যয় (মান্দ্রাজে এক একটী ব্যাঘ্র বধের নিমিত্ত ৫০ । ৬০ টাকা দিতে হয়) হইতেছে, বেডোস সাহেবের প্রস্তাবানুসারে কাজ করিলে অনেক ব্যয় লাঘব হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে যেমন পুরস্কার লোভ আছে ইহাদিগের সে প্রলোভন নাই । ইঁহারা তাঁবুতে বসিয়া পথ্য রুটী উপরি লাভ করিতে পারেন ।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, সম্প্রতি লক্ষ্ণৌএর অন্তর্গত আমালিগঞ্জের নবাব আসগর আলীকে একটী মহিষে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে । মহিষে কামড়ায়, গরুতে আঁচড়ায় ইহা এত দিন জানিতাম না, যাহা হউক কালের যেরূপ পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে, ইহার পর সাপে লোককে গুঁতাইতে আরম্ভ করিবে ।

২ রা আশ্বিন । বুধবার ।

বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই সেদিন এক ব্যক্তি বেগে গাড়ি হাঁকাইয়া যাওয়াতে, উহা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের গাড়ির উপর পতিত হয়, পুলিষ ম্যাজিষ্ট্রেট উহার অর্থ দণ্ড করেন । ঐ সপ্তাহে ঐরূপ আর দুইটী ঘটনা হয় । লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এবিষয়ে পুলিষ কমিশনরকে বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন । তিনি ইহার নিবারণার্থ রাস্তায় রাস্তায় পুলিষম্যান রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন । পুলিষ কমিশনর বলিয়াছেন এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আছে, কিন্তু তাঁহার মতে অশ্বারোহী পুলিষ ভিন্ন অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই । এই আজ্ঞায় অন্য কোন ফল হউক না হউক, ঠিকা গাড়ির ঘোড়া গুলির আর প্রাণপণে দৌড়িতে হইবে না ।

সে দিন মান্দ্রাজে একটী হিন্দু বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে । ইহা মান্দ্রাজে এই প্রথম হইল ।

৬ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২০১ জনের মৃত্যু হইয়াছে । ইহার পূর্ব্বসপ্তাহে ২৩১ জনের মৃত্যু হয় । ইহার মধ্যে ৫ জনের কেবল ওলাউঠায় মৃত্যু হয় ।

হাইকোর্টের আপীলেট বিভাগ ২২ এ সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে । ছুটীর সময়ে বিচারপতি ম্যাকফার্সন ও বার্চ সাহেব বিচার কার্য্য করিবেন । ১৯ এ সেপ্টেম্বর শুক্রবারের পর জজেরা আসিবেন না, কিন্তু আপীল গ্রহণ এবং অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য সোমবার পর্য্যন্ত আফিস খোলা থাকিবে । ২৩ এ সেপ্টেম্বর অবধি আফিস সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হইবে ।

২ রা আশ্বিন । বৃহস্পতিবার ।

সাংক্রামিক জ্বরাক্রান্ত দেশে ড্রেণেজ দ্বারা উপকার হয় কি না, তাহার পরীক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট বৈদ্যবাটিতে ৬০ বর্গ মাইল স্থান লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন । জল নির্গমনের পথরোধই যে সাংক্রামিক জ্বরের অন্যতর প্রধান কারণ এদেশের অনেক বিশেষজ্ঞ লোকের সেই মত । গবর্ণমেণ্ট যে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহার সত্যাসত্য নিরূপিত হইতে পারে ।

আসাম মিহির বলেন, সম্প্রতি গোয়াল পাড়ার পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এক জন দেশীয় উকীলকে " বজ্জাত " ও হারামজাদ " বলিয়া গালি দেন । উকীল বাবুটী সাহেবকে সেলাম করেন নাই এই তাঁহার অপরাধ । এরূপ কতকগুলি সেলাম ও ইংরাজী জুতা দিয়ে লাত প্রভৃতি কলিকায় ইংরাজ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে ।

পেট্রিয়টে একজন লিখিয়াছেন, সেদিন বিচারপতি জ্যাকসন একটী মকদ্দমা

বিচার করেন, কোর্টের উকীলদিগের পোষাক বিশেষতঃ পাগড়ী মাথায় দিবার ধরণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ছিলেন, কেবল কটাক্ষ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ঐ মকদ্দমায় যিনি উকীল ছিলেন, তাঁহাকে স্বাভিমত রূপে পাগড়ী পরাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। উকীল বাবুটী কিরূপ সাজিয়া ছিলেন, জজই বা কিরূপ সাজাইলেন আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্তের (সি, এস) ১১ ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবার কথা আছে।

হিলডেসবর্গে এবং গটনজেনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন স্ত্রীলোকদিগকে ছাত্রীরূপে তথায় প্রবেশ করিতে দিবেন না। কাল প্রভাবে যে উন্নতি স্রোত প্রবাহিত হয় তাহার প্রতিরোধ চেষ্টা নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি সিন্ধিয়া রাজার তালুদেশে একটী স্ফোটক হইয়া তিনি অতিশয় কষ্ট পান; পান আহার কিছুই করিতে পারিতেন না। হাকিমদিগের চিকিৎসায় আরোগ্য হওয়াতে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, উঁহাদিগকে নগদ ১২ হাজার টাকা ও কতক গুলি শাল দেন। দুইজন প্রধান হাকিমকে দুইটী পল্লী পুরস্কার দেন, ব্রাহ্মণ কয়েদীদিগকে কারামুক্ত করা হয় এবং সহস্র ফকিরকে আহার করান হয়। বড় লোকের সকলই বড়।

৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার।

শুনা যাইতেছে, আগামী শীতকালে মাঞ্চেষ্টরের ডিউক পুত্র কলত্র সহিত ভারত বর্ষ দর্শনার্থ আগমন করিবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুরের রাজার কালেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছেন; এবং বাবু অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তত্রত্য দেওয়ানী আদালতের জজ হইয়াছেন।

কলিকাতার পুলিস কমিশনর ওয়াকোপ সাহেব ২৩ এ অক্টোবর হইতে দুই বৎসরের বিদায় লইতেছেন।

গত জুন মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ১২৫২০৬ টাকা মূল্যের ৯৬৯৩ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

আমাদিগের সহৃদয় গবর্নর জেনরল লার্ড নর্থব্রুক কলিকাতার পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারিণী সভায় ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। কাম্বেল সাহেবকে আমরা কখন এরূপ অপব্যয় করিতে দেখিলাম না।

প্রথম শ্রেণীর সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ বহুকাল অবধি সুখ্যাতির সহিত গবর্নমেন্টের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া গবর্নর জেনরল তাঁহাকে “রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন, এ উপাধি লাভে আর সুখ নাই, আজি কালি ইহার ছড়া ছড়ি হইয়া পড়িয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় বঙ্গদেশের প্রায় সকল বিভাগেই বৃষ্টির আবশ্যক, বিশেষতঃ রাজসাহী পাটনা ও ঢাকায় বৃষ্টির অভাবে অধিক ক্ষতি হইতেছে, বর্দ্ধমানে জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে কিন্তু ওলাউঠা কমিতেছে।

গত সপ্তাহে কলিকাতায় ৫ বৎসর বয়স্ক একটী পর্টুগিজ বালকের অতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা হইয়াছে। সে ঘুড়ি উড়াইতে গিয়া ত্রিতালা বাটীর ছাদ হইতে পতিত হয়, সৌভাগ্যক্রমে জলপূর্ণ একটী নর্দ্দমায় পড়াতে মৃত্যু হয় নাই, সামান্য আঘাত লাগিয়াছে।

৫ই আশ্বিন শনিবার।

ইংলিসমান পাঠে অবগত হওয়া গেল সে দিন উমাচরণ বিশ্বাস, রামদয়াল কুণ্ড এবং শশি কুণ্ড নামক তিন ব্যক্তি বেলিয়াঘাটায় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে সন্ধি খনন করে। উহারা গৃহে প্রবেশ করিলে পর একটী শব্দ হওয়াতে সকলে জাগরিত হয়; উহারাও পলাইবার চেষ্টা পায়; পলাইবার সময় একজনকে ধরা হয়; কিন্তু আর দুই জন পড়িয়া উহাকে ছিনাইয়া লইয়া সকলেই প্রস্থান করে। পর দিন এক বেশ্যার বাটীতে উহাদের তিন জনই ধরা পড়িয়াছে। শিয়ালদহের মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হইতেছে। এই পূজা উপলক্ষে অনেককে প্রেসিডেন্সি জেলে ভোগ খাইতে হইবে।

সিন্ধুতে পুনরায় পঙ্গপাল উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি করে নাই।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছেন; কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল, কাজ কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন না। তিনি এক্ষণে কেবল দাবা খেলিয়া সময়াতিপাত করিতেছেন. তবে রাজ কার্য্য করিবার বাধা কি?

একজন পুলিষ ইনস্পেক্টর দোষ স্বীকার করাইবার জন্য একজনকে অত্যন্ত প্রহার করাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া ট্রিচিনপল্লি ট্রাঙ্কুইবারের সেসিয়নে জজ তাহার যে মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, হাইকোর্ট সে আজ্ঞার পরিবর্ত্ত করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সে দিন করাচির মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এক ব্যক্তি গিয়া এক আশ্চর্য্য প্রার্থনা করে। তাহার ২৬ বৎসর বয়স্ক একটী পুত্রকে আমেদাবাদের একটী স্ত্রীলোক বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, অতএব উহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট দেওয়া হয়। মাজিষ্ট্রেট এ বিষয় হস্তক্ষেপ করেন নাই। ছেলেটী নাবালক বলিয়া না কি?

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই সেপ্টেম্বর। দমদমায় প্রতিনিধি কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন ডবলিউ হপ কিন্সন সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন বারাক পুরের কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কাণ্টোনমেণ্টের ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

লেপ্টনণ্ট এম, এ, গ্রে যিনি সম্প্রতি আসাম বিভাগের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইয়াছেন, শিবসাগরে রহিলেন।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার গোয়াল পাড়ার একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী হইলেন এবং ডেপুটী কালেক্টর ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ ই সেপ্টেম্বর। কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি, গডফ্রে সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু কিছুদিনের জন্য তমোলুক বিভাগের ভার পাইয়া রাজমহলের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর সি, এ এস, বেডফোর্ড গোড্ডা উপবিভাগের ভার প হলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই. এম নরি সাহেব কিছুদিনের জন্য বেগুসরাই উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ক্ষেত্রনাথ দাস বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনরের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

জে মনরো সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাজসাহীর প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

মুরসিদাবাদের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ ডি, বার্টলসেন কিছু দিনের জন্য পূর্ণিয়ায় বদলী হইলেন।

১০ ই সেপ্টেম্বর। বাবু নবীনচন্দ্র রায় চট্টগ্রামের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

বাবু কৃষ্ণচরণবসাক ময়মন সিংহের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

বাবু কালীকান্ত মজুমদার নারায়ণ গঞ্জের সব রেজিষ্টার হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রমন কৃষ্ণ দে কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণনগর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সার্জ্জন এচ, ডবলিউ হিল কিছুদিনের জন্য বাকুড়ার সিবিল সার্জ্জনের প্রতিনিধি হইবেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর জে, ই, বি, জেফি শ্রীরামপুর এবং উত্তর পাড়ার একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন এবং এই উভয় স্থানের মিউনিসিপাল কমিশনর দিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর। ডবলিউ এচ, পেজ সাহেব পুরুলিয়াস্থ মিউনিসিপাল কমিটীর অন্যতর সভ্য হইয়াছেন।

সি. বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই সেপ্টেম্বর। অদ্য ৭০০০০০ টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই সেপ্টেম্বর। উলসলি সাহেব স্বগণ সহিত গোলড কোষ্টে যাত্রা করিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ সকল সামগ্রী জাহাজে করিয়া পাঠান হইতেছে।

জর্ম্মণ সৈন্যগণ ভাডন পরিত্যাগ করাতে তত্রত্য অধিবাসীরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। কোন গোলযোগ হয় নাই।

কার্থেজিনায় দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে।

গত সপ্তাহের মধ্যে পারিস নগরে ওলাউঠায় ১০৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

সেনাপতি উলসলি আসাণ্টি রাজধানী পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা ও রেলওয়ে করিবার মানস করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৬ ই সেপ্টেম্বর। গত কল্য এডিনবরার ডিউক লিবাডিয়ায় যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৯ এ এবং বোম্বাই হইতে ২২ এ আগষ্ট যাত্রা করে, উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

আমেরিকার কৃষিসভা অনুমান করিয়া দেখিয়াছেন এবার তথায় ৪০ লক্ষ গাঁইট তুলা জন্মিবে।

লণ্ডন ১৭ ই সেপ্টেম্বর। গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে এপ্রেল পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত আয়ের কতক টাকা জাতীয় ঋণ পরিশোধার্থ বিনিযোগ করা হইয়াছে।

সেনাপতি এ. হার্ডিঞ্জ বঙ্গদেশের অন্তর্গত সেনাদলের কর্তৃত্ব গ্রহণার্থ শীঘ্র ভারতবর্ষে যাত্রা করিবেন।

মাড্রিড হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তোলোসার নিকটে কার্লিষ্টেরা পরাভূত হইয়াছে উহাদের সংখ্যা ১৪০০০ ছিল।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীমঃ—কলিকাতা চডকডাঙ্গা আমরা বড় কবিতাপ্রিয় নহি বিশেষ দুর্গোৎসবের আগমনী সোমপ্রকাশের উপযুক্ত বোধ হইল না।

রায় বসু মহল্ল সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব যাহা তাহা এবারকার তদ্বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। এরূপ উপহাস বিদ্রূপপূর্ণ পত্র প্রকাশ করার আবশ্যকতা বোধ হইল না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুর। আপনার পত্রে ব্যক্তি বিশেষের উপর কটাক্ষ থাকাতে প্রকাশ করা গেল না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! এই হরিনাভি গ্রামে বহুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট রাস্তার অতি নিকটেই শবদাহ কার্য্যটী বন্ধ হইল না। এক্ষণে দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বোধ হয় শবদাহ কার্য্যটী গ্রামের অতি নিকট হইতে উঠাইয়া না দিলে ক্রমশই মেলেরিয়া বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এক্ষণে যেখানে শবদাহ করা হয় সে স্থানটী অতি ভয়ঙ্কর, অথচ গবর্ণমেণ্ট রাস্তার পার্শ্বেই। এক দিকে একটী খাদ। খাদটী মৃত কদলীবৃক্ষ ও নানা প্রকার দ্রব্যে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। এই সকল বৃক্ষলতা পচিয়া এমনি দুর্গন্ধ বাহির হয় যে নিকট দিয়া চলিতে কষ্ট হয়। শ্মশান ভূমির অন্যদিকে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী বিরাজিত পুষ্করিণীর জল দোষের পার নাই। দামে পরিপূর্ণ, কেবল একটী ঘাটে স্নান করিবার জন্য একটু খোলা আছে। এই রূপ নানা প্রকার দ্রব্যের সম্মিলন হওয়াতে স্থানটী বড় ভয়ঙ্কর হইয়া আছে। আবার "সোণায় সোহাগা" ইহার নিকট একটী বিদ্যালয়

আছে। এই বিদ্যালয়ে ১৫০।১৬০ জন ছাত্র প্রতিদিন নিয়মিত শিক্ষালাভ করে। ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত যেখানে এত লোকের সমাগম হয়, তাহার অতি সন্নিকটে এমন দুর্গন্ধময় স্থান কি রাখা উচিত; সচরাচর পিতা মাতারা রৌদ্রে দৌড়া দৌড়ি করিলে সন্তানদিগের স্বাস্থ্য হানির আশঙ্কায় শিশুদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এখানে সেই শিশুদিগের কত স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা তাহা সকলেই অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারিবেন। এই কয়েক বৎসর অবধি আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্রই পীড়িত। তাহার কারণ কি? কেবল বিদ্যালয়ের অতি নিকটেই শবদাহ কার্য্য। এক এক দিন এরূপ দুর্গন্ধ বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, যে তদুপলক্ষেই স্কুল বন্ধ করিতে হয়। এরূপ ভয়ানক অবস্থা কি গবর্ণমেণ্ট একবারও চক্ষের উপর আনিবেন না? এ সকল না দেখিয়া কি কেবল "মেলেরিয়া কিসে জন্মে "মেলেরিয়া কিসে জন্মে" বলিয়া চীৎকার করিলে কোন ফল হয়?

প্রায় ৭।৮ বৎসর গত হইল যখন এই হরিনাভি গ্রামটী বারুইপুরের মহকুমায় সন্নিবিষ্ট ছিল, তথাকার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট বঙ্কিম বাবু এই শবদাহ কার্য্য যাহাতে গবর্ণমেণ্ট রাস্তার উপর না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কিছুই কাজ হইল না। গ্রাম বাসীরা ওদিক দূর যাইতে হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেন; তাঁহারা বুঝিলেন না যে ইহা না করিলে দেশের পক্ষে কত অমঙ্গল সংঘটিত হইবে। যাহা হউক, সম্প্রতি সাউথ সুবরবন মিউনিসিপালিটির অধীন হওয়াতে ইহার নিবারণের কিঞ্চিৎ উপায় হইতেছে। এক দিন সভাপতি মহাশয় আসিলেন কোথায় শবদাহ কার্য্য অতঃপর নির্ব্বাহ হইবে দেখিয়া গেলেন, টাকা পাশ করিলেন, তৎপরে শুনিলাম সমুদায় টাকা বেহালাগ্রামে নিঃশেষিত হইয়াছে। বলিয়া আমাদিগের কিছুই হইল না এক দেশের টাক্স আদায় হইয়া অপর দেশের উপকার হওয়া নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। পিকক সাহেব এ বিষয়ে বোধ হয় মনোযোগ করেন না। তাহা হইলে শীঘ্র উপায় বিধান করিতেন!!!

একেত হরিনাভি গ্রাম মেলেরিয়া রোগে উৎসন্ন প্রায় হইতেছে তাহাতে এই সকল উপদ্রব! কত মাজিষ্ট্রেট, কত প্রধান প্রধান লোক স্বচক্ষে এই শবদাহ কার্য্য দেখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কেহই ইহার প্রতীকার চেষ্টা করেন নাই। হরিনাভি বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক মহাশয় যাহাতে এই সাধারণের অস্বাস্থ্যকর কার্য্যটী বর্ত্তমান স্থান হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাভিমুখে সরিয়া যায় তাহার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাঁহার একা চেষ্টায় কি হইবে। গ্রাম বাসীরা একবার তাঁহার সাহায্য করুন, আর কেনইবা সাহায্য না করিবেন কারণ তাঁহাদের সন্তানগণ ত এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহাদেরও ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

হরিনাভি
১৮ ই সেপ্টেম্বর
১৮৭৩

অনুগত
শ্রীঃ—

নীলকরের অত্যাচার।

নীলকর একটী সম্প্রদায়ের নাম। ইহারা প্রায়ই বিদেশীয়, সুতরাং এতদ্দেশীয় প্রজাগণকে স্বীয় বশতাপন্ন করিতে না পারিলে উক্ত সম্প্রদায়ের অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না। অনেক অনভিজ্ঞ লোকে এতদ্বিষয়ক কারণ জিজ্ঞাসু হইতে পারেন, কিন্তু ভরসা করি ক্রমশঃ নীলকরের অভিপ্রায় অবগত হইলে তাঁহাদিগকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। যাহা হউক, কোনরূপে প্রজাগণকে স্বীয় ক্ষমতাধীন করাই এই সম্প্রদায়ের প্রধান কার্য্য। যে গ্রামে প্রজারা কোন বিচক্ষণ লোককে তাহাদিগের পরামর্শ দাতা ও কর্ত্তকর্ত্তা মনোনীত করিয়া নীলকরের অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তথায় তাহাদিগকে অধীনে আনিতে তাঁহার অধিকতর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়। প্রথমতঃ প্রজাদিগকে নিঃসহায় করিতে পারিলে স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনায় উক্ত মহাশয়কে গ্রাম গমস্তার কার্য্য তাহাতে তিনি স্বীকৃত না হইলে কুঠীর দেওয়ানী, পরে নাএবী পর্য্যন্তও প্রদান করিতে সম্মত হন। তাহাতেও তাঁহাকে বশে আনিতে না পারিলে বহুতর অর্থ অশেষবিধ প্রলোভন অথবা ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় পক্ষে আনয়ন করিবার চেষ্টা পান। ইহাতেই কৃতকার্য্য হইলে যদি প্রজাগন হতোৎসাহ হইয়া অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল; কিন্তু এইরূপে যদি তাঁহাকে হস্তগত করিতে কৃতকার্য্য না হয় অথবা তিনি তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেও প্রজাগণ সে পক্ষ অবলম্বন না করে, তাহা হইলে তাঁহাদের আর কোন উপায়ের সাহায্য লইতে হয়। এই উপায় অপেক্ষাকৃত বহু ব্যয় সাধ্য। সেই সেই গ্রামের জমীদারকে আদায়ী জমার অধিক জমা দিয়াও বহুতর অর্থ নজর দিয়া ইজারা গ্রহণ করেন। ইজারা গ্রহণে অসমর্থ হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হয় পরে বলিব। ইজারা গ্রহণ করিয়া কি উপায়ে প্রজাগণকে শাসন করিতে হয় তাহাই প্রথমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই সম্প্রদায় জমীদার হইলে প্রজাদিগের মনে স্বাভাবিক ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহার কারণ এই যে উহাদিগের দৃঢ় সংস্কার জন্মে; নীলকর আমাদিগের মাটির রাজা, সুতরাং কোন না কোন সময়ে উহার অধীনস্থ হইতেই হইবে। অতএব এক্ষণে তাঁহার সহিত অকৌশল করিলে পরিশেষে ক্রোধানলে পতিত হইবে। প্রজাগণ কি নিরীহ। উহারা জমীদার ভিন্ন কাহাকেই জানেনা। জমীদার যাহা করেন তাহা তাহারা অকাতরে সহ্য করে। যাহা হউক, এই ভাবিয়া যদি উহারা নীলকরের অধীন হইল তাহা হইলেই দুরাত্মা সন্তুষ্ট হইল, নচেৎ ছলের অসম্ভাব নাই। তৎক্ষণাৎ কর বৃদ্ধির মকদ্দমা আরম্ভ হইল। নিম্ন আদালতে কোন প্রকারে নীলকর কতক টাকা বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। প্রজার ৫০ পঞ্চাশ টাকার জমা ৯০ নব্বই

টাকা ধার্য্য হয়। প্রজা কোথায় পাইবে? সর্ব্বপ্রথম গরু সকল ক্রোক করিলেন; তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়িল। এতদবস্থায়, উক্ত সম্প্রদায়ের শরণাগত হইবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সম্ভবতঃ কোন কোন ধনী প্রজা জেলায় আপিল করিল। আপিলের বিচার প্রায় ২।১ বৎসরে হইয়া উঠে না। ইহাতেও যাঁহারা শরণাগত হইলেন, কর বৃদ্ধির মকদ্দমা তাহাদিগের উপর আর চালাইলেন না। (এবার এই পর্য্যন্ত প্রকাশ্য দ্বিতীয়বারে এই স্থান হইতে ক্রমশঃ প্রকাশ্য) এই উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট পোঁওে এই উপায়ের প্রধান যন্ত্র। রাস্তা ঘাট প্রভৃতি গ্রামস্থ সমস্ত পতিত জমীতে নীল বোনা হয়; এবং প্রত্যেক গ্রামে নীলরক্ষক স্বরূপ ঠিকা লাঠিয়াল ২০।২৫ জন নিযুক্ত করা হয়। নীলকর মহাশয়ের হুকুম থাকে প্রজাগণের গরু যে খানে পাইবে নীল খাইয়াছে বলিয়া পোঁওে দিবে। শুনিতে পাই এই সকল নীল রক্ষক (তাগাদগিরি) দিগকে বেতন দিতে হয় না। উহারা প্রজাগণের গরু যে খানে পায় পোঁওে লইয়া যাইবার চেষ্টা পায়। প্রজাগণ প্রত্যেক গরুর নিমিত্ত পোঁওে ।/০ পাঁচ আনা জরিমানা দেওয়া অপেক্ষা তাহাদিগকে কিছু কিছু প্রদান করিয়া গরু লইয়া আইসে। তাহাতেই শুনিয়াছি উহারা বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকে। প্রজারও বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। এমন কি প্রজার কোন গরু বাটীতে বাঁধা রহিয়াছে কএক জন দুর্বৃত্ত আসিয়া দড়া খুলিয়া পোঁওে লইয়া চলিল। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন প্রজারা কোর্টে নালিশ করে না কেন? ইহারা নালিশ করা দূরে থাকুক, যদি ২।১ জন লোক সাক্ষ্য করিবার জন্য ডাক দিল, অমনি তাহারা ছাড়িয়া দেয়, কুঠীতে গমন করে; সাহেব দুই এক জনকে বেত্রাঘাত করিয়া কোর্টে পাঠাইয়া দেন, তথায় উহারা নালিশ করে যে প্রজাগণ আমাদিগকে মারপিট করিয়া গরু ছিনিয়া লইয়াছে। কেহবা ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষ্য। মামলায় যদি প্রজাগণের ফটক কিম্বা জরিমানা হইল তাহা হইলেই সন্তোষের বিষয়। না হইলেও মন্দ নহে, কারণ, প্রজার অর্থ ব্যয় হইয়াছে। দুর্ব্বল প্রজাগণ কত দিন এই ব্যয় ভার বহন করিবে। বশতাপন্ন হইল। নীলকরের অভিষ্ট সিদ্ধির বাধা রহিল না। এক্ষণে প্রজাগণ বিচারার্থী, সুতরাং বিচারকগণের বিষয়ে এই স্থানে কিছু বক্তব্য আছে। বিধির বিড়ম্বনা বশতঃ যে স্থানে অথবা যাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নীলকর বসতি করে, অথবা তাহার প্রাদুর্ভাব থাকে, তথায় প্রায়ই নব্য সিভিলিয়ান ভিন্ন অভিজ্ঞ বহুদর্শী মাজিষ্ট্রেটগণ ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায় না, নীলকর সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ইংরেজ সুতরাং তদ্দেশবাসী কোন নব্য সিবিলিয়ান তত্তৎ মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়া নীলকরের চরিত্রের কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। নিরীহ প্রজার প্রতিও তাঁহাদের মমতা জন্মে না। সুতরাং স্বদেশীয় লোকে নিঃসহায় প্রজাগণের উপর দোষারোপ করিয়া কোন কথা বলিলে বিশেষ বিশ্বাস্য হইয়া উঠিবে আশ্চর্য্য কি? ইহাতেই প্রজাগণ অনেক অযথার্থ মকদ্দমায় মর্ম্মভেদী কষ্ট প্রাপ্ত হয়! যাহা হউক, এই মাজিষ্ট্রেটগণই কিছুকাল এদেশে থাকিলে যখন নীলকরের চরিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞত লাভ করিতে পারেন, যখন তাঁহাদের বিচার শক্তি প্রশংসাস্পদ হইয়া উঠে নীলকর পীড়িত প্রজারা তখন আর তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর এ স্থানে গ্রহণ করিলাম। এখানকার নীলকর সমুদায় ইংলণ্ড দেশবাসী। বোধ হয় তাহাদেরই শুভাদৃষ্ট এবং প্রজাগণের দুরাদৃষ্ট বশতঃ এস্থানে কখন আমরা বাঙ্গালি হাকিম দেখিলাম না। যাহা হউক প্রজার নামে মিথ্যা ফৌজদারি মকদ্দমা করাই উক্ত সম্প্রদায়ের অভীষ্ট সিদ্ধির আর একটী প্রশস্ত উপায়। এই ফৌজদারি মকদ্দমার কিরূপ প্রকৃতি তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। ২।৩ জন সাহেব কোন মাঠে গমন করিয়া একজন ভূমিতে গড়াগড়ি দিলেন, টুপি ভাঙ্গিলেন, গাত্রে ধূলি মাখিলেন এবং পেণ্টুলেন ছিঁড়িলেন অপর কয়েক জন সাক্ষী থাকিলেন কুঠী আসিয়া স্বীয় গমস্তা মুহুরি প্রভৃতি কর্ম্মচারীবর্গকেও সাক্ষ্য শ্রেণী ভুক্ত করিয়া কোর্টে নালিশ করিলেন। নিম্ন আদালতের বিশ্বাস জন্মিল (কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে) আসামীর ফাটক হইল, প্রজাগণ ভয়ে বশতাপন্ন হইল। কে হাইকোর্টে গমন করিবে কে অব্যাহতি প্রার্থী হইবে, চার্লস মিয়ার ফরিয়াদী, আসামী মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মকদ্দমা ইহার যথার্থ প্রমাণ কত লোক হাইকোর্ট গমনে অশক্ত হইয়া এত কষ্ট ভোগ করে। মহেশ বাবু একজন ভদ্র লোক ও ধনী কার্য্যতঃ তিনি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিয়াছিলেন। সামান্য প্রজা হইলে ফাটকেই থাকিতেন। এইরূপে প্রজাগণ ক্রমাগত ফটক থাকিতে ও জরিমানা দিতে থাকে, পরে ক্রমে অসক্ত ও হীনবল হইয়া আসিলে অগত্যা নীলকরের অনুগত হইয়া অব্যাহতি লাভ করে নীলকরের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ আবিষ্কার হইয়া উঠে।" ইহার অবশিষ্ট আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।"

১ লা আশ্বিন ১২৮০ — শ্রীঃ—

—:০:—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! সাতিশয় ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে মেলেরিয়া নিবন্ধন মেদিনীপুরের উত্তর পূর্ব্বাংশের কয়েকটী পরগণা উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে। এ প্রদেশে প্রায় তিন বৎসর হইল মেলেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বৎসর অল্প পরিমাণে হইয়াছিল বটে, কিন্তু গত বৎসর হইতে প্রকৃতরূপে দেখা দিয়াছে। গত বৎসরে দেশের অধিকাংশ লোকই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। ভাগ্য ও পরমায়ু গুণে এবং স্থানান্তর গমনে যাহারা বাঁচিয়াছিল, এবৎসর আবার তাহারাই আক্রান্ত হইয়াছে। এখন অবধি মেলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহা আর ৩।৪

মান থাকিলে নিশ্চয়ই গ্রামগুলি লোক শূন্য হইবে।

সত্য বটে, দয়াবান গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধিক পরিমাণে মনোযোগ দিয়াছেন এবং ডাক্তার ও ঔষধ প্রেরণ দ্বারা মেলেরিয়াক্রান্ত প্রধান স্থান গুলির অনেক উপকার করিতেছেন, কিন্তু তবুও আমরা মুক্তকণ্ঠে ও কাতর স্বরে বলিতেছি যে, যেরূপ পীড়া তাহার অনুরূপ চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধান হইতেছে না।

পুলিশ কর্ম্মচারী ও ডাক্তারদের রিপোর্টের উপর নির্ভর না করিয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও পীড়ার কারণ ও তারতম্য জানিবার জন্য এক স্বতন্ত্র বিচক্ষণ লোক নিযুক্ত করিলে ভাল হয়; অথবা মেলেরিয়া পীড়িত গ্রাম সমূহের ভদ্র লোকদের কথা যদি শুনেন তাহা হইলেও অনেক জানিতে পারিবেন।

ডাক্তারদের স্বাধীন ভাবের চিকিৎসায় ও দাতব্য চিকিৎসায় অনেক অন্তর আছে, কিন্তু সাধারণের এরূপ সামর্থ্য নাই যে স্বাধীন ভাবে ডাক্তারকে আনাইয়া চিকিৎসা করেন লোকের অর্থ সামাথ্য আর নাই। দিনে দিনে লোকে জীবনে নিরাশ ও উৎসাহ হীন হইতেছে, আবার এ প্রদেশে এমন সঙ্গতিপন্ন লোক নাই যে তাঁহাদের দ্বারা দেশের কিছু উপকার হয়। উপরে ঈশ্বরও পৃথিবীতে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর উপায় নাই।

আমাদের বাস গ্রাম বলিহারপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বাসদেবপুর চাঁদপুর ও দাসপুর প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে ও আর্ত্তনাদ আর শুনিতে পারা যায় না। প্রত্যেক পরিবার মধ্যে একটী লোক ও ভাল আছে কি না সন্দেহ। অতএব ডাক্তার মহাশয়দের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন এই কয়েক খানি গ্রামের প্রতি বিশেষ যত্ন করেন। তাঁহারদের হস্তে এখন এদেশের লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে। পরিশেষে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের নিকট সবিনয় নিবেদন, যে তাঁহারা আরও কয়েক জন ডাক্তার এবং স্থান ও পীড়ার পরিমাণ ঔষধ প্রেরণ করেন।

জেলা মেদিনীপুর
পং চেওয়া
থানা দাসপুর
১৫ ই সেপ্টেম্বর
১৮৭৩

কস্যচিৎ
বলিহারপুর নিবাসিনঃ

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১২ ই সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায় জয়রামপুরের নীচে	৭	৬
তথা হইতে গড়িয়ার উপর ১২ মাইলের মধ্যে	১৫	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	১৮	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২১	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৫	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১২	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২৩	২১

বহরমপুর
১৫ সেপ্টেম্বর
১৮৭৩

শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ দত্ত হোসেঙ্গাবাদ ১০
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর ৫॥০
" " হরচন্দ্র চৌধুরী সিমুলিয়া ১০
" " মহেন্দ্রনাথ মল্লিক পাথুরিয়াঘাটা ৫॥০
" মুন্সি মহম্মদ ইস্‌মেদা সিন্দুরিয়া ১০
" রামগোপাল ঘোষ গোবিন্দপুর ৫॥০
" জেন্‌স লায়েল কোং—বহরমপুর ১০

—•—

১৮৭৩ অব্দের সেপ্টেম্বর ও ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামরামচন্দ্র—শ্রীবাটী।
" " নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেরগড়।
" " শ্রীনারায়ণ ঘোষাল—গঙ্গাটিকুরী।
" " লক্ষ্মীনাথ বড়ুয়া—নওগাঁ আসাম।
" " নবীনচন্দ্র সরকার—শোলাদানা।
" " উপেন্দ্রনাথ রায়—বসিরহাট।
" " ব্রজনাথ ঝা—ঠাকুর গাঁ
" " মতিলাল চট্টোপাধ্যায় সুতাহাটা।
" " উমাচরণ সুর—শ্রীহট্ট
" " কাশীবিহারি লাহিড়ী—কুমকল।
" " বিহারিলাল সেন—শ্রীরামপুর।
" " দিননাথ বসু—ধূলিয়ারি।
" " অমরচন্দ্র সেন—সিলিগুড়ি।
" " তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় কটক।

রাজ শ্রীছত্রনারায়ণ দেব বাহাদুর মানবাজার।

খড়দহ কুলীন পাড়া জুভিনাল এসোসএসন সভা।

" " চন্দ্রশেখর সান্ন্যাল—কুসুবাড়িয়া।
" " তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়— ক্লাক অব কোর্ট ছোট আদালত।
" " হরিশচন্দ্র ঘোষ—ডিহিমাধবপুর।
" " পুটীয়া ষ্টুডেণ্টস এসোসিএসন সভা।

লাইব্রেরি সোং রাচি ছোটনাগপুর
" কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁন জমীদার রাজবাটী।

দশঘরা স্কুলের হেড মাষ্টার
" " ভারতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কালীয়া ভাঙ্গা।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ২৮ এ আশ্বিন। ইং ১৮৭৩। ১৩ ই অক্টোবর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

১৮৬৮ অব্দের ১৫৫ এবং ২২০ নং মকদ্দমায়-যাহাতে শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসী বাদী ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি প্রতিবাদী থাকেন সেই মকদ্দমায় হাইকোর্ট হইতে যে নিষ্পত্তি হয় এবং ১৮৭১ অব্দের ৬ ই অক্টোবর তারিখে যে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, এবং গত মে মাসে পূর্ব্বোক্ত আদালত যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তদনুসারে মৃত সর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয়ের ইষ্টেট ভুক্ত নিম্নলিখিত মহল সকল পত্তনী দেওয়া যাইবে।

১ ম। কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত ১৫৬ নং ইষ্টেটের মধ্যে, গোকুলনগর, বিষ্ণুপুর ও শিখরবালী এই কয় পত্তনী তরফ ব্যতীত, এবং কিসমত পরগণে কলিকাতা মৌজে সুখচর ব্যতীত, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কিসমত পরগণে বরিদহাটীস্থিত সমুদায় ভূমি। ২ য়। ৩২৫ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত মুড়াগাছা পরগণার অন্তর্গত কিসমত উদয়পুর ও অমলহাড়া। ৩ য়। ১২৬৬ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি। ৪ র্থ। ১২৩৬ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি। প্রত্যেক তরফে যে সকল খাস কিম্বা ঠিকা মহল আছে এবং যে সকল লাকরাজ ভূমি অথবা হাট প্রভৃতি আছে সে সমুদায় ঐ পত্তনীর অন্তর্গত থাকিবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় মৃত সর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের একজিকিউটর শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্র মহাশয়দিগের, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং বাটীস্থিত আফিসে পূর্ব্বোক্ত পত্তনীর বিড্ গ্রহণ করা হইবে

যথা বিধি কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই পত্তনী হাইএষ্ট বিডারকে দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক তরফের এবং খাস কিম্বা ঠীকা মহল সকলের কিম্বা হাট প্রভৃতির খরচা বাদে; বর্ত্তমান উপস্বত্ব হাতে রাখিয়া ঐ পত্তনীর দর দেওয়া হইবে, এবং ঐ পত্তনীর মধ্যে পত্তনী গ্রহণ কারিদিগকে এরূপ লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে, যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অংশানুসারে যদি কখন স্বতন্ত্র কবুলীয়ত প্রার্থনা করেন তাহা দেওয়া হইবে। শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসী; কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব; কুমার ভুজেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং কুমার সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব।

পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জিত পরগণা এবং তরফ বাদ অপর সমগ্র জমিদারী এক লাটে কেহ লইতে চান, তাহাঁর আবেদন গ্রাহ্য হইবে. কিম্বা একটী একটী তরফ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য যদি কেহ অভিলাষী হন তাহাও লইতে পারেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সংবাদ জানিবার ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ কৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের আফিসে কিম্বা তাহাঁদের উকীল বাবু দিননাথ বসুর ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীস্থিত আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

ফৌজদারী কার্য্য বিধানের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আদালতসমূহের কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয়; বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-সমেত শ্রীযুক্ত এইচ, টি, প্রিনসেপ সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

হুগলী জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাসুল ৸০ আনা।

থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং

—ঃ০ঃ—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—ঃ—

" প্রত্ন-কম্র-নন্দিনী "

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাঁহারা ' প্রত্ন অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কম্র অর্থাৎ অভিলাষী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধনী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি ধীরাজ বাহাদুর ও নাটোরাধীশ্বর মহোদয় প্রভৃতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি; রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় ধনপতি সিংহ রায় বাহাদুর

প্রভৃতি; অনারেবল যষ্টিশ দ্বারকানাথ মিত্র ও কাশ্মীর রাজামাত্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি; " সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী " সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও " আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয় " প্রভৃতি। উলার বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আসামের চিদানন্দ চৌধুরী, তাঁতিবন্দের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, লক্ষ্মীপুরের পৃথ্বী রাম চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুধেন্দুমোহন দেবরায়, ছান্দড়ার অনঙ্গমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও কুলদাকিঙ্কর রায় প্রভৃতি, নেবুতলার (ধন্বন্তরি কল্প) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি; হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি; কাশীর (মৎস তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাহেশের (অভিনবয়ুহৎ) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

এতাদৃশ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য্য স্বাধীন যন্ত্রালয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবায় শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে সত্যযন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে যন্ত্রের কার্য্যে কিছুমাত্র আয় লক্ষিত না হই বায় উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ে স্বীয় স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক স্বপ্রদত্ত টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিবায়, তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে। যন্ত্রালয়টি সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্যে নিযুক্তও হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে উল্লিখিত ভাগীর ভাগ নষ্ট করে. যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হই[illegible] ইহার দায়ে (যন্ত্রটি ত সমূলে নষ্ট [illegible] রে) অধ্যক্ষকে লইয়াও টানাটা[illegible] অথচ এই ঋণশোধে প্রত্নকম্রগণে, সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রত্নকম্র নন্দিনীর গ্রাহক সূত্রে পরিচিত বা অপরি চিত ধনী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, প্রত্নকম্র মাত্রেরই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত মুদ্রা বিছু অধিক নহে। ভরসা করি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই ইহা আদায় হইতে পারে। (ইতিপূর্ব্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সত্যই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বত আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হইলেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

যাঁহার যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পুরঃসর " সোমপ্রকাশ " সম্পাদকের নিকটে বা " হিন্দুহিতৈষিণী " সম্পাদকের নিকটে কিম্বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী " সভাতে অথবা কলিকাতা ভীমঘোষের লেন ৩ নং ভবনে সত্য যন্ত্রে আমার সমীপে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

প্রত্নকম্র নন্দিনী ও সত্যযন্ত্রের অধ্যক্ষ

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে। কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত

কার্য্যাধ্যক্ষ।

—•◎•—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাসুল ।৴০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ॥০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ॥০ উঁহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জারি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা
লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তকও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

গুপ্ত যন্ত্র।

২৪ নং মৃর্জ্জাফর্স লেন; প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—০—

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস অব ডিজীজ্

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ॥০ আনা; উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বোটানি) ।৶০

৬ কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়স্য

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার গুপ্ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা ষাণ্মাষিক ৪॥ ত্রৈমাসিক ২৷৹ আনা।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শ্রেণী পরীক্ষায় স্থিতি বিজ্ঞান, বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ন্যাচুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি তালিকায় ফিজিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসঙ্ঘাত ও বলবিঘাত ভারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগ, বর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য সংক্রান্ত বিস্তর সমাহিত প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে; মূল্য ১৷৹ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য এক টাকা

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ॥০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

ভূগোল সার সংগ্রহ।

ইহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন ১৮৫৮ ও ১৮৬৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এন্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি. এ

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ আশ্বিন সোমবার।

গোয়েন্দা গিরি।

প্রজা এক জাতি, এক ধর্ম্মী ও এক দেশী, এবং রাজা অন্য জাতি, অন্য ধর্ম্মী ও অন্য দেশী হওয়ার অনেক অসুবিধা। এরূপ অবস্থায় দেশ অধিকার করিয়াও অধিকারের সম্পূর্ণ সুখ দুর্লভ। এই জন্যই কিছুদিন হইল একজন বুদ্ধিমান ইংরাজ বলিয়াছেন; আমরা ভারতবর্ষীয়দের শরীর অধিকৃত করিয়াছি; কিন্তু তাহাদের হৃদয় হস্তগত হইল না”। এই কারণেই গবর্ণমেণ্ট নিজের শাসনাধীন কোন শ্রেণীর অভ্যন্তরের কথা জানিতে পারিতেছেন না। যদিও রাশি রাশি সংবাদপত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা প্রকারে প্রজাদিগের ভাব ও অবস্থা রাজাদিগের গোচর করিতেছে তথাপি কত কথা যে সমাজের মধ্যে লুক্কায়িত রহিতেছে তাহার সংখ্যা হয় না কোথায় কত প্রকারে সবলের নিকট দুর্ব্বলের নিগ্রহ হইতেছে তাহার তত্ত্ব কয় জন রাখে? অন্যায় অত্যাচার দুষ্কর্ম্ম নিবারণের চেষ্টা বিধিমতে হইতেছে বটে, কিন্তু কয়টী অত্যাচার বা দুষ্কর্ম্মের কথা সমাজের উপর ভাসিয়া উঠে, সহস্র সহস্র অজ্ঞ দুর্ব্বল ও অসহায় ব্যক্তি যে প্রপীড়িত ও বিপন্ন হইয়া ক্রন্দন করে, তাহাদের রোদন ধ্বনি কয় জনের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়?

সমাজের এইরূপ অবস্থায় সহজেই মনে হয় যে হয় ত গোপনে গোপনে অনেক অত্যাচার, অনেক অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যাহা সাধারণের চক্ষের উপর উপস্থিত হয় না। এই জন্যই বোধ হয় লেপ্টনন্ট গবর্ণর সম্প্রতি এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন, যে জ্ঞাতসারেৎ কোন আইন-বিগর্হিত অপরাধ কৃত হইলে, সকলকে নিকটস্থ পুলিষে কিম্বা মাজিস্ট্রেটের নিকট তাহার সংবাদ দিতে হইবে। এই বিজ্ঞাপনের সহিত সেই সেই অপরাধের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। পুরাতন ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইনের ১৩৮ ধারাতে এই মর্ম্মের কথা লিখিত ছিল এবং বর্ত্তমান ফৌজদারি আইনের ৮৯ ধারাতেও এই আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর পুনরায় সকলকে সেই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এরূপ পুরাতন কথার উল্লেখ করিবার প্রকৃত অভিসন্ধি কি বুঝিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই; এতদিন ত এই কথা প্রচারিত হইয়াছে তথাপি এতদিন ইহার অনুসারে লোকে কার্য্য করিল না কেন? ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ কোন অপরাধের গোয়েন্দা হইলে প্রায় সংবাদদাতাকে বাদী হইতে হয় সুতরাং আবশ্যক অপবাদের প্রমাণোপযোগী সাক্ষী প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইতে হয়। সেই সকল বিষয়ে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে পারে এমন সুবিধা কয় জনের? দ্বিতীয়তঃ অত্যাচার নিবারণ এবং দুষ্টের দমনের জন্যই গোয়েন্দা হওয়া, কিন্তু সংবাদ দিয়াও সে অভিপ্রায় প্রায় পূর্ণ হয় না। পুলিষ তদন্ত করিবার জন্য আসিলেন, সেই উপলক্ষে অপরাধী হয় ত নিজ অপরাধ গোপন করিয়া ফেলিল অথবা রজতকান্তি দেখাইয়া পুলিষকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল; পুলিষ সবিশেষ অনুসন্ধানের পর প্রদত্ত সংবাদ অমূলক বলিয়া রিপোর্ট করিলেন। তৃতীয়তঃ কাহারো নামে কোন গুরুতর দোষারোপ করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিতে অক্ষম হইলে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। চতুর্থতঃ যাহার বিরুদ্ধে সংবাদ দেওয়া হয় তাহার সহিত চিরশত্রুতা স্থাপিত হয়। প্রত্যেক সময়ে এই রূপ গোয়েন্দার কার্য্য করিতে গেলে দেশশুদ্ধ লোকের শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে হয়। এই সকল কারণেই কেহ সহজে পরের বিবাদ নিজের স্কন্ধে লইতে চান না। এই সকল কারণেই অগ্রসর হইয়া অপরাধীকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সকলেই প্রায় সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন, কারণ পাছে সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত হইতে হয়। নতুবা অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে কিম্বা চক্ষের উপর কোন দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিলে কোন ভদ্রলোকের হৃদয় না গভীর কোপে আন্দোলিত হয়, যাঁহাদের ন্যায়পরতা বৃত্তি কিছুমাত্র বিকশিত হইয়াছে, তাঁহারা কি কখন সমাজের শত্রুদিগকে নিষ্কণ্টকে ও অবাধে পাপাচরণ করিতে দেখিয়া অম্লানমুখে আহার বিহার করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের যতই সুশাসন হউক না কেন সকল প্রকার অত্যাচার ও অসদনুষ্ঠান নিবা-

রণের ইচ্ছা যতই বলবতী হউক না কেন, অপরের সাহায্য ব্যতীত সকল গুপ্ত কথা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই সকল গুপ্ত অপরাধ আবিষ্কার ও গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার উপায় পুলিস, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পুলিস কর্ম্মচারিদিগের যেরূপ ঔদাসীন্য এবং তাহাদের ধর্ম্মনীতি যেরূপ নিকৃষ্ট তাহাতে সে আশা করা দুরাশা মাত্র।

আমরা কয়েকটী ঘটনা জানি যেখানে সংবাদ দিয়াও কোন ফল হয় নাই বরং পুলিস, কর্ত্তৃক অপমানিত হইতে হইয়াছে। যতদিন না পুলিসের কৃষ্ণপরিচ্ছদ মুখ সর্ব্বস্ব নিদ্রালু এবং অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারিরা তাহাদের কার্য্যে মনোযোগী হইবে, যত দিন না তাহারা ভদ্রলোকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিখিবে, যত দিন না আদালতের শোণিত-শোষক রাক্ষসেরা শাসিত হইবে এবং আদালত ভদ্রলোকের গম্য স্থান হইবে, ততদিন লোকের উপর কষা কষি করা বিফল। এখনো বিচারকেরা প্রায় কি বাদী, কি প্রতিবাদী, কি সাক্ষী সকলকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক স্থির করিয়া বিচার আরম্ভ করেন; এরূপ স্থলে কোন ভদ্রলোক সেদিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হইবেন? যাঁহাকে দুই বারের অধিক আদালতে দেখিতে পাওয়া যায়, আদালতের এবং বাহিরের লোকে তাঁহাকে সাক্ষী ব্যবসায়ী স্থির করিয়া বসে। পুলিস ও আদালতের এরূপ হীনাবস্থা থাকিতে কোন ভদ্রলোক গোয়েন্দা হইতে পারেন না। বিশেষ হিন্দুদের চক্ষে গোয়েন্দাগিরি অতি নীচ কার্য্য। অপরের দোষাবিষ্করণ করিয়া তাহাকে বিপদস্থ করা হিন্দুর হৃদয়ের পক্ষে ভয়ানক নৃশংসতা। অপরাধীকে ধরাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে আশ্রয় দেওয়া আইন বিগর্হিত জানিয়াও অনেকে দয়ার অনুরোধে আশ্রয় দিয়া থাকেন।

অতএব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অপরের উপর কষা কষি না করিয়া যদি পুলিস বিহারী নবাবদিগকে একটু সজাগ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা।

✓ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের নিয়তি।

আমরা গতবারের সোমপ্রকাশে "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র" নামক প্রস্তাবে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহার প্রায় সকল বলিয়াছি; কিন্তু আরও কিছু বলা উচিত বোধ হওয়াতে পুনরায় এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে হইতেছে। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ত সকলের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছে; এদিন "পিওনিয়র বলিলেন, ইহাদিগকে দমন কর" ওদিন ইংলিসম্যান বলিলেন, এই বিবেচনা শূন্য চীৎকার; পটু নিষ্কর্ম্মাদিগকে শাসন কর, এই রূপে ত ইংরাজী সংবাদ পত্রদিগের অধিকাংশই মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের উপর কটাক্ষ করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের আক্রোশ কিম্বা আক্রমণে ভীত হইবার কারণ অতি অল্প; কিন্তু কিছুদিন হইল সূক্ষ্মদর্শী ষ্টিফেন সাহেব এক আইন রূপ মেঘের সঞ্চার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার গর্জ্জন ধ্বনি যদিও সম্প্রতি বিরত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সেই মেঘের মধ্যে যে ভীষণ বজ্র নিদ্রিত আছে, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। আবশ্যক হইলে এবং সময় উপস্থিত হইলে, কালে সেই বজ্র বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের মস্তকে পড়িতে পারে। সে আশঙ্কা ও বিশেষ চিন্তার কারণ নহে; কারণ তাহা আইন। কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রদিগের নিয়তি অন্যরূপে চিহ্নিত হইবার বিশেষ কারণ এই যে তাহাঁদের উপর আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কোপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। কাম্বেল সাহেব যে কি ধাতুর লোক তাহা এত দিনে সকলে এক প্রকার বুঝিয়াছি। তিনি তাহাঁর দেশের পূর্ব্ব-পুরুষ ম্যাকবেথের ন্যায় ইচ্ছা ও কার্য্যের মধ্যে বড় অন্তর রাখিতে চান না। কলিকাতায় পা দিয়াই রবার্ট সাহেবকে সসপেণ্ড করা, ব্রেডলি সাহেবকে সাত সমুদ্র ও তের নদীর জল পান করান; এবং গেডিস সাহেবকে পদচ্যুত করা এই সকল কথা স্মরণ করিয়া কে না তাহাঁর ভ্রূকুটিকে ভয় করিবে। আমরা কেবল তাহাঁর স্বজাতীয়দিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম; কারণ ইহা হইতেই এদেশীয়দিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহারের সম্ভাবনা তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সেই জন্যই আমরা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি, পাছে মহারাজা কাম্বেলের চক্ষু আমাদিগের উপর পড়ে। কিন্তু অবশেষে বোধ হয় তাহাই ঘটিল; আমরা নিম্নে তাঁহার রাজধানী শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্ট বিষয়ক আদেশ হইতে কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিতেছি—

"লোকে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে যে দেশের সর্ব্বসাধারণের উপর বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের ক্ষমতা অল্পই। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বিবেচনায় বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে বলিয়াছেন,—সাধারণ লোকের যে গবর্ণমেণ্টের উপর এত অবিশ্বাস, বাঙ্গালা সংবাদ পত্রেরা তাহার প্রধান কারণ" সে কথা অনেক পরিমাণে সত্য। এই সম্বন্ধে কমিশনর সমানি সাহেব বলেন "আমার বিবেচনায় এতৎপ্রদেশে বাঙ্গালা সংবাদপত্র মঙ্গলের কারণ না হইয়া অমঙ্গলের কারণ হইতেছে। এই সকল পত্র হইতে কোন বিশেষ উপকার দর্শে না, বরং এতদ্দারা

এপ্রদেশীয় শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে চঞ্চলতা ও বিরাগের উৎপত্তি হয়। এই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি নিজে কোন মত স্থির করিতে পারে না, কেবল মাত্র সংবাদ পত্রের মত লইয়াই চলে—

আমরা গত বারে প্রায় এই সমস্ত কথাই বলিয়াছি। বাস্তবিক আমাদিগের কতকগুলি সহযোগীর অনবধানতা ও অদূরদর্শিতানিবন্ধন যে এই রূপ অপকার হইতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারা অনর্থক গণ্ডগোল করিয়া বিশেষ কোন উপকার করিতে পারুন আর না পারুন, হয় ত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের স্বাধীনতা হানির কারণ হইতে পারেন। ভাল হউক মন্দ হউক গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিব, ঘৃণা ভিন্ন কৃতজ্ঞতা দেখাইব না; কোন প্রকার দুরভিসন্ধি না পাইলে ও গূঢ় দুরভিসন্ধির আরোপ করিব, এপ্রকার প্রতিজ্ঞা সম্পাদকের সত্যপ্রিয় ও পক্ষপাত-শূন্য ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। ইংলণ্ড দয়ার অনুরোধেই অথবা পরকালে মঙ্গলগতির আশাতেই ভারতবর্ষের গুরুভার মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন; কৃতজ্ঞতা ভিন্ন ভারতবর্ষীয়দিগের অন্য কথা হওয়া উচিত নহে; এরূপ প্রস্তাব আমাদিগের নিকট যেমন অসত্য ও অসঙ্গত বোধ হয়; আর ইংলণ্ড ভারতবর্ষের কখন কোন উপকার করেন নাই এবং করিবার ইচ্ছাও করেন নাই; ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভিন্ন ভারতবর্ষ বাসীদিগের নিকট হইতে ইংলণ্ডের অন্য কিছু প্রাপ্য নাই; একথাও সেইরূপ অন্যায় এবং অসঙ্গত মনে হয়। স্বদেশ [illegible] ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ক[illegible] তাহা আমাদিগের ভ্র[illegible] তা[illegible] চলেন, তাহা হইলে [illegible] ইচ্ছা আকর্ষণ করিতে পারেন। অসার চীৎকার ছাড়িয়া যদি সার কথার আলোচনা করেন এবং দেশের লোকদিগকে ন্যায় নীতি এবং সুবিচার শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা বিশেষ ইষ্ট সাধিত হয়।

—০—

জমীদার, প্রজা ও গবর্ণমেণ্ট।

কিছুদিন হইল উভয় সঙ্কট শিরোনামে আমরা একটী প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমরা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলাম তিনি আজিও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন না। বস্তুতঃ এস্থলে গবর্ণমেণ্টের যে কি করা কর্ত্তব্য, তিনি তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পাবনা ও বগুড়ার জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব স্থাপনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইতেছে। সুযোগ্য কমিশনর মলনি সাহেব এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজা প্রমথনাথ রায় প্রজাদিগের অভিযোগ শ্রবণ ও সদুপায় বিধানের জন্য নিজে তাঁহার বগুড়া জেলার অন্তর্গত জমিদারিতে গমন করিয়াছেন, বিখ্যাত রায় ধনপত সিঙ অন্যায় কর কিম্বা কোন প্রকার বাব গ্রহণ করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কলিকাতার ঠাকুরদিগের কর্ম্মচারীরাও মোলানি সাহেবের সাক্ষাতে প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রজাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। এ সকল ত হইল। এ সকল উপায়ে পাবনা কিম্বা বগুড়ার প্রজারা শান্ত হইতে পারে; কিন্তু এপ্রশ্ন ত আর এক্ষণে কেবলমাত্র পাবনা কিম্বা বগুড়াতে বদ্ধ নহে। অন্যান্য স্থানের প্রজারাও ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহারা ন্যায্য খাজনাও দিতে চাহেনা। বোধ হয় খাজনার হিসাবে যাহা জমা দিবে তাহা বাবের হিসাবে কাটা যাইবে, পুনরায় সমগ্র খাজনা দেয় হইবে, এই আশঙ্কায় যতদিন না অতিরিক্ত বাব গ্রহণ সম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় ততদিন খাজনা পর্য্যন্ত দিতেছে না। যাহা হউক যে প্রশ্নটী উঠিয়াছে তাহা অত্যন্ত গুরুতর। যে প্রকারে হউক ইহার মীমাংসা না হইলে কোন পক্ষের শান্তি নাই। কিন্তু লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের যে দুই একটী কথা জানা গিয়াছে তাহাতে তিনিও যে কোন বিশেষ মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। রাজসাহির শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টের উপর তিনি যে আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন, এই রিপোর্টে উল্লিখিত কতকগুলি সুস্পষ্ট চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে পূর্ব্বাপেক্ষা রাইয়তদিগের মনে অধিক স্বাধীনতার ভাব জন্মিতেছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা তাহারা আপনাদের স্বত্ব এবং অধিকার অধিক বুঝিতে পারিতেছে। দেশের সর্ব্বসাধারণের ধারণা যে অদ্যাবধি ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ যেমন অনির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত উন্নত সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছেন যে এবিষয়ে উন্নতি হইতেছে এবং এই সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইবে। কিন্তু তিনি ভয় করেন যে এখনকার আদালত সকল যেরূপ ধনী ও আইন ব্যবসায়ী লোকে পরিপূর্ণ, সেস্থানে গিয়া বিবাদের মীমাংসা করা দরিদ্র প্রজার পক্ষে সুখের হইবে না এবং যতদিন উভয়পক্ষ ন্যায়সঙ্গতরূপে বাধ্য, করে ততদিন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তে আইনের মীমাংসা স্থাপিত করা তাঁহার ইচ্ছা নহে।” লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর

যে আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা সমূলক বোধ হয়। বাস্তবিক আদালতের ও আইনের বর্ত্তমান অবস্থা থাকিতে সে দ্বারে গিয়া যে প্রজার কষ্ট দূর হয় এমন আশা করা যায় না। আবার এদিকে নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগকে জমিদারের ইচ্ছার তলে ফেলিয়া রাখাও উচিত বোধ হয় না। দেশের অধিপতি ভিন্ন তাহাদের অরক্ষিত মস্তককে রক্ষা করে কে? সেই কোটি কোটী নির্ব্বাক জীব, যাহারা জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া চিরদিন অন্ধকারে বাস করিতেছে, যাহাদের সংবাদপত্র নাই এসোসিএশন নাই, মনের কষ্ট জানাইবার অন্য কোন উপায় নাই, তাহাদের হইয়া বলে অথবা ভাবে কে? এই উভয় পক্ষের বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে কিম্বা আইনের দ্বারা মীমাংসা করিতে গেলে, কেবল উভয় পক্ষের ক্লেশ বৃদ্ধি করা হয়, এই ভয়ে কাম্বেল সাহেব সেদিকে হঠাৎ অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু এখন হস্ত ধৌত করিয়া বসিবার ত সময় নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট নিজে জমিদারদিগকে সৃষ্টি না করিতেন, ইংরাজী আইনরূপ লবণাম্বু আনিয়া যদি পুরাতন হিন্দু “গ্রাম্য” শাসন প্রণালী নষ্ট না করিতেন, যদি অন্ততঃ মুসলমানদিগের ন্যায় হিন্দু গ্রাম সকলকে হিন্দু প্রণালী অনুসারে সকল কার্য্য করিতে দিতেন তাহা হইলে প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিবার লোক থাকিত। গ্রামের পঞ্চায়েত দ্বারা তাহাদের দেয় কর নির্দ্ধারিত হইত এবং বিবাদের মীমাংসা হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আপনা হইতে সে সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। একবার ইংরাজী আইন প্রয়োগ করিয়া হিন্দুদিগের চিরন্তন প্রণালী, নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন আর আইন প্রয়োগে কুণ্ঠিত হইলে কি হইবে? হয় আমাদের প্রথম প্রস্তাবানুসারে প্রজাদিগের সহিত চির স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের স্বত্ব ও অধিকারের সীমা নির্ণয় করিয়া দিন, নতুবা আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবানুসারে ১০। ১৫ বৎসর অন্তর সকল প্রদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মত খাজনার হার স্থির করিয়া দিন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে ভুস্বামি করা হইয়াছে; কিন্তু লাঙ্গল যাহাদিগকে ধরিতে হয় ভুমির উপর তাহাদের স্থায়ী স্বত্ব না হইলে ভুমির উপর তাহাদের মায়া ও স্নেহ না জন্মিলে প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব।

জমিদারদিগকে সৃষ্টি করিবার সময় বোধ হয় লর্ড কর্ণওয়ালিস বিবেচনা করিয়াছিলেন, এক শ্রেণী ধনী ও ভুস্বামি লোক থাকিলে তাহারা অসময়ে নিশ্চয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিবেন এবং সময় বিশেষে সাহায্য করিবেন। কিন্তু আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক আশঙ্কা করিয়া গিয়াছেন যে, যদি কালে কখন এই শ্রেণী প্রজাদের সহিত এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে রাজ্য রক্ষা ভার হইবে এবং এ আশঙ্কা অমূলকও নহে; কারণ আমরা ত ইতিহাস পাঠে জানিয়াছি ইংলণ্ডের রাজাদিগকে দেশের ধনী ও লর্ডদিগের ভয়ে চিরকাল কিরূপ শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। বিপদের সময় যেমন এক একবার এই লর্ডেরা রাজাকে রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি সময়ে সময়ে প্রজাদিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহাকে ঘোর বিপদস্থ করিয়াছেন। অতএব লর্ড কর্ণওয়ালিসের আশা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির শঙ্কা উভয় নিতান্ত অমূলক নহে। পাবনার বিদ্রোহ উপলক্ষে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর রাইয়তদিগের দিকে পক্ষপাত দেখাইতেছেন বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে এরূপ অবিবেচনার কার্য্য করাতে ফল এই হইবে যে অবশেষে জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া প্রজাদিগের সহিত মিলিত হইবে এবং দ্বিতীয় লেখকের আশঙ্কা পূর্ণ হইবে; কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন তাহা হইলে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবে। তাঁহাদের বিবেচনায় এ বিবাদে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

আমরা বলিতেছি গবর্ণমেণ্টের কোন শ্রেণীর দিকে পক্ষপাতী হওয়া উচিত নহে; কিন্তু সকল প্রকার অত্যাচার নিবারণ এবং ন্যায় বিচার করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত। জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি অবধি এই ৮০ বৎসরে বঙ্গ সমাজ আর এক ভাবে গঠিত হইয়াছে, সকল বিষয়ে এক প্রকার শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে, এখন সেই শ্রেণীর উচ্ছেদ করিলে বিষম গোলযোগের সম্ভাবনা। আবার হস্তক্ষেপ করিব না বলিয়া উদাসীন হইলেও প্রজারা বাঁচে না। অতএব এই সময়ে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের বিশেষ দৃঢ়তার আবশ্যক। কোন শ্রেণীর ক্ষতি করিয়া অপরের লাভ হউক আমাদের ইচ্ছা নহে; কিন্তু অপক্ষপাতে বিচার হউক, সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলেরা রক্ষিত হউক, নিরাশ্রয় অজ্ঞান ও নির্ব্বাক প্রজাদের দুঃখের রাত্রি অবসান হউক, এই আমাদের প্রার্থনা।

বিবিধসংবাদ।

৭ই আশ্বিন সোমবার।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের রেশম চাষের উৎকর্ষ বিধান করিয়া অতিশয় সুখ্যাতি ভাজন হইয়াছেন। মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে খেলাত দিয়া-

ছেন, এবং তাঁহার বেতন ১৩০০ টাকা হইতে ২৩০০ টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। মহারাজা প্রকাশ্য সভায় অনেক প্রজাকে পারিতোষিক দিয়াছেন এবং বিবিধমতে উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন। পঞ্জাবের লেপ্টনেন্ট গবর্নর ফরসিথ সাহেব এই রেশমের কারখানা করণ প্রণালী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। নীলাম্বর বাবু যেরূপ সুযোগ্য লোক আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি কাশ্মীরের বিশেষ উপকার করিবেন।

লেপ্টনেন্ট গবর্নর সম্প্রতি এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে আজ্ঞানুসারে নিম্নলিখিত অপরাধগুলি কৃত হইলে সর্ব্বসাধারণকে তাহার সংবাদ দিবার জন্য বাধ্য করিয়াছেনঃ—১ম। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা কিম্বা যুদ্ধ বিষয়ে সাহায্য করা। ২য়। পূর্ব্বোক্ত অপরাধ করিবার জন্য জটলা করা কিম্বা ভয় প্রদর্শন অথবা বলপ্রকাশ দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেণ্টকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করা। ৩য়। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মানসে অস্ত্র শস্ত্র বারুদ প্রভৃতি কিম্বা সৈন্য সংগ্রহ করা। ৪র্থ। গবর্নর জেনেরল কোন প্রেসিডেন্সির গবর্নর লেপ্টনেন্ট গবর্নর কিম্বা কোন মন্ত্রি সভার সভ্যকে আক্রমণ করা কিম্বা বল প্রকাশ দ্বারা ভীত করিবার চেষ্টা করা। ৫ম। গবর্নমেণ্টের প্রতি লোককে বিরক্ত করিবার চেষ্টা করা। ৬ষ্ঠ। মহারাণীর কোন মিত্র রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কিম্বা তাহার রাজ্যের অপকার করা। ৭ম। কোন কারারুদ্ধ বন্দীকে মুক্ত করা কিম্বা মুক্ত করিবার চেষ্টা করা অথবা কোন পলায়িত বন্দীকে আশ্রয় দেওয়া। ৮ম খুন। ৯ম দাঙ্গাকারি কর্ত্তৃক হত্যা। ১০ম। খুন [illegible], এরূপ নরহত্যা [illegible] হইয়া [illegible] লও [illegible] ডাকাত [illegible] ১৫শ [illegible] বার চেষ্টা [illegible]

সাংঘাতিক অস্ত্র হস্তে ডাকাইতি করা। ১৭শ ডাকাতির জন্য যোগাড় যন্ত্র করা। ১৮শ। ঘরে আগুন দেওয়া। ১৯শ। কোন ভয়ানক অপরাধ করিবার জন্য বলপূর্ব্বক কাহারও বাটীতে প্রবেশ করা। ইত্যাদি।

৮ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

হাইকোর্ট সম্প্রতি এক নিয়ম প্রচার করিয়াছেন তাহাতে এই আদেশ করিয়াছেন যে যাহাদিগকে হাইকোর্টে ওকালতি করিতে হইবে তাহাদিগকে ত বি এল পরীক্ষা দিতেই হইবে, ইহা ভিন্ন দুই বৎসর কাল কোন আটর্নি কিম্বা উকীলের আর্টিকেল ক্লার্কের কাজ করিতে হইবে কিম্বা কোন মফস্বল আদালতে ৪ বৎসর নিয়মিতরূপ ওকালতি করিতে হইবে। তাহার পর এই সকলের সার্টিফিকেট এবং সচ্চরিত্রের সার্টিফিকিট দিলে তাহারা হাইকোর্টে প্রবেশের অনুমতি পাইবেন। একেবারে আভাঙা উকীল না লইয়া হাইকোর্ট একটু পাকাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন সে ভালই।

৯ ই আশ্বিন বুধবার।

জাপান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় কুকুরের উপর একটী টাক্স ধরা হইয়াছে। আমাদিগের রাজপুরুষগণের মস্তিষ্কে এরূপ একটী টাক্স উদয় হয় নাই কেন বলা যায় না।

দিল্লি গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর সিয়ার আলী পীড়িতাবস্থায় বলিয়াছিলেন "আমি ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাঁহারা আফগানস্থানে আইসেন আমার এ ইচ্ছা নয়।" কেবল আমীরের কেন আফগানস্থানের অনেকের এমন ইচ্ছা নয় যে ইংরাজেরা তথায় গমন করেন।

মর্নিংষ্টার বলেন, এলোকেশীর পিতা নীলকমলের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণার্থ সভা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

পঞ্জাবের সহিত ইয়ারখণ্ডের বিলক্ষণ বাণিজ্য চলিতেছে। সম্প্রতি লাডক হইতে প্রায় ৫ শত ঘোটক বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া গিয়াছে এবং প্রতি দিন আরো দ্রব্যাদি যাইতেছে।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, সম্প্রতি মান্দ্রাজ রেলওয়ের টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়র জি কে, উইন্টার সাহেব এক নূতন প্রণালীতে টেলিগ্রাম প্রেরণের উপায় আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ইহাতে এক সময়ে একটী তার দ্বারা উভয় দিকেই সংবাদ প্রেরা যায়। কিছু দিন হইল ডার্ল সাহেব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এইরূপ উপায়ে টেলিগ্রাম পাঠান যায়।

১০ ই বৃহস্পতিবার।

কনষ্টাণ্টিনোপলের একখানি সংবাদ পত্রে বলেন, তুর্কির সুলতান পারস্যের শাহা এবং মিশরের শাসনকর্ত্তা এই তিন জনেরই বয়স এক। এই তিন জনই ১৮৩০ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

বরদার গুইকুমার বলিয়াছেন অতঃপর রেসিডেণ্ট কেরির পরামর্শানুসারে তিনি বরদার শাসন কর্য্য করিবেন। তিনি স্বীয় রাজ্য মধ্যে বিচারালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা উহার কার্য্য সম্পাদনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সুরাটের সুবর্ডিনেট জজ মকুনরাও মুনিরাওকে বরদার হাইকোর্টের জজ হইবার জন্য টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। গুইকুমার ক্রমে সোজা হইয়া আসিতেছেন।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, পৃথিবীতে ১৩০০০০০০০০ লোকের বাস আছে, ইহার মধ্যে বর্ষে বর্ষে ৩৩০০০০০০ অথবা প্রতিদিন ৯০০০০ কিম্বা প্রতি মিনিটে ৬০জনের মৃত্যু হয়। মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা বড় অধিক নয়।

মর্নিংষ্টারে নিম্নলিখিত বিষয়টী লিখিত হইয়াছে। এক জন চিকিৎসক একটী রোগীর চিকিৎসা করেন, রোগীর মৃত্যু হইলে চিকিৎসক যাহার উপর তাহার বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাহার নিকটে ঔষধ ও দর্শনীর বিল লইয়া গিয়া বলিলেন, আপনি যদি এই বিলের টাকা

সত্য বিষয়ে সন্দিহান হন, আমি শপথ করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি উত্তর করিলেন "আপনাকে শপথ করিতে হইবে না, আপনি যে চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহার মৃত্যুই তাহার পরিচয় দিয়া দিতেছে" এই বলিয়া টাকাগুলি ফেলিয়া দিলেন।

১১ই আশ্বিন শুক্রবার।

গ্রামদূত বলেন ৩ বৎসর পূর্ব্বে একজন মুসলমান এদেশে আসিয়া বলে যে আরব দেশের এক পর্ব্বতের উপর একটি নারিকেল বৃক্ষ জন্মিয়াছে, অতএব এদেশে মুসলমান রাজত্ব পুনঃস্থাপিত হইবে। এখন সেই ব্যক্তি গ্রামবাসীদিগের নিকট বলিয়া বেড়াইতেছে যে সেই নারিকেল গাছের ফুল হইয়াছে অতএব আর ১৫ বৎসর পরে ভারতের সিংহাসনে মুসলমান রাজা উপবিষ্ট হইবে দেখিতে পাইবে। এ ব্যক্তি কি আফিঙ্গ গাঁজা বা তাস দিয়া বেড়াইতেছে ?

"মিরাটের ভাওলপুরস্থ কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত ২৩এ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রত্যুষে টেবিলের গোল পায়ার মত একটী আলোকস্তম্ভ আকাশের পূর্ব্বভাগে হঠাৎ দৃষ্ট হয়, তাহা অগ্নি শিখা উদগীরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে; কিন্তু কোন প্রকার অনিষ্ট করে নাই। ইহার প্রভাবে উষার গোধূলি সময় হঠাৎ মধ্যাহ্নের ন্যায় আলোকময় হইয়া উঠে। আলোক স্তম্ভ এত বেগে বায়ু মধ্য দিয়া গমন করে যে তাহাতে বজ্রধ্বনি অপেক্ষা গম্ভীর নাদ শ্রুত হয় এবং চলিয়া গেলে একটী প্রবল বাত্যা উত্থিত হয়।"

১২ই আশ্বিন শনিবার।

আমেরিকায় কাঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে হত্যাপরাধে একজন অন্ধের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনের প্রায় তাবৎ সংবাদপত্র আসাণ্টি যুদ্ধে সংবাদদাতা প্রেরণ করিতেছেন।

বেলফাষ্ট নিউস লেটারে একটী স্ত্রীলোক লিখিয়াছেন, পারস্যের সাহা যে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে তিনি ৮ হাজার ভিক্ষাপত্র পান। তিনি ঐ পত্রগুলি সিন্দুকে করিয়া পারস্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি ঐ পত্রগুলি একটী চিত্রশালিকায় রাখিবেন মানস করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, বোম্বাইয়ে একটী স্ত্রীলোক তাহার একটী শিশুকে ভূমিতে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলে। উহার ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। এ সংবাদে আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না।

১৪ই আশ্বিন সোমবার।

ইংলিসম্যান পাঠে জানা গেল যে লণ্ডন নগরে "ডেলি টেলিগ্রাফ ১৭০০০০ সংখ্যা মুদ্রিত হয়, ষ্টাণ্ডার্ড ১৪০০০০ ডেলিনিউস ৯০,০০০, ইকো ৮০,০০০ টাইমস ৭০,০০০। লণ্ডনের সমুদয় সংবাদ পত্রের সমষ্টি ৫৬৯০০০ সংখ্যা হইবে।

দিল্লী গেজেট বলেন কানেডা প্রদেশে বৃক্ষের উচ্চতা মাপিবার এক আশ্চর্য্য রীতি প্রচলিত আছে। বৃক্ষের তল হইতে দূরে যাইতে আরম্ভ কর; মধ্যে মধ্যে এক একবার উভয় জানুর মধ্য দিয়া বৃক্ষের প্রতি চাহিয়া দেখ; এইরূপে দেখিতে দেখিতে যে স্থানে গিয়া ঠিক বৃক্ষের অগ্রভাগটী মাত্র দেখা যাইবে সেই স্থান হইতে বৃক্ষের তল যত হয় বৃক্ষটী উচ্চে তত হয়।

পিয়নিয়রের একজন সংবাদ দাতা বলেন পারিস নগরের একজন দন্ত চিকিৎসক একদিন রাত্রি যোগে পথ দিয়া যাইতে ছিলেন; পথি মধ্যে এক স্থানে একজন দস্যু ভাণ করিয়া পড়িয়া গোঁয়াইতে ছিল। ডাক্তার সাহেব তাহাকে কোন পীড়িত ব্যক্তি মনে করিয়া নিকটস্থ হইলেন, তিনি নিকটস্থ হইবা মাত্র দস্যু হঠাৎ উঠিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল; তাহাতে তিনি আপনার পকেট হইতে দন্ত নিষ্কাসণের অস্ত্র বাহির করিয়া তাহা দ্বারা ঐ দুর্বৃত্তের মস্তকে দুই চারি আঘাত করিলেন। সে ব্যক্তি আঘাত পাইয়া কাতর হইয়া পড়িল এবং পুলিষে লইয়া যাইবেন না বলিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব বলিলেন তোমার দুইটী দন্ত উপড়াইতে না দিলে ছাড়িব না। দস্যু কি করে দায়ে পড়িয়া হাঁ করিয়া বসিল, ডাক্তার সাহেব অস্ত্র ধরিয়া অম্লানবদনে তাহার দুইটী দন্ত তুলিয়া লইলেন। দস্যু দন্ত দিয়া পুলিষের ভয় হইতে বাঁচিল।

১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

সাপ্তাহিক সমাচার বলেন বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বড়োচ নামক স্থানে একজন ক্ষৌরকার একটী অশূদ্র যাজক ব্রাহ্মণকে তাহার পৌরহিত্য কর্ম্ম করিতে বলে, ব্রাহ্মণ স্বীকার পান না। ইহাতে তথাকার সকল নাপিতে ঐক্য হইয়া আর অশূদ্র যাজক ব্রাহ্মণদিগের ক্ষৌর কর্ম্ম করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সেখানকার ধোপারা নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে কেন [illegible] ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মতেজঃ ছিল, [illegible] তাঁহারা [illegible] নাপিতের তোয়াক্কা রাখিতেন না, এখন আর সে দিন নাই, ধোপা নাপিতের ভয় না রাখিলে চলিবে না।

—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে পাল্লাকোটা নামক স্থানে একজন গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইবার সময় একটা কুকুরকে চাবুক মারিয়া গাড়ির সম্মুখস্থিত পথ হইতে সরাইয়া দিয়াছিল। ঐ কুকুরটী সেখানকার ডাক্তার সাহেবের। সাহেব স্বীয় কুকুরের অপমানে অপমানিত বোধ করিয়া গাড়োয়ানকে প্রহার করিতে করিতে গাড়ি হইতে পথে ফেলিয়া দেন। অনন্তর তথাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই ঘটনা লিখিয়া পাঠান। মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ পেয়াদা পাঠাইয়া গাড়োয়ানকে ধরিয়া লইয়া যান এবং এক দিন জেলে রাখিয়া, তাহাকে ডাক্তার সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ দেন। তৎপর দিন ঐ গাড়োয়ানের [illegible] একজন উকিল মাজিষ্ট্রেটের [illegible] উপস্থিত হইয়া তাঁহার ম[illegible] হাজতে ছিল, এবং জিজ্ঞাসা [illegible] নের গোলমাল দেখিয়া [illegible] স্বীকার করিলেন। [illegible] সাহেবের নামে নালিশ করিব [illegible]

সাহেব কর্ত্তৃক গাড়োয়ানের নামেও নালিশ রুজু হইয়াছে। বিচার সেই মাজিষ্ট্রেটের হাতে। এই ডাক্তার ও মাজিষ্ট্রেটের মত অনেক সাহেব ভারতবর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

১৬ ই আশ্বিন বুধবার।

" পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হগ সাহেব আপনার স্ত্রীর ব্যভিচার দোষ ধরিবার নিমিত্ত তাঁহার স্ত্রী তদীয় প্রণয় পাত্রকে ডাকযোগে যে পত্র লেখেন ঐ পত্র আত্মসাৎ করেন। এরূপ নিয়ম আছে যে, যাঁহার পত্র তাঁহাকে না দিয়া ডাকঘরের কোন কর্ম্মচারী ঐ পত্র আটক করিতে পারে না। হগ সাহেব ডাকের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী হইয়া এরূপ গর্হিতাচরণ করাতে ইংরাজি পত্র সম্পাদকেরা কয়েক দিন তুমুল আন্দোলন করিতেছিলেন। এক্ষণে শুনিতেছি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হগ সাহেবকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন। হগ সাহেবের জোর কপাল না হইলে সাত ছেলের মা পরিণত বয়স্কা স্ত্রী পর পুরুষাভিলাষিণী হইত না, তিনিও কর্ম্ম হইতে সসপেণ্ড হইতেন না।

১৭ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

গুজরাটের কতকগুলি দরিদ্র মজুর প্রতিজ্ঞা করিয়া সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছে।

বরদার মৃত গুইকুমারের গর্ভবতী রাণী এত দিন একটী নির্জ্জন গৃহে বাস করিতেছিলেন, সম্প্রতি তিনি প্রসব হইবার জন্য রাজধানীতে আসিয়াছেন। ইনি পুত্র প্রসব করিলে বর্ত্তমান গুইকুমারের বিপদ দেখা যাইতেছে।

পিওনিয়র বলেন, সম্প্রতি লাম্বুর গবর্ণর ৭৭০ ক্রীতদাস সহিত একখানি জাহাজ ধরিয়া জান্জিবারে পত্র লেখেন। সুলতান ঐ সকল দাস ও জাহাজস্থ অন্যান্য লোককে জান্জিবারে পাঠাইয়া উক্ত জাহাজখানি নষ্ট করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত এ বিষয়ে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহার এই কার্য্যটী তদনুযায়ী হইয়াছে।

১৮ ই আশ্বিন শুক্রবার।

১০ ই সেপ্টেম্বর ইংরাজিতে লাহোরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ট্রেণ যাইবার সময় যেরূপ শব্দ হয় ভূমিকম্পের সময় সেই রূপ শব্দ হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি সর ওয়ালটর মর্গান পুনরায় স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেট বলেন, পণ্ডিচারিতে ফরাসী ভাষায় আর এক খানি সংবাদপত্র প্রচার হইবার কথা হইতেছে।

ল্যাবিলি সাহেব কোলার প্রদেশে কয়লা এবং স্বর্ণ খনি আবিষ্কারার্থ ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। তিনি গোপনে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পরিশ্রম করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে।

১৯ এ আশ্বিন শনিবার।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, জিকান্দার সাহা পুনরায় বাদক্ষাণে ২ সহস্র পদাতিক সৈন্য সহ গমন করেন। তথায় মীর মোরাদবেগের সহিত যুদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষেই সৈন্যক্ষয় হয় কিন্তু কোন পক্ষই জয় লাভ করিতে পারে নাই। নায়েব মহম্মদ আলম খাঁ মীর বেগের সাহায্যার্থ তিন দল পদাতিক ও ৪ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়াছেন।

ইয়ার খণ্ডের রাজদূত মুরীতে আসিবার এবং তথা হইতে যাইবার সময় ১৫ টী সেলামি তোপ পাইয়াছেন।

২১ এ আশ্বিন সোমবার।

সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারি রাজস্ব বিভাগের ৪ জন ইউরোপীয় শিক্ষানবিশকে এদেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহারা কলিকাতার রাজস্ববিভাগে প্রত্যেকে মাসিক ৪০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া ভাল ভাল কর্ম্ম কাজগুলি এক চেটিয়া করিয়া লইয়া সচ্ছন্দে গাড়ি ঘোড়া চড়িয়া বেড়ান আর এদেশীয়েরা চাষ বাস ও মজুরি করিয়া কোন রূপে দিন যাপন করেন ষ্টেটসেক্রেটারির কি ইহাই অভিপ্রেত?

কমিশনর মর্লন সাহেব এবং তাঁহার অধীনস্থ কালেক্টরেরা পাবনা এবং বগুড়ায় জমীদারদিগের সহিত তাহাদিগের প্রজাগণের সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। দিঘাপাতির রাজা প্রমথনাথ রায় প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার জন্য বগুড়াস্থ নিজ জমীদারিতে গিয়াছেন। অন্যান্য জমীদারেরাও এই রূপ করিতেছেন।

কলিকাতায় জলের পাইপে পূজার ৩ দিবস রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জল পাওয়া যাইবে জষ্টিসেরা এই রূপ বলিয়াছিলেন, শুনা গেল একদিনও রাত্রিকালে জল পাওয়া যায় নাই। জষ্টিসেরা কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন না কি?

ডেলিনিউসে লিখিত হইয়াছে এবার অষ্টমী পূজার দিবসে কালীঘাটে স্ত্রীপুরুষ বালকে প্রায় দশ সহস্র যাত্রী হইয়াছিল, প্রায় দুই সহস্র ছাগ বলি হয়।

২২ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

ওরেন বর্গ হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার যে প্রস্তাব হয়, সেটী কেবল প্রস্তাব মাত্র নয়। কোন্ কোন্ স্থান দিয়া রাস্তা করিলে সুবিধা হয় তাহার অনুসন্ধানার্থ লেসেপের পুত্র পেশোয়ারে আসিতেছেন। এই নিমিত্ত সেণ্ট পিটর্সবর্গ হইতেও একজন রুসীয় ইঞ্জিনিয়র শীঘ্র মস্কাউ এবং ওরেন বর্গে যাত্রা করিবেন। রুসীয়া এ বিষয়ে লেসেপের সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। লেসেপ যেরূপ অধ্যবসায়শীল লোক তাহাতে বোধ হয় তিনি এই প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িবেন না।

১০ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লার্ড নর্থব্রুকের কলিকাতায় আসিবার কথা আছে। ১ লা ডিসেম্বর সিমলার তাবৎ সেক্রেটারিএট আফিস কলিকাতায় আসিবে।

২৩ এ আশ্বিন বুধবার।

পিওনিয়র বলেন, বিকানিয়ারে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি রাইপুরে পূজা উপলক্ষে এক ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গে পাট জড়াইয়া হনুমান সাজিয়া নৃত্য করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ তাহার

গাত্রে মশাল ভাঙ্গিয়া পড়াতে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠে। কিয়ৎকাল পরে ঐ হতভাগ্যের মৃত্যু হইয়াছে। মানুষ হইয়া হনুমান সাজার বিপদ এই।

১৮৭২ অব্দে ইংলণ্ড হইতে ৪৪২৪৮০ টাকা মুল্যের পুস্তক ভারতবর্ষে রপ্তানী হইয়াছে।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, বিএনার প্রদর্শনে এক অত্যাশ্চর্য্য ক্ষুদ্র হস্তাক্ষর প্রদর্শিত হইতেছে। এই অক্ষরে হোমরের সমুদায় ইলিয়াডখানি এরূপ ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজে লিখিত হইয়াছে যে উহা অনায়াসে একটী বাদামের খোলার মধ্যে রাখা যায়।

৬ ই অক্টোবর লার্ড নর্থ ব্রুকের মধ্য প্রদেশ হইতে সিমলায় প্রত্যাগমনের কথা আছে।

লক্ষ্ণৌএ ব্যবসায় শিক্ষার্থ একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

বোম্বাইর ধাঁঞ্জিসা নাউরোজী পারাথ নামক একজন পারসী লণ্ডনের ইউনিবার সিটি কালেজ আর একটা স্বর্ণমেডাল পাই য়াছেন।

রুশীয়ার সম্রাট সস্ত্রীক ক্রিমিয়ায় আসিতেছেন, তাঁহারা ওডেসায় উপনীত হই য়াছেন। এডেনবরার ডিউক শীঘ্র তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন।

দিল্লীর হাকিম আশুল্লা খাঁর মৃত্যু হই য়াছে। অনেকে বলেন, ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ইনিই প্রধান উদ্যোগ কর্ত্তা।

২৪ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

ভারতসংস্কারক লিখিয়াছেন, "২৪ পরগণার জয়নগর মিউনিসিপালিটির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়! দিনকত ইহা হইতে জঙ্গল কাটা, পুষ্করিণী পরিষ্কার করা এবং রাস্তা বাঁধার ধূমধাম হইয়াছিল এবং তাহাতে কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি পীড়নও হয়। কিন্তু এক্ষণে ইহার অধীনস্থ মজীলপুর জয়নগর প্রভৃতি গ্রাম সকল পুনরায় জঙ্গল পূর্ণ হইয়াছে, পুষ্করিণী সকল মজে ভরিয়া গিয়াছে এবং রাস্তা সকল অতি জঘন্য হইয়া আছে। শুনিতে পাই এই মিউনিসিপালিটিতে প্রভূত আয় হয় এবং বর্ষে বর্ষে ইহার টাকা অনেক জমিতেছে। তবে তত্রত্য বসবাসীদিগের এ দুরবস্থা কেন? সকল স্থানের মিউনিসিপালিটীর অবস্থাই কি এক রূপ?

পূর্ণিয়ার আবদুল কাদিরকে অন্যান্য বিষয়ে নির্দ্দোষ করিয়া তহবিল তছরূপ অপরাধে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ৭ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

পাটনা এবং বেহারের আদালতসমূহে হিন্দুস্থানীর পরিবর্ত্তে নাগরাক্ষর প্রচলিত হওয়াতে তত্রত্য অধিবাসীরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া কাম্বেল সাহেবের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন।

পায়নিয়র কচ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন বৃষ্টির অভাবে তথায় শস্যাদির বিলক্ষণ অনিষ্ট হইতেছে। ২৪ পরগণা ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টি না হওয়াতে কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে; এবার ধান্য উত্তম জন্মিয়াছিল, বৃষ্টির অভাবে সমুদায় শুকাইয়া যাইতেছে, এখনও বৃষ্টি হইলে অর্দ্ধেক ধান্য পাওয়া যায়। বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, অনেকে এ আশঙ্কাও করিতেছেন।

অযোধ্যায় একদল বলণ্টিয়ার সেনা করিবার উদ্যোগ হইতেছে। ইহাতে কেবল এদেশীয়গণ থাকিবেন।

ইণ্ডিয়ান মিরর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর কলিকাতায় দুর্গা প্রতিমা কতক কম হইয়াছে।

সেদিন কম্‌পটি নদীর সেতু খোলা হইয়াছে। সাত বৎসর ধরিয়া এই সেতুটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এরূপ দৃঢ় সেতু এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ১৩০০ ফীট পরিসর ২৪ ফীট। ৮০ ফীট অন্তর এক একটী করিয়া ১২টী খিলান আছে, ইহার উচ্চতা ৬০ ফীট এই সেতু নির্ম্মাণে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

২৫ এ আশ্বিন শুক্রবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম শিবশিবাসান বাবু আনন্দ রাম বড়ুয়ার ভ্রাতা বলি নারায়ণ বড়ুয়া কুপার্সহিল সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজে প্রবেশার্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, তত্রত্য পর্ব্বত সকলের নিম্ন দেশে বহু পরিমাণে ভাল ভাল স্লেট প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১ লা অক্টোবর হইতে আউড একসেলসর নামক পত্র খানি প্রাত্যহিক হইয়াছে, এবং উহার মুল্য এক আনা করিয়া করা হইয়াছে। অল্প মুল্যের প্রাত্যহিক ইংরাজী সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রার্থনীয়।

গত আগষ্ট মাসে বোম্বাই হইতে ১৩৮১১২৩ টাকা মুল্যের ৫১১৯৬৬০৪ পাউণ্ড তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, দাদাভাই নাউরোজী যিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীতে সাক্ষ্য দিয়াছেন, বরদার গুইকুমার তাঁহাকে দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। গুইকুমারের যদি এ সুমতি হইয়া থাকে আহ্লাদের বিষয়।

বোম্বাইয়ে ট্রামওয়ে করিবার উদ্যোগ হইতেছে। পুর্ব্বে যে স্তম্ভের উপরে রেল বসাইয়া ট্রামওয়ে করিবার প্রস্তাব হয় সেই রূপ হইবে না কি?

অদ্য হুগলীতে তারকেশ্বরের মহান্তের পুনরায় বিচার হইবে।

২৬ এ আশ্বিন শনিবার।

ইণ্ডিয়ান মিররে মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিলের উইলের এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পরিবার বর্গের জন্য ২০ হাজার টাকা, পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারিণী সভায় ৫ হাজার, ভূমির রাজস্ব সংশোধিনী সভায় ৫ হাজার, গ্রেট বিটন কিম্বা আয়র্লণ্ডের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] প্রথম স্ত্রী [illegible] ছাত্রীরূপে গ্রহণ করিবেন তথায় [illegible] এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল [illegible] দিগকে বৃত্তি দিবার [illegible] আর ৩০ [illegible] তাঁহার মত সকল [illegible] করিবার [illegible] যদি কোন [illegible]

তাহার সাহায্যার্থ তিনি জন মোরলি সাহেবকে তাঁহার কাপি রাইটগুলি দিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট মিল প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মিল স্ত্রীলোকদিগের যে পরম বন্ধু ছিলেন তাঁহার কৃত উইলই তাহার অন্যতর পরিচায়ক।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের পর ইংলণ্ডকে যোদ্ধৃবেশে আফ্রিকায় প্রবেশ করিতে হয় নাই, কিন্তু এইবার তাহা হইবার উপক্রম হইয়াছে। আফ্রিকায় আশাণ্টি ও ফাণ্টি নামক দুটী অসভ্য জাতি আছে। ফাণ্টি জাতি ইংরাজদিগের অনুগত। আসাণ্টিরা উহাদিগের দেশ আক্রমণ করাতে উভয়ে বিবাদ হয়, ফাণ্টিরা পরাভূত হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করে, ইংলণ্ডও আসাণ্টিদিগকে শাসন করিবার জন্য যুদ্ধসজ্জা করিয়াছেন। ইংলণ্ড ত যুদ্ধে চলিলেন, কিন্তু আবিসিনিয়ার কথা মনে হইয়া আমরা ভীত হইতেছি।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৪ ঠা অক্টোবর। কাছাড়ের বর্ত্তমান প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর মেজর ডবলিউ এচ, জে, লাফ সাহেব শিবসাগরে বদলী হইলেন।

মেজর ই, ওয়াই ওয়ালকট সাহেব কিছু দিনের জন্য কাছাড়ের ডেপুটী কমিশনরের প্রতিনিধি হইলেন।

যে পর্য্যন্ত জে, বিমস সাহেব উড়িষ্যার কমিশনরের প্রতিনিধিত্ব করিবেন সেই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ই, ডি লকউড প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

শ্রীযুক্ত এচ, এল জনসন প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

দানাপুরের প্রতিনিধি ক্যাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন এ, এল, প্লেফেয়ার নিজ কার্য্য ভিন্ন পাটনা প্রদেশের দানাপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

এচ, এম, রিলি দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এচ, এল জোন্স সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ডবলিউ, ডি প্রাট সাহেব চতুর্থ শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এ, এচ, জেমস সাহেব পঞ্চম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

লেপ্টনণ্ট ডবলিউ এফ, টটার সাহেব প্রথম শ্রেণীর সহকারী পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন আর এম, স্কিনার সাহেব প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

জে, ককবরণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

সি, পি, এল মেকলে মেজর সি, টি হিচিন্স সাহেবের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

ডবলিউ সি বাটলসন প্রথম শ্রেণীর সহকারী পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

২৩ এ সেপ্টেম্বর। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বিপিন বিহারী ঘোষ বীরভূমের এপিডেমিক ডিস্পেন্সারি সমূহের প্রতিনিধি পরিদর্শক হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বেণীমাধব দাস (ইনি একণে মেডিকাল কালেজ হাঁসপাতালে কার্য্য করিতেছেন) মঙ্গলকোটের এপিডেমিক ডিস্পেন্সারির ভার পাইবেন।

সি, বার্ণার্ড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ ই অক্টোবর। ডিসরেলি সাহেবের এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি ইহাতে মন্ত্রসভার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

পারিস ৭ ই অক্টোবর। ডিউক ডি ব্রগলি একটী বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, ফ্রান্সে আর পোপের শাসন হওয়া সম্ভাবিত নয়।

লণ্ডন ৬ ই অক্টোবর। সেনাদলে পদক্রয় প্রথা উঠিয়া যাওয়াতে আফিসরদিগের অসন্তোষের কারণ আছে কি না তাহার অনুসন্ধানার্থ লার্ড কার্ডিগন মেমস, লার্ড পেমব্রোক এবং জব কিউ হণ্ট রয়াল কমিশনর হইয়াছেন।

কাপ্তেন জ্যাক এবং আর তিনজন মদক ইণ্ডিয়ানের ফাঁসী হইয়াছে।

অদ্য মার্শল বেজিনের বিচার আরম্ভ হইবে।

রেপবলিকান সৈন্যগণ উপস্থিত হওয়াতে কার্লিষ্টরা এষ্টেলা হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই অক্টোবর। থিয়াস এক পত্র দ্বারা রাজতন্ত্রের প্রতিবাদ করিয়া সাধারণ তন্ত্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমেরিকার ও ইংরাজদিগের রণতরি সকল সান্ত নাসমাকো পরিত্যাগ করিতেছে।

চিকাগোর বাঙ্ক সকল পুনরায় উত্তমর্ণদিগকে টাকা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই অক্টোবর। গত কল্য অধ্যাপক ওয়াইজের বেলুন নিউইয়র্ক হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া ইউরোপে যাত্রা করিয়াছে।

স্পেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে মাড্রিডের সৈন্যগণ কার্লিষ্টদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর অধ্যাপক ওয়াইজ বেলুন দ্বারা ইউরোপে যাত্রা করিবার যে চেষ্টা করেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কনেক্টিকটে উহা ঝটিকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পতিত হয় কিন্তু কাহারও জীবন নষ্ট হয় নাই।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

"মানীর মান রক্ষা যদি সংবাদপত্রের লক্ষ্য হয়" ইত্যাদি পত্র। এই পত্রের লেখক তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মানরক্ষার জন্য উপযুক্ত ভাইপোর প্রদর্শিত কয়েকটী কথার উত্তর দিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিদ্যা বুদ্ধি সাধারণে পরিচিত। ভাইপোর মত কোন ব্যক্তির উপহাস বিদ্রূপ বা আক্রমণে তাঁহার মানের লাঘব হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমরা লেখককে পরামর্শ দি তাঁহার ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই; তর্কবাচস্পতি মহাশয়েরও ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। মূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অকিঞ্চিৎকর বিবাদের জন্য সোমপ্রকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা যুক্তি-সঙ্গত বোধ হইল না।

শ্রীকালীকমল সান্যাল—সোমপ্রকাশে কবিতা বড় প্রকাশ হয় না। আপনার কবিতাটী অন্য পত্রে পাঠাইলে ভাল হয়।

কোতরঙ্গ বাসী কতিপয় ভদ্র লোক। আপনাদের পত্রটীর ভাষা ও রীতি দুর্ব্বোধ হওয়াতে আমরা তত সময় দিতে পারিলাম না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নীলকর—রহস্য
দ্বিতীয় প্রস্তাব
(গত প্রকাশিতের পর)

এইরূপে যে কোন উপায়ে নীলকর প্রজাদিগকে হস্তগত করিয়া কুঠীতে লইয়া যায় এবং যথেচ্ছ শাটা লিখাইয়া লয়; ইহাকে দাস খত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডীয় মহাত্মারা আফ্রিকার দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন; কিন্তু স্বীয় শাসনাধীন ভারতবর্ষে যে নীলকর সম্প্রদায় দাস ব্যবসায় করিতেছেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না; ইহাই পরিতাপের বিষয়। শাটা কিরূপ ও তাহাতে প্রজাদিগের উপর কতদুর অত্যাচার হইয়া থাকে তাহাই এস্থলে বলিতে হইতেছে।

নীলদাদনের মেয়াদী শাটার মর্ম্ম এই।

"আমার আবাদী জমির মধ্যে আপনার ইচ্ছামত জমি দিব, আপনার ইচ্ছামত সময়ে, আপনার ইচ্ছামত চাষ করিব, প্রথম বৃষ্টি হইলেই নীল বুনিয়া দিব আপনার ইচ্ছামত নিড়ানি আদি কারকিত করিব।

এই শাটা গৃহীত হইলে ২ টাকা দাদন স্বরূপ প্রদত্ত হয়, কিন্তু ঐ টাকা লইয়া বাহিরে আসিতে না আসিতে নায়েবের নজর ১ টাকা এবং দেওয়ান ও আমীনের অপর টাকা দিয়া প্রজা রিক্ত হস্তে দাস খত লিখিয়া বাটী আইসে। দাসখতে ক্রীত দাসেরা খোরাকী পাইয়া থাকে এবং এক জনের নিমিত্ত বিক্রেতা কিছু টাকাও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহারা আপনি খাইয়া পরিয়া পরের দাসত্ব করে, ইহা কতদূর ন্যায়-সঙ্গত বিবেচনা করিলে অজ্ঞান হইতে হয়।

নীলের জমী চাস করিবার সময় আসিলে প্রজারা নীলের জমী ও ধান্যের জমী করিয়া রাখিয়াছে। নীলকর কর্ম্মচারী তাঁহার ইচ্ছামত জমী গ্রহণ করিবেন; সুতরাং তাঁহার শুভাগমন হইল। কোন এক স্থলে প্রজা ৫ বিঘা জমী ধান্যের নিমিত্ত রাখিয়াছে তাহাতেই কর্ম্মচারীর দৃষ্টি পতিত হইল। তাহারই মধ্য দেশে প্রজার দাদনের এক বিঘা জমী চিহ্নিত করিতে উদ্যত। মধ্য দেশে নীল জন্মিলে অনেক কারণে পার্শ্বদেশে ধান্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে। প্রজা তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব ধান্যের জমী যাহাতে চিহ্নিত না হয় সেই জন্য কর্ম্মচারি মহাশয়কে উৎকোচ প্রদান করিল; তখন তিনি অন্য জমীতে চিহ্ন করিলেন এবং একবিঘা স্থানে দেড় বিঘা মাপিয়া বসিলেন। হতভাগ্য প্রজার উৎকোচ দান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কর্ম্মচারী মহাশয়ের লাভের সময় উপস্থিত কোন মতে টাকা পাইলেই যথার্থ বিচার করিলেন; নতুবা প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইতে শঙ্কুচিত হইবেন কেন? এই সময়ে কর্ম্মচারী মহাশয়ের একটী কথা আমার স্মরণ পথে পতিত হইল। যখন কোন রাইয়ত নিতান্ত কাতর হইয়া বলিতেছে দেওয়ানজী মহাশয় আমি আট আনার অধিক দিতে পারিব না। তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন (৮৶১৯৮) পনের আনা উনিশ গণ্ডা হইলেও হইবে না। এক টা টাকা আন তবে হইবে নতুবা যা করিবার তা করিব। এই সময়ে প্রজার আর্ত্তনাদ শ্রবণে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।

যাহা হউক, প্রথম জল হইল নীল বুনিবার ভারি গোলমাল পড়িয়া গেল। প্রায় সকলেই অবগত আছেন এই সময়েই ধান বুনিবার উপযুক্ত সময়। প্রজারা এই সময়েই নীলের দাদন গ্রহণের ফল প্রাপ্ত হয় এবং একবার যে ঐ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে সে আর সাধ্যমতে পুনুগ্রহণ করিতে সম্মত হয় না।

প্রজারা মহাজনের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ধান্য ও টাকা বৎসর বৎসর গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং ধান্য জন্মিলেই তদ্দ্বারা উক্ত মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে। কিছু পরিশোধ না করিলে, অথবা পরিশোধ হইবে এরূপ আশা না থাকিলে, মহাজন মহাশয় কখনই প্রজাগণকে পুনরায় ঋণ দান করিতে সম্মত হন না, সুতরাং প্রজাদিগকে অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় ধান্যের প্রতি প্রজাদিগের কীদৃশ যত্ন তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। এই ধান্য বুনিবার এক মাত্র সময়; সুতরাং প্রজাদিগকে ধান্য বুনিতে যত্নবান হইতে হয়, কিন্তু কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করে এবং কখন কখন প্রহারও করিয়া তাহাদিগকে নীলের জমীতে লইয়া যায়। পরে তাহাদিগের দাদনের জমী বোনা হইয়া গেলে নীলকরের নিজাবাদের (১) জমী বুনানি আরম্ভ হয় এবং যত দিন সম্পন্ন হইয়া না যায় ততদিন প্রজাদিগকে তাহাতেই থাকিতে হয়। সন্ধ্যার সময় তাহাদের লাঙ্গল আদি কাড়িয়া রাখে; নিজাবাদের জমীতে কাজে কাজেই গমন করিতে হয়। এই সময়ে নিতান্ত পক্ষে কর্ম্মচারী মহাশয়গণকে কিছু কিছু উৎকোচ প্রদান না করিলে উপায় নাই। তাঁহারা অনাবশ্যক হইলেও তাহাদের কার্য্য বন্ধ করিয়া রাখেন। এস্থলে স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে ঐ সকল নিজাবাদের জমীতে কার্য্য করিতে হইলে প্রজাগণ কিছু কিছু পাইয়া থাকে। এই প্রাপ্য নিয়মিত হারের অর্দ্ধেকেরও ন্যূন হইবে। কিছু প্রাপ্ত হউক বা না হউক জীবনোপায় ধান্যের চাষে ব্যাঘাত জন্মিলে কত কষ্ট হয় তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক, পরে উৎকোচ আদি দানে ধান বুনিতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া, যেমন ধান্য বপন সম্পন্ন হইয়া যায় অমনি নীলকর কর্ম্মচারীগণ প্রজাদিগকে ধরিয়া নীলের জমি নিড়ানি করিতে লইয়া যায় এবং ক্রমশঃ যোরতর প্রবল হইয়া উঠিলে নির্দ্দিষ্ট নিড়ানি হার বলিয়া একটী উৎকোচ আছে

---

(১) যে সকল [illegible] সাহেব অথবা তাহাদের [illegible] নীল বুনানি করিয়া থাকেন তাহাকে নিজাবাদের জমী কহে।

তাহা প্রদান করিলে এই অত্যাচার হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে কেহ কেহ অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ইহা কি নীলকর সম্প্রদায়ের উচ্চ কর্মচারীগণের অভিমত? তদুত্তরে ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে, যে যদি সাহেবের অভিমত না হয়, তাহা হইলে উচ্চ কর্মচারী পাটা গ্রহণের সময় (যখন নীলের জমীতে নিড়ানি আব শ্যক করে না এবং কেহ কখন নিড়াইয়া দেয়ও না) আপনার ইচ্ছামত নিড়ানি করিয়া দিব এই কথা লিখিয়া লইবার তাৎপর্য্য কি? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে নিম্ন কর্মচারীগণ যাহাতে অত্যাচার করিতে পারে তাহারই উপায় স্বরূপ নিড়ানি কথা পাটায় রাখা হয়; সুতরাং ইহা যে তাঁহাদের অভিমত তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ জন্মিতে পারে না। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে অত্যাচার করিবার পথ না থাকিলে এবং অন্যপরায় অত্যাচার করিতে না পারিলে ইচ্ছামত লাভ করিবার পথ এক প্রকার রুদ্ধ হয়। সুতরাং নীলকর এক প্রকার অত্যাচার ব্যবসায়ী একথা সকলেরই অন্তরে জাগরূক আছে। নতুবা আমি নীল বুনিলাম, আমি লাভ পাইব আমি লোকসান দিব অথচ আমার গোরু যদি আমার নীলে কচিৎ গমন করে অমনি নীলকরের প্রধান তাগাদগিরিরা সেই গরু লইয়া পৌঁছে দিল অথবা লইয়া গিয়া নিজে ২।১ টাকা জরিমানা করিয়া লইল। অথচ গরুতে নীল ভক্ষণ করে না কেবল নীলের মধ্যে যে ঘাস থাকে, তাহাই ভক্ষণার্থ নীলের মধ্যে গরু গমন করিয়া থাকে। কিন্তু সাহেব যখন হুকুম দিবেন তখন আর নীলের মধ্যে গরু দিতে কোন ক্ষতি বা আপত্তি রহিবে না।

যাহা হউক নীলকর্ত্তনের হুকুম বাহির হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নীল দুই প্রকার প্রজাকৃত নীল অর্থাৎ দাদনের নীল এবং নিজাবাদের নীল। এই সময়ে সকল প্রকার লোকেরই বিপত্তি হইতে থাকে। যাহাদিগের দাদনের নীল আছে তাহারা তাহাই কাটন করিতে যায় অথচ ধান্য কাটিবার সময় উপস্থিত তথাপিও কোন প্রকারে তাহারা দাদনের নীল কাটিয়া দিল ধান্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহাতে নীলকরের কি? তাঁহার নিজাবাদের নীল কাটিতে হইবে। এই নীল কর্ত্তনের দাদন স্বরূপ প্রতি বাড়ী ২।১ টাকা দিয়া গেল যেন তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। এক্ষণে কিরূপে ঐ টাকা ফিরিয়া দিয়া আপনাকে নীলকর্ত্তন দায় হইতে মুক্ত করিতে পারিবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতে থাকিল। হতভাগ্য প্রজার ধান্য পাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে কোন মতেই নিজাবাদের নীল কাটিতে সময় ব্যয় করিতে পারে না। যাহার ধান্য নাই সেও তাদৃশ অল্প হারে নিজাবাদের জমীতে গমন করিতে অনিচ্ছুক, তাহার কারণ এই যে এই সময়ে তাহাদের সাধারণ বেতন বৃদ্ধি হয়; সুতরাং কিছু প্রাপ্ত হইবে ও মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিবে এই আশায় ব্যাকুল থাকে। কিন্তু দুর্ব্বল প্রজাগণের উৎকোচই এক মাত্র সহায় সুতরাং ১ টাকায় আর এক টাকা উৎকোচ প্রদান করিয়া ঐ টাকা ফিরিয়া দিয়া আসিল। ইহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং জনসমাজে স্বীকারি টাকা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই স্বীকারি টাকার নিমিত্ত সকলেরই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় এবং কি গাড়োয়ান কি নৌকাওয়ালা প্রভৃতি সকলকেই কিছু কিছু লোকসান দিতে হয়, না দিয়া কি করিবে। গত ২৪ এ পৌষ তারিখের জয়রামপুর প্রজার সভায় এক ব্যক্তি বলিয়াছিল মহাশয় নীল বহনের সময় সাহেব আমাকে ৪ মাস খাটাইয়াছেন কিন্তু ২ টাকা ভাড়া স্বরূপ দিয়াছেন মাত্র; কিন্তু এরূপ সময়ে আমরা প্রতি দিনে ২ টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকি! এই বক্তা একজন গাড়োয়ান। এই স্থানে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উৎকোচের টাকা সমুদায় দরিদ্র প্রজাদিগকে মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া লইতে হয়। পর বৎসরে ঐ টাকা, উহার নিয়মিত সুদ আহারীয় ধান্য (যাহা মহাজনের নিকট হইতে লইয়াছিল) এবং তাহার বাড়ী (আহারীয় ধান্যের একবিশ ধার করিলে প্রজাদিগকে দেড়বিশ দিতে হয় এই অতিরিক্ত আধ বিশকে বাড়ী কহে) পরিশোধিত না হইলে অথবা কতক পরিমাণে শোধ না হইলে পুনরায় তাহারা আহারীয় ধান্য প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু নীল হইতে তাহাদের যতদূর লাভের সম্ভাবনা তাহা প্রদর্শিত হইল। (ক) ধান্যের এক বিঘা জমী (খ) নীলের জমী সাহেবের মাপের এক বিঘা কিন্তু (ক) র দেড়া তাহার কারণ সাহেবের রসী। সুতরাং ঐ আধ বিঘায় যে ধান্য হইত তাহাও প্রজার লোকসান, পরে (ক) ও (খ) তে ধান্য ও নীল বপন করা হইলে কোন জমীতে কত লাভ বা লোকসান হয় তাহা সহজেই স্থির করা যাইতে পারে। আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি প্রতি বিঘায় ধান্যের চাসে ৫৸৵ লাভ হয়; কিন্তু নীলের জমী আবাদ করিয়া প্রতিবিঘায় ১১ টাকা লোকসান দিতে হয়। এই টাকা মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া থাকে সুতরাং এই (খ) র নিমিত্ত দেনা টাকা পরিশোধ করিতে তাহাদের (ক) র লাভ বৃথা ব্যয়িত হয় অথচ সাহেব বাহাদুর ৩০ বাণ্ডিল নীল ২৷৷০ টাকা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই নীলকরের অভিলাষ। আমরা একজন বাঙ্গালি নীলকরকে দেখিয়াছি তিনি প্রতি বাণ্ডিল ৷৷০ হারে গ্রহণ করেন এবং প্রতি বিঘায় যথার্থ মাপ করিয়া ৩০ বাণ্ডিল করিয়া গ্রহণ করেন। ইহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। তুলনা করিতে হইলে নীলকর যে জমীতে ২৷৷০ টাকা প্রদান করিলেন উক্ত বাবু তাহাতে ২১৷৷০ টাকা প্রদান করেন সুতরাং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে নীলকর ঐ নীল বিনা মূল্যে প্রজাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। বিনা খরচে কার্য্য চলিবে অথচ বিলক্ষণ লাভ হইবে ইহাতে কাহার অভিলাষ না হয়? এই লাভের আশায় তাঁহারা প্রজাগণকে স্বাধীনে আনিতে প্রথমে এত ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করেন। যাহা হউক, এইরূপ লোকসান দিয়া মারি ও গালাগালি খাইয়া নীল করিতে

কে সম্মত হইবে ? সম্মত না হইয়াই বা তাহাদের উপায় কি ? কেহ কেহ অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তাহারা কোর্টে নালীশ করে না কেন ? এ কথার উত্তর নিম্নলিখিত বিবরণে প্রকাশ পাইবে। জয়রামপুরের প্রজার সভার বিগত ২৪এ পৌষ তারিখের সাধারণ অধিবেশনে খাদমপুর নিবাসী নালমামুদ বিশ্বাস কোন নীলকরের অত্যাচার প্রকাশ্যরূপে বর্ণনা করেন। পরে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের সাধারণ অধিবেশনে যোয়ালমারী নিবাসী কজম রহমান বিশ্বাস ও গোবিন্দপুর নিবাসী বুধুই বিশ্বাস সাতিশয় ভীত হইয়া বলিতে লাগিল "নীলকরের কোন অত্যাচার আমরা কোন স্থানে প্রকাশ্যরূপে বলা দূরে থাকুক গুপ্ত স্থানে থাকিয়া অত্যাচারে গেলাম মাত্র বলিলেও প্রাণ সশঙ্কিত হইয়া উঠে; নীলকর কর্ম্মাধ্যক্ষ আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়; মার পিঠ করে; কখন কখন গুদামেও পুরিয়া রাখে। দেখুন মহাশয়! গত সভায় যে নালমামুদ বিশ্বাস প্রভৃতি নীলকরের অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছিলেন; নীলকর সাহেব শুনিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, জরিমানা করে এবং কিছু দিনের নিমিত্ত গুদামে পুরিয়া রাখে, আমরা এই কথা বলিলাম কিন্তু পশ্চে আমাদের অদৃষ্টে কি হইবে কি জানি?" বাস্তবিক তাহাদের যে কি দশা হইয়াছে অদ্যাপিও আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। কি ভয়ানক দৌরাত্ম্য!! নিরুপায় প্রজাগণ এতাদৃশ অত্যাচারে অগত্যা নীল করিবে, ও বশতাপন্ন হইয়া থাকিবে, না করিলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইল। যাহা হউক, মকদ্দমা করিতে অক্ষম হইবার আর একটী কারণ আছে। বিবেচনা করুন প্রজার উপর নীলকর একটী অত্যাচার করিল সে তাহা কোর্টে জানাইল। বিচার হইতে না হইতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া আর ৫টা অত্যাচার করিল সে কয়টীর ও নালীশ করিল, আর ১০ প্রকারের অত্যাচার করা হইল; হীনবল ও দরিদ্র প্রজার এরূপ ক্ষমতা নাই যে নীলকরের সহিত মকদ্দমার খরচ চালাইয়া উঠে। কার্য্যতঃ তাহারা সাধারণতঃ বলিয়া থাকে সিংহের সহিত শৃগালের যুদ্ধ করা কখন উচিত নহে।

—০—

জাহানাবাদ ষ্টেসনের এলাকাভুক্ত ভুরসুট পরগণায় সাঁওতা নামক একটী ভয়ানক মাট আছে। তন্মধ্যে অতি অল্প পরিমাণ লোক বাস করে। উক্ত তালুক জনাইয়ের শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর নিকট হইতে কোন্নগর নিবাসী শ্রীমতী বিরাজমনি দেবী গত বৎসর দরপত্তনি গ্রহণ করেন। দখল করিবার সময়ে উক্ত জাহানাবাদ সব ডিবিজনের নিকটস্থ কয়েক জন জমিদার উক্ত সাঁওতা গ্রামের কয়েক ঘর প্রজাকে পরামর্শ দিয়া, রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতে না দিয়া দরপত্তনিদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে; সুতরাং দরপত্তনিদার ঐ মহল খানি বিগত ২০এ শ্রাবণ তারিখে এস্তফা দিতে বাধ্য হন। তাহাতে ঐ মহল পত্তনিদারের খাস হইয়া যায়। গত ভাদ্র মাসে ঐ স্থানের নিকটবাসী শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সেন নামক এক ব্যক্তি পুনরায় দরপত্তনী গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত সেন রীতিমত মহল দখল করিবার চেষ্টা করায় উপরি উক্ত বিবাদী জমীদারগণ তৎপ্রদেশস্থ সমুদায় প্রজাকে হস্তগত করিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। বর্ত্তমান তালুকদার যে কি পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। সাঁওতার নিকটস্থ উক্ত কয়েকটী জমীদারের অত্যাচার নিবারণ করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। দৃঢ় আশা করিতেছি এই কথা শ্রীল—শ্রীযুক্তের কর্ণগোচর হইলে অবশ্যই বর্ত্তমান তালুকদার রাজস্ব আদায় করিয়া লাভ করিতে পারে। অধিক লিখিত হইলে সমুদ্র সাগর হইয়া পড়ে।

১২৮০ সাল, ৬ আশ্বিন। } একান্ত বসম্বদ শ্রীঃ—

আজি কালি আমাদের এ অঞ্চল ভারি ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নগরার হাটের চতুর্দ্দিকস্থ, দক্ষিণ বারাসত পর্য্যন্ত ৩০।৩৫ খানি গ্রামে জ্বরের এমনি প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, যে সমগ্র লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ শয্যাগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক গ্রামের লোকের আর এক গ্রামের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কাহার বাড়িতে কে কেমন আছে, এই আলাপই শুনিতে পাওয়া যায়। দুই একজন হাতুড়িয়া বৈদ্য এ অঞ্চলে চিকিৎসাদি করিয়া থাকে। সম্প্রতি তাহাদেরও আর গর্ব্বে পা মাটিতে পড়িতেছে না। এ অঞ্চলবাসি লোকের ধান্যের চাষই প্রধান উপজীবিকা। রাজা মহাজন ইত্যাদি সমস্ত ব্যয় ঐ ধান্য চাষের উপর নির্ভর করে। একে ত জ্বারা নিঃস্ব তাহাতে আবার বর্ত্তমান সময়টি চাষি মাত্রেরই বিলক্ষণ খরচের সময়; যাহার যাহা ১০।১৫।২০ সংগ্রহ ছিল, তাহা কৃষি কার্য্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এ সময়ে যে তাহারা দুই এক টাকা ব্যয় করিয়া রোগ প্রতীকারের চেষ্টা করে এরূপ সম্ভাবনা নাই। হাট বাজার প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইলে, রুগ্ন পীড়িত, ও দুর্ব্বল মাননই অধিকাংশ দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া থাকে। কেহ বা জ্বরের প্রভাবে হউশালায় মোটা চাদর দিয়া গাত্রাচ্ছদন করত হুহু শব্দ করিতেছে; কেহ বা জ্বরের সময় আগত, এই বলিয়া হাটের মধ্যে সসব্যস্ত; কেহ বা জ্বর ও ক্রীত দ্রব্যের ভার স্কন্ধে করত ঈষৎ বক্রভাবে হু হু শব্দ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে। এই রূপে লোকে সর্ব্বদাই বিব্রত। একে এপিডেমিক জ্বরে লোকের প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে, তাহাতে আবার মোল্লারচক গ্রামের জহুরার চিকিৎসার দ্বারা পুরাতন জ্বর প্লীহা সোথ ও গ্রহিনী প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন ও মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে। এমন কি পারানখালী গ্রামের সর্ব্বশুদ্ধ ২৮।২৯ ঘর বসতির মধ্যে মড়ার প্রারম্ভ অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ২৭।২৮ জন লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। এই সকল অবস্থা দর্শন করিয়া ও লোকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয় মন ব্যথিত হইতেছে।

উপসংহারকালে আমরা মগরা নিবাসি বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রমজান আলী নস্কর মহোদয়ের নিকটে সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে তিনি উল্লিখিত পীড়া নিবারণের জন্য অন্ততঃ কিছুদিনের মত একজন সুশিক্ষিত (নেটিভ) ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া সর্ব্ব সাধারণের মহোপকার সাধনে যত্নবান হউন। তাঁহাকে অনেক হিতকর কার্য্যে রত দেখিতে পাই। এই শুভানুষ্ঠানটী করিলে তিনি এদেশীয় গরিব প্রজাদিগকে কিনিয়া রাখিবেন।

মগরারহাট } অনুগত শ্রীগোপীমোহন দত্ত

—•⊙•—

মহাশয়! অদ্য ৮ ই আশ্বিন মঙ্গলবার ইংরাজী ২৩ এ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে এখানে একটি অতি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য উদয় হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পাঁচটা বাজিতে ছয় মিনিট থাকিতে (ভাগলপুর টাইম) একটি বৃহদাকার অগ্নির সদৃশ তেজপুঞ্জ কোন একটি পদার্থ পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অর্থাৎ রাজ পুত্তানার দিকে গমন করিতে করিতে ১৷৹ মিনিট পরে শতাংশে বিভক্ত হইয়া অগ্নি বৃষ্টির ন্যায় চতুর্দ্দিকে পতিত হয়। সেই সময়ে অতিশয় ভয়ঙ্কর শব্দ দ্বারা চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। বোধ হইল যেন এক কালে শতাধিক বজ্র সবেগে সাতিসয় আস্ফালন করত পৃথিবী বিদীর্ণ করিতেছে। এতাদৃশ ভয়ানক শব্দ আর কখনই আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!!! পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয় পদার্থটির আকৃতি ঠিক একটি বৃহৎ গৃহের ন্যায় লৌহকে অগ্নি দ্বারা গরম করিলে যেরূপ বর্ণ হইয়া থাকে ঠিক সেইরূপ বর্ণ। আর ধুমকেতুর ন্যায় একটি পদার্থ উহার সহিত সংলিপ্ত রহিয়াছে। প্রথমে উহাই দেখা গিয়াছিল। একজন ইউরোপিয়ান ইঞ্জিনিয়ার প্রথমে ঐ পদার্থটিকে দেখিবামাত্র বলিলেন যে দেখ একটি "ফায়ার বেল" আসিতেছে। এই কথা বলিতে বলিতেই উহা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিল। সেই সময়টি ঠিক যেন দ্বিতীয় প্রহর দিবস হইয়াছে বোধ হইল। আদ সেকেণ্ড পরেই আর একটি পদার্থ সবেগে আইয়া উহার উপর পতিত হইবা মাত্রেই উহা ভাঙ্গিয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই ঘটনাটি হইতে ২ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। প্রায় অধিকাংশ লোকেই উহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আর যাঁহারা সে সময়ে নিদ্রিত ছিলেন পূর্ব্বোক্ত শব্দে তাঁহাদিগের যে হটাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। বোধ হইল অনেক দূরে পতিত হইয়াছে।

এরূপ অসম্ভব ঘটনা আর কখনই দৃষ্ট হয় নাই, ইহাই আমাদিগের প্রথম! অনেক ব্যক্তিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে সকলেই ইহার সদুত্তর প্রদানে অক্ষম। আপনার পাঠকগণের মধ্যে যদ্যপি কেহ ইহার বিশেষ কারণ অবগত থাকেন লিখিলে বাধিত হইব। জ্যোতির্ব্বিদগণ শুনিলেই অবশ্যই ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হইবেন।

২৩ এ সেপ্টেম্বর } বশম্বদ
১৮৭৩
ভাগলপুর } শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার বহুবাজার ৫৷৹
" " গোপীনাথ চৌধুরী—ডেরা ১০
" " নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ধাউদাড় ১০
" " পঞ্চানন লাহিড়ী—খাজরাগ্রাম ১০
" " ভগবতীচরণ লাহা—ঠনঠনে ১০
" " সকুর সর্দ্দার—কলিকাতা ৫৷৹
" " শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় টেঁজরি ১০
" " নবীনচন্দ্র সরকার—শোলাদানা ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং । ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ । | ৪৭ সংখ্যা ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং । "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০ । ৫ ই কার্ত্তিক । ইং ১৮৭৩ । ২০ এ অক্টোবর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাত ২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন প্রেসিডেন্সি কালেজের উত্তর পুর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি ।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গলা ও ইংরাজী নানাপ্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মুল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায় ।

ছাপার বিষয় যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন, তাহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন ।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মদাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা যাইতে পারে। মাশুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ ।

" শব্দ কল্পদ্রুম । "

সর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের
সংস্কৃত অভিধান দ্বিতীয়
বার মুদ্রিত ।

পৃথক পৃথক রূপে বাঙ্গলা ও দেবনাগরাক্ষরে ডিমাই ৪ পেজি কর্ম্মার ২০ ফর্ম্মা করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে । প্রত্যেক খণ্ডের মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাসুল ৵ আনা। যিনি গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি অনুগ্রহ পুর্ব্বক স্বীয় নাম ধাম সম্বলিত লিপি কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং

ফৌজদারী কার্য্য বিধানের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আদালত সমূহের কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয়, বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-সমেত শ্রীযুক্ত এইচ, টি, প্রিনসেপ সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ।

হুগলী জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ৫ টাকা । ডাক মাসুল ৸০ আনা ।

থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য ।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—:—

" প্রত্ন-কম্র-নন্দিনী "

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা ।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাহারা ' প্রত্ন অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কম্র অর্থাৎ অভিলাষী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধনী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর ও নাটোরাধীশ্বর মহোদয় প্রভৃতি ; মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি ; রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় ধনপতি সিংহ রায় বাহাদুর প্রভৃতি ; অনরেবল যষ্টিশ দ্বারকানাথ মিত্র ও কাশ্মীর রাজামাত্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ; " সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী " সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও " আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয় " প্রভৃতি, উলার বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আসামের চিদানন্দ চৌধুরী, উঁতিবন্দের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, লক্ষ্মীপুরের পৃথ্বীরাম চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুখেন্দুমোহন দেওরায়, ছান্দড়ার অনঙ্গমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি ; প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও কুলদাকিঙ্কর রায় প্রভৃতি ; বেনুতলার (ধন্বন্তরি কল্প) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি ; হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি ; কাশীর (মৎস্য তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাহেশের (অভিনবসুহৃৎ) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ।)

এতাদৃশ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য্য

স্বাধীন যন্ত্রালয় না পারিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবায় শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে সত্যযন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে প্রেসের কার্য্যে কিছুমাত্র আর লক্ষিত না হই বায় উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ে স্বীয় স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক স্বপ্রদত্ত টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিবায়, তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে; অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে। যন্ত্রালয়টি সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্যে নিযুক্তও হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে উল্লিখিত ভাণ্ডার ভাগ নষ্ট করিতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইতেছে ইহার দায়ে (যন্ত্রটি ত সমূলে নষ্ট হইতেই পারে) অধ্যক্ষকে লইয়াও টানাটানি না পড়ে। অথচ এই ঋণশোধে প্রস্তুকত্রগণের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞাপ্ত দ্বারা প্রস্তুকত্র নন্দিনীর গ্রাহক সূত্রে পরিচিত বা অপরি চিত ধনী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, প্রস্তুকত্র মাত্রেরই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত মুদ্রা কিছু অধিক নহে। ভরসা করি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহা য্যেই ইহা আদায় হইতে পারে। (ইতিপূর্ব্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহো দয় সত্যই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বত আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হই লেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

যাঁহার যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পুরঃসর "সোমপ্রকাশ" সম্পাদ কের নিকটে বা "হিন্দুহিতৈষিণী" সম্পাদ কের নিকটে কিম্বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভাতে অথবা কলিকাতা ভীমঘোষের লেন ৩ নং ভবনে সত্য যন্ত্রে আমার সমীপে পাঠা ইয়া বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

প্রস্তুকত্র নন্দিনী ও সত্যযন্ত্রের অধ্যক্ষ
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷৶০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই য়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷৷০ উঁহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নি বেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস অব ডিজীজ অর্থাৎ রোগ-বিচার এবং ব্যাধির ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ ডাকমাসুল ৷৷০ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত

তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷৷০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গাল মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ) মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটানি) ৷৷/০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত ৬ই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ভূগোল সার সংগ্রহ

ইহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ১৮৫৮ ও ১৮৬৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এন্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ।/০

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাসুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ন" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে সকল নৌকা তিনফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডবলিউ গালভার
লেপ্টনেন্ট কর্ণেল আর ই
অফিসিএটিং জয়েণ্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট পবলিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্ট; ইরিগেশন ব্রাঞ্চ।

সোমপ্রকাশ।

৫ ই কার্ত্তিক সোমবার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাধের বিচারের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এরূপ শুনা যাইতেছে, যে ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর রেণল্ডস সাহেব একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজ এবং আসামের ডেপুটী কমিশনর কর্ণেল ল্যাম্ব সাহেব এই কয়জন বিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিচার শ্রীহট্টে হইবে। এবং গবর্ণমেণ্ট ওহাবি ব্যাপার প্রসিদ্ধ ওকেনলি সাহেবকে নিজের দিকের উকীল নিযুক্ত করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সুরেন্দ্র বাবুর উপর মিথ্যা হিসাব দেওয়ায় দোষারোপ করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে যে সুরেন্দ্র বাবু যে রিটরন পাঠান তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর ছিল না। এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধের গুরুত্ব অনেক হ্রাস হয় সন্দেহ কি? এবং অনেকে এই সামান্য অপরাধে এত আয়োজন করা অকারণ বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর বিষয়টী অবস্থার জন্য গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। যদি গবর্ণমেণ্ট সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া নিজের বিশ্বাসমত তাঁহাকে দণ্ড দেন, তাহা হইলে এদেশীয়দের মনে সন্দেহ থাকিবে যে বোধ হয় তাঁহার লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইল। আবার যদি নিজের বিশ্বাসানুসারে লঘু দণ্ড করেন, তাহা হইলে ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের, বিশেষ বাঙ্গালীদ্বেষী সাহেবদিগের চীৎকারে দেশ ফাটিয়া যাইবে। সুতরাং বোধ হয় বাধ্য হইয়াই গবর্ণমেণ্টকে অনুসন্ধানের আড়ম্বর করিতে হইতেছে। সে ভালই। যদিও সুরেন্দ্র বাবু আমাদের স্বদেশীয় এবং তাঁহার গৌরবে আমাদের দেশের গৌরব, তথাপি আমরা এক দিনের জন্য প্রার্থনা করি না, যে তিনি যদি বাস্তবিক অপরাধী হন, বিনাদণ্ডে মুক্তি লাভ করুন। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুকে যাহাতে এই বিচারের জন্য আর অধিক ক্লেশ কিম্বা ব্যয় স্বীকার করিতে না হয়, গবর্ণমেণ্টের এইরূপ করা উচিত। সুরেন্দ্র বাবু নির্দ্দোষ বলিয়া যদি প্রমাণ হয় তাহা যে বাঙ্গালিদিগের পক্ষে কি সুখের সংবাদ হইবে বলা যায় না।

অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা।

যতই সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতেছে আর চতুর্দ্দিক হইতে এবারকার ধান্যের সম্বন্ধে ভয় ও দুঃখের সংবাদ আসিতেছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রায় সমুদায় প্রদেশেই "বৃষ্টির অভাবে কিছু হইল না"

"বৃষ্টির অভাবে কিছু হইল না" এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পদ্মার দুই পার্শ্বের স্থান সকল প্রায় প্রতি বর্ষে পদ্মার প্লাবনে ভাসিয়া যায়, এবার বন্যার ও সেরূপ প্রবলতা দেখা যায় নাই। পূজার পূর্ব্বেই সে সকল স্থানের জল শুখাইয়া গিয়াছে, এবং পূজার সময় হইতেই কৃষকেরা এক প্রকার ধান্যের আশা ছাড়িয়াছে। কুষ্টিয়া, কুমারখালি প্রভৃতির স্থানের বড় বড় আড়তদারেরা পূজার পর হইতেই চাল আটকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের নৌকা সকল উত্তর ও পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বর্ষার অভাবে ঐ সকল নৌকা গম্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

বাখরগঞ্জ বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান ধান্যের জন্ম-ভূমি। এই স্থান হইতেই প্রায় বাঙ্গলা দেশের অর্দ্ধেক লোকের আহারের সংস্থান হয়, সেই বাখরগঞ্জ এখন পর্য্যন্ত অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় একবারে জ্বলিয়া যায় নাই বটে; কিন্তু আর কিছু দিন বৃষ্টি না হইলে বোধ হয় সেখানেও হাহাকার ধ্বনি উঠিবে। একে জমীদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া সমুদায় বঙ্গদেশের কৃষকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে আবার ধান্যের হানি! এবার যে কৃষকদিগের কি দুরবস্থা ঘটিবে তাহা বলা যায় না। জমীদারেরা নিয়মিত খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না; শ্রমজীবিরাও কার্য্য পাইবে না; নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী বহু-পরিবারপোষী কর্ম্মচারিরা গলগ্রহদিগের আহারের সংস্থান করিতে পারিবে না; এইরূপে সর্ব্বসাধারণেরই যৎপরোনাস্তি ক্লেশের সম্ভাবনা, কিন্তু কৃষকদিগের ভাবী দুরবস্থার বিষয় ভাবিলে শঙ্কিত হইতে হয়। তাহাদের নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। ধান্যই তাহাদের সর্ব্বস্ব; ধান্য হইতে তাহারা মহাজনের ঋণ শোধ করে; ধান্য হইতে তাহারা জমির খাজনা দেয়; ধান্য হইতেই তাহারা পরিবারের অন্ন প্রস্তুত করে; ধান্য হইতেই তাহারা সংসারের সম্বৎসরের অপর ব্যয়ের সংস্থান করে এবং ধান্য হইতেই তাহারা পুত্র কন্যার বিবাহাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করে, সেই ধান্যের অভাবে তাহাদের কি বিপদ একবার ভাবিয়া দেখ।

আমাদের এপ্রদেশেও জলের অভাবে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। মুড়াগাছা মোল্লারচক প্রভৃতি যে সকল স্থানের ভূমি অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাহাতে এখনো ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বটে; কিন্তু উচ্চভূমি সকলের ধান্য প্রায় জ্বলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত পরগণা সকলে এবৎসর প্রচুর ধান্য বসিয়াছিল তাহার অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, আর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতেও চতুর্দ্দিকস্থ অধিবাসিদিগের বিশেষ সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। কারণ কলিকাতা হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি বিদেশীয় বিপণিতে বৎসর বৎসর যত তণ্ডুল প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহার অনেক এই সকল স্থান হইতে গিয়া থাকে। এই সকল স্থানের তণ্ডুল প্রথমে চেতলার হাটে প্রেরিত হয়, এবং সেখান হইতে সওদাগর আফিসের কর্ম্মচারিরা আসিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে আমাদের কার্য্যদক্ষ লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ইহার মধ্যেই এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ কমিশনর এবং ডিষ্ট্রিক্ট কর্ম্মচারিদিগের প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছেন;—

"এবারে শীঘ্র শীঘ্র বর্ষা বন্ধ হওয়াতে এরূপ শঙ্কা হইতেছে যে" অনেক প্রদেশে নানা প্রকার ফসলেরি ব্যাঘাত হইবে। লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের অনুরোধ যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ফসলের অবস্থার বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর করিবার চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা আবশ্যক লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের এরূপ ইচ্ছা নহে; কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট কর্ম্মচারিরা যেন ফসল কাটা না হইতে হইতে যতদূর পারেন স্বচক্ষে দেখিয়া অন্যান্য বারের অপেক্ষা এবারে ফসল কত কম তাহা নির্দ্ধারণ করেন।"

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় বীডন সাহেব যে কলঙ্কের ভাগী হইয়াছিলেন, কাম্বেল সাহেব কখনই সে কলঙ্ক আপনার মস্তকে লইবেন না। তিনি যথা সময়ে এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এজন্য আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করি। তিনি মনোযোগী হইলে নিশ্চয় সদুপায় বিধান করিতে পারিবেন। এবং এই বিপদের সময় প্রজাদিগকে বাঁচাইতে পারিলে তিনি সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।

দুর্ব্বলের রক্ষা।

ইংলণ্ড ধনী-প্রধান দেশ। সেখানে ধনীর পূজা এবং দরিদ্রের মৃত্যু। সুতরাং ইংলণ্ডের ছাঁচে যে শাসনপ্রণালী গঠিত, তাহাতে ধনীর সমাদর এবং দরিদ্রের অনাদর হইয়া থাকে। শাসনকর্ত্তারা দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন ধনীদিগেরই উপর প্রথম দৃষ্টি পড়িল। ধনীদিগকে চিরদিনের জন্য কর-বৃদ্ধি হইতে অব্যাহতি দেও; ধনীদিগের পুত্র পৌত্রের আত্মীয় স্বজনের শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন কর, এইরূপে সমাজের উপরিস্থিত শ্রেণীদিগের জন্য নানা প্রকার আয়োজন হইল; কিন্তু সকু

লের চক্ষের নিম্নে যে আর এক শ্রেণী মুখ মুদ্রিত করিয়া রহিল, জগতের আইন পুস্তকে যাহাদের নাম কৃষক ও শ্রমজীবী, দয়ার পুস্তকে যাহাদের নাম দরিদ্র ও অসহায়, এবং ন্যায়ের পুস্তকে যাহাদের নাম সমাজের মূল, ভিত্তি অথবা বন্ধু. তাহাদের প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি পড়িল না। গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষিত করিলেন, তাঁহারা আপনাদের অধিকার ও পদ বুঝিয়া লইলেন এবং আপনাদের কষ্ট দুঃখ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দরিদ্রেরা যে মুখ মুদ্রিত করিয়া ছিল, তাহারা মুখ খুলিল না কেন? সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট তুমি তাহাদের মুখ খুলিবার জন্য কি করিয়াছ? দেশবাসি তোমরাই বা তাহাদের জন্য কি করিয়াছ? রাজ্যের রক্ষা কর্ত্তা রাজা; কিন্তু তাহাদের রক্ষা কর্ত্তা কে? আর কত দিন তাহারা কষ্ট পাইবে? আর কত দিন তাহারা মুখ মুদ্রিত করিয়া সহ্য করিবে? আমাদিগের শ্রদ্ধেয় সহযোগী ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উপায় স্বরূপ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী করিয়াছেন। যদিও সম্প্রতি ৫০৪ টী থানা এবং পুলিস ষ্টেসন আছে, তথাপি সেই সকল পুলিস কর্ম্মচারিদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং নীচ-প্রকৃতি হওয়াতে, তাহাদের দ্বারা আশানুরূপ দুর্ব্বলের রক্ষা হয় না। যে ১১৫টী মহকুম আছে সংখ্যার অল্পতানিবন্ধন তাহা দ্বারাও প্রকৃতরূপ দরিদ্রের রক্ষা হয় না বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত কর্ম্মচারির সংখ্যা ৮০১। ইহার মধ্যে শত করা ২০ জনকে নানা কারণে অনুপস্থিত বিবেচনা করিলেও ৬৪১ জন কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারি অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি প্রত্যেক থানায় এক এক জন চিহ্নিত কর্ম্মচারি নিযুক্ত করেন এবং অবশিষ্ট ১৩৭ জনের উপর তত্ত্বাবধান করিবার ভার অর্পণ করেন, তাহা হইলে দুর্ব্বলের রক্ষার বিশেষ উপায় হইতে পারে।

এক্ষণকার পুলিস কর্ম্মচারিরা যেরূপ অশিক্ষিত এবং ধনের বশীভূত তাহাদিগের দ্বারা দুর্ব্বলের রক্ষা হয় না। দরিদ্রেরা অত্যাচারের কথা তাহাদের গোচর করিলেও তাহারা কোন উপায় করে না; সুতরাং যদি প্রত্যেক থানায় এক এক জন শিক্ষিত চিহ্নিত কর্ম্মচারি থাকেন, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা দুর্ব্বলের রক্ষার অনেক সদুপায় হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু নিকটে উপযুক্ত কর্ম্মচারি থাকার অভাবে যে দুর্ব্বল দরিদ্র দিগের এত ক্লেশ হইতেছে, এরূপ বোধ হয় না; কারণ কালিকাতার পৃষ্ঠ-দেশে, চিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের পশ্চাতেই বলিলে হয়, যে সকল অত্যাচার হয় তাহা ত উক্ত কর্ম্মচারিদিগের কর্ণ পর্য্যন্ত ও আসে না। কোন জমীদার কেবল নজরের দ্বারাই পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, নজর না দিলে নিস্তার নাই। কোন কোন জমীদার জরিমানার টাকাতেই বাগান, বাটী, ক্রিয়া কাণ্ড সারিবার চেষ্টা করেন। জরিমানা জমিদারদিগের উপরি লাভ। গ্রামের কোন দুই দরিদ্র বিবাদ করিল, জমিদার উভয়কে ধৃত করিয়া আনিলেন এবং উভয়কে জরিমানা করিলেন, এবং সকল কর্ম্ম ক্ষতি করিয়া বসাইয়া রাখিলেন, পরে জরিমানা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমরা বলিতেছি আদালতের পার্শ্বেই এই সকল হইয়া থাকে; তবে এ সকল অভিযোগ বিচারালয়ে উপস্থিত হয় না কেন? লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। আদালত দরিদ্রের গম্য স্থান নহে। সুবিবেচক গবর্ণমেণ্ট মকদ্দমায় যেরূপ ব্যয় বাহুল্য করিয়াছেন, তাহাতে সে দ্বারে উপস্থিত হইয়া বিচার প্রার্থনা করা দরিদ্রের পক্ষে অসম্ভব; এবং বিচার প্রার্থনা করিয়াও সহজে নিষ্পত্তি হয় না বলিয়া আবার দরিদ্রেরা নিরাশ হইয়া পড়ে। অতএব কেবল মাত্র প্রথম প্রস্তাব অবলম্বন করিলে ইষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেনের ন্যায় সুযোগ্য কর্ম্মচারি নিয়োগ করিয়া দরিদ্রদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থা ও সুখ দুঃখ অবগত হইবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে অনেক গুপ্ত অত্যাচার প্রকাশিত হইবে এবং অবশেষে কর্ত্তব্যের পথ দেখিতে পাইবেন।

—:০:—

মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি ও কার্য্য।

ইংলণ্ড ভারতবর্ষের শাসনের ভার নিজের মস্তকে লইয়া এক প্রকার কষ্টের অবস্থায় পড়িয়াছেন। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতা প্রত্যেক ইংরাজের প্রিয় সম্পত্তি। সেই ইংরাজ-জাতি যদি আসিয়ার স্বেচ্ছাচারী রাজাদিগের ন্যায় বিংশতি কোটি জীবের সুখ দুঃখ লইয়া ক্রীড়া করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্বাধীনতার অগৌরব; তাঁহাদিগের সভ্যতার অগৌরব এবং তাঁহাদিগের খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অগৌরব; আবার এদিকে যদি প্রকৃষ্ট রাজনীতি ও উন্নত ধর্ম্মনীতির অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিতে যান, তাহা হইলে ভারতবর্ষেরই হিতের জন্য ভারতবর্ষ-শাসন করিতে হয়, অর্থাৎ মুখের গ্রাস অবশেষে ফিরাইয়া দিতে হয়। ইহার কোন পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য আজিও ইংলণ্ড প্রস্তুত নন। সভ্যতার অগৌরব কিম্বা ধর্ম্মের অগৌরবের ভয়ও যদি তত না করেন, অন্যান্য সভ্য

জাতিদিগের উপহাস ও অশ্রদ্ধা বহন করিতে সাহসী নন। আবার যাহার ধন তাহাকে ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা হয় এমন ধর্ম্মবুদ্ধি ও ইংরাজদিগের জন্মে নাই। সুতরাং এই উভয় যুক্তি যুগপৎ কার্য্য করাতে, ইংলণ্ডের কথা ও কার্য্যের মধ্যে এত বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে। আমাদের রাজারা সুখ্যাতির অনুরোধেই হউক, এবং সভ্য জাতিদের অনুরোধেই হউক, কিম্বা ধর্ম্ম বুদ্ধির অনুরোধেই হউক, মুখে বলিতেছেন "আমরা ভারতবর্ষের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতেছি; ভারতবর্ষীয়দিগকে উপযুক্ত দেখিলেই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিব" অথচ আবার কার্য্যের সময় অনুপযুক্ততার দোহাই দিয়া ভারতবর্ষবাসিদিগকে সকল প্রকার উচ্চ উচ্চ পদ ও কার্য্য হইতে দূরে রাখিতেছেন। গুরুতর কার্য্যের ভার না পড়িলে কি মনুষ্যের উপযুক্ততা প্রকাশ পায়? স্থল বিশেষে একটু একটু কার্য্য করিবার স্বাধীনতা দিতেছেন বটে; কিন্তু সে কেবল গলের রজ্জু খুলিয়া বৃষকে কাটরার মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়ার ন্যায়। বর্ত্তমান মিউনিসিপাল আইন ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।

গবর্ণমেণ্ট চিন্তা করিলেন অধীনস্থ জনপদ সকলের পথ ঘাট প্রভৃতির উন্নতি করা রাজার একটী প্রধান কার্য্য এবং সে বিষয়ে মনোযোগী না হইলে রাজার সুখ্যাতি নাই। অতএব দেশের এই সকল উন্নতি আবশ্যক। কিন্তু প্রজাদের অর্থেই সে কার্য্য করিতে হইবে, ইংলণ্ড কি গৃহ হইতে অর্থ আনিয়া ব্যয় করিবেন? কখনই না। তবে উক্ত অর্থ সংগ্রহার্থ একটী নূতন করের সৃষ্টি আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে প্রজাদিগের সম্মতি গ্রহণ করাতে আপত্তি নাই। কারণ প্রতিবন্ধকতা করিলে তাহাদেরই ক্ষতি। অথচ অল্প মূল্যে, ইংলণ্ড প্রজাদিগকে আত্ম শাসন শিক্ষা দিতেছেন এ সুখ্যাতিও লাভ হয়। এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়াই হউক কিম্বা সরল ইচ্ছাতেই হউক গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপাল আইনের সৃষ্টি করেন। ১৮৪২ সালে প্রথমে এই আইন প্রচারিত হয়। সম্মতি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্মতি বলে না, সুতরাং প্রথমে বলপ্রয়োগের কথা ছিল না। এই আইনের উপকার গ্রহণ করানা করা প্রজাদিগের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা বহু দিন দেখিলেন যে এ প্রস্তাবে বড় কেহ অগ্রসর হইল না। একে আমাদিগের সাধারণ লোক অজ্ঞ তাহাতে আবার তাহাদের কোন বিষয়ের সহিত কোন সংস্রব নাই, এরূপ অবস্থায় সকলে যে সহসা এরূপ আইনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা অনুভব করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না। কিছুকাল পরে গবর্ণমেণ্ট অল্পে অল্পে বল প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে যে আইন চলিতেছে তাহার নিয়ম এই, যেখানে অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভদ্রলোকের বাস এরূপ কয়েকখানি গ্রাম বা স্থান লইয়া একটী মিউনিসিপালিটী প্রস্তুত হইবে। মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থান হইতে কয়েক জন সভ্য মনোনীত করিয়া একটী মিউনিসিপাল কমিটী স্থাপিত হইবে। সভ্য মনোনীত করিবার ভার গবর্ণমেণ্টের। সভ্যদিগের মধ্যে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হওয়া আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্য হইতে সভাপতি নিযুক্ত হইতে পারেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে একজন স্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন; এবং তাহাই সচরাচর হইয়া থাকে। মিউনিসিপালিটীর টাক্স দ্বারা যত টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহা হইতে সেই সেই স্থানের পুলিষের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। এতদ্ভিন্ন টাকা তৎ তৎস্থানের পথ ঘাট প্রস্তুত ও সংস্কারার্থ ব্যয় হইবে। পুলিষের ব্যয় কত দিতে হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন, এবং তাহা দিতেই হইবে। কাহাকে কত টাক্স দিতে হইবে তাহা মিউনিসিপাল কমিটীর সভ্যেরা স্থির করিয়া দিবেন নতুবা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন। পাঠকগণ! বিবেচনা করুন, ইহা এ প্রকার কাটরার মধ্যে বৃষকে স্বাধীনতা দেওয়া কি না? উত্তরে গবর্ণমেণ্ট, দক্ষিণে গবর্ণমেণ্ট; পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট, পশ্চিমে গবর্ণমেণ্ট, তবে প্রজার স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতি কোথায়? এই জন্যই বোধ হয় উড়িষ্যার কমিশনর রাবেন্সা সাহেব বলিয়াছেন; রোডসেস কমিটী, মিউনিসিপাল কমিটী, এবং বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে অন্য সকল কমিটিই কেবল ছেলে খেলা মাত্র। এই কথার উত্তরে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে "দুঃখের বিষয় যে তিনি যাহা ইচ্ছা ছিল বলিবার পূর্ব্বে বিরত হইয়াছেন। তিনি (লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর) বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে প্রজারা ক্রমে তাহাদের নিজেদের বিষয়ে নিজের মনোযোগী হইবে, তিনি আরও বলেন "আমি দেখিয়াছি যে সকল স্থানেই প্রায় শিক্ষা সম্বন্ধীয় কমিটীর সভ্যেরা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন। আমার বিশ্বাস যে এই ভাব আরও বিকশিত হইবে এবং রোডসেস এবং মিউনিসিপাল কমিটীর সভ্যেরা যখন দেখিবেন যে তাঁহাদের অর্থের ব্যয়ের উপর তাঁহাদের হস্ত আছে তখন তাঁহারাও ইহার অনুসরণ করিবেন।

এদেশীয়দিগকে আত্ম শাসন শিক্ষা দিবার যতগুলি উপায় আছে ইহা তাহার মধ্যে একটী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাই যদি লক্ষ্য হয় এত উত্তরে দক্ষিণে গবর্ণমেণ্ট কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেণ্টের নাম শুনিলেই লোকে ভাবিয়া বসে যে এসকল গবর্ণমেণ্টের নিজের স্বার্থ সাধনের অন্যতর উপায় মাত্র। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীকে আরো একটু স্বাধীনতা দিয়াছেন! ১৮ জন সভ্যের মধ্যে তিন জন মনোনীত করিবার ভার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নিজের হস্তে রাখিয়াছেন; এবং অবশিষ্ট ১৫ জন মনোনীত করিবার ভার প্রজাদিগের হস্তে দিয়াছেন। ইহার মধ্যে শ্রীরামপুর হইতে ৯ জন কোন্নগর হইতে ৩ জন এবং রিসড়া ও মাহেশ হইতে ৩ জন। এইরূপ উত্তরোত্তর এদেশীয়দিগকে যদি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেন তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি আত্ম শাসন শিক্ষা দিবার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যত গা ঢাকা দিতে পারেন তাহার চেষ্টা করা উচিত।

—০—

গোবংশের দুর্গতি।

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য একটী প্রকাণ্ড সভা আছে। বড় বড় লোক তাহার সভ্য। মধ্যে মধ্যে আমরা এই সভার এক একটী কার্য্যের কথা শুনিয়া থাকি। বাস্তবিক যাহারা কষ্ট পাইলে, কষ্ট জানাইতে পারে না, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই ইচ্ছা হয়। কিন্তু অনেকদিন হইতে আমাদের দেশের গোবংশের অবনতি হইতেছে, সে বিষয়ে কাহাকেও বিশেষ মনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায় না। গাভী হিন্দুদিগের অতি প্রিয় ধন। হিন্দুরা গোকুলকে যে কি চক্ষে দর্শন করেন, আমিষপিশাচ ও পশুরাক্ষস মুসলমানেরা কিম্বা ইউরোপীয়েরা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। যে গৃহে সবৎসা বৎসতরীর অধিষ্ঠান নাই, সে গৃহস্থের গৃহ নহে। হিন্দু বালিকারা ব্রত করিয়া এই শান্ত প্রকৃতি জাতির চরণ ধৌত করিয়া, দেয়, যত্নের সহিত পক্ব, কদলীও নব দূর্ব্বাদল আহরণ করিয়া ইহাদের মুখে ধারণ করে, এবং ব্যজন করিয়া আহারের সময় দংশ মশক প্রভৃতিকে বিরক্ত করিতে দেয় না। গৃহপতিরা প্রতিদিন স্বচক্ষে ইহাদের তত্ত্বাবধান করেন, এবং গৃহিণীরা অনুরাগের সহিত ইহাদের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এমন গো বংশ ক্রমশ হীন অবস্থাপন্ন হইতেছে। লোকের আবাসস্থান ভিন্ন সমুদায় ভূমিই প্রায় ধান্য প্রভৃতির চাষে নিয়োজিত হইতেছে। সুতরাং পশুদিগের চরিবার স্থানের ক্রমশই অভাব হইতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে লোকে ধান্য বপন করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতে গাভীদিগকে গৃহে বদ্ধ করিতে হয়, জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে ধান্যের ফসল থাকে সুতরাং এ কয় মাস তাহারা গৃহে বদ্ধই থাকে। পৌস মাসে ধান্য কর্ত্তন হইলেও ক্ষেত্রে কড়াই প্রভৃতি থাকে, সুতরাং তখন গাভীদিগকে বদ্ধ রাখিতে হয়। সমুদায় প্রকার ফসল উঠিতে, প্রায় চৈত্র মাসের অর্দ্ধেক অতিবাহিত হয়। তখন গাভীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় বটে কিন্তু সে কয় দিনের জন্য, বৈশাখ মাসের দিন কত গত হইতে না হইতে লোকে আবার ভূমি কর্ষণের জন্য লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করে; বিশেষ এ সময়ে মাঠ শুষ্ক ও তৃণ-শূন্য থাকে। অতএব গাভীদিগের মাঠে চরা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে মাঠে উত্তম উত্তম ঘাস জন্মে, কিন্তু প্রতিদিন গাভীদিগের জন্য তাহা আহরণ করা সকলের পক্ষে সুবিধা হয় না। ইংলণ্ডে গাভীদিগের চরিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে; সেখানে কেহ চাষ করিতে পারে না, সুতরাং গোবংশের এত দুর্গতি নাই। কলিকাতার অনেক গাভী গড়ের মাঠে চরিয়া থাকে;-কিন্তু গড়ের মাঠে তেমন উত্তম ঘাস জন্মে না, সুতরাং সহরের অধিকাংশ গাভীই সম্বৎসর বদ্ধ থাকিয়া ভুসি প্রভৃতি দ্বারা জীবন ধারণ করে। সেই কারণেই বোধ হয় কলিকাতার দুগ্ধ এত জলবৎ ও অল্প স্বাদ। ক্রমে পল্লীগ্রামের গাভীদের ও সেইরূপ দুরবস্থা হইতেছে। সুস্থ, সবল ও সুন্দর গাভী প্রায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশই প্রায় দুর্ব্বল এবং শ্রীভ্রষ্ট।

গোকুলের ক্রমশঃ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার বিশেষ আর একটী কারণ এই যে দেশের মধ্যে সতেজ ও বলিষ্ঠ বৃষ দেখা যায় না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে সেখানে সেখানে ত্রিশূল চক্র-অঙ্কিত সচ্ছন্দ-বিহারী বলবান অনেক বৃষ দেখিতে পাওয়া যাইত; ধর্ম্মের ষাঁড় বলিয়া কেহ ইহাদিগকে ধরিত না, কেহ ইহাদের স্কন্ধে লাঙ্গল দিত না; কেহ স্বাধীনতা বোধ করিত না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকেও পূর্ব্বের স্বাধীনতা (ও সুখের) অবস্থা হইতে বিচ্যুত হওয়া মিউনিসিপালিটির ময়লা ফেলার গাড়ি টানিতে হয়। উপযুক্ত সুস্থকায় বৃষের অভাবে, গ্রামবাসিদিগকে লাঙ্গলবাহী দুর্ব্বল ও রুগ্ন আঁড়িয়া দ্বারা গোবৎসের উৎপত্তি করিতে হয়, সুতরাং গোবংশ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। শীঘ্র ইহার কোন সদুপায় বিধান করা উচিত।

কিছু দিন হইল কতকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়া গোবংশের রক্ষা ও উন্নতির উপায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের আর কোন কথা শোনা যায় না। সকলেরই ইহার জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত। দধি দুগ্ধ প্রভৃতি যে ক্রমেই এত দুর্ম্মূল্য হইতেছে তাহার কারণ গোবংশের অবনতি। এদিকে আবার মাংস পিশাচ মনুষ্যদিগের উদর পূর্ত্তির জন্য প্রতিদিন শত শত গোধনের প্রাণ যাইতেছে, সুতরাং তাহাদের রক্ষার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হওয়া উচিত।

আমরা প্রস্তাব করি কতকগুলি ভদ্র লোক একত্র হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত সভার ন্যায় একটী সভা করুন। মূল সভার অধিবেশন কলিকাতাতে হউক এবং মফস্বলের প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু জনপদে এক একটী শাখা সভা স্থাপিত হউক। সভা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি বিলাতি এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় বৃষ ক্রয় করুন। সেই বৃষের কতকগুলি কলিকাতাতে রক্ষিত হউক, এবং অবশিষ্টগুলি মফস্বলের স্থানে স্থানে প্রেরণ করুন। আমরা বিলাতি বৃষ দ্বারা এদেশীয় গাভীতে সন্তান উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি; সে সন্তান এদেশীয় গাভী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হয়। এবং অন্যদিকে সভা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া কয়েক বর্গ মাইলের মধ্যে এক একটী পশুচর রাখিবার নিয়ম করুন। তাহা হইলে আবার গোবংশের উন্নতি হইতে পারে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটী দূষিত ব্যবহার।

যাহারা পক্ষপাত প্রিয়, পক্ষপাত তাহাদিগের বিস্বাদ লাগে না; কিন্তু যাহাদিগের তাহাতে একান্ত অরুচি, তদ্দর্শন তাহাদিগের অতিশয় ক্লেশকর হয়। নিম্নলিখিত পত্র খানি তাহার প্রমাণ। যিনি পত্র লিখিয়াছেন ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের পক্ষপাত ব্যবহার দর্শন করিয়া তিনি কেমন অসুখিত হইয়াছেন, পাঠকগণ পত্রখানি পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। পত্রলেখক আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে এই বিষয়টি আমরা মহানুভব লার্ড নর্থব্রুকের গোচর করিয়া উহার প্রতীকার চেষ্টা পাই। আমরা জানি লার্ড নর্থব্রুক যেরূপ লোক, তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া উদাসীন থাকিবেন এরূপ বোধ হয় না। আমাদিগের এবিষয়ে স্বতন্ত্র কিছু লিখিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। তবে যদি অনুবাদক মহোদয় নিরনুগ্রহ হন এই এক শঙ্কা আছে। পত্রখানির ভাগ্য তাঁহার হস্তে নিক্ষিপ্ত হইল।

"আমি ৫ ই আশ্বিন সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে বৈদ্যনাথ যাত্রা করি। আমার শুনা ছিল, তৃতীয় শ্রেণীর শকটারোহিদিগের নিকটে রেলওয়ে কোম্পানির আয় অধিক, উহাদিগেরই কষ্ট অধিক। আমি কখন ভুক্তভোগী হই নাই, সুতরাং আমার ঐ কষ্টের স্বরূপ জানা হয় নাই। ঘটনাক্রমে ঐ কষ্টটী এই বার সুন্দর রূপে জানা হইল। আর চারি পাঁচ ব্যক্তি আমরা সঙ্গী ছিলেন। তাঁহাদিগের এরূপ সঙ্গতি ছিল না যে তাঁহারা অন্য শ্রেণীর শকটে যাইতে পারেন, আমারও এরূপ সঙ্গতি নয় যে আমি ব্যয়দিয়া তাঁহাদিগকে অন্য শ্রেণীর শকটে লইয়া যাই। সুতরাং তাঁহাদিগের অনুরোধে আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর শকটে আরোহণ করিতে হইল। আমরা ৫।৬ জন একত্র ছিলাম বড় কষ্ট হইল না। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে বেলা ৯ টার সময়ে বৈদ্যনাথে অবতীর্ণ হইলাম। দিবাভাগ ঐ স্থানে থাকিয়া রাত্রি ৯ টার সময়ে আমরা পুনরায় শকটে আরোহণ করিলাম। আমরা যে গাড়িতে উঠিলাম দেখি তাহার পার্শ্বের গাড়িতে একজন ওলাউঠা রোগী আছে। দুর্গন্ধে গাড়ি খানি পরিপূর্ণ হইয়াছে, উঠিয়াই আমাদিগের বোধ হইল আমরা কি নরকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কোন ক্রমে সেখানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ঐ বিষয় কর্ম্মচারিদিগের গোচর করিলাম। তাঁহারা আমাদিগকে আর এক গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন। সেখানে গিয়া আমাদিগের কষ্টের নিবৃত্তি হইল। তৃতীয় শ্রেণীর শকটের মধ্যে মধ্যে লোহার শীক দেওয়া এক একটী যেমন স্বতন্ত্র কুঠরী আছে, আমরা যেখানে নীত হইলাম সে গাড়ি খানি সেরূপ নয়। উহার দুই পার্শ্বে কাষ্ঠের দেওয়াল। উহাতে প্রবিষ্ট হইলে অন্য গাড়ির লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় না। গাড়ির মধ্যস্থলে একটী আলোক আছে। ঐ গাড়ি খানি ওরূপ কেন, আমি তখন তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। চিন্তা করিতে করিতে ২।৩ ষ্টেষণ পার হইয়া গেলাম। ক্রমে নিদ্রা আকর্ষণ হইল, নয়নদ্বয় মুদিত হইয়া আসিল। ঐ ভাবে আমি কতদূর গেলাম তাহা বলিতে পারি না। কতক্ষণ পরে আমার সহচরগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাকে জাগাইয়া বলিলেন, শীঘ্র এ গাড়ি হইতে নামিয়া আইস, সাহেব বড় রাগিয়াছেন। আমিও ঘুমের ঘোরে তাঁহাদিগের সঙ্গে গাড়ি হইতে নামিলাম, কিন্তু মনটা বড় চটিয়া উঠিল। ষ্টেষণ মাষ্টরকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আমাদিগকে এ গাড়ি হইতে নামাইয়া দিবার কারণ কি? এখানি কি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি নয়; তিনি উত্তর করিলেন, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি বটে কিন্তু ইহাতে ইউরোপীয় ভিন্ন অন্যের যাইবার হুকুম নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাতে যেসকল ইউরোপীয় যায়, তাহারা কি অধিক ভাড়া দেয়? তিনি বলিলেন না ভাড়া এক। তবে এরূপ ইতরবিশেষ কেন? এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ইহার পর আমার [illegible]

তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। ক্ষণে বিস্ময় ক্ষণে ক্রোধ সঞ্চার হইয়া হৃদয় একান্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল। কি আশ্চর্য্য কি পক্ষপাত? এক শ্রেণীর গাড়ি এক ভাড়া অথচ ফলাংশে এত ইতর বিশেষ? যে কোন রূপে হউক এদেশীয়দিগের অর্থ লইয়া ইউরোপীয়দিগকে সুখিত করাই কি ইংরাজ জাতির উদ্দেশ্য? বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় জানেন না। জানিলে কখন এরূপ স্পষ্ট পক্ষপাত থাকিতে দিতেন না। লার্ড নর্থব্রুক অবিলম্বে এই কলঙ্ক দূর করেন এক্ষণে এই আমার প্রার্থনা।

পুস্তক সমালোচনা।

কমলে কামিনী (১)। এই নামটী শুনিবামাত্র অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইহা শ্রীমন্ত সওদাগরের কমলে কামিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। কিন্তু তাহা নহে। এ আর এক কমলে কামিনী; ইনি ব্রহ্মরাজের কন্যা রণকল্যাণী। যদিও গ্রন্থকার সমালোচকদিগকে কুটে কুটে মাছি বলিয়া উপহাস করিয়াছেন; কিন্তু মাছির একটা বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে সে ছোট বড় বিচার করে না। একটু ঘা পাইলেই ভ্যান ভ্যান করিয়া বসে। মৃত মহাত্মা জনষ্টুয়ার্ট মিল এক স্থলে বলিয়াছেন "এক প্রকার রচনা আছে যাহাতে কবিত্ব (অর্থাৎ আন্তরিক ভাবোদ্বোধন এবং বর্ণনা, অর্থাৎ বাহ্যিক ঘটনার সাহায্য) অত্যন্ত আবশ্যক হয়; তাহার নাম নাটক * * * এই উভয় প্রকার চমৎকারিতা একত্র হওয়াতেই সেক্সপীয়রের গ্রন্থ সকল সাধারণে এত আদৃত। এই সকল গ্রন্থে সকল শ্রেণীর পাঠকেরাই আপন আপন শক্তি ও রুচির অনুযায়ী দ্রব্য পাইয়া থাকেন। অনেকের নিকট তাঁহার গল্প রচনার চাতুরী চমৎকার, অল্পসংখ্যক লোকের নিকটে তাঁহার আন্তরিক ভাব বর্ণনের ক্ষমতা আশ্চর্য্য"। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও এই উভয় প্রকার অঙ্গকে যথাক্রমে "বস্তু" এবং "রস" বলিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থে এদুয়ের বিশেষ সদ্ভাব দেখা গেল না। দর্শক এবং পাঠকগণের বিস্ময়, ভয় কিম্বা ভক্তির উদ্রেক করিতে পারে, মনের উপর একটী ভাব মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিতে পারে গল্পটীর মধ্যে এমন কোন বিশেষ চাতুরী দেখিতে পাওয়া গেল না। বক্রেশ্বরের মৃগয়া একটী হাস্য জনক অংশ বটে, কিন্তু সেক্সপিয়রের সার জন ফলষ্টাফের রাজকুমার হেনরির সহিত বনমধ্যে চুরি করিতে যাওয়ার কথা মনে হইবামাত্র ঐস্থানের হাস্য রসের কিছু ব্যাঘাত হইল। সারজন ফলষ্টাফকে যেমন স্বপক্ষীয় লোকেরা বেশান্তর পরিধান করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল; বক্রেশ্বরকেও তেমনি নিজের লোকেরা বিপক্ষ সাজিয়া আক্রমণ করে। তবে গোঁফ ধরাটী বোধ হয় নূতন। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই কয়জন প্রধান শিখণ্ডিবাহন মকরকেতন, বক্রেশ্বর, রণকল্যাণী, সুরবালা ও সুশীলা। এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকের চরিত্রের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি নাই। বৈরঙ্গিনী সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের যেরূপ কথা বার্ত্তা দেখা গেল, এবং সুশীলা ও মকরকেতনের তাঁহার উপর যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তির প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে শিখণ্ডিবাহনকে গম্ভীর প্রকৃতি ও বিজ্ঞ বলিয়া মনে হইল, কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণ সাজা রাজার সম্মুখে নৃত্য করিয়া নির্লজ্জতা প্রকাশ করা, দেখিয়া সেভাব উড়িয়া গেল। পিতার নিকট সলজ্জ ভাব ও পূর্ব্বকার কথা বার্ত্তা দেখিয়া রণকল্যাণীকে শান্ত ও ধীর প্রকৃতি বলিয়া মনে হইল, কিন্তু রাধিকা সাজিয়া অভিসার করা দেখিয়া এবং বুড়িকে বৌ সাজাইয়া শিখণ্ডিবাহনের কোলে ধরা ধরি করিয়া দেওয়া দেখিয়া সেভাব চলিয়া গেল। মকরকেতনের মন পরিবর্ত্তন যেন এক কথায় হইয়া গেল। যে শৈবলিনীকে এত ভাল বাসিতেন তাঁহাকে এত সহজে ভোলা অস্বাভাবিক। মনের মধ্যে আরও কিছু সংগ্রাম হওয়া উচিত ছিল। গান্ধারীর অনুতাপ ও স্বপ্ন সঞ্চরণ যেন লেডি ম্যাকবেথের ছবি খানি। লেডি ম্যাকবেথের পাপ ভয়ঙ্কর ও অপ্রতিবিধেয় সুতরাং তাঁহার অনুতাপের মধ্যেও ভয়ানকত্ব আছে। গান্ধারীর পাপ অপ্রতিবিধেয় নহে সুতরাং তাঁহার অনুতাপ বড় মনে লাগিল না। ইহা ভিন্ন বস্তুগত দোষও আছে। রণকল্যাণীর স্বাধীনতা, নৃত্য করিতে যাওয়া, ও গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ, নৃত্যাবসানে বিদায় দিবার সময় গলা ধরিয়া মুখচুম্বন এ সমুদায় ইংরাজী ভাব, আবার ছাঁদলাতলা, বুড়ীকে বউ সাজাইয়া বরের কোলে দেওয়া, এসকল দেশী ভাবও আছে। সুরবালা প্রভৃতির রসিকতা তত মধুর বোধ হইল না।

মানস বিকাশ (২) এখানি পদ্যগ্রন্থ কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। ইহাতে অনেক ভাল কথা আছে। এখানি বোধ হয় গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যমের ফল তিনি চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে একজন সুলেখক হইতে পারেন।

বিবিধসংবাদ।

২৮ এ আশ্বিন সোমবার।

এবার বঙ্গদেশের অহিফেনের সাতবারের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অহিফেনের ৬ মাসের শুল্কে ৪৫২৫১২০ টাকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অহিফেনে ১৩১৪১১০ এবং মালওয়ার অহিফেনে ৩২৮১০১০ টাকা হয়।

এতদিনের পর ইংরাজেরা অনেক কষ্টে আবদুল আজিজের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একটী একরার পত্র লইয়াছেন যে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া ও মানের কার্য্যে হস্তার্পণ করিবেন না; এবং তাঁহাকে যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইঁহাদিগের মত না লইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।

২৭ এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২০৬ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২১৬ জনের মৃত্যু হয়।

---

(১) শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর প্রণীত নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ১ টাকা মাত্র।

(২) গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

জ্বরেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতায় ঠিকা গাড়িওয়ালাদিগের একটী সভা হইবে। বেগে গাড়ি চালান বন্ধ করাতে এবং এমিমিত্ত পুলিব কর্ত্তৃক কয়েক জনের দণ্ড হওয়াতে এই সভা হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানার্থ কিরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহার বিবেচনা করাই এই সভার উদ্দেশ্য। সকলে ধর্ম্মঘট করিয়া গাড়ি চালান বন্ধ করিবে এইরূপ সংকল্প করিতেছে। এক ব্যক্তি সুরা পানে মত্ত হইয়া অতিশয় বেগে গাড়ি হাঁকাইয়াছিল বলিয়া উহা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের গাড়ির উপর পতিত হইয়া তাঁহার ঘোড়ার শরীরে আঘাত লাগে, এ নিমিত্ত আর কেহই বেগে গাড়ি হাঁকাইতে পারিবে না এরূপ আজ্ঞা দেওয়া কতদূর ন্যায় সঙ্গত বলা যায় না। এটী যদি ন্যায় সঙ্গত হয় লার্ড মেও একজন ওহাবির অস্ত্রাঘাতে হত হইয়াছিলেন বলিয়া যাবতীয় ওহাবির অস্ত্র সস্ত্র কাড়িয়া লওয়া উচিত।

পারস্যের সাহা টিকারণে উপনীত হইয়াছেন।

যাঁহারা ট্রামওয়ে দ্বারা যাতায়াত করেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য মিউনিসিপালিটী মাসিক টিকেটের বন্দোবস্ত করিতেছেন। এদিকে জনশ্রুতি এই, কেবল ক্ষতি হইতেছে বলিয়া ট্রামওয়েটী উঠাইয়া দেওয়া হইবে। এটী উঠিয়া গেলে কতকগুলি অল্প বেতন ভোগী বাবুর পরিবার বর্গ কোম্পানিকে আশীর্ব্বাদ করেন। তাহাদের বেতনের কয়টী টাকা প্রায় রেলওয়ে ট্রামওয়ে প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত হয়।

গিয়াজ মহম্মদ খাঁ তাঁহার দণ্ড কমাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করেন গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ ষ্টণ্ডার্ড বলেন, মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরেরা তাঁহাদিগের সভার গত অধিবেশনে যাবতীয় কর্ম্মচারীর বেতন কমাইবার সংকল্প করিয়াছেন। নূতন চাকরী ত জুটা ভার, যাঁহাদের ছিল তাহাদের বেতন কমিতেছে, ক্রমে অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা হইবে, চাকরীর ত এই সুখ, ইহাতেও লোকে চাকরী চাকরী করিয়া প্রাণান্ত হইবে তথাপি বাণিজ্য বা শিল্প প্রভৃতি অন্য কোন উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা পাইবে না।

পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টর জেনরল হগ সাহেব পুনরায় স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া পুনরায় এই পদ দিয়াছেন।

ইন্দোর হইতে সংবাদ আসিয়াছে কিছু দিন হইল প্রতাপ গড় এবং বান্সবড়ার লোকদিগের মধ্যে সীমা লইয়া ঘোরতর দাঙ্গা হয়, ইহাতে ৩৪ জন হত এবং প্রায় ৬০ জন আহত হয়।

শুনা যাইতেছে কাম্বেল সাহেব নাকি আজ্ঞা দিয়াছেন বালিকাদিগকে কেহ বেশ্যা বৃত্তি শিক্ষা দিতে পারিবে না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, শীঘ্র স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

ইংলণ্ডে পুনরায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা মুদ্রিত হইতেছে। যিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বিলাতে লন্ডিয়া নগরে এক ব্যক্তি এক খানিমাত্র লৌহ অথবা ইস্পাত দ্বারা কলের জাহাজ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি কোন রূপ খিল না দিয়া কেবল লৌহ পাতের দ্বারা উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন উহা দ্বারা এই কার্য্য অতি অল্প মূল্যে সম্পন্ন হয়।

আমেরিকার এক খানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে মেসাচুসেট্স্ নগরে একটী আশ্চর্য্য বিড়াল আছে; সে আলপিন অনুসন্ধান করিয়া পাইলে উহা জিহ্বা দ্বারা উঠাইয়া লয় এবং একটী কাগজে বিদ্ধ করিয়া রাখে। এইরূপ একশত পিন সংগৃহীত হইলে সে উহা কসাইর দোকানে লইয়া গিয়া উহার পরিবর্ত্তে মাংস ক্রয় করে।

"ভারত সংস্কারক বলেন" যে কোন্নগরের ডাকাইতীকারী বলিয়া ধৃত হইয়া যে ৪ জন খোলসা পায়, দণ্ড প্রাপ্ত একজন ডাকাইত তাহাদিগের ঘরে বমালের সন্ধান বলিয়া দেয়, অনুসন্ধানে অন্যান্য স্থানের ডাকাইতির বমাল প্রভৃতি ধরা পড়াতে তাহারা পুনরায় শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান হইয়াছে. পুনরায় তাহাদিগের বিচার হইবে।

জেলা ২৪ পরগণার বজ্জিলপুর, জয়নগর প্রভৃতি স্থানে অল্পদিন মধ্যে মদের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গঞ্জে ২ খানি দোকান আছে, তদ্দ্বারা সকল অভাব দূর হয় না, এজন্য তত্রত্য ডিস্পেন্সরীওয়ালা ডাক্তার বাবু ঔষধ বলিয়া মদ্য বিক্রয় করিতেছিলেন। যাহাহউক তাঁহার দুর্ভাগ্য যে ধরা পড়িয়া ২০০, টাকা দণ্ড দিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে অনেক ডিস্পেন্সরী ঘরে মদের ভাঁটী মিলিতে পারে।

নাগপুরে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য এক কোম্পানি হইয়াছে। ১০ করিয়া ৫৩০ টী অংশ করা হইয়াছে ইহার মধ্যে ৩০০ অংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

গবর্ণর জেনরল লক্ষ্ণৌএ যে দরবার করিবেন উহাতে নেপালের সর জঙ্গ বাহাদুর উপস্থিত থাকিবেন।

কালী পূজা উপলক্ষে আগামী সোম ও মঙ্গল বার সমুদায় আফিস বন্ধ থাকিবে।

জর্ম্মণিতে মৃত দেহ কবরিত করিবার রীতি আছে। সম্প্রতি তত্রত্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিন্দুদিগের ন্যায় শব দাহ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, হাবড়ার নিমচাঁদ এবং তারাচাঁদ পুনরায় পুলিষের কার্য্য পাইবার জন্য সম্প্রতি কাম্বেল সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিল। হাবড়ায় অনেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই আবেদনের পোষকতা করিয়া ছিলেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তারাচাঁদকে পুনরায় কর্ম্ম দিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট গ্রাণ্ট সাহেবকে লিখিয়াছেন,

কিন্তু নিম চাঁদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। নয়চাঁদের ন্যায় অনেক সোণার চাঁদ পুলিষ বিভাগ আলোক ময় করিয়া আছেন, সেগুলি অন্তর্হিত না হইলে পুলিষ বিভাগের উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম বঙ্গদেশীয় সিবিল সার্জ্জণ্ট সুযোগ্য কক্রেল সাহেবের অশ্ব হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর মৃত্যু কেবল আমাদিগের নহে, অনেকেরই শোকের কারণ হইবে

শুনা যাইতেছে ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া পুলিষ কমিশনর এবং জষ্টিস দিগের সভাপতি এই উভয় পদ গ্রহণ করিবেন। এই দুটী পদই গুরুতর এই কার্য্য এক ব্যক্তি দ্বারা সুন্দর রূপে সংসাধিত হওয়া সম্ভাবিত নয়। এ বন্দোবস্তে অনেকেরই মত নাই; কিন্তু মত না থাকিলে কি হইবে, ডিউক অব আর্গাইল ইণ্ডিয়া আফিসে বসিয়া যাহা করিবেন তাহার প্রতিবাদ করিবার সাহস ও ক্ষমতা কি কাহারও আছে?

২৯ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর গবর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল প্রেসের প্রায় ১৫০ জন কম্পোজিটর প্রেসে কণ্ট্রাক্টের বন্দোবস্ত করাতে, সকলে ধর্ম্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় বেতনের বন্দোবস্ত না করিলে আর তাহারা কর্ম্ম করিবে না। ধর্ম্মঘট ক্রমে সাংক্রামিক রূপে ইংলণ্ড হইতে সমুদ্র পার হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন সম্প্রতি শোলাপুরে কতকগুলি হিন্দু একটী সাবানের কারখানা খুলিয়াছেন। এ সাবান এরূপ প্রস্তুত হইবে, যে অতি সুব্রাহ্মণেরও ইহার ব্যবহারে কোন আপত্তি থাকিবে না। বিশেষ প্রয়োজনীয় ভিন্ন কোন বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিব না বলিয়া বোম্বাইর লোকেরা যে প্রতিজ্ঞা করেন, ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে এই সব [illegible]। দেশের প্রকৃত উন্নতি পক্ষে বোম্বাইর লোকেরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের লোকদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন।

৩০ এ আশ্বিন বুধবার।

গত শুক্রবার কলিকাতায় তিন বৎসর বয়স্ক একটী শিশু ত্রিতল ছাদের উপর হইতে পতিত হওয়াতে মাথা কাটিয়া যায়।

সম্প্রতি হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু গৌরদাস বসাকের নিকট একটী কৌতুকাবহ মকদ্দমা উপস্থিত হয়। একটী বালক একটী দোকানে থাকিয়া বেচাকেনা করিত। কিছুদিন পরে সে কতকগুলি স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করে। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সে স্বদোষ স্বীকার করিয়া বলে সে ঐ জিনিসগুলি লইয়া বাটীতে যাইবার পথে দেখিল তাহার মাতার মৃত দেহ পতিত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া সে শবটী লইয়া গিয়া গঙ্গাতীরে দাহ করে, দাহ করিয়া ঐ অপহৃত দ্রব্য গুলি তীরে রাখিয়া স্নান করিতে যায়। স্নান করিয়া উঠিয়া দেখে কে সেগুলি লইয়া গিয়াছে। উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা দিতে না পারিলে আর ছয় সপ্তাহ মেয়াদ খাটিতে হইবে। চোরের ধন বাটপাড়ে লইল, চোর কারারুদ্ধ হইল।

ইতিমধ্যে মাগদালার লার্ড নেপিয়রের সিমলা পরিত্যাগের কথা ছিল, কিন্তু তিনি সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ২৪ এ অক্টোবরের পূর্ব্বে আর সিমলা হইতে যাত্রা করিতেছেন না। রাজধানীতে আসিতেই হইবে এমন কোন বিধি নাই। যখন পা টালিয়া দিয়াছেন, তখন এত শীঘ্র শীঘ্র নাই আসিলেন।

১ লা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

গত কল্য রাত্রে হরিনাভিস্থ কোন ভদ্র লোকের গৃহে সিঁধ হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই। প্রথমে চোর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভদ্রলোকটীর গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়াছিল। মনে করিল গহনা লইব। ভদ্র লোকটী তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া চোর চোর বলিয়া উঠিলেন, অমনি চোর সিঁধের মধ্য দিয়া পলায়ন করিল। পাহারাওয়ালা ভায়ারা যে কি করেন বলা যায় না। সোনাপুর থানার ইনিস্পেক্টর বাবু যদি মনোযোগ দেন, তাহা হইলে উপকার হয়। হরিনাভি রাজপুরের মধ্যে প্রায়ই সিঁধের কথা শোনা যাইতেছে।

আমেরিকার সকলই নূতন। তথায় শূন্যের উপর একটী স্বাস্থ্যকর স্থান প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে। গ্যালবেষ্টন নামক একটী স্থানে একটী বড় বেলুন রাখা হইবে, উহা লৌহ তার দ্বারা ভূমির সহিত আবদ্ধ থাকিবে। বেলুনটী একশত জনের বাসোপযোগী করা হইবে। একটী ছোট বেলুন দ্বারা ঐ বেলুনে উঠিতে হইবে। তাপমান যন্ত্রে ঝড়াদির উপক্রম দেখিলে গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, বেলুনটী তৎক্ষণাৎ ভূমিতে নামিয়া পড়িবে, ঝড় থামিয়া গেলে পুনরায় শূন্যে উঠিবে।

দিল্লী গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, পঞ্জাবের সানাথু নামক স্থানে সেদিন ঝড় হইয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে। সে দিন বৈটকখানায় একজন ফিরিঙ্গির বাটীতে একটী ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক একজন এদেশীয় দাসীকে ছুরিকা দ্বারা গুরুতর আঘাত করে। আহা স্ত্রীলোকটীকে মেডিকল কালেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন বৃষ্টির অভাবে তথায় এবার চার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, যেরূপ আশা করা গিয়াছিল চা তদপেক্ষা অনেক কম জন্মিবে।

কটন কমিসনর রিবেট কার্ণেক সাহেব পুনরায় স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে দোষে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করা হয় গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন সে গুলি অন্যায়।

লক্ষ্ণৌএর কতকগুলি হিন্দু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অমৃত বাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে যে মানহানি-লের নালীশ করেন, তাহাতে আদালত আসামীর সপক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আদালত বলেন যাহা লেখা হইয়া

ছিল তাহাতে লাইবেল হইতে পারে না। ইহাতে ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন এবং ইংলিসমান প্রভৃতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ইহাঁরা ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, কিন্তু ইহাঁরা সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া আদালত অন্যায় করিয়া একজন সম্পাদককে জেলে দিতে পারেন না!

গত শনিবার জয়পুরের রাজা সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কৃষ্ণা নদীর উপরে যে সেতু হইতেছিল গত বৃহস্পতিবার উহা খোলা হইয়াছে।

আউড এক্সেলসিয়র বলেন, অযোধ্যার অনেক সর্দ্দার এবং তালুকদারের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ বলিয়া গবর্ণর জেনরল স্থির করিয়াছেন, লক্ষ্ণৌএ যে দরবার হইবে তাহাতে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বরীত্যনুসারে নজর দিতে হইবে না। ভারতবর্ষের দরিদ্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।

গত ৪ ঠা অক্টোবর চম্বার যুবরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার অভিষেকের পর এক দরবার হয়, এবং সন্ধ্যা কালে নগর আলোকময় করা হয় এবং নানা রূপ বাজী পোড়ান হয়।

গ্রেহ্যাম সাহেব পদত্যাগ করাতে পাল সাহেব আডবোকেট জেনরলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তারকেশ্বরের মহান্তর পুনর্ব্বিচার হইতেছে। গত ১০ ই ও ১১ ই অক্টোবর কতকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। কিন্তু আসল সাক্ষী তেলী বৌএর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সেই জন্য আগামী ২২ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত মকদ্দমা বন্ধ রহিল। মকদ্দমা চলিতে চলিতে এলোকেশীর পিতা মাতার মৃত্যু হইল, তেলীবৌ উবিয়া গেল। এ সকল কেমন কেমন লাগিতেছে। যাহা হউক মহান্ত বাবাজীকে ধন্যবাদ!!!

শিশা য়ঙ্গার নামক ত্রিবাঙ্কুরের একজন উকীল একটী হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হয়। যে সকল দরিদ্র বিধবা পত্যন্তর গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ ইনি একটী ফণ্ড করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করিয়া তামিল ভাষায় বিধবা বিবাহ বিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করাও তাঁহার ইচ্ছা। অনেকে এবিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, হিসার বিভাগের ডেপুটী কমিশনর একজন সিবিলিয়ান সম্প্রতি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একটি মুসলমান বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। সাহেব ১৯ বৎসর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া পুত্র কলত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কার্য্য করিয়াছেন। এমন অবস্থায় তাঁহাকে বিবাহ বিষয়ক আইনের নিকটে জবাব দিতে হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক সাহেব বুড়ো বয়সে এ কাজ করিয়া ভাল করেন নাই।

গত পূর্ব্ব বুধবার বোম্বাইয়ে পোর্টকানিঙ কোম্পানির এক সভার অধিবেশন হয়। ডাইরেক্টর দিগের রিপোর্ট অনুসারে ৯০৯০৪ টাকা লাভ হইয়াছে। চেয়ার মান বলিলেন, কোম্পানিকে শীঘ্র চাউলের কলের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, অতএব এ টাকা অংশিদার দিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া না দিয়া ঐ টাকা কল চালাইবার জন্য মূল ধন স্বরূপ রাখিলে অনেক কাজ হইবে।

২ রা কার্ত্তিক শুক্রবার।

সানফ্রান্সিস্কোতে শিশুদিগের কাশ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত রোগাক্রান্ত অনেক শিশু তত্রত্য গ্যাসের কারখানায় গিয়া আরোগ্য লাভ করে। গ্যাস হইতে গন্ধকের একরূপ ধূম নির্গত হয়, তৎ সেবনদ্বারাই এই রোগের উপশম হয়। এ ভিন্ন যাহারা এই কারখানায় কর্ম্ম করে তাহাদের প্রায় ওলাউঠা হয় না। এই সংবাদটী চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত।

গয়াতে যত গয়ালি আছে তন্মধ্যে ছোটোলাল গওয়ালি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও বদান্য। সম্প্রতি ইনি গয়া জিলা স্কুলে বার্ষিক ৯৬ টাকার একটী ছাত্রবৃত্তি দিয়াছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা কোন বন্ধু হইতে এই সংবাদটী পাইয়াছেন। দুটী যুবক সেদিন কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। একজনের পিতা পুত্রের বিরহে কাতর হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার পুত্র যে জাহাজে যাইতেছিলেন, সেখানি জলমগ্ন হইয়াছে। তিনি নিদ্রিতাবস্থায় ক্রন্দন করিয়া উঠেন। তাহার পরদিবস তিনি বৈটকখানায় বসিয়া আছেন এমত সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল তারে কি সংবাদ আসিয়াছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া টেলিগ্রাম দেখেন যে ঠিক যে সময় তিনি স্বপ্ন দেখেন, সেই সময়ে তাঁহার পুত্রের জাহাজ জলমগ্ন হয়।

সকলেই জানেন আমাদের দেশে নখ চুল ছাই এ সকল দ্রব্য কোন কাজে আইসে না, কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার ব্যবসায় আছে, ইহাতে তথায় বার্ষিক ৮ কোটি টাকা হয়। এদেশের ক্ষৌরকারেরা চেষ্টা করুন বড় মানুষ হইতে পারিবেন।

৩ রা কার্ত্তিক শনিবার।

ন্যাশনাল পেপার পাঠে জানা গেল বারাণসির কতকগুলি পণ্ডিত একজন কায়স্থের প্রার্থনানুসারে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়, শূদ্র নহে।

রাজপুতনায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন ১৮১৪ অব্দে এলবাদ্বীপে যে বাটীতে বাস করেন সেটী বিক্রয় করা হইবে। উহার মূল্য ৪০০০০০০ টাকা স্থির হইয়াছে।

ডিউক অব আর্গাইল বলিয়াছেন তিনি আপাততঃ ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করিতেছেন না। ভারতের দুর্ভাগ্য।

বোম্বাইর পাণ্ডুরঙ নামক এক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়া যাবতীয় খৃষ্ট ধর্ম্ম বলম্বিকে ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার সহিত তর্ক করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

জনশ্রুতি এই, মেজর ব্যাক ডোনাল্‌-ডের হত্যাকারী নায়াজ খাঁ কাবুল হইতে পলায়ন করিয়াছে।

মান্দ্রাজে আর একটী কোম্পানি হই-তেছেন, সুতা প্রস্তুত এবং বস্ত্রবয়ন ইহাদি-গের উদ্দেশ্য। কলিকাতা কি কেবল দাবা খেলিয়া বাহবা লইবেন?

গত কল্য আগ্রা হইতে ভরতপুর পর্য্যন্ত রাজপুতনা রেলওয়ে খুলিবার কথা ছিল ইহা দ্বারা আগ্রা হইতে ভরতপুরে প্রায় আড়াই ঘণ্টায় যাওয়া যাইবে।

বোম্বাইর একজন পারসী উৎকৃষ্ট লৌহ কারখানা সকল দেখিবার জন্য ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। এব্যক্তি একটী লৌহ কারখানাতে আছে। ইউরোপের ভাল ভাল কারখানা সকল দেখিয়া আপনার ব্যবসায়ের উন্নতি করা ইহার উদ্দেশ্য।

মিরর শুনিয়াছেন, পদ্মলা নবেম্বর হইতে শিয়ালদহের লক হাসপাতালটী উঠিয়া যাইবে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, ১৮৪৯ অব্দে লার্ড ডেলহাউসি কাপ্তেন গোনাচ সিংহ এবং সর্দ্দার উতার সিংহকে যে পঞ্জাব হইতে দূরীকৃত করেন এবং যাহারা এ পর্য্যন্ত রাজ বন্দীভাবে এলাহাবাদে ছিলেন সম্প্রতি তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের আদেশ করা হইয়াছে। ইহারা রাজা শেরসিংহের ভ্রাতা ছত্রসিংহের পুত্র।

এক ব্যক্তি ত্রিবাঙ্কুরের জেলে যাবজ্জী বনের জন্য কারাবদ্ধ হয়। ৪৫ বৎসর জেলে থাকিয়া সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের জেলে বোধ হয় কাম্বেলি বন্দো বস্ত নাই।

কিরর বলেন, কতকগুলি হিন্দু কুলি নারবেডোসের কডরিংটন কালেজে অনিয়ম করিতেছে।

মান্দ্রাজ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রেসিডেন্সিকে পরাস্ত করিয়াছে; এক্ষণে তথায় ৫১১২ টী বালিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে। বোম্বাইএ ইহার অষ্টমাংশ মাত্র বালিকা বিদ্যালয়ে যায়।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন। সর উইলিয়ম হার্শেল ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালার কর সম্বন্ধে প্রজাদিগের যে গোলযোগ হইতেছে তাহার অনুসন্ধানার্থ বিশেষ কমিশনর হইবেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সর্ব্বিসের পরীক্ষা দিবার জন্য মান্দ্রাজের মেডিকাল কালেজ হইতে ৫ টী ছাত্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছে।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কোথণ্ডে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদু র্ভাব হইয়াছে। বহুসংখ্য লোক ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে। বিদে শীয় পথিকদিগকে কাণ্টোনমেণ্ট দিয়া যাইতে দেওয়া হইতেছেন।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৮ ই অক্টোবর। পুর্ণিয়ার সহকারী মাজি-ষ্ট্রেট ও কালেক্টর এক ডবলিউ ব্যাডকক ভাগল পুরে বদলী হইলেন।

৯ ই অক্টোবর। বাবু তারিণীলাল চৌধুরী চট্টগ্রামে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন, বাবু গৌরমোহন বসাক ত্রিপুরায় প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু রসময় দত্ত নওয়াখালির দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১১ ই অক্টোবর। দানাপুরের প্রতিনিধি কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কাণ্টোন-মেণ্টের ছোট আদালতের জজ কাপ্তেন এ এস প্রেকোয়ারকে নিজ কার্য্য ভিন্ন দানাপুরের দেও-য়ানী ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিতে হইবে।

পাটনার ছোট আদালতের জজকে আর দানাপুরের দেওয়ানী ছোট আদালতের কার্য্য করিতে হইবে না।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুলীবিভাগে অবৈত-নিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

পারিকুদের রাজা (জমীদার) গৌরচন্দ্র হরি চন্দন মানসিংহ মর্দ্দরাজ ভ্রমরবর; মহান্ত নারা-য়ণ দাস, বাবু রামচাঁদ আচ্য, পণ্ডিত চরণ দাস বাবাজী; পণ্ডিত গোপীনাথ মিশ্র।

১৩ ই অক্টোবর। এফ এচ, পিলিউ প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হই-বেন।

মানভূমের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাইচ-রণ ঘোষ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মৌলবী সালামত আলী পুর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মৌলবী সিরাজুলহক দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

সি, এ, এচ, প্যাটাসন কিছুদিনের জন্য প্রতিনিধি পুলিষ ইনস্পেক্টর জেনরল হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নবীন চন্দ্র দত্ত কিছুদিনের জন্য মধুবনীর চিকিৎসা-লয়ের ভার পাইবেন।

সি, বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই অক্টোবর। টাইমসের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, নাবারিতে কালিষ্টদিগের এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধটী ভয়ানক হইয়াছিল। রিপ বলিকানেরা পুনরায় পিস্তনি ক্রেরিএনায় তাড়িত হইয়াছে। এক ব্যক্তি আসিয়াছে সে আপনাকে অটন বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

লর্ড হাউডেনের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই অক্টোবর। সর স্যামুএল এবং লেডি বেকার উপনীত হইয়াছেন।

ফরেন আফিসের অণ্ডর সেক্রেটারি অনরে বল হ্যামণ্ড পদত্যাগ করিয়াছেন।

নাবারিতে কালিষ্টরা জয়লাভ করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর। ২ রা সেপ্টেম্বর কলি কাতা হইতে যে মেইল ছাড়ে গত কল্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১২০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার কম হইয়া শতকরা ৪ টাকা করা হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ২০৪০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৬ টাকা করা হইয়াছে।

ফ্রান্সের ব্যাঙ্কের ডিস্ক উণ্টের হার শতকরা ৬ টাকা।

পোপ জর্ম্মণের সম্রাটকে লিখিয়াছেন, কাথলিকদিগের প্রতি আর না নিষ্ঠুরাচরণ করা হয় এবং তাঁহাকে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাঁহার সিংহাসনচ্যুতির সূত্রপাত করিতেছেন। সম্রাট বলিয়াছেন, ক্যাথলিকেরা রাজদ্রোহের ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে।

(অসময়ে প্রাপ্ত)

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! এই নিম্নতর বঙ্গদেশে বহুদিনাবধি মেলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কাহারো অবিদিত নাই। সম্প্রতি ইহার প্রবল বেগে স্থানে স্থানে যে শোচনীয় দশা ঘটিতেছে তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বলিতে কি মেলেরিয়ায় ক্রমে দেশ উৎসন্ন হইতে চলিল। সময়ে সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বসন্ত প্রভৃতি মহামারিতে যেরূপ লোক বিপ্লব উপস্থিত হয়, মেলেরিয়া বিপ্লব তদপেক্ষা ন্যূন নহে। এই মেলেরিয়ার সহিত বহুকালাবধি আমরা পরিচিত বটে, কিন্তু গত বৎসর হইতে ইহা যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহাতে এতদ্দেশে লোক-সংখ্যার বিলক্ষণ হ্রাস হইতেছে। পীড়াক্রান্ত স্থান সমূহে এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহার শরীর এই রোগের কদর্য্য চিহ্ন অঙ্কিত নহে। প্লীহা ও যকৃতের অন্যতর বা উভয় দ্বারা যাহার উদর স্থূল, বর্ণ মলিন, মুখ পাণ্ডু, অঙ্গ কৃশ, ওষ্ঠ স্ফীত এবং সমস্ত দেহ বিবর্ণ ও বিকৃত ভাবাপন্ন নহে, এরূপ মনুষ্য প্রায় দুর্ল্লভ। এই সকল প্রত্যক্ষ করিতে আপনাকে অধিক দূর যাইতে হইবে না, একবার নিজ বাস-ভূমি চাঙ্গড়িপোতা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারিবেন। এক্ষণে এ হতভাগ্য দেশবাসীদিগের উপায় কি? একে দারুণ রোগে শরীর কঙ্কাল-সার, তাহাতে সুপথ্য ও সুচিকিৎসার অভাব; সুতরাং অকালে যে শত শত লোক কাল সদনের অতিথি হইবে তাহা [illegible]

যদি শীঘ্র ইহার কোন সদুপায় অবলম্বিত না হয় তবে অচিরাৎ যে এসকল স্থান জন শূন্য হইয়া উঠিবে তাহাতে সংশয় নাই। মেলেরিয়ার প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, নিম্ন নির্দ্দিষ্ট দুইটী সাধারণ নিয়ম রক্ষিত হইলে ইহা যে ক্রমে মন্দবেগ হইয়া আসিবে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রথম স্থানের উৎকর্ষসাধন; দ্বিতীয় সুচিকিৎসা। যখন দেখা যাইতেছে যে নিম্নতল, জলাকীর্ণ বা জঙ্গলময় প্রদেশ-সকলে মেলেরিয়ার প্রবল আধিপত্য, এবং এই সকল স্থানে ঐ সমস্ত কারণেরও অপ্রতুল নাই; তখন জনপদ ও বাসবাটীর চতুর্দ্দিক যাহাতে সর্ব্বদা শুষ্ক ও পরিষ্কৃত থাকে সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টাই বিধেয়। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তাবলম্ব ভিন্ন গ্রামবাসীরা যে নিজ চেষ্টায় ও নিজ ব্যয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন এ সম্ভাবনা অল্প; কারণ একে অনেকেই নিঃস্ব, তাহাতে আবার পীড়ায় পীড়ায় এরূপ অবসন্ন যে অনেকেরই কল্যবর্ত্তের সংস্থান নাই। অতএব প্রজা-দুঃখ-কাতর গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা এই যে অন্যান্য মেলেরিয়া পীড়িত প্রদেশের ন্যায় আমাদিগের এই দক্ষিণ দেশ ও তদীয় কৃপাকটাক্ষে পতিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ-সুচিকিৎসা। প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার নামই সুচিকিৎসা। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ অল্পই অনুশীলন করিয়াছেন এবং ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয়ে অন্ধ হইয়াও আরোগ্য-দাতা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ এতদ্দেশে তাদৃশ চিকিৎসকেরই সংখ্যা অধিক। আমাদিগের মতে ঐ সকল চিকিৎসক সাক্ষাৎ মেলেরিয়া অপেক্ষা শতগুণ অধিক পরিমাণে যমের সহায়তা করেন। এখনও যে কেহ কেহ ইঁহাদের প্রতি আস্থাবান ইহাই পরিতাপের বিষয়। অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে কেহ কেহ স্বয়ং চিকিৎসা শাস্ত্র জানিয়া শুনিয়াও কেবল এক ব্যক্তির বৃত্তি লোপ হইবে বলিয়া ইহাদের কার্য্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। একরূপ দয়া ঈদৃশ পাত্রে অর্পিত না হইয়া দস্যু দলে প্রদর্শিত হইলে বরং অল্প অনর্থের সম্ভাবনা; যেহেতু প্রকাশ্য দস্যুর নিষ্ঠুর ছুরিকা অপেক্ষা এই সকল দস্যুর ঔষধ রূপ ছুরিকার হিংস্র গুণ শতগুণ অধিক। গবর্ণমেণ্ট যেমন দস্যু দলের শাসনার্থ ব্যবস্থা করিয়াছেন তেমনি ইহাদের শাসনার্থ ব্যবস্থা না করিলে নিন্দনীয় হইবেন।

এ প্রদেশস্থ অনেক চিকিৎসক মেলেরিয়া রোগে উপর্য্যুপরি বমন ও বিরেচনাদির ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে রোগী অতিমাত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহার উপর যে যৎসামান্য লঘুতম পথ্যের ব্যবস্থা করেন তাহাতে রোগীকে এককালে অবসন্ন হইতে হয়। রোগী বলহীন ও অবসন্ন হইলে তাহার আরোগ্য লাভের প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র। এজন্য সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রেই অগ্রে রোগীর বল পরীক্ষার বিধি আছে। উক্ত প্রকার ঔষধের পরিবর্ত্তে যদি শাস্ত্র সম্মত বল-কর উত্তেজক ঔষধ এবং পথ্য স্থলে দুগ্ধ প্রধানরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে আর রোগীকে অবসন্ন হইতে হয় না এবং তাহার আরোগ্য লাভ ও তাদৃশ দুষ্কর হয় না।

আমার স্বব্যবসায়ী কোন কোন চিকিৎসক প্লীহাদি সটিত মেলেরিয়ায় দুগ্ধের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু বিশেষ রূপে পরীক্ষা করা গিয়াছে যে দুগ্ধ মনুষ্যের সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বপ্রকার রোগেই ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। দুগ্ধ সুস্থ শরীরে সুভক্ষ্য ও রুগ্ন দেহে সুপথ্য। উদরী প্রভৃতি উৎকট উৎকট রোগেও দুগ্ধ ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কি যুক্তিতে যে এমন পরম উপাদেয় পদার্থ তাঁহাদের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছে তাহা বলিতে পারিনা। তাঁহারা যদি এবিষয়ে যুক্তি-সহকৃত স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া আমার সন্দেহ দূর করেন, তাহা হইলে বাধিত হই।

১৭ ই অক্টোবর, ১৮৭৩ সাল, চাঙ্গড়িপোতা

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"দায় না আটিলে ও শুকাইয়া যাও"

অস্মদ্দেশীয় লোকেরা অতি সামান্য ভাবায় এই কথাটী ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর বাহাদুরের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট বিষয়ক নূতন বন্দোবস্তের সহিত এই কথাটীর বেশ সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীকে শিক্ষাবিভাগের এক প্রকার সর্ব্বে সর্ব্বা করিয়াছেন। যিনি কমিটীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, তাঁহার হস্তে এত কাজ যে, আমাদের বোধ হয় তিনি ক্ষণকালের জন্যও শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিতে পারেন না। আবার যাঁহারা নাকি সাধারণ মেম্বররূপে পরিগণিত, তাঁহাদের অধিকাংশই সাক্ষিগোপাল স্বরূপ। তাঁহারা কমিটীর স্থানে পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট থাকেন। এমতাবস্থায় উক্ত কমিটী দ্বারা যে শিক্ষা বিভাগের কতদূর উন্নতি হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই নওগাঁও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটী গত অধিবেশনে যে একটী অসার ও চিন্তা-শূন্য কাজ করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠক-মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিলাম; পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, উক্ত কমিটী শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে কতদূর চিন্তা করিয়া থাকেন। এবং ঐ সম্বন্ধে তাঁহাদের কতদূর অভিজ্ঞতা আছে।

নর্ম্মাল স্কুল সমূহের নূতন বন্দোবস্তানুসারে এই নওগাঁও নর্ম্মাল স্কুলে একজন দ্বিতীয় শিক্ষক নিয়োগ করিবার আদেশ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কমিটী পূর্ব্বে কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করেন নাই। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীগণ উড়া উড়া শুনিয়াই, কমিটীর সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকটে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। শুনিলাম, সেক্রেটারী মহাশয়, কমিটীতে ৮ খানা আবেদন পত্র উপস্থিত করেন। আবেদন কয় খানি নাকি লেপাফা হইতেও বাহির করা হয় নাই। কিন্তু আদেশ হইয়াছে, "প্রার্থীদিগের নিম্ন লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। তাহাতে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকেই উক্ত কাজে নিয়োগ করা যাইবে।" কিরূপ ব্যক্তিরা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা হয় নাই। কিন্তু প্রার্থীদিগের কাহারো কাহারো অবস্থা ও তাঁহাদিগের পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কমিটীর কার্য্যপটুতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। আমরা শ্রুত হইলাম, প্রার্থীদিগের মধ্যে অত্রস্থ বাঙ্গালা স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক, দুই জন এডেড স্কুলের শিক্ষক, অপর কয়েক জন জিলা স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। প্রার্থীদিগের মধ্যে অপর কাহারো সম্বন্ধে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু নাই। বাঙ্গলা স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক সম্বন্ধে কমিটীকে কিছু বলিতেছি। দ্বিতীয় শিক্ষক একজন বাঙ্গালী তিনি বাঙ্গলা দেশে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ৬ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত আছেন। মধ্যে মধ্যে একটীং হেড পণ্ডিতও হইয়াছেন। তৃতীয় শিক্ষক একজন আসামিয়া, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ। প্রায় ৪।৫ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়! এরূপ অবস্থায় কয়েক জন স্কুলের বালকের সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ করা কি ইঁহাদের অবমাননা করা নহে? আর শ্রুত হইলাম, উপরোক্ত আদেশ প্রচার হওয়ার পর অত্র বাঙ্গলা স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয় তবে আমরা একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইব। শিক্ষক ও ছাত্রের একত্রে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। উপসংহারকালে আমরা কমিটীকে একটী সুপরামর্শ দিতেছি ভরসা করি, আমাদের প্রস্তাবে একেবারে বধির হইবেন না।

আসাম দেশে আসামিয়া ভাষা প্রচলিত হইয়াছে। যদি আসামিয়াদিগকে কাজ দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করুন। যদি কোন দিকে পক্ষপাত না করেন, তবে বোধ হয় বাঙ্গালীদিগেরই দাওয়া অধিক হইবে, সুতরাং তাঁহাদিগকে আসামিয়া ভাষায় পরীক্ষা করিয়া ঐ কাজে নিয়োগ করা উচিত ইতি।

১। আসামিয়া ভাষা ও সাহিত্য।

২। অঙ্ক-চক্রবৃদ্ধি পর্য্যন্ত।

৩। ক্ষেত্র ব্যবহার সামান্য জ্ঞান, ক্ষেত্রের পরিমাণ।

৪। মৌজাদারী ও মহাজনী হিসাব।

৫। খত, পাট্টা, ও কবুলিয়ত সমনের রসিদ মাটী বেচা কাকত ইত্যাদি।

৬। মৌজাদারের পিয়াল ও গোলার হিসাব।

৭। ভুগোল পৃথিবীর চারিখণ্ড ভারতবর্ষ ও আসাম দেশের বিশেষ জ্ঞান।

৮। আসামিয়া লরার মিত্রও থাকা ভারতবর্ষ, আরু আসাম দেশের বুরঞ্জি।

১৮৭৩ সন সেপটেম্বর } আসাম নওগাঁও

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! বিগত রবিবার অপরাহ্ণে প্রায় ৪ ঘটিকার সময় এই হরিনাভি, রাজপুর, মালঞ্চ প্রভৃতি স্থানের সমুদায় টাক্সদাতা একত্রে হরিনাভি স্কুল বাটীতে সমাগত হইয়াছিলেন। এই সভাটী আহ্বান করিবার কারণ এই যে, এ প্রদেশ সাউথসুবারবন মিউনিসিপালিটী ভুক্ত, এই প্রদেশ বর্ষে বর্ষে টাক্স দিয়া থাকে; কিন্তু টাক্স দিলে কি হইবে? টাক্স দাতাদিগের উপকার যথেষ্ট হইতেছে। প্রায় ১০ বৎসর এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে এ পর্য্যন্ত একটি ও রাস্তা কিম্বা ঘাট প্রস্তুত হয় নাই; প্রস্তুত হওয়া দূরে থাক, যে সকল পথ আছে তাহার সংস্কার হয় নাই। কেবল গবর্ণমেণ্টের যে পাকা রাস্তাটী আছে সেইটিই এক এক বার পরিষ্কার করা হয়। সেটী আবার গ্রামের বাহিরে, সেটীতে গ্রামবাসীদের তত উপকার হইতে পারে না।

এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কেহই মিউনিসিপালিটীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন নাই।

সম্প্রতি হরিনাভিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চাঁদ ঘোষ মহাশয় সভ্য হইয়াছেন। ইনি সভ্য হইয়াছেন বলিয়া আমরা মিউনিসিপালিটী বিষয়ে কথঞ্চিৎ অবগত হইয়াছি। এপর্য্যন্ত যত টাকা উদ্বৃত্ত হইত তাহা বেহালা গ্রামের রাস্তা ঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত ও মেরামত হইত। আমাদের কিছুই হইত না। উক্ত নবীন বাবু প্রাণপণে আমাদের জন্য সভায় অনুরোধ করিতেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইত না। কারণ সভা বেহালা গ্রামে হইয়া থাকে এবং সেখানকার সভ্য অধিক, সুতরাং তাঁহাদেরই কথা থাকিয়া যাইত

এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া এস্থলের ভদ্রলোকেরা একত্র হইয়া যাহাতে উভয় মিউনিসিপালিটী ভিন্ন হয় তাহার আবেদন করিলেন। তৎপরে সোমপ্রকাশে লেখা হইল। এই অবসরে ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ড মহাশয় জানিতে পারিয়া টালিগঞ্জ থানার ইনস্পেক্টর বাবু কালিনাথ বসু মহাশয়কে ইহার তদন্ত করিতে পাঠান। তিনি যাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি তাহাই সপ্রমাণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি কতক গুলি সামান্য সামান্য লোকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মিউনিসিপালিটী টাক্স আদায় হইয়া কি হয়? শুনিয়া তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তদন্ত করিয়া কি ফল হইয়াছে তাহা অদ্যাপিও জানিতে পারা যায় নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনার্থ এই সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে প্রায় ১৫০।২০০ ভদ্রলোক এবং টাক্সদাতা সমবেত হইয়াছিলেন। দেশের রাস্তা ঘাটের উপকার হইবে শুনিয়া সকলেই আহ্লাদে মগ্ন হইলেন; প্রথমে হরিনাভি স্কুলের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, বলিলেন "প্রথমে সভা করিতে গেলে একটী সভাপতি এবং একটী সম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যক। সকলেই সম্মত হইয়া বাবু নবীন চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সভাপতি এবং উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে সম্পাদক করিলেন। তৎপরে সম্পাদক সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। অনেকেই সেই সময় হয় ত ভাবিলেন "মিউনিসিপালিটী এই রূপ পদার্থ তাহা এতদিন জানি নাই।" এই সভার কার্য্য নিয়মিত রূপ নির্ব্বাহ হইবার জন্য রাজপুর হরিনাভি এবং মালঞ্চ হইতে কয়েকজন সভ্য নিযুক্ত করা হইল। সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে সভায় যত লোক উপস্থিত ছিলেন জানিবার জন্য সকলের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হইল। এইরূপে সেই দিবস প্রথম অধিবেশন হইয়া উক্ত বিষয় গুলি বিবেচনার্থ সময় কাটিয়া গেল। অন্য কিছুই হইল না। আগামী অধিবেশনের দিবস সমুদায় হইবে। যত আবেদন কিম্বা মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে যত চিটী পত্র সমুদায় এই সভা হইতে যাইবে। এই সভা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি লক্ষিত হইবে। ঈশ্বর করুন যেন সভাটী চিরস্থায়ী হয়।

হরিনাভি
১৬ ই অক্টোবর } অনুগত
১২৮০ সাল শ্রীকেঃ --

—•◉•—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১০ ই অক্টোবর।

স্থানের নাম	* সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায় জয়রামপুরের নীচে	১৪	
তথা হইতে সুরপুর	৫	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১২	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৯	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৩০ মাইলের মধ্যে	১০	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১২	

সন ১৮৭৩ সালের ১৩ ই অক্টোবর বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট
১২

বহরমপুর
১৩ অক্টোবর } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকেটটিভ ইঞ্জিনিয়র নদীয়া
১৮৭৩ লোকাল রিবার ডিবিজন।

—•◉•—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪৮ সংখ্যা।

" প্রসন্ততনাং প্রকৃতিনিছিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ১২ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৩। ২৭ এ অক্টোবর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রএল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাহুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ন" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিনফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডবলিউ গলিস্তার
লেপ্টনেন্ট কর্ণেল আর ই
অফিসিএটিং জয়েন্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট পবলিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেন্ট; ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

১৮৬৮ অব্দের ১৫৫ এবং ২২০ নং মকদ্দমায়-যাহাতে শ্রীমতী কৃষ্ণমনি দাসী বাদী ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি প্রতিবাদী থাকেন সেই মকদ্দমায় হাইকোর্ট হইতে যে নিষ্পত্তি হয় এবং ১৮৬১ অব্দের ৬ ই অক্টোবর তারিখে যে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, এবং গত মে মাসে পূর্ব্বোক্ত আদালত যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তদনুসারে মৃত সর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয়ের ইষ্টেট ভুক্ত নিম্নলিখিত মহল সকল পত্তনী দেওয়া যাইবে।

১ ম। কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত ১৫৬ নং ইষ্টেটের মধ্যে, গোকুলনগর, বিষ্ণুপুর ও শিখরবালী এই কয় পত্তনী তরফ ব্যতীত, এবং কিসমত পরগণে কলিকাতা মৌজে মুথচর ব্যতীত, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কিসমত পরগণে বরিদহাটীস্থিত সমুদায় ভূমি ২ য়। ৩২৫ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত মুড়াগাছা পরগণার অন্তর্গত কিসমত উদয়পুর ও অম্বলহাড়া। ৩ য়। ১২৬৬ নং কলেকটরীর তৌজী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি। ৪ র্থ। ১২৭৬ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি। প্রত্যেক তরফে যে সকল খাস কিম্বা ঠিকা মহল আছে এবং যে সকল লাকরাজ ভূমি অথবা হাট প্রভৃতি আছে সে সমুদায় ঐ পত্তনীর অন্তর্গত থাকিবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় মৃত সর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের এক্জিকিউটর শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্র মহাশয়দিগের, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং বাটীস্থিত আফিসে পূর্ব্বোক্ত পত্তনীর বিড্ গ্রহণ করা হইবে

যথা বিধি কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই পত্তনী হাইএষ্ট বিডারকে দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক তরফের এবং খাস কিম্বা ঠীকা মহল সকলের কিম্বা হাট প্রভৃতির খরচা বাদে; বর্ত্তমান উপস্বত্ব হতে রাখিয়া ঐ পত্তনীর দর দেওয়া হইবে, এবং ঐ পত্তনীর মধ্যে পত্তনী গ্রহণ কারিদিগকে এরূপ লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে, যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অংশানুসারে যদি কখন স্বতন্ত্র কবুলীয়ত প্রার্থনা করেন তাহা দেওয়া হইবে। শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসী; কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব; কুমার ভুজেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং কুমার সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব।

পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জিত পরগণা এবং তরফ বাদ অপর সমগ্র জমিদারী এক লাটে কেহ লইতে চান, তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে, কিম্বা একটী একটী তরফ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য যদি কেহ অভিলাষী হন তাহাও লইতে পারেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সম্বাদ জানিবার ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ কৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের আফিসে কিম্বা তাঁহাদের উকীল বাবু দিননাথ বসুর ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীস্থিত আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই কার্ত্তিক সোমবার।

আমরা গতবারে বলিয়াছি যে এবার ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে রই অনাবৃষ্টি সংবাদ শ্রোতগোচর হইতেছে। সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন। রাজপুরুষেরাও এই চিন্তার অংশ গ্রহণে উদাসীন নহেন। কোন্ স্থানের শস্যের কিরূপ অবস্থা তাঁহারা তাহার মুহুর্মুহুঃ সংবাদ লইতেছেন। যদি বাস্তবিক বিপৎপাত হয়, রাজপুরুষদিগের পূর্ব্ব-সজ্জভাবে প্রজার কষ্টের অনেক লাঘব সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের মতে রাজপুরুষদিগের আর একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। তাঁহারা জলসেচন বিষয়ে প্রজার সাহায্যদান করুন। বর্দ্ধমান নদীয়া প্রভৃতির এরূপ অনেক স্থান আছে, সেখানকার পুষ্করিণী ও নদী প্রভৃতির জল সেচিয়া দিলে অনেক শস্য রক্ষার সম্ভাবনা আছে। প্রজারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে সকলের রক্ষা করিবে, সে আশা অল্প। বঙ্গদেশে সে প্রকার প্রজার সংখ্যা বিরল। ইহাদিগকে "ধরে ভদ্র বানাইতে হয়।"

রাজপুরুষেরা বঙ্গদেশের এক সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয় ও তাহার প্রতিবিধান চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত, আবার তাঁহাদিগকে অনাবৃষ্টির কারণানুসন্ধান ও তাহার প্রতিবিধান চেষ্টায় ব্যস্ত হইতে হইল। প্রাচীন লোকেরা বলেন, তাঁহারা অনাবৃষ্টির এরূপ ঘন ঘন প্রাদুর্ভাব কখন দেখেন নাই। অনাবৃষ্টিতে দেশের যে প্রকার অনিষ্ট হয়, অতি বৃষ্টি বল আর ঝড় বল কিছুতে সেরূপ হয় না। অতএব ইহার কারণানুসন্ধানে ঔদাসীন্য কোন ক্রমে বিধেয় নহে। অনেকে অনাবৃষ্টির অনেক কারণ নির্দ্দেশ করেন। গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত

বিজ্ঞ [illegible] তাহার নির্ণয় করিবেন। আমাদিগের সে বিষয়ে অধিকার নাই। তবে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন অনিষ্ট প্রতিবন্ধ বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশের ন্যায় স্থানে স্থানে খাল খনন করিয়া বঙ্গদেশকেও নদীমাতৃক করিয়া তুলা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অনাবৃষ্টি কালে কেবল যে শস্য সম্পত্তি রক্ষার উপায় হইবে এরূপ নয়, গ্রামাদির জল নির্গম পথ বন্ধ হওয়াতে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া অনেকে যে অনুমান করিতেছেন, তাহারও সহজে প্রতিবিধান হইয়া আসিবে। পক্ষান্তরে স্থানে স্থানে বাণিজ্যাদির উন্নতি হইয়া জনপদ গুলির শ্রীবৃদ্ধি ও গবর্ণমেন্টের লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

—:০:—

কাশীর মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত।

হিন্দু সাধারণ জন প্রবাদ এই, কাশী পৃথিবী ছাড়া, সেখানকার মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত ও পৃথিবী ছাড়া। কিসে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কাশীবাসিদিগের সেদিকে দৃষ্টি নাই, বিশ্বেশ্বরের উপরে তাহাদিগের সমুদায় বিষয়েরই নির্ভর। মিউনিসিপালিটীও বিশ্বেশ্বরের উপরে কাশীর স্বাস্থ্য রক্ষার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। কাশীর তুল্য হিন্দু জাতির অতি প্রাচীন পবিত্র তীর্থ স্থান অল্প আছে, কিন্তু মিউনিসিপাল বন্দোবস্তের দোষে উহা নরক কুণ্ড হইয়া উঠিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গলিগুলি একে ১ হাত ১॥ হাত প্রশস্ত, তাহার স্থানে স্থানে ময়লা জমা আছে, তাহা যথাসময়ে পরিষ্কৃত হয় না। আমরা মিউনিসিপালিটীর কেবল এই একমাত্র দোষের উল্লেখ করিতেছি পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। যে বন্দোবস্তের গুণে দেশের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কাশীর মিউনিসিপালিটী সে বিষয়ে একান্ত উদাসীন। সহরের যত ময়লা নলের যোগে রাস্তার ভিতর দিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়ে। এই নিয়ম থাকাতে গলিগুলিতে আচ্ছাদন প্রস্তরের ছিদ্র দিয়া সর্ব্বদা দূষিত বাষ্প উত্থিত হইতেছে। ঐ পথে চলা যাহার অভ্যাস নাই এমন কোন ব্যক্তির সাধ্য নয় যে নাসিকা অনাবৃত করিয়া গমনাগমন করে। এই দোষ থাকাতে কাশীর জল বায়ু ক্রমে দূষিত হইয়া যাইতেছে। ইহার প্রতীকারের যদি কোন উপায় করা না হয়, গৌড়াদি প্রাচীন নগরের ন্যায় কাশী নিঃসংশয় উৎসন্ন হইবে। কাশীর মিউনিসিপালিটী ঐ দোষের প্রতীকারের কোন উপায় চেষ্টা করেন না। ইহা শোচনীয় সন্দেহ নাই। আমরা অনুরোধ করিতেছি, মিউনিসিপালিটী যদি আপাততঃ অন্য উপায়ের অবলম্বনে অসমর্থ হন, রাস্তার ভিতর দিয়া ময়লা যাইবার রীতিটী বন্ধ করিয়া দিন। রাস্তার ভিতর দিয়া ময়লা অন্যত্র নীত করিয়া কাশীকে সুন্দররূপ পরিষ্কৃত ও স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখা সহজ নয়, গলিগুলি অতিশয় সংকীর্ণ এমতি যাহার পর নাই ঘন। কলিকাতার ন্যায় ময়লা নিঃসারিত করিবার ভাল স্থান নাই। গঙ্গায় ময়লা নিক্ষিপ্ত হইলে বহুগুণ অনিষ্ট ঘটিবে। কাশীর সকল লোকেই প্রায় গঙ্গাজলে স্নান ও গঙ্গাজল পান করিয়া থাকে। তাহারা কখনই ইহার অন্যথাচরণে সম্মত হইবে

রাস্তার ভিতর দিয়া ময়লা যাইবার রীতি রহিত হইলে আর একটী মহান্ উপকার লাভের সম্ভাবনা এই, পাইখানার বন্দোবস্তের দোষে কাশীর একটী বাড়ীও বাস যোগ্য নহে, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সে দোষ দূরগত হইবে। সকলে যদি বাটীর বাহির দিকে পাইখানা করে এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখে, কাশীর জল বায়ুর উৎকর্ষ বহু-গুণে সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

—০—

বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চি শক্ত।

আমরা বহু দিন হইল একটী গল্প শুনিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহার একটী উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। সে গল্পটী এই— একজন নবাব-প্রকৃতির জমীদার ছিলেন। এক দিন তিনি আহার করিতে বসিয়া বুটের ডাউলে একটী সমগ্র ছোলা দেখিতে পান; দেখিবামাত্র চক্ষু তুলিয়া পার্শ্বস্থিত তোষামোদজীবী ভৃত্যাদিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি বুটের ডালে ছোলা ?" অমনি শত শত ব্যক্তি চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল "সে কি বুটের ডালে ছোলা"। এইরূপ বলিয়া কেহ বা পাচক ব্রাহ্মণকে প্রহার করিতে যায়, কেহ বা ভৃত্যকে আঘাত করিতে যায়। অবশেষে যে দোকানদার সেই ডাউল বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিয়া আনা হইল, এবং শত শত ব্যক্তি তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। সকলেই বলে "এত বড় যোগ্যতা বুটের ডালে ছোলা"। আমাদিগের নবাব-প্রকৃতি-বিশিষ্ট লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও তাঁহার ভৃত্যাদিগের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। তিনি ধরিয়া আনিতে বলিলে, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা বাঁধিয়া আনেন। মাড়োয়ারিদিগের সম্বন্ধে পুলিসের ব্যবহার তাহার প্রমাণ। একদা একখানি শকট লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের গাড়ির উপর পড়িল। মহারাজা বলিলেন, "কি এত দ্রুত শকট চালান!" অমনি পুলিষ বাহির হইয়া

চীৎকার আরম্ভ করিলেন, " কি এত দ্রুত শকটচালান।" এই উপলক্ষ করিয়া পুলিস-কর্ম্মচারিরা গাড়োয়ানদিগকে এত নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন, যে অবশেষে তাহারা ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইল। আমরা শুনিলাম মুসলমান গাড়োয়ানদিগের শ্মশ্রু ছেদন করিয়া অপমান করা হইয়াছিল। এ কি আশ্চর্য্য কথা। কোন জাতির ধর্ম্ম বিষয়ক সংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ করা আইন বিরুদ্ধ জানিয়াও পুলিষ কর্ম্মচারিরা কেন এমন ব্যবহার করিলেন। আমরা বহু দিন হইতে গাড়োয়ানদিগের মুখে ঠিকা গাড়ির রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা শুনিয়া আসিতেছি। সে কথা গাড়োয়ানদিগের অত্যুক্তি হইতে পারে; কিন্তু বিশেষ অপমান না হইলে এত লোকের ক্রোধাগ্নি কখনই উদ্দীপ্ত হয় না। কলিকাতার গাড়োয়ানেরা অতিশয় উদ্ধত ও দুষ্টস্বভাব সে কথা যথার্থ; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগকে এরূপ অপমান করা, বিশেষ তাহাদের ধর্ম্ম-সংস্কারের অবমাননা করা নিতান্ত যুক্তি ও ন্যায় বিগর্হিত কার্য্য হইয়াছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তদন্ত করা উচিত এবং যদি বাস্তবিক এপ্রকার দুর্ব্যবহার হইয়া থাকে তাহার বিশেষ শাস্তি হওয়া আবশ্যক।

টেঙরার হত্যালয় পরিদর্শন।

আমরা গো বংশের দুর্গতি নামক প্রস্তাব পত্রস্থ করার পর অবসর ক্রমে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে টেঙরার হত্যালয় দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলাম। পূর্ব্বে স্থানে স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হত্যালয় ছিল তাহার পরিবর্ত্তে এই হত্যালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। খিদিরপুরে অফান গঞ্জের নিকট আর একটী হত্যালয় আছে। সেটী গবর্ণমেণ্টের অধীন। এই দুই স্থান হইতে কলিকাতার মাংস ভোজীদিগের প্রতি দিনের মাংস যোগান হয়। আমরা এই হত্যালয়টীর বাহ্যিক সৌষ্ঠব ও বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রীত হইলাম। রক্ত নির্গম ও অন্যান্য দ্রব্যের দূরীকরণের জন্য অতি উত্তম উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পশুদিগের হত্যার পরই কলের জল ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং সমুদায় রক্ত প্রভৃতি একেবারে ধৌত হইয়া যায়। এবং নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্য মিউনিসিপালিটীর ট্রেণের দ্বারা ধাপার জলাতে নীত হয়। এই হত্যালয়ের এক পার্শ্বের একটী বাড়ীতে একজন ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারি থাকেন, এই হত্যালয়ে প্রতিদিন কি প্রকার কত পশু হত হয়, তাহার মধ্যে রোগ বিশিষ্ট ও স্বাস্থ্যের হানিজনক কোন পশু থাকে কিনা এই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার ভার তাঁহার উপর। কিন্তু সে স্থানে হত্যার্থ যত গোধন সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক গুলি জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল-সার ও রুগ্ন দেখিলাম। এসকল পশুর মাংসে উদর পূর্ত্তি করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় কি না বিশেষ সন্দেহ।

ইহা ভিন্ন এই হত্যালয় সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা বক্তব্য আছে। প্রথম, ইহার যে স্থানে ফেলিয়া পশুদিগকে হত্যা করা হয় তাহার চারি দিক অনাবৃত; রাস্তার উপর হইতে তাহা অনায়াসেই দৃষ্টিগোচর হয়। বৈকালে বেলা ৪ টা হইতে রাত্রি ৭। ৮ টা পর্য্যন্ত হত্যা কার্য্য চলিয়া থাকে। ইহার সম্মুখেই কতকগুলি হিন্দুর বাস। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর তাঁহারা বায়ু সেবনার্থ যে একটু গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন তাহার উপায় নাই। গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেই শত শত গোধনের প্রাণ হত্যা চক্ষুগোচর করিতে হয়। বিশেষ, হত্যা কার্য্যের পর রাস্তার অব্যবহিত পার্শ্বে রেলের নিকটে আনিয়া সেই সকল কাটিতে ও ভাগা দিতে আরম্ভ করে। পাঠকগণ বিবেচনা করুন, তাহার ১০। ১২ হস্তের মধ্যে যাঁহাদিগকে বাস করিতে হয় তাঁহাদিগের কিরূপ যন্ত্রণা। আমরা সেখানে গিয়া শুনিলাম যে পল্লীবাসী হিন্দুরা একত্র হইয়া হত্যালয়ের চারি দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিবার জন্য মিউনিসিপালিটীর নিকট আবেদন করেন; কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহাদের আবেদনের কোন ফল দর্শে নাই। এই ক্লেশ প্রতিবাসি দিগের এত অসহ্য হইয়াছে যে কেহ কেহ উঠিয়া গিয়াছেন এবং একজন ভদ্র লোক উঠিয়া যাইবার সংকল্প করিয়া বৎসরাবধি নিজের দ্বারে " বিক্রয়ার্থ রক্ষিত " বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বাটীটী প্রস্তুত করিতে তাঁহার ৫০০০। ৬০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাটীর উপযুক্ত মূল্য হইতেছে না, বলিয়া তিনি উঠিয়া যাইতেও পারিতেছেন না। এই সামান্য বিষয় মিউনিসিপালিটী যে কেন অবহেলা করিতেছেন বলা যায় না।

দ্বিতীয় কথা। কলিকাতার কসাইরা প্রতিদিন বাজারে যে মাংস বিক্রয় করে তাহা এখানে আনিয়া হত্যা করিয়া লইয়া যায়। একটী গো হত্যা করাইতে চারি আনা এবং ছাগ প্রভৃতিতে দুই আনা করিয়া দিতে হয়। হত্যার পর কসাইরা হয় গরুর গাড়ি করিয়া [illegible] মুটের মস্তকে দিয়া এই সকল পশু নিজ দোকানে চালান করে। হত্যালয় সম্বন্ধীয় আইনে আছে, যে লোকের বিশেষ গতি-বিধি শূন্য নির্জ্জন পথ দিয়া এই সকল শবপূর্ণ গাড়ি লইয়া যাইতে হইবে, এবং উত্তমরূপ আবৃত করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু প্রতিবাসি

দিগের নিকট শ্রবণ করা গেল যে প্রায় ঐ সকল পশুপূর্ণ গাড়ি অনাবৃত করিয়া বহুজনাকীর্ণ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এমন কি এ জন্য ইটালীর কোন কোন ভদ্র লোক তাহাদের সঙ্গে দাঙ্গা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ে পুলিষকে যদি একটু সতর্ক করিয়া দেন তাহা হইলে অনেকের ক্লেশ দূর হয়।

কিন্তু আমরা যাহা দেখিবার জন্য গিয়াছিলাম, তাহা এখনো বলা হয় নাই। এখানে প্রতিদিন কত গোধনের প্রাণ নষ্ট হয়। আমরা গিয়া দেখিলাম যে মৃত্যুর কিঙ্কর সদৃশ কষাইরা দলে দলে গোপাল হত্যার স্থানে সংগ্রহ করিতেছে, একে প্রখর রৌদ্র তাহাতে কষাইদিগের নির্দ্দয় প্রহার, গরুগুলি আকুল হইয়া হত বুদ্ধি-প্রায় এক স্থানে দলবদ্ধ হইতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া চক্ষে জল আসিল এবং মনে মনে বলিলাম পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা তুমি কোথায়!! দেখিলাম একটী শান্ত প্রকৃতি গরু ভাল করিয়া একখানি পা পাতিতে পারিতেছে না। কষাইএর নির্দ্দয় আঘাতে সেখানি বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; অথচ তিন পায়ে ভাল করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কিন্তু ত্বরায় তাহার কষ্টের অবসান হইবে ভাবিয়া ক্লেশের কিছু লাঘব হইল। সেখানে যে সকল কষাই হত্যা করাইতে আসিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল যে সেখানে প্রতিদিন দুই শত গোধনের প্রাণ নষ্ট হয়। অর্থাৎ বৎসরে ৭২০০০ হাজার গোহত্যা হয়, আমরা একথা যথার্থ কি না প্রমাণ করিবার জন্য ষ্টারণডেল সাহেবের রিপোর্ট অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম, যে গত বৎসর ৯৩০৮৬ টী গোহত্যা হইয়াছে। তাহা হইলে প্রতিদিন ২৫০ র ও উপর গোধনের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে এবং এক্ষণেও হইতেছে। এ সকল গরু কোথা হইতে আসে; কলিকাতা হইতে কখনই এত গরুর সংস্থান হয় না। চতুর্দ্দিক হইতে কষাইদিগের লোকেরা গরু সংগ্রহ করে। আমরা আমাদের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে কষাইদিগকে গরু লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। লোকে পয়স্বিনী বৎসতরীদিগকে প্রায় বিক্রয় করে না। আঁড়িয়া কিম্বা অকর্ম্মণ্য গাভী হইলেই বিক্রয় করে। এই জন্য এই সকল হত গোধনের মধ্যে আঁড়িয়া অধিক। ইহাও চতুর্দ্দিকে গোবৎসোৎপাদনোপযোগী বৃষের অভাবের একটী প্রধান কারণ।

আমরা এ বিষয়ে পুনরায় দেশ বাসিদিগের এবং গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দিন দিন গোবংশের ক্ষয় হইতেছে সময় থাকিতে উপায় না করিলে তাহাদের রক্ষার পথ দেখা যায় না। আমরা পূর্ব্ব-বারে যে প্রস্তাব করিয়াছি সে সম্বন্ধে আমাদের আরো কিছু বক্তব্য আছে। একবার কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া কতকগুলি বৃষ ক্রয় করিলে বোধ হয় দ্বিতীয়বার আর অধিক বৃষ ক্রয় করিতে হইবে না, এবং ঐ সকল বৃষ প্রতিপালন করিবার ব্যয় ও ভার বোধ হইবে না। কারণ এই সকল বৃষ দ্বারা যে আর এক শ্রেণী বৃষের উৎপত্তি হইবে, তাহারা ভবিষ্যতে ইহাদের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। ইহা ভিন্ন উক্ত সভা যদি নিজের অধীনে একটী গোশালা রাখেন এবং তাহাতে কতকগুলি গাভী রক্ষা করিতে পারেন, তাহাদের দ্বারা দুই প্রকার কার্য্য হইতে পারে। প্রথম তাহাদের দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে তাহাদের প্রতিপালনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আর এক শ্রেণী সবল বৃষও পাওয়া যাইতে পারে। মফস্বলে যে সকল বৃষ প্রেরিত হইবে তাহাদিগের প্রতিপালনেরও উপায় করা যাইতে পারে। একটী গ্রামে একটী কি দুইটী বৃষ থাকিলে অন্ততঃ তাহার দুই তিন ক্রোশের মধ্যের গাভী সকলের বৎসোৎপত্তির উপায় হইতে পারে। প্রত্যেক গাভীতে চারি আনা করিয়া শুল্ক লইলে বৃষদিগের ব্যয়োপযোগী অর্থ ও উঠিতে পারে। আমরা বাস্তবিক গোবংশের ভাবী দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়াছি, সেই জন্যই সকলকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। গোবংশের উন্নতির পথ বদ্ধ অথচ বৎসর বৎসর এক লক্ষ গোধনের প্রাণ সংহার হইতেছে। পাঠকগণ বলুন অবশেষে কি ঘটিতে পারে।

একটী সুখের সংবাদ।

আমরা গাড়িয়া রাজপুর হরিনাভি ও মালঞ্চের ট্যাক্সদাতাদিগকে একটী সুখের সংবাদ দিতেছি। সাউথ সুবার্ব্বান মিউনিসিপালিটী নামক প্রস্তাবে তাহাদের যে কষ্টের কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছিল; যাহা নিবারণের জন্য তাঁহারা মিউনিসিপালিটীর সভাপতির নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, এবং যাহা নিবারণের জন্য তাঁহারা কিছুদিন হইল সভা করিয়াছিলেন, এতদিনের পর তাঁহাদের সেই কষ্ট নিবারণ হইবার আশা হইতেছে। উক্ত মিউনিসিপাল কমিটীর গত অধিবেশনে সভাপতি পীকক সাহেব আবেদন গ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন যে আগামী বর্ষের প্রথম হইতে বেহালা প্রভৃতি স্থানের এবং তাঁহাদের হিসাব পৃথক করা হইবে। আমরা স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটীর জন্য

অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সভাপতি বলেন যে কেবল চারিটী গ্রাম (যাহার বার্ষিক আয় ৩০০০ হাজার টাকা মাত্র) লইয়া একটী মিউনিসিপালিটী হইতে পারে না। মিউনিসিপালিটী এক রাখিয়া দুইটী হিসাব স্বতন্ত্র রাখিলে ও এ প্রদেশের টাক্সদাতাদিগের সময়ে টাকা পাইবার এবং পথঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত হইবার আশা থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে এবং সে জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে পুন রায় অনুরোধ করিতেছি। দুই স্থানের হিসাব যখন স্বতন্ত্র হইল, তখন রাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আরও কয়েক জন সভ্য গ্রহণ করা উচিত। সম্প্রতি এপ্রদেশের দুইজন মাত্র সভ্য আছেন। হরিনাভি নিবাসী জমীদার বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ এবং বারুইপুরের জমিদার পরিবারের মধ্যে বসন্তকুমার চৌধুরি। ইহার মধ্যে বসন্ত বাবু প্রায় সভাতে উপস্থিত হন না এবং মিউনিসিপালিটী সংক্রান্ত কোন কার্য্যের সহিত প্রায় সংস্রব রাখেন না। নবীন বাবু এক মাত্র লোক যিনি নিয়মিতরূপে সভায় উপস্থিত হন এবং এই সকল স্থানের জন্য দুই এক কথা বলিয়া থাকেন। এই এক মাত্র সভ্যের দ্বারা কিরূপে সকলের অভাব দূর হইবে। অতএব আমাদের প্রস্তাব যে গড়িয়া হইতে একজন রাজপুর হইতে তিন জন, হরিনাভি হইতে তিন জন এবং মালঞ্চ হইতে দুইজন সভ্য নিয়োগ করা হউক। সভাপতি ইহাঁদিগের সহিত এই সকল স্থানের উন্নতির বিষয় পরামর্শ করিবার জন্য স্বতন্ত্র দিন নির্দ্ধারণ করুন। বেহালার সভ্যদিগের সহিত এসকল স্থানের কার্য্যের সম্পর্ক রাখায় গোলোযোগ ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই। এখানকার কোন্ পথ অগ্রে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, কোন কার্য্যের জন্য কি প্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত, এস্থানের অধিবাসীরা যেরূপ বুঝিতে পারিবেন বেহালার লোকেরা দূরে বসিয়া কখনই সে প্রকার বুঝিতে পারিবেন না। আমরা স্থানীয় সভ্য গ্রহণের যে প্রস্তাব করিলাম ইহা নিতান্ত আবশ্যক, কারণ দুই এক ব্যক্তির উপর এই সকল কার্য্যের ভার থাকায় কি প্রকার ফল আমরা তাহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট ধনী ও জমীদার দেখিয়া এক একজনকে মধ্যে মধ্যে এইরূপ কার্য্যের ভার দিয়া থাকেন বাবুর হস্তে অর্থ আসিল গ্রামের রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইবে; বাবু আপনার বাটী হইতে বাগানে যাইবার রাস্তাটী পাকা করিয়া লইলেন। নিজের বাটীর চতুর্দ্দিকের এবং বাগানের চারি পার্শ্বের জঙ্গল পরিষ্কার করাইলেন। কিন্তু গ্রামের অপরাপর পথ পূর্ব্বের ন্যায় দুর্গম ও অচল রহিয়া গেল। প্রতি কার্য্যে জমীদার, তালুকদার, ইজারাদার প্রভৃতি কেবল দারের অন্বেষণে ব্যস্ত না হইয়া, গবর্ণমেণ্ট যদি শিক্ষিত সচ্চরিত্র এবং ন্যায়দর্শী লোক বাছিয়া তাঁহাদের উপর এই সকল কার্য্যের ভার দেন কিম্বা অন্ততঃ তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দারদিগের সঙ্গী করেন তাহা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। একে ত গবর্ণমেণ্ট রোডসেস কমিটী মিউনিসিপাল কমিটী প্রভৃতির সভ্য মনোনীত করিবার ভার প্রজাদিগের উপর দিতেছেন না, তাহাতে যদি উপযুক্ত সভ্য মনোনীত করিবার ক্লেশও স্বীকার না করেন, তাহা হইলে এ সকল ছেলেখেলা ভিন্ন আর কি?

—:০:—

বাবু সুরেন্দ্রনাথ ও সিবিলসর্ব্বিস। *

বাবু সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ উপলক্ষ করিয়া অনেক ইউরোপীয় আবার সেই পুরাতন চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন, এদেশীয়েরা আজিও সিবিল সর্ব্বিসের উপযুক্ত হয় নাই। আমরা এই জাত্যহঙ্কারপূর্ণ স্বার্থান্ধ ও অদূরদর্শী লেখকদিগের আর কতবার প্রতিবাদ করিব? যাহাদিগের বিচার শক্তি ন্যায়ের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হয় তাঁহাদের সহিত বিচার করা বিফল। কিন্তু তথাপি আমাদিগের দুই এক কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ সুরেন্দ্র বাবু বাস্তবিক অপরাধী কি না, তাহা আজিও প্রমাণ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ যদি অসাবধানতা ভিন্ন অন্য গুরুতর অপরাধ না প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য, এদেশীয়দিগের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাকেই সিবিল সার্ব্বিসের অনুপযুক্ত বলিয়া স্থির করা উচিত বোধ হয় না। তৃতীয়তঃ যদিও তিনি বাস্তবিক অসাবধানতা অপেক্ষা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হন, তাহা অবলম্বন করিয়া সমুদায় এদেশীয়দিগকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা কখনই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। আমাদের কোন সুযোগ্য সহযোগী বলিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, জাতির ভয় ইহারা লঙ্ঘন করিতে পারিবেক না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে সে ভয় উহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেছে না; ইহাদের বন্ধু বান্ধবেরাও ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। বৎসর বৎসর ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে, সুতরাং এক্ষণে সাবধান হইয়া ইহাদের গতিবিধি দেখা উচিত। মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই এদেশীয় সিবিল সার্ব্বাণ্টেরা কর্ত্তাদিগের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছেন। আর ত একাধিপত্য থাকে না। তাঁহারা বলেন যে যদি সুরেন্দ্র বাবু চতুর্থ সিবিলিয়ান না হইয়া এক

শস্ত জনোর পর হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধে লোকের এত ভয় হইত না। সে কথা যথার্থ। কিন্তু যদিও তিনি চতুর্থ সিবিলিয়ান বটেন, তথাপি তাঁহার দোষে সমুদায় জাতিকে দোষী করা কি ন্যায়সঙ্গত? প্রথম গবর্ণর ক্লাইব উমীচাঁদের সহিত জুয়াচুরি করিয়াছিলেন বলিয়া কি ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষের গবর্ণর হইবার উপযুক্ত নয় বলিলে শোভা পাইত? ভারতবর্ষে অদ্যাবধি যত ইংরাজ আসিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই কি ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিয়াছেন? কখনই না। শুক্লবর্ণ নীলকরেরা যে অমানুষ ব্যবহার করিয়াছে এবং আজিও করিয়া থাকে এদেশীয়েরা তাহা স্বপেও জানে না, তবে এদেশে ইংরাজদিগকে ব্যবসায় করিতে দেওয়া উচিত নহে; বড় বড় মান্য গণ্য ইংরাজেরা মুরসিদাবাদের এবং আর্কটের নবাবদিগের সহিত যেরূপ জুয়াচুরি করিয়াছিলেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? তবে ইংরাজদিগকে উচ্চ পদ দেওয়া উচিত নহে। কর্ত্তার সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর হইয়া পরস্ত্রী হরণ করেন। অতএব ইংরাজদিগকে উচ্চ পদ দেওয়া উচিত নহে। অথবা পরস্ত্রী হরণ অসাবধানতা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ নহে।

সৌভাগ্যক্রমে সিবিল সর্ব্বিসের সুখ্যাতি চিরদিন আছে। এই শ্রেণীর অনেক দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ কর্ম্মচারির গুণে সিবিল সর্ব্বিসের নামের সহিত একটী শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব আছে। আমরা বলিতে এ সুখ্যাতি বর্ত্তমান কম্পিটিশনওয়ালাদের গুণে তত নহে যত পুরাতন শ্রেণীর সিবিলিয়ানদের গুণে। ইংলিসমান বলিয়াছেন কম্পিটিশন অর্থাৎ পরীক্ষা উপযুক্ততা জানিবার উপায় নহে। এ কথা যথার্থ এবং কেবল এদেশীয়দিগের পক্ষে কেন ইউরোপীয়দিগের পক্ষেও যথার্থ। দুই এক পাত চসর ও স্পেনসার একটু গ্রামার ও একটু সংস্কৃত প্রভৃতি জানিলে কিরূপে প্রমাণ হইবে যে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরা লক্ষ লক্ষ লোকের উপর শাসন কার্য্য করিতে পারিবে? সিবিল সার্ব্বিস পূর্ব্বে অতি যৎসামান্য ছিল। প্রথম প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লেখা পড়া করিবার জন্য এক এক দল কেরাণীর মত আনা হইত। তাহারা অতি অল্প বেতন পাইত এবং যৎসামান্য কর্ম্ম করিত। তাহারাই সিবিলিয়ানদের পূর্ব্বপুরুষ। ক্রমে ইংরাজ জাতি বাণিজ্য করিতে করিতে রাজা হইয়া পড়িলেন এবং এই কর্ম্মচারিদিগের উপর গুরুতর ভার পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহাদিগকে অধিক শিক্ষিত করা আবশ্যক হইতে লাগিল, এই জন্য হেলিবরি কালেজের সৃষ্টি হইল এবং এই জন্যই লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতার কোর্ট উইলিয়াম কলেজের সৃষ্টি করিলেন। যখন কেরাণীর কার্য্য করা সিবিলিয়ানদিগের ভাগ্য ছিল, তখন ক্লাইবের মত ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত ও নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরাই সেই কার্য্যে আসিত। কিন্তু সিবিলিয়ানদিগের পদের গুরুত্ব যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এক সিটার হলের কর্ত্তারা ততই আপনাদিগের আত্মীয় কুটুম্ব দ্বারা সিবিল সার্ব্বিস পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তথনও কি অকর্ম্মণ্য ও সাক্ষী গোপাল কর্ম্মচারী আসে নাই? অনেক আসিত; কিন্তু সে সময় কার অনেক কর্ম্মচারির যে এরূপ দক্ষতার কথা শ্রবণ করা যায় তাহার কারণ কি? কর্ণেল চেসনি তাঁহার "ইণ্ডিয়ান পলিটিতে" ইহার প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন। তাহারা বড় হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিত না কিন্তু বড় পদ তাহাদিগকে বড় করিত। বাস্তবিক ইহা অতি সারগর্ভ কথা। গুরুতর কার্য্যের ভার না পড়িলে মনুষ্যের যোগ্যতা বিকশিত হয় না। অবস্থা ও পদের গুণে মনুষ্য মহত হয়। এদেশীয়দিগকে গুরুতর পদে দিলে যে তাঁহারা সেপদের উপযুক্তরূপ ব্যবহার করিতে পারিবেন না একথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? কেন ইহার কি প্রমাণ নাই? বাবু দ্বারকানাথ মিত্র কি হাইকোর্টের বেঞ্চের অপমান করিতেছেন? সার মাধবরাওর রাজনীতিজ্ঞতা কি নিন্দনীয়? টাইমস পত্রিকা না তাঁহাকে ভারতবর্ষের রাজস্ব মন্ত্রী করিবার পরামর্শ দেন? বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলাদেশের একজন সামান্য লোক; কিন্তু তাঁহা হইতে কাশ্মীরের কত উপকার হইতেছে। ইহা ভিন্ন যেখানে যেখানে উচ্চ পদে এদেশীয়েরা প্রতিষ্ঠিত আছেন সেখানেই ত তাঁহারা প্রশংসা ভাজন হইতেছেন।

এই এক সামান্য দৃষ্টান্ত লইয়া আজিও যাঁহারা এমন স্বার্থ দূষিত কথা প্রচার করেন তাঁহাদের বিচার-শক্তিকে নমস্কার। সমগ্র জাতির উপর যাঁহারা এরূপ কলঙ্ক আরোপ করিতে সাহসী হন তাঁহাদের সাহসকে ধন্যবাদ। এখনো কি লর্ড মেকলের দিন অবসান হইবে না? ইংরাজেরা হিন্দু সমাজের কিছুই জানেন না। এত সদ্‌গুণ ইহার মধ্যে আছে যাহার নিকটে তাঁহাদিগেরও মস্তক অবনত করা উচিত। যাহা কিছু সদ্‌গুণ ইংরাজদিগের মধ্যে, এবং যাহা কিছু হীনতা হিন্দুদিগের মধ্যে, এই সংকীর্ণ অনুদার কথা যাঁহারা বলেন আমরা তাঁহাদিগকে বিবেচনাবিহীন অকাল কুষ্মাণ্ড ব্যতিরেকে আর কিছু বলিতে পারি না।

পুস্তক সমালোচন।

চন্দ্রনাথ (১) এখানি উপন্যাস অর্থাৎ

(১) শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

নভেল। আমরা আদ্যোপান্ত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। এখানির বিশেষ সৌন্দর্য্য এই যে ইহার বর্ণিত বিষয় গুলি এরূপ সহজ ও স্বাভাবিক যে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া মনে হয় অথচ পড়িতে আসক্তি জন্মে। নিবিড়-মেঘাচ্ছন্ন দশদিক ; তামসী নিশার নিশীথকাল ; বিজন প্রান্তরে বিজন দেবমন্দির ; তাহার মধ্যে এক নিরুপম রূপবতী যুবতী, এরূপ ঘটনার যোগাড় করিলেত সহজে মন চমকিত ও হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে রোমান্টিক লেখা বলে। সার ওয়াল্ টর স্কট, ইহার অবতার এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে বঙ্কিম বাবু ইহার ভক্ত। কিন্তু আমরা এ প্রকার অদৃষ্টচর ঘটনারাজির সঙ্কলন অপেক্ষা সেই শক্তি অধিক ভাল বাসি, যাহা মনুষ্যের প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে সৌন্দর্য্য এবং কদর্য্যতা দেখাইতে পারে, স্বর্গ এবং নরক আবিষ্কার করে এবং সাধুতার পুরস্কার ও দুশ্চরিত্তার ফলা-ফল দেখাইয়া দেয়। মৃত মহাত্মা ডিকেন্স এই শক্তির দৃষ্টান্ত স্থল। এই জন্যই ক্ষেত্রপাল বাবুর গ্রন্থটী আমাদের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইল। তিনি বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন ধনের অপব্যবহার দেখান তাঁহার এক উদ্দেশ্য, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ধনীর সহিত দরিদ্রের প্রণয় কিরূপ তাহা উপেন বাবু ও নবীনের ব্যবহারে সুপ্রকাশ। বৃদ্ধ কৃপণ সদানন্দের বহুকষ্টে সঞ্চিত ধন কিরূপে নিজ স্ত্রীর উপপতিদিগের সাহায্যেও বেশ্যার চরণে ব্যয় হইল স্মরণ হইলে হাসি পায়। সৌরেন্দ্র বাবুও হেমলতার প্রণয় একটী আরামের জিনিষ। সুলোচনা ; আহা সুলোচনা ! নির্ম্মল দাম্পত্যপ্রেমের অবতার। আমরা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া বলিতেছি যে সুলোচনার মৃত্যুর সময় কাঁদিতে হইয়াছে। গ্রন্থের উপসংহারটীও মন্দ হয় নাই। সৌরেন্দ্রের শেষে সুখ হইল, গোলোক বসু ধরা পড়িল, হরিপ্রভৃতি জব্দ হইল, কেবল নবীনের সর্ব্বনাশ হইল। কেন হইল ? মনে এই কথাটী রহিয়া গেল কেন হইল ?

হেমলতা (২) আমরা নাটক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ইহাও কমলে কামিনীর ন্যায়, একজন বীর পুরুষ ও একজন রাজ-কন্যার প্রণয় ঘটিত নাটক। কমলে কামিনীর ন্যায় ইহার নায়ক ও একজন রাজপুত্র কিন্তু সাধারণের অজ্ঞাত। কমলে কামিনীতে রণকল্যাণী শিখিধ্বজবাহনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া মালা ফেলিয়া দেন, ইহাতেও হেমলতা সত্যসখার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া অঙ্গুরীয় ফেলিয়া দেন।

কমলে কামিনীতে শিখিধ্বজবাহন পাগড়ি ফেলিয়া যান ; এখানে সত্যসখা তরবার ফেলিয়া যান। কমলে কামিনীতে সুরবালা পাগড়ী দিতে যান, এখানেও হেমলতার একটি সখী তরবার দিতে যান। যদিও দুই এক স্থলে চক্ষে জল আসিয়াছে বটে, কিন্তু নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। প্রকৃত প্রেমের গতি বিচিত্র এই ভাবদ্বারা চালিত হইয়া গ্রন্থকার এই প্রেমের বর্ণনাটী এত চমৎকার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে এক প্রকার অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রামবাসী। আমরা এ সপ্তাহে গ্রামবাসী বলিয়া এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি. এখানি রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত হইতেছে

বিবিধ সংবাদ।

৫ ই কার্ত্তিক সোমবার।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব আজি কালি যেরূপ লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন যদি তাঁহার সেই দয়ার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় দুষ্টের ভয়ানক প্রশ্রয়বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। হাবড়ার ঈশ্বর নাপিতঘটিত মকদ্দমায় নিমচাঁদ কিরূপ অভিনয় করিয়াছিল বোধ হয় পাঠকগণের অবিদিত নাই। সেই নিমচাঁদ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের দয়ার পাত্র হন। সেদিন বেলিওলস নামক একজন ইহুদী প্রতারণা করিয়া নদীয়ার একজন জমীদারের সর্ব্বনাশ করে। উচ্চপুঞ্জী ম্যাজিষ্ট্রেট কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার দুই বৎসর কারাদণ্ড বিধান করেন। সেসন্স জজের নিকটে আপীল করাতে তিনি দুই বৎসর কমাইয়া ৬ মাস করা দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করাতে তিনি আবার উহা কমাইয়া ৩ মাস করিয়াছেন। এ ব্যক্তি যদি গবর্ণর জেনরলের নিকটে পুনরায় আবেদন করিত এবং তিনি যদি কাম্বেল সাহেবের ন্যায় দয়ালু হইতেন তাহা হইলে এই ইহুদী একটী গুরুতর পাপ কার্য্য করিয়াও অনায়াসে গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইতে পারিত সন্দেহ নাই। যাহার হস্তে অসীম ক্ষমতা আছে তিনি সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার দ্বারা যেমন উপকার করিতে পারেন অসদ্ব্যবহার দ্বারা তেমনিই অনিষ্ট করিয়া থাকেন।

(২) বাবু হরলাল রায় প্রণীত।

কলিকাতার প্রতিনিধি রেজিষ্ট্রার জেনরল উইলসন সাহেব দুই বৎসরের বিদায় লইয়াছেন। বগুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বিগমোলড সাহেবকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে বলা হয় কিন্তু বেতন বৃদ্ধি নাই বলিয়া তিনি আসিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

লার্ড নর্থব্রুক আগামী ১৪ ই নবেম্বর আগ্রাতে আসিবেন, তথায় এক পক্ষকাল থাকিয়া লক্ষ্ণৌ ও আলাহাবাদে গমন করিবেন পরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় উপনীত হইবেন। লার্ড নর্থব্রুক মান্দ্রাজে গমন করিবেন কি না এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই স্থির হয় নাই।

মফস্বলের ছোট আদালতের কর্ম্মচারিদিগের প্রতি কাম্বেল সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। তিনি উহাদিগের বেতন কমাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। মফস্বলের ছোট আদালতের আয় ত অল্প নয় আবশ্যক ব্যয় কুলাইয়া বরং উদ্বৃত্ত হয়, তবে এরূপ কেন ?

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, কলিকাতার বলরাম দের ষ্ট্রীটে কোন ভদ্র পরিবারস্থ বিধবা তাঁহার বাটীর একজন ফাড়াটিয়ার সহিত বাহির হইয়া গিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, পাবনায় রাইয়তদিগের সহিত জমীদারদিগের বন্দো-

বন্দ হইতেছে। নোলান সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন, একটী জমীদারীতে অনেক গুলি পল্লীর প্রজা জমীদারদিগের কৃত খাজনার হারে সম্মত হইয়া খাজনা দিয়াছে। এই সকল জমীদার যেরূপ খাজনার নিয়ম করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য অবিলম্বে তাহা সাধারণের গোচর করেন তাহা হইলে বোধ হয় অন্যান্য স্থানেও প্রজারা সেই রূপ খাজনার হারে জমীদারের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারে।

উত্তর পাড়ার জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জমীদারদিগের সহিত প্রজাদিগের গোলযোগ সম্বন্ধে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম, গত ১৩ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক উপবিভাগে বাকি খাজনা, খাজনা বৃদ্ধি এবং জোত ছাড়ান জন্য কত নালীশ হইয়াছে। দ্বিতীয়, নির্ব্বিবাদে কিরূপ হারে কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং আদালতই বা কিরূপ নিয়মে ডিক্রি দিয়াছেন ইত্যাদি। জয়কৃষ্ণ বাবু যে কয়টী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান হইলে অনেক কাজ হইবে।

৬ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারা দণ্ড হইবে কেবল তাহাদিগকেই আন্দামানে পাঠান হইবে।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন, রাঁচিতে চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। যে চাউল টাকায় ৩২ সের বিক্রীত হইত এক্ষণে তাহা ১৮ সের বিক্রীত হইতেছে। এখনও যদি বৃষ্টি না হয়, মূল্য আরো বৃদ্ধি হইবে। এখনও যদি বৃষ্টি হয় অনেক রক্ষা হইতে পারে, নতুবা দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে।

ঢাকায় যে একটী মেডিকাল স্কুল স্থাপনের কথা হইতেছে, তাহার সহিত মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার্থ একটী শ্রেণী খুলিবার জন্য তত্রত্য মুসলমান অধিবাসিদিগকে আহ্বান করিয়া খাজে আশানুল্লা একটী সভা করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।

নেপালে তুলার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এ বৎসর অনেক তুলা তথায় রপ্তানী হইয়াছে। যাহারা তুলা লইয়া যাইতেছেন তাঁহারা বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন জামেকার গবর্ণর সর জন পিটর গ্রাণ্ট এরূপ অসুস্থ হইয়াছেন যে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন আগামী ১ লা নবেম্বর লক্ষ্ণৌ হইতে মোরাদাবাদ ও আলীগড় পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবে। কেবল রাজঘাট এবং বেরিলির নিকটে রামগঙ্গার উপরে যে সেতু হইতেছে সেটী সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তথায় এক একবার ট্রেণ হইতে নামিয়া পুনর্ব্বায় ট্রেণে উঠিতে হইবে।

বোম্বাইর এক খানি সংবাদ পত্র বলেন, বোম্বাইর নাউরোজী ফর্দ্দুনজী স্বদেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। এদেশীয়দিগের প্রতি ইংলণ্ডের লোকের সমবেদনা বৃত্তি উত্তেজিত করাই তাহার উদ্দেশ্য। এ নিমিত্ত তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি বিষয় ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরের লোকদিগের গোচর করিবেন। ফর্দ্দুনজী যেরূপ স্বাধীনচেতা ও দেশহিতৈষী তাহাতে তিনি ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।

আমেরিকায় প্রেততত্ত্বের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন অনেক নূতন দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি চিকাগোতে "যীশু খৃষ্টের প্রকৃত বৃত্তান্ত" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার জন্ম, যৌবন কাল, তাঁহার আদিম মত ও অনুষ্ঠান, তিনি যেরূপে লোকদিগকে চিকিৎসা করিতেন এবং উপদেশ দিতেন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটনা এই তাবৎ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলির সত্যতা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার যো নাই কারণ ইহা কোন পুস্তক দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া করা হয় নাই, খৃষ্টের সময়ে যে সকল ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া তাঁহার কার্য্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করিয়া সেই আত্মা হইতে এই সকল বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। আলেকজণ্ডার স্মিথ মিডিয়ম হইয়াছিলেন। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা এত দিন যো সো করিয়া খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আমেরিকার ভূতের নিকট সেই ঈশ্বরত্ব লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এক্ষণে ভূত বশীভূত করিতে না পারিলে আর খৃষ্ট ধর্ম্মের মঙ্গল নাই।

গত বৎসর ইংলণ্ডে ৭৮০ জন আত্মহত্যার চেষ্টা পায়, তন্মধ্যে লণ্ডনে ৪০৫ জন। প্রোফেসর নিউম্যানের শিষ্যেরা না কি?

৭ ই কার্ত্তিক বুধবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, মান্দ্রাজের মিউনিসিপাল কমিশনরেরা মেষের কর বৃদ্ধি করাতে তত্রত্য কসাইরা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। আজি কালি এদেশে ধর্ম্মঘট প্রাত্যহিক ঘটনার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতায় চ্যাঙ নামক এক আশ্চর্য্য মনুষ্য আসিয়াছে। মানুষটী দীর্ঘে-৮ ফীট ৩ ইঞ্চ হইবে। ইহার সঙ্গে কিন্‌কু নামক একটী স্ত্রী লোক আছে, তাহার পদদ্বয় অতিশয় ক্ষুদ্র। ইনি আবার গান বাদ্য বিলক্ষণ জানেন। ইহাঁরা ডেলহাউসি ইন্‌ষ্টিটিউটে রহিয়াছেন। গড়ের মাঠে আড্ডা করিলে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন।

নাটোর এবং দরভাঙ্গার রাজা এক্ষণে কাশীতে রহিয়াছেন।

অনেকে অনুমান করিয়া দেখিয়াছেন, খিবা যুদ্ধে ৫০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে বোনেয়ারের ওহাবি মৌলবীরা কামান ও বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। আজি কালি প্রায় সকল জাতিকেই যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত দেখা যাইতেছে।

আমেরিকার লেক্সিঙটন নামক স্থানে একটী কন্যা জন্মিয়াছে উহার অর্দ্ধাঙ্গ কৃষ্ণ এবং অপরার্দ্ধ শ্বেতবর্ণ। বোধ হয় হরগৌরী

আমেরিকায় গিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

কাবুলের একজন জজ বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি একটী মকদ্দমায় উভয় পক্ষ হইতে ৩ লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন, এক জনের নিকট হইতে অধিক টাকা লইয়া তাহাকেই মকদ্দমা জিতাইয়া দেন বলিয়াই ধরা পড়িয়াছেন। এই মহাত্মা বহু কাল হইতে এইরূপ উৎকোচ লইয়া আসিতেছেন। ইহার পতিব্রতা স্ত্রী আমীরের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমীরের স্ত্রীর নিকট বহু মূল্য নানারূপ উপহার পাঠাইয়াছেন।

এদিগে আমরা এক বিন্দু জলের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছি ওদিগে মান্দ্রাজে এক প্রকার জল-প্লাবন হইতেছে।

জহুরা কেবল আমাদের দেশে নয় ইউরোপেও ইহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইংলণ্ডের বহু সংখ্য লোক ত্রিব্রলি নামক একটী স্থানের একটী প্রাচীন কূপ হইতে জল আনয়নার্থ যাইতেছে। উহাদিগের সংস্কার এই, ঐ জলে অচিকিৎস্য রোগও আরোগ্য হয়।

কতকগুলি এদেশীয় ও ইউরোপীয় স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া “অবলাবান্ধব” নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। আহ্লাদের বিষয়।

ইংলিসমান বলেন কাবুলের আমীর সিয়ার আলী নারাজ খাঁকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করিয়া পুনরায় লালপুরার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

জাপানের সহিত এদেশের সকল বিষয়েই সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। জাপানবাসীরা ভাত মাছ খায়, এদেশীয়েরাও ভাত মাছ খায়, এবার এদেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ধান্যাদি নষ্ট হইতেছে। সেখানেও বৃষ্টির অভাবে ধান্যাদি জন্মে নাই, দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে।

৮ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

গত শনিবার আউড ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে বেরিলি পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।

সি, ডি, ফিলড সাহেব কিছুদিনের জন্য হুগলী ও ২৪ পরগণার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

এবার বিহারে শস্যাদির অবস্থা শুনিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর পাটনায় গমন করিয়াছেন। তিনি শনিবার হাজারিবাঘ হইতে যাত্রা করিয়া সোমবার পাটনায় উপনীত হইবেন। ৫ ই নবেম্বরের মধ্যে বৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিবে না। যদি বৃষ্টি না হয়, নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হইবে।

১৮ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে; ধান্যের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। উচ্চ ভূমির ধান্য সকল এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, লোকে ঐ ধান্য কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতেছে, শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে নিম্নভূমির ধান্যও নষ্ট হইবে। যশোহর বাখরগঞ্জ কাছাড় ভাগলপুর পুরী বালেশ্বর এবং লক্ষ্মীপুর এই কয়টী স্থানে কিছু কিছু বৃষ্টি হইয়াছে পাটনায় দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে তথায় অনেক চাউল প্রেরণ হইতেছে। তথাপি সেখানে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। অন্যান্য স্থানে পীড়ার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই কেবল বর্দ্ধমানে জ্বর এবং ২৪ পরগণার স্থানে স্থানে ম্যালিরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৯ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

পঞ্জাবের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ১৭ ই অক্টোবর লাহোরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

বোম্বাইর হাইকোর্টে অনেক মকদ্দমা পড়িয়া থাকাতে ঐ সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য ৬ মাসের নিমিত্ত একজন চতুর্থ জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। অল্প সংখ্য বিচারপতির হস্তে বহু-সংখ্য মকদ্দমার ভার ন্যস্ত হইলে কেবল যে সকল মকদ্দমার বিচার হয় না এমন নয় যে সকল মকদ্দমার বিচার হয় সকল সময়ে তাহারও সুবিচার হয় না।

সংবাদপত্রে দেখা গেল ইণ্ডিয়ানা নামক একটী স্থানে এক ব্যক্তির ৩ টী বিবাহ। ঐ তিন স্ত্রীর দ্বারা উহার সমুদায়ে ১৮ টী সন্তান হইয়াছে। এই ১৮ টীতেই নাগাড় মরে নাই, এখনও সন্তান হইবার যো যায় নাই।

গ্যালি নামক স্থানে কয়েকজন বারিষ্টরের মধ্যে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। একজন বারিষ্টার কৌতুক করিয়া আর এক জনের নিকট হইতে ৫ টাকার একখানি নোট চুরি করিয়া উহা আর এক জনের হস্তে দেন। যাঁহার নোট তিনি আমোদ করিয়া এই শেষোক্ত ব্যক্তির নামে নালীশ করেন। মাজিষ্ট্রেট যথারীতি নালীশ গ্রহণ করেন। অভিযোগ কর্ত্তা ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল দেখিয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছারি হইতে নথিটী চুরি করেন। মাজিষ্ট্রেট এ নিমিত্ত তাঁহাকে ৭ দিনের জন্য কারাদণ্ড দেন। হাইকোর্টে আপীল করাতে আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আমোদ গড়াইল মন্দ নয়

এক ব্যক্তি দক্ষিণ আমেরিকার এক-স্থলে ভ্রমণ করিয়া শ্রান্তিদূর করিবার জন্য একটী বৃক্ষের গুঁড়ির উপর উপবেশন করেন, কিয়ৎক্ষণ পরে বোধ হইল যেন বৃক্ষটী নড়িতেছে, পরে দেখিলেন সেটী বৃক্ষ নয় একটী বৃহৎ সর্প। আমরা গল্প শুনিয়াছিলাম এক ব্যক্তি এইরূপ একটী সর্পের উপর রন্ধন করিয়া খাইবার উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে পর সর্পটী নড়িতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

বোম্বাইর দুই ব্যক্তি সুরাটের কালেক্টরের নিকটে এই বলিয়া দরখাস্ত করে, কোন একটী স্থানের ৫ টী নির্দ্দিষ্ট খর্জ্জুর বৃক্ষতলে ১২৫০০০ টাকা প্রোথিত আছে, অতএব কালেক্টর তাহাদিগকে ঐ টাকা খনন করিয়া লইবার অনুমতি দেন। কালেক্টর অনুমতি দেওয়াতে তাহারা বিস্তর কুলি লাগাইয়া ঐ স্থান খনন করিতেছে। কবিগুরু কালিদাস ভোজরাজ দত্ত নিদর্শন পত্র লইয়া তমাল বৃক্ষ মূল হইতে লক্ষ মুদ্রা পাইয়াছিলেন ইহারাও বোধ হয় সেইরূপ কোন নিদর্শন পত্র পাইয়া থাকিবে।

অতিশয় শোক নিবন্ধন মানুষ এক একটী উৎকট রোগগ্রস্ত হয়; কিন্তু শোকে মাথার চুল পাকিয়া যায় এ কথা এত দিন

শুনা যায় নাই। অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, বার্লিনে একজন সুস্থ ও সবলকায় ডাক্তার তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে একটী স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইয়া দেন। তিনি তাঁহাদের পৌছান সংবাদ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল তাঁহার কন্যার অত্যন্ত পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি মৃতপ্রায় হইয়াছেন। ডাক্তার অত্যন্ত শোক পাইলেন এবং অনিমেষে তাঁহার সমুদায় চুল শাদা হইয়া গেল। নেদারলণ্ডে ৩২ বৎসর বয়স্ক একটী যুবা নদের ধার দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন একটী বালক জলমগ্ন হইতেছে, তিনি তাহাকে তুলিয়া দেখিলেন তাহার মৃত্যু হইয়াছে; বালকটীকে বাঁচাইবার জন্য ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন দেখেন সেটী তাহাঁরই পুত্র, তিনি এত শোক পাইলেন যে তাঁহার সমুদায় চুল শাদা হইয়া গেল।

১০ ই কার্ত্তিক শনিবার।

লণ্ডন ইউনিবার্সিটী কালেজে বাবু প্রসন্ন কুমার রায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, বি উপাধি পাইয়াছেন। বোম্বাইর ডি এন পরখ এই কালেজে একটী স্বর্ণ মেডাল পাইয়াছেন

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি হাইকোর্টের বিচারে নবীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হইয়াছে। দণ্ডটা কিছু গুরু তর হইয়াছে।

ইংলণ্ডের পোষ্ট আফিস হইতে প্রতিবৎসর ৮০ কোটি পত্র ৮ কোটি কার্ড একশত কোটি সংবাদ পত্র এবং একশত কোটি পুস্তক গতায়াত করে।

সম্প্রতি একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত প্রকাশ্য-রূপে বলিয়াছেন, প্রোটেষ্টাণ্ট দিগের স্ত্রীরা বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, তাহারা একরূপ উপপত্নী মাত্র।

তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমা পুনরায় ১১ ই অক্টোবর হইতে স্থির হইয়াছে। এই মকদ্দমায় একজন সাক্ষী চন্দননগরে পলাইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে ধরিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। ফরাসী কর্তৃপক্ষদিগকে উহাকে ধরিয়া দিবার জন্য বলা হইবে।

কলিকাতার ন্যায় মান্দ্রাজেও বরফের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বরফের একচেটিয়াই এই অনিষ্টের মূল।

লর্ড নর্থব্রুক আগ্রায় যে দরবার করিবেন সিন্ধিয়ার রাজা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। কারণ সে দিবস তাঁহার নিজের বিবাহ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৬ ই অক্টোবর। জনশ্রুতি এই ফান্সের সহিত ইটালির গোলযোগ ঘটিয়াছে। জর্ম্মাণির সম্রাট পোপকে যে পত্র লিখেন লণ্ডনের তাবৎ সংবাদ পত্র তাহার অনুমোদন করিতেছেন। সকলে বলিতেছেন জর্ম্মাণ প্রভৃতির ন্যায় ইংলণ্ডেরও কর্ত্তব্য পোপের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন।

লণ্ডন ১৭ ই অক্টোবর। স্পেনের রণতরি জিবরলটার প্রণালী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। বিদ্রোহীরা দ্বিতীয় বার যে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়, তাহাতে সম্মত হন নাই বলিয়া উক্ত রণতরির অধ্যক্ষকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

পারিস ১৮ ই অক্টোবর। বেজিনের বিচার বিষয়ে লোকের আগ্রহ ক্রমেই বাড়িতেছে। প্রেসিডেন্ট তাঁহার যে পরীক্ষা করিয়াছেন সেটী অপেক্ষাকৃত গুরুতর। তিনি বলিয়াছেন বেজিন যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন সেরূপ কখন আশা করা যায় নাই।

বিএনা ১৮ ই অক্টোবর। অদ্য সম্রাট উইলিয়ম এখানে আসিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার শতকরা ৭ টাকা হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৩ এ এবং বোম্বাই হইতে ২৬ এ সেপ্টেম্বর যাত্রা করে অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

আমেরিকার কৃষিসংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায় এবার তথায় বার আনার অধিক তুলা জন্মিবে না। কীটাদিতে এবং প্রবল বৃষ্টিতে অনেক তুলা নষ্ট হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ অক্টোবর। মার্শল ম্যাকমেহন বলিয়াছেন, তাঁহার পদরক্ষা সম্বন্ধে তিনি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবেন এবং কনসার্বেটিব দল হইতে কখন পৃথক হইবেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ সেপ্টেম্বর। ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, আর, মারিণ্ডিন ফরিদপুরে বদলী হইলেন।

২৩ ই অক্টোবর। টি, এফ বিগনোলড এচ, বিবরলি সাহেবের অনুপস্থিতি কালে রেজিষ্ট্রির প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

সি, এ বকলি কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে বোগড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বীরভূমের দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর পাচে পাবনায় বদলী হইলেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ এচ, এম গণ কিছুদিনের জন্য জাজিপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

হাজারিবাগের নিম্ন লিখিত অতিরিক্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু রাজগোপাল রায়।

" হরিহরচরণ লাল।

হাজারিবাগের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কস্তুরিলাল তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মৌলবী মহম্মদ উল নোবী গয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১৭ ই অক্টোবর। বাবু গঙ্গানাথ রায় সাহাবাদে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন

মৌলবী আখর হোসেন কিছুদিনের জন্য চম্পারণে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী কুমার ঘোষ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, দি হ্বিবেন্স নদীয়াতে চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডি, আর লায়াল প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ ওয়েবেল তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ লোবন দ্বিতীয় শ্রেণীর জজ হইবেন।

সি টি মেটকাফ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ এচ, ডয়লি রাজসাহিতে তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ এল হারিসন মেদিনীপুরে তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ কেম্বার চতুর্থ শ্রেণীতে পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে, ওকেনলি প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এ স্মিথ প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। জি এস পার্ক তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে এস আরমষ্টঙ তৃতীয় শ্রেণী। প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই, জি মেজিয়র তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ, বি, বীমস পাটনায় বদলী হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার সেন চট্টগ্রামে বদলী হইলেন

নিম্নলিখিত বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়, জগচ্চন্দ্র সোম, গিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ২৪ পরগণা।

বাবু সূর্য্যকুমার সেন।

বাবু হীরালাল বিশ্বাস নদীয়া।

বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভৈরবনাথ পালিত, অন্নদাপ্রসাদ সেন, যশোহর।

সি, ডি ফিল্ড কিছুদিনের জন্য হুগলী ও ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইবেন।

২২ এ অক্টোবর। কল্য ওয়াকোপ সাহেব কলিকাতার পুলিস কমিশনরের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিবেন। ওয়াকোপ সাহেব যেরূপে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ই, বি, বেকার কিছুদিনের জন্য পুলিসের প্রতিনিধি ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল হইয়াছেন।

১৪ ই অক্টোবর। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বেহারের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন কৃষ্ণচরণ বসু গয়ার যাত্রিদিগের চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন দেবেন্দ্রনাথ রায় বর্দ্ধমানের দেবীবরপুরের চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সি, বার্ণার্ড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

মহাশয়! এবার দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। পূজার বন্ধে বীরভূমের অনেক স্থান স্বচক্ষে দেখিবার অবসর হইয়াছিল। সর্ব্বত্রেই ভূমি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ধান্য ফসল পাইবার কিছু মাত্র আশা নাই। আজি এক মাস এদিকে বৃষ্টি পাত হয় নাই। দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। এখন হইতেই দুর্ভিক্ষ সময়ে যে দরে ধান্য বিক্রীত হইয়া থাকে, সেই উচ্চ দরই চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। রাইপুর অঞ্চলে প্রতি টাকায় ১৬ ষোল সের চাউল বিক্রয় হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। মহাজনেরা অনেক স্থলে চাউল বিক্রয় একবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মহাশয়! এইত দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভ। এখনই যখন এত গোলযোগ উপস্থিত না জানি ইহার পর কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইবে। আশ্চর্য্য এই মফস্বলে এত কাণ্ড হইয়া যাইতেছে, স্থানীয় কর্ম্মচারীদের চৈতন্য উদয় হইতেছে না। সময়ে তাঁহারা মফস্বলে বহির্গত হইলে অনেক ধান্য রক্ষা হইত। পুষ্করিণী হইতে জল সিঞ্চনে প্রজাদিগকে বিশেষ রূপে উত্তেজিত করিতে পারিলে অনেক কাজ হইত। সে যাহা হউক এখন এই মহামারীর (দুর্ভিক্ষ) হস্ত হইতে প্রকৃতি-কুল যাহাতে অনেকাংশে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা কর্তৃপক্ষের শ্রেয়ঃকল্প হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ইহা কতদূর যুক্তি সংগত একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন, এই আমাদের অনুরোধ প্রার্থনা।

১। বলপুর, আমদপুর, সাইতা প্রভৃতি বীরভূমের কতিপয় স্থানে চাউলের রপ্তানি বিলক্ষণরূপে চলিয়া থাকে। এই স্থানের মহাজনেরা যাহাতে চাউল রপ্তানি করিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা।

২। আহারীয় দ্রব্যের বিক্রয়ের সংগত রূপে এক একটী হার নিরূপণ করিয়া দেওয়া।

৩। বীরভূমের কতিপয় প্রধান লোক ও জমিদারের অনেক ধান্য সঞ্চিত আছে। অল্প মাত্র সুদে দরিদ্র প্রজা দিগকে ধান্য (বাড়ী) দিতে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করা।

৪। দরিদ্র মজুর লোকেরা কার্য্য পাইবে বলিয়া গবর্ণমেন্টের কোন কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া।

৫। বীরভূমের স্থানে স্থানে অন্নছত্র খুলিয়া দেওয়া।

৬। বীরভূমের যে জমিদার এ সময়ে বিশেষ সহায়তা করিবেন তাঁহাকে বিশেষ রূপে সম্মানিত করা হইবে, এরূপ ঘোষণা পত্র বাহির করিয়া দেওয়া।

নসুগ্রাম আবাদ
৫ ই কার্ত্তিক

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়। খাউদাঁড়।
আপনি যে (…ক) মহাশয়ের কথা লিখিয়াছেন ওরূপ (…) র অভাব নাই। তাঁহাকে গোপনে … করিলে বন্ধুর কার্য্য হয়।

লালপুর … প্রবাসিন জন কয়েক ভদ্র। পোষ্টমা… পান্ডুটী বাবুর বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা উ… তাহা ডিসমিস হয়েছে তাঁহার নির্দ্দোষীতার প্রমাণ হইয়াছে, সে … বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য বোধ হয়

পোষ্ট… র জেনারেল হগ সাহেবের সপক্ষতা… যিনি পত্র লিখিয়াছেন তিনি গ… সোমপ্রকাশে হগ সাহেবের পুন… র্যোগের সংবাদ নিশ্চয় এতদিনে পাইয়াছেন, এবং তাঁহার ক্ষোভ নিবারণ হইয়াছে। তিনি যে বিদেশী হইয়া হগ সাহেবের দুঃখে এত দুঃখিত হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

শ্রী—দী—কটক। আপনি ব্রহ্ম প্রচার

দিগের যে দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, আপনার উদ্দেশ্য বোধ হয় তাহার সংশোধন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল করা। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই পত্রখানি ব্রাহ্মদিগের কোন পত্রে প্রকাশ করা ভাল, কারণ ব্রাহ্মসমাজ কিম্বা ব্রাহ্ম-প্রচারকদিগের সহিত সোমপ্রকাশের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষ একজন সহযোগীর দোষের কথা থাকাতে আমরা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! অবকাশ অভাবে আপনার নিকট শেষ সংবাদটী পাঠাইতে অক্ষম ছিলাম।

পূর্ব্বোল্লিখিত তেজঃপুঞ্জ আগ্নেয় পদার্থটির নাম মিটিয়রিক ম্যাগনেটিক আইরন। আমাদের সুপ্রসিদ্ধ নবাবের রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষয়রপুর নামক স্থানে পতিত হইয়াছে। উক্ত স্থানটি এখান হইতে প্রায় ৪০ মাইল অন্তর। তহসিলদারের রিপোর্টে শ্রুত হইলাম যে উহাতে কাহারোও কোন অনিষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে যে উহা শতাধিক অংশে পরিণত হইয়াছে। উহার মধ্যে বৃহদাকার গোলার ন্যায় তিনটি অংশ পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবের দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানের তহসিলদার পাঠাইয়াছিলেন শুনিলাম উহা ওজনে ক্রমান্বয়ে ৬২,৫২ এবং ৪২ সের হইয়াছে। দেখিতে ঠিক কাস্‌ট আইরনের সদৃশ। ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঠিক সেই রকম চকচকে চেকনা উঠিয়া আসে। উহার এক টুক্‌রা আপনার নিকট পাঠাইব বলিয়া আনিয়াছিলাম, কোথায় ফেলিয়াছি, এক্ষণে স্মরণ হইতেছে না।

মিরাটের সংবাদদাতা বিশেষ জানেন না বোধ হয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই।

বাহার সময় অগ্নি উদ্গীরণ করে নাই; আকারটিও বর্ণনা হয় নাই; প্রবল বায়ু উত্থিত হয় নাই। যে সময়ে শতাধিক অংশে বিভক্ত হইয়া নিপতিত হয় সেই সময়ে অতিশয় শব্দ হইয়াছিল। অদ্য এই অবধি।

ভাগলপুর
১০ ই অক্টোবর
১৮৭৩ } শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত

সুরসুন্দরী কাব্য
প্রথম সর্গ।

(১)

সুরসুন্দরীর কথা, বিচিত্র, সুন্দর,
বর্ণিতে বাসনা; তাই আবার ভারতি।
ডাকিগো তোমারে আজ বহুদিনান্তর।
মাস ঋতু সম্বৎসর অবারিত-গতি
বহে যায়। ক্রমে ক্রমে হয়ে অগ্রসর
মৃত্যু-অভিমুখে ধাই। তটিনী যেমতি
মৃদুপদে ধীরে ধীরে ধায় সিন্ধুপানে,
সেরূপ জীবন-স্রোত মৃত্যু-মুখে টানে।

(২)

কালচক্রে দিন রাত্র এক দুই করে
ঘুরে গেল; বালকের বালকত্ব গিয়া,
মনুষ্যত্ব দেখা দিল; বহুদিন ধরে
যেসব উন্মত্ত আশা যতন করিয়া,
রেখেছিনু; পুতি তাহা মানস-কবরে,
আবার জীবন-তরি যাই ভাসাইয়া,
সংসার-সাগরে; কূল মিলিবে কোথায়!
ঘটনার দাস জীব বুঝেছি ধরায়!

(৩)

এসংসার-চক্রে জীব ঘটনার দাস,
আগে তাহা বুঝি নাই, ভাবিতাম মনে,
খেলিতে যেরূপ খেলা আছে অভিলাষ
পূর্ণ হবে; কিন্তু কই? কাল স্রোত-সনে
সকল যে ভেসে গেল; যের উপহাস
করে ঘোরে গেল সব; কেবল নয়নে
পড়িয়া রহিল ধারা; কিহতে কি হলো
ভবিষ্যতে দিতে পদ চরণ কাঁপিল।

(৪)

হে ভারতি! কষ্ট দুঃখে পূর্ণ এসংসার।
শুধু কম্প তরু তুমি, তোমারি ছায়ায়
ক্লান্ত হয়ে বসি তাই এক এক বার;
দারিদ্র্য ভঞ্জন যদি থাকে গো ধরায়
সে ত তুমি; দরিদ্রকে রাজ অধিকার
তুমি দেও; যে তরঙ্গ হৃদে বহে যা'র
অন্যে কি বুঝিবে, কবি জানে বিলক্ষণ,
সে তরঙ্গে সন্তরণ সুখের কেমন।

(৫)

লোকে বলে তুমি নাকি সদয় আমারে,
তাই আজ ডাকি দেবি! সেবার বয়সে
উৎসাহে প্রফুল্ল হয়ে ডেকেছি তোমারে,
তুমিও দিয়াছ দেখা; গেঁথেছি সরসে
কোমল কবিতা হার; সাগরের পারে
হতভাগ্য নির্ব্বাসিত কিন্নরেতে বসে,
স্মরিয়া সুখের কথা করিছে রোদন,
তোমার প্রসাদে তাহা করেছি বর্ণন।

(৬)

আজ এ নূতন সৃষ্টি, নূতন রচনা,
এবারে গড়িব এক ভুবন মোহিনী
রমণীর শিরোমণি অপূর্ব্ব ললনা,
উৎসর্গের রীতি আছে, কিন্তু এ কামিনী,
কার হাতে দিব আর? করেছি বাসনা,
সঁপিব তোমার হাতে * * * ভগিনি!
যেরূপ সদ্‌গুণে পূর্ণ হৃদয় তোমার
তোমারে উৎসর্গ করা উপযুক্ত তার।

(৭)

চিতোরের মহারাজ পড়িলা সমরে,
ফাটায়ে গগণ পৃথ্বী উঠে হাহাকার!
বাল বৃদ্ধ নরনারী বিষাদ-সাগরে
ডুবিল; সোণার পুরী হলো অন্ধকার;
কিহলো কিহলো বলে দুর্গের ভিতরে
সানাই বাজিল; বন্ধ হলো পুর দ্বার;
রাণীদের আর্ত্তনাদ গগনে উঠিল;
শৃঙ্গে শৃঙ্গে তলে তলে প্রাসাদ কাঁপিল।

(৮)

কাঁপিল চিতোরপুরী থর থর করে,
দুরন্ত যবন-সেনা আসিয়া ঘেরিল।
চিতোরের দশা দেখে অস্তগিরি বরে
বিষাদে মলিন রবি মরি লুকাইল,
সন্ধ্যাসমাগমে ক্রমে গগণ উপরে
শকুনি গৃধিনী আদি উড়িতে লাগিল।
অভাগা চিতোর তুই ঝাপ্‌রে বদন,
ওই লুকাইল তোর সুখের তপন!

(৯)

কালরূপী এলো নিশি কালের ভগিনী,
বালবৃদ্ধ নরনারী জাগে সর্ব্বজন
জাগে রাজ-সেনা, জাগে কুলের কামিনী,
মাভই মাভই রবে শত শত জন
ফুকারিছে দ্বারে দ্বারে; আশা মায়াবিনী
এখন বিষাদে যেন বিরস বদন,
লইছে আশ্রয় মত্ত বীরের হৃদয়ে,
জাগিছে চিতোর আজ বসিয়া সভয়ে।

(১০)

এক পর দুইপর ক্রমে বয়ে যায়,
এলো এলো এলো করে সজাগ সকলে,
গভীর আঁধার হলো সূচি-ভেদ্য প্রায়,
ঝাঁঝাঁ করে ডাকে নিশি, তার পদ তলে
মৃত-প্রায় শুদ্ধ সব অঘোরে ঘুমায়,
একাকী চিতোর শুধু ভাসে চক্ষু-জলে।
তার সে দুঃখের সাক্ষী তুমিলো যামিনি!
দয়া করে ঢাক তার অশ্রু বিনোদিনি।

(১১)

কে ঘুমায়! কেবা জাগে! চিতোরনগরে!
রজনীর সখীনিদ্রা ভ্রমে দ্বারে দ্বারে,
কোথাও না পায় স্থান। শয়নের ঘরে
বিধবা যুবতী কেহ প্রাণের কুমারে
ঘুম পাড়াইয়া, নিজে চিন্তার সাগরে
মগ্ন আছে, পতি তার ভাসায়ে তাহারে
সেই দিন রণ ভূমে করিল শয়ন।
একা বসে ভাবে সতী ঝরে দুনয়ন।

(১২)

এহেন সময়ে তন্দ্রা তাহার নয়নে
দেখা দিল ক্ষণকাল; দেখিল যুবতী
দুরন্ত যবন এক তাহার ভবনে
এসেছে, পুত্রটী তার বধিতে দুর্ম্মতি;
উচ্চস্বরে অভাগিনী কাঁদিল স্বপনে।
প্রকাশ হলোনা স্বর; শোকভরে সতী
গোঁ গোঁ করে লুঠিতেছে শয্যার উপরে;
সহচরীগণ তার ছুটে এসে ধরে।

(১৩)

এরূপে চিতোর-পুরী সজাগ সভয়ে;
হেন কালে ওকি শুনি রব ভয়ঙ্কর?
একেবারে দশদিক গেল পূর্ণ হয়ে;
কাঁপিল পুরীর মূল; "মার মার ধর"
রবের উঠিল রোল; অস্ত্র শস্ত্র লয়ে
রাজপথে ছুটা ছুটি করে শত নর,
সাজো সাজো বলে দুর্গে নৌবত বাজিল
তোপের উপর তোপ দাগিতে লাগিল।

(১৪)

তুমি কিরে কাল-রাত্রি পোহাইবে আর!
সাজো সাজো আর নয়। রণহতে যারা
এসেছিল, ওইতারা সাজিল আবার।
"আবার বিদায় দেও" মুছ অশ্রু ধারা,
বলি বাহিরিল বীর; এক দৃষ্টি তার
রাজ-পথে, অন্যদৃষ্টি যথা মণি হারা
ফণী প্রায় হতাশ্বাস তাহার কামিনী
অঞ্চলে ঝাঁপিয়া মুখ কাঁদে অভাগিনী।

(১৫)

আরকি অভাগী দেখা পাবে প্রাণেশ্বর!
ক্ষণকাল রও নাথ! বারেক তোমারে
প্রদক্ষিণ করি! হয়ে ব্যাকুল অন্তর
ওই বলিতেছে বালা প্রাণের সখারে;
যত প্রদক্ষিণ করে, প্রেমের সাগর
উথলিয়া চক্ষুদিয়া বহে অশ্রুধারে।
প্রস্তরের মূর্ত্তিমত প্রাণেশ্বর তার
দাঁড়ায়ে, তাহারো চক্ষে বহে দুটী ধার।

(১৬)

বস্ বস্ আর নয়! ওই মার মার
শব্দ শোন ক্রমে যেন আসে আগাইয়া;
বিদায়! বিদায়! যদি ফিরিলো আবার
দেখা হবে; সুধামুখি! আবার আসিয়া
দিব প্রেম আলিঙ্গন; বিপরীত তার
ঘটে যদি তবে প্রিয়ে লওলো দেখিয়া
শেষ দেখা; জগদীশ দেখুন তোমায়
আসি তবে আসি তবে বিদায়! বিদায়!

(১৭)

বিদায়! বিদায়! বীর উন্মাদের প্রায়
ছুটিল দুর্গের দিকে। অনাথা করিণী
যেরূপ চাহিয়া থাকে, যে পথেতে যায়
পতি তার, সেই পথ চাহিয়া কামিনী
রহিল প্রস্তর মত; সলিল ধারায়
ভাসিল সুধাংশু মুখ; আহা অভাগিনী
যাবে কি? উঠে না পদ; স্তম্ভিতের মত
রহিল দাঁড়ায়ে যেন বুদ্ধি শুদ্ধ হত।

(১৮)

ক্রমে সে যুদ্ধের রোল হয় অগ্রসর
হুল স্থূল রাজপুরী নিতান্ত অস্থির,
অবরোধে কুল-বধূ বাঁধে পরিকর;
দ্বাররক্ষী হয়ে যত রাজপুত বীর
দাঁড়াইছে দ্বারে দ্বারে, এবে প্রতি ঘর
এক এক দুর্গ হলো; পুত্রের রুধির
চিতোরের বক্ষ দিয়ে বহিবেরে আজ,
সাজরে অভাগা পুরী সাজ সাজ সাজ!

(ক্রমশঃ) শ্রী শঃ—

সম্পাদক মহাশয়! গত বৎসর ওলাউঠায় এই ক্ষুদ্র কুচবিহার রাজ্যের দুরবস্থার এক শেষ করিয়া গিয়াছে। এমন গৃহ অতি অল্প, যেখানে অদ্যাপিও শোকাগ্নি প্রজ্বলিত নাই। কথায় বলে মড়ার উপর খাঁড়া, এবার তাহাই হইয়াছে। একেত রাজ্যের এই শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে জ্বরের প্রকোপে লোকে আর নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ মাত্র পাইতেছে না। জ্বর যে কেবল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতেছে এমন নহে, স্থানে স্থানে অনেক লোক মৃত্যু-গ্রাসে ও পতিত হইতেছে। এরূপ হইবার বিশেষ কারণও দেখা যাইতেছে। গত দুই বৎসর বন্যা না হওয়াতে জল বায়ু দূষিত হইয়া রহিয়াছে। গলিত বস্তুর বাষ্প ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। এস্থানে পাট অধিক পরিমাণে জন্মে। খাল ডোবা প্রভৃতিতে জল না থাকায় নদীতে ঐ সকল জাগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। একে জল অল্প পাট জাগে জল দূষিত হইয়া উঠিতেছে; লোকে ব্যবহার না করিয়াও পারে না, এদিকে ব্যায়ামের হাত হইতে নিস্তারেরও কোন উপায় নাই। যাঁহারা রাজ্যের শান্তি রক্ষক, যে পুলিষের হস্তে স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার রহিয়াছে, তাঁহারা সুনিদ্রায় অচেতন। নাবালক রাজার প্রচুর অর্থ বিতরিত হইতেছে বটে, কিন্তু পুলিষ কুচবিহারের লোকদিগকে বিন্দু মাত্রও উপকার দিতেছে না। দুঃখের বিষয় এই, উপরিস্থ কার্য্য সচিবেরাও যথোচিত প্রতিবিধানে পরাঙমুখ রহিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ নিরুদ্যোগিতা দেখিয়া আমাদের মনে বিষাদ ও ভয়, উভয়ই উপস্থিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব বাহাদুরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, তিনি ইহার একটী সদুপায় সত্বর উদ্ভাবন করুন, না হইলে আর রাজ্য রক্ষা পায় না। আমাদের প্রগাঢ় আশা, তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়া সংক্রান্ত পুলিষের উদ্বেল ও [illegible] কে প্রবোধিত করিবেন।

১২ [illegible] } [illegible]
গো [illegible] } শ্রী [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত
বাব [illegible]

স্থাপিত বঙ্গ বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বর্ষের ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষায় যে যে ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া, রাজ-দত্ত বৃত্তি পাইবে, তাঁহাদের কলিকাতা মেডিকেল কালেজে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক চারি টাকা করিয়া সাহায্য দান করিবেন, এরূপ স্বীকার করিয়াছেন। এই যে তাঁহার প্রথম দানের চিহ্ন এরূপ নহে। বিদ্যার উৎসাহ দিবার জন্য পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে মেডেল (পদক) অনাথ বালকদিগকে বেতন ও পুস্তক দান করিয়া শিক্ষা দিতেছেন। কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয়, বালিকাদের জন্য বালিকা বিদ্যালয়, এবং ইংরাজী মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া গ্রামের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। লোকের স্নান ও গমনাগমন সুবিধার্থ পরিষ্কৃত দীঘি ও পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দীনহীন প্রজাদের ধন প্রাণ রক্ষার জন্য প্রচণ্ড বেগশালী খল্লা নদের উপর সুদৃঢ় বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া ধন ব্যয়ের সার্থকতা জন্মাইয়াছেন। রোগ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত অধিক মূল্যে উত্তমোত্তম বৈদ্য শাস্ত্রের ও ডাক্তারি মতের ঔষধ অকাতরে প্রদান করিয়া অনেক লোকের জীবনদান করিতেছেন। ফলতঃ সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার অন্তঃকরণ লোকের উপকার চিন্তনে নিযুক্ত তিনি সকলের নিকট ধন্যবাদার্হ তাঁহার সন্দেহ নাই।

গোবরাছড়া স্কুল } শ্রীঃ—
১৮৭৩
৯ই অক্টোবর

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৭ ই অক্টোবর।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে	১৩	৩
তথা হইতে সুরপুর	৬	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
২ মাইলের মধ্যে	৮	
...পুর হইতে বহরমপুর		
... মাইলের মধ্যে	৮	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৮	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	১২	৩

সন ১৮৭৩ সালের ২০ এ অক্টোবর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
৮	১১

বহরমপুর } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।
২০ অক্টোবর
১৮৭৩

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানারায়ণ মজুমদার গোস্বামী খণ্ড ১০
" " হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি ১০
" " রাধানাথ বড়ুয়া গৌহাটী ১০

১২৭৩ অব্দের অক্টোবর ও ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় দেহুড়দা গ্রাম।
" " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উলা বীরনগর।
" " মথুরালাল রায় মুন্সেফ চৌকী বাদীয়াখালি।
" " ললিতমোহন রায় চকদীঘী পোষ্টাপীস।
" " কালীচন্দ্র রায় বাগবাটী পোষ্ট আপীস।
" " পুলীনচন্দ্র রায়—ফুলবাগিচা নাম।
" " যদুনাথ চক্রবর্ত্তী জমীদার পীলা গ্রাম।
... মোহন মিত্র—জয়নগর।
... বিশ্বেশ্বর পানিজ—কুচবিহার।
" ঈশানচন্দ্র রায় বহরমপুর উকীলাবাদ।
" ভোলানাথ দাস—মোং গৌহাটী
" হরিলাল সরকার মোক্তার রাজমহল।
" রসময় দাস—ডায়মণ্ড হারবর
মুন্সি রবিউল্লা ম্যানেজার—আসাম।
" হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—রাজারামপুর।
মুন্সি ... আলী মিয়া চৌধুরী সাহেব—বুড়ির... পোষ্ট আপীস
" ললিতমোহন সরকার—শ্রীপুর।
" কৈবল্যনাথ বিশ্বাস জমীদার খড়দহ।
" ঈশানচন্দ্র দত্ত—বনগ্রাম।
" জিনাতুল্লা তহশীলদার আখানগর গ্রাম।
" উপেন্দ্রনাথ মিত্র—গ্রাম চাঁচিয়াড়া।
" দীননাথ পাল—নূতন চিল মারি।
" অমৃতানন্দ দাস কবিরাজ বাড়ী মগগ্রাম।
" শিতলচন্দ্র বাগচি লক্ষ্মীপুর ধুবড়ী।
" মহানন্দ রায়—সুবর্ণপুর।
" গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ মৌজে ধুয়াতা গ্রাম।
" হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাকন মধিধা।
" মেদিনীপুর হৃদয়নাথ দাস পুস্তকালয়।
" নবীনচন্দ্র কোঙর—সেখপুর।
" দ্বারকানাথ গুহ—ময়মন সিংহ।
" শ্রীকণ্ঠ মল্লিক—ভবানীপুর।
" আদিত্যপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় সিমলা পাহাড়।
" শ্রীধরচক্রবর্ত্তী—জলপাইগুড়ি।
" মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্নগরপুর।
বগুড়া পব্লিক লাইব্রেরি—বগুড়া।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের ... চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত বাবু ... দ্বারকানাথ ... বাটীতে প্রতি সোমবার ... প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৬৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৮০। ১৯ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৩। ৩ রা নবেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাস্থল ।৮০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাস্থল ১৶ মাত্র। ১২০ খান উত্তম ছাব সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাস্থল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃ শিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাস্থল ।০ আনা, নিক্ প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্য দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাস্থল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ॥০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাস্থল ॥০ উহার কৃত ভিষগ্দর্পণ হইতে বহুতর ব্যবস্থাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাস্থল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জারি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাস্থল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাস্থল /০।

কলিকাতা
লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়াক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। অগ্নিযোগে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড ফিজিকাল ডায়গনোসিস অব ডিজীজ

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩ ডাকমাস্থল ।০ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিণীদিগের ও ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাস্থল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, যক্ষবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ॥০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা-দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাস্থল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ৵০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটানি) ।৵০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ৴১০

প্রত্যেকের ডাকমাস্থল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিনফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডবলিউ গালিভার
লেপ্টনেন্ট কর্ণেল আর ই
অফিসিএটিং জয়েন্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট পবলিক ওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্ট ; ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

১৮৬৮ অব্দের ১৫৫ এবং ২২০ নং মকদ্দমায় যাহাতে শ্রীমতি কৃষ্ণমণি দাসী বাদী ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি প্রতিবাদী থাকেন সেই মকদ্দমায় হাইকোর্ট হইতে যে নিষ্পত্তি হয় এবং ১৮৬১ অব্দের ৬ ই অকটবর তারিখে যে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় এবং গত মে মাসে পূর্ব্বোক্ত আদালত যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তদনুসারে মৃত মহারাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয়ের ইষ্টেট ভুক্ত নিম্নলিখিত মহল সকল পত্তনী দেওয়া যাইবে।

১ ম। কালেকটরীর তৌজী ভুক্ত ১৫৭ নং ইষ্টেটের মধ্যে গোকুলনগর, বিষ্ণুপুর ও শিখরবালী এই কয় পত্তনী তরফ ব্যতীত এবং কিসমত পরগণে কলিকাতা মৌজে সুখচর ব্যতীত, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কিসমত পরগণে বরিদহাটীস্থিত সমুদায় ভূমি। ২ য়। ৩২৫ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত মুড়াগাছা পরগণার অন্তর্গত কিসমত উদয়পুর ও অম্বলহাড়া। ৩ য়। ১২৬৬ নং কলেকটরীর তৌজী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি। ৪ র্থ। ১২৩৬ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি। প্রত্যেক তরফে যে সকল খাস কিম্বা ঠিকা মহল আছে এবং যে সকল লাকরাজ ভূমি অথবা হাট প্রভৃতি আছে সে সমুদায় ঐ পত্তনীর অন্তর্গত থাকিবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ১ টার সময় মৃত সর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের এক্জিকিউটর শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্র মহাশয়দিগের, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং বাটীস্থিত আফিসে পূর্ব্বোক্ত পত্তনীর বিড্ গ্রহণ করা হইবে।

যথা বিধি কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই পত্তনী হাইএষ্ট বিডারকে দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক তরফের এবং খাস কিম্বা ঠীকা মহল সকলের কিম্বা হাট প্রভৃতির খরচা বাদে, বর্ত্তমান উপস্বত্ব হস্তে রাখিয়া ঐ পত্তনীর দর দেওয়া হইবে, এবং ঐ পত্তনীর মধ্যে পত্তনী গ্রহণকারিদিগকে এরূপ লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে, যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অংশানুসারে যদি কখন স্বতন্ত্র কবুলীয়ত প্রার্থনা করেন তাহা দেওয়া হইবে। শ্রীমতী [illegible] দাসী, কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব; কুমার [illegible]নারায়ণ দেব এবং কুমার সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব।

পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জিত পরগণা এবং তরফ বাদ অপর সমগ্র জমিদারী এক লাটে কেহ লইতে চাহে, তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে, কিম্বা একটী একটী তরফ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য যদি কেহ অভিলাষী হন তাহাও লইতে পারেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সংবাদ জানিবার ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের আফিসে কিম্বা তাঁহাদের উকীল বাবু দিননাথ বসুর ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীস্থিত আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

—◦—

ইশতেহার নামা কাছারি রেলওয়ে
ডেপুটী কালেক্টরি এজলাস
শ্রীযুক্ত মে উইলিয়ম হেসাম
সাহেব একটীং রেলওয়ে
ডেপুটী কালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জেলা মুরসদাবাদের অন্তর্গত রেলওয়ে লাইনের উভয় পার্শ্বস্থিত বাজে অপ্তি বিঃ শ্রেণীর ১৫৯০/ বিঘা জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব, বর্ত্তমান মাহার ১৫ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইশতেহারের লিখিত নিয়মানুসারে সন ১৮৭৩ সালের ১০ ই নবেম্বর মোং বাঙ্গালা সন ১২৮০ [illegible]

পরে নিম্ন স্বাক্ষরকারির মোকাম সিম্বিয়ার কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের প্রায় তিন অংশ বর্ত্তমানে আবাদ হইয়াছে; অবশিষ্টাংশ স্বল্প ব্যয় করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় কৃষিগণ সন করারে জোত করে এবং নিস্কর নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

১৮৭৩ } মে উইলিয়ম হেসাম
২২ অক্টবর } একটীং রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টর

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ কার্ত্তিক সোমবার।

আর বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই; এবার বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত। গতবার ভাল চাস হয় নাই, কৃষকেরা অবসন্ন হইয়া আছে, এবার তাহার উপরে এই নিদারুণ আঘাত। এবার কৃষক ও ইতর শ্রেণীর রক্ষা নাই। গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও ধনবানদিগের এই সময়ে তাহাদিগের রক্ষার্থ সসজ্জ হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট কেবল রাস্তা ঘাট প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসাদি কার্য্যের ন্যায় এ কার্য্যেও অনেক উপসর্গ আছে। সেই উপসর্গ প্রভাবে কার্য্যার্থিদিগের প্রকৃত উপকার লাভ হয় না; আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেণ্ট রাস্তা ঘাটাদির কার্য্য আরম্ভ করুন এবং বঙ্গদেশ হইতে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিন। নির্দ্দয় ব্যবসায়ীরা শস্য কৃচ্ছ্রের সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। স্বল্প মূল্য-ক্রীত শস্য বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া এককালে বড় মানুস হইবে এই তাহাদিগের বাসনা। অতএব যাহাতে তাহারা ইচ্ছামত অসঙ্গত মূল্য বৃদ্ধি করিতে না পারে, এরূপ করিয়া চাউলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে স্থানে আমদানী কম হইবে, গবর্ণমেণ্টকে নিজে সেস্থানে আমদানী করিতে হইবে। এ ব্যবহার বাণিজ্য নিয়মের বিরুদ্ধ বটে; কিন্তু আপৎকালে এতদ্রূপ নিয়ম একান্ত আবশ্যক। আপৎকালে নিয়ম প্রতিপালন প্রায় চলে না। নিয়ম প্রতিপালন করিতে গেলে অনেক সময়ে [illegible]পদের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হয়। বিদ্রোহ [illegible] তাহার প্রমাণ স্থল। বিদ্রোহ [illegible] জন লোকের অপরাধের অনু[illegible] হইয়া দণ্ড হয়? তৎকালে শত শত লোক কি বিনা বিচারে হত হন নাই? বীডন সাহেবের সময়ে আমরা তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া সময়ে সাবধান করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগের কথায় আস্থা করেন নাই

শেষে তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হই য়াছিল। কাম্বেল সাহেব সুচতুর লোক, তিনি তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব ইঁহার প্রতি আমাদিগের এই উপদেশ বিফল হইবে আমরা ইহা মনে করি-তেছি না।

গতবারে আমরা বলিয়াছি যে নবী নের দণ্ডটা অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে। বিচারপতিরা আইন অনুসারে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়াছেন। এক্ষণে দেশের সকল ভদ্র লোকে একত্র হইয়া দণ্ডের লঘুতার জন্য লেপ্টনেন্ট গবর্ণ রকে অনুরোধ করুন। হাবড়া পুলিশের নিমচাঁদ তারাচাঁদ এবং ধূর্ত্ত ও প্রব-ঞ্চক বেলিওলস যখন তাঁহার কৃপার পাত্র হইল তখন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবা নিশ্চয়ই অনুগ্রহের উপযুক্ত। নবীন যে কার্য্য করিয়াছিল তাহাতে কাপুরুষতা হঠকারিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাই য়াছে, তাহার কোন দুরভিসন্ধি প্রকা-শিত হয় নাই। এলোকেশীর উপর বিদ্বেষ বা ক্রোধ পরবশ হইয়া সে এ কার্য্য করে নাই, বিপদে পড়িয়া হতাশ হইয়াই এই কাপুরুষতা করিয়াছিল। কার্য্যটী অতি কুকার্য্য হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। সেই জন্যই আমরা তাহার কিছু দণ্ড আবশ্যক মনে করি। লেপ্ট-নন্ট গবর্ণর এই হতভাগ্য যুবার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন। ইহার যাব-জ্জীবন নির্ব্বাসনের সংবাদে শত শত লোক প্রাণে বেদনা পাইয়াছে। দণ্ডের লঘুতা সম্পাদন করিলে তিনি অনেকের আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসার ভাজন হই বেন

জুয়াখেলা।

জুয়াখেলার গুণ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব কালে সমান। রাজা যুধিষ্ঠিরের সময় অবধি ইহার মহিমা বর্ণিত হইয়া আসি তেছে। যিনি ইহার দাস হন, তাঁহার উৎসন্ন দশা যত শীঘ্র আসন্ন হয়, অন্য কোন বাসনাসক্ত ব্যক্তির তত শীঘ্র দশা বিপর্য্যয় ঘটে না। কোন দেশেই জুয়া খেলার এ গুণের বৈলক্ষণ্য নাই। কিন্তু ইহার দণ্ড বিধির দেশ ভেদে বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, কলিকাতার হাটে বাজারে ও রাস্তায় রাস্তায় জুয়া খেলা হয়, কিন্তু কেহ কিছু বলে না। দণ্ড দূরে থাকুক, পুলিশের লোকেরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে। সে দিন তার কেশ্বরে যাইবার পথে জুয়ারিদিগের দৌরাত্ম্য লইয়া আন্দোলন হইল; কিন্তু তাহার কি বিশেষ ফল হইল আমরা জানিতে পারিলাম না। উত্তর পশ্চি মাঞ্চলের আইন এই, কেহ সক করিয়া জুয়া খেলিলে তাহার দণ্ড হয় না, জুয়া খেলা যাহার ব্যবসায় তাহার দণ্ড হয়। সম্প্রতি গাজিপুরে আবার একটী নূতন দণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক ব্যক্তি কতকগুলি লোক লইয়া অন্তঃপুরের অতি নিভৃত স্থানে জুয়া খেলিতেছিল। গোয়েন্দা পুলিস ইনস্পেক্টরকে সংবাদ দিল। তিনি দল বল লইয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ক্রীড়া স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনেকেই প্রস্থান করিল। যাহার বাটী, সে ব্যক্তি ও আর কয় জন ধৃত হইল। যাহারা পলাইয়া যায়, তাহা দিগের জুতা সেই খানে পড়িয়াছিল। পুলিস সেই জুতাগুলি প্রধান জুয়ারির মস্তকে দিয়া রাস্তা দিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। মাজিষ্ট্রেট তাহার ৫০ টাকা দণ্ড করিলেন। পাঠকগণ দেখুন গাজি-পুরে এক জুয়া খেলার দুটী দণ্ড। অর্থ দণ্ডটী মাজিষ্ট্রেটের এবং জুতা বহা দণ্ডটী পুলিসের হস্তগত। পাঠকগণ বলুন এটী কি নূতনবিধ দণ্ড নয়? যাহাকে জুতা বহান হইয়াছে, শুনিলাম তাহার অনেক টাকা আছে। পাঠকগণ! একটী কথা কহিতে বিস্মৃত হইয়াছি, যাহারা ইচ্ছা করিয়া জুয়া খেলে তাহা দিগের দণ্ড হয় না, এরূপ নিয়ম হইবার কারণ এই সাহেবেরা সময়ে সময়ে খেলিয়া থাকেন।

—:০:—

বঙ্গদেশের ও উত্তর পশ্চিমা-ঞ্চলের কৃষক।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম কষ্ট-স্বীকার ও সাংসারিক দুঃখ দর্শন করিলে বঙ্গবাসী কৃষকদিগকে অপেক্ষাকৃত অনেক সুখী বলিয়া বোধ হয়। এখানকার কৃষকেরা যদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের ন্যায় কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে, বোধ করি ইহাদিগকে কোন প্রকার সাংসারিক দুঃখের মুখ দর্শন করিতে হয় না। বঙ্গদেশের লোকেরা অন্য অন্য দেশের অপেক্ষা অধিকতর দৈবপরায়ণ, এখানকার কৃষ-কেরাও এ নিয়মের বহিশ্চর নহে। ইহারা কৃষিকার্য্যের বিষয়ে পর্জ্জন্য দেবের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, যদি দেব প্রসন্ন হইলেন, ইহাদিগের ভাগ্য প্রসন্ন হইল, যদি তিনি অপ্রসন্ন হইলেন, ইহাদিগের দুঃখের অবধি রহিল না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা এরূপ দৈবপর ও অলস-প্রকৃতি নহে। তাহারা দৈবকে পরাস্ত করিয়া আত্ম-পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি সুবৃষ্টি হয়, তাহাদিগের ব্যয় ও শ্রমের লাঘব হয় এই মাত্র; কিন্তু যদি সময়ে বৃষ্টি না হয়, তাহারা বঙ্গদেশের কৃষকদিগের ন্যায় ভগ্নোৎসাহ হয় না। তাহারা যেরূপে ও যে অসুবিধা ভোগ করিয়া কৃষিকার্য্য

নির্ব্বাহ করে, তদ্বৃত্তান্ত শুনিলে বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের মস্তক লজ্জায় অবনত হয় সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি বঙ্গদেশের ভূমির ন্যায় উর্ব্বরা নয়। উহার উর্ব্বরতা সম্পাদনার্থ কৃষকদিগকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে ও বিস্তর ব্যয় করিয়া ক্ষেত্রে সার প্রভৃতি দিতে হয়। পরিশ্রমের পরিসীমা নাই। কৃষক স্ত্রীদি লইয়া সমস্ত দিন ক্ষেত্রের কাজ করে। ক্ষেতগুলি এমনি পরিষ্কৃত করিয়া তুলে দেখিলে নয়ন ও মনের সবিশেষ তৃপ্তিলাভ হয়। বঙ্গদেশের কৃষকেরা ক্ষেত্রের এরূপ কাজ করিতে জানে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এদেশে কৃষকেরা ক্ষেত্রের ঐরূপ কাজ করিলে নিঃসংশয় দ্বিগুণ ত্রিগুণ শস্য লাভ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির খাজনা অত্যন্ত অধিক। এক বিঘা (১০০ হাতে বিঘা হয়) ভূমির খাজনা সচরাচর ১০। ১১ টাকা। ৫। ৬ টাকার নূন নাই। তৃতীয়তঃ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গদেশের ন্যায় বৃষ্টি হয় না। কূপের জল তুলিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। জল তুলিতে বলদে ও লোকে অনেক ব্যয় হয়।

এস্থলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জমীদারদিগকে কিছু প্রশংসা করা আবশ্যক হইল। তাঁহারা আপন আপন অধিকারের অধিকাংশ স্থলে কূপ খনন করিয়া দেন। কূপ খনন করিয়া দিলে ভূমির গৌরব ও খাজনা বৃদ্ধি হইবে, এই আশয়ে তাঁহারা কূপ খনন করেন সত্য; কিন্তু বঙ্গদেশের জমীদারেরা এ কৌশল জানেন না। তাঁহারা যদি আপন আপন অধিকার মধ্যে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন কেবল যে তাঁহাদিগের ভূমির অধিকতর আদর ও খাজনা বৃদ্ধি হয় এরূপ নয়, অনাবৃষ্টিকালে প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদিগকে বিপদাপন্ন হইতে হয় না। যে বৎসর শস্য না জন্মে, জমীদারেরা সে বৎসর প্রজার নিকটে সম্পূর্ণ খাজনা পান না, পর বৎসর শস্য জন্মিলে সুদ সমেত দুই বর্ষের খাজনা আদায় করেন, ইহাই প্রজার প্রতি অত্যাচার ও তাহার দুর্দ্দশার হেতুভূত হয়। কিন্তু ভূমিতে জল দিবার কোন উপায় থাকিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করে; কিন্তু তাহাদিগের দুই বেলা অন্ন জুটে না। এক বেলার আহারও অতি জঘন্য ও কদর্য্য দ্রব্য। বাঙ্গলা দেশের তাহাদিগের ভ্রাতৃ কৃষকগণের সহিত ইতর বিশেষ এই যে ইহারা দুই সন্ধ্যা খাইতে পায়। কিন্তু বাস গৃহ ও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে উভয়ের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়েরই শোচনীয় দশা দর্শন করিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়। একি সামান্য ক্ষোভের বিষয়, যাহাদিগের শ্রমোৎপাদিত শস্য দ্বারা দেশ রক্ষা হইতেছে তাহারা দুই বেলা উদর পূরিয়া অন্ন পায় না!! তাই কি ভাল সামগ্রী খাইতে পায়। পরের ভোগার্থ তাহাদিগের উত্তম দ্রব্য উৎপাদন প্রয়াস। বাঙ্গলা দেশের কৃষকেরা অতি মোটা চাউল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা বাজরা ভুট্টা জনারি প্রভৃতি নিকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে। যেমন অন্ন তাহার উপকরণও তেমনি, অনেকের অদৃষ্টে সেই সামান্য উপকরণও জুটিয়া উঠে না।

কৃষকদিগের ত এই দুরবস্থা, ইহার উপরে জমীদারাদির পীড়ন আছে, কি উপায়ে ইহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন হয়, তদন্বেষণে অল্প লোককে অমুদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, কৃষকদিগকে লেখা পড়া শিখাইলেই তাহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইবে। স্থানে স্থানে তাহাদিগের পাঠনা কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এটী কৃষকদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃত উপায় নয়। মানুষ যে লেখা পড়া শিখিয়া আপনার অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হয়, কৃষকদিগের সে লেখা পড়া শিখিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ তাহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগের অবস্থা অতি মন্দ। তাহাদিগের যে লেখা পড়া আরম্ভ হইয়াছে তাহাও অতি সামান্য। যাহা হউক, দুঃখের বিষয় এই, যদ্দ্বারা তাহাদিগের অবস্থার বাস্তবিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে সে উপায়ের অবলম্বনে প্রায় কেহই যত্নশীল নহেন। আমাদিগের বিবেচনায় নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন শ্রেয়ঃকল্প। প্রথম, জমীদারেরা যাহাতে ইচ্ছামত অসঙ্গত কর বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহার একটী পাকা বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কৃষকেরা যাহাতে অনায়াসে ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দেওয়া বিধেয়। তৃতীয়, কৃষকেরা আবহমান এক বিধ প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে সেই প্রণালীর পরিবর্ত্তন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশের ভূমির উৎকর্ষ সাধন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার অপরাপর উদ্দেশ্যের মধ্যে ভূমির উৎকর্ষসাধন একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ কথা বলিয়া দিবার

অপেক্ষা নাই এইটা একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলিলেই হয়। কিন্তু তদবধি এত দিন গত হইল আজিও বঙ্গদেশের ভূমির সকল অসুবিধা দূর হইল না। আমরা সম্প্রতি বঙ্গদেশের ভূমির তিনটী বিঘ্ন দেখিতে পাই। ১ম, অনাবৃষ্টি। ২য়, বন্যা ও জলপ্লাবন। ৩য়, বর্ষার জল নির্গমের উপায়াভাব। আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি, যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জমীদারদিগের ন্যায় এদেশীয় জমিদারগণ যদি স্ব স্ব ভূমিতে কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দিতেন, তাহা হইলে অসময়ে এত বিপদে পড়িতে হইত না। দ্বিতীয় উপদ্রব নিবারণের উপায়, বাঁধ প্রভৃতি দ্বারা ভূমি রক্ষা করা। এই উপদ্রব নদী ও গাঙের পার্শ্বের ভূমি সকলেরই অধিক। পদ্মা, দামোদর প্রভৃতি নদীর জলপ্লাবন সচরাচর দুই চারি দিবস থাকে; সুতরাং তাহাতে শস্যের বিশেষ ক্ষতি না হইয়া বরং সময়ে সময়ে উপকার হইয়া থাকে বটে; কিন্তু ২৪ পরগণা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে এই উপদ্রবে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। কারণ এখানে যে সকল গাঙ আছে তাহার অধিকাংশেরই জল লোণা। সেই জল ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে আর শস্য রক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই এসকল স্থানে আবাদ করা এত দুষ্কর।

জমীদারেরা বহুতর ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই সকল ভূমির অনেক উদ্ধার করিয়াছেন বটে; কিন্তু আকনার বিলের ন্যায় এখনো অনেক বিল ও বাদা পড়িয়া আছে। বৎসর বৎসর লোণা জল প্রবিষ্ট হওয়াতে সে সকল স্থানে চাস হয় না। কোন এক জমীদারের অধিকার হইলে বোধ হয় তিনি যে কোন প্রকারে হউক, ইহার উপায় করিতেন; কিন্তু নানা জনের অধিকার হওয়াতে কেহ বিশেষ মনোযোগী হন না। সকলেই কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া মৌনী থাকেন। তৃতীয় উপদ্রবের সম্বন্ধেও এইরূপ। গঙ্গার ওপারের ডানকুনীর জলা যেমন এত দিন পতিত হইয়াছিল; এ পারে ২৪ পরগণার দক্ষিণ ভাগে এবং বাখরগঞ্জ প্রভৃতির স্থানে স্থানেও সেইরূপ অনেক স্থান পতিত হইয়া আছে। সম্বৎসরের মধ্যে বর্ষার জল সম্পূর্ণরূপে নির্গত হয় না; সুতরাং ধান্যের চাসও হইতে পায় না। নানা জমীদারের অধিকার স্থিত হওয়াতে এগুলির প্রতিও জমীদারদিগের মনোযোগ নাই। এই গুলির উদ্ধারের জন্য গবর্ণমেণ্ট অবশেষে বল প্রয়োগ করা স্থির করিয়াছেন। বাঁধ ও খাল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় আইনের সংশোধনার্থ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলে যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার ৪০ ধারাতে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, যে সকল জমীদারের ভূমির উপর দিয়া এই সকল বাঁধ কিম্বা খাল প্রভৃতি যাইবে এবং এই সকল উপায়ে যাঁহাদের ভূমির বিশেষ উপকার হইবে তাঁহাদিগকেই এসকল ব্যয় দিতে হইবে। এই নিয়মটী জমিদারগণের পক্ষে কম উৎপীড়নের কারণ হইবে না। কারণ, জমীদারদিগের হস্তে যে কার্য্য এক গুণ ব্যয়ে হইতে পারিত গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাহাতে দশ গুণ ব্যয় হইবে। অথচ কার্য্যগুলি সাধারণের মনোমত এবং সুবিধাজনক না হইতেও পারে। কার্য্য গুলি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কত ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, কিরূপ করিলে সকলের সুবিধা হয় অথচ অল্প ব্যয়ে হইতে পারে, কোন জমীদার কত সাহায্য করিতে পারেন, এই সকল বিষয়ে জমীদারদিগের সহিত পরামর্শ করিবার যদি নিয়ম থাকিত তাহা হইলেও তাঁহাদিগের একটু হস্ত থাকিত; কিন্তু এ বিলে দেখা গেল যে কত ব্যয় হইবে এবং কিরূপ হইবে তাহা নির্দ্ধারণের ভার গবর্ণমেণ্টের, টাকা দিবার ভার জমীদারদিগের। তাঁহারা যে এত দিন এই সকল কার্য্যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন এটী তাহার দণ্ড স্বরূপ। জমীদারদিগের এ বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা রাখিলে অতি উত্তম কার্য্য হইত। যাহা হউক, শেষোক্ত দুইটী উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র বঙ্গদেশের অনেক ভূমির উদ্ধার হইবে। কলিকাতার দক্ষিণ কাওরাপুকুরের খালটী কয়েক বৎসর হইল বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়াতে এবারে অনেক পতিত ভূমিতে চাস দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে খাল কাটিয়া দিলে অনেক স্থানের বিশেষ উপকার হইবে। বাণিজ্যের ও লোকের গতায়াতের অনেক সুবিধা হইবে এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতির সময় জলসেচনেরও উপায় হইবে।

—:—

রোড্‌সেস কমিটী।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের বিশ্বাস রোড্‌সেস আইন বঙ্গদেশের সর্ব্বরোগের মহৌষধ; সকল অসুবিধা দূর করিবার এক মাত্র উপায়। মধ্যে মধ্যে তাঁহার এক একটী খেয়াল উপস্থিত হয়, রোড্‌সেস কমিটীর সভ্য নির্ণয় সেইরূপ একটী খেয়াল। অমুক বাবু, অমুক জমিদার ও অমুক মিয়া সভ্য রূপে নির্ণীত হইলেন তবে আর এদেশীয়দিগের আত্মশাসনের কি অবশিষ্ট রহিল। এবার ভারতবর্ষের নিশ্চয় পুনর্জ্জন্ম। শুদ্ধ ধনী ও বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরাই সভ্য নন, সেক মিয়া মোল্লা বাবাজী প্রভৃতিও আছেন, তবে কে বলে রাজ্য শাসন বিষয়ে দরিদ্রদিগের হস্ত নাই? লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহার খেয়ালের চক্ষে যাহাই দেখুন, আমরা

এরূপ উপায়ের কার্য্যকারিতা বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান। আমরা বার বার বলিতেছি সভ্য মনোনীত করা বিষয়ে এদেশীয়দিগের মত গ্রহণ না করিলে বিশেষ ফলের আশা নাই। রোডসেস কমিটীর সভ্য মনোনীত করা বিষয়েও আমাদিগের সেই কথা।

অপরাপর স্থানের কমিটীর বিষয় বিশেষ বলিতে পারি না। বারুইপুর সব ডিভিজনের কমিটীর বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। এই কমিটীর সভ্যসংখ্যার মধ্যে বারুইপুর নিবাসী বাবু দেবনারায়ণ দত্ত মজিলপুর নিবাসী বাবু হরিদাস দত্ত ও জয়নগর নিবাসী বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ এই কয় ব্যক্তিকে আমরা জানি। ইহাঁদিগকে রোডসেস কমিটীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হইল কেন? প্রথমতঃ ইহাঁরা মিউনিসিপালিটী সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যস্ত। দেবনারায়ণ বাবু বারুইপুর মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারি, হরিদাস বাবু জয়নগর মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারি, এবং আনন্দ বাবু একজন অনরারি মাজিষ্ট্রেট, ইহাঁদিগকে আবার রোডসেস সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিলে কোন কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইবে না। ২য়তঃ ইহাঁদিগের বাসগ্রামে রোডসেস নাই; যাঁহাদিগকে রোডসেস দিতে হয় তাঁহাদের মধ্য হইতে সভ্য মনোনীত করিলে ভাল হইত। তৃতীয়তঃ, ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারো কাহারো উপর সর্ব্বসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা নাই, সুতরাং লোকের সেপ্রকার বিশ্বাস হইবে না। ৪র্থতঃ বাদাঅঞ্চলের সকল স্থানের অবস্থা ইহাঁরা জানিতে পারিবেন না। এই সকল কারণে এই কমিটী নিযুক্ত করা আমাদিগের ছেলে খেলা মাত্র বোধ হয়। সভ্য মনোনীত করিবার ভার বোধ হয় বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের উপর পড়িয়াছিল। তিনি এই কয় জনকেই চিনিয়া রাখিয়াছেন, ইহাদিগকেই গাঁথিয়া দিলেন। যাঁহারা আপন আপন মিউনিসিপালিটীর কার্য্যই ভাল করিয়া করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগকে কেবল নামের পুতুলের মত সাজাইলে ফল কি? অমুক জমীদার অমুক তালুকদার, অমুক ইজেরাদার, অমুক জোতদার, অমুক পত্তনীদার ইত্যাদি কেবল দারের মালা দেখিতে ও শুনিতে ভাল বটে, কিন্তু কার্য্যে রাভেনশা সাহেব প্রকৃত কথা বলিয়াছেন। ছেলে খেলা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

যাহা হউক আমরা সময়ে আমাদিগের এই বন্ধুদিগকে একটী বিষয় অবগত করিয়া রাখিতেছি, দেখি কার্য্যে তাঁহারা কতদূর করেন। চাঙ্গড়িপোতা ও কোদালিয়ার পূর্ব্বপার্শ্বে যে বিলটী আছে, তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণে গোরে ঘোষপুর, চাপাটি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রাম আছে; এই সকল স্থান বারুইপুর সব ডিভিজনের অন্তর্গত। উপযুক্ত রাস্তার অভাবে গ্রামবাসীরা বর্ষাকালে ইতস্ততঃ গতায়াত করিতে পারে না। এমন কি চাসালোকেরা গতায়াতের নিতান্ত অসুবিধা বলিয়া বাটীতে বসিয়া অল্পমূল্যে ধান্য চাউল প্রভৃতি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। রাস্তার সুবিধা হইলে তাহারা অনায়াসে কোদালিয়া এবং রাজপুরের বাজারে আনিয়া লাভ করিতে পারে। বহুদিন হইল গোরের রতনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বব্যয়ে একটী রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ না হওয়াতে, এবং বহুদিন সংস্কারের অভাবে, দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। কমিটী এই রাস্তাটী যদি শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন সে অঞ্চলের লোকের অনেক ক্লেশের শান্তি হয়। তাহাদিগকে রোডসেস দিতে হইবে, সুতরাং তাহাদের এই কষ্টটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। এই কার্য্য অল্পব্যয়েই সুসিদ্ধ হইবে অথচ শত শত লোকের কষ্ট দূর হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

১২ ই কার্ত্তিক সোমবার।

জর্ম্মাণের এক খানি সংবাদপত্র বলেন, ১৮৭১ অব্দে এডিনবরা গ্লাসগো সেণ্ট এণ্ড্রুস এবং এবার ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮২৮ ছাত্রের মধ্যে শত করা ১৯ জন ছাত্র সামান্য দৈনিক মজুরের পুত্র। শত করা ১৬ জন শিল্পী চামার ছুতার কামার এবং তাঁতির পুত্র। উপরিউক্ত ৮২৮ সংখ্যার মধ্যে ১৫০ জন কৃষক, ১১২ পাদরি ৯৪ বণিক এবং ৩৯ জন শিক্ষকের পুত্র। দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্য যে ফণ্ড আছে তাহাতেই ইহাদিগের চলে এ ভিন্ন ভাল ভাল ছাত্রেরা যে টাকা পুরস্কার স্বরূপ পায় তাহাতে তাহাদিগের ব্যয় কুলাইয়া যায় স্কটলণ্ডের সমুদায় অধিবাসীর মধ্যে হাজার করা ১ জন করিয়া ছাত্র আছে। ইংলণ্ডে ৫০০০ মধ্যে একজন জর্ম্মণিতে ২৬০০ মধ্যে একজন। শিক্ষাকার্য্য শীতকালে সম্পন্ন হয়। গ্রীষ্মাবকাশের সময় ছাত্রগণ এরূপ গুরুতর শারিরীক পরিশ্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় যে তুলনা করিলে শীতকালের পাঠদশা তাহাদের বিশ্রাম কাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ভূতপূর্ব্ব তৃতীয় নেপোলিয়নের পীড়ার সময় সর হেনরি টমসন নামক একজন মাত্র ডাক্তারকে শুদ্ধ দর্শনী স্বরূপ সমুদায়ে ২০ হাজার টাকারও অধিক দিতে হইয়াছিল। রাজ্ঞীর অবস্থা মন্দ ভাবিয়া তিনি উক্তার অর্দ্ধেক টাকা ফিরাইয়া পাঠাইয়াছেন।

প্রোটেষ্টাণ্টদিগের বিবাহিত স্ত্রীদিগকে প্রকৃত স্ত্রী না বলিয়া বেশ্যা বলিয়া পরিগণিত করা উচিত, যে একজন রোমান কাথলিক পুরোহিত প্রকাশ্যরূপে এই কথা বলিয়াছিলেন, প্রুশিয়াতে তাহার ১৫ দিনের জন্য কারাদণ্ড হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া আন্দামান দ্বীপের এক বিস্তৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বোধ হয় পূজার অবকাশে ইহার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পূজার বন্ধের পূর্ব্বে অনেকে অনেক কারণে আন্দামানে গিয়াছিলেন, সম্পাদক কি জন্য গিয়াছিলেন আমরা জানি না।

কলিকাতার বিখ্যাত ধনী নাকোদা হাজী আচারিয়ার মৃত্যু হইয়াছে। এ ব্যক্তি নিজক্ষমতায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হন। ইহার বিলক্ষণ দানশক্তি ছিল। ইনি কলিকাতা সিন্দুরিয়া পটীর মসজিদে লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি মেডিকাল কালেজ হাসপাতালের ডাক্তার কটক্লিপ দেহত্যাগ করিয়াছেন। শস্ত্রচিকিৎসায় ইহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারি রিবর্স টমসন সাহেব আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ইনি বোধ হয় ডিসেম্বর মাসে স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন ১৩ ই নবেম্বর ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন।

ইংলিসমান বলেন, আগামী বৎসরে বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর আয় ৩০৭৮০০০ টাকা হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

বোম্বাইর একজন পুলিসমান নিরিয়ডের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আগুন দিয়াছিল বলিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছে। আজি কালি পুলিষ বিভাগে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক দেখা যাইতেছে। এই সকল মহাত্মা অন্তর্হিত হইয়া যতদিন না শিক্ষিত লোক অধিক পরিমাণে পুলিষ বিভাগে প্রবেশ করিবে ততদিন ইহার উন্নতি আশা অল্প।

১৩ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

বাবু জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে হুগলীর দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজের পদটী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গত শনিবার হাজারিবাগ হইতে গিরিধিতে যাত্রা করেন। গত কল্য সাড়ে চারিটার সময় বিশেষ ট্রেণে করিয়া পাটনা গিয়াছেন।

ভাগলপুর হইতে এক ব্যক্তি ইংলিসমানে লিখিয়াছেন, উক্ত জিলার উত্তর বিভাগে জল বিহনে শস্য সকল জ্বলিয়া যাইতেছে। বৃষ্টি করিবার জন্য লোকে মহাদেবকে জলে ডুবাইতেছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর প্রজাদিগের নিকট হইতে কোন রূপ বাব গ্রহণ করিতে নিষেধ করাতে জমীদারেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ওদিকে প্রজারা এই আজ্ঞার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। তাহাদের সংস্কার জন্মিয়াছে তাহাদিগকে খাজনা দিতে হইবে না এবং তাহারা যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছে তাহারও সুদ দিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য উহাদিগকে শীঘ্র এই ভ্রম বুঝাইয়া দেন, অন্যথা নানা গোলযোগের সম্ভাবনা।

বাঙ্গেলোর এগজামিনর বলেন, সম্প্রতি নান্দিডুগ আদালতে একজন দেশীয়ের চৌর্য্যাপরাধের বিচার কালে সে ব্যক্তি পীড়ার ভাণ করে, কিন্তু জজ যখন তাহার কারাদণ্ডের আজ্ঞা দেন, সে সময় সে যত পারিল জজকে গালি দিতে লাগিল। তৎপর দিন ঐরূপ আর একজনের বিচার কালে দণ্ডাজ্ঞা হইবা মাত্র সে জুতা ফেলিয়া জজকে মারিয়াছিল, সৌভাগ্য ক্রমে জুতাখানি জজকে না লাগিয়া পাখায় গিয়া লাগে।

আমরা দুঃখিত হইলাম সিমলার বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন অকপট হিন্দু ছিলেন।

গত কল্য কলিকাতার ছোট আদালত খুলিয়াছে।

১৮ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫৩৯০৩০ টাকা আয় হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে একটী শিল্প প্রদর্শন খোলা হইয়াছে।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী কাশী পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে লক্ষ্ণৌএ রহিয়াছেন।

লাহোরে একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের কথা হইতেছে।

ডেঙ্গু আজিও ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ললিতপুরে ইহা এক্ষণে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। গত মাসের মধ্যে ইহাতে ২০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে কর্ণীয়ার সহিত জাপানের শীঘ্র একটী যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা। কর্ণীয়া সেগেলিয়ন দ্বীপটী গ্রহণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

ইংলিসমান টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গবর্ণর জেনরলকে লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছে অতএব পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণর জেনরলও এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।

সম্প্রতি নেপালে দুটী স্ত্রীলোক তাহাদের স্বামীর মৃত্যুতে সহগমন করিয়াছে।

উড়িয়া পেট্রিয়ট বলেন কাশীতে দুর্গার নিকটে একটী টৈলঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণে বলি দিবার উদ্যোগ করা হয়, কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে ব্রাহ্মণ রক্ষা পায়। কাশীতেও মিত্রজ আছেন না কি?

সিমলার নিকটে একটী ব্যাঘ্র আসিয়াছে। এটী বোধ হয় আমাদিগের কোন মৃত শাসনকর্ত্তা হইবে।

সালকিয়ায় চুরি ডাকাইতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পুলিষ কি নিদ্রা যাইতেছেন?

জাপান গেজেট বলেন, তত্রত্য একজন যুবক ১১ বৎসর কাল বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। সম্প্রতি ফ্রান্সের কোন বিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক জাপানীয় ভাষাতে উহাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, সে ব্যক্তি উহার কিছুই বুঝিতে পারে না। সে মাতৃ ভাষা এক কালে ভুলিয়া গিয়াছে। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, আজি কালি অনেক বঙ্গীয় যুবক ইংলণ্ডে যাইতেছেন, পাছে স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে কেহ বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া আইসেন।

ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব কলিকাতায় আসিয়া পুলিষ কমিশনর এবং জষ্টিসদিগের সভা পতি এই উভয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, দেওয়ালীর রাত্রিতে যোড়াসাঁকোর একজন মিঠাইওয়ালা ২৪ মণ খাজা বিক্রয় করে। এসংবাদে অনেকের সহরে গিয়া বাস করিবার ইচ্ছা হইবে সন্দেহ নাই।

শুনা যাইতেছে গত সপ্তাহে বেঙ্গল সেক্রেটারিএটে এক সভা হইয়া আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় বিধানার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিবার প্রস্তাব হয়। চাউলের রপ্তানী বন্ধ উহার অন্যতর উপায় স্থির হয়।

১৪ কার্ত্তিক বুধবার।

আগামী ১৭ ই নবেম্বর আগ্রায় গবর্ণর জেনরলের দরবার হইবে।

পাইয়নিয়র বলেন, সর রিচার্ড টেম্পল লার্ড নর্থব্রুকের সহিত কলিকাতায় আসিতেছেন।

বিকেনিয়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে বৃষ্টির অভাব নিবন্ধন এবার তথায় লোকের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইন্দাস, মঙ্গলকোট মন্ত্রের এবং মেমারি, বর্দ্ধমান বিভাগে রেজিষ্টরির জন্য এই চারিটী নূতন সব ডিষ্ট্রিক্ট হইয়াছে।

বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের গডন সাহেব হিন্দী ভাষায় পরীক্ষা দিয়া সম্মান সূচক উপাধি এবং দুই হাজার টাকা পুরস্কার এবং বোডিলন সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দিয়া এক প্রশংসা পত্র ও হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজস্ব বিভাগ হইতে অপসৃত হওয়াতে জেমস টেলর সাহেব চতুর্থ শ্রেণীতে এবং হার্ট সাহেব পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন।

১১ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৩৭ জনের মৃত্যু হয়। জ্বরেই অধিক লোকের মৃত্যু হয়।

কিছুদিন হইল কৃষ্ণচন্দ্র পোদ্দার নামক এক ব্যক্তি আহিরিটোলাতে চারি বৎসর বয়স্ক একটী বালককে নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল বালকটী তাহার ভ্রাতা সে তাহার ভরণ পোষণ করিতে অসমর্থ, অতএব কেহ যদি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয় সে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। উহার কথা বার্ত্তায় সন্দেহ হওয়াতে একজন পুলিষে সংবাদ দেয়। ঐ ব্যক্তি স্বীকার করিয়াছে, সালকিয়া হইতে সে উহাকে চুরি করিয়া আনে। বালকের বাটীতে সংবাদ দেওয়াতে উহার পিতা আসিয়া লইয়া গিয়াছে। আজিও ছেলে ধরার ভয় গেল না?

ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ নামক যে এক সংবাদ পত্র আছে উহা প্রতি দিন ১৭০০০০ খণ্ড মুদ্রিত হয়। আমেরিকায় নিউইয়র্ক হেরালড সংবাদ পত্র প্রতি দিন ১৫০০০০ খণ্ড এবং রবিবার ১৭০০৮০০ খণ্ড বিক্রীত হয়। এক দিবস এই পত্রিকায় অতিরিক্ত সংবাদ প্রচারিত হয়, সেই দিবস দুই লক্ষ পত্রিকা বিক্রীত হইয়া থাকে।

১৫ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

রেলওয়েতে ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতে এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ইউরোপীয় আরোহির সহিত রেল গাড়ীতে যাওয়া ক্রমে ভার হইয়া উঠিল। লক্ষ্ণৌ টাইমস পত্রে লিখিত হইয়াছে, সেদিন এক জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে গাড়িতে যাইতেছিলেন। একজন সাহেব সেই গাড়িতে উঠিয়া উহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং উহার দ্রব্যাদি ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করেন। ভদ্র লোকটীর দুর্ভাগা, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার অপরাধ কি? এ ঔদ্ধত্য সাহেবের সহ্য হইবে কেন? তৎক্ষণাৎ প্রহার আরম্ভ করিলেন। সে সময় একজন কনষ্টেবল আসিয়া উহার জীবন রক্ষা করিল। সাহেব তাহাকে এরূপ প্রহার করেন যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়াছিল। আমরা রেলওয়েতে এরূপ ঘটনার বিষয় প্রায় শুনিতে পাই। ইহার কি নিবারণ হইবে না?

বারিষ্টার আনেষ্টি সাহেবের জামাতা শ্বশুরের সম্পত্তি অধিকারের জন্য বোম্বাইয়ে আসিয়াছেন। তিনি বোম্বাইয়ে এক লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় তাহার ৮ লক্ষ টাকা আছে। তদ্ভিন্ন ইংলণ্ডে তাহার বিষয় আছে। তাহার অনেকগুলি বিড়াল আছে, উহাদের এক একটীর এক একরূপ গুণ। ঐগুলি এবং তাহার লাইব্রেরি নীলামে বিক্রীত হইবে।

প্রেসিডেন্স কালেজের অধ্যাপক ডবলিউ ম্যাকলারেন স্মিথ সাহেব এক বৎসরের বিদায় লইয়াছেন।

আগামী ২৭এ নবেম্বর হাইকোর্টের ফৌজদারী সেসিয়ন বসিবে।

বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত তাহার দুটী কন্যাকে লইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইনি কন্যা দুটীকে শিক্ষা দিবার জন্য অনেক দিন ইংলণ্ডে ছিলেন।

গত কল্য হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমা উপস্থিত হয়, কিন্তু বিচারের শেষ হয় নাই, ৪ ঠা নবেম্বর মঙ্গলবার পুনরায় মকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছে। যাদব চন্দ্রভাদুড়ী নামক যে একজন সাক্ষী ছিল সে উপস্থিত হয় নাই, পুনরায় তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। তাহার সমুদায় সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে। গত কল্য আর এক জনের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে মাত্র।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন একজন ফকীর একটী মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দিব বলিয়া আজমীরে অর্থ সংগ্রহ করিতেছিল; সে ব্যক্তি হঠাৎ একদিন অদর্শন হয়, পুলিস তাহাকে ধৃত করিয়াছে, সে এখন আজমীরের জেলে মসজিদ ধ্যান করিতেছে।

আজমীরের এক ব্যক্তির দুইটী স্ত্রী ছিল। একজন তাহার প্রিয় ও একজন অপ্রিয় ছিল। সে ব্যক্তি আপনার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অপর টীকে হত্যা করে। হত্যা কারী কোন ক্রমেই অপরাধ স্বীকার করে নাই, কিন্তু তাহার প্রেয়সী সমুদায় কথা ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনি নিষ্কৃতি পাইয়াছে এবং শুভাকাঙ্ক্ষী স্বামীকে ফাঁসি কাষ্ঠের আলিঙ্গনে অর্পণ করিয়াছে।

বরদার গুইকুমার নিজরাজ্য মধ্যে একটী হাইকোর্ট খুলিবার মানস করিয়াছেন।

সুরাপান বিষয়ে বাঙ্গালিদিগের বেহারের লোকদিগের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। পাটনার কমিশনর বলেন, বেহারে সুরাপায়ীর সংখ্যা অতি অল্প। যে সুরা তাহারা পান করে তাহা বিলাতি তেজস্কর সুরা নহে, উহা মউয়া হইতে প্রস্তুত হয়। এক বৎসরের মধ্যে তথায় সুরার দোকান ৮০০ কমিয়া গিয়াছে।

১৬ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

ডাক্তার কর্টক্রকের মৃত্যুতে ডাক্তার চারলস পামার সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন

মান্দ্রাজে মুসলমানদিগের উপর গবর্ণমেণ্টের বড় অনুগ্রহ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি তত্রত্য কষ্টমের কালেক্টর মান্দ্রাজ গেজেটে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন "১৫ টাকা বেতনে একজন কেরাণীর প্রয়োজন মুসলমানদিগের আবেদন অধিক আদরণীয়"।

ডাক্তার কানাইলাল দে রায় বাহাদুর ভারতবর্ষের কতকগুলি উৎকৃষ্ট দ্রব্য এবং তাহাদের বিষয় বর্ণনা করিয়া বিএনা প্রদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ একটী মেডাল দেওয়া হইয়াছে।

তুর্কির সুলতান নিজ সেনাদলের উৎকর্ষ সাধনার্থ যত্নবান হইয়াছেন।

চীনের ৬০ জন ছাত্র আমেরিকায় বিদ্যাভ্যাস করিতেছে; কিন্তু জাপানের প্রায় ২০০ ছাত্র আমেরিকায় রহিয়াছে।

নেপালে খাদ্য সামগ্রী এত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে অনেক কুলি তথা হইতে দারজিলিঙে উঠিয়া আসিতেছে।

রুশীয়া হইতে অনেক লোক আমেরিকায় উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছে। গত আগষ্ট মাসে ৪০০ রুশীয় আমেরিকায় গমন করে। রুশীয়ার দুই একটী প্রদেশ এককালে জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পাল সাহেব এডগার সাহেবের পদে কিছু দিনের জন্য দারজিলিঙের ডেপুটী কমিশনর হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, কোয়াজী সুলতান নামক একব্যক্তি লাহোরস্থ সংবাদপত্রে কাবুলের সংবাদ লিখিয়াছেন এই সন্দেহ করিয়া আমীর তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

কাশ্মীরের রাজা আগামী ডিসেম্বর মাসে জম্বুতে একটী কৃষি প্রদর্শন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আমাদিগের প্রজাহিতৈষী লার্ড নর্থব্রুক দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইবামাত্র সিমলা পরিত্যাগ করিয়া অদ্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। যাহাতে দুর্ভিক্ষের নিবারণ হয় কাম্বেল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার উপায় বিধান করিবার জন্যই তিনি দরবার প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় লরেন্স যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, লার্ড নর্থব্রুক আজি যদি সেইরূপ বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের সংবাদ অবহেলন পূর্ব্বক আগ্রার দরবারের আমোদে মত্ত হইতেন উড়িষ্যার ন্যায় বাঙ্গালা দেশও যে উৎসন্ন যাইত না কে বলিতে পারে? লার্ড নর্থব্রুক এই সকল গুণে প্রজাদিগের অনুরাগ ও প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

ডেলি নিউস বলেন, শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী গুড়লগাছা নামক গ্রামে এক ব্যক্তি একটী ইন্দুরের কল পাতিয়া রাখেন। কলে ইন্দুর না পড়িয়া একটী সর্প পড়ে, গৃহস্থ মনে করিলেন ইন্দুর পড়িয়াছে, এই মনে করিয়া সেই অন্ধকার ঘরে যেমন গিয়া কলে হাত দিয়াছেন অমনি সর্পে দংশন করিয়াছে। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

এইবার বুঝি কেরাণীর অন্ন মারা যায়। আমেরিকার এক ব্যক্তি একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা দ্বারা প্রতি মিনিটে ৭৫ টী কথা লেখা যায়।

পোজন গ্রামের রাজা মান্দ্রাজে একটী ফোয়ারা নির্ম্মাণার্থ দশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

লার্ড নর্থব্রুকের আগামী দরবারে সর সালার জঙ্গ বাহাদুর গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। তাঁহার সহিত দুই সহস্র সৈন্য ও দুই শত হস্তী আসিবে।

আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সহযোগী বারাণসী হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যদিও তথায় বৃষ্টির অভাবে ধান্যের অনিষ্ট হইয়াছে এবং চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইবে না।

কাশ্মীরের মেলা ও পশু প্রদর্শন ৩১ এ অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইয়া ৩০ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত থাকিবে।

গত মঙ্গলবার সিমলায় গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের অধিবেশন হইয়া এই স্থির হয় লর্ড নর্থব্রুক কলিকাতায় গিয়া কাউন্সিলের উপর নির্ভর না করিয়া কাজ করিতে পারিবেন এবং আবশ্যক হইলে কাউন্সিলও নর্থব্রুকের অনুপস্থিতিতে সিমলায় কাজ করিতে পারিবেন। নর্থব্রুকের অনুপস্থিত কালে সর হেনরি নর্ম্মাণ কাউন্সিলের প্রতিনিধি প্রেসিডেণ্ট হইবেন।

সিন্ধিয়ার রাজা আগ্রার দরবারে আসিতেছেন। তিনি স্বয়ং বিবাহের আর একটী দিন স্থির করিয়াছেন।

সম্প্রতি হাবড়ার পুলিষের আর একটী অত্যাচার বৃত্তান্ত সংবাদ পত্রে দেখা গেল। গোলাবাড়ির পুলিষ ইনস্পেক্টর একদল যাত্রাওয়ালাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সালকিয়ার গঙ্গাধর সরকারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেয়। উহারা কালীপূজার দিন কোথায় ডাকাইতি করিয়াছে, পুলিষের এই সন্দেহ হওয়াতেই এই ঘটনা হয়। মাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধানে উহাদিগকে নির্দ্দোষ জানিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। শুনা যাইতেছে উহারা নাকি পুলিষের বিরুদ্ধে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালীশ করিবে। হাবড়া পুলিষের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের একবার দৃষ্টিপাত কর্ত্তব্য।

সে দিন লণ্ডনের লাম্বেথ আদালতে দুধে জল মিশাইয়া বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া কয়েক জন গয়লার দণ্ড হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কর্ত্তব্য।

আগামী জানুয়ারি মাসে লিবাডিয়াতে আমাদিগের রাজপুত্র আলফ্রেডের সহিত রুশীয়ার গ্রাণ্ড ডচেস মেরির বিবাহ হইবে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে যে একটী ব্যবসায় শ্রেণী খুলিবার কথা হইতেছে, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তন্নিমিত্ত মাসিক ৪০ টাকা এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য এককালে হাজার টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

এক ব্যক্তি মিরাটে লিখিয়াছেন, ২২ এ অক্টোবর বুধবার ইটালির একজন চাষার এক মুসলমানের দোকানে প্রেক কিনিতে যায়। প্রেক ক্রয় করা হইলে সে দোকানদারের অনুমতি না লইয়া আর দুই তিনটী প্রেক তুলিয়া লয়, ইহাতে ঐ মুসলমান দোকানদার ক্রুদ্ধ হইয়া উহার পেটে পদাঘাত করে, উহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে সময়ে একজন পাহারাওয়ালা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু সে হত্যাকারীকে ধরিবার চেষ্টা না করিয়া কাঠের পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, হত্যাকারীও অনায়াসে পলাইয়া গেল। পুলিস অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাকে ধরিতে পারেন, নাই। তাহার মৃত দেহ হাঁস পাতালে পাঠান হইয়াছে।

গত বুধবার আমাদিগের গ্রামের পার্শ্বস্থিত কোদালিয়া গ্রামে দুইটী ক্ষুদ্র হত্যা ইহয়া গিয়াছে। একজন চাঁড়াল একেবারে প্লীহা আরোগ্য করিয়া দিব বলিয়া দুইটী বালককে একটী ঔষধ খাওয়ায়। বালক দুটী খেলিয়া বেড়াইতেছিল, ঔষধ খাইবার পর ১ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এখানকার ডাক্তার বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল, অনুবাদক মহাশয় যেন সেখানি গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে বিলম্ব না করেন।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—“এ প্রদেশে শস্যাদির অবস্থা নিতান্ত মন্দ দৃষ্ট হইতেছে। মহাজনেরা অনেক চাউল ধান্য গোলাজাত করিয়াছে সত্য; কিন্তু ভাবি দুর্ভিক্ষাশঙ্কায় কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেছে না। কৃষকদিগের হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে আউস চাউল, কাঁচি ॥১।॥২ সের রোপা ধান্যের চাউল ॥৫।।৬ সের দর বিক্রয় হইতেছে।

১৭ ই কার্ত্তিক শনিবার।

হরিনাভির গবর্ণমেণ্টের রাস্তার পার্শ্বস্থিত যে শবদাহ স্থানটীর বিষয় সোম প্রকাশে লিখিত হয়, সেই কষ্টটী দূর হইবার আশা হইতেছে। সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপালিটীর সভাপতি ও ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অদ্য প্রাতঃকালে তদারকের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। শ্মশানটী স্থানান্তর করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। এখন অবধি গ্রামবাসিরা আর যেন সেখানে শবদাহ না করেন। বাবু নিমচাঁদ বসুর গঙ্গার দক্ষিণ ধারে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সকলের বিশেষ অসুবিধা হইবে না অথচ অনেকের ক্লেশ নিবারণ হইবে।

সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপালিটীর গত অধিবেশনে হরিনাভির নয়ন রোডের সংস্কারের জন্য ১৬০ টাকা পাশ হইয়াছে। এই রোডের কতকগুলি পুল আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ইহার তদারক করিতেছেন। নবীন বাবু যেরূপ ব্যয়ের অনুমান করিয়াছিলেন তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। মিউনিসিপালিটী অধিক টাকা দিবেন না। অথচ অল্প ব্যয়ে সারিবার চেষ্টা করিতে গেলে পুল কয়টী কম মজবুত হইবে। নবিন বাবু ইচ্ছা করিলে ইহার উপায় করিতে পারেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু রায় বাহাদুরের পীড়া আবার বৃদ্ধি হইয়াছে ডাক্তারেরা নাকি হতাশ হইয়াছেন। দীনবন্ধু বাবু পোষ্ট আফিসে অনেকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন এবং দেশে তাঁহার সুখ্যাতির ও অভাব নাই। তাঁহার এই পীড়ায় কথাতে সকলেই দুঃখিত আছেন।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, মাণিকগঞ্জ কাইটা বাজার নিবাসী চাষাক কাহার নামক এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী। সে তাহার একটী স্ত্রীকে সর্ব্বদা প্রহার করাতে ঐ স্ত্রী তাহার নামে মাণিকগঞ্জের ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে। তাহাতে উক্ত কাহারের ২ টাকা দণ্ড হয় এবং ভবিষ্যতে উক্তরূপ মাইর পিট না করে এই নিমিত্ত সাত টাকার মুচলকাপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু চাষাক তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় ঐ স্ত্রীকে প্রহার করে। সুতরাং পুনরায় তাহার নামে নালিশ উপস্থিত হয়। এই নালিসের শমন জারি হওয়ার পর এক দিবস ঐ চাষাক কিয়ৎ পরিমাণ শরাপ ক্রয় করিয়া আনিয়া নিজে পান করে ও ঐ স্ত্রীকে পান করিতে দেয় এবং ঐ সময়ে ঐ স্ত্রীকে মকদ্দমায় দস্তবরদারী দিতে অনুরোধ করে কিন্তু স্ত্রী তাহাতে কোনরূপে সম্মতা নাহওয়াতে চাষাক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দাঙ্গদ্বারা নানা স্থানে আঘাত করিতে আরম্ভ করে। তন্নিবারণ জন্য কতিপয় লোক অগ্রসর হইলে তাহাদিগের মধ্যে পাণ্ডিয়াও দুই ব্যক্তিকে টাঙ্গি অর্থাৎ এক প্রকার কুঠার দ্বারা জখম করে এবং পরে আত্মহত্যার মানসে নিজ গলাও টাঙ্গির আঘাত করিয়া আহত হয়। আহত ব্যক্তিরা হস্পিটালে নীত হইয়াছে; বিচারে যাহা হয় পশ্চাৎ জানা যাইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ অক্টোবর। সেনাদলে পদক্রয় প্রথা উঠাইয়া দেওয়াতে আফিসরেরা যে আপত্তি করেন এবং তাহাদের সেই সকল আপত্তি সমূলক কি না তাহার অনুসন্ধানার্থ যে কমিশন নিয়োগ হয় উহার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ২০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

এডেন ২৫ এ অক্টোবর। ২০০০ তুর্ক লীহেজ অধিকার করিবার উপক্রম করিয়াছে। ইংরাজদিগের ৫০০ অশ্বারোহী পদাতিক ও গোলন্দাজ এ বিষয়ে অদ্য কর্ণেল এডওয়ার্ডের অধীনে ইহার নিবারণার্থ যাত্রা করিয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ অক্টোবর। পারিসের ল্যাবেনির ন্যাশনাল নামক সংবাদ পত্র কাউন্ট ডি চাম্বাড়ের বিরুদ্ধে লিপিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত কাগজ খানি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাইস চান্সেলর উইকেন্সের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ অক্টোবর। মারচেণ্ট ম্যান নামক জাহাজ কার্থেজিনার বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিয়াছে।

জনশ্রুতি এই, আর্চিনিসরা মরিচ ক্ষেত্র সকল জ্বালাইয়া দিতেছে।

আড্‌মিরাল রবার্ট মেলিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।

সর গার্নেট উলজ্বালিকেপ কোষ্ট কাসলে উপনীত হইয়াছেন।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে
প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

বর্দ্ধমান—উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আউসথানার অধীন গ্রাম সকলে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা চাউলের মুল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। বাঁকুড়া, [illegible]র অভাবে ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইক্ষু কিছু রক্ষা হইবে। রবি খন্দের চাস আরম্ভ হইয়াছে। বীরভূম—যে সমুদয় ধান্য পাকিয়াছে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ রক্ষা হইয়াছে। যে ধান্য অদ্যাপি পাকে নাই এখন বৃষ্টি হইলে অর্দ্ধেক পরিমাণ রক্ষা পায়, নতুবা অনুমান ছয় আনা পাওয়া যাইবে। রবি খন্দের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। মেদিনীপুরে—প্রায় দশ আনা ভাগ ধান্য উৎপন্ন হইবে। কোন কোন স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। হুগলী।—ধান্য সমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দ্রব্যাদির মুল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। হাবড়া।—উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়াছে। নিম্ন ভূমির ধান্য এখন বৃষ্টি হইলে কতক রক্ষা হইবে। এখনো কলাইয়ের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই। ২৪ পরগণা।—উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিম্ন ভূমির ধান্য সত্বর বৃষ্টি না হইলে রক্ষা পাইবে না। রবিখন্দের চাষ হইতেছে না। নদীয়া।— উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন বৃষ্টি হইলে নিম্ন ভূমির ধান্য কতক রক্ষা হইতে পারে। রবি খন্দের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়, তবে বৃষ্টির আবশ্যক। যশোর। উচ্চ ভূমির ধান্য বৃষ্টি অভাবে নষ্ট হইতেছে, নিম্ন ভূমির ধান্য বৃষ্টি হইলে কতক রক্ষা হইবে। বৃষ্টি অভাবে রবি খন্দের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। মুর্শিদাবাদ।—শস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। চাষা ধান্য কাটিয়া গোরুকে দিতেছে। রবিখন্দ কিছুই হইবে না। দিনাজপুর।—বৃষ্টি অভাবে ধান্য নষ্ট হইয়াছে। তিন কি চারি আনা ধান্য হইবার সম্ভাবনা। রবি খন্দের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। শস্যের মুল্য বৃদ্ধি হইতেছে। মালদহ। থানা শিবগঞ্জে অনুমান বার আনা ধান্য পাওয়া যাইবে। অপর স্থলের ধান্য নষ্ট হইয়া গেল, রবিখন্দ কতক মন্দ কতক মন্দ নয়। দুই এক স্থলে পোকা লাগিয়াছে। রাজসাহী।—নাটোরে কিছু ধান্য হইবে। অন্যান্য স্থানের ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। রবিখন্দের কতক কতকের অবস্থা মন্দ নয়। শস্যের মুল্য বৃদ্ধি হইতেছে। রঙ্গপুর।—ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। বগুড়া।—ধান্য নষ্ট হইয়া গেল। পাবনা।—উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিম্ন ভূমির ধান্যের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ। দার্জ্জিলিঙ—উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিম্ন ভূমির ধান্যের অনিষ্ট হইতেছে। কলাই মন্দ হইবে না। ঢাকা।—শস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। ফরিদপুর।—উচ্চভূমির ধান্য নষ্ট হইবে। নিম্ন ভূমির ধান্য উত্তম আছে। বাখরগঞ্জ।—উচ্চ ভূমির ধান্যের অনিষ্ট হইয়াছে। নিম্ন ভূমির ধান্য উত্তম আছে। ময়মনসিংহ।—ধান্যের অবস্থা মন্দ। শ্রীহট্ট শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কাছাড়।—ধান্যের কতক পোকায় এবং কতক অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। চট্টগ্রাম।—ধান্য মন্দ হইবে না। নওয়াখালি।—পোকায় স্থানে স্থানে ধান্যের ক্ষতি করিতেছে, কিন্তু অপর স্থলে ধান্য মন্দ হইবে না। ত্রিপুরা। কোন কোন স্থানে ধান্য নষ্ট হইবে কোথায় মন্দ হইবে না। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশ।—ধান্যের অবস্থা মন্দ নহে। পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা।—অনুমান ছয় আনা ধান্য হইবে। পাটনা।—শস্যের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। গয়া।—শস্যের অবস্থা মন্দ। সাহাবাদ।—জল সিঞ্চন করিয়া কতক শস্যের রক্ষা হইয়াছে। ত্রিহুত।—এখনো যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে অনুমান চারি আনা ধান্য বাঁচিতে পারে। সারণ। শস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, ধান গাছ কাটিয়া গোরুকে দিতেছে। দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। চম্পারণ।— বৃষ্টি না হইলে অনুমান ছয় আনা ধান্য হইতে পারে। মুঙ্গের।— বৃষ্টি অভাবে ধান্যের অনিষ্ট হইতেছে।—ভাগলপুর।—ধান্যের অবস্থা মন্দ। পুর্ণিয়া।—রবিখন্দের অবস্থা মন্দ নয়। কোন কোন স্থানে ধান্য রক্ষা হইবে। দ্রব্যাদির মুল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। সাঁওতাল পরগণা।—ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়, অনুমান অর্দ্ধেক হইতে পারে। কটক। শস্য মন্দ নয়। পুরী মন্দ নয়। বালেশ্বর।—শস্যের অবস্থা মন্দ নয়। হাজারিবাগ।—ধান্য নিতান্ত মন্দ হইবে না, কিন্তু শস্যের মুল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। লোহারডাগা।—ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ।—সিংহভূম। ৫। ছয় আনা অনুমান শস্য হইবে। মানভূম।—ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দোরং নওগাঁ, শিবসাগর প্রভৃতি স্থানের ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। নাগাপাহাড়। শস্য মন্দ হইবে না। খসিয়া পর্ব্বত।—ধান্যের অবস্থা উত্তম।

—০—

আমাদিগের বর্দ্ধমানাস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

এখানকার জল বায়ু পুর্ব্বাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে এমন কি গত ৬। ৭ বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এই উৎকর্ষ স্পষ্টই প্রতীত হয়। এ বৎসর, নিজ বর্দ্ধমানে জ্বর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এক্ষণে যে দুই একটীর মৃত্যু হইতেছে, তাহার অধিকাংশই পুরাতন রোগী, অত্রত্য মহারাজার ও গবর্ণমেণ্টের যে কয়েকটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তথায় যেসকল রোগী চিকিৎসার্থে গমন ও অবস্থিতি

করিয়া থাকে, তন্মধ্যে গত মেলেরিয়ার জ্বর ও প্লীহাক্রান্ত জীর্ণরোগীর ভাগই অধিক। যাহা হউক যাঁহারা কেবল সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া নিজ বর্দ্ধমানকে পুরাতন জ্বরের ও মেলেরিয়ার আবাস স্থান মনে করেন তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত আছেন সন্দেহ নাই।

কি সর্ব্বনাশ! কার্ত্তিকের অর্দ্ধেক অতীত হইতে চলিল তথাপিও এক বিন্দুও বৃষ্টি হইল না, সাধারণের ও দুঃখী শ্রমোপজীবী কৃষকগণের মনে মনে ভরসা ছিল, যে অমাবস্যায় কালিপূজার দিন অবশ্যই বারি বর্ষিত হইবে। হায় এক্ষণে তাঁহারা নিরাশ হইয়া হাহাকার করিতেছে। ধান্য সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে এবং তৎপ্রযুক্ত কি দুঃখী কি গৃহস্থ কি কৃষক কি জমীদার সকলেই সশঙ্কিত হইয়াছে, তণ্ডুলের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতেছি যে, গত সপ্তাহে ২৫ শের (৬০ সিক্কার) হিসাবে, গত ৫ ই কার্ত্তিক ২৩ সের হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল, অদ্য অতি সামান্য চাউল ২১ শেরের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টকে সাবধান করিয়া দিতেছি এবারে যেন ভিন্ন দেশে চাউলের রপ্তানি করা না হয়, যেহেতু এবারে দুর্ভিক্ষ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৮৬৬ খৃ অব্দে সার সিসিল বীডন মহোদয়ের আমলে উড়িষ্যা প্রদেশে যেরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্য হত্যা হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান সার জর্জ্জ কাম্বেল মহারাজার অধিকারে সেরূপ অভিনয় না হয় ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পূজার পূর্ব্বে আমরা অত্রত্য দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গঙ্গাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সুবিচারকত্বাও বহুদর্শিতার বিষয় লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি এক জন পুরাতন বহুদর্শী বিচারপতি হইয়াও অনেক দিনাবধি উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। এই বিষয় আমরা আক্ষেপ করিয়া সোমপ্রকাশ দ্বারা হাইকোর্টের গোচর করিয়াছিলাম, বোধ হয় আমাদের ঐ লেখা দেখিয়াই জষ্টিশ জ্যাকশন মহোদয় উক্ত বিচারপতির প্রতি সদয় হইয়াছেন, এক্ষণে আমরা অতীব আহ্লাদিত হইয়া পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি, সে মান্যবর হাইকোর্ট বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে মেদিনীপুরের জজের অধীন বালেশ্বরের সবরডিনেট পদ প্রদান করিয়া "যদোন যুজাত্তে লোকে বুধস্তেন যোজয়েৎ" এই কথার সার্থক্য সম্পাদন করিয়াছেন।

গত পরশ্ব গোপজাতীয় এক ব্যক্তি একটী মেষ বলি প্রদান করিয়া মদের সহিত উহার মাংস অপরিমিত রূপে ভোজন করে, রাত্রিতে উক্ত ব্যক্তির উদর অপেক্ষাকৃত স্ফীত হয়, পরদিন ঔষধ সেবন প্রভৃতিতে পীড়ার উপশম না হইয়া উক্ত হতভাগ্য ঔদরিক অদ্য প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

আমাদিগের বাইটঘবস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

রেলওয়ে কোম্পানির অব্যবস্থিততা নিবন্ধন সময়ে সময়ে আরোহিগণের যৎপরোনাস্তি অসুবিধা হইয়া থাকে। আমরা অনেকবার সোমপ্রকাশে এ বিষয়ের আন্দোলন করিয়াছি। সুরাপানোন্মত্ত আরোহিদিগকে রেলওয়ে শকটে প্রবেশিত করিবার নিয়ম নাই। কিন্তু পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। আমরা একবার লিখিয়াছিলাম দুইজন মাতাল ইউরোপীয়কে এক খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর শকটে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। এই কাণ্ডজ্ঞান শূন্য আরোহিদ্বয় শকটে যেরূপ উৎপাত করে, তাহা আমরা সোমপ্রকাশ পাঠকগণকে জানাইতে ত্রুটি করি নাই। অদ্য আমরা ঐরূপ একটী বিষয় পাঠকগণকে জানাইতেছি। গত ১১ ই আশ্বিন যে শকট শ্রেণী রাত্রি ৮ টার সময় সিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দে যাত্রা করে, তাহার দ্বিতীয় শ্রেণীর এক খানি শকটে ধরা ধরি করিয়া একজন হতজ্ঞান ইউরোপীয়কে তুলিয়া দেওয়া হয়। এ ব্যক্তি এত মদ্যপান করিয়াছিল যে তাহার [illegible] বসিবার সামর্থ ছিল না। সিয়ালদহ ষ্টেসনে কয়েক জন রেলওয়ে গার্ড উহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া চাবিবদ্ধ করিয়া দেয়। এই সুরাভিভূত-চেতা আরোহী শকটে বমন ইত্যাদি করিয়া অন্যান্য আরোহিগণের সমূহ বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। আমরা প্রেষ্টেজ সাহেবকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ে বিশিষ্ট মনোযোগ বিধান করুন। এরূপ পানোন্মত্ত যাত্রিদিগকে রেলওয়ে শকটে যাইতে দিলে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ ইচ্ছা করিয়া এই অনিষ্টের হেতুভূত হইতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন উন্মত্ত আরোহী শকট হইতে পতিত হয়, অথবা অপরাপর আরোহিগণের কোন রূপ অনিষ্ট সাধন করে, তাহা হইলে কি কর্ম্মচারিগণ তদ্বিষয়ের দায়ী হইবেন না? উন্মত্তদিগকে দ্রুতগমনশীল যানাদিতে যাইতে দেওয়া কি অনিষ্টকর নয়? আমরা ভরসা করি, এরূপ যাত্রিগণ যাহাতে রেলওয়ে শকটে যাইতে না পারে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ বিশেষ সতর্ক হইবেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, গোয়ালন্দের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, জলমগ্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার কার্য্যে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় নাই ময়মনসিংহের সব ইনস্পেক্টর ও পোষ্টমাষ্টার [illegible] হইতেছিলেন, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার নৌকা জলমগ্ন হয়। অন্যান্য [illegible] নৌকার নাবিকগণ উহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে তুলিয়া এখানে আনয়ন করে। বাবু প্রাণশঙ্কর চৌধুরী সব ইনস্পেক্টর সাহেবকে অর্থাদি দিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যে ধীবরগণ উক্ত জলমগ্ন ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করে, প্রাণশঙ্কর বাবু এক বৎসরের জন্য তাহাদিগের খাজনা মাপ করিয়াছেন। এরূপ কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

কয়েকদিন হইল এখানে [illegible]

ব্যাঘ্রে হত হইয়াছে। ধাইটঘর ক্রমে সুন্দর বন হইয়া উঠিল।

কতিপয় দিবস হইল লক্ষ্মণ দাস নামক জনেক কৃষাণের পত্নী একবারে চারিটী সন্তান প্রসব করে। সন্তানগুলি ভূমিষ্ট হইয়া অল্পদিন জীবিত ছিল।

—:০:—

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীকান্তচন্দ্র মণ্ডল, চাঁইপাট। আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার সমগ্র উত্তর দেওয়া অসম্ভব। ৭ ই অক্টোবরের গবর্ণমেণ্ট গেজেট দেখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। তবে আপনার প্রার্থনানুসারে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। যাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর উকীল হইবার ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের এইগুলি আবশ্যক। ১ম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে অথবা হাইকোর্টের তিন জন জজের সমক্ষে এমন পরীক্ষা দিতে হইবে যাহা প্রবেশিকা পরীক্ষার সমান। ২য়। সেই বৎসর নবেম্বর মাসের ১লার মধ্যে পরীক্ষা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরীক্ষকদিগের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ৩য়। সচ্চরিত্রের সার্টিফিকিট দেখাইতে হইবে। ৪র্থ। বয়স ২০ বৎসরের অধিক হওয়া আবশ্যক। ৫ম, পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ২০ টাকা ফি জমা দিতে হইবে। ৬ষ্ঠ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি আরম্ভ করিবার সময় আবার ১৫ টাকা ফি জমা দিতে হইবে। ৭ ম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে হাইকোর্টে আবেদন করিতে হইবে। ইহাতেই বোধ হয় পত্র প্রেরক সন্তুষ্ট হইবেন।

কস্যচিৎ দর্শকস্য। বাবু রাজেন্দ্র কুমার চৌধুরির স্থাপিত ঔষধালয় দ্বারা দরিদ্রদিগের উপকার হইতেছে কি না? পত্রপ্রেরক বারাণসীতে বসিয়া কিরূপে জানিতে পারিলেন? রাজেন্দ্র বাবুর পরোপকারের বিষয় দোষ প্রকাশে অধিক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই। এ বিষয় একবার বলা হইয়াছে।

—:০:—

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমি যাই!

আমি যাই! বঙ্গবাসি! তবে আমি যাই,
অকুল সাগর জলে জীবন ভাসাই।
হা জননি! বঙ্গভূমি! কোথায় রহিলে তুমি
জনমের মত তবে আজ আমি যাই,
মনে রেখ, মনে রেখ, বঙ্গবাসি ভাই!

(২)

এলোকেশি! হা প্রেয়সি! রহিলে কোথায়
নবীন জনম মত জলে ভেসে যায়।
তোমারে পাঠায়ে দিয়ে, ভাবিলাম নিজে গিয়ে
মিলিব তোমার সনে, সে বাসনা হায়!
পূর্ণত হলো না, ধরে রাখিল আমায়।

(৩)

প্রিয়াহীন বঙ্গভূমি হয়েছে আঁধার,
তাই আমি হেন দেশে থাকিব না আর।
চলিলাম সিন্ধু পারে, সে নির্জ্জনে অশ্রুধারে
ভাসিব, জীবন সাধ ঘুচেছে আমার!
লয়েছি সন্ন্যাস আমি ছাড়িনু সংসার!

(৪)

বঙ্গজন বন্ধুগণ! পাপরের তরে
লয়েছ অনেক ক্লেশ সদয় অন্তরে;
ভেবে কি বলিব আর, নমস্কার নমস্কার!
জানাইতে কৃতজ্ঞতা বাসনা অন্তরে,
কিন্তু যাই, থাকিব না প্রিয়া-হীন ঘরে।

(৫)

কেউ ত আমার নাই কে দেয় বিদায়!
তাই আজ বঙ্গভূমি ডাকি মা তোমায়!
দেও মা বিদায় দেও, জননি গো সুখেরও
যাই আমি, কেন আজ বুক ফেটে যায়,
অধীর হৃদয় কেন! সংসারীর প্রায়।

(৬)

হৃদয়রে! সে সুন্দর প্রিয়ার শরীরে
অস্ত্রাঘাত করিয়াছ, এ সময়ে ফিরে
হারালে সে কঠিনতা? আমি যাই এই কথা
বলিতে আকুল আজ ভাস অশ্রুনীরে,
তপস্যা করিতে যাই জাননা তা কিরে?

(৭)

হে মহাত্ম! কি বলিব যাবার সময়
শত্রুতা রাখিয়া যাওয়া উচিত ত নয়,
মার্জ্জনা করিয়া যাই, সুখে তুমি থাক ভাই,
কিন্তু এই নিবেদন করো ধর্ম্ম ভয়,
করোনা কাহারো সুখ আর বিষময়।

(৮)

বঙ্গদেশে লীলা খেলা ফুরাল আমার,
আমি যাই, বঙ্গবাসি তবে নমস্কার!
রেখ হে আমারে মনে, বল পুত্র-পৌত্রগণে
কি কারণে, কি রূপে বা ছাড়িনু সংসার,
প্রিয়াহীন বঙ্গভূমে থাকিব না আর!

হতভাগ্য

শ্রীনবীন

—:০:—

হাতুড়িয়া বৈদ্যের কি ভয়ানক চিকিৎসা।

মহাশয়! আমি ৫ ই কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে যে প্রেরিত পত্র লিখি তাহাতে মহাশয় বিদিত আছেন যে যে প্রদেশে মেলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব তৎতৎ স্থানে হাতুড়িয়াদিগের বড় প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার প্রমাণ প্রদর্শনার্থ আমরা নিম্নলিখিত শোচনীয় ঘটনাটী বিস্তারিত রূপে প্রকটিত করিলাম।

আমাদিগের বাসভূমীর নিকটস্থ কোন্দালিয়া গ্রামে দুই জন কৃষকের দুইটী পুত্র গত কল্য বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একের বয়ক্রম প্রায় ৭-৮ বৎসর ও অপরের অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ন্যুন হইবে। ইহাদের মধ্যে অধিক বয়স্কটী আমার চিকিৎসা দ্বারা পুরাতন মেলেরিয়ার জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া সবলকায় হইয়াছিল; কেবল এপিডেমিকের স্বধর্ম্ম প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে তাহার দুই এক দিন সামান্য জ্বর হইত। অপরটীও উক্ত পীড়ায় বহুদিবসাবধি আক্রান্ত ছিল, কিন্তু তাহার কোন ভাল চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান হয় নাই। এই বালকটীর পিতা কতিপয় প্রতিবাসীর মুখে শুনিল যে তাহাদের একজনের বাটীতে প্লীহা ও যকৃত আরোগ্য করিতে সক্ষম এমন এক ব্যক্তি আসিয়াছে। এই কথা শুনিয়া সে তাহাকে আপন বাটীতে ডাকিয়া আনিল এবং পুত্রের পীড়ার বিষয় আদ্যোপান্ত বলিল। তখন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত ঔষধে অপরাপর কি শিকড় ছিল বলিতে

পারিনা; শুনিলাম যে দোক্তা তামাক জলে ভিজাইয়া সেই জল ও সজনার শিকড়ের ছাল ছেঁচ করিয়া তাহার রস, এই উভয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া তত্তাগ্য শিশুকে সেবন করা। অপর বালকটীর পিতা স্বীয় পুত্র একবারে মেলেরিয়া জ্বর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ভাবিয়া প্রতিবাসীর দৃষ্টান্তানুকরণ করিল। ঐ ভয়ানক ঔষধ উদরস্থ হইবা মাত্র তাহার কার্য্য সমুদায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রোগীর সমস্ত শরীর শীতল ঘর্ম্মে আপ্লুত ও কম্পিত হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে ভয়ানক দারুণ পিপাসা উপস্থিত হইল; নিশ্বাস মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং দেখিতে দেখিতে শরীর অবসন্ন হইয়া তাহাদিগের উভয়েরই মৃত্যু হইল। যে ব্যক্তি ঔষধ সেবন করাইয়াছিল সে এতাবৎকাল তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রস্থান করে। ঔষধ সেবনের প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাহারা আমাকে লইতে আইসে, কিন্তু তৎকালে আমি কোন দূরবর্ত্তী স্থানে রোগী দেখিতে গমন করিয়া ছিলাম সুতরাং সাক্ষাৎ না হওয়ায় তাহারা চলিয়া যায়। এই ঘটনার প্রায় ৪। ৫ ঘণ্টা পরে আমি প্রত্যাগত হইলে তাহারা পুনরায় আমাকে ডাকিতে আইসে। আমি শুনিবা মাত্র তথায় উপস্থিত হইলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দেখিলাম যে উভয়েই অনেক ক্ষণ পূর্ব্বে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। আমি বাহ্যিক আকার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে চক্ষু উন্মীলিত, তারা প্রশস্ত, উদর স্ফীত ও কর্ণ নাসিকায় ও মুখে বমনের চিহ্ন লক্ষিত হইল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি তৎকাল পর্য্যন্ত শিথিল আছে। পোষ্ট মর্টেম একজামিন করিতে না পারাতে অভ্যন্তরিক চিহ্ন সকল বলিতে পারিলাম না। কিন্তু জীবিতাবস্থার লক্ষণ সমূহ শুনিয়া এবং মৃতাবস্থার লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীত হইল যে উক্ত ভয়ানক ঔষধ বিষের কার্য্য করিয়াছে। দোক্তাই ইহার প্রধান কারণ। আমি তাহাদিগকে এবিষয় পুলিসের গোচর করিতে বলিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করি। অদ্য প্রাতঃকালে শুনিলাম যে তাহারা সোনা পুরের সব ইনস্পেক্টরকে জানাইয়াছিল; কিন্তু কেহ ফরিয়াদী না হওয়াতে তিনি মৃত বালকদ্বয়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রীয়ার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে আমরা বারম্বার এই সকল বিষয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতেছি; কিন্তু তাঁহারা এই সকল বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া বধির হইয়াছেন। প্রথমতঃ যদ্যপি এই এবিষয়টী উপেক্ষিত হয় তাহা হইলে এই সকল হত্যাকারী হাতুড়িয়াদিগের দল দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ও নিঃস্ব ব্যক্তিদিগের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইবে। দ্বিতীয়তঃ ফরিয়াদী নাই বলিয়া সব ইনিস্পেক্টর মহাশয় অপঘাত মৃত্যুর পোষ্ট মর্টেম একজামিনেশন ব্যতিরেকে যে অন্ত্যেষ্টিক্রীয়ার আজ্ঞা দেন তাঁহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।

এইরূপ হইলে অনেকেই হত্যা করিয়াও পার পাইতে পারে যেহেতু বিষাক্ত ঔষধ সেবন করান ও অস্ত্র দ্বারা হত্যাকরা এই উভয় বিধ হত্যার [illegible] ইতর বিশেষ নাই। যখন দেখিতেছি যে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করিলে ফরিয়াদী না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী হইয়া তাহার তদারক হয় তখন এরূপ হত্যার বিশেষ রূপ তদারক না হইলে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই নিন্দনীয় হইবেন। উপসংহার কালে প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্ট হইতে এবিষয়টী বিশেষ তদারকের হুকুম হয় এবং যে সকল হাতুড়িয়া হত্যাকারিরা এইরূপে হত্যা করিয়া পার পাইতেছে তাহাদের শাসনের নিমিত্ত কোন বিশেষ আইন জারি হয়।

চাঙ্গড়িপোতা ১২৮০ ১৫ ই কার্ত্তিক } শ্রী অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস,

এপিডেমিক ফিবার এদেশে এরূপ প্রবল প্রতাপ হইয়াছে যে প্রত্যেক গৃহে আবাল বৃদ্ধ বনিতা পীড়িত। কেহ কাহারো তত্ত্বাবধান করে এরূপ সামর্থ কাহারো নাই। জগদীশ্বর দরিদ্রগণকে দুঃখমণ্ডলীর এক মাত্র আধার করিয়াছেন। এরূপ দুরবস্থাতেও এদেশে চিকিৎসক ছিল না। যদিও ধনাঢ্য অধিবাসীগণ কলিকাতা হইতে চিকিৎসক আনাইয়া আপনাদের চিকিৎসাকরণে সক্ষম। কিন্তু অধিকাংশ দরিদ্রদিগের পক্ষে তাহা নিতান্ত দুঃসাধ্য, একারণ আমরা অনন্যগতি হইয়া ইতিপূর্ব্বে দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট একজন ডাক্তর প্রেরণার্থ আবেদন করিয়াছি। উক্ত মহোদয় আমাদিগের প্রতি সাতিশয় অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক একজন নেটিভ ডাক্তর প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদচন্দ্র নাগ তিনি আমাদের দেশে আগমন পূর্ব্বক আন্তরিক যত্ন ও যথাসাধ্য কায়িক পরিশ্রম সহকারে চিকিৎসা করিয়া অসংখ্য জ্বরপীড়িত দরিদ্রগণের প্রাণরক্ষা করতঃ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, এবং সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু জয়নাপ্রসাদ মজুমদার এস্থানে উপস্থিত থাকাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইতেছে। বাবু দেশের হিতসাধনার্থ স্বয়ং প্রতিদিন পদব্রজে প্রাতে ও সায়ং কালে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে রোগীদিগের বাটী পর্য্যন্ত গমন করিয়া অনেক দুঃসাধ্য রোগের যথোচিত চিকিৎসাকরতঃ তাহাদিগকে অনায়াসে সুস্থ করিতেছেন। ইনি অতি সজ্জন ও সদ্বংশজাত এসময় ইনি এস্থলে উপস্থিত না থাকিলে অনেকেই কাল কবলে পতিত হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। এদেশ ইহাঁর এলাকার মধ্যস্থল, এস্থলে ইহার হেডকোয়ার্টার হইলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হই।

সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীযুক্ত সিবিল সার্জ্জন মহোদয় এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগিতার সহিত ঔষধ নির্দেশিত হইলে যথাসময়ে ঔষধ প্রেরণ ও মধ্যে মধ্যে তাঁহার অধীনস্থ ডিস্পেন্সরির সমুচিত তত্ত্বাবধান বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান আছেন।

পরিশেষে আমাদের প্রার্থনীয় এই যে রোগী সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, একজন চিকিৎসক দ্বারা সকলের চিকিৎসা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিতেছে না অতএব শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব

বাহাদুর কিঞ্চিদধিক অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এদেশে আর একজন ডাক্তর প্রেরণ করিলে আমরা চিরবাধিত ও সাতিশয় অনুগৃহীত হই।

ক্ষীরপাই।
৮ ই কার্ত্তিক
১২৮০ সাল } অনুগত শ্রীযজ্ঞেশ্বর পাহাড়ী

:—

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বুদ বুদ সব ডিবিজনের অধীন গোস্বামীখণ্ড প্রভৃতি ১৪।১৫ খানি গ্রামে মেলেরিয়া জ্বরে বহু সংখ্যক লোক পীড়িত হইয়াছে এবং অনেকেরই মৃত্যু হইতেছে। অত্রস্থ অধিবাসিগণের অধিকাংশই অত্যন্ত দুঃখী সুতরাং অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে পারে এমত লোক অতি বিরল। নিকটস্থ কোন স্থলে গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় নাই যে বিনাব্যয়ে তাহারা চিকিৎসা করাইতে পারে, এজন্য চিকিৎসাভাবে বহুদরিদ্র ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইতেছে।

এতৎসম্বন্ধে বুদ বুদ সবডিবিজনের বিখ্যাত লোক হিতৈষী, সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রতাপ নারায়ণ সিংহ রায় বাহাদুরের নিকট আবেদন করায়, তিনি সরেজমিনে ঐ স্থলের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের সমীপে তদ্বিষয়ক সবিশেষ রিপোর্ট করেন। বিগত ৫ ই কার্ত্তিক দিবা ৪ টার সময় বর্দ্ধমানের ডাক্তর সাহেব মহোদয় গোস্বামীখণ্ড গ্রামে পৌঁছিয়া গোস্বামীখণ্ড প্রভৃতি সকল গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীর আবাসগৃহে গমন করত রোগীদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া গোস্বামীখণ্ডে গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন নেটিব ডাক্তর পাঠাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রশংসিত ডাক্তর সাহেব মহোদয়ের এই অভিপ্রায়টী সফল হইলে অনেকের জীবন রক্ষা হইবে সন্দেহ নাই। ফলতঃ দিন দিন যেরূপ মৃত্যু হইতেছে, ইহাতে কালবিলম্বে ডাক্তর প্রেরিত হইলে অনেক ঘর এক কালে শূন্য হইয়া যাইতেছে। অতএব আমরা বিনয় সহকারে ডাক্তর সাহেব মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি কৃপাপূর্ব্বক অবিলম্বে গোস্বামীখণ্ডে আবশ্যকমত ঔষধ ও একজন উপযুক্ত ডাক্তর প্রেরণ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া অনেক নিরুপায় ব্যক্তির জীবন রক্ষা করুন।

গোস্বামীখণ্ড
১২৮০ সাল
৮ ই কার্ত্তিক } শ্রীগঙ্গানারায়ণ মজুমদার

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৪ এ অক্টোবর।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে	১১	৬
তথা হইতে সুরপুর	৫	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে		
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে		
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে		
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে		৩

সন ১৮৭৩ সালের ২৭ এ অক্টোবর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
	১০

বহরমপুর
২৭ অক্টোবর
১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু এক কৌড়ি সিংহ ত্রিবেণী ৫॥০
„ বিনন্দচন্দ্র অধিকারি রাহুতকী ১০
„ শ্রীরাম পাল অনুপনগর ১০
ক্ষেত্রমণি দেবী—গোবরডাঙ্গা ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফঃস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৫০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ২৬ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৩। ১০ ই নবেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা। উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই য়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷৷০ উহাঁর কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—•◎•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে. আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরন এণ্ড কোং।

—০—

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিনফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডবলিউ গলিভার
লেপ্টনেন্ট কর্ণেল আর ই
অফিসিএটিং জয়েন্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্নমেণ্ট পবলিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্ট; ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

ইশতেহার নামা কাছারি রেলওয়ে
ডেপুটী কালেক্টরি এজলাস
শ্রীযুক্ত মে উইলিয়ম হেসাম
সাহেব একটীং রেলওয়ে
ডেপুটী কালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা মুরসিদাবাদের অন্তর্গত রেলওয়ে লাইনের উভয় পার্শ্বস্থিত বাজে অপ্তি বিং শ্রেণীর ১৫৯০/ বিঘা জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব, বর্ত্তমান মাহার ১৫ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইশতেহারের লিখিত নিয়মানুসারে সন ১৮৭৩ সালের ১০ ই নবেম্বর মোং বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২৬ এ কার্ত্তিক সোমবার এবং তদ পরে নিম্ন স্বাক্ষরকারির মোকাম সিদ্ধিয়ার কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমী নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের প্রায় তিন অংশ বর্ত্তমানে আবাদ হইতেছে; অবশিষ্টাংশ স্বল্প ব্যয় করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় কৃষিগণ সন করারে জোত করে এবং নিষ্কর নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

১৮৭৩ ২২ অকটবর } মে উইলিয়ম হেসাম সাহেব একটীং রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টর

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ কার্ত্তিক সোমবার।

সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের প্রিয় রোড সেস এক দুর্ভিক্ষকে সহচর করিয়া বঙ্গদেশে পদার্পণ করিতেছে। এই নবেম্বর মাস তাহার অধিকার কাল। লেপ্টনেণ্ট গবর্নর কি তৎসংগ্রহের অনুমতি বলবতী রাখিবেন? যদি রাখেন, উহা দুর্ভিক্ষকে অধিকতর ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিবেচনায় রোডসেস দূরে থাকুক জমীদারদিগের দেয় নিয়মিত রাজস্ব ও এ বৎসর সম্পূর্ণরূপে আদায় করা কর্ত্তব্য নয়। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব লন, তাঁহারা প্রজাকে ছাড়িবেন না। তাহা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের স্কন্ধে ক্ষার সমর্পণ তুল্য হইবে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের উচিত যে স্থানে

যেমন শস্য জন্মিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া তত্রত্য জমীদার দিগের দেয় রাজস্বের অর্দ্ধ চতুর্থ ও তৃতীয় অংশ পরিত্যাগ করুন। যদি একে বারে পরিত্যাগ করিতে না চান, এবংসর জমীদার দিগকে ঐ পরিমাণে রেহাই করুন, আগামী বর্ষে আদায় করিয়া লইবেন। যদি বলেন, গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগকে খাজনা রেহাই করিলে তাঁহাদিগের নিজের ব্যয় কিরূপে চলিবে। তাহার উত্তর এই, আপৎ কালের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের সঞ্চয় আছে, সঞ্চয় না থাকিলেও তৎকালের উপায় বিধান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দুরূহ হয় না। পক্ষান্তরে জমীদার দিগের অধিকাংশের আপৎ কালের সঞ্চয় নাই, তাঁহাদিগের সঞ্চয় করাও দুরূহ ; প্রজারাই তাঁহাদিগের সঞ্চয় স্থল। সেই প্রজারা যদি অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাঁহাদিগের ভাণ্ডার শুষ্ক হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পীড়া পীড়ি করিলে তাঁহারা যে প্রজাপীড়নে উদাসীন থাকিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

উপসংহার কালে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় সহৃদয় ঐশ্বর্য্যবান জমীদারদিগকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই অবসরে অনাবৃষ্টি কালে ক্ষেত্রে জল সেচনার্থ নিজ নিজ জমীদারী মধ্যে খাল পুষ্করিণী কূপাদি খনন করাইয়া লউন তাহাতে তাঁহাদিগের প্রজাহিতৈষিতা আশ্রিত-বাৎসল্য ও মহানুভাবতা প্রকাশ পাইবে, প্রজারা তাঁহাদিগের অনুরক্ত হইবে অথচ তাঁহাদিগের বিলক্ষণ স্বার্থসিদ্ধি হইবে। ভূমীর খাজনা বৃদ্ধি হইবে এবং ভবিষ্যৎ অনাবৃষ্টিকালে তাঁহাদিগকে প্রজার সহিত বিপদাপন্ন হইতে হইবে না।

ইউরোপীয়েরা এদেশীয় দিগকে।
মনের সহিত ভাল
বাসেন কি না ?

এদেশীয়ে এদেশীয়ে ইউরোপীয়ে ইউরোপীয়ে যেরূপ প্রণয় এদেশীয়ে ইউরোপীয়ে সেরূপ প্রণয় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেরূপ প্রণয় হইবার সম্ভাবনা আছে কি না ? যদি না থাকে তাহার কারণ কি ? এ প্রশ্নের সমাধান বঙ্গদেশের মেলেরিয়া জ্বরের হেতু ওলাউঠার নিদান ও অনাবৃষ্টির কারণ নির্ণয়ের ন্যায় নিতান্ত দুরূহ। ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের প্রতি এবং এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের প্রতি দোষারোপ করেন। সাধু মহাশয় লোকেরা বলেন উভয়ে এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, উভয়ের ভ্রাতৃভাব আছে, অতএব পরস্পর যত্নবান হইলে পরস্পরের প্রণয় ক্রমে বদ্ধমূল হইবে। তাঁহারা এই উদ্দেশে নানা প্রকার সভা ও সুভাষিতা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এই বাক্যগুলি শুনিতে অতি মধুর ও চেষ্টা অতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমরা শুনি ইউরোপীয়েরা সাধারণ গম্য রেলওয়ের এক গাড়িতে এদেশীয়কে দেখিলে বিরক্ত হন, সময়ে সময়ে এদেশীয়কে গাড়ি হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হন না, আপনাদিগের নৃত্য গীত সমাজে এদেশীয়দিগকে যাইতে দেন না, তাঁহারা যেখানে গিয়া বাস করেন, তত্রত্য আদিম নিবাসিদিগকে নির্ম্মূল করেন, তখন আমাদিগকে একান্ত হতাশ হইতে হয়। ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের যে কোনকালে প্রণয় হইবে সে আশা থাকে না। প্রত্যুত আমাদিগের মনে এই আতঙ্ক উপস্থিত হয় ইউরোপীয়েরা কবে আমাদিগকে নির্ম্মূল করেন। আমরা তাঁহাদিগের অনুগ্রহ ছায়ায় বাস করিতেছি। কোন অংশে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা ঘটিলেই বিপদ।

আমাদিগের আতঙ্ক অমূলক হউক, আর সমূলক হউক, এদেশীয়ের সহিত ইউরোপীয়ের যে যথার্থ প্রণয় নাই এটী নিশ্চিত কথা। তবে যে দুই এক স্থানে মিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায় লার্ড বেকন প্রধান ও অপ্রধানে যে মিত্রতার কথা কহিয়া গিয়াছেন, সে সেই মিত্রতা। এদেশীয় যত দিন ইউরোপীয়ের অনুগত রহিলেন, যত দিন চাটু বচন দ্বারাই তাঁহার চিত্ত রঞ্জন করিলেন, তত দিন প্রণয় রহিল। কিন্তু যেক্ষণে এদেশীয় ইউরোপীয়ের সহিত সমকক্ষবৎ আচরণ আরম্ভ করিলেন, অমনি ইউরোপীয় চটিয়া গেলেন, উভয়ের প্রণয় বালির বাঁধের ন্যায় ভাঙ্গিয়া গেল। কয়জন ইউরোপীয় এদেশীয় মিত্র বিপদাপন্ন হইলে তাঁহার বাটীতে আসিয়া তত্ত্বাবধান করেন ? পীড়া হইলে শুশ্রূষা করেন ?

আমরা অকারণ এ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া জাতি বৈর উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছি, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। সে দিন একজন ইউরোপীয় বিরক্ত হইয়া একখানি সংবাদপত্রে লিখিলেন, মধ্য শ্রেণীর গাড়ি এদেশীয় দিগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত; এদেশীয়দিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে দেওয়া হয় কেন ? আর এক দিন আর এক খানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইল একজন ইউরোপীয় একজন এদেশীয় ভদ্রলোকের দ্রব্য সামগ্রী গাড়ি হইতে ফেলিয়া দিলেন। ঐ ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের কোন বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না, তখন বিবাদ বিসম্বাদ হয়ও নাই। এদেশীয় দিগকে এইরূপ ঘৃণা করা কি ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের প্রতিপাদিত ভ্রাতৃভাবের লক্ষণ ? এটী কি উচ্চতম

সভ্যতার ফল? যে খানে এত বিদ্বেষ এত ঘৃণা সেখানে সদ্ভাব হইবার সম্ভাবনা কি? একজন ঘৃণা করিলেন আর একজন ভক্তি করিলেন ইহা কি সম্ভাবিত? এদেশীয়েরাও এই কারণে ইউরোপীয়দিগের প্রতি সন্তুষ্ট নন? ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের যে যথার্থ প্রণয় হয় না ইউরোপীয়ের এই গর্ব্বিত ব্যবহারই তাহার কারণ। তাঁহাদিগের শরীরে বল আছে, তাঁহারা এদেশ জয় করিয়াছেন, এই তাঁহাদিগের অহঙ্কার। এই অহঙ্কারে তাঁহারা এদেশীয়দিগকে মানুষ জ্ঞান করেন না। এদেশের এরূপ অনেক আছেন, তাঁহারা অনেক ইউরোপীয়ের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট। সেই নিকৃষ্ট ইউরোপীয়েরাও শরীরে বল আছে বলিয়া সেই উৎকৃষ্ট এদেশীয়দিগকে ঘৃণা করেন। এটী সামান্য কৌতুকাবহ নহে। ফলতঃ ইউরোপীয়দিগের মনে আপনাদিগকে বড় বলিয়া যে অভিমান আছে, যাবৎ তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া এদেশীয়দিগের সহিত অমায়িক ব্যবহার না করিবেন, তাবৎ এদেশীয়দিগের সহিত অকৃত্রিম মিত্রতা হইবার সম্ভাবনা নাই। যে যে ইউরোপীয় অমায়িক ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের সহিত এদেশীয়দিগের কেবল যে অকপট সৌহার্দ্দ হয় এরূপ নয়। এদেশীয়েরা তাঁহাদিগকে যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন। যে সকল ইউরোপীয় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এদেশীয়দিগের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংসর্গ পরিত্যাগ করেন তাঁহাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল, এদেশীয়দিগের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া এদেশে বাস করা আর ইহাদিগকে ঘৃণা করিয়া স্বতন্ত্র থাকা ইহার অন্যতর কোন্‌টী মহত্ত্বের কাজ ও সুখের বিষয়? যাঁহারা ভারতবর্ষের অন্নে প্রতিপালন হইতেছেন, ভারতবাসিদিগের সহিত মিশিয়া অপর উন্নতিসাধন করা কি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নয়?

আশার কথা।

ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় দেশবাসী সকলেরই মুখ ম্লান হইয়া আসিতেছে; কিন্তু সুখের বিষয় এই, কর্ত্তৃপক্ষেরাও ভীত হইয়া কষ্ট নিবারণের যথা-সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মা লার্ড নর্থব্রুক ব্যস্ত হইয়া সিমলা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন, লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, দেশের ভদ্র লোকদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আগরার দরবার বন্ধ রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিধিমতে প্রজাদিগকে অভয় দিবার চেষ্টা করিতেছেন। লেপ্টেনন্ট গবর্ণরও এই সময়ে তাঁহার কার্য্যপটুতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ইতি মধ্যেই শোণ খাল ও দারজিলিঙ রেলওয়ে নির্ম্মাণের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন; সমুদায় কর্ম্মচারীদিগকে অচিরে কার্য্যারম্ভ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, বিহার প্রভৃতি বিশেষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকলে তণ্ডুল প্রভৃতি প্রেরণের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানিকে ঐ সকল দ্রব্যের ভাড়ার লাঘব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে শোণ খাল দারজিলিঙ রেলওয়ে এবং অপরাপর কার্য্য বিষয়ে গবর্ণর জেনরল এবং লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের আদেশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে শেষোক্ত বিষয়ক একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম, তাহা দেখিলেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে রেলওয়ে কোম্পানিও ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে ব্যবসায়ীরা সেই সকল স্থানে তণ্ডুল লইয়া যাইবে বটে; কিন্তু আমরা পূর্ব্ববারে বলিয়াছি তাহারা শস্য-কৃচ্ছ্রের সময় অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা লইয়া গেলেও দীন দুঃখীদিগের বিশেষ সাহায্য হইবে কি না সন্দেহ। যথেচ্ছ মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে কোন শাসন না থাকিলে, গবর্ণমেণ্ট কার্য্যের উপলক্ষ করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগের হস্তে যে কিছু অর্থ দিবেন তাহাতে তাহারা কুলাইতে পারিবে না যে কষ্ট সেই কষ্ট থাকিবে।

শুনিতে পাওয়া যায় রপ্তানী বন্ধ করিলে চলে কি না বণিকদিগের সহিত সে পরামর্শ চলিতেছে। এ সকল সংবাদ শুনিলে মনে আশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার উদয় হয়। ১৮৬৬ অব্দের দুর্ভিক্ষের সময় যে কমিশন নিযুক্ত হয় কাম্বেল সাহেব তাহার সভাপতি ছিলেন, সুতরাং সে সময়ের কষ্টের কথা তাঁহার হৃদয়ে চির-মুদ্রিত হইয়া আছে এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের সদুপায় কি তাহাও তাঁহার চিন্তা করা আছে। এটী আবার বিশেষ আশ্বাসের কারণ। লোকে যে প্রকার হাহাকার করিতেছেন এখনো সেরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হয় নাই; গত বৎসরের ধান্য প্রায় ফুরাইয়া আসিল; এবারে দুই চারি আনা ধান্য হইবে তাহাতেও দুই চারি মাস চলিবে; কিন্তু আগামী বর্ষাকালই বিশেষ ভয়ের সময়। অন্যান্য বর্ষেও সচরাচর এই সময়ে ধান্যাদি কিছু দুর্ম্মূল্য হয়, এবারে সর্ব্বনাশ। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের বেলা এই কালেই বিশেষ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। সেই সময়ের জন্য এখন হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত, রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেশে কত ধান্য আছে বা কত দিন চলিবার সম্ভাবনা তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই

ব্রহ্মদেশে এবার প্রচুর ধান্য হইয়াছে সেখান এবং মান্দ্রাজ হইতে তণ্ডুল আমদানী করিয়া এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে যব গম প্রভৃতি আমদানী করিয়া গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি গোলাজাত করিয়া রাখা উচিত। অন্য ব্যবসায়ীরা এ সময়ে এত টাকা বসাইয়া রাখিতে চাহিবে না। এবং এত ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্য করিলে সে সময়ে কিছু অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভ করিতে পারেন। অনেক মহাজনের নিকট এখন অনেক ধান্য সঞ্চিত আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিলে ভবিষ্যতের জন্য রাখিবার উপায় হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট তথায় এই সকল জানিবার উপায় অবলম্বন করুন। রাজ কর্ম্মচারি নিয়োগ দ্বারা জানিবার চেষ্টা করিতে গেলে জানিতে পারিবেন না, কারণ দেশের অজ্ঞ লোকেরা মনে করিবে যে বোধ হয় সে সকল কাড়িয়া লওয়া গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, কিম্বা নূতন কোন টাক্স করার অভিপ্রায়, সুতরাং তাহারা প্রকৃত কথা প্রকাশ করিবে না। গোপনে জানিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইবার অধিক সম্ভাবনা।

—:::—

সৎ আইন কিম্বা সৎ শাসন কর্ত্তা ভারতবর্ষের পক্ষে অধিক আবশ্যক কি?

ইংরাজদিগের নিকট আইনের যত আদর রাজার তত আদর নয়। ইংরাজেরা এক এক আইনের এক একটী অক্ষরের জন্য রক্ত-পাত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডের গত ৭০০ ৮০০ বৎসরের ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসন করার প্রথা থাকাতে ইংলণ্ডের আইন অত্যন্ত জটিল ও দুর্গ্রহ হইয়া পড়িয়াছে। কোন বিল পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করিলে দলাদলি নিবন্ধন দশ জন তাহাতে দশ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন এবং অবশেষে হয় সে আইন প্রচলিত হইতে পায় না নতুবা দশটী ধারা, বিংশতিটি উপধারা, বিংশতিটী অতিরিক্ত কথা এইরূপে সেই আইনের অঙ্গ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। এই কারণেই কোন অসৎ আইনের সংশোধন করা ইংলণ্ডে যত দুষ্কর অপর স্থানে সেরূপ নহে। ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাচার প্রণালী প্রচলিত থাকাতে অপর অনিষ্ট যাহা কিছু থাকুক এখানকার আইন বড় সরল ও সুগ্রহ। ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড তাহার প্রমাণ স্থল, এমন পরিষ্কার সরল ও সুগম আইন জগতে অধিক আছে কি না সন্দেহ। সৌভাগ্য ক্রমে এই সকল আইন প্রস্তুত করিবার ভার কতকগুলি উদার-প্রকৃতি ও প্রভূত-বুদ্ধি শক্তি-সম্পন্ন লোকের উপরে পড়িয়াছিল। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে এমন সুন্দর করিতে পারিয়াছিলেন।

যিনি যাহাই বলুন আইনের জটিল ভাবকে আমরা কখনই প্রার্থনার বিষয় মনে করি না। বিশেষ ভারতবর্ষে। এই আইন রূপ অস্ত্র দ্বারাই দেশের ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকেরা দরিদ্র ও অজ্ঞদিগকে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। আইন দুর্ব্বলের রক্ষক না হইয়া অনেক সময় দুর্ব্বলের পীড়নের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া থাকে। আইনের সংখ্যা যত অল্প হয় এবং সাধারণের পক্ষে যত সুগম হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের আইন ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। আইন কর্ত্তারা ইংরাজ, ইংলণ্ডে তাঁহাদের আইনের শিক্ষা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা মনে করেন ভাল ভাল আইনের সৃষ্টি করাই ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি করিবার পথ। সেই জন্য তাঁহারা হিমালয়ের সুশীতল ও সুখদ অধিত্যকাতে বসিয়া এক বিলের পর অপর বিল এক আইনের পর অপর আইন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা এবিষয়ে দুইটী প্রধান কথা বিস্মৃত হইয়া কার্য্য করেন। প্রথমতঃ প্রজারা সে আইন প্রার্থনা করে কি না? দ্বিতীয়তঃ সেই আইন এই বিংশতি কোটি নির্ব্বাক প্রাণীর সুবিধা জনক হইবে কি না? যাহাদিগের জন্য আইন, তাহাদের সে আইনের আবশ্যকতা না থাকিলে তাহা করা বিফল। যদিও তাহাতে কোন বিশেষ মঙ্গল সংকল্প থাকে, তাহাও তাহারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না বরং কোন গূঢ় দুরভিসন্ধির আশঙ্কা করিয়া অনেক সময় বিরক্ত হয়। এই জন্যই "প্রয়োজনের অনুরোধে আইন" এটী সভ্য রাজনীতির একটী শ্রেষ্ঠ মত।

দ্বিতীয়তঃ আইন কর্ত্তারা বিদেশী কোন আইন কি প্রকার হইলে এদেশীয়দিগের বিশেষ উপযোগী হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ নহে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাদিগের কষ্ট দূর করিবার জন্য যে আইনের সৃষ্টি করেন তাহাতে অনেক সময় কষ্টের লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। আমাদের আইন কর্ত্তাদিগের মধ্যে কাহারই প্রায় ভারতবর্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই। বিলাত হইতে আভাঙ্গা লোক ধরিয়া মন্ত্রী করিলে এ উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হইবে না। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ইংলিসম্যান এখানকার বারিষ্টার এবং বিচারক শ্রেণী হইতে আইন সংক্রান্ত মন্ত্রী নিয়োগের পরামর্শ দেন। দেশীয় জজ কিম্বা দেশীয় বারিষ্টারদিগকে নিযুক্ত করা তাঁহার পরামর্শ কি না প্রকা

শিত হয় নাই বোধ হয় এদেশীয়দিগকে এতদূর ক্ষমতা দেওয়া তাঁহার পরামর্শ না হইতেও পারে। সে যাহা হউক, বিলাতের আভাঙা লোক অপেক্ষা এখানকার সাহেবদিগকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলে এ অভাব কতক দূর হইতে পারে বটে; কিন্তু দেশীয়দিগকে যত দিন সে বিষয়ে অধিকার দেওয়া না হইবে তত দিন এ পক্ষে কখনই আশানুরূপ ফল হইবে না। গবর্ণমেন্ট মধ্যে মধ্যে এক এক জন দেশীয় বড় বড় রাজা ধরিয়া গবর্ণর জেনারলের কাউন্সিলে বসাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহাদের সাক্ষিগোপালের ন্যায় বসিয়া থাকা মাত্র। আইনের তর্ক বিতর্কে অগ্রসর হইতে পারেন তাঁহাদের সে প্রকার শিক্ষা নাই। বিশেষ ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র প্রজার অবস্থা বিষয়ে তাঁহারা সাহেবদিগের অপেক্ষাও বোধ হয় অধিক অনভিজ্ঞ। এরূপ লোক লওয়া কেবল অধিকার দেওয়ার ভাণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র সুপ্রিম কাউন্সিলের সভ্য হইবেন বলিয়া জনশ্রুতি উঠিয়াছিল; কিন্তু শরতের মেঘের ন্যায় তাহা কোথায় চলিয়া গিয়াছে চিহ্ন মাত্রও নাই। সেই জনশ্রুতি যাহাই হউক, এই রূপ দক্ষ ও সকল শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ লোক লইলে ভাল হয় বটে; কিন্তু তাঁহার মত লোক বোধ হয় কখনই সাক্ষিগোপাল হইয়া থাকিতে ভাল বাসিবেন না। লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের সভাতে ত কয়েকজন এদেশীয় সভ্য আছেন, কই তাঁহাদের থাকার বিশেষ ফল দর্শিতেছে না কেন? ইঁহারা থাকিয়াও ত লেপ্টনন্ট গবর্ণরের যথেচ্ছাচারিতার খর্ব্ব করিতে পারিতেছেন না এবং দেশের লোকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারিতেছেন না। আর যে উদ্দেশ্যে ইহাঁদিগকে নিযুক্ত করা তাহাই বা কই সুসিদ্ধ হইতেছে? দেশের কয় জন লোক জানে যে অমুক রাজা, অমুক বাহাদুর, অমুক খাঁ উপস্থিত থাকিয়া রোডসেস আইন প্রচলিত হইয়াছে। কে তাহার জন্য কৃতজ্ঞ?—

ফল কথা এই এদেশের লোকে আইন তত বুঝে না। আজিও তত দূর সভ্যতার অবস্থা হয় নাই। শাসন প্রণালী অপেক্ষা শাসন কর্ত্তার উপর দেশের লোকের অধিক দৃষ্টি। এদেশীয়দিগকে অনুরক্ত করিবার ইচ্ছা থাকে ভাল ভাল আইন সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হইও না, ভাল ভাল শাসন কর্ত্তা আনিয়া দেও। যাঁহারা প্রজার দুঃখে দুঃখী ও প্রজার সুখে সুখী হইবেন; প্রতিদিন দীন দরিদ্র প্রজাদিগের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের কষ্ট নিবারণ ও শুভ সাধনের চেষ্টায় থাকিবেন, এবং স্নেহ ও অনুগ্রহ দ্বারা বশীভূত করিবেন। এরূপ একজন শাসন কর্ত্তার গুণে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের প্রতি লোকে যত অনুরক্ত হয় দশটা উৎকৃষ্ট আইনে তাহা হয় না। এদেশীয়েরা কি এমনি নরাধম যে কৃতজ্ঞতার কারণ দেখিলে কৃতজ্ঞ হয় না? কখনই নহে। অধিক কি ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের সময় যখন ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখনও সার হেনরি লরেন্স ও সার জন লরেন্স প্রভৃতির নামের গুণে কত কাজ হইয়াছিল? ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া লার্ড নর্থব্রুক ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন, এ সংবাদে কোন বাঙ্গালির হৃদয় না কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা ইউরোপীয় জাতিদের ন্যায় প্রতিহিংসাপ্রিয় নহে, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে এত দিন ইংরাজেরা সুস্থির হইয়া রাজ্য করিতে পারিতেন না। আয়ারলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে [illegible] তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। এমন আশুতোষ প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিতে আবার ভাবনা কি? লেপ্টনন্ট গবর্ণর ত দেশের লোককে এত বিরক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের সময় তিনি যে প্রকার ব্যস্ত হইয়াছেন তাহাতে সকলেই মনে মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে এবং অবশেষে যদি তিনি প্রজাদিগের রক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তিনি যখন বিদায় লইবেন এদেশের অনেক নর নারী তাঁহাকে কাঁদিয়া বিদায় দিবে। বিদেশীয় লোক, যাঁহারা প্রজাদের সকল কষ্টের কথা জানেন না, তাঁহাদের একটু স্নেহ মাত্র দেখিয়া যখন এদেশীয়েরা এত বশীভূত হয় তখন এদেশীয় লোক, যাহাঁরা প্রজাদিগের অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের দ্বারা কত গুণে অধিক ইষ্ট সাধন ও প্রজার ভক্তি উদ্দীপনের সম্ভাবনা? গবর্ণমেন্ট যে এই কথাটী আজিও বুঝিতে পারিতেছেন না এই আশ্চর্য্য!!

গবর্ণমেন্টেরও এ বৎসর দুর্ব্বৎসর।

কেবলমাত্র দরিদ্র বঙ্গবাসিদিগেরই এ বৎসর দুর্ব্বৎসর নয়, গবর্ণমেন্টকেও এবারে বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে। গবর্ণমেন্টের আয়ের যে কয়টী দ্বার আছে ভূমির কর ও অহিফেনের কর তাহার মধ্যে প্রধান।

ভূমির কর সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবার জমিদারদিগকে কিছু কিছু ছাড়িয়া না দিলে অনেক জমীদারকে বিপন্ন হইতে হইবে। অনেকে জমীদারি রক্ষা করিতে পারিবেন না এবং প্রজাদিগের উপর সমূহ উৎপীড়ন হইবে। এ প্রস্তাবে ভূমির কর সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে ক্ষতিগ্রস্ত

এবিষয়েও বোধ হয় গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইতেছে, কারণ এরূপ শুনা যাইতেছে যে বৃষ্টির অভাবে এ বৎসর অহিফেণের চাষও ভাল হয় নাই। বিহার প্রদেশে যথেষ্ট অহিফেণ জন্মিয়া থাকে, এবার বৃষ্টির অভাবে সে প্রদেশে অহিফেণও ভাল জন্মে নাই। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার একজন সংবাদদাতা এই সকল স্থান স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন, "এবার ধান্যের এবং অহিফেণের বিশেষ ক্ষতি হইবে। মিংড়িয়ার ৩৬ বৎসর এই প্রদেশে আছেন তিনি এমন ক্ষতি কখন দেখেন নাই। মুঙ্গেরের অহিফেণের ফসলের অবস্থা বড় মন্দ। আমার সংস্কার ইহা অপেক্ষা আর অধিক মন্দ হইতে পারে না" এ অংশেও গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে।

একদিকে আয়ের এই রূপ ব্যাঘাত অন্যদিকে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যে সকল কার্য্যারম্ভ করিবার পরামর্শ করিতেছেন তাহাতে ব্যয়ের যথেষ্ট বৃদ্ধি হইবে। কিরূপে এত ব্যয়ের সঙ্কুলান হয়। এই সকল অবস্থার জন্যই গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ইনকমটাক্সকে অসময়ের বন্ধু বলিয়া মনে করেন কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক ত তাহা বন্ধ করিয়াছেন; তবে শূন্য রাজকোষ পরিপূরণের অন্য কি উপায়ান্তর আছে; রোডসেস সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য বলিয়াছি; এ বৎসর রোডসেসের জন্য টানাটানি করিলে প্রজাদের কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। যাহাদের স্ত্রীপুত্রের হাহাকার নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট পবলিকওয়ার্ক আরম্ভ করিতেছেন, যাহাদের হস্তে কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চার করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন, আবার কোন প্রাণে তাহাদের প্রাণোপার্জ্জিত সেই অর্থ শোষণ করিবেন? লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে দয়া করিয়াও এ বারে মার্জ্জনা করিতে হইয়াছে।

তবে গবর্ণমেণ্টের আয়ের উপায়ান্তর কি? পবলিক ওয়ার্ক হিসাবে ঋণ করা। এ উপায়টী সহজ বটে। গবর্ণমেণ্ট অনেক ঋণ পাইতে পারেন। কিন্তু এই ঋণ রূপ মেঘ দেখিয়া আমাদের শঙ্কা হয়। ইতি পূর্ব্বেই এখানে এবং ইংলণ্ডে যথেষ্ট ঋণ আছে, তাহার উপর আবার ঋণ বৃদ্ধি। হয় ত কোন নূতন সর রিচর্ড টেম্পল আবার আসিবেন, আসিয়া বলিবেন কি এত ঋণ। আমি আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিয়া দিব এবং ঋণ শোধ করিব। এই বলিয়া হয় ত কোন নূতন টাক্সের প্রস্তাব করিয়া বসিবেন। এবং দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি ভবচন্দ্র ডিউক এবং তাঁহার গবচন্দ্র মন্ত্রী গ্রাণ্ট ডফ তখনো পদস্থ থাকেন, আবার এই ইনকম টাক্স বেশান্তর পরিধান করিয়া উপস্থিত হইতে পারে। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ফসেট সাহেবের কথার উত্তর দিবার সময় এক কাল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া রাখিয়াছেন 'আবার ইনকম টাক্স প্রচলিত করা আবশ্যক হইতে পারে"। ফসেট তাঁহার উত্তরে বলেন "পারে, কেন? ভারতবর্ষীয় রাজস্বের আয় ব্যয়ের এরূপ গোলযোগ থাকিলে অবশ্যই হইবে। আমরাও বুঝিতে পারিতেছি, ঋণ বৃদ্ধি হইলে ইনকম টাক্স না হউক রোডসেসের ন্যায় অথবা তাহা অপেক্ষা ক্লেশকর কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

এখন উপায় কি? পার্লেমেণ্ট মহা সভায় সাক্ষ্য দিবার সময় লার্ড লরেন্স ডিসেণ্ট্রালিজেসনের "অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পৃথক করার বিরুদ্ধে যতগুলি যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী এই—কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিপদ ঘটিলে অপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টেরা সাহায্য না করিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমুদায় স্থানের রাজস্বের নিয়োগের ভার থাকিলে তিনি আবশ্যক মত ব্যয় করিতে পারেন। এই ত লার্ড লরেন্সের কথার একটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইয়াছে। "ইম্পিরিয়াল ট্রেসরিতে" কত টাকা আছে আমরা জানি না, যে সকল কার্য্যের প্রস্তাব হইতেছে সে সমুদায় নির্ব্বাহ তাহা হইতে হইবে কি না, তাহাও জানি না। আমাদের "সিষ্টার প্রেসিডেন্সিরা" অর্থাৎ মান্দ্রাজ ও বম্বাই গবর্ণমেণ্ট কি এ সময় উদাসীন থাকিবেন? ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট বলিয়া কি তাঁহারা সাহায্য করিতে চাহিবেন না? তাঁহাদের ধনাগারে যদি উদ্বৃত্ত টাকা থাকে কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পৃথক হউক সকলে ত এক মহারাণীর প্রজা এবং এক গবর্ণমেণ্টের ও অধীন, আমরা বাঁচিলে অসময়ে তাঁহাদিগেরও সাহায্য করিতে পারি।

উপসংহারকালে আমরা ভারতবর্ষের সকল স্থানের ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা অগ্রসর হইয়া কাম্বেল সাহেবের শুভ অনুষ্ঠানে সাহায্য করুন গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দায় হইতে মুক্ত করুন, বিপন্ন বঙ্গবাসীদিগকে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করুন এবং ভবিষ্যৎ টাক্সের আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি দিন।

রায় দীনবন্ধু মিত্র।

নীল দর্পণের গ্রন্থকার আর এ জগতে নাই। এই বিষাদের সংবাদে অনেক বঙ্গবাসী ও বঙ্গবাসিনীর চক্ষে জল পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা দীনবন্ধু বাবুর রচনা শক্তি ও কবিত্ব সম্বন্ধে অনেকবার অনেক কথা বলিয়াছি। এমন কি সে দিনও তাঁহার

"কমলে কামিনীর" দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ দেশের একটী অহঙ্কারের ধন নষ্ট হইল এ কথা কে অস্বীকার করিবে ; তাঁহার কি মরিবার সময় হইয়াছিল। এই অসময়ে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে চির দুঃখিনী ও শিশু সন্তানদিগকে পিতৃহীন করিয়া তিনি পর লোকে প্রস্থান করিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার ছিল না; তাহা আমরা বলিতেছি না ; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অনেক সাধুতা ও সদ্ভাব নিহিত ছিল তাহা তাঁহার গ্রন্থেই সুপ্রকাশ। তিনি নিন্দনীয় কোন কার্য্য যদি কখন করিয়া থাকেন, তাহা বন্ধুতার অনুরোধে। এমন বন্ধুপ্রিয় লোক অতি অল্প দেখা যায়। দুই দিন যাহার সহিত আলাপ হইত তিনি তাহাকেই ভাল বাসিয়া ফেলিতেন এবং উত্তরোত্তর সেই ভাল বাসা বর্দ্ধিত হইত। কোন সহযোগী বলিয়াছেন তাঁহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রশংসা এই যে তিনি কাহাকেও শত্রু রাখিয়া যান নাই।

তিনি যে বিভাগে কর্ম্ম করিতেন তাহাতেও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি স্বকর্ত্তব্যের অনুরোধে কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশের সকল স্থানে যাইতে হইত, সকল প্রকার লোকের সহিত মিশিতে হইত। তাঁহার প্রত্যেক নাটকে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহার দক্ষতা স্বীকারবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তিনি রায় বাহাদুর উপাধি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর অতি কঠিন কঠিন কার্য্যের ভার দিতেন। গত লুসাইযুদ্ধের সময় তাঁহারই উপর ডাকের পথ নির্ণয় করিবার ভার হইয়াছিল। তিনি যে প্রকারে কার্য্য করিতেন তাহাতে তাঁহার উত্তরোত্তর পদবৃদ্ধি হওয়াই উচিত ছিল কিন্তু যে জন্য একজন ইংরাজ প্রার্থী হইলে এদেশীয়দিগের পাইবার আশা থাকে না সেই জন্যই তিনি উন্নত হইতে পারেন নাই। তিনি এত কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও যে এত পুস্তক রচনা করিবার সময় পাইয়াছিলেন, ইহাও অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা হউক, তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশের আর একটী দুর্ভাগ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল।

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ কার্ত্তিক সোমবার।

গত শনিবার ভারতবর্ষীয় গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় গবর্ণর জেনরল এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তিনি এক্ষণে আগ্রা কিম্বা লক্ষ্ণৌএ দরবার করিতেছেন না। গবর্ণর জেনরল এই উভয় স্থানে গমন করিবেন এবং এদেশীয় রাজা ও সর্দ্দারগণকে আহ্বান করিবেন কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন তাঁহারা যেন অধিক সংখ্য লোক জন সঙ্গে লইয়া না আইসেন। লার্ড নর্থব্রুক এ সময়ে দরবার বন্ধ করিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন কিন্তু তিনি শীঘ্র রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন আমাদিগের এ ইচ্ছা নয়; এরূপ বিপদের সময় প্রধান শাসন কর্ত্তার রাজধানীতে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

গত শনিবারের ইংলিসম্যানে লিখিত হইয়াছে, ১৮৫৮ অব্দে কোম্পানির রাজত্ব রাজ্ঞীর হস্তগত হয়। অদ্য তাহার সাম্বৎসরিক দিবস। এই পঞ্চ দশ বৎসরের মধ্যে দেশের কি বিশেষ উপকার হইয়াছে ? যদি এই প্রশ্ন করা যায়, অতি অল্প লোকেই ইহার অনুকূল উত্তর দিবেন সন্দেহ নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন কোম্পানির রাজত্ব কালে লোকে অনেকাংশে সুখী ছিল, ভারত বর্ষ রাজ্ঞীর খাস হওয়া অবধি কেবল লোকের ক্রন্দন ও কষ্টেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। একথা বড় অযথার্থও নয়। এই পঞ্চ দশ বর্ষের মধ্যে চারিটী দুর্ভিক্ষ, তিনটী বাত্যা, ছয়টী জল প্লাবন হয়। তদ্ভিন্ন সাংক্রামিক জ্বর ওলাউঠা প্রভৃতিতে দেশ উৎসন্ন এবং টেম্পল ও কাম্বেল প্রভৃতি ধুমকেতুর কর প্রভাবে লোকে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে।

আগামী শনিবার অবধি সমুদায় ইণ্ডিয়া গেজেট পুনরায় কলিকাতায় প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইবে।

২০ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, অম্বালার লেপ্টনণ্ট অনরেবল এফ, জি বেরিজের অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে।

একজন ভ্রমণকারী সোয়াটের আখুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, রুশীয় গবর্ণমেণ্ট আখুন্দের নিকট কতক গুলি উপহার প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি সেগুলি গ্রহণ করেন নাই, কাশগারে ফিরিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

গত অক্টোবর মাসে ১৭১৩৪ জন ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শন করিতে যান। এদেশীয়ের মধ্যে ১৫২১৯ জন পুরুষ ও ১০৫৯ জন স্ত্রীলোক, এবং ইউরোপীয়ের মধ্যে ৫০৪ পুরুষ এবং ১৫২ স্ত্রীলোক গমন করেন।

একজন ব্রাহ্মণ একটী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ৯০০ এবং আর একটী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ১০০ টাকা এই বলিয়া ঠকাইয়া লয় যে, সে ঐ টাকায় তাহার উপাস্য দেবতাগণের পূজা দিলে তাঁহারা ঐ স্ত্রীলোকদিগকে মাটিতে পোতা ধন বাহির করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণ গত শনিবার হাইকোর্টের বিচারে অর্পিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এক্ষণে অর্থের উদ্ধারের পরিবর্ত্তে আপনার উদ্ধারার্থ নিজ উপাস্য দেবতাগণের পূজা দিন।

সম্প্রতি লিবরপুলে একটী বালককে বিড়ালে কামড়ায়, উহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। শৃগাল কুকুরের কথাই শুনা গিয়াছিল বিড়ালে কামড়াইলে মৃত্যু হয় একথা এতদিন শুনা যায় নাই, তবে বিলাতি বিড়ালের কথা বলা যায় না।

লক্ষ্ণৌএ একজন সাহেবের গাড়ি চাপা পড়িয়া একজন এদেশীয়ের মৃত্যু হওয়াতে সাহেবের ৩০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। আসেসরেরা সাহেবকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। আসেসরেরা নির্দ্দোষ বলিলেও বিচারপতি একজন এদেশীয়ের হত্যাপরাধে যে একজন সাহেবের ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন ইহাতে আমরা

তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল, সিংহল দ্বীপে ইলু এবং পালী ভাষার উন্নতি জন্য ঐক দ্বীপে একটী বৌদ্ধ কালেজ খোলা হইবে।

দুধে জল মিশাইয়া বিক্রয় করাতে লণ্ডনের কয়েকজন গয়লার যে জরিমানা হয় তাহাতে সকল গয়লা মিলিয়া এক সভা করিয়া দুদ্ধের মূল্য বৃদ্ধি করিবার সংকল্প করিয়াছে।

হাইদ্রাবাদে ট্রামওয়ে করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সর সালার জঙ্গ এনিমিত্ত একজন উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত করিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সিমলাস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, আগামী গ্রীষ্মের জন্য সিমলার বাটী সকল পুনরায় লওয়া হইয়াছে। লার্ড নর্থব্রুকের সিমলা পাহাড় বড় ভাল লাগিয়াছে। তিনি যত দিন ভারতবর্ষে থাকিবেন, প্রতি গ্রীষ্ম কালে সিমলায় যাইবেন। সিমলা পাহাড় কাহার অধিক ভাল লাগিয়াছে, সংবাদদাতার, কি, লার্ড নর্থব্রুকের, আমরা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

কৃষি সমাজের প্রতিনিধি সেক্রেটারি উড সাহেব বৃহস্পতিবারের ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন, সে দিন পুর্নিয়াতে এক প্রকার বীজ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; ইহার কয়েক দিন পুর্ব্বে আর একবার একরূপ বৃষ্টি হয়, বীজ গুলি কি গাছের, তত্রত্য অধিবাসীরা বলিতে পারে না। উড সাহেব উহার কতক গুলি বীজ ইংলিসম্যান সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছেন। এদিকে মিরর লিখিয়াছেন, পুর্নিয়াতে ক্রমাগত মটরের ন্যায় এক প্রকার বীজ বৃষ্টি হইতেছে, তদ্দেশবাসীরা ইহাকে কুকুরছিটা কহে। কেহ কেহ বলেন, নিকটবর্ত্তী তেরাইয়ে ঐ কুকুরছিটা অনেক পাওয়া যায়, ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন, ঘুর্ন বাতাসে ঐ বীজগুলি আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ঘুর্ন বাতাস হইয়াছে কি না কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক ইহার প্রকৃত কারণ স্থির হয় নাই।

গঙ্গার উপর যে সেতু হইতেছে, গত কল্য তথায় একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শিকল দিয়া একটী লৌহ কড়ি তুলা হইতেছিল, হঠাৎ শিকল ছিঁড়িয়া উহা নিম্নের একটী পণ্টুনের উপর পতিত হওয়াতে কয়েকজন খালাসি ও তিন জন ইউরোপীয় জলমগ্ন হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ক্রমেই রেলওয়ে দুর্ঘটনার আধিক্য হইতেছে।

বঙ্গদেশের ন্যায় মান্দ্রাজেও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এ নিমিত্ত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

ডেঙ্গু অবশেষে বঙ্গলখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।

মণিংডীম বলেন, ১৮৭২।৭৩ অব্দে বঙ্গ দেশের আবগারি হইতে গবর্ণমেণ্টের ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। পুর্ব্ব বৎসর ৬৫ লক্ষ টাকা হয়। ইহার গত ৫ বৎসরে মোটে প্রতি বৎসর ৬১ লক্ষ করিয়া টাকা আবগারি হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের আর কিছুতে যত হউক না হউক আবগারি বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি দেখা যাইতেছে।

শ্যামের রাজা ব্যাঙ্ককের রাস্তা ঘাটের উন্নতি বিধানার্থ যত্নবান হইয়াছেন। একটী মিউনিসিপালিটী স্থাপনের মানস করিয়াছেন। শ্যাম রাজ যে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এ গুলি তাহার ফল।

ইন্দোর হইতে নিমক পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইবার কথা হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উহার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন।

বারাণসীর রাজা আগ্রায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি মথুরা এবং ভরতপুর দর্শন করিয়া দরবারে প্রত্যাগমন করিবেন।

২১এ কার্ত্তিক বুধবার।

এ দিগে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে, ওদিগে আবার নওয়াখালি মুঙ্গীর ভুলুয়া প্রভৃতি স্থানে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে।

হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ প্রিন্সেপ সাহেব কল্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারার্থ সিলেটে গমন করিবেন।

জানজিবার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সমুদ্রপথে দাস ব্যবসায় বন্ধ করাতে আরব দেশীয় দাস ব্যবসায়ীরা ভূমিপথে দাস প্রেরণ করিতেছে।

মিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল, আবাকাশা নামক এক ব্যক্তি টাইগ্রির সিংহাসন প্রাপ্তির আশয়ে আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেয়, টাইগ্রের প্রকৃত রাজা কাশী (এক্ষণে ইনি আবিসিনিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোহানি এই নামে অভিহিত হন) উহাকে ধরিয়া উহার কর্ণমধ্যে বারুদ পুরিয়া আগুন দিবার আজ্ঞা দেন, আগুন দিবামাত্র মস্তকটী ফাটিয়া চূর্ন হইয়া যায়। ইনি ইতি পূর্ব্বে প্রায় ২৭ জন বন্দীর দক্ষিণ হস্ত এবং বামপদ আপনার সম্মুখে কাটিয়া ঐ হতভাগাদিগকে সিংহ ব্যাঘ্রের সম্মুখে নিক্ষেপ করে। কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা!! নিরো কি পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে?

লার্ড নর্থব্রুক গত শনিবার কলিকাতার কয়েকজন প্রধান প্রধান বণিককে আহ্বান করেন, কলিকাতায় কত চাউল মজুত আছে, তাহা জানাই উহার উদ্দেশ্য। কলিকাতায় এক্ষণে ৭।৮ লক্ষ মণ চাউলের অধিক নাই। চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে।

পুর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানিও ধান্য চাউল প্রভৃতির ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, বিচারপতি ফিয়ার অদ্য হাজারিবাগ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

গত রাত্রিতে এখানে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বগ্রাস হইবার কথা ছিল, সর্ব্বগ্রাসই হইয়াছিল, পূর্ণিমার রাত্রি অবিকল অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় হইয়াছিল।

১৮ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২৩১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, উহার পূর্ব্বসপ্তাহে ২২৬ জনের মৃত্যু হয়।

গতকল্য হুগলীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমা উপস্থিত হয়। জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট মহান্তকে সেসিয়নের বিচারে অর্পণ করিয়াছেন। সেসিয়ন জজ প্রিন্সেপ সাহেব বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারার্থ সিলেটে যাইতেছেন, সুতরাং দায়রার বিচার ডিসেম্বরের পূর্ব্বে হইতেছে না। মহান্তকে হাজত দেন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মহান্তের বারিষ্টার জ্যাকসন সাহেবের যত্নে তাহা হয় নাই, পূর্ব্বের ন্যায় মহান্ত জামিনে মুক্ত আছেন। সাক্ষী মহেশচন্দ্র ভারতীকে পাওয়া যায় নাই, তাহার সম্পত্তি সকল ক্রোক করা হইয়াছে, এবং হাজার টাকার মধ্যে ৫৭৮৶ আনা আদায় হইয়াছে। তেলিবউ অন্তর্হিত আছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, পীড়িত মৎস্য বিক্রয় করাতে একজন মৎস্য বিক্রেতার জরিমানা হইয়াছে।

রুশীয়ার সহিত কাশগারের একটী বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দণ্ড সম্বন্ধে পিয়নিয়র লিখিয়াছেন, "হাইকোর্ট নবীনকে যে দণ্ড দিয়াছেন তাহা আইনবিরুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু সমুদায় অবস্থা বিবেচনা করিলে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইহুদী বেনিলিয়সের প্রতি, যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, নবীনের প্রতি সেইরূপ করিতে পারেন।

২২ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

অনরেবল এফ, এফ ওয়াইম্যান সাহেব তাঁহার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নিয়ম হইয়াছে, ডিষ্ট্রিক্ট সুবডিবেটে এবং ছোট আদালতের জজেরা বিদায়ের জন্য যে আবেদন করিবেন ঐ আবেদন পত্র হাইকোর্ট দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট সংবাদ পাঠাইয়াছেন, ১২ ই অক্টোবর ফর্সিথ সাহেব স্বগণ সহিত কারাকোরম পাস অতিক্রম করিয়া আটলাগে উপনীত হইয়াছেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের চিৎপুরস্থ ষ্টেসনের সম্মুখস্থ ষ্ট্রাণ্ড ব্যাঙ্ক রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর পোর্ট কমিশনর দিগকে ২৪৪৩৩ টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

গত ২রা নবেম্বর অনরেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাটীতে জাতীয় সভার অষ্টম মাসিক সভার অধিবেশন হয়। রাজা কমল কৃষ্ণের অনুপস্থিতি নিবন্ধন রাজা কালীকৃষ্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সহকারী সেক্রেটারি গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে পর "বাইবল ভগবদ্গীতা হইতে অথবা ভগবদ্গীতা বাইবল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে" এই বিষয় উপস্থিত হয়। কিন্তু একজন সভ্য (যিনি এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন) পীড়িত ছিলেন বলিয়া এ বিষয় আগামী সভার জন্য বন্ধ থাকে। তৎপরে বাবু নবগোপাল মিত্র বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। নবগোপাল বাবু দুর্ভিক্ষের নিবারণ জন্য চাউলের রপ্তানী বন্ধ এবং জলসেচন দ্বারা শস্যাদি রক্ষা এই রূপ কয়েকটী উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়া বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন, সভাপতি এ বিষয়ে শাস্ত্রের কয়েকটী প্রমাণ দেন, এবং সকলেই ইহার অনুমোদন করেন। সভাপতি একটী ক্ষুদ্রকায় উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিলে পর সভার কার্য্য বন্ধ হয়, পরে ন্যাশনাল থিএটারের বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কয়েকটী গান করিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করেন।

আবকারির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং কলিকাতার কালেক্টর জে ম্যাকেঞ্জি সাহেব ২ রা নবেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

কলিকাতা পোষ্টআফিসে বঙ্গদেশের ১৩৯ খানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে। "চিপ্ নিউস্" নামক সংবাদ পত্র খানি সর্ব্ব শেষে রেজিষ্টরি হইয়াছে।

বোম্বাই আর্গস বলেন, গুইকুমারের আজ্ঞানুসারে দাদাভাই নাউরোজী ইংলণ্ড হইতে বরদা যাত্রা করিয়াছেন।

মিরর বলেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ বারিষ্টার জ্যাকসন সাহেবকে লইয়া যাইতেছেন।

২৩ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

গত সোমবার রাণীগঞ্জ এবং বীরভূমের স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার করিয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বরদার গুইকুমারের বিবাহের জন্য মহা উদ্যোগ হইতেছে। লক্ষ্মী বাই নামক একটী বালিকার সহিত বিবাহ হইবে। ইনি এক জন মজুরের কন্যা। এমন আমাদের সময় কমিশন গিয়া তাঁহার শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে তাঁহার মর্ম্মান্তিক হইবে সন্দেহ নাই।

গত বৎসর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সর্প দংশনে এবং বন্য পশু দ্বারা ১৭৫৭ মনুষ্য এবং ১১৭০৩ গো মহিষাদি হত হয়। বন্য পশু দ্বারা ২৭৪৫৭ টাকার শস্য নষ্ট হয়। উক্ত বৎসরে ৪ হস্তী ২০৫ ব্যাঘ্র ৮৩৭ চিতা বাঘ ১১১ ভল্লুক ১০৮ নেকড়িয়া বাঘ এবং ২ টী কুম্ভীর হত হয়। উক্ত বৎসর সর্প বধের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ১৫৭২৯০ টাকা ব্যয় হয়। আমাদিগের বিবেচনায় সর্প বধের নিমিত্ত প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয়, ঐ টাকায় সর্প বিষ নাশক ঔষধের আবিষ্কারার্থ যদি কতগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয় কাজ হইতে পারে। উক্ত ঔষধ আদৌ আবিষ্কৃত হয় নাই আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য বন্য জাতি বিশেষতঃ মাল জাতি এবং দুই এক জন প্রসিদ্ধ সাপের ওঝার নিকট এই ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে।

বঙ্গদেশের একাউণ্টেণ্ট জেনরল এচ, এ ম্যাঙ্গলস সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে ইংলণ্ডে হগ সাহেবের স্ত্রী পরিত্যাগের মকদ্দমার পুনর্বিচারের জন্য প্রস্তাব হইয়াছে।

২৪ এ কার্ত্তিক শনিবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বর্দ্ধমান বিভাগের সাংক্রামিক জ্বর নিবারণার্থ যে সকল চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় উহার সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানের রাজা পূর্ব্বে যে ৫০ হাজার টাকা দিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার উপরে আর ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা বলেন, পাবনার নিকটবর্ত্তী দাসুরিয়া নামক স্থানে যে প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তাহার ফল এই হইয়াছে নাটোরের রাজা রায় প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। রাজা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার জমীদারি হইতে তাবৎ বদমায়েসকে তাড়াইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের মধ্যে কমিশনর সাহেব রাজা কমলকৃষ্ণ, কুমার নরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাবু বসন্তকুমার রায় চৌধুরী এবং সিবলড সাহেব এই কয়েকজন জমীদারের সুখ্যাতি করিয়াছেন। রাজা কমলকৃষ্ণ এবং বসন্তবাবুর এই বলিয়া সুখ্যাতি করা হইয়াছে, ইহাঁরা নিজ জমীদারীতে ডিস্পেন্সরি স্থাপনে বড়ই যত্নবান, কুমার নরেন্দ্রকৃষ্ণের কোন কার্য্যের উল্লেখ করা হয় নাই, এই মাত্র বলা হইয়াছে, নরেন্দ্রকৃষ্ণ একজন উত্তম জমীদার।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

বর্দ্ধমান। শস্যের অবস্থা মন্দ; নিম্ন ভূমি সকলের স্থানে স্থানে জল সেচন করা হইয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কম। বাঁকুড়া। জল সেচন দ্বারা অনেক ধান্য রক্ষিত হইয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্য অল্পই বাড়িয়াছে। বীরভূম। শীঘ্র শীঘ্র যে সকল ধান্য পাকিয়া থাকে, সে সকলের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ বিবেচনা করা গিয়াছিল তত মন্দ নহে। অনুমান দশ আনা রক্ষা পাইবে। কিন্তু অন্য সকল ধান্য ৫।৬ আনার অধিক পাওয়া যাইবে না। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হই হইয়াছে। মেদনীপুর। ফসলের ভাগের ৩ ভাগ মাত্র বাঁচিবে। হুগলী। পূর্ব্বে যেরূপ ভয় করা গিয়াছিল সেরূপ নহে। এখনো বৃষ্টি হইলে আট আনা পরিমাণ ধান্য রক্ষা হইতে পারে। হাবড়া—প্রজারা জল সেচন আরম্ভ করিয়াছে। অনেক ধান রক্ষা পাইবে। ২৪ পরগণা—নিম্ন ভূমি ভিন্ন অপর সকল ধান্য একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। নদীয়া—উচ্চ ভূমির ধান্য বাঁচাইবার আর আশা নাই। নিম্ন ভূমি বৃষ্টি হইলে কিছু কিছু রক্ষিত হইতে পারে। যশোর—উত্তর ও পশ্চিম ভাগে বিশেষ ক্ষতি, কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগে দশ আনা কি বার আনা পরিমাণে ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। মুরশিদাবাদ। চারি আনার অপেক্ষাও ন্যূন ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। মালদহ। অবস্থা অত্যন্ত মন্দ দ্রব্যাদির মূল্য অত্যন্ত বাড়িতেছে। রাজসাহী—ধান্য পাওয়া যাইবে না। কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য বর্দ্ধিত হয় নাই। রঙ্গপুর—বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।—বগুড়া। শেষের ধান্যের আশা নাই। পাবনা—উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়াছে। দারজিলিঙ—অনুমান বার আনা ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। গোল আলু পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় হয় নাই। ঢাকা এবং ফরিদপুর। পূর্ব্বের ন্যায়। বাখরগঞ্জ। দেশের খোরাকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে কিন্তু রপ্তানীর মত হইবে না। ময়মনসিংহ—অবস্থা বড় মন্দ হইয়াছে। চাউলের মূল্য টাকায় ২৬ হইয়াছে। কাছাড়—ধান্যের অবস্থা অতি উত্তম। চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালি। অবস্থা উত্তম। ত্রিপুরা—ছয় আনা ধান্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নাই। বিহার। দিন দিন অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইতেছে। পাটনা গয়া সাহাবাদ হইতে ভয়ের সংবাদ আসিতেছে। ত্রিহুত অতি অল্পই ধান্য পাওয়া যাইবে। রবি খন্দ বপন করা হইয়াছিল, কিন্তু অঙ্কুরিত হইতেছে না। কিন্তু এ সপ্তাহে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। মুঙ্গের। ধান্যের আশা নাই বলিলে হয়। রবি খন্দ বপন হইতেছে না। ভাগলপুর পরগণা। অত্যন্ত মন্দ। ছোটনাগপুর। ক্রমেই মন্দ হইতেছে। হাজারিবাগ—অর্দ্ধেকমাত্র পাওয়া যাইবে। লোহারডাগা—একেবারে নষ্ট হইবে না। সিংহভূম—অবস্থা বড় মন্দ এবং দিন দিন আশা দূর হইতেছে। মানভূম—স্থানে স্থানে জলসেচন হইতেছে অন্য স্থানের ধান্য একেবারে জ্বলিয়া যাইতেছে।

ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারলের আদেশ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে শস্যের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে যে প্রজাদিগের রক্ষার জন্য শীঘ্র কোন কাজ আরম্ভ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইবে। যেখানে যেখানে এরূপ সাহায্য অত্যাবশ্যক অথচ যেখানে পূর্ব্ব হইতে কোন প্রকার কর্ম্মের প্রস্তাব নাই, কিম্বা অচিরে কার্য্যারম্ভ করিবার মত কোন যোগাড় নাই, সেখানেও সত্বর কোন প্রকার কার্য্যারম্ভ হওয়া আবশ্যক। পাটনা বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগ বঙ্গদেশের মধ্যে এই দুই স্থানেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে শুনা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিভাগের দক্ষিণভাগে শোণ খালের কথা হইয়া আছে। এতদ্দ্বারা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তিনি অচিরে যে যে স্থানে বিশেষ সাহায্য আবশ্যক সেই স্থানে কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন ••• রাজসাহী বিভগের বিষয় বক্তব্য এই, কিছু দিন হইল উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে নামক একটী রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব হইয়া আছে, এই প্রস্তাব ষ্টেটসেক্রেটারির অনুমোদনার্থ

প্রেরণ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সম্মতি হইবে বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল অনুমতি করিতেছেন যে শীঘ্র এই রেলওয়ে নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হউক। * * * ১৮৬৯ সালের গ্রীষ্মকালে যখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দ্রব্যাদির অনাটন হইয়াছিল তখন রেলওয়ে কোম্পানিদিগকে প্রতি মাইলে প্রতি মণে দুই ক্রান্তি করিয়া ভাড়া লইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সেজন্য রেলওয়ে কোম্পানিদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে পূরণ করা হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে বোধ হয় পুনরায় সেই উপায় অবলম্বন আবশ্যক হইবে। যদি তাহা হয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সে ব্যয় দিতে প্রস্তুত আছেন * * * * * * * * *।

এই আদেশের উপর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যাহা বলিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

" ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে শোণ খাল ও উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে কার্য্যারম্ভ বিষয়ক আজ্ঞা ত্বরায় প্রচার করা হইবে। * * রেলওয়ের ভাড়ার লঘুতা বিষয়ক প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য স্থানে প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য যাহা যাহা করা আবশ্যক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সে সমুদয় করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় যথাসময়ে কোন প্রকার কার্য্যারম্ভ করাই প্রজাদিগকে সাহায্য করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায়। যে সকল প্রজার কার্য্য আবশ্যক তাহারা সংবাদ পাইলে সেই সকল স্থানে যাইতে পারে এবং বিশেষ কষ্টের দিন আসিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত রূপ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। বহুদিনের অভিজ্ঞতাতে জানা গিয়াছে যে কার্য্য দ্বারা ভাবী দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে লোকদিগকে রক্ষা করা যাইতে পারে কিন্তু যাহারা অনাহারে শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের বিশেষ সাহায্য হয় না। বিশেষ কখনো যাহাদের মজুরি করা করিতে সময় লাগে, সুতরাং যখন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে তখন যত শীঘ্র কার্য্যারম্ভ হয় ততই ভাল। * * *

দেশের কতদূর অন্নকষ্ট হইবে এখনো তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। আমরা এখনো আশার সহিত ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া আছি যে তিনি আর অধিক দুর্গতি করিবেন না। কিন্তু এখনো যদি বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি না হয় তাহা হইলে শস্যাদি অল্পই পাওয়া যাইবে এবং শীতকালের ফসলের ও আশা চলিয়া যাইবে, তখন যে কার্য্যের অত্যন্ত অভাব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অচিরে যে কার্য্য আবশ্যক মনে করেন তাহা এই, সচরাচর এই সময়ে সকল ডিষ্ট্রিক্টে যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার আয়তন বর্দ্ধিত করা। তিনি ইহার মধ্যেই পাটনা এবং ভাগলপুরের কমিশনরদিগের সহিত এবিষয়ের পরামর্শ স্থির করিয়াছেন। এবং তাঁহার অধীনস্থ সমুদায় স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগকে অনুমতি করিয়াছেন যে তাঁহারা যেখানে যেখানে কার্য্যের বিশেষ অভাব মনে করেন সেখানে সেখানে ঐ সকল কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। দেশের প্রত্যেক স্থানে, যেখানেই বিশেষ সাহায্য আবশ্যক বোধ হইবে কোন না কোন প্রকার কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে। * * *। স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগকে বলা হইয়াছে যে তাঁহাদের স্থানীয় ফণ্ড যদি শেষ হয়, সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থ দেওয়া যাইবে। * * " উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে " এমন সকল স্থানের মধ্যদিয়া যাইবে যেখানে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং দুর্ভিক্ষের বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু এখানকার লোকদিগের মজুরি করা অভ্যাস নাই। নিতান্ত দুরবস্থা না হইলে তাহারা বাটী পরিত্যাগ করিয়া খাটিতে আসিবে না, অতএব এক মাত্র রেলওয়ে দ্বারা এ প্রদেশের সকল লোকের বিশেষ সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিবার পথ সকল ও রেলওয়ে কার্য্যের অন্তর্ভূত বিবেচনা করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্রস্তাব করেন যে প্রত্যেক করিয়া আরও অধিক কার্য্যের সুবিধা করা হয়।

* * * * * ১০ ই সেপ্টেম্বরের গেজেটের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত নোটে কথিত হইয়াছে যে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের মতে বহুজনাকীর্ণ পশ্চিম প্রদেশ সকলের এবং পূর্ব্বদেশীয় প্রদেশ সকলের মধ্যে যাতায়াতের উপায় স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে কতকগুলি রাস্তা নির্ম্মিত হইতে পারে। তিরহুত জেলার উত্তর ভাগে এবং ভাগলপুরের উত্তর সীমান্তে বিশেষ অন্নকষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এবং সেখান দিয়াই এই সকল রাস্তা যাইবে সুতরাং সেখানে শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। * * * * সৌভাগ্যক্রমে দ্বারভাঙ্গার কার্য্যদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ষ্টিভেন্স এই সকল স্থানের অবস্থা বিশেষ জানেন এবং তিনি ইতিমধ্যেই যেখানে যেখানে তাহা আবশ্যক নির্ণয় করিয়াছেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর পাটনার কমিশনর এবং ষ্টিভেন্স সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ষ্টিভেন্স সাহেব ত্বরায় দ্বারভাঙ্গা হইতে দুইটী রাস্তা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবেন। প্রথমটী সরলভাবে পূর্ণীয়ার দিকে যাইবে। দ্বিতীয়টী নাটপুর হইয়া উত্তরে টিটালিয়ার দিকে যাইবে। ভাগলপুরের কমিশনর এই রাস্তার সহিত পূর্ণীয়া ও টিটালিয়ার যোগ স্থাপন করিবার উপায় দেখিবেন। পূর্ণীয়া হইতে এক্ষণে যে পাকা রাস্তা ডেঙরাঘাটে গিয়াছে সেখান হইতে দিনাজপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার পরামর্শ হইয়াছে। টিটালিয়া হইতে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহার সংস্কার করা যাইতে পারে, এবং সেখান হইতে কুচবিহার হইয়া ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত একটী রাস্তা করা যাইতে পারে। * * * বর্ত্তমানে দামোদর ও কাণানদীর যোগ করিবার বিষয় চিন্তা করা যাইতেছে, ইহা দ্বারা ত্বরায় জল পাওয়া যাইতে পারে এবং প্রজাদিগকে কার্য্যও দেওয়া যাইতে পারে। অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকেন যে বর্ত্তমানে ভাল পুষ্করিণী ও জলনির্গমের

শাক। এই ক্ষুদ্র কার্য্যগুলি মহৎ কার্য্যের ন্যায় আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এ উপায়ে নিশ্চয় প্রজাদিগের মধ্যে কার্য্য উপস্থিত করা যাইতে পারে। কিন্তু অপর দিকে ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তির উপর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য আরম্ভ করা ও তাহার তত্ত্বাবধান করা এ সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দুষ্কর হইবে। যাহা হউক, এবিষয়ে ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কমিশনরদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে জমিদারেরা এ সকল কার্য্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক কি না স্থির করেন। আবশ্যক হইলে তাহাঁদের ষ্টেট বন্ধক রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের দৃঢ় সংস্কার যে জমিদারেরা যদি আপনাদের পদের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া চলেন তাঁহাদিগের এই সুবিধা ছাড়া উচিত নয়। তাঁহারা মনোযোগী হইলে এ সকল কার্য্য অনায়াসে হইতে পারে ॥

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮এ অক্টোবর। ত্রিপুরার সবডেপুটী কালেক্টর ভুলাম আবদুল রহমন খাঁ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৯এ অক্টোবর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জলপাইগুড়িতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু বেণীমাধব দত্ত, দেবীচরণ দাস, বৈকুণ্ঠরাজবংশী (রায়ত এবং পাটওয়ারি) মথুর বৈকুণ্ঠরাজবংশী (তহসিলদার) রামকৃষ্ণ দাস, রাজবংশী (জোতদার)।

১লা নবেম্বর। ১৮৭১ অব্দের ৭ আইনের ৮৫ ধারানুসারে ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, ডবলিউ জে, রিস সাহেব উক্ত বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন ইনি সাউথ সুবারবন টাউন মিউনিসিপালিটির সভাপতি হইলেন।

জন বারলো পরার মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের সহকারী হইলেন।

জে, ই, বি, জেক্সি ১৮৭১ অব্দের ৫ আইনের (বি, সি,) ৪ ধারানুসারে একজন ডেপুটী কমিশনর হইলেন।

৩রা নবেম্বর। হুগলী এবং ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ সি, ডি, ফিল্ড সাহেব প্রিন্সেপ সাহেবের অনুপস্থিতকালে হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

জাহানাবাদ বিভাগের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এ বোডিলন সাহেব ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, পি ম্যাকডনেল সাহেব কিছুদিনের জন্য দরভাঙ্গা বিভাগের ভার পাইবেন।

এ, ডবলিউ ককরেল মধুবনী বিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, বি বীমস সাহেব গয়ার অন্তর্গত নওদা বিভাগের ভার পাইলেন।

৪ঠা নবেম্বর। অনরেবল এফ, এফ, ওয়াইম্যান সাহেব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের সভ্যাপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

২৯এ অক্টোবর। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হারানচন্দ্র দাস কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন এস, ব্রিটন সাহেবের সহকারী হইবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩রা নবেম্বর। মৌলবী আহম্মদ উল্লা সাহাবাদের অন্তর্গত সাসিরাম নামক স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২০এ অক্টোবর। মেদিনীপুরের সেণ্ট্রাল জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার সি ক্লোক সাহেব যে সকল অপরাধে বেত্রাঘাত দণ্ড হয় তাহার বিচারার্থ বিশেষ মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

জি এস, পার্ক তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাঁহারা সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন, নিম্নলিখিত স্থানের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরদিগের সহকারী হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

জি, গডফ্রে। নদীয়া।

এ, ডবলিউ ফেকাই। ২৪ পরগণা।

২৪এ অক্টোবর। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, পি ম্যাকডোনেল পাটনায় রহিলেন এবং প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪২, ১৫৭, ২২২, ৪২৭ এবং ৫২১ ধারানুযায়ী ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহারা সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন, পশ্চালিখিত স্থান সকলের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদিগের সহকারী হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

এচ, এচ, রিসলি। মেদিনীপুর।

এস, এস, জোন্স। মুরশিদাবাদ।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি, গডফে বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী প্রসাদ রায় মহিষরাখা বিভাগের ভার পাইবেন।

জে, বিমস প্রথম শ্রেণীতে কটকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ কামিল চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহারা সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন, পশ্চাল্লিখিত স্থানের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদিগের সহকারী হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত। বাখরগঞ্জ।

জি, এ গ্রিয়রসন। যশোহর।

এচ, কিচ। হুগলী।

এচ, এম টবিন হাজারিবাগের ডেপুটী কমিশনরের সহকারী হইলেন। এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ ই, ওয়াড কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

কটকের ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু নন্দকিশোর দাস পুরীতে বদলী হইলেন।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ইবরাহিম রসুল কটকে বদলী হইলেন

ডিহিরির এগজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র জে, বি, ষ্টোনি সাহাবাদে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হই

লেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৮ এ অক্টোবর। চিহ্নিত সিবিল সার্ব্বিসের বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে কয়েকটী অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করা হয় তাহার সত্যাসত্য অনুসন্ধানার্থ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ১৮৫০ অব্দের ৩৭ আইনের ২ ধারানু সারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে কমিশন স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন।

এচ, টি, প্রিন্সেপ (প্রেসিডেণ্ট)।

এচ, জে, রেণোলডস।

কর্ণেল, সি, এফ, জি, ল্যান (সভ্য)।

কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ এচ, এ, ককেরল সাহেব যে কমিশনর নিযুক্ত হন, তিনি সে পদ ত্যাগ করিয়াছেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরও সে ত্যাগ পত্র গ্রাহ্য করিয়াছেন।

সিনিয়র ইনস্পেক্টর শিবলাল তেওয়ারি রাটে সাহেবের অনুপস্থিতি কালে চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষের ভার পাইলেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৯ এ অক্টোবর। কলিকাতা হইতে যে মেইল ৩রা এবং বোম্বাই হইতে ৬ ই অক্টোবর যাত্রা করে উহা ২৭এ অক্টোবর লণ্ডনে উপনীত হয়।

পারিস ৩০ এ অক্টোবর। [জেনারল]বেলিমেয়ার বলিয়াছিলেন রাজ্য তন্ত্র স্থাপিত হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে স্বপদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

পারিসের প্রাচীন অপেরা হাউসটী এককালে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ১ লা নবেম্বর। ফ্রান্সের নিয়তি লইয়া রাজ্যতন্ত্র-প্রিয় দলের মধ্যে মহা গোলোযোগ হইতেছে, অনেকে অনেক রূপ বলিতেছেন।

রুশীয় গবর্ণমেণ্ট পুনরায় বিদ্রোহী টুর্কিমান দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

আমেরিকার বাণিজ্য কার্য্যের অবস্থা অতি মন্দ। একটী বৃহৎ কমিশন হাউস দেউলিয়া হইয়াছে এবং ১০০০ কারখানা বন্ধ হইয়াছে।

সিসিলিতে ভয়ানক ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

বিচারপতি বোভিলের মৃত্যু হইয়াছে।

অক্টোবর। আসান্টিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন শীঘ্র শীঘ্র হইতেছে। কাপ্তেন গোল্ডাব সর গবর্ণর উলসলিকে বলিয়াছেন, আবাশ্টিয়া কেপকোষ্ট কাষ্টলে অগ্রসর হইতেছে।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

১। বৃষ্টি না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে সকলেই একপ আশঙ্কা করিতেছে। ধান্যের গাছ সকল শুখাইয়া উলু খড়ের আকার ধারণ করিয়াছে। অনেক কৃষক শস্যের বিষয় নিরাশ হইয়া ধান্যের গাছ সকল কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতেছে। যে সকল স্থানে অন্যান্য বৎসর ৪।৫ হস্ত জল হইত এবৎসর সে স্থানে জলের "জ" ও আইসে নাই। এদেশে (বোধ হয় অনেক জেলাই) বর্ষাকালে স্বাভাবিক এক প্রকার ঘাস উৎপন্ন হয়, তাহা কাটিয়া গরুদিগকে খাওয়াইয়া থাকে। এবৎসর জল সর্ব্বত্র না যাওয়াতে ঐ ঘাস উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং গরুর আহারের ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত পোয়াল (বিচালি) যাহার আছে সে উহা বিক্রয় করিতেছে না, সুতরাং পয়সা থাকিতে গরুর খাওয়ার অনেক কষ্ট হইতেছে। ফলতঃ এবার ধনে প্রাণে এদেশ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

২। এপ্রদেশীয় কৃষকেরা অল্প পরিশ্রমেই অপর্য্যাপ্ত শস্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই শস্য বিক্রয় করিয়া এত টাকা সঞ্চয় করে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস হইতে মহাজনের নিকট হইতে যে সিকি, দেড়া সুদে টাকা ও ধান কর্জ্জ করিয়া খায় তাহা পরিশোধ করে এবং অতি সমারোহে কুটুম্বদিগকে আনয়ন করিয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাইয়া মহাজনের টাকা পরিশোধ করিতে পারিব বলিয়া আশা করিয়া থাকে। এজন্য চাষারা ঐ মাসের নাম "সোণার মাস" সোণার অগ্রহায়ণ" বলিয়া থাকে এবং সেই কাল পাইবার জন্য কতই আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু এ বৎসর তাহার বিপরীত হইতেছে। [illegible]

তাহাদের প্রাণে আঘাত লাগিয়া হাহাকার করিতেছে। জল জল করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। যাহাদের ক্ষেত্রে জল দিবার অভ্যাস আছে তাহারা প্রাণ পণে জল দিতেছে; মরুভূমির মত সমুদয় জলে কি করিবে? জল দিবার জন্য জমিদার মহাশয়েরা নিজে জল দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এপ্রদেশে কোন দিন জল সেচন করিয়া জল দেয়? অনভ্যাস বশতঃ তাহাও কেহ দিতেছে না। জমিদারের চেষ্টায় কি হইবে।

৩। এখন জল হইলে সিকি কি ছয় আনা রকম ধান রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু আকাশের গতিক দেখিলে তাহার আশা করা যায় না। রৌদ্রের এখন গ্রীষ্মের ন্যায় তেজ। সকল ঋতুই কি নিজ নিজ ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন?

৪ ধান্য ও চাউলের দর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এখানে ৮০ তোলার ওজনের ১১।১২ সের করিয়া মোটা চাউল বিক্রয় হইতেছে। পূর্ব্বে এসময় এক মোণ করিয়া বিক্রয় হইত। ইহার পর আর দিন আছে।

৫। মান্যবর কাম্বেল সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে হয় তিনি প্রতি জেলায় শস্যের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন এবং বিদেশে যাহাতে চাউল রপ্তানি না হয় তাহার প্রতিবিধানের জন্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হউক।

আমাদিগের ঘাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এবার এখানে বর্ষা ভাল হয় নাই। কার্ত্তিক মাস শেষ হইতে চলিল, এপর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র বারিপাত হইল না। ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। নিম্নভূমির ধান্য অনেক রক্ষা পাইয়াছে। উচ্চ ভূমির ধান্যের অবস্থা দেখিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়। কৃষকগণ উচ্চ ভূমির ধান্য লাভে হতাশ হইয়া তৎসমুদয় কর্ত্তন পূর্ব্বক গোরুকে প্রদান করিতেছে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় এখানে সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন। যে

দেশ দেবমাতৃক, তাহার অবস্থা মধ্যে মধ্যে এইরূপই শোচনীয় হয়। আমাদিগের বিবেচনায় খাল খনন ও ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থাকরা কর্ত্তব্য। কেবল দেবতার মুখ পানে চাহিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। উপসংহার সময়ে আমরা আগ্রহ সহকারে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা চাউলের রপ্তানি আপাততঃ বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করুন। অন্যথা দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

২। অত্রত্য শিকারীর কৌশলে এখানে আবার একটী ব্যাঘ্র হত হইয়াছে।

৩। কএক দিন হইল এখানে বিশেষ গ্রীষ্ম অনুভূত হইতেছে। আকাশে সময়ে সময়ে মেঘ দৃষ্ট হইতেছে বটে; কিন্তু তাহা কোন কার্য্যকারী হইতেছে না।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

মহাশয়! দুর্ভিক্ষ ত দ্বারদেশে উপস্থিত। দেশ একবারে উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এই চিন্তায় সকলেই আকুলিত। এ সময়ে আমরা একবার চিন্তার বেগ রাইপুরের দিকে ফিরাইয়া দেই। আহা! তথাকার অধিবাসীদের কতই না দুর্গতি হইতেছে। তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া কত প্রকার বিপদ একে একে চলিয়া গেল। তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি হইবে বলিয়া কাতর স্বরে কতবারই আমরা চীৎকার করিলাম। গবর্ণমেণ্ট ত সে দিকে অক্ষেপই করিলেন না। আমাদের দেশের যাঁহারা প্রকৃত দানশৌণ্ড বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের অনেকেরই নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলাম। তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে তাঁহারা যে নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের কোন ক্রমেই প্রতীতি হইল না। আমরা অতি সামান্য লোক। এক খানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা মাত্র। আমাদের স্বাক্ষর দেখিয়া তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হয় নাই। প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ভিন্ন সকলেরই নিকট আমাদের প্রার্থনা পদদলিত হইয়াছে। দেখিলাম তিনিই কেবল স্বাক্ষর দেখিয়া দান করেন না। সাহায্যের স্থল উপস্থিত হইলেই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তিনি ৫০ টাকা দান করিয়া আপন নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, উপস্থিত বিপদে রাইপুরের প্রজাদের কি হইবে, ইহা আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে। অগ্নিদাহে তাহাদের ক্ষতির একশেষ হইয়া গিয়াছে। বন্যা গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি গৃহকে ভূতলশায়ী করিয়া দিয়া গিয়াছে। এ সকল ভয়াবহ আঘাত যদি তাহারা কোন প্রকারে সহ্য করিল গ্রাম মধ্যে পুনরায় সাংক্রামিক জ্বর দেখা দিয়াছে। তাহার উপর আবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। এই হতভাগ্যদিগকে রক্ষা করিবার উপায় কি, এই চিন্তাই পুনঃ পুনঃ উদিত হইতেছে। তাহাদের যে কিছু মাত্র সংগতি নাই, তাহা সহৃদয় পাঠকমাত্রেই বিলক্ষণ বুঝিতেছেন। যখন অপর সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, তখন ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টই একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া তথায় একটী অন্নছত্র খুলিয়া দিন। অন্নছত্রে সামান্য অক্ষম লোকদের আহার কাষ্য চলিবে। অনেক ভদ্রলোক ও কষ্টে পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তথায় তাঁহারা যে যাইতে কুণ্ঠিত হইবেন, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। এই হেতু আমাদের প্রস্তাব এই শ্রেণীর লোকদিগকে নগদ টাকা না দিয়া কিছু কিছু তণ্ডুল দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক। অবশেষে আমাদের সানুরোধে প্রার্থনা এই অনুবাদক মহাশয় যেন এই প্রস্তাবটী অনুবাদ করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সম্মুখে ধরিয়া দেন। রাইপুর বোলপুর ষ্টেসনের অতি নিকট।

শুনিলাম কেতুগ্রাম থানা অধিবাসীরা ছোট লাট সাহেবের নিকট এক খানি আবেদন করিতে চলিল, তাহাতে অনেক গুলি প্রার্থনা থাকিবে। তন্মধ্যে একটী প্রার্থনা এই যেন জমিদারেরা এ বৎসর রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখেন। বস্তুতঃ তাহাদের এ প্রার্থনা অসংগত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। অধিকাংশ প্রজার ধান্য ফসলই রাজস্ব সংস্থানের একমাত্র আয়। সেই ফসল যখন নষ্ট হইয়া গেল, তখন তাহাদের রাজস্ব দিবার উপায় কি? আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, বুঁঝবা পাবনার অভিনয় আমাদিগকে অনেক স্থলে দেখিতে হয়।

অম্বল গ্রামের প্রজারা জমিদারের প্রতিকূলে অনেকগুলি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ তদন্ত হইতেছে, বলিয়া আমরা অদ্য ইহার বৃত্তান্তগুলি দিলাম না। অম্বল গ্রাম খানি ধনয়ারী আবাদের অতি নিকট।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বহুদিবসাবধি জগদ্দল ও এলাচী উভয় গ্রামের মধ্য স্থলে এই বঙ্গ বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় মহোদয়গণের সাহায্যে এক প্রকার চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বিদ্যালয় গৃহটী পুনঃ নির্ম্মাণের আবশ্যক হওয়াতে দেশীয় ও বিদেশীয় কতিপয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণের সাহায্যে উৎসাহিত হইয়া সাধারণ সমক্ষে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি! এক্ষণে সাধারণের যথাযোগ্য কৃপাবলোকনই কেবল আমাদিগের বর্ত্তমান অভাব মোচনের এক মাত্র উপায়।

এলাচী
বঙ্গবিদ্যালয়

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আজ কাল বঙ্গদেশের লোকের একটি নূতন কর্ত্তব্য বিষয় উদ্ভাবিত হয়েছে। যিনি দু আঁচর শিখেছেন, দু এক খানা বাঙ্গালা বই পড়েছেন, দুপাত ইংরাজি উল্‌টেছেন, তিনিই এক জন লেখক হয়ে পড়লেন। ভাল লেখক হয়ে যদি লোকের কোন না কোন উপকার

করা যায় সে উত্তম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় রোষের বিষয়, সকলেই কোন বড় লোককে সমাজের কোন উন্নতি সাধককে অথবা কোন সল্লেখককে কুৎসিত রূপে গালাগালি দিয়া আপনাদের লেখক নাম প্রচারণে তৎপর। দোষের উল্লেখ করে দোষ সংশোধনার্থ যদি দুকথা বলা যায়, কটু হোক আর মধুর হোক লোকে তাতে তত কষ্ট হয় না। গালি দিবার অযোগ্য হন অথবা যোগ্য হন সে কথা কে ভাবিয়া দেখে; অমুক মহাশয়কে, যাঁকে সকলে বিশেষ মান্য ভক্তি অথবা আদর করে, সেই মহাত্মাকে আজ খুব দুকথা বলে দিলাম লোকের কাছে এই মহত্ত্বের জন্য, এই আত্ম-প্রাধান্য জন্য সম্পূর্ণ দুষণীয় বিষয় গুলি অকাতরে অক্ষুণ্নচিত্তে লিখিতেছেন, লজ্জা হয়না, ভয় হয় না, লিখিবার সময় হাত বাধিয়াও আইসে না। আমাদের বঙ্গদেশ চির দিন লেখক শূন্য হইয়া থাক; কোন কালে বঙ্গভাষার উন্নতি না হক, আমাদের এমন লেখকের প্রয়োজন নাই। সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন দূরে থাকুক, ভাষাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের দ্বারা সমাজ দিন দিন কলুষিত হয়ে উঠছে, ভাষার অঙ্গরাগ দিন দিন মলিন হয়ে যাচ্চে। প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন আর এ উদ্দেশে লেখনী ধারণ না করেন। এই সেদিন একখানি সম্বাদ পত্রে দেখিলাম কেবল পরনিন্দা লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য এক ব্যক্তি আমাদের পূজার্হ ব্যক্তিগণকে (মাইকেল মধুসূদন কেশব সেন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি) মিছামিছি কতক গুলিন গালি দিয়াছেন। তিনি যে উল্লিখিতরূপ স্বভাব সম্পন্ন একজন লোক ইহাতে তাহা বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত মহাত্মাগণ যে বঙ্গদেশের যুগান্তরের উন্নতি এই কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখাইয়াছেন, বোধ করি বঙ্গবাসী বঙ্গভাষানুরাগী কেহই ইহা অস্বীকার করেন না করিতেও পারেন না। কৃতজ্ঞতা পরিশূন্য লোকেরাই তাঁহাদের প্রতি কটু কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। সত্য, সকলেই কিছু দোষ পরিশূন্য বিমল মন সকলেরই কোন না কোন ক্ষুদ্র আছেই আছে, মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অভ্রান্ত হওয়া যায় না। আবার যদি কাহার ও সেই দোষ অতি অল্পই থাকে তবে কি তিনি ক্ষমা যোগ্য নন? তিনি কি আমাদের পূজ্য নন? তাঁহাকে ভক্তি করা কি আমাদের অনুচিত কাজ? অসঙ্কুচিত-চিত্তে বলিতে পারি, অকপট হৃদয়ে বলিতে পারি উক্ত মহাত্মাগণ, হৃদয়সম্পন্ন বঙ্গবাসী মাত্রেরই সাধুবাদের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র।

খৃ ১৮৭৩ } শ্রীমন্মথনাথ বসু
৫ই নবেম্বর } ময়দা।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৩১ এ অক্টোবর।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমেত জল ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে	১২	
তথা হইতে সুরপুর	৬	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৪	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৫	

সন ১৮৭৩ সালের ৩ রা নবেম্বর বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট

বহরমপুর } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র নদীয়া
৩ রা নবেম্বর } লোকাল রিবার ডিবিজন।
১৮৭৩

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শান্তিপুর ১০
" " আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস—শ্যামগঞ্জ ১০
" " দক্ষিণমোহন রায় চৌধুরী ১০
কুমার মহেন্দ্রলাল খান জমীদার মেদিনীপুর ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। ৩ সংখ্যা।

"প্রজানাং প্রকৃতিনিয়মায় পার্থিবঃ সংস্থিতো অনিমত্বনী ন হোয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ৩ রা অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ১৭ ই নবেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

দ্বিতীয় মাষ্টারের ৩০ টাকা। পদাকাঙ্ক্ষীগণ উপযুক্ততার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। দ্বিতীয় মাষ্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান। আবশ্যক।

১০৭৩। ৩১ এ অকটবর } শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র সেন সম্পাদক } বাসণ্ডা, পোষ্ট আফিস } মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

...ক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট পাওয়া...

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥৵০ একত্রে লইলে ১৮. ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

আকুলিকা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই য়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ।।, আমার নিকট প্রাপ্তব্য

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ॥০ উহাঁর কৃত ভিষগবন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিন ফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ভবলিউ গালিভার লেফটেনেন্ট কর্ণেল আর ই অফিসিএটিং জয়েন্ট সেক্রেটারি বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট; ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

সোমপ্রকাশ।

৩ রা অগ্রহায়ণ সোমবার।

সোমপ্রকাশের বর্ষ বৃদ্ধি।

এই অগ্রহায়ণ মাসে সোমপ্রকাশ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। বয়োবিভাগ কর্ত্তারা বয়সের যে এক এক সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে সোমপ্রকাশের এক সীমা উত্তীর্ণ হইয়া অপর সীমায় অবতীর্ণ হওয়া হইল। অতএব সোমপ্রকাশ এত দিন যে পথ যে যুক্তি যে নীতি অবলম্বন করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিল, তাহার উল্লেখ করা মন্দ হইতেছে না। উল্লেখ করিবার একটী বিশেষ কারণও ঘটিয়াছে। আমরা বিশেষরূপে জানিয়াছি সোমপ্রকাশের বিষয়ে অনেকের অনেক প্রকার ভ্রম আছে। সেই ভ্রম ভঞ্জন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

সোমপ্রকাশ বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়া বরাবর স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। অনুরোধ উপরোধ উৎকোচ বা আত্মীয়তা কিছুতেই কখন ইহাকে বিপথগামী করিতে পারে নাই। উদার যুক্তি ও উদার নীতি ইহার একমাত্র অবলম্বন। এই যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ইহা কি রাজনীতি কি জমীদারী কি সমাজ কি আচার ব্যবহার কি ধর্ম্ম সকল বিষয়েই উদার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। গুণ দোষ বিচারকালে ইহা কখন পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয় নাই।

যখন যে বিষয়ে দোষ দেখিয়াছে অম্লান মুখে তাহা কহিয়াছে। রুষ্ট বা তুষ্ট হইবেন সে ভয় বা সংকোচ করে নাই, গুণ বর্ণনাবসরেও ইহা কখন মোসাব লম্বী হয় নাই। এই কারণে অনেকে ইহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন নহেন। অনেকেই ভাবেন সোমপ্রকাশ তাঁহাদিগের শত্রু। কিন্তু তাঁহারা এ বিবেচনা করেন না যে তাঁহাদিগের নিজ দোষই তাঁহাদিগের শত্রুতা করিতেছে। যে দোষ দেখাইয়া দেয় সে শত্রু না মিত্র? সোমপ্রকাশ বাস্তবিক তাঁহাদিগের মিত্রের কাজ করিয়াছে তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

সোমপ্রকাশ গবর্ণমেন্টের কার্য্যপ্রণালীর আলোচনাকালে সময়ে সময়ে অপ্রিয় কথা কহিয়া থাকে। তাহাতে গবর্ণমেন্ট ইহাকে শত্রু জ্ঞান করেন, গ্রাহকগণের অনেকেও ভাবিয়া থাকেন সোমপ্রকাশ গবর্ণমেন্টের বিপক্ষ। কিন্তু তাঁহারা যদি সোমপ্রকাশের ফাইল খুলিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন অপ্রিয় বাক্য অপেক্ষা গবর্ণমেন্টের প্রশংসাবাক্যই অধিক। যে ব্যক্তি সময়ে কোন ব্যক্তির কার্য্যের দোষ কীর্ত্তন ও সময়ে তাহারই কার্য্যের গুণানুবাদ করে, সে কি বিপক্ষ? বিপক্ষতার কি এই লক্ষণ? গবর্ণমেন্টের কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ে সোমপ্রকাশের অভিমত এই, গবর্ণমেন্ট নূতন আইন করুন, নূতনবিধ কর করুন, আর প্রজার হিতার্থ কোন চেষ্টা করুন, প্রজাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া তাহাদিগের সন্তোষ সাধন করিয়া করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু মহানুভব লার্ড নর্থব্রুকের আগমনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে অন্ততঃ গবর্ণমেন্টের এই রাজনীতি দাঁড়াইয়াছিল, যে কোন কাজ করুন, তাহাতে প্রজার অভিপ্রায় জানা অথবা সন্তোষ সাধন করা অহিতকর জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা আপনারা যাহা ভাল বিবেচনা করিতেন তাহাই করিতেন। তাহাতে ক্রমে প্রজার অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রজার মনের ভাব গবর্ণমেন্টের গোচর করাই সমাচার পত্রের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সোমপ্রকাশ সেই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানার্থ প্রাণ পণ চেষ্টা পাইয়াছে। গবর্ণমেন্টকে সাবধান করিবার নিমিত্ত তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহাদিগের সেই সেই কার্য্যের দোষ গুণের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এরূপ প্রতিবাদ করা মিত্রের না শত্রুর কার্য্য? সোমপ্রকাশ যে ভয় মৈত্রীর বশীভূত না হইয়া অবিচলিত ভাবে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে, এতদ্দ্বারা কি তাহারই পরিচয় হইতেছে না?

জমীদারেরাও সোমপ্রকাশকে শত্রু ভাবেন। সেটীও তাঁহাদিগের মহাভ্রম। তাঁহাদিগের অনেকগুলি অন্যায় কাজ আছে। তাহাতে প্রজারা যার পর নাই কষ্ট পায়। তাঁহারা মনে করেন, সেই কার্য্যগুলি করিয়া তাঁহাদিগের লাভ হইবে, কিন্তু পরিণামে তাঁহারা নিজেই তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁহারা সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রজার উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হন, সোমপ্রকাশের এই অভিমত। সোমপ্রকাশ নিরন্তর তাহারই উপদেশ দিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তাঁহারা হিতে বিপরীত ভাবিয়া থাকেন। সোমপ্রকাশে তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ দেখিলেই জ্বলিয়া উঠেন। সোমপ্রকাশ যদি তাঁহাদিগের শত্রু হইল, প্রজারা তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে সোমপ্রকাশ প্রজার কার্য্যের প্রতিবাদ ও তাঁহাদিগের সপক্ষতা করে কারণ কি? শাস্ত্রকারেরা এই ব্যবহারকে কি শত্রুতার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? পক্ষপাতবিহীন হইয়া কার্য্য করিতে গেলে উভয় পক্ষেরই সমভাবে দোষ গুণ কীর্ত্তন করিতে হয়।

অনেকের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই, আমাদিগের আচার ব্যবহারগত যে সমস্ত দোষ আছে গবর্ণমেন্ট দণ্ডবিধি করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার নিবারণ করেন। কিন্তু সোমপ্রকাশের সে মত নয়। ইহার মত এই, গবর্ণমেন্ট আমাদিগের সামাজিক কোন বিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করেন। গবর্ণমেন্ট উচ্চ শিক্ষা দান করুন, এদেশীয়েরা আচার ব্যবহারের দোষগুলি বুঝিতে পারুন, তাহার উন্মূলনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হউন, অধ্যবসায়বান্ ও সাহসসম্পন্ন হউন, ক্রমে দোষগুলি অন্তর্হিত হইবে। অনেকে এ মত বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন, সোমপ্রকাশ সমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধক। কিন্তু ক্ষোভের এই, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না গবর্ণমেন্ট যদি একবার আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পান, হস্তক্ষেপ করিয়া স্বকৃত [illegible] দোষে দোষী নহেন বলিয়া [illegible]শংসিত হন, ক্রমে এরূপ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন যে যাঁহারা একণে উন্মত্তপ্রায় গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহারাই আবার তখন ব্যাকুল হইয়া হস্তরোধ চেষ্টা পাইবেন, কিন্তু তখন তাঁহাদিগের সে চেষ্টা আলি কাটিয়া লোণা জল আনিবার ন্যায় বিফল হইবে সন্দেহ নাই।

সোমপ্রকাশকে ব্রাহ্মবিদ্বেষী বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে। এ সংস্কারটীও নিতান্ত অমূলক। ইহা গবর্ণমেন্ট ও জমীদার প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মদিগেরও অবসরে দোষ কীর্ত্তন ও অবসরে গুণানুবাদ করিয়া থাকে। এক

ঈশ্বরের [illegible] ইহাই [illegible] মুখ্য উদ্দেশ্য [illegible] ঐ উদ্দেশ্যটী মহামূল্য রত্নের ন্যায় জঞ্জালে আচ্ছন্ন হইয়া মলিন ও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঐ জঞ্জাল দূর [illegible] করিয়া উহাকে মার্জ্জিত ও পরিষ্কার করিয়া তুলিতে হইবে। ব্রাহ্মেরা সেই পরিষ্কার ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি সেই জঞ্জাল গুলি পরিষ্কার করিয়া প্রকারান্তরে জঞ্জাল দ্বারা উহাকে পুনরায় আচ্ছন্ন করেন, তাঁহারা কি তিরস্কার যোগ্য হন না? কি মূর্খ কি পণ্ডিত কি উচ্চ কি নীচ, কি ধনী কি দরিদ্র, ঈশ্বরের আরাধনা বিষয়ে সকলেই সমান অধিকারী। উহার দেশকাল পাত্র ভেদ নাই, স্থান ও আসন বিচার নাই, অনুষ্ঠান পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না, সামাজিক আচার ব্যবহারাদিও উহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না, উহার নিমিত্ত কোন প্রকার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইবারও প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ কি নূতনবিধ অনুষ্ঠান পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছেন? নবাদল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন না!! এতদ্ভিন্ন আরও অনেক উপসর্গ আছে। উপাসনার কাল নিয়মও ক্রমে হইয়া উঠিতেছে। যদি সোমপ্রকাশ প্রতিবাদী না হইত, নব্য দলের অধিনায়ক বাবু কেশবচন্দ্র সেন এত দিনে হয় ত একটী অবতার হইয়া উঠিতেন। যে দিন সোমপ্রকাশ কেশব বাবুর অগ্রে ঘণ্টা বাজাইবার প্রতিবাদ করে, সেই দিন অবধি ব্রাহ্মেরা সোমপ্রকাশকে শত্রু জ্ঞান করেন!!! কিন্তু যদি তাঁহাদিগের পরিণাম দর্শন হইয়া থাকে, যদি তাঁহাদিগের চিত্ত স্থির ভাবে সকল বিষয়ের বিচার করিতে শিখিয়া থাকে, যদি তাঁহাদিগের প্রকৃতি শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, সোমপ্রকাশ তাঁহাদিগের শত্রুতা অথবা মিত্রতা করিয়াছে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

সোমপ্রকাশের রচনা প্রণালী বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধ রীতির অনুযায়িনী। প্রচলিত সাধু ভাষাই ইহার অবলম্বন। তবে সময়ে সময়ে দুই একটী সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা অস্থানে প্রযুক্ত হয় না। তৎপ্রয়োগের কারণ এই, সংক্ষেপে সংস্কৃতে অধিক ভাব প্রকাশ করা যায়। সেই সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে পাঠকগণের ক্লেশ হয় এরূপ বোধ হয় না। সোমপ্রকাশের রচনা প্রসাদগুণ সম্পন্ন। সেই প্রসাদগুণের বলে সেই সংস্কৃত শব্দগুলির সহজেই অর্থ বোধ হইয়া যায়।

সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন, প্রস্তাব, বিবিধ সংবাদ, সংগৃহীত সংবাদ, ও প্রেরিত পত্র এই পাঁচটী প্রকরণ আছে। বিজ্ঞাপন বিষয়ে সম্পাদক দায়ী নহেন। যিনি যেরূপ লিখিয়া পাঠান, তাহাই অবিকল প্রকাশিত হয়। সম্পাদক কেবল এই মাত্র দেখেন, বিজ্ঞাপন মধ্যে রাজদ্রোহসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ অথবা কাহার গ্লানি আছে কি না? প্রস্তাব গুলি সম্পাদকের নিজের ও তাঁহার সহকারিগণের লিখিত। অন্যের লিখিত প্রস্তাব উৎকৃষ্ট হইলে তাহাও সময়ে সময়ে প্রস্তাব মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রস্তাবে রাজনীতি সমাজ ধর্ম্ম প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হয়। পাঠকগণের অনেকে পরিহাস ভালবাসেন। কিন্তু পরিহাস করিতে গেলে বিষয়ের গুরুতা রক্ষা হয় না। এই কারণে প্রস্তাব মধ্যে প্রায় পরিহাস বাক্য প্রযুক্ত হয় না। যে সমস্ত পরিহাস বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহা অতি গূঢ়। নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ না করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাঁহারা পরিহাস ভালবাসেন, তাঁহারা বিবিধ সংবাদ পাঠ করুন। বিবিধ সংবাদের অধিকাংশ ইংরাজী সমাচার পত্র ও অন্য অন্য সংবাদ পত্র হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। সোমপ্রকাশের পরিচিত সংবাদদাতারা যে সকল সংবাদ পাঠাইয়া দেন তাহা সংগৃহীত সংবাদ স্থলে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা প্রেরিত পত্র প্রেরণ করেন, তাঁহারা অপরিচিত। সোমপ্রকাশে জঘন্য প্রেরিত পত্র প্রকাশের নিয়ম নাই। যে গুলি উৎকৃষ্ট হয়, সেই গুলিই বাছিয়া লওয়া হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় তাহার কারণ এই, সম্পাদক সকল সময়ে সকল প্রেরিত বাছিয়া দিবার অবসর পান না।

বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ হইলে আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এবার বঙ্গদেশে তাহার অভিনয় হইবে, ইহা মনে করিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক ও মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তবে এক আশ্বাস এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের শিরস্থানস্থ দুই প্রধান পুরুষ যথাসময়ে আশঙ্কিত অনিষ্টের প্রতীকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের অধ্যবসায়শালিতা ও ক্ষিপ্রকারিতা লার্ড নর্থব্রুকের বিস্ময়কারী ধীর স্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া মহাফল প্রসব করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি তাঁহারা মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এ আপৎকালেও বাণিজ্যের স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি

ক্ষেপে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। সুখ্য ইহাঁরাও বীডন ও লার্ড লরেন্সের ন্যায় কতকগুলি মানুষ মারেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এডমনষ্টন সাহেবের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বঙ্গদেশের পক্ষে সুসঙ্গত হইতেছে না। বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বহু বৈলক্ষণ্য আছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকেরা অনাবৃষ্টি হইলেও একবারে হতাশ হয় না। তাহারা নিজ পরিশ্রমবলে কূপোদক সেচন করিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপাদন করে। কিন্তু বঙ্গদেশের কৃষকদিগের সে ক্ষমতা নাই।

যাহা হউক, আমরা সর জর্জ কাম্বেল সাহেব ও লার্ড নর্থব্রুকের বিবেচনার্থ দুটী বিষয়ের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। প্রথম, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি ভদ্র জাতির মধ্যে অনেক দরিদ্র আছেন। অতিশয় আত্মাভিমান থাকাতে তাঁহারা প্রাণান্তেও মজুরি করেন না। অন্নছত্রেও যান না। অতএব পবলিকওয়ার্ক এবং অন্নছত্র স্থাপন দ্বারা তাহাদিগের উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগের রক্ষার্থ কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। দ্বিতীয়, ১২৮০ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের তাদৃশ প্রকোপ হইবার সম্ভাবনা অল্প। ৮১ সালের বৈশাখ অবধি ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত যার পর নাই উহার প্রকোপ হইবে। এই সময়ে তাহার প্রতিবিধানের উপায় চিন্তন কর্ত্তব্য।

আমরা উপরে যে দুটী অনিষ্টের আশঙ্কা করিলাম, গবর্ণমেণ্ট কেবল পবলিকওয়ার্ক প্রভৃতি দ্বারা তন্নিবারণে সমর্থ হইবেন আমাদিগের এমন বোধ হয় না। মহাজনেরা যদি ইচ্ছামত চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করেন গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্যের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ না করিলে, ভদ্র দরিদ্রেরা অগ্রে মারা পড়িবেন সন্দেহ নাই। ইতর লোকেরাও কেবল পবলিকওয়ার্ক দ্বারা আপন আপন জীবন রক্ষায় সমর্থ হইবে না। আমরা পূর্ব্বে অনুরোধ করিয়াছি এক্ষণেও অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট যদি সামান্য নিয়ম লঙ্ঘন দোষ অপেক্ষা সহস্র সহস্র প্রজার জীবন নাশ গুরুতর বিবেচনা করেন, চাউলের একটী মূল্য স্থির করিয়া দিন তাহা না করিলে গবর্ণমেণ্ট কোনক্রমেই প্রজা রক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বীডন ও লরেন্স সাহেবের গবর্ণমেণ্ট কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। উড়িষ্যার অসংখ্য লোকের অপমৃত্যু তাহার প্রমাণ। উপসংহারে বক্তব্য এই, আপৎকালে নিয়ম লঙ্ঘন দোষাবহ নহে। অপর বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন যখন মহাজনদিগের হইতে দেশ রক্ষা কঠিন হইবে, তখন তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে অসময়ের চেষ্টা যে ফলোপধায়িনী হইবে সে সম্ভাবনা নাই। সময়ে বীজ বপন না করিলে শ্রম পণ্ড হইয়া যায়।

কলিকাতার দক্ষিণস্থিত স্থান সকলের রক্ষার উপায় কি?

সার জর্জ কাম্বেলের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি হউক। এই সময়ে তাঁহার উদ্যোগ দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক আশ্বাস পাইতেছে। তাঁহার অধীনস্থ কোটি কোটি গরিব প্রজার উপর যে তাঁহার দৃষ্টি তাহারা তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে। দরিদ্র লোকেরা ঘর ফেলিয়া আসিতে পারিবে না বলিয়া তিনি তাহাদের ঘর পর্য্যন্ত কাজ লইয়া যাইতে প্রস্তুত। আমরা পূর্ব্বাপর তাঁহার যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়াছি পাঠ করিয়াই পাঠকগণ আমাদের প্রশংসার যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন। শোন কানালে বিহারের লোকেরা বাঁচিবে, দারজিলিঙ্গ রেলওয়ে দ্বারা উত্তর প্রদেশের লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে কিন্তু আমাদের এদিকের দরিদ্র দিগের জন্য কিছু আবশ্যক কি না? নিম্ন ভূমি ভিন্ন সমুদায় ক্ষান্ত শুলিয়া গিয়াছে। তবে এ অঞ্চলে নিম্ন ভূমিই অধিক এবং গড়ে দশ বার আনা ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যতদিন ক্ষেত্রের ধান্য গোলাজাত না হইতেছে ততদিন প্রকৃত অবস্থা জানা যাইতেছে না। কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইতি মধ্যে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি যে চাউল পূর্ব্বে ২৷০ দরে বিক্রয় হইতেছিল তাহা ৩৷ ৩৷০ টাকা বিক্রয় হইতেছে। এ প্রদেশের ধান্যের ভূমিই অধিক সুতরাং অধিকাংশ লোক ধান্যজীবী, মজুরি করা তাহাদের অভ্যাস নাই, সুতরাং যদি বাস্তবিক কার্য্যকৃচ্ছ্রই উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সময় থাকিতে এদিকেও কোন প্রকার কার্য্য আরম্ভ হওয়া উচিত। আমরা কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এবং কর্ম্মচারিদিগের বিচারার্থ অর্পণ করিতেছি।

১ম। কুলপী ব্রাঞ্চ রেলওয়ে। মাতলা রেলওয়ে যখন কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ রেলওয়ে কোম্পানির হস্তে ছিল তখন উক্ত রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ কুলপী পর্য্যন্ত একটী ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার কথা হয়। সে জন্য জমি জরিপ ও এষ্টিমেট প্রভৃতি হইয়াছিল, এবং একটী প্ল্যানও প্রস্তুত করা হইয়াছিল কিন্তু ব্রাঞ্চ লাইন হওয়া দূরে থাকুক কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গবর্ণ

মেণ্টে হস্ত দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। বর্ত্তমান মাতলা রেলওয়ের যে প্রকার শ্রীবৃদ্ধি, গবর্ণমেণ্টকে আর ব্রাঞ্চ লাইন খুলিতে বলিতে সাহস হয় না কিন্তু লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নাকি বলিয়াছেন এসকল কার্য্যারম্ভ করা লাভের আশায় নহে কেবল দরিদ্রদিগকে কার্য্য ও অর্থ যোগাইবার জন্য, সুতরাং তদনুসারে একার্য্যটী আরম্ভ করিলে লোকের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে এবং এই সকল স্থানে সর্ব্বদা বহুজনের গতায়াত থাকাতে বিশেষ ক্ষতি না হইতেও পারে

দ্বিতীয়, আকনার বিলের বাঁধ ও স্লুইসগেট। পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে অনেক বার লেখা হইয়াছে যে বাঁধ ও স্লুইসের অভাবে এস্থানের অনেক ভূমি পতিত হইয়া আছে। লোণা জল প্রবেশ করিয়া শস্যাদি জন্মিতে দেয় না, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে একবার অনুসন্ধান করেন এবং ১ লক্ষ টাকা এষ্টিমেট হয়; জমিদারেরা এই ব্যয়ের অতি অল্প অংশ মাত্র সাহায্য করিতে স্বীকৃত হওয়াতে তখন কিছু হয় নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, গত বৎসর আবার একটী এষ্টিমেট হইয়া আছে। আর কত বার এষ্টিমেট হইবে। ত্বরায় এই কার্য্যটি আরম্ভ করা উচিত।

তৃতীয়, গড়িয়া হইতে সূর্য্যপুর পর্য্যন্ত যে পুরাতন গঙ্গার খাতটী মজিয়া আছে তাহার পুনরুদ্ধার। এই স্রোতটী যখন প্রবল ছিল তখন লোকের যাতায়াতের এবং বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ছিল। গড়িয়া এবং সূর্য্যপুর এ প্রদেশের মধ্যে দুইটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান। এই সকল স্থান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতে লোকের অনেক ব্যয় ও অসুবিধা হইয়া থাকে। এই খালটী কাটিয়া দিলে সে অসুবিধা দূর হইতে পারে। বিশেষ পুরাতন গঙ্গার খাতটী মজিয়া থাকাতে নানা প্রকার পদার্থ পচিয়া চতুর্দ্দিকের বায়ু দূষিত করিয়া থাকে। এবং মেলেরিয়ার শ্রীবৃদ্ধি করে।

চতুর্থ, দক্ষিণে নেলো ও উত্তরে সূর্য্যপুর, একটী খাল কাটিয়া এই দুই স্থানের যোগ করিয়া দিতে পারিলে ভাল পূর্ব্বে মজিলপুরের পূর্ব্ব দিকে বুড়োর খাল নামে একটী খাল ছিল। সেটি লোণা হওয়াতে তাহার দ্বারায় অপকার ভিন্ন উপকার হইত না। সেই জন্য লোকেরা সেটীকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু নেলো প্রভৃতি স্থান হইতে কাষ্ঠ ধান্য প্রভৃতি নানা দ্রব্য পূর্ব্বে আমদানী হইত সেগুলি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যদি নেলো হইতে সূর্য্যপুর দিয়া গড়িয়া পর্য্যন্ত জলপথে আসিবার সুবিধা হয় তাহা হইলে বাণিজ্যের যে কি প্রকার উন্নতি হয় তাহার বর্ণনা করা যায় না।

পঞ্চম, জয়নগর হইতে সরিসা কামারপোল, বারুদ্রোণ প্রভৃতি স্থানে লোকদিগকে সর্ব্বদাই গতায়াত করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ পথ নাই। বর্ষাকালে শালতিযোগে যাইতে হয় গ্রীষ্মকালে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। এখানে একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিলে লোকের বিশেষ উপকার হইতে পারে। আমরা যে কার্য্যগুলির প্রস্তাব করিলাম ইহাতে সকল স্থানের লোকে কার্য্য পাইবে এবং প্রজাদের অন্নকষ্ট নিবারণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

বেনারস অহিফেন বিভাগ।

পাঠকগণ! আপনারা অপব্যয় অতি লোভ পক্ষপাত অকর্ম্মণ্য নিয়োগ ইউরোপীয় প্রতিপালন নিগুণের উৎসাহদান ও গুণবানের উৎসাহভঙ্গ এইগুলি যদি এক স্থানে দেখিতে চান আমাদিগের সঙ্গে চলুন অহিফেন বিভাগে দেখিতে পাইবেন। গাজিপুরের জেলখানার কপোতগণের ন্যায় (১) ঐ স্থানে এ দোষগুলি নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছে, সেখানে আশ্রম পীড়া নাই, তাহাদিগের (দোষগুলি) প্রাণ বিনাশ শঙ্কা নাই। কেহ কেহ তাহাদিগকে বাসচ্যুত করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে লক্ষ্য করেন বটে কিন্তু সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। তত্রত্য কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগের প্রতি বড় সদয়। তাঁহারা তাহাদিগকে পাখা টাঙ্গা দিয়া রাখিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি বেনারস অহিফেন বিভাগে দুটী চুরী হইয়াছে। এক ১৪০০০ টাকা দ্বিতীয়, ৫। ৬ শত টাকা। এই চৌর্য্য কারণে অহিফেন বিভাগের কার্য্য প্রণালীর দোষানুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় কমিটির কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবনা বড় অল্প। কারণ যাঁহারা কমিটির মেম্বর হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অহিফেন বিভাগের লোক। দীর্ঘ কাল সহবাস নিবন্ধন ঐ দোষগুলির সহিত তাঁহাদিগের পরম আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। তাঁহারা ঐ গুলিকে দোষ বলিয়াই বুঝিতে পারিবেন না। তবে যদি কাম্বেল সাহেব (২) স্বয়ং কোমর বাঁধিতে পারেন, আসুন, ঐ বিভাগে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করুন, তবে যদি কিছু করিতে পারেন। আমরা জানি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে এরূপ দোষ অল্প আছে। কিন্তু তাঁহাকে আমরা একটী কথা বলিয়া দি, যদি কাহার পরামর্শ অনুসারে চলেন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

---

(১) গাজিপুরের সাহেব ও বাঙ্গালি বাবুরা বড় শিকারপ্রিয়। তাঁহারা পায়রা দেখিলেই তখনি তাহার প্রাণসংহার করেন। এই নিমিত্ত পায়রাগুলি আর কোথায় থাকে না। জেলখানায় বাস করে। সেখানে গুলি চালাইবার নিষেধ আছে। পায়রাগুলি তাহা বুঝিতে পারে।

(২) বেনারস অহিফেন ডিপার্টমেণ্টটী উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধিকারস্থ বটে কিন্তু বাঙ্গালার লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীন।

আমরা উপরে অহিফেন ডিপার্টমেন্টের অপব্যয়াদি বিষয়ের উল্লেখ করিলাম বোধ হয় পাঠকগণ তাহার স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন। অহিফেন ডিপার্টমেন্টে কাজ অতি অল্প, কর্ম্মচারী অনেক অধিক। কাজ এত অল্প যে কর্ম্মচারিদিগের আফিসে আসিয়া দিন কাটান ভার হয় কেহ কেদারায় বসিয়া ঢুলিতেছেন কেহ হাই তুলিতেছেন কেহ তুড়ি দিতেছেন কেহ ঘরের কড়িকাঠ গণিতেছেন কেহবা ঘড়িতে কয়টা বাজিতেছে সেই দিকে কাণ পাতিয়া আছেন। যতক্ষণ আফিসে থাকিতে হয় তাঁহাদিগের যম যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয়। একটা বাজিলেই প্রধান ক্রমে ক্রমে কর্ম্মচারিরা অন্তর্দ্ধান হইতে থাকেন। পক্ষপাত ও ইউরোপীয় প্রতিপালনের কথা পাঠকগণকে আর কি কহিব। এই ডিপার্টমেন্টে অনেকগুলি ইউরোপীয় আসিষ্টাণ্ট নিয়োজিত আছেন। তাঁহারা না জানেন এদেশের অবস্থা, না বুঝেন লোকের মনের ভাব, না জানেন লোকের চরিত্র। তাঁহাদিগের বয়স অধিক নয়, বহুদর্শিতাও কিছু মাত্র নাই। তাঁহাদিগের হইতে এবিভাগের কোন উপকার হইতেছে না বরং প্রকারান্তরে অপকার হইতেছে। চমৎকার এই, ঐ সকল ব্যক্তি মোটা মোটা বেতন পাইতেছেন বাহিরে গেলেও মোটা মোটা পাথেয় পাইয়া থাকেন। কিন্তু এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগের অপেক্ষা শত গুণে উপযুক্ত, যাঁহাদিগের হস্তে কার্য্য ভার সমর্পিত হইলে শত গুণ সুন্দররূপে সম্পাদিত হয় তাঁহারা নীচে পড়িয়া আছেন তাঁহারা বেতন অল্প পান এবং বাহিরে গেলে পাথেয় যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দুই চারি আনা পাইয়া থাকেন। সকলে তাহাও পান না। পাঠকগণ! ইহার পর পক্ষপাত আর কি আছে? এস্থলে আমাদিগের একটী প্রাচীন কবিতা স্মরণ হইল—

উত্তুঙ্গ শৈল শিখরস্থিত পাদপানাং
কাকঃ কৃশোঽপি ফলমালভতে সপক্ষঃ।
সিংহোবলী দ্বিরদকুম্ভ বিদারণোঽপি
সীদত্যহো কুহরে খলু পক্ষহীনঃ।

কাক কৃশ হইলেও উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গস্থিত বৃক্ষের ফল লাভ করে, কারণ সে পক্ষবিশিষ্ট কিন্তু সিংহ বলবান ও হস্তিকুম্ভ বিদারণক্ষম হইলেও তাহাকে তরুতলে পড়িয়া থাকিতে হয়, সে সে বৃক্ষের ফল লাভ করিতে পারে না, কারণ সে পক্ষ (সহায়) হীন।

অহিফেন ডিপার্টমেন্টের এদেশীয় উপযুক্ত কর্ম্মচারিরাও ঐরূপ সহায় নাই বলিয়া নীচে পড়িয়া পচিতেছেন।

আমরা উপরে যে অতিলোভের কথা কহিলাম, তদ্বিষয়ে কিছু বলিবার আমাদিগের কিছু শঙ্কা হইতেছে। কিন্তু কি করি যখন প্রসঙ্গ উপস্থিত; তখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে মৌনাবলম্বনও বিধেয় হইতেছে না। এ বিভাগটী কেবল কর্ম্মচারিদিগের নয় গবর্ণমেণ্টেরও অতিলোভের পরিচয় দিতেছে। গবর্ণমেণ্টের এ অংশে অর্থলোভ দস্যু তস্করাদির অর্থলোভ অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দনীয়। দস্যু তস্করাদি যে ব্যক্তির বাটীতে চুরী বা ডাকাইতী করে, কেবল তাহারই শ্রমার্জ্জিত অর্থের হানি হয় অন্য কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দানাদি দ্বারা অহিফেন উৎপাদন করিয়া জগতের যে অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা একবিধ নয়। যাহারা অহিফেন সেবন করে, তাহাদিগের বুদ্ধি বল শরীর অর্থ সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। এ বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের অনেকেরই লোভ অতি প্রবল। তাঁহারা বদন ব্যাদান করিয়া আছেন, কীট পতঙ্গ যে কিছু সম্মুখে পড়ে পরিত্রাণ পায় না!

বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ পক্ষে গবর্ণর জেনরল যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে:—

কলিকাতা গেজেটে মধ্যে মধ্যে শস্যাদির যেরূপ অবস্থা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এবং বিহারের স্থানে স্থানে আমন ধান্য অতি অল্প জন্মিয়াছে, রবি শস্যেরও বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। তবে আগামী ৩ মাসের মধ্যে আকাশের ভাব যেরূপ হইবে তদনুসারে এই শস্যের অবস্থা ভাল মন্দ উভয়ই হইতে পারে। বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই সকল বিষয় যথাসময় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন, এবং অবিলম্বে আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় বিধানার্থ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত পরামর্শ করা হয়। এক্ষণে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। অতএব এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণার্থ কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন না। রপ্তানী বন্ধ করা হউক, গবর্ণমেণ্ট সমুদায় চাউল ক্রয় করিয়া স্থানে স্থানে প্রেরণ করুন, কিম্বা বাজারে চাউলের একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া দিন, এইরূপ অনেক প্রস্তাব উপস্থিত হয়। যদি আবশ্যক হয় গবর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত আছেন, কিন্তু এখনও এরূপ আবশ্যকতা উপস্থিত হয় নাই। যে সকল স্থানের অধিক সংখ্য লোকের কষ্টে পড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইবে সেই সকল স্থানে রাস্তা ঘাট প্রভৃতি পবলিক ওয়ার্ক সকল আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইবে। এক্ষণে শোন নদের খালের কার্য্য বৃদ্ধি ও উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে এরূপ কার্য্য সকল অন্যান্য স্থানে আরম্ভ করা হয় সেজন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের প্রতি ভারার্পণ করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে মজুরদিগকে বেতন না দিয়া বেতন স্বরূপ খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হইবে। এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট শস্য ক্রয় করিয়া রাখিবেন এবং যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ নাই সেই সকল স্থান হইতে শস্য আনয়ন করিবেন, এজন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এবং ব্রিটিশ ব্রহ্মের কমিশনরকে ক্রমে ক্রমে শস্য ক্রয় করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছে। জমীদারেরা নিজ নিজ জমীদারী মধ্যে পুষ্করিণী খনন অথবা ভূমির উৎকর্ষ সাধনাদি অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অগ্রিম টাকা দিতে প্রস্তুত

আছেন, যে সকল স্থানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে সেই সকল স্থানে কন্যাকর সংগ্রহ বন্ধ করা হইবে। যাহাতে দেশের মধ্যে শস্যাদি সহজে প্রেরিত হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবেন এই নিমিত্ত রেলওয়ে কোম্পানিকে বাঙ্গলা শস্যের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট ভয়ানক হইয়া উঠে তাহার নিবারণার্থ স্থানে স্থানে কমিটি বসিবে। অন্নাভাবে পীড়ার বৃদ্ধি হইলে গবর্ণমেণ্ট ডাক্তারাদি প্রেরণ দ্বারা তাহার যথোচিত সাহায্য করিবেন। আগামী বৎসরে যে বুনানী হইবে তন্নিমিত্ত বীজ ক্রয় করিবার জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বিবেচনা পূর্ব্বক জমীদার এবং প্রজাদিগকে টাকা কর্জ্জ দিবেন। শস্যের কখন কিরূপ অবস্থা হয় কত শস্য মজুত আছে পব্লিক ওয়ার্ক এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণী কমিটী কার্য্য কিরূপ চলিতেছে এবং দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর্ব্বদা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যাবতীয় গবর্ণমেণ্ট আফিসরের পরামর্শানুসারে বিশেষরূপে পরিণাম বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ে তৎপরতার সহিত কার্য্য করিবেন।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

বর্দ্ধমান—হাবড়া ভিন্ন সর্ব্বত্রই অল্প পরিমাণে এবং বাঁকুড়া ও হুগলীতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নভূমি ভিন্ন শস্যের অবস্থা মন্দ, রবের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়। বাকুড়ার নিম্নভূমিতে ৭।৮ আনা ধান্য পাওয়া যাইবে, বীরভূম হইতে অনেক চাউল ভাগলপুর ও পাটনায় রপ্তানী হয়, কিন্তু মূল্য সমান রহিয়াছে। মেদিনীপুরে মূল্য বড় বৃদ্ধি হইতেছে। তথা হইতে অনেক চাউল বাকুড়া ও কলিকাতায় রপ্তানী হইতেছে। হুগলী—উচ্চ ভূমির ৩ ভাগ এবং নিম্ন ভূমির অর্দ্ধেক ধান্য নষ্ট হইয়াছে। হাবড়া—উচ্চ ভূমির ধান্য গিয়াছে। উর্দ্ধ সংখ্য তৃতীয়াংশ ধান্য পাওয়া যাইবে। প্রেসিডেন্সি বিভাগে অনেক স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে রবি শস্য বপনের পক্ষেই সুবিধা হইবে। ২৪ পরগণা—উচ্চ ভূমির ধান্য গিয়াছে। নদীয়া, পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে চাউল ৩ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে। নারিকেলপাড়ায় মহাজনদিগের নিকট অনেক চাউল মজুত আছে, তাহারা দর বাড়াইতেছে। মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা স্থানে স্থানে চাউল এক টাকা বার আনা মণ বিক্রীত হইতেছে। যশোহর—প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় আছে, যেখানে বৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন সেখানে বৃষ্টি হয় নাই। যশোহরের সর্ব্বত্রই চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু হেড কোয়ার্টারে মূল্য কম আছে। মুরসিদাবাদে এবং রাজসাহী বিভাগের হেড কোয়ার্টারে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন মুরসিদাবাদে কতক উপকার হইয়াছে বটে কিন্তু চাউলের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। দিনাজপুর—শস্যের অবস্থা অতি মন্দ, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। মালদহে দুই আনার অধিক আমন ধান্য পাওয়া যাইবে না। চাউলের মূল্য এক্ষণে কম আছে অনেক চাউলও মজুত আছে। রাজসাহী বিভাগের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মূল্য সমান রহিয়াছে। রঙ্গপুরে চারি আনার অধিক ধান্য পাওয়া যাইবে না, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। বগুড়ায় অধিকাংশ শস্যের অবস্থা মন্দ, তবে জল সেচন দ্বারা কতক স্থানের উপকার হইয়াছে। পাবনায় এখনও বৃষ্টি হইলে নাবি ধান্যের উপকার হয়। কুচবিহারে বৃষ্টি হয় নাই। দারজিলিঙে নিম্নভূমিতে যে ধান্য জন্মিয়াছে লোকের অধিক কষ্ট হইবে না, কুচবিহারে দশ আনা শস্য পাওয়া যাইবে। এখানে দুর্ভিক্ষের তাদৃশ সম্ভাবনা নাই, গত দুই বৎসর বিলক্ষণ ফসল হইয়াছিল। ঢাকা বিভাগের মধ্যে বাখরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। ৩ রা ও ৪ ঠা নবেম্বর ময়মনসিংহের দক্ষিণ বিভাগে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। ঢাকা বিভাগের শস্যের অবস্থা মন্দ উচ্চভূমির নাবি ধান্য সকল গিয়াছে ফরিদপুরে নিম্ন ভূমিতে বার আনা ধান্য পাওয়া যাইবে। মূল্য অল্প কমিয়াছে। বাখরগঞ্জে তের চৌদ্দ আনা ধান্য পাওয়া যাইবে মূল্য পুনরায় কমিয়াছে। ময়মনসিংহে দশ আনা পাওয়া যাইবে। সিলেটে শস্যের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়। কাছাড়ে দশ আনা শস্য জন্মিয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের সংবাদ ভাল। নওয়াখালিতে কীটাদিতে এবং বৃষ্টির অভাবে শস্যের বড় অনিষ্ট করিয়াছে। ত্রিপুরার শস্যের অবস্থা মন্দ; মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশে এবং হিল টিপারার অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই। সমুদায় পাটনা বিভাগে শস্যের অবস্থা অতি মন্দ; হেড কোয়ার্টারে যে শস্য আছে, তাহা পোকায় নষ্ট করিতেছে। গয়া বিভাগে নাওদায় বৃষ্টি হওয়াতে কতক উপকার হইয়াছে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে সাহবাদে যে ৬০ হাজার একার ভূমিতে জল সেচন করা হয় তাহা ভিন্ন আর সমুদায় ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়াছে। নিম্ন ভূমির রবি শস্যের অবস্থা এখন ভাল। সমুদায় ত্রিহুত বিভাগে ধান্য নষ্ট হইয়াছে, রবিশস্য যাহা বপন করা হইয়াছিল তাহা অঙ্কুরিত হয় নাই, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, লোকের দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে সারণে ধান কাটিয়া গরুকে খাওয়ান হইতেছে। ভাগলপুর বিভাগে মুঙ্গের ভাগলপুর এবং সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে বড় উপকার হয় নাই। চম্পারণ—উচ্চ ভূমিতে উদ্ধ সংখ্য তিন চারি আনা এবং নিম্নভূমিতে আট আনা শস্য পাওয়া যাইবে। মূল্য কিছু কমিয়াছে। মুঙ্গিরে শস্যের অবস্থা অতি মন্দ ভাগলপুরে বাবা উপবিভাগে বৃষ্টি হইয়া অনেক উপকার করিয়াছে। আমদানী হওয়াতে চাউলের মূল্য কমিয়াছে। পূর্ণিয়াতে কোসি নদীর নিকটে প্রথমে যে ধান্য রোপণ

করা হয় তাহা উত্তম জন্মিয়াছে কিন্তু পূর্ব্বদিগের ধান্যের অবস্থা মন্দ। সমুদায়ে চারি আনা জন্মিয়াছে। আমদানী আরম্ভ হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণ পশ্চিম ভিন্ন আট আনা ধান্য পাওয়া যাইবে। উড়িষ্যার সংবাদ ভাল, কিন্তু বালেশ্বরে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে ছোট নাগপুরে দরিদ্র কৃষকদিগেরই ধান্য অতি মন্দ হইয়াছে। বোধ হয় লোহার ডগায় শীঘ্র লোকের কষ্ট হইবে কিন্তু সিংহভূম এবং মানভূমে যে ধান্য জন্মিয়াছে তাহাতে তত্রত্য লোকের কষ্ট হইবে না। আসাম এবং নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত প্রদেশের যে সকল স্থানে ধান্য জন্মে তথা হইতে মন্দ সংবাদ আসিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২৬ এ কার্ত্তিক সোমবার।

বর্দ্ধমান ও হুগলীর সাংক্রামিক জ্বর ক্রমে বঙ্গদেশের সর্ব্ব স্থানেই স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ইহার গতিরোধ করিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিতেছে না। কয়েক মাসাবধি কোদালিয়া চাঙ্গড়িপোতা হরিনাভি রাজপুর মালঞ্চ গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানে ইহার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সবল সুস্থকায় ব্যক্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দুইটী চারিটী পীড়িত নাই এমন বাটী প্রায় দেখা যায় না। এমন অনেক বাটী আছে, তথায় রোগীদিগের শুশ্রূষা করে এমন একটীও লোক নাই, সকলেই পীড়িত। যে সকল লোকের সুস্থ ও সবল দেহ দেখিয়া মনে আনন্দ হইত, তাহারা রোগে জর্জ্জরীভূত হইয়া শীর্ণ কঙ্কাল মাত্র সার হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের অবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আইসে। ইহার উপরে আচার হাতুড়িয়া চিকিৎসকের দল বিলক্ষণ পুষ্ট হইয়াছে। এ অঞ্চলের লোক অধিকাংশ দরিদ্র, অধিক পয়সা ব্যয় করিয়া ভাল চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসা করান তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়, অগত্যা তাহাদিগকে এই সকল যমদূতের হস্তে জীবন সমর্পণ করিতে হয়। ইহাদিগের চিকিৎসা প্রণালী যেরূপ তাহা যাঁহারা একজন হাতুড়িয়া কর্ত্তৃক সে দিনকার কোদালিয়ার দুটী বালকের হত্যা বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন তাহাদের অবিদিত নাই। এমন অবস্থায় ইহাদিদিগের জীবন রক্ষার একটী মাত্র উপায় আমাদিগের নয়ন পথে পতিত হইতেছে, সে উপায় গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্টের এ সময়ে কর্ত্তব্য অবিলম্বে এঅঞ্চলে একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন এবং একজন ভাল ডাক্তার নিযুক্ত করেন।

১০ ই নবেম্বর গাজিপুরে হত্যাপরাধে একজনের ফাঁশী হইয়া গিয়াছে। যাহার ফাঁশী হইল সে যাহাকে হত্যা করে, তিনি গাজিপুরের একজন প্রধান ও প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন।

একজন লিখিয়াছেন, ৪।৫ দিন হইল থানা সেলেমাবাদের শরহদ্দ কাঁশড়া গ্রামে এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামের নিকটস্থ কাল্না গ্রাম নিবাসী মাখন লাল নামক ময়রা সামান্য অলঙ্কারের লোভে উপরি উক্ত গ্রামের ৫।৬ বৎসর বয়স্ক একটী বালিকাকে দিবা দুই প্রহরের সময় হত্যা করিয়াছে। সে ঐ হত্যা করিয়া তন্নিকটস্থ শুকে গ্রামে এক বণিকের নিকট অলঙ্কার বিক্রয় করিতেছিল; এমত সময় কাঁশড়া গ্রামের চৌকিদার গিয়া অলঙ্কার সমেত তাহাকে ধৃত করিয়া সেলেমাবাদের সব ইনস্পেক্টরকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া প্রমাণাদি লইয়া বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেন। শুনিলাম ঐ ব্যক্তি স্বয়ংখুন করিয়াছি বলিয়া এজাহার দেয়; বিচারে যাহা হয় পরে লিখিব।

এম, জোগলেট নামক যে একজন ফ্রেঞ্চ ইঞ্জিনিয়র কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, একজন বণিক তাঁহার নিকট হইতে ১২০০০০০ টাকায় ঐ আবিষ্ক্রিয়াটী ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। কৃত্রিম চিনি প্রস্তুতের কল কিনিতে কৃত্রিম টাকা ত দেওয়া হয় নাই?

ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্র সমূহে আমাদিগের রাজপুত্র এডিনবরার ডিউকের এইরূপ আয়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে। রুশীয় সম্রাট কন্যা পিতার নিকট হইতে পেন্সন ও নগদ টাকা যাহা পান তাহা ভিন্ন ক্রিমিয়াতে বিস্তর ভূসম্পত্তি পাইবেন। গথার ডিউক তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীকে অর্থাৎ আমাদিগের ডিউককে বার্ষিক ৩০০০০ টাকা পেন্সন দিবার মানস করিয়াছেন, ব্রংস্উইকের ডিউকও কিছু দিবার কল্পনা করিতেছেন। তদ্ভিন্ন প্রিন্স কন্সর্ট তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রগণের জন্য যে একটী ফণ্ড করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আমাদিগের রাজ্ঞী ডিউককে ১৫০০০০০ টাকা দিবার মানস করিয়াছেন। এ ভিন্ন পার্লিয়ামেণ্টের দান আছে। ডিউকের এ বিবাহ নয়, কতকগুলি তালুক কর হইল।

ইংলণ্ডে ক্ষেত্রে জল সেচনের এক নূতনবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূমির কিছু উপরে কতকগুলি শিশার পাইপ রাখা হয়, ঐ পাইপগুলিতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। একটী কল দ্বারা ঐ সকল পাইপে জল লইয়া যাওয়া হয়, সেই জল বৃষ্টির ন্যায় ঐ সকল ছিদ্র দিয়া ভূমিতে পড়িতে থাকে।

গত বৎসর গ্রেটব্রিটনে ৪৩৭৭৩৩ লোকের ইনকম টাক্স ধার্য্য হয়। ইহাদিগের আয় এবং যে ইনকম টাক্স দিতে হইয়াছে তাহা একত্রে ধরিলে ১২২২১৭৪১৮০ টাকা হয় শুদ্ধ টাক্সে ৩০৫৫৩৩৬০ টাকা হয়। ১৮৫৭ জনের চারি হইতে ৫ লক্ষ পর্য্যন্ত টাকা ধরা হয় এবং ৬০ জনের ৫ লক্ষের অধিক করিয়া টাক্স ধরা হইয়া ছ [illegible] তালিকাটী ইংলণ্ডের ধনশালিতার পরিচয় দিয়া দিতেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "কাজির বিচারের এদেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সম্প্রতি আর একটী বিচারের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। পারস্যে একজন রাজমিস্ত্রী ছাত নির্ম্মাণ করিতেছিল, ইতিমধ্যে পদস্খলিত হইয়া পতিত হয়। সেখান দিয়া একজন ফেরিওয়ালা গমন করিতেছিল। মিস্ত্রী দৈবক্রমে তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া যায়। ইহাতে

ফেরিওয়ালার প্রাণত্যাগ হয়। তাহার পুত্র মিস্ত্রীর নামে কাজীর নিকট নালিশ করে। মিস্ত্রী আসিয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিল যে, সে দৈবাৎ ছাত হইতে পতিত হয় এবং ফেরিওয়ালার উপরে পতিত হবে তাহা সে স্বপ্নেও জানে না। কিন্তু ফেরিওয়ালার পুত্র পুনঃপুন প্রার্থনা করিতে লাগিল যে তাহার পিতার হত্যাকারী উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হয়। কাজি বলিলেন, যে অবশ্য ইহার বিচার হইবে, এবং একটু চিন্তা করিয়া হুকুম দিলেন যে, মিস্ত্রী ছাত হইতে তোমার পিতার উপর পতিত হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছে। অতএব মিস্ত্রী সেই পথে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকুক এবং তুমি ছাত হইতে উহার উপরে নিপতিত হও। তাহা হইলে উপযুক্ত বিচার হইবে।" ফেরিওয়ালার পুত্র এ বিচার মত কাজ করিল কি না তাহা আমরা অবগত হই নাই। ফলতঃ যাহারা এরূপ আতভায়ির দণ্ড প্রার্থনা করে, তাহাদের পক্ষে এটী একটী বহু মূল্য উপদেশ।

বিলাতি একখান কাগজে জাপানে যেরূপে অপরাধিদিগের প্রাণদণ্ড করা হয় তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এক দিবস আটটী অপরাধীর প্রাণ দণ্ড করা হয়। এক জন সাহেব সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এইরূপ বলেন, খানিকটা জমি দড়ি দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে তিনটী গর্ত্ত করিয়া তাহার পশ্চাদ্দিকে মাদুর পাতিয়া অপরাধিদিগকে বসান হয়। এই ঘেরার এক দিকে দুই জন রাজ কর্ম্মচারি বসিয়া থাকেন। অপরাধিদিগকে এক সারিতে বসাইয়া কাগজ দিয়া তাহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। হত্যাকারির সঙ্গে আর এক ব্যক্তি ছিল যে প্রত্যেক অপরাধীর কাছে গিয়া তাহার ঘাড় স্পর্শ করিলে সে উঠিয়া একটা গর্ত্তের পশ্চাতে যাইয়া বসে। সেখানে লইয়া তাহাকে ঘাড় বাড়াইতে বলা হয়। ঘাড় বাড়াইবামাত্র চক্ষু নিমিষে মস্তক ছেদন করিয়া ফেলা হয়। ছিন্ন মস্তকটী গর্ত্তের মধ্যে পড়ে। হত্যাকারীর সঙ্গের লোকটী উহা উঠাইয়া লইয়া জল দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া রাজকর্ম্মচারির নিকট অর্পণ করে। সাহেব এই দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি কি নিজ দেশে লোকের ফাঁসী হইতে দেখেন নাই?

ঢাকা প্রকাশ বলেন "মুসলমানদের জয় জয় কার। কিছুকাল হইল, ১২৪ পরগণার নিমিত্ত এক জন স্কুলের সব ডেপুটী ইনস্পেক্টার আবশ্যক হওয়াতে তথাকার মাজিষ্ট্রেট এক জন বি, এ, উপাধিধারী বাঙ্গালীকে উপেক্ষা করিয়া একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবিদ্য মুসলমানকে ঐ কর্ম্ম দিয়াছেন। সম্প্রতি মান্দ্রাজ নগরে একটী কর্ম্ম খালি হওয়াতে তথাকার কালেক্টর বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে কর্ম্ম প্রার্থী জাতিতে মুসলমান হইলেই আদরণীয় হইবে। হিন্দু ও মুসলমান যখন এক দেশের অধিবাসী ও এক গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন তখন উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিলে কোন কথা জন্মায় না। যোগ্য হইলেই কর্ম্ম পাইবে এই সাধারণ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইলে কোন জাতীয় প্রজা অসন্তুষ্ট হইতে পারে না। যে রাজনীতি পক্ষপাতিতার আভাস দেয় তাহা বিশুদ্ধ নহে।

সহচর বলেন, বড়বাজারে মোলাগুণ্ডার দল নামক একটী জুয়াচোরের খনি আছে। ইহারা গাঁইট কাটে, জুয়া খেলে ও লোককে নানা প্রকারে ঠকাইয়া লয়। গত শুক্রবার এক জন লোক আলিপুরের কালেক্টরি হইতে তিন সহস্র টাকা লইয়া নিজ গ্রাম সুখচরে যাইতেছিলেন। ধর্ম্মতলায় তিন জন ভদ্র লোক তাঁহাকে বলিল যে তাঁহাদিগের শিয়ালদহে যাইতে হইবে, কিন্তু গাড়ী নাই। অতএব তাঁহার সহিত ভাড়ার অংশ দিয়া একত্রে যাইতে চাহিল। তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, যে তাহারা মোলাগুণ্ডার লোক। এক ব্যক্তি ইহাতে বলপূর্ব্বক শকট মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করে; কিন্তু ভদ্রলোকটী পুলিষ বলিয়া চীৎকার করাতে এক জন ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর উপস্থিত হইলেন। জুয়াচোরেরা কোথায় পলায়ন করিল তাহা নির্ণয় করা গেল না। পরিশেষে একজন কনষ্টেবল তাঁহাকে শিয়ালদহে পহুছিয়া দিয়া গিয়াছিল। মোলাগুণ্ডার দলকে কি পুলিষ জানেন না? ইহাদিগের অধিক টাকার কেয়াল জামিন লইলে দৌরাত্ম্য কতক কমিতে পারে।"

হিন্দুহিতৈষিণীতে লিখিত হইয়াছে, "যা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ইংরাজদিগের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতেছেন না বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গালীর ন্যায় পুনরায় ধুতি চাদর পরিলে লোকে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিতে পারে এই আশঙ্কায় বোধ হয় তিনি আর বাঙ্গালী হইতে চাহেন না। কোন ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও বলিয়াছেন যে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে টেস্‌ফিরিঙ্গীর ন্যায় দেখায়। যখন তিনি সাহেবী পরিচ্ছদ ছাড়িতেছেন না, তখন তাঁহার স্ত্রীকেও অবশ্য বিবিদের পরিচ্ছদ (গাউন) পরাইবেন, বিবিগিরি শিক্ষা দেওয়াও সম্ভব। কিন্তু যে রমণীর কপালে উল্‌কীর স্পষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে, তাহাকে গাউন পরাইলে এক অপূর্ব্ব মেষের ন্যায়ই দেখাইবে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে বিলাতের ফেরতা লোকেরা মনে করে যে পরিচ্ছদের বলেই তাঁহারা ইংরাজদের সমকক্ষ হইবেন, অথবা তাঁহাদের দলে মিশিবেন। কিন্তু বাঙ্গালীকে সাহেবী সাজে দেখিলে ইংরেজদিগের মনে নিতান্ত বিদ্বেষ ভাবের উদয় হয়, দেশীয় আচার ব্যবহারে লিপ্ত দেখিলে তাঁহাদের তাহা হয়না। বঙ্গদেশে জন্মিয়া বাঙ্গালী জাতির প্রতি ঘৃণা করিলে তিনি এদেশের কি উপকার করিবেন? একজন ইউরোপীয় তাঁহা অপেক্ষা সহস্র গুণে এদেশীয়দের উপকার করিতে পারেন। সুতরাং বাঙ্গালী সিবিলিয়ান দ্বারা বঙ্গদেশের কিছু মাত্র উপকারের আশা নাই। যাঁহারা অত্যুৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণ রোদন করিতেছেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বোধ হয় তাঁহার শিক্ষা জন্য ঋণগ্রস্থ পিতাকে অর্থ সম্বন্ধে বিস্মৃত হইবেন না।

কটক হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, সম্প্রতি তথায় একজন গোয়ালা তাহার স্ত্রী জননী এবং সেই পল্লীস্থ একজন গুরুমহাশয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলি-

য়াছে, তিন জনেই মরিয়াছে। ব্যভিচারই এই ভয়ঙ্কর হত্যার কারণ।

২৭ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

গত পূর্ব্ব সোমবারে ঢাকায় বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে।

আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ১৬-২০২৬ টাকা মূল্যের ১১৬৪৪ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন, মাণ্টু ও সাহেব বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষসমর্থনার্থ যাইতেছেন। জ্যাকসন সাহেবের যে কথা হয় তাহা অমূলক।

বঙ্গদেশের অহিফেনের ৮ মাসের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অহিফেনের ৭ মাসের শুল্কে ৪৫০১২২০ টাকা আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অহিফেনে ১৩৯৪৯৪০ টাকা এবং মালওয়ার অহিফেনে ৩১০৬২৮০ টাকা হইয়াছে।

ইংলিশম্যান বলেন, আগামী বুধবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় গবর্ণর জেনরল স্বগণ সহিত এক বিশেষ ট্রেণে হাবড়া হইতে আগ্রা যাত্রা করিবেন।

বুধবার প্রাতঃকালে টাউনহালে দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে ঈশ্বরের নিকট উপাসনার্থ এক সভা হইবে। রেবরেণ্ড জে, এম টমসন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কাবুলের সৈন্যগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহারা রীতিমত বেতন পাইতেছে না, আমীর আজ্ঞা দিয়াছেন আপাততঃ আর না নূতন সৈন্য গ্রহণ করা হয়।

১৮৭১ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ৫৩৪০৮১০ হান্দর চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৮৭২ অব্দে ৬৯০৯৩৫৬ হান্দর চাউল যায়। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ৮ মাসে ৩৭২১২১১ হান্দর চাউল গিয়াছে। এই তালিকা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, এদেশে যে ধান্য জন্মে, তাহা যদি রপ্তানী না হয় এক বৎসর ফসল না হইলে আমাদিগকে হাহাকার করিতে হয় না।

গতকল্য পূর্ণিমা হইতে ৬ জন পুরুষ ও দুটী স্ত্রীলোককে আন্দামানে পাঠাইবার জন্য আলীপুর জেলে আনা হইয়াছে। ইহাদিগের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

মিরর বলেন, জব্বলপুর হইতে বারাণসীতে অনেক চাউল আমদানী হইয়াছে।

কল্য সর উইলিয়ম মিউরের আগ্রায় উপনীত হইবার সম্ভাবনা আছে।

গাজীপুর বারাণসী মির্জ্জাপুর আজিম গড় এবং গোরক্ষপুরে অন্যান্য শস্য বিশেষতঃ ধান্য ভাল জন্মে নাই, গোরক্ষপুরে ইহার মধ্যেই লোকের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, চুরি ডাকাইতিও আরম্ভ হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে পঞ্জাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার কথা হইতেছে। কিন্তু তত্রত্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ডেবিস সাহেব এ প্রস্তাবের বিরোধী।

বোম্বাইয়েও বুঝি গাড়িওয়ালাদিগের ধর্ম্মঘট হয়। তথায় বেগে গাড়ি হাঁকাইবার জন্য অনেকগুলি গাড়িওয়ালার জরিমানা হইয়াছে।

বরদার মলহররাও একজন মজুরের কন্যাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া যে ক্ষেপিয়া উঠেন, কি কারণে বলা যায় না, এক্ষণে সে খেয়াল পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কন্যাটীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহাকে একটী পৃথক বাটীতে রাখা হইয়াছে এবং উহার পিতাকে অনেক টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি দেওয়া হইয়াছে। উহাকে পৃথক বাটীতে রাখা অপেক্ষা বিবাহ করাই ভাল ছিল।

মিরর বলেন, সর রিচার্ড টেম্পলের পুত্র টেম্পল সাহেব এক্ষণে কলিকাতায় রহিয়াছেন, ইনি পিতার সহিত সিমলায় ছিলেন। ইনি পিতার নিকটে রাজস্ব বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন না কি?

ব্রেচের একটী ব্রাহ্মণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কে ইহাকে মুসলমান করিল, কোরাণ, না, কোন ষোড়শী মুসলমানী?

২৮ এ কার্ত্তিক বুধবার।

পিপল্‌স্‌ ফ্রেণ্ড বলেন, সুন্দরবনের রাইয়তেরা ইহার মধ্যেই আহারাভাবে কষ্ট পাইতেছে। অনেকে বৃক্ষের পাতা ও মূলাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

আগামী ১২ ই জানুয়ারি কলিকাতায় অশ্ব প্রদর্শন হইবে। ইহাতে ১১ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত অদ্ভুত বৃত্তান্তটী সহচরে লিখিত হইয়াছে। আমতা সব ডিবিজনের অধীন গোবিন্দপুর নামক গ্রামে কতকগুলি কৃষক সন্তান ক্রীড়া করিতে করিতে শ্যামা পূজার দিবস একখানি প্রতিমা করিয়া একটী বনের ভিতর পূজা আরম্ভ করে। উহাদের মধ্যে কেহ পুরোহিত কেহ পরিচারক কেহ কর্ম্মকার কেহবা কর্ত্তা হয়। পূজা আরম্ভ হইলে একটী বালক বলিল ভাই আমাদের পাঁঠা কই? পাঁঠা না হইলে পূজা কি? অতএব আমি পাঁঠা হইতেছি, তোমরা হাড়কাঠ পুত। আমি হাড় কাঠে গলা দিয়া পড়িলে এক জন মাথার চুল ধরিয়া টানিবে আর দুই জন আমার হাত পা পৃষ্ঠের দিকে ধরিয়া টানিয়া থাকিবে। যখন দেখিবে আমি চীৎকার করিতে করিতে নিরস্ত হইব সেই সময়ে আমাকে বলিদান করিবে। ক্রমে ঐ বালক হাড়কাঠে গলা দিয়া শয়ন করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, আর আর বালকেরা পূর্ব্ব কথানুসারে কেহ হাত কেহ পা কেহ চুল ধরিয়া টানিয়া রহিল। পশুস্থলাভিষিক্ত বালকের চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ প্রায় হইয়া আসিল, যে বালকটী কর্ম্মকার হইয়াছিল সে কোপের উদ্যোগ দেখিতে লাগিল এমন সময় উহাদের মধ্যে একজন বালক এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া দ্রুতবেগে দৌড়িয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী কৃষকদিগকে ডাকিতে লাগিল, কৃষকেরা শীঘ্র আসিয়া ঐ বালককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। এ ঘটনাটী কতদূর সত্য বলা যায় না। ইহার মূল কিছু থাকিতে পারে তাহা হইতে বাড়াইয়া এতদূর করিয়া তুলা হইয়াছে।

৮ ই এবং ১৬ এ অক্টোবরের মধ্যে হাবড়া হইতে ২৮৭০০০ মণ চাউল রেল-

ওয়ের দ্বারা রাণীগঞ্জ এবং বরাকরের মধ্যবর্ত্তী স্থান সকলে প্রেরিত হয়। চন্দননগর হইতে ৬০ হাজার মণ পাঠান হয়। চন্দন নগর হইতে আর ৬০ হাজার মণ পাঠান হইবে।

বিশ্বদূতে লিখিত হইয়াছে, একজন মহাজন এক ব্যক্তিকে ২০ হাজার টাকা কর্জ্জ দেন, ১৪ মাসের পর উহার সুদ ১১৮১১ টাকা ধরিয়াছেন। সম্পাদক এনিমিত্ত আইন দ্বারা সুদের একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বস্তুতঃ অনেক নীচপ্রকৃতি মহাজনের স্বভাব এই তাহারা লোকের বিপদকে আপনাদিগের স্বার্থ সাধনের উপায় করিয়া লয়।

বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় এবং বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। দরিদ্র লোকেরা খাটিয়া খাইতে পারে এ নিমিত্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সকল প্রকার সাধারণ হিতকর কার্য্য আরম্ভ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের কার্য্য ভিন্ন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই রেলওয়ে সম্বিষ্ট অন্যান্য রাস্তা নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছেন। বর্দ্ধমানে দামোদরের সহিত কাণানদীর সংযোগ করিবার জন্য কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বিভাগে ভাল পুষ্করিণী নাই বলিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, জমীদারেরা যদি তাঁহাদের জমীদারীর স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করেন, তিনি অগ্রিম টাকা কর্জ্জ দিতে প্রস্তুত আছেন।

২৯ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

সে দিবস ভুটকেলাসের রাজা বারাণসীর কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান তিনি জুতা পায় দিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন কি না? কমিশনর ইহার এই উত্তর দেন, ভুটকেলাসের রাজা অপেক্ষা বারাণসীর রাজা অধিক মাননীয়, তিনি যখন জুতা খুলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তখন ভুটকেলাসের রাজার কর্ত্তব্য জুতা খুলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজা অবশ্যই এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। কমিশনর সাহেব বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, বারাণসীর রাজা তাঁহাকে এ সম্মান করিতে পারেন. কিন্তু ভুটকেলাসের রাজার কথা দূরে থাকুক, তিনি কলিকাতা নগরের একজন মধ্যবিধ অবস্থার শিক্ষিত লোকের নিকট এরূপ সম্মানের আশা করিতে পারেন না।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, নারায়ণগঞ্জে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ওলাউঠা সাংক্রামিক জ্বর এবং দুর্ভিক্ষ এবার এই তিনে বোধ হয় বঙ্গদেশ ছারখার করিবে।

বোম্বাইর গবর্ণর সর পি, ওড হাউস গত শনিবার বারাণসীতে উপনীত হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল আগ্রায় গমন করিলে তত্রত্য মিউনিসিপাল কমিশনরেরা তাজ মহল আলোকময় করিবার এবং বাজী পোড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ নিমিত্ত আড়াই হাজার টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এ সময়ে মিউনিসিপাল কমিশনরেরা তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ আড়াই হাজার টাকা পোড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন তিনি বোধ হয় ইহাতে সন্তুষ্ট না হইতে পারেন।

একজন ব্যক্তি অতিরিক্ত আরোহী লইয়াছিল বলিয়া রিবার পুলিস তাহার ১০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। প্রতিদিন প্রায় দণ্ড হইতেছে, তথাপি লোকের চৈতন্য হয় না এই আশ্চর্য্য।

খৃষ্ট বল, মুসলমান বল হিন্দুধর্ম্মের নিকট কাহারই প্রাধান্য খাটিয়া উঠে না, হিন্দু ধর্ম্মে যেমন আঁটাআঁটি দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর কোন ধর্ম্মেই নয়, বহু বিপ্লব ঘটিয়াছে তথাপি এই গুণে ইহা অদ্যাপি পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর মুসলমান, মুসলমানের খৃষ্টান অথবা হিন্দুর খৃষ্টান বা মুসলমান হওয়া অনায়াসে ঘটে, কিন্তু খৃষ্টানের অথবা মুসলমানের হিন্দু হওয়া সম্ভাবিত নয়। পাঠকগণ মুসলমান বা হিন্দুর খৃষ্টান কিম্বা খৃষ্টানের মুসলমান হওয়ার কথা অনেক শুনিয়াছেন মুসলমানের হিন্দু হইবার চেষ্টা কখন শুনেন নাই। সম্প্রতি মধ্য ভারতবর্ষের সুবাদার দৌলত খাঁ নামক একজন মুসলমান হিন্দু হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইনি মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বের স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া একণে কেবল হিন্দু দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেছেন, মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র জ্ঞানে ভক্তি করেন, ব্রাহ্মণেরা যদি তাঁহাকে লইয়া একত্রে আহার করেন, তিনি প্রচুর অর্থ দিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না, তিনি এত করিয়াও হিন্দু হইতে পারিতেছেন না, কখনও যে পারিবেন আমরা সে সম্ভাবনাও করি না। দুঃখের বিষয় এই, সেই হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি নব্য দলের আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩০ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

পিপলস ফ্রেণ্ড বলেন, গত সপ্তাহে কাটোয়া বিভাগের স্থানে স্থানে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু থানা আউসগ্রাম বুদবুদ এবং সাহেবগঞ্জের স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সহযোগী বলেন গত ৩০ এ অক্টোবর কাশ্মীরের রাজা প্রতাপ সিংহের রাণী বসন্ত রোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি চম্বার রাজার কন্যা। রাজা গোলাব সিংহের সমাধি স্থানের নিকট রামবাগে ইহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করা হয়। প্রায় ২০ হাজার লোক ইহার সমাধি স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

গত শনিবার হাবড়ার মিউনিসিপাল কমিশনরেরা শিবপুরের দরিদ্রদিগের কষ্ট নিবারণার্থ উপায় উদ্ভাবনের জন্য এক সভা করেন। জঙ্গল পরিষ্কার নূতন পুষ্করিণী খনন এবং পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কারের প্রস্তাব হয়। গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে কতক সাহায্যের জন্য প্রার্থনা

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট জর্ম্মাণ হইতে দুই কোটি ডালার মূল্যের রৌপ্য ক্রয় করিয়াছেন।

মার্শাল ম্যাকমেহনের হস্তে যে কয়েক বৎসর রাজ্যের জন্য ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার ঐ ক্ষমতা কাল আরও কিছু বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব হয়, জাতিসাধারণ সভার নিয়োজিত কমিটীর ১৫ জন সভ্যের মধ্যে ৮ জন সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাতে পারিসের সকলেই চঞ্চল হইয়াছেন। বারসেলসের মন্ত্রগণ পদত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু মার্শাল ম্যাকমেহন তাহা স্বীকার করেন নাই।

সিরাঙ্গোতে কালিষ্টেরা জয় লাভ করিয়াছে। রেপাবলিকানদের সেনাপতি পেরো হত হইয়াছেন এবং সেনাপতি সন্ধিনস আহত ও বন্দীকৃত হইয়াছেন। কালিষ্টদের দুই জন সর্দ্দার হত এবং দুই জন আহত হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ই নবেম্বর। গত রাত্রিতে মাড ষ্টোন এক বক্তৃতাতে বলিয়াছেন, আসান্টিদের সহিত যুদ্ধ দ্বারা এই শিক্ষা হইতেছে, যে যেরূপ বক্তৃতার এই সকল বিষময় ফল হয়, সে বক্তৃতা পরিত্যাগ কর্ত্তব্য।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

দেখিলাম একখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের অভিপ্রায় এই যে এ বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবে না। যাহাতে প্রজাগণ অলীক আশঙ্কায় আকুলিত না হয় তদ্বিষয়ে নানা আশ্বাস বাক্য দিয়া মধ্যে মধ্যে প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর যে যে সম্পাদক ইহার (দুর্ভিক্ষ) বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সসজ্জ ভাবে থাকিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহার বিষনয়নে পড়িয়াছেন। কেও অব ইণ্ডিয়া যথোচিত তিরস্কৃত হইয়াছেন। ভাল আপনাকে জিজ্ঞাসা করি তিনিই দেশমধ্যে সর্ব্বজ্ঞ হইলেন? যখন আপনারা দেশশুদ্ধ লোকে দুর্ভিক্ষ এবার অবশ্যম্ভাবী বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তখন তাঁহার মতগ্রুভাব ধারণের একটু গূঢ় অভিসন্ধি আছে তাহা কি আমরা বুঝিব না? বিপদ আশঙ্কা করিয়া সতর্ক করাই বিচক্ষণ বুদ্ধিমানের কাজ। বিপৎ পাতের সামান্য মাত্র নিদর্শন দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবিধান চেষ্টা না করিলে শেষে অনুতাপিত হইতে হয়। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি তিনি কোন্ সূত্রে জানিলেন যে এবার দুর্ভিক্ষ হইবে না? বলিতে কি এখনই হইতে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে বলিলেই হয়। বনয়ারী আবাদ অঞ্চলে (৬০ সিক্কা ওজনে) ১৮।১৯ সের চাউল টাকায় বিক্রীত হইতেছে। দরিদ্র লোকের কর্ম্ম চলিতেছে না। বনয়ারী আবাদ প্রভৃতি স্থানগুলি বীরভূমের নিম্ন তর প্রদেশ। যিনি যাহাই বলুন এ দিকে চারি আনার অধিক ফসল হইবে না। বীরভূমের অন্য দিকের অধিকাংশ স্থলই একবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কে না জানে যে বীরভূমের মাটি অতি কড়া এবং ভূমি অতি ডাঙ্গাল? ডাঙ্গাভূমিতে এ শুষ্ক বৎসরে ধান্য জন্মিবার সম্ভাবনা কি? আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি বীরভূমে এবার তিন কি চারি আনার অধিক ফসল হইবে না। একথঞ্চিৎ মাত্র ফসলে যে কি প্রকারে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইবে তাহা আপনি আপনার সুযোগ্য সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।

দরিদ্র লোকে কাজ পাইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন, তাহা বীরভূমে আরম্ভ করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি গরিব লোকের যার পর নাই কষ্ট হইয়াছে। আপাততঃ এই দুইটী কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হউক।

১। কাটোয়া হইতে বোলপুর ষ্টেসন পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা।

২। আমুদপুর হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যে একটী রাস্তা আছে, সেটী অতি জঘন্য। এটীকে পাকা করিয়া দেওয়া।

দুঃখী কৃষক প্রজাদের জন্য কেহই লেখনী ধারণ করিতেছেন না। তাহারা আপন আপন দেয় অর্দ্ধেক রাজস্ব জমিদারকে পূর্ব্বে দিয়াছে। অপর অর্দ্ধ জমিদারের পাওনা রহিয়াছে। সময় উপস্থিত হইলেই জমিদার আদায় আরম্ভ করিবেন। আহা! তখন তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার কোন উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন?

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

একান্ত বশম্বদ শ্রীঃ—দীনহাটা কুচবিহার। এরূপ পত্র অনেক আইসে, সমুদায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

অনুগত শ্রীরাজ। গুরুতর বিষয় থাকাতে আপনারকবিতাটী প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এড কেশন গেজেটে পাঠাইলে ভাল হয়।

কেষাঞ্চিদসমানিতানাং পটলডাঙ্গা। যে ধনী বাবু আপনাদিগকে টিকিট দিয়া শেষে এরূপ অপমান করিয়াছেন তিনি অত্যন্ত অভদ্রতা করিয়াছেন। আজ কাল থিয়েটার দেখিতে যাওয়ায় এই প্রকার দণ্ডই হয়। এই জন্য এসকল স্থান ভদ্র-লোকের গম্য বোধ হয় না।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বঙ্গভূমি।

(১)

কোথারে নবীন বাপ! চলিলি কোথায়,
জনমের মত ফেলি অভাগিনী মায়, [করে
আয় বাপ! আয় তোরে, একবার কোলে
জুড়াই তাপিত দেহ, আয় বাপ আয়,
একান্ত যাবি কি বাপ ফেলিয়া আমায়?

(২)

অপার জলধি পারে পাঠায়ে তোমারে,
কেমনে কহরে বাছা রবো প্রাণ ধরে;
তুমিও ভাসিলে জলে, আমিও ভাসিনু জলে
হায়! হায়! একি দায় ঘটিল আমারে
মুখ দেখে বুক ফাটে কহিব কাহারে।

(৩)

জানি জানি আছে মোর অনেক সন্তান,
কিন্তু কেহ নহে দুঃখী তোমার সমান; [মোর
ভালবাসিরে কিয়া তোর, আয় বাপ কাছে,
হেরিয়ে বদন করি শীতল পরাণ,
কেমনে বিদায় তোরে করিব রে দান।

(৪)

সকলের কাছে বাপ বিদায় লইয়া,
বিদায় লওগে অতি বিনয় করিয়া,
শুন বাপ বলি তোরে, যাবার সময় ওরে,
কারো সাথে অপ্রণয় যেওনা রাখিয়া,
সুমধুর ভাষে সবে যাওরে তুষিয়া!

(৫)

আজিও তোমারে বাপ পেতেছি দেখিতে,
কিন্তু কাল যাবে কোথা ভাসিতে ভাসিতে!
রও বাপ যেখানেতে, বেঁচে থাক পরাণেতে
আজি হতে জেনো ওরে তোমার শোকেতে
বঙ্গভূমি মাতা তোর রহিল কাঁদিতে।

(৬)

আজিও জননী বলে ডাকিছ আমায়,
কিন্তু কাল না জানিরে মা বলিবে কায়
কেবা আর স্নেহভরে, ও বিধুবদন ধরে
প্রবোধ মধুর ভাষে তুষিবে তোমায়,
জানে কি পরের দু[illegible] পারে[illegible] মায়!

([illegible])

কোথা ওমা এলোকে[illegible]! রহিলে কোথায়,
নবীন তোমার লাগি দেশ ছেড়ে যায়;
বিধাতা সাধিল বাদ, মিটিল মনের সাধ
একেবারে মোর প্রিয় [illegible]বীনের হায়!
জনমের মত তারে দেওরে বিদায়!

(৮)

বাছাগণ দেখ দেখ নবী[illegible] আমার
জনমের মত যায় জলধির পার,
বিদায় দেওগে এবে, নিরানন্দ মনে সবে,
বৈরিভাব যদি মনে থাকেরে কাহার।
ক্ষম সেই ভাব মনে রেখোনা রে আর।

(৯)

হায়! ধর্ম্ম হলো তব এই কি বিচার?
বিনাশিলে যেই জন অধীন তোমার, [প্রাণ
রাখিতে তোমার মান, হেয় ভাবি নিজ
প্রাণাধিক প্রিয়াপ্রাণ করিল সংহার
তাহারে পাঠালে তুমি জলধির পার?

(১০)

জানিলাম কালদোষে ঘটিবে সকল
অধর্ম্মের জয় এবে ধর্ম্ম রসাতল,
শুন প্রিয় পুত্রগণ, সবে হয়ে এক মন
চিন্তহ সকলে মেলি ভ্রাতার মঙ্গল,
যতন করিলে কার্য্যে হইবে কুশল।

শ্রীহেমনাথ দত্ত।

সম্পাদক মহাশয়! সিরাজগঞ্জের পশ্চিমে অনধিক সাত মাইল দূরে কুমকল নামে একটী পল্লী আছে। ইটী একটী গণ্ড-গ্রাম ছিল, বিবিধ ব্যবসায়ী লোক বসবাস করিত। এক্ষণে ইহার পূর্ব্ব গৌরব সমুদায় তিরোহিত হইয়াছে। গ্রামটী দেখিবা মাত্রেই "সুখান্তে দুঃখের ভার" স্মৃতি পথে নিয়ত এই উদিত হইয়া দর্শকের মর্ম্ম পীড়া জন্মায়। চতুর্দ্দিকে গাঢ় বেত্রবনে ও অন্যান্য বৃহৎ বৃক্ষের পরিখায় গ্রামটী বেষ্টিত। গ্রামের নিম্নে কোন স্রোতস্বতী নদী নাই, যে একটী শাখা আছে, তাহা কেবল বর্ষাতেই প্রবাহিত হয়, অন্য সময়ে প্রায় শুষ্কাবস্থাতেই পরিণত হইয়া যায়। কর্দ্দম মিশ্রিত স্রোতঃশূন্য যে কিছু জল সঞ্চিত থাকে, লোকে অগত্যা তাহাই ব্যবহারে বাধ্য হয়। মৃত্তিকার অবস্থানু-সারে কূপ খনিত হইলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যে সকল পুষ্করিণী আছে, তাহাও দামে পরিপূর্ণ। সেই দূষিত জল অহোরাত্র লোকের উদরস্থ হইতেছে। মহাশয়! এখন বুঝিতে পারিলেন গ্রামটী কেমন স্বাস্থ্যকর! এরূপ গ্রামবাসীরা যে অকালে কাল কবলিত হইবে তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দিহান থাকিতে পারেন না। লোক সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া আছে, তাহারা কেহ প্লীহা, কেহ জ্বর, কেহ কাশ ইত্যাদি রোগের কর যোগাইতেছে। ভূম্যধিকারীর এমন সংস্থান নাই যে, তিনি একা গ্রামের সং-স্কার করিয়া উঠেন। সকলের যত্ন এক পথাবলম্বী না হইলে উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। সকলেই গ্রামের উন্নতি বিমুখ। উপ কার বুঝাইয়া দিলেও কেহ বুঝেন না। এইরূপ উদাসীন থাকিলে গ্রামটী অচিরাৎ অরণ্য হইয়া উঠিবে। এখনি সন্ধ্যা হইলে ব্যাঘ্রের ভয়ে কাহার সাধ্য যে গৃহের বহি র্গত হয়? বাধ্য হইয়া আপনার আশ্রয় লইলাম। অনেককে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বে ঘুমাইয়া থাকে, সংবাদ পত্রে যখন কুৎসা বাদ দেখিতে পায়, তখন তাহাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়। আমার উদ্দেশ্যও তাই। যদি আপনার পত্রিকায় গ্রামের এই রূপ দুরবস্থা এক বার চিত্রিত দেখিতে পায়, অন্ততঃ লজ্জার অনুরোধেও গাঝাড়া দিয়া উঠিবে আশা করা যায়। সকল উপায়ই বিফল হইয়া গিয়াছে, এখন আপনি আমা দের শেষ লক্ষ্য, যদি ইহাতেও কিছু না হয়, তবে জানিব, গ্রামের পতন কাল ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ আপনি এইটি মুদ্রিত করিয়া পল্লিবাসীদিগকে সৎকার্য্য সাধনে উত্তে-জিত করিবেন।

১৮৭৩ | বশম্বদ
২রা নবেম্বর } শ্রীকালীকমল সান্ন্যাল।
গোবরাছড়া }

সবিনয় নিবেদনমিদং:—

মহাশয় আপনার বিগত দুই পত্রিকায় গোবংশের উন্নতির প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ইহা-দের আপাততঃ চারিদিগে বিনাশ এবং দেশীয় ব্যক্তিদিগের তাহাতে সম্পূর্ণ ঔদাস্য ভাবিয়া এক কালে গোবংশের ধ্বংস হইবে এরূপ উপলব্ধি হইলে মনোমধ্যে এক প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। গোধন যে ভারতবর্ষের মহোপকার সাধন করে এবং ভারতবাসিদিগের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও যত্নের পাত্র তাহা আপনি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়া-ছেন। তাহাদের মহোপকারিত্ব বুঝিয়াই পূর্ব্ব কালের মহাত্মারা গোহত্যা নিষেধ করা দূরে থাকুক গোধনকে একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বকাল অপেক্ষা দুগ্ধ যে মহার্ঘ্য হই-য়াছে, তাহার কারণ যদিও কিয়দংশে হত্যা দির বাহুল্য বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় গাভিদিগের দুগ্ধ প্রদায়িনী শক্তির হ্রাস হওয়াতেই যে দুগ্ধের অসদ্ভাব হই-য়াছে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং কিসে সেই শক্তির হ্রাস হইয়াছে দেখিতে গেলে গোকুলের বলিষ্ট সন্তানোৎপত্তির পথে ব্যাঘাত ভিন্ন অন্য কোন কারণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়

না। যাহা হউক ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে ভবাদৃশ ব্যক্তি এবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং অপর অপর সম্বাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা এবিষয়ে তাঁহাদের পাঠকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিলে যে দেশের উপকার করা হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? গোবংশের দুর্গতিতে যে আমাদেরও দুর্গতি হইয়াছে তাহা একটু ভাবিলেই জানিতে পারা যায়। দুগ্ধ এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যাহা পাওয়া যায় তাহাও বিশুদ্ধ নয়; ইহাতে ক্রমশঃ আয়ু ও বলের হানি হইয়া আসিতেছে। ভারতবাসিরা অপর অপর জাতির ন্যায় মাংসাদি ব্যবহার করে না, বল কারক আহারের মধ্যে কেবল দুগ্ধ। সেই দুগ্ধ অভাবে দেশের যে কি পর্য্যন্ত হানি তাহা মনুষ্য দেহ জ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আবার এদিকে চাষোপযোগী বলিষ্ট বলদের অসদ্ভাব হইয়া উঠিতেছে।

আপনি সভা ও শাখা সভা স্থাপন এবং সবলকায় বৃষ পুষিয়া গোকুলের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিবিধান করিবার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু বোধ হয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী তদপেক্ষা অল্পায়াস সাধ্য হইতে পারে।

শ্রাদ্ধে উৎসর্গ করা বৃষেরা স্বভাবতঃ বলবান হয়। তাহাদের দ্বারা বলিষ্ট সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্বে তাহাদিগকে সমস্ত বঙ্গদেশেই বিচরণ করিতে দেখা যাইত।

কিন্তু অধুনা মিউনিসিপালিটীর দৌরাত্ম্যেই তাহারা অদৃশ্য হইয়াছে। ষাঁড়ে ময়লাদি বহন করিবে এই আশঙ্কায় লোকেও আর শ্রাদ্ধে প্রায় বৃষোৎসর্গ করা পদ্ধতি উঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং উল্লিখিত বৃষ জাতির লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এ [illegible] যদি কোন প্রকারে মিউনিসিপালিটীর হস্ত হইতে উহাদিগকে মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে দিতে পারা যায় প্রচুর উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইহার জন্য আমাদিগকে অধিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না। পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার সভ্য মহোদয়গণ একটু মনোযোগ করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেই হইবে। সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে ইহাতে অনভিমত কি ঔদাস্য প্রকাশ করিবেন এ কথনই সম্ভব হইতে পারে না।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৭ ই নবেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে	১২	
তথা হইতে সুরপুর	৩	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৪	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১০ ই নবেম্বর বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
০	০

বহরমপুর ১০ ই নবেম্বর ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচরণ চট্টোপাধ্যায় পাবনা ১০

" " বঙ্কবিহারি সিংহ— খাজিরা ১০

" " শ্রীধর চক্রবর্ত্তী জলপাইগুড়ি ১০

" " সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১০

" " শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণপুর ৫॥০

" " ঈশানচন্দ্র দত্ত—বনগ্রাম ১০

" " মথুরালাল রায় মুন্সেফ বাদীয়া খালী ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ⁄১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। ২ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।। টাকা

সন ১২৮০। ১০ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ২৪ এ নবেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ॥০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ॥০ উহাঁর কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০,

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা
লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—•◊•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্‌শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট, মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খাল কাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিন ফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডবলিউ গালিভার
লেপ্টনেন্ট কর্ণেল আর ই
অফিসিএটিং জয়েন্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট পবলিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্ট; ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

—:*:—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে চাউল
প্রভৃতি আহারীয় শস্য ও ময়দা
প্রভৃতির ভাড়ার লঘুতা
বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

হাবড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত কিম্বা কাশী হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত কোন ষ্টেশনে যদি কেহ চাউল প্রভৃতি আহারীয় শস্য অথবা ময়দা প্রভৃতি প্রেরণ করিতে চান তাহা হইলে ১ মণের অন্যূন বোঝার পক্ষে প্রত্যেক মণে মাইল পিছু এক পাইএর আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দুই ক্রান্তি করিয়া ভাড়া দিতে হইবে। কাশীর উপরের কোন ষ্টেশন হইতে যদি কাশী কিম্বা কাশীর নিম্নের কোন ষ্টেশনে ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় সেই স্থলেই এই নিয়ম খাটিবে অর্থাৎ উপরে প্রেরণ পক্ষে খাটিবে না। নলহাটী ষ্টেট রেলওয়ের পক্ষেও এই নিয়ম প্রবল থাকিবে। এই ভাড়ার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে যথা সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে।

উপরে চাউল ময়দা প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের ভাড়ার যে লঘুতার কথা হইল, তাহা গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ও ব্যয়ে হওয়াতে যাঁহারা রপ্তানীর জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি কলিকাতাতে প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের খাটিবে না। হাবড়া কিম্বা কলিকাতার বন্দরে রপ্তানীর জন্য যে সকল দ্রব্য আনীত হইবে তাহার সম্পূর্ণ ভাড়া দিতে হইবে

এজেন্সি ই, আই,
রেলওয়ে
১ লা নবেম্বর
১৮৭৩ } সিসিল ষ্টিফেন্সন

সোমপ্রকাশ।

১০ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

১৯ এ কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে নবীনের উক্তিতে "আমি যাই" বলিয়া একটী কবিতা প্রেরিত স্তম্ভে প্রকাশিত হয়। আমাদিগের কোন কোন সহযোগী সেটি উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু অপর পত্রের নাম দিতে ভুলিয়াছেন। তাঁহারা এরূপ ভ্রমে কেন পতিত হইলেন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে দীনবন্ধু বাবু পুত্র কন্যাদিগের জন্য কিছু মাত্র সংস্থান করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সংবাদে আমরা দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। তিনি নিজে যথেষ্ট বেতন পাইতেন এবং পুস্তকও যথেষ্ট বিক্রীত হইত। তথাপি তিনি কিছু মাত্র সংস্থান করিতে পারেন নাই, ইহার কারণ কি? তাঁহার স্বভাবগত দয়াই কি তাঁহার দরিদ্রতার কারণ? অথবা অন্য কোন কারণ আছে? সেদিন কবিবর মাইকেলও এইরূপে দরিদ্রতার চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বারিষ্টার উমেশচন্দ্র বানর্জি ত মধুসূদনের পুত্র কন্যার উপায় করিতেছেন দীনবন্ধু বাবুর বান্ধবেরাও একটী সভা করিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের উপায় করিবার চেষ্টা করুন। দেশীয় সাহিত্যের গঠন বিষয়ে সাহায্য করার জন্য যদি কেহ সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হন দীনবন্ধু বাবু নিশ্চয় বঙ্গবাসিদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

দরবারে কেবল টাকার শ্রাদ্ধ হইবে, কোন ইষ্ট লাভ হইবে না। প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটিবে, রাজগণের মনে মনে যে প্রকার পদমর্য্যাদার অনুমান আছে, দরবারে তদনুরূপ কার্য্য হইবে

না, সেই অভিমানে আঘাত করা হইবে, সুতরাং তাঁহাদিগের অনুরাগ না জন্মিয়া বিরাগের উৎপত্তি হইবে, ইত্যাদি আপত্তি করিয়া সোমপ্রকাশ দরবারের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিল; কিন্তু তখন নবানুরাগ, কে কাহার কথা শুনে। বরং তখন কেহ কেহ অকারণ প্রতিবাদী বলিয়া সোমপ্রকাশের উপরে বিরূপ হইয়াছিলেন। এখন ক্রমে অনুরাগ কমিতেছে, এখন দেখিতেছি, কোন কোন ব্যক্তির চৈতন্য হইতেছে। সে দিন পায়োনিয়র দরবারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখন যদি প্রধান রাজপুরুষদিগের চৈতন্য হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল হয়। লার্ড নর্থব্রুক যদি দরবার প্রথাটী উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার ভারতবর্ষের অন্য অন্য হিতকর কার্য্যের মধ্যে ইহাও পরিগণিত ও প্রশংসিত হইবে সন্দেহ নাই।

ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য ক্যাম্বেল সাহেবের উদ্যোগ।

ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নানা জনে নানা প্রকার উপায়ের উদ্ভাবন করিলেন, নানা জনে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিলেন, রপ্তানী বন্ধ করা, দ্রব্যাদির মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া, বিশেষ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশে চাউল আমদানী করা, সময়ে অন্য স্থান হইতে চাউল আনাইয়া গোলাযাত করিয়া রাখা, প্রভৃতি অনেকে অনেক পরামর্শ দিলেন। লার্ড নর্থব্রুক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সিমলা হইতে রাজধানীতে আসিলেন লোকের মনে আশার সঞ্চার হইল যে এবার একটা কোন বিশেষ উপায় নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু লার্ড নর্থব্রুক আসিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রজাগণ বিশেষ আশ্বাসিত ও সন্তুষ্ট হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, যে পারৎপক্ষে রপ্তানী বন্ধ কিম্বা দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন না। বাণিজ্যের স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা গর্হিত কার্য্য ও তাহার অপকার অনেক তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি, কিন্তু বিপত্কালে সময়ান্তরের নিয়ম সকলও লঙ্ঘন করিতে হয়, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই অসময়ে, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজার সপরিবারে অনাহারে যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবার এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবনা এখনো কি পলিটিকাল ইকনমির একটী মত লইয়া বসিয়া থাকা উচিত? গবর্ণর জেনেরল বলিয়াছেন যে হস্তক্ষেপ না করিয়া যদি চলিতে পারে তাহা হইলে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না। যদি না চলে তাহা হইলে কি করিবেন? বোধ হয় তখন হস্তক্ষেপ করিবেন, কিন্তু হস্তক্ষেপ করিবার সময় আসিল কি না স্থির করিতে করিতে এই দুর্ভাগ্য দেশের অসংখ্য দরিদ্র প্রাণী নিশ্চয় অন্নকষ্টে হাহাকার করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। সাধারণ লোকেরা পলিটিকাল ইকনমির মত বুঝে না, তাহারা কেবল ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল মাত্র বুঝে। যদি দেখিতে পায় রাজার হস্ত অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে এই দুইটী যোগাইতেছে, তাহা হইলেই তাহারা আশ্বাসিত কিম্বা কৃতজ্ঞ হইতে পারে, নতুবা গবর্ণর জেনারল সিমলা হইতে একদিনেই আসুন আর একঘণ্টাতেই আসুন, বড় বড় মত প্রকাশই করুন, আর মৌনীই থাকুন তাহাতে তাহাদের সুখের সংবাদ কিছুই নাই।

লার্ড নর্থব্রুকের এই অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়াতে আপাততঃ কিছু হউক, না হউক, বাজারে চাউলের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। গত কয়েক দিবস কলিকাতাতে ভদ্র লোকদিগের আহারোপযোগী চাউল, ৪ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম ধর্ম্মজ্ঞান-বিহীন লাভ-মাত্র-দর্শী ও অর্থ-পিশাচ ব্যবসায়ীরা শস্য-কৃচ্ছ্রের সময় অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা এই উপলক্ষ করিয়া লাভের অবধি রাখিবে না। শুনা গেল কলিকাতার বড় বড় বণিকেরা সপ্তাহে সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল ক্রয় করিতেছেন। কিন্তু সে সকল বিদেশে প্রেরণ না করিয়া এখানেই গোলাযাত করিতেছেন। চাউলের মূল্য দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাঁহারা এখানেই যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবেন।

এদিকে ত বাজার এইরূপ উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, ওদিকে লর্ড নর্থব্রুক পুনরায় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আগরায় দরবার করিতে গিয়াছেন, সেখান হইতে লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করিবার সঙ্কল্প আছে।

ইংলণ্ডের লোক আসাণ্টি যুদ্ধ এবং কনসারবেটিব ও রাডিক্যালদিগের বিবাদ লইয়াই ব্যস্ত; আমাদের দুই কর্ত্তাও বোধ হয় সেই তরঙ্গে ভাসিতেছেন; মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দূরে বসিয়া আপন আপন কার্য্য দেখিতেছেন, সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, রাজ্যেশ্বর রাজা দরবার করিতে গিয়াছেন, কেবল সার জর্জ্জের আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম। তিনি সময় থাকিতে সাধারণ ধনাগার হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় গবর্ণর জেনারল আপাততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। তাহার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে যাহাতে অন্ততঃ এদেশের সাধারণ লোকদিগের প্রতিদিনের আহারোপযোগী সামান্য চাউল রপ্তানী না হয় এরূপ আজ্ঞা দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। এইরূপে সকল পথ বন্ধ হইয়া তিনি যে পথ মুক্ত পাইয়াছেন তাহাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা স্থানাভাবে তাঁহার ১৭ ই নবেম্বরে প্রকাশিত কথার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না, তাহা পাঠ করিলে

পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেন যে তিনি চেষ্টার অবশিষ্ট রাখিতেছেন না। তিনি ব্যবসায়ীদিগকে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ সকলে চাউল ধান্য প্রভৃতি লইয়া যাইতে উৎসাহিত করিবার জন্য রেলওয়ের ভাড়া অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়াছেন, সমুদায় পার ঘাটের ভাড়ার হার কমাইয়া দিয়াছেন, যেখানে পারাপারের অসুবিধাছিল সেখানে সুবিধা করিবার জন্য আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে আদেশ করিয়াছেন, কুষ্ঠীয়া হইতে রাজসাহীতে এবং অন্যান্য দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য কতকগুলি ষ্টিমার ও বোট নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং এত ভিন্ন যদি কোন জমিদার, নীলকর কিম্বা অন্য কোন মান্যগণ্য ব্যক্তি সেই সকল স্থানে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে প্রস্তুত থাকেন তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার জন্য তাঁহাকে সকলে ধন্যবাদ করি।

লর্ড নর্থব্রুক যে নিতান্ত উদাসীনের মত কার্য্য করিতেছেন তাহাও নহে। তিনি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে এবৎসর যথাসাধ্য ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের রক্ষার জন্য এই সকল অর্থব্যয় করিবার সংকল্প আছে। আমরা স্থান থাকিলে তাঁহার কথাও উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। কিন্তু লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের শেষ প্রার্থনাটী কেন গ্রাহ্য করা হইল না আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল ও জেল।

জেল বিষয়ে সোমপ্রকাশে অনেকবার অনেক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। ডাক্তর মাউএটের সময় একবার কয়েকটা জেল তদারক করিবার ভার পর্য্যন্ত আমাদিগের উপর অর্পিত হয়। আমরাও তদারক করিয়া আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি জেল সমূহের ডাইরেক্টর হিলি সাহেবের রিপোর্টের উপর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দোষ গুণ বিচারের জন্য পুনরায় এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে হইতেছে।

অপরাধীদিগকে জেলে দেওয়া হয় কেন? বুদ্ধিমান মাত্রেই বলিবেন যে এপ্রশ্নের দুইটী মাত্র উত্তর সম্ভব। প্রথম অপর দুষ্টস্বভাব ব্যক্তিদিগকে ভীত করিয়া সমাজকে নিরুপদ্রব করা, দ্বিতীয় কয়েদীকে সংশোধন করিয়া তাহার হস্ত হইতে সমাজের যে অপকারের সম্ভাবনা ছিল তাহা দূর করা। সমাজকে নিরুপদ্রব করা চরম লক্ষ্য। দুষ্টদিগকে দমন করা ও অপরাধীর সংশোধন করা তাহার উপায়। কিন্তু এই দুইটীই জেলের শাসন প্রণালীর লক্ষ্য। এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে, এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী মুখ্য ও কোনটী গৌণ। কাম্বেল সাহেব বলেন প্রথমটী অর্থাৎ লোকদিগকে ভীত করা মুখ্য এবং কয়েদীর সংশোধন গৌণ। ডাক্তর মাউএট সাহেবের মতে অপরাধীকে সংশোধন করা মুখ্য উদ্দেশ্য এবং দুষ্টদমন করা গৌণ। এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে কি দেখা আবশ্যক? আমাদের দেখা আবশ্যক যে দুইটীর মধ্যে কোনটীতে অবহেলা করিলে লক্ষ্য সিদ্ধির পক্ষে অধিক ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। সেই অনুসারে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় একজন কয়েদী যেরূপ দূষিত স্বভাব লইয়া কারাগারে গিয়াছিল যদি সেই প্রকার অথবা তাহা অপেক্ষা বিকৃত প্রকৃতি লইয়া প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সে পুনরায় সমাজের উপদ্রবের কারণ হয় এবং তাহার দৃষ্টান্তে আর দশজন দুষ্ট লোককে উত্‌সাহিত করে। বিশেষ কারাগারের মধ্যে শাসনের কি প্রণালী অবলম্বিত হয় তাহা কেহই দেখিতে যায় না। প্রত্যাগত কয়েদীদিগের মুখে ও কার্য্যে তাহার পরিচয় পায়। তাহারা যদি জেল হইতে অসত্ থাকিয়াই ফিরিয়া আসে তাহারা কেবল একবার জেলের কষ্ট সহ্য হওয়াতে সাহসের সহিত অধিক পাপাচরণ করে এমন নহে, অপরেও তাহাদের সাহস দেখিয়া মনে করে যে তবে বুঝি জেলে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না এবং তাহারাও আর পাঁচজন লোক লইয়া জটলা আরম্ভ করে ও সমাজের অশেষ উপদ্রবের কারণ হইয়া উঠে। অতএব জেলে দিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও বিফল হইয়া যায়।

আমাদিগের বিবেচনায় অপরাধীর সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, অথচ দুষ্টদিগের দমনের উপায়ও অবলম্বিত হওয়া উচিত। সংশোধনের পক্ষে আবশ্যক কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখিতে পাই সংশোধনের তিনটী উপায় হইতে পারে। প্রথম, ধর্ম্ম বুদ্ধির উদ্রেক দ্বারা দ্বিতীয়, যন্ত্রণা ও নিগ্রহের ভয় দ্বারা, তৃতীয় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের সুলভ উপায় প্রদর্শন দ্বারা। ইহার মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্রেক দ্বারা অপরাধীর সংশোধন কাম্বেল সাহেবের রাজ্যে উপহাসের কথা। বর্ত্তমান জেল প্রণালী অনুসারে সে আশা দুরাশা। দ্বিতীয় উপায়টী প্রকৃষ্ট উপায় নহে, কারণ ইহাতে অসদনুষ্ঠান বন্ধ থাকিতে পারে কিন্তু তাহার মূল পর্য্যন্ত সকল সময় তিরোহিত হয় না।

বিশেন যাঁহাদের মনুষ্য প্রকৃতি বুঝিবার শক্তি আছে তাঁহারাই জানেন যে নিষ্ঠুরতা ও দুর্ব্ব্যবহারে অতি অল্প সংখ্যক স্থলে অসদনুষ্ঠান দমন হয় কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেই প্রকৃতিকে আরও বিকৃত করিয়া ফেলে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাম্বেল সাহেবের মতে বোধ হয় এই এক মাত্র উপায়। তৃতীয় উপায়টী অবলম্বিত হইলে সুফল ফলিতে পারে। যদি কারাগারের মধ্যে জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী কোন কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কয়েদীরা যদি দেখিতে পায় যে তাহারা সেই সকল কার্য্য করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিত এবং তাহা হইলে পরিবারের বিচ্ছেদের ক্লেশ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, তাড়না অপমান এসকল সহ্য করিতে হইত না, তাহা হইলে আপনা হইতেই সৎপথে থাকিতে তাহাদের রুচি হয়। বন্দী দিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করান হয় তাহাতে তত ক্ষতি নাই কিন্তু ঘানি টানা প্রভৃতি কার্য্যে সেই পরিশ্রম ব্যয় না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি থলে ব্যাগ কম্বল, সতরঞ্চ, মাদুর, মোড়া, চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করান, ছুতরের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া, লোহার রেল প্রভৃতি ঢালিতে শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করেন, তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্যতে সহজে জীবন নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেওয়া হয়, এবং মজুরির ব্যয় না করিয়াও গবর্ণমেণ্ট অনেকগুলি দ্রব্য পাইতে পারেন। এই উপায়টী অবলম্বিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

বেনারস অহিফেন বিভাগ

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এবিভাগের অপব্যয়ের দুটী প্রধান কারণ। এক, অকর্ম্মণ্য ও অনাবশ্যক কর্ম্মচারি নিয়োগ, দ্বিতীয় চৌর্য্য। যে কারণে ও যেরূপে চুরী হয় তাহার নিবারণের উপায়ই বা কি এই গুলি লেপ্‌টনণ্ট গবর্ণরের গোচর করা আজিকার এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এ বিভাগে যে কতক গুলি অজাতশ্মশ্রু লোকব্যবহারানভিজ্ঞ নূতন ব্রতী আসিষ্টাণ্ট আছেন, তাহারই চৌর্য্যের উৎপত্তি স্থান। পাঠকগণ কি এ লেখার এই অর্থ বোধ করিতেছেন তাহারাই চুরী করেন আমরা এই কথা কহিতেছি? তাহা নয়। তাহাদিগের অনভিজ্ঞতা অপটুতা অপদার্থতা হইতেই চৌর্য্য স্রোত নির্গত হইতেছে এই কথা বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত। গবর্ণমেণ্ট নিজে অহিফেনের চাস করেন না। দাদন দিয়া তৎ কার্য্যে কৃষকদিগের উৎসাহদান ও প্রবৃত্তি বিধান করিয়া থাকেন। যেরূপে চুরী হয় এক্ষণে পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। কৃষকদিগের যাহার যেমন ক্ষমতা সে তেমনি দাদন লইয়া থাকে, কৃষকেরা দাদন লইয়া টাকা উদরায় স্বাহা করিল অথবা চাস করিল তাহার অনুসন্ধানার্থ উল্লিখিত আসিষ্টাণ্ট প্রভৃতি কর্ম্ম চারিগণ মফস্বলে যান। কৃষকদিগের সকলেই ভাল মানুষ নয়। উহাদিগের মধ্যে অনেক দুষ্ট লোক আছে। দুষ্টেরা যত বিঘার দাদন লইয়া যায় প্রায়ই তাহার সমুদায় চাস করে না। তাহারা আসিষ্টাণ্টদিগকে পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হয়। আসিষ্টাণ্টেরা বালক; তাহাদিগকে ঠকান তাহাদিগের বড় কঠিন হয় না। কয়েকজন ধূর্ত্ত কৃষক যোগ করিয়া যে সকল ক্ষেত্রে বাস্তবিক অহিফেনের বীজ বপন করা হইয়াছে তাহাতেই তাহাদিগকে কলুর গরুর ন্যায় পুনঃ পুনঃ ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। তাহারা বালক, অল্পেই শ্রান্ত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ বালকদিগের অল্পেই লোকের উপর বিশ্বাস হয়। পরিপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিরা যে ধূর্ত্ততা সহজে ধরিতে পারেন না বালক আসিষ্টাণ্টেরা তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? যে ক্ষেতগুলি দেখিলেন তাহাতেই তাহাদিগের এই বিশ্বাস জন্মিল, যে ব্যক্তি যত ভূমি আবাদ করিবে বলিয়া দাদন লইয়াছে সে সে সমুদায় ভূমিতে অহিফেনের চাস করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা তাবুতে ফিরিয়া গেলেন। কৃষকেরা নিশ্চিন্ত হইল। তাহাদিগের আত্মশুদ্ধির বড় সুবিধা হইয়া রহিল। ইহার পরে তাহারা অনায়াসে বলিবে তাহারা যত ভূমির দাদন লইয়াছিল সে সমুদায় চাস করিয়াছিল। কিন্তু সকল ভূমিতে অহিফেন উৎপন্ন হয় নাই। তাহারা যে সকল ভূমিতে চাস করিয়াছিল, আসিষ্টাণ্টেরা তাহার সাক্ষী, তাঁহারা আর "না" বলিতে পারেন না। কৃষকেরা সকলে নির্দ্দোষ হইল। গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। কত টাকা পাথেয় ব্যয় হইয়া গেল। দাদনের অনুযায়ী সমুদায় ভূমিতে চাস করিলে গবর্ণমেণ্টের কত লাভ হইত, এক আসিষ্টাণ্টের দোষে সে সমুদায় নষ্ট হইয়া গেল।

এই ত গেল ক্ষেত্রে চুরি। তাহার পর যে আর এক চুরী আছে, তাহাও সচরাচর বালক আসিষ্টাণ্টদিগের দোষে ঘটিয়া থাকে। তাহা এই, যথন অহিফেন ওজন হয়, মুহুরিরা একটী আসিষ্টাণ্টেরা একটী হিসাব রাখেন। আসিষ্টাণ্টেরা যদি উভয় হিসাবের ঠিক দিয়া মোট করিয়া দেন এবং আপনাদিগের নাম স্বাক্ষর করেন, চুরী বন্ধ

হইতে পারে কিন্তু আসিষ্টাণ্টদিগের ঠিক দিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহারা আপনাদিগের হাতের কাগচ বিনা ঠিকে ছাড়িয়া দেন। এ অবস্থার ১১ মণের স্থানে ১ মণ ও ১০ মণের স্থানে ১ মণ করা কঠিন হয় না। এই কারণেই সম্প্রতি ১৪০০০ টাকা চুরী হইয়া গিযাছে।

অহিফেন ডিপার্টমেণ্টের সমুদায় কার্য্য উর্দ্দুতে সম্পাদিত হয়। ইহা চৌর্য্যের আর এক কারণ। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিরা ভাণ করেন উর্দ্দু ভাল জানেন পরীক্ষাও দিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যা যত হয়, চুরীই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাঁহারা উর্দ্দু কিছুই বুঝেন না। কিন্তু পণ্ডিত বলিয়া বিলক্ষণ অভিমান আছে।

পীড়ার নিদান নির্ণীত হইলে ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া দুরূহ হয় না। উপরে চুরীর যে কারণগুলি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা উন্মুলিত হইলে যে চুরী সহজে উন্মুলিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় প্রতিপালন ব্রত পরিত্যাগ করুন এবং আফিস্ হইতে এককালে উর্দ্দুর সম্পর্ক উঠাইয়া দিন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চলিত ভাষা হিন্দী। যে কৃষকদিগকে লইয়া অহিফেন ডিপার্টমেণ্টের অধিক সম্বন্ধ, তাহারা উর্দ্দু জানে না, হিন্দীতে কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে। অতএব উর্দ্দু রহিত করিয়া হিন্দী ও ইংরাজীতে কার্য্য সম্পাদনের নিয়ম করা হউক। আর এই নিয়ম করা হউক যাঁহারা ইংরাজী ও হিন্দী জানেন ও নানা কার্য্য করিয়া বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারাই অহিফেন ডিপার্টমেণ্টে নিয়োজিত হইবেন। নিয়োগ কালে বর্ণ ও জাতিভেদ করা যেন না হয়। রঙের সঙ্গে কি গুণের কোন সম্পর্ক আছে? কৃষ্ণবর্ণ কি গুণের কালিমা সম্পাদন করে। যাহার রঙ কাল, তাহার উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ গুণ জন্মে না এরূপ কি কোন কার্য্য কারণ ভাব আছে? অন্য কোন ডিপার্টমেণ্টে ইউরোপীয় কর্ম্মচারি নিয়োগের এক চেটিয়া নাই, এখানে সে এক চেটিয়া কেন? এটী কি লজ্জার হইতেছে না? অহিফেন এক চেটিয়া বলিয়া কি এখানেও ইউরোপীয় কর্ম্মচারিনিয়োগের এক চেটিয়া? জাতি ও বর্ণভেদ না করিয়া সকলকে সমান রূপে কর্ম্ম দেওয়া হইবে বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী যে ঘোষণা পত্র প্রচার করেন, তাহাতে কি "অহিফেন ডিপার্টমেণ্ট বাদে" এইরূপ লেখা ছিল? এক চেটিয়ার ফল কখন উপাদেয় হয় না। গবর্ণমেণ্ট অহিফেন ডিপার্টমেণ্টে একমাত্র ইউরোপীয় আসিষ্টাণ্ট নিয়োগের এক চেটিয়া করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তথাপি কি চৈতন্য হইবে না? আসিষ্টাণ্টদিগের দুই তিন শত টাকা বেতন। এই বেতনে কি সুশিক্ষিত বিশ্বাসভাজন বহুদর্শী কর্ম্ম দক্ষ এদেশীয় পাওয়া যায় না? তাহাদিগের হস্তে কার্য্য ভার সমর্পিত হইলে কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? সুশিক্ষিত উপযুক্ত এদেশীয়েরা কি বড় বড় রাজকার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদন করিতেছেন না? উপযুক্ত এদেশীয়েরা কি কাশ্মির প্রভৃতি মিত্র রাজগণের কার্য্য ধুরন্ধর হইয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইতেছেন না? তাঁহাদিগের হইতে সেই সেই রাজ্যের কি উন্নতি লাভ হইতেছে না? তৎসদৃশ কর্ম্মঠ এদেশীয়েরা অহিফেন ডিপার্টমেণ্টে প্রবিষ্ট হইলে কি এ বিভাগের ঐরূপ সবিশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই? উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেণ্ট যদি লাভবান হইবার ইচ্ছা করেন, পক্ষপাত দোষের পরিহার বাসনা করেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা পত্রের অনুসারে কাজ করিবার অভিলাষ করেন, ইউরোপীয় ও এদেশীয় ভেদ না করিয়া উপযুক্ত বিশ্বাসপাত্র বহুদর্শী লোক দেখিয়া আসিষ্টাণ্ট ও অন্য অন্য পদে নিযুক্ত করুন।

আরও একটী বিষয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের গোচর করা আবশ্যক হইল। পূর্ব্বে গমস্তাদিগকে কমিসন দিবার নিয়ম ছিল। তাহাতে তাহারা উৎসাহান্বিত হইয়া অধিক সংখ্য ক্ষেত্রে অহিফেন চাস করাইত। এখন আর কমিসন দিবার প্রথা নাই, অহিফেনের চাস কমিয়া গিয়াছে। ভূমির পূর্ব্বের ন্যায় উর্ব্বরতাগুণ নাই এই নিমিত্ত চাস কমিয়াছে এই কথা যাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দেন তাঁহারা নিজে কিছু বুঝেন না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা যেরূপ পরিশ্রম করে, ক্ষেত্রে যে প্রকার সার দেয় তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা গুণের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। ভূমি প্রতি বৎসরই নূতন হইয়া উঠে। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেণ্ট ভ্রান্তদিগের বাক্যে মোহিত না হইয়া পুনরায় কমিসন দিবার ব্যবস্থা করুন।

পরিশেষে কাম্বেল সাহেবকে আর একটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। অহিফেন বিভাগে অনেক পাঁক জমিয়াছে। এ পঙ্কের উদ্ধার করা সুসাধ্য নয়, তিনি যদি পরিশ্রম করেন ও মনোযোগ দেন, তবেই যদি কিছু হয়। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার মনোযোগ দেওয়াও উচিত। এ বিভাগের পঙ্কোদ্ধার করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টেরও বিলক্ষণ আয় বৃদ্ধি হইবে, তিনিও অক্ষয় কীর্ত্তিভাজন হইবেন।

গত শনিবার রাত্রিতে আমাদের ছাপাখানা বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রস্তুত করা প্রস্তাব সংবাদ প্রভৃতি সমুদায় অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে আমরা যে এবারে সোমপ্রকাশ বাহির করিতে পারিব সে আশা ছিল না। সেই কারণেই এবারে কিছু বিলম্ব হইল এবং এক ফরমা কম প্রকাশ করিতে হইল, সহৃদয় গ্রাহকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

বিবিধসংবাদ।

৩ রা অগ্রহায়ণ সোমবার।

অদ্য আমরা আর একটী শোচনীয় সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। কলিকাতা সিমলার বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার প্রায় ৭০ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল। ইংরাজিতে ইনি সুন্দর পদ্য লিখিতে পারিতেন, এইজন্য ইনি সচরাচর "ইণ্ডিয়ান বার্ড" নামে অভিহিত হইতেন। ইনি অতি সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫৩৬ জন প্রবেশিকা এবং ৫৩৭ জন প্রথম পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছে।

সম্প্রতি ঘুষড়ির একটী পাটের কলে চারিটী মজুরের মৃত্যু হয়। কলের অধ্যক্ষগণ বাটীটীর ভালরূপ সংস্কার না করাতেই উহাদের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা বিচারার্থে আদালতে নীত হন। তাঁহারা অবশ্য মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আমাদিগের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ মান্দ্রাজ হইতে শস্য আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন, পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া যায় যে মান্দ্রাজে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে মূল্যও কমিয়াছে কিন্তু মান্দ্রাজ টাইমস লিখিয়াছেন, শস্যের মূল্য শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইতেছে, শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে আরও বৃদ্ধি হইবে। অতএব এখনকার শস্যের প্রকৃত অবস্থা না দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রার্থিত শস্য প্রেরণ কর্ত্তব্য হয় না। শস্যের প্রকৃত অভাব নিবন্ধন যত হউক না হউক এক দুর্ভিক্ষের হুজুকে চাউলের মূল্য স্থানে স্থানে অসঙ্গত বৃদ্ধি হইতেছে।

৪ ঠা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় লাহোরে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

পিয়নিয়র মান্দ্রাজ হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, তত্রত্য একটী টট জেনরল অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ১০০ টাকা জরিমানা ও মকদ্দমার খরচ স্বরূপ ২০০ টাকা দিতে হইয়াছে। এরূপ দুই একটী দণ্ডের কথা শুনিলে আমাদের আহ্লাদ হয়।

বোম্বাই গেজেট জনরবে শুনিয়াছেন বোম্বাই মান্দ্রাজ ও কলিকাতা এই তিন প্রেসিডেন্সির তিনজন প্রধানতম সেনাধ্যক্ষ এবং তিন জন এজুটাণ্ট জেনরলের পদ উঠাইয়া সমুদায় সেনাদলের কর্ত্তৃত্ব ভার ইংলণ্ডীয় প্রধানতম সেনাধ্যক্ষের হস্তে দিবার কথা হইতেছে। ইংলিসমান ইহাতে বলিয়াছেন এরূপ ব্যয় সংক্ষেপ বুদ্ধির কাজ নহে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি এরূপ ব্যয় সংক্ষেপ করিলে বিলক্ষণ বুদ্ধির কাজ হইবে। এক্ষণে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, এক দিনের মধ্যেও যুদ্ধাদি উপস্থিত হইতে পারে না; অর্থের এই অসচ্ছলতার সময়ে এই তিনটী পদ উঠাইয়া দিলে অনেক অর্থও বাঁচিবে, কার্য্যেরও কোন ব্যাঘাত হইবে না, ইংলণ্ডীয় সেনাধ্যক্ষের এবং এই তিন প্রেসিডেন্সির অন্যান্য নিম্নতর সৈনিক পুরুষের দ্বারা বিলক্ষণ কার্য্য চলিবে। আজি কালি যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহাতে প্রয়োজন হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে লোক আনিয়া অনায়াসে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

বরিসার বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহাদের স্কুলে ১৫ টাকা দান করিয়াছেন।

৫ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন জনাইর অন্যতর জমীদার বাবু ও, সি, মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রজাদিগের চারি মাস চলে এরূপ চাউল ক্রয় করিয়াছেন। তিনি ঐ চাউল লাভ না রাখিয়া প্রজাদিগকে বিক্রয় করিবেন। অন্যান্য জমীদারেরাও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্ত্তব্য। যাহাদিগের টাকার সুবিধা নাই, গবর্ণমেণ্ট এনিমিত্ত তাহাদিগকে টাকা কর্জ্জ দিতেও প্রস্তুত আছেন।

নীলগিরি করিয়ারের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি কুনুর বাজারে একটী স্ত্রীলোককে ভূতে পায়। উহার চিকিৎসার্থ একজন ডাক্তার আনা হয়, ডাক্তার নিজে কিছু করিতে না পারিয়া ভূত তাড়াইবার জন্য একজন পুরোহিতকে আহ্বান করিতে বলেন। ভূত কিছুতেই যায় না, পরিশেষে উহারা দুই জনে অন্য কোন উপায় না পাইয়া ভূতের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। স্ত্রীলোকটীকে একটী গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া এমনি গুরুতররূপে প্রহার আরম্ভ করিল, যে পরদিন প্রাতঃকালেই উহার মৃত্যু হইল।

ব্রহ্ম দেশে এই রীতি আছে; চন্দ্রগ্রহণের সময় বৃক্ষের কতকগুলি পত্র কিম্বা শাখা রাখিয়া দেয়, গ্রহণের শেষ হইয়া গেলে সেই পাতা কিম্বা শাখাগুলি কাটিয়া ফেলে। উহাদের সংস্কার এই, ঐ পত্র দ্বারা পীড়া আরোগ্য হয়। কোন কোন পীড়ার পক্ষে তিন্তিড়ী পত্র বিশেষ উপকারী হয়। এদেশে স্ত্রীলোকদিগেরও এই সংস্কার আছে, গ্রহণের সময় কোন একটী গাছ তুলিয়া রাখিলে উহা দ্বারা পীড়া আরোগ্য হয়।

চীন ভাষায় ফরাসী প্রুসীয় যুদ্ধের এক খানি ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। উহা ১৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

৬ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

আগামী ২৯এ নবেম্বর শনিবার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে।

বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ হুগলী শ্রীরামপুর এবং হাবড়ার ছোট আদালতের জজ হইয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে গবর্ণমেণ্টের যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহার সংকুলনার্থ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ৫ লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন।

ডাম্পিয়ার সাহেব পুনরায় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, মাকেঞ্জি সাহেব পুনরায় আণ্ডার সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম উত্তরপাড়ার জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার পীড়ার অবস্থা যেরূপ তাহাতে সকলে চিন্তিত হইয়াছেন।

গত সোমবার শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক মেডিকাল কালেজের একটী ছাত্র (ইনি বহরমপুরের একজন জমীদারের পুত্র, লালবাজারের হিন্দুহষ্টেলে থাকিতেন) হাইড্রো এসিড

খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। আত্মহত্যার কারণ এপর্য্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই। তবে প্রায় ৫।৬ মাস পূর্ব্বে একটিকে অন্যান্য ছাত্রকে বলিয়াছিল সে প্রাণত্যাগ করিবে। বিষ খাওয়ার পশ্চাতেই অন্যান্য ছাত্রেরা তাহাকে ম্যাকনামারা সাহেবের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য গাড়িতে লইয়া গিয়া তুলে, গাড়িতে তুলিবামাত্র তাহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাহাকে কালেজে লইয়া গিয়া মৃত দেহ পরীক্ষা করা হয়।

এফ, এচ্ ব্যারো সাহেব ভাগলপুরে বদলী হওয়াতে এফ, আর এস, কলিয়র সাহেব ২৪ পরগণার আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন।

সর পিএডহাউস এক্ষণে আগ্রায় গবর্ণর জেনারলের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনারলের কেন সাধারণেরই মাথায় হাত বুলাইতেছেন।

৭ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

এডুকেশনগেজেটের কসাহী হইতে সংবাদ পাইয়াছেন পাবনার ন্যায় সেখানকার প্রজারাও জমীদারদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী না হইলে অন্যান্য স্থানের প্রজারাও ক্রমে এই কার্য্যে উৎসাহিত হইবে।

১লা নবেম্বর, অবধি মধ্য প্রদেশের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বলাঘাট জব্বলপুর, রাইপুর, এবং সম্বলপুর প্রদেশের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের শস্যাদির অবস্থা তাদৃশ মন্দ নহে. রবি শস্য সকল উত্তমরূপে অঙ্কুরিত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানে জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে।

গত কল্য হুগলীর প্রতিনিধি সেসিয়ন জজ সি, ডি ফিল্ড সাহেবের নিকট [illegible] [illegible] এই অপরাধে মহাশয়ের যে বিচার হইতেছিল তাহাতে তিনি নির্দ্দোষ হন, অভিযোক্তা নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং সাক্ষী গোপী নাথ সিংহের এজেহারের পরীক্ষার পর অবসর সময় না থাকাতে মকদ্দমা স্থগিত থাকে, মকদ্দমা শুনি-[illegible] পরিপূর্ণ হইয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, লোকেরকষ্ট নিবারণার্থে উপায় অবলম্বনের চেষ্টা হইতেছে।

মিরর বলেন, গবর্ণমেণ্ট শস্য ক্রয় করিবার জন্য ২৩০০০৩১ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, ইহার মধ্যেই কলিকাতা হইতে ভাগলপুর ও পাটনায় প্রায় ত্রিশ হাজার মণ শস্য পাঠান হইয়াছে এই ত্রিশ হাজারের মধ্যে চারি হাজার মণ ব্রহ্ম দেশীয় চাউল আছে। গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশীয় চাউল আমদানী করিতেছেন বটে কিন্তু উহা এদেশের লোকের খাদ্যোপযোগী হইবে বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় না। উহাতে পীড়ার বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

পিয়নিয়র বলেন, লার্ড হবার্টের মান্দ্রাজ হইতে অন্যত্র চাউল রপ্তানী করিতে দিবার ইচ্ছা নাই। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য লার্ড হবার্ট বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এটী বুঝিতে পারিলেন না।

হুগলী বিভাগে আপাততঃ রথ্যাকর বন্ধ করা হয় এই বলিয়া তত্রত্য অধিবাসীরা যে এক আবেদন করেন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তিনি আবেদনকারীদিগকে বলিয়াছেন, অনেক বিবেচনার পর বর্দ্ধমানে এক বৎসরের জন্য রথ্যাকর বন্ধ করিয়া উহা হুগলীতে স্থাপন করাই স্থির হইয়াছে। প্রজারা ভূমির খাজনার সহিত এই কর দিবে, তবে যদি কোন জমীদারীতে খাজনা দেওয়া বন্ধ থাকে, শাস্ত্রে শীঘ্র এই কর দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইবে না। কি অনুগ্রহ! কাম্বেল সাহেব কি জন্য বর্দ্ধমানে বন্ধ করিয়া হুগলীতে এই কর স্থাপন করিলেন কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারি লাম না।

৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

অদ্য হুগলীর সেসিয়নে পুনরায় তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমা হইবে। এই সপ্তাহের মধ্যেই মকদ্দমার চূড়ান্ত হইয়া যায় ফিল্ড সাহেবের একান্ত ইচ্ছা। গত কল্য গোপীনাথ ও রামেশ্বর পাথর নামক এক ব্যক্তির [illegible] হয়। ইহারা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিল এ সাক্ষ্যও সেইরূপ হয়। জজ বলিয়াছেন পূর্ব্বে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে সাক্ষ্য দেওয়া হয় তাহাই এইমকদ্দমার সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে তদ্ভিন্ন আর ভাল সাক্ষী কেহ নাই, ইহাতে বোধ হইতেছে, অদ্যই মকদ্দমার চূড়ান্ত হইবে। গত কল্য মহান্তকে আদালতে বসিবার আসন দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু গত পরশ্ব দিবস উহা দেওয়া হয় নাই। বারিষ্টার জ্যাকশন এবং ইবান্স সাহেব মহান্তের পক্ষ সমর্থনার্থ উপস্থিত হন।

হাবড়া হেরাল্ড শুনিয়াছেন, মঙ্গলবার রাত্রিতে রামকৃষ্ণপুরের, গঙ্গার ঘাটে একজন হিন্দুর শবদাহ করিবার জন্য আনা হয়, প্রায় অর্দ্ধেক দাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এমন সময়ে শবটি চিতার উপর উঠিয়া বসিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও নানা প্রকার বিকট মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা ভয়ে পলায়ন করিল, ইত্যবসরে ঐ অর্দ্ধ দগ্ধ মৃত জীবন্ত ব্যক্তি চিতা হইতে উঠিয়া কতকদূর গমন করিল, তখন যাহারা পলায়ন করিয়াছিল তাহারা অনেকগুলি একত্রিত হওয়াতে সকলে সাহস করিয়া উহাকে ধরিয়া ঘাটে আনিল এবং দা কোদাল প্রভৃতির দ্বারা উহাকে কাটিয়া পুনরায় দাহ করিতে আরম্ভ করিল। এ সংবাদটীর জন্মভূমি বাগবাজার বলিয়া বোধ হইতেছে।

ট্রামওয়ে খোলা অবধি ইহাতে কেবল ক্ষতি হইতেছে। মাসে যে ব্যয় হয়, আয় তদপেক্ষা অনেক কম হইয়া থাকে, এই জন্য গত বুধবার হইতে কর্ত্তৃপক্ষদিগের সম্মতি ট্রামওয়েটী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমার নিমিত্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিবার যে উদ্যোগ হইতেছে ঐ আবেদন পত্রে আট হাজার লোকের স্বাক্ষর হইয়াছে; স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

লার্ড নর্থব্রুক নিজ পিতৃব্য টমাস বেরিঙের মৃত্যু সংবাদ পাওয়াতে তাজমহলের রোসনাই দেখিতে এবং তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ আর যে সকল আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে যোগ দিতে পারেন নাই। আমরা দেখিতেছি এবার পদে পদে গবর্ণর জেনরালের আমোদের প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে।

পিয়নিয়র কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব শস্যের আমদানী রপ্তানীর সুবিধার জন্য বাজসাহী পাটনা এবং ভাগলপুরে রাস্তা এবং নৌকার শুল্ক বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্থানে স্থানে যাহা আছে তাহা অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৯ ই নবেম্বর এক ব্যক্তি ভাগলপুরের অন্তর্গত রাজপুর হইতে ইংলিসমানে লিখিয়াছেন, অনাহারে লোকের মৃত্যু হইতেছে। যাহাদের চাউল আছে তাহারা উহা বিক্রয় করিতেছে না। যদিও বা কোথায় কিছু কিনিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রতিদিন খাটিয়া খায় তাহারা কাজ পাইতেছে না বলিয়া উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাহারা তাহাও কিনিয়া খাইতে পারিতেছে না।

বাঁকিপুরে চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু তথায় এখনও প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল মজুত আছে। প্রকৃত অভাব না হইলেও এ সময় মহাজনেরা যে ইচ্ছা পূর্ব্বক মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন এটী তাহার প্রমাণ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৪ই নবেম্বর। কিউবাতে যে সকল হত্যা করা হয় সেক্রেটারি ফিশ তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। স্পেন এই উত্তর দিয়াছেন, তিনি তাহার দায়িতা বুঝেন এবং এই হত্যার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করেন।

বেজিনের বিচার কালে কর্ণেল ষ্টফেল আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ই নবেম্বর। ইংরাজেরা এলসিনাতে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আশান্টিদিগকে পরাভূত করেন। ৫টী পল্লী জ্বালাইয়া দিয়া আশান্টিদিগের শিবির ভঙ্গকরেন। ২০ জন ইংরাজ আহত হয়, ব্যাটেবিয়াতে এখনও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই নবেম্বর। ১৭ই অক্টোবর সর গার্নেট উলস্‌লি আসান্টি দিগের পশ্চাৎ ধাবমান হন।

কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৪ এবং বোম্বাই হইতে ২৭এ অক্টোবর যাত্রা করে অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ই নবেম্বর। লার্ড মেয়র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যার্থ একটী ফণ্ডের উদ্যোগ করিতেছেন।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ। বারুইপুর। যিনি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি যথাদৃষ্ট লিখিয়াছেন লর্ড ইউলিক ব্রাউন রিপোর্ট করিবার সময় রাজেন্দ্র বাবুর নাম উল্লেখ না করিয়া থাকেন সে অপরাধ ত পরের নয়। লর্ড ইউলিক ব্রাউন পূর্ব্বে রাজেন্দ্র বাবুর প্রশংসা করিলেন রিপোর্টে তাঁহার নাম উল্লেখ কেন করিলেন না তাহা আমরা জানিনা। রাজেন্দ্র বাবুর কীর্ত্তিকলাপের বিষয় অনেক বার অনেকপত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং সোমপ্রকাশেও কয়েকবার প্রকাশ হইয়াছে, সেই জন্য আর এবিষয়ে স্থান দেওয়া অনুচিত বোধ হওয়াতে আমরা আপনার পত্র খানি মুদ্রিত করিলাম না। বিশেষ জমিদারদিগের সৎকার্য্যের ঘোষণা বিষয়ে আমরা কিছু মৌনী—কারণ অনেক স্থানে জানা গিয়াছে যে প্রজাদের শোণিত শোষণ করিয়া এই সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়; সেই সকল জমিদার আমাদের প্রশংসার পাত্র হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র।

দুঃখিনী দ্বিজনন্দিনী! আপনার পত্রখানি পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। পাছে আপনার মনের কথা কয়টী লইয়া লোকে হাসা পরিহাস করে এই জন্য ছাপা গেল না। আপনার ঠিক নাম ও ঠিক ঠিকানা জানিলে আমরা আপনার সাহায্যের জন্য বিশেষ উপায় করিতে পারিতাম। আমাদের নিকট গোপনে নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে প্রকাশ হইবে না। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ও সেইগর্ভে সন্তান জন্মিলে সে শ্রাদ্ধ তর্পণে অধিকারী হয়। কিন্তু আমাদের এই পরামর্শ, আপনি অপরিপকমতি অতএব বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন॥

বীরশিমুল হইতে একজন লিখিয়াছেনঃ—

এক আশা ছিল, আশু ধান্য হইলে কষ্টের কিছু লাঘব হইবে, কিন্তু ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই একারণ এক্ষণে কৃষকগণের ক্লেশের এক শেষ হইতেছে। মজুরী ব্যতীত জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই, তাও সকলকার অদৃষ্টে সব দিন জুটিয়া উঠে না। তন্মধ্যে কতকগুলির শরীর এ প্রকার জরাজীর্ণ যে কোন প্রকারেই শ্রমসাধ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না; এদিগে ঘরেও একটী তণ্ডুল কনা মাত্র সম্বল নাই। এজন্য অনেক দিন সেই হতভাগ্য দিগকে অন্যদীয় আনুকুল্যের উপর নির্ভর করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হয়, যদি কোন পুণ্যাত্মা দয়া করিয়া কিছু কর্জ্জ প্রদান করিলেন তবেই তাহার ভাগ্য প্রসন্ন নচেৎ অনশনে অধোবদনে দিন যাপন করিতে হয়। টাকা প্রাপ্ত হইলে ও নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ধান্য বা তণ্ডুল ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না।

আমাদিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। যে চাউল গত বৈশাখ মাসে ৩২ সেরের হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল, এবং গত পূর্ব্ব সপ্তাহে যে চাউল ২১।২২ সেরের কথা আমরা লিখিয়াছিলাম সেই চাউল এক্ষণে ১৭ সেরের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে!

২। সম্প্রতি কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু এখানকার দ্বিতীয় সদর মুন্সেফ হইয়া আসিয়াছেন, শুনিলাম ইনি নাকি কৃতবিদ্য ও অমায়িক লোক। যাহা হউক ইহাঁর বিচার প্রণালী ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

৩। অত্রত্য মহারাজার, লক্ষ্মীজনার্দ্দন সর্ব্বমঙ্গলা প্রভৃতি ঠাকুর বাটীতে প্রায় ৩৪ শত কাঙ্গালী প্রত্যহ মধ্যাহ্ন কালে আহার করিয়া থাকে, গত কয়েক সপ্তাহ অবধি কিছু বেশী কাঙ্গালির আমদানী দেখা যাইতেছে, ইটী দুর্ভিক্ষ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ।

৪। বারাসতের শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল দত্ত মহোদয় এখানে হোমিওপাথী মতে চিকিৎসা করিতেছেন। যে সকল জীর্ণ জ্বর ও প্লীহাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে অত্রত্য বড় বড় এলোপাথীক ডাক্তারেরা ছাড়িয়া দিয়াছেন মহেন্দ্র বাবু তন্মধ্যে কতকগুলিকে একেবারেই পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া লোকের শ্রদ্ধাস্পদ হইতেছেন। বর্দ্ধমানের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহাঁর চিকিৎসা প্রণালী দর্শন করিয়া চমৎকৃতও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। ইনি অনেক দুঃখী রোগীকে বিনা দর্শনীতে (ভিজিটে) দেখিয়া থাকেন, এবং স্থল বিশেষে নিজ হইতেও ঔষধ প্রদান করেন। ফলে মহেন্দ্র বাবু এতদ্দ্বারা সাধারণের কৃতজ্ঞতা ও দুঃখী অনাথ পীড়িতগণের অজস্র আশীর্ব্বাদের ভাজন হইতেছেন, বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা ভরসা করি মহেন্দ্র বাবু এখানে কিছুদিন অবস্থান করিবেন।

৫। আমরা নিতান্ত শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, বাঁশবেড়িয়া নিবাসী, মহারাজার বিদ্যালয়ের ম্যানেজার এবং মহাভারত সেরেস্তার অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ বিবিধ-শাস্ত্র-বিশারদ শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহোদয় ইহ লোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মৃত্যুতে মহারাজ নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ কি? মহারাজ বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া মহাভারত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত করিতেছিলেন, স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অপেক্ষা আমার মহাভারত উৎকৃষ্ট হইবে এটী মহারাজের বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিধাতা সেই ইচ্ছা সমূলেই উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। যাহা হউক তত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুতে মহাভারত

সেরেস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন বলা বিকল্পমাত্র। মহারাজ স্কুলদর্শী অনুপযুক্ত পণ্ডিতকে উক্ত মৃত মহাত্মার পদ প্রদান করিয়া তাঁহার আসনের অব মাননা না করেন ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

৬। অত্রত্য কোন ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর দুর্ব্ব্যবহারের কথা আমরা বহুদিন শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। আমরা তাঁহাকে বন্ধুভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি। তিনি যদি অতঃপরও স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করেন, তবে আমরা তাঁহাকে অগত্যা সাধারণের নিকট হাজির করিতে বাধ্য হইব।

৭। আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি আমাদের বর্দ্ধমানাধিপতি রাজাধিরাজ মহারাজ মহাতাবচান্দ বাহাদুর এ বৎসরে মেলেরিয়া সংক্রান্ত ডিসপেনসরিতে আর দশ সহস্র টাকা চাঁদা দিয়াছেন, ইতি পুর্ব্বে পঞ্চাশ সহস্র টাকা দিয়াছিলেন, এজন্য বাঙ্গলার লেপনেন্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার জর্জ কাম্বেল মহোদয় তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরা পুর্ব্বেই লিখিয়াছি মহারাজ যতই মুক্তহস্ত হইবেন ততই দেশের মঙ্গল ও তাঁহার কার্পণ্য স্বভাবের অপবাদ দূরীভূত হইবে।

২৭ শে কার্ত্তিক।

১২৮০।

আমাদের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। বনয়ারী আবাদের অতি সন্নিধানে জলসুতি নামে একখানি গ্রাম আছে। তথায় কৃষিজীবী লোকের সংখ্যাই অধিক। সংগতিপন্ন লোক নাই বলিলেই হয়। সেখানে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। শুনিলাম কয়েকটী পরিবারের কষ্টের এক শেষ হইয়াছে। এক বেলাও উদরপূর্ত্তি করিয়া তাহারা আহার করিতে পাইতেছে না এই ঘটনাটী কতদুর সত্য স্থানীয় কর্ম্ম চারী মহোদয় সংবাদ লন, এই আমাদের প্রার্থনা।

২। শুনিলাম, কীর্ণহার স্কুলের অবস্থা ক্রমেই ভয়ানক রূপে মন্দ হইতেছে। ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদিগকে সন্দিহান হইতে হইয়াছে। শ্রেদ্ধাস্পদ শিবচন্দ্র বাবু ছাত্র সংগ্রহের নানা চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শুনিলাম তিনি এখন হতাশ হইয়া আদরের জিনিসটি বিসর্জ্জন দিতে হইবে এই চিন্তায় কাতর আছেন। স্কুলে বালকদের দেয় বেতন আদায় প্রথা নাই বলিলেই হয়। প্রথম শ্রেণীর কয়েকটী ছাত্রকে (বিদেশীয় হইলে) আহার দিবার ব্যবস্থা আছে। এ সকল সুবিধা সত্বেও পোড়া জ্বর এ স্কুলটীর মহা অন্তরায় হইয়াছে কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ এই অবস্থাতেই স্কুলটী অব্যাহত রাখিয়া দেন।

৩। এই দুর্ভিক্ষের সময় হেতমপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রামরঞ্জন বাবুর দিকে আমাদের দৃষ্টি যাইতেছে। রামরঞ্জন বাবু বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তিনি আজি কালি বীরভূমের প্রধান জমিদার মধ্যে পরিগণিত। দেখিলাম বিভাগীয় কমিশনর সাহেবের রিপোর্টের মধ্যে তাঁহারই কেবল নাম প্রবেশিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে. বীরভূমের মধ্যে তিনিই যে কেবল উদ্যোগ-শীল এটী কমিশনর সাহেবের ধারণা হইয়াছে। তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনা এই তিনি যে উচ্চ গৌরব পাইয়াছেন, তাহার অনুরূপ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হউন। কাজ দেখাইবার সময়ও উপস্থিত। বীরভূমের অনেক স্থানেই এখনই হইতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সর্ব্বস্থলেরই ইতর লোকের যার পর নাই ক্লেশ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ আশঙ্কায় অনেকেই কাজ বন্ধ রাখিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের কর্ম্ম জুটিয়া উঠিতেছে না। এ সময় স্থানে স্থানে তিনি কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। মধ্যে মধ্যে একটী অন্নছত্র খুলিয়া দিন। ফল কথা তাঁহার নিকট আমাদের অনেক আশা আছে। এ পর্য্যন্ত তিনি বীরভূমের কোন স্থায়ী উপকার করেন নাই। এ সময়ে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করেন ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ। রাইপুরের দুঃখি প্রজাদের দিকে যেন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হয়।

আমাদিগের ভ্রমণকারী সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। আজ কাল দেশের ভাব ত সমস্তই দণ্ডে দণ্ডে জ্ঞাত হইতেছেন, এবার সহস্র চেষ্টা করিলেও দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। এ প্রদেশে শস্যাদির অবস্থা দৃষ্টে সকলেরই হৃদয় শোণিত শুষ্ক হইতেছে। এমন সময় আবার জুয়া খেলার মহা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। অত্রত্য রাস মেলায়, শুনিলাম এক জন জুয়ারি অধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে ১৫০ টাকা খাজনা দিয়া খেলা করিবার আদেশ লইয়াছে। আমরা শুনিতেছি আর এক জন আরও কিছু অধিক দিতে স্বীকৃত হইয়া খেলা করিবার প্রার্থনা করিতেছে, তাহাতে অধ্যক্ষগণের মত এপর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। জুয়াখেলায় যে লোকের সর্ব্বনাশ হয় তাহা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইয়া দিতে হইবেক না এবং তন্নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে যে কতকগুলি নিয়ম পাশ হইয়াছে, তাহাও সাধারণে অজ্ঞাত নহে। বিশেষ এই ভয়ানক সময়ে এ খেলায় যে সাধারণের কত দূর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা আরও শুনিয়াছি উপরিউক্ত মেলায় নিয়োজিত শান্তিরক্ষক পুলিশ উক্ত খেলার বিষয় সমস্ত জ্ঞাত থাকিয়াও কিছু করিতেছেন না। মেল রাস পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় এক মাস কাল চলিতে থাকে। পূর্ব্বেই আমরা গবর্ণমেণ্টের গোচর জন্য প্রকাশ করিতেছি, সাধারণের কষ্ট হইবে তজ্জন্য আমরা সেই বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। বস্তুতঃ আমরা আজ কাল জুয়া খেলার প্রাদুর্ভাব এবং পুলিশের তাহাতে সম্পূর্ণ যোগ সকল দিকেই শুনিতে ও কোন কোন স্থলে দেখিতেও পাইতেছি। সেদিন রাজসাহীর অন্তর্গত লালপুরস্থ বুধপাড়ার মেলাতেও আমরা ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি।

২। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, অত্রত্য ষ্ট্যাম্প ব্যাণ্ডার ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ে অযথা পয়সা লাভ করিতেছে। বাজারে প্রকাশ যে উক্ত ব্যাণ্ডার দুই আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দশ পয়সায়, চারি আনার ষ্ট্যাম্প পাঁচ আনায়, এক টাকার ষ্ট্যাম্প এক টাকা দুই আনায় বিক্রয় করিয়া সাধারণের পীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। আবার শুনিলাম যে ব্যক্তি উপরি পয়সা দিতে অস্বীকার করে, তাহার অদৃষ্টে ষ্ট্যাম্প মিলে না। কুষ্টিয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি করেন। তাঁহার চক্ষুরুন্মীলন কি কষ্টকর হইয়াছে?

গত ৭ই কার্ত্তিক গোস্বামী দুর্গাপুরের সন্নিকট মাগুরা পল্লিতে একেবারে তিন চারি বাড়ীতে ৭ টী সিঁধ হইয়া প্রত্যেকেরই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। পুলিশ আসিয়া তদারক করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। পুলিশের তদারকে যাহা হইয়াছে এবং পরে যাহা হইবে তাহা অনুভবেই বুঝিয়া লইবেন। রাত্রের কথা দূরে থাকুক, দিনেও বিশেষ সাধন ভিন্ন এদেশীয় পুলিষ কিম্বা চৌকিদারদিগের দর্শন পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং দিনে না হইয়া এক রাত্রে কেবল মাত্র চারি বাড়ীতে ৭ টী সিঁধ হইয়া চুরি হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

গত ৫ ই বুধবার আমরা বিশেষ কোন কার্য্যবশতঃ কুমারখালী ষ্টেশন হইতে শকটারোহণে হালসা পর্য্যন্ত আসিয়া অবতীর্ণ হই। ঐ তারিখে পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানির এজেণ্ট মেঃ ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ সাহেব উক্ত ট্রেণে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তত্রাচ আরোহিদিগের কষ্টের সীমা ছিল না অর্থাৎ যে গাড়ীতে ৪০ জন মাত্র লোকের স্থান পাওয়াই কষ্টকর সেই গাড়ীতে এমন কি ৮০ জন পর্য্যন্তও প্রবেশ করান হইয়াছিল। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ৪০ জন ব্যক্তির স্থানে ৮০ জনকে প্রবেশ করান হইলে শকটস্থ লোক সমূহের কি ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হয়। এ সকল দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ কি? এক মাত্র কর্ম্মচারিদিগের পর্য্যাপ্ত সংখ্যা শকট না রাখাই কি ইহার যথার্থ কারণ নয়? যদি তাহাই হইল তাহা হইলে ইহা কি যার পর নাই অন্যায়াচরণ নহে? আমরা গবর্ণমেণ্টকে এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত গোস্বামী দুর্গাপুর একটী সমৃদ্ধশালী গ্রাম। ইহাতে বহুতর ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের বসতি আছে, কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে তত্রত্য কাহারই কোন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ বা আন্তরিক যত্ন নাই, অধিকাংশই আমোদপ্রিয়। এখানে একটী ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস আছে। তাহাতে একটী মাত্র হরকরা থাকায় এদেশীয় পত্রাদি আদান প্রদান সম্বন্ধে যার পর নাই কষ্ট হইতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম আফিসটীতে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ আয়ও হইতেছে; কিন্তু তত্রাচ এ পর্য্যন্ত একজন হরকরা দ্বারা একবার তিন ক্রোশ পথে ডাক প্রেরণ ও পুনরায় তথা হইতে ডাক আনয়ন এবং তদনন্তর ৪। ৫ ক্রোশ দূরস্থ গ্রাম সমূহের পত্রাদি বিলি করা কি প্রকারে হইতে পারে? আমরা পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল সাহেব মহোদয়কে অনুরোধসহ পরামর্শ দিতেছি যে, তিনি উপস্থিত হরকরার ৬৷৹ টাকার পরিবর্ত্তে ৫ এবং আর ৩৷৷ টাকা বৃদ্ধি করিয়া অবশিষ্ট ১৷৷ ও উক্ত ৩৷৷ একত্রে ৫ টাকায় আর এক জন হরকরা নিযুক্ত করিয়া দেওয়ার আদেশ করুন। তাহা হইলে সাধারণের কার্য্যের যে বিশেষ সুবিধা হইবে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টেরও পূর্ব্ব লাভ প্রায়ই বাঁচিয়া হইবে।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কুচবিহারের জল যান।

অনেকেই স্বীকার করিবেন, যে কোঁচবিহারস্থ শিশু রাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে রাজ্যের অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। যে স্থান ভদ্র লোকের অগম্য ছিল, যে স্থান, কুৎসিত রীতি নীতিতে পরিপূর্ণ ছিল, যে স্থান পশু সদৃশ মনুষ্য ভিন্ন অন্য কাহার আবাস যোগ্য ছিল না, সেই স্থান ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যালোক সম্পন্ন মহৎ ব্যক্তি দ্বারা সুশোভিত হইতেছে; সেই স্থানে গ্রামে গ্রামে, বিদ্যালয়, বিভাগে বিভাগে বিচারালয়, চিকিৎসালয়, শান্তিরক্ষক, এক জন পদ হইতে অন্য জন পদ সংযোজক রাজ পথ; রাজধানীতে শিল্প বিদ্যালয়, সঙ্গীত শালা, মুদ্রা-যন্ত্র, ডাক ঘর ও নানা প্রকার সৌধ এবং পরিষ্কৃত প্রশস্ত পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে। এ সমস্ত মঙ্গল কার্য্যই ভূত পূর্ব্ব রাজ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হউন সাহেব বাহাদুরের একান্ত যত্নে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। যদিও তিনি কয়েকটি অন্যায় কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু নাবালক রাজার হিত সাধনে একান্ত মনোযোগী ছিলেন। এ জন্য সে সকল অপব্যয় মার্জ্জনীয়।

সংপ্রতি শ্রীযুক্ত কমিসনর মেটকাফ সাহেব বাহাদুর তৎপদাভিষিক্ত হইয়া নানা প্রকার পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা যে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া রাজ্যটী সুশৃঙ্খলায় রাখেন। কিন্তু তাহা না হইয়া সাধারণতঃ ব্যয়ের বৃদ্ধিই লক্ষিত দেখা যাইতেছে। যদিও একটী কার্য্যে ব্যয় কমিয়েছে, অন্যটিতে আবার দ্বিগুণ পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে। উপর্য্যুপরি পরিবর্ত্তন হওয়াতে কর্ম্মচারি মাত্রেই যেরূপ সশঙ্কিত চিত্তে কাল যাপন করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত। কোন লোকের মনে এরূপ আশা নাই যে আমি আগামী কল্য স্বপদে থাকিয়া কর্ম্ম করিব। লাভের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মচারিদিগকে অবসৃত করা হইয়াছে।

তিনি এস্থানে আগমন করিয়া অবধি যে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি এই যে বিহার হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত প্রতি ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে দুই খানি নৌকা মনুষ্য ও দ্রব্যাদি বোঝাই হইয়া, ক্রমান্বয়ে গমনাগমন করিবে। আরোহীদিগকে আধ মণ পর্য্যন্ত ওজনে আবশ্যক দ্রব্যাদি সহ পাঁচ টাকা ভাড়ায় গমন ও পাঁচ টাকা ভাড়ায় আগমন করিতে দেওয়া হইবে। অতিরিক্ত সামগ্রীর মণ প্রতি আট আনা হিসাবে মাশুল লাগিবে। ২০ জন মনুষ্যের অধিক মনুষ্য লওয়া হইবে না এবং নৌকার অর্দ্ধাংশ ব্যতীত, সমগ্র নৌকা ভাড়া দেওয়া হইবে না। ইহা কেবল সাধারণের উপকার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অপর ইংরাজী মাসের ১৫ ই তারিখে আর এক খান যাতায়াত করিতে থাকিবে, এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। উক্ত কার্য্যে লোকের কতদূর সুবিধা হইয়াছে, তাহা চিন্তা দ্বারা অনুভূত হয় না। গমনাগমনের অসুবিধায় বাণিজ্য কার্য্যের কত অনিষ্ট হইতেছিল, তাহা ব্যবসায়ী লোক মাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। জলপাইগুড়ি দিয়া, কারাগোলা পথে বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ ও আনয়ন করিতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়াও সুশৃঙ্খলা অবস্থায় পাওয়া যাইত না। এই দেশহিতকর কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য রাজপ্রতিনিধিকে অগন্য ধন্যবাদ প্রদান করি। যেমন তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ (১) ভারত

(১) ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন খৃষ্টাব্দ ১৮৪১।

বাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, ইনিও সেইরূপ দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া অপরাপ শিশু রাজাটীকে বজায় রাখিলে এতদ্দেশীয় জনগণের অন্তরে সদা জাগরূক থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গোবরডাঙ্গা স্কুল
১৮৭৩
৫ ই নবেম্বর

—০০—

কাব্যকুঞ্জ-বন-মধু পায়ী যে ভ্রমরা,
গেছে সে মধুসূদন কাঁদাইয়া ধরা,
সেই শোকে চিরদুঃখী বঙ্গবাসীগণ,
বড়ভাগে এ পর্য্যন্ত দহিছে জীবন।
হায় রে! মরার শেষে খড়্গের আঘাত,
হায়! কি দেখ রে দেখ পুনঃ অকস্মাৎ
নাটক বনবিহারী দীনবন্ধু রায়,
সর্ব্বত্যাগী হয়ে পুনঃ কাঁদাল ধরায়।
কে আর রচিবে নীল দর্পণ সুন্দর,
লীলাবতী, তপস্বিনী অতি মনোহর,
কেবা সন্তোষিবে লিখে নব প্রহসন,
নানা রঙ্গ কে সাধিবে বঙ্গে অনুক্ষণ।
কোন্ জন সযতনে সহায়তা করে,
দুঃখী ভদ্রে দিবে কর্ম্ম সদা ডাক ঘরে,
নামানুসারেতে কার্য্য বল কার হয়,
হায় দীনবন্ধু কোথা দুঃখীর সহায়!
আত্ম গর্ব্বী মহাপাপী দুরন্ত শমন!
বঙ্গসহ বাদ তোর কেন রে এমন?
দিয়াছে কি বঙ্গ তব পাকা ধানে মই?
বিদরিছে বক্ষঃ হায় দুঃখ কারে কই।
শুন রে পামর তুই শমন কুমতি,
আছে কি শকতি তোর, হরিতে দুর্ম্মতি
তার চিরস্মরণীয় গুণের মহিমা?
হরে নিস্ যারে তোর দেখাতে গরিমা?
কত যে বা সাধিয়া বঙ্গ প্রাণাধিক,
অকালে করিলি গ্রাস; বলি কিমধিক।
বলি কি সক্ষম তোর নাশিতে গৌরব?
লয়েছিস ফুল ছিঁড়ি, বঞ্চিত সৌরভ।
কি ফল হল রে তোর তাহে মূঢ় মতি।
অপমান পদে পদে হলিরে দুর্ম্মতি।
তবু শিক্ষা না হইল হায় রে যেমন
শত দণ্ডে মহাপাপী নহে সংশোধন।

শ্রীপার্ব্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
গোস্বামী দুর্গাপুর।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৪ ই নবেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ইঞ্চ ফীট	
চৌরাসির নীচে	১২	
তথা হইতে নূরপুর	৩	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২	১
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	১০
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১৭ ই নবেম্বর বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
৩	২

বহরমপুর ১৭ ই নবেম্বর ১৮৭৩ — শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষাল বুলেন্দর সহর ৫॥০
" " নন্দীনাথ বড়ুয়া—আসাম ১০
" মিয়া গোলাম আলী চৌধুরী সাহেব হাট বিঘা ১০
" " যজ্ঞেশ্বর পাত্তাড়ী খিরপাই ১০
" " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উলা
" " শ্যামাচরণ শ্রীমানী—সিমুলিয়া ৫॥০
" " উমাচরণ সুর—মিরট ১০
পুটীয়া ফ্রেণ্ডস এসোসিএসন ৫॥০
" " ললিতমোহন সরকার—শ্রীপুর ১০
" " মহানন্দ রায় সুবর্ণপুর—১০

১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ ও ১৮৭৩ অব্দের নবেম্বর মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নিম্নে নাম প্রকাশ হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু কিষুসিংহ রায় নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।
" " বৈদ্যনাথ দেব—বালেশ্বর।
" " গোলোকচন্দ্র সেন—দিনাজপুর
" " হরিশচন্দ্র—কাশী।
" " রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মজঃফরপুর।
" " মৌলবী আবদুল মহম্মদ—শ্রীহট্ট।
" " মহিমচন্দ্র মজুমদার চোয়া হরিহর পাড়া।
" " বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। অযোধ্যা পোষ্টাপীস
খগোল সাহিত্য সমাজ—খগোল।
রঙ্গপুর পবলিক লাইব্রেরি—রঙ্গপুর।
" রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র খণ্ডকই গড়।
" " গৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী—সাঁকরাইল।
বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়।
" " চন্দনভুঞা দ্বারকানাথ চন্দ্র রায় জমীদার—সহবন্দর গ্রাম।
" " নবকুমার চৌধুরী—থানা লাড়ু।
" " চৈতন্যচরণ রায়—রামেশ্বরপুর।
" " গিরিশচন্দ্র দে—আশনান গ্রাম।
" " কৃষ্ণপ্রসাদ সামন্ত—দেখালী।
" " বিপিনবিহারি বকসী—বৃন্দাবন।
" " গোষ্ঠবিহারি পাল—জগৎবল্লভপুর
" " রমেশচন্দ্র দত্ত—বনগ্রাম।
" " নবীনচন্দ্র পাল—কাউখালী।
" " গোবিন্দনারায়ণ দে—সুবর্ণখলী।
" " ব্রজনাথ রায়—জব্বলপুর।
" " যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মাউ।
" " যজ্ঞেশ্বর দাস—নওগাঁ।
" " রঘুনন্দন লাল—দানাপুর।
" " মধুসূদন বসু—অযোধ্যা।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ । ৩ সংখ্যা ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং । "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০ । ১৭ ই অগ্রহায়ণ । ইং ১৮৭৩ । ১ লা ডিসেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা ।

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খাল কাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিন ফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডবলিউ গলিভার
লেপ্টনেন্ট কর্ণেল আর ই
অফিসিএটিং জয়েন্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্নমেন্ট পবলিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেন্ট; ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

—:::—

যিনি ত্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী
প্রতিনিধিত্ব কার্য্যালয়।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভজনক হয় ইহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারীগণের পারদর্শিতার কারণ কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লভ্য হইতে পারে। ইহাতে ছোটবড় ব্যবসায়ী কি অপর সাধারণ সকলে ঐ সকল কর্ম্ম সমানরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা, মফঃস্বলে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা এবং কোন [illegible] তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা [illegible] গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় জনের ও বি[illegible]ত্তর তত্ত্বাবধারণ করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করা অর্থাৎ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধন হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতায় দ্রব্যাদীর বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার একরূপ কোন সুনিয়ম নাই সেই নিমিত্ত এজেন্সীর দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচা ডাক মাশুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ

১৭ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

অত্রত্য ইংরাজ ও বাঙ্গালির অপেক্ষা হিন্দুস্থানীর উপরে অধিক প্রণয় তাহার কারণ ও ফল

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, জগদীশ্বরের সৃষ্টির এক অংশে ত্রুটি অভাব ও ক্ষতি হইলে অপর অংশে তাহার পূরণ হইয়া থাকে। অন্ধের শ্রবণ শক্তি অধিক, বধিরের দর্শন শক্তি প্রবল। বাঙ্গালিদিগের বল বীর্য্য সাহস অল্প, জগদীশ্বর ইহাদিগকে বলবতী বুদ্ধি বৃত্তি দিয়া এই ত্রুটি মার্জ্জন করিয়াছেন। ইহাদিগকে যাহা শিখিতে দাও, যে কাজ করিতে দাও, তাহাই ইহাঁরা সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন। ইংরাজেরা ইহাঁদিগকে ইংরাজী শিখাইলেন। সৎক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায় উহা সুচারু পর্য্যাপ্ত ফল প্রসব করিল। যাঁহারা প্রথমে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাঁহারা অল্প কাল মধ্যে আপনাদিগের আরব্ধ কার্য্যের অত্যুৎকৃষ্ট ফল দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও যাহার পর নাই প্রীত হইলেন। তাঁহারা তৎকালে সেই প্রমোদভরে বুঝিতে পারিলেন না যে ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ ফল যে তেজস্বিতা স্বাধীনতাপ্রিয়তা ন্যায় নিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিবাদিতা, বাঙ্গালিদিগের হৃদয়ে তাহা সম্পূর্ণভাবে জন্মিয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের মুখে তৎকালে বাঙ্গালির প্রশংসা ধরে নাই, বাঙ্গালিদিগকে উচ্চ করিবার চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদিগের সেই অকপট চেষ্টার অনুরূপ ফলও ফলিয়াছে। যে বিষয়ে বল বাঙ্গালিদিগের যে কিছু উন্নতি লাভ হইয়াছে, তাঁহাদিগের সেই চেষ্টাই তাহার মূল কারণ। কিন্তু এখনকার ইংরাজদিগের সেই প্রমোদজনিত মোহনিদ্রা নাই। ইহাঁরা বাঙ্গালিদিগের তেজস্বিতাদি দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন। ইংরাজ জাতির স্বভাব অতি অদ্ভুত। বোধ হয়, এরূপ পূর্ব্বাপর বিরোধী স্বভাব অন্য কোন জাতির নাই। ইহাঁরা স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, তেজস্বিতা ইহাদিগের অলঙ্কার, ইংলণ্ডের সকলের সমকক্ষভাব হয়, ইহাঁদিগের অধিকাংশের সতত সেই চেষ্টা। কিন্তু বিজিত দেশে ইহাঁদিগের ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাঁরা বিজিত দেশবাসিদিগের স্বাধীনতাপ্রিয়তা ভালবাসেন না। তাহাদিগের তেজস্বিতা ইহাঁদিগের চক্ষুঃশূল হয় তাহারা সমকক্ষবৎ ব্যবহার করিলে অলক বিষের ন্যায় ইহাঁদিগের একান্ত

অসহ্য হইয়া উঠে। বাঙ্গালিদিগের যত ইংরাজী শিক্ষা হইতেছে, ততই ইহাদিগের তেজস্বিতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ইহাঁরা ইংরাজদিগের সমকক্ষভাব অবলম্বন করিতেছেন এবং ইংরাজদিগের দোষ দেখিলেই তাহা মুখের উপরে বলিতেছেন। ইংরাজদিগের একটী বিজাতীয় জেতৃজাতীয় গর্ব্বান্ধতা আছে। বাঙ্গালিদিগের এই ব্যবহারে তাহাতে আঘাত লাগিতেছে। তাঁহারা মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইতেছেন। যাহাতে বাঙ্গালিরা আর এরূপ করিতে না পারে, সেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, বাঙ্গালিদিগের আর উচ্চ শিক্ষা না হয়, বাঙ্গালিরা আর উন্নত পদ না পায়, অনেক ইংরাজের এই চেষ্টা জন্মিয়াছে। অনেকের এই ইচ্ছা হইয়াছে, বাঙ্গালিরা মাথা তুলিতে না পারেন, ইংরাজদিগের পদতলে পড়িয়া থাকেন, দাসবৎ ইংরাজদিগের সেবা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। এখন পাঠকগণ দেখুন, ইংরাজদিগের স্বভাব কেমন চমৎকার এবং বাঙ্গালিদিগের কেমন ভাগ্য! বাঙ্গালিদিগের অনুরূপ কার্য্যকারিতা ও অনুরূপ শিক্ষাশক্তি [illegible] হইয়া দোষ হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতা তাঁহাদিগের বল বীর্য্যাদি অল্প করিয়া যে তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি বৃত্তি দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের বিষম বিড়ম্বনা স্বরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালিদিগের উপরে ইংরাজদিগের কোপের এই কারণ গেল। এখন ইংরাজেরা যে কারণে বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা হিন্দুস্থানীয়দিগের উপরে অধিক প্রসন্ন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

হিন্দু স্থানেই মুসলমানদিগের রাজত্ব বদ্ধমূল হয়। হিন্দু স্থানেই মুসলমানেরা দীর্ঘ কাল রাজত্ব করেন। অধিক সংখ্য মুসলমান হিন্দু স্থানে আসিয়া বাস করেন এবং অনেক হিন্দুকে বল পূর্ব্বক মুসলমান করিয়া ফেলেন। যে সকল ব্যক্তি হিন্দু জাতিতে রহিলেন তাঁহাদিগেরও অধিকতর যবন সংসর্গ হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের পুরুষপরম্পরাগত পবিত্র আচার ভ্রষ্ট হইয়া গেল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মুসলমানদিগের আচার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যিনি বাঙ্গালাদেশের ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আচার ব্যবহার অভিনিবেশ পুরঃসর দেখিয়াছেন, তিনিই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য বুঝিতে পারিতেছেন মুসলমানদিগের প্রতিমা পূজা নাই। তদ্দৃষ্টান্তে হিন্দু স্থানের হিন্দুদিগেরও প্রতিমাপূজা লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। হিন্দু স্থানের হিন্দুরা প্রায় নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিমা পূজা করেন না। যে সমস্ত দেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, কতকগুলি লোকে তাহার মস্তকে পুষ্প ও জল নিক্ষেপ করেন এই মাত্র। অধিক সংখ্য লোকেরই পূজার মন্ত্র জানা নাই। অধিক কি অধিকাংশ ব্রাহ্মণ গায়ত্রী য্যন্ত জানেন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ চিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন মাত্র। যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হিন্দু স্থানে অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের মুসলমানদিগের ন্যায় উচ্ছিষ্ট বিচার নাই উহাদিগের বাম হস্ত উচ্ছিষ্ট হয় না। দক্ষিণ হস্তে আহার ও বাম হস্তে চুমুক দিয়া জলপান করা হইতেছে এবং সেই বাম হস্ত ধৌত না করিয়া সর্ব্বাঙ্গে দেওয়া হইতেছে, তাহাতে দোষ হইতেছে না। হিন্দু স্থানে ব্রত নিয়মাদির সহিত প্রায় দেখা সাক্ষাৎ নাই। বঙ্গদেশে ব্রত নিয়ম ও প্রতিমা পূজাদির বাহুল্য নিবন্ধন পবিত্রতা সংস্কার যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, হিন্দু স্থানে সেরূপ নয়। বঙ্গদেশের ব্যবহার এই, পাচক বা পাচিকা সিদ্ধ অন্ন স্পর্শ করিলেই তাঁহার হস্ত অপবিত্র হইল। যতক্ষণ তিনি সেই হস্ত ধৌত না করিবেন, ততক্ষণ তিনি পবিত্র হইতে পারিলেন না। কিন্তু হিন্দু স্থানে সিদ্ধ অন্ন স্পর্শে দোষ হয় না। মুসলমানদিগের সংসর্গে হিন্দু স্থানের হিন্দুদিগের আচার যেমন ভ্রষ্ট হইয়াছে, তেমনি মুসলমানদিগের অনেক আচার ব্যবহার পরিগৃহীত হইয়াছে। হিন্দুদিগের শিষ্টাচার এক প্রকার, মুসলমানদিগের শিষ্টাচার অন্য প্রকার। হিন্দুরা পূজ্য ব্যক্তির চরণ বন্দন ও সমকক্ষ ব্যক্তিকে নমস্কার করিয়া থাকেন। নিকৃষ্টকে নমস্কার করেন না। অন্য জাতীয়কে নমস্কার করা দূরে থাকুক, ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের সকলকেই প্রণাম করা ও প্রতি প্রণাম গ্রহণ করা রীতি। তাঁহারা যখন হিন্দু স্থানে রাজত্ব করেন, তখন ঐ রীতি তথায় কতক বল দ্বারা ও কতক কৌশল দ্বারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহারাও জেতৃজাতীয় ছিলেন। তাঁহারা যে হিন্দুস্থানীয়দিগের নিকটে প্রণাম গ্রহণ পরাঙমুখ থাকিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। হিন্দু স্থানের হিন্দুদিগের আজিও সেই অভ্যাস আছে। তাঁহারা মুসলমানদিগকে দেখিলেই দণ্ড ভয়ে যেরূপ সেলাম করিতেন, ইংরাজদিগকে দেখিলেও সেইরূপ সেলাম করিয়া থাকেন। ইংরাজদিগের গর্ব্ব চরিতার্থ হয়, সুতরাং তাহারা হিন্দুস্থানীয়দিগের প্রতি অধিকতর প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বাঙ্গালিদিগের সে অভ্যাস নাই। তাঁহারা ইংরাজ দেখিলেই গরুড়াকৃতি হইয়া সেলাম করেন না। তাহাতে ইংরাজেরা বিষম চটিয়া উঠেন। বাঙ্গালিদিগের সে অভ্যাস নাই কেন? জানিবার নিমিত্ত বোধ হয়, পাঠকগণের অনেকে কৌতুকাক্রান্ত হইতে পারেন। অতএব এস্থলে

তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে না।

বাঙ্গালাদেশে মুসলমানদিগের অধিকার ছিল বটে, এক একজন নবাব থাকিতেন তাহাও অযথার্থ নয়। কিন্তু মুসলমানদিগের সহিত বাঙ্গালিদিগের বড় একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। নবাবেরা আত্মসুখেই মত্ত থাকিতেন। প্রজার হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। প্রজারাও তাঁহাদিগের সহিত মিশিত না। পরস্পরের এই দূরভাব নিবন্ধন বাঙ্গালিদিগের আচার ব্যবহারের অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহাঁরা মুসলমানদিগের শিষ্টাচারও গ্রহণ করেন নাই। অভ্যাস নাই বলিয়া ইহাঁরা হিন্দুস্থানীয়দিগের মত সেলাম করেন না। তাহাতে ইংরাজেরা ইহাঁদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট ও হিন্দুস্থানীয়দিগের প্রতি সন্তুষ্ট।

বাঙ্গালিরা যে ইংরাজদিগের সমকক্ষ ব্যবহার ও সমকক্ষ ভাবে প্রণাম ও প্রতিপ্রণামাদি করিয়া থাকেন এতদ্দ্বারা তাহারও কারণ সুস্পষ্ট হইতেছে। মুসলমানেরা ৭।৮ শত বৎসর রাজত্ব করিয়া বাঙ্গালাদেশের আচার ব্যবহারে যে বিপ্লব ঘটাইতে পারেন নাই, ইংরাজেরা কিঞ্চিদধিক শতবৎসর রাজত্ব করিয়া তাহার শত গুণ অধিক বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। যাঁহারা ইংরাজীতে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চিরাচরিত শিষ্টাচারে অনাস্থা জন্মিয়াছে। চিরাচরিত শিষ্টাচারে অনাস্থা না জন্মিলেও যে ইহাঁরা হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতির অনুসারে পূজ্য জ্ঞান করিয়া ইংরাজদিগের চরণ বন্দন করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। কারণ হিন্দুরা ইংরাজদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকেন। হিন্দু শাস্ত্রে ম্লেচ্ছকে নমস্কারের বিধি দেয় না। কাজে কাজেই ইহাঁদিগকে ইংরাজী শিষ্টাচার শিখিতে হইয়াছে। ইহাঁদিগের গত্যন্তর নাই। আমরা উপরে কহিয়াছি, ইংরাজী শিষ্টাচারে সমকক্ষ ব্যবহারের উপদেশ দেয়। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া বলুন, বাঙ্গালিদিগের কেমন বিপদ। ইহাঁরা দেশীয় শিষ্টাচারের রীতিক্রমে যদি ইংরাজদিগের পদ বন্দন করেন, স্বজাতি মধ্যে একান্ত উপহসিত ও ঘৃণিত হইবেন সন্দেহ নাই। ওদিকে সমকক্ষ ভাবে প্রণামাদি করিতে গেলে ইংরাজেরা বিরক্ত হন। গরুড়াকৃতি হইয়া সেলাম করা মুসলমানদিগের রীতি, যদি এক রীতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য রীতি গ্রহণ সঙ্গত হয়, ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ রীতি গ্রহণ কি উচিত নয়?

হিন্দুস্থানীরা ইংরাজদিগকে দেখিলেই কেবল যে সেলাম করেন এরূপ নয়, জুতার দ্বারাও সাহেবদিগের সবিশেষ সম্মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী যত বড় হউন আর সাহেব যত নিকৃষ্ট হউক, হিন্দুস্থানী জুতা না খুলিয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হন না। সাহেবেরা তাহাতে গলিয়া যান। এই নিমিত্তই ইংরাজ রাজপুরুষেরা হিন্দুস্থানীয়দিগের প্রতি এত প্রসন্ন। এই প্রসন্নতার ফলও ফলিয়াছে। রাজপুরুষেরা প্রাণপণে হিন্দুস্থানীয়দিগের উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। নূতন বিদ্যালয় হইতেছে শুনিলেই মুক্তহস্তে সাহায্য দান করেন। বাঙ্গলাদেশের ন্যায় পীড়াপীড়ি করেন না। বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নিকট হইতে নাম মাত্র বেতন গ্রহণ করা হয়। বড় বড় স্কুলে ছাত্র দেয় বেতন দুই এক আনা। কালেজের বেতন চারি আনা আট আনা। রাজপুরুষেরা হিন্দুস্থানের কোন কর্ম্ম হিন্দুস্থানী ভিন্ন কাহাকে দিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কাজেও তাহাই ঘটিতেছে। বাঙ্গালিগণ! তোমরা যদি আপনাদিগের ভদ্র চাও, হিন্দুস্থানীয়দিগের ন্যায় অষ্টাবক্রভাবে সাহেবদিগকে সেলাম করিতে ও জুতা দ্বারা উহাদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা কর, তোমাদিগেরও উন্নতি দ্বার অপ্রতিরুদ্ধ হইবে।

—:০:—

সার জর্জ্জ কাম্বেল ও জেল

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

জেল সম্বন্ধে আমাদের আরও কয়েকটী কথা বক্তব্য আছে। জেলের মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস সম্ভব কি না? কলিকাতা গেজেটে কয়েক বৎসরের মৃত্যু সংখ্যার যে তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গেল যে ডাক্তর মাওএট সাহেবের সময় মৃত্যু সংখ্যা ক্রমে শত করা দশ হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত কমিয়াছিল; কিন্তু তথাপি তাঁহার অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে বন্দীদিগের শাসনের শিথিলতা হয় বলিয়া কাম্বেল সাহেব ও হিলি সাহেব তাঁহার প্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। কাম্বেল সাহেবের মতে অপরাধিদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য যেরূপ এবং তিনি যাহাকে শাসন বলিয়া থাকেন এ উভয় রক্ষা করিয়া কিরূপে মৃত্যু সংখ্যার [illegible] হইতে পারে সহজ বুদ্ধি[illegible] তাহা আমাদের বোধ গম্য হয় না।

কাম্বেল সাহেব গত বৎসর বলিয়াছিলেন যে কারাগার যেন ভয়ের স্থান হয়, কিন্তু এবৎসর বলিয়াছেন যে কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়াও যদি মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস হয় তাহা করা উচিত। এই উভয় কথা অসঙ্গতি দোষে দূষিত বোধ হয়। কারণ মৃত্যু সংখ্যার হ্রাসের পক্ষে আবশ্যক কি কি? এই প্রশ্ন উপস্থিত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে রীতিমত আহার রীতিমত পরিশ্রম ও বিশুদ্ধ জলবায়ু সেবন এই কয়টী সেপক্ষে বিশেষ আবশ্যক। যদি মৃত্যু সংখ্যার

হ্রাস করিবার সংকল্প থাকে, তাহা হইলে এইগুলির দিকে অগ্রে মনোযোগ করা উচিত? কিন্তু কারাগারের এই কষ্ট গুলি দূর করিলে কারাগার আর কাম্বেল সাহেবের মতানুরূপ ভয়ের স্থান থাকে না। অতএব আমাদের বিবেচনায় কাম্বেল সাহেব যদি কারাগারকে ভয়ের স্থান করিতে ইচ্ছুক হন, মৃত্যু সংখ্যার হ্রাসের চেষ্টা না করিয়া বৃদ্ধির দিকে অধিক সচেষ্ট হওয়া শ্রেয়, কারণ একবার জেলে গেলে ফিরিতে হয় না, এই সংস্কারে লোকের যেরূপ ভীত হইবার সম্ভাবনা এমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু ডাক্তর মাউএটের এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল ও সহৃদয় লোকের মতে জেলের মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস করা অসম্ভব নহে। মাউএট সাহেব সম্প্রতি ইংলণ্ডে কারাগার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে বলিয়াছেন যে কারাগারে অপরাধীর কঠিন পরিশ্রমের বিধি করা নিতান্ত ভ্রম, কারণ তাহাতে অপরাধীদিগের শ্রমের উপর রুচি না জন্মিয়া অনেক সময় অরুচি জন্মিয়া থাকে। অর্থকর ও উপকারজনক কার্য্যে রীতি মত লঘু পরিশ্রম করাইলে তাহারা শ্রমকে প্রিয় পদার্থ মনে করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে সেই শ্রমের দ্বারা লাভবান হইয়া সংশোধিত হইতেও পারে। আমরা পূর্ব্ববারে এই কথাই বলিয়াছি। অপরাধীর সংশোধন যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহারা এইরূপ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াই চলিবেন; কিন্তু কেবল মাত্র শাসন ও ভয় প্রদর্শন যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহাদের নিকট এরূপ যুক্তি ভ্রমসঙ্কুল বোধ হইতে পারে।

আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি যে এতদিন ত জেলে যন্ত্রণা ও নিগ্রহের যথেষ্ট উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, মৃত্যুসংখ্যারও যথেষ্ট আধিক্য ছিল; কিন্তু অদ্যাপি কারাগারে যাহারা একবার যায় তাহারা সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক প্রায় অধিক বিকৃতস্বভাব ও অধিক সাহসী হইয়া আসে কেন? অপরাধীর সংখ্যা ৩৫৭ হইতে ৬৬০ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে কেন? প্রত্যেক গৃহস্থ যাঁহাকে পুত্র কন্যা লইয়া বাস করিতে হয়, ইহার সদুত্তর দিতে পারেন। কোন ব্যক্তি না জানেন যে সর্ব্বদা নিগ্রহ করিলে ও কষ্ট দিলে বালক বালিকাদিগের প্রকৃতি একেবারে বিকৃত হইয়া যায়! মানব প্রকৃতির গূঢ়তম স্থানে অবতরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সাধারণের শ্রদ্ধা অনেক সময় লোকের চরিত্রকে শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে এবং সাধারণের ঘৃণাতে সেই চরিত্রকে অনেক সময় ঘৃণার্হ করে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে দেখাযায় যে যাহারা একবার বন্দী হইয়া কারাগারে প্রেরিত হয়, তাহারা একদিকে সমাজের ঘৃণিত ও সমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সেখানে গমন করে, অপর দিকে কারাগারের চতুঃসীমার মধ্যে নিরন্তর ঘৃণা নিগ্রহ ও যন্ত্রণার মধ্যে বাস করিতে থাকে এইরূপে মনুষ্যের চরিত্র রক্ষার হেতুভূত আত্মমর্য্যাদা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, নিরন্তর আপনাদিগকে হেয় ও জঘন্য ভাবিতে ভাবিতে সৎ হইবার আশা পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হয়। সুতরাং আর চরিত্র রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে। এদিকে কঠিন পরিশ্রম, আহারের ক্লেশ প্রভৃতি কারাগারের ক্লেশ সকল একবার সহ্য হইয়া যাওয়াতে তাহাদের আর বিশেষ ভয়ের কারণ থাকে না; এবং তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সমাজের সমধিক উপদ্রবের কারণ হয়।

উপসংহার কালে আমাদের বক্তব্য এই জেলের তত্ত্বাবধায়কদিগের একটু দয়া ও স্নেহ, অপরাধীদিগের সংশোধন বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারে। সমাজ কর্ত্তৃক ঘৃণিত ও নির্ব্বাসিত হইয়া তাহারা এই বিষম, কষ্টের অবস্থায় যদি একটু শ্রদ্ধা দয়া ও স্নেহ দেখিতে পায় তাহা হইলে নিশ্চয় আকৃষ্ট হয়, নিশ্চয় তাহাদের হৃদয়ে সেই দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপের সঞ্চার হয়, এবং সেই সঙ্গে জীবন ধারণের সহজ উপায় শিক্ষা করিতে পারিলে আর কখনই সেপথে পদার্পণ করে না। মধ্যে মধ্যে জেলের সাহেবদিগের সহিত কয়েদীদিগের বিবাদের যে সকল সংবাদ শ্রবণ করা যায় তাহার অর্থ কি? অসহনীয় অত্যাচার ও নিগ্রহ তাহার মূলীভূত কারণ। যদি জেলের তত্ত্বাবধায়কেরা তাঁহাদের উপাস্য যীশু খ্রীষ্টের উদারতার ও দয়ার কিঞ্চিৎ অংশী হইতেন, যদি তাঁহাদের অধীনস্থ অপরাধীদিগকে মানব-শ্রেণী-গণ্য জীব বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিতেন তাহা হইলে এতদিনে জেলের দ্বারা অনেক দুশ্চরিত্রের সংশোধন হইত, দেশেরও অনেক উপদ্রব নিবারণ হইত।

—:০:—

বেনারস অহিফেন বিভাগ।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আমাদিগের উত্তেজনা বাক্য প্রণোদিত হইয়া যদি এ বিভাগের অপব্যয় ও চৌর্য্য নিবারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন তিনি অতুল কীর্ত্তিভাজন হইবেন, আমরাও সেই যশের অংশভাগী হইব সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমাদিগের পুনঃ পুনঃ হস্তক্ষেপ করিবার প্রধান কারণ এই, গবর্ণমেণ্ট অহিফেনের পাপ আর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, পরিত্যাগ করিতে যে পারিবেন সে দুরাশাও দেখিতেছি না। তবে আয়টী নানা প্রকারে নষ্ট হয় কেন? আমরা দেখিতে পাইতেছি এ

বিভাগে আয় হইবার যে সম্ভাবনা আছে, কর্ম্মচারিদিগের দোষে তাহা হইতেছে না, যাহা হইতেছে, তাহারও অনল্প অংশ পাঁচ ভুতের উদর-গত হইতেছে। ইহার নিবারণ হইয়া যদি গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ আয় হয়, আমাদিগের দেশীয় লোকেরা অনেক করভার হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এটী পরম লাভ সন্দেহ নাই। এই লাভের নিমিত্ত আমরা এত যত্ন করিতেছি। আমরা গত বারে গমস্তাদিগকে কমিশন দিয়া অহিফেনের চাস বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সে বিষয়টী একবার ভাল করিয়া বিবেচনা করুন। এখন এই রীতি আছে, কৃষকেরা দাদন লয়। উহাদিগের এক এক জন সরদার থাকে, তাহাদিগকে নম্বরদার বলে। তাহাদিগের উপরে গমস্তা দ্বারাই কৃষকদিগকে দাদন দেওয়া হইয়া থাকে। উহারাই দাদনের টাকার দায়ী। উহারা পূর্ব্বে কমিশন পাইত। গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, কমিশনে অনেক যায়। অত এব উহাদিগের বেতন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনেক সময়ে এরূপ ঘটনা হয়, গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ লাভ দেখিয়া ভুলিয়া যান, পরিণামের ইষ্টানিষ্ট চিন্তার অবসর পান না। গমস্তাদিগের বেতনের ব্যবস্থা হইল; কিন্তু উহাই গবর্ণমেণ্টের আয় হ্রাসের কারণ হইয়া উঠিল। কাম্বেল সাহেব অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, পূর্ব্বে যে বিভাগে ৫০। ৬০ মণ অহিফেন উৎপন্ন হইত, এখন সেখানে ৩০। ৩২ মণ হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। কমিশনের নিয়মে লোকের মনে উৎসাহ হয়, অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিব এই বাঞ্ছা হয়, সুতরাং পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া বোধ হয় না। অধিক পরিশ্রম না করিলে অধিক অর্থ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, কাজে কাজে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু বেতন ব্যবস্থায় অধিক অর্থ উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, উৎসাহ থাকে না, শ্রম-শক্তিও সুতরাং কমিয়া আইসে। বেতন ব্যবস্থায় অপদার্থ দলেরই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের চাকরী অতি সুখের চাকরী। অধিক খাটিতে হয় না। হাজা শুকা নাই যত করি না করি মাস গেলেই টাকাগুলি গণিয়া পাওয়া যায়। এ চাকরীর সুখের কথা অধিক বলা বাহুল্য। একটী প্রবাদই হইয়া উঠিয়াছে। অন্য চাকরকে কম খাটিতে দেখিলে লোকে বলে যেন কোম্পানির চাকর। এই সুখেই গমস্তারা চাকরী স্বীকার করিলেন। তাঁহারা আরো এই ভাবিলেম গবর্ণমেণ্টে কিছু বাঁধা টাকা রহিল তাহার ঝাড়তি পড়তি নাই মাসে মসে পাইবেন, আবার কৃষকদিগের নিকটে যে উপরি লাভ হইবে তাহাতে পুষিয়া যাইবে। অথচ অধিক খাটিতে হইল না, শরীর বিলক্ষণ আরামে থাকিবে। অধিকাংশ গমস্তা এই লাভ গণনা করিয়া দাসত্ব স্বীকার করিলেন, কিন্তু যাঁহারা কাজের লোক স্বাধীনভাবে সৎপথে উপার্জ্জন ভাল বাসেন, তাঁহারা সে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন না। বেতন ব্যবস্থা হইলেও কেহ কেহ কেবল কমিশনে গমস্তাগিরি চাকরীর লোভ করেন ইহাই আমাদিগের উপরিলিখিত বাক্যগুলির প্রমাণ।

এই কারণে আমরা কহিতেছি, গবর্ণমেণ্ট পুনরায় কমিশন দিবার ব্যবস্থা করুন এবং এই নিয়ম করুন যে গমস্তা অধিক অহিফেনের সরবরাহ করিতে পারিবেন তিনি পুরস্কার পাইবেন, আর যাঁহার কম হইবে তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিয়া অন্য কোন উপযুক্ত লোককে তৎপদে নিযুক্ত করা হইবে। কৃষকদিগকে এক্ষণে অহিফেনের যে মূল্য দেওয়া হইয়া থাকে, তাহারও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অন্য অন্য দ্রব্য উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের যে আয় হয় অহিফেনে তদপেক্ষা অধিক আয় না হইলে তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা অল্প। কমিশন দিবার ব্যবস্থা করিলে অহিফেন অধিক উৎপন্ন হইয়া কেবল যে গবর্ণমেণ্টের আয়বৃদ্ধিরূপ এক বিধ লাভ হইবে এরূপ নয় আশীর্ব্বাদক গমস্তাদিগের বেতন দানরূপ নিত্য ব্যয় হইতে মুক্ত হইবেন এবং পূর্ব্বকার নবাবদিগের ন্যায় অহিফেন বিভাগে যে কতরুগুলি অলস পুষিতেছেন, তাহাদিগের হস্ত হইতেও পরিত্রাণ পাইবেন। যাঁহারা বলেন ভূমি পূর্ব্বে যেরূপ উর্ব্বরা ছিল, এখন সেরূপ নাই, তাহাতেই অধিক পরিমাণে অহিফেন জন্মিতেছে না, আমরা গতবারের প্রস্তাবে ইহার এক প্রকার উত্তর দান করিয়াছি; বারান্তরে এ বিষয়ের পুনর্ব্বার বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু আপাততঃ বক্তব্য এই, প্রণালীর দোষে বা ভুমির দোষে পূর্ব্বমত অহিফেন জন্মিতেছে না একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। কমিশন দিবার ব্যবস্থা করিলে অহিফেন বীজ বপনের প্রথম আরম্ভ কালে ক্ষেত্রে যে চুরি হইয়া থাকে, তাহারও নিবারণ হইয়া আসিবে।

অহিফেনের গুণ পরীক্ষা ও ওজন লইবার সময়টী চুরী করিবার একটী প্রধান সময়। এ সময়ে কোন ক্রমে চুরী না হয়, তাহার সুব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। তৎকালে সাধু সদাশয় কর্ম্ম দক্ষ চতুর কর্ম্মচারির উপস্থিতি ব্যতিরেকে ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। তন্নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি নিম্ন লিখিত গুণসম্পন্ন তিনজন প্রধান তম কর্ম্মচারিকে তথায় উপস্থিত

থাকিতে হইবে। প্রথম, এজেণ্ট। দ্বিতীয়, তাঁহার দুইজন সহকারী। গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয়দিগের প্রতি যেরূপ অচলা ভক্তি ও অনির্ব্বচনীয় পক্ষপাত, তাহাতে আমাদিগের একথা বলিতে সাহস জন্মিতেছে না যে এদেশীয় ও ইউরোপীয় ভেদ না করিয়া উপযুক্ত দেখিয়া এজেণ্ট নিযুক্ত করা হউক। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়াই কথা কহিতে হয়। এজেণ্ট ইউরোপীয় হউন। তাঁহার যে দুইজন সহকারী হইবেন, তাহার একজন ইউরোপীয় ও একজন এদেশীয় হওয়া চাই। কিন্তু তিন জনেই এরূপ হওয়া আবশ্যক যে দীর্ঘকাল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, এদেশীয়দিগের ভাষা মনের ভাব ও অভিপ্রায়াদি অনায়াসে বুঝিতে পারেন অহিফেনের গুণদোষ পরীক্ষায় পটু হন। কি উপায়ে অহিফেনের উন্নতি হয়, সর্ব্বদা সে অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা যে সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র অনলস ও গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবেন, এ কথা বলা বাহুল্য। এই তিনজনে অহিফেনের গুণ দোষ পরীক্ষা করিবেন এবং ওজনের সময়ও এই তিন জন ওজন লইবেন। যে দিন যে ওজন লওয়া হইবে সেই দিনেই তিনজনে তাহার স্বতন্ত্র টিক দিয়া, পরস্পর মিলাইয়া আঁক বাঁধিবেন, এবং প্রত্যেকে আপন আপন কাগজ ও পাস্পবের কাগজ আঁক বাঁধিয়া দিয়া স্বাক্ষর করিবেন। তাহা হইলে আর অন্যের জাল করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এখন এই আপত্তি উত্থাপিত হইবে, তিনজনে কিরূপে এত অহিফেন ওজন লন? এপ্রেল ও মে মাসে অহিফেন জন্মে। ঐ সময়েই ওজন লওয়া হইয়া থাকে। প্রাতঃকাল ও বৈকাল দুইবেলা যদি কাজ চলে, আমরা যেরূপ বলিলাম, অনায়াসে এরূপে ওজন লওয়া হইতে পারে। কৃষকেরা এককালে সমুদায় অহিফেন আনয়ন না করে, ক্রমে ক্রমে আনে কেবল এই একটী আজ্ঞা প্রচার আবশ্যক।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করা আবশ্যক হইল। নবেম্বর মাসে অহিফেনের বীজ বপন করা হয়, এপ্রেল মাসে উহার ফল জন্মিয়া অহিফেন উৎপন্ন হয়। ঐ অহিফেন ফিরে নবেম্বরে বাক্স বন্দী হইয়া গাজিপুর হইতে কলিকাতায় প্রেরিত হয়। এত দীর্ঘকাল বিলম্ব হইবার কারণ কি? এই অসঙ্গত বিলম্ব চৌর্য্যের যে অন্যতর প্রধান কারণ নয়, এ কথা কে বলিতে সাহসী হন? এ বিষয়টীর প্রতি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিত। অহিফেন শুকাইয়া বাক্স বন্দি করিতে এত বিলম্ব করা নিতান্ত অসঙ্গত সন্দেহ নাই। এপ্রেল ও মে মাসে প্রখরতর রৌদ্র। সকল দ্রব্যই সহজে শুষ্ক হইয়া আইসে। অল্পে অল্পে না শুকাইলে অহিফেন ভাল হয় না, যদি এ আপত্তি হয়, ঐ কার্য্যে ৬ মাসেরও অধিক সময় ক্ষেপ করা নিতান্ত অসঙ্গত সন্দেহ নাই। যদি বল বাক্স ও অন্য অন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয়, এটী অকিঞ্চিৎকর বাক্য। এপ্রেল মাসের পূর্ব্বে ঐ সকল সামগ্রী অনায়াসে সংগ্রহ হইতে পারে পূর্ব্বে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত থাকিলে অহিফেন যেমন গোলা করিবার যোগ্য হইতে থাকে, অমনি বাক্সবন্দি করিয়া যদি মাসে মাসে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়, চৌর্য্যের অবসর অল্প হয় সন্দেহ নাই। বাক্স বন্দির সময়ে ঐ তিন জন প্রধান কর্ম্মচারির উপস্থিত থাকা আবশ্যক। মাসে মাসে অহিফেন কলিকাতায় প্রেরণ করিতে হইলে ব্যয় বাহুল্য হইবার সম্ভাবনা এ আপত্তিও কোন কাজের নয়। মাসের একটী দিন স্থির করিয়া যদি চালান দেওয়া হয়, কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ঐ দিবস একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী গাজিপুর হইতে যমুনিয়ায় বাক্সগুলি রেলে দিয়া রসিদ লইয়া আইলেন ও দিকে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া হাওড়া হইতে লইয়া গেলেন, তাহাতে ব্যয় বাহুল্যের সম্ভাবনা কি?

-:০:-

আমাদিগের আফিসের

চুরি।

আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজপুর গ্রামে কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একটী দুশ্চরিত্র যুবা পুরুষ আছে। এ ব্যক্তি চুরি অপরাধে একবার কারাগারে প্রেরিত হয়। এখন ছাপাখানার কম্পোজিটরের কাজ করিয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায় এ ব্যক্তি কয়েক স্থানে এইরূপ অক্ষর চুরি করিয়া কয়েকবার ধৃত হইয়া অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে। গত শনিবার বেলা ৩। ৪ টার সময় আমরা এবং আমাদের কর্ম্মচারিগণ সকলেই কাজে নিতান্ত ব্যস্ত আছি, এমন সময় এ ব্যক্তি আমাদের ছাপাখানায় আইসে। সে প্রায় এদিকে আসেন না এবং আমাদের আফিসে তাহার কোন কাযও ছিল না। তখন কোন দুরভিসন্ধির আশঙ্কা না থাকাতে ইহাকে আসিতে কেহ নিষেধ করেন নাই। সকলেই কার্য্যে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম, হতভাগ্য নানা ছলে এখানকার সকল সম্বাদ লয়। আমাদিগের প্রেসম্যান প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করে যে আফিসবাড়িতে রাত্রে দ্বারবান প্রভৃতি থাকে কি না, তাহারা উত্তর করে যে পল্লীগ্রামে লোক থাকা আবশ্যক হয় না। তাহার পরে সে সকল ঘর ঘুরিয়া দেখিয়াছে; কম্পোজিটরেরা

কম্পোজ করিয়া কোথায় কি রাখিতেছে সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে এবং প্রায় সন্ধ্যার সময় পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া, যে দুই এক জন কর্ম্মচারি অবশিষ্ট ছিল তাহাদের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে।

পর দিন প্রাতঃকালে কর্ম্মচারিরা আফিস বাটীর দ্বার খুলিয়া কার্য্য করিতে যায় দেখিল যে পূর্ব্ব দিনের কম্পোজ করা সমুদায় অক্ষর অপহৃত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে দেখা গেল যে এক দিকের জানালার দুইটী কাষ্ঠের গরাদে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। গারদের গায় জুতার প্রেকের চিহ্ন দেখা গেল, তাহাতে বোধ হইল বাহির হইতে পদাঘাত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়াছে। তখন সকলের সন্দেহ সহজেই সেই ব্যক্তির দিকে ধাবিত হইল। আমরা পুলিসে সংবাদ দিলাম পুলিস তাহাকে ধৃত করিলেন; তখন দেখা গেল যে তাহার দক্ষিণ পায়ের জুতার গোড়ালে একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সে কোন প্রকারে অপরাধ স্বীকার করেনা। নানা প্রকার মিথ্যা বাগজাল বিস্তার করিয়া কাটাইতে চায়। সে ব্যক্তিকে জামিনে রাখা হইয়াছে। পুলিসের এক এক কর্ত্তা এক এক বার আসিতেছেন। তাহাকে ও আমাদিগকে ডাকাইতেছেন এবং চলিয়া যাইতেছেন। আমাদিগের কয়েক মোণ অক্ষর চুরি গিয়াছে তাহাতে আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু এই সকল দুষ্ট ব্যক্তির শাসন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ কতকগুলি বদমায়েস স্থানে স্থানে জন্মিয়া গ্রামবাসিদিগকে সশঙ্ক করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিতে না পারিলে সমাজের উপদ্রব কখনই সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইবে না। পুলিস কতদূর করেন আমরা তাহার অপেক্ষায় রহিলাম।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই অগ্রহায়ণ সোমবার

১৫ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক পক্ষের মধ্যে অযোধ্যা হইতে ৪৩০৩৫ মণ শস্য রপ্তানী হয়।

অদ্য আগ্রায় গবর্নর জেনরলের আর একটী সভার অধিবেশন হইবে। ইহাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির খাজনা ও রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির বিষয়ে তর্ক হইবে। এদিকে বঙ্গদেশ দুর্ভিক্ষভয়ে আকুলিত হইতেছে, ওদিকে দেশের প্রধান কর্ত্তা আগ্রায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজস্ব সংক্রান্ত রাজনীতির পর্য্যালোচনায় ব্যস্ত।

কাছাড় এবং চট্টগ্রামে পোকায় অনেক শস্য নষ্ট করিয়াছে!

এবার বঙ্গদেশে কেবল অন্নকষ্ট নয় কতক গুলি জমীদার জল কষ্টের আশঙ্কা করিয়াছেন।

বাখরগঞ্জ এ অঞ্চলের লোকের গোলা তথায় শস্য জন্মিয়াছে, এই আশায় লোকে কতক আশ্বাসিত হইয়াছিল। কিন্তু সে আশার লোপ হইয়াছে গত মাসে তথায় ২॥৴ আনা চাউল বিক্রীত হইয়াছিল এখন ৩৷৴০ আনা মণ বিক্রীত হইতেছে ক্রমে আরো বৃদ্ধি হইবে। এ অঞ্চলে এখনই ৩॥০ ৩৸০ চাউলের মণ দাঁড়াইয়াছে। মহাজনেরা এই সুযোগে বড় মানুষ হইবার চেষ্টায় আছেন।

মান্দ্রাজের বণিকেরা উড়িষ্যা হইতে অনেক চাউল লইয়া যাইতেছেন। উড়িষ্যার প্রতিনিধি কমিশনর বীমস সাহেব কলিকাতার বণিকদিগকেও ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছেন।

গাজিপুর এবং মির্জাপুরের স্থানে স্থানে লোকের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মির্জাপুরে পবলিক ওয়ার্ক আরম্ভ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

খিবার খাঁর ভ্রাতা সম্প্রতি রুশীয় সম্রাটের নিকট এক পত্র লইয়া যান, উক্ত পত্রে খাঁ এই প্রার্থনা করিয়াছেন, বার্ষিক রাজস্ব কতক কমাইয়া দেওয়া হয় এবং পূর্ব্বের ন্যায় উহাদিগকে দাস ব্যবসায়ে অনুমতি দেওয়া হয়। সম্রাট বলিয়াছেন তিনি বর্ত্তমান রাজস্বের পঞ্চমাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে ন কিন্তু দাস ব্যবসায়ের অনুমতি দিতে পারিবেন না যিনি এ দোষে লিপ্ত হইবেন তাঁহার গুরুতর দণ্ড হইবে।

পিয়নিয়রের পারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন তথায় এক নূতন ভবিষ্যদ্বক্তার আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন এই মাসের ২৯ এ অবধি ৩ রা নবেম্বরের মধ্যে একটী ভয়ানক ঘটনা ঘটিবে। পারিস নগর অন্ধকার ময় হইবে, ২৭।২৮ ও ২৯ এ ভয়ানক ঝড় হইবে, পারিস নগর একটী কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হইবে ধূমকেতুর ন্যায় উহার একটী লাঙ্গুল থাকিবে ঐ লাঙ্গুল শ্রেণীর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। মধ্যে এক একটী অগ্নিশিখা দেখা যাইবে, উহাতেই ক্ষণকালের জন্য অন্ধকারের নাশ হইবে। গত বৎসর জেনিবার একজন ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়াছিলেন একটী ধূমকেতু উদয় হইয়া পৃথিবীর নাশ হইবে। ভাগ্যক্রমে তাঁহার সে ধূমকেতুর উদয় হয় নাই। এই সকল ভবিষ্যদ্বক্তার দোষ এই, ইহারা মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন না মাত্রা বেশি হইলেই এইরূপ গণনা করিয়া বসেন।

১১ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

নর্দ্দারণ ইণ্ডিয়া নিউস বলেন, সম্প্রতি লাহোরে কেশব বাবু যে বক্তৃতা করেন উহাতে এক জন পঞ্জাবী একরূপ মোহিত হইয়াছিলেন, কেশব বাবুকে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া তাঁহার সংস্কার জন্মে এবং তিনি সাধারণের নিকট সে সংস্কার অপ্রকাশ রাখেন নাই। তাঁহার এত ভক্তি হইবার কারণ এই, কেশব বাবু কলিকাতায় থাকেন, এবং বিলাত দেখিয়া আসিয়াছেন, অতএব তিনি পূজা পাইবার যোগ্য। বড় ভবিষ্যদ্বক্তার লক্ষণটী ভাল হইয়াছে। একপ

ভক্তি বোধ হয় কেশব বাবু প্রার্থনা করেন না।

ই, এ, কসন নামক এক ব্যক্তি টাইমস পত্রে লিখিয়াছেন, লোহিত সাগরে এখনও দাস ব্যবসায় বিলক্ষণ চলিতেছে। মেটিমা নামক নগরে খেডিবের ৩ হাজার সৈন্য আছে। সেখানে দাস ব্যবসায়ে একটী প্রকাশ্য বাজার আছে। যে সকল [illegible] রে করিয়া ঐ সকল দাস বিদেশে লইয়া যাওয়া হয় তেওলী খেডিবের। খেডিব প্রত্যেক দাসের উপর কর গ্রহণ করেন। জেড্ডাতেও দাস ব্যবসায়ের একটী বাজার আছে।

১৭ ই অগ্রহায়ণ বুধবার

পিপলস্ ফ্রেণ্ড বলেন কলিকাতায় ইহার মধ্যেই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। সামান্য চুরির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে সংক্রান্ত যে সকল কার্য্য চিতপুরে করিবার জন্য গবর্নমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন, অবিলম্বে সেই কার্য্যগুলি আরম্ভ করা উচিত।

গতকল্য পঞ্জাব হইতে ট্রেণে ৪৩ জন কয়েদিকে (ইহাদিগের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে) আনিয়া আলীপুর জেলে রাখা হইয়াছে; ইহাদিগকে পোর্ট ব্লেয়ারে পাঠান হইবে।

সেগেলিয়ন দ্বীপে রুশীয়দিগের সহিত জাপানীয়দিগের গোলযোগ চলিতেছে। এই দ্বীপটী অধিকার করা রুশীয়দিগের ইচ্ছা।

সর মাধবা রাওয়ের পুত্র আনন্দরাও মহিসুরের আফিসে একজন নূতন এটাচি হইয়াছেন।

সম্প্রতি পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরসতী এক্লোএ আত্মার দেহান্তর গমন এবং বেদ বিষয়ে দুটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিতেছি বোম্বাইর জামসি জামশেড নামক সংবাদ পত্র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ পারসিদিগকে চাঁদা করিয়া টাকা তুলিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছেন।

অদ্য তারকেশ্বরের মহান্তের দণ্ডাজ্ঞা হইবে। অন্যতর আসেসর শম্ভুচন্দ্র গড়গড়ি অনেক বিবেচনারপর বলিলেন “যেরূপ সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মহান্তকে দোষীবলাযায় না। যে মহন্ত দোষকরিয়াছে তাহা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই, মহান্ত যে নির্দ্দোষী এই তাঁহার যুক্তি। আমার এমন বিশ্বাস হয় না যে এলোকেশী কখন মহান্তের বাটীতে গিয়াছিল। দ্বিতীয় আসেসর বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক মহান্তকে দোষী স্থির করেন এবং বলেন “আমার বিশ্বাস এই এলোকেশী মহান্তের বাটীতে যাইত এবং মহান্তের সহিত সে ব্যভিচারিণী হয়” শম্ভুবাবুর ঐ কয়টী কথা বলিয়া তৃপ্ত হয় নাই তাঁহার আরো কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আদালত তাঁহাকে আর অধিক বলিতে দেন নাই। শম্ভু বাবু বহুক্ষণ মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া এই যুক্তিটী বাহির করিয়াছিলেন মাত্র, এমন সময় আদালত তাঁহাকে বাধা দিয়া ভাল করেন নাই। আমরা শম্ভু বাবুকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার এই সারগর্ভ যুক্তিটীর মূল্য কত?

ইণ্ডিয়ান স্টেটসমান বলেন, বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ বোম্বাইর চাউলের বাজারের বড় পরিবর্ত্ত করিতে পারিবে না। বঙ্গ দেশ হইতে তথায় যে চাউল রপ্তানী হয় তাহা দরিদ্রদিগের জন্য নয় দরিদ্রেরা যে চাউল খায় তাহা অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী হয়। তবে যে তথায় লোকে দুর্ভিক্ষের শঙ্কা করিতেছে সে কেবল মহাজনদের দোষ।

শ্যাম হইতে একজন রাজদূত কলিকাতায় আসিতেছেন।

সিন্ধু নদীর উপরে যে নৌকার সেতু হইতেছিল উহা ১ লা নবেম্বর খোলা হইয়াছে।

৯ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত পঞ্জাবের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, হিসার বিভাগ ভিন্ন আর সর্ব্বত্র শস্যের অবস্থা ভাল। উক্ত বিভাগের অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রবি শস্যের অবস্থা অতি মন্দ মূল্য সমান রহিয়াছে কেবল লুধিয়ানাতে বৃদ্ধি হইতেছে।

১৩ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার

অনরেবল বেজেট ডি কলবিন পুনরায় বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

মান্দ্রাজে জনশ্রুতি এই, আগামী বর্ষে নয় মাস কাল পর্ব্বত বাস করিবার জন্য লাড হবার্ট ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ তথায় বাটী ভাড়া লইয়াছেন। প্রথমে তিন মাস পরে ছয় মাস, এখন ৯মাস পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, পরিশেষে সম্বৎসর কাল পর্ব্বত বাসের ব্যবস্থা হইবে সন্দেহ নাই। ইহাতেই শেষ হইবে বোধ হয় না, পর্ব্বত বাসে অরুচি হইলে শেষে ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের মাথায় হাত বুলাইবার জন্য রাজপুরুষগণের চেষ্টা জন্মিতে পারে।

গাজীপুরের অহিফেন বিভাগের দারোগা ও তাহার কেরাণী যাঁহারা গবর্নমেণ্টের ১৪ হাজার টাকা চুরি করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের হাজার টাকা করিয়া জরিমানা ও কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে। দারোগা সাহেব ২০ বৎসরেরও অধিক কাল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ছিলেন। এই কুড়ি বৎসরের মধ্যে ইহাঁর কখন অজীর্ণতা দোষ ঘটে নাই এইবার অজীর্ণতা ঘটিয়াছে, ৭ বৎসর ধরিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

এক খানি সংবাদপত্র অনুমান করেন রুশীয়ার অভিপ্রায় এই, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া উহা এডিনবরার ডিউককে দান করেন।

উত্তর বাঙ্গালা স্টেট রেলওয়ের জন্য গবর্নমেণ্ট নাটোরের এক [illegible] দক্ষিণ পশ্চিম হইতে ১২০ ফীট [illegible] এক খণ্ড ভূমি লইয়াছেন। উহা মুলা[illegible]পুরের [illegible] হইয়া হালহাতিয়া লালবাজার [illegible]

পুর, দরওয়ানী এবং ফৌজদারবাড়ির নিকট দিয়া জলপাইগুড়িতে যাইবে।

দুর্ভিক্ষ এবার কেবল বাঙ্গালাদেশে নয় জাবা দ্বীপেও ইহার উপক্রম হইয়াছে। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সেখানেও শস্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট করিয়াছে।

মর্নিং ষ্টার বলেন বাবু শ্যামাচরণ দে প্রতিনিধি সহকারী কণ্ট্রোলার জেনরল হইয়াছেন।

বেঙ্গল টাইমস্ বলেন, বাজারে নূতন চাউলের আমদানী হওয়াতে ঢাকার চাউলের দর পূর্ব্বের ন্যায় হইয়াছে। নূতন আমদানীতে দর কতক কমিবে বটে, কিন্তু তাহার পর যে দর বাড়িতে থাকিবে তাহাতেই সর্ব্বনাশ করিবে। সে কষ্ট লোকের অল্প দিনেও শেষ হইবার নয়। আগামী বর্ষের শস্য হওয়া পর্য্যন্ত এইভাব থাকিবে।

ইংলিশম্যান বলেন, লার্ড নর্থব্রুক ২ রা ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌএ প্রত্যাগমন করিবেন বোধ হয় ৮ ই পর্য্যন্ত তথায় থাকিবেন। পরে ৯ ই আলাহাবাদে গিয়া ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। লার্ড নর্থব্রুক এসময় শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় আসিলেও লোকের অনেক আশ্বাস জন্মে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, গত রবিবার তথায় সামান্য মাত্র বৃষ্টি হয়। কিন্তু ছোপ টাউনে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

১৪ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

গত কল্য হাইকোর্টের নবম ফৌজদারী সেসিয়ন বসিয়াছে।

শুনা যাইতেছে অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র অসুস্থতা নিবন্ধন দুই মাসের ছুটী চাহিয়াছেন।

৮ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩৯ জন লোকের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৩৩ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

সেদিন সাঁত্রাগাছির বাবু ভোলানাথ লাহিড়ীর বাটীতে চোর প্রবেশ করিয়া প্রায় হাজার টাকার অলঙ্কারাদি ও শাল প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে। পুলিষ কি করেন?

গত বুধবার হুগলীর সেসিয়ন জজ ফিলড সাহেব তারকেশ্বরের মহান্তের কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর কারা দণ্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন। দণ্ডাজ্ঞা হইবামাত্র মহান্তকে জেলে লইয়া যাওয়া হয়। মহান্তের বারিষ্টর জ্যাকসান সাহেব এই প্রার্থনা করেন, তিনি এই দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করিবেন, অতএব মহান্তকে জামীন লইয়া খোলসা দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁহার এ আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। মিরর বলেন, মহান্ত আপীল করিয়াছে। মহান্তের বিচার কালে আদালতের ভিতর বাহির লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দণ্ডাজ্ঞা হইবামাত্র আদালত লোকের আনন্দ ও প্রশংসাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। জজ নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়াও সে গোল কমাইতে পারেন নাই। মহান্তের দণ্ডে লোকে সন্তুষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে আপীল আদালত সেই দণ্ডের ব্যাঘাত না করেন সাধারণের এই ইচ্ছা।

বীরভূম হইতে ভাগলপুর ও পাটনায় ৭০০২ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে।

বঙ্গদেশের একজন মহাজন গণনা করিয়া বলিয়াছেন বঙ্গদেশে প্রতিদিন ৪৫ লক্ষ মণ চাউল লাগে। গণনাটী ভুল বলিয়া বোধ হইতেছে।

১৫ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

কিছু দিন পূর্ব্বে লর্ড ইউলিক ব্রাউনের যে রিপোর্টের কথা লেখা হয় তাহাতে বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধরির নাম উল্লেখ না থাকায় তিনি দুঃখিত হইয়া আমাদিগের নিকট লর্ড ইউলিক ব্রাউনের রিপোর্টের একটী অনুবাদ পাঠাইয়াছেন; তাহাতে দেখা গেল লর্ড-ইউলিক ব্রাউন তাঁহার দাতব্য চিকিৎসালয়েরও প্রশংসা করিয়াছেন।

একব্যক্তি লিখিয়াছেন, গত ১১ ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ২০।২৫ জন লোক একত্র হইয়া হাটখোলার মৃত রাধা গোবিন্দ সাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক সিন্দুক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া টাকা গহনা এবং স্ত্রীলোকদিগের গাত্র হইতে অলঙ্কার কাড়িয়া লয়; স্ত্রীলোকেরা সে সময় চীৎকার করাতে তাহাদিগকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছে। কলিকাতার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় পুলিষ প্রহরীদিগের চক্ষের উপর এরূপ ঘটনা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক পুলিষ এবিষয়ে কতদুর করিয়াছেন আমরা এপর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই

আমরা দেখিতেছি হাইকোর্ট নবীনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা দেওয়াতে অনেকেই নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন নবীনকে ক্ষমা করা হয় তাঁহারা এনিমিত্ত যত্নবান হইয়াছেন। কলিকাতা হুগলী প্রভৃতি স্থানের অনেকে নবীনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার ক্ষমার জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিতেছেন। মুরসিদাবাদ হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন। সম্প্রতি নিজামত স্কুলের পণ্ডিত ও শিক্ষকগণের যত্নে মুরসিদাবাদ এবং বহরমপুরের প্রায় তিনশত প্রধান প্রধান লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন প্রেরিত হইয়াছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী রাণী যমুনা কুমারী লক্ষ্মী কুমারী রাণী সুভদ্রা কুমারী রাণী আনন্দময়ী প্রভৃতি এবং রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর প্রভৃতি অন্যান্য অনেক লোকে ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

মেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

১। এবৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন গড়ে দশ আনারও কম শস্য হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতেছে। অত্রত্য দুঃখী প্রজাগণের ত সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণেরও বিলক্ষণ অন্ন কষ্টের সম্ভাবনা আছে। এসময় প্রজার উপর জমীদারদের ও জমীদারদের উপর গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সম্বন্ধে দয়া করা নিতান্ত আবশ্যক।

৩ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর গত রবিবার জ্বর রোগে কলিকাতায় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া মেদিনীপুরে আগমন করিয়াছিলেন এবং হোমিওপেথিক চিকিৎসা ও বিনয় সৌজন্য গুণে প্রায় সকলকেই বাধিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন।

মেদিনীপুরে একটী বাঙ্গালা লাইব্রেরি সংস্থাপিত হইয়াছে। দেশীয় প্রায় ৬০। ৭০ জন তাহার মেম্বর হইয়াছেন। ইউরোপীয় মহোদয়গণের মধ্যে থাকবস্থা আফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত প্রাইস সাহেব ও হরিগেশন কেনেলের ইনজিনিয়ার শ্রীযুক্ত কিম্বর সাহেব এবং সিবিল সারজন ডাক্তর শ্রীযুক্ত মেথিউ সাহেব মহোদয় গ্রাহক হইয়াছেন।

মেদিনীপুর হইতে উলুবেড়িয়া কেনেল খোলায় বাণিজ্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। প্রতিদিন নুতন নুতন দ্রব্য আমদানী ও এখান হইতে অনেক দ্রব্যের রপ্তানি হইতেছে। কাঁসাই নদীতে প্রায় প্রতিদিন ২০। ২৫ খানিরও অধিক নৌকা বাঁধা থাকিতে দেখা যায়। কলিকাতার ন্যায় মাঝিগণ দ্বারে দ্বারে আরোহী সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। ইহা মেদিনীপুরের সৌভাগ্যের বিষয়।

প্রাচীন আমেরিকান পাদরী শ্রীযুক্ত ডাক্তার বেচিলর সাহেব পুনরায় আমেরিকা হইতে মেদিনীপুরে আগমন করিয়াছেন। ইনি অতি বিজ্ঞ যাজক ও বহুদর্শী ডাক্তর। ইহাঁর আগমনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

আগরার মিউনিসিপালিটীর অভ্যর্থনা পত্রের উত্তরে গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন; "বাঙ্গালা দেশের শস্যের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইবার কারণ আছে বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে কষ্ট নিবারণ করিতে পারিবেন এরূপ আশা করিবার কারণও আছে। ১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন যে সকল লোকের বিশেষ ক্লেশ হয় তাহাদের সংখ্যা ২৫০০০,০০০ হইবে, এবারেও ইহার অধিক সংখ্যা লোকের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে উত্তম চাষ হওয়াতে ১৮৬৬ সালের মত এখনো দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। লণ্ডনের সভার কথা শুনিয়া ভারতবর্ষে অনেকে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ তণ্ডুল প্রভৃতি বিতরণের সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই কিন্তু তাহার জন্য উদ্যোগ করা হইতেছে। সাহায্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে কত ব্যয় করিতে হইবে তাহা স্থির হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণ শস্য ক্রয় করা হইয়াছে এবং আরও ক্রয় করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যেখানে যেখানে শস্যাদির অভাব সম্ভব বোধ হইবে সেখানে এই সকল শস্য প্রেরিত হইবে। উড়িষ্যা কমিসন যে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন সে সমুদায় অবলম্বিত হইয়াছে। শস্যের অপ্রতুল হইলে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে তাহা আনয়ন করা বিষয়ে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। বাখরগঞ্জ এবং উড়িষ্যার শস্যের অবস্থা উত্তম। ব্রহ্মদেশে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। পঞ্জাব, মান্দ্রাজ বোম্বাই এবং বেনারস ব্যতীত সমুদায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের অবস্থা অতি উত্তম। বাণিজ্য বিলক্ষণ চলিতেছে। দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ দ্বারা কিম্বা রপ্তানী বন্ধ করিবার আদেশ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্যের স্বাধীন কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নন। মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ইতি মধ্যেই কলিকাতায় রপ্তানী অনেক কমিয়া আসিয়াছে। বাণিজ্য যেখানে সুবিধা করিতে পারিবে না গবর্ণমেণ্ট সেখানে সে অভাব দূর করিবেন। সমুদায় স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগকে বিপদ বুঝিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণর জেনরলের কলিকাতায় ফিরিবার সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকল দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা আছে।"

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন দুর্ভিক্ষ বিষয়ে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই:— ১ম ১৮৬৬। ৬৬ অপেক্ষা এবারে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন অধিক ক্লেশের সম্ভাবনা। ২ য় ১৮৬৫। ৬৬ সালে কেবল উড়িষ্যার অনুমান ৩০ লক্ষ লোকের কষ্ট হইয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষে অনুমান ৫৯০০০০০০ লোকের কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা। বিশেষ উত্তর ও পূর্ব্ববাঙ্গালার যে সকল স্থান হইতে সমুদায় দেশের আহারের সংস্থান হয় সে বৎসর তাহাদের ক্ষতি হয় নাই। এ বৎসর তাহাদের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে তাহাদের নিজের চলা দুষ্কর। ৩ য়। সর্ব্ব সমেত গড়ে ছয় আনার অধিক শস্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। ৪ র্থ। ধান্য অনেক দিন রাখিলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ধান্য যে অধিক সঞ্চিত আছে এরূপ বোধ হয় না। ৫ ম। এই বিপদের সময় দেশের মধ্যে যাহা কিছু শস্য পাওয়া যায় তাহা দেশের মধ্যেই রাখা উচিত। ৬ ষ্ঠ রপ্তানী বন্ধ করার যে যে আপত্তি তাহা এই বিপদের সময় গ্রাহ্য করা উচিত নয়। বিশেষ বিদেশীয় লোকের আহারার্থ অতি অল্পই চাউল রপ্তানী হয়, অধিকাংশ চাউল রুপের মাড় ও মদের ভাটীর জন্য নীত হয়। সেই অনুরোধ এখন রক্ষা করা উচিত নয়। ৭ ম। এখন আর সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে; শীঘ্র বিদেশ হইতে শস্যাদি আনয়নের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; ইত্যাদি।

ইংলণ্ডের কয়েকজন প্রধান প্রধান বণিক ষ্টেট সেক্রেটারিকে লিখিয়াছেন যে যে যদি আবশ্যক হয় আমরা ভারতবর্ষ হইতে যে সকল চাউল আনিয়াছি তাহা পুনরায় সেখানে পাঠাইতে পারি।

লণ্ডনের লার্ড মেয়র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য একটী সভা করিয়াছেন।

পায়োনিয়র কলিকাতা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন—

দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু এখনো ১৮৬৫ সালের নবেম্বরের ন্যায় হয় নাই। ১ লা নবেম্বর অবধি কেবল মাত্র

৩১০০০ মণ জলপথে উত্তরে গিয়াছে। ১লা অক্টোবর অবধি অদ্য পর্য্যন্ত খাল প্রভৃতি দ্বারা ২৬,০০০ মণ কলিকাতাতে আমদানি হইয়াছে। হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জেও বিহার প্রভৃতি স্থানে ৮৮৯৮০০ মণ প্রেরিত হইয়াছে। এখন হাবড়া হইতে প্রতিদিন অনুমান ১১০০০ মণ প্রেরিত হইতেছে। গবে গত মাসে ২০৬৫০০ মণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। বঙ্গদেশে ও আসামে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করিবার পরামর্শ চলিতেছে। ৫০ মাইল রেলওয়ে আরম্ভ হইয়াছে। অল্প মূল্যে গবর্ণমেণ্ট বিস্তর চাউল ক্রয় করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শস্য ক্রয় করিবার জন্য কালভিন সাহেব এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা ও ঢাকার নবাব আবদুলগণির পুত্র বিস্তর চাউল ক্রয় করিতেছেন, পরে ক্রীত মূল্যে বিক্রয় করিবেন।

—০:০—

গত সপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

দারজিলিঙ এবং কশাই ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যের অবস্থা সাধারণতঃ মন্দ। কিন্তু কোন কোন স্থানে যেরূপ শস্য হানি হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করা হয় বাস্তবিক ততদূর নহে। মেদিনীপুর, মালদহ, রঙ্গপুর, পাবনা, জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর গয়া, সারণ, ও পুরীর স্থানে স্থানে এবং সমুদায় ছোট নাগপুর ভিন্ন সর্ব্বত্র মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বর্দ্ধমানের পশ্চিম ও উত্তরে যেরূপ পূর্ব্ব ও দক্ষিণে শস্যের অবস্থা তত মন্দ নহে। জ্বরের প্রাদুর্ভাব সমান রহিয়াছে। বাকুড়ার নায় শস্যের অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে, আমন ধান্য অর্দ্ধেক পাওয়া যাইবে। বীরভূম হইতে পাটনা ও ভাগলপুরে রপ্তানী চলিতেছে। মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে। মেদিনীপুরের দক্ষিণ হইতে উত্তরে রপ্তানী হইতেছে বলিয়া দক্ষিণে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। হুগলীতে আশু ধান্য ছয় আনা হইবে, উচ্চ ভূমির ধান্য শুকাইয়া যাইতেছে, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। হাবড়ায় জল সেচন দ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে। উলুবেড়িয়া এবং আমতায় যেরূপ আশা করা গিয়াছিল শস্যের অবস্থা তদপেক্ষা অনেক ভাল। শিবপুরে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহা ক্রমে বেলগেছিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে প্রবেশ করিতেছে। ২৪ পরগণা—অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে, বসিরহাটে ইহার মধ্যেই কর্ম্ম কাজের অভাবে লোকে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে বসিরহাট, বারিপুর সাতক্ষীরা এবং আলীপুরে জ্বরের প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। নদীয়ার মধ্যে রাণাঘাট হইতে ছই আনা এবং অন্যান্য স্থান হইতে চারি আনা শস্য পাওয়া যাইবে। যশোহরে জরহর এবং নীলের অবস্থা ভাল কিন্তু অন্যান্য রবিশস্যের বৃষ্টির আবশ্যক বিশেষ সংবাদ। এখানে বোরো ধানই অধিক জন্মে, কিন্তু অনাবৃষ্টি নিবন্ধন তাহারও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। মূল্য অপেক্ষাকৃত কম আছে। মুরসিদাবাদে কালেক্টর সাহেব স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, শস্যের অবস্থা যতদূর মন্দ বলা হইয়াছিল বাস্তবিক ততদূর নহে। জল সেচন দ্বারা অনেক শস্য রক্ষা হইয়াছে। উত্তরে সাত আনা শস্য হইবে। দিনাজপুরের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়। মালদহে চারি আনা শস্য পাওয়া যাইবে, পবলিকওয়ার্ক আরম্ভ করা হইয়াছে। রাজসাহীতে ছয় আনা ধান্য হইবে। কোন কোন স্থলে বসন্ত এবং ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। রঙ্গপুরে তিন আনা শস্য পাওয়া যাইবে, তমাক, সরিসা, গম বৃষ্টি না হইলে নষ্ট হইবে, ইক্ষু ও আদা উত্তম জন্মিয়াছে। বগুড়ায় অল্প ধান্য রক্ষা হইবে। পাবনায় আট আনা ধান্য পাওয়া যাইবে। আপাততঃ রবিশস্যের অবস্থা উত্তম।

কুচবিহারের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়, দারজিলিঙে মূল্য কতক বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু জলপাইগুড়িতে কতক কম আছে। কুচবিহার হইতে রঙ্গপুরে শস্য রপ্তানী হইতেছে। ঢাকায় যেরূপ আশা করা গিয়াছে তদপেক্ষা শস্য উত্তম জন্মিয়াছে। মানিকগঞ্জে ভয়ানক জ্বর হইতেছে। ফরিদপুরের স্থানে স্থানে শস্যের অবস্থা ভাল কিন্তু অন্যান্য স্থানে গত বৎসরের চতুর্থাংশ ফসল পাওয়া যাইবে মাত্র। রবি শস্যের অবস্থা ভাল। বাখরগঞ্জের অবস্থা ভাল, কিন্তু ময়মনসিংহের অবস্থা কতক মন্দ হইয়াছে। অধিক শস্য রপ্তানী নিবন্ধন সিলেটে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। কাছাড়ে পোকায় কতক শস্য নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু দশ আনা শস্য পাওয়া যাইবে। চট্টগ্রামের অবস্থা ভাল। নওয়াখালিতে আট দশ আনা ফসল হইবে। ত্রিপুরাতে মূল্য কমিতেছে। ত্রিপুরা এবং হিলটিপারায় সমুদায়ে শস্যের অবস্থা তাদৃশ মন্দ নয়। পাটনার অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতেছে। যে সকল রবি শস্য অঙ্কুরিত হইয়া ছিল তাহাতে পোকা লাগিয়াছে। শোণ খাল হইতে জল সেচন দ্বারা গয়ার স্থানে স্থানে কতক উপকার হইয়াছে। মূল্যও কতক কমিয়াছে। সাসারামে জল সেচন দ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে। রবি শস্যের অবস্থাও ভাল। ত্রিহুতে আট দশ আনা শস্য পাওয়া যাইবে। অধিকাংশ ভূমিতে এপর্য্যন্ত রবি শস্য বপন করা হয় নাই, কৃষকেরা বলিতেছে, আর ১০।২০ দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে বপন করা হইবে না। আলু প্রায় চারি আনা জন্মিয়াছে। লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। সারণের অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে কিন্তু জল সেচনের জন্য কতকগুলি কূপ খনন করা হইতেছে, মূল্য কমিতেছে। চম্পারণের অবস্থা মন্দ। ধান্য ছই আনা হইবে। রবিশস্য ছয় আনা মাত্র বপন করা হইয়াছে। মুঙ্গেরে যে রবি শস্য জন্মিয়াছিল তাহাতে পোকা লাগিয়াছে। ভাগলপুরে মূল্য কমিতেছে, যে চাউল আমদানী হইয়াছিল, তাহার কতক পুনরায় রপ্তানী করা হইতেছে। পূর্ণিয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সাঁওতাল পরগণার যে ধান্য কাটা হইয়াছে তাহাতে অল্প পাওয়া যাইবে। রবিশস্যের অবস্থা মন্দ হইতেছে। স্থানে স্থানে পোকা লাগিয়াছে। উড়িষ্যায় শস্য উত্তম জন্মিয়াছে, কিন্তু রপ্তানী নিবন্ধন মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। ছোট নাগপুরের সংবাদ ভাল। কিন্তু রবি শস্যের অবস্থার উন্নতি হয় নাই। প্যালামাতে যেরূপ রিপোর্ট করা হইয়াছিল তদপেক্ষা শস্য আরো কম জন্মিবে। আসামের সংবাদ গত সপ্তাহ অপেক্ষা মন্দ। নাগা, কশাই এবং গারো পর্ব্বতের সংবাদ অপেক্ষাকৃত ভাল।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ নবেম্বর। পূর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ ওয়াইর সাহেব ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৬৬ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

অনরেবল বি, ডি, কলবিন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

আর এফ রাম্পিনি প্রথম শ্রেণীতে ঢাকার

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বগুড়ার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী শঙ্কর রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী কমিশনর কাপ্তেন ডবলিউ জি মেটলাণ্ড কিছুদিনের জন্য গোলাঘাট বিভাগের ভার পাইলেন।

বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানের কমিশনরের পাসনাল আসিষ্টাণ্টের সহকারী হইলেন।

মালদহের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার বসু কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বগুড়ার প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীশঙ্কর রায় কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মুরসিদাবাদের কানুনগুহ বাবু [illegible] রায় কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এক, ডবলিউ আর কাউলি সাহাবাদ গয়া এবং পাটনার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডাক্তার সি, টি, ও উডফোড নিজ কার্য্য ভিন্ন শিয়ালদহের নূতন মেডিকল স্কুলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এচ, এল, এস ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর। কর্ণেল ম্যাকনিয়েলকে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর আর্চিবলড এলিসন কেপ কোষ্টে গমন করিতেছেন।

হিমালয়া নামক রণতরি ১৪০০ সৈন্য লইয়া কেপ কোষ্টে গমন করিয়াছে।

২ রা ফেব্রুয়ারি পালিয়ামেণ্ট খুলিতেছে।

কয়লার মূল্য ক্রমে কমিতেছে।

কিউবার হত্যাকাণ্ডের বিষয় অনুসন্ধানার্থ আমেরিকা স্পেনকে কিছু অধিক সময় দিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর। প্রিন্স লিওপোলড পীড়িত হইয়াছেন।

কিউবার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমেরিকার সর্ব্বসাধারণের যেরূপ ক্রোধের উদয় হইয়াছিল ক্রমে তাহার সমতা হইতেছে।

আশান্টিদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হইয়াছে। কর্ণেল ফেষ্টিণ্ড ২৭ এ অক্টোবর ডনকুয়াতে উহাদিগকে আক্রমণ করেন, তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর তাহাদের শিবির ভঙ্গ করেন। ৭ জন আফিসর ও ৫২ জন দেশীয় আহত হয়। সর গার্নেট উলসলি বলেন দেশীয়দিগকে বিশ্বাস করা যায় না, এই নিমিত্ত ওয়ার আফিস আর দুই হাজার সৈন্য প্রেরণের উদ্যোগ করিতেছেন। এলমিনার যুদ্ধ কালে কর্ণেল ম্যাকনিএল গুরুতররূপে আহত হন। ৪২ গণিত হাইলণ্ডার দলকে কেপ কোষ্টে পাঠান হইতেছে

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর। আমেরিকা দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য বিশেষরূপে বলিয়াছেন।

এ চনে আর কোন গোলযোগ নাই।

কলিকাতা হইতে যে মেইল ৩১ এ অক্টোবর [illegible] বোম্বাই হইতে ৩রা নবেম্বর যাত্রা করে [illegible] প্রাতঃকালে উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীরাজমোহন সরকার। জয়দেবপুর স্কুল। বঙ্গদর্শন সম্বন্ধীয় পত্র আর সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই। বঙ্কিম বাবুর কোন শক্তি নাই যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত বা বিদ্বেষ—পরবশ; কিন্তু তাঁহার লেখাতে দোষ নাই যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা গোঁড়া কিম্বা নির্ব্বোধ ইহাও সত্য। বঙ্কিম বাবু একজন প্রতিভাশালী লোক ইহা আমাদের ধারণা; কিন্তু তাঁহার আত্মম্ভরিতা নিন্দনীয় ও তাঁহার রচনাপ্রণালী অনেক স্থানে দূষণীয়।

শ্রীনবগোপাল ঘোষ রাজমহল। বিষয়টী পাঠ করিয়া এত ঘৃণা হইল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইল না।

বঙ্গভূমি। ময়দা। নবীনের উক্তির উত্তর একবার প্রকাশ হইয়াছে। আর প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ হইল না।

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। বারাসত। আপনার কবিতাটীও ঐ কারণে প্রকাশ করা গেল না।

কাস্যচিৎ শিশু হিতাকাঙ্ক্ষিণ চড়কডাঙ্গা। আপনার পত্র দেখিয়া বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

খাগড়িয়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন;—

এতদ্দেশীয় লোকে যে এবৎসর দুর্ভিক্ষে কত কষ্ট পাইবেক তাহা অচিন্তনীয়। অদ্য তিন দিবস হইল, এখানে চাউল ৫ টাকা মোণ বিক্রয় হইতেছে। এইক্ষণেই যদি এই রূপ হইল পরে যে কি হইবেক বলা অসাধ্য. এতদ্দেশীয় নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক সহজেই দিনে দুই বার আহার পায় না, তাহাতে এই দুর্ভিক্ষ। ভাবে বোধ হইতেছে আর কিছু দিন পরে এখানে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইবেক। কয়েক দিবস গত হইল অত্রস্থল হইতে গুগরি পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে প্রায় পাঁচ শত কুলি জমিয়াছে এবং ক্রমে আরও জমিতেছে। ভরসা করি যে গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহাদের দেয় মজুরি যাহা নির্দ্ধারিত হইবে তাহাতে [illegible] কাটা না চলে এই বিষয় তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু অত্রস্থলের ১০ মাস বাস্তায় দরিদ্র লোকদিগের এক বৎসরের উপায় হইবেক না; যেরূপ মজুরের আমদানি এক মাসেই সমস্ত প্রস্তুত হইবেক, কিন্তু আমাদের দেশহিতৈষী লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই সময় আর কোন উপায় স্থির করুন যাহাতে আর এগারমাসের উপায় হয়।

২৪ এ নবেম্বর
১৮৭৩

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

বিগত ১ লা আশ্বিন হইতে বৃষ্টি আদৌ না হওয়ায় ধানের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে অর্দ্ধেক পরিমাণে ধান্য হইয়াছে তাহাও সম্যক পরিপুষ্ট হয় নাই। কৃষীবলগণ তাহাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেক; বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে সুবৃষ্টি হইলে ঐবর্ষণ দ্বারা ভূমি সরস থাকায় শীতকালের শস্য কলাই ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিত; কিন্তু সে আশা কোথায়? ভূমি সকল রসাভাবে

বিদীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং কলাই প্রভৃতিতে কৃষকদিগের যে আশা ছিল তাহাও একবারে নিরাশিত হইয়াছে; আর বিচালিও উত্তম হয় নাই। বৃষ্টি না হওয়ায় কেবল ধান্যের নয় শীতকালের শস্যের ও বিচালির আনুষঙ্গিক বিলক্ষণ দুরবস্থা হইয়াছে।

অন্যান্য জেলার রিপোর্ট যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে। তাহাতে দুর্ভিক্ষ এবৎসর সাধারণ সমস্ত বঙ্গদেশে অনিবার্য্য বোধ হইতেছে, তজ্জন্য মহামান্য গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহোদয় যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে দুর্ভিক্ষের শান্তি হইবার সম্ভাবনা। তন্মধ্যে পবলিকওয়ার্ক বিভাগে নানাবিধ কার্য্য আরম্ভ হইবার যে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষের অনেক শান্তি সম্ভব, কিন্তু সাধারণের উপকারের জন্য যাহা অনুষ্ঠিত হইবে তাহা যেন ব্যক্তি বিশেষ ও সম্প্রদায় বিশেষের উদর পূর্ত্তিতেই পর্য্যবসিত না হয়, তাহা হইলে কোন ফলই হইবেক না। অথচ গবর্ণমেণ্টের অর্থ যথা উদ্দেশ্যে ব্যয়িত না হইয়া জলসাৎ হইবে মাত্র! আর ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে যাহারা পবলিকওয়ার্ক বিভাগে কার্য্য করিবে তদ্দ্বারা কেবল তাহাদিগেরই দিন নির্ব্বাহ হইবেক, অর্থাৎ একজন সমস্তদিন শ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহাতে তাহার নিজেরই উদর পূরণ সম্ভব। অন্যান্য পোষ্যবর্গ কেবল হাঁ প্রত্যাশায় দিন ক্ষেপণ করিবে। দুর্ভিক্ষ ঐ মজুরদিগের পরিবার মধ্যে বিরাজমান থাকবেক সহজেই ইহা বোধ হইতেছে। এজন্য এইরূপ উপায় করিলে বোধ হয় অনেকাংশে ভাল হইতে পারিবেক। মজুরদিগের পত্নীগণ অত্যন্ত শ্রমশীল, তাহারাও নিরন্তর শ্রমকর কার্য্য করিয়া থাকে, অলস পরতন্ত্র হইয়া বসিয়া থাকা তাহাদিগের স্বভাবের বিপরীত। এজন্য আমরা বলিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং অর্থ দ্বারা ধান্য ক্রয় করিয়া সুশীল পরোপকারী জমীদারদিগকে মধ্যস্থ রাখিয়া মজুরদিগের পরিবারদিগকে ধান্য দ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে দিলে বিশেষ উপকার হইবেক। আমরা দেখিয়াছি এক মোন ধান্যে ৵০ আনা লাভ থাকিতে পারে ঐ ৵০ আনা লাভ একজন স্ত্রীর দেড় দিনের পরিশ্রমের ফল। গবর্ণমেণ্ট ধান্য ক্রয় করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তণ্ডুল গ্রহণ করিবেন ও তণ্ডুল নিয়মিতরূপে সময়ে সময়ে একত্রিত হইয়া যথা দরে বাজারে বিক্রীত হইবেক অথচ গবর্ণমেণ্টকে মজুরদিগের পরিবারগণকে পোষণ করিবার নিমিত্ত অন্যবিধ সাহায্য দান করিতে হইবেক না। এজন্য গবর্ণমেণ্টকে অধিক আয়াস বা অণুমাত্র ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবেক না। এই ভার কোন কোন উপযুক্ত জমীদারদিগের হস্তে দিলেই চলিবেক। মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ম্মচারী দ্বারা তত্ত্বাবধান করিবেন মাত্র। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে জমীদারদিগকে দায়ী রাখিবেন। অর্থাৎ কোন বিষয়ের অযথা ব্যয় না হয় এজন্য ৪।৫ খানি গ্রাম লইয়া এক একটী কমিটি করিলেই চলিবেক ঐ কমিটি এই সকল বিষয়ের যথোচিত তত্ত্বাবধান করিবেন। এতদ্ভিন্ন কেবল কাণা খোঁড়া অন্ধ প্রভৃতিকে সাহায্যদান করিলেই চলিবে।

দ্বিতীয় কথা বিগত উড়িষ্যার ভীষণ দুর্ভিক্ষ সময়ে গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে অন্ন সত্র করিয়া যেরূপ আহারাদি করাইতেন তাহা করিলে অনেক গোলযোগের সম্ভাবনা। একত্র বহুসংখ্য লোক সমাগত হইয়া আহার করিলে আহারের সময়েরো স্থিরতা থাকে না। অনেক বেলা সহজেই হইবেক এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের উদরের মন্দতাবশতঃ ঔদরিক রোগ প্রায়ই হইয়া থাকে। শেষে সেই ঔদরিক রোগ নানাবিধ সংক্রামক পীড়ায় পরিণত হয় এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে দুর্ভিক্ষ গ্রস্তদিগকে তাহাদিগের গৃহে থাকিয়াই সাহায্য দান কর্ত্তব্য। নতুবা শীতে ও গ্রীষ্মে আশ্রম বিহীন স্থানে থাকিলে নানাবিধ উৎপাত সম্ভব। আমরা স্বচক্ষে এই সকলের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ভূয়োদর্শন বলে আমরা বলিতেছি মাত্র। অতঃপর যাহা বিরক্তিকর রপ্তানিকর এবৎসরের জন্য সর্ব্ব স্থানে একেবারে বন্ধ করা কর্ত্তব্য। নতুবা দেশ উৎসন্ন হইবে। তাহারা যে ভূমিতে ধান্য উৎপাদন করে, তাহাই যখন পর্য্যাপ্ত নয় এবং তাহার বার্ষিক রাজস্ব যখন তাহাদিগের ভার ভূত বোধ হইতেছে, তখন অতিরিক্ত করের ত কথাই নাই। আর এবৎসরের জমির রাজস্বের জন্য একবারে গবর্ণমেণ্ট কাঠিন্য অবলম্বন না করেন, যেখানে যেমন ধান্য হইয়াছে সেইখানে তদ্রূপ হারে খাজনা গ্রহণ কর্ত্তব্য, নতুবা বিপরীত হইবে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ বিচার ও বিবেচনা করিয়া জমীদারদিগের নিকট খাজনা গ্রহণ করিবেন, জমীদারগণও তদ্রূপ হারে প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজনা গ্রহণ করিবেন তাহাও গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে জমীদারগণ প্রজাদিগকে তদ্রূপ হারে খাজনা বাদ দিতেছেন কি না? আর এবৎসর জমীদারগণের নিকটে যে খাজনা অনাদায় থাকিবেক অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট এবৎসর যাহা প্রজাদিগকে বাদ দিবেন, তাহা আগামী বৎসরে জমীদারের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাহার সুদ আদি ধরিলে বিশেষ অনিষ্ট সম্ভবনা। অতএব যাহা বাদ দিবেন তাহার উপরে কোন প্রকার সুদ ধরিবেন না।

২৫ নবেম্বর শ্রীঃ—

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃর্গত মশাগ্রামের পশ্চিম মাঠে অনুমান ৮।৯ শত বিঘা উচ্চ ভূমি আছে। তাহা সিঞ্চনের কোন উপায় নাই। এই নিমিত্ত প্রায় প্রতি বৎসর এখানে অধিকাংশ ধান্য জ্বলিয়া যায়। এবৎসরের ত কথাই নাই। শুনিলাম প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন যে উদ্যোগী

হইয়া তাহাদিগের দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণ জন্য অনেক স্থানে নানাবিধ কার্য্য আরম্ভ করা হয়। এই সুযোগে যদি উক্ত গ্রামের পশ্চিম মাঠে একটী খাল খনন করিয়াছেন। তাহা হইলে ঐ ভূমিগুলিতে পরিমিতরূপে ধান্য জন্মিতে পারে।

ঐ গ্রামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে তাহাই কেবল গ্রামবাসীদিগের জলপানোপায়, কিন্তু পাঁকে পরিপূর্ণ। অধিকারিদিগের এমন কোন সঙ্গতি নাই যে প্রতি বৎসর পরিষ্কার করেন। এই নিমিত্ত সময়ে সময়ে পাঁক পচিয়া জল অত্যন্ত কটু হয় এবং তাহা হইতে এমন দুর্গন্ধ নির্গত হয় যে পান করা দুঃসাধ্য। সুতরাং গ্রামবাসীরা জ্বরে ও প্লীহায় আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল কবলিত হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ইহার পাঁক উদ্ধারের কোন উপায় করিয়া দেন তাহা হইলে গ্রামবাসিরা উক্ত পীড়াদায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে।

যশাগ্রাম } একান্ত বশম্বদ
৮ ই অগ্রহায়ণ } শ্রীঃ—

মহাশয়! আমাদের এই মণ্ডলঘাট একটী বহুবিস্তৃত পরগণা। অনেকে বলিয়া থাকেন, ঈদৃশ সুবৃহৎ পরগণা বঙ্গদেশে প্রায় নাই। এই পরগণাটী সিঙ্গুর নিবাসী ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত জমীদার রায় বংশ কর্ত্তৃক পঞ্চাংশে বিভক্ত হয়। ইহার এক পঞ্চমাংশ বাবু প্রাণনাথ রায় চৌধুরী ও অবশিষ্ট অংশ মহিসাদলাধিপতি কর্ত্তৃক ক্রীত হয়। প্রাণনাথ বাবুর গৃহীতাংশ এ পর্য্যন্ত তদীয় উত্তরাধিকারির হস্তেই আছে; কিন্তু মহিসাদলাধিপতির ভাগ্য লক্ষ্মী কলিকাতার বিখ্যাত ধনাঢ্য মৃত বাবু মতিলাল শীলের অপত্যগণকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। এই মণ্ডলঘাট (কয়েকখানি গ্রাম ব্যতীত) এ পর্য্যন্ত কখন কোন জমীদার কর্ত্তৃক পত্তনি প্রদত্ত বা গৃহীত হয় নাই। সম্প্রতি ইহা শীল বাবুদের হস্তে নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পত্তনি তালুকদারদের হস্তে যাইতে চলিল। ইহাঁরা প্রায় ইহাঁদের সমস্ত অংশের সমস্ত পরগণাটী পত্তনি বিলি করিলেন; যাহা অত্যল্প অবশিষ্ট আছে, তাহাও বোধ হয়, অচিরকাল মধ্যে বিলি হইয়া যাইবে। এই পত্তনি বিলির পরিণামে মঙ্গল কি অমঙ্গল, তদ্বিষয়ে সকল প্রজাই সংশয়াপন্ন; কিন্তু আমরা যত দূর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে জানি যাতে আমাদের কিছুই শুভকর প্রতীয়মান হয় না। ইংরাজ রাজ্যে ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই সামাজিক পৌনঃপুনিক ভগ্নাংশের নাম, জমীদারী, পত্তনি, দরপত্তনি সেচ পত্তনি, ইজারা, দরইজারা ইত্যাদি ইহার ফল কৃষক শ্রেণির চিরদরিদ্রতা। জমীদারী প্রণালীতে জমীদার মধ্যস্থ কর সংগ্রাহক। ইহাঁরা কৃষকের শ্রমোপার্জ্জিত শস্যের অংশগ্রাহী। এই শ্রেণীর যতই বিস্তৃতি হয়, কৃষকের লাভের ততই অল্পতা হয়, অথচ ইহা দ্বারায় সামাজিক কোন মঙ্গলের আশা নাই। যে অলৌকিক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই বিবিধ শ্রেণী জমীদারের উদ্ভাবনকর্ত্তা, আমরা উদ্দেশে তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তাকে নমস্কার করি! কৃষকেরা প্রাণান্তকর পরিশ্রমে ভূমির শস্যোৎপাদন করুক, আর কতকগুলি পরপিণ্ডোপজীবী উপসর্গ আসিয়া অকারণে তাহাদের উদরান্ন কাড়িয়া লইয়া স্বোদর পূরণ করুক, ইহা যদি অন্যায় না হয়, তবে পৃথিবীতে অন্যায় কাহাকে বলে? আমরা শীল বাবুদের কর্ত্তৃক সেই পৌনঃপুনিক ভগ্নাংশে বিভাজিত হইতে চলিলাম। মুখ্য জমীদারের (শীল বাবুদের) সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধ এক প্রকার লোপ হইল; সুতরাং ইতি পূর্ব্বে আমরা তৎকর্ত্তৃক সুখিত কি উৎপীড়িত ছিলাম, তাহা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভূত কালের স্মরণ অপেক্ষা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তাই অধিকতর কর্ত্তব্য। আমরা তদ্বিষয়েই কিছু বলিব।

আমরা যে শত শত প্রভুদের (জমীদার শ্রেণীকে আমরা প্রভু বলিয়াই মানি) অধীনে নিক্ষিপ্ত হইলাম, সেই সকল পত্তনিদারেরা একমাত্র প্রজাবর্গের সুখকামী হইয়া তালুক লইতেছেন না, অবশ্যই স্বার্থই তাঁহাদের এতৎ প্রবৃত্তির মূল। তাঁহারা জমীদারের নিকটে যে অত্যল্প কমিশন পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রদত্ত উচ্চতর পণের টাকার সুদও পোষাইবে না; মণ্ডলে কর্ষণোপযোগী পতিত ভূমিও প্রায় নাই, কচিৎ কোথাও কিঞ্চিৎ আছে, তাহার উদ্ধারও অধিক অর্থসাধ্য তবে কিসে তাঁহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইবে? একমাত্র দরিদ্র কৃষকেরাই তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহারা সকলেই প্রজার প্রতি অত্যাচার করিবেনই, এরূপ নিশ্চিত বাক্য বলিতেছি না, আমাদের কথার তাৎপর্য্য এই যে; প্রজাপীড়ন না করিলে, তালুক তাঁহাদের বৈষয়িক লাভের না হইয়া স্বর্গকাম তপস্যার অঙ্গভূত হইবে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, একপ তপস্বী বঙ্গদেশে কয় জন আছেন? এই সকল তালুকদারদের মধ্যে অনেকে এরূপ অভিজ্ঞ আছেন, যাঁহারা "লার্ড কর্ণওয়ালিস" কে? তাঁহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য কি? কিছুই কখন শ্রবণও করেন নাই, জমীদারি অন্যতর নির্বিঘ্ন লাভজনক ব্যবসায় এইমাত্র জানেন! সেই সকল মহামতিদের হস্তে যে বিধাতা আমাদের ভাগ্যে কি লিখিয়াছেন, তাহা সেই অন্তর্য্যামীই জানেন! ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজাধিকারে যে আমাদের এরূপ শোচনীয় দশা, ভাবিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি বিচলিত না হন?

যখন রাজবিধিতে পত্তনি প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, তখন তাহাতে মঙ্গল হউক আর অমঙ্গলই হউক, শীল বাবুদের তদনুসরণে দোষ কি? আমাদেরই বৃথা রোদনে ফল কি? এক্ষণে দেশ কাল বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে যে ভয়ঙ্কর উৎপীড়নের পূর্ব্বগামিনী ছায়া পড়িতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটু পূর্ব্ব প্রতিবিধান করিয়া দিন। ধূতাগ্নি গৃহে জলসেক করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতে যাহাতে গৃহে অগ্নি স্পর্শ না হয়

তাহার সুব্যবস্থা করিয়া রাখা ইংরাজদের ন্যায় সভ্যতম রাজপুরুষগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নূতন তালুকদারদের প্রথমাধিকার সময়ে নানা নূতন নূতন গোলযোগের সম্ভাবনা, যাহাতে তাহা না হইতে পারে, অথবা হইলেই প্রতিবিধান হয়, তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা একটু কৃপাকটাক্ষপাত করুন। এ প্রদেশে মধ্যে মধ্যে উপবিভাগীয় বিচারালয় স্থাপনের চেষ্টা, যাহা এপর্য্যন্ত রাজপুরুষগণের মানসপ্রণয়িনী হইয়া আছে, সেগুলি কার্য্যতঃ করিতে তাঁহারা একটু ক্ষিপ্রহস্ত হউন। গবর্ণমেণ্ট যে স্বীয় যত্নসৃষ্ট বহুবংশকৃত জমীদার শ্রেণির অবয়ব সংকোচ করিয়া তাহাদের সহিত কৃষকদের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, তাহা আমরা স্বপ্নেও আশা করি নাই। সুতরাং সে বিষয়ে আমরা বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

সম্পাদক মহাশয়! বলিতে কি, এই দুর্ব্বৎসরে এই হত ভাগ্য চিরনিরন্ন কৃষকদের যে কি ভয়ানক কষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় হৃদয় একান্ত উদ্বেল হইয়া উঠে। ইহাদের এক মাত্র ভরসা ধান্য; তাহা অনাবৃষ্টিতে প্রায় নষ্ট হইয়া গেল, যাহা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে। তাহা হইতে উচ্চতর হারে জমীদারের খাজনা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাদের জীবনযাপন অপগণ্ড পরিবারবর্গের কথঞ্চিৎ উদরান্ন পরিপোষণ করিতে হয়। তাহার উপর যদি আবার নূতন জমীদারের নূতন পীড়ন হয়, তাহা হইলে যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, আপনিই তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন! হা হত ভাগ্য কৃষকগণ! তোমাদের প্রতি জমীদার অপ্রসন্ন রাজা উদাসীন—পরিশ্রমে দৈব প্রতিকূল—রোদন শ্রবণে দেশের প্রধান লোকেরা বধির, তোমাদের আর স্থান কোথায়?

উপসংহারে আর একটী কথা স্মরণ হইল, সংক্ষেপে বলিতেছি। সম্প্রতি বঙ্গদেশে নানা স্থানে প্রাথমিক পাঠশালা সকল সংস্থাপনের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। নিম্নশ্রেণিস্থ প্রজাদের অবস্থার উন্নতি সাধন, ইহার লক্ষ্য। কিন্তু যে কোটি কোটি নিরন্ন কৃষকদের এক মাত্র সম্বল ভূমির স্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন দ্বারায় তাহাদের অশিক্ষার অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া দিয়া, কেবল পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে কি ফল হইবে? যে সকল বালকদের ৪। ৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে সুকঠিন শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা পাইতে হয়, তাহাদের শিক্ষার উপায় কই? আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট অগ্রে তাহাদের শিক্ষাপথের কণ্টক দূর করুন—উদর পূরিয়া আহার পাইবার উপায়াবধারণ করিয়া দিন, পরে ঈদৃশ পাঠশালার বহুল প্রচারে সুফল দর্শিবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আপনাপন স্বত্ব বুঝিয়া লইবার জন্য, তাহাদিগকে ভূমি সংক্রান্ত আইন ও দণ্ডবিধির স্থূল স্থূল মর্ম্ম সকল শিক্ষা দিবার নিয়ম হউক। প্রাগুক্ত পাঠশালা সকলের সৃষ্টি মাননীয় কাম্বেল সাহেব মহোদয়ের সৎপ্রবৃত্তি উৎস্থেজিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভয় হয় পাছে সেগুলি অনুপযোগিতা, অসাময়িকতা ও অপূর্ণতা নিবন্ধন বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া উঠে।

১২৮০।
১ লা অগ্রহায়ণ } মণ্ডলঘাট বাসিনঃ কস্যচিৎ

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

”	” ঈশানচন্দ্র রায়—বহরমপুর	১০
”	” মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হামিদপুর	৫॥০
”	” মহেন্দ্রনাথ রায়—পাটনা	৫॥০
”	” দুর্গানাথ তলাপাত্র সিলিগুড়ি	৫॥০
”	মুন্সি এসরাদ বারি ব্রাহ্মণ বাড়িয়া	১০
”	” যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বারা	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূ সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রক

সোমপ্রকাশ

১৬শ ভাগ। ৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ২৪ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ৮ ই ডিসেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

আগামী ১লা জানুয়ারি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য হাঁসপাতালের চতুর্থ ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন বারুইপুর অভিনব উদ্যানে হইবেক দেশহিতৈষী মহোদয় গণ অত্র উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শ্রবণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ এ নবেম্বর ১৮৭৩ বারুইপুর } শ্রীতারক দাস বসু মেনেজার

সোমপ্রকাশ

২৪ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

এরূপ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, যে নবীনের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য নানা স্থান হইতে যে সকল আবেদন পত্র প্রেরিত হইতেছে লেপ্টনন্ট গবর্ণর তাহা অগ্রাহ্য করিতেছেন। ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় নিতান্ত ব্যস্ত থাকাতে বিরক্ত হইয়া কি তিনি এইরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন? অথবা তাঁহার মত কার্য্যদক্ষ লোক কার্য্যে ব্যস্ততা নিবন্ধন বিরক্ত হইবার নন। বিচারপতিদিগের বিচারের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না একথাও করা যাইতে পারে না, কারণ হাবড়ার তারাচাঁদ নিমচাঁদ ও প্রবঞ্চক বেলিলিয়স আমাদের দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা লেপ্টনন্ট গবর্ণরকে বলিতেছি অপরাধীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা যদি কখনও উচিত হয়, তাহার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। সমগ্র জাতি এই প্রার্থনা করিতেছে, এমনকি গৃহস্থ ভদ্র ও মান্য গণ্য পরিবারের কুলাঙ্গনারা পর্য্যন্ত এই স্ত্রী-হত্যা পাতকীর মার্জ্জনার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। লেপ্টনন্ট গবর্ণর আর কি প্রমাণ প্রার্থনা করেন? আমরা একেবারে মার্জ্জনা করিতে বলিতেছি না। কিন্তু তাহার দণ্ডের লঘুতা সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করিতেছি। কতগুলি যিহুদীর প্রার্থনায় যদি বেলিলিয়সের দণ্ডের লাঘব হইতে পারে, বঙ্গদেশের অধিকাংশ নর নারীর প্রার্থনা লেপ্টনন্ট গবর্ণর কি বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন?

শিক্ষাবিভাগের কয়েকটী উচ্চ শ্রেণীর পদখালী হওয়াতে লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাহেব ঐ বিভাগ হইতে লোক নির্ব্বাচন না করিয়া অন্য বিভাগের অর্থাৎ সিবিলিয়ান বিভাগের লোক নিযুক্ত করায় শিক্ষাবিভাগস্থ ইউরোপীয় গ্রেডেড্ কর্ম্মচারীরা প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকট এক মেমোরিয়াল পাঠাইয়াছিলেন। লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাহেব আপন মত রক্ষণার্থ ঐ মেমোরিয়ালের প্রতিকূলে যাহা যাহা বলিয়াছেন গবর্ণর জেনেরল ও তাহাতেই অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে মেমোরিয়ালের প্রেরয়িতৃগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহাদের সন্তুষ্ট না হইবার কিছু কারণও আছে। আমরা এস্থলে সে সকল কারণ গুলির উল্লেখ না করিয়া কয়েকটী মাত্রের কথা বলিব। লেপ্টনন্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে শিক্ষা বিভাগস্থ বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উপযুক্ত লোক না পাওয়ায় হপ্কিন্স সাহেবকে পশ্চিম বাঙ্গালা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরী পদ প্রদান করা হইয়াছে কারণ তাঁহার মতে এক্ষণে প্রাইমারী স্কুলের সংস্থাপন কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশের রীতি নীতি যাঁহারা অধিক জানেন এবং সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য (এড্‌মিনষ্ট্রেটিভ পাউআর) যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরই স্কুল ইনস্পেক্টরের কার্য্য পাওয়া উচিত। কিন্তু এই দুই গুণ থাকাই যদি স্কুল ইনস্পেক্টর পদ লাভের নিয়ামক হয়, তবে বহরমপুর কালেজের প্রিন্সিপাল হ্যাণ্ড সাহেবকে ঐ পদটী দেওয়া হইল কেন? শিক্ষাবিভাগস্থ গ্রেডেড্ ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বোধ হয় হ্যাণ্ড সাহেবের ন্যায় কেহই বাঙ্গালা জানেন না এড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ পাউয়ার তাঁহার কিছু আছে কি না, তদ্বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ১৮৫৮ সালে যৎকালে তিনি স্কুল ইনস্পেক্ট

রের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন, স্কুলের পারিতোষিক পরীক্ষা, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর দিগের কার্য্য প্রণালীর নিয়ম, স্কুলম্যানেজারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ প্রভৃতি তাঁহার তৎকালিক কার্য্য কলাপ সন্দর্শন করিলেই সে বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত হইবে, পাটনা কালেজের রজর্স সাহেবের এড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ পাউআর কিরূপ আছে, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তিনিও এদেশীয় ভাষা রীতি নীতি কম জানেন না। আর যদিই ঐ দুই গুণ এতই আবশ্যক হইল, তবে ইউরোপীয়কে ঐ পদ দিবার কি প্রয়োজন ছিল? কোন কৃতবিদ্য দেশীয় ব্যক্তিকে উহা দিলে কি চলিত না? দেশীয়েরা কোন বিষয়ে এখন ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ হইতে না পারিতেছেন? আর এক কথা, যদি বাঙ্গালার ভাষাদির বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেই ঐ পদ দেওয়া উচিত হয়, তবে ঢাকা কালেজের প্রিন্সিপাল ক্রফ্‌ট সাহেবকে যে সম্প্রতি স্কুল ইনস্পেক্টরী কার্য্য দেওয়া হইয়াছে তাহার কারণ কি? ক্রফ্‌ট সাহেবের ঐ গুণ আছে কি না? তদ্বিষয়ে সাধারণে কেহই কিছু জানে না।

পশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নিবারণার্থ একটী সাধারণ আইন হওয়া উচিত।

চোরেরা অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিয়া সমাজের শান্তিভঙ্গ করে, এই অপরাধে রাজদ্বারে বেত খায়, তাহাতে তত দুঃখ হয় না। কিন্তু নিরপরাধ নির্ব্বাক পশুরা যে অগণিত যষ্টি প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হয়, তদ্দর্শন একান্ত অসহ্য। তাহারা প্রহার কর্ত্তার মনের মত কাজ করেনা, এই তাহাদিগের অপরাধ। অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয়, সে অপরাধের কারণ তাহারা নয়, প্রহার কর্ত্তাই তাহার কারণ। প্রহার কর্ত্তা হয় ত তাহাদিগকে উদর পুরিয়া আহার দেয় নাই। তাহারা দুর্ব্বল হইয়া আছে, অথবা তাহাদিগের কোন পীড়া জন্মিয়াছে, প্রহার কর্ত্তা সে বিবেচনা করিতেছে না; অনবরত প্রহারই করিতেছে। কলিকাতায় পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনেক উপকার দর্শিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্র সেরূপ সভা হইয়া সেরূপ কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই। পল্লী গ্রামে ও সামান্য সামান্য সহরে পশুর প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, তাহা দর্শন করিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমরা গাজিপুরের একজন প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম, তত্রত্য নীচলোকেরা অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে শূকর হত্যা করে। একখান ক্ষুদ্র ছুরিকা শূকরের হৃদয়দেশে প্রবেশিত করিয়া দিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা কাল তাহাকে যাতনা দিয়া তাহার প্রাণ বধ করে। তাহার করুণধ্বনিতে পাড়ার যাবতীয় ভদ্র লোক যাহার পর নাই কাতর হন। দণ্ডবিধির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে ইহার নিবারণ হওয়া সুকঠিন। তন্নিমিত্ত আমরা প্রার্থনা করিতেছি গবর্ণমেণ্ট দণ্ডের এইরূপ একটী আইন করুন। যে ব্যক্তি পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে গ্রামের ও নগরের ভদ্র লোকেরা তাহাকে পুলিস ইনস্পেক্টরের নিকটে সমর্পণ করিবেন। তিনি বিচার করিয়া তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। যদি বল পুলিসের উপরে দণ্ড ভার দিলে অন্যায় হইবে, এ আপত্তিতে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম না। ইনস্পেক্টরেরা সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোক। এই সামান্য দণ্ডের ভার দিয়া যদি তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করা না হয়, তবে শান্তি রক্ষার গুরুতর ভার দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হওয়া হইতেছে? যাহা হউক এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের একটী বিশেষ বিবেচনা কর্ত্তব্য।

সঞ্চয়।

দরিদ্রতার লক্ষণ কি? সুবিখ্যাত পেলি সাহেব বলিয়া গিয়াছেন "যে ব্যক্তির ব্যয় আয় অপেক্ষা অধিক সেই দরিদ্র"। এই লক্ষণানুসারে একজন মজুর যে মাসে ৮ টাকা উপার্জ্জন করে কিন্তু যাহার সংসারের ব্যয় আট টাকার অধিক নয় সে ব্যক্তি দরিদ্র নহে, কিন্তু একজন রাজা যাঁহার বৎসর ৮ কোটি আয়, কিন্তু দশকোটি ব্যয় তিনি দরিদ্র। সচরাচর লোকে এই লক্ষণানুসারে দরিদ্র ও ধনীর বিচার করে না। যাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, বহুসংখ্যক দাস দাসী আছে, ক্রিয়া কলাপে অনেক ব্যয় আছে, সেই ব্যক্তি ধনী, লোকের মনে এই রূপ একটী সংস্কার আছে। যাহাদের অবস্থা সেই সংস্কারের অনুরূপ নহে তাহারা দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিতে পারে না সেই দরিদ্র। আপাততঃ বোধ হয় পেলি সাহেবের লক্ষণ হইতে ইহার কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ পেলি সাহেবের মতে কোন ব্যক্তির আয় ব্যয়ের সমতা হইলে তাহাকে দরিদ্র বলা যায় না। এক ব্যক্তি যদি ৫০ টাকা উপার্জ্জন করে এবং তাহার সামাজিক অবস্থার অনুরূপ না থাকিয়া তদপেক্ষা হীন ভাবে যদি সেই ৫০ টাকার মধ্যে সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে সে দরিদ্র নয়। কিন্তু আমাদের লক্ষণানুসারে সেব্যক্তিও দরিদ্র। সচরাচর লোকে কখন সঞ্চয় করে? যখন তাহার সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থাজনিত সমুদায় অভাব দূর হইয়াও অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। সুতরাং

সেব্যক্তির অবস্থানুসারে সকল অভাব দূর করিতে যদি একশত টাকা আয় আবশ্যক হয় এবং যদি তাহার সেই ৫০ টাকার উপর আরও দশ টাকা আয় বর্দ্ধিত হয়, তথাপি সে দরিদ্র থাকিবে কারণ তখনও সে সঞ্চয় করিতে পারিবে না। সঞ্চয় দরিদ্রতা নিবৃত্তির চিহ্ন।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দারিদ্র্য বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের প্রধান কষ্ট বলিয়া বোধ হয়। সমাজের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শ্রেণী বলিয়া গণ্য অর্থাৎ অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও বিশেষ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেছেন না। তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা ঋণ দায়ে বিব্রত ও অন্নচিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া যেরূপে দিনপাত করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে মনে ভয় ও ক্লেশের উদয় হয়। প্রায় এমন দিন যায় না, যেদিন দুই চারি জনের মুখে সংসারিক অসচ্ছলের কথা শুনিতে না পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত চিন্তার উদয় হয় এবং এই দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ কি ? বারম্বার এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে থাকে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার অনেক গুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ১ মতঃ, দিন দিন দেশের রপ্তানীর ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়াছে সুতরাং সংসার নির্ব্বাহ করা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু-অর্থ সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের সংস্কার ও হৃদয়ের ইচ্ছার ব্যতিক্রম ঘটাতে অনেক নূতনবিধ ভোগ্য বস্তুনূতন বিধ সামগ্রী অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সেগুলি না হইলে সমাজে হেয় ও অবগণিত হইতে হয়, সুতরাং সেগুলির আহরণের জন্য লোকে ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকে। যেমন একদিকে লোকের ব্যয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে অপরদিকে অর্থাগমেরও অনেক দ্বার মুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক হওয়াতে আমাদিগের অভাবই বাড়িয়াছে; হিন্দু সমাজের গঠন অন্য প্রকার হয় নাই, সুতরাং হিন্দু সমাজের পুরাতন রীতি নীতি ও প্রথা প্রচলিত থাকাতে, যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতেছে, তাহাতে বিশেষ সাহায্য বোধ হইতেছে না। আমরা পাঠকগণকে আমাদের মনের ভাব অবগত করিবার জন্য কতকগুলি প্রথার উল্লেখ করিতেছি এবং কতগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। প্রথা গুলির দোষ গুণ বিচার করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় কেবল সেই প্রথাগুলির, লোকের অর্থের ও ব্যয়ের সহিত কতদূর সম্বন্ধ তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের লক্ষ্য

প্রথমতঃ একান্ন বর্ত্তিতা। এই প্রথার সপক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে, বিরুদ্ধে বলিবারও অনেক যুক্তি আছে ; কিন্তু ইহা যে লোকের দরিদ্রতা বৃদ্ধির অন্যতর কারণ তাহাতেও আর সন্দেহ নাই। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে একদিকে দশজন নিষ্কর্ম্মা, অথবা অল্পোপার্জ্জক একজন উপার্জ্জনশীল ও পরিশ্রমী ব্যক্তির গলগ্রহ হইয়া থাকে। অনায়াসে আপনাদের এবং পরিবারদের উদরের অন্নের সংস্থান হয় বলিয়া শ্রম করিতে ও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। অপর দিকে পরিশ্রম করিয়া নিজের ও নিজ পরিবারের উন্নতির বিশেষ আশা না থাকাতে সেই উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির ও অধিক উপার্জ্জনের জন্য প্রয়াস হয় না। অথচ সেই উপার্জ্জিত অর্থ বহুভাগ হওয়াতে কাহারও অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না।

দ্বিতীয়তঃ বাল্য-বিবাহ। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে উপার্জ্জন সম্বন্ধে দুইটী অপকার হয়। (১) পুত্র কন্যা সকলকে উপার্জ্জনের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে (২) ক্রমেই ব্যয় বাড়িতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, এক ব্যক্তির একটী পুত্র আছে। সে ব্যক্তি নিজে মাসে ৩০ টাকা উপার্জ্জন করে; তাহাতে কোন রূপে তাহার পরিবারের ভরণ পোষণ চলিয়া যায়। পুত্রটীর ১৪।১৫ বৎসরের সময় একটী বিবাহ দিল, তাহাতে একটী পরিবার বৃদ্ধি হইল। পরে ১৮।১৯ বৎসর হইতে র সন্তান জন্মিতে আরম্ভ হইল। আর ৩০ টাকাতে সংসার নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং তিনি পুত্রটীকে বিদ্যালয় ছাড়াইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, শিক্ষা অসম্পূর্ণ সুতরাং তাহারও উপার্জ্জন অল্প হইতে লাগিল; কিন্তু সন্তানের স্রোত অপ্রতিহত রহিল। এদিকে বৃদ্ধ পিতা উপার্জ্জনাক্ষম হইয়া পড়িলেন। এরূপ অবস্থায় অন্নকষ্ট ও সংসারিক অসচ্ছল অপরিহার্য্য।

তৃতীয়তঃ পিতা মাতার শ্রাদ্ধ ও পুত্র কন্যার বিবাহ প্রভৃতি। এই কার্য্য গুলির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। এগুলি অত্যাবশ্যক ও পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু এগুলির এত প্রকার ব্যয়ের সহিত সংস্রব আছে, যে অনেক সময় তজ্জন্য অনেক ব্যক্তিকে বিপদ গ্রস্ত হইতে হয়।

চতুর্থতঃ চিরবৈধব্য। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে কতকগুলি নিরুপায় স্ত্রীলোকের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের ভার আত্মীয় স্বজন দিগকে লইতে হয় এবং চিরদিন তাহা বহন করিতে হয়। অন্যান্য দেশে তাঁহারা পুনরায় পত্যন্তর গ্রহণ করেন সুতরাং তাঁহাদের জন্য কোন পরিবারপোষী আত্মীয়কে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না।

পক্ষান্তরে জাতিভেদ ও জাত্যভিমান। যদিও ইংরাজী শিক্ষা বহুলপ্রচার হওয়াতে ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমতা হইয়া আসিতেছে এবং অনেক উচ্চ জাতীয় লোক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও হীন জাতিদিগের চিরাব লম্বিত অনেক কার্য্য অবলম্বন করিতেছেন, তথাপি এখনও অনেকে জাত্যভিমান নিবন্ধন অশেষ কষ্ট ও সাংসারিক অসচ্ছল সহ্য করেন, কিন্তু কষ্ট নিবারণের উপায় থাকিতে নীচ ও হেয় বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। হিন্দু রাজাদিগের রাজত্বকালে এবং হিন্দুধর্ম্মের সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির সময় সেই সকল উচ্চ জাতির উপর লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, বিধর্ম্মী রাজাদিগের সংশ্রবে সে শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের আয়েরও ব্যাঘাত হইয়াছে। এক্ষণে এক দিকে অন্ন কষ্ট অপর দিকে নীচ কর্ম্মাশ্রয় ব্যতিরেকে আর গত্যন্তর নাই, প্রায় এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। নীচ কর্ম্মাশ্রয় করিবেন তাহাই বা কোথায়!! বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী হওয়াতে দেশের নীচ শ্রেণী রাই দিন দিন কর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। তন্তুবায় কর্ম্মকার প্রভৃতির কার্য্যত এক প্রকার উঠিয়া যাইতেছে। সে সকল শ্রেণীরা কোথায় যায়। এক ব্যবসায়, তাহাতেই বা কত লোককে নিযুক্ত রাখিতে পারে? দ্বিতীয় কৃষিকার্য্য এত লোক প্রতিপালিত হইতে পারে সেরূপ ভূমিই বা কৈ? বিশেষ সে সকল কার্য্য নীচ বলিয়া সংস্কার থাকাতে লোকের সহজে সে দিকে যাইতে প্রবৃত্তি হয় না। সকলেই অপেক্ষাকৃত সভ্য "চাকরীর" অন্বেষণে তৎপরতা এইরূপে শিক্ষকতা কেরাণীগিরি, ডাক্তারি, ওকালতি প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য অপেক্ষাকৃত ভদ্র মনে করিয়া তাহাতে রাশি রাশি লোক প্রবেশ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এসকল কার্য্যের দ্বারা যে আয়ের সম্ভাবনা তাহাতে লোকের সচ্ছলে দিন চলা দুর্ঘট। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের দরিদ্রতা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমরা উপরে বর্ত্তমান সময়ের দারিদ্র্য বৃদ্ধির যে সকল কারণ প্রদর্শন করিলাম তদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণও আছে কিন্তু এই প্রধান। এই সকল কারণে লোকের সঞ্চয় করা দূরে থাকুক সচ্ছন্দে দিন পাত করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ নানা প্রকার ব্যয়ে এদেশীয়দিগের অর্থ পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং দেশের হিতকর কিম্বা সাধারণের উপকারজনক কোন কার্য্যে ব্যয় করিবার আর উপায় থাকেনা। সেই জন্য ইংরাজেরা মনে করেন হিন্দুরা স্বার্থপর ও অর্থ-গৃধ্নু কিন্তু হিন্দু সমাজের গঠন-প্রণালী ও এই প্রথাগুলির ফলাফল বুঝিতে পারিলে সে সংস্কারের অনেক হ্রাস হয়। হিন্দু সমাজে প্রতিদিন কত নিরাশ্রয় নিরুপায় ও নিরুপার্জ্জক লোক প্রতিপালিত হয় তাহা গণনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারের লোকেরা যেরূপ নিঃস্বার্থতার পরিচয় প্রদান করে এবং আপনার ধন দিয়া অন্য দিগকে যেরূপে রক্ষা করে, তাহার মধ্যে কি প্রশংসা করিবার কিছু নাই? যাহা হউক এবিষয়ে আমাদিগের আরও কিছু বক্তব্য আছে তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে মত ভেদ।

ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে মত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ লোকের দুরবস্থার পরাকাষ্ঠা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, আবার কেহ কেহ ভয়ের কারণ নাই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। শস্যের প্রকৃত অবস্থা কি? এবং বাস্তবিক কি পরিমাণে ধান্য পাওয়া যাইবে, তাহা এখনও নির্ণয় করা যাইতেছে না। গবর্ণর জেনেরল আগরার মিউনিসিপালিটীর অভ্যর্থনা-পত্রের উত্তরে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে তিনি বিশেষ বিপদের আশঙ্কা করেন না। কিন্তু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন লেপ্টনেন্ট গবর্ণরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ও যথেষ্ট আশঙ্কার সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। লোকে কোন পক্ষের কথা অবলম্বন করিবে? লার্ড নর্থব্রুক যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহার কারণ কি? তিনি বৃথা আশ্বাস দিবার লোক নন। অবশ্য তাঁহার কথার বিশেষ কোন যুক্তি আছে। আশ্বাসিত হইবার যতগুলি কারণ সম্ভব, তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

দেশে আর যে দুইবার দুর্ভিক্ষ হয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান বৎসরের বিভিন্নতা আছে। (১) ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ধান্য ভাল জন্মে নাই। কিন্তু গত বৎসর দেশে প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছে। সুতরাং নিশ্চয় সেই সকল ধান্য মহাজনদিগের নিকট সঞ্চিত আছে, মূল্য বৃদ্ধি হইলেই সে সকল বাজারে আসিবে। (২) উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ। সে বৎসর বঙ্গ বিহার প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে শস্য ভাল জন্মে নাই। এবারে উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট শস্য জন্মিয়াছে, বঙ্গদেশেরও সকল বিভাগে সমান ক্ষতি হয় নাই, সুতরাং যে যে প্রদেশে বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা অন্যান্য স্থানের শস্যে তাহা নিবারণ

হইবার আশা আছে। দ্বিতীয়তঃ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় যে সকল কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা দ্বারাই তাহা অনেকাংশে নিবারণ হইবে। তৃতীয়তঃ যদি এ সকল উপায়েও কিছু না হয় যথা সময়ে রিলিফের কার্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াই হউক আর অন্য কারণেই হউক, গবর্নর জেনেরল বিশেষ ভীত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন না।

লেপ্টনন্ট গবর্ণর যে ভীত হইয়াছেন তাহার কারণ কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বঙ্গদেশ সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন, একটু বিবেচনার ক্রটী হইলে তাঁহার সমূহ নিন্দা ও গ্লানির সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁহার ভীত হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতিয়তঃ তিনি আগামী বৎসর এদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন; যাইবার সময় একবার প্রজাদিগের জন্য যথা সাধ্য করিয়া পূর্ব্বের বিরাগ দূর করিয়া যাইবার ইচ্ছা আছে। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ লেপ্টনন্ট গবর্ণর যে সকল রিপোর্ট দেখিয়া শস্যের অবস্থা অবগত হইতেছেন, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের উপর এই সকল সংবাদ প্রেরণ করিবার ভার আছে তাঁহারা শস্যাদির বিষয় কিছু বুঝেন না। তাঁহারা সচরাচর ধান্য ক্ষেত্রে গিয়া দুই চারি জন প্রজাকে শস্যের অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তাহারা সাহেবের নিকট দুঃখ জানাইলে কোন সদুপায় হইতে পারে মনে করিয়া প্রায় এক গুণের স্থানে দশগুণ কষ্ট জানায়। সুতরাং জেলার কর্মচারিদিগের রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণর যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা ঠিক না হইতেও পারে।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন এত আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন কেন? তাহার উত্তর এই তাঁহারা সকলেই জমিদার তাঁহাদের অনেকে কলিকাতাতেই থাকেন। তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে কিছু সংবাদ প্রাপ্ত হন তাহা তাঁহাদের নায়েব ও গমস্তা প্রভৃতি দ্বারা পাইয়া থাকেন। অনেক কারণে ঐ সকল কর্ম্মচরিরা শস্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতে পারে। সুতরাং তাঁহারাও যে প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন এরূপ বোধ হয় না। এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে, আশ্বাস পাওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু এ সময়ে "আশ্বাস" ও "আশঙ্কা" এই দুইটীর কোনটী প্রার্থনীয়। আমার বিবেচনায় বিপদ আসিবার পূর্ব্বে বিপদের আশঙ্কাই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার এক মাত্র উপায়। এসময়ে আশঙ্কাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। ভয়ে লোকের মৃত্যু হয় না। যদি বল ভয়ের জন্য বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই, কারণ বাস্তবিক যদি মহাজনদিগের নিকট পূর্ব্ব বৎসরের চাউল সঞ্চিত থাকে মূল্য বৃদ্ধি হইলেই তাহা বাজারে উপস্থিত হইবে এবং শস্যের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যাইবে, অথচ ত্বরায় মূল্য কমিয়া আসিবে। দ্বিতীয়তঃ মূল্য বৃদ্ধি হইলে রপ্তানী কমিয়া আসিবে, কারণ বিদেশে লইয়া গিয়া বণিকেরা যে লাভের প্রত্যাশা করেন, এখানে তদপেক্ষা অধিক লাভের প্রত্যাশা থাকিলে কিম্বা সেখানে লইয়া গিয়া লাভ করিবার সম্ভাবনা অল্প দেখিলে তাঁহারা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইবেন। তৃতীয়তঃ যে যে স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক শস্য জন্মিয়াছে ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের প্রত্যাশায় সেই সকল স্থান হইতে চাউল আনিয়া বাজারে উপস্থিত করিবে। চতুর্থতঃ মূল্য বৃদ্ধি হইলেই লোকে স্বতঃ পরতঃ অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম আরম্ভ করিবে এবং গবর্ণমেণ্ট যেসকল কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন সেখানে উপস্থিত হইবে। পঞ্চমতঃ ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় এখন হইতে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিবে।

আর যদি পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত কিছু না থাকে মূল্য বৃদ্ধি হইলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে। এবং এসম্বন্ধে অদ্যাপি যে সন্দেহ রহিয়াছে তাহা দূর হইলে গবর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য মানব হিতৈষী ব্যক্তিরা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যের পথ দেখিতে পাইবেন, যদি বল এই মূল্য বৃদ্ধিতেই অনেক লোককে বিপন্ন হইতে হইবে। তাহার উত্তর এই যদি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা মিথ্যা হয় অতি অল্পদিন পরেই তাঁহাদের কষ্ট দূর হইবে এবং যদি সে আশঙ্কা সত্য হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় তাহার কোন সদুপায় বিধান করিবেন।

ঈশ্বর করুন যে সকলের আশঙ্কা অবশেষে অমূলক বলিয়া প্রমাণ হয়; কিন্তু যতদিন প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারা না যাইতেছে তত দিন উদ্যোগের কোন প্রকার ক্রটী করা উচিত নয়, চেষ্টার ও থর্ব্বতা করা যুক্তি সঙ্গত নয়। গবর্ণর জেনেরল ও লেপ্টনন্ট গবর্ণরের ভাবের বৈসাদৃশ্য দর্শন করিয়া আমাদের মনে আর এক দুর্ভাবনা উপস্থিত হইতেছে; একবার এইরূপ মতভেদের জন্য বীডন সাহেবের হস্ত পদ বদ্ধ হইয়াছিল। কাম্বেল সাহেবেরও পাছে সেইরূপ বিপদে পড়িতে হয়। অথবা লার্ড নর্থব্রুকের নিকট আমাদের সেরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই। যদি বাস্তবিক বিপদ উপস্থিত হয়, তিনি কখনই উদাসীন থাকিবেন না;

লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজার প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা কখনই তিনি নষ্ট করিবেন না, যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা তিনি বিধান করিবেন। তাঁহার উপরই আমাদিগের আশা ও আশ্বাস আছে এবং এ আশা অপাত্রে স্থাপিত নয়।

আমাদিগের আফিসের চুরি।

অমৃতবাজার তামসিক লোক। তিনি যে আমাদের চোর ধরিবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ, কিন্তু তিনি যাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া দিয়াছেন তিনি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও হিতৈষী বন্ধু। অতএব আমরা তাঁহাকে একটী সংবাদ দিয়া তাঁহার দুর্ভাবনা দূর করিতেছি। স্বয়ং জগন্নাথ আমাদের এই ক্ষতি করিয়াছেন; কারণ হরিনাভির একখানি রথের ভিতর ২ মণ ॥৮ সের অক্ষর পাওয়া গিয়াছে। রথ জগন্নাথের সুতরাং তাঁহারই এই কাজ। ছয়টী পুঁটুলিতে অক্ষরগুলি ছিল। তাহাতে বোধ হয় ৫।৬ জনে এই কর্ম্ম করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, রথখানি ফাঁড়ীর অতি নিকটে। পুলিষ ত আজিও কিছু করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, চিফ ইনস্পেক্টর বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ এ বিষয়ের তদন্ত করিতেছেন, পাকা লোক বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি আছে। দেখা যাউক তিনি কতদূর করিতে পারেন। আমাদের বোধ হয় জগন্নাথকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহাদের আর ক্লেশ পাইতে হয় না। কারণ তাঁহার নিকট হইতে সম্মতি লইতে কষ্ট নাই। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং।" তাঁহার প্রতি সন্দেহ হইবার আরো বিশেষ কারণ এই যে তিনি পলাতক আসামীর মত একটী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে লুকাইয়া থাকেন, বৎসরে একবার কি দুই বার ভিন্ন বাটীর বাহির হন না। পুলিষ যেরূপ ডাকাক সেই ভদ্র পরিবারের লোকদিগকে না ধরিয়া বসেন ত আমরা বাঁচি। "চোর ধরিতে হইবে" এই দুর্ভাবনায় পুলিষের আহার নিদ্রা নাই, আমাদেরও আহার নিদ্রা নাই। সেই জন্য বলিতেছি জগন্নাথকে চালান দিন যে তাঁহারাও নিষ্কৃতি পান আমাদেরও দুর্ভাবনা দূর হউক।

সর জর্জ্জ কাম্বেলের পদত্যাগ।

আগামী এপ্রেল মাসে আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় কোন ব্যক্তি না এই সংবাদে দুঃখিত হইবেন? তাঁহার শরীর ক্রমেই অপটু হইতেছে। ডাক্তারেরা তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর লইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার জন্মভূমি স্কটলণ্ডের কারক্যাল নামক স্থানের অধিবাসীরাও তাঁহাকে আপনাদের প্রতিনিধি করিয়া পার্লেমেণ্টে প্রেরণ করিবার আশা দিয়াছেন। তিনি যেরূপ কার্য্যদক্ষ ও পরিশ্রমী লোক তিনি যে সেখানে গিয়াও যথেষ্ট কার্য্য করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু আর কি ভারতবর্ষ তাঁহার মনে থাকিবে? আর কি জমিদার পীড়িত দরিদ্র প্রজারা তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টার বিষয় হইবে? সে ত ভবিষ্যতের কথা, আপাততঃ যে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে তাহারা এ সংবাদে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িবে। যদি বল যিনি তাঁহার পদাভিষিক্ত হইবেন তিনি তাহাদের রক্ষা করিবেন। এরূপ শুনা যাইতেছে যে স্যর রিচার্ড টেম্পল তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন। সার রিচার্ড কি ধাতুর লোক তাহা এখনও সকলের বিদিত নাই, তিনি এত দরিদ্রের বন্ধু হইবেন কি না সন্দেহ। যে কার্য্য দ্বারা তাঁহার সহিত লোকের পরিচয় আছে সেটী সাধারণের অপ্রিয়, সুতরাং লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে অনেক সময় যাইবে।

এই দুর্ভিক্ষের সময় কাম্বেল সাহেবের উৎসাহ পরিশ্রম চিন্তা ও চেষ্টা দেখিয়া দেশের সমুদায় লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছে। দরিদ্রদিগের মনে একটী বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাহাদের রক্ষার জন্য কাম্বেল সাহেবের সাধ্য যাহা আছে তাহা তিনি করিবেন। সুতরাং এখন যদি অন্নাভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ যায় তথাপি কেহ গবর্ণমেণ্টকে উদাসীন মনে করিয়া বিরক্ত হইতে পারিবে না। কেবল দেশের লোক নহে, তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা সকলেই দশ গুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। তিনি গেলে তাহাদেরও উৎসাহের হ্রাস হইবে।

অতএব আমরা অনুরোধ করি যে তিনি আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করুন। যদি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সত্য হয়, এপ্রেল ও মে হইতে প্রকৃত কষ্ট আরম্ভ হইবে। তখন তাঁহার মত উদ্যোগী পরিশ্রমী ও কার্য্যদক্ষ লোক ভিন্ন বিপদ নিবারণের আশা দেখা যায় না। এরূপ অনুরোধ করিতে সাহস হয় না। কারণ ইহা অত্যন্ত স্বার্থপর কথা। কিন্তু যদি কোন প্রকারে আর কয়েক মাস বিলম্ব করিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গল হয়। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় উদ্যোগ উৎসাহ, পরিশ্রম ও দৃঢ়তার সহিত কেহ কার্য্য করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মত উপহাস বিদ্রূপ কটূক্তি ও আক্রমণও কেহ সহ্য করেন নাই।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুক্তি।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনরদিগের বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এই সংবাদে লোকের কত দুর্ভাবনা দূর হইল বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার অগৌরবে দেশের অগৌরব। আজ দেশীয় সিবিলিয়ানদিগের মুখ রক্ষা হইল, দেশের লোকেরও মুখ রক্ষা হইল এবং তাঁহার বিচার হই বার পূর্ব্বেই যে সকল ভারতহিতৈষী ও উদারপ্রকৃতি ইংরাজ তাঁহাকে দোষী বলিয়া আস্ফালন করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও মুখে চুন কালী পড়িল। গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিচারের জন্য কমিশন নিযুক্ত করাতে হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি আমাদের অনেক সহযোগী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরাও পূর্ব্বে তাহার অনুমোদন করি কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে কমিশন নিযুক্ত করাতে সুরেন্দ্র বাবুর বিশেষ উপকার হইয়াছে, কারণ এক্ষণে ইংরাজ ও বাঙ্গালি সকলের হৃদয় হইতে সকল সন্দেহ দূর হইল। যদি গবর্ণমেণ্ট বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া অমনি অপ্পে অপ্পে নিরস্ত হইতেন তাহা হইলে ইংরাজ কেন এদেশীয়দিগেরও মনে তাঁহার অপরাধ-বিষয়ে সন্দেহ থাকিত। বলিতে কি আমাদেরও মনে সন্দেহ ছিল। এই কারণেই আমরা সুরেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে এক প্রকার মৌনী ছিলাম। একে সুরেন্দ্র বাবু এদেশীয় তাহাতে ইংরাজেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন সুতরাং ভাল হউক মন্দ হউক তাঁহার পক্ষ সমর্থন করা উচিত আমরা কখনই এভাব দ্বারা চালিত হই নাই এবং বিচারের ফলা ফল জানিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টকে উপহাস বিদ্রূপ কিম্বা তিরস্কার করা অনুচিত বিবেচনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তিনি এখন সুখে পুনরায় আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হউন। এতদিন অর্থনাশ দুর্ভাবনা ও অন্য অন্য অপমান প্রভৃতি যে কিছু কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তিনি অগ্নি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন বিবেচনা করিয়া সে সকল বিস্মৃত হউন। মূল্য যদি অধিক লাগিল জিনিষটী অত্যন্ত পাকা হইল। তিনি যে সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহার যশঃপ্রভায় ভারতবর্ষের ইতিহাস পরিপূর্ণ। মহারাণীর হস্তগত হইবার পূর্ব্বে এই সার্ব্বিসের লোকেরাই ভারতবর্ষ শাসন করিতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না; সেই সময়ে এক একজন সিবিলিয়ান যেরূপ বিচার শক্তি শাসনপটুতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত জগতে অল্পই পাওয়া যায়। এখন সেরূপ স্বাধীনতা ও উন্নতির পথ নাই সত্য, কিন্তু এখনও উৎসাহী পরিশ্রমী ও প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী হইলে যে দেশের অশেষ কল্যাণ করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত তাহাতেও সন্দেহ নাই। আমাদের ইচ্ছা যে তাঁহারা সেই কল্যাণ করুন ও আমাদের মুখ উজ্জ্বল করুন।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

এ সপ্তাহে কাঁচড়াপাড়া পত্রিকা নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যার প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ময়মনসিংহের কতকগুলি লোক বাহবা লইবার জন্য কলিকাতার লোকদিগের সহিত যোগ না দিয়া তাড়া তাড়ি নবীনের ক্ষমার জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট প্রার্থনা করেন, ইহাতে হাইকোর্টের বিচারের উপর কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করা হয়। কাম্বেল সাহেব এই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইতিমধ্যে কলিকাতায় যে আবেদনপত্র স্বাক্ষরিত হইতেছিল তাহাতে এদেশীয় অনেক ভদ্র ও বড় লোকের স্বাক্ষর হয়, মহারাণী স্বর্ণময়ীও এক আবেদন প্রেরণ করেন, কিন্তু একবার যখন একখানি আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে, এগুলি যে গ্রাহ্য হইবে সে আশা করা যায় না, ইহাতেও কোন ফল হয় নাই। বোধ হয় সকলে মিলিয়া দরখাস্ত করিলে কাজ হইত। যাহা হউক মহান্তের দণ্ডে লোকের যে আনন্দ হইয়াছিল, নবীনের ক্ষমা না হওয়াতে সেই আনন্দ অনেক কমিয়া গিয়াছে। হতভাগা নবীনের আর উপায়ান্তর নাই। অনেকে আশা করিতেছেন, কিছু দিন দণ্ড ভোগের পর লেপ্টনণ্ট গবর্ণর নবীনের প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

একজন বহুদর্শী ও ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় লিখিয়াছেন "উর্দ্ধসংখ্য আর একমাস কালের পর যখন নূতন বালাম আমদানী হইবে তখন মূল্য কতক কমিবে বটে কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। আমার বোধ হয় লার্ড নর্থব্রুক এ বিষয় বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করেন নাই। আমার মতে লোকে যেরূপ বিপদের আশঙ্কা করিতেছে তাহা অনেক পরিমাণে সত্য। রেঙ্গুণের অনেক বণিক আগামী ঋতুর জন্য অনেক জাহাজ ভাড়া করিয়া রাখিয়াছে এবং নূতন চাউলের কণ্ট্রাক্ট লইয়াছে। যদি ঐ চাউল কিম্বা উহার অংশ কাংশ এখানে আইসে, ঐ সকল জাহাজের প্রয়োজন হইবে না, তাহাদের ভাড়াতে অনেক ক্ষতি হইবে, এদিগে যে চাউল তাহারা রপ্তানীর জন্য পাইবে, যে দরে কণ্ট্রাক্ট লওয়া হইয়াছিল উহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। তবে তাহাদের সান্ত্বনার এই উপায় আছে, প্রধানতম

[illegible] লিখিয়াছেন, গবর্ণ-মেন্টের ৫০ হাজার টনের অধিক চাউলের প্রয়োজন হইবে না। যদি তাহাই হইল, ৫০ হাজার টন চাউল বাঙ্গালিদিগের দুই দিনের খোরাক মাত্র, ইহাতেই কি দুর্ভিক্ষ নিবারণ পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে? আমার বোধ হয় বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য লণ্ডনে যে চাঁদা হইতেছিল, লার্ড নর্থব্রুকের আগ্রার বক্তৃতাতে তাহা বন্ধ হইয়াছে। লার্ড নর্থব্রুক আপনার স্কন্ধে বিষম দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন।" সকলে লার্ড নর্থব্রুকের প্রত্যাগমনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন তাঁহার এ সময় শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় আগমন করা কর্ত্তব্য।

রঙ্গপুর হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে-আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে কিন্তু বৃষ্টি নাই, অল্প স্থানে ধান্য কাটা হইতেছে কিন্তু তাহাতে অল্প ধান্য পাওয়া যাইবে। অনেক স্থানে কেবল খড়ের জন্য ধান্য কাটা হইতেছে। সরিসা প্রভৃতি রবিশস্যের অবস্থা ভাল, আলু অনেক পরিমাণে বপন করা হইয়াছে। উত্তর ভিন্ন আর সকল স্থানের সংবাদ মন্দ। উত্তর পূর্ব্ব হইতে অনেকে গোয়ালপাড়ায় উঠিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র ৩ হইতে ৫ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের মণ বিক্রীত হইতেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বিভাগে লোকের বিলক্ষণ কষ্ট হইয়াছে।

১৮ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, এক্ষণে ঢাকার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে ধান্য কাটা হইতেছে, এখানে উত্তম ধান্য জন্মিয়াছে, ইহাতেই ঢাকার চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই কিন্তু দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে চাউলের বাজার গরম হইবে। রবি শস্য বপন করা হইতেছে; কিন্তু বৃষ্টি না হইলে তাহাতে কিছুই হইবে না।

দারজিলিঙ হইতে আলু ও চাউল রপ্তানী বন্ধ করা হয় নাই, কিন্তু দারজিলিঙ নিউস বলেন, শীঘ্র রপ্তানী বন্ধ করা হইবে।

এক ইউনাইটেড ষ্টেটসে ৫৮৭১ খানি সংবাদ ও সাময়িক পত্র আছে, পৃথিবীর আর অন্যান্য স্থানে সমুদায়ে ৭৬৪২ খানি হইবে।

তারকেশ্বরের মহান্ত হুগলী জেলে কয়েক ঘণ্টাকাল ঘানি টানিয়া পীড়িত হন, এক্ষণে তাহার চিকিৎসা হইতেছে। মহান্ত লোকের ঘানি টানা সহ্য হইবে কেন? তাঁহার চিরকাল প্রস্তরময় শিবমুর্ত্তি পূজা করিয়া অভ্যাস, তাঁহাকে পাথর ভাঙ্গিতে দিয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে সকল প্রদেশের লোকের কষ্ট হইয়াছে তথায় বিতরণ করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এখনও শস্য প্রেরণ করিতেছেন। ৫০ হাজার মণ ব্রহ্মদেশীয় চাউল আসিয়াছে. উহা কলিকাতায় আনিতে ৩৶০ মণ পড়িয়াছে। এই চাউল বিহার ও রাজসাহীতে পাঠান হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ শোন খালের কার্য্য স্থলে, সাহরণ ও চম্পারণের বাঁধের কার্য্য স্থলে এবং উত্তর বাঙ্গলা রেলওয়ের কার্য্য স্থলে পাঠান হইতেছে। কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে প্রায় ৭০।৮০ মণ এদেশীয় চাউল ক্রয় করিয়া পাটনা ভাগলপুর এবং রাজসাহীর যে সকল স্থানে কার্য্য হইতেছে তথায় সঞ্চিত রাখিবার জন্য পাঠান হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া পূর্ণিয়া ভাগলপুর মুঙ্গের ও পাটনায় এবং নৌকা ও ট্রেণে করিয়া চম্পারণ রাজসাহী দিনাজপুর ও উত্তর ত্রিহুতে যাইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে চাউল আসিবার কথা হয়, উহা পাটনা ও ভাগলপুর রেলওয়ে ষ্টেসনে উপনীত হইয়াছে। উড়িষ্যা হইতেও কতক চাউল কলিকাতায় আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজে যে চাউল ক্রয় করিয়াছেন উহা জাহাজ বোঝাই হইয়া কলিকাতায় আসিতেছে। বাখরগঞ্জ এবং সিলেট হইতেও কতক চাউল রাজসাহীতে আসিবে। বোধ হয় ডিসেম্বরের শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রায় ৫ লক্ষ মণ চাউল গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গোলাযাত হইবে। শীঘ্র শীঘ্র রাস্তা ঘাট করিবার জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে, পুরাতন রাস্তার সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে।

গত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের খরিদ শেষ হইলে পর চাউলের বাজার অপেক্ষাকৃত নরম হইয়াছে। মুগী চাউল ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে লইয়া যাওয়া হইতেছে। নুতন আশকুলি প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে, এবং এই চাউল ইউরোপে রপ্তানীর জন্য বণিকদিগের আগ্রহাতিশয় দেখা যাইতেছে। মঙ্গলবার চাউলের মূল্য এইরূপ গিয়াছে-বালাম ৩।৵।৩॥৵ মুগী ৩।৵।৩।৵১০ আশকুলি ৩।১০।৩।৵।

১৯ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

গত সোমবার সেনেট হাউসে প্রবেশিকা ও প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫৪৫ এবং প্রথম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩৯ হইয়াছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এত কখন হয় নাই। এক সেনেট হাউসে সকলের স্থান সমাবেশ হয় নাই, হেয়ার সাহেবের নুতন স্কুল বাটীতে কতকগুলির পরীক্ষা হয়। আমরা শুনিলাম কয়েকজন ছাত্র নিজ নিজ শিক্ষকের নিকট প্রশংসা পত্র না পাওয়াতে অন্য স্কুলের অধ্যক্ষের নিকট গিয়া ছয় মাসের কোথায় বা এক বৎসরের বেতন জমা দিয়া প্রশংসাপত্র লইয়া পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন, সটক্লিফ সাহেব উহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। স্কুলের অধ্যক্ষদিগের উপরি লাভের এই এক মরশুম। যাহা হউক এরূপ জুয়াচুরি নিতান্ত শোচনীয়। এরূপ ছাত্র ও অধ্যক্ষের দণ্ডদান ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

মধ্য প্রদেশে বঙ্গদেশের জন্য চাউল ক্রয় আরম্ভ হইয়াছে!

ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের দুরবস্থা জন্য মিরর আক্ষেপ করিয়াছেন। এক তত্ত্বাবধান দোষ এই দুরবস্থার কারণ। ভারতসংস্কার সভার এবিষয়ে মনোযোগ বিধান কর্ত্তব্য।

২০ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

আগামী সোমবার হাইকোর্টে তারকেশ্বরের মহান্তের আপীলের বিচার হইবে। বিচারপতি মার্কবি এবং বার্চ্চ সাহেব বিচার করিবেন।

গত সোমবার রাত্রিতে টাউনহলে সেণ্ট এণ্ড্রুস ডিনার মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই উপলক্ষে বঙ্গদেশের

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, শস্যের দুষ্প্রাপ্তি নিবন্ধন আমাদিগের সহস্র সহস্র প্রজার কষ্ট হইবে। এই শস্যহানির পরিণাম কি হইবে ঈশ্বরই জানেন।" কাম্বেল সাহেব প্রজার প্রতি অত্যান্ত সমদুঃখ দুঃখতা প্রকাশ করিয়া এরূপ দুর্ভিক্ষের সময় এদেশীয়েরা যেরূপ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

টাইমস পত্র লার্ড নর্থব্রুক ও কাম্বেল সাহেবকে এই আশ্বাস দিয়াছেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ পক্ষে তাঁহারা যাহাই করিবেন, যদিও কিছু দিনের জন্য "পোলিটিকাল ইকনমির" নিয়ম সকলও ভঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলেও ইংলণ্ডের লোকে তাঁহাদের কার্য্যের অনুমোদন করিবেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, পূর্ণিয়া পাটনা গয়া ভাগলপুর মুঙ্গের প্রভৃতি স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অধিক পরিমাণ ভূমিতে রবিশস্য বপন করা হইয়াছে ও হইতেছে। এক্ষণে উহাদের অবস্থা যেরূপ তাহাতে যদি বৃষ্টি হয়, উত্তম শস্য জন্মিবে। চম্পারণ (এখানে ১৮৬৫-৬৬ অব্দে অনাহারে ৫৬০০০ লোকের মৃত্যু হয়) এবং বঙ্গদেশের মধ্যে বহু জনাকীর্ণ স্থান সাহরণে লোকের প্রকৃত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তথায় নানা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যান্য স্থান হইতে শস্য আমদানী করা হইতেছে। পাটনায় এবং দিনাজপুর ও রাজসাহীর স্থানে স্থানে লোক রাস্তার কার্য্যের জন্য ব্যগ্র হইতেছে। নগর সকলে শস্যের মূল্য যেরূপ আছে অন্যত্র তদপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু ত্রিহুত ও চম্পারণ হইতে চা-করেরা মন্দ সংবাদ পাইয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার হইয়াছে এবৎসর ১৮৬৫।৬৬ অব্দের অপেক্ষাও লোকের কষ্ট অধিক হইবে। তাঁহারা বলেন বাজারে শস্যের মূল্য প্রায় দুর্ভিক্ষ কালের ন্যায় হইয়াছে। তাঁহারা প্রজাদিগের জন্য শস্য সঞ্চয় করিতেছেন। কিন্তু এ সকল মন্দ সংবাদ সত্ত্বেও উত্তর ত্রিহুতের স্থানে স্থানে যে সকল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত মজুরদিগের তাদৃশ ব্যগ্রতা দেখা যাইতেছে না। ওদিকে চা-করেরা কর্তৃপক্ষদিগকে বলিয়াছেন, পূর্ণিয়াতে যে সকল কার্য্যারম্ভ করা হইয়াছে, তত করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। তত্রত্য কালেক্টর একটী অতি জঘন্য স্থান দর্শন করিয়াও বলিয়াছেন, লোকে কার্য্যের জন্য আসিতেছে না, কয়েকজন মাত্র চাপরাসীর কর্ম্মের জন্য আইসে কিন্তু উহাদিগকে কোদাল লইয়া মাটি কাটিতে হইবে এই কথা বলাতে উহারা চলিয়া যায়। বিহারের লোকের এই সংস্কার হইয়াছে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইবে।

স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব বঙ্গদেশের অবস্থা বিষয়ে এক পত্র লিখেন, তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের মধ্য স্থানের একটী ষ্টেসনে সম্প্রতি একদা কতকগুলি কুলি মাজিষ্ট্রেটকে ঘেরিয়া এই আক্ষেপ করে, তাহাদের যে বেতন দেওয়া হয় তাহাতে তাহারা এক বেলাও উদর পুরিয়া খাইতে পাইতেছে না।

২১ এ অগ্রাহায়ণ শুক্রবার।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়াছেন ১ লা ডিসেম্বর অবধি টিষ্টা নামক গবর্ণমেণ্টের ষ্টীমার গোয়ালন্দ হইতে মহানদীর মহানায় নিকট গোদাগাডী পর্য্যন্ত যাতায়াত করিবে, ইহাতে লোকে রামপুরবোয়ালিয়া নুতন ভগবানগোলা এবং গোদাগাড়ীতে শস্য লইয়া যাইতে পারিবেন। যদি আবশ্যক হয় বোঝাই লইবার জন্য কুষ্টিয়ায় যাইবে কিন্তু কুষ্টিয়ায় লইয়া যাইবার জন্য গোয়ালন্দে বোঝাই লওয়া হইবে না। গোয়ালন্দ কিম্বা কুষ্টিয়া হইতে সকল ষ্টেসনে ৮০ সিকা ওজনের প্রতিমণ এক আনার হিসাবে ভাড়া লওয়া হইবে; যদি স্থান থাকে তবে শস্য ভিন্ন অন্যান্য সামগ্রী লওয়া হইবে। চাউলের গোলার অধ্যক্ষদিগকে চাউলের সহিত বিনা ভাড়ায় লইয়া যাওয়া হইবে। অন্যান্য আরোহীর একবার যাইতে আট আনা লাগিবে। রামপুরবোয়ালিয়া কিম্বা গোদাগাড়ি হইতে প্রত্যাগমন কালে পাট ও বীজ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য আনা হইবে না। ইহাও গোয়ালন্দ রামপুর বোয়ালিয়া কিম্বা গোদাগাড়ির অধ্যক্ষদিগের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া করিতে হইবে।

২২ এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

গত ৩০ এ অক্টোবর লার্ড নর্থব্রুক বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ডিউক অব আর্গিলের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, ২রা ডিসেম্বর তাহার উত্তর আসিয়াছে। লোকের কষ্ট নিবারণার্থ যাহা আবশ্যক হইবে তাহা করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট চাউলের রপ্তানী বন্ধ না করিয়া স্বয়ং চাউল ক্রয় করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর্গিল তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। যেমন বরাবর হইয়া আসিতেছে, আর্গিল যদি এ সময়ে কাম্বেল সাহেবের রাজনীতির অনুমোদন করিতেন, ভারতবর্ষীয়দিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতে পারিতেন।

—০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

২৮ এ নবেম্বর। জমুই বিভাগের প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ. জে. জি কাম্বেল সাহেব কিছুদিনের জন্য উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

মুঙ্গেরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এম, মনি সাহেব কিছুদিনের জন্য জমুই বিভাগের ভার পাইলেন।

হাওড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গৌরদাস বসাক কিছুদিনের জন্য জিহানাবাদ বিভাগের ভার পাইলেন।

যে পর্য্যন্ত বাবু গৌরদাস বসাক জিহানাবাদ বিভাগে উপনীত না হন, সে পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর, টি সিবেষ্টর সাহেব উক্ত বিভাগের ভার লইবেন।

বাবু যোগীন্দ্রনাথ সেন কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

মুন্সী আবদুল রিজাগ কিছু দিনের জন্য

ভক্তের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

পাটনায় ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সাঈদ আমীর হোসেন মহম্মদ ২ পাটনা সিটী রোড বিস্তৃত করিবার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২ রা ডিসেম্বর। গোয়াল পাড়ায় সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার আসাম টঙ্করোডের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি এচ, এল, জনসন সাহেব আপাততঃ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের "দুর্ভিক্ষ ও সাহায্য" এই বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

গত ১ লা নবেম্বর হইতে নিম্নলিখিত নিয়োগ গুলি হইয়াছে—

এচ, টি, প্রিন্সেপ হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ই, ডমণ্ড ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন কিন্তু আপাততঃ সারণের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

জে ডি, ওয়াড দ্বিতীয় শ্রেণীতে পূর্ণিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

জে, বীমস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই, ডি লকউড দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

টি, ওয়াল্টন চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু আপাততঃ বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

এফ, এচ, পিলিউ প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ, আর ম্যাডক সাহেবের পদত্যাগ অবধি নিম্নলিখিত নিয়োগ গুলি হইয়াছে।

জে, এস লুইস ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

জে, এস, র্যাবেনশা বাকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এ, জে. আর, বেনব্রিজ মুরশিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এল, আর টটেনহাম দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাখরগঞ্জ ও যশোহরের অতিরিক্ত জজ হইবেন কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

ডানিএল, জে, জে, ম্যাকনিলি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

টি, ই লুইস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে, এস, ডণ্ড প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ, এল, হারিসন প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে, বি, ওয়র্গন তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ, বেবরিজ বাখরগঞ্জে চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ. এন ক্লে প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

টি ডবলিউ গ্রিবল দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২ রা ডিসেম্বর। আসাম বিভাগের স্কুল সমূহের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর সি, এ মার্টিন এল, এল, ডি, বঙ্গদেশীয় শিক্ষা-কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নমিত হইলেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ নবেম্বর। আমেরিকার কৃষি সভা অনুমান করিয়াছেন, এবার তথায় ৩৭৫০০০০ গাইট তুলা জন্মিবে।

লণ্ডন ৩০ এ নবেম্বর। রেপবলিকান জেনরল লিটেলিয়র ব্যালেজকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

স্পেন-বাজিনিয়স জাহাজ এবং যে সকল ব্যক্তি জীবিত আছে তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ঐ জাহাজ অধিকার করা যদি বাস্তবিক আইন বিরুদ্ধ হইয়া থাকে ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

কেপ কোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কর্ণেল ফেষ্টিও ডনকোয়াতে এ বৎসর গার্বেট উলসলি আব্রাকাম্প্রায় আশান্টিদিগকে আক্রমণ করেন, এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে পরাভূত করেন। আশান্টিরা প্রায় দিকে পলায়ন করে। অড্‌ল ইংলমট হত হইয়াছেন।

কর্ণেল ফেষ্টিও কয় জন আহ্নিসব এবং আর ৪০ জন আহত হইয়াছে। আক্রমণ কারীরা আব্রাকাম্প্রায় রহিয়াছে।

ম্যাণ্ট্‌কেন এবং গইবেন এই দুইজনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়, শেষোক্ত ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

নগর মধ্যে গোলা বর্ষণ করাতে কার্থেজিনায় বিদ্রোহিদিগের স্ত্রী পুত্র সকলে নগর পরিত্যাগ করিয়াছে।

লণ্ডন ১ লা ডিসেম্বর। কলিকাতা হইতে যে মেইল ৭ ই এবং বোম্বাই হইতে ১০ ই নবেম্বর যাত্রা করে অদ্য প্রাতঃকালে উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ২৯১০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

সর গার্বেট উলসলি যে সকল পত্র পাঠাইয়াছেন তাহাতে জানা যায়, আশান্টিরা সম্প্রতি নানা স্থানে পরাজিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রধান সংবাদপত্র টাইমস বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

***** অল্প কালের মধ্যে আমরা যে সকল দুর্ভিক্ষ দেখিয়াছি তন্মধ্যে ১৮৬৬ অব্দে উড়িষ্যা দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর এবং সে বিষয় ভাবিলে "বঙ্গদেশে এবার ধান্য জন্মে নাই" এই কয়টী কথার অর্থ কত ভয়ানক তাহা সহজেই প্রতীতি হয়। **** ভারতবর্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা সে বার ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে যদিও শস্য জন্মে নাই মহাজনদিগের নিকট নিশ্চয় শস্য সঞ্চিত আছে, শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই সে সকল বাহির হইবে। বস্তুতঃ তাঁহারা তাঁহাদের ইংলণ্ডের সংস্কারের চক্ষে ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন এবং এই ভ্রমের যে ফল ফলিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় কম্পিত হয়। উড়িষ্যার যে বিভাগ বাঙ্গালার অন্তর্গত তাহাতে প্রায় বার আনা লোক বহু দিন ভয়ানক যাতনা ভোগ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এবারে যে বিভাগে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে,

তাহা উড়িষ্যা অপেক্ষা আয়তনে অনেক গুণে বৃহৎ এবং এখানেও উড়িষ্যার ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটিবার সম্ভাবনা। ** বঙ্গদেশের লোকদিগের ধান্য ভিন্ন গতি নাই। ** ভারতবর্ষের প্রজারা দরিদ্র, অসহায় এবং [illegible]দূর-বাসী। তাহারা অত্যন্ত যন্ত্রণা গ্রস্ত হইলেও যন্ত্রণার কথা জানাইতে পারে না। দুর্ভিক্ষের সময় সেখানে যাও হয় ত দেখিতে পাইবে যে সহস্র সহস্র লোক নির্ব্বাক হইয়া অনাহারে পথ পার্শ্বে পড়িয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে। যদি গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইয়া হস্তক্ষেপ না করেন তাহাদের দুর্দ্দশার আর অবসান হয় না। যাহারা কর্ম্ম ভোগ করিয়া আসিতেছিল তাহারা প্রাণ ত্যাগ করে; কেহ জানিতেও পারে না। এবং যাহারা তখনো জীবিত থাকে, তাহারা কাহারও সাহায্য ব্যতীত প্রাণ রক্ষার উপায় নাই বিবেচনা করিয়া, এবং তাহাদের শেষ দিন সন্নিকট জানিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া থাকে।

একজন ভারতবর্ষের অধিবাসীর দিন পাতের জন্য অতি অল্পই আবশ্যক, এবং উহাই বিপদের বিশেষ হেতু; কারণ তাহারা যৎসামান্য ও নিতান্ত স্বল্পমূল্য দ্রব্যে দিন পাত করে সুতরাং আর ব্যয় সংকোচ করিবার পথ থাকে না। বৎসরে যে দুইবার ফসল হয় তাহা লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ ধারণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক এবং একবার ধান না জন্মিলে, যে তাহারা উদর পূরিয়া আহার পায় না তাহা নহে, একেবারে আহার পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে আহারে একজন ইংরাজের নিশ্চয় মৃত্যু, তদ্দ্বারা এক জন বাঙ্গালি স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারে কিন্তু যখন ধান্যের অভাব উপস্থিত হইয়াছে তখন গবর্ণমেণ্টের কিম্বা অন্য কাহারও সাহায্য অত্যাবশ্যক; তদ্ভিন্ন তাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। এই বিপদের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার আবশ্য[illegible]। মহারাণীর লক্ষ লক্ষ প্রজা অনাহারে [illegible] বে এই কথাই [illegible] আর অধিক [illegible] আবশ্যক করে না [illegible]। হিন্দুরা আপনা হইতে কিছু করিবে না। যাহা কিছু করিবার গবর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট না করেন কিছুই করা হইবে না। সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থ দিয়াই হউক, কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের প্রদত্ত অর্থদ্বারাই হউক, যে প্রকারে সাহায্য করা হইবে তাহা ইংরাজ দিগকেই করিতে হইবে। কারণ ভারতবর্ষ রক্ষার ভার তাঁহাদিগের হস্তে। ** ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে সুতরাং তদনুসারে গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্যের ভার গুরুতর। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে উপযুক্তরূপ আয়োজন করিতেছেন। কাল বিলম্ব হওয়াতে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের বেলা সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, এবার কাল বিলম্ব হইলে তদপেক্ষা অনিষ্ট ঘটনা হইবে। যখন আমরা একবার গত দুর্ভিক্ষ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং বিশেষ দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে শস্যাদি লইয়া যাইবার জন্য যখন এত রেলওয়ের সুবিধা আছে, তখন যদি ১৮৬৬ সালের দৃশ্য পুনরায় উপস্থিত হয়, আমাদের বলিবার আর কোন কথা থাকিবে না।

ভূতপূর্ব্ব বেঙ্গল সিবিলিয়ান চার্লস কাম্বেল সাহেব ডিউক অব আর্গাইলের গবর্ণমেণ্টের প্রতি এই দোষারোপ করিয়া টাইমস পত্রিকাতে পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদ কেন লোকের গোচর করিতেছেন না। টাইমস পত্রিকাও এই দোষারোপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন কথা তাঁহারা সহজে প্রকাশ করেন?

গতসপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

বীরভূমে আমন ও আশু এই দুইটে প্রায় ৩১০০০০০ মণ চাউল হইবে। হুগলীতে জল সেচন দ্বারা অনেক শস্য রক্ষা করিয়াছে এখানে আট আনা শস্য পাওয়া যাইবে। হাবড়া জিলার উলুবেড়িয়ায় এবং আমতায় প্রথমে যেরূপ আশা করা গিয়াছিল তদপেক্ষা উত্তম ধান্য জন্মিয়াছে। নদীয়ায় চারি আনা শস্য হইবে। জেলিঙ্গের পশ্চিম মেহেরপুরে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, মুরশিদাবাদ জিলায় জঙ্গীপুরে সাত আনা, রামপুরহাটে পাঁচ আনা, রাজসাহীতে প্রায় আট আনা, পাবনায় আট আনা, দারজিলিঙে দশ আনা শস্য পাওয়া যাইবে। ঢাকায় রবিশস্যের অবস্থা মন্দ নয়। ফরিদপুরে প্রায় ১১০০-৩১৩৬ মণ ধান্য হইবে। যদি রপ্তানী না হয় ইহাতে তত্রত্য লোকের এক বৎসরের আহার চলিতে পারে। গত বৎসরের প্রায় ১৫৯১০ মণ চাউল ও ২৭৭০ মণ ধান্য আছে। সমুদায় সিলেটে বার আনা শস্য পাওয়া যাইবে। নওয়াখালির সংবাদ মন্দ নয়। ত্রিপুরায় আট আনা শস্য পাওয়া যাইবে, ইহাতে তত্রত্য লোকের পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। ত্রিহুতের সংবাদ ভাল নয়, কিন্তু রবি শস্য উত্তম জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। সাহরণের ধান্য ভাল জন্মে নাই। কিন্তু রবি শস্যের অবস্থা এখনও ভাল আছে চম্পারণে আমন ধান্যের অবস্থা ভাল নয়। এপর্য্যন্ত তিন ভাগ ভূমিতে রবিশস্য বপন করা হইয়াছে মাত্র। মুঙ্গেরের শস্যের অবস্থা অতি মন্দ, ভাগলপুরে রবি শস্যের অবস্থা ভাল। পূর্ণিয়ায় আমন ধান্য যে ল আনাই জন্মিয়াছে। সাওঁতল পরগণায় বৃষ্টি না হইলে আমন ধান্য ভাল জন্মিবে না। পুরীতে আমন ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে।

আসাম হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

আগামী জানুয়ারি মাস হইতে আসাম একটী শাসন বহির্ভূত রাজ্য হইতে চলিল। এত দিন এই প্রদেশ বাঙ্গালা দেশের সহিত সমদুঃখ সুখতা অনুভব করিয়া আসিতেছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা একটি প্রসিদ্ধ উন্নতিশীল স্থান। ইহার সহিত এই আসাম ভূমি এক শাসন শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তদ্দেশীয় আচার ব্যবহার সভ্যতা ও বিদ্যা চর্চ্চা প্রভৃতি কতকগুলি সদনুষ্ঠান সময়ে সময়ে এদেশে প্রবেশ হইয়া এদেশবাসী দিগের মনকেও উত্তরোত্তর উন্নত করিতেছিল এত দিন পরে সে উন্নতির পথ সহসা বন্ধ হইয়া গেল। এখন আর বাঙ্গালার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক রহিল না।

সুতরাং কি শস্যাদির শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন, কি বিদ্যা চর্চার বাহুল্য এবং কি রাজকীয় ব্যবহার, সকলই নিরুপায় আসাম দেশের উপর বিনষ্ট হইল। যাহা হউক, এই দেশকে শাসন বহির্ভূত করিয়া যে গবর্ণমেণ্টের কি লাভ হইল, তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু ইহার সম্বন্ধে যে কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন ও আর কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করণের অনুরোধই আমাদের এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১। অপরাপর শাসন বহির্ভূত দেশের ন্যায় এখানেও একজন প্রধান কমিশনর থাকিবেন। তিনিই এদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইবেন। তাঁহার উপর কাহারও কোন কথা কহিবার যো থাকিবেক না, যত মামলা মকদ্দমার সীমা সেই পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট। তিনি সকলের মন বুঝিয়া কাজ করিবেন, এমন আশাও অল্প। হয় ত একের অনুরাগ অপরের বিরাগভাজন হইয়া যাইতে পারেন। অতএব অন্ততঃ এখানে আপীল মকদ্দমা শুনিবার জন্য একটী চীপ কোর্ট সংস্থাপন করা কিম্বা হাইকোর্টের উপর পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়মানুসারে আপীল শুনিবার ভার প্রদান করা কর্ত্তব্য।

২। সমুদায় আসাম কিম্বা তদন্তর্গত প্রত্যেক জেলার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল সীমা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহার অতিক্রম করিলেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাশ লইতে হইবেক; বোধ হয় ইহাতে কিছু না কিছু খরচেরও আবশ্যকতা হইবেক। বিশেষতঃ ইহাও একটি টাক্স বিশেষ হইয়া আসাম ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। ইনকম টাক্সের আসেসরদিগের মত স্থানে স্থানে যে সকল রেজিষ্ট্রার থাকিবেন, তাঁহাদের দ্বারা যে, পথিক লোকেরা কিঞ্চিৎ বিপদগ্রস্ত না হইয়া যাইবেক এমত আশাও অতি অল্প। অধিকন্তু এদেশের অনেক নিরুপায় লোক বঙ্গদেশে যাইয়া কেহ বা মাসিক ২ দুই টাকা বেতনে মজুরী, কেহ বা ঐরূপ অত্যল্প বেতনে বিগ্রহ-পূজা এবং কোন কোন নিরুপায় অর্থহীন বালক বঙ্গদেশের কোন বড় মানুষের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে। সীমা অতিক্রম হেতু দণ্ডিত হইতে হইবেক, ইহা শুনিলে তাহাদিগকে সেই চির উপজীব্য মজুরী ও ঠাকুর-পূজা কিম্বা ঐরূপ বিদ্যাধ্যয়ন হইতে এককালে বঞ্চিত হইতে হইবেক। অতএব প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে যাহাতে বাঙ্গলা দেশে গমনাগমনের কোন বাধা না জন্মে অন্ততঃ তাহাই করিয়া উপায় হীন আসাম বাসিদিগের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

৩। এদেশে বাঙ্গালার মত "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা নাই। বাৎসরিক "রায়তোয়ারী" বন্দবস্ত প্রথাই প্রচলিত। তাহাতে কখনও প্রজাদের ভূমির প্রতি মমতা জন্মে না। অতএব এদেশীয় প্রজাদের সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সমুদায় আবাদী ভূমির বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই বন্দোবস্ত অন্ততঃ ১০ কিম্বা ২০ বৎসরের নিমিত্ত হইলেও হানি নাই।

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

পঞ্জাব সীমা।
ডেরা এস্মাএল খাঁ।

১। অদ্য অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, এ সময়ে এখানে শীতকাল কিন্তু এ সময়ে মুলতানে যেরূপ শীত অনুভূত হইত এখানে সেরূপ শীত অনুভূত হইতেছে না, শুনিলাম পৌষ মাঘ মাসে এখানে "হাড় ভাঙ্গা শীত" পড়ে।

২। কাবুল ও কাণ্ডাহার হইতে এই সময়ে আঙ্গুর বেদানা, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌, সর্দ্দা, বাদাম সেউ প্রভৃতি বিবিধ মেওয়া আসিয়া দোকান সকল পূর্ণ হইতেছে, এবং এই স্থান হইয়া এই সমস্ত মেওয়া অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হইতেছে, পোঁসা পাস্তিন্‌ চোগা প্রভৃতি উষ্ণ বস্ত্রও কাবুল হইতে অনেক আমদানী হইতেছে।

৩। সিন্ধু নদের উপর যে তরণী সেতুর বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১লা নবেম্বর তারিখ হইতে সাধারণের গতায়াতের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এখান হইতে মুলতান বা ডেরা গাজী খাঁয় যাইবার রাস্তা যে দুর্গম ও কষ্টপ্রদ তাহার কোন সুবিধা সহজে হইতেছে না। মুলতান হইতে এখানে মানুষে ([illegible]) ডাক লইয়া আসে, কোন প্রকার শকটের উপযোগী রাস্তা নাই কেবল উষ্ট্র পৃষ্ঠে গতায়াত করে। এখান হইতে ডেরা-গাজী খাঁয় নৌকারোহণেও যায়। এইরূপ কষ্টকর ও দুর্গম স্থান মুলতান হইতে এখানে আসিবার বৃত্তান্ত পাঠেই পাঠকগণ তাহা এক রূপ বুঝিতে পারিয়াছেন।

৪। ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার হেনরী ডুরাণ্ডের সমাধিমন্দিরের উপর স্মরণ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, বিলাত হইতে মার্ব্বেল প্রস্তর খোদিত ও সুসজ্জিত হইয়া বাষ্পীয় পোতে করিয়া আসিয়াছিল। স্তম্ভের উপর কেবল জন্মের তারিখ মৃত্যুর তারিখ কোনকালে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে। ডেরা এস্মাএল খাঁর মধ্যে ইহা একটী দর্শনীয় পদার্থ হইল তাহা সন্দেহ নাই।

৫। দুর্গোৎসবের সময় কেবল যে বঙ্গদেশ উৎসবপূর্ণ হয় এমন নহে। আমি এই সময়ে উত্তর পশ্চিম, মধ্য ভারতবর্ষ ও পঞ্জাবের যে যে স্থানে ছিলাম সর্ব্বত্রই উৎসবপূর্ণ দেখিয়াছি অর্থাৎ বঙ্গদেশে যেমন দুর্গোৎসব এই সকল অঞ্চলে সেইরূপ রামলীলা অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। এখানকার রামলীলা আবার অন্য প্রকার। এখানে অসংখ্য বালক কেবল চারিদিকে বিচিত্র নৃত্য করিয়া বেড়ায়। রামলীলার অন্যান্য অনুষ্ঠান বিশেষ দেখিলাম না।

৬। বিগত ১৪ ই কার্ত্তিক গোষ্ঠাষ্টমীর দিন এখানে আর একটী উৎসব দেখিলাম। একটী মাঠে অসংখ্য গাভী একত্রিত করা হয় এবং তাহাদিগকে পূজা করে ও কার্পাসের বীজ খাইতে দেয় এবং দুইটী বালককে রাম লক্ষ্মণ সাজাইয়া গাভীদিগের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। এখানকার

হিন্দুদের জন্য হিন্দুয়ানী মত থাকুক আর নাই থাকুক গাভীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

৭। দেওয়ালী অর্থাৎ শ্যামাপূজার সময় এখানে ভয়ানক জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। এরূপ জুয়াখেলার ধুম ধাম কুত্রাপি দেখা যায় নাই। তিন রাত্রি লোকের চক্ষের নিদ্রা বন্ধ হইয়াছিল। চৌর্য্যাদির প্রাদুর্ভাব কম হয় নাই। শুনিলাম এখানে প্রায় সকল সময়ই জুয়াখেলা হয়, অল্পদিনের কথা হইল এক জন নাকি এই খেলাতে স্ত্রী পর্য্যন্ত হারিয়াছিল, সে স্ত্রী খালাস করিতে না পারাতে জেতার নিকট অদ্যাপি আছে। এ বিষয়ে ইহাদিগকে যুধিষ্ঠিরের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক জুয়াখেলা প্রভৃতি ব্যসন একেবারে নির্ম্মূল করা উচিত। কিন্তু ইংরাজেরা যুধিষ্ঠিরের বাবা, ইহাঁরা নানা জুয়ায় মত্ত।

৮। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ প্রদেশে বর্ষা নাই, আমি দেখিলাম মুলতানে যেরূপ বৃষ্টি হয় এখানে সেরূপও হয় না, কিন্তু এখানকার কৃষিকার্য্য দৈবের উপর নির্ভর করে না, কূপোদকেই প্রায় সমস্ত কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়; সুতরাং এখানকার ফসলের অবস্থার তারতম্য বলা যায় না, বাঙ্গালীর খাদ্য এস্থানে কিছুই পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের অপেক্ষাও মহার্ঘ্য দরে বিক্রয় হয়। চাউল টাকায় ৮ সের অড়হর ডাউল ছয় সের ঘৃত দেড় সের, কাষ্ঠ আড়াই মণ ইত্যাদি। কেবল আটা ২ টাকা মণ।

৯। এখানেও চন্দ্রগ্রহণ সর্ব্বগ্রাস হইয়াছিল ও অনেকক্ষণ স্থায়ী ছিল।

১০। অত্রস্থ কমিসনর ও ডেপুটী কমিসনর বিশেষ দক্ষতার সহিত এ প্রদেশের বন্দোবস্ত করিতেছেন, দুর্বৃত্ত উজীরীদিগকে আয়ত্তে আনিবার অনেক চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সফল হইতেছেন না। টাঁকা ও বন্নুর নিকটবর্ত্তী উজীরীদিগকে শাসন করিতে পারিলে এ সীমান্তে বিশেষ ভয় থাকিবে না। প্রায় শুনা যায় যে উজীরিরা ছলে বলে ও কৌশলে বালক বালিকা চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং নিজ নিজ পর্ব্বত বাসে যাইয়া টাকা দাওয়া করিয়া উক্ত বালক বালিকাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকার করে, টাকা না পাইলে মারিয়া ফেলে কি ভয়ানক রাক্ষস!

১১। লক্ষ্ণৌতে যেরূপ অস্বাভাবিক ব্যভিচারের কথা শুনা যায় এখানেও সেই রূপ অস্বাভাবিক ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাবের কথা প্রায় শুনা যায়, মধ্যে মধ্যে আদালতেও এরূপ মকদ্দমা উত্থিত হয়, কি শয়তানিক ব্যাপার !!

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

(১)
প্রাণের দোসর মোর জীবনের ভাই!
হা বিধি জনম মত তাহারে হারাই।
নিদয় হইয়া মোরে, চলিয়াছ দেশান্তরে,
থাকিব কেমন করে ভাবি আমি তাই।
শোক হুতাশন মোরে দহিছে সদাই।

(২)
একান্তই যাবে যদি তাজিয়া আমায়।
কেমন করিয়া ভাই দিবরে বিদায়।
থাকিতে না পারি স্থির, দুই চক্ষে বহে নীর
ভাবি মনে একবার ভেটিতে তোমায়।
কিন্তু কাল গতিহীন করেছে আমায়।

(৩)
কে জানে রে ভাই তুমি ভাসিবে সলিলে।
ভাসাইয়া সবে চির শোক-সিন্ধু জলে।
পরিহরি সব মায়া, পাষাণে বাঁধিয়ে কায়া,
ত্যজি প্রিয় বঙ্গভূমি কাঁদায়ে সকলে
কেমন করিয়া এবে যাও তুমি চলে?

(৪)
প্রিয়াহীন ঘরে তব না রহে জীবন।
দুস্তর সাগরে তাই দিলে সন্তরণ।
দেখ ফিরে এক বার, হয়েছে কি সবাকার,
অধীর হয়েছে হেরি ও বিধু বদন।
তিতিছে নয়ন নীরে ডুবি অনুক্ষণ।

(৫)
এলোকেশি! একবার দেখ নব আসিয়ে।
যেতেছে নবীন তব সাগরে ভাসিয়ে।
এস এস একবার, শীতল করহ তার—
তাপিত পরাণ, তব বাক্য সুধা দিয়ে।
এস এস যায় পতি পড় লুটাইয়ে।

(৬)
এবঙ্গ ভূমিতে তুমি থাকিবে না আর।
এনব বয়সে তুমি ছাড়িবে সংসার।
এত যদি ছিলমনে, বধি কেন প্রাণধনে,
বাঁধিলে সুখের ভূমে বিষের আগার।
রাখিলে তাহাতে শুধু জ্বলন্ত অঙ্গার।

(৭)
হায়রে নবীন মোর বুক ফেটে যায়!
সাঙ্গ করি লীলা খেলা চলিলে কোথায়।
যে মাতা যতনকরে, রেখেছিল কোলে করে
তুচ্ছকরে সেই কোলে যেতেছ যথায়।
তেমন কোমল কোল পাবে কি তথায়?

(৮)
বঙ্গ সরঃ মাঝে কলি আছে যতগুলি।
তোমার শোকেতে শুষ্ক হয়েছে সকলি।
আর প্রফুল্লতা নাই, মলিন দেখিতে পাই,
কেবল আকুতি দেয় অশ্রুজল ঢালি।
কোথায় নিবিবে অগ্নি উঠে আরো জ্বলি।

(৯)
দেখরে নবীন দেখ তুলিয়ে বদন।
যে দেশ ধরেছে তব বঙ্গ বন্ধুজন।
ভাবিতে ভাবিতে হায়, হইয়াছে শীর্ণকায়
তবু তব হিতে সবে সঁপিয়াছে মন।
তোমার মঙ্গল হেতু করিছে যতন।

(১০)
শুনেছি যতনে লাভ হয় রে রতন।
এরতনে বঙ্গবাসী পাবে কি কখন?
বড় আশা আছে মনে, পাব পুনঃসেইধনে,
কিন্তু কে বলিতে পারে নিয়তি কেমন।
পুনঃ কি উজ্জ্বল হবে মানস কানন?

গোবরাছড়া } বশম্বদ
২৫ এ নবেম্বর } শ্রীকালীকমল সান্যাল

মহাশয়! কিছু দিন হইল আপনি সংবাদ স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন যে লক্ষ্ণৌএর হিন্দু বাঙ্গালিগণ কোন দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকের নামে নালিশ করিয়াছিলেন। মকদ্দমা ডিস মিস হইয়াছে। এখানে লক্ষ্ণৌ না হইয়া লাহোর হইবে, কারণ লাহোরের

বাঙ্গালিগণই অমৃতবাজার পত্রের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিলেন। শুনা যাই তেছে পুনরায় বুঝি আপিল হইবে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, লাহোর নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় এখানে ১০। ১৫ দিবস অবস্থান করেন এবং চারিদিন ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া আপনার অদ্বিতীয় ঐশী শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি বক্তৃতা দ্বারা ইংলণ্ডেও প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন তাঁহার বক্তৃতা যে আমাদিগের অধিক প্রিয় হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য; তবে এই মাত্র বক্তব্য যে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিমোহিত হইয়া কোন কোন জড়-বুদ্ধি পঞ্জাবী তাঁহাকে একেবারে প্রফেট (ভবিষ্যৎ বক্তা) বলিয়া উঠিয়াছিলেন। সেন মহাশয় যাইবার পূর্ব্বদিন স্বগণে পরিবৃত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এবং বাওলা সাহেব নামক একটী সাধারণ স্থানে সভা করিয়া হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতার সময় দুই বা ততোধিকবার হরিশব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঐ সভাতে সাধারণ লোককে আহ্বান করিবার জন্য যে বিজ্ঞাপনটী ছাপা হইয়াছিল তাহাতে এই লেখা ছিল যে বহু দূর দেশ হইতে এক ভগবদ্ভক্ত সাধু আসিয়াছেন, তিনি বাওলা সাহেব নামক স্থানে যোগ ধর্ম্ম উপদেশ করিবেন এবং সেখানে হরি সংকীর্ত্তন হইবে। অতএব সকল সাধু লোক তাহাতে যোগ দান করিবেন ইত্যাদি। যাহা হউক নবীন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ হরি শব্দের বারম্বার ব্যবহারে অনেকে আশ্চর্য্য হইয়াছেন বোধ হয় পাঠক দিগের মধ্যেও অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন।

২৬ এ নবেম্বর } নিতান্ত অনুগত
১৮৭৩ } শ্রীঃ—
লাহোর

মহাশয়! এই স্থান হইতে ২ ক্রোশ অন্তর লেহাতা নামক স্থানের পর্ব্বত ক্রোড়ে গত কল্য একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। "মুঙ্গের স্লেট ওয়ার্কস" কোম্পানির কতক গুলি কুলি ঐ পাহাড়ের নিম্নদেশে বসিয়া প্রস্তর কাটিতেছিল এমন সময়ে পর্ব্বতের উপর হইতে এক খণ্ড বৃহদাকার শৈল দুই জনের মাথায় পতিত হওয়ায় তাহারা এক বারে লীলা সম্বরণ করিয়াছে। আহা! হতভাগ্য দ্বয়ের মৃতদেহ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, অঙ্গের এমন কোন অংশই দৃষ্ট হইল না। যাহা পাষানের আঘাতে চুর্ণীকৃত হয় নাই। ঐ স্থানে নানা কারণে মধ্যে মধ্যে ২। ৪ টী হত্যা হইয়া থাকে, কয়েক দিন মাত্র হইল শুনা গিয়াছে একজন কুলি ঐরূপ প্রস্তরের কার্য্য করিতেছিল এমত সময়ে তাহাকে ব্যাঘ্রে লইয়া গেল। বিগত বর্ষা কালে ২। ৩ জন পর্ব্বতের উপর কর্ম্ম করিতে করিতে পর্ব্বত সহিত বর্ষার জলের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যায়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পশু পক্ষীর মৃত্যুর ন্যায় এই দুর্ভোগাদিগের মৃত্যু কাহারো খবরেআইসে না অথবা শ্বেতাঙ্গ বাবাজীদিগের কাৰ্য্যোদ্ধার করিতে গিয়া কৃষ্টবর্ণ মুটে মজুরেরা প্রাণ দেয় তাতে আবার কথা কি? আমাদের বিবেচনায় যে প্রকারেই হত্যা হউক গবর্ণমেণ্টের তাহা তদারক করা উচিত। জানিনা ঐ সকল স্থানে কিরূপ করা হয়।

২৯ এ নবেম্বর }   বশম্বদ
১৮৭৩ }
রেলওয়ে ষ্টেসন }
ধারারা } শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট না না উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। ভাগলপুর, পাটনা এবং পুর্ণিয়া জেলার স্থানে স্থানে গোলা প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহাতে লক্ষমত তণ্ডুল আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। ইতর লোকদিগের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নানা প্রকার কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন, স্থানে স্থানে পথকর বন্ধ হইয়াছে, তণ্ডুল প্রভৃতি প্রেরণের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানিকে ভাড়া লাঘব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এবং সেই ক্ষতি গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং পূরণ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, জেলা পুর্ণিয়া ও তদন্তর্গত স্থান সমুহের প্রতি গবর্ণমেণ্টকে কিছু অমনোযোগী দেখা যায়। এখানকার দোকানিরা যাহার যেমন ইচ্ছা সেই দরে চাউল বিক্রয় করিতেছে। একে ৭২ তোলায় ওজন, তাহাতে যদি ভদ্র লোকের ব্যবহারোপযোগী তণ্ডুল ৪ টাকা মণ বিক্রয় হয়, তাহা হইলে পাকি ওজনে /৯ সের করিয়া প্রতি টাকায় পড়িল তাহারা বলে যেরূপ খরিদ তাহার উপর যৎকিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতেছে কিন্ত সকল দোকানির সমান দর নহে। কেহ কেহ।১ সের।২ সের পর্য্যন্তও বিক্রয় করে। ইহার তাৎপর্য্য কি, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। অতএব পুলিষের কর্ত্তব্য ইহার বিশেষ অনুসন্ধান রাখেন। তাহারা যেখান হইতে চাউল লইয়া আইসে, সেখানে কি দরে খরিদ করে ও কতই বা লাভ রাখে, ইহার অনুসন্ধান করা অতীব আবশ্যক, এবং যাহাতে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সকলেই বিক্রয় ও খরিদ করিতে পারে, গবর্ণমেণ্টের সেবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। এখনও গত বৎসরের তণ্ডুল আছে এবং এবৎসরও কথঞ্চিৎ পাইবার আশা আছে, এখন হইতে যদি প্রজাদিগের এপ্রকার কষ্ট হয়, ইতঃপর যে কি হইবে কিছুই বলা যায় না।

একজন কুলী যে ৵১০ করিয়া রোজ পায়, তাহার দুই বেলার আহার অন্ততঃ কাঁচি /২ সের হইবে কিন্তু তাহার সেই চাউল খরিদ করিতে পাঁচ পয়সা লাগিবে, বাকি পাঁচ পয়সাতে তাহার পরিধান বস্ত্র, পরিবারের ভরণ পোষণ এবং অন্যান্য সকল খরচ চালাইতে হইবে, ইহা কি সামান্য কষ্টকর? আবার শুনিতেছি পুর্ণিয়া জেলা হইতে পথকর আদায় করিবার উদ্যোগ হইতেছে এটী যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" দেওয়া হইতেছে। এখানকার প্রজারা অধিকাংশই নিতান্ত দুঃখী দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাতে এবৎসর কোন ফসলই ভাল হয় নাই। ধান্যেরত কথাই নাই, গম, যব প্রভৃতি এবং অন্যান্য রবি শস্য যাহা পাইবার প্রত্যাশা ছিল, তাহাও জলাভাবে বীজ পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অতএব গবর্নমেণ্টের নিকট প্রার্থনা এই, আপাততঃ কিছুদিনের জন্য পথকর বন্ধ রাখিয়া বাহাতে দুঃখী প্রজাদিগের জীবন রক্ষা হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হন।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত যেসকল ভূমি নদী কিম্বা খালের নিকট বর্ত্তী আছে, সেই সকল ভূমিতে চতুর্থাংশের একাংশ ধান্য পাইবার আশা আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উচ্চ ভূমিতে কিছুমাত্র পাইবার প্রত্যাশা নাই। পূর্ণিয়ার অধীন কস্‌বা নামক স্থানে কয়েকজন মহাজন আছে, যদিও তাঁহাদের অনেক তণ্ডুল এখন পর্য্যন্ত গোলাযাত আছে বটে কিন্তু তাহারা এমন অর্থ পিশাচ ও দয়া-ধর্ম্ম-রহিত যে, যখন যেখানে সুবিধা পাইবে, সেই স্থানেই তণ্ডুলের রপ্তানী আরম্ভ করিয়া দিবে। এখনই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, দোকানীরা চাল খরিদ করিতে যাইলে, প্রত্যেক কে ভিন্ন ভিন্ন দরে বিক্রয় করে, অর্থাৎ যাহাকে যেরূপ ঠকাইতে পারে সাধ্যমত ত্রুটি করে না। অতএব গবর্নমেণ্টের নিকট আমাদের সবিনয়ে প্রার্থনা এই, তাঁহারা যদি একটী দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং যাহার চাউল আছে, সেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিক্রয় না করিলে কোনরূপ দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে সকলেই একদরে খরিদ ও বিক্রয় করিতে পারে, ইহাতে মহাজনেরও বিশেষ ক্ষতি হয় না এবং লোকেরও কোন কষ্ট হয় না।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, যদিও তণ্ডুল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের আমদানী জন্য রেলওয়ের ভাড়া অনেক লাঘব হইয়াছে বটে কিন্তু রেলওয়ে ফেরী ষ্টিমারের ভাড়া কিছুই লাঘব হয় নাই। ইহাতে ব্যবসায়ীরা সাহস করিয়া স্থানান্তর হইতে চাউলের আমদানী করিতে পারে না, সুতরাং কস্‌বার মহাজনেরা আরো অধিক প্রশ্রয় পাইয়াছে অতএব গবর্নমেণ্টের নিকট আমাদের বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই ষ্টিমারের ভাড়াও যাহাতে সম্প্রতি অল্প হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন। গবর্নমেণ্ট যখন রেলওয়ের ভাড়ার জন্য এত আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিলেন, ষ্টিমারের জন্য যে সামান্য ক্ষতি সহ্য করিতে পারিবেন না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

২৮ এ নবেম্বর ১৮৭৩ কারাগোলা } শ্রীঃ—

—:*:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২১ এ নবেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ইঞ্চ	ফীট
চৌরাসির নীচে	১২	
তথা হইতে সুরপুর	৩	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২	১০
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪১ মাইলের মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ২৪ এ নবেম্বর বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২	৮

বহরমপুর ২৪ এ নবেম্বর ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত গোপাল দাস মুরসিদাবাদ ১৩
" " কৈলাসচন্দ্র রায়—দেহুড়দা ১০
" " রামরামচন্দ্র—শ্রীবাটী ১০
" " দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সিমুলিয়া ১০
" " আদিত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সিমলা ৫॥
" " কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—পাথুরিয়াঘাটা ১০
" " নাথু মিশ্র—রাধাবাজার ৫॥০
" " ভোলানাথ দাস—গৌহাটী ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৬৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। ৫ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ১ লা পৌষ। ইং ১৮৭৩। ১৫ ই ডিসেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাল্যচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ॥০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ॥০ উহাঁর কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /

কলিকাতা
লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট, মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটী, নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
বরণ এণ্ড কোং।
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট

আগামী ১ লা জানুয়ারি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য হাঁসপাতালের চতুর্থ ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন বারুইপুর অভিনব উদ্যানে হইবেক দেশহিতৈষী মহোদয় গণ অত্র উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শ্রবণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ এ নবেম্বর ১৮৭৩ শ্রীতারকদাস বসু
বারুইপুর মেনেজার

যিনি ত্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

সোমপ্রকাশ।

১ লা পৌষ সোমবার।

ব্যভিচারিণী হিন্দু বিধবার বিষয়াধিকারের বিরুদ্ধে প্রিবি কাউনসিলে আপীল করিবার নিমিত্ত যে অর্থ সংগ্রহ হইতেছে তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য বালেশ্বর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র পটনায়ক আমাদের নিকট ২৫ টাকা পাঠাইয়াছেন আমরা ত্বরায় তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করিব।

দুর্ভিক্ষ, জমিদার ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম আমরা পাঠকগণের গোচর করিয়াছি এবং লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ঐ পত্রের এক প্রত্যুত্তর দিয়াছেন এসংবাদও আমরা গতবারে দিয়াছি। কিন্তু স্থানাভাবে ঐ প্রত্যুত্তরের সকল কথা পাঠকগণের গোচর করিতে পারি নাই।

এই প্রত্যুত্তর পত্রে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গূঢ়ভাবে জমিদারদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "সাধারণতঃ আপনাদের পত্র সম্বন্ধে এবং বিশেষতঃ পঞ্চম প্যারাগ্রাফ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে এই বিপদের সময় গবর্ণমেণ্ট নিজের পদের অনুসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্য সে সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু ইহাও স্মরণ করা উচিত যে গবর্ণমেণ্ট এই সকল প্রদেশের ভূমির রাজস্বের অধিকাংশ জমিদারদিগকে দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সেই সকল ভূমির এবং শত শত দরিদ্র প্রজার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উপস্থিত বিপদের ন্যায় দুরবস্থার সময় গবর্ণমেণ্ট সেই সকল দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য অনেক অংশে জমিদারদিগের মুখাপেক্ষা করেন। এরূপ সাহায্য করিতে তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য, এবং যে জমিদার নিজ সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে চান তাঁহার পক্ষে এরূপ করা বিশেষ বুদ্ধির কার্য্য।"

"সুতরাং এসোসিএশন যদি সময় থাকিতে জমিদারদিগকে তাঁহাদের প্রজাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে পারেন ভাল হয়"।

"লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আশা করেন যে এসোসিএশন যেমন পরামর্শ প্রদান বিষয়ে পটুতা দেখাইয়াছেন, তেমনি আপনার সভ্যদিগকে এবং তাঁহার মতানুযায়ী সমুদায় লোককে এবিষয়ে উৎসাহিত করিবেন। এবং ত্বরায় আপনার অবলম্বিত উপায় সকলের সংবাদ দিয়া গবর্ণমেণ্টকে সুখী করিবেন।"

এই কয়পংক্তি পাঠ করিলেই লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কিরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। কেবল লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নয়; অনেক প্রধান সংবাদপত্র ও এসোসিএশনকে উপহাস করিয়াছেন। আমাদের উপহাস করিবার প্রয়াস নাই, কিম্বা কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপর পক্ষকে আক্রমণ করিবারও ইচ্ছা নাই। "উপস্থিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে জমিদারদিগের কর্ত্তব্য কি?" আমরা কেবল এই প্রশ্নের মীমাংসা করিব:—

এসম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পক্ষ বলেন গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে ভূস্বামী করিয়া ভূমির সহিত প্রজাদিগের ও রক্ষার ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি প্রভৃতি আপৎকালে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই মতাবলম্বী। অপর পক্ষ বলেন জমিদারদিগকে ভূস্বামী করা হইয়াছে বটে কিন্তু বহুবিধ রাজবিধি দ্বারা ক্রমে ক্রমে কৃষকদিগকেও স্বাধীন এবং জমিদার নিরপেক্ষ করা হইয়াছে, সুতরাং বিপৎকালে তাহাদের রক্ষার জন্য জমিদারেরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহেন।

দয়ার চক্ষে দেখিতে গেলে জমিদার কেন সেই দরিদ্রদিগকে রক্ষা করা হৃদয়বিশিষ্ট লোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য, জমিদারদিগের বিশেষ বাধ্যতার কোন কারণ আছে কি না তাহা এখানে বিচার্য্য।

দয়ার চক্ষে দেখিতে গেলে দরিদ্র প্রজারা বিপৎকালে জমিদারদের রক্ষণীয় একথাতে কি কাহারো সন্দেহ হইতে পারে? স্বার্থের কথাও এস্থলে বিবেচনা করা যাইতেছে না, কারণ প্রজাদিগকে সাহায্য করিলে তাঁহাদের যে লাভের সম্ভাবনা, তাঁহারা যদি সে লাভের প্রার্থী না হন, সেজন্য তাঁহাদিগকে দোষী করা যায় না। এই উভয় যুক্তির অতিরিক্ত কোন বিশেষ বাধ্যতা আছে কি না তাহাই বিচার্য্য।

এই প্রশ্নটীর সম্যক বিচার করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট, জমিদার ও রাইয়ত এই তিন শ্রেণীর পরস্পরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ তাহা স্থির করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যখন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করেন তখন তাঁহাদের হস্তে কি কি ভার দিয়াছিলেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে কৃষকদিগের দুরবস্থা দূর করা তাহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যেরূপে নিলাম করিয়া বৎসর বৎসর রাজস্বের বৃদ্ধি করিতেন, তাহাতে দুইটী অপকার হইত। প্রথম ভূমির উৎকর্ষ সাধনে কাহারও যত্ন হইত না। দ্বিতীয়, জমিদারেরা প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি শোষণ করিতেন। এই দুই ক্ষতি নিবারণের জন্যই সে সময়ের সদাশয় কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করেন যে জমিদার দিগকে ভূমির স্থায়ী স্বত্ব না দিলে তাহার প্রতি তাঁহাদের মায়া জন্মিবে না। ভূমির উৎকর্ষ অপেক্ষা কৃষকদিগের দুর্দ্দশা দূর করা বরং অধিক লক্ষ্য ছিল, কারণ ভূমির উন্নতি হইলে গবর্ণমেণ্টের ত তত লাভ নাই। অধিক রাজস্ব পাইবার আশাও তাঁহারা করেন নাই। সে যাহা হউক তদবধি গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের রক্ষার ভার এক প্রকার জমিদারদিগের হস্তেই দিয়াছেন। কারণ তাহাদের জন্য অদ্যাবধি অতি অল্পই উপায় করা হইয়াছে। "বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন হওয়া অপেক্ষা স্বদেশীয় সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীদিগের অধীনে থাকা তাহাদের পক্ষে সুখের হইবে" এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্ট চিরদিন কার্য্য করিয়াছেন। সেই সম্ভ্রান্ত স্বদেশীয় প্রভুদের অধীনে থাকিয়াও যদি তাহারা কষ্ট পায় সেজন্য তাঁহারা নিশ্চয় প্রত্যবায় ভাগী। জমিদারেরা কি এতদিন তাঁহাদের হস্তে স্থাপিত এই বিশ্বাসের অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন? তাঁহারা কিছুই করেন নাই একথা আমরা বলিতেছি না, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা হয়, কিন্তু তাঁহারা যে সেই বিশ্বাসের অনুরূপ কার্য্য করেন নাই একথা তাঁহারাই স্বীকার করিবেন।

আর এক কথা এই; তাঁহাদের বিপদের সময় তাঁহারা প্রজাদিগকে দোহন করিতে কি ত্রুটি করেন? প্রজাদিগের সাহায্যে কি তাঁহারা অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হন না? সুতরাং তাহাদের বিপদের সময় সাহায্য করিতে কি তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য নন?

ফল কথা এই; যখন অন্ন কষ্টে দেশের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির যন্ত্রণা, গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা, এমন সময় "আমরা সাহায্য করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহি" একথা বলা জমিদারদিগের ভাল দেখায়না। এসময়ে কি গবর্ণমেণ্ট, কি জমিদার, কি অপর সাধারণ লোক সকলেই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মতঃ বাধ্য। জমিদারেরা যে কিছু করিতেছেন না কিম্বা করিবেন না, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইতি মধ্যেই অনেক জমিদার প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ১২৮০ সালে-২৪ প:

গার দক্ষিণ ভাগে যখন মন্বন্তর হয়, সে সময়ে এদিকের এক এক জন জমিদার যেরূপ অন্ন ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা উপকথার মত হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা পুত্র পৌত্রদিগের নিকটে আনন্দের সহিত তাঁহাদের যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। নিরন্নকে অন্নদান রোগার্ত্তকে ঔষধদান, অনাথকে প্রতিপালন এই সকল কার্য্যের জন্যই ত হিন্দু সমাজ চিরদিন বিখ্যাত। ইহাতেই আমাদের প্রশংসা ও গৌরব। হিন্দু জমিদারেরা এ প্রশংসা অনেকে লইয়াছেন এবং আমাদের সম্পূর্ণ আশা যে এবারে ও তাঁহারা এ গৌরবের ভাগী হইবেন।

সঞ্চয়।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

বর্ত্তমান সময়ে সঞ্চয়ের কি কি ব্যাঘাত, আমরা গতবারে তাহা যথাসাধ্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবারে সঞ্চয়ের উপায় সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। ইউরোপে কমিউনিষ্ট নামক এক মতাবলম্বী কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বতন্ত্র ভাবে অর্থ সঞ্চয় অন্যায় মনে করেন। যিনি যাহা উপার্জ্জন করিবেন সমুদায় সাধারণ ধনাগারে অর্পিত হইবে। এবং সংসার নির্ব্বাহ করিতে যে ব্যক্তির যাহা আবশ্যক হইবে তিনি তাহা সাধারণ ধনাগার হইতে পাইবেন। উদ্বৃত্ত অর্থ সাধারণের হিতের জন্য ব্যয়িত হইবে। এই মতটী অতিশয় উন্নত ও সভ্যতা-সাপেক্ষ নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল সাধারণের জন্য উপার্জ্জন করা, এ অবস্থায় আসিতে জগতের এখনও অনেক দিন লাগিবে।

আমাদের দেশের যাঁহারা উপার্জ্জন ক্ষম হন, তাঁহারা প্রায়ই পুত্র পৌত্রদিগের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান। কেহবা বিষয়ে, কেহ বা বসন ভূষণাদিতে, কেহ বা কোম্পানির কাগজে এই সঞ্চয় নানা প্রকারে হইয়া থাকে। যতদিন পরিবারদিগের জন্য সংস্থান করিবার কোন প্রকৃষ্টতর উপায় না হইতেছে, ততদিন কাজেই এই সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু এসকল উপায়ের অনিষ্ট ফলও ফলিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় সঞ্চয় করিবার সেই উপায় প্রকৃষ্ট যদ্দারা পুত্র কন্যা দিগের শিক্ষার ব্যাঘাত না হয় এবং ব্যক্তি বিশেষের দুশ্চরিত্রতা বা ঔদাসীন্য নিবন্ধন সেই অর্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকে। মনে কর যদি এরূপ কোন উপায় করিয়া যাওয়া যায় যে যে পুত্র যতদিন সুশিক্ষিত না হইবেন ততদিন শিক্ষার উপযুক্ত ব্যয় মাত্র পাইবেন। পুত্র কন্যার বিবাহের ব্যয় তাহা হইতে নির্ব্বাহ হইবে, অবশিষ্ট অর্থ কোন বিশ্বাস যোগ্য পাত্রে নিহিত থাকিবে। উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে যিনি যিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন তিনি প্রার্থী হইলে তাঁহার অংশমত অর্থ পাইবেন। তাহা হইলে অর্থনষ্ট হয় না। অনেক ধনবান ব্যক্তি এই উদ্দেশেই একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়া যান; কিন্তু সেই এক্জিকিউটারেরা সকল সময় বিশ্বাসানুরূপ ব্যবহার করেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট কিম্বা কোন বিশ্বাস যোগ্য কোম্পানি সেই ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। এই জন্যই লাইফ ইন্সুরান্স কোম্পানি প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

সম্প্রতি স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব হিন্দু ভদ্র লোকদিগের সঞ্চয়ের সুবিধা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে ইন্সুরান্স কার্য্যের ভার লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বোধ হয় আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকে ইন্সুরান্স কাহাকে বলে জানেন না। আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। এক ব্যক্তি আপনার পুত্র কন্যা প্রভৃতির জন্য ৩০০০০ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। সংসারের নানা বিপদের মধ্যে ৩০০০০ হাজার টাকা সঞ্চয় করা সহজ নহে। সুতরাং তিনি কোন ইন্সুরান্স কোম্পানির নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহারা তাঁহার বয়স ও কতদিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভব বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে মাসে মাসে কত দিতে হইবে স্থির করিয়া দিলেন এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে ৩০০০০ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এপ্রণালীর সুবিধা এই যে যদি এই নিয়মবদ্ধ হওয়ার দুই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয় তথাপি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেই ৩০০০০ হাজার টাকা পাইবে। আবার অপরদিকে যদি তিনি কোম্পানির সম্ভাবিত সময় অপেক্ষা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকেন এবং ততদিনে যদি তাঁহার ৪০০০০ হাজার টাকা জমা দেওয়া হয় তথাপি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেই ৩০০০০ হাজার টাকা পাইবেন। এটী যে লোকের সঞ্চয় করিবার সহজ উপায় তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু অন্য ইন্সুরান্স কোম্পানিদিগকে লোকের সহজে বিশ্বাস হয় না। সেদিন ত আল্বার্ট ইন্সুরান্স কোম্পানি কতকগুলি ভদ্রলোকের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি এই কার্য্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন তাহাতে সকলের বিশ্বাস হইতে পারে।

ইংলণ্ডে শ্রমজীবী ও সামান্য লোকদিগেরও জন্য এরূপ ভূরি ভূরি উপায় আছে। আমাদের দেশে আজিও এরূপ উপায় বহুলপরিমাণে অবলম্বিত হয় নাই। কিছুদিন হইল কতিপয় ভদ্র লোকের যত্নে ও উৎসাহে "হিন্দু ফ্যামিলি আনুয়িটি ফণ্ড নামে একটী ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা-

সাগর ও বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ফণ্ড যাঁহারা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ ও শুভকর। কিন্তু বোধ হয় সাধারণে সে বিষয়ে বড় মনোযোগ করিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যদি এই অভাব দূর করিতে চান ভালই। কিন্তু তাহাতে বোধ হয় মধ্যবিধ অবস্থার লোকদিগের বিশেষ সাহায্য হইবে না। তাঁহাদের পক্ষে দ্বিতীয় উপায় বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ইহাঁরা একেবারে অধিক টাকা দিবেন না। এবং যে কোন উত্তরাধিকারীকেও দিবেন না। যাঁহার নামে সঞ্চয় করা হইবেক, তাঁহাকে মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট মত কিছু কিছু করিয়া দিবেন। আমরা আমাদের উপার্জ্জক ও মধ্যবিধ সকল শ্রেণীর পাঠকদিগের মন এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি, সকলেরই এই রূপে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করা উচিত।

—•◉•—

দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের কিরূপে সাহায্য করা উচিত।

অদ্যাবধি দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার দুইটী মাত্র উপায় স্থির করা হইয়াছে; প্রথম পবলিকওয়ার্ক অর্থাৎ রাস্তা খাল প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা; দ্বিতীয়, বিশেষ আবশ্যক হইলে রিলিফ অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যাদি বিতরণ দ্বারা। প্রথম সংকল্প অনুসারে শোণ খাল, গণ্ডকের বাঁধ, উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে প্রভৃতি আরম্ভ করা হইয়াছে। যেখানে এই সকল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে সেখানেই লোক জুটিতেছে। সারণে ১২০০০ হাজার লোক একত্রিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে পয়সায় বেতন না দিয়া খাদ্য দ্রব্য দিবার সংকল্প করিয়াছেন, সেই জন্য ব্রহ্মদেশ, কটক প্রভৃতি নানাস্থান হইতে চাউল আমদানী করিয়া সেই সকল কার্য্য ক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। এখনও সেখানকার বাজারে চাউল পাওয়া যাইতেছে এবং মূল্যও বিশেষ বর্দ্ধিত হয় নাই, এই জন্য আপাততঃ সে সকল চাউল ছাড়িতেছেন না, পয়সা দিয়া বেতন দিতেছেন। যখন খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইবে তখন তাহা বাহির করিবার অভিপ্রায় আছে।

গত বারের গেজেটে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন যে যাহারা সমস্ত দিনের কার্য্য করিতে পারিবে তাহারা সমস্ত দিনের মত বেতন পাইবে এবং যাহারা তাহা না পারিবে, তাহারা খোরাকি মাত্র পাইবে। এস্থলে কতক গুলি কথা বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ মজুরি করা যাহাদের অভ্যাস তদ্ভিন্ন অন্য লোকে কখনই সেই সকল কার্য্য রীতিমত করিতে পারিবে না। রীতিমত কার্য্য করিতে না পারিলে উপযুক্ত রূপ বেতন পাইবে না। যাহা কিছু অল্প পাইবে তাহাতে তাহাদের খোরাকি বলিয়া পরিবারদিগের সাহায্যের সম্ভাবনা দেখা যায় না। বিশেষ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এখানকার নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা মজুরি করিবার জন্য গৃহের বাহির হয় না। তবে তাহাদের রক্ষার উপায় কি? আমাদের বিবেচনায় সেদিন আমাদের একজন পত্রপ্রেরক যে প্রস্তাব করেন গবর্ণমেণ্ট যদি সেই উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও বিশেষ সাহায্য হইত। সে উপায় এই, মজুরদিগের দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট চাউল আমদানী না করিয়া যদি ধান্য ক্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে প্রেরণ করিতেন এবং এত মণ চাউল প্রস্তুত করিলে এত চাউল দেওয়া যাইবে, এই রূপ একটী দর স্থির করিয়া যদি সেই ধান মজুরদিগের স্ত্রীদিগকে ভানিতে দিতেন তাহা হইলে তাহারা গৃহকার্য্য সারিয়া সমস্ত দিন ধান ভানিতে পারিত এবং সেই উপায়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিত। পল্লী গ্রামে অনেক নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক এই উপায় অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ অল্প বেতন পাইলে তাহাদিগকে অল্প আহার করিতে হইবে, এদিকে আবার অধিক উপার্জ্জনের আশায় অধিক পরিশ্রম করিতে থাকিবে। সুতরাং ক্রমে অবসন্ন হইয়া অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সচরাচর মজুরেরা দিন।০ করিয়া উপার্জ্জন করে; শস্যাদির অবস্থা ভাল থাকিলে তাহাতেই তাহাদের সংসার নির্ব্বাহ হয়, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় দ্রব্যাদি যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইবে তাহাতে সে উপার্জ্জনে পরিবারের অন্ন বস্ত্র হওয়া দুর্ঘট হইবে। অতএব আমাদের বিবেচনায় তাহাদিগকে বাজারে চাউলের মূল্য বিবেচনা করিয়া বর্দ্ধিত মজুরি দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ রিলিফ সম্বন্ধে বক্তব্য এই; অন্নছত্র প্রভৃতি করিয়া এক স্থানে বহুজনের সমাগম করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের একজন পত্রপ্রেরক ও এই কথা বলিয়াছেন। একত্র বহুজনের সমাগমে অনেক ক্লেশের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ এত লোকের আহার প্রস্তুত করিতে সচরাচর অনেক বেলা হইয়া পড়ে, তাহাতে অনেকের পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ অনাবৃত স্থানে বাস ও রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি ভোগ করাতে তাহাদের স্বাস্থ্যহানির বিশেষ আশঙ্কা। তৃতীয়তঃ যাহারা বিশেষ অসুবিধা নিবন্ধন অন্নছত্রের স্থানে আসিতে পারিবে না তাহাদের কষ্টদূর হইবার আশা থাকিবে না; এই কারণে

বোধ হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে কাহাকেও গ্রাম ও গৃহ ছাড়িয়া যাইতে না হয়। দুই তিন খানি গ্রাম একত্র করিয়া এক একটী কমিটী স্থাপিত হউক। তাঁহাদের নিকট এই সময় হইতে ধান প্রেরিত হউক। সেই সকল ধান এখন গোলাযাত করিয়া রাখা হইবে; যে সময়ে রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক হইবে, তখন কমিটী চতুর্দ্দিকের দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সেই সকল ধান ভানিতে দিবেন। এবং উপযুক্তরূপ অনুসন্ধান করিয়া লোকের অবস্থা ও পরিবার দেখিয়া দিন দিন চাউল বিতরণ করিবেন। দরিদ্রেরা কমিটীর গোলা হইতে সেই চাউল প্রতিদিন লইয়া যাইবে। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট টিকিট থাকিবে এবং সেই টিকিট প্রতিদিন দেখাইতে হইবে।

এই রূপে নীচ শ্রেণীর লোকদিগের সাহায্য হইতে পারে কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা ভদ্রবংশে জাত কিন্তু অতিশয় দুঃস্থ। তাঁহারা অন্নছত্রে ত যাইতে পারিবেনই না, কমিটির বিতরিত চাউল আনিতে যাওয়াও তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জাজনক হইবে। তাঁহাদের উপায় কি? আমাদের বোধ হয় তাঁহাদের জন্য যদি গ্রামের জমিদারদিগের বাটীতে স্বতন্ত্ররূপে চাউল বিতরণ করা হয় তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি না হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এতদূর করা আবশ্যক মনে না করিতে পারেন। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতেছি তাঁহারা সপরিবারে প্রাণত্যাগ করিবেন তথাপি সে সকল স্থানে যাইবেন না।

সার জর্জ্জ কাম্বেলের সহৃদয়তা।

আমরা আনন্দের সহিত পাঠকগণের গোচর করিতেছি যে গত বারে সার জর্জ্জ কাম্বেলের পদত্যাগ উপলক্ষে আমরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা আপাততঃ ঘটিতেছে না। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন এবং অবসর লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনও করিয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখিয়া তিনি আপনা হইতেই অবসর লওয়া স্থগিত রাখিয়াছেন। যতদিন তাঁহার সাহায্য আবশ্যক ততদিন তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই শুভ সংকল্পের জন্য আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করি। গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর যে প্রকার অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তিনি অনায়াসে অবসর লইয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তিনি ইতি মধ্যেই যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট কীর্ত্তি থাকিত, কিন্তু তিনি নাকি কখনই পরিশ্রম ও কার্য্যভার স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না সেই জন্যই শরীরের এরূপ অবস্থায় পুনরায় এই গুরুতর ভার আপনার মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক উপস্থিত বিপদের সময় তাঁহার মত একজন কর্ণধার নিতান্ত আবশ্যক। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াও যে তাঁহার এত উৎসাহ ও উদ্যোগ ইহাও সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে। তিনি ভারতবর্ষে অন্য কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারুন আর না পারুন অনন্য-মনা হইয়া কিরূপে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন।

তারকেশ্বরের মহান্ত।

অরুচিকর মহান্তের হাঙ্গামার বুঝি অবসান হইয়া আসিল। হাইকোর্টে আপীল হইয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষের উকীলদিগের বাহাঁর যাহা বক্তব্য ছিল সকলে শেষ করিয়াছেন। দুই এক দিনের মধ্যে বিচার পতিদিগের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে। আর মহান্তের পৈশাচিক ব্যাপার সকলের সংবাদ শুনিবার ইচ্ছা নাই। বিচারপতিদিগের বিচারে যাহা হয় তাঁহারা করিবেন; কারাগারে কঠিন পরিশ্রমে মহান্তের অস্থি মাংস চূর্ণ হইতেছে, সেজন্য আমরা দুঃখিত বা ভাবিত নই। এলোকেশীর মৃত্যু ও নবীনের নির্ব্বাসন এই দুইটীর বিষয় চিন্তা করিলে অধিক দুঃখ হয়। মহান্তের অপরাধ একটী নহে। প্রথমতঃ একটী তীর্থ স্থানের অধ্যক্ষ হইয়া অনুচিত লাম্পট্যে নিমগ্ন হওয়া; দ্বিতীয়তঃ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেবালয়ের সম্পত্তি অপহরণ জন্য বিশ্বাস ঘাতকতা। যেটীর দিকেই দেখা যাউক হৃদয়ে ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হয়। ইহা ভিন্ন এই কাণ্ডের মধ্যে বোধহয় আরও অনেক লুক্কায়িত কথা আছে যাহা প্রকাশ হইল না। দেশের এক একটী কুলাঙ্গার পাষণ্ড ধনীর সন্তান মধ্যে মধ্যে যে নাটকের অভিনয় করিয়া থাকেন, মহান্তও সেইরূপ একটি অভিনয় করিয়া গেল; কেবল এলোকেশীর মৃত্যু ও নবীনের নির্ব্বাসন দেশের উপকথার মধ্যে গ্রথিত রহিল।

শুনিতে পাওয়া যায় বর্দ্ধমানের মহারাজা কাশীধামস্থিত মহান্তদিগের অধিপতির নিকট আর একজন মহান্ত নিযুক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করাতে আর একজন ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ সাধারণের গম্য তীর্থ স্থানের। ভার যাহাদের হস্তে রক্ষিত হয় তাহাদিগের চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কেবল তারকেশ্বরের কেন প্রায় সকল তীর্থ স্থানেরই এইরূপ

কীর্ত্তিত কথা মধ্যে মধ্যে কর্ণগোচর হইয়া থাকে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মনুষ্য মনুষ্যকে যত প্রতারণা করিয়াছে বোধ হয় জগতে এত প্রতারণা অন্য বিষয়ে হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা জুয়াচুরি প্রভৃতি নিবারণের জন্য আদালত, সেই আদালতেই মিথ্যা জুয়াচুরি প্রভৃতির যত প্রাদুর্ভাব। ধর্ম্ম সঞ্চয়ের জন্য তীর্থস্থান কিন্তু বোধ হয় এমন অধর্ম্মের জন্মভূমি আর নাই। মহারাজা যেন দ্বিতীয় মহান্ত নিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত না হন। যাহাতে ভবিষ্যতে মহান্ত আর যথেচ্ছ দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পথ না পায় এরূপ কতকগুলি নূতন কঠিন নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিন। যে স্থানে সর্ব্বদাই শত শত কুলাঙ্গনা যাতায়াত করিয়া থাকেন সেস্থানকে সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব ও সাধারণের বিশ্বাস যোগ্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

—:—

মুসলমানদিগের বিবাহ।

মুসলমান ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সহস্র প্রকার বিভিন্নতা আছে। বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন তাহার মধ্যে প্রধান। হিন্দুদিগের বিবাহ প্রণালী যেমন পরিষ্কার তেমনি পবিত্র। বিধবাবিবাহ এবং সন্ধিচ্ছেদ (ডাইভোর্স) প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, বিবাহ-জনিত সম্বন্ধ ও তদঘটিত দায়াদি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না। কে কাহার স্বামী, কে কাহার স্ত্রী এ সম্বন্ধে সংস্কার এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল যে তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু মুসলমানদিগের বিবাহ সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং আইন উভয়ই অত্যন্ত শিথিল। এই জন্য বিবাহ ঘটিত এত প্রকার বিবাদ ও গোলযোগ উপস্থিত হয় যে সেই সকল গোলযোগ নিবারণ করিবার জন্য কোন একটী উপায় অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যে কারণে পাট্টা দলীল প্রভৃতি রেজিষ্টরি করিতে হয় সেই কারণেই মুসলমানদিগের বিবাহ রেজিষ্টরি করা আবশ্যক হইয়াছে। মুসলমান রাজাদিগের সময় কাজীরা এই সকল বিবাহের সাক্ষী থাকিত। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রেও আছে যে একজন রাজপুরুষ উপস্থিত থাকিয়া এই কার্য্য হওয়া উচিত।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনাবশ্যক মনে করিয়া কাজী নিযুক্ত করিবার প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে মুসলমানদিগের অসন্তোষ এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবাদও গোলযোগ বৃদ্ধি হইয়াছে; সুতরাং মুসলমানদিগের বিবাহ প্রভৃতির রেজিষ্ট্রেশন করাইবার জন্য পুনরায় কাজী নিয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এক বিল উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা দ্বারা কাজীদিগকে নিযুক্ত করা হইবে এবং তাহার নিকট বিবাহ প্রভৃতি রেজিষ্ট্রেশন করা না করা মুসলমানদিগের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে। যদি গোলযোগ নিবারণের জন্য রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হয় তবে রেজিষ্ট্রেশন স্বেচ্ছাধীন রাখা হইল কেন? রেজিষ্ট্রেশনের অভাবে বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবাদ উপস্থিত হইলে অনেক বিপদে পড়িতে হয় দেখিয়া লোকে আপনা হইতে রেজিষ্ট্রেশন করিতে ইচ্ছুক হইবে এবং বিধর্ম্মীর নিকট রেজিষ্ট্রেশন করিতে যে আপত্তি ছিল তাহা চলিয়া যাওয়াতে অনেকের সেবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিবে, ইহাই কি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য? বলপূর্ব্বক সকলকে বাধ্য করিতে গেলে মুসলমানদিগের বিরক্তি বাড়িতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষেরা কি সেই আশঙ্কা করেন? যাহা হউক লোকদিগকে প্রকারান্তরে বাধ্য করিবার উপায় আছে। বিবাহ ঘটিত যে সকল মকদ্দমায় রেজিষ্ট্রেশন থাকিবে না তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে অনর্থক অধিক পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া যদি দণ্ডস্বরূপ কিছু কিছু জরিমানা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে লোকে আপনা হইতে রেজিষ্ট্রেশন করিতে ইচ্ছুক হইবে। সুযোগ্য সহকারী হিন্দু পেট্রিয়টও এই প্রকার প্রস্তাব করিয়াছেন।

—০—

সাউথ সুবারবান মিউনিসিপালিটী।

আমরা পুনরায় এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে বাধ্য হইতেছি। আরও যে কত বার বাধ্য হইতে হইবে তাহাও বলিতে পারি না। আমরা কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করি আমাদের কথাগুলি কি তাঁহাদের শ্রবণের অযোগ্য? একবার ত এই বিষয় লইয়া একটু আন্দোলন হইলে সকলে আশ্বাস দিলেন যে এদিকের ট্যাক্সদাতাদিগের আর অনুযোগ করিতে হইবে না। গড়িয়া রাজপুর, হরিনাভি প্রভৃতির টাক্সদাতারা স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটির জন্য আবেদন করিলেন। সভাপতি বলিলেন ৩০০০ হাজার টাকা মাত্র আয় লইয়া একটী স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হইতে পারে না। মিউনিসিপাল আইনের কোন ধারাতে এই কথাটী আছে আমরা জানি না। যদি তাহাই হয় আরও দুই একটী গ্রাম লইয়া কি একটী মিউনিসিপালটী করা যায় না? আট দশ বৎসর হইল এই সকল স্থান উক্ত মিউনিসিপালিটীর অধীন হইয়াছে, এতাবৎকালের মধ্যে পুলিস কাঁড়ী ভিন্ন এস্থানের টাক্সদাতারা মিউনিসিপালিটীর কোন

কার্য্য দেখিয়াছেন কি না, সন্দেহ। আমরা পুনরায় এক একটী করিয়া সেই কষ্টগুলির উল্লেখ করিতেছি।

১ ম। গড়িয়া রাজপুর হরিনাভি ও মালঞ্চ এই কয়গ্রামে বৎসরে প্রায় ৩০০০ হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে। ঐ ৩০০০ হাজার টাকার মধ্যে প্রায় ২২০০ টাকা পুলিস প্রভৃতিতে ব্যয় হয়। অবশিষ্ট প্রায় ৭০০।৮০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। আট দশ বৎসর এই রূপ টাকা উদ্বৃত্ত হইতেছে, কিন্তু এই আট দশ বৎসরের মধ্যে এদিকের রাস্তা ঘাটের জন্য ৪০০ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বেহালা প্রায় সহরের মত হইয়া গেল।

২য়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই বেহালা প্রভৃতি স্থান অপেক্ষা এই সকল গ্রামের ট্যাক্সদ[illegible] গুরুতর হারে ট্যাকস দিয়া থা[illegible]

৩য়। মিউনিসিপালিটী হইতে একজন ওভারশিয়ার ও কতকগুলি কুলী নিযুক্ত হয়। তাহারা এই দশ বৎসরের মধ্যে এদিকে একবার ও পদধূলি দেয় নাই!

৪র্থ। যে একটী মিউনিসিপাল ডিস্পেনসারি আছে, তাহা বেহালাতে। বেহালা এখান হইতে ৪।৫ ক্রোশ দুরে, উহাদ্বারা এদিকের ট্যাক্সদাতাদিগের কত উপকার দর্শিতে পারে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

আমরা অনেক চীৎকার করাতে কতদিনের পর, গুটিকত পুল প্রস্তুত করিবার জন্য ১৬০ টাকা হুকুম হইয়াছে। সেই টাকাতে আমাদের এখানকার সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চাঁদ ঘোষ কত কগুলি পুল প্রস্তুত করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ এখানকার ট্যাক্সদাতাদিগের আবেদনে সভাপতি আদেশ করিয়াছেন যে যদিও স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী না হয় উভয় স্থানের হিসাব আগামী বৎসর হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এই সংবাদ প্রথম শুনিয়া আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, যে বুঝি এ প্রদেশের টাকা এ প্রদেশেই ব্যয় হইবে কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নহে। স্বতন্ত্র করা নাম মাত্র। মিউনিসিপালিটীর সকল ব্যয়ের অংশ বহন করিতে হইবে। যে ব্যয়ে এ প্রদেশের উপকারের সম্ভাবনা, তাহা বহন করিতে সকলে প্রস্তুত। কিন্তু যেরূপ কর্ম্মে ব্যয় হইবার কথা হইতেছে তাহাতে এস্থানের ট্যাক্সদাতাদিগের কিছু মাত্র উপকার নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে মিউনিসিপালিটীর একটী আফিস বাটী ও একটী টাউনহাল হইবে। তাহা বেহালাতেই হইবে। কিন্তু তাহার অংশ এস্থানের ট্যাক্সদাতাদিগকে বহন করিতে হইবে। এস্থানের লোকদিগের মত যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে বেহালা অপেক্ষা আলিপুরে যাওয়া এখানকার লোকদিগের পক্ষে অধিক সহজ। বেহালাতে যাইতে অসুবিধা ভিন্ন সুবিধা নাই।

আমরা বাস্তবিক বলিতেছি আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি, অবিচার আর সহ্য হয় না। ট্যাক্স দিতে বিলম্ব হইলে লোকের দ্বার, জানালা, ঘটী, বাটী, গরু বাছুর বিক্রয় করা হয় অথচ দশ বৎসরের মধ্যে পথে ঘাটে এক মুষ্টি মাটি পড়িল না! ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্রামের অর্দ্ধেক লোক নির্ম্মূল হইল তথাপি দশবৎসরের মধ্যে একটী জল নির্গমের পথ প্রস্তুত হইল না। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ট্যাক্স দেয় তাহাদের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবহেলা। তাহা না হইলে আবার ন্যায় বিচার কি? এক সভার সভ্য বার জন, তাহার মধ্যে ৯।১০ জন বেহালার লোক। এদিকের দুইটী মাত্র সভ্য লওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে একজন আবার একয় গ্রামের কোনটীর অধিবাসী নন। এস্থানের দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী বারিপুরে তাঁহার বাস এই অল্প সংখ্যক সভ্য কতই করিয়া উঠিবেন।

আমরা গবর্ণমেন্টকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি যে ত্বরায় ইহার একটী উপায় করুন। নতুবা অবিচারের এক শেষ হইবে। নিতান্তই যদি স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী না হয়, সেই সভাপতি থাকুন, এদিক হইতে আরও কয়েক জন সভ্য গ্রহণ করা হউক; তাঁহাদের সহিত অন্য এক বারে আলিপুরে কমিটী বসুক। বেহালার সভ্যদের কমিটিতে উপস্থিত থাকিবার আবশ্যকতা নাই। এরূপে কি কার্য্য করা যায় না? আবেদনপত্র লইয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণরের নিকট উপস্থিত না হইলে কি এই ক্লেশের অবসান হইবে না? রিস সাহেবের বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক বলিয়া সুখ্যাতি আছে, আশা করি তিনি ইহার একটি উপায় করিবেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে গত বারে সুরেন্দ্র বাবুর মুক্তিলাভ সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছিলাম, তাহা জনশ্রুতি মাত্র। সুরেন্দ্র বাবু এখনও সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেন নাই। কিন্তু অনেকের সংস্কার যে তিনি মুক্তিলাভ করিবেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষের উকীল ওকিনেলি বলিয়াছেন যে তিনি কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না। সুরেন্দ্র বাবুর বিশ্বাস যে তিনি মুক্তি লাভ করিবেন। আমাদেরও আন্তরিক ইচ্ছা যে তিনি অব্যাহতি পান।

পুস্তক-প্রাপ্তি।

আমরা বহুদিন হইতে কতকগুলি পুস্তক ও পত্রিকা পাইয়াছি। স্থান সমাবেশ না হওয়াতে, এতদিন তাহা স্বীকার ও সমালো

চনা করিতে পারি নাই গ্রন্থকারও সম্পাদকগণ আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন না।

(১) পূর্ণশশী। মাসিক পত্র ১ম খণ্ড সারস্বত যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহাতে প্রকাশকের নাম নাই। ইহাতে বাসগৃহ কল্কিপুরাণ, লাইকরগস, মলালন, প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। দুইটী কবিতাও আছে এবং ইহা ভিন্ন পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধেও দুই এক কথা আছে। আমরা এই পত্রিকা খানির স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া দেখিলাম লেখকের বাঙ্গলা লিখিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু পাঠ করিয়া মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের উপকার হয় এমন অধিক পদার্থ নাই। বাসগৃহ বিষয়ক প্রস্তাবটী ভাল লাগিল

(২) জ্ঞানাঙ্কুর। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কর্তৃক সম্পাদিত। এখানি সর্বাংশে প্রীতিজনক হইয়াছে। ছাপা উৎকৃষ্ট বিষয়গুলিও উত্তম। যতগুলি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে সকল গুলিতেই চিন্তাশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহার বিশেষ আদর করি। দেশের লোকের চিন্তা শক্তির উদ্রেক করা, রুচি পরিষ্কার করা প্রভৃতি এই সকল পত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমরা এই মাসিক পত্রিকা খানি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। দেশে এইরূপ পত্রিকা বহুল পরিমাণে প্রচার হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক একজন প্রতিভাশালী লোক, আমরা মনে করিয়াছিলাম তাঁহার পত্রিকার সমকক্ষ হওয়া সহজ নহে। কিন্তু আমরা জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদককে উৎসাহ দিতেছি, তিনি আরও পরিশ্রম ও যত্ন করুন বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। বিষয় গুলির এক একটী করিয়া সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

(৩) অবকাশ তোষিণী, এখানিও মাসিক পত্র ও সমালোচন। ইহাতেও চিন্তার উৎকর্ষকারী দুই একটী বিষয় দেখা গেল।

(৪) অশ্লীলতা নিবারণী সভার রিপোর্ট। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্বে বলিয়াছি।

(৫) সাহিত্য মঞ্জরী। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ঢাকাযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র। ইহাতে বহুবিধ বালকদিগের শিক্ষোপযোগী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেক গুলি কবিতাও আছে। গ্রন্থকার এখানিকে বালকদিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী করিয়াছেন। বাঙ্গলা স্কুল সমূহের প্রথম শ্রেণীতে এই সকল পুস্তক পড়াইলে বালকদিগের অনেক জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইনস্পেক্টরেরা এইরূপ পুস্তক সকল যদি পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট করেন তাহা হইলে উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইংরাজী রীডারের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাতে এইরূপ কতকগুলি পুস্তকের অভাব ছিল ক্রমেই তাহা দূর হইতেছে।

(৬) গতবারের বেঙ্গল ম্যাগাজিন। ইহাতে অতি সুন্দর ইংরাজীতে অনেকগুলি সারগর্ভ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। "উহার, নামে কি?" প্রস্তাবটী সেলামপ্রিয় সাহেবদিগের পাঠ করিলে উপকার হয়।

বিবিধ সংবাদ।

২৪ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

তারকেশ্বরের মহান্ত ঘানি টানিতে না পারাতে তাহাকে গঙ্গা হইতে জল তুলিতে দেওয়া হয়, তাহাও পারিয়া উঠেন নাই। এক্ষণে তিনি হুগলীর হাসপাতালে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন। মিরর শুনিয়াছেন মহান্ত জেলে সরিসা ভাঙ্গিয়া যে তেল প্রস্তুত করিয়াছেন জেলের অধ্যক্ষ ঐ তেল নাকি ৯ টাকা সের বিক্রয় করিতেছেন। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক অন্যান্য মহান্ত, তীর্থ স্থানের পাণ্ডা ও পল্লীগ্রামের অনেক ধনী সন্তানের উক্ত তৈল সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

গঙ্গার উপরে যে সেতুটী হইতেছে, লাড ফোর্ড লেসলি সাহেব বলেন, উহা ১৮৭৪ অব্দের জুন মাসে সম্পূর্ণ হইবে। সেতুটীর প্রারম্ভে ত দুই জন ইউরোপীয় জীবন হারাইয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ হইতে কয় জনের জীবন সংহার হয় বলা যায় না।

বারাণসীর হরিশ্চন্দ্র নবীনের ক্ষমার জন্য তত্রত্য প্রায় ১০০ লোকের স্বাক্ষর করাইয়া লেপটনণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি অনেকেই নবীনের দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, কিছু কাল বিলম্ব করিয়া যদি সকলে মিলিয়া দরখাস্ত করিতে পারিতেন কাম্বেল সাহেব বোধ হয় কখনই অগ্রাহ্য করিতেন না, কয়েকজন অধীর প্রকৃতি লোকের দোষে সমুদায় নষ্ট হইল। এখন আর আবেদনে ফল হইবে আমাদিগের এমন বোধ হয় না।

এ পর্য্যন্ত কলিকাতার সেরিফের পদে কোন এদেশীয় নিযুক্ত হন নাই, সম্প্রতি মানকজী রুস্তমজীকে এই পদ দেওয়া হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম কলিকাতার ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর পুত্র এচ. এল. আর গুডিব চক্রবর্ত্তী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ডাক্তার ক্রম্বি ফেরার সাহেবের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত মেডিকেল কালেজের সার্জ্জরির প্রতিনিধি অধ্যাপক হইবেন।

কলিকাতায় চাউলের মূল্য অপেক্ষাকৃত সস্তা হইয়াছে। যে চাউল ৩।৵ হইতে ৩॥৵ পর্য্যন্ত মণ বিক্রীত হইতেছিল, উহার মূল্য এক্ষণে ৩ টাকা ৩॥ টাকা দাড়াইয়াছে।

কাবুলের আমীর পারস্যের সম্রাটের ন্যায় আপনাকে আফগানস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। মুদ্রাদিও তদনুসারে প্রস্তুত হইতেছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র আকুব খাঁকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা জানকে উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ এই আমীর আবদুল্লা জানের মাতার একান্ত বাধ্য। এইরূপ বাধ্য বাধকতা বহু অনর্থের মূল হয়।

জারকটের প্রিন্স আজিম জার এই বৃদ্ধ বয়সে যেরূপ পীড়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জীবন সংশয়।

২৫ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

এক ব্যক্তি আমাদিগকে লিখিয়াছেন "দমদমার নিকটবর্ত্তী গোপালপুর নামক গ্রামের পরাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাহার পুত্র কালীপূজার দিন একটী বিধবাকে গুরুতর

রূপে প্রহার করেন, দমদমার কাণ্টোনমেণ্ট ম্যাজেষ্ট্রেট উহাদের ২০ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন এবং ছয় মাসের জন্য শান্তিরক্ষার্থ ৫০০ টাকার মুসলকা লইয়াছেন। সুলভ পত্রে এই বিষয়টী প্রচারিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী প্রাণচন্দ্রের (সহোদরা ?) ভগিনী। এমন অবস্থায় সম্পাদকের তাহাকে "অসহায় বিধবা" বলিয়া নির্দ্দেশ করা ভাল হয় নাই। যাহা হউক ইহাদের অত্যাচারে গ্রামে ভদ্রলোকের বাস করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন, কেবল গ্রামের লোক নয়, কালয়র সাহেবও যে ইহাদিগকে কিরূপ চিনিয়াছেন, তাহা তাঁহার রায়েতেই প্রকাশ পাইয়াছে। মুসলকা ও জরিমানা দিয়াও ইহাদিগের কড়া পড়িয়া গিয়াছে। কলিয়র সাহেব এই দুষ্ট মহাত্মার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এই আমাদের প্রার্থনা"। সংবাদটী মন্দ কৌতুকাবহ নহে। প্রহারকর্ত্তা ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রহৃত, ভগিনী ও পিসি! মারপিট কালী পূজার দিন, ইহাতে আমাদের কেমন কেমন লাগিতেছে। পিসিটীকেও স্নান যাত্রার পিসি বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক ভদ্র সমাজে এরূপ ঘটনা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই।

২৬ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

[illegible] হাইকোর্টে পুনরায় মকদ্দমের আপীলের আরম্ভ হয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ [illegible] পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের কাউন্সিলের [illegible] হয়। বিচারপতিগণ বলিয়াছেন [illegible] রায় প্রকাশ করিবেন। বিচার [illegible] আদালত লোকে পরিপূর্ণ

[illegible] মাসের মধ্যে কলিকাতা হইতে [illegible] চাউল বিদেশে রপ্তানী ১২৭৯ অব্দে ১৫৮৭৮০৪ টাকার [illegible] হিসাবে এবার ৮৮৪৯৩ [illegible] রপ্তানী হইয়াছে।

[illegible] কমিশনর রিবেট কার্নাক সাহেব কত শস্য পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহা বঙ্গদেশে পাঠাইবার সহজ উপায়ই বা কি তাহার অনুসন্ধানার্থ পঞ্জাবে ভ্রমণ করিতেছেন।

চন্দন নগরের গবর্ণর বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য কিছু টাকা রাখিবার জন্য পণ্ডিচরির গবর্ণরের অনুমতি প্রার্থনা করেন, চন্দন নগরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই এই বলিয়া তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। এটী নিতান্ত স্বার্থপরতার কথা হইয়াছে।

আগামী ২০ এ ডিসেম্বর শনিবার গবর্ণমেণ্ট হাউসে লার্ড নর্থব্রুকের এক লেভি হইবে।

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, "ভারত বর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির কার্য্য কিরূপ সুচারু পূর্ব্বক চলে তাহার বিবরণ বোম্বাইর এক খানি ইংরাজি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারিকে কোন পত্র লিখিলে ১ ম ইহা একজন খুলেন, (২) এক জনে উহা এক খানি বহিতে কাপি করেন, (৩) তৎপর এক ব্যক্তি উহা আর এক খানি বহিতে তোলেন, (৪) তৎপর এক ব্যক্তি এ পত্র যে বিভাগের তাহার সেক্রেটারির নিকট অর্পণ করেন, (৫) তৎপর এক ব্যক্তি ইহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখেন। কিছুদিন পরে ইহা একটী কমিটিতে অর্পিত হয় (৬) তৎপর ইহা অপর আর একটী কমিটিতে অর্পণ করা হয় তাহারা ইহাতে স্বাক্ষর করেন (৭) পুনর্ব্বার উহা সেক্রেটারির নিকট প্রেরিত হয় তিনি ইহা তাহার সহকারীকে দেন (৮) তিনি ইহা নকল করিবার নিমিত্ত আর এক জনকে দেন (৯) তিনি নকল করিয়া আসিষ্টাণ্টকে প্রত্যর্পণ করেন (১০) আসিষ্টেণ্টের প্রধান ক্লার্ক ইহা পরীক্ষা করেন (১১) ইহা লেফাফার মধ্যে পুরেন (১২) পিয়নকে দেন (১৩) পিয়ন উহা ডাক ঘরে দেয়! আমরা সেক্রেটরির কার্য্য সৌকর্য্যের নিমিত্ত ভাবিতেছিলাম যে ইহার মধ্যে আর গুটি কয়েক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা যায় কিনা, কিন্তু সেক্রেটারির এবিষয় এরূপ ক্ষমতা যে তিনি কোথায় একটু ফাঁক রাখেন নাই।

—প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত অনেক গুলি দ্বীপ আছে। সেখানে নানা প্রকার বন্যজাতি বাস করে। কাপ্তেন সিমসন নামক একজন ইংরেজ ইহার একটি দ্বীপ প্রত্যক্ষ করিয়া উহার একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে স্থানটির বিষয় লিখিয়াছেন, উহা ৮০০ ফিট উচ্চ একটি পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। সেখানে উঠিয়া তিনি প্রকাণ্ড গাছ দেখিতে পান। ঐ গাছের শাখার উপর তথাকার লোকেরা ঘর বাঙ্কিয়া বাস করে। এক একটি গৃহ মাটি হইতে ১০০।১৫০ ফুট উচ্চ। লতার এককপ শিড়িদ্বারা এই গৃহে আরোহণ করিতে হয়। গৃহগুলি দেখিতে সুন্দর ও দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত। এক একটি গৃহে ১০।১৫ জন লোক থাকিতে পারে। গাছের নীচে আবার একটি গৃহ বান্ধা থাকে। এখানে দ্বীপবাসীরা দিনের বেলা অবস্থান করে, রাত্রে বৃক্ষের শিরোদেশস্থিত গৃহে বাস করে। এখানকার লোকেরা সম্পূর্ণ অসভ্য। ইহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া যে যাহাকে পায় সেই তাহাকে খুন করে ও শত্রুর মস্তক দ্বারা গৃহ শোভন করে। কাপ্তেন সিমসন একজন প্রধান ব্যক্তির বাটি গমন করেন। সেখানে তিনি ২৫ টী মনুষ্য মস্তক ঝুলিতেছে দেখিতে পান। ইহারা শত্রুর মাংস ভক্ষণ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা খাট চুল ও পুরুষেরা লম্বা চুল রাখে।

২৭ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

শিবপুরে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেক লোক মারা পড়িতেছে। যাহারা জীবিত থাকিতেছে তাহারাও [illegible] প্লীহা প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছে। আমরা শুনিয়া [illegible] প্রীত হইলাম শিবপুর নিবাসী বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় এই সময়ে হোমিওপেথি চিকিৎসা দ্বারা চতুর্দ্দিকের লোকের যথেষ্ট উপকার করিতে

ছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পর্য্যন্ত ইহাঁর চিকিৎসার প্রশংসা করিয়াছেন।

বিচারপতিদিগের বিচারে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ মার্শাল ব্যাজেনের অবমাননা ও প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবন সংশয় হইয়াছিল তাঁহার কতক উপশম হইয়াছে।

ডাক্তার ম্যাকনামারা জয়পুরের রাজার চক্ষুরোগ আরোগ্য করাতে রাজা তাঁহাকে নগদ ১৫ হাজার ও কতকগুলি জহরত ও একখান তরবার পুরস্কার দিয়াছেন। রাজা ম্যাকনামারার প্রতি এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যে তিনি আসিবার সময় তাঁহাকে আমলা বর্গ সহিত রাজবাটীর বহির্ভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া আগাইয়া দিয়া যান।

মিরর বলেন, কাম্বেল সাহেব কখন ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন এখনও তাহার স্থিরতা নাই। ইতি মধ্যে টেম্পল সাহেব একবার বাটী বেড়াইয়া আসিবেন। পিয়োনিয়র কলিকাতা হইতে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অবধি কাম্বেল সাহেব পদত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং লার্ড নর্থব্রুককে বলিয়াছেন, যতদিন আবশ্যক হয়, তিনি পদস্থ থাকিতে প্রস্তুত আছেন। এ সময় কাম্বেল সাহেব বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ না করেন সকলেরই ইচ্ছা।

২৮ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

গত কল্য এ অঞ্চলে বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, যে বৃষ্টি হইয়াছে, উহা সময়ে হইলে উত্তম ফসল জন্মিত। এই বৃষ্টি কতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে, এখনও জানিতে পারা যায় নাই, ইহাতে রবিশস্যের উপকার হইবে বটে কিন্তু যে সকল কাটা-ধান ক্ষেত্রে রহিয়াছে এবং যেগুলি পাকিয়াছে, তাহার অনিষ্ট করিবে। লোকে যে বলে "পাকাধানে মই" তাহাই ঘটিয়াছে।

অদ্য লার্ড নর্থব্রুক কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। অপরাহ্ণ ৪—১৫ মিনিটের সময় আর্ম্মানি ঘাটে অবতীর্ণ হন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ১৪ গণিত রেজিমেণ্টের সেনাগণ রেলওয়ের ঘাটে এবং বলণ্টিয়ারেরা গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য রেলওয়ের ঘাটে বহু সংখ্য লোক সমবেত হয়। তিনি যখন গাড়িতে যাইতে লাগিলেন, দর্শকগণ সেলাম করিতে লাগিল, তিনিও টুপি খুলিয়া সহাস্য বদনে সেলাম করিতে করিতে গমন করিলেন। এ সময়ে নর্থব্রুক রাজধানীতে আগমন করাতে সকলেই আনন্দিত ও আশ্বাসিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে, অনাহারে দুই একটী লোকের মৃত্যু সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে আর সংশয় করা উচিত হয় না, এক শস্যক্রয় দ্বারা অজন্মনিবারণের যে চেষ্টা হইতেছে তাহা সম্যক ফলোপধায়ী হইবে আমাদিগের এমন বোধ হয় না। অনেকে আশা করিয়া আছেন লার্ড নর্থব্রুক রাজধানীতে আসিয়া বিদেশীয় বন্দরে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবেন। তিনি পূর্ব্বে এ অভিপ্রায় প্রকাশও করিয়াছিলেন যে আবশ্যক হইলে রপ্তানী বন্ধ করিবেন; এক্ষণে যে সেই আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব লোকে যে আশা করিতেছেন, আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাদের সেই আশা পূরণ করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা।

তারকেশ্বরের মহান্ত ব্যভিচার দোষে দোষী হওয়াতে বর্দ্ধমানের রাজা বারাণসীস্থ মহন্তদিগের প্রধানকে তারকনাথের মন্দিরে আর একজন নূতন মহান্ত নিয়োগের জন্য লিখেন, ঐ পদে একজন নূতন মহান্তও নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজার জনৈক পূর্ব্বপুরুষ এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এবং তারকনাথের সেবার্থ অনেক ভূমি দান করিয়া যান। দুঃখের বিষয় এই, ঐ সকল ভূমির উপস্বত্ব তারকনাথের না হইয়া মহান্তের সেবার্থই পর্য্যবসিত হইয়া আসিতেছিল। তারকনাথের আয় অল্প নয়, যাহাতে উহার সদ্ব্যয় হয় তাহার একটী ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বোম্বাই গেজেট বলেন একটী ব্রাহ্মণ বিধবা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাঁহার কোন স্বজাতীয় যদি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, আবেদন করিবেন। সুপারিস চলিবে?

২৯ এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

নেপাল হইতে পূর্ণিয়ায় চাউল আমদানী হইতেছে।

কাছাড়ের ন্যায় সিলেটেও ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে।

বাদুড় ও বন্য বরাহে পূর্ণিয়ায় অনেক শস্য নষ্ট করিতেছে। এবার এদেশের শস্যের প্রতি নিতান্তই শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

নদীয়াতে পানীয় জলের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, কয়েকজন জমীদার যে জলকষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিলেন বোধ হয় তাহা সত্য হইল। এবার দুর্ভিক্ষ একাকী বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতেছেন না।

বঙ্গদেশের ন্যায় জাবা দ্বীপে দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পঞ্জাব হইতে নিম্ন প্রদেশ সকলে শস্য প্রেরণের উদ্যোগ হইতেছে।

পাবনায় জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

বঙ্গদেশে রপ্তানী করিবার জন্য পুরীতে চাউল ক্রয় আরম্ভ হইয়াছে, মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে এক স্থানের দরিদ্র দলের কষ্ট বৃদ্ধি করিয়া অপর স্থানের দরিদ্র দলের কষ্টের লাঘব করা হইতেছে মাত্র।

কতকগুলি ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক এই দুর্ভিক্ষের পরিণামে দ্বিতীয় বার এদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কা করিয়াছেন। যাহারা সর্ব্বদা বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখেন ইহারা বোধ হয় সেই দলের লোক হইবেন।

সিলেট হইতে কলিকাতা পাটনা ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে চাউল রপ্তানী হইতেছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে পালমল গেজেট গ্লোব টাইম্স সাটর্ডে রিবিউ

এবং স্পেক্টেটর প্রভৃতি সংবাদ পত্রে বড় বড় প্রস্তাব লিখিত হইতেছে।

বাঁকুড়া হইতে পাটনায় চাউল রপ্তানী হইতেছে। ১৯ এ নবেম্বরের পূর্ব্ব সপ্তাহে ১২৪৩০ মণ চাউল আসিয়াছে।

মালদহ রঙ্গপুর এবং সাঁওতাল পরগণে মজুরেরা কাজের জন্য বড় ব্যগ্র হইয়াছে। কুচবিহার হইতে রঙ্গপুরে চাউল রপ্তানী হইতেছে।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, জঙ্গলপুরের একজন তহসিলদারের স্ত্রী এককালে দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন, চারিজনের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত আছে। প্রসবের পর প্রসূতিরও মৃত্যু হইয়াছে।

নদীয়ায় এবং রঙ্গপুরে ৩৷৷০ হইতে ৪ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের মণ বিক্রীত হইতেছে। বগুড়ায় টাকায় ৮০ সিক্কা ওজনের ১৫ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। বালেশ্বরে মোটা চাউল ১৷৷/ মণ বিক্রীত হইতেছে।

মুঙ্গেরে লোকের খাদ্য ও কাজ যোগাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে লোকের কতক আশ্বাস জন্মিয়াছে। ব্যবসায়ীরাও বুঝিতে পারিয়াছে যে শস্য জমাইয়া রাখা অপেক্ষা শস্য বিক্রয় ও আবার নূতন আমদানী করাতে লাভ আছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

ঢাকা—কোন কোন বিভাগে আট আনা ধান্য পাইবার সম্ভাবনা অপরাপর স্থানে তিন চারি আনা পাওয়া যাইতে পারে। বীরভূম, [illegible] ধান্য ভাল বোধ হয়। [illegible] ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, [illegible] হয় নাই। মেদিনীপুর, [illegible] বৃষ্টি হওয়াতে অপরাপর [illegible] ক্ষতি হইয়াছে। হুগলী, [illegible] তিন আনা, তদ্ভিন্ন বার আনা পরিমাণ ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। হাবড়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। প্রায় আট আনা পরিমাণে ধান্য জন্মিয়াছে। তাহাতেই অত্রস্থ অধিবাসীদিগের একবৎসর ভালরূপে চলিতে পারে। নদীয়া সেইরূপই আছে। আড়াই টাকা চাউলের মণ বিক্রয় হইতেছে। জলকষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। যশোহর—চাউলের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। দিনাজপুর ইক্ষু সুন্দর রূপ জন্মিয়াছে। মালদহ আমন ও হৈমন্তিক ধান্য কর্ত্তন করা হইয়াছে কিন্তু চাউলের দর কমে নাই। রাজসাহী নিম্ন ভূমিতে ধান্য পাইবার সম্ভাবনা কিন্তু উচ্চ ভূমির সমস্ত ধান্য জলাভাবে শুকাইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে দরও বৃদ্ধি হইয়াছে। রঙ্গপুর, ধান্য ছয় আনা পরিমাণ পাওয়া যাইবে; কিন্তু অপরাপর শস্য মন্দ নয়। এবং চাউলের দর ৩৷৷ হইতে ৪ টাকা পর্য্যন্ত রহিয়াছে। বগুড়া চাউল টাকায় ১৫ পোনের সের বিক্রয় হইতেছে। দারজিলিং, দশ আনা পরিমাণ ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। চাউলের দরও কমিয়াছে। জলপাইগুড়ি ঐ রূপ। সিলেট অধিক ধান্য রপ্তানি হওয়াতে চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে কমিয়া আসিতেছে। কাছাড়ে ধান্য ঐরূপ। নওয়াখালি আউস ধান্য উত্তমরূপ জন্মিয়াছে, কিন্তু পঙ্গপাল পড়িয়া স্থানে স্থানে বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। পুরী—রপ্তানি হওয়ায় চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। হাজারিবাগ—পঙ্গপালে শস্যের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। লোহার ডাগা, দশ আনা পরিমাণ ধান্য জন্মিতে পারে। সিংহ ভূম—৷৷৹ আনা রকম ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। নিম্নভূমিতে আরো অধিক পাইবার সম্ভাবনা। মানভূম, নয় আনা পরিমাণ ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। ইক্ষুর চাষ সুন্দররূপ হইয়াছে। আসাম ও তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বতীয় স্থান সমূহে ধান্য মন্দ নয়।

ইংলণ্ডে ভারী দুর্ভিক্ষের কথা প্রচার হওয়াতে প্রায় সকলেই সেই কথা আন্দোলন করিতেছেন, যাঁহারা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ছিলেন তাঁহারা স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতেছেন। সম্প্রতি সার বার্টল ফ্রিয়ার টাইমস পত্রিকাতে জেনারেল ব্যালফোরের একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "প্রিয় সার বার্টল! দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদ দেওয়া আমার পত্র লেখার উদ্দেশ্য। ১৮৩৩ সালে মান্দ্রাজে যে দুর্ভিক্ষ হয় এবং তৎসম্বন্ধে পবলিক ওয়ার্ক কমিশন বসে, আমি তাহার একজন ছিলাম। আমরা ১৮৭৩ সালে পার্লেমেণ্ট মহা সভায় এক রিপোর্ট অর্পণ করি; তাহাতে তুমি সেই দুর্ভিক্ষের বিবরণ দেখিতে পাইবে। **** সমুদায় দেখিয়া ও শুনিয়া আজি যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা এই; ১৮৩৩ সালে প্রজাদিগকে আপন আপন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আসিতে দেওয়া ভ্রম হইয়াছিল; কারণ মান্দ্রাজে এত লোক উপস্থিত হইয়াছিল যে তাহাদের রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যবহির্ভূত হইয়া পড়ে। যেখানে আর্টিলারি থাকিত, সেখানে আমরা যে কাঁজি বিতরণ করিয়া অনেককে রক্ষা করিয়াছিলাম। **** আমি অকুণ্ঠিত ভাবে বলিতে পারি যে লোকে সচরাচর দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহার অনেকগুলি ভ্রম সঙ্কুল। কেবল কতকগুলি ইউরোপীয়কে বড় বড় বেতন দেওয়া হইয়াছিল এবং কার্য্যও ভাল হয় নাই। বিশেষ কতকগুলি লোক লইয়া কার্য্য করা বড় কঠিন। বাঙ্গলা দেশে লক্ষ লক্ষ লোককে এইরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে ভাবিলে প্রভূত ক্ষমতাশালী, কার্য্যদক্ষ লোকের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়।

এতদ্ব্যতীত পবলিক ওয়ার্ক দ্বারা অনেকে মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন। ** যদি পরিশ্রম করিতে না হয় তাহা হইলে মানুষ পরিশ্রমের অবস্থার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র দ্রব্যে প্রাণ ধারণ করিতে পারে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে খাদ্য-দ্রব্য লইয়া যাওয়ার অসুবিধা পূর্ব্বে দূর করা উচিত;

কার্য্য আরম্ভ করিলে হয়ত দ্বিগুণ কিম্বা তিনগুণ দ্রব্য লইয়া যাইতে হয় সুতরাং সেই অসুবিধা বর্দ্ধিত হয়।

তুমি মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় রিপোর্ট দেখিলেই জানিতে পারিবে যে দুর্ভিক্ষের সময় গো মহিষ প্রভৃতি অনেক মারা পড়ে সুতরাং পর বৎসর চাষ করিবার ও অনেক ব্যাঘাত হয়।

আমার বক্তব্য এই সকল জমিদারেরা আপন আপন জমিদারিতে যান সেখানে সমুদায় সময় উপস্থিত থাকিয়া প্রজাদের রক্ষা করুন। কেহ যেন প্রাণ পরিত্যাগ না করে। ব্রাহ্মণ দিগকে কাঞ্জী প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করা হউক।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কার্য্য দ্বারা সাহায্য করিবার চেষ্টা ভ্রম; কারণ ১৮৩১ সালের দুর্ভিক্ষে আমি অনেক ব্যক্তিকে খাদ্য দ্রব্য হস্তে করিয়া মরিতে দেখি য়াছি। ** ”

[illegible] হইতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম আসিয়াছে।

গত কল্য ডিউক অব আর্গাইল লর্ড নর্থ ব্রুকের ৩০ অক্টোবরের পত্রের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে দুর্ভিক্ষের সময় অপর সময়ের ন্যায় বাণিজ্যের চেষ্টার উপর নির্ভর করা যায় না। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিতেছেন যে লোকের কষ্ট নিবারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক উক্ত গবর্ণমেণ্ট করিতে পারেন। রপ্তানী বন্ধ করা অপেক্ষা বিদেশ হইতে শস্যের আমদানী করা তাঁহার অধিক অনুমোদিত। ”

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন বালুচরের জমিদার রায় লক্ষ্মীপত সিংহ বাহাদুর তাঁহার রঙ্গপুর ও দিনাজপুরস্থ প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি যথেষ্ট পরিমাণে চাউল ক্রয় করিয়া রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন; এই সকল চাউল তিনি যথা সময়ে প্রজাদিগকে বিক্রয় করিবেন। তাহারা বৎসরের সেই সময়ে সচরাচর যে দরে চাউল ক্রয় করে সেই দরে তাহারা ক্রয় করিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানের প্রজাদিগকে এ বৎসরের খাজনা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, এবং কেবল তাহা নহে তাহাদিগকে বিনাসুদে টাকা কর্জ্জ দিবার আদেশ করিয়াছেন। এই শুভ সংকল্পের জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন।

গড় সাহাবন্দরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীচন্দন ভূঁয়া চন্দ্ররায় গত ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদিগের সাহায্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা লাভ করেন। এবারেও তিনি প্রজাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এখন হইতে চাউল ক্রয় করিয়া গোলাযাত করিতেছেন।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ৩১ শে জানুয়া [illegible] ০০০০০ মণ চাউল ক্রয় করি [illegible] ইয়াছেন। এই সকল চাউল দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের কষ্টের উপশম করিবার জন্য বিতরণ করা হইবে। ইহার মধ্যে ৪০০০০ মণ কলিকাতা হইতে ক্রয় করিবার সংকল্প আছে। ১৬০০০ মণ ইতি মধ্যেই ক্রয় করা হইয়াছে। ঢাকার কমিশনর পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে ১০০০০০ মণ ক্রয় করিবার চেষ্টায় আছেন। অবশিষ্ট ১৫০০০০ মণের জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহাজন দিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

এবারে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদে ইংলণ্ডে লোকের আহারোপযোগী চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং কলিকাতার প্রত্যেক বাজারে আতপ চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ঐ চাউল রপ্তানী করা হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন সার আর্থর কটন গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে ভাবী দুর্ভিক্ষে অনুমান ২ কোটি লোকের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। দুই কোটি লোকের অন্ন দিতে প্রতিদিন অন্ততঃ ৪২০০০০ মণ চাউল আবশ্যক; রেলওয়েতে প্রতিদিন ১৪০০০ মণ মণ মাত্র বহন করা যাইতে পারে। অতএব ইণ্ডিয়া আফিস যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সময়ে অর্থ ও ক্ষমতা দিতেন তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গল হইত।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

এডোয়ার্ড গ্রে যিনি এখন ছুটী লইয়াছেন মেডক সাহেব যে দিন হইতে কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন সেই দিন হইতে দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইবেন।

ডবলিউ লি, এফ, রবিন্সন সাহেব [illegible] ভিন্ন রাজসাহী বিভাগের রিলিফ কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। তিনি আরও দিনাজপুর রঙ্গপুর বগুড়া মালদহ এবং রাজসাহী বিভাগে দুর্ভিক্ষ বিষয়ক তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা পাইলেন। এবং ১৮৭০ সালের ১০ আইন মতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং কালেক্টরের কার্য্যও [illegible]বেন।

[illegible]রের আসিষ্টাণ্ট কমিসনর কাপ্তেন আর্থর [illegible]কিন্সিন সাহেব শিবসাগর সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

কা[illegible] আসিষ্টাণ্ট কমিসনর মেজর ই, ওয়াই, [illegible]কোট সাহেব আসামে বদলী হইলেন। এবং লক্ষ্মীপুর সদর ষ্টেসনে স্থাপিত হইলেন।

নওয়াখালীর সব রেজিষ্টার বাবু কমলাপ্রসন্ন মজুমদার সব ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু তারিণী শঙ্কর রায়ের পরিবর্ত্তে (যিনি এক্ষণে কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন।) রাজসাহীর কানন [illegible] বাবু নলিনচন্দ্র রায় কিছুদিনের জন্য পাবনা বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

বাবু ঈশানচন্দ্র সেন কিছুদিনের জন্য মালদহ বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেটীব সিবল সার্বিস পাস করিতে হইবে।

জর্জ্জ, ই, ম্যাক্লিন্টি সি, এস, রাজসাহী বিভাগের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্য্যে উপ[illegible] যত দিন না মৌলবী মহম্মদ [illegible] উপস্থিত হইতেছেন তত দিন বাবু রাজকিশোর নারায়ণ সারণ বিভাগে সিওয়ানে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

যশোহরের সহকারি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, জেম্স ওডনেল এম, এ, ঐ জেলার [illegible] দহ বিভাগের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় (যিনি ঝিনিদহ বিভাগে কিছুদিনের জন্য ছিলেন) এক্ষণে যশোহরের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী বীরভূমে বদলী হইলেন।

আর্থর বেয়ার সাহেব রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন।

মষ্টর হেনরি ফেঙ্ক সাহেব যশোহরে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেন্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

হিলি সাহেবের অনুপস্থিতি কালে রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের একটিং ইনিস্পেক্টর জেনরল টি, ফাঙ্ক বিগনল ডি বি, এ, সাহেবকে আরও জেল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনেরলের কার্য্য করিতে হইবে।

একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বগুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সভ্য হইলেন।

সার্জ্জন উইলিয়ম হেনরি গ্রেগ এম, বি, ডাক্তার ফকিরচাঁদ ঘোষকে অবসর দিবার নিমিত্ত দিনাজপুরের সিবিল সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায়ের অনুপস্থিতি কালে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু চন্দ্রনাথ বিশ্বাস জাহানাবাদে ইনিস্পেক্টিং মেডিক্যাল আফিসরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার চন্দ্রনাথ বিশ্বাসের কার্য্যোপলক্ষে অনুপস্থিতি-সময়ে, তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন তারিণীচরণ পাল কাটওয়া বিভাগের ও সেই স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নবগোপাল ঘোষাল দরভাঙ্গা দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত আরা দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হইলেন।

—•◎•—

বালেশ্বর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

১। উড়িষ্যার শস্যের অবস্থা কোন কোন সংবাদ পত্রে যেমন অবগত হওয়া যায়। অনেক স্থানের ক্ষেত্রে তেমন দেখিতে কি শুনিতে পাওয়া যায় না। শস্যের অবস্থা ভাল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ উত্তম নহে। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা ন্যূনকল্পে অনুমান করিতেছি, সর্ব্ব সাকল্যে সিকি অংশে শস্য হানি হইয়াছে। যেসকল ধান্য বর্ষার অল্পাংশ ভোগ করিয়াছিল, তাহারা সারবান হইয়াছে, কিন্তু যাহারা সে সময়ে মাতৃগর্ভে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা, কেবল শিশিরদ্বারা পুষ্ট অর্থাৎ সারবান হইতে পারে নাই, আগড়া রূপে পরিণত হইয়াছে। বাহিরে খোষা আছে বটে, কিন্তু ভিতরে কিছুই নাই। ইহা দেখিয়াই বোধ হয়, শস্যের অবস্থা সম্পূর্ণ উত্তম বলিয়া অনুমান হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, বহির্গত ধান্যের মধ্যে অনেকাংশ অসার অর্থাৎ আগড়া। এমতাবস্থায় যদি শস্যের রপ্তানী বন্ধ না হয়, তাহা হইলে উড়িষ্যার দুরবস্থার সীমা থাকিবে না। অন্যান্য বৎসর (যেবৎসর ফসল হইয়া থাকে) এমন সময়ে আমাদের এদিগে টাকায় সওয়া মণ কখন দেড় মণ চাউল ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন টাকায় ৵১৪ চব্বিশ সের চাউল পাওয়া যাইতেছে না। বিক্রেয়ীর সুবিধা দেখিয়া সকলে ধান্য ছাড়িয়া দিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ধান্য যে সকলের কি অধিকাংশের সঞ্চিত আছে, তাহা নহে, এক গত দুর্ভিক্ষ আজিও জর্জ্জরীভূত করিয়া রাখিয়াছে। রপ্তানী বন্ধ না হইলে পরে যে কিরূপ দুরবস্থা ঘটিবে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখুন। এস্থলে আমরা মান্যবর শ্রীযুক্ত সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব ও উড়িষ্যার প্রধান প্রধান রাজপুরুষ মহাশয় গণকে সবিনয়ে অনুরোধ করি, তাঁহারা রপ্তানি বন্ধ করিয়া উড়িষ্যার ভাবী দুরবস্থা নিবারণের চেষ্টা করুন। সময়ে ছাড়িয়া দিলে অসময়ে পাওয়া দুর্ঘট হইবে।

২। গত চন্দ্র গ্রহণের দিবস রাত্রে, কয়েকজন ব্রাহ্মণ একজন গৃহস্থের গ্রহশান্তির নিমিত্ত গৃহমধ্যে যাগ করিতেছিলেন ঘৃতাহুতিদ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উপরিস্থ চন্দ্রাতপ স্পর্শ করিয়া গৃহস্পর্শ করে। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মার অনিবার্য্য প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না দেখিয়া গৃহস্থ হাহাকার করিয়া প্রতিবেশীর সাহায্য প্রার্থী হইল। একজন যাজক ব্রহ্মার এরূপ অবাধ্যতায় কুপিত হইয়া, আপনার ব্রহ্মত্ব দ্বারা অবাধ্যতার শাস্তি করিবার জন্য যজ্ঞস্থলেই বসিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ পরে উক্ত যাজক ব্রাহ্মণসহ গৃহ ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। যাজক ও গ্রহগ্রস্ত গৃহস্থ গণ; এসংবাদ উত্তমরূপে পাঠ করিবেন।

৬।১২।৭৩
দেহুড়দা

—:—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

নায়েবি প্রথা সম্বন্ধে সেদিন লেপ্টেনণ্ট গবর্নর মহাশয় যে এক বিশেষ আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণে বিদিত আছেন। এই প্রথার বিষময় ফল নিরীহ নিঃস্ব প্রজাদিগকেই ভোগ করিতে হয়। প্রজাদিগের পক্ষে এ কষ্ট বড় সামান্য কষ্ট নহে। মনে করুন একটী জমিদারির আয় বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা, গবর্ণমেণ্টের দেয় রাজস্ব বাদে ঐ জমিদারিতে জমিদারদিগের বাৎসরিক আট দশ হাজার টাকা মাত্র লাভ থাকে। মূল জমিদার ছয় জন। প্রত্যেকের এক এক জন নায়েব থাকিলে, খাজনা আদায়ের বিলক্ষণ অসুবিধা হয়; এতদ্ভিন্ন প্রজাদিগকে সকল নায়েবের মন রাখিয়া চলিতে হয়। নায়েবদিগের পদাতিক মহাশয়েরা প্রজাদিগের পক্ষে ব্যাঘ্রস্বরূপ। কোন কারণে যদি কোন প্রজা কোন নায়েবের আজ্ঞা অবহেলন করে তবে প্রতিযোগিতাবশতঃ নায়েব মহাশয়ের ঈর্ষ্যানল দ্বিগুণিত হইয়া দরিদ্র প্রজাকে দগ্ধ করিয়া থাকে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভূয়োদর্শন বলে এবিষয়ের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট দর্শন করেন নাই। যাহা হউক, জমিদারগণ অনেক অংশে ন্যায়পর হইয়াছেন, আশা করি তাঁহারা আরও ন্যায়পর হউন। এই শ্রেণীর উৎকর্ষ সাধন হইলে ও ইঁহাদিগের সহিত প্রজাসমূহের ভ্রাতৃভাব,

পোষ্যপোষকভাব ক্রমশঃ সমর্দ্ধিত হইলে অত্যাচার নির্ব্বাসিত হইবে সন্দেহ নাই। আমরা যে কারণে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দোর প্রভৃতি এগার পরগণা গবর্ণমেন্টের খাস মহল, এই জমিদারির কয়েকজন জমিদার কাঁথিতে বাস করেন, তাঁহাদের কয়েক জনের জমিদারির অংশ বাবু পদ্ম লোচন মণ্ডল, বাবু জয় নারায়ণ গিরি ও বাবু দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রাণী সত্যভামা, রাজা আনন্দ লাল রায় প্রভৃতি তিন জন জমিদার আছেন। ইঁহারা সকলে এক জনকে স্থায়ী নায়েবি পদে অভিষিক্ত করিলে কোন গোলযোগ হয় না; মধ্যে কাঁথির রাজা ও চৌধুরী বাবু, নায়েবি পদটী ইতঃস্তত সঞ্চালিত করায় প্রজাদিগের কষ্ট হইয়াছিল। আমরা যতদূর জানি তাহাতে দোর পরগণার নায়েবি পদটী সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, ধনশালী বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধানকে স্থায়িরূপে প্রদান করিলে প্রজাদিগের সুখের সীমা থাকে না। আমরা ইন্দ্রবাবুর পক্ষীয় লোক নহি, অথবা তাঁহার নিকট কোন প্রত্যাশাও রাখি না। এদেশের লোকেরা যাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সুখ্যাতির পরিচয় দিবে তিনি এই পদের যোগ্য। বোধ হয় প্রধান বাবুর নাম তদ্বিষয়ে নির্ব্বিরোধ রূপে সাধারণ্যে গৃহীত হইবে। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নিকট নায়েবি কার্য্য সুন্দর রূপে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা প্রায় আজীবন সম্ভ্রম ও যথেষ্ট বিশ্বাস সহকারে ঐ পদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন; এমন কি তাঁহার দ্বারা দোরের নায়েবি পদ অপেক্ষাকৃত গৌরবাস্পদ হইয়াছে। তদীয় পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ বাবু পৈতৃক গুণের সর্ব্বতোভাবে উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, এবং এ পর্য্যন্ত ঐ নায়েবিকার্য্য করিতেছেন; এক সময়ে দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলে যদি প্রজাগণ যথাদেয় রাজস্ব প্রদান করিতে না পারে তথাপি তিনি তাহা নিজ হইতে দিয়া থাকেন। প্রজাদিগের তাঁহার উপর যথেষ্ট ভক্তিও আছে। তিনি অল্প বয়সে যেরূপ বিজ্ঞতা সহকারে আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন তাহা এদেশের অনেকে জানেন। শুনিতে পাইতেছি কোন ব্যক্তি কোন কোন জমিদারের নিকট কৌশলে সাংশিক নায়েবি পদ গ্রহণার্থ ব্যগ্র হইয়াছেন। যাহা হউক আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয় এবং মেদিনীপুরের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এইচ, এল, হারিসন সাহেব মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, তিনি এবিষয়ের ন্যায়ানুসারে মীমাংসা করিবেন। তাঁহার এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি শীত কালের ভ্রমণ উপলক্ষে দোরতে আসিয়া এবিষয়ের গূঢ় অনুসন্ধান করিয়া যথা ন্যায্য কর্ত্তব্য পক্ষে বিধান করিবেন। তাঁহার হস্তক্ষেপ ভিন্ন হয়ত এই পদটী বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। আমরা প্রকৃত পক্ষে প্রজা ও জমিদার উভয়েরই শুভৈষী। বিনা রক্ত পাতে যুদ্ধের অবসানই আমাদিগের প্রার্থনীয়। এতদ্দ্বারা আমরা কোন পক্ষই সমর্থন করিতেছি না যাহা ন্যায় সঙ্গত তাহাই অব্যাহত থাকুক।

তমোলুক }
৩।১২।৭৩ }

—•◎•—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! যে যে স্থানে আশু উপশম কার্য্য হইবে, তাহার একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বীরভূম সে তালিকার অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই। বীরভূমের দুর্দ্দশা আমরা বরাবর প্রচার করিয়া আসিতেছি। গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি সে দিকে পড়িল না। কিন্তু এ ঔদাসীন্যের বিষময় ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়াছে। বোলপুর অঞ্চলে দুই স্থানে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। বীরভূম অতি দরিদ্র প্রদেশ। আবার রপ্তানী বন্ধ হইল না। সামান্য লোকের কার্য্যচলে এরূপ কোন ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল না। সুতরাং এরূপ লোমহর্ষণ কার্য্যে যে ইতর লোকে সতত প্রবৃত্ত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? জঠরানল প্রদীপ্ত হইলে, সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, মার্জ্জিত বুদ্ধি ব্যক্তিও জ্ঞান শূন্য হন, গবর্ণমেন্টকে আমরা এখনও সতর্ক করিয়া দিতেছি, অন্ততঃ সামান্য লোকদের দক্ষিণ হস্তের কার্য্য চলে এরূপ কোন উপায় করিয়া দিন।

২। অদ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন পুন রায় উপস্থিত। পুঁটিয়ার শ্রীমতি রাণী শরৎ সুন্দরী দেবী মহোদয়া আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন। রঙ্গপুরের দুঃস্থ অধিবাসীদের সহায়তা জন্য আমাদের নিকট ৫০ টাকার অর্দ্ধ নোট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, অর্থের যথা যথ ব্যবহার আমাদের দেশের যে কয়েক জন ধনাঢ্য মহোদয় শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী সরৎসুন্দরী, ও দিনাজপুরের রাণী শ্যাম মোহিনীকে অগ্রণী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে না। এমন সংবাদ পত্র অতি বিরল যাহাতে এই মহোদয়াদের দান সতত উদিত হইতে না দেখা যায়। সৎকার্য্যের পুরস্কার করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাণী শরৎ সুন্দরী আর কত দিন পুরস্কৃত না হইয়া থাকিবেন?

৩। আমরা দেখিতেছি যে কি রাজা, কি প্রজা সকলেই উপস্থিত দুর্ভিক্ষ জনিত কষ্ট নিবারণের উপায় উদ্ভাবনে যত্নশীল। এইরূপ দুর্ঘটনা যাহাতে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে না পায় তাহার উপায় বিধানে কাহাকেও চিন্তাশীল দেখিতেছি না। আমাদের দেশটী দেবমাতৃক। শস্যের জন্য আমাদিগকে দেবতার উপর নির্ভর করিতে হয়। বৃষ্টি সম্বন্ধে এরূপ অনিশ্চয়তা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে যে দুর্ভিক্ষ ঘটি[illegible] তাহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? এই হেতু আমাদের [illegible] এই যে [illegible] মধ্যে মধ্যে যে এক একটী পুকুর [illegible], সেগুলি প্রায় জল সিঞ্চনের জন্যই অভিপ্রেত। এই পুকুর গুলি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত হয় না বলিয়া অতি মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। জল অতি অল্পমাত্র থাকে। অযত্নে

পুকুর গুলি জল সিঞ্চনের নিতান্ত অনুপযোগী হইয়া আছে। এই পুকুর গুলির পঙ্কোদ্ধার করা হউক। আর মাঠের মধ্যে মধ্যে এক একটু স্থান পড়িয়া আছে সেখানে পুষ্করিণী ও কূপ খনন করা হউক।

৪। গঙ্গাটীকুরী স্কুলের গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। এ দান পুনঃ প্রাপ্ত হইবার নানা উপায় করা হইল। কিন্তু কিছুতেই সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। এখন আমাদের আশঙ্কা হইতেছে এ বার স্কুলটীর কার্য্য একবারে বন্ধ হয়। এ স্কুলটী এ অঞ্চলের ভূরি উপকার সাধন করিতেছে। এটী উঠিয়া গেলে লোকের ক্ষতির একশেষ হইবে। এই হেতু সম্পাদক বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা এই তিনি স্কুলটীর সাধ্যায়ত্ত ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া স্কুলটী অন্ততঃ আর কিছু কাল অব্যাহত রাখিয়া দেন। গত আগষ্ট মাসে সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার স্কুটীর প্রতি বিশেষ স্নেহ দৃষ্টি আছে। আমাদের এ উত্তেজনা বাহুল্য মাত্র।

৫। বাজার দিন দিন গরম হইতেছে। সকল দ্রব্যই অতি উচ্চ দরে বিক্রীত হইতেছে।

১২৮০
১৭ ই অগ্রহায়ণ

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! এবৎসর এক্ষেত্রে ধান্য কম হইয়াছে। তাহাতে আবার ৬। ৭ দিন যাবৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও মধ্যে মধ্যে বর্ষণ হওয়ায় যেসে পোকাও বর্ষায় চিটা হইয়া, ধান্যের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে। এখানে অতি [illegible] পাকপাড়া অঞ্চল হইতে ধান্যের অধিক [illegible] হইল। (আষাঢ় মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত) কৃষিজীবীও অপর সাধারণ (সুতরাং বৎসরের খোরাক একাকালীন সঞ্চয় করিয়া রাখিতে অপারগ) অধিকাংশ লোকের জীবন রক্ষা করিত। এবৎসর জলাভাবে ঐ সকল পাহাড়ীয়া ধান্যের আমদানী হইতে পারে নাই। এদিগে কলিকাতার টানে এখানকার গোলা জাত ধান চাউল অজস্র রপ্তানী হইয়া নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে। ৮৵০ আনার চাউল ২ দুই টাকা হইয়াছে। যে প্রকার রপ্তানীর গতিক ইহাতে এই শস্য-প্রসবিনী বিখ্যাত বাকরগঞ্জ ভূমিই পরিণামে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইবে তাহার সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট রপ্তানী বন্ধ করিতে যদি একান্তই সাহসী না হন, তবে বরং বাকরগঞ্জের জেলা ও প্রত্যেক মহকুমা ও মহারাজ গঞ্জ, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি বড় বড় গঞ্জে গবর্ণমেণ্ট এক একটী গোলা করিয়া চাউল সঞ্চিত রাখুন, দেশের অবস্থা বুঝিয়া দেশ মধ্যেই ক্রীত দরে বিক্রয় কিম্বা দেশের সচ্ছল বুঝিলে অন্যান্য দুর্ভিক্ষ স্থানে চালান করিতে পারিবেন ইহাতে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে, দেশীয় জমিদার মহাশয়েরা এই কার্য্যটী করিয়া ও দেশের মঙ্গল করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের সে আশা কোথায়? সুতরাং দয়াবান গবর্ণমেণ্টের প্রতিই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর।

২০ অগ্রহায়ণ ১২৮০ বাকরগঞ্জ } শ্রীকালীচন্দ্র মজুমদার জেলা বাকরগঞ্জ

মুল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মুল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল চট্টোপাধ্যায় কুকুডাহাটী ৫॥০
" রাজা যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরেঘাটা ১০
" " অমৃতানন্দ দাস মণ্ডগ্রাম ১০
" " [illegible] ঝা—দিনাজপুর ৫॥০
" " বিষ্ণু সিংহ রায় নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর ১০
" " কৃষ্ণমোহন মিত্র—জয়নগর ১০
" জিনাতুল্লা তহশীলদার আখন্দন গ্রাম ৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মুল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মুল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যুনে অগ্রিম মুল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মুল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মুল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মুল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মুল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন। আর যাঁহারা মণি অর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নুতন মুল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৬শ ভাগ। ৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ৮ ই পৌষ। ইং ১৮৭৩। ২২ এ ডিসেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫৷৷৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণিঅর্ডর পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে রেজীষ্টরি করিয়া পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

তীর্থ মহিমা।

তীর্থস্থানের অনাচার ও মোহন্তের
চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।
শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য /১ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গল ম্যাগাজিন আপিসে এবং কলিকাতার ১৪নং গোওয়া বাগান ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

বাসণ্ডা এনট্রান্স স্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় মাষ্টরের পদ শূন্য আছে। প্রথম মাষ্টারের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় মাষ্টরের ৩০ টাকা। পদাকাঙ্ক্ষীগণ উপযুক্ততার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। দ্বিতীয় মাষ্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। } শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র সেন সম্পাদক
৩১ এ অক্টোবর } বাসণ্ডা, পোষ্ট আফিস
মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৶০ ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷৶০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাল্যচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷৷০ উঁহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—:১:—

যিনি ত্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান-রত্নাকর ও পরমার্থ-বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ড্রেজ করা প্রস্তুত নিৰ্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ড্রেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—০—

আগামী ১ লা জানুয়ারি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য হাঁসপাতালের চতুর্থ ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন বারুইপুর অভিনব উদ্যানে হইবেক। দেশহিতৈষী মহোদয় গণ অত্র উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শ্রবণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ এ নবেম্বর ১৮৭৩ বারুইপুর — শ্রীতারকদাস বসু মেনেজার

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী

প্রতিনিধিত্ব কার্য্যালয়।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কালকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভজনক হয় ইহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারীগণের পারদর্শিতার কারণ কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লভ্য হইতে পারে। ইহাতে ছোটবড় ব্যবসায়ী কি অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম্ম সমানরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা এবং কোন কিছু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় জনের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধন হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কালকাতায় দ্রব্যাদীর বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কালকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার একপ কোন সুনিয়ম নাই সেই নিমিত্ত এজেন্সীর দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচা ডাক মাসুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ।

৮ ই পৌষ সোমবার।

কিছুদিন হইল ইংলণ্ডে "ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিএশন" নামক একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিস মেরি কার্পেণ্টার প্রভৃতি ভারতবর্ষের হিতৈষী অনেক পুরুষ ও স্ত্রী এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বিবিধ উপায়ে ভারতবর্ষের উপকার করাই ইহাঁদের উদ্দেশ্য। বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে যে সকল লোক বিদ্যা শিক্ষার্থ, কি অন্য উদ্দেশে সেখানে গমন করেন, এই সভা তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষের শুভ জনক অনেক কথার আন্দোলন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই সভা আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে তিন বৎসর হইল তিনি ভারতবর্ষ হইতে সিবিল সার্ব্বিসের জন্য লোক মনোনীত করিবার যে আশা দিয়াছেন তাহা সত্ত্বর সম্পন্ন করিলে ভাল হয়। গ্রাণ্ট ডফ সাহেব তাঁহাদের পত্রের উত্তরে বলিয়াছেন যে তাহা আজিও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন আছে। ষ্টেট সেক্রেটারি পুনরায় সেবিষয়ে উক্ত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিবেন। এবিষয়ে সকল সংবাদ পত্রই যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের ষ্টেটসেক্রেটারির সকল কার্য্যই যেরূপ সত্ত্বর হইয়া থাকে একার্য্যটীও সেইরূপে হইবে।

দরবার।

আমাদিগের গবর্ণর জেনেরলের আগরা প্রভৃতি স্থানে বর্ষে বর্ষে যে সকল দরবার করিয়া থাকেন, সেগুলি কাশীর সভা ও অধিষ্ঠানের সোদরভাব অবলম্বন করিয়াছে। কে জ্যেষ্ঠ ও কে কনিষ্ঠ, তাহা নির্ব্বাচিত উঠা সহজ নয়। কাশীর মাতাল মূর্খ ও দেশাসক্ত ব্রাহ্মণেরা অধ্যক্ষাদিগের গুণে যেমন সভা ও অধিষ্ঠান স্থলে সমধিক সম্মানিত হন আর জ্ঞানাপন্ন সুধী ব্যক্তিরা হতাদর হইয়া থাকেন, দরবার স্থলেও সেইরূপ সেক্রেটারিদিগের অনুগ্রহে ক্ষুদ্ররাজারাও উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, আর যাঁহারা

উচ্চ আসন ও উচ্চ সম্মান লাভের যথার্থ যোগ্য পাত্র, তাঁহারা নীচ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যারপর নাই অবমানিত হইয়া থাকেন। কোন রাজা কি প্রকার সম্মান লাভের যোগ্য, গবর্ণর জেনেরলেরা তাহা জানেন না, সেক্রেটারিরা যাহা বুঝাইয়া দেন, তাঁহারা তাহাই বুঝিয়া যান। রাজগণের প্রীতিলাভ দরবার প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপ ব্যবহারে সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে কি না পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা ত এই বুঝিতেছি, গবর্ণমেণ্ট অর্থব্যয় করিয়া বিদ্বেষ ভাব কিনিয়া লইয়া যাইতেছেন। দরবারের এই মাত্র ফল-লাভ নয়, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও রাজগণ উভয়েরই পরম্পরা সম্বন্ধে প্রজা পীড়ন করা হইতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের কি আর রাজগণেরই বা কি, দরবারে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাঁহারা তাহা কোথায় পান? “ ছাই ফেলিতে ভাঙা কুলা ” প্রজারা আছে, টাকার প্রয়োজন হইলেই তাহাদিগকে দিতে হয়। তাহাদিগের কষ্ট হউক, তাহারা খাইতে না পাউক, আর তাহারা মরুক, গবর্ণমেণ্ট ও রাজগণের তাহাতে আইসে যায় না, তাঁহাদিগের দরবারের ব্যয় সংগ্রহ হইলেই তাঁহারা তুষ্ট হইলেন। ভাল, প্রধান পুরুষেরা বলুন দেখি দরবারে যে টাকা নষ্ট হয় ঐ টাকা গুলি থাকিলে প্রজাদিগের অন্যতর কর ভার লাঘব হয় কি না? এবার প্রকৃত প্রস্তাবে দরবার হয় নাই, কিন্তু যথোচিত সম্মান লাভ না হওয়াতে কয়জন রাজা মনঃক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন, আমাদিগের প্রধান পুরুষেরা কি তাহার অনুসন্ধান রাখেন? প্রতি বর্ষে দুই চারি জন রাজার বিরাগ ক্রয় করাই কি দরবারের ফল হইতেছে না? আমরা এই অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া দরবারের প্রথম সূত্রেই উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। প্রতিবাদ করিবার একটী প্রধান কারণ এই, সংস্কৃত গ্রন্থে হিন্দু সম্রাটদিগের সভা বর্ণনাবসরে দেখিতে পাওয়া যায়, সম্রাটগণ সভা করিয়া বসিয়া আছেন, অধীনস্থ রাজগণ সভা স্থলে উপস্থিত হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। রাজগণ প্রতিনিয়তই ঐরূপে সভায় গমনাগমন করিতেন। সম্রাটের অনুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগের তাদৃশ আনুগত্য করিবার কারণ। রত্নাবলীর একটী শ্লোক এই:—

অস্তাপাস্ত-সমস্ত-ভাসি নভসঃ
পারংপ্রয়াতে রবা
বাস্থানীং সময়ে সমংনৃপজনঃ
সায়ন্তনে সম্পতন্।
সম্প্রত্যেষসরোরুহ-দ্যুতিমুষঃ
পাদাংস্তবাসেবিতুং
প্রীত্যুৎকর্ষকৃতো দৃশামুদয়ন
স্যেন্দোরিবোদ্বীক্ষতে।

সম্রাট উদয়ন মদনমহোৎসবে মত্ত হইয়া উপবন মধ্যে আছেন, সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিয়াছেন, রাজগণ সভাস্থলে আগমন করি প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে বন্দী উদয়নের উদ্বোধার্থ উপরি উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিল।

এই শ্লোকটী পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, অধীনস্থ রাজগণ সম্রাটের চিত্ত রঞ্জনার্থ দুই বেলা তাঁহার আনুগত্য করিতেন। রাজগণের এ অবস্থা কি প্রীতিকর? যাঁহাদিগকে এ প্রকার চাটুকারিতা করিয়া সম্রাটের মনোরঞ্জন করিতে হয়, তাঁহাদিগের তেজস্বিতা ও পৌরুষ থাকিবার কি সম্ভাবনা? অধীনস্থ রাজগণকে প্রতিনিয়ত সভা স্থলে আনয়ন করাতে সম্রাটদিগের কেবল অহঙ্কার প্রকাশ ও রাজগণের কাপুরুষতা প্রকাশ হইত এই মাত্র।

আমরা সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের কৃত সভা বর্ণন প্রসঙ্গগুলি যখন যখন পাঠ করিয়াছি, তখনি আমাদিগের মনে এই ভয়ের উদয় হইয়াছে, হিন্দু সম্রাটদিগের তাদৃশ সহৃদয়তা ছিল না, অধীনস্থ রাজগণের মনে অধীনতার ভাব জাগরূক করিয়া রাখিলে যে কি অনিষ্ট হয়, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেন না। আমাদিগের মনের এইরূপ ভাব হওয়াতে সম্রাটদিগের অধীনস্থ রাজগণকে লইয়া সভা করিবার প্রতি অতিশয় ঘৃণা জন্মে। যখন আমরা প্রথম শুনিলাম, আমাদিগের সহৃদয় সভ্যতম প্রধান রাজপুরুষেরা সেই গর্হিত সভা প্রণালীকে উজ্জীবিত করিতেছেন, তখন যে আমাদিগের হৃদয়ে কি প্রকার ভাবের উদয় হইল, পাঠকগণ তাহা সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। ঐ ভাবোদয়ই আমাদিগের দরবারের প্রতিবাদ করিবার কারণ হয়। এক্ষণে আমরা মহানুভব লার্ড নর্থব্রুককে এই অনুরোধ করিতেছি, তিনি দরবার প্রথাটী রহিত করিয়া ভারতবর্ষের, ভারতবর্ষীয় অধীন ও মিত্র রাজগণের ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হিতৈষিতার পরিচয় দেন।

আমরা উপসংহারে পুনরায় কহিতেছি, অনেক রাজা দরবারে সবিশেষ সম্মানিত ও সুখিত হইবেন মনে করিয়া আগমন করেন, শেষে ভ্রমরাষ্টকের ভ্রমরের ন্যায় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া নির্গত হন।

দৃষ্ট্বা প্রীতি[illegible]ভবদা[illegible]সৌ
লেখ্য-পট্টং বিশাল[illegible];
চিত্রং চিত্রং [illegible] [illegible]র্মিতি
ব্যাহরন্নিষ্প[illegible]।
নাস্মিন্ [illegible] নচ [illegible]
নাস্তি [illegible]
ঘ্রা[illegible] [illegible]
ব্রীড়য়া [illegible]

ভ্রমর এ[illegible]খানি বিশাল চিত্রপট

দর্শন করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং কি আশ্চর্য্য এই কথা কহিতে কহিতে তাহার উপরে গিয়া পতিত হইল। দেখিল তাহাতে গন্ধ নাই মধু-কণা নাই ও সেই সৌকুমার্য্যও নাই। দেখিয়া ঘূর্ণিত মস্তক ও লজ্জায় নত শিরা হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

—:০:—

উকীল না জজ।

বিচারালয়ে গমন করিলে আমরা সেখানে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণী বাদী ও প্রতিবাদিদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করেন; দ্বিতীয় শ্রেণী তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করেন। প্রথম শ্রেণীর নাম উকীল; দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম জজ। স্বপক্ষের দোষ ও দুর্ব্বল যুক্তি সকল গোপন পূর্ব্বক সবল যুক্তি সকল প্রদর্শন করা উকীল দিগের কার্য্য। উভয় পক্ষের দোষ গুণ সমভাবে বিচার করিয়া ন্যায়পক্ষ নির্ণয় করা জজদিগের কার্য্য। আমরা জিজ্ঞাসা করি সংবাদ পত্র সকল কি? উকীল না জজ? আমরা সমুদায় সহযোগীকে এই প্রশ্ন করিতেছি এবং এবিষয়ে তাঁহাদের মত প্রার্থনা করি।

আমাদিগের বিবেচনায় সম্পাদকের ভার ও কার্য্য অতিশয় গুরুতর। সত্য ও ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল কোন পক্ষ রক্ষা করা সম্পাদকের কার্য্য নহে। ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের মুখাপেক্ষা না করিয়া, কাহারও বিরক্তির ভয়ে ভীত কিম্বা কাহারও অনুগ্রহের আশায় স্ফীত না হইয়া, ন্যায় ও সত্য পক্ষ অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষে উচিত। পাঠক ও গ্রাহকদিগের রুচি অনুসারে আপনাদিগের মত গঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া ন্যায় ও সত্য সঙ্গত মতানুসারে পাঠকদিগের মত ও রুচি গঠিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কোন ঘটনা বা কথা উপস্থিত হইলে সাধারণের হট্টগোলে যোগ না দিয়াও সহস্র সহস্র লোকের আস্ফালন, চীৎকারের দিকে কর্ণপাতও না করিয়া, পূর্ব্বে স্থির ভাবে সেই প্রশ্নের ন্যায়পক্ষ নির্দ্ধারণ করা এবং অবশেষে সৎযুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক পাঠকদিগের চিত্ত সেই ন্যায় পক্ষের দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল প্রকৃত সম্পাদকের কার্য্য। মহান্তের হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে যখন আমাদের সকল সহযোগীই চীৎকারে গগণ মেদিনী ফাটাইবার উপক্রম করিলেন তখন আমরা বিচারকের ন্যায় ন্যায় পক্ষ নির্ণয়েরই চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু সেজন্য কত আক্রমণই সহ্য করিতে হইল। সে সকল আক্রমণ ও বিদ্রুপে আমরা এই উন্নত মত হইতে এক চুলও স্খলিত হই নাই। আমরা গ্রাহকের দ্বারা নীত না হইয়া তাঁহাদের নেতা হইতে ইচ্ছা করি।

আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমাদের অনেক সহযোগী উক্ত ভ্রমে পতিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। কেবল মাত্র স্বপক্ষের গুণ কীর্ত্তন করিলেও তত ক্ষোভ হইত না, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ পয়সাকাঙ্গালী উকীল দিগের ন্যায় কেহ কেহ অসত্যকে সত্য এবং অন্যায়কে ও ন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। অজ্ঞ ও বিচারাক্ষম লোকদিগের রুচির ও মতের তোষামোদ করিয়া, তাঁহারা সম্পাদকীয় পদকে হীন করিতেছেন। তাঁহাদের সম্পাদকীয় কার্য্য স্কুলবুক প্রভৃতি প্রস্তুত করার ন্যায়, পয়সা ধরিবার জন্য লোকের প্রবৃত্তি-স্রোতে জাল ফেলা মাত্র। কোন কোন কারণে লোকে কাম্বেল সাহেবের উপর বিরক্ত সুতরাং তাঁহারা ও আর কাম্বেল সাহেবের কোন কার্য্যে প্রশংসার কিছু দেখিতে পান না। এরূপ লোকদিগকে চলিত ভাষায় "জয়কেতে" বলিয়া থাকে। আমরা এরূপ পয়সার জেলে "জয়কেতে" দিগের অসারগর্ভ চীৎকার ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করি। যে সত্য ও ন্যায়প্রিয়তা অকপট চিত্তে দোষ দেখিলে দোষোদ্ঘোষণ ও গুণ দেখিলে প্রশংসা করিতে পারে; নির্ভয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে পারে অথচ উপকৃত হইলে অকপটে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারে এবং নিজ পক্ষের দোষ ও ত্রুটী মিষ্ট কথায় গোপন না করিয়া সাহসের সহিত দেখাইয়া সংশোধন করিতে পারে আমরা সেই সত্য ও ন্যায় প্রিয়তা চাই, এবং তাহারই সর্ব্বাধিক সম্মান করি। ন্যায় ও সত্যানুরাগ বিক্রয় করিয়া যে "পপুলারিটী" অর্থাৎ লোকানুরাগ ক্রয় করিতে হয়, আমরা তাহার প্রার্থী নহি। তোষামোদের জাল হস্তে করিয়া যে মৎস্যের জন্য বাহির হইতে হয়, আমরা সে মৎস্য গোমাংস অপেক্ষা ঘৃণা করি।

সোমপ্রকাশে গত কয়েকবার কাম্বেল সাহেবের প্রশংসা প্রকাশিত হওয়াতে কেহ কেহ বিস্মিত হইয়াছেন। কাম্বেল সাহেব দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রশংসার উপযুক্ত কিছু করিতেছেন কি না? তাঁহারা ভাবিয়া পান না। এ সময়ে তাঁহার পদ ত্যাগে কোন অপকারের সম্ভাবনা আছে কি না তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। সোমপ্রকাশ মধ্যে মধ্যে যে নির্দ্দয় ভাবে কাম্বেল সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং করিয়া থাকেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া প্রশংসার উপযুক্ত কার্য্য করিলে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হইব

কেন? যে শাস্ত্রে এরূপ শিক্ষা দেয় সে শাস্ত্র আজিও আমাদিগের পাঠ করা হয় নাই। এইরূপ সকল বিষয়েই আমরা সত্য ও ন্যায় দেখিয়া চলিবার চেষ্টা করি। যে যে বিষয়ে হিন্দুজাতির গৌরব ও মহত্ত্ব তাহা সোমপ্রকাশ আনন্দ ও গর্ব্বের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটী করেন নাই। আবার উক্ত সমাজে যে কিছু কুপ্রথা বা দোষ আছে তাহারও উল্লেখ করিয়া সংশোধন চেষ্টা করিতেও ত্রুটী করেন নাই। সময়ে আমরা জমিদারের পক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুযোগ করিয়াছি, আবার সময়ে প্রজার পক্ষ হইয়া জমিদারদিগকে আক্রমণ করিয়াছি। এইরূপ ব্যবহারে আমরা কাহার প্রীতি সঞ্চয় করিয়াছি এবং কাহারই বা অপ্রীতিভাজন হইয়াছি তাহা জানি না এবং সে গণনাও করি না। ন্যায় ও সত্যানুরাগের অভাবেই সংবাদ পত্রদিগের এত অগৌরব। যাহাতে আর একলঙ্ক বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের শিরে না থাকে তাহার জন্য আমাদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

—:—

কোন শ্রেণীর আশঙ্কা অধিক?

আমরা গত বারে বলিয়াছিলাম যে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য রিলিফ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিলেও এমন এক শ্রেণীর লোক থাকিবে যাহারা সে সকল উপায় দ্বারা উপকৃত হইবে না। আমরা আনন্দিত হইলাম যে গবর্ণর জেনেরলের দৃষ্টিও পূর্ব্ব হইতে এই দিকে পতিত হইয়াছে। স্থানান্তরে তাঁহার যে পত্র প্রকাশ করা হইল, তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে ভাগলপুরের কমিশনর এই বিষয় গবর্ণর জেনেরলের গোচর করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা ও আমাদিগের কথার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। তিনি যাহাদিগের কথা বলিয়াছেন তাহারা কৃষক শ্রেণীভুক্ত, আমরা যাহাঁদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা ভদ্রশ্রেণীভুক্ত। মজুরি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লজ্জিত হয় কৃষকদিগের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক কি না? সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। কৃষকদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে, এক শ্রেণী স্বহস্তে ক্ষেত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণী লোক দ্বারা সেই কার্য্য করে। প্রথম শ্রেণী দরিদ্র, দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষাকৃত ধনী! দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা সচরাচর সঞ্চিত অর্থ ধান্য চাউল প্রভৃতির ব্যবসায়ে অথবা মহাজনি কর্ম্মে নিয়োগ করে। ইহাদের এক এক জনের হাল গরু গোলা প্রভৃতি দেখিলে লক্ষ্মী অবতীর্ণ বলিয়া মনে হয়। ইহারা মজুরি করে না এবং করা আবশ্যকও হয় না। মজুরি করিতে ইহাদের কিছু লজ্জা হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বিশেষ ইহাদের হস্তে প্রায় অনেক ধান ও চাউল সঞ্চিত থাকে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ কষ্টে ইহাদের বিশেষ ক্লেশের সম্ভাবনা দেখা যায় না। খাজনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিলে ইহারা এক প্রকার সংসার চালাইতে পারিবে। ভাগলপুরের কমিশনর এই শ্রেণীর কথা বলিয়াছেন কি না আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা ভিন্ন সকল কৃষকই মজুরি করিতে কিম্বা রিলিফের কার্য্য স্থানে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হইবে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কৃষকদিগের সাহায্যের জন্য গবর্ণর জেনেরল তিন প্রকার উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। (১ম) তাহাদিগকে কর্জ্জ দিবার জন্য জমিদারদিগকে অনুরোধ করা (২য়) জমিদারদিগের টাকা না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাদিগকে অল্প সুদে কর্জ্জ দিয়া সেই টাকা তাহাদিগকে দেওয়ান, (৩য়) যদি জমিদারেরা সাহায্য করিতে কিম্বা কর্জ্জ লইতে অগ্রসর না হন, তাহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্জ্জ দেওয়া। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে জমিদারদিগকে জামিন থাকিতে হইবে।

আমরা এ শ্রেণীর কথা বলি নাই। তাঁহারা ভদ্র বংশ জাত কিন্তু নিতান্ত দুঃস্থ। কোন ক্রমে আপনাদিগের এবং পরিবারের উদরের অন্নের সংস্থান করিয়া দিনপাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপায় কি? পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কৃষকেরা জমিদারদিগের এক প্রকার হস্তগত সুতরাং জমিদারেরা একদিন তাহাদের জামিন হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু ইহাঁদের জামিন কে হইবে? বিশেষ তাঁহারা প্রায় সকলেই ঋণদায়ে ব্যস্ত। তাহার উপর ঋণ বৃদ্ধি! তাঁহারা যে সহজে ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। কেহ জামিন না হইলেও গবর্ণমেণ্ট যদি সাহস করিয়া তাঁহাদিগকে কর্জ্জ দিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের উপায় হয়, নতুবা আর গতি দেখা যায় না। এই জন্য আমরা গতবারে প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে রিলিফ কমিটী হইতে যে সকল শস্যাদি বিতরণ করা হইবে, তাহার কিছু কিছু গ্রামের জমিদারদিগের বাটীতে প্রেরণ করিলে এবং ঐ জমিদারদিগের উপর তাহা বিতরণের ভার অর্পণ করিলে, সেই সকল দরিদ্র ভদ্র সন্তান অনায়াসে সেখান হইতে সেই সকল দ্রব্য লইয়া যাইতে পারেন।

সাউথ সুবর্ব্বান মিউনিসপালিটী সম্বন্ধে আরও গুটিকত কথা।

আমাদের সকল কথাই ত রক্ষা হইল; তথাপি কর্ত্তব্য বোধে আবার মিউনিসিপাল কমিটিকে গুটিকত বিষ-

য়ের জন্য অনুরোধ করিতে হইতেছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া মনোযোগ করেন আমরা বিশেষ বাধিত হই।

প্রথম বক্তব্য—অনেক দিন হইতে রাজপুর এবং হরিনাভি প্রভৃতি স্থানের শবদাহের স্থান লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে হরিনাভিতে ২।৩ স্থানে এবং রাজপুরে নারায়ণ তলা নামক এক স্থানে শবদাহ হইয়া থাকে। ইহার সকল গুলিই প্রায় গবর্ণমেণ্টের প্রকাশ্য রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। এই গুলির জন্য পথিকদিগের বিশেষ প্রতিবেশবাসী ভদ্রলোকদিগের অত্যন্ত কষ্ট হয়। এই জন্য কতক গুলি ভদ্রলোক অনেক দিন হইতে এগুলি স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টায় আছেন। হরিনাভির দাহস্থল গুলির এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে; তিনটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শবদাহ না হইয়া একটী স্থানে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু রাজপুরের নারায়ণ তলার ঘাটটী লইয়া বিবাদ চলিতেছে। পূর্ব্বে রাজপুরের গঙ্গার ধারে স্থানে স্থানে দাহ কার্য্য সম্পাদিত হইত এক্ষণে রাজপুরের বাজারের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে দোকান প্রভৃতি হইয়া সেই সকল ঘাট একঘাটে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকের ৪।৫ গ্রামের লোকের প্রতিদিন এই স্থান দিয়া বাজারে গতায়াত করিতে হয়, তাঁহাদিগকে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয় কমিটী একবার স্মরণ করিয়া দেখুন। রাত্রে এখানকার পথদিয়া চলা নিতান্ত দুষ্কর; শৃগালেরা মৃত দেহের হস্ত পদ প্রভৃতি লইয়া রাজ পথের উপরে কোলাহল করিতে থাকে। সশঙ্কিত হইয়া পথ চলিতে হয়। কিঞ্চিৎদূরে এই ঘাটটী সরাইয়া দিবার সুবিধা হইতে পারে; এবং তাহাতে গ্রামবাসীদিগের ও বিশেষ কষ্ট বৃদ্ধি হয় না। শুনিতে পাওয়া যায় বারিপুর নিবাসী মেম্বর বাবু বসন্তকুমার চৌধুরি এই ঘাটটী সরা ইবার বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম; তিনি বারিপুরে বাস করেন তাঁহাকেত এই ঘাটের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। রাজপুর গ্রামের মধ্যেও যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদিগকেও ইহার কষ্ট সর্ব্বদা পাইতে হয় না। কিন্তু এই স্থানের চতুর্দ্দিকে যাঁহাদের বাস এবং এই পথ দিয়া যাঁহাদিগকে দিবসে এবং রাত্রিতে যাতায়াত করিতে হয় তাঁহারাই জানেন স্থানটী কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া আছে।

শুনিতে পাওয়া যায় শ্রীরামপুরের ঘাট সম্বন্ধে হাইকোর্টের নিষ্পত্তির একটী নজীর ধরিয়া অনেকে এই ঘাট তোলা বিষয়ে আপত্তি করিতেছেন। আমরা এরূপ আপত্তি করিবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। যদি দুই হাত সরিয়া গেলে কতকগুলি লোকের কষ্ট দূর হয় তাহাতে কি গ্রামবাসীদিগের স্বতই ইচ্ছুক হওয়া উচিত নহে? এতটুকু ও পরোপকার করিতে কি তাঁহাদের হৃদয় প্রস্তুত নহে? যদি মিউনিসিপালিটী এই কার্য্য করিতে অক্ষম হন গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

দ্বিতীয় কথা; রাজপুরের মধ্যে "নূতন পুকুর" নামে একটী পুষ্করিণী আছে। পূর্ব্বে পাড়ার সকল লোকে এই পুষ্করিণীতে স্নান ও ইহার জলপান করিত সম্প্রতি পানা হওয়াতে এই পুষ্করিণীর জল আর ব্যবহারোপযোগী নাই। এই পুষ্করিণীর পুনঃসংস্কার করা বোধ হয় অধিকারীদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু আপাততঃ পানাগুলি তুলিয়া ইহার জল পরিষ্কারের কোন উপায় করিলে বোধ হয় লোকের অনেক কষ্ট নিবারণ হইতে পারে। বিশেষ দেশে যেরূপ মেলেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব, তাহাতে সর্ব্বাগ্রে লোকের প্রতিদিনের ব্যবহারোপযোগী জলের দিকে দৃষ্টি পাত করা কর্ত্তব্য। শুনিতে পাওয়া যায় বসন্ত বাবু না কি এবিষয়েও আপত্তি করিয়াছেন। তবেত তাঁহাকে মেম্বর করিয়া এদিকের ট্যাক্সদাতাদিগের বিশেষ লাভ। অল্পব্যয়ে যাহা হয় তাহা না করা হয় কেন?

তৃতীয় কথা এই। নেজামতলার ফাঁড়ীর মত একটী প্রধান ফাড়ীতে একটী ঘড়ি নাই কেন? ঘড়ির অভাবে ফাঁড়ীর লোকদিগের বিশেষ অসুবিধা হয়। পাহারা বদল প্রভৃতি ঘড়ি ব্যতিরেকে কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে? ব্যয় ও অধিক নহে একটী; আমেরিকান ক্লক ও একটী পেটা ঘড়ি থাকিলেই কায চলিতে পারে। মিউনিসিপালিটীর এব্যয় স্বীকার করা উচিত।

চতুর্থতঃ, বর্ষাকাল না আসিতে রাজপুর এবং হরিনাভির যে রাস্তাগুলির সংস্কার আবশ্যক তাহার সংস্কার করিয়া দেওয়া উচিত। বেহালার টাউন হল কিম্বা মিউনিসিপাল আফিস অপেক্ষা এগুলি বিশেষ আবশ্যক। আটদশ বৎসর এদিকের ট্যাক্স দাতাদিগের কষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় নাই; কর্ত্তারা আজিও কি উদাসীন থাকিবেন? বর্ষা কালে এক একটী পথ কিরূপ দুর্গম ও জঘন্য হয় তাহা বর্ণনার অসাধ্য। মিউনিসিপালিটী যখন কয়েকটী পুল করিবার আদেশ করিয়া একবার এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন এই উদ্যোগে যে যে স্থানে সংস্কার আবশ্যক করিয়া দিলে ভাল হয়। অনেক দিন অবধি সংস্কারের অভাবে গ্রাম গুলির জল সম্যকরূপে নির্গত হয় না; এই সকল কারণেই মেলেরিয়ার জ্বরের এত শ্রীবৃদ্ধি। এই পথগুলির সংস্কার হইলে বোধ হয় সেপক্ষেও অনেক উপকার দর্শিতে পারে।

আমরা মিউনিসিপালিটীর বিবেচনার্থ এই কথাগুলি অর্পণ করিলাম, দেখি তাঁহাদের বিচারে কি প্রকার নিষ্পত্তি হয়।

—●●●—

বিদেশীয় [illegible] কোথায়?

ইংলণ্ড ভারতবর্ষের ভূমি অধিকার করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাপিও ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষের ধন ধান্য ইংলণ্ডের হইয়াছে কিন্তু ইহার কোটি কোটি প্রজার হৃদয় কোথায় পড়িয়া আছে? ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ এই দুইটী কথা যুগপৎ উচ্চারণ করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে কতকগুলি প্রশ্ন উদিত হয় এবং সেগুলির সহজে মীমাংসা করা যায় না। সে প্রশ্নগুলি এই—ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের রাজত্ব চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয় তাহার উপায় কি? চিরস্থায়ী হইবার পক্ষে ব্যাঘাত কি কি? চিরস্থায়ী হওয়াতে ভারতবর্ষের উপকার না অপকার? যদি অপকার হয় এ দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটী গুরুতর এবং এক একটীর সদুত্তর দিতে এক একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব আবশ্যক; কিন্তু অতি সংক্ষেপে ইহার দুই একটীর আলোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব স্থায়ী হইবার একটী মাত্র উপায় আছে কিন্তু তাহা এত বহু দিন ও বহু শিক্ষা সাপেক্ষ যে সে আশা দুরাশা মাত্র। সে উপায়টী কি? না, ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের অঙ্গ করা। অলঙ্কার বিহীন ভাষায় বলিতে গেলে এই রূপে বলিতে হয়, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে সমান অধিকার দেওয়া। এই উপায় ভিন্ন আর উপায় নাই। তরবারের সাহায্যে অনেক দিন রাজ্য রক্ষা হইতে পারে; কিন্তু ইংলণ্ডের তরবার যদি কখনো দুর্ব্বল হয়, ভারতবর্ষের তরবার যদি কখনো আবার সবল হয় অথবা রুসিয়ার মত অন্য কোন জাতির তরবার যদি ইংলণ্ডের তরবারকে পরাস্ত করিবার উপযুক্ত হয় তাহা হইলে তরবারের রাজ্য আর রক্ষা হইবে না। আমরা পুনরায় বলিতেছি পূর্ব্বোক্ত উপায় ভিন্ন উপায় নাই। আমেরিকা ইংলণ্ডের হস্তে ছিল, তাহারা ইংলণ্ডের অঙ্গ হইতে চাহিল, ইংলণ্ডের প্রজাদিগের সহিত সমান অধিকার প্রার্থনা করিল; ইংলণ্ড দিতে প্রস্তুত হইলেন না। আমেরিকাও আর দাসত্ব শৃঙ্খল পরিতে প্রস্তুত হইল না। ইংলণ্ড তরবারের সাহায্য লইয়া দেখিলেন কিন্তু আমেরিকার তরবার জয় লাভ করিল। তদবধি আমেরিকা স্বাধীন। আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের হস্তগত হইল; তাহারাও সমান অধিকার চাহিল, ইংলণ্ড সহজে তাহা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কিন্তু সেজন্য কত বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইল, কত উপদ্রব সহ্য করিতে হইল। অবশেষে অল্পে অল্পে সেই সকল অধিকার দিতে লাগিলেন তাহারাও কিঞ্চিৎ নিরস্ত হইল। স্কটলণ্ডও ইংলণ্ডের হস্তগত হয়; স্বাধীনতার জন্য তাহারাও যুদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু স্কটলণ্ডকে ইংলণ্ডের অঙ্গ করাতে সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। হিন্দুরা শান্তপ্রকৃতি, স্যাকসন রক্ত শরীরে নাই; সুতরাং সে প্রকার উপদ্রবের আশঙ্কা নাই; কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন ভিন্ন ইংরাজ রাজত্ব স্থায়ী হইবার আশা নাই।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এক শরীর হইবার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত আছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ড জেতা ও ভারতবর্ষ জিত। জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইতে বহুদিন লাগে। এখনো ইংরাজ ও স্বদেশীয়দিগের সদ্ভাব জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ড সভ্য ও ভারতবর্ষ অসভ্য। এ অবস্থায় প্রকৃত বন্ধুত্ব কখনই হইতে পারে না। সমানে সমানে যে শ্রদ্ধা তাহাই বন্ধুত্বের মূল। একের অনুগ্রহ অপরের ভক্তি তাহাকে বন্ধুত্ব বলে না। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের শিক্ষা স্বতন্ত্র। সহস্র সহস্র বৎসর উভয়ে সাক্ষাৎ ছিল না। ইংলণ্ডবাসিদিগের রুচি ও প্রবৃত্তি একরূপে শিক্ষিত, ভারতবর্ষবাসিদিগের রুচি ও প্রবৃত্তি অন্য রূপে শিক্ষিত। এ উভয়ের সমতা হইতে বহু দিন আবশ্যক। ৪ র্থতঃ ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, সুতরাং ভারতবর্ষ সহজে ইংলণ্ডের ভাবে গঠিত হইতে পারে না। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবার একটী মাত্র উপায় আছে। কিন্তু তাহা বহু দিন ও বহু শিক্ষা সাপেক্ষ।

আমরা উপরে যে উপায়টীর উল্লেখ করিলাম, ইংলণ্ডের বুদ্ধিশালী ও সুক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞেরাও ইহা অনুভব করিয়াছেন। দরবার প্রথা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। দরবার প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি। এই প্রথার তিনটী উদ্দেশ্য সম্ভব। প্রথমতঃ, রাজনীতিজ্ঞেরা দেখিলেন রাজাদিগের প্রতি ভারতবর্ষের লোকের অগাধ ভক্তি এবং দেশ মধ্যে তাঁহাদের প্রভুত্ব ক্ষমতা। যদি ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের কোন ভয় থাকে, এই রাজারাই সেই [illegible] ইহাদিগকে হস্তগত রাখিতে পারিলে প্রজারা স্বতন্ত্র ভাবে কোন উপদ্রব করিতে পারিবে না। রাজাদিগকে হস্তগত করিবার উপায় কি? মধ্যে মধ্যে দরবার করা। সম্মান সম্ভ্রম প্রভৃতিদ্বারা তাহাদিগকে

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ, দরবারস্থলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতাপ ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে একটু ভীত রাখা। তৃতীয়তঃ এই দরবার সূত্রে তাঁহাদের যাঁহার যে ত্রুটি আছে তাহার সংশোধন করিয়া প্রজাদিগের সুখ সচ্ছন্দ বৃদ্ধি করা। এই কয়টী উদ্দেশ্যই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু ইহার প্রকৃত ফল ফলিতেছে না। কারণ "শেয়ালে শেয়ালে কোলাকোলির" ন্যায় হৃদয় আর এক স্থানে রাখিয়া আলিঙ্গন করিলে কি তাহাতে বন্ধুতা বৃদ্ধি হয়? ইংলণ্ড রাজাদিগকে আহ্বান করিয়া কতই তোয়াজ করিতেছেন কতই বিশ্বাস ও বন্ধুতা দেখাইতেছেন কিন্তু আবার অবিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তির স্বরূপ প্রত্যেকের বক্ষঃস্থলে এক একটী এজেণ্ট বসাইয়া দিবা নিশি অধীনতা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। বিদেশীয় রাজা হওয়ার একটী প্রধান কষ্ট এই যে, তাঁহাদের কোন কার্য্যে প্রজাদের হঠাৎ বিশ্বাস হয় না। কারণ উভয়ের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। গবর্ণমেণ্ট উদার ভাবে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগেরই কল্যাণের জন্য যদি কোন কর্ম্ম করেন তাহাতেও আমরা কোন গূঢ় দুরভিসন্ধির আরোপ করি, কারণ সহজেই মনে হয় গবর্ণর জেনরল কিম্বা লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কি আমাদের দিকে টানিয়া কাজ করিতেছেন, কখনই না। তিনি যাহার ভৃত্য তাঁহারই শুভ সাধন তাঁহার সংকল্প। রাজগণেরও মনের ভাব এইরূপ। গবর্ণমেণ্ট বরদার শাসনের বিশৃঙ্খলতা বিষয়ে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন; অন্য রাজারা ভাবিতেছেন, অযোধ্যা প্রভৃতির ন্যায় বরদাও এত দিনের পর গর্ভস্থাৎ হইল। এই জন্যই মনে হয় যে এই সকল বাহ্যিক উপায়ে ইংলণ্ড ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয় পাইবেন না। আমরা যদি হৃদয় পাই তাহা হইলে হৃদয় দিতে পারি; ঘৃণা করেন তাহার পরিবর্ত্তে ঘৃণাই দিব; জেতা ও সভ্য বলিয়া অহঙ্কার করেন তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধার সহিত পরিহার করিয়া আমরা আমাদের চিরকালের সভ্যতা লইয়া থাকিব। অত্যাচার করেন জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিব এবং মনে মনে অভিশম্পাত করিব, কারণ স্যাকসন রক্ত শরীরে নাই। আবার আমাদিগকে এক শরীর করিয়া লন, ইংলণ্ডের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিব, কারণ তখন ইংলণ্ডের ও আমাদের স্বার্থ এক হইবে। কাম্বেল সাহেব ক্রোধে নিজ হস্ত দংশন করেন এবং ভাবেন যে ইহারা ভাল করিতে গেলে মন্দ ভাবে, এমন আহাম্মক জাতি কখনো দেখি নাই; কিন্তু আমরা তাঁহাকে বলিতেছি যতদিন উভয়ের স্বার্থ এক না হইতেছে ততদিন বিদেশীয় রাজার শান্তি কোথায়?

গাজিপুর।

গাজিপুর বলিলেই সচরাচর সহরটী বুঝাইয়া যায়। এটি বহুকালের প্রাচীন সহর মুসলমানদিগের অধিকার কালে ইহার চতুর্দ্দিকে ফটক ছিল, উহাই ইহার সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। ইংরজদিগের অধিকারে আর সে সীমা নাই। এখন দিন দিন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে। যে যে স্থানে এখন সমুদায় কাছারি, অন্য অন্য আফিস ও সাহেবদিগের বাস আছে, তাহা পূর্ব্বতন সহরের বহির্ভূত, কিন্তু ঐ স্থান গুলি বর্ত্তমান সহরের মধ্যগত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সহর বলিলেই উহাকে একটী সমৃদ্ধি সম্পন্ন স্থান বলিয়া মনে ভাবোদয় হয়। কিন্তু গাজিপুর সহরে সে ভাবের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এটী অতি দরিদ্র সহর। কেন যে "দরিদ্র" এই বিশেষণ দিয়া আমরা ইহার অবমাননা করিলাম তাহার কারণ পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এটী যে বহুকালের প্রাচীন সহর, প্রথমতঃ তাহারই প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতেছে। এই সহরের দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশে গঙ্গার নিকট ধারেই একটী অত্যুচ্চ স্থান আছে, সেখানে প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ স্থানে ১৮৩৮ অব্দে গবর্ণমেণ্ট একটী ডাক্তারখানা করিয়া দেন। স্থানটী দেখিলেই বোধ হয়, সেখানে অতি পূর্ব্বকালের কোন রাজা দুর্গ ধনাগার অথবা তৎসদৃশ কোন দৃঢ়তর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানটী গাধিরাজার দুর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বোধ হয় গাজিপুর পূর্ব্বে গাধিরাজার রাজধানী ও উহার নাম গাধিপুর ছিল। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে উহার নাম পরিবর্ত্ত হইয়া গাজিপুর হইয়াছে। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষার্থ অযোধ্যা হইতে রামচন্দ্রকে আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে সমভিব্যাহারে মিথিলায় জনকালয়ে লইয়া যান। রামায়ণে মহাকবি বাল্মীকির বর্ণিত এই বৃত্তান্তগুলি পাঠ করিলেও গাজিপুর গাধিরাজার রাজধানী ও বিশ্বামিত্রের আশ্রম স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বোধ হয়, যে সময়ে গাজিপুরে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল তখন সেখানে আদিম নিবাসিদিগের অতিশয় দৌরাত্ম্য ছিল। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার ঐ দুরাত্মাদিগকে দমন করিবার ক্ষমতা ছিল না। গাজিপুর জেলাটী এখন যেরূপ পরিষ্কৃত হইয়াছে, রামায়ণের বর্ণনা দেখিয়া বোধ হয় পূর্ব্বে এরূপ পরিষ্কৃত ছিল না, অরণ্যময় ছিল। ঐ দুরাত্মারা ঐ বন মধ্যে বাস করিত। মধ্যে মধ্যে উহারা বন হইতে নির্গত হইয়া বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণের যাগযজ্ঞাদির নানা প্রকার বিঘ্ন করিত। বিশ্বামিত্র নূতন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। আপনার ব্রাহ্মণ্যকে অধিকতর উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত তাঁহার যাগযজ্ঞাদির বহুল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় অতএব তাঁহারই অধিকতর অনিষ্ট ঘটিত। তিনি ঐ দুরাত্মাদিগের উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া পরিশেষে অযোধ্যার অধীশ্বর

মহারাজ দশরথের শরণাগত হন। কিন্তু দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহা হইতে তাঁহার সাহায্য লাভের সবিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তিনি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিলেন। রামচন্দ্রের অলৌকিক শৌর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ গ্রাম দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই সমভিব্যাহারে আনয়ন করেন। রামায়ণে বর্ণিত আছে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে জয়া ও বিজয়া নামে দুটী বিদ্যাদান করেন। তদ্বারা এই অনুমান হয়, বিশ্বামিত্র যখন রামচন্দ্রকে আনয়ন করেন, তখন তিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় পরিপক্ব হন নাই। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কিছু দিন ধনুর্ব্বিদ্যায় শিক্ষাদান করেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। ধনুর্বিদ্যায় তাঁহার বিদ্যা থাকা অসম্ভাবিত নয়। তবে যে তিনি স্বয়ং দুর্বৃত্তদিগের দমনে প্রবৃত্ত হন নাই, তাহার কারণ এই, তিনি যদি পুনরায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে ব্যাপৃত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণ দলে অপ্রতিষ্ঠা ও নবার্জ্জিত ব্রাহ্মণ্যের হানি হইত। তাহা না করিয়া রামচন্দ্র দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইলেন। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকটে যে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অপর প্রমাণ এই, তিনি বরাবর কুশিক তনয়ের নিকটে শিষ্যবৎ ব্যবহার করেন। বিশ্বামিত্রও অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি স্বাভীষ্ট লাভে সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া জনক তনয়ার সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন করিয়া দিলেন। মিথিলা গাজিপুরের পূর্ব্ব উত্তরাংশে। গাজিপুর হইতে মিথিলায় যাইতে ৪ দিনের অধিক লাগে না। এই বিষয়গুলির পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় গাজিপুরে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। এই স্থানে তাঁহার আশ্রম হইলেই অযোধ্যা হইতে রামচন্দ্রের আনয়ন এবং মিথিলায় লইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ সম্পাদন রামায়ণের বর্ণিত এই বৃত্তান্তগুলি সুসঙ্গত ও সুসংলগ্ন হয়।

গাজিপুরের প্রাচীনতার অপর প্রমাণ এই, গাজিপুরের প্রতিনিধি কালেক্টর উইলটন ওলডহাম সাহেব ঐ জেলার যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে যে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে গাজিপুরে চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য ছিল। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের সমকালের লোক। ওলডহাম সাহেব যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অতি বিশ্বাস-যোগ্য। গাজিপুর জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী সৈদপুর ভিতরি প্রহ্লাদপুর প্রভৃতি স্থানে চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে। সেই স্তম্ভগুলিতে যে সংস্কৃত শ্লোক আছে সেইগুলি অনুবাদ সমেত পুস্তক মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যে কতকগুলি মুদ্রা সংগৃহীত হয়, তাহাও পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হইল। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় পাটলিপুত্র চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল; পাটলিপুত্রেরই ইদানীন্তন নাম পাটনা। পাটনা আর গাজিপুর অধিক দূরবর্ত্তী নহে, অতএব গাজিপুরে চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য থাকিবার বিষয়ে কোন ক্রমে সংশয় জন্মিতে পারে না। চন্দ্রগুপ্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন না, একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার বহুদূর-ব্যাপী রাজত্ব থাকিবারই সমধিক সম্ভাবনা।

গাজিপুরের বাটীগুলি প্রাচীনতা ও দরিদ্রতা উভয়ের এক কালে পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাটীগুলি দর্শন করিলে স্পষ্ট বোধ হয় বাটী নির্ম্মাণের নব্য রীতি আজিও গাজিপুর মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় নাই। গৃহগুলির না আছে শ্রী, না, আছে জানলা। প্রবেশ দ্বারগুলি এমনি ক্ষুদ্র যে প্রবেশকালে বামন অবতার হইতে হয়। যাঁহারা বাটীগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছেন; বোধ হয়, সূর্য্য ও পবনের সহিত তাঁহাদিগের শত্রুতা ছিল, ঐ উভয়ের প্রবেশপথ রাখিয়া তাঁহারা বাটী নির্ম্মাণ করেন নাই। নগর মধ্যে অধিকাংশই খোলার ঘর। অন্য কথা কি গাজিপুরে গবর্ণমেন্টের যে জেল আছে, তাহারও দেয়ালে খোলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলের প্রসঙ্গে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইল। জেলটির বাহিরের বতক দেয়াল মৃণ্ময় ও তাহাতে খোলা দেওয়া আছে বটে কিন্তু উহার ভিতরটী বড় সুন্দর। আমরা অনেক জেল পরিদর্শন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত পরিষ্কৃত জেল কোথাও দেখি নাই। জেলের মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন নিকুঞ্জে উপনীত হইলাম। এস্থলে একটী দুঃখের কথাও বলিতে হইল। জেলের ভিতরটী যেমন পরিষ্কৃত, কয়েদিদিগের রুটি তাহার দশাংশ পরিষ্কৃত নয়। বোধ হয় জেলের তত্ত্বাবধায়কের কয়েদিদিগের অপেক্ষা বৃক্ষগুলির প্রতি অধিক স্নেহ আছে। রুটিগুলি যেমন পুরু তেমনি কৃষ্ণবর্ণ। দেখিলে ঘৃণা উপস্থিত হয়। কয়েদিদিগকে পরিচ্ছন্ন রুটি দিবার কি গবর্ণমেন্টের নিষেধ আছে? কদর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কয়েদিরা পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করুক, গবর্ণমেন্টের এরূপ অভিপ্রেত নহে।

নূতন পুস্তক।

আমরা বহুদিবস হইল নিম্নলিখিত পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। নানা কারণবশতঃ এত দিন ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই, গত বারেও ভ্রম ক্রমে ইহার সমালোচনাটী প্রকাশিত হয় নাই, লেখক তজ্জন্য আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন না।

প্রমোদিনী ১ম খণ্ড। এখানি পাকুড় প্রমোদিনী সভা হইতে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে গদ্য পদ্য উভয় বিধ লেখাই দৃষ্ট হইল। কবিতাগুলি অমিত্রাক্ষর বটে কিন্তু আজি কালি যত্রতত্র যেরূপ অমিত্রাক্ষর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রমোদিনীর কবিতাগুলি সে প্রকার নহে। এগুলি কোমল মিষ্ট ও বিলক্ষণ ভাববিশিষ্ট হইয়াছে। প্রমোদিনীর পদ্যাংশটী পাঠ করিয়া আমরা যেরূপ সন্তুষ্ট হইলাম, গদ্যভাগটী পাঠ করিয়া কিন্তু সেরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। তবে স্থানে স্থানের রচনা মন্দ হয় নাই। যাহা হউক

প্রমোদিনীর কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, লেখক যদি অধ্যবসায় পরিত্যাগ না করেন, তবে যাতে একজন সুকবি হইতে পারিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

১ লা পৌষ সোমবার।

তারকেশ্বরের মহন্তকে লইয়া এত দিন ধরিয়া যে ভয়ানক নাটকের অভিনয় হইতেছিল অদ্য তাহার যবনিকা পতন হইল। হাইকোর্টে মহান্ত যে আপীল করিয়াছিলেন, বিচারপতি মার্কবি ও মার্কবি সাহেব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, পূর্ব্ব রায়ই বহাল হইয়াছে। জষ্টিস বার্চ্চ এ বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ রায় লিখিয়াছেন। এতদিন যে মহাপুরুষ আজ্ঞা লইয়া লোকে তারকেশ্বরের নিকট হত্যা দিয়া আপনাদিগের যক্ষ্মা শূল প্রভৃতি ভয়ানক পীড়া সকল আরোগ্য করিয়াছে, এক্ষণে বিচারপতিগণ অন্যান্য লোকের বিশেষতঃ ধর্ম্ম মন্দিরের অধ্যক্ষদিগের লাম্পট্যরূপ উৎকট পীড়া আরোগ্য করিবার জন্য সেই মহান্তকে হত্যা করিবার উপক্রম করিয়াছেন। কিন্তু আমরা হুগলী জেলের অধ্যক্ষদিগকে একটী কথা বলিয়া রাখি, তাঁহারা যদি মহান্ত ঠাকুরকে এই তিন বৎসর কাল কেবল ঘানি গাছে ঘুরাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা পান, হিন্দুধর্ম্ম মতে গুরুতর পাপে পতিত হইবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ঢাকার অনরেবল খাজে আবদুল গণি ও খাজে আশানউল্লা দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে বিতরণ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতেছেন।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, কলিকাতার যেমন বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরার চাউল তেমনি ঢাকার জীবন। কিন্তু এবার ত্রিপুরাতে একটে আমার অধিক শস্য জন্মে নাই। যাহা জন্মিয়াছে তাহাতে তত্রত্য লোকদিগের চলিতে পারে। অন্য স্থানে রপ্তানী হইতে পারে না। এমন অবস্থায় কিরূপে এই ক্ষতি পূরণ হইবে?

ইন্দুপেট্রিয়ট বলেন, ষ্টিফেন সাহেব ইংলণ্ডের জন্য যে সাক্ষ্যের আইন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। তবে এ নিমিত্ত তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত পত্রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, হুগলীর এক জন তালুকদার এই বিপদের সময় প্রজাদিগের নিকট খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছেন। আমরা সহসা এসংবাদে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, বঙ্গদেশে এমন হৃদয়শূন্য জমীদার আছে আমাদের এমন সংস্কার নাই। পক্ষান্তরে আমরা জানিয়াছি অনেক জমীদার এ সময় প্রজাদিগের অবস্থা বুঝিয়া সমুদায় খাজনা কিয়ৎ পরিমাণে খাজনা মাপ করিতেছেন।

২ রা পৌষ মঙ্গলবার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণ্টি ও সাহেব সিলেট হইতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

কিছু দিন হইল আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব জজদিগের সহিত মাজিষ্ট্রেটদিগের সমান্তরাল পদোন্নতির যে প্রস্তাব করেন, ষ্টেটসেক্রেটারি তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। অনুমোদন না করিলেই আশ্চর্য্যের হইত।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, হুগলীর ন্যায় সিরাজগঞ্জের লোকে সাংক্রামিক জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। প্রায় তৃতীয়াংশ লোক জ্বরাক্রান্ত হইয়া কষ্টভোগ করিতেছে। এ নিমিত্ত স্কুল সকল বন্ধ হইয়াছে।

৩ রা পৌষ বুধবার।

উক্ত পত্র বলেন, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিমবাসিদিগের শিক্ষার্থ কাম্বেল সাহেব ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য দানে স্বীকৃত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম গবর্ণমেণ্ট সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার প্রতি এই ভার অর্পণ করিয়াছেন।

২১ এ নবেম্বর সিলচরে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তত্রত্য সার্কিট বাঙ্গালার প্রাচীরের এক অংশ পতিত এবং কাছারী বাটীর অনেক স্থান ফাটিয়া যায়।

এডগার সাহেবের আগামী শনিবার সিকিম হইতে দারজিলিঙে প্রত্যাগমন করিবার কথা আছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট আফিসে ও স্কুল সমূহে দেবনাগরাক্ষর প্রচলনের যে প্রস্তাব হয় আলাহাবাদের কতকগুলি মুসলমান তাহার প্রতিবাদ করিবার মানস করিয়াছেন। পক্ষান্তরে এই অক্ষর প্রচলিত হয়, তত্রত্য হিন্দু সমাজের প্রধানদিগের এই ইচ্ছা।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল বারাণসীতে গমের যে ছোট ছোট চারা বাহির হইয়াছে, উহাতে পোকা লাগিয়াছে, কিন্তু এখনও বড় অনিষ্ট করিতে পারে নাই। বৃষ্টির জন্য সকলেই অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে।

গবর্ণর জেনারলের যে বিশেষ ট্রেণ কানপুর হইতে আসিতেছিল, উহা একখানি আরোহী ট্রেণের উপর পতিত হওয়াতে দুই জন আরোহী হত ও ৮ জন আহত হয়। আমরা অন্যান্য সংবাদ পত্রে দেখিলাম, দুটী বালক হত ও অনেকে গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি এবিষয়ে ক্রমে ইংলণ্ডীয় রেলওয়ে কোম্পানিদিগের সমকক্ষতা লাভ করিতেছেন।

পাট ও শোণের একটী কল খুলিবার জন্য বোম্বাইয়ে এক কোম্পানি হইতেছে। ইহাঁদের মূল ধন ছয় লক্ষ টাকা।

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য অনরেবল গজপতি রাও কুর্গের রাজপুত্রী নিরাণাকে বিবাহ করিবার জন্য বারাণসীতে যাইতেছেন।

এবার কেবল চাউলের নয়, জলেরও দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। মহিসুরে শীঘ্র জলকষ্ট হইবে, নদীয়াতে জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে।

৪ ঠা পৌষ বৃহস্পতিবার।

বারিষ্টার সিসিল জ্যাকসন সাহেব উকীল ও মোক্তারদিগের পরীক্ষার্থ সভার সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আমরা নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি হইয়াছে। পীড়ার

অবস্থা দর্শনে সকলেই ভীত হইয়াছেন। ডাক্তার চিবর্স ও পেইন সাহেব চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহারাও ক্রমে হতাশ্বাস হই তেছেন। আমরা অন্তরের সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি দ্বারকানাথ মিত্র শীঘ্র এই উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করুন।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, ইহার মধ্যেই তথা হইতে বঙ্গদেশে প্রায় ২৯ হাজার মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে; তদ্ভিন্ন জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানী করিবার জন্য ৬ লক্ষ মণ কণ্ট্রাক্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহার মধ্যে লক্ষ মণেরও অধিক বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রয় করা হইয়াছে।

১৩ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় কলিকাতা বর্দ্ধমান হুগলী নদীয়া মুরসিদাবাদ রঙ্গপুর পাবনা ঢাকা ফরিদপুর ত্রিপুরা গয়া সাহরণ পূর্ণিয়া কটক এবং কামরূপে শস্যের মূল্য কতক কমিয়াছে। ১৫ টী বিভাগে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অবশিষ্ট বিভাগ সকলে মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় সমান রহিয়াছে।

সিন্ধিয়ান বলেন, গোয়াডর হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, মস্কাটের ভূতপূর্ব্ব ইমামের পুত্র সায়দ সিলিস তত্রত্য দুর্গ অধিকার করিয়াছে। সিলিস কিছুদিন হইল পুলিষের চক্ষে ধূলি দিয়া করাচি হইতে পলায়ন করে। উহাকে ধরিবার জন্য করাচি হইতে গোয়াডরে একদল পুলিষ সৈন্য গিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ গেজেট বলেন, সম্প্রতি পূর্ব্ব বাঙ্গালায় একজন এদেশীয়ের উদ্যোগে একটী নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, উহারা পীড়া হইলে ঔষধ সেবন না করিয়া যীশু খৃষ্টের নিকট কেবল উপাসনা করিয়া পীড়া শান্তির চেষ্টা পায়। ইউরোপে এই প্রকার একটী সম্প্রদায় আছে, উহাকে (পিকিউলিয়ার পিপল) " আশ্চর্য্য লোক বলে " । বস্তুতঃ ইহাঁরা আশ্চর্য্য লোকই বটেন।

গত মঙ্গলবার শ্যামপুকুরের নগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটী যুবক অহিফেন খাইয়া আত্ম হত্যা করে। অহিফেন খাইয়াছে জানিতে পারিবা মাত্র উহাকে মেডিকল কালেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, ডাক্তারেরাও তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা আরম্ভ করেন কিন্তু, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, গত কল্য রাত্রি চারিটার সময় হত ভাগ্য যুবকের মৃত্যু হইয়াছে। আত্মহত্যার কারণ এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই

একজন হিন্দু নেটিব পবলিক ওপিনি য়নে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডের জল বায়ু এদেশীয়দের পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ইহার প্রমাণার্থ তিনি দুইজন লণ্ডনস্থ মান্দ্রাজী যুবকের বিষয় লিখিয়াছেন, উহাদের এক জনের যক্ষ্মা কাশ ছিল, ইংলণ্ডে গিয়া কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তাহার সে পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। আর এক ব্যক্তিও শীর্ণ ও পীড়িত শরীরে ইংলণ্ডে গিয়া এক্ষণে বিলক্ষণ সুস্থ ও সবলকায় হই য়াছেন। ইংলণ্ডের গুণ অনেক আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা পাঠাইবার সময় বাঙ্গালি পাঠাই, তিনি সেগুলিকে প্রত্যর্পণ করিবার সময় সাহেব করিয়া পাঠান, এই তাঁহার দোষ।

৫ ই পৌষ শুক্রবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, মহা রাণী স্বর্ণময়ী বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে কষ্ট না হয় এ জন্য নিজ কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এ সময় অন্যান্য জমী দার ও ধনবান ব্যক্তিদিগের এবং গবর্ণ মেণ্টেরও কিছু দিনের জন্য নিজ নিজ কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বহু দিন হইল কলিকাতার সর্ব্বেয়িং পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই আজিও তাহার ফল প্রকাশিত হইল না।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ এক প্রকার আরম্ভ হইয়াছে। গত সপ্তাহে ১৬ জন দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিকে শ্রীরামপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ সপ্তাহেও পুলিষ চণ্ডীতলা হইতে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোককে গরুর গাড়ি করিয়া পাঠাইয়া দেন ইহারা কয়েক দিন কিছুই আহার করে নাই। স্ত্রীলোকটীর পথেই মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা বহু বাজারের হিন্দু একাডেমির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ স্কুলের একজন শিক্ষকের জন্য এইরূপ একটী বিজ্ঞা পন দিয়াছেন " একজন শিক্ষকের প্রয়ো জন, মাসিক বেতন ১৫ টাকা যাঁহারা বি, এ, পরীক্ষা দেন নাই, তাঁহাদের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই " । আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ক্রমে হাল গরু কিনিবার চেষ্টা দেখুন।

গত মঙ্গলবার কলিকাতার বাবু গুরুদাস দত্তের পুত্র মাণিকলাল দত্ত অহিফেন খাইয়া আত্ম হত্যা করিয়াছে। বাটীর কর্ত্তৃ পক্ষের সহিত বিবাদ হওয়াতেই এইরূপ হইয়াছে।

৬ ই পৌষ শনিবার।

অদ্য কলিকাতার গড়ের মাঠে বিখ্যাত বাজিকর ব্লণ্ডিনের বাজী হইবে। এরূপ বাজী কলিকাতায় কখন হয় নাই। ব্লণ্ডিন বলিয়াছেন তাঁহাকে ২০ হাজার টাকা দিলে তিনি দড়ির উপর দিয়া গঙ্গা পার হইতে প্রস্তুত আছেন।

বড় দিন উপলক্ষে আগামী বৃহস্পতি বার অবধি ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলি কাতায় ছোট আদালত বন্ধ হইবে।

লেথব্রিজ সাহেবকে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালের পদ দিবার যে কথা হয়, তিনি তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। এটী প্রেসিডেন্সি কলেজের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। গারেট সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হইতেছেন।

২৯ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত মধ্য প্রদেশের শস্যাদির অবস্থা যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন যে সকল রবি শস্যের অবস্থা এক্ষণে ভাল বড় দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হইলে সেগুলি নষ্ট হইবে। রাইপুরের অনেক স্থানে ধান্য একেকালে নষ্ট হইয়াছে, রাইপুর সম্বলপুর ও বিলাসপুর হইতে রপ্তানী চলিতেছে মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে। জ্বরের প্রাদুর্ভাব কতক কমিয়াছে

সে দিন গবর্ণর জেনরল যে এক বিশেষ ট্রেণে কলিকাতায় আইসেন উহাতে অন রেবল মিস বেরিওের একজন ইউরোপীয় পরিচারিকার একটী স্বর্ণ ঘড়ি হারাইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিষ উহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন যখন বিশেষ ট্রেণে এই ঘটনা হইয়াছে তখন ঘড়িটী অন্য লোকে লইয়াছে এরূপ বোধ হয় না।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

অনোগা নাইট সাহেব ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট নামক পত্রে ভাবী দুর্ভিক্ষ সময়ে নিম্ন লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা উপযুক্ত রূপে নিবারণের পক্ষে একটী বিষয় প্রার্থনীয় বোধ হয়, তাহা এই—গবর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকদিগকে নিজের ভারের অংশী করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা করিতে যেন সকলে অস্বীকৃত হন। একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, সভ্য শাসন প্রণালীর লক্ষণ এই যে তাঁহারা এমন শাসিত করিতে পারেন যে কোন বিপৎপাত হইলে লোকের প্রাণ হানি হইতে পায় না"। শিশু আর্ত্ত বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল দিগের অন্ন যোগাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশের লোক দিগকে নিজের ভারের অংশী হইতে যে আহ্বান করেন তাহা কখনই স্বীকার করা উচিত নহে। কারণ এই কার্য্য নিজে করাই সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের লক্ষণ। লোকে যত টুকু সাহায্য করিবে গবর্ণমেণ্ট ও তত টুকু দিবেন এ প্রকার সাহায্য বিনিময় [illegible] করা হয় সে উদ্দেশ্যটী শ্রদ্ধার [illegible] সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতেই নিজ [illegible] বিষয়ে অনবধানতা প্রকাশ হইবার জন্য অনেকবার অনেক [illegible] হইয়াছে। যে পরিমাণে দেশের লোকে সাহায্য করিবেন, গবর্ণমেণ্ট সেই পরিমাণে ভার গ্রহণ করিবেন, একথা বলাও যাহা আর এরূপ বিপদের সময় স্বকর্ত্তব্য অনুভব না করাও তাহা। কারণ এরূপ প্রস্তাবের অর্থ এই যদি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের প্রতি লোকে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, যাহা করিবার বিশেষ সম্ভাবনা, গবর্ণমেণ্টও প্রজাদিগকে অনাহারে মরিতে দিতে পারেন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে যদি গবর্ণমেণ্ট কি সুস্থ কি পীড়িত এক প্রাণীকেও অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট দায়ী। অতি অল্প লোকেই এরূপ আহ্বান শুনিয়া থাকে একথাকি আজিও আমাদের জানা আবশ্যক? * এই কারনেই আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য দেশের অর্থ লইবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়া থাকি, যদি যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কি এরূপে সাধারণের আনুকূল্য প্রার্থনা করেন? * * * *

এখনো ক্ষেত্রে যে সকল ধান্য আছে তাহা যদি আমরা জমিদার কিম্বা মহাজন দিগের হস্তগত হইতে দি প্রজাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। * * * * যদি আমরা প্রজাদিগকে ধান উঠাইয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা দি তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ বন্ধ করিয়া দি * * তাহা হইলে তাহাদের রক্ষা হইতে পাপে।

বেহার পরিদর্শন করিয়া গবর্ণর জেনেরলের মনে কিরূপ সংস্কার হইয়াছে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে তাহা অবগত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট গত মঙ্গল বার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার প্রায় সমগ্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণর জেনেরল মঙ্গল সরাইএ গমন করেন; সেখান হইতে যে সকল স্থানে শোণ খালের প্রধান কার্য্য সকল চলিতেছে সেখানে যান তৎপরে বিহিয়া ষ্টেশনে পৌছিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। আসিবার সময় নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিদিগের সহিত তাঁহার দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কথা বার্ত্তা হইয়াছে। পাটনার কমিশনর বেলি সাহেব সাহাবাদের এবং গয়ার কালেক্টর আলেকজাণ্ডার এবং পাক্কার সাহেব; সাসিরামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আয়ার সাহেব; শোণ খালের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র লেভিঞ্জ সাহেব, বিহিয়ার টমসন এবং ফক্স সাহেব; রাজসাহী এবং ভাগলপুরের কমিসনর মলনি এবং বার্লো সাহেব প্রভৃতি। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ১৭ ই নবেম্বরে যে চমৎকার সাকুলার প্রচার করিয়াছেন এবং যে প্রকারে সেই সার্কুলারের অনুসারে কার্য্য হইতেছে, লার্ড নর্থব্রুক আনন্দের সহিত এ উভয়ের অনুমোদন করেন। কর্ম্মচারিরা গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রতিপালন করিতে এবং সকল প্রকার বিপদ নিবারণ করিতে যে সমর্থ হইবেন তাহা তাঁহার মনে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে।

লেভিঞ্জ সাহেব জল সেচন দ্বারা ৩৬০০০০ বিঘা ভূমি রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ১৭ ই দিবসের আদেশপত্রে যেযে স্থানে বিশেষ দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সাধারণতঃ তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় আছে। কেবল বিহারের যে ভূমিতে রবিশস্য বপন করা হইয়াছে তাহার বিস্তৃত পূর্ব্বে যেরূপ নির্ণীত হইয়াছিল তদপেক্ষা এখন অধিক বলিয়া স্থির হইয়াছে। এবং যে রবিশস্য বপন করা হইয়াছে তাহারও অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এই সকল দেখিয়া বোধ হয় একমাস পূর্ব্বে যত আশঙ্কা করা গিয়াছিল এখনকার অবস্থা তত মন্দ নহে। * * * * * * * * * * গবর্ণর জেনেরল যখন ফৈজাবাদে ছিলেন তখন ৪ গণিত বেঙ্গাল ক্যাভালরির সেনাপতি কর্ণেল হাকিমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সেন দল সিগৌলি হইতে চম্পারণ জিলার মধ্য দিয়া আসিয়াছে। তিনি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন যে সেসকল স্থানে এখনও বিশেষ কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। পাটনার কমিসনর গবর্ণমেণ্টের আদেশ সকল বিবেচনা এবং দক্ষতা সহকারে পালন করিয়াছেন। যে যে স্থানে ইতি মধ্যে শস্য সঞ্চয় করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা অনেক এবং বেলি সাহেবের বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন হইলেই এই সকল জেলার কোন স্থানই গবর্ণমেণ্টের গোলা হইতে অধিক দূরে থাকিবে না, এবং সেখান হইতে

পবলিকওয়ার্কের কি রিলিফের লোকেরা শস্যাদি লইয়া যাইতে পারিবে। * * * * সময়ের অভাবে তিনি ভাগলপুর এবং রাজসাহীর কমিসনরদিগের সহিত এবিষয়ে অধিক আলাপ করিতে পারেন নাই, যে কিছু অল্প কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহারাও বেলিসাহেবের ন্যায় বন্দোবস্ত করিতেছেন।

পাটনাবিভাগে আজিও কোন প্রকার রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক হয় নাই; কিন্তু যখনি আবশ্যক হইবে তখনি যাহাতে কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে, এরূপ উদ্যোগ করিয়া রাখা হইয়াছে। সোণখালে যে সকল লোক প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করে, ধান কাটা আরম্ভ হওয়াতে তাহার মধ্যে অনেকে চলিয়া গিয়াছে। গবর্ণর জেনেরল সেখানে যাহাদিগকে কার্য্য করিতে দেখিয়া আসিয়াছেন তাহারা কন্‌ট্রাক্টদারদিগের মজুর। যতদিন না শস্য আমদানীও গোলাজাত করার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, ততদিন রিলিফ কমিটী প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ হইতেছে না। শাহাবাদ জেলার স্থানীয় কর্ম্মচারিরা বলেন, যে আরও অধিক পরিমাণে ইউরোপীয় লোক না থাকিলে রিলিফ কমিটী কার্য্যের উপযুক্ত হইবে কি না সন্দেহ। ইতিপূর্ব্বেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারির সংখ্যা বৃদ্ধির যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই অভাব দূর হইতে পারিত; কিন্তু যদি তাহাও না হয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর রিলিফ কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য অধিক কর্ম্মচারির প্রার্থনা করিলে গবর্ণর জেনেরল সে বিষয় বিবেচনা করিবেন। গবর্ণর জেনেরল দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছেন যে ইতি মধ্যেই শাহাবাদ জেলার অনেক জমিদার টাকা কর্জ্জ লইতেছেন এবং নীলকরেরা বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

ভাগলপুরের কমিশনর লর্ড নর্থ ব্রুককে বলিয়াছেন যে এমন কয়েক শ্রেণীর কৃষক আছে, যাহারা কোন স্থানে এই কয়মাসের ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ কর্জ্জ পাইবে না, অথচ গবর্ণমেন্টের কার্য্য কিম্বা রিলিফ কমিটীর গোলাতে উপস্থিত হইতে পারিবে না। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে শুদে অর্থ কিম্বা ধান্যাদি দিবার প্রস্তাব করেন। যে সকল জমিদারের অধীনে এই শ্রেণীর কৃষকেরা বাস করে, তাঁহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য যে এই বিপদের সময় কিছু দিনের জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করেন। এই উদ্দেশে কোন জমিদার যদি কর্জ্জ চান তাহা গবর্ণমেন্ট হইতে পাইতে পারেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট হইতে জমিদারদিগকে কর্জ্জ দিবার যে আদেশ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে এ বন্দোবস্তও তাহার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যেখানে যেখানে এই শ্রেণীর লোকদিগের বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা সেই খানেই স্থানীয় কর্ম্মচারিরা জমিদারদিগকে এই বিষয় জানাইবেন। * * * একথা জানিতে পারিলে জমিদারেরা যে আপনা হইতে তাহাদিগকে কর্জ্জ দিবেন কিম্বা আপনাদের সহিত গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কর্জ্জ করিবেন তাহাতে লার্ড নর্থব্রুকের সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি এ আশা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে সেশ্রেণীর কৃষকদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে অর্থ আদায়ের পক্ষে জামিন হয় কে? গবর্ণর জেনেরল ভাবিয়া দেখিবেন এমন কোন আইন করা যায় কি না যদ্দ্বারা জমিদারদিগকেই তাহাদের জামিন করিতে পারা যায়।

গবর্ণর জেনেরল যখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন তখন সে সকল প্রদেশে হৈমন্তিক শস্যের অবস্থা কিরূপ এবং রপ্তানীর উপযুক্ত কত শস্যই বা পাওয়া যাইতে পারে এই সকল বিষয় ঠিক এবং বিশ্বাস যোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। হৈমন্তিক শস্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে তাহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিবার সম্ভাবনা। যদিও কত শস্য রপ্তানী করিতে পারা যাইবে, তাহার ঠিক পরিমাণ দেওয়া কঠিন কিন্তু যাহার যাহার সহিত তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন, (এমন কি সার উইলিয়ম মুয়র পর্য্যন্ত,) সকলেরই বিশ্বাস যে বিহারের লোকদিগের সাহায্যের জন্য অনেক শস্য রপ্তানী করা যাইতে পারে।

তিনি যেসকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে বাণিজ্য উত্তম চলিতেছে, এবং উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থান সকলে প্রেরিত হইয়াছে এবং হইতেছে। গবর্ণমেন্টের নিজের চাউল আমদানী করিয়া যাহাতে সাধারণ ব্যবসায়ীদিগকে নিরুৎসাহ করা না হয় সে চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এবং পাটনার কমিশনর ও অন্যান্য স্থানীয় কর্ম্মচারিরা সকলেই তাঁহাকে বলিয়াছেন যে স্বীয় সুবিধামত বাজার মনোনীত করা বিষয়ে ব্যবসায়ীদিগের যে স্বাধীনতা ও বিশ্বাস আছে তাহা নষ্ট করা কোন ক্রমেই প্রার্থনীয় নহে। শস্যের আমদানী সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কি ভাবে কার্য্য করিবেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। গবর্ণমেন্টের গোলাতে যেসকল শস্য সঞ্চয় হইতেছে তাহা অপর ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করা হইবে না। কিন্তু তদ্দ্বারা গবর্ণমেন্টের মজুরদিগের বেতন দেওয়া হইবে এবং যদি ভবিষ্যতে রিলিফ কমিটী স্থাপিত করা আবশ্যক হয় সেই সকল স্থানে প্রেরিত হইবে; কত লক্ষ লক্ষ লোকের সাহায্য আবশ্যক এবং যে যে স্থানে অন্নকষ্ট হইবে তাহার অধিকাংশ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কিরূপ দূরে অবস্থিত, সেই সকল স্থানে হঠাৎ শস্যাদি প্রেরণ করা কিরূপ কঠিন এবং অনাহারে প্রজাদিগের যাহাতে মৃত্যু না হয় সেজন্য গবর্ণমেন্টের কিরূপ সতর্ক হওয়া উচিত, এই সকল কথা স্মরণ করিয়া গবর্ণর জেনেরল ৭ সংখ্যক গবর্ণমেন্ট আদেশে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে সমগ্র বিপদ নিবারণের জন্য কেবল মাত্র বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের কার্য্যের উপর নির্ভর করা যায় না। তদনুসারে ভবিষ্যতে কত লোক কার্য্যের জন্য কিম্বা সাহায্যের জন্য উপ-

স্থিত হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া" তাঁহাদেরও প্রতিপালনের উপযুক্ত অধিক শস্য সঞ্চয় করিবার উপায় ও অবলম্বিত হইয়াছে।

সকলেই দেখিতেছেন যে এক প্রদেশের রপ্তানী দ্বারা অপর প্রদেশের কষ্ট দূর করা বিষয়ে গবর্নমেণ্ট সাধারণ ব্যবসায়ীদিগের উপর অধিক নির্ভর করিতেছেন; কিন্তু ব্যবসায়ীরা অশক্ত হইলেও যাহাতে বিপদ না ঘটে, সেজন্য গবর্নমেণ্ট আরও শস্য ক্রয় করিয়া হস্তে রাখিতেছেন, তদ্দ্বারা যাহারা অবশেষে গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রিলিফ কমিটী দিগের শরণাপন্ন হইবে তাহাদিগের রক্ষা হইবে। এই সকল সঞ্চিত শস্যের কিছু কিছু দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকলে এখনও প্রেরিত হইতে পারে; এবং অবশিষ্ট অংশ যখন আবশ্যক বোধ হইবে তখন ছাড়া যাইবে।

* * * ক্রীষ্টমাসের সময় সচরাচর যে জল হয় এখন ও তাহার উপর দেশের ভবিষ্যতের অবস্থা অনেক অংশে নির্ভর করিতেছে। যদিও সময়ে কার্য্যারম্ভ করাতে দুর্ভিক্ষ কষ্টের অনেক লাঘব হইবে তথাপি যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা শীঘ্র সুসম্পন্ন করা উচিত এবং সতর্ক হইয়া প্রকৃত দুর্ভিক্ষ কখন আরম্ভ হয় তাহা দেখা উচিত, কারণ নূতন অবস্থার জন্য যদি নূতন উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহা করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

[illegible] ও সাধারণ বিভাগ

[illegible]এর আসিষ্টাণ্ট কমিশনর কাপ্তেন [illegible]গিলবি বএড সাহেব লেপ্টনণ্ট [illegible]ন গ্রেহাম সাহেবের অনুপস্থিতি [illegible]পর ডেপুটী কমিশনরের ক্ষমতা [illegible]ন।

[illegible]ণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী [illegible]থানিএল ষ্টুয়ার্ট আলেকজণ্ডার পরগণা হইতে ত্রিপুরাতে বদলী

সি, ডি, ফীলড এম এ, এল, এল, ডি, সাহেব পুনরায় ২৪ পরগণা ও হুগলীর এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট সেশন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

টি, জে, সি, প্লাউডন সাহেব ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের আসিষ্টাণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন, ইহা ভিন্ন তাঁহাকে ঐ জেলার দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতে হইবে।

এ, [illegible] সাহেব সেণ্ট্রাল একজামিনেশন কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর জে জিও [illegible]মগান সাহেব বীরভূমে স্থাপিত হইলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর সি, বি [illegible] সাহেব ঢাকাতে স্থাপিত হইলেন।

[illegible] শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর টমাস [illegible] সাহেব চট্টগ্রামে স্থাপিত হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর জে, বি, ওয়ার্গান সাহেব হুগলীতে স্থাপিত হইলেন।

জে বেলেট এম এ সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের একজন প্রোফেসর নিযুক্ত হইলেন।

এইচ, এল ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

আইন বিভাগ।—পাটনা বিভাগের নিম্নলিখিত সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন। মুন্সী আবদুল রেজাক। পাটনা। বাবু দ্বারিকা প্রসাদ। পাটনা বাবু গঙ্গানাথ রায়। সাহাবাদ। বাবু শ্যামাচরণ দাস। সাহাবাদ। বাবু রামচরণ লাল। গয়া মুন্সী মহম্মদ আলী নবী। গয়া। বাবু রঘুনন্দন প্রসাদ। ত্রিহুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র। ত্রিহুত। মুন্সী সদাক আলী। ত্রিহুত। মুন্সী আক্তর হুসেন। চম্পারণ।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিরা নূতন ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোডের অনুসারে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজসাহীর প্রথম শ্রেণীর আফিসিএটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর জে ওয়াড সাহেব।

দিনাজপুরের প্রথম শ্রেণীর আফিসিএটীং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, ব্রেট সাহেব।

পাবনার প্রথম শ্রেণীর আফিসিএটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর, পোর্চ সাহেব।

মুরশিদাবাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর আফিসিএটীং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, ডি, উইল্কীন্‌স সাহেব।

মুঙ্গেরের প্রথম শ্রেণীর আফিসিএটীং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, জে, রিউ [illegible] এ, সাহেব।

এ, মেকেঞ্জি,
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়ার সেক্রেটারি।

আমাদিগের বাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। নিতান্ত আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি, গত ১লা ডিসেম্বর হইতে তেওথায় একটী সুবর্ডিনেট পোষ্ট আফিষ সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা এতদিন ইহার নিমিত্ত চীৎকার করিয়া আসিতেছিলাম; এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের গুণে আমাদিগের চিরসিঞ্চিত আশালতা অঙ্কুরিত হইল, এটী অনল্প আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। এই প্রদেশের মধ্যে তেওথা একটী প্রধান ভদ্রজনাকীর্ণ স্থান। এই স্থান বাসিগণ সর্ব্বদাই সম্বাদ পত্রাদি গ্রহণ ও চিঠিপত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন। পোষ্ট আফিষ হওয়াতে তাঁহাদিগের বিশেষ সুবিধা হইল। পোষ্ট আফিষ আপাততঃ চারিমাসের নিমিত্ত পরীক্ষাধীন হইয়াছে। এই চারিমাসের পর আয়ব্যয় বুঝিয়া স্থায়ী হইবে। এক্ষণে তেওথা পোষ্ট আফিষ প্রধান হইয়া জাফরগঞ্জ তাহার শাখা হইল।

তেওথার প্রধান পোষ্ট আফিষ হওয়াতে জাফরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী নাথপুর নামক স্থানের নীলকুঠীর মুর সাহেব বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব্বে জাফরগঞ্জে প্রধান আফিষ থাকাতে মুর সাহেবের অনেকটা সুবিধা ছিল। এক্ষণে সেই আফিষ অপেক্ষা কৃত দূরবর্ত্তী স্থানে নীত হইল। এরূপ অপমান শ্বেতাঙ্গদিগের নিতান্ত অসহনীয়। শুনিতেপাই তিনি নাকি এবিষয়ের নিমিত্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকট শীঘ্রই অভিযোগ করিবেন। চিঠিপত্র পাইতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হওয়াতেই মুর

সাহেব এই রূপ গোল বাঁধাইতেছেন । ... কিন্তু জাফরগঞ্জে প্রধান আফিস হইলে সাধ রূপে যে ২। ৩ দিন বিলম্বে চিঠি পত্র পাইবে তাহা কি অভিযোগের বিষয় নহে? আমরা আশা করি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল মহোদয় একজনের নিমিত্ত অধিক সাধারণের অসুবিধা করিবেন না।

কেহ কেহ জাফরগঞ্জে প্রধান পোষ্ট আফিস রাখিয়া তেওথায় তাহার শাখা স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। এটী শিরোবেষ্ট নাসিকা স্পর্শের তুল্য উপহাসকর। কলিকাতা ও ঢাকা অঞ্চল হইতে শিবালয় নামক স্থানে ডাকের প্যাকেট উপস্থিত হয়, এই শিবালয় জাফরগঞ্জ অপেক্ষা তেওথায় অধিক নিকটবর্ত্তী। যাহারা শিবালয় হইতে জাফরগঞ্জে যায়, তাহারা তেওথা দিয়াই যাইয়া থাকে। জাফরগঞ্জে প্রধান আফিস হইলে প্যাকেট একবার সেস্থানে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার তেওথায় আনিতে অনর্থক সময় নষ্ট হইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্যাকেট বাছনি করিতেও মাসিক ১০ টাকা বেতনে একজন ডাকমুন্সীর আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে, তেওথায় পোষ্ট আফিস হইয়াতে এরূপ হইবে না। তত্রত্য আফিষের কর্ম্মচারীই শিবালয়ে যাইয়া প্যাকেট বাছনি করিতে পারিবেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের মাসে দশ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এক্ষণে বিভাগীয় ইনিস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার বাবু রামচন্দ্র মিত্র তেওথার ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারকে শিবালয়ের প্যাকেট বাছনি করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় রুরাল মেসেঞ্জারের প্রতি এই ভার অর্পণ করাই উচিত। স্থানীয় লোকেও ইহার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছেন। আমরা ভরসা করি রামচন্দ্র বাবু তাঁহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।

২। আমরা অত্রত্য স্কুলের মার্টিন স্কলাসিপ প্রাপ্ত যে ছাত্রের বিষয় পূর্ব্বে এক বার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম; অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে সেই ছাত্র সমুদয় বৎসর স্কুলে উপস্থিত ছিলনা। স্কুলের রেজেষ্টরীতে তাহার নাম ও ছিল না। সুতরাং সে স্কলার্সিপ পাওয়ার যোগ্য নহে। আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া এই বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম। স্কলাসিপ প্রাপ্ত ছাত্র যে স্কুল হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। অনুরোধকারী ও এবিষয় আমাদিগকে বলিয়া দেন নাই। যিনি এই বিষয় লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত স্কুলের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং আমরা তাঁহার বাক্যে অনাস্থাবান না হইয়া এই সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। অনুরোধকর্ত্তা যে জানিয়া শুনিয়া আমাদিগকে ভ্রমে পাতিত করিবেন, তাহা আমরা মনেও ভাবি নাই। এক্ষণে ঘটনা সপ্রমাণ না হওয়াতে আমরা বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। ডেঃ ইনিস্পেক্টার মহাশয় যেন এ বিষয়ে কিছু মনে না করেন। স্কুল সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর দোষেই এই রূপ হইয়াছে। নাতাৎউক আমরা অনুরোধকারী মহাশয়কে নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতেছি, তিনি যেন অতঃপর সাবধান হইয়া কোন বিষয়ের অনুরোধ করেন।

৩। সম্প্রতি এখানে জ্বরের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বাজারে ধান্য গৌনে ৬ পশারি, চাউল মোট ২০ সের ও সরু ১৬ সের টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

আমাদিগের কাটোয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

মহাশয়! কতিপয় দিবস গত হইল দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট হইতে কএক সহস্র মুদ্রা কাটোয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এতদ্দেশের কেহই নিয়মানুযায়ী তাহা গ্রহণে স্বীকৃত নহে।

চাউলের দর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং তন্নিবন্ধন সকলেই ভাবী দুর্ভিক্ষের ভয় করিতেছে। এবার এপ্রদেশে ধান্য ছয় আনা উৎপন্ন হইয়াছে, রবি শস্য একেবারেই হয় নাই, আবার মাঠে জলাভাব প্রযুক্ত গোকুল নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা

শ্রীবাটী নিবাসী কয়েক জন ভদ্রলোক সকলকে একত্রিত করিয়া মেমারী হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত জন্য মহামান্য লেঃ গবর্নর মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়াছেন, ভরসা করি ভবদীয় সম্পাদকীয়স্তম্ভে প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া বিনাশোন্মুখ প্রজাবর্গের জীবন রক্ষা করিবেন এবং দয়াময় গবর্ণমেণ্টও স্বীয় বিজ্ঞাপিত বিষয়, কার্য্যে পরিণত করিয়া প্রকৃত প্রজা বৎসলতার পরিচয় দিবেন। ফলতঃ এই রাস্তাটী শীঘ্র আরম্ভ হইলেই বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশ-বাসী যাবতীয় লোকের দুর্ভিক্ষাশঙ্কা একেবারেই নিরাপিত হয়। গবর্ণমেণ্টও সমধিক লাভবান হইবেন, এবং পোষ্ট বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই সময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানিকে একটী বিষয় [illegible] দিতে হইল। তাঁহারা কি [illegible]? এই বেলা প্রস্তাবিত রা[illegible] উদযোগী হইয়া প্রস্তুত করিয়া লউন, [illegible] মেমারী হইয়া কাটোয়া পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র রেলওয়ে শাখা বাহির করুন। মেমারী হইতে সাত গাছিয়া পর্য্যন্ত ছয় মাইল রাস্তা [illegible] আছে এবং কাটোয়া হইতে দক্ষিণে দাঁইহাট পর্য্যন্ত ৪ মাইল রাস্তা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া আছে। কেবল মধ্যে ২ বারশ মাইল পথ প্রস্তুত হইলেই একটী লাভের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। কালনা, নাদনঘাট, মন্তেশ্বর, শ্রীবাটী [illegible], দাঁইহাট; [illegible] প্রভৃতি [illegible] প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান হইতে [illegible] কলিকাতায় [illegible] থাকে।

শ্রীবাটীবাসী বাবু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ও বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত মহোদয়দ্বয়ের যত্নে শ্রীবাটী শিক্ষা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া দেশীয় যুবকগণ চতুর্দ্দিক অন্ধকার ময় দৃষ্টি করেন; ইহা তন্নিবারণোদ্দেশেই স্থাপিত হইয়াছে। বাবু গৌরহরি চন্দ্র ও বাবু গিরীন্দ্রনাথ চন্দ্র মহাশয় দ্বয় ইহার সভাপতির ভার লইয়াছেন।

তোমাকরি ইহা স্থায়ী হইয়া উত্তোরোত্তর শ্রী'টীর কল্যান বিধান করিতে থাকুক।

শ্রী ঃটী }
১২৮০ }

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মানব জীবনের স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার এই, যে ন্যায়ের পুরস্কার এবং অন্যায়ের তিরস্কার না করিয়া, স্থির থাকিতে পারেনা। স্থান বিশেষে অন্যায়াচারী প্রিয় বন্ধুকে ও তিরস্কার করিয়া, তাঁহাকে তৎপথ হইতে বিনিবৃত্ত করি ও ন্যায় কারী আততায়ীকে ও নানা প্রকারে প্রশংসা করিয়া, উৎসাহিত করি। যদিচ মৌখিক প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই; কিন্তু অন্তরে সদা জাগরূক থাকে।

কোঁচবিহারস্থ বর্ত্তমান ডেপুটী কমিসনর শ্রীযুক্ত টি স্মিথ সাহেব, রাজ্যবাসী প্রজা পুঞ্জের হিতসাধনে এরূপ কৃত সঙ্কল্প, যে এইরূপ আর দুই একটী লোক থাকিলে, এস্থানের উন্নতি অচিরে সম্পন্ন হইত; ইনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে এতদূর সতর্ক যে যখন কার কার্য্য তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতে একান্ত মনোযোগী ও অভিলাষী। এমন কোন বিষয়ই নাই, যে তিনি প্রতি দিন সুচারু-রূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকেন। আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষ করি, তাহাতে তাঁহার কার্য্যোপযুক্ত সময় কখন ঘটে না; দিবা রাত্রি কেবল রাজ কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয়, ইহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হয়, তবে তাহার সহিত যথা মত আলাপাদি করিয়া, তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারী বর্গের প্রতি এরূপ সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার আমি অল্প মাত্র শ্বেত-পুরুষে দৃষ্টি করিয়াছি। যখন যে কার্য্য সমাধা করেন, তাহা এতাদৃশ সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয়, যে তাহাতে কোন লোকেরই অসন্তুষ্টির কারণ থাকে না বিশেষতঃ অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূর্খ প্রজাদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য, এরূপ সচেষ্টিত যে অবসর পাইলেই বিদ্যালয় সমূহে উপস্থিত হইয়া, সমস্ত পাঠ্য বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া স্কুলের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় ও অপরাপর মেম্বরদিগের সহিত উন্নতির পরামর্শ করিয়া থাকেন। এরাজ্যে যত গুলি স্কুল আছে, বৎসরে অন্যূন একবার পরিদর্শন করিবেনই করিবেন। বর্ত্তমান বর্ষে সমগ্র স্কুল গুলি দেখিয়া যে গুলির কার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে বোধ করিবেন, তাহার শিক্ষককে অর্থ পুরস্কার এবং সম্পাদককে ধন্য বাদ প্রদান করিবেন, এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার বিচার প্রণালীও অতি উৎকৃষ্ট; কখন কোন দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তি ও বিচারে অসন্তুষ্ট হয় নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সাহেব বাহাদুর যেরূপ সদ্গুণ-সম্পন্ন, উদার-প্রকৃতি, প্রজাবৎসল এবং সৎবিচারক তাহাতে তিনি অনতি বিলম্বে অন্য কোন উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত হউন, অথবা এই অন্ধ-কারাচ্ছন্ন কুচবিহারে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া, রাজ্যের অবশিষ্ট উন্নতি সম্পন্ন করুন। দীন হীন প্রজারা তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। বড় আশা করি, তাহাদের প্রদত্ত ধন্যবাদ রাশি অবশ্যই সাদরে গ্রহণ করিবেন।

গোবরাছড়া স্কুল শ্রীবিধুভূষণ
১৮৭৩ ভট্টাচার্য্য।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র বাগচি সিরাজগঞ্জ	১০
" " শ্রীকণ্ঠ মল্লিক—ভবানীপুর	১০
" " রসময় দাস—ডায়মণ্ড হারবর	৫৷৷০
লাইব্রেরি মোং রাচি	১০
" " কাশীনাথ বিশ্বাস—টাঙ্গাইল	১০
" " গোবিন্দ নারায়ণ দে কোনাবাড়ি	১০
" " রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী বারুইপুর।	৫৷৷০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম; জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন। আর যাঁহারা মণি অর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

১৩শ ভাগ। ৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি ... পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ১৫ ই পৌষ। ইং ১৮৭৩। ২৯ এ ডিসেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০। দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

উভয় পুস্তকে সাধনের ভার বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

—০—

আগামী ১ লা জানুয়ারি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য হাঁসপাতালের চতুর্থ ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন বারুইপুর অভিনব উদ্যানে হইবেক। দেশহিতৈষী মহোদয়গণ অত্র উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শ্রবণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ এ নবেম্বর ১৮৭৩ বারুইপুর } শ্রীতারকদাস বসু মেনেজার

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্ম্মলেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ ততোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে নগদ টাকায় যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাসুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফস্বলের আদালত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন তাঁহাদিগের পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে বোর্ড অব এক্জামিনার্স নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯ এ অক্টোবর এবং ২৬ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের লেপ্টনন্ট গবর্নর যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা যদি হাইকোর্টের ১৭ ই সেপ্টেম্বরের প্রকাশিত নিয়মানুসারে অদ্যাপিও সার্টিফিকেট প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১৮৭৪ ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারির নিকট ঐ সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন। আসল হইলে ভাল হয় নতুবা কোন বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারির স্বাক্ষর সমেত নকল পাঠাইলেও চলিবে।

যে লেফাফাতে সার্টিফিকেট থাকিবে তাহার পৃষ্ঠে যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপনার নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেন।

যে সকল পরীক্ষার্থির আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে জানুয়ারি মাসের শেষে কলিকাতা গেজেটে তাঁহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর ওকালতি ও মোক্তারি পরীক্ষার্থীদিগকে স্মরণ করান যাইতেছে যে তাহাদিগকে বোর্ড অব এক্জামিনারের নিকট হইতে তাহাদের আবেদন যে গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার এক এক্রার সার্টিফিকেট এবং জেলা ট্রেজরি হইতে তাহারা যে ফি জমা দিয়াছেন তাহা ও এক একটী সার্টিফিকেট লইয়া পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। এক এক খানি ষ্টাম্প সহিত আমি লেফাফা পাঠাইলে তাঁহাদিগের সার্টিফিকেট গুলি পুনর্ব্বার ফিরিয়া দেওয়া যাইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী উচ্চ শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবেন তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণমেন্ট ট্রেজরি হইতে ফি জমা দিবার এক এক খানি সার্টিফিকেট লইয়া এক্জামিনার দিগের নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সার্টিফিকেট প্রত্যর্পণ করা হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫।২৬। ২৭।২৮ শে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

সিসিল জ্যাকসন,
বোর্ডের সেক্রেটারি।

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই পৌষ সোমবার।

আমাদের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু পেট্রিয়ট গতবারে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার সম্বন্ধে সুরেন্দ্র বাবুর উকীল মন্টি ও সাহেবের একটী বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছেন, বক্তৃতাটী পড়িয়া আমরা যে কিরূপ আনন্দিত হইলাম তাহা প্রকাশ করা যায় না। কমিশন নিযুক্ত হওয়াতে লোকে আ-

শঙ্কা করিয়াছিলেন যে সুরেন্দ্র বাবু একে একেশীর তাহাতে নূতন সিবিলিয়ান বোধ হয় তিনি দণ্ডিত হইবেন ; কিন্তু মণ্ট্রিও সাহেব ও সেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া সুবিচারের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি এক একটী করিয়া সকল দোষগুলিই অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার অপরাধ অতি সামান্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বক্তৃতাতে মণ্ট্রিও সাহেব ওকেনলি সাহেবের যে অনুচিত ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। দেখিলে বোধ হয় সুরেন্দ্র বাবুকে বিপন্ন করা বিষয়ে ওকেনলি সাহেবের স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা। তিনি সকল সাক্ষীকে উপস্থিত হইতে দেন নাই ; সকল কথা প্রকাশ করেন নাই। একথা যদি সত্য হয় ইহা অপেক্ষা অনুচিত ব্যবহার আর আর হইতে পারে না। তবে মণ্ট্রিও সাহেব প্রতিবাদীর পক্ষের উকীল, বিপক্ষ উকীলের দোষ প্রদর্শন বিষয়ে তিনি যদি অত্যুক্তি করিয়া থাকেন আমরা সে কথা বলিতে পারি না। অপরাধীকে সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া উন্নত শাসন প্রণালীর মত ; কিন্তু ওকেনলি সাহেবের ব্যবহারে তাহা প্রকাশিত হয় নাই

—০০—

এতৎপ্রদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব।

বহুদিন হইতে রাজপুর, হরিনাভি, চাঙ্গড়িপোতা, কোদালিয়া, প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বোক্ত জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা অনেকবার লিখিয়া লিখিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি। পাঠকগণকে বিরক্ত করিবার ভয়ে আর এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী রাশি রাশি লোকের কষ্ট আর দেখা যায় না। একে পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোক দরিদ্র তাহাতে ডাক্তারি চিকিৎসার ব্যয়সাধ্যতা, লোকে চিকিৎসাভাবে মৃতপ্রায় ও অবসন্ন। আমাদের নিজবাসগ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। কয়েক বৎসর এই শত্রুর দৌরাত্ম্যে গ্রাম শূন্যপ্রায় হইয়াছে। গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং বৈরাগ্যশতকের কালমহিমার বর্ণনাটী বার বার স্মরণ হয়।

> যত্রানেকঃ ক্বচিদপি চ গৃহে—
> তত্র তিষ্ঠত্যথৈকো,
> যত্রাপ্যেক স্তদনু বহব
> স্তত্র নৈকোপি চান্তে।
> ইত্থঞ্চেমৌ রজনি দিবসৌ
> দোলয়ন্ দ্বাবিবাক্ষৌ
> কালঃ কাল্যা ভুবনফলকে
> ক্রীড়তি প্রাণিসারৈঃ॥

যেখানে পূর্ব্বে অনেককে দেখিয়াছিলাম সেখানে পরে একটী অবশিষ্ট রহিতেছে, যেখানে একটী মাত্র ছিল সেখানে অনেকগুলি আসিতেছে, অতএব বোধ হয় যম যমুনার সহিত ভুবনরূপ ফলকে দ্যূত ক্রীড়া করিতেছেন। দিবা রাত্রি তাহার দুই খানি পাশা এবং জীব সকল তাহার ঘুটি

পূর্ব্বে বারুইপুর প্রভৃতি স্থান গুলি অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল কিন্তু সম্প্রতি সে সকল স্থানে উক্ত শত্রুর পদার্পণ হইয়াছে। যতদিন এই বিষম জ্বরের নিদান নির্ণীত না হইতেছে ততদিন ইহা নিবারণের সদুপায় হইবার ও আশা করা যায় না। কারণ উচ্ছেদ করিয়া ইহার আত্যন্তিক নিবারণ যদিও মনুষ্য-সাধ্য নহে তথাপি যথাকালে ঔষধাদি বিতরণ দ্বারা ইহার আংশিক নিবারণ সাধ্যায়ত্ত। আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে এতদিনের পর এদিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিছুদিন হইল গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ ঔষধসহ একটী নেটিব ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি হরিনাভির দত্ত দেবীচরণ ঘোষের বাটীতে থাকিয়া প্রতিদিন সমাগত দরিদ্রদিগের চিকিৎসা করিতেছেন। প্রতিদিন সেখানে শতাধিক লোক সমবেত হইয়া থাকে। আবার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে ডাক্তার জ্যাক্‌সন সাহেব বর্দ্ধমান হইতে এই প্রদেশ পরিদর্শনার্থ আগমন করিতেছেন। জ্যাক্‌সন সাহেব আসিয়া যদি এপ্রদেশে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারেন তাহা হইলে ভাল হয়, আমরা সময়ে একটী কথা তাঁহার গোচর করিয়া রাখিতেছি তিনি যদি এবিষয়ে একবার অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে বোধ হয় কারণ নির্ণয়ের অনেক সুবিধা হইতে পারে। রাজপুর, হরিনাভি চাঙ্গড়িপোতা প্রভৃতি গ্রাম সকলের জল পূর্ব্ব দিকের বিল ও ধান্যের জমি প্রভৃতি দিয়া নির্গত হইত। রেলওয়ের রাস্তা হওয়া অবধি বোধ হয় এই জল নির্গমের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানি যে দুই একটী পুল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তদ্দ্বারা সমুদায় জল নির্গত হইতে পারে না। জ্যাক্‌সন সাহেব যদি একবার এই বিল ও জমিগুলি তদারক করিয়া দেখেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে যে যে ত্রুটী আছে জানিতে পারেন।

বরদার কমিশন।

আমাদের পাঠকগণের অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন যে বরদার রাজ্যের শাসনের বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিশন কার্য্য আরম্ভ

করিয়া অবধি কতকগুলি অত্যাচারের কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। দিন দিন নানা শ্রেণীর সাক্ষী উপস্থিত হইতেছে এবং দিন দিন দুই একটী করিয়া অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইতেছে। সভার গত অধিবেশনে ৪৬ টী সাক্ষী উপস্থিত হয়। সভাপতি কর্ণেল মীড সাহেব অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে বরদার শাসন বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। এক দিন ১৬ জন স্ত্রীলোক সাক্ষী দিয়াছে যে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া রাজাদেশ-ক্রমে তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করা হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় স্বামীর অননুগত স্ত্রীদিগকে এবং বিপথ গামিনী বিধবাদিগকে এই রূপে ধৃত করিয়া দাসী করিবার বিধি সে দেশে প্রচলিত আছে। এই সকল কথা যদি বাস্তবিক সত্য হয় তাহা হইলে বরদা রাজ্যে যে প্রজাদিগকে অত্যন্ত অত্যাচার সহ্য করিতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের গুটীকত কথা বক্তব্য আছে।

প্রথম কথা এই:— আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দেশীয় রাজাদিগের অপরাধের বিচারের ভার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকা উচিত নহে, কারণ এরূপ স্থলে এক পক্ষ রাজগণ অপর পক্ষ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট; বাদীর হস্তে প্রতিবাদীর বিচারের ভার দেওয়া কি যুক্তি-সঙ্গত? কমিশন অনুসন্ধান করিয়া যাহা স্থির করিবেন, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিবেন; ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট পাঠাইবেন। ষ্টেটসেক্রেটারি ও তাঁহার সুযোগ্য অণ্ডর সেক্রেটারি হয় ত দ্বাররুদ্ধ করিয়া তাহা বিচার করিবেন এবং "বরদা ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত কর" বলিয়া হুকুম পাঠাইবেন। ইংলণ্ডের জন প্রাণী জানিতে পারিবে না কি কাণ্ড হইল। তবে লর্ড নর্থব্রুক হেষ্টিংস কিম্বা ড্যালহুসির মত লোক নন বলিয়া যদি সুবিচারের আশা থাকে। আমরা পূর্ব্বেই প্রস্তাব করিয়াছি যে এরূপ স্থলে পার্লেমেণ্ট হইতে কমিশন নিযুক্ত হওয়া উচিত

দ্বিতীয় কথা এই:—মনুষ্য-প্রকৃতি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে কোন সবল পক্ষ কোন দুর্ব্বল পক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, জানিলে অনেক লোক সেই সবলের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য তাহার পক্ষাবলম্বন করে। বরদার প্রজারা যখন দেখিতেছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়া তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া কথা কহাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ফ্র্যান্সিস প্রভৃতির সহিত যোগ করিয়া নন্দকুমার প্রভৃতি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছিল? যেখানে ঐরূপ ঘটনা হইয়াছে সেই খানেই মনুষ্যের পূর্ব্বোক্ত নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে; সুতরাং কমিশন যে সকল সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার সমুদায় বিশ্বাস যোগ্য বোধ হয় না। তাহার মধ্যে কল্পিত ও অত্যুক্তি-পূর্ণ অনেক কথা থাকিবার সম্ভাবনা।

তৃতীয় কথা এই:— এই কমিশন যখন নিযুক্ত হয় তখন বম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক সংবাদপত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কমিশনের সকল সভ্যের উপর বোধ হয় তাঁহাদের বিশ্বাস নাই একথা যদি সত্য হয় তাঁহাদের কথার প্রতি আরও সন্দেহ উপস্থিত হয়। যাঁহাদের ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণতার প্রতি লোকের দৃঢ়ভক্তি আছে সেরূপ লোক ভিন্ন আর কাহাকেও এরূপ কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক যে অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইতেছে আমাদিগের এরূপ ইচ্ছা নয় যে প্রজারা এই সকল কষ্ট সহ্য করিয়া থাকুক। এই সকল নিবারণের জন্য সচেষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট সহৃদয়তাই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ রাজ্যটী আত্মসাৎ করা যেন গবর্ণমেণ্টের চরমলক্ষ্য না হয়; কারণ গবর্ণমেণ্ট উপদেশ পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা অনেক সংশোধন করিতে পারেন। বহুক বৎসর হইল ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কাশ্মীরের দুঃশাসন সম্বন্ধে কয়েক খানি পত্র প্রকাশ করিয়া কাশ্মীরের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেই পুনরায় সেই কাশ্মীরের প্রশংসা করিতে হইয়াছে। যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া কাশ্মীর সুখ্যাতি লাভ করিতেছে, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিলে বরদা ও যে ভবিষ্যতে সুশাসিত হইতে পারেনা তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের দেশের রাজাদের যেরূপ শিক্ষার অল্পতা ও চিন্তা-শূন্যতা তাহাতে তাহাদের অধিকাংশ কার্য্যই মন্ত্রীদিগের উপর অর্পিত হয়, অতএব সুমন্ত্রী নিযুক্ত-করাই সুশাসন করিবার এক মাত্র উপায়। আমরা গবর্ণমেণ্টকে এই উপায় অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু এবিষয়ে ও একটী কথা বক্তব্য আছে, তাহা এই; ইংরাজ এজেণ্ট ও মন্ত্রী নিয়োগ অপেক্ষা এদেশীয় মন্ত্রী নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর; কারণ বিদেশীয়ের উপর যত ঘৃণা ও অবিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা এদেশীয়দিগের উপর তত হইবে না। এবং দেশীয় রাজাদিগকে কিরূপে বশ করিতে হয় তাহা এদেশীয়েরা যেরূপ বুঝিতে পারিবেন একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী কখনই তাহা পারিবেন না। যে সকল ইংরাজের হৃদয় মন সংকীর্ণ তাঁহারাই কেবল

দেশীয় রাজাদের রাজ্যে সুশিক্ষিত দেশীয়দের পদার্পণ করা সর্ব্বনাশ মনে করেন? কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম। ত্রিবাঙ্কুরে সার মাধবরাও এতকাল বাস করিলেন, তাহার জন্য কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে? তিনি সিন্ধিয়ার মন্ত্রী হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের কত ক্ষতি হইয়াছে? রাজা দক্ষিণারঞ্জনের উপস্থিতিতে অযোধ্যার লোকের রাজ-ভক্তি বাড়িয়াছে না কমিয়াছে? জয়পুর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে দেশীয় মন্ত্রী থাকাতে কত প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছে? অতএব সে আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত দেশীয়দিগকে তৎপদে নিযুক্ত করা উচিত। তাহা হইলে ক্রমে শাসনের বিশৃঙ্খলতা চলিয়া যাইতে পারে।

ভূত ও বর্ত্তমান।

শুনিতে পাওয়া যায়, নবাব সায়েস্তা খাঁর সময় টাকায় আট মোণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল, সে ত বহুদিনের কথা, এমন কি ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বেও টাকায় এক মোণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। চাউল এত দুর্ম্মূল্য হইল কেন? অনেকে এই মুল্য বৃদ্ধিকে দেশের দুর্গতির লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহারা সচরাচর বলেন, যে পূর্ব্বে কর্ত্তারা ৩০ টাকা বেতনে দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন এখন ৮০ টাকা বেতনেও আমাদের ব্যয় চলে না। এই বিষয় একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

পাঠকগণ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে কর্ত্তাদের সময় ও বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে তিনটী বিষয়ে প্রভেদ আছে। প্রথম, মূল্য বৃদ্ধি, দ্বিতীয় ধন বৃদ্ধি, তৃতীয় ভোগ বৃদ্ধি। পূর্ব্বাপেক্ষা সমুদায় দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে বটে; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের যে অধিক অর্থাগম হইতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে ৫০।৬০ টাকার কর্ম্মচারি প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না এবং তাঁহারা সকলেই ধনী শ্রেণী গণ্য ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ৫০।৬০ টাকা বেতনভোগীদিগের সংখ্যা এত অধিক যে তাহারা সামান্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এখন মাসে ২০।২৫ টাকা উপার্জ্জন করে না এমন লোক নাই বলিলেই হয়। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এই ধন বৃদ্ধি হঠাৎ অনুভব করা যায় না। তৃতীয় লক্ষণ ভোগ বৃদ্ধি। পূর্ব্বের লোকেরা যে সকল ভোগ্য বস্তু স্বপ্নেও দেখেন নাই তাহা আমাদের অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের জীবন যাত্রা সুখের হইয়াছে। পূর্ব্বে এক ব্যক্তিকে কোন দূর দেশে যাইতে হইলে গোলপাতার ছাতা স্কন্ধে করিয়া পদ দ্বয়ের শরণাপন্ন হইতে হইত, এখন দুর্দ্দান্ত বাষ্পীয় শকট স্কন্ধে করিয়া সেখানে রাখিয়া আসে। পূর্ব্বে প্রোষিত বন্ধু বান্ধবের সংবাদ লালসায় ব্যাকুল হইতে হইত এখন স্বর্গের সৌদামিনী এক মুহূর্ত্তে তাহা তাহার কর্ণে বলিয়া দেয়। এই রূপে সকল বিষয়েই এই জগতে বাঁচিয়া থাকা সুখের বিষয় হইয়াছে। কেহ কেহ বৈরাগীর ন্যায় এ সকলকে অনাবশ্যক ও অশুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা এই মাত্র বুঝি যদি বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যত সচ্ছন্দে থাকা যায় ভাল। পৃথিবীর যত সুখ দেওয়া সম্ভব মনুষ্য তাহা দোহন করিয়া লউন, কারণ এ সময় অল্প দিন। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই তিন বৃদ্ধির কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতেছে। বাণিজ্যই এই তিন বৃদ্ধির কারণ, প্রথম মূল্য ও সংস্থান অনুসারে [illegible]র মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। যে দ্রব্যের অভাব অল্প কিন্তু সংস্থান অধিক তাহার মূল্য কমিয়া যায় এবং যাহার অভাব অধিক কিন্তু সংস্থান অল্প তাহার মূল্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বাণিজ্য নিবন্ধন এসম্বন্ধে কিপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। বঙ্গদেশের ভূমি উর্ব্বরা, সুতরাং পূর্ব্বে এই ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি জন্মিত। রপ্তানীর অভাবে এই সমুদায় শস্যাদি দেশের মধ্যেই থাকিত অভাব অপেক্ষা সংস্থান অধিক হওয়াতে কাজে কাজেই উক্ত শস্যাদির মূল্য অতি অল্প হইত। বাণিজ্য দুইপ্রকার কার্য্য করিয়াছে। প্রথমতঃ এদেশীয় শস্যাদি বহুল পরিমাণে বিদেশে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ শস্যোৎপাদনোপযোগী ভূমির অনেক নীল পাট প্রভৃতি অপর দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত করিতেছে। একারণেও শস্যের সংস্থান অল্প হইয়া আসিতেছে। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মেই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। অর্থ বৃদ্ধিরও কারণ বাণিজ্য। ইহাও দুই প্রকারে হইতেছে। প্রথম, রপ্তানীর শ্রীবৃদ্ধি অনুসারে বিদেশীয় অর্থ দেশে সঞ্চিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ অর্থের মূলীভূত পরিশ্রমের মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের সাংসারিক ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে অথচ আবার ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের অধিক অর্থাগম হইতেছে। দ্রব্যাদি ক্রমে দুর্ম্মূল্য হওয়া অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া লোকের যে ভ্রান্ত সংস্কার আছে তাহা দূর করাই আমাদের এই প্রসঙ্গ করার উদ্দেশ্য। আমরা পূর্ব্বেই

[আ]মরা ইহাকে অশুভ চিহ্ন [বলি]না। উপরে বাণিজ্যের গুটিকত কার্য্যের উল্লেখ করা গেল ইহা ভিন্ন দেখিবার ও চিন্তা করিবার অনেক কথা আছে। যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভূমি অন্য দ্রব্যোৎপাদনে নিয়োজিত হইতেছে তেমনি আবার সমুদায় জঙ্গল ও পতিত ভূমি আবাদ হইতেছে। নিবিড় বনাকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর স্থান সকল পরিশ্রমের গুণে মনুষ্যের বাসোপযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর হইতেছে। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা পূর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর হওয়াতে লোকের সাহস পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বর্দ্ধিত হইতেছে, লোকের চিন্তা শক্তি মার্জ্জিত হইতেছে এবং প্রতি দিন নূতন নূতন কর্ম্ম নূতন নূতন অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। ভারত ভূমি শস্যশালিনী বলিয়া ভারতবাসীয়েরা চিরকাল অলস। বাণিজ্যের উত্তেজনায় সেই আলস্য ও জড়তা চলিয়া যাইতেছে। আমাদের ভাবী ঐশ্বর্য্য ভাবী সুখ্যাতি ভাবী বিদ্যাবুদ্ধি ও ভাবী স্বাধীনতা সমুদায়ের বীজ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এই উন্নতির সহিত সমুদায় উন্নতি অনুস্যূত হইয়া আছে।

—•—

পুণ্য কর্ম্ম।

পূর্ব্বকালে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করা খাত পুষ্করিণ্যাদি খনন করা পাঠশালা নির্ম্মাণ করা গুরু ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে দান করা প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্ম ছিল। যাহাদের অর্থ সচ্ছল থাকিত তাঁহারা প্রায় এই সকল কার্য্যেই অর্থব্যয় করিতেন। পূর্ব্বকার লোকে হিন্দুধর্ম্ম প্রতি ঐকান্তিক আস্থাবান ছিলেন সুতরাং হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত ঐ সকল কার্য্যে তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু বিদেশীয় রাজার অধিকার এবং ইংরাজী বিদ্যার প্রচার হওয়াতে যে যে অপকার হইয়াছে তাহার মধ্যে একটী এই যে এগুলির প্রতি আর লোকের সে প্রকার দৃষ্টি নাই। এখন অন্য প্রকার কার্য্যে দৃষ্টি পড়িয়াছে। যে দুই একজন দান ধ্যান করিয়া থাকেন তাহাদিগকে আর এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। আমরা সংবাদ পত্রে প্রায় দেখিতে পাই অমুক রাণী অমুক গ্রন্থকারকে ১০ টাকা দিয়াছেন, অমুক নাটককর্ত্তাকে এত টাকা দিয়াছেন। সমষ্টি করিলে এই সকল দানের আয়তন বড় সামান্য হয় না। এসকল কার্য্য যে অসৎ কিম্বা দানের অনুপযুক্ত তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু এরূপ দান অপেক্ষা সেই অর্থ লোকের অধিক উপকারজনক এমন কর্ম্মে ব্যয় করা যাইতে পারে এই কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। কেবল এবৎসর কেন প্রায় প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম কালেই বঙ্গদেশের অনেক স্থানে জলকষ্ট হইয়া থাকে। কোন স্থানে পূর্ব্বে কোন নদী বহতা ছিল এক্ষণে শুখাইয়া গিয়াছে; কোথাও বা পূর্ব্বকালের কোন দিঘী ছিল এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে এইরূপে অনেক স্থানেই জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এদিকের বাদা অঞ্চলের লোকের কথা বলিবার নয়। গ্রীষ্মকালে ঐসকল স্থানের লোকদিগকে দুই তিন ক্রোশ হইতে পানীয় জল লইয়া আসিতে হয়। গ্রামের মধ্যেও কি ভালজল আছে? যে দুই একটী পুষ্করিণী লোকের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া আছে তাহাও বহুজনের ব্যবহারে দূষিত ও পানের অনুপযুক্ত হইয়া আসিতেছে. প্রায় সকল স্থানেই যে পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের স্বাস্থ্য হানি হইতেছে পানীয় জলের এইরূপ বিকৃতি তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের দেশের দানশীল ব্যক্তিগণ এইরূপে ১০।২০ টাকা করিয়া নানা বিষয়ে ব্যয় না করিয়া স্থানে স্থানে অভাব বুঝিয়া যদি এক একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন তাহা হইলে দুঃখী প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণ হয় তাঁহাদেরও কীর্ত্তি থাকে এবং বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের ন্যায় বিপদের সময় অনেক সাহায্য হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা জমিদার ও ধনিদিগকে এবিষয়ে উৎসাহিত করেন বিশেষ ফল লাভ হয়। আমরা জানি যখন বাবু রামশঙ্কর সেন রাণাঘাটে ছিলেন তখন তিনি কয়েকটী পুষ্করিণী খনন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্য কর্ম্মচারীরা এইরূপ চেষ্টা করিলে অনেক উপকার করিতে পারেন।

—:০:—

দুর্ভিক্ষসংক্রান্ত মতভেদ।

রপ্তানী বন্ধ করা উচিত কি না এই কথা লইয়া যেমন এখানে মতভেদ হইয়াছে ইংলণ্ডেও সংবাদ পত্রদিগের মধ্যে সেই আন্দোলন চলিতেছে। টাইমস প্রভৃতি প্রধান প্রধান কতকগুলি পত্রিকা রপ্তানী বন্ধ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আবার কেহ কেহ লার্ড নর্থব্রুকের সহিত এক মত হইয়া বাণিজ্য কার্য্যের উপর নির্ভর করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। মূল্য বৃদ্ধি হইলে আপনা আপনি রপ্তানী কমিয়া আসিবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইলে রপ্তানী কমিবার সম্ভাবনা সে অবস্থা উপস্থিত হইতে দেশের অনেক চাউল বাহির হইয়া যাইবে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন যে এখনো প্রতিদিন ১৮০০ মণ চাউল কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইতেছে এবং গণনা করিয়া বলিয়া

যে পর্য্যন্ত এইভাবে চলে তাহা ... ৩১এ জানুয়ারির মধ্যে যত চাউল আমদানী হইবার সম্ভাবনা তাহার দ্বিগুণ চাউল বাহির হইয়া যাইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে চাউলের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল আপাততঃ তাহার কিছু হ্রাস হইয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয় আবার রপ্তানী বাড়িয়াছে। এতদিন আড়তদার ও মহাজনেরা লাভের আশায় পুরাতন চাউল হাতে রাখিয়াছিল, নূতন চাউল বাজারে উপস্থিত হইতে আরম্ভ হওয়াতে তাহারা বোধ হয় সেই সকল চাউল ছাড়িতেছে। সচরাচর ভদ্রলোকে এরূপ সময়ে নূতন চাউল ব্যবহার করেন না কিন্তু এবারে তাহা বাজারে পড়িতে পাইতেছে না। ইহাতে কত দিন চলিবে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না এবং সম্প্রতি মূল্য কমিয়া যাওয়াতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা দূর না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইতেছে। মহাজনেরা শস্যের ও বাজারের ভাব যেরূপ বুঝিতে পারে এরূপ অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই তাহারা যখন পুরাতন চাউল ছাড়িতেছে বোধ হয় আর অধিক দিন হাতে রাখিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে তাহাদের মনে এরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছে। এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে যে প্রকার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা গিয়াছিল ততদূর বিপদ না ঘটিবার সম্ভাবনা [illegible] প্রতি সপ্তাহে [illegible] অবস্থা [illegible] যে [illegible] প্রকাশ হইতেছে তাহাতে ক্রমশঃ অনেকস্থানের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া প্রকাশিত [illegible]।

[illegible] লোকের সন্দেহ [illegible]। যাহা হউক তাহা বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এ সময়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন নাই। ১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহার পূর্ব্বে প্রতি সপ্তাহে এক লক্ষ মণ শস্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে বিহারে আনীত হইয়াছে এবং এখনও আনীত হইতেছে, এবং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরও অনেক দরিদ্র মজুরকে সপরিবারে উপর আসামে প্রেরণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তাহাদিগের ৬০।৭০ জন লইয়া এক একটী দল করিয়া দ্বারভাঙ্গা টিটানিয়া জলপাইগুড়ি দিয়া ধুবড়িতে প্রেরণ করা হইবে; সেখান হইতে ষ্টীমার ও নৌকা যোগে তাহারা আসামে উপনীত হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সত্য হউক আর না হউক গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগের ক্রটী করা উচিত নহে। এবার আমরা আনন্দিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্টও সেপক্ষে ক্রটী করিতেছেন না।

—০—

বিদেশীয় রাজার শাসন কত দিন থাকে ?
(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা গত বারে এ সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিয়াছি; কিন্তু এখনো একটী বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা অবশিষ্ট আছে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত এক শরীর না হইলে ইংলণ্ডের রাজত্ব স্থায়ী হইতে পারে না, এই কথার অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এক অঙ্গ হওয়া বলিলে অনেক অর্থ বোধ হইতে পারে। প্রথমতঃ সকল বিষয়ে [illegible] ক্যাথলিক [illegible] [illegible] বাসীরা মিল [illegible] আমাদের [illegible] নহে। যদি আমাদের রাজারা ইংলণ্ড ছাড়িয়া সপরিবারে এদেশে আসিয়া বাস করেন তাহা হইলে তাহা [illegible] দিন সম্ভব হইতে পারে। কেবল তাহা নহে জর্ম্মন ও স্যাকসনদিগের ন্যায় উভয় জাতির ধর্ম্ম এক হওয়া আবশ্যক; কারণ মুসলমান রাজারাও ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তথাপি উভয়জাতির মধ্যে যে প্রভেদ ছিল তাহা দূর না হইয়া বরং আরও স্পষ্ট এবং বৃহদাকার হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থাতে এ উভয় প্রকার কার্য্যই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় সুতরাং সেরূপ এক শরীর হওয়ার কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা অন্য প্রকারে এক অঙ্গ হওয়ার কথা বলিয়াছি। তাহা এই, ইংলণ্ড যে ভাবে স্কটলণ্ডকে আপনার অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন অর্থাৎ ইংলণ্ডের ন্যায় যেরূপ স্কটলণ্ড হইতেও পার্লেমেণ্টের সভ্য গ্রহণ করেন, যেরূপ কোন কার্য্যে স্কটলণ্ডবাসিদিগকে অতিক্রম করেন না, যেরূপ সকল প্রকার রাজকার্য্যে স্কচ ও ইংরাজ বিচার করেন না সেইরূপ যদি ভারতবর্ষ হইতে পার্লেমেণ্টের সভ্য গ্রহণ করা হয় এবং কোন কার্য্যে যদি ভারতবর্ষীয়দিগকে অতিক্রম না করেন, তাহা হইলেই উভয় জাতির স্বার্থ এক হইতে পারে ইংরাজ রাজত্বের প্রতি ভারতবর্ষবাসিদিগের মমত্ব জন্মিতে পারে; আমরা এই কথাই বলিয়াছিলাম এবং ইতিহাস হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন [illegible] রোমানেরা [illegible]

[illegible] হওয়া উচিত সুতরাং তাহারা কোন নূতন দেশ অধিকার করিলে কিম্বা কোন নূতন জাতিকে পরাজয় করিলে তাহাদিগকে নিজ রোমবাসিদিগের সহিত

সমান অধিকার দিতেন, ইহাকে "সিটি জেনশিপ" দেওয়া বলিত। এই উপায়ে তাঁহারা সমুদায় অধীনস্থ জাতিকে বশীভূত করিয়া রাখিতেন। এই উপায় অবলম্বন করার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাহারা অনায়াসে সেই সকল জাতির সাহায্য পাইতেন। মুসলমান রাজারাও তাঁহাদের ধর্ম্ম হিন্দুদিগের মনোরম করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহাদিগকে বিরক্তিজনক জিজিয়া টাক্স হইতে মুক্তি দিয়া রাজশ্রেণীর অন্তর্গত করিতেন। যেখানে যেখানে এই উপায় অবলম্বিত হইয়াছে সেখানেই সুফল ফলিয়াছে এ উপায় ভিন্ন ভারতবর্ষীয়েরা কখন ইংলণ্ডের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবে না। তবে ভারতবর্ষীয়দিগকে অনুগত রাখাতে কিছু ক্লেশ নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশ সকলের মধ্যে যে যে বিষয়ে প্রভেদ আছে তাহার মধ্যে রাজভক্তি একটী। কি প্রাচীন কালের কি বর্ত্তমান কালের সকল সময়ের ইতিহাসে এই প্রভেদ লক্ষিত হয়। রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন ইউরোপীয় জাতিরা কতকাল সাধারণ তন্ত্র প্রণালী অনুসারে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের জাতিরা রাজতন্ত্র প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছেন। আসিয়ার কোন জাতি কখন সেপ্রকার চেষ্টা করিয়াছেন কি না সন্দেহ; এবং কখনও সেরূপ চেষ্টা করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। দেখিলে বোধ হয় যেন পরাধীনতা আমাদের বিধির নির্ব্বন্ধ। আমরা বহু দিন রাজার আশ্রয়ে বাস করিতেছি এবং বোধ হয় চিরদিন বাস করিব। আমরা বহুদিন অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি আরও সহ্য করিতে পারিব। কিন্তু ইংলণ্ড যদি রাজত্ব চিরস্থায়ী করিতে চান তাহার একমাত্র উপায় আছে এবং তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি।

—:০:—

গাজিপুর।

(গত প্রকাশিতের পর

আফিমের কুটী ও লার্ড কর্ণওয়ালিসের কবর, এই দুটিই গাজিপুরের মধ্যে জাকাল. আফিমের কুটী তে অনেকগুলি লোক প্রতিপালিত হইতেছে। আফিমের কুটী না থাকিলে গাজিপুরের মজুরদিগের অন্ন মিলা ভার হইত। কর্ণওয়ালিসের কবর প্রস্তরময়. উহা এরূপ দৃঢ়তর রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে তাহা কখন বিনষ্ট হইবে দেখিলে এমন বোধ হয় না। কবরের চারিদিকে চারিটি প্রতিমূর্ত্তি আছে। একটী ব্রাহ্মণের একটী মুসলমানের একটী গোরার ও একটী সিপাহীর। প্রতিমূর্ত্তিগুলি দেখিলেই বোধ হয় ইহারা সকলেই লর্ড কর্ণওয়ালিস মৃত্যুতে সমভাবে শোকার্ত্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদিগের মনোমধ্যে এই চিন্তা ও ক্ষোভের উদয় হইয়াছে এক্ষণে একপ সর্ব্বজনপ্রিয় গবর্নর জেনরল দুর্লভ হইয়াছেন।

গাজিপুর নগরের দরিদ্রতার বিশেষ প্রমাণ এই, ১০।১২ হাজার টাকা যাঁহার বার্ষিক আয় তিনি নগরের সর্ব্বোচ্চ ধনী। ভাল গাড়ি ঘোড়া প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে একা ও টাঙ্গুমেরই একাধিপত্য। একবা কেমন সুখকর যান, যাঁহারা কখন চড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। টাঙ্গুমে যাঁহারা গমনাগমন করেন, তাঁহাদিগের ক্লেশের কথা মনে হইলে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মকালের দারুণ রৌদ্র ও বর্ষার বৃষ্টি তাঁহাদিগের মাথার উপর দিয়া যায়। ক্রেতা হয় না বলিয়া গাজিপুরের ব্যবসায়িরা প্রায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য রাখেন না।

এক্ষণে গাজিপুর সহরের সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু যে স্থানে প্রাচীন সহরটী আছে আজিও তাহাই সহর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঐ স্থানের রাস্তাগুলি বড় এ উৎকৃষ্ট নয়. তদ্ভিন্ন আর সমুদায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। রাস্তাগুলি কঙ্কর নির্ম্মিত। মিউনিসিপালিটির দরিদ্রতার জন্য উহাতে জল ও আলোক দেওয়া হয় না। জল দিবার ব্যবস্থা না থাকাতে ঐ রাস্তাগুলিতে অতিশয় ধূলি হইয়া গ্রীষ্ম কালে দারুণ ক্লেশকর হইয়া উঠে।

গাজিপুরে হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন জাতির বসতি আছে হিন্দুরা সংখ্যাতে অধিক। ব্রাহ্মণ রাজপুত লালা প্রভৃতি হিন্দুদিগের নানা শ্রেণী আছে। ব্রাহ্মণেরা প্রায় মদ্য মাংস খান না আলাদিগের মদ্য মাংস না হইলে চলে না। এখানে ধর্ম্মনীতি বন্ধন অতিশয় শিথিল। ব্রাহ্মণ হউন আর অন্য হিন্দু হউন, কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই যবনীগমন করিয়া থাকেন। এখানকার লোকের এই প্রকার জঘন্য সংস্কার আছে যে, ধনবান হইয়া যদি যবনীগমন করা না হইল, ধনবত্তা বিফল হইল

এখানকার স্ত্রীলোকেরা অতিশয় সঙ্গীত প্রিয়। দুই চারি জন একত্র হইলে গান করিয়া আমোদ করিয়া থাকেন। ইতর জাতির স্ত্রীলোকেরা রাস্তায় গান করিতেছে সর্ব্বদাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা দেশে যেমন বার মাসে তের পার্ব্বণ এখানে সেরূপ নাই। এখানে হিন্দুদিগের দেওয়ালি ও হোলি এবং মুসলমানদিগের মহরম এই তিনটি মাত্র পর্ব্ব আছে। এখানে মুসলমান সংখ্যাতে অল্প বটে কিন্তু তাহারা প্রতাপে প্রবল। এক সময়ে হোলি ও মহরম উপস্থিত হইলে হিন্দুরা গীত বাদ্য করিয়া আমোদ করিতে পান না।

এখানকার ইতর লোকদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। তাহারা স্ত্রীপুরুষ ছেলে মেয়ে একত্র হইয়া সারাদিন পরিশ্রম করে, কিন্তু সচ্ছলে দিন পাত হয় না। বাজরা প্রভৃতি অতি কদর্য্য দ্রব্য তাহাদের আহার। আমি এক দিন দেখিয়া বিস্মিত ও যারপর নাই দুঃখিত হইলাম, একটী

লোকেরা যাদের দানা ভুজিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে সেই দানা সিদ্ধ করিয়া আহার করিবে।

এখানে দুটী ইংরাজী স্কুল আছে। একটী মিশনরিদিগের প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয়টী গাজিপুর বাসিদিগের যত্নকৃত। দ্বিতীয়টীর নাম ভিক্টোরিয়া স্কুল। এটী সায়দ আহম্মদ ও লালা হরবংশ লালের কীর্ত্তি স্তম্ভ। সায়দ আহম্মদের অধ্যবসায় ও হরবংশ লালের বদান্যতায় উহার জীবন্যাস হইয়াছে। সায়দ আহম্মদ মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া দরিদ্র গাজিপুর হইতে ১৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। ধন্য তাঁহার অধ্যবসায়! এরূপ অধ্যবসায় না হইলে সাধারণের উপকারক এবং বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। লোকে বলেন, পূর্ব্বে জল বায়ু অধিকতর স্বাস্থ্যকর ছিল। ক্রমে মন্দ হইতেছে। কি কারণে মন্দ হইতেছে, তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন না।

এখানকার ভূমি অনুর্ব্বরা নয়। কিছু অধিক কাঁকর মিশ্রিত আছে। কৃষকদিগের পরিশ্রমের গুণে উহা অধিকতর উর্ব্বরতা গুণসম্পন্ন হয়। কৃষকেরা কূপোদক সেচন দ্বারা কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করে।

এখানে জজ মাজিষ্ট্রেট ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট সদর আমীন মুনসেফের কাছারি আছে।

বিবিধ সংবাদ।

৮ ই পৌষ সোমবার।

আমরা শুনিলাম হুগলীর জমীদার ও রাইয়তেরা তথায় এখন রথ্যাকর স্থাপনের প্রতিবাদ করিয়া এবং এবৎসর তাহাদিগকে উক্ত করের হস্ত হইতে মুক্ত করা হয় এই প্রার্থনা করিয়া লেপ্টেনন্ট গবর্নরের নিকট যে আবেদন করেন কাম্বেল সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করাতে তাঁহারা পুনরায় এবিষয় গবর্ণর জেনরলের গোচর করিয়াছেন। কি সাংক্রামিক জ্বর কি শস্যাদি সকল বিষয়েই হুগলী ও বর্দ্ধমানে এই উভয় স্থানের অবস্থা সমান। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর যে কি নাপে বর্দ্ধমানের রথ্যাকর তুলিয়া দিয়া উহা হুগলীর স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলেন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। নর্থব্রুক যদি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখে, দেখিতে পাইবেন, যে কারণে বর্দ্ধমানে এখন রথ্যাকর স্থাপন অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছে, হুগলীতেও সে কারণের অসদ্ভাব নাই। আমাদিগের ইচ্ছা লার্ড নর্থব্রুক আবেদনকারদের মনোরথ পূর্ণ করেন।

ইংলণ্ডের ধনশালিতা যেরূপ বিস্ময়কর দরিদ্রতাও সেইরূপ ভয়ানক। ভারতবর্ষ প্রথমোক্ত বিষয়ে যেমন নিকৃষ্ট, শেষোক্ত বিষয়ে তেমনি ইংলণ্ড অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষীয়দিগের ধনশালিতা নাই বটে কিন্তু দানশীলতা বিলক্ষণ আছে। এখানকার দরিদ্র লোকেরা অনাহারে প্রায় মরে না। ভিক্ষাদি দ্বারা কোনরূপে তাহাদের চলিয়া যায়। নিম্নে যে সংবাদটি লিখিত হইতেছে তদ্দ্বারাই ইংলণ্ডের দরিদ্রতার এক প্রকার পরিচয় হইবে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে একজন দরিদ্র আপনার দুটী সন্তানের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বলে, সে সন্তান দুটীর ভরণ পোষণে অক্ষম হইয়া এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে! কি ভয়ানক।

আমরা পাঠকগণকে একটী সন্তোষের সংবাদ দিতেছি। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পীড়ার অনেক উপশম হইয়াছে। এই উপশম জন্য প্রশংসা দেশীয় কবিরাজদিগের ভাগ্যে পতিত হইয়াছে। চিবস পেইন প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তারেরা এক প্রকার জবাব দিয়াছিলেন। পরে কবিরাজদিগের চিকিৎসায় অনেক উপকার হইয়াছে। যাহার চিকিৎসায় হউক আরোগ্য হওয়াই সকলের প্রার্থনীয়।

উত্তর পাড়ার জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের যে সঙ্কট পীড়া হইয়াছিল বাবু সূর্য্য কুমার সর্ব্বাধিকারীর চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য হইবেন এরূপ আশা জন্মিয়াছে।

৯ ই পৌষ মঙ্গলবার।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়নের এথেন্সস্থ সংবাদদাতা দুই জন বাজীকরের দড়ীর উপরে ভয়ানক দ্বন্দ্বযুদ্ধ বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। কোলটার এবং পাগোঁউইচ নামক দুই জন বাজীকর দড়ির উপরে উঠে। দড়িটী ১১৬ হাত দূরবর্ত্তী দুটী পাঁচতলা গৃহের জানালায় আটা ছিল। উভয়ে দড়ির দুই দিক হইতে গিয়া মধ্যস্থানে সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবে এইরূপ স্থির হয়। ১১ টা বাজিবা মাত্র উভয়ে দুই দিক হইতে গমন করিতে লাগিল, কোলটারের বিশেষ পটুতা জন্মে নাই, সে আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল। কিন্তু পাগোঁউইচ দ্রুতবেগে আসিয়া উহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াই উহার কপোলদেশে সজোরে একটী ঘুঁসি মারিল, কোলটারের তৎক্ষণাৎ দড়ির উপর হইতে পা সরিয়া গেল, কিন্তু সে একেবারে ভূমিতে না পড়িয়া এক হাতে দড়িটী ধরিয়া ফেলিল আর এক হাতে আক্রমণকারীর এক পা ধরিল। ইহাতে পাগোঁউইচও পড়িয়া গেল। কিন্তু বাজীকরেরা দড়িটী অপেক্ষাকৃত দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। এই অবস্থায় উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোলটার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পাগোঁউইচকে দড়ি হইতে ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, এদিকে পাগোঁউইচ ডানি পা দ্বারা কোলটারকে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং বামহস্ত দ্বারা দড়ি হইতে উহার হাত ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শূন্যের উপর এইরূপ উভয়ের যুদ্ধ করিতেছে, উহাদিগকে ছাড়াইবার নিবারণ কোন উপায় নাই, এমন অবস্থায় নিরুদ্ধ দর্শকগণ উহাদের একজনের অথবা দুই জনেরই মৃত্যু নিশ্চয় করিতে লাগিলেন। ঘটনাটী অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল, দর্শকগণের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন, অনেক পুরুষকেও কাঁদিতে হইল। সেই সময় আবার সেই জানালা দিয়া কোলটার দড়ির উপর উঠিয়াছিল সেই জানালা দিয়া একটী যুবতী আসিয়া স্বামীর এই বিপদ দেখিয়া যেরূপ আর্ত্তনাদ এবং উহার স্বামীকে ক্ষমা করিবার জন্য পাগোঁউইচের নিকট যেরূপ কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল তাহা শ্রা-

আছেন তিনি ২০ হাজার টাকা পাইলে দড়ির উপর দিয়া গঙ্গা পার হইতে প্রস্তুত আছেন। যাহারা আমাদের দেশীয় বাস বাটী দেখিয়া বিস্মিত হন, তাহাদের এক বার এই ইউরোপীয় বাসবাটী দেখা কর্ত্তব্য। দেখিতে কিছু পয়সা ব্যয় আছে বটে; কিন্তু সে পয়সা বৃথা নষ্ট হইবে না, যে পয়সা দেওয়া হইবে তদপেক্ষা অধিক আমোদ পাওয়া যাইবে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একজন স্ত্রীলোক ডাক্তার আসিয়াছেন। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা ক্রমে এদেশের পুরুষদিগের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন লর্ড নর্থব্রুক যখন লক্ষ্ণৌ গমন করেন তখন অসংখ্য লোকে তাঁহার নিকট দরখাস্ত করে। তিনি কলিকাতায় সে দরখাস্তগুলি পাঠ করিবেন।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে একজন মুসলমান বি এ; দেহত্যাগ করিয়াছেন। মান্দ্রাজে ইনিই এই প্রথমে বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তত্রত্য মুসলমান সমাজে প্রথমেই এই ব্যক্তি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন পরেই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন, ইহাতে তত্রত্য একজন মুসলমান সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন; হিন্দুদিগের মন্ত্র বলেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। কারণ তাঁহাদের এগৌরব হিন্দুদিগের সহ্য হইবে কেন, তাহারা মন্ত্রাদির সাহায্যে উহাকে হত্যা করিয়া সেই গৌরব নষ্ট করিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমানদিগের যেরূপ বিদ্বেষ, তাহাতে তাহাদিগের এরূপ সংস্কার জন্মান আশ্চর্য্যের নয়।

১১ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

আগামী ইংরাজী নববর্ষ দিবসে যে মেলার বাজার হইবে উহাতে একটী অত্যাশ্চর্য্য অপ্টিকাল যন্ত্র প্রদর্শিত হইবে। ঐ যন্ত্রে মানুষের বয়সের ন্যূনাধিক্য অনুসারে আকারগত যেরূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহা দেখা যাইবে। দর্শকগণ নিজ নিজ ফটোগ্রাফ সঙ্গে লইয়া গেলে কত বয়সে কিরূপ আকার হয় দেখিতে পাইবেন।

হিন্দু শাস্ত্র পশু বধে আজ্ঞা দেন কি না তাহার বিচারার্থ আমেদাবাদে যান্তীয় শাস্ত্রী এক সভা করিয়াছেন। কতকগুলি পশু বধের অনুকূলে ও কতকগুলি প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

সার গার্নেট উলসলি লিখিয়াছেন তিনি যুদ্ধে আশান্টিদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দেশীয় সেনাদলের অযোগ্যতার বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্য না হইলে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করা যাইবে না।

সিংহলের স্থানে স্থানে গত লোক সংখ্যা নিবন্ধন লোকের এই এক আশ্চর্য্য সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, গত ফরাসী প্রুশীয় যুদ্ধে অনেক পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে, লোক সংখ্যা করিয়া এদেশে যত অবিবাহিত পুরুষ পাওয়া যাইবে উহাদিগকে ধরিয়া ফ্রান্সে পাঠান হইবে। এই সংস্কার হওয়াতে লোক সংখ্যা আরম্ভ হইতে হইতেই ঐ সকল স্থানে এত বিবাহ হইয়া গিয়াছে যে আর তথায় অবিবাহিত পুরুষ নাই বলিলেই হয়।

গত কল্য গবর্নর জেনরল শ্যামদেশের দুইজন রাজদূতকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে গ্রহণ করেন।

১২ ই পৌষ শুক্রবার।

পূর্ব্বদিগে রপ্তানী হওয়াতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্স বর্গ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে এডিনবরার ডিউকের বিবাহ উপলক্ষে রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া সেণ্টপিটর্স বর্গে উপস্থিত থাকিবেন।

সেদিন নিউইয়র্কের একজন পাদরির বড় বিপদ গিয়াছে। তিনি বক্তৃতা করিতে করিতে হেনরি ওয়ার্ড বিচার সাহেবের ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত সকলের প্রতি গুরুতররূপে আক্রমণ করেন। কি আশ্চর্য্য! আক্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহার দন্তগুলি পড়িয়া গেল। পাদরি সাহেব কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত দন্ত দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলেন?

রঙ্গপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন। বিগত কল্য এখানে একটি বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। এক বিবাহেই ব্রাহ্ম বিবাহ, বিধবা বিবাহ, এবং সঙ্কর বিবাহ এই ত্রিবিধ বিবাহ সংসাধিত হইয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত হরনাথ দাস। ইনি ঢাকা অঞ্চল নিবাসী জনৈক কুলীন শ্রেণীর বৈদ্য। এখানে নাএব জেলরের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ইহাঁর পূর্ব্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিয়ৎকাল হইল সেই স্ত্রী পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার গর্ভজাত একটি কন্যা মাত্র আছে। পাত্রের বয়স অনুমান ৩০।৩২ বর্ষ হইবেক। পাত্রীর নাম শ্রীমতী ভুবনময়ী দাসী। ইনিও উক্ত অঞ্চল নিবাসী কায়স্থ বংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাসের ভাগিনেয়ী, বয়স অনুমান ১৬।১৭ বৎসর হইতে পারে। পাত্রী কর্ত্তা এখানে নিদান সম্মত চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন। শৈশবাবস্থায় ভুবনময়ীর পূর্ব্ব বিবাহ হইয়াছিল; দুরদৃষ্ট বশতঃ পতি মর্য্যাদাজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে বিধবা হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও এই মাঙ্গলিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের জনৈক প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গৌর গোবিন্দ রায় এখানে আগমন করিয়াছিলেন তিনিই প্রধানতঃ আচার্য্য এ উপদেষ্টার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অত্রত্য জনৈক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার সেন কেবল বর পাত্রীকে প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ করাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আইনানুসারে পাত্রের বাসাতেই বিবাহ রেজিষ্টরি হয়, এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বিবাহ সভায় হাকিম পুলিষ কর্ম্মচারী, উকিল মোক্তার ও আমলা প্রভৃতি অনেক গুলি প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৩ ই পৌষ শনিবার।

শুনা যাইতেছে তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমায় ৭৫ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। আমাদিগের বোধ হয় এটী প্রকৃত হিসাব নহে, অনেক কম করিয়া ধরা হইয়াছে।

যাহা হউক, এ টাকা কোথা হইতে আসিল ? এ টাকা যদি তারকেশ্বরের সম্পত্তি হয়, মহান্তের তাহা নিজ মকদ্দমার জন্য ব্যয় করিবার অধিকার আছে কি না, তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল বাজার লইয়া ধর্ম্মতলার বাজারের অধ্যক্ষ বাবু হীরালাল শীলের বড় গোলযোগ চলিতেছে। হীরা লাল বাবু জষ্টিসদিগের বিরুদ্ধে নালীস করিবেন শুনা যাইতেছে। তিনি নালীশ করিতে পারেন অনেক ভাল ভাল উকীল তাঁহাকে এ পরামর্শ দিয়াছেন। তিনিও কলিকাতার প্রায় যাবতীয় ভাল কাউন্সিলকে হস্ত গত করিয়াছেন। এক কেটী এপিডেমিক ডাক্তারদিগের পক্ষে যে রূপ উপাদেয় হয়, জষ্টিসদিগের সহিত হীরালাল শীলের মকদ্দমা কলিকাতার বারিষ্টার ও উকীলদিগের পক্ষে সেই রূপ উপাদেয় হইবে।

৩০ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত এক পক্ষের মধ্যে অযোধ্যা হইতে ১৬৮৫৭২ মণশস্য রপ্তানী হইয়াছে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, বর্দ্ধমানের রাজা ৪ ঠা জানুয়ারি কার্সিয়ঙ হইতে কালনা যাত্রা করিবেন।

সিংহলের স্থানে স্থানে শস্য এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার মধ্যেই লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, উহার নিবারণার্থ পবলিকওয়াৰ্ক আরম্ভ করা হইয়াছে। বণিকেরা চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিবার আশয়ে চাউল ক্রয় করিয়া গোলাযাত করিয়া রাখাতে বহুসংখ্যক লোক যষ্টি প্রভৃতি লইয়া ঐ সকল চাউলের গোলা ভাঙ্গিবার জন্য সমবেত হয়। কিন্তু পুলিষের যত্নে কোন গোলযোগ হয় নাই।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ইংলণ্ডের একখানি সংবাদ পত্র "হোম নিউস" ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— লণ্ডনের লর্ডমেয়র বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের সাহায্য করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া ডিউক অব আর্গাইলের নিকটে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ক সংবাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। ডিউক এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সেই সংবাদ দিয়াছেন। সেই পত্র মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু সে পত্রে এমন অল্প বিষয় আছে যাহা আমরা অন্য উপায়ে পূর্ব্বে জানিতাম না। যতদিন না ভারতবর্ষ হইতে আরও সঠীক সংবাদ পাওয়া যায়, ততদিন আমাদিগকে বিলম্ব করিতে হইতেছে, কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আরম্ভ করা যাইতেছে না। পৌষ মাসে যদি বৃষ্টি হয় এবং রীতিমত শস্যের আমদানী যদি হইতে থাকে, তাহা হইলে বিপদ হইতে কতক রক্ষার উপায় হয় এবং শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম যে চৈত্র মাস হইতে যে কষ্ট আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা তাহা নিবারণের জন্য বিধিমতে উদ্যোগ করা হইতেছে। লর্ডমেয়র যতদিন না ইণ্ডিয়া আফিস হইতে বিপদের সংবাদ পান ততদিন এই গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেশবাসী অনেকেই কার্য্যারম্ভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন এখনও তাহার কার্য্যের সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি বিপদ উপস্থিত হয় ইংলণ্ড অর্থ সাহায্য করিতে ও সাধু ইচ্ছা দেখাইতে ত্রুটী করিবেন না। লর্ড নর্থব্রুক রপ্তানী বন্ধ করিতে অস্বীকার করিয়া বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়াছেন কি না, সম্প্রতি আমরা এই বিচারে নিযুক্ত আছি। টাইমস পত্রিকা সার জর্জ কাম্বেল ও জমিদারদিগের সহিত একমত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু সার বার্টল ফ্রিয়ার ও সার চারলস ট্রিভিলিয়ান প্রভৃতি গবর্ণর জেনেরলের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছেন। বাস্তবিক যাহারা ভবিষ্যত দৃষ্টি করিয়া চলে তাহারা সকলেই দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিবে। ক্রমে মূল্য বৃদ্ধি হইলেই পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে বাঙ্গলা দেশে শস্যাদি আনীত হইবে; যত অধিক সংখ্যক দেশ হইতে দ্রব্যাদি নীত হইবে সেই পরিমাণে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িবে। কয়েক মাস ধরিয়া অন্য দেশের শস্যে বঙ্গদেশীয়দিগকে আহার দিতে হইবে, এবং ব্যবসায়ের ব্যাঘাত না করিয়া নিজে ভূরি পরিমাণে শস্য ক্রয় করিয়া ব্যবসায়িদিগকে উৎসাহিত করাই সেই কয় মাস রীতিমত শস্য পাইবার এক মাত্র উপায়।

অসময়ে প্রাপ্ত।

টান ঘানি যাদুমণি !

অবলারে বলি দিলে, নবীনেরে তাড়াইলে
বিষাদে পূরিল বঙ্গ, সকলে অবাক্।
রাক্ষস সমান হয়ে, সতীর সতীত্ব লয়ে
ডুবায়েছ পাপে দেশ, তার পরিপাক
টান ঘানি যাদুমণি রস মরে যাক্।
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

হায় কত অবলার, প্রাণান্তিক যাতনার
কারণ হয়েছ তুমি, ভাবিলে হৃদয়
ক্রোধে উঠে উথলিয়া, ইচ্ছা হয় পোড়াইয়া
ভস্ম করি, দুঃখিনীরা যদি তৃপ্ত হয় !
টান ঘানি যাদুমণি রস মরে যাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

সতীর সতীত্ব মণি, যার কাছে তুচ্ছ গণি
ইন্দ্রের রাজত্ব পদ—এ তিন ভুবন;
সে ধনের চোর তুমি, জনমে কি বঙ্গভূমি
ভুলিবে ও পাপ নাম ? টান যাদুধন,
টান ঘানি যাদুমনি রস মরে যাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক্।

অমূল্য সতীত্বনিধি ভুষণ সমান বিধি
দিয়াছেন রমণীরে করিতে উজ্জ্বল।
ধিক সেই কুলাঙ্গার, অপবিত্র হস্ত যার
সে শোভা হরণ করে, তেমন নির্ম্মল,
টান ঘানি যাদুমণি রস মরে যাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

মরেছে কি বঙ্গবাসি; হতভাগা তুমি আসি
যাইচ্ছা করিবে বসি দেশের ভিতরে।
চক্ষু থাকে দেখ চেয়ে, বাল বৃদ্ধ আসে ধেয়ে
তোমারে নরক কুণ্ডে ডোবাবার তরে।
টান ঘানি যাদুমণি রস মরে যাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

মৃত প্রায় জাতি বটে, একথাও সবে রটে
পড়িলে সতীত্বে হাত মরা উঠে ধায়—

ধর্মের ষাঁড়ের মত, সুখে ছিলে অবিরত
এইবারে নরাধম ফেলেছে তোমায়।
টান ঘানি বাদুমণি রস মরে যাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক্।

নিষ্কলঙ্ক কুলবালা, নিষ্কলঙ্ক পুষ্পমালা
সে ফুলে কলঙ্ক দেয় হেন সাধ্য কার
শত সতী অভিশাপে, পুড়ুক সে মনস্তাপে
জ্বলেছে দৃষ্টান্ত তার জীবনে তোমার!
টান ঘানি বাদুমণি রস মরে যাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

সতীর পবিত্র মুখ, দরশনে স্বর্গসুখ
সে শ্রীমুখে কালি দিলে কার প্রাণে সয়,
শত শত অন্তঃপুরে, তোমার দণ্ডের তরে
উঠিছে প্রার্থনা ধ্বনি পাষণ্ড নির্দ্দয়!
টান ঘানি বাদুমণি রস মরে যাক
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

ভাষাতে যে কথা নাই, যা দিয়া জানাতে পাই
হৃদয়ের ক্রোধ তার! ক্ষমতা থাকিলে
নবীনের হাহাকার, শুনে বঙ্গ জন আর—
বাঁচিতে কি দিত তোরে? বড় ফাঁকি দিলে!
টান ঘানি বাদুমণি রস মরে যাক্।
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

টান ঘানি টান ঘানি, কেঁয়া কট কট ধ্বনি
কর্ণভরে শোন বাবা কেমন সুন্দর!
করেছ যে দুরাচার, প্রায়শ্চিত্ত কর তার,
তেল দিয়ে তেল মার হওনা কাতর।
টান ঘানি টান ঘানি, পার না কি আর?
ওই এলোকেশী কাঁদে পাবে না নিস্তার।

টান ঘানি টান ঘানি, সুখাইল মুখখানি
তাতে কিছু দুঃখ নাই, রস মরে যাক্।
সতীদের মনস্তাপ, এখনো মেটেনি বাপ্
আরো টান, রস টুকু পাক পরিপাক।
ওই কাঁদে এলোকেশী পাবে না নিস্তার,
শত সতী কাঁদে ওই টান আর বার।

কুললক্ষ্মী সতীগণ! করি আমি আবাহন
দেও ঘরে হুলুধ্বনি অন্য কাজ থাক!
মহান্ত টানিছে ঘানি, কি বা কেঁয়া কট ধ্বনি
তেলে তেল কাটে দেখ, পাকে পরিপাক!
ঘানি গাছে ধর্ম্মরাজ ঘুরে ঘুরে যায়,
দেখিবি কি বঙ্গবাসি! আয় ছুটে আয়!

বড়জাগুলি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

মহাশয়! এবার শস্যের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছে যে অবশ্যম্ভাবী অন্নকষ্ট নিবারণের উপায় কি? আপনারাও ইহার ইতি কর্ত্তব্যতা বিষয়ে দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান দ্বারা উত্তেজিত করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। এবং গবর্ণমেণ্টও স্বকর্ত্তব্য সাধনে বিশেষ প্রস্তুত। এসময়ে স্ব স্ব প্রদেশে কি কি কার্য্যানুষ্ঠান করিলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে বিশেষ উপকার সাধিত হয় এবং অনুষ্ঠান কর্ত্তাও লাভবান হইতে পারেন, তাহা রাজপুরুষদিগের গোচর করা একান্ত সময়োচিত হইতেছে বিবেচনায় অদ্য আমরা লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

১। সুটী নদীর জীর্ণ সংস্কার করিলে কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ও সুবিধা হয়, জলকষ্ট কমিয়া আইসে, মেলেরিয়া জ্বরের লাঘব হয়, এবং অনুষ্ঠান কর্ত্তাও লাভবান হইতে পারেন, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আমরা কয়েকবার সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আপনিও সময়ে সময়ে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আন্দোলন করেন; কিন্তু কিছুতে কিছু না হওয়াতে আমরা এতদিন নিশ্চেষ্টই ছিলাম এবারকার বাৎসরিক গতি আমাদিগকে সচেষ্ট করাতে পুনরায় রাজপুরুষদিগের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আহা! আমরা যে সময়ে প্রস্তাব করিয়াছিলাম সেই সময়ে যদি উহা কার্য্যে পরিণত হইত তাহা হইলে কখনই এত পরিমাণে শস্যের হানি হইয়া শত শত দুঃখী প্রাণীর প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা হইত না। যাহা হউক গতানুশোচনায় কিছু ফল নাই। এই ক্ষণে আমরা কৃতাঞ্জলী সহকারে নদীয়া ও ২৪ পরগণার কার্য্য-কুশল প্রজাবৎসল মাজিষ্ট্রেট মহোদয়দিগের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি তাঁহারা এই সময় ক্ষিপ্র-হস্ত হইয়া যাহাতে সুটীর জীর্ণ সংস্কার হয় তাহার উপায় বিধান করুন। এতদ্দ্বারা আপাততঃ নিরুপায় দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত দুঃখী প্রজা-বর্গের জীবিকার একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে ভবিষ্যতে এরূপ দৈব নিগ্রহ নিবন্ধন শস্যহানি হওয়াতে অন্নাভাবে অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা দূর হইবে, কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা দেশ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে এবং রীতিমত জল নিকাশ হইয়া সংক্রামক জ্বরেরও অনেক লাঘব করিবে।

আমাদের উপরি লিখিত প্রস্তাবটী শুনিবামাত্র যত বৃহৎ ও ব্যয় সাধ্য বলিয়া প্রতীতি হয় বাস্তবিক তাহা নহে; কারণ ইহা পূর্ব্বে বহতা নদীই ছিল এখনও ইহার অনেক পরিমাণে খাত বিদ্যমান আছে; কেবল কতকগুলি স্বার্থপর লোক ইহাতে পুষ্করিণী করিয়া কোন কোন স্থান সঙ্কীর্ণ ও বদ্ধ করিয়াছে। কতকটুকু নির্দ্দিষ্ট স্থানে যে ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে এরূপ নহে; ইহার মিলন স্থান নোণাখাল পর্য্যন্ত সকল স্থানের অবস্থাই প্রায় এইরূপ; কেবল কোণা, হাজীনগর বা ঐরূপ কোন স্থান হইতে মরিচার বিল পর্য্যন্ত নূতন খাল কাটাইয়া তৎপরে বরাবর নোণা খাল পর্য্যন্ত জীর্ণ সংস্কার করিলেই হইবে। ভরসা করি অপেক্ষাকৃত এই অল্পব্যয় সাধ্য অথচ সম্পূর্ণ ও সুমহৎ ফলদায়ী কার্য্য সম্পাদনে কদাচ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না।

২। বারাসত হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত "ইম্পিরিয়ল রোড" নামে একটী সুবিস্তৃত রাস্তা আছে; ইহা প্রজা সাধারণের অনেক হিত সাধক। পাট তামাক গুড় প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য সর্ব্বদাই এই রাস্তা দিয়া গাড়ী যোগে যাতায়াত করিয়া থাকে কিন্তু বর্ষাকালে ইহা কর্দ্দমাকীর্ণ হওয়াতে ঐ সকলের এক পথিকদিগের গতি বিধির অতিশয় অসুবিধা ও কষ্ট হয় প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তখন গাড়ী ইত্যাদি চালান ভার হইয়া উঠে, সুতরাং প্রদেশীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হয়। এক্ষণে উচ্চহারে

রোড সেস আদায় হইতে চলিল। আর প্রদেশীয় কৃষি বাণিজ্যাদির যাহাতে উন্নতি ও সুবিধা হয় তাহাই রোড সেস স্থাপনের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইয়া রাস্তাটী যাহাতে পাকা হয় তাহার চেষ্টা করুন। এতদ্দ্বারা অন্তর্বাণিজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং আপাততঃ নিরুপায় দুঃখী প্রজাদিগের জীবিকার দ্বারও উদ্ঘাটিত হইবে।

৩। বাগ আগুলী হইতে টৈনংটী পর্য্যন্ত "কৈলাস বাবুর রাস্তা" নামে একটী কাঁচা রাস্তা আছে। মাজিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসনাথ দাস প্রথমতঃ উদ্যোগী হইয়া এবং কিছু অধিক সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া রাস্তাটী তাঁহার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক উহা ফেরী ফণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ঐ রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া পাল্কী প্রভৃতির উচ্চ হারে মাসুল আদায় হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা বোধ করি অনেক অর্থও সঞ্চিত আছে, এই সময়ে ঐ সঞ্চিত অর্থ না থাকিলেও যদি অন্য অর্থদ্বারা রাস্তাটী পাকা করিতে আরম্ভ করা হয় দুঃখী নিরুপায় প্রজাদিগের জীবিকার উপায় হইবে এবং বর্ষাজনিত দুর্গমতা বিদূরিত হইয়া প্রদেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ও উন্নতি হইবে। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা কর্ত্তৃপক্ষ একটু সত্বর হইয়া কার্য্যারম্ভদ্বারা প্রকৃতিকুলের প্রকৃত হিত সাধন করুন। আমরা প্রদেশীয় সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া বলিতেছি যে, আমরা উপরে যে ৩টী কার্য্যের প্রস্তাব করিলাম এইগুলি সম্পাদিত হইলে, কৃষি বাণিজ্য ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নতির সহিত অত্রত্য প্রজাবৃন্দের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত যেরূপ উপকার সাধিত হইবে রোড সেসের উদ্দেশ্য সফল করিবে তেমন আর কিছুতেই নয়। অতএব আমাদিগের প্রস্তাবগুলিতে কর্ত্তৃপক্ষ যেন ঔদাস্য না করেন।

৪। বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি চানক বা চাকদহ দুই এর অনন্তর ষ্টেষন হইতে যশোর পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলওয়ে করিবার কল্পনা করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে এই কথা শুনিয়াছিলাম, বাস্তবিকও হওয়া আবশ্যক; উক্ত কোম্পানির এই সময়েই কার্য্যারম্ভ করা উচিত কেন না ইহাতে তাঁহাদিগেরও সহজে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে অথচ তাঁহারা যে দেশে ব্যবসায় করিয়া অর্থ লাভ করিতেছেন তদ্দ্বারা অধিবাসীদিগের অসময়ে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা কোম্পানি কার্য্যারম্ভের যেন আর বিলম্ব না করেন। এই সঙ্গে আমাদের আরও একটী অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যে দুই এর অনন্তর ষ্টেষন হইতে রাস্তা করিবার কল্পনা করিয়াছেন; সেই সঙ্গে কাঁচরাপাড়া ষ্টেশন হইতে যশোরের শাখা রেল ওয়ে করিলে সুবিধা হইতে পারে কি না তাহাও একবার বিশেষরূপে তদন্ত করুন।

...

আমাদিগের একজন ভ্রমনকারী সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

অদ্য প্রায় ৪ বৎসর অতীত হইতে চলিল, ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের ষ্টেষণ হালসা হইতে গোস্বামী দুর্গাপুর পর্য্যন্ত যে একটী রাস্তা প্রস্তুত হইবার সঙ্কল্প হইয়া প্রায় অর্দ্ধেকাধিক কার্য্য শেষ হইয়া রহিয়াছে, তাহার দুরবস্থা দর্শনে আমরা যার পর নাই, ব্যথিত হৃদয় হইয়াছি। ঐ রাস্তাটী কুষ্টিয়ার ভূতপূর্ব্ব জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেঃ ডবসন সাহেবের আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহে প্রস্তুত হয় এবং তদনন্তর তৎপদারূঢ় বাবু দীননাথ আঢ্যের সময়েও উহার কার্য্য চলিয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে আর কোন মহাত্মার তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হয় না, সুতরাং যে কতকগুলি অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহা ও উহার যে কতকাংশ কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা ক্রমে তিনবারের বর্ষাতেই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম এক্ষণে ও যত্ন করিলে ঐ রাস্তাটীর কার্য্য অল্পমাত্র ব্যয়েই শেষ শেষ হইতে পারে। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব করিলে তাহা হইবে না, আমাদিগের বিবেচনায় আগামী বর্ষার মধ্যে উহার কার্য্য শেষ না হইলে উহার যে আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এ প্রদেশীয় শস্যাদির অবস্থার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত করিয়াছি। ধান্যাদির দর ক্রমেই বৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। দশ দিন পূর্ব্বে যে ধান্যের ১/৫ এক মন পাঁচসের টাকায় ও ২।০।২।৵০ যে চাউলের মণ বিক্রয় হইত এক্ষণে সেই ধান্য ১/ এক মণ ও ২॥।২॥৶ সেই চাউলের মণ বিক্রয় হইতেছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আগামী বৈশাখ জৈষ্ঠে যে লোকের কি কষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না। তবে এবার গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হওয়ায় আমাদিগের অনেক আশার সঞ্চার হইতেছে। সে যাহা হউক এবারে আমাদিগের প্রস্তাবিত রাস্তাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে গবর্ণমেণ্টের দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ ঐ রাস্তাটীই এ প্রদেশের রেলওয়ে ষ্টেষণে যাইবার সাধারণ পথ সুতরাং উহার সংস্কার হইলে সাধারণের এবং বাণিজ্যাদির বিশেষ সুবিধা হয়। উহার কার্য্যারম্ভ হইলে এই দুর্ভিক্ষের সময় হতভাগ্য দুঃখী মজুরদিগকে প্রকারান্তরে প্রতিপালন করা হয়। উপসংহারে আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, আমাদিগের রবিন্সন সাহেব দয়া করিয়া যেন ইহার অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন।

২। কুষ্টিয়ার উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আচার ব্যবহারের কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তিনি না কি, বাদী প্রতিবাদী ও তত্তৎপক্ষীয় উকীল মোক্তার ভিন্ন অন্য কোন লোককে কাছারী ঘরে প্রবেশ করিতে দেন না; যদি কেহ অজ্ঞাতসারে কিম্বা দ্বারবানের অনুপস্থিতিকালে কাছারীতে প্রবেশ করে, অনতিবিলম্বে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। গোলযোগ হইবার ভয়ে না মাজিষ্ট্রেটের পদের গৌরব প্রদর্শন, জন্য এরূপ করা হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যদি প্রথমোক্ত কারণের নিমিত্তই এরূপ করা হয়, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমরা বালক ভিন্ন

আর কি বলিতে পারি? তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যদি সাধারণের গোলযোগ নিবারণ করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারেন, তবে তাঁহার চাকরি করা না করা উভয়ই তুল্য। কুষ্টিয়ায় কি আর কখন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিল না, উপস্থিত সাহেবই কোন নূতন হইয়া আসিয়াছেন? যদি পূর্ব্বেও ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া থাকেন তবে কি তাঁহারা গোলযোগ নিবারণার্থ কাছারীতে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতেন না? না গৃহ হইতে সকলকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দিতেন? আর যদি দ্বিতীয় কারণের নিমিত্তই এরূপ করা হয়, তবে তাঁহাকে আমাদিগের কাম্বেল বাহাদুরের স্বসম্পর্কীয় ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারি? তাহা না হইলে সাধারণ গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিতে আর কাহার সাধ্য? যাহাহউক দুই একজন অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ইংরাজ বাঙ্গালিদিগকে নিতান্ত সামান্য মনে করিয়া যে কতরূপ অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন তাহা বলা যায় না; তাহাই আমাদিগের নিতান্ত দুঃখের বিষয়! বিশেষ গবর্ণমেণ্ট বধির হইয়া আরও আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। পিতামাতা, সন্তানের বেদনা না বুঝিলে আর পৃথিবীতে সন্তানের সুহৃদ কে?

৫। গত ২৭ এ অগ্রহায়ণ কলিকাতা নগরীতে যে একপসলা বৃষ্টি হয় এ প্রদেশে তাহার বিন্দুপাতও হয় নাই। চাউলের দরও সমভাব; অর্থাৎ ২॥০ টাকার ন্যূন হয় নাই। বরং যেরূপ ভাব তাহাতে সত্বরেই শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইবার ভয়ই সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে। সে যাহা হউক আজিকালি এপ্রদেশে আর পূর্ব্বের কয়েক দিবসের ন্যায় হাহাকার নাই। বস্তুতঃ কিছু দিন পরে যে ঐরূপ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইবে তাহার আর সন্দেহ বোধ হইতেছে না। এসময়ে একে অন্ন কষ্ট তাহাতে আবার রেলওয়ে ব্রিজের উৎপাতে জলকষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মাহইতে বহির্গতা হাউলিয়া নাম্নী নদীটির দুরবস্থা দৃষ্টে আমরা যারপর নাই ভীত হইয়াছি। ঐ নদীটী দায় ভাঙ্গার মোহানা হইতে নির্গত হইয়া হাট বোওয়ালিয়া, আলমডাঙ্গা, গোস্বামী দুর্গাপুর প্রভৃতি বহুতর জনপদের মধ্যদিয়া চলিতেছিল। কয়েক বৎসর হইতে উহার মোহানা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অগ্রহায়ণ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত উহার জল অনেক স্থানে একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে যে এক একটী বৃহৎ বৃহৎ দামস হইয়া উহা জলে পরিপূর্ণ থাকিত এক্ষণে আলমডাঙ্গায় একটী রেলওয়ে ব্রিজ হওয়ায় তাহা আর হইতেছে না। যে যে স্থলে ঐরূপ দামস হইত তাহা প্রায়ই বর্ষাকালে ভরাট হইয়া গিয়া একেবারে চড়া পড়িয়া যাইতেছে, সুতরাং তত্তীরের অধিবাসিদিগের বর্ষার কয়েক মাস পরেই জল কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এপ্রদেশে কূপ খনন করাও বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য সুতরাং ধনী ঐশ্বর্য্যশালী ভিন্ন কাহাকেও বাটীতে কূপাদি খনন দ্বারা জলকষ্ট নিবারণে সমর্থ দেখা যায় না। বিশেষ পুষ্করিণীর অভাবে এপ্রদেশের লোকদিগকে কেবল অন্নকষ্ট নয় জলকষ্ট পাইতে হইতেছে। এবার গবর্ণমেণ্ট প্রজারক্ষার্থ নানা স্থানে নানা প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। এপ্রদেশীয়দিগের জীবন রক্ষার্থ এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা হয় নাই। আমরা সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, আমাদিগের আজিকার প্রস্তাবিত হাউলিয়া নদীটীর মোহানা, কাটাইয়া দিলে ভাল হয়।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সুদক্ষ শ্রীলশ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর প্রজা রক্ষার্থে নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, উত্তর বাঙ্গলা রেলওয়ে ও স্থানে স্থানে নূতন রাস্তা এবং নানাপ্রকার সাহায্য দান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। অত্রস্থ সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর শ্রীযুক্ত মেঃ কেলি সাহেব বাহাদুরও এবিষয়ে উদাসীন নহেন। প্রধান প্রধান লোককে ক্রমে পরওয়ানা দ্বারা সতর্ক করিয়াছেন ও ২। ৩টী নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রায় ২০০ শত নিরুপায় মজুর রাখিয়া জেলার মধ্যস্থ গর্ত্তাদি পূরণ করিতেছেন; এবং ২০০ টাকা সঙ্গে দিয়া পুলিষের সব ইনস্পেক্টর গোবিন্দ বাবুকে মফঃস্বলে পাঠাইয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন যে ভিক্ষুক দরিদ্রেরা যেন অন্ন কষ্টে না মরে। তাহা হইলে কি হয়, এই জেলা বহু লোকের বাস-ভূমি। মজুরি করিয়া কত লোক জীবন ধারণ করিবে? এক এক ব্যক্তিকে ৫। ৭ টী পরিবার পোষণ করিতে হয়, আপনাদের পোষণ করিয়া যাহা বাঁচিবে তাহা হইতেই ঐ পরিবারকে দিবে। বিশেষ এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা প্রাণান্তেও মজুরি করিবে না তাহাদের উপায় কি? জমীদার ও তালুকদারদিগকে ভূমির উন্নতি ও অন্য স্থান হইতে ধান্য আনিয়া আমদানী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ লওয়ার আদেশ করা হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রজারা খাজনা দিতে পারিতেছে না। এমন কি কোন কোন মহলের প্রজারা স্পষ্টাভিধানে বলিতেছে যে, তাহারা খাজনা দিতে পারিবে না। বাস্তবিক তাহারাও যথার্থই দিতে অসক্ত। ইহাতেই জমীদার তালুকদারগণ চিন্তাকুল হইয়াছেন। নিজ হইতে খাজনা দিয়া জমীদারী রক্ষা করিতে পারে এরূপ জমীদার এ জেলায় অতি বিরল। ১৮৬৯। ১১ আইনের নিলামের নিয়ম যদি শিথিল করা না হয় তবে আগত জানুয়ারি মাসের কীস্তিতেই অনেক জমীদার ও তালুকদারের ভূমি নিলাম হইয়া যাইবে।

তাঁহারা নিজেই অস্থির প্রজাদের কি সাহায্য করিবেন? দেশে বৃহত্ত বৃহত্ত মহাজনও নাই যে তাঁহারাই দূরদেশ হইতে শস্য আমদানী করিবে. দেশীয় লোক এত দূর ভীরু যে সাহস করিয়া কেহই রাজকোষ হইতে টাকা লইয়া কোন কার্য্য করিতেছে না ও কেহ যে করিবেন তাহারও

কৃত ভিষধন্জু ইহাতে বহুবিধ ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—:::—

যিনি ত্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান-রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন. উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপা খানা।
কলিকাতা ২৪ নং নির্জ্জাফর্শ লেন
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর
পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপনা হয় তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্ম দাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচেরও সময়ের নিয়মাদী অবগত করা যাইতে পারে; মাশুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ইষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফস্বলের আদালত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন তাঁহাদিগের পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে বোর্ড অব এক্‌জামিনাস নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯ এ অক্টোবর এবং ২৬ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্নর যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা যদি হাইকোর্টের ১২ ই সেপ্টেম্বরের প্রকাশিত নিয়মানুসারে আজিও সার্টফিকেট প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১৮৭৪ ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারির নিকট ঐ সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন। আসল হইলে ভাল হয় নতুবা কোন বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারির স্বাক্ষর সমেত নকল পাঠাইলেও চলিবে।

যে লেফাফাতে সার্টিফিকেট থাকিবে তাহার পৃষ্ঠে যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপনার নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেন।

যে সকল পরীক্ষার্থির আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে জানুয়ারি মাসের শেষে কলিকাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর ওকালতি ও মোক্তারি পরীক্ষার্থীদিগকে স্মরণ করান যাইতেছে যে তাহাদিগকে বোর্ড অব এক্‌জামিনারের নিকট হইতে তাহাদের আবেদন যে গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার এক একখানি সার্টিফিকেট এবং জেলা ট্রেজরি হইতে তাহারা যে কি জমা দিয়াছেন তাহারও এক একটী সার্টিফিকেট লইয়া পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। এক এক খানি ষ্টাম্প সহিত আমি লেফাফা পাঠাইলে তাঁহাদিগের সার্টিফিকেট গুলি পুনর্ব্বার ফিরিয়া দেওয়া যাইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী উচ্চ শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবেন তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণমেন্ট ট্রেজরি হইতে ফি জমা দিবার এক এক খানি সার্টিফিকেট লইয়া একজামিনার দিগের নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সার্টিফিকেট প্রত্যর্পণ করা হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫। ২৬। ২৭। ২৮ শে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

সিসিল জ্যাকসন্
বোর্ডের সেক্রেটারি।

—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে. আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ পৌষ সোমবার।

ধর্ম্মতলার বাজার লইয়া বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার অতি সন্নিকটে কলিকাতার মিউনিসিপালিটী একটী স্বতন্ত্র বাজার প্রস্তুত করিয়াছেন।

উপস্থিতবৎসরের প্রথম দিবস অবধি এই বাজার খোলা হইয়াছে। গত বুধবার লেপ্টনণ্ট গবর্ণর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মিউনিসিপালিটীর উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন। সম্প্রতি বাবু হীরালাল শীলের সহিত মিউনিসিপালিটীর সভাপতি হগ সাহেবের মহা বিরোধ চলিতেছে। এই বাজারটী খোলাতে ধর্ম্মতলার বাজারের যে ভূরি অনিষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনিষ্ট কেন? সে বাজারটী উঠিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। উক্ত বাজারটীতে শীলবাবুদের যথেষ্ট লাভ হইত। তাঁহারা নূতন বাজার দ্বারা সেই লাভে বঞ্চিত হইবেন। মিউনিসিপালিটী জানিয়া শুনিয়া একজন ভদ্রলোককে এত ক্ষতি গ্রস্ত করিতেছেন কেন? সহজেই এই প্রশ্ন হৃদয়ে উত্থিত হয়। ধর্ম্মতলার বাজারের দ্বারা ত কার্য্য চলিতেছিল। ভূস্বামীদিগের বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিষয়ে অমনোযোগ একটী প্রধান আপত্তি হইতে পারে; কিন্তু সে বিষয়েও শীল বাবুদিগকে যথেষ্ট মনোযোগী দেখা গিয়াছে। তবে স্বতন্ত্র বাজার কেন? হগ সাহেব কি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন? তাঁহার ত কোন স্বার্থ নাই। তিনি মিউনিসিপালিটীর সভাপতি মাত্র; যদি বাজার দ্বারা কোন লাভ হয়, তাহাতে তাঁহার উপকারের প্রত্যাশা নাই। কিছু দিন পরে তিনি স্বদেশে চলিয়া যাইবেন। মিউনিসিপালিটীর বাজার মিউনিসিপালিটীরই থাকিবে; কিন্তু এই বাজারটী স্থায়ী হইলে মিউনিসিপালিটীর একটী স্থায়ী আয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। অতএব হগ সাহেব সুখ্যাতির আশা করিতে পারেন।

দ্বিতীয় কথা এই মিউনিসিপালিটীর নিজের বাজার থাকিলে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনভাবে তাহার স্বাস্থ্য প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে পারেন, এবং বাজারে আনীত দ্রব্যাদির তদারক করিতে পারেন। তৃতীয় প্রশ্ন এই, মিউনিসিপালিটী অন্য স্থানে বাজার করিলেন না কেন? তাহাতে বোধ হয় এত লাভের আশা নাই। পোর্টক্যানিং কোম্পানি একবার শিয়ালদহে বাজার করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-প্রযত্ন হইয়াছিলেন। ধর্ম্মতলা ইংরেজটোলার নিকটবর্ত্তী; সুতরাং এই স্থানই ইংরাজদিগের বাজারের প্রকৃত স্থান। যাহা হউক তথাপি যে শীল বাবুদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিশেষ এ সুখ তাঁহারা বহুকাল ভোগ করিয়া আসিতেছেন, মিউনিসিপালিটি নিজের লাভের আশায় তাঁহাদিগকে এতদিনের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন; ইহাতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত হইবেন। সহজে যে এবিবাদের মীমাংসা হয় এরূপ বোধ হয় না। শীল বাবুরা যে সহজে এতদিনের লাভের আশা ছাড়িয়া দিবেন এরূপ বোধ হয় না। তাঁহারা একবার যথাসাধ্য করিয়া দেখিবেন। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, যে দুইএর অন্যতরকে কালগ্রাসে পতিত হইতেই হইবে। যদি ধর্ম্মতলার বাজার নষ্ট হয় শীল বাবুদের এত ব্যয় বিফল হইবে। আবার যদি মিউনিসিপালিটীর বাজারটী নষ্ট হয় মিউনিসিপালিটীর এতব্যয় বিফল। কিন্তু শীলবাবুরা যে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহাতে তাঁহাদেরই ক্ষতি, হগ সাহেব বিরোধ করিতে গিয়া যে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহাতে মিউনিসিপালিটীর অর্থাৎ কলিকাতার ট্যাক্সদাতাদেরই ক্ষতি হইবে।

এই সুযোগে ব্যবসায়ীরা লাভ করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা করিবে। শীল বাবুরা অর্থপ্রলোভন দ্বারা ব্যবসায়ীদিগকে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ করিতে ত্রুটী করিবেন না; সুতরাং বাজার রক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটীকেও সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তাহাতে মিউনিসিপালিটীর অনর্থক ব্যয় বাহুল্য হইবে। তবে ইউরোপীয় ক্রেতাদিগের অধিকাংশ মিউনিসিপালিটীর বাজারে যাইতে পারেন, এবং ধর্ম্মতলার বাজারে এই শ্রেণীর ক্রেতার সংখ্যাই অধিক। ক্রেতার সংখ্যা যে বাজারে অধিক হইবে সেখা সেই ব্যবসায়ীরা আপনা আপনি আকৃষ্ট হইবে। হগ সাহেবের ন্যায় কলিকাতার সমুদায় ইউরোপীয় যদি শীল বাবুদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে নাচার। আমাদের বিবেচনায় এরূপ বিরোধের উদ্রেক ও ব্যক্তি বিশেষকে ক্ষতি গ্রস্ত না করিয়া মিউনি সিপালিটী যদি আয়ের অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে দেখিতে ও শুনিতে ভাল হইত। তাঁহারা ট্রামওয়ের ক্ষোভ কি অবশেষে শীল বাবুদের দ্বারাই মিটাইলেন?

—:::—

উকীল না জজ।

(এডুকেশন গেজেট ও ঢাকাপ্রকাশ)

কিছু দিন হইল আমরা পূর্ব্বোক্ত শিরোনামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করি এবং সম্বাদ পত্র সম্পাদকেরা উকীল না জজ? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সমুদায় সহযোগীর মত প্রার্থনা করি, আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে আমাদের শ্রদ্ধেয় সহযোগী এডুকেশন গেজেট ও ঢাকাপ্রকাশ এসম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এডুকেশন গেজেট না পাওয়াতে আমরা পূর্ব্বে তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারি

নাই। কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। অপরের মত জানিবার পূর্ব্বেই আমাদের মত প্রকাশ করার বিষয়ে তিনি যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা যুক্তি-যুক্ত বোধ হইল; কিন্তু আমরা তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে সম্যক্‌রূপে এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করা আমাদের হৃদয়গত ইচ্ছা, কারণ সংবাদ পত্রদিগের পক্ষে ইহা একটী অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন। যদি কোন সহযোগী আমাদের মতের কোন ভ্রম প্রদর্শন করেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করিব ও বিশেষ লাভবান হইলাম বলিয়া মনে করিব। সহযোগী যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার সকল কথা স্বীকার করিতে পারি আর না পারি, তিনি যে প্রশ্নটী আমাদের অপেক্ষা পরিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতেছি।

অবশেষে এক একটী করিয়া সহযোগীর কথা গুলির বিচার করা যাইতেছে। তাঁহার প্রবন্ধটী সুদীর্ঘ ও অনেক উপহাস বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। আমরা সেগুলি অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি এবং তাঁহার ভদ্রতা ও রুচির হস্তে তাহাদের বিচারের ভার অর্পণ করিয়া প্রকৃত কথার প্রসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

তাঁহার বহু-বিস্তৃত প্রস্তাবটী সার নিষ্কর্ষ করিলে এই কয়টী কথাতে পরিণত হয়। (১ম) সম্বাদ পত্রের সৃষ্টি কিরূপে হয়? আমরা দেখিতে পাই সমাজের লোকেরা নানা মত অবলম্বন করিয়া নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। সেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মত সাধারণের গোচর করিবার জন্য এবং তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সংবাদ পত্রের জন্ম হয়। সুতরাং সংবাদপত্র দিগকে জজ বলা ও আত্মহত্যা করা সমান। (২য়) প্রকৃত সম্পাদক কে? যে ব্যক্তির হৃদয় গ্রাহকদিগের হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ, যাঁহার লেখনী গ্রাহকদিগের অন্তর্নিহিত ভাব ও কামনা সকল ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে ও যাঁহার হৃদয়ের তারে গ্রাহকদিগের সহিত এক বাদ্য বাজে, তিনিই প্রকৃত সম্পাদক। (৩য়) যদি গ্রাহকদিগের হৃদয়ের কথা বলা না যায় তাঁহারা কাগজ লইবেন কেন? এই কয়টী আপাততঃ আমাদের স্মরণ হইতেছে, এবং যথাসাধ্য এই গুলির বিচার করা যাইতেছে।

প্রথম কথা।—কোনো শ্রেণী বিশেষের মুখস্বরূপ হওয়াই কি সংবাদ পত্রের সৃষ্টির উদ্দেশ্য? ইংলণ্ডের ন্যায় যে যে দেশে দলাদলি ও শ্রেণী বিরোধ আছে, সে সমুদায় স্থানে এরূপ অনেক সংবাদ পত্র আছে তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু উহাই এক মাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় না। আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই প্রশ্নটী আরও পরিষ্কার করিতেছি, পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন। আমাদের দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটী সম্প্রদায় আছে। বৈষ্ণবেরা দেখিলেন যে তাঁহাদের যে সকল অভাব ও ক্লেশের কারণ আছে তাহা গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিতেছেন না; সুতরাং এক খানি সংবাদ পত্রের সৃষ্টি করিলেন। সেখানি বৈষ্ণবদিগের কাগজ হইল। বৈষ্ণবদিগের কষ্ট বিদিত করা, বৈষ্ণবদিগের মত প্রকাশ করা অর্থাৎ বৈষ্ণবদিগের ওকালতি করা তাহার লক্ষ্য, তাহাই তাহার প্রধান কার্য্য। এইরূপ শ্রেণী বিশেষের কার্য্য সাধন করাই কি সকল সংবাদ পত্রের সৃষ্টির নিয়ম? আমাদের ত এরূপ বোধ হয় না; বরং এরূপ সংবাদ পত্র দিগের উপর লোকের অশ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ পত্রদিগকে ইংরাজীতে পার্টিপেপার্স বলে। সহযোগী ভাবিয়া দেখিবেন যে এরূপ পত্রের উপর লোকের এত অবিশ্বাস যে তাঁহারা স্ব স্ব শ্রেণীর পক্ষসমর্থন করিবার জন্য যে যে কথা বলেন লোকে সচরাচর তাহার অনেক [illegible] ও অত্যুক্তি পূর্ণ বলিয়া লয়। বিশেষতঃ এরূপ ওকালতির উপর আমাদের বিদ্বেষ নাই এবং সংবাদপত্রদিগকে যে সময় বিশেষে এরূপ ওকালতি করিতে হয় তাহাও আমরা স্বীকার করিতেছি; কারণ ইহাতে (সহযোগী ক্ষমা করিবেন আমাদিগকে আবার তাঁহার অরুচিকর কথাগুলি ব্যবহার করিতে হইল) সত্য ও ন্যায়-প্রিয়তার কোন ব্যাঘাত হয় না। যে কোন শ্রেণীই হউক না কেন যদি তাঁহাদের কোন প্রকৃত কষ্টের কারণ থাকে তাহা সাধারণের গোচর করিতে আমরাও প্রস্তুত আছি। আমরা যেপ্রকার ওকালতির নিন্দা করিয়াছিলাম তাহা এই, যখন কোন বিবাদের স্থল উপস্থিত হয়, যখন কোন কথার উভয় পক্ষের মীমাংসা করা আবশ্যক হয়, তখন কেবল উকীলের ন্যায় এক পক্ষ দেখিয়া মীমাংসা করা ন্যায়সঙ্গত নহে। তখন জজের ন্যায় উভয় পক্ষ দেখিয়া মত স্থির করা কর্ত্তব্য কারণ তদ্ব্যতীত অসত্য ও অন্যায় আচরণের সম্ভাবনা। আমরা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটীও পরিষ্কার করিতেছি; মনে কর সুরেন্দ্র বাবুর কথা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার অনুকূলে বলিবার দশটী কথা আছে কিন্তু মনে কর তাঁহার প্রতিকূলে বলিবারও ১৫টী যুক্তি আছে এস্থলে যদি আমরা তাঁহার দোষ গুলির দিকে দৃষ্টি পাত না করিয়া কেবল অনুকূল যুক্তি গুলি মাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করি তাহা হইলে কি ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার হয়? সহযোগী বিদ্রূপ করিতে চান করুন, আমরা এরূপ ওকালতি ঘৃণার সহিত

পরিহার করি। কারণ ইহাতে সত্য ও ন্যায় বিসর্জ্জন করিতে হয়।

দ্বিতীয় কথা। সম্পাদকের হৃদয় পাঠক দিগের হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ হওয়া সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহা আরও একটু বিস্তারিত রূপে বিচার করা উচিত ছিল। এই কথাটীর দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথম, গ্রাহক গণের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া দ্বিতীয় গ্রাহকগণের মতের সহিত এক মত হওয়া। প্রথমটী সম্পাদকের পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহা আমরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। সে বিষয়ে যে ব্যক্তির অভাব আছে তিনি সম্পাদক হইবার উপযুক্ত নন। কিন্তু গ্রাহকদিগের মতে যে মত দিতে হইবে তাহার ও কোন অর্থ নাই। বরং যে ব্যক্তির গ্রাহকদিগের মতের অতিরিক্ত উৎকৃষ্ট মত দিবার ক্ষমতা নাই, তিনি সম্পাদকীয় পদের অনুপযুক্ত। দেশের লোকে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের উপর বিরক্ত, সহযোগীর মতে প্রকৃত সম্পাদকও সেই সঙ্গে বিরক্ত হইবেন; ইচ্ছা ও চেষ্টা করিয়া নয়, কিন্তু স্বাভাবতঃ হইবেন। আমরা বলি প্রকৃত সম্পাদক বিরক্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের দোষগুণ বিচার করিবেন এবং যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গ্রাহকদিগকে সেই মতে আনিবার চেষ্টা করিবেন। ইহাকে ইংরাজীতে "পবলিক ওপিনিয়ন ক্রিয়েট" করা অর্থাৎ মত সৃষ্টি বলে। সুমত সৃষ্টি সংবাদ পত্রদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। এই জন্যই সভ্য সমাজে সংবাদ পত্রের এত আদর। সংবাদ পত্রেরা যে মত সৃষ্টি করেন তাহা দ্বারা শত শত ব্যক্তি নিয়োজিত হয়, শত শত ব্যক্তির বুদ্ধি পরিষ্কৃত হয় এবং শত শত ব্যক্তি সুপথ দেখিতে পায়। সংবাদ পত্রেরা যদি এই উন্নত কার্য্য না করে সংবাদ পত্রের প্রয়োজন নাই। মত সৃষ্টি জজের কার্য্য, কারণ উভয় পক্ষ না দেখিলে সুমত সৃষ্ট হইতে পারে না। এই কারণেই আমরা সংবাদ পত্রদিগকে জজের আসন দিতে ইচ্ছা করি।

তৃতীয় কথা। এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। গ্রাহকদিগের মনের মত কথা বলিতে না পারিলে গ্রাহকেরা ছাড়িয়া দিতে পারেন, এ বিপদ আমরা স্বীকার করি, কিন্তু ইহার উত্তরে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে সকল গ্রাহক এরূপ অবিবেচক নন, যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যদি কোন যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত মত প্রকাশ করা যায় তাঁহারা বিরক্ত হইবেন। নিজের মতের দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন হইলেও যাঁহারা অপরের স্বাধীন মত শুনিতে প্রস্তুত নন, তাহাঁদের ঔষধ নাই। আমাদের গ্রাহকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি আমাদের স্বাধীন মত শ্রবণ করিতে প্রস্তুত নন, তাঁহারা কি আমাদিগকে নিতান্ত ধামাধরা করিয়া রখিতে চান?

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী ঢাকা প্রকাশকে বলিবার অতি অল্প কথা আছে। আমরা যে শ্রেণীর প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছি তাঁহাকে সেশ্রেণী ভুক্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। কাম্বেল সাহেবের পদত্যাগ সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছি এবং তাহা তিনি সরল ভাবেই বলিয়াছেন বিশ্বাস করি। আমরা সুখী হইলাম যে তিনি উকীলনা জজ এ সম্বন্ধে আমাদের সহিত এক মত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করি নাই। তিনি দুঃখ দূর করুন. পরে কেন আমরা এখনি বন্ধুভাবে আলিঙ্গন দিতে এবং আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি।

গাঁজাতে দুষ্কর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কি না?

কিছু দিন হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সমুদায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। সম্প্রতি গেজেটে একটী মন্তব্য পত্র প্রকাশ হইয়াছে। তদ্দ্বারা গবর্ণর জেনরল এ বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদিগকে সতর্ক থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এত দিন লোকে সুরাপান নিবারণের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। গাঁজা আফিঙ সিদ্ধি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনের উপর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। হঠাৎ এ বিষয়ে দৃষ্টি কেন পড়িল তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এই অবসরে আমাদিগের ও দুই এক কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

সুরা যেরূপ বিলাতি সভ্যতার সহচর হইয়া দেশে পদার্পণ করিতেছে গাজা সেপ্রকার নয়। দেশে ইহার ব্যবহার বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে। আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ কৃষক মজুর প্রভৃতি, সচরাচর ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। সে জন্য যে দুষ্কর্ম্মের অধিক শ্রীবৃদ্ধি হয় এরূপ বোধ হয় না; কারণ যে যে শ্রেণীর মধ্যে ইহা বহুল প্রচার তাহারা অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা অধিক দুষ্কর্ম্মশীল নহে। গাঁজাখোর দিগের নিজের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি যে প্রকারই হউক না কেন তাহারা সুরাপায়ীদিগের ন্যায় সমাজের উপদ্রব কিম্বা শান্তিভঙ্গের কারণ নয়।

এই দ্রব্য লোকের শরীর ও মনের উপর কিরূপ কার্য্য করে তাহাও আমরা জানি না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে ডাক্তার দিগের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না জানা যাইতেছে না। মেডিকেল কালেজের

ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুবিখ্যাত ডাক্তার ওসানসি সাহেব একবার বহুদিন ধরিয়া গাঁজার দোষ গুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি। দেশের লোকের সংস্কার যে এই দ্রব্যে লোকদিগকে কোপন স্বভাব করে এবং অতিরিক্ত সেবন করিলে উন্মত্ততা উৎপাদন করে। প্রথম কথা সত্য কি না বলিতে পারি না; দ্বিতীয় কথা ও ইংলিসম্যান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে গাঁজার জন্য যাহারা উন্মত্ত হয় তাহাদের সংখ্যা সমগ্র উন্মত্ত সংখ্যার তিন শত ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং কেহ কেহ যে বলেন যে গাঁজা দ্বারা উন্মত্ত হইলে তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকে না তাহাও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

ফল কথা এই, সুরা মনুষ্যের যেরূপ বিবেচনা শক্তিকে কলুষিত করে, অসৎ প্রবৃত্তি সকলকে উত্তেজিত করে এবং অসদাচরণে প্রবৃত্ত করে গাঁজা তত দূর করে না। কিন্তু ইহাতে যে বুদ্ধির জড়তা ও মান্দ্য উপস্থিত করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন ইহাতে যে শরীরের কোন কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাও দেখিতে পাই। অধিক পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিলে রক্তামাশয় প্রভৃতি উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। সুরাপান নিবারণের চেষ্টার ন্যায় ইহার নিবারণের চেষ্টাও যে কর্ত্তব্য তাহাতে আর কথা কি?

উপসংহারকালে আমরা আর এক দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাহা বাস্তবিক সমাজের দুষ্কর্ম্মের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহাকে গুলি খাওয়া বলে; এই নেশাটীর দিন দিন অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্ব পুরুষদিগের এ নেশার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সুরার ন্যায় ইহা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে নিজ অধিকার স্থাপন করিতেছে। তবে কি ইহা সুরার ন্যায় নবাগত? কাহাদের সঙ্গে আসিল? আমাদের রাজারা ত গুলিখোর নন। তবে কোথা হইতে আসিল? আমাদের বোধ হয় চীন দেশীয়দিগের দৃষ্টান্তে ইহার এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। চীনদেশের মধ্যে ইহা বহুল-প্রচার। এই নেশাতে লোকের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি এবং সমাজের অশান্তি এই উভয় বিধ অপকারই করিয়া থাকে। গুলিখোর বলিলেই কদাকার; বিবর্ণ শুষ্কপ্রায় একটী আকৃতি বুঝাইয়া যায়। এবং ইহা হইতে চুরির শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; কারণ মূর্খ ও দরিদ্র-শ্রেণী-ভুক্ত লোকেই সচরাচর এই নেশা করিয়া থাকে। ইহা একবার অভ্যস্ত হইলে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে এবং ইহার অন্যান্য উপকরণ ও অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। ইহার জন্য প্রতি দিন কিছু কিছু ব্যয় অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া পড়ে। দরিদ্র লোকের গৃহে সকল দিন সমান সমাবেশ হয় না। সুতরাং তাহারা চুরি কিম্বা প্রবঞ্চনা করিয়াও এই অভাবটী পূরণ করিতে বাধ্য হয়। স্থানে স্থানে এইরূপ লোকের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে লোকদিগকে ঘটী বাটী থালা লইয়া ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার দমনের কোন উপায় করিতে পারেন? আমরা যখন এই নেশার শ্রীবৃদ্ধিতে গবর্ণমেণ্টের আয়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিতেছি তখন গবর্ণমেণ্টকে সে অনুরোধ করাই বৃথা।

—:o:—

পেয়াদায় করায়।

মেকলে সাহেব ত আমাদের জাতীয় চরিত্র বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি সত্য ও মিথ্যা জড়িত অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা এই—বাঙ্গালি যাহা করে দুর্ব্বল ভাবে করে। আমরা ইহার টীকা করিয়া বলিতেছি বাঙ্গালীরা যাহা করেন পেয়াদায় করায়। আমরা সহজে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই না। যত ক্ষণ না দেখিতে পাই যে সে কার্য্য ভিন্ন গ্রাসাচ্ছাদন চলে না, কিম্বা সংসারে সুখ সচ্ছন্দ লাভের আশা নাই, তত ক্ষণ তাহাতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। অন্ন কষ্ট বস্ত্র কষ্ট কিংবা অন্য কোন প্রকার সাংসারিক কষ্টের কশাঘাত পৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ না হইলে আমরা যে অবস্থায় আছি তাহার পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হই না এবং যদিও চলিতে আরম্ভ করি যতটুকু গেলে সেই কশাঘাত হইতে নিস্তার পাই ততটুকু গিয়াই আবার পুনরায় দণ্ডায়মান হই। মিরারের ন্যায় আমরা স্বজাতীয়দিগকে গালি দিতেছি না। কিম্বা শ্বেতকায় বন্ধুদিগকে সতর্ক করিতে আসিতেছি না। কিন্তু এই উপলক্ষে আমরা গবর্ণমেণ্টকে গুটিকত কথা বলিব মনে করিয়াছি। যে যাহা হউক, আমরা কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। এদেশের ইংরাজেরা যখন প্রথমে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন; আসিয়া দেশের স্থানে স্থানে কুঠী স্থাপন করিলেন এবং ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতির কার্য্য আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহাদের হিসাব পত্র রাখা চালান, ইনভইস লেখা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য লোক আবশ্যক হইতে লাগিল। তাঁহারা ইংলণ্ড হইতেই ঐ সকল কার্য্যের জন্য অনেক লোক আনিতেন বটে; কিন্তু তাঁহারা ক্রমে দেখিলেন যে তাহাতে ব্যয় বাহুল্য ও কার্য্যের অসুবিধা হয়, তদপেক্ষা এদেশীয় লোক রাখিলে স্বল্প ব্যয়ে হইতে পারে এবং কার্য্যের সুবিধা হয়; সুতরাং তাঁহারা

...োর কেরাণী নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের লোকে দেখিলেন কেরাণীগিরিতে আয় বৃদ্ধি হয়, অমনি তাঁহারা দলে দলে কেরাণী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। দুই চারি খানি পুস্তক পাঠ করাইয়াই সন্তানদিগকে হাত পাকান কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিতে লাগিলেন।

ক্রমে ইংরাজেরা বণিক বেশ ছাড়িয়া রাজবেশ পরিধান করিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভার শাসনের ভার রক্ষার ভার প্রভৃতি সকল ভারই এক একটী করিয়া ইংলণ্ডের হস্তগত হইতে লাগিল। কোম্পানি দেখিলেন যে সেসকল কার্য্যের জন্য ইংলণ্ড হইতে লোক আনয়ন করিতে গেলে চলে না সুতরাং এখান হইতে লোক সংগ্রহ করা আবশ্যক হইল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় অল্প শিক্ষায় আর চলিল না। বাঙ্গালি দিগকে শিক্ষিত করা আবশ্যক হইল। লার্ড কর্ণওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল; কিন্তু তখনও উচ্চ শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা হয় নাই। এই আবশ্যকতা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া লার্ড বেণ্টিঙ্কের সময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল খোলা হইল। প্রথমে লোক এখানে পুত্র পৌত্রদিগকে প্রেরণ করিতে চান নাই। বৃত্তি দিয়া ছাত্রদিগকে আকর্ষণ করিতে হইত। কিছুদিন গত হইলে এই সকল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রেরা বড় বড় পদ পাইতে লাগিলেন ও অনেক উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন দেশের লোকে দলে দলে সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শিক্ষাবিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ আইনবিভাগ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সকল বিভাগই ... হইতে লাগিল। উচ্চ শিক্ষা না হইলে উচ্চ পদ পাওয়া যায় না ও অধিক উপার্জ্জন করিতে পারা যায় না এই জন্যই উচ্চ শিক্ষার এত আদর।

এইরূপে ত পুরুষদিগের শিক্ষা চলিতে লাগিল অবশেষে স্ত্রীলোকদিগেরও শিক্ষার আবশ্যকতা উপস্থিত হইল। সুশিক্ষিত স্বামী ও অশিক্ষিত স্ত্রী এ অবস্থা কষ্টকর হইতে লাগিল। সমাজের হিতৈষী ব্যক্তিরা স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে বলিতে ও লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতেও লোকের সে বিষয়ে বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মিল না; কিন্তু এখন আর কন্যারা কিঞ্চিৎ শিক্ষিত না হইলে শিক্ষিত যুবারা বিবাহ করিতে চাহে না সুতরাং কন্যাদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে কোন কার্য্যই আমরা প্রায় পেয়াদায় না করাইলে করিতে চাহি না। সুবিখ্যাত টাইমস পত্রিকাও এই কথার উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে রপ্তানী বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী অমৃতবাজার পত্রিকা নেটিব সিবিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিয়াছেন তাহারও মূলে এই কথা। গবর্ণমেণ্ট যদি উচ্চশিক্ষাকে উচ্চপদের দ্বারস্বরূপ না রাখেন উচ্চশিক্ষার আর আদর থাকিবে না। প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষা বন্ধ করা হইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যখন নেটিব সিবিল সার্ব্বিসের সৃষ্টি করেন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে একবার দেখিয়া তিনি এই খেয়াল পরিত্যাগ করিবেন; কিন্তু এবার দেখা যাইতেছে যে তিনি ইহার আরো উন্নতির চেষ্টায় আছেন। আমরা পুনরায় বলিতেছি উপার্জ্জনের দ্বার বলিয়াই দেশের লোকের নিকট শিক্ষার এত আদর। যদি ছয়মাস কাল একটু পরিশ্রম করিয়া এক জনের ১০০ এক শত টাকা বেতন লাভের সম্ভাবনা থাকে, কে আর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টা করিবে? সিবিল সার্ব্বিসের লোকদিগকে শিক্ষা বিভাগে অধিকার দেওয়াতে শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা দুঃখিত হইয়াছিলেন, নেটিব সিবিল সার্ব্বিসের সৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কি দুঃখের কোন কারণ নাই? আমাদিগের একটী কবিতা মনে পড়িতেছে।

হেমশ্চন্দনচূতচম্পকবনে
রক্ষাচ শাকোটকে,
হিংসা হংস-ময়ূর-কোকিল কুলে
কাকেষু নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খর ক্রয়ঃ সমতুলা
কর্পূর কার্পাসয়োঃ;
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে
দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

যে দেশে চন্দন চুত চম্পক প্রভৃতি তরু ছেদন করে কিন্তু সজিনা বৃক্ষ যত্নের সহিত রক্ষিত হয়; যেখানে হংস ময়ূর কোকিল প্রভৃতি পক্ষীগণের হত্যা হয়, কিন্তু কাকের আদরের সীমা নাই, হস্তীর পরিবর্ত্তে যেখানে গর্দ্দভ ক্রয় করিতে হয়, যেখানে কর্পূর এবং কার্পাসের মূল্য সমান; যে দেশে গুণিদিগের প্রতি এইরূপ বিচার। সে দেশকে নমস্কার, কাম্বেল সাহেব দেখিবেন অবশেষে ছাত্রেরা যেন এই কথা বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ না করে।

—:০:—

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও হিন্দুপেট্রিয়ট।

৫ ই নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিশনরের রিপোর্টের উপর লেপ্টনণ্ট গবর্ণর একটী মন্তব্য-পত্র প্রকাশ করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত মত প্রকাশিত হয়।

"লেপ্টনণ্ট গবর্ণর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে " হিন্দুপেট্রিয়ট" এবং

অমৃতবাজার পত্রিকা” প্রভৃতি উচ্চ দরের দেশীয় সংবাদ পত্রেরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করে নিম্ন শ্রেণীর পত্রেরা সেরূপ করে না।”

হিন্দু পেট্রিয়টের প্রতি পূর্ব্বোক্ত দোষারোপ করাতে তাহার সম্পাদক বাবু কৃষ্ণদাস পাল ক্ষুব্ধ হইয়া নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণার্থ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে এক পত্র লেখেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরও সংক্ষেপে তাহার একটী উত্তর দিয়াছেন। কৃষ্ণদাস বাবুর পত্রটী যেমন দীর্ঘ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পত্রটী তেমনি সংকীর্ণ; হিন্দুপেট্রিয়ট যে গবর্ণমেণ্ট-বিদ্বেষী নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কৃষ্ণদাস বাবু নানা জনের নানা কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এত কথা বলিবার ও এত পরের প্রশংসা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন ছিল না। তিনি সর্ব্বশেষে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হইলে হইত। তাহার পূর্ব্বে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাতে যে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সংস্কার দূর হইয়াছে এপ্রকার বোধ হয় না; বিশেষ তাঁহার উদ্ধৃত কথাগুলিতে প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর তত হউক আর না হউক হিন্দুপেট্রিয়টের এবং নিজের যশ ও ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য আবার সেখানি কিঞ্চিৎ অরুচিকর হইয়া পড়িয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বুঝিতে পারুন আর না পারুন দেশের লোকের নিকট হিন্দুপেট্রিয়টের ভাব বিদিত আছে। আমাদের [illegible] হিন্দুপেট্রিয়ট গবর্ণমেণ্ট বিদ্বেষী [illegible] প্রকার সংস্কার নাই। তবে তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে সময়ে সময়ে যথার্থরূপে আক্রমণ করিয়াছেন। সেই অপরাধেই যদি তাঁহার প্রতি এই দোষের আরোপ করা হয়, তাহা হইলে ত আর সম্পাদকদিগের স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করা হয় না। দেশের শাসন কার্য্য হইতে বঞ্চিত ও সকল প্রকার উন্নত পদ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, যদি আমরা একটু মন খুলিয়া গবর্ণমেণ্টের দোষ গুণের বিচার করিতেও না পারি তবে আমাদিগকে ক্রীত দাসের মত করিয়া রাখিলেই হয়। রাজভক্তি ও স্বাধীনতা এদুই কি একত্রে বাস করিতে পারে না? লেপ্টনণ্ট গবর্ণর না এদেশীয়দিগকে আত্মশাসন [illegible] জন্য ব্যস্ত? যাহাদের [illegible] মত প্রকাশ সহ্য হয় না তা[illegible]আত্মশাসন কিরূপে সহ্য হইবে [illegible] গবর্ণমেণ্টের প্রজাদের স্বাধীনমত শুনিবার সাহস নাই, তাহা দেশশাসনের অযোগ্য। যথেচ্ছাচারী রাজারাই প্রজার জিহ্বাকে নির্ব্বাক করিয়া রাখিতে চায়, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কি সেই সুখ্যাতি প্রার্থনা করেন? তিনি দেশের মস্তক স্বরূপ, তিনি কি জানেন না যে তাঁহার একটী কথা শত শত ব্যক্তির কথার সমান। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা একজন সম্পাদককে রাজবিদ্বেষী বলিলে যে সম্পাদকদিগের স্বাধীনতা কত লোপ করা হয় তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন না? অনুমানে বোধ হয় গেডিস সাহেবের ন্যায় কৃষ্ণদাস বাবু যদি তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী হইতেন, তাহা হইলে এতদিনে তাঁহাকে সাত সমুদ্র ও তের নদীর জল পান করিতে হইত। সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগকে স্বাধীনতা না দিলে অসভ্যতা প্রকাশ পায়, দিলে আবার স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করে, মহা বিপদ!! কাম্বেল সাহেব কি করেন? আমরা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছি, বিদেশীয় রাজার শান্তি কোথায়!! কারণ রাজা প্রজার স্বার্থ এক হইলে স্বাধীন মত শুনিয়া এত সন্দেহ হইত না।

সমালোচনা।

হরিশ্চন্দ্রের ম্যাগাজিন। এখানি মাসিক পত্রিকা। কাশীর বিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র ইহার সম্পাদক। অক্টোবর ও নবেম্বর এই দুই মাসের পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দীভাষায় বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পরিশেষে ইংরাজীতে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে, বঙ্গদর্শন ও জ্ঞানাঙ্কুর আমাদের দেশে যে কার্য্য করিতেছে; হরিশ্চন্দ্রের ম্যাগাজিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সেই কার্য্য করিতে পারে। আমরা তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেছি।

মৃত জষ্টিশ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবন চরিত। কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমির একজন শিক্ষক, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত। মহেন্দ্র বাবু তাঁহার একজন আত্মীয়। এই জীবনচরিত খানি সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রকৃত আত্মীয়ের কার্য্য করিয়াছেন।

ইউরোপে তিন বৎসর। এখানি ইংরাজী "থ্রী ইয়ারস ইন ইয়ুরোপ" নামক ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। বাঙ্গালাটি যদিও সুন্দর হয় নাই, যাঁহারা ইংরাজী জানেন না তাঁহারা এখানি পাঠ করিলে ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

তীর্থ মহিমা। বাবু নিমাইচাঁদ শীল প্রণীত। আমরা আজিও ইহার সমুদায় পড়িবার সময় পাই নাই। যত টুকু পড়িয়াছি মন্দ লাগে নাই।

স্থানীয় সংবাদ।

হরিনাভি স্কুল হইতে এবৎসর তিনটী বালক এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হয়। আমরা আহ্লাদিত হইলাম তিনটিই উত্তীর্ণ হইয়াছে। একটী প্রথম শ্রেণী একটী দ্বিতীয় শ্রেণী ও একটী তৃতীয় শ্রেণীতে স্থাপিত হইয়াছে। কয়েকবৎসর ম্যালেরিয়া জ্বরের দৌরাত্ম্যে এই স্কুলটীর বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছে। ছাত্র সংখ্যার অল্পতা ও [illegible]কার্য্যের ব্যাঘাত প্রভৃতি সকল অসুবিধা ঘটিতেছিল। বর্ত্তমান বর্ষ

হইতে ইহার সম্পাদক নূতন বন্দোবস্ত করিতেছেন এবং নূতন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্কুলটীকে আরও উন্নত অবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি আগামী বারে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র প্রেরিত হইবে এবং আরও অধিক সুফল দেখা হইবে।

আমরা কিছুদিন হইল নূতন পুকুর নামক পুষ্করিণীটীর পরিষ্কারের কথা বলিয়াছিলাম। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ভূস্বামীরা শীঘ্র তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবেন। আমরা সেবারে যে বলিয়াছিলাম যে বসন্তকুমার ইহার পরিষ্কার করা বিষয়ে আপত্তি করিতেছেন, এখন শুনিতে পাই এপুষ্করিণী সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি নাই। ইহাতেও আমরা সুখী হইলাম।

কিছুদিন হইল নেজামতলার ফাঁড়ীর উপর রাজপুর হরিনাভি ও মালঞ্চের জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। কয়েকমাস এই হিসাব রাখা হইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে এই কয় গ্রামে ১৫ জনের জন্ম হইয়াছে এবং ১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এদেশের ম্যালেরিয়া পীড়িত দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ যে একজন নেটিব ডাক্তার প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি একাকী সকল দেখিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া স্যানিটারি কমিশনর জ্যাকসন সাহেব আর এক জন কম্পাউণ্ডার প্রেরণ করিতে বলিয়া যান। সে জন্য আরও কিছু ঔষধ সহিত আর একজন নেটিব ডাক্তার প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাঁকে রাজপুরে রাখিয়া দিলে ভাল হয়। দুই স্থানে চিকিৎসা আরম্ভ হইলে এক স্থানে রোগীর সংখ্যা এত অধিক হইবে না। গত সপ্তাহে সর্ব্বসমেত ৪৮১ জন নূতন রোগী উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে উদরাময় ১৪, রক্তামাশায় ৬ জ্বর ২২০ ফুসফুস প্রদাহ ১ যকৃত প্রদাহ ১৩ প্লীহা ২২৭। ইহা ভিন্ন পূর্ব্ব সপ্তাহের ৩০৬ জন অবশিষ্ট ছিল। এই ৭৮৭ জনের মধ্যে ৩০২ জন আরোগ্য সংবাদ দিয়াছে।

বিবিধসংবাদ।

১৫ ই পৌষ সোমবার।

ফরাসী দেশীয় একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, রেশমী জামা ব্যবহার করিলে ওলাউঠার ভয় থাকে না। প্রথমে রেশমী জামা পরিয়া তাহার উপর অন্যান্য জামা পরিতে হইবে। অনেক ভদ্র লোক রেশমী জামা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এবার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০২৫ জন [illegible] প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫৫ মাত্র [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে।

[illegible]রের রাজা দরিদ্রদিগের সাহা[illegible] রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে কা[illegible] আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, বর্দ্ধমানের রাজা তাঁহার মহেশপুরের ঠাকুর বাটীতে চারিটী কামান রাখিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন, কিন্তু যেমন নিয়ম আছে, এ নিমিত্ত তাঁহাকে ৫০ টাকা ফী দিতে হইবে।

জনশ্রুতি এই, এবার লাড নর্থব্রুক সিমলায় যাইতেছেন না। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষই তাঁহার না যাইবার কারণ।

—রুশিয় সম্রাট কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রুশ দেশীয় রেলওয়ে সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিরা রাজকন্যাকে ১০ হাজার টাকা উপঢৌকন প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

—আমাদের গবর্ণর জেনারেলের খুল্লতাত ৩ কোটি টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহার এক কোটি ৭৫ লক্ষ উত্তরাধিকারী স্বত্বে লর্ড নর্থব্রুক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৬ এ ডিসেম্বর রুড়কীতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

মহারাজ হোলকর ২ দুই হাজার সহচর সমভিব্যাহারের পুনার নিকটস্থ সৈন্যদিগের শিক্ষা শিবিরে আসিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্ম্যান বলেন, জানজিবারের কন্সল জেনরল কার্ক সাহেব সম্প্রতি ৩০০ ক্রীত দাসকে মুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতায় ট্রামওয়ে করিবার ও চালাইবার ভার মিউনিসিপালিটির হস্ত হইতে ম্যাকলিষ্টার সাহেবের হস্তে গিয়াছে। ম্যাকলিষ্টার সাহেব বোধ হয় এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

১৬ ই পৌষ মঙ্গলবার।

এডিনবরাতে একটী গৃহে একটী স্ত্রী পুরুষ শয়ন করিয়াছিল। ঐ গৃহের থামে যে গ্যাসের পাইপ ছিল তাহা অকস্মাৎ ফাটিয়া যাওয়াতে পুরুষটীর শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হয়। স্ত্রীলোকটী অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, অনেক শুশ্রূষা দ্বারা তাহার চৈতন্য লাভ হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্ণৌতে সম্প্রতি একজন সাহেব উপস্থিত হন। তিনি তাহার নাম বেনজামিন পাল বলিয়া পরিচয় দেন, এবং বলেন যে তিনি এডভোকেট পাল সাহেবের ভ্রাতা। কিছুদিন হইল তিনি জোহানিজ নামক একজন সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাহার মেমের হার দেখিয়া বলেন যে, তিনি তাহার ভগ্নীর নিমিত্ত ঐরূপ এক ছড়া হার প্রস্তুত করিবেন এবং কারিগরকে আদর্শ দেখাইবেন বলিয়া উহা চাহিয়া লইয়া আইসেন। কিছুদিন পরে তাহারা পাল সাহেবের নিকট হার চাহিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ইহাতে সন্দেহ হওয়ায় জোহানিজ সাহেব পোলিসে সংবাদ দেন এবং বেনজামিন পালের তিন মাস ফাটক ও ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। এখন শুনা যাইতেছে যে ইহার প্রকৃত নাম বাগরাম এবং ইনি কলিকাতার একজন প্রধান বণিকের পুত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় এইরূপ আর একটী ঘটনা হয়। একজন পণ্ডিত চাকুরির অন্বেষণে কলিকাতায় উপস্থিত হন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া কোথায় কিছু করিতে পারেন না; দৈবাৎ তাহার সঙ্গে একজন উড়িয়ার দেখা হয় এবং তাহার নিকট শুনেন যে একজন সাহেবের পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে। তিনি উড়িয়ার সঙ্গে সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। দেখেন যে সাহেব ও তাহার মেম বসিয়া আছেন। পণ্ডিতকে সাহেব মাসে কুড়ি টাকা বেতন

সাব্যস্ত করিয়া নিযুক্ত করেন। পণ্ডিতকে প্রতি দিন সকালে সাহেবকে পড়াইতে যাইতে হইত। পণ্ডিত চাকুরি পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। উড়িয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মিঠাই খাইতে চাহিল। পণ্ডিত ধার করিয়া তাহাকে দুইটী টাকা দিলেন। কর্ম্ম হইয়াছে, একটু ভাল বস্ত্রের প্রয়োজন। এক জন বন্ধুর নিকট হইতে গুটি পাঁচেক টাকা কর্জ্জ করিয়া ধুতি চাদর জামা বিনামা ইত্যাদি ক্রয় করিলেন। কিছু দিন যায়, পণ্ডিত ক্রমেই সাহেবের নিকট প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। সাহেব শেষে পণ্ডিতের আর ১০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। উড়ে আবার কিছু বক্‌সীস চাহিল। তিনি তাও লাভ করিয়া আবার তাহাকে একটী টাকা দিলেন। একদিন মেম সাহেব বলিলেন "পণ্ডিত শুনিয়াছি তোমাদের দেশের বাজু, বালা, তার অঙ্গুরি ইত্যাদির গঠন অতি উত্তম। আমাকে একবার এ সমুদয় দেখাইতে পার?" পণ্ডিত যে আজ্ঞা বলিয়া তাহার পর দিন আপনার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির নিকট হইতে অনেক গুলি বহু মুল্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া মেমকে আনিয়া দিলেন। মেম অলঙ্কারগুলি দেখিয়া ভারি খুসী হইলেন এবং পণ্ডিতকে বলিলেন যে এগুলি অদ্য আমি রাখিলাম। আমার কর্ম্মকারকে দেখাইয়া কল্য ফেরত দিব। পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। পর দিন প্রাতে আসিয়া দেখেন যে সাহেবও নাই, মেমও নাই, সে উড়েও নাই।

—ডাক্তার ব্যালফোর ৬৪ জন সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে এমোনিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করেন; তন্মধ্যে ৫২ জন আরোগ্য হইয়াছে। তিনি যত জনকে আরাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি বিষাক্ত সর্পের দ্বারা দষ্ট হয় নাই, তবে জন কয়েক আশ্চয্যরূপে আরোগ্য হইয়াছে।

১৭ ই পৌষ বুধবার।

ডণ্ডী এডবার্টাইজারের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা বলেন, প্রিন্স আর্থর আশান্টি যুদ্ধের জন্য বলণ্টিয়ার হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের সভ্য এফ, এ, কক্রেল সাহেবের বিদায়কাল শেষ হওয়াতে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি সর ওয়ালটার মর্গান ও তাঁহার পুত্র কোন রাজকার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

রতনপুরা এবং আর তিনজন খোকা সর্দ্দার কলিকাতায় আসিয়াছেন।

সেদিন বোম্বাইয়ে দুই জন পারসি একটী পারসী যুবতীকে নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছে। ইহাদের বিচারের শেষ হয় নাই।

মাগদালার লার্ড নেপিয়র বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন।

নিম্নে ফাষ্ট আর্টস ও এণ্টান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল:

ফাষ্ট আর্টস।

বিদ্যালয়ের নাম	১ শ্রে	২ শ্রে	৩ শ্রে
প্রেসিডেন্সি কালেজ	১৭	৪২	৩৫
হুগলি কালেজ	৬	৩	৪
কৃষ্ণনগর "	১	৩	২
সেণ্ট পিটর "	১	১	•
আগ্রা কালেজ	১	১	৪
বেরিলি "	২	৪	১
এল, এম এস ইনষ্টিটিউসন ভবানীপুর	২	১	৩
দিল্লি কালেজ	১	৬	৪
ক্যাথিড্রাল মিশন "	১	৪	৫
সংস্কৃত "	১	১	৪
লাহোর "	১	২	২
ক্যানিং "	৪	৫	৩
বেনারস "	১	৪	২
মিয়র সেণ্ট্রেল "	২	২	১
জেনেরল এসেম্বি ইনষ্টিটিউসন	১	২	৮
পাটনা "	১	৯	৮
ঢাকা "	•	৮	১০
ফ্রিচর্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন	•	৬	৯
সেণ্ট জেবয়র কালেজ	•	২	৩
আজমির "	•	১	•
মেডিকাল "	•	২	২
সেণ্টক্রস "	•	৩	•
সেণ্টটমাস "	•	৩	•
সাগর হাই স্কুল	•	৩	৩
লামার্টিন কালেজ	•	৩	•
এল, এম, এস কলিকাতা ইনষ্টিটিউসন মুজাপুর	•	২	•
জয়নারায়ণ কালেজ	•	১	•
বহরমপুর "	•	১	৩
শ্রীরামপুর কালেজ	•	[illegible]	২
কটক হাই স্কুল	•	•	১
ক্রাইষ্ট চর্চ্চ কালেজ	•	•	১
ঐ ঐ ঐ কানপুর		•	১
শিক্ষক	•	৭	৬

এণ্টান্স

বিদ্যালয়ের নাম	১ শ্রে	২ শ্রে	৩ শ্রে
হেয়ার স্কুল	৭	১৬	৫
হিন্দু স্কুল	৮	১১	৭
মেটপলিটান ইনষ্টিটিউশন	৬	৯	১৩
সংস্কৃত কালেজ	৩	৭	২
কুচিয়াকোল রাজগ্রাম স্কুল	২	১	১
বেরিলি কালেজ	২	১৪	৬
মশুরী স্কুল	২	১	•
হরনাভ স্কুল	১	১	১
সেণ্ট জেবিয়ারস কালেজ	৮	৪	•
লাহোর জেলা স্কুল	১	১	•
কাশিপুর কাশিনাথ স্কুল	২	•	•
ফ্রিচর্চ্চ " নাগপুর	২	৬	৮

১৮ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

এডিনবরার ডিউক সেণ্টপিটর্সবর্গে যাত্রা করিয়াছেন।

অদ্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংস্থাপিত বাকইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের চতুর্থ সাম্বৎসরিক ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১ ম সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত দুইটী চিকিৎসালয় সম্বন্ধীয় ব্যয় এবং রোগ ও রোগীর বিবরণ পঠিত হইলে ইংরাজী ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা হয়। তৎপরে সভার মর্ম্ম আদি সাধারণ লোকের বোধগম্য হেতু বঙ্গ ভাষায় বিবৃত হইলে, এবং সিবিল্‌ সারজন মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণ উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দিলে সভা ভঙ্গ হইল।

বাঙ্গলোরে সৈন্যদিগের যে শিক্ষা শিবির হইয়াছে তথায় চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্য গমন করাতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া

উপনিবেশ সমাগমে ভীত হইয়া স্ব স্ব সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। গভর্ণর সাহেব এনিমিত্ত একটী ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন এবং কাপ্তেন মাকেঞ্জিকে ঐ সকল পল্লীতে গিয়া উপনিবেশ সমাগমের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

নিউইয়র্ক আর্কেডিয়ান নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের জীবনের প্রধান অংশ অন্যান্য ব্যক্তিকে সম্মান দানেই অতিবাহিত হয়, কিন্তু তাঁহারা নিজে কোন সম্মান প্রাপ্ত হন না। কথা বড় অযথার্থ নয়।

তাজপুরের মৃত রাজা প্রতাপ সিংহ ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগৎ সিংহকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের কোন বিষয়ে ত্রুটী নাই, ১৮৫৭ অব্দে প্রতাপ সিংহ যে উপকার করিয়াছিলেন, আজিও তাঁহারা তাহা ভুলিয়া যান নাই, ১৬ বৎসর পরেও তাহার পুরস্কার দেওয়া হইল, তবে দুঃখের বিষয় এই, যাঁহার পুরস্কার তিনি জীবিতাবস্থায় তাহা ভোগ করিতে পারিলেন না।

সিন্দিয়ার রাজার সে দিন যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বিবাহ দিবস অবধি তিনি প্রতিদিন ১০ হাজার ব্রাহ্মণকে উত্তম মিষ্টান্ন ভোজন ও প্রত্যেককে ৫ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিতেছেন। তদ্ভিন্ন দরিদ্রদিগকে কম্বল ও অন্যান্য শীতবস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। এ সংবাদে এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের বঙ্গদেশের প্রতি মনে মনে একটু বিরাগ জন্মিবে সন্দেহ নাই।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ লণ্ডনের লার্ড মেয়র ডিউক অব আর্গাইলের নিকট যে আবেদন করেন, আর্গিল তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, যে সকল স্থানে শস্য উত্তম জন্মিয়াছে সেই স্থানের উদ্বৃত্ত শস্য যে স্থানে ভাল জন্মে নাই তথায় প্রেরণ করিলেই দুর্ভিক্ষের নিবারণ হইবে, অন্য সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আর্গাইল সমুদ্র পারে বসিয়া যে সিদ্ধান্ত করিতেছেন বঙ্গদেশে আসিয়া সমুদয় বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করিলে তাহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তত্রত্য যাবতীয় বণিক এক বাক্যে বলিতেছেন উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল আর্গাইলের এই বাক্যেও সেই ভ্রম দেখা যাইতেছে। যাহা হউক, এক ব্যক্তির ভ্রমে ২০ কোটি লোকের প্রাণনাশ হওয়া অনল্প আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, তথা হইতে অনেক চাউল কলিকাতায় রপ্তানী হইতেছে গত বৃহস্পতিবার সিন্ধিয়া নামক ষ্টীমার ১০ দশ হাজার বস্তা চাউল লইয়া আইসে। আরো যে সকল ষ্টীমার কলিকাতায় যাইতেছে তাহাতেও চাউল যাইবে, দেশীয় বণিকেরা কলিকাতায় রপ্তানী করিবার জন্য ১ লক্ষ ৫০ পঞ্চাশ হাজার বস্তা চাউল ক্রয় করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আর ৩ লক্ষ বস্তা চাউল পাওয়া যাইবে।

আমেদাবাদের সভা তথায় একটী কলেজ খুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করিয়াছেন। স্থানীয় লোকের দ্বারা এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

১৭ ই পৌষ শুক্রবার।

জর্ম্মণির সম্রাট উইলিয়মের পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে। সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আজিমগঞ্জের ধনপত সিংহ বাহাদুর লছমীপত সিংহ বাহাদুরের ন্যায় নিজ জমীদারীর মধ্যে দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ কার্য্যাদি আরম্ভ করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এবং ইহার মধ্যেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত রাইয়তদিগের জন্য রঙ্গপুরে ১০ দশ হাজার মণ চাউল প্রেরণ করিয়াছেন।

পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী কোথাও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া দিন কত লক্ষ্ণৌএ বক্তৃতা করিলেন, কিছু হইল না দেখিয়া এক্ষণে আবার ফরক্কাবাদে যাত্রা করিয়াছেন।

আগামী মার্চ্চমাসে ডাক্তার ফেয়ারের বিদায়কাল শেষ হইবে। শুনা যাইতেছে, তিনি আর ছয় মাস বিদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

২৪ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৪১৪৫ বস্তা চাউল প্রেরিত হইয়াছে।

রাজস্ব বিভাগের ডেপুটী কণ্ট্রোলার জেনরল এডওয়ার্ড গ্রে সাহেব গত সপ্তাহে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয়কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত শনিবার পূর্ণিয়াতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ইংলিসমান শুনিয়াছেন, বরদা কমিশনের সভ্যগণ গুইকুমারের সহিত শীঘ্রই বিলাতে গমন করিয়াছেন। কমিশনরেরা কাজের লোক বটেন।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, অত্রত্য জমীদার শ্রীযুক্ত এন, পি, পোগোস সাহেব প্রসিদ্ধ জমীদার আজিম চৌধুরীর সহিত মকদ্দমায় বিলাতে আপীলে জয়লাভ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা পোগোস সাহেব ৩। ৪ লক্ষ টাকা ওয়াশীলাত ও বাৎসরিক বিলক্ষণ [illegible] এক জমিদারি লাভ করিলেন। যদিও ইহাতে একজন জমীদারের সম্পত্তি আর একজন জমিদারের গৃহে আসিল এই মাত্র বঙ্গদেশের ইহাতে কেশাগ্রের হানি বৃদ্ধি হয় নাই এবং সাধারণের ইহাতে আনন্দ বা বিষাদেরও কোন কারণ নাই; তথাপি ইহাতে অনেকেই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। কারণ পোগোস সাহেব অর্থ পিশাচ জমিদার নহেন। তাঁহার অর্থে ঢাকা পোগোস স্কুল প্রভৃতি সাধারণের একান্ত মঙ্গলাবহ কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এক্ষণে তাঁহার অর্থ কৃচ্ছ্র দূর হওয়াতে সাধারণের শুভপ্রদ কার্য্য আরো অনুষ্ঠিত হইবে। আমরাও এই আশায় সন্তুষ্ট হইলাম। মধ্যে মধ্যে মুসলমান জমিদারেরা কাসিন সত্ত্বেও ধর্ম্মপত্নীকে বাঙ্গালীর

দাড়ির মত রাখিলেও পারেন না রাখিলেও পারেন এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই মকদ্দমার ফল দর্শনে সে সংস্কার অনেকাংশে নিবৃত্ত হইবে বিবেচনায়ও আমরা সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম।

১৮ ই পৌষ শনিবার।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, আমরা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম, চারঘাট ষ্টেশনের মোতালক ছুইটী গৃহস্থ কয়েকটি পরিবার সহ অনাহারভাবে দুই দিবস যাবৎ কষ্ট পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অবগত করায়, তাঁহার জমিদারকে উচিত বিধান করার অভিপ্রায় হইয়াছে।

ন্যূনাধিক ৮০ লক্ষ য়িহুদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তন্মধ্যে ইউরোপে ৫৫ লক্ষ ইহাদের প্রায় ৩০ লক্ষ রুসিয়া ও পোলণ্ডে অষ্ট্রিয়ায় ১০ লক্ষেরও অধিক জর্ম্মণিতে ৪ লক্ষ, তুরস্কে ৩ লক্ষ, রোমানিয়ায় ৪৪ হাজার, ফ্রান্সে ১ লক্ষ, এবং অবশিষ্ট ইংলণ্ড, হলণ্ড, ইটালি এবং অন্যান্য দেশে। আসিয়ায় ৫ লক্ষেরও অধিক। আফ্রিকায় ১০ লক্ষেরও অধিক! আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিতে ৪ লক্ষের কম নহে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হুগলীর কালেক্টর সাহেবকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন; "আমার অধীনস্থ যে যে গ্রামে শস্যের অভাব হেতু লোকের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, আমার যতদূর সাধ্য সেই কষ্ট নিবারণে চেষ্টিত আছি। মফঃসলস্থ কর্ম্মচারিদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছি যে তাঁহারা দ্বারবাসিনী হসনান এবং অন্যান্য স্থলের নিঃস্বদিগের খাজনার অর্দ্ধেকের অধিক রেহাই [illegible]। যদি পরবৎসরে আমন ধান্য [illegible], তবে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক খাজনা [illegible], কিন্তু যে অর্দ্ধেক রেহাই [illegible] তাহা চিরকালের জন্য [illegible]। ভিন্ন আমার এলাকা পরিদর্শনার্থ অনেক বিশ্বাসী কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়াছি; ইঁহারা নিতান্ত দরিদ্র প্রজাদিগের খাজনা একেবারে বন্ধ করিবেন। ও যাহাদের অন্ন সংস্থান নাই তাহাদিগকে সাহায্যার্থ টাকা দিবেন। যদি পর বৎসরে উত্তম শস্য জন্মে তবেই ঐ টাকা বিনা শুদে আদায় হইবে। আমি এমন ও সংকল্প করিয়াছি, যে অনেক তণ্ডুল ক্রয় করিয়া রাখিব এবং যে যে গ্রামে দুর্ভিক্ষহেতু বিশেষ কষ্ট হইবে তথায় কেনা দরে প্রজাদিগকে দিব। আমার এই শেষোক্ত সংকল্প ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব্বে কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না, কিন্তু ইহার পর যাহাতে প্রজারা মার্চ্চ মাসে আউস্ ধান্যের চাস করিতে পারে, তাহার জন্য উক্ত তণ্ডুলের সহিত বিশেষ অর্থের ও আনুকুল্য করিব।

রপ্তানী বন্ধ করা উচিত কি না এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"বঙ্গদেশে সম্প্রতি কি করা কর্ত্তব্য এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা করিতে গেলে একটী কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখা উচিত। তাহা এই * * * * তাঁহারা এমন জাতি যে আপনাদের রক্ষা করিতে অক্ষম এবং বাণিজ্য ও তাঁহাদের সাহায্য করিতে পারে না। * * * * কেবল এই মাত্র নয়, পূর্ব্ব দেশে অতিশয় বলিষ্ঠ ও সুপটু গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রাণ রক্ষা করা অনেক সময় ভার হইয়া উঠে। দ্রব্যাদি প্রেরণের উপায় এত অল্প ও এত অসুবিধা পুর্ণ যে হয়ত ২৫ ক্রোশের মধ্যে বিতরণোপযোগী খাদ্য সামগ্রী থাকিতেও একটী গ্রামের সমুদয় লোকের মৃত্যু হইতে পারে ! পশ্চিম দেশীয় সুশৃঙ্খল গবর্ণমেণ্ট সকলের কার্য্যাদি যে রাজনীতি দ্বারা নিয়মিত হয়, এরূপ অবস্থাপন্ন দেশের পক্ষে তাহা যে খাটে না, সে কথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট পুত্রদিগের মধ্যে পিতা স্বরূপ, সুতরাং পিতার কর্ত্তব্য প্রতিপালনে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। * * * * * * আট বৎসর পুর্ব্বে আমাদের দেশে পশুমড়ক উপস্থিত হয় সে বিপদ্ ইহার সহিত তুলনা করিলে অতি লঘু বলিতে হইবে, কিন্তু সে সময়েও অনেক বিবেচনার পর গবর্ণমেণ্ট আয়ারলণ্ডে পশু প্রেরণ বন্ধ করিতে বাধ্য হন। সে সময়ে সকলেই বলিয়াছিলেন যে লর্ড পামার্ষ্টোনের সৎবিবেচনা ব্যতিরেকে সে বিপদ উদ্ধার হইত না। আমাদের বোধ হইতেছে কলিকাতাতেও সেই রূপ সৎবিবেচনা ও পূর্ব্বশিক্ষিত মতের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। * * * * আমরা শুনিয়াছি সার জর্জ কাম্বেল ও জমিদারদিগের এসোসিএশন রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছিলেন লর্ড নর্থব্রুক তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। সার বার্টল ফ্রিয়ার গবর্ণর জেনেরলের মত সমর্থন করিয়া আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু সার বার্টল তাঁহাদের প্রস্তাবের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহা আমরা সহসা প্রকৃত ও সারগর্ভ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। কেহ যদি প্রস্তাব করেন যে কোন জাহাজ কিম্বা নৌকা শস্য লইয়া গঙ্গা দিয়া বাহির হইতে পারিবে না সে সমুদায় বোঝাই ঝাড়িয়া যাইতে হইবে। আর যদি এরূপ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয় আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারি। পূর্ব্ব হইতেই যে সকল শস্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার রপ্তানী বন্ধ বোধ হয় সার জর্জ্জ কাম্বেলের অভিপ্রায় নহে। এখনো দেশের মধ্যে যে শস্য আছে যাহাতে আর তাহা বিদেশে প্রেরিত না হয় তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন এরূপ রপ্তানীর কি আর সম্ভাবনা আছে? বঙ্গদেশে এখনো যে কিছু চাউল আছে এরূপ আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় নিশ্চয় কেহ তাহা ছাড়িবে না। কিন্তু এরূপ যুক্তি যাঁহারা করেন, তাঁহারা হিন্দুদের প্রকৃতি বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ।" দুই তিন মাস পরে " হিন্দুদের পক্ষে ইহা অতি দূরবর্ত্তী কাল ও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তাহারা যতদিন না বিপদে অভিভূত হয় তাবৎ, ভক্ত দিন আশা অবলম্বন করিয়া চলে। অন্যান্য সময়ে সিংহল ও মরিসস প্রভৃতি দ্বীপের অধিকাংশ চাউল বঙ্গদেশ হইতে আইসে, যদি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা দ্বারা বন্ধ না করা হয় সেই বাণিজ্য সমানভাবে চলিবে। এখনো শস্যের দর দুর্ভিক্ষের দর অপেক্ষা ন্যূন

আছে এবং মরিশসের প্লাণ্টারেরা এখনো যথেষ্ট শস্য সঞ্চয় করিতেছে, সুতরাং ক্রমে তাহারা প্রচুর সঞ্চয় করিয়া লইবে এবং বঙ্গদেশ শস্য শূন্য হইয়া যাইবে, বঙ্গদেশে শস্য ক্রয় করিতে নিষেধ করিলে অধিক ক্ষতি কি হইবে? কেবল তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে অপর স্থান হইতে সেই শস্য ক্রয় করিতে হইবে। অথচ বঙ্গদেশে কতকগুলি শস্য থাকিবে সেজন্য দুর্ভিক্ষ কষ্টের লাঘব হইবে। ● ● ● ●

ইংলিশমানের ইংলণ্ডীয় সংবাদদাতা বলেন, যে "এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সমুদায় সংবাদ অত্যন্ত আগ্রহের স হিত শ্রবণ করেন। ডিউক অব আর্গাইলের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সবন্ধ হওয়াতেই তাঁহার সহিত মহারাণীর এ বিষয়ের চিঠি পত্র প্রায় চলিয়া থাকে"।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়। আপনার প্রেরিত সংবাদগুলি আবশ্যক বোধ না হওয়াতে প্রকাশ করা গেল না।

শ্রীগোপীমোহন দত্ত, গোকর্ণী সার্কেল পাঠশালা। আপনার পদ্যটী কষ্টকল্পিত বোধ হওয়াতে প্রকাশ করা গেল না।

কস্যচিৎ দর্শক বৃন্দ, মগরাহাট। আপনাদের সংবাদগুলিও বিশেষ আবশ্যক বোধ হইল না।

আমাদিগের পঞ্জাবস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। আমি কার্য্যোপলক্ষে ২রা ডিশেম্বর তারিখে ডেরা এশ্মাএল খাঁ হইতে নৌকা যোগে যাত্রা করিয়া ৬ ই ডিশেম্বর তারিখের সায়ংকালে ডেরা গাজীখাঁতে পোঁছিয়াছি। এ সময়ে সিন্ধুনদের গভীরতা ও বিস্তৃতি অনেক কম হইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে অনেক স্থানে বালুকাময় চড়া বহির্গত হইয়াছে, জলের গভীরতা এক এক স্থানে এত অল্প যে নৌকার তলা মৃত্তিকা স্পর্শ করে। কলিকাতা হইতে নৌকারোহণে হুগলি বা টাকী যাইবার সময় গঙ্গায় ও নদীর উভয় পার্শ্বে যেরূপ বন উপবন ও নগর সকল নয়ন গোচর হয় এবং প্রায় সর্ব্বত্র নৌকায় গতায়াত ও মনুষ্য সমাগম দেখা যায়, সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। কোন স্থানে বা জনশূন্য বালুকাময় প্রান্তর কোথায় ও বা বনঝাউ প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন এবং দূরে সলিমান পাহাড় মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে দেখা যায়, ও নদের উপর দিয়া আসিতে আসিতে প্রায় দ্বিতীয় নৌকার সমাগম দেখা যায় না। সিন্ধুনদে অসংখ্য কুম্ভীর দেখিলাম, একটা একটা চড়াতে রবিকিরণে ২০। ২৫ টা ক্ষুদ্র মধ্যম ও বৃহৎ কুম্ভীর শয়ন করিয়া আছে দেখা গেল। এই রূপ ৪। ৫ দিন ক্রমাগত দেখিলাম। সিন্ধুনদের গভীরতা, নির্জ্জনতা ও সৌন্দর্য্যে অনেক সময় মনকে বিমোহিত করিয়াছে, এবং নিম্নলিখিত সংগীতটী হৃদয়ে আপনা হইতেই উদয় হইয়াছে।
কি স্বদেশে কে বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তাঁহার রচনামধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া ডাকি,
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তাঁহার মহিম।

বাস্তবিক যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য কলিকাতায় গঙ্গানদীতে বিরাজ করিতেছে, সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এই পঞ্জাব সীমার মধ্যবর্ত্তী সিন্ধুগর্ভেও বিরাজ করিতেছে। আমরা এতদূরে থাকিয়াও যে এক রাজ্যে অবস্থিত ইহা একটা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বে এ সকল স্থানে উজীরী প্রভৃতি নররাক্ষসগণের অত্যাচারে সকলে সশঙ্কিত থাকিত, এখন ইংরাজ রাজপুরুষদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এ সকল স্থানেও শান্তি রাজত্ব করিতেছে।

এখানে পোঁছিয়াই দেখিলাম পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আসিবেন বলিয়া রাজপথ ও অট্টালিকা সমস্ত সুপরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত হইতেছে, অত্রস্থ সিবিল ও মিলিটারী ইংরাজ আফিসরগণ উৎসবোপযোগী আয়োজন করিতেছে, নিকটস্থ রইস ও সর্দ্দারগণ একে একে উপস্থিত হইতেছে। এই রূপে সমস্ত প্রস্তুত হইলে ১২ ই ডিশেম্বর তারিখের প্রায় দশ ঘটিকার সময় ডেবিস সাহেব সস্ত্রীক ও স্বগণ সহিত সিন্ধু নদ পার হইয়া এখানে পোঁছিলেন। নদের উপকূল হইতে রাজপথের উভয় পার্শ্বে অত্রস্থ সমস্ত দেশীয় সেনা ইহাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এই রূপ সমারোহের মধ্য দিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামাদির পর বেলা তিন ঘটিকার সময় ইঁহার শিবিরে লেভি ও তৎপরেই দরবার হয়; লেভিতে সমস্ত সাহেবেরা এবং দরবারে রইস্ ও সর্দ্দার গণ উপস্থিত ছিলেন।

১৩ ই ডিসেম্বর তারিখের প্রাতে অত্রস্থ সৈন্য গণের প্রদর্শন হয়। এই সময়ে পঞ্জাব সীমার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাহেব সেনা পরিদর্শন উপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন, সুতরাং প্রদর্শনটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল, এবং ছোট লাট্ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য সায়ংকালে সাহেবদিগের মেস্ কোর্টে মহা সমারোহ হইয়াছিল, মেস্ কোর্টের বাংলার চারিদিকে আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং মহা ধুম ধামের সহিত (বল্) সাহেব বিবির অদ্ভুত নৃত্য গীত, ও বাদ্য হইয়াছিল। মহাশয়, আপনার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে আমাকে অসভ্যই ভাবুন আর যাই করুন্, ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত এই বল্ যেন বঙ্গ সমাজে প্রবেশ না করে। অর্দ্ধাবৃতবক্ষঃ মেম সাহেবদিগকে লইয়া এক এক জন পুরুষ নানা কৌশলে নৃত্য করিতে থাকে ও সাহেবেরা এবং দর্শকেরা করতালি ও বাহবা দেয়। দুর্ব্বল মনুষ্য যুবতী দিগের সহিত হাত ধরা ধরি করিয়া এরূপ নৃত্য করিয়া ও মিশ্রিত হইয়া কত দূর অবিচলিত থাকিতে পারে আমি বলিতে পারি না, এই নৃত্য দেখিয়া আমার এই প্রতীতি হয় যে এই বলের মধ্যে শয়তান নিশ্চয়ই অধিকাংশ নর্ত্তক নর্ত্তকীর হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকে। যাহা হউক মেস্ কোর্টে এই রূপ আমোদ আহ্লাদ করিয়া রাত্রী এক ঘটিকার পর ডেবিস্ সাহেব সস্ত্রীক শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৪ ই ডিসেম্বর তারিখের প্রাতে সস্ত্রীক অশ্বারোহণে আর কএকটী সৈনিক ও সিবিল সাহেবের সমভিব্যাহারে অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় ও নগর দেখিতে গিয়াছিলেন। অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় মুলতানের বিদ্যালয় অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। একজন হিন্দুস্থানী প্রধান শিক্ষক। এব্যক্তি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত শিক্ষাদান করিতেছে এমন; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ান হইতেছে, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বোধ হয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন।

১৫ ই তারিখের সায়ংকালে নগর ও রাজপথ সকল আলোক মালায় মণ্ডিত হইয়াছিল, জেলখানা বিদ্যালয় দাতব্য চিকিৎসালয় কোতোয়ালি তশিলদারের কাছারি, নগর প্রবেশের তোরণদ্বার বাজার ও বাজারের দুই পার্শ্বের প্রাসাদ সকল বিশেষরূপে সুসজ্জিত ও আলোকিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত নগর হইতে ছাউনী পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে ও বৃক্ষাদিতেও অনেক দেওয়া হইয়াছিল। পুর্ব্বেই ভেরী ঘোষণাদ্বারা নগরবাসীদিগকে আলোকদানে বাধ্য করা হইয়াছিল অবশিষ্ট খরচ মিউনিসিপালিটির। রইসও সর্দ্দারগণ তোরণদ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে রাত্রি প্রায় ৮ ঘটকার সময় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মেস সাহেবের সমভিব্যাহারে অন্যান্য সদস্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন সর্দ্দারগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাঁদের সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপ পরিচয় করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ইংরাজী বাজনা বাজিতে লাগিল বাজার ও রাস্তা সকল দেখিয়া বিস্ময়, সন্তোষলাভের পর মিউনিসিপাল কমিটীর গৃহের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আতোস বাজী ও লগুড়খেলা দেখিতে লাগিলেন। রইসগণ আঙ্গুর নারাঙ্গী লেবু প্রভৃতি মেওয়ার দ্বারা ইহাঁদের সৎকার করিলেন। ইহাঁরা এইরূপ তামাসা দেখিয়া প্রায় সার্দ্ধ ৯ ঘটিকার সময় স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন এইরূপে অদ্যকার পালা সাঙ্গ হইল।

১৬ ই ডিসেম্বর তারিখে সাহেবদিগের (পার্টী) নিমন্ত্রণ হয় এবং এই দিনের বৈকালে বিশেষ দরবার হয়। এই দরবারে যাঁহার যাহা আবেদন করিবার ছিল অনেকে আবেদন পত্র প্রদান করিল। শুনিলাম অনেক আবেদন সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। অতঃপর ছাউনীতে আতোষ বাজীর ধুম পড়িয়াছিল এইরূপে পাঁচদিন নানা উৎসবে অতিবাহিত করিয়া ১৭ ই ডিসেম্বর তারিখের বেলা ৯ ঘটিকার সময় প্রত্যাগমন করিলেন।

মহাশয় কএক বৎসর হইতে রাজ প্রতিনিধিদের মধ্যে দরবারের মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে, ওদিকে বড় লাট সাহেব এদিকে ছোট লাট সাহেবগণ দরবার করিয়া বেড়াইতেছেন। আমি আপনার সহিত একবাক্য হইয়া স্বীকার করি যে দরবারে বিশেষ উপকার নাই, স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণ এরূপ আমোদে লিপ্ত হন যে কএকদিন আর কাজ কর্ম্ম মনে থাকে না। নাচ তামসা লেভি ঘোড়দৌড় ইহাতেই তো সময় যায়; আসল কাজ হয় কি না আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই নাই, শুনিলাম মজফ্ফরগড়ে ত মহাধুম হইয়াছিল ডেবিস সাহেব ভাওলপুর প্রভৃতি স্থান দেখিতে যাইবেন।

অদ্য এই পর্য্যন্ত। এখন এখানে শীতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

কাঁচাদিয়া পদ্মা গর্ভসাৎ হইয়া গেলে অত্রস্থ বৈদ্য বংশধরগণ কোথায় কি ভাবে বাটী করিবেন, তিন বৎসর কাল যাবৎ সেই চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু জানিয়া সুখী হইলাম, তাঁহারা সকলে এক মত হইয়া এক স্থানে বাটী করার ইচ্ছা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাটী করিয়াছেন এবং কেহ তাহার উদ্যোগ করিতেছেন। আমরা মূল গ্রাম শঙ্কট প্রভৃতি নদী ভাঙ্গার ইতিহাস আলোচনায় জানি নদী ভাঙ্গায় লোক সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানা স্থান বাসী হয়। কাঁচাদিয়ার বৈদ্য বংশধরগণের এই কার্য্য তাহার বিপরীত। আমরা তাঁহাদের এই ঐক্য দেখিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। তাঁহারা এক্ষণে যে স্থানে আসিয়া বাস করিতেছেন তাহার নাম স্বর্ণগ্রাম। এই স্থান মুন্সিগঞ্জ হইতে ৭।৮ মাইল দক্ষিণ, এই স্থান এত দিন জঙ্গলাবৃত ছিল—বিক্রমপুরের সকল ব্যাঘ্র ও শূকরের রাজধানী এখানে ছিল। দিনের বেলায়ও রাত্রিচর পশু সকল রজনীর ন্যায় বিচরণ করিত। কিন্তু সকলই পরিবর্ত্তনশীল। দেখিতে দেখিতে এস্থান স্বর্ণগ্রাম হইয়া পড়িতেছে। যেখানে গত বৎসর এমন দিনে ব্যাঘ্র শূকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল হিংসাক্রিয়ায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিত, অদ্য সেখানে বসিয়া স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মাগণ কোথায় পথ প্রস্তুত, কোথায় কোন জলাশয় খনন, কোথায় সেতু বন্ধন, কোথায় হাট বাজার বসান, কোথায় বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা যাইবে তাহার কথোপকথন করিতেছেন। কিন্তু একটী বিষয় বক্তব্য আছে। উক্ত গ্রামের মধ্যদিয়া একটি খাল চলিয়া গিয়াছে। মুন্সিগঞ্জ হইতে যে মেঘনার শাখা প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণে রাজা বাড়ীর নিকট দিয়া পদ্মার মিশিয়াছে, সেই মেঘনার শাখার সহিত এই খালটি পূর্ব্বদিকে বেশনাল নামক গ্রামের মধ্যদিয়া গিয়া মিলিয়াছে; এবং উহার পশ্চিমমুখ হাসাইল হইয়া সহরের খালের সহিত গিয়া মিশিয়াছে। ইহা ব্যতীত এই স্বর্ণগ্রামের খালের দক্ষিণ পার হইতে একটি পুরাতন ৩২। ৩৩ হাত প্রসস্থ রাস্তা আরম্ভ হইয়া তাহা উক্ত গ্রাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ঠাকুর বাড়ী নামক প্রসিদ্ধ স্থানের নিকট দিয়া পদ্মাপার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; এটি দীর্ঘে প্রায় ৩ মাইল হইবে। উক্ত খালে জোয়ারের সময় বারমাস নৌকা গমনোপযোগী জল থাকে, কিন্তু ভাটার সময় নৌকাদি চলেনা। যদি উক্ত খালটী আর কিছু খনন করিয়া তন্মৃত্তিকা দ্বারা উহার উত্তর পাড় দিয়া পারে পারে একটি রাস্তা বান্ধাইয়া দেওয়া হয়, এবং যে পুরাতন রাস্তাটির কথা বলিয়া আসিলাম তাহার সংস্কার করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত গ্রামের শোভা দুরে থাকুক নহনা,

নশঙ্কর, পাইনা গ্রাম, কামারখাড়া, বেশনাল ভাটপাড়া, পুকয়া, মূলচর, ধোপরাপাশা, বরাইল, চাচরতলা প্রভৃতি অনেক গুলি গ্রামই প্রকৃত স্বর্ণগ্রাম হইয়া পড়ে। আমরা জানিয়াছি, উক্ত স্বর্ণগ্রাম নিবাসী কেহ কেহ উক্ত রাস্তা ও খাল সংস্কার মানসে মুন্সিগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়ের নিকট রোড্‌সেসের ফণ্ড হইতে উহা সাধন উদ্দেশে কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহাতে ডেপুটি বাবু নাকি বলিয়াছেন, তাঁহারা চাঁদা দ্বারা কতক টাকা সংগ্রহ করিলে সেই পরিমাণে টাকা তিনি ঐ ফণ্ড হইতে দিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন। পার্ব্বতী বাবুর এ প্রস্তাবটি মন্দ নহে। উক্ত স্বর্ণ গ্রাম নিবাসী মহাশয়গণ ব্যতীত উপরে যে সকল গ্রামের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছে তন্মধ্যে কেহ উক্ত কার্য্যে এক পয়সাও সাহায্য করিবেন, আমাদের এমত ভরসা নাই, কারণ তাহা হইলে এতদিন এতবড় একটি ভাল রাস্তার এমত দূরবস্থা কেন হইবে? তবে স্বর্ণগ্রামে নবাগত ব্যক্তিরা সকলে ঐক্য হইয়া কিছু টাকা উক্ত দেশহিতকর কার্য্যে দিলে দিতে পারেন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে পার্ব্বতী বাবুর প্রস্তাবানুসারে কাজ হইবে কি না সন্দেহ স্থল। কারণ আমাদের দেশের কয়জন লোকে এইরূপ সৎ ক্রিয়ার প্রকৃত মর্ম্ম জ্ঞাত আছে? তাহাতে আবার উক্ত মহাশয়গণ নদী ভাঙ্গায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যাহারা নদীভাঙ্গায় পড়েন নাই, তাঁহারা কখনই তাহা বুঝিতে পারিবেন না। এখন ইহাঁদের এক একখানি ভদ্রাসন করাই কষ্টকর হইয়াছে। একখানি ভদ্রাসন করিতে অনেক মশলা লাগে, সেই জন্যে আমরা উক্ত সেন মহাশয়দিগের নিকট সহসা তত প্রার্থী না হইয়া পার্ব্বতী বাবুর নিকট ব্যগ্র মনে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি উক্ত কার্য্য দুটি রোড সেসের ফণ্ড হইতে করিয়া দিয়া বিক্রমপুরের মলিন ভাগকে সমুজ্জ্বল করুন। আমরা জানি পার্ব্বতী বাবু বড় সৎকর্ম্মানুরাগী। তিনি একাজটি করিয়া গেলে সাধারণের চিরস্মরণীয় হইবেন। মুন্সিগঞ্জের দুই জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট দুটি সাধারণ মঙ্গল জনক কাজ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ক্লে সাহেবের শ্রীনগরের রাস্তা ও বিমলা বাবুর কালীপাড়ার ডিসপেন্সারি। সে দুটি কাজের সঙ্গে উপমা করিতে গেলে একাজটির মাহাত্ম্য অধিক হয়।

১১ ই পৌষ
১২৮০
স্বর্ণ গ্রাম
কশ্চিৎ বিক্রমপুরবাসী।

মহাশয়! এই দুর্ভিক্ষের বৎসর জমিদার গণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রজার কষ্ট নিবারণ জন্য প্রাপ্য রাজস্ব না লইয়াও চাউল খরিদ করিয়া রাখিতেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা যে জমিদারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছি ইনি মনুষ্য কি দেবতা তাহা আমরা এপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিনাই। ইনি দেওয়ানজী যাহা বলেন তাহাই করেন। সে যাহাহউক সম্প্রতি পানিহাটীর বাজারে আলু, কলা, লেবু, ইক্ষু নারিকেল পান, তামাকু, ও কুমড়াদির ইজারা দিয়াছেন তাহাতে প্রজা ও চাষী উভয়ের যেরূপ কষ্ট হইয়াছে তাহা লেখনীয় নহে। চাষীরা স্বেচ্ছা ক্রমে উক্ত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রয় করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাদিগকে এক চেটিয়াদারদিগের নিকটে দ্বিগুণ, কখন ত্রিগুণ দরে ক্রয় করিতে হয় ১ পয়সার আলু, ২ পয়সায় কখন ৩ পয়সায়ও লইতে হয়; তাহাতে দুঃখী প্রজাদিগের কিপর্য্যন্ত কষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনীয় নহে। পূর্ব্বে বারাকপুরের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবিষয় নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি যাওয়ায় পুনর্ব্বার ঐরূপ হইয়াছে এ বিষয় গোপনে তত্ত্ব করিলে গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে সপ্রমাণ করিতে পারিবেন উক্ত দেওয়ানজী ভিন্ন গ্রামবাসী অন্য কোন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।

১২৮০
পানিহাটী
শ্রীতারকনাথ দাস

১। বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত বালিয়াপাল থানা হইতে বস্তা থানা পর্য্যন্ত যে সরকারী রাস্তা হইয়াছে, বর্ষাকালে তাহাতে যমও গমনাগমন করিতে পারেন না। উক্ত রাস্তায় গমনাগমন না করিলে, সম্যক কষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা মান্যবর শ্রীযুক্ত সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব ও বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়গণের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি, তাঁহারা সদয় হইয়া পথিকগণের দুর্নিবার কষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। জীর্ণ সংস্কার করিয়া প্রতিবৎসর নতুন অর্থ বিনষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত নহে, একবারে পাকা করিলেই কোন কষ্ট থাকিবে না।

২। উক্ত জেলার অন্তর্গত কামার্দ্দা আউটপোষ্ট হইতে জলেশ্বর পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইয়াছে, তাহাও বর্ষাকালে পথিকগণের কষ্ট প্রদ হইয়াছে। রাস্তার মধ্যে যেসকল স্থান দিয়া খাল প্রবাহিত হইয়াছে তাহাদের উপরে পুল না হওয়াতে, পথিকগণের বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে। বাঁশডিহার ডাক উক্ত রাস্তাদিয়া জলেশ্বরে যাতায়াত করে। বর্ষাধিক্য হইয়া বন্যাউপস্থিত হইলে, কোন কোন সময়ে ডাকও বন্ধ হইয়া যায়। খালে নৌকাও নাই, সুতরাং ডাক হরকরাকে কোন কোন সময়ে সাঁতার দিয়া খাল পার হইতে হয়। অতএব সেই কয়েক স্থানে পুল করিয়া রাস্তা পাকা না করিয়া দিলে পথিক গণের কষ্ট নিবারণ হইবে না ইহাও আমাদের প্রার্থনার অন্তর্নিহিত।

৩। উল্লিখিত বালিয়াপাল থানার অধীন কামার্দ্দা আউটপোষ্ট হইতে বাঁশডিহার বিদ্যালয় পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত জন্য দরখাস্ত হওয়ায় শ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব মহোদয়, অনেক দিনবায় মঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে এপর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অতএব প্রার্থনা এই, এবৎসর ইহাও যেন কার্য্যে পরিণত করিয়া মহোপকার সাধন করা হয়।

৪। মুসলমানদের সকলই উল্টা। আজ্ঞা

দের কোন পাপ হইলে শারিরীক কষ্ট কিম্বা অর্থব্যয় দ্বারা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু মুসলমানদের "চাপার উপরে চাপার" ন্যায় পাপের উপরে পাপ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াথাকে। কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের মাতার সহিত তাঁহার স্ত্রীর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, সে (স্ত্রী) নিকটবর্ত্তী পিত্রালয়ে গমন করে। কিয়দ্দিনান্তর পুরুষ যাইয়া স্ত্রীকে আলয়ে আনিবার প্রস্তাব করায়, "আমার মাতাকে পরিত্যাগ করিলে আমি গৃহে যাইব" বলিয়া স্ত্রী মন্তব্য প্রকাশকরে। পুরুষ রাগান্বিত হইয়া বুঝি "তাল্লাক" খাইয়া গৃহে প্রতিগমন করেন। "তাল্লাক" মুসলমানদের গুরুতর প্রতিজ্ঞা। কিছু দিনের পর স্ত্রী আপন গৃহে আসাতে তাহার স্বামী গ্রহণ করেন এবং শাশুড়ীর সহিত ও তাহার মিল হইয়া যায়। "তাল্লাক" খাইয়া স্ত্রীগ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয় বলিয়া, সামাজিকেরা সমাজে পতিত রাখেন। "তাল্লাক" খাওয়া সত্য কি না তাহারও বিশেষ প্রমাণ হয় নাই। অনেক স্থান হইতে শুভ্র শ্মশ্রু মৌলবীরা আসিয়া কেহবা গৃহে বসিয়া এই ব্যবস্থা দেন যে, উক্ত স্ত্রী কিছু দিন পুরুষান্তর সংসর্গের পর তাহার প্রথম স্বামীকর্ত্তৃক পুনঃ-গৃহীত হইলে, উক্ত দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইবে!! তাল্লাক প্রদাতা সমাজ-ভুক্ত হইবেন। এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ জঘন্য ব্যবস্থা মনুষ্য সমাজে আছে বলিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারাযায় না, কিন্তু সংবাদ দাতা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন। কৃতবিদ্য মুসলমান গণ যদি এই ঘৃণিত ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদে সচেষ্ট নাহন, তবে তাঁহাদিগকে অসার ও কাপুরুষ না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? মুসলমানগণ সংবাদ দাতাকে নিতান্ত বিদ্বেষী বলিয়া ভাবিতে পারেন; সদভিপ্রায়ে দোষোল্লেখ ও অলৌকিক ঘৃণিত ব্যবহার মূলোচ্ছেদ করিবার অনুরোধ করিয়া উত্তেজিত করিতে যদি বিদ্বেষক বলিয়া গণ্য হইতে হয়, তবে আমি তাহাও।

২৮।১২।৭৩। মেহেরপুর — শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষাল।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৬ এ ডিসেম্বর

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে	১২	
তথা হইতে সুরপুর	২	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে		১০
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৪
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	১

সন ১৮৭৩ সালের ২৬ এ ডিসেম্বর বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট ইঞ্চ

বহরমপুর ২৯ এ ডিসেম্বর ৮৭৩ — শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণকরিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায় পোসেয়ার ১০
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১০
" " কৃষ্ণপ্রসাদ সামন্ত—দেখালি ১০
" জনার্দ্দন বক্সী—মেখলীগঞ্জ ১০
" " বৈকুণ্ঠ নাথ দেব—বাবেশ্বর ১০
" রাণী হরসুন্দারী জোড়াসাঁকো ৫॥০
" রাজা গোপীলাল পাঁড়ে পাকোড় ১০
" " অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী মহিষাড়ি ১০
" " মধুমণি বিশ্বাস—বাঁকিপুর ১০
" " হরিনারায়ণ রায়—সুলারগঞ্জ ১০
" " হরকুমার সরকার চরচমাড়িয়া ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সাহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩৮ নং । ১৮৭৩ ।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ । ৯ সংখ্যা ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্ । "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

শক ১২৮০ । ২৯ এ পৌষ । ইং ১৮৭৪ । ১২ ই জানুয়ারি

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা ।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বামাচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।•, আমার নিকট প্রাপ্তব্য

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷• উঁহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।•।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৷৵•। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।• ডাকমাশুল /•।

কলিকাতা
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল

যিনি ত্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান-রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন. উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

—:০:—

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফস্বলের আদালত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন তাঁহাদিগের পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে বোর্ড অব এক্জামিনার্স নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯ এ অক্টোবর এবং ২৬ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা যদি হাইকোর্টের ১৭ ই সেপ্টেম্বরের প্রকাশিত নিয়মানুসারে আজিও সার্টিফিকেট প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১৮৭৪ ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারির নিকট ঐ সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন। আসল হইলে ভাল হয় নতুবা কোন বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারির স্বাক্ষর সমেত নকল পাঠাইলেও চলিবে।

যে লেফাফাতে সার্টিফিকেট থাকিবে তাহার পৃষ্ঠে যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপনার নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেন

যে সকল পরীক্ষার্থির আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে জানুয়ারি মাসের শেষে কলিকাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর ওকালতি ও মোক্তারি পরীক্ষার্থীদিগকে [illegible] যাইতেছে যে তাহাদিগকে বোর্ড [illegible] জামিনারের নিকট হইতে [illegible] দন যে গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার [illegible] সার্টিফিকেট এবং জেলা ট্রেজরি [illegible] তাহারা যে ফি জমা দিয়াছেন তাহা [illegible] একটী সার্টিফিকেট লইয়া পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। এক এক খান ষ্টাম্প সহিত আমি লেফাফা পাঠাইলে তাঁহাদিগের সার্টিফিকেট গুলি পুনর্ব্বার ফিরিয়া দেওয়া যাইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী উচ্চ শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবেন তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ট্রেজরি হইতে ফি জমা দিবার এক এক খানি সার্টিফিকেট লইয়া একজামিনারদিগের নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সার্টিফিকেট প্রত্যর্পণ করা হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫। ২৬। ২৭। ২৮ শে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

সিসিল জ্যাকসন্
বোর্ডের সেক্রেটারি

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ভাণ্ডারে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

—•◎•—

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী
প্রতিনিধিত্ব কার্য্যালয়।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভজনক হয় ইহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারীগণের পারদর্শিতার কারণ কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লভ্য হইতে পারে। ইহাতে ছোটবড় ব্যবসায়ী কি অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম্ম সমানভাবে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা এবং কোন কিছু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় স্বজনের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে

সৎপরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধন হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয় তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতায় দ্রব্যাদীর বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার একপ কোন সুনিয়ম নাই সেই নিমিত্ত এজেন্সী৷ দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচ ডাক মাসুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ পৌষ সোমবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ ইউরোপীয় ন্যায্যপথে চলা ভাল বাসেন না।

অনেকে বলেন, যে সকল ইউরোপীয় ভারতবর্ষের মফস্বলে বাস করেন, তাঁহাদিগের তুল্য হতভাগ্য ও অসুখিত আর নাই। তাঁহারা একে ত স্বদেশ ও বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই দুঃখেরই শান্তি হওয়া কঠিন, তাহার পর তাঁহারা ভারতবর্ষের মফস্বলের যে যে স্থানে বাস করেন সেখানে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় দিগের সহবাস সুখ লাভ ও তাহাদিগের সহিত সুশিক্ষিত-গোষ্ঠী-সুখ অনুভব করা দূরে থাকুক, স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় এক ব্যক্তিরও মুখ দেখিতে পান না। এ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মফস্বলবাসী ইউরোপীয়েরা বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ইউরোপীয় যে এক সুখ ভোগ করেন; উহা সমুদায় দুঃখকে পরাজয় করিয়াছে। আমাদিগের গবর্ণর জেনরল সে সুখে সুখী নন, ষ্টেটসেক্রেটারি নন, ইংলণ্ডেশ্বরীও নহেন। গবর্ণর জেনরল প্রভৃতিকে লোকানুরাগ পরবশ, ধর্ম্ম-নীতি-পরতন্ত্র ও আইনের পরাধীন হইয়া চলিতে হয়, অতএব তাঁহাদিগের সে সুখ ভোগের সম্ভাবনা কি? আমরা যে সুখের কথা কহিতেছি, তাহার নাম স্বেচ্ছাচারিতা। স্বেচ্ছাচারি দিগের পক্ষে ইহার তুল্য সুখ আর নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ইউরোপীয় এই সুখ ভোগ করিয়া থাকেন স্বদেশ ও বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ দুঃখ কি ইহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারে? আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ স্বেচ্ছাচারিতা প্রিয় থাকেন, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, একেমন অনির্ব্বচনীয় সুখ। অন্য কোন সুখ ইহার ষোড়শ কলা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ অনেক গুলি উদাহরণ আছে। খোকা হত্যা কালে ধর্ম্মনীতি ন্যায় ও রাজনীতির মস্তকে কিরূপ পদাঘাত করা হইয়াছিল, তাহা কাহার অবিদিত নাই। একটী অপ্রসিদ্ধ উদাহরণও প্রদর্শিত হইতেছে। এক মাজিষ্ট্রেটের এক জন প্রিয় পাত্র একদা কোন কারণ বশতঃ একজন পুলিস কনষ্টেবলকে নিদারুণ প্রহার করেন। পুলিস কর্ম্মচারী নালিশ করিলেন। মাজিষ্ট্রেটের প্রিয়পাত্রের দণ্ড হওয়া দূরে থাকুক, অভিযোগকর্ত্তা কর্ম্মচ্যুত হইলেন।

এইরূপ কতক গুলি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া প্রধানতম রাজপুরুষের কাণ ভারী করিবার নিমিত্ত আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে একটী বড় অন্যায় কার্য্য চলিতেছে, তন্নিমিত্ত অনেকেই একান্ত বিরক্ত হইয়া আছে। যদি তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় হয়, তদর্থই আমাদিগের যত্ন। সে অন্যায় কার্য্য এই, প্রিয় পাত্র প্রতিপালন। অমুক জজ অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে বদলী হইয়া আইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি আপনার প্রিয় পাত্র গুলিকে সেই স্থানে আনয়ন করেন। এক একটা ছল করিয়া নূতন স্থানের কর্ম্মচারি গুলিকে কর্ম্মচ্যুত করিবেন এবং প্রিয় পাত্র গুলিকে সেই সেই কর্ম্ম দিলেন যাঁহারা একাজ, করিতে পারেন, তাঁহারা না পারেন এমন কি কাজ আছে। এরূপ লোকের উপরে বিচার কার্য্য প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পণ কি বিধেয় হয়? আমাদিগের মহামতি জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব এই সব লোকের হস্তে বিচার কার্য্যে অবিসংবাদিত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন!! যাহা হউক, আমরা যে অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিলাম, ইহার নিবারণ চেষ্টা পাওয়া প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারী আবেদন করিলে গবর্ণমেণ্ট প্রায়ই তাহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রধান কর্ম্মচারির আজ্ঞা বলবত্তী রাখেন, তাহাতেই উপরি লিখিত অন্যায় কার্য্যটী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ না করিয়া যদি কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারিদিগের আবেদন প্রাপ্ত হইয়া

বাস্তবিক কাহার দোষ তন্ন তন্ন করিয়া তাহার অনুসন্ধান করেন, সহজে উল্লিখিত দোষের নিবারণ হইতে পারে।

রাজা ও প্রজার সদ্ভাবের উপায় কি?

গত বৎসরের শেষ দিন রাত্রে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আলিপুরস্থিত ভবনে একটী "বল" অর্থাৎ বিবির নাচ হয়। তাহাতে এদেশীয় কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন নাই। এই প্রশ্ন লইয়া সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা শ্রেণীবিশেষকে নিমন্ত্রণ করা না করা নিমন্ত্রণ কর্ত্তার ইচ্ছা, তাহা লইয়া বিচার কেন? কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। নিমন্ত্রণ কর্ত্তা যদি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর না হইতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কাহারও কোন কথা থাকিত না। কর্ত্তৃপক্ষদিগের সকল কর্ম্ম ও কথা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবার অধিকার থাকাতেই সম্বাদ পত্রেরা এবিষয় আলোচনা করিতে সাহসী ও অগ্রসর হইয়াছেন। আমরাও এবিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়? ইহার ভাল মন্দ কয়েকটী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম, আমোদ করিবার এবং আমোদ দিবার জন্যই বন্ধুদিগকে নৃত্য গীতাদিতে নিমন্ত্রণ করা। এদেশীয়েরা ইউরোপীয় নৃত্য প্রণালীকে এরূপ ভদ্র-রীতি বিরুদ্ধ ও নির্লজ্জতার কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন যে ইহাতে তাঁহাদের ক্লেশ ভিন্ন আমোদ পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করাই বিফল। দ্বিতীয়তঃ এদেশীয়েরা সভ্যতার অংশে নিকৃষ্ট। তাঁহারা স্ত্রী জাতিকে অতি দূষিত চক্ষেই দেখিয়া থাকেন, সুতরাং যে স্থানে অনেক যুবক যুবতী স্বাধীন ভাবে আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন সেস্থানে তাঁহাদিগকে আসিতে না দেওয়াই ভাল। তৃতীয়তঃ, এদেশীয়েরা সভ্যসমাজে চলিতে বলিতে জানেন না, তাঁহারা অনেক সময় ইউরোপীয় নর নারীদিগের অসন্তোষ ও ক্লেশের কারণ হন; সুতরাং ইউরোপীয়দিগের গোষ্ঠীতে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ না করাই ভাল। এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোন সদুত্তর দেওয়া সম্ভব কি না আপাততঃ বোধ হইতেছে না। ইহার কোনটী অবলম্বন করিয়া লেপ্টনণ্ট গ[illegible] করিয়াছেন বলিতে পা[illegible] যেটাই হউক ইহার কোনটী [illegible] বোধ হয় না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টী [illegible] সঙ্কীর্ণ যে তাহার অসারতা সহজেই অনুভূত হয়। যে শ্রেণীর ইউরোপীয়েরা এরূপ সঙ্কীর্ণ ও অনুদার মত অবলম্বন করিয়া বলেন তাহাদের সংখ্যা যদিও অল্প নহে, তথাপি আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বোধ হয় সে শ্রেণীর অন্তর্গত নন। তিনি বোধ হয় প্রথম যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন এবং ডেলিনিউস সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এক দিগে বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে এদেশীয়েরা যখন ইউরোপীয়দিগকে আপন আপন পরিবারের সন্নিধানে যাইতে দেন না তখন যেখানে তাঁহাদের মহিলারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন সেখানে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করা অসঙ্গত। একথা যথার্থ কিন্তু প্রজা রঞ্জন করা প্রজার প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যদি রাজার পক্ষে আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কি রাজকার্য্যে কি আমোদ প্রমোদে কোন বিষয়েই প্রজাদিগকে অতিক্রম করা উচিত নয়। আমরা বলের পক্ষপাতী নহি। এবং এই মতামুলা গোষ্ঠিসুখ আমাদের সমাজে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ব্যগ্রও নহি, এবং সেই শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিবার পরামর্শ দিতেছি না; কিন্তু নিমন্ত্রণ না করাতে এদেশীয়দিগের প্রতি যে অনাদর প্রকাশিত হয় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি। একেত রাজা ও প্রজা ভিন্ন-দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয়, আচার ব্যবহারে চিন্তা ও প্রবৃত্তিতে উভয়ের বহু প্রভেদ, সম্পূর্ণ সম্মিলনের আশা নাই। তাহার উপর যদি এইরূপ অনাদর অশ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রকাশ দ্বারা তাহাদিগের হৃদয়কে আরও অন্তর করা হয় তাহা অপেক্ষা অবিবেচনার কার্য্য আর কি হইতে পারে? লর্ড লরেন্স এইরূপ সঙ্কীর্ণ মতানুসারে কার্য্য করিয়া একবার সভ্য সমাজে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। সার জর্জ কাম্বেল কি প্রকার যুক্তি মার্গ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছেন তাহা জানি না। কিন্তু তিনি যখন দেশের রাজা এবং তাঁহার একটু আদরে শত শত প্রজার হৃদয় আকৃষ্ট হয় তখন এ প্রকার প্রজাদিগকে অতিক্রম করা যুক্তি-যুক্ত কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না।

আর একটি প্রশ্ন।

পাঠকগণের উৎসাহ ও আমোদজনক সকল কথাই ত পুরাতন হইয়া গেল। এক কৃপাপাত্র মহান্ত, সে ত সকলের ঘৃণা ও ক্রোধের ভার মস্তকে লইয়া কারাগারে গমন করিয়াছে। দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ, সে বিষয়েও আমরা লিখিয়া লিখিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি, পাঠকগণও পড়িয়া পড়িয়া ক্লান্ত হইয়াছেন। এত বাক্যব্যয় এত অভিযোগ অনুযোগ এত ভয় ও আশার পর আমরা জানিয়াছি যে "দুর্ভিক্ষ হইবে কি না জানি না" সুতরাং এখন কিছুদিন দুর্ভিক্ষের কথা

বন্ধ রাখিয়া বিষয়ান্তর চিন্তা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তৃতীয় সুরেন্দ্র বাবু, তাঁহার বিষয়েও অধিক লেখা উচিত বোধ হয় না; কারণ কেহ তাঁহাকে এক বার নির্দ্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দেন কেহ বা আবার অপরাধী বলিয়া ধরিয়া আনেন; সুতরাং আমরা স্থির করিয়াছি কমিশনরদিগের বিচারে কি হয় না দেখিয়া কিছু লেখা কর্ত্তব্য নয়। এখন আমরা কি করি? এক লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আমাদের বন্ধু ছিলেন; কোথায় কিছু না পাইলে তাঁহারই উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া, আস্ফালন করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিতাম, পাঠকগণ পড়িয়া "খুব তেজকলম" বলিয়া কত প্রশংসা করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সুখও বুঝি আর থাকে না। তিনিও স্বদেশে প্রস্থান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এখন আমরা কি করি? এখন ঘরাঘরি বিবাদ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সহযোগিদিগের সহিত বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করা যাউক। সংবাদপত্রেরা উকীল না জজ, এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আমরা কয়েকটী শ্রদ্ধেয় সহযোগীর মত জানিতে পারিয়াছি। এবং অনেক গালি ও বিদ্রূপ সহ্যও করিয়াছি। তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখ নাই। যে প্রশ্নটী করিয়াছি তাহা সংবাদ পত্রদলের পক্ষে একটী গুরুতর ও অত্যাবশ্যক প্রশ্ন। সকলে মিলিয়া ইহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

অদ্য আমরা আর একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। এটীও একটী গুরুতর প্রশ্ন এবং এটীও আমরা সহযোগীদিগের বিচারার্থ অর্পণ করিতেছি। প্রশ্নটী এই, সংবাদ পত্রদিগের অসঙ্গতির ভয় করা কতদূর কর্ত্তব্য? পূর্ব্বের মত এবং পরের মত, পূর্ব্বের কথা এবং পরের কথার অমিলনের নাম অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতি পরিহারের জন্য সংবাদপত্রদিগের কতদূর সচেষ্ট হওয়া উচিত? আমরা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের মনোগত ভাব আরও পরিস্ফুট করিতেছি। মনে কর এক খানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইলেন। সেই পত্র প্রথমে কৃষকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জমিদারদিগের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাকে জমিদার বিরোধী পত্র বলিয়া জানিল। মনে কর কিছুদিন পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন একটী সদনুষ্ঠান করিয়া দেশের মহদুপকার সাধন করিলেন। এস্থলে সেই পত্রের কর্ত্তব্য কি? যদি কৃষকদিগের উকীল হইয়া জমিদারদিগের গুণগান করেন, তাহা হইলে তাঁহার জমিদার বিরোধী নাম থাকে না। লোকে অসঙ্গতি দোষ প্রদর্শন করে আবার ইহাও বলে যে পত্রের মত ও কার্য্যের সঙ্গতি নাই তাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হয় না। তাহাকে ইংরাজীতে "অনপ্রিন্সিপলড" পত্র বলিয়া থাকে। সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য কিন্তু তদ্দ্বারা কতদূর আবদ্ধ হওয়া উচিত? আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই কোন কোন পত্র যেন সংকল্প করিয়াছেন যে তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা শ্রেণী বিশেষের দোষকীর্ত্তন ভিন্ন গুণানুবাদ করিবেন না। যখনই সেই ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা শ্রেণী বিশেষের কথা উপস্থিত হয় তখনই তাঁহারা সশস্ত্র হইয়া বহির্গত হন। এরূপ সঙ্গতি থাকার একটী ফল এই যে কোন পত্রের মত কিরূপ কোন পত্রের রুচি কিরূপ তাহা স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মনুষ্য সম্বন্ধে যেরূপ কোন ব্যক্তির নাম করিলে তাহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির বর্ণনা করা যাইতে পারে সেইরূপ তাঁহাদের প্রত্যেকের মতের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। এই জন্যই সংবাদপত্রেরা প্রায় সঙ্গতি রক্ষার জন্য ব্যস্ত হন, এবং অসঙ্গতি দর্শন করিলে দোষ প্রদর্শন করেন। আবার কেহ কেহ সঙ্গতি অসঙ্গতি গ্রাহ্য করেন না। প্রসিদ্ধ লেখক এমারসন বলিয়াছেন "সঙ্গতি নির্ব্বোধদিগের জুজুবুড়"। সকলে এতদূর স্বীকার করিবেন কি না বলা যায় না। যাহা হউক বাঙ্গালা সংবাদপত্রদিগের মধ্যে এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া উচিত। কারণ এবিষয়ে একটী পরিষ্কার সংস্কার না থাকাতে অনেকে অনেক সময় সত্য ও ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করেন।

কাশীতে অত্যাচার।

কাশীতে অনেকগুলি অত্যাচার আছে। যাঁহারা চিরকাল সেখানে বাস করিতেছেন, সময়ে সময়ে সেগুলি তাঁহাদিগেরও একান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। আর যাঁহারা নূতন যান তাঁহারা যে কেমন বিরক্ত বিব্রত ও জ্বালাতন হন, যাঁহারা ভুক্তভোগী না হইয়াছেন তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সহজ নহে। প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করিয়া সেগুলির নিবারণ করেন। আমরা দুঃখিত হইয়া কহিতেছি, প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সেবিষয়ে অন্ধ হইয়া আছে। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা উহার প্রতীকারের কোন উপায় করিলেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিলে যদি উহার প্রতিবিধানের কোন সদুপায় হয় এই আশায় আমরা এইক্রমে তদুল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম।

বোধ কর এক ব্যক্তি পূর্ব্বে কাশী দর্শন করেন নাই, বঙ্গদেশ হইতে নূতন গেলেন। রেলগাড়ি হইতে নামিয়া নৌকা ভাড়া করিলেন। ৫০ আনা ভাড়া হইল। আমরা আশ্বিন মাসের প্রথমের

কথা কহিতেছি। তখন গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রবল। সমান পাড়ি দিবার যো নাই। তিনি রাজঘাটে নৌকায় উঠিলেন, নাবিকেরা রামনগরের দিকে চলিল। যখন ভাড়া হয়, কথা ছিল, নাবিকেরা অন্য লোক লইতে পারিবে না; কিন্তু তাহারা দুই একজন করিয়া লোক তুলিতে লাগিল। রাজঘাটে আর রামনগরে প্রায় এক ক্রোশ অন্তর। এই এক ক্রোশ পথ নাবিকেরা দুই একজন করিয়া ১০। ১২ জন লোক তুলিয়া লইল। অনন্তর রামনগর হইতে পাড়ি দিয়া দশাশ্বমেধের ঘাটে উপনীত হইল। ভাড়া দিবার সময়ে উহারা বিষম গোলযোগ আরম্ভ করিল। শেষে ৶০ আনা অধিক লইয়া ক্ষান্ত হইল। গবর্ণমেণ্ট দেখুন নাবিকদিগের কত অত্যাচার। প্রথমতঃ লোক লইবার কথা ছিল না, লোক লইল। দ্বিতীয়তঃ একরূপ ভাড়া করিয়া বলপূর্ব্বক অন্যরূপ লইল।

আগন্তুক ব্যক্তি এইরূপে নাবিকদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তীরে উঠিলেন। মুটিয়ার মাথায় দ্রব্য সামগ্রী দিয়া গন্তব্য স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঘাট হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া মুটিয়াদিগের প্রতিরোধ করিয়া কহিল, ঘাটওয়ালার পয়সা না দিলে মোট ছাড়িয়া দিব না। পওসাও দুই একটী নয়। চারি আনা চাহিয়া বসিল। শেষে দুই আনায় রক্ষা হইল। আগন্তুক এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলেন। তাঁহার বিস্ময়ের বিশেষ কারণ এই, তিনি কলিকাতায় এরূপ ঘাটওয়ালা দেখেন নাই, কেহ এরূপ বলপূর্ব্বক কখন তাঁহার নিকট হইতে পয়সা লইতে পারে নাই। তিনি পূর্ব্বে কাশীর কেবল প্রশংসাই শুনিয়াছিলেন, কাশীতে যে এ প্রকার অত্যাচার হয়, তাহা কখন তাঁহার শ্রবণ গোচর হয় নাই

এক্ষণে আমরা উল্লিখিত আগন্তুক ব্যক্তির পক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ঐ অত্যাচার গুলি কি চিরকাল এইরূপ থাকিবে? গবর্ণমেণ্ট কি ইহার নিবারণের কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না? যদি বলেন, আদালতের দ্বার খোলা আছে, জানাইলে ত প্রতীকার হয়। ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে ব্যক্তি দুই দিবস গাড়ির মধ্যে থাকিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া কাশীতে উপনীত হইল, নালীশ করিয়া ঐ অত্যাচারের প্রতীকার করা কি তাহার পক্ষে সহজ? নালীশ করিবা মাত্র কি কোন বিষয়ের প্রতীকার হয়? সাক্ষী লইয়া দুই তিন দিবস আদালতে গতায়াত করা আর দুই আনা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করা ইহার কোন্টী সহজ? ক্লান্ত ব্যক্তির ইহার অন্যতর কোন্ পক্ষের অবলম্বনে সহজে প্রবৃত্ত হয়? কাশী যাত্রিদিগের মধ্যে এরূপ লোকও অনেক আছে, তাহারা কোনটী অত্যাচার ও কোন্টী অত্যাচার নয়, তাহা বুঝিতে পারে না। যে যাহা চায়, তাহাই দিয়া থাকে। তাহারা বুঝিতে পারিল না বলিয়া কি বাস্তবিক অত্যাচারগুলি অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইবে না? উহার নিবারণে উদাসীন হওয়াতে কি গবর্ণমেণ্ট অধর্ম্মভাগী হইবেন না? উল্লিখিত অত্যাচার দুটী নিবারণের সহজ উপায় আছে, তবে কেন গবর্ণমেণ্ট উদাসীন হইয়া উহার প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিতেছেন? প্রতি ঘাটে এক একটী সাইন বোর্ডে এইরূপ লিখিয়া দেওয়া হউক, ঘাটওয়ালা প্রভৃতি যদি কোন বাব করিয়া কাহার নিকটে কিছু লয়, ৫০ টাকা দণ্ড হইবে। যাত্রিরা ঐ সাইন বোর্ড দেখিয়া সতর্ক হইবেন, ঘাটওয়ালা প্রভৃতিও অত্যাচার পরিত্যাগ করিবে। কলিকাতায় যেরূপ আছে, সেইরূপ ভাড়া ও লোক গ্রহণের নিয়ম করিয়া দিলেই অত্যাচারের সহজে নিবারণ হইয়া আসিবে।

পুলিষের উৎকর্ষ সাধন।

পুলিষের বর্ত্তমান শোচনীয় ও জঘন্য অবস্থা দর্শন করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া থাকেন। প্রায় এমন সপ্তাহ যায় না যাহাতে পুলিষের কোন না কোন দোষ প্রদর্শিত না হয়। এমন সংবাদ পত্র নাই যাহাতে বার বার পুলিষের জঘন্যতার ঘোষণা করা হয় নাই। কিন্তু তথাপি এসম্বন্ধে বিশেষ কিছু করা হইতেছে না। আমরা এবিষয়ে অনেকবার প্রসঙ্গ করিয়াছি কিন্তু তথাপি পুনর্ব্বার এবিষয়ের প্রসঙ্গ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বর্ত্তমান পুলিষের এরূপ হীনাবস্থার কারণ কি এবং তাহা দূর করিবার কোন উপায় আছে কি না এই চিন্তা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত লোকের অভাবই ইহার একটী প্রধান কারণ। পুলিষের হস্তে যেরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার সে অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে ইহার বর্ত্তমান কর্ম্মচারীরা যে সম্পূর্ণরূপে সেই ভারের অনুপযুক্ত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এবিভাগে যেরূপ অল্প বেতনের ব্যবস্থা আর কোন বিভাগে প্রায় সেরূপ নহে। এত অল্প বেতনে উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোক কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যাহাদের আর অন্য বিভাগে কিছু করিবার উপায় নাই তাহারাই এই বিভাগে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়। এই অল্প মাত্র বেতন অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে বিদেশে নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয় এবং স্বদেশে পরিবার প্রভৃতিকেও সাহায্য করিতে হয়; পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে

ধন্ধুল অবস্থার উৎকোচ গ্রহণ এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী কি না? অধিক উৎকোচ লাভের আশায় যন্ত্রণা ও নিগ্রহ প্রদান করাও আবশ্যক হয়। এই কারণেই পুলিষের ধর্ম্মনীতি এত নিকৃষ্ট হইয়া আছে। যে সকল মোকদ্দমা চালান করিলে ও বিশেষরূপ তদারক করিলে গবর্ণমেণ্টের গোচর হইবার এবং পদ ও বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা পুলিষ কর্ম্মচারিরা সেইগুলিরই তদারকের জন্য একটু যত্ন করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য সমুদায় ছোট ছোট মোকদ্দমায় কিছু কিছু লইয়া ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং পুলিষদ্বারা সম্যকরূপে দুষ্টদিগের দমন হয় না। আমরা মধ্যে মধ্যে পুলিষের সংশোধনের জন্য অনেক প্রস্তাব করিয়াছি, অদ্যও একটী প্রস্তাব করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে কোন উপায় অবলম্বন করেন এই আমাদের প্রার্থনা। সে উপায় এই, প্রত্যেক পুলিষ ষ্টেশনে এক একজন সুশিক্ষিত কর্ম্মচারি রাখিবার বিধান করা হউক এবং তাঁহাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারের ভার অর্পিত হউক। তাহা হইলে দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। প্রথম সুশিক্ষিত ও ভদ্রলোক থাকিলে পুলিষের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্যের আচরণ হইয়া থাকে তাহা হইতে পারে না; দ্বিতীয় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা পুলিষ পর্য্যন্ত গিয়াই শেষ হয়, বাদিদিগের দরিদ্রতা প্রভৃতি কারণে বিচারালয় পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদেরও বিচার হওয়াতে সমাজের অনেক উপদ্রব নিবারণের উপায় হয়।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নূতন লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় না। গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল কর্ম্মচারি আছেন তাঁহাদিগকেই বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে পারিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। কিছু দিন হইল আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহা না হয় নূতন নেটিব সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্য হইতে এই সকল লোক মনোনীত করিলে চলিতে পারে। সেই ত গবর্ণমেণ্ট সব ডেপুটীদিগের তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিতেছেন এবং তাহাও দেওয়া আবশ্যক। তাঁহাদের একজনকে সেইরূপ ক্ষমতা দিয়া যদি প্রত্যেক পুলিষ ষ্টেশনে রাখিয়া দেন আমাদের প্রদর্শিত সুফল ফলিতে পারে। বিশেষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারের ভার পুলিষের হস্তে থাকিলে আদালত সকলের মোকদ্দমার ভাগও অনেক কমিয়া আসে। আমরা কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, পাঠ করিলেই আমাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ হইবে। মনে কর গ্রামের মধ্যে একটী দুর্দ্দান্ত লোক আছে। সে কোন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ব্যক্তিকে এক দিন প্রহার করিল, প্রহৃত ব্যক্তি পুলিসে সংবাদ দিল। পুলিষ একটু হাঁক ডাঁক করিয়া হয় কিঞ্চিৎ উৎকোচ লইয়া সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিল, নতুবা রীতিমত এজাহার প্রভৃতি লইয়া আইনসঙ্গত কার্য্য করিল। বাদীর অবস্থা যদি ভাল হয় সে মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইল। তাহার পর সাক্ষী পূজা উকীল পূজা পাথেয় প্রভৃতি বহুবিধ ব্যয়ের পর হয় ত প্রহারকারী মুক্তিলাভ করিল নতুবা তাহার ৫ কি ১০ টাকা জরিমানা হইল। ইহাতে কি দুষ্টের দমন হইয়া থাকে। আর সামান্য বিষয়ের জন্য এত ব্যয় করাই বা কয় জনের সাধ্য? যদি পুলিষ ষ্টেশনে একজন শিক্ষিত কর্ম্মচারি থাকিতেন এবং তাহার হস্তে বিচারের ভার থাকিত তাহা হইলে এই ৫ টাকা দণ্ড একদিনেই হইয়া যাইত।

বিষ প্রয়োগ দ্বারা গোহত্যা।

আমরা প্রায় শুনিতে পাই যে মুচিরা চর্ম্মের লোভে এক প্রকার বিষ প্রয়োগ দ্বারা গোহত্যা করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের সকল লোকের রাখাল নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। উদয়ের অর্থাৎ গরু ছাড়িবার সময় হইলে অনেকে গরু ছাড়িয়া দিয়া থাকে। গরু সকল সমস্ত দিবস মাঠে চরিয়া সায়ংকালে আপন আপন গৃহে আগমন করিয়া থাকে। দুরাত্মা মুচিরা এই সুযোগে এক প্রকার বিষ লইয়া মাঠে গমন করে এবং কদলী পত্রের মধ্যে বাঁধিয়া গাভীদিগকে আহার করিতে দেয়। উক্ত বিষ উদরস্থ হওয়ার পর দুই এক দিবসের মধ্যে প্রায় সেই গাভী প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে এরূপ সংবাদ অনেক বার আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের গ্রামের নিকট এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছে। এক ব্যক্তির একটী গাভী এক স্থানে বাঁধা ছিল, ইত্যবসরে দুইজন মুচী গাভীটির সন্নিহিত হইয়া উহাকে পাতে বাঁধিয়া কি একটী খাইতে দিল। সেই গরুর রাখাল তখন কিছু দূরে ছিল, দুরাত্মারা তাহা দেখিতে পায় নাই। সে ব্যক্তি পূর্ব্বে ঐরূপ বিষ প্রয়োগের কথা শুনিয়াছিল সুতরাং সেটা "বিষ খাওয়াইল" বলিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। শুনিতে পাওয়া যায় যে তাহাদিগকে পুলিষে দেওয়া হয়, পুলিষ কর্ম্মচারিরা গরু মরিলে পুনরায় সংবাদ দিবার কথা বলিয়া অপরাধীদিগকে তখন ছাড়িয়া দেয়। তাহার এক দিনের মধ্যেই গরুটী মারা পড়িয়াছে। গোস্বামীরা পুনরায় পুলিষে সংবাদ দিয়াছে। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়

পুলিষ কর্ম্মচারিরা আর গা দেয় না। ইহার কারণ কি? শুনিতে পাওয়া যায় গো ঘাতকেরা গোস্বামীদিগকে ১০ টাকা দিতে চাহিতেছে। পুলিষেও যে কিছু পূজা করে নাই কে বলিতে পারে? এক্ষণে গো ঘাতকদিগের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা ব্যতিরেকে আর উপায় নাই। কিন্তু তাহার ব্যয় ও কষ্ট কত সকলেই জানেন। গোস্বামীরা যদি তাহাতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আর এই দুরাত্মা মুচিদিগের শাস্তি হইবে না। পুলিষের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিরা শীঘ্র এবিষয়ের অনুসন্ধান করুন। আমরা পুলিষের উৎকর্ষ বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছি এই ঘটনাটী তাহার যৌক্তিকতা আরও সমর্থন করিতেছে।

—:০:—

সরাসরী বিচার।

নূতন ফৌজদারি কার্য্য বিধির আইনের মধ্যে সরাসরী বিচার বলিয়া একটী প্রকরণ আছে। যখন এই আইন প্রথম প্রচলিত হয় সকলেই এই ধারাটীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। এই ধারা অনুসারে জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা অথবা উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারকেরা কতকগুলি অপরাধের সরাসরীবিচার অর্থাৎ লিখিত পঠিত না করিয়া বাচনিক বিচার করিতে পারেন। তাহার কোন রেকর্ড রাখিতে হয় না কেবল একখানি রেজিষ্টারিতে নালীশের তারিখ, বাদী ও প্রতি বাদীর নাম দণ্ডের আজ্ঞা প্রভৃতি গুটিকত বিষয় লিখিয়া রাখিতে হয়। একবৎসর কাল এই নূতন আইনমত বিচারাদি হইয়া আসিলে, এক্ষণে তাহাতে ইষ্ট কি অনিষ্ট ঘটনা হইল তাহা জানিবার জন্য গত মে মাসে লেপ্টেনন্টগবর্ণর অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে ছয় মাসের কার্য্য প্রণালীর রিপোর্ট করিবার জন্য আদেশ করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া লেপ্টেনন্ট গবর্ণর গতবারের কলিকাতা গেজেট দ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই তাঁহার মন্তব্যটী এত সংকীর্ণ যে আমরা রিপোর্টগুলির দোষগুণ কিছুই জানিতে পারিলাম না, কেবল এই মাত্র দেখা গেল যে সকল রিপোর্ট এই প্রণালীর ইষ্ট ফলের উল্লেখ করিয়াছে। এসম্বন্ধে আমাদের গুটীকত বক্তব্য আছে। প্রথম; যে সকল মকদ্দমার আপীল নাই এবং যাহার সাক্ষ্য প্রভৃতির রেকর্ড রাখিতে হয় না তাহাতে কোন প্রকার অবিচার হইল কি না কমিশনরেরা কিরূপে জানিলেন? দ্বিতীয়তঃ মনের মত কথা বলিলে যখন ধন্যবাদের আশা আছে এবং অনভিমত কথা বলিলে যখন ব্রডলি সাহেবের ন্যায় কিম্বা গেডিস সাহেবের ন্যায় দুর্ব্যবহারও আশঙ্কা আছে, তখন তাঁহারা যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কথা কহিতে পারিয়াছেন সে বিষয়েও সন্দেহ। তৃতীয়তঃ জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা অধিকাংশই সাহেব, যাঁহাদের উপর অনুসন্ধানের ভার হইয়াছিল তাহারাও সাহেব, সুতরাং বিশেষ রূপে অনুসন্ধান হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। সে যাহা হউক, আমরা স্বীকার করিলাম যে কমিশনরেরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কথা কহিয়াছেন এবং তাঁহারা ত ভদ্র ও উপযুক্ত লোক বটেন, কেন অপক্ষপাতে স্বমত প্রকাশ করিতে পারিবেন না? কিন্তু তাঁহাদের কথা অবলম্বন করিয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণর যখন আরও অধিক সংখ্যক হস্তে এই ক্ষমতা অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন তখন এবিষয়ের পুনর্ব্বিচার আবশ্যক হইতেছে। এইরূপ বিচার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্য কি? ইহার একটী যুক্তি ত সহজে মনে উদিত হয় এবং সে যুক্তিটী প্রবল বটে। সেটী এই, যাহাতে প্রজারা অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসে সুবিচার লাভ করিতে পারে। সভ্য গবর্ণমেণ্ট মাত্রেরই সেই চেষ্টা কর্ত্তব্য। বিশেষ যে ক্ষতির জন্য অভিযোগ হয় অভিযোগের ব্যয় সেই ক্ষতি অপেক্ষা কখনই অধিক হওয়া উচিত নহে। কিন্তু আদালত সকলের ও আইনের বর্ত্তমান অবস্থাতে সেই অনর্থটী সংঘটিত হইতেছে। একটী সামান্য ক্ষতির জন্য অভিযোগ উপস্থিত করিলে এক জনকে এত দিন হাঁটিতে হয় এত ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিতে হয় এত লোকের পূজা করিতে হয় যে অনেক সময় অভিযোগের ব্যয় দশগুণ হইয়া পড়ে। একজনের দশ টাকা চুরি গিয়াছিল কিন্তু চোরকে শাস্তি দিতে কেবল ৩০ টাকা ব্যয় ও ক্লেশ বৃদ্ধি হয় তাহা নহে বিচারকদিগের অনর্থক সময় যায় এবং বিচারক সংখ্যা বর্দ্ধিত করা আবশ্যক হয়, সুতরাং সেই পরিমাণে মকদ্দমার ব্যয়ও বাড়ে। এতদ্ভিন্ন সুবিচারেরও অনেক ব্যাঘাত হয় কারণ ছোট ছোট মোকদ্দমাগুলির যথাবিধি সাক্ষিদিগের এজহার প্রভৃতি লিখিয়া ও উকীলদের তর্ক বিতর্ক শুনিয়া বিচার করিতে অনেক সময় লাগে। সেই পরিমাণে গুরুতর বিষয়গুলির বিচার সময়ের অপ্রতুল হয় এবং ব্যস্ততা নিবন্ধন বিচারপতিগণ অনেক সময় সকল পক্ষ ভাল করিয়া দেখিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ ফৌজদারি মোকদ্দমার কাল বিলম্ব হওয়াতে সাক্ষী প্রভৃতিরা নানাপ্রকার গোলযোগ করিতে পারে; কিন্তু এইরূপ বিচার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে যেরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা করা যায় তাহাও নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। কারণ যে কার্য্যের জন্য কাহারও নিকট হিসাব দিতে হয় না, সে কার্য্যের ভার মনুষ্যের হস্তে পড়িলে

যে অনেক অনিষ্টের হেতু হয় এবং অনেক অত্যাচার ও পীড়নের মূলীভূত কারণ হয় তাহাতে বিচিত্র কি? বিশেষ মফস্বলবাসি ইংরাজেরা যেরূপ যথেচ্ছাচারী ও এদেশীয়দিগের বিদ্বেষী, তাঁহাদের হস্তে এই ক্ষমতা দেওয়া আর "ডাইনের কোলে পো সমর্পণ" করা সমান। যথাবিধি বিচার ও দুই তিন আদালতে আপীলের নিয়ম সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছাচারি ইংরাজদিগের কোপে পড়িয়া এক একজন এদেশীয়কে যে প্রকার কষ্ট পাইতে দেখা যায়, তাহা স্মরণ করিলে এপ্রকার ক্ষমতা প্রদানের কথা শুনিয়া হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বলিবেন কেন? বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটেরা ত আছেন? আমরাও স্বীকার করি যে তদ্দ্বারা আশঙ্কিত অনিষ্টের কতক নিবারণ হইতে পারিত; কিন্তু যে প্রকার বেতনে মাজিষ্ট্রেট মনোনীত করা হইয়াছে এবং হইতেছে তাহাতে সে আশা বড় নাই। মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর উক্ত মাজিষ্ট্রেটদিগের নাম প্রেরণ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা আপনাদের মনোমত লোক মনোনীত করিবেন তাহা কি সহজেই বোধ হয় না? বিশেষ মফস্বলে হাকিমদিগের যেরূপ প্রতাপ তাঁহাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে কয় জনের সাহস হয়? অতএব অনেক স্থলে তাহাদিগকে সাক্ষীগোপালের ন্যায় রাখা হয় মাত্র।

আমাদের বক্তব্য এই, মোকদ্দমার ব্যয় ও সময় অল্প করিয়া দরিদ্র বিচারার্থিদিগের ক্লেশের শান্তি করা ও আদালতের ব্যয় অল্প করা উচিত। আবার ব্যক্তি বিশেষ মফস্বলবাসি ইংরাজ হাকিমদিগের হস্তে এরূপ ক্ষমতা অর্পণ করাও অযুক্ত। অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি সরাসরি বিচারের প্রথা তুলিয়া দিয়া আদালতের জঞ্জাল ঘুচাইবার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন অগ্রে সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; নতুবা নিজ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেট মনোনীত না করিয়া দেশবাসিদিগের প্রতি লোক মনোনীত করিবার ভার অর্পণ করা উচিত। তাঁহাদের সকলেরই সুশিক্ষিত ও স্বাধীন লোক হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা প্রজাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ বিচার স্থানে উপস্থিত থাকিয়া মাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত বিচার করিবেন। ইহা হইলে সুবিচারের কতক আশা থাকে।

বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক।

একমাত্র পদার্থে দুই পক্ষের লোভ থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মে। ইহা একবার জন্মিলে মনুষ্যের ক্রোধ হিংসা, বিদ্বেষ ঘৃণা প্রভৃতি সকল কুপ্রবৃত্তিই জাগ্রত হয় এবং যতক্ষণ না বিপক্ষের উচ্ছেদ হয় ততক্ষণ কোন ক্রমে সুস্থির হইতে দেয় না। হয় উভয় পক্ষের উচ্ছেদ নতুবা অন্যতর পক্ষের উচ্ছেদ এতদ্ব্যতিরেকে বিবাদের মীমাংসার অন্য উপায় থাকে না এসিয়াটিক মিউজিয়মে মৃত হরিণ শিশুটী সমীপে রাখিয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রের বিবাদের যে প্রতিকৃতিটী দেখা যায় তাহা এই অবস্থার দৃষ্টান্ত স্থল। জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এইরূপ বিবাদের কথা ইতিহাসে শুনা যায় এবং বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায়। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের বাণিজ্য যখন প্রথমে আরম্ভ হয় শুনিতে পাওয়া যায় তখন দুইটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হইয়াছিলেন। কিছুদিন উভয় কোম্পানির তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল, পরিশেষে একটীর বিনাশ হইয়া সেই বিবাদের শান্তি হইল।

সম্প্রতি এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম ধর্ম্মতলার ও মিউনিসিপালিটীর বাজার; দ্বিতীয় বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ক। প্রথমটীর বিষয়ে আমরা গত বারে যে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম শুনা যাইতেছে প্রায় তাহা ঘটিতেছে। হগ সাহেব নাকি পুলিসের লোক নিযুক্ত করিয়া পথে ঘাটে ব্যাপারিদিগকে ধরিয়া নিজের বাজারে লইয়া যাইতেছেন। শীল বাবু ও লোক নিযুক্ত করিতে ক্রুটী করেন নাই। এ এক প্রকার মন্দ নয়। আমরা ভাবিতেছিলাম, সকল হাঙ্গমা চুকিয়া গেল, শেষে লিখিব কি? কিন্তু আবার এই একটা উপস্থিত হইয়াছে, এখন অনেক দিন কাগজের লেখার সংস্থান হইবে। দেখা যাউক "কালা হারে কি ধলা হারে"।

বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের বিবাদের বিষয় পাঠকগণকে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। অনেক দিন হইল বোম্বাই নগরে পূর্ব্বোক্ত নামে একটী ব্যাঙ্ক ছিল। কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্ক কালক্রমে সেই ব্যাঙ্কের সহিত এজেন্সী কার্য্য খুলেন তদবধি উভয়ে উভয়ের এজেণ্টের ন্যায় কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৬৭ শালে বোম্বাই ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ হইবার কথা হওয়াতে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে আপনাদের হিসাব পরিষ্কার করিবার জন্য একজন এজেণ্ট প্রেরণ করেন। তদবধি বোম্বাই প্রদেশে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটী স্বতন্ত্র এজেন্সী আফিস খোলা হইয়াছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের সহিত কার্য্য করিয়া থাকেন ১৮৬৭ শাল হইতে পুরাতন বোম্বাই ব্যাঙ্কের স্থানে একটী নূতন বোম্বাই ব্যাঙ্ক হইয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু বেঙ্গল ব্যাঙ্ক তাহাতে সম্মত না হইয়া আপনার

স্বতন্ত্র এজেন্সী দ্বারা কার্য্য চালাইতে চান। এই বিষয় লইয়া এই দুই ব্যাঙ্কের মধ্যে এক কয় বৎসর বিবাদ চলিয়া আসিতে ছল। সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারি বেঙ্গল ব্যাঙ্ককে বোম্বাই প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিতে আদেশ করিয়াছেন এই আদেশটী যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর হইবে তাহা সহজেই বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ বোম্বাইর এজেন্সী কার্য্যে উঁহাদের যেলাভ হইতে ছিল তাহার ব্যাঘাত হইতেছে, দ্বিতীয় ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অনেক শাখা ব্যাঙ্ক আছে, বোম্বাইর কার্য্যালয় উঠিয়া গেলে তাহাদের কার্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং ব্যাঙ্কের বিশেষ ক্ষতি সম্ভাবনা। এ অবস্থাটী বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পক্ষে উভয় সঙ্কট হইয়া পড়িয়াছে। যদি ষ্টেট সেক্রেটারির আদেশ মতে আস্তে আস্তে উঠিয়া আসেন বিপক্ষদিগের নিকট অপমানিত হইতে হয়, যদি বোম্বাই নগরে থাকিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, গবর্ণমেন্টের অপমান করা হয় এবং গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক ছাড়িতে হয়। তাহাতে গবর্ণমেন্টেরও ব্যয় বাহুল্য হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের বিবেচনায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দ্বারাই হউক আর বোম্বাই ব্যাঙ্কের দ্বারাই হউক গবর্ণমেন্টের ত কাজ চলিলেই হইল। তবে বেঙ্গল ব্যাঙ্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার প্রয়োজন কি? কেবল মাত্র এজেন্সীর কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য করিতে পারিবেনা এই নিয়ম করিয়া দিলেই হইত। তাহা হইলে বোম্বাই ব্যাঙ্কের অধিক লাভ না হউক ক্ষতি হইত না। গবর্ণমেণ্ট যখন দানীন তখন যাহাদের সহিত চিরকাল কারবার করিতেছেন তাহাদেরই স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

বিবিধসংবাদ।

২২ এ পৌষ সোমবার।

হিন্দু ব্যভিচারিণী বিধবার ধনাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্ট যে মীমাংসা করেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রিবি কাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য হাইকোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। বিচারপতি মার্কবি এই বলিয়া উক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে "এই মকদ্দমায় যে বিষয়টী মীমাংসার্থ উত্থাপিত হয় তাহা নিতান্ত গুরুতর, সে সম্বন্ধে উচ্চতম আদালতের অভিপ্রায় জানিবার জন্য সমুদায় হিন্দু সমাজ ব্যগ্র তাহাও আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু যে মকদ্দমা উপলক্ষে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তাহা ৭৫ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মকদ্দমা মাত্র। অতএব এ মকদ্দমা আমি প্রিবিকাউন্সিলে প্রেরণ করিতে পারি না।" মার্কবি সাহেব আইন সঙ্গত কথা বলিয়াছেন সত্য কিন্তু সকল নিয়মেরই ব্যাতরেক উদাহরণ আছে। মকদ্দমাটী ৭৫ টাকার বটে কিন্তু হাইকোর্ট এ সম্বন্ধে সমুদায় হিন্দুজাতি সম্বন্ধীয় যে গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন তাহার মূল্য অনেক, এ বিবেচনায় উক্ত বিষয় প্রিবি কাউন্সিলে প্রেরণ করা উচিত ছিল।

২৩ এ পৌষ মঙ্গলবার।

কাবুলের আমীর সিয়ার আলী পুনরায় পীড়িত হইয়াছেন। আমীরের স্বাস্থ্য ক্রমে ভঙ্গ হইতেছে, তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য জেলালাবাদে যাইবেন স্থির করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম পাতিয়ালার রাজা বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ যদি একটী ফণ্ড খোলা আবশ্যক বোধ হয় তিনি ১০ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন।

আমীরের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জাকুব খাঁর বিবাদ সম্বন্ধে কাবুলে বড় গোলযোগ চলিতেছে। আমীর পুত্রের উপর এত বিরক্ত হইয়াছেন যে কেহ তাঁহার নাম করিলে দণ্ডনীয় হন। জাকুব খাও হিরাটে ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছেন। তাঁহার বন্ধুগণ স্ব স্ব সম্পত্তি লইয়া তথায় গমন করিতেছেন।

২৪ এ পৌষ বুধবার।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, কিছু দিন হইল ২৪ পরগণার কালীঘাট হইতে তাঁহাদের একজন পত্র প্রেরক এক রকম ধান পাঠান, তাহার এক একটা ধানের মধ্যে দুই দুইটা চাউল। বেঙ্গল খৃষ্টীন হেরাল্ডের সম্পাদক বাঁকুড়া হইতে আর এক রকমের ধান পাইয়াছেন, তাহার এক একটা ধানের মধ্যে ৩, ৪, ৫ টা চাউল।

—ফ্রান্সের সহিত প্রশিয়ার যুদ্ধ ও ফ্রান্সের দুর্দ্দশার কথা আমাদের পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। মেট্জ নামক ফ্রান্সের একটী দুর্গ বেজিন নামক ফরাসীয় একজন সেনাপতি সসৈন্যে রক্ষা করিতে ছিলেন। প্রশিয়েরা এই দুর্গ জয় করিয়াই পারিস নগর অধিকার ও ফরাসীদিগকে অবনত করে। মেট্জ দুর্গ অধিকৃত না হইলে ফ্রান্স এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত না। কিন্তু সম্প্রতি বিচারে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে সেনাপতি বেজিন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মেট্জ দুর্গ প্রশিয়দের হস্তে সমর্পণ করেন। এই ভয়ানক অপরাধে বেজিনের প্রতি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হয়, কিন্তু ফ্রান্সের বর্ত্তমান অধিপতি মৃত্যু দণ্ড বিশ বৎসরের কারাবাসে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। বেজিনের বিচারে প্রকৃত বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ হওয়াতে ফরাসীরা আর এখন আপনাদিগকে তত অপমানিত বোধ করিতেছেন না।

২৫ এ পৌষ বৃহস্পতিবার।

ডেক্ আজিও ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে নাই। ইহা পুনরায় মান্দ্রাজে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন ভবিষ্যতে আর ভারতবর্ষে কামান প্রস্তুত হইবে না।

লার্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকট যাহারা সাক্ষ দিবেন তাহাদিগের সুবিধার্থ এই বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এপ্রেলের পূর্ব্বে সাক্ষ্য দিতে হইবে না। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে ইংলণ্ড যাইতে হইলে সাক্ষিদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইত, লাড নর্থব্রুক এপ্রেল মাসে সাক্ষ্য দিবার বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের পক্ষে

ভালই করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদিগের সাক্ষ্যে কি শুভ ফল হইবে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এদেশের বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল সম্প্রদায় আপনাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন, সাক্ষী শ্রেণীর মধ্যে এমন একটী লোক আমরা দেখিতে পাই না। ইংলণ্ডের সাধারণে এই সকল সাক্ষীকে যেন এদেশের প্রতিনিধি বলিয়া মনে না করেন।

কিছুদিন হইল বাল্যবিবাহ নিবারণার্থ আমেদাবাদে যে এক সভা হয় সম্প্রতি উহাতে আর একদল হিন্দু যোগ দিয়াছেন।

সর উইলিয়ম গ্রে জ্যামেকার গবর্ণর হওয়াতে রাজ্ঞী তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

গত শনিবার ঢাকা ও বুড়ীতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনের চর্চ্চ মিশনরি সোসাইটি বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ একটী ফণ্ড খুলিয়াছেন।

ব্রহ্মের প্রধানতম কমিশনর অনরেবল ইডেন সাহেব শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন।

১ লা জানুয়ারি হইতে বোম্বাইয়ে ট্রামওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি পোষ্ট আফিসের একটী চুরি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বাকুড়া ও রাণীগঞ্জের পোষ্ট আফিসের মধ্যে এই চুরি হয়। একশত টাকার ৮ খানি, ৫০ টাকার ২ খানি ২০ টাকার ১১ খানি অর্দ্ধ নোট এবং ১০ টাকার ৫ খানি অর্দ্ধ নোট সর্ব্বশুদ্ধ ১১৭০ টাকার নোট চুরি হয়। চোর ও নোট কিছুই ধরা পড়ে নাই।

গতকল্য বারাণসী হইতে সাহেবগঞ্জ পর্য্যন্ত আউড ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। সাহেবগঞ্জ হইতে আচারপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইতেছে, উহা আগামী মের পূর্ব্বে হইতেছে না।

গত শনিবার রাত্রিতে শ্রীরামপুরের নিকটে বোরা গ্রামে একজন চৌকিদার মাঠ হইতে ধান্য চুরি করিতেছিল, এমন সময় আর একজন চৌকিদার দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে কোন উত্তর না দেওয়াতে তাহার বাম উরুতে এক বর্সার আঘাত করে, আঘাতের কয়েক ঘণ্টা পরে উহার মৃত্যু হইয়াছে। আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজত দেওয়া হইয়াছে। এবিষয়ের বিচার হইতেছে।

২৬ এ পৌষ শুক্রবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, ঢাকা নগরের একজন প্রাচীন অধিবাসী মর্জ্জন সাহেব তত্রত্য মিটফোর্ড হাসপাতালের জন্য ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন

উক্ত পত্র বলেন, এক্ষণে ঢাকায় উত্তম চাউল ২।২॥০ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে। মোটা চাউল ২।২৶ মণ বিক্রীত হইতেছে। নূতন ধান্য এক টাকা মণ মধ্যবিধ ধান্য ৩৫ সের এবং উত্তম ধান্য ২৭ সের বিক্রীত হইতেছে। পুরাতন মধ্যবিধ ধান্য টাকায় ১৫ সের বিক্রীত হইতেছে। বোধ হয় এরূপ দশা দুই এক মাসের অধিক থাকিবে না।

২৭ এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৮১৫৯৪০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৪৯০০৪০ টাকা হয়। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৩৮৩৪০ টাকা এবং গত বৎসর ৩৯১২০ টাকা আয় হয়।

এখনও পর্য্যন্ত আসান্টিদিগের সহিত ইংরাজদের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। আসান্টিরা নদী পার হইয়া আসিয়াছে।

২৭ এ পৌষ শনিবার।

বর্দ্ধমানের সাংক্রামিক জ্বর বিষয়ে যিনি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে পারিবেন লার্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া পূর্ব্বে যে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, তদনুসারে অনেকে প্রস্তাব লিখিয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রস্তাব পরীক্ষার ভার বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনর ও মেডিকাল কালেজের প্রিন্সিপালের উপরে অর্পিত হয়। তাঁহাদের পরীক্ষায় একটী প্রস্তাবও উত্তীর্ণ না হওয়াতে লার্ড নর্থব্রুক দুঃখিত হইয়া বলিয়াছেন, বোধ হয় দ্বিতীয়বার বিজ্ঞাপন দিলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে এ নিমিত্ত পুনরায় ঐ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবারকার প্রস্তাবগুলিও প্রাগুক্ত পরীক্ষকদ্বয়ের নিকটে ১৮৭৪ অব্দের ১লা জুলাইর পূর্ব্বে প্রেরণ করিতে হইবে। আমাদিগের বোধ হয় সামান্য পুরস্কারের নিয়ম করাতে বহুদর্শী বিচক্ষণ ও প্রাচীন সম্প্রদায় এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন নাই, এই জন্যই অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ টমসন সাহেব আর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতেছেন না। তিনি স্বদেশে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া একজন সামান্য রেলওয়ে ক্লার্ক হন, পরে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এবং পরিশেষে ছোট আদালতের জজ হইয়া স্বদেশ গমন করিয়াছেন। ইহাঁর অধ্যবসায় ও ক্লেশসহিষ্ণুতাই এই উন্নতির মূল।

ইণ্ডিয়া আফিসে দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র সমূহের ইংরাজী অনুবাদগুলির কি গতি হয় টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ একজন সংবাদদাতা তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। সম্প্রতি দুই একখণ্ড অনুবাদের জন্য উক্ত আফিসে আবেদন করা হয়, আবেদনকারীকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় যে প্রাগুক্ত সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, অনুবাদগুলিতে অনেক গোপনীয় বিষয় আছে। আফিস হইতে সেগুলিকে অন্যত্র লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। অন্যত্র লইয়া যাওয়া দূরে থাকুক আফিসেরও কেহ তাহা দেখিতে পান না। সেগুলি ভারতবর্ষ হইতে যাইবামাত্র রেকর্ড আফিসে প্রেরণ করা হয়; তথায় সেগুলি বাতিল কাগজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাত্র। ইণ্ডিয়া আফিসে দেশীয় সংবাদ পত্রের এই দুর্গতি।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের অবস্থা।

গাজীপুর, মূল্য সমান রহিয়াছে ২০ এ ডিসেম্বরের পর আর বৃষ্টি হয় নাই। লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হয় নাই। বারাণসী—বৃষ্টি হয় নাই, হইবারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বরি

শস্য এত জলসেচন করা হইয়াছে যে এপর্য্যন্ত বৃষ্টির অভাবে কোন ক্ষতি হয় নাই। মৃজাপুর, মূল্য সমান রহিয়াছে। বৃষ্টি হয় নাই। দক্ষিণ দিকে বৃষ্টির অভাবে রবিশস্যের অনিষ্ট হইতেছে। পবলিকওয়ার্ক আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিম হইতে আমদানী চলিতেছে। গোরক্ষপুর, ২১ এ ডিসেম্বরের পর আর বৃষ্টি হয় নাই। এখনও রবিশস্যের অবস্থা ভাল। যদি ১০। ১৫ দিনের মধ্যে বৃষ্টি হয় শস্য উত্তম জন্মিবে। রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে মূল্য কতক কমিয়াছে। বস্তি, মূল্য সমান রহিয়াছে। রবিশস্যের অবস্থা উত্তম। কৃষকেরা প্রাণ পণে জল সেচন করিতেছে। আজিমগড়, মূল্য সমান রহিয়াছে, বৃষ্টির একান্ত আবশ্যক, জলসেচন চলিতেছে. এখন কষ্টবৃদ্ধি হয় নাই। জোয়ানপুর, মূল্য প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়। রবিশস্যের অবস্থা এখনও উত্তম আছে, অযোধ্যা হইতে কতক আমদানী চলিতেছে।

১৯ এ অবধি ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কয় দিবসের মধ্যে কলিকাতা হইতে ৯২০৫ ৮২ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে এবং ৬৮ ৯৬৯ মণ মাত্র আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রপ্তানী ও আমদানী অন্যান্য বণিকদিগের দ্বারা হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিজে প্রায় ১০০০০০০ মণ আমদানী করিয়াছেন। চট্টগ্রাম হইতে ১ লা নবেম্বর অবধি ১৫ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে প্রায়, ২৬০০০০ মণ শস্য বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য স্থানে নীত হইয়াছে আমদানী কিছুমাত্র হয় নাই। [illegible] হইতেও অন্যান্য স্থানে অনেক শস্য রপ্তানী হইয়াছে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে দ্বারা কলিকাতা হইতে এবং [illegible] হইতে প্রায় ১৩,[illegible] মণ শস্য আনীত হইয়াছে।

রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ১১৯০০০ মণ চাউল [illegible] জেলার ভিতর প্রেরিত হইয়াছে। কুষ্টিয়া এ [illegible] য়ালন্দ প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে ৮৫০০০ মণ চাউল রাজসাহী জেলার স্থানে স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

নৌকায় প্রেরণাদির সুবিধা না হওয়াতে অধিকাংশ স্থানেই গরুর গাড়ি দ্বারা বহন করা হইতেছে।

উড়িষ্যাতে তিন লক্ষ মণ চাউলের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে, তদ্ব্যতিরিক্ত সেখানকার কমিশনর আরও ১২৭০০০ মণ চাউলের যোগাড় করিয়াছেন। এই সমুদায় তণ্ডুল জানুয়ারি মাস শেষ না হইতে হইতে কলিকাতায় আনীত হইবে। গড় পড়্তা ২৮ আনার অধিক দর পড়িবে

বর্দ্ধমান ভিন্ন আর কোন স্থানের জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতেছে না। কিন্তু বিহারের নীলকরেরা যথেষ্ট উৎসাহের সহিত শস্যাদির আমদানী করিতেছেন। মুরসিদাবাদ পুটীয়া রাজসাহী এই কয়স্থানে চাউল ক্রয় করিয়া ক্রীত মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তঃপাতী বোবিলি নামক স্থানের রাণী বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার জন্য ৪০,০০০ মণ চাউল দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার একটী জমিদারীর ৯০০০০০ হাজার টাকা খাজনার মধ্যে ৪০,০০০ হাজার টাকা রেহাই দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

সর জর্জ্জ কাম্বেলের সহোদর চারলস কাম্বেল সাহেব ইংলণ্ডের টাইমস পত্রিকাতে নিম্ন লিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন—

"আমার ভ্রাতা সার জর্জ্জ কাম্বেল পদ ত্যাগ করিবেন বলিয়া আজিকার পত্রে আপনি যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এবিষয়ে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে তিনি [illegible]রূপ বিপদের সময় তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিতেন না। এরূপ বিপদের সময় তাঁহার মত একজন উৎসাহী এবং কার্য্যদক্ষ লোক যে শীর্ষ স্থানে আছেন ইহাও অনেক আশার বিষয়।

ফল কথা এই, গত জুন মাসে যখন [illegible]ক্ষের কোন কথা ছিল না তখন সার জর্জ্জ কয়েক মাসের জন্য পরিবারদিগকে দেখিবার জন্য ঘরে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কার্য্যের নিয়মানুসারে তাঁহার একবার এরূপ ছুটী পাইবার অধিকার আছে। ইহার কিছুদিন, পরেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার কিছুদিনের জন্য ঘরে আসিবার সংকল্প আরও দৃঢ় হয়। গবর্ণর জেনেরলও ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন। তাহার পর বর্ষা ভাল হইল না, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইল এবং শরীরের সেরূপ অবস্থায় কিরূপে এমন বিপদ নিবারণ করেন এবং কিরূপেই বা অনায়াসে ফেলিয়া আসেন এই চিন্তায় তিনি অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসকও বলিয়াছেন যে তিনি আর এক গ্রীষ্ম পর্য্যন্ত কার্য্য করিলে বাঁচিবেন না। এই কারণে পূর্ব্ব সংকল্প এক প্রকার অপরিবর্ত্তিত ছিল। আমি আজি তাঁহার এক খান পত্র পাইয়াছি তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

"ফেব্রুয়ারি মাসে ঘরে থাকিব ভাবিয়াছিলাম! কিন্তু এখন তাহা অনিশ্চিত। যত দিন কার্য্য করিবার সাধ্য থাকে ততদিন এখানে থাকিতে আমি প্রস্তুত আছি, লোকেরও ইচ্ছা যে আমি থাকি। এখন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে যে দণ্ডে আমার যাওয়া আবশ্যক হইবে তৎক্ষণাৎ আমার উত্তরাধিকারী কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন। এই বিপদের সমগ্র ভার লইয়া মরিতে হইবে না, অংশ লইবার লোক প্রস্তুত আছেন, এই চিন্তা করিয়াও আমার অনেক কষ্টের লাঘব হয়। আমার থাকা যদি অসম্ভব হয় ঘরে যাইতে পারি।"

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ জানাইবার জন্য তাঁহার পত্র হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়া গেল।

এখানে যে কি ঘটনা ঘটিবে, বাস্তবিক সে বিষয়ে আমি এখন কোন নিশ্চিত মত

স্থির করিতে পারি নাই। শস্যের অবস্থা যত মন্দ বোধ হয়, এ শতাব্দীতে এরূপ মন্দ অবস্থা কখনো হয় নাই; কিন্তু কয়েক বৎসর উত্তম চাষ হইয়াছে। আজিও শস্যাদির মূল্য অতিরিক্ত রূপ বাড়ে নাই। কত শস্য জন্মিয়াছে আমরা এখন জানিতে পারি নাই। আজিও আমরা বঙ্গদেশের এত অল্পই জানি যে অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। হয়ত একটু হইলে বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারি অথবা হয় ত একটুর অভাবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটিবে। অতএব আমরা আমাদের সাধ্যে যাহা আছে করিব, এবং কি হয় দেখা যাইবে।"

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরই যখন মত এই, তখন দূর দেশবাসী আমাদের মত ব্যক্তিদের মতের মূল্য নাই। আমি বহুদিন বঙ্গদেশে বাস করিয়া এবং অনেক দেখিয়া শুনিয়া যাহা জানিয়াছি তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি যে কেহ কেহ যে প্রকার আশঙ্কা করিতেছেন সেরূপ বিপদ ঘটিবে না। আমরা সহজে বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিব এবং কার্য্যদক্ষ গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিলে কি হয় দেখাইতে পারিব।

১৮৭১ সালের মার্চ্চ মাসে সার উইলিয়ম গ্রের নিকট কার্য্যভার লওয়া অবধি সার কিরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা যাঁহারা জানেন তাহারা আশ্চর্য্য হইবেন যে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় নাই কেন? যাহা হউক আমি আশা করি যে আগামী শীত কালে তাঁহার কিছু উপকার হইতে পারে এবং তিনি যত দিন না বিপদ কাটিয়া যায় ততদিন সুস্থ থাকিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন।

৮ ই ডিসেম্বর
১০ ইটনপ্রেস। } চারল্‌স ক্যাম্বেল।

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

"১। এস্থানে একে শীতকালে শীতের আধিক্য অধিক তাহাতে বড়দিনের দিন হইতে দুই দিন ধরিয়া যথেষ্ট বারিবর্ষণ হওয়াতে শীতটা গুরুতর বোধ হইতেছে, এই সময়ে এখানে বারিবর্ষণ হওয়াতে কৃষিকার্য্যেরও বিশেষ উপকার হইবে।

২। মুলতানস্থ কমিসরিএট আফিসের হেড আসিষ্টাণ্ট বাবু দীননাথ ঘোষ, যাঁহার বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তিনি এখান হইতে বদলি হইয়া গোয়ালিয়রে গিয়াছেন, তাঁহার গমনে মুলতানস্থ বঙ্গীয় সমাজ মস্তক শূন্য হইয়াছে। মুলতানের ন্যায় মিলিটারী ছাউনীতে যত গুলি বাঙ্গালী থাকে তাহার মধ্যে অধিকাংশই কমিসারিএট বিভাগের অন্তর্গত সুতরাং হেড আসিষ্টাণ্ট বাবুকে বিশেষ সম্ভ্রম করে। যাহা হউক, দীন বাবু বাবু নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ন্যায় ঘোষ নিয়ন্তস্থ বঙ্গীয় সমাজের উপকার করেন এই ইচ্ছা।

৩। বাঙ্গালিদের মধ্যে যিনি মদের দোকান ও হোটেল করিয়াছিলেন তিনি নানা প্রকারে বন্ধন জালে জড়িত হওয়া পাতক হইয়াছেন, দোকান ও হোটেল উঠিয়া গিয়াছে। এ সকল কার্য্য ভদ্র বংশীয় বাঙ্গালির সঙ্গত হইবে কেন?

৪। লাল নারায়ণ দাস নামক এক জন হিন্দুস্থানী এখানে সিবিল কার্য্যের জন্য এগ জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়াছেন। লোকটা উপযুক্ত ও ভদ্র বোধ হয়। ইঁহা দ্বারা পথ ঘাট প্রভৃতির বিশেষ শৃঙ্খলা ও উন্নতি হইবে। আমার বিশ্বাস যে ইউরোপীয় এঞ্জিনিয়ার অপেক্ষা দেশীয় এঞ্জিনিয়ার দ্বারা অনেক কার্য্য হয়।

৫। সিন্ধু উপত্যকার রেলওএ কার্য্য সত্বরতার সহিত চলিতেছে। বোধ হয় এক বৎসরের মধ্যে ভাগলপুরের নিকটস্থ শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত খুলিবে, অন্যান্য ডিভিজনেও খুব কার্য্য হইতেছে। মুলতানে টেস ও পঞ্জাবী কর্ম্মচারী অনেক জমিতেছে। এক এক ডিভিজনে প্রতি মাসে প্রায় লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে। যাহা হউক রেলওএ ও খাল খননে অর্থ ব্যয় হইলেও ভবিষ্যতে ইহাতে যে উপকার ও আয় হইবে তাহাতে অপব্যয় বলিয়া বোধ হয় না। বারিক নির্ম্মাণে যে অসংখ্য অর্থ ব্যয় হয় তাহার উপর ভবিষ্যতে আয়ের সম্ভাবনা নাই।

৬. ছাউনীতে ইউরোপীয় সৈন্য প্রভৃতির জন্য যে বেশ্যার মহল ছিল কিছু দিন হইল তথায় একটা হত্যা হওয়াতে প্রাচীর বেষ্টিত একটী সরাই মধ্যে সকল বেশ্যাকে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং যাহারা তথায় যায় তাহাদিগকে কতকগুলি নিয়মের অধীনে থাকিতে হয়, রাত্রি দশটার পর তথাকার দ্বার রুদ্ধ হয়, দ্বারদেশে একজন পুলিষের লোক থাকে, ইহাতে ভদ্র লোকদের অনেক শাসন হইয়াছে, লজ্জার ও প্রকাশের ভয়ে যাইতে পারে না। সর্ব্বত্র বেশ্যাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ও এইরূপ নিয়ম হইলে বড় উপকার হয়, ভদ্র লোকেরা তার যাইতে সাহস করে না।

৭ মুলতানের লোকের বড় ইচ্ছা ছিল যে কেশব বাবু এখানে একবার আসেন, না আসাতে অনেকে নিরাশ হইয়াছে। বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন সরল ভক্ত ব্রাহ্ম এখানে আছেন, তিনি বক্তৃতা প্রভৃতিকে আর ধর্ম্ম প্রচারের উপায় স্বীকার করেন না। ইহাতে কতকগুলি উলুবনে মুক্তা ছড়াইবার ন্যায় হয়, অনেকের বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়, অনেকের হৃদয় সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী ফল হয় না। স্থায়ীফল উৎপাদন করিবার জন্য সাধন প্রকরণ ও পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের আচরিত উপাসনা প্রণালীর আবশ্যকতা, বহুল পরিমাণে প্রচারের চেষ্টা করিলে হৃদয় আধ্যাত্মিক ভাবের ভাবুক হইতে পারে ও শুষ্কতা চলিয়া যায়, তবে বক্তৃতায় যে উপকার নাই তাহা নহে ইংলণ্ড ও ইউরোপীয় অন্যান্য দেশে অন্তর্দৃষ্টি ও প্রকৃত যোগের যে অভাব আছে তাহা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কেশব বাবু যে ইংলণ্ডীয় সভ্যতার মধ্যে এত আদৃত ও মান্য হইয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে কেশব বাবুতে যাহা আছে তাহা ইংলণ্ডস্থ বড় বড় পাদ্রী ও ধর্ম্ম প্রচারকদিগের নাই অর্থাৎ

সরল ভাব ও "অন্তর্দৃষ্টি" ব্রাহ্ম জগতে ও অন্যান্য অনেক ধর্ম্ম জগতে আজ কাল যেরূপ শুষ্কতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব দেখা যায় তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে পাছে অনাবৃষ্টির জন্য অন্তর্জগৎ শুষ্ক ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হয়। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকে কেদার বাবুকে কর্ত্তাভজা মনে করেন কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া দেখিলাম ইহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিপরীত ত কিছুই দেখিলাম না বরং ব্রাহ্মধর্ম্মের সারভাগ ইহাতে অনেক দেখিয়া শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করিলাম।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনকার বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকায় নিম্নস্থ বিষয় প্রকটিত করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রঃ—ওকালতি ব্যবসায় একটী মহৎ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়। এ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানবান বুদ্ধিমান ধনবান এবং ভদ্র হওয়া উচিত; কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের লোক নিরন্ন হইলে, ভদ্র থাকিতে পারেন না, দরিদ্রতা সকল গুণকে অপলাপ করে, সুতরাং ওকালতি ব্যবসায়িগণের সচ্ছলতার সদুপায় নির্দ্ধারণ করা সমাজের কর্ত্তব্য। সম্প্রতি উকীলের এত ছড়া ছড়ী হইয়াছে, যে এরূপ অবিশ্রান্ত উকীলের সৃষ্টি হইলে, মোক্তারি অপেক্ষাও ওকালতি অধম্য ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইবে, এ ব্যবসায়ের যে কিছু গৌরব আছে তাহার লেশ মাত্রও থাকিবেক না।

দ্বিঃ—সকল বিষয়ের একচেটিয়া ভাল নয় বটে, কিন্তু এত বাড়া বাড়িও ভাল নয়।

সম্প্রতি কি হাইকোর্ট কি মফস্বল কোর্ট সকল স্থানে উকিলের এত ছড়া ছড়ী হইয়াছে, যে এ ব্যবসায়ে প্রবেশ করা ঘৃণার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যদিও অনেকে বলেন, যে ওকালতি স্বাধীন ব্যবসায়, মনুষ্যের রুচির উপর ইহা নির্ভর করে। এত লোক কেন এ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে চান? গবর্ণমেণ্টের ইহার সহিত কোন সংশ্রব নাই। লোকে নিজে বুঝিয়া সুঝিয়া কেন কাজ করেন না? আমি বলি, এটী অন্যায় যুক্তি, সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খলতা কি বিশৃঙ্খলতার ভার গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পিত রহিয়াছে। কোন বিষয় গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ব্যতীত (বিশেষতঃ রাজকীয় বিষয়) পরিশুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন কেন থাকিবেন? এবং যখন ব্যবহারাজীবগণের দ্বারা দেশের একটী মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে, তখন সে দলের অঙ্গ সৌষ্ঠব পুষ্টিবর্দ্ধনও গবর্ণমেণ্ট কেন করিবেন না? না করেন গবর্ণমেণ্টের দোষ, সম্পূর্ণ দোষ তাহা একশত বার বলিব। আমরা গবর্ণমেণ্টকে এরূপ অনুরোধ করি না যে গবর্ণমেণ্ট নিজ ভাণ্ডার হইতে ইহাদিগকে অর্থ সাহায্য করুন, কিন্তু ইহা অবশ্য করিতে পারেন, যে যেখানে যত ব্যবহারাজীবের প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত লোকের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। আমি স্বীকার করিলাম, যে স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবেশাধিকার রহিত করা, একটু কাঠিন্য হয়, কিন্তু ধন সম্বন্ধে যখন রাজা, সকল প্রকার প্রজার ধনের রক্ষাকর্ত্তা, তখন তাহাদের অবস্থার উৎকর্ষ না করিয়া অপকর্ষ করা রাজার ধর্ম্ম নহে। এত অধিক সংখ্য লোককে অনর্থক প্রবেশাধিকার দিয়া তাহাদের ভরণ পোষণ, আর মর্য্যাদার কোন উপায় উদ্ভাবন না করিতে দেওয়া অপেক্ষা কিছুদিন প্রবেশ দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া সময়ানুসারে প্রবেশ করিতে দেওয়া অতিশয় ন্যায় যুক্তি, গবর্ণমেণ্ট যখন এত কড়াকড়ি করিয়া পরীক্ষা লইতেছেন, ছাত্রাবস্থা হইতে প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত বৎসরে বৎসরে ফি লইতেছেন, তখন তাহাদের ভরণ পোষণের উপায় না করা কোন্ ভদ্রতার কাজ!!! বিশেষতঃ যখন গবর্ণমেণ্ট ওকালতি কাজকে একটী বড় কাজ বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা করেন, এবং ভদ্র বিদ্বান ও ধার্ম্মিক লোককে এ দলে চান, তখন তাহাদের আয় ইত্যাদির পক্ষে দৃষ্টি না রাখা, কতদূর অন্যায় কাজ হইতেছে? যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মুনসেফী, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী অপেক্ষা ব্যবহারাজীবের অধিক উপযুক্ত লোক হওয়া অত্যাবশ্যক, তখন তাহাদের আয় তদপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ না হইলে কিরূপে ভদ্র লোক ব্যবহারাজীব হইতে পারে? ব্যবহারাজীব মাত্রেরই নূতন নূতন পুস্তক ও নানারূপ ব্যয় বাহুল্য আছে সেরূপ আয় না হইলে, কিরূপে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সুতরাং কাজে কাজেই ব্যবহারাজীবগণকে অসৎ পথে পদ চালনা করিতে বাধ্য হইতে হয়। এজন্য আমরা সানুনয় প্রার্থনা করি, যে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আবশ্যক না হইলে, নূতন ব্যবহারাজীবগণকে প্রবেশাধিকার না দেন এবং একটী একটী কোর্টের জন্য ব্যবহারাজীববর্গের একটী সংখ্যা স্থির করুন।

ত্রিঃ—ওকালতি পরীক্ষার পূর্ব্বে ভদ্রতা, বংশ মর্য্যাদা ইত্যাদির কোন পরীক্ষা হয় না। যদিও পরীক্ষার নিয়মে তাহা দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য যাহাদের কোন কাজ কর্ম্ম নাই তাহারাই ওকালতির পরীক্ষা দিয়া বেড়ায়। কোথায় ভদ্র বিদ্বানগণ ওকালতী পরীক্ষা দিবেন, না, ভব ঘুরে ঘুঁট আগুরে নিকর্ম্মা লোক সকল ওকালতি পরীক্ষা দিয়া এ ব্যবসায়কে কলঙ্কিত করিতেছে। আমাদের বিবেচনায় আর কমিটির পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, এবং মোক্তারির পরীক্ষাতেও কাজ নাই, দুইটী শ্রেণী করিলেই যথেষ্ট হইবেক। এক জুনিয়র, দ্বিতীয়, সিনিয়র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ক্লাস ভিন্ন আর কোন ব্যক্তির পরীক্ষা না লওয়া হয়। যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবেন তাঁহারা সিনিয়র হইবেন, এবং যাহারা নিকৃষ্ট হইবেন তাহারা জুনিয়র হইবেন, সিনিয়র প্লীডরগণ প্রথমতঃ জেলার ডিষ্ট্রিক্ট জজ ও সবজজের কোর্টে ওকালতি করিয়া ক্রমে হাইকোর্টে যাইবেন। সেইরূপ জুনিয়রগণ প্রথমে মুনসেফী ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী ও কালেক্টরী জমারী প্রভৃতিতে ওকালতী করিয়

ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা ক্রমে নিয়ম্ প্রেত নাম করিয়া নিমিয়ম্ হইবেন। তাহা না হইলে একালতীর ভদ্রতা নাই।

মহাশয়! এস্থানের বহুতর ভদ্র লোক সাতগাছিয়া হইতে ভাটকাট পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুতের নিমিত্ত মহামান্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন, তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে " আপনাদের প্রার্থনানুসারে কর্ত্তব্যাবধারণ নিমিত্ত নক্সা সমেত আবেদন পত্র বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর সাহেবের নিকট ফরওয়ার্ড করিলাম "। যাহা হউক মহামান্য মহাশয় যথেষ্ট অনুগ্রহের সহিত যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়াছেন। এক্ষণে বর্দ্ধমান বিভাগের মাননীয় শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব বাহাদুর যদি এস্থানবাসী প্রজাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই কীর্ত্তি উপলক্ষে তাহাদিগকে উপস্থিত দুর্ভিক্ষরূপ মহামারী হইতে রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমাদের মত্ন সকল ও অভিলাষ পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয়তঃ তত্রস্থ সুযোগ্য যশস্বী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহোদয় যথেষ্ট মনোযোগের সহিত প্রজার রক্ষার উপায় অবধারণ করিতেছেন এবং কোন স্থানে কি উপায়ে প্রজাগণ রক্ষা পাইতে পারে; ইহা পরিজ্ঞান জন্য স্থানে স্থানে পরিভ্রমণও করিতেছেন। খড়ি হইতে ব্রাহ্মণী নদী পর্য্যন্ত প্রায় ২ ক্রোশ দীর্ঘ এক খাল খনন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহাতেও অনেকের রক্ষা হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা চাউলের মূল্য স্থানে স্থানে বৃদ্ধি দেখিতেছি। আবার ভিন্ন ভিন্ন মহকুমার গ্রাহকেরা আসিয়া আরও বৃদ্ধি করিতেছে। শুনিলাম ওকড়াহার কোন চাষার বাড়ীতে কএক জন বেপারী স্বয়ং বিচালী ঝাড়িয়া টাকায় ॥৫ সের ধান্য ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বোধ ছিল, কাটোয়া মহকুমা অপেক্ষা কৃত ভাল থাকিবে; কিন্তু ভাব গতিক দেখিয়া বিবেচনা হইতেছে, সকলেরই প্রায় এক দশা উপস্থিত হইবার উপক্রম। উপসংহারে বক্তব্য এই প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্টের কৃপাকটাক্ষ ব্যতীত অন্যতর উপায় নাই।

শ্রীবাটী }
১২৮০ }

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আমাদের দেশহিতৈষী লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ত দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য নানা উপায় করিতেছেন। স্থানে স্থানে চাউল প্রেরণ করিতেছেন। এখানেও প্রায় দুই হাজার মণ চাউল আসিয়াছে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের প্রতি যে পুলিষের অত্যাচার তাহা নিবারণের উপায় কি স্থির করিলেন? এখানে পল্লিগ্রামের চৌকি[illegible] সকলেই অবগত আছেন। [illegible] তুপ। তাঁহারা কয়েক দি[illegible] কবারের এজাহার [illegible] চালান হয়, সরেজমিন তদন্ত [illegible] মাত্রে প্রমাণ ছিল না। পুলিষের এমনি মোহিনী শক্তি যে তাহাকে মুঙ্গের [illegible] যাইতে এরূপ কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় যে আদালতে যাইয়া স্বীকার করিয়াছে আমার ঘরে খাদ্য দ্রব্য কিছুই না থাকায় আমি চুরি করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু এমত শুনা যায় যে সেই রাত্রে চৌকিদার তাহাকে তাহার ঘর হইতে ধরিয়া আনে। অল্পবুদ্ধি লোক তাহাতে আবার লাল পাকড়ি সঙ্গে। শুনিলাম যে বেত্রাঘাতের হুকুম হইয়াছে।

মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত খাগড়িয়ার নিকটবর্ত্তি চেরাখেরা নামক নদীতে একটী লোকে দুইটী কুম্ভীর ধরিয়া মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পুরস্কারের প্রত্যাশায় গাড়ি করিয়া লইয়া গিয়াছে। একটী লম্বা ১২ হাত আর একটী ১১ হাত। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দেয় পুরস্কার পশ্চাৎ লিখিব

খাগড়িয়া } শ্রীনীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়
২৬ এ ডিসেম্বর। }

সম্পাদক! পুলিসে, স্বাধীন সৎস্বভাব, নিরপেক্ষ, লোক হিতৈষী, লোক প্রিয় লোকের অভাব সম্বন্ধে সময়ে সময়ে প্রায় সকল সংবাদপত্রে এবং সকল সমাজেই অনেকানেক কথা শুনা যায়। অমুক পুলিস অমুক কুকাজ করিয়াছেন, এই দৃষ্টান্ত ভিন্ন কোন পুলিস অমুক ভাল কাজ করিয়াছেন, এ উল্লেখটী প্রায় বিরল। সৎকাজ ও সদনুষ্ঠান করিয়া যথোচিত উৎসাহিত হইলেই সৎকার্য্য এবং সদনুষ্ঠান কর্ত্তাদের অভিনীত বিষয়ে অধিকতর অনুরাগ জন্মে এবং একের যশোবর্দ্ধন দেখিয়া অন্যের যশোলালসা বলবতী হইয়া উঠে। সংবাদ পত্রই সেই যশোঘোষণার একমাত্র সুলভ উপায়। আমি সেই অভিপ্রায় ও ভরসায় সুযোগ্যতা, কর্ম্মদক্ষতা, নিরপেক্ষতা এবং পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন কয়েকটী পুলিসকর্ম্মচারী মহোদয়গণের যথা জ্ঞান গুণকীর্ত্তন করণাশয়ে [illegible] শয়ের জগদ্বিখ্যাত পত্রিকায় পৃষ্ঠৈকপার্শ্ব মাত্র প্রার্থনা করিতেছি, অনাবশ্যক বিবেচনা না হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত কএক পংক্তি যথাস্থানে প্রকটিত করিলে সকল মনোরথ হইব।

মহাশয়! আমি এই মালদহ জেলায় আজ কাল দেখিতেছি এবং বিশেষ পরিচয়ও পাইয়াছি যে, মালদহ পুলিসে ভাল লোকের অভাব বড় নাই। সদর মফঃস্বল উভয় স্থলেই ভাল ভাল লোক আছেন। বাবু ব্রজসুন্দর মৈত্রেয় মহাশয় (ইন্স্পেক্টর) সুযোগ্যতা, কার্য্যপটুতা ও নিরপেক্ষতা গুণে সদর ষ্টেসনকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইনি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে যথারীতি আবদ্ধ থাকিয়াও সম্প্রতি একটী অসাধারণ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছেন এবং ভরসা হইতেছে ভবিষ্যতেও করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। তাঁহার প্রণীত " ব্রহ্মাণ্ড নিরুক্তী " ই তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল।

মৌলবি এলাহিবক্স (ইন্স্পেক্টর) মফস্বলে আছেন। ইনি যখন যেখানে থাকেন তত্রত্য লোকদিগের এমনি প্রেম ও অনুরাগের ভাজন হইয়া উঠেন যে তাঁহার পদ,

লির কথা তাহাদের শোকের কারণ হইয়া পড়ে। ইনি উৎকোচ গ্রহণকে "তোবা" করিয়াই পুলিসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইনি কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজে সুশিক্ষিত। ইহাঁর বিদ্যানুরাগ ও পরোপকার ইচ্ছা যে বিলক্ষণ আছে, কালিয়াচক স্কুল এবং ডাকঘর অদ্যাপি তাহার পরিচয় দিতেছে। মহাশয়! এই বিদ্যালয়টী স্থাপনজন্য মৌলবী সাহেব যতদূর কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিত বলিতে গেলে অনেক হইয়া পড়ে ভাবিয়া এক মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি যে, পল্লি গ্রাম (বিশেষতঃ মালদহ জেলায়) যত কষ্টে এবম্বিধ সৎকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইনি ত তার কিছু বাকি রাখেন নাই। দ্বারে দ্বারে প্রকৃত প্রস্তাবে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, বর্ষাগমে স্থানে স্থানে জানু পর্য্যন্ত জল সন্তরণেও পরাঙ্মুখ হন নাই।

মফস্বলে আরও একজন সুযোগ্য পুলিস দেখা যাইতেছে। ইহাঁর নাম বাবু ব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়। ইনি কালিয়াচক থানার সব ইন্‌স্পেক্টর। ইনিও মৌলবি সাহেবের ন্যায় ন্যায়পথ প্রিয় নিরপেক্ষ ও পরহিতৈষী ব্যক্তি। সদনুষ্ঠানে সর্ব্বাপেক্ষা ইহাঁর অনুরাগ বেশি দৃষ্ট হইতেছে। ইনি কার্য্যপটুতা সম্বন্ধে আপন উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট বিশেষ প্রতিপন্ন রহিয়াছেন। ইহাঁর সুশাসনে এতদঞ্চলের জমিদারদিগের মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত এখন ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া আসিতেছে। চৌর্য্য ডাকাইতির কথাও কম শুনা যায়। অনেক প্রসিদ্ধ চোরকে ও বদ্‌মাইসকে ইনি শ্রীঘরে পাঠাইয়াছেন। ইহাঁর কর্ত্তৃক ধৃত ও প্রেরিত কতকগুলি ডাকাইত সেসন্‌জজের বিচারে ১০ বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহ কারারুদ্ধ হইয়াছে।

ইনি কালিয়াচকে আসিয়া অবধি এতদঞ্চলের নানা উপকার সাধনে তৎপর হইয়াছেন। মৌলবি সাহেবের স্থাপিত বিদ্যালয়টী [illegible] সুরগী টৈমঃ জে, জে, গ্রে সাহেব [illegible] যত্নে চলিয়া আসিতে ছিল। তিনি কালিয়াচক পরিত্যাগ করিয়া গেলে মহেশপুরের রাজা শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সিংহ বাহাদুরের অল্প সাহায্য ভিন্ন টাকার অসংস্থান বড় না থাকিলেও সুযোগ্য সম্পাদকের অভাব হইয়া পড়ে। সব ইনস্পেক্টর ব্রজ বাবু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়া নানা প্রকারে বিদ্যালয়টীর উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। এই বৎসর মধ্যে ছাত্র বৃত্তির পরীক্ষার্থী ৫ জন বালক উঁহার এই স্কুলে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাহাদিগের পাঠ্য পুস্তক ও বেতন তিনি স্কুল-ফণ্ড হইতে দিবেন. অঙ্গীকার করিয়াছেন। ব্রজলাল বাবুর যত্নে এতদঞ্চলে আর ২। ৩ টী সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি একটী সর্কেল স্কুল খুলিবার চেষ্টায় বিশেষ যত্নবান রহিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ ইনি কালিয়াচকে একটী "দুর্ভিক্ষ নিবারণী" সভা সংস্থাপিত করিয়া প্রায় ৩০০ শতাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন. এবং সমধিক সংগৃহীত হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই পরিমাণে সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, এই চেষ্টায় এখন নিরন্তর ব্যস্ত আছেন। এই সভার সম্পাদকীয় ভার সব্ইনস্পেক্টর বাবু নিজে গ্রহণ করিয়াছেন।

এ অঞ্চলের কি জমিদার কি প্রজা সকলেই ইহাঁর নিরপেক্ষতা ও স্বার্থ শূন্য পরোপকারিতা গুণে [illegible] হইয়াছেন। সকলেরই প্রার্থনা যে [illegible] কালিয়াচক হইতে শীঘ্র স্থানান্তরিত না হন। ইহাঁ হইতে আরও অনেক [illegible] ও উপকারের প্রত্যাশা আছে।

কালিয়াচক
২ রা জানুয়ারি। [illegible]

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস—কলিকাতা ৫॥
" " অমৃতলাল বসু—কলিকাতা ১০
" " দীননাথ পাল - চিলমারি ১০
" " গোপালচন্দ্র সিংহ রায়
বাঘালপুর ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ⁄১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। ১০ সংখ্যা।

" প্রবক্তনা পরানিচ্ছিনায় পার্থিবঃ নস্যনা অনিমন্ত্রী ন ছায়না

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

১২৮০। ৭ ই মাঘ। ইং ১৮৭৪। ১৯ এ জানুয়ারি

মফস্বলে মাস্থল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

—•—

আমার পিতা ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐসকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, ক্ষয় কাশ শূল ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদনী পুর গবর্ণমেন্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মৃজাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারায় চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে, আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রী উপেন্দ্রনাথ পাল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত দ্বিতীয় চরিতাষ্টক মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল ৶০ ইহাতে এদেশীয় প্রধান প্রধান আট জনের জীবন চরিত আছে। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রিট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—ঃ০ঃ—

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান সুশ্রুত নামক গ্রন্থ যাহা কলিকাতা বহুবাজার ভিক্টোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড বাহির হইতেছে তাহার মূল্য স্বাক্ষরকারির পক্ষে প্রতি ফরমা /০ এক আনার হিসাবে; একখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমায় ১৫ তিন পাই হিসাবে প্রতি খণ্ডের মূল ৶০ তিন আনা। মফঃস্বল গ্রাহকগণকে মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে, এবং প্রতি খণ্ডে /০ এক আনা করিয়া ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

—ঃ০ঃ—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৶০ ডাকমাস্থল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

•০—

মেলেরিয়ানাশক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধি দ্বারা মেলেরিয়াজনিত প্লীহা, যকৃত, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অযথা কুইন ইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ।।০ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
সুবরবন মেডিকেলহাল
ভবানিপুর, কলিকাতা

——

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাস্থল ।।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাস্থল ।।৶০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাস্থল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।।০ ডাক মাস্থল ।৴০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাস্থল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাস্থল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপা খানা।
কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর
পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময় দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপনা হয় তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্ম দাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচেরও সময়ের নিয়মাদী অবগত করা যাইতে পারে; মাশুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ইষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷৷০ উঁহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা
লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

যিনি ত্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান-রত্নাকর ও পরমার্থ-বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফস্বলের আদালত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন তাঁহাদিগের পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে বোর্ড অব এক্জামিনার্স নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯ এ অক্টোবর এবং ২৬ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের লেপ্টনন্ট গবর্ণর যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা যদি হাইকোর্টের ১৫ ই সেপ্টেম্বরের প্রকাশিত নিয়মানুসারে আসল সার্টিফিকেট প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১৮৭৪।১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে উক্ত বোর্ডে সেক্রেটারির নিকট ঐ সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন। আসল হইলে ভাল হয় তবা কোন বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারির স্বাক্ষর সমেত নকল পাঠাইলেও চলিবে।

যে লেফাফাতে সার্টিফিকেট থাকিবে তাহার পৃষ্ঠে যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপনার নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেন।

যে সকল পরীক্ষার্থির আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে জানুয়ারি মাসের শেষে কলিকাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর ওকালতি ও মোক্তারি পরীক্ষার্থীদিগকে স্মরণ করান যাইতেছে যে তাহাদিগকে বোর্ড অব এক্জামিনারের নিকট হইতে তাহাদের আবেদন যে গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার এক একখানি সার্টিফিকেট এবং জেলা ট্রেজরি হইতে তাহারা যে কি জমা দিয়াছেন তাহারও এক একটী সার্টিফিকেট লইয়া পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। এক এক খানি ষ্টাম্প সহিত আমি লেফাফা পাঠাইলে তাঁহাদিগের সার্টিফিকেট গুলি পুনর্ব্বার ফিরিয়া দেওয়া যাইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী উচ্চ শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবেন তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণমেন্ট ট্রেজরি হইতে কি জমা দিবার এক এক খানি সার্টিফিকেট লইয়া এক্জামিনার দিগের নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সার্টিফিকেট প্রত্যর্পণ করা হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫।২৬। ২৭।২৮ শে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

সিসিল ক্যাকসন
বোর্ডের সেক্রেটারি

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
বরণ এণ্ড কোং
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট।

মেদিনিপুর বাঁধের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মৌসমিন শালের স্কান্টলিং আবশ্যক হই য়াছে। যাহাঁরা তাহা যোগাইবার জন্য টেণ্ডার করিতে চান তাহাঁরা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে করিবেন।

এক দিকে, দীর্ঘে ৯ ফুট ১১ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ৫৪০ খান আর এক দিকে দীর্ঘে ৯ ফুট ১১ এগার ইঞ্চ ও প্রস্থে ৭॥ ফুট ৫ ইঞ্চি পরিমাণের ১৫০ খান।

পূর্ব্বোক্ত স্ক্যান্টলিং সকল কন্ট্রাক্টের তারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনী পুরে পৌছাইয়া দিতে হইবে। কিরূপে এবং কি রীতিতে টেণ্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবে। কিন্তু এক টাকা ফি জমা দিতে হইবে। টেণ্ডার কারীদিগকে টেণ্ডারের সহিত ১০০ একশত টাকা বায়না স্বরূপ দিতে হইবে।

মেদিনীপুর ৯ ই জানুয়ারি ১৮৭৪ } জেমস কিস্বান একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কশী ডিবিজন।

—

চতুশ্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ ই মাঘ শুক্রবার চতুশ্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকালে ৮ ঘন্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এবং সায়ং কালে ৭ ঘন্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

—

নূতন মুদ্রিত।

স্কুলের ছাত্র দিগের ব্যবহারোপযোগী এক খানি ইংরেজ ভূগোল, অতি অল্প দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে, এই গ্রন্থ খানি অপরাপর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে, ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিক পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী থেকার স্পিঙ্ক কোম্পানির দোকানে স্কুল বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ।

৭ ই মাঘ সোমবার।

কলিকাতার উপবিভাগের মিউনিসিপালিটী স্থির করিয়াছেন যে উঁহারা উপবিভাগ সকলের অধিবাসিদিগের শিক্ষারজন্য ১৮৭৪ ও ৭৫ সালে ৬০০০ ছয় সহস্র টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবেন। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ইংলিসমান এই উপলক্ষে একটী উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন, খিদিরপুর প্রভৃতি স্থানের কারখানা সকলে যে সকল দরিদ্র বালক মজুরের কার্য্য করে, এই অর্থ তাহাদের শিক্ষার জন্য নিয়োজিত করিলে ভাল হয়। ইংলণ্ডে দরিদ্র বালক দিগের, বিশেষ শ্রমজীবি বালকদিগের শিক্ষার নানা প্রকার উপায় আছে। দেশের ধনশালী ও সহৃদয় ব্যক্তিরা প্রচুর পরিমাণে সেই সকল বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং অতি সুশৃঙ্খল রূপেই তাহাদের কার্য্য চলিয়া থাকে। ইংলণ্ডের শ্রমজীবী শ্রেণী যে দিন দিন এত উন্নত হইতেছে এই সকল উপায়ই তাহার এক প্রধান কারণ। আমাদের দেশের ধনীরা আজও সেরূপ মুক্তহস্ত হইতে শিক্ষা করেন নাই। তাঁহাদের বদান্যতার উপর এ সকল কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া বসিয়া থাকিলে সে আশা পূর্ণ হইতে বহুবিলম্ব হইবে। মিউনিসিপালিটী সকল [illegible] বয়ে অগ্রসর হন এবং গবর্ণমেন্টও যদি কিছু মনোযোগী হন তাহা হইলে সময়ে দেশীয় বদান্যতাও অগ্রসর হইয়া হস্ত প্রসারণ করিতে পারে। আমাদের দেশের শ্রমজীবীরা সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত থাকিয়াও যে প্রকার কৌশল ও পটুতার সহিত কার্য্য করে শিক্ষা লাভ করিলে যে সেই সকল কার্য্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লণ্ডন স্কুল বোর্ড লণ্ডনের দরিদ্র সন্তানদিগের জন্য যে কার্য্য করিতেছেন সুবার্ব্বন মিউনিসি পালটী যদি উপবিভাগের দরিদ্র ও শ্রমজীবীদের সন্তানদিগের জন্য তাহা করেন তাহা হইলে বিশেষ সুফল ফলিবে। অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর বালক দিগের জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এই অর্থ সে সম্বন্ধে ব্যয় করিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই।

আমরা শুনিলাম যে কয়েক বৎসর অবধি জয়নগর মিউনিসিপালিটীর যে অর্থ জমিয়া আসিতেছে সেখানকার মিউনিসিপালিটী নাকি তাহাতে জয় নগর স্কুলের জন্য একটী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিবার সংকল্প করিয়াছেন। এ প্রস্তাব মন্দ নহে। স্কুল বাটীটী যেরূপ জীর্ণ সেখানে আর স্কুল রাখা কর্ত্তব্য নহে। আমরা এই সৎপ্রস্তাবের জন্য মিউনিসিপালিটীর কমিটীও সভাপতিকে প্রশংসা করি। কিন্তু মিউনিসিপাল আইনে দেশের যে যে উন্নতির কথা আছে স্কুলবাটী নির্ম্মাণ করা তাহার অন্তর্গত কি না অগ্রে জানা কর্ত্তব্য

সার জর্জ ক্যাম্বেল [illegible] দেশীনগের [illegible]।

এদেশীয়দিগকে আত্ম শাসন শিক্ষা দেওয়া সার জর্জ ক্যাম্বেলের একান্ত ইচ্ছা বস্তুতঃ এইরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি অদ্যাবধি সেই

উদ্দেশ্য সিদ্ধির কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এই প্রশ্ন উদিত হইলে নিম্ন লিখিত কয়টী বিষয় স্মরণ হয়। প্রথম মিউনিসিপাল কমিটী (২য়) রোড সেস কমিটী (৩য়) বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটের প্রথা। এই কয়টীই তাঁহার অতি প্রিয় পদার্থ। এগুলি দ্বারা বাস্তবিক যে দেশের কোন উপকার হয় না এবং হইবে না তাহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নয়। এই সকল ভার প্রাপ্ত হইলে অনেক স্বার্থ-নিরত ও আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিকে যে দেশের হিত চিন্তাতে নিযুক্ত হইতে হইবে; বুদ্ধি পরিচালনা করিতে হইবে এবং তদনুসারে যোগ্যতার ও বৃদ্ধি হইবে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সম্যক স্বাধীনতার অভাবে এবং উপযুক্ত লোক নিয়োগের অভাবে এ সকল অধিকাংশ স্থলের ক্রীড়ার বিষয় হইয়া পড়ে। কমিটীর অনেক সভ্যই প্রায় সাক্ষীগোপালের ন্যায় বসিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যতদিন নিজের কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা সভ্য মনোনীত করিবেন ততদিন এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহা না করিয়া যদি প্রজাদিগকে লোক মনোনীত করিতে দেন তাহা হইলে এদোষ অনেক নিবারণ হইতে পারে। এবিষয়ে অদ্যাবধি যতটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে তাহাতে সুফল ভিন্ন কুফল উৎপন্ন হয় নাই। শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর সভ্য নিয়োগ করার যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে ত বিলক্ষণ কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া লোক মনোনীত করিয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যা বুদ্ধির জন্য পরিচিত হউন আর না হউন তাঁহারা দেশবাসিদিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই তাঁহারা যে কার্য্য করিবেন দেশের লোকদিগের মঙ্গলের জন্যই করিবেন এরূপ বিশ্বাস থাকা কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অল্প লাভের বিষয়? আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে লোকে সচরাচর মনে করে যে পূর্ব্বোক্ত কমিটী সকল গবর্ণমেণ্টের অধিক ট্যাক্স লইবার উপায়ান্তর মাত্র। কিন্তু এ প্রকার উপায়ে লোকের সে সংস্কার ক্রমে দূর হইবার সম্ভাবনা। আমরা অনুরোধ করি অপরাপর স্থানে ক্রমে এই উপায় অবলম্বিত হউক। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থান সকল অপেক্ষাকৃত সভ্য ও জ্ঞানালোক সম্পন্ন সেখানে সাধারণ লোকের মত গ্রহণ করিলে কার্য্য হইতে পারে অপরাপর স্থানে এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে সম্যক ফললাভের সম্ভাবনা নাই, ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে যেখানে যেখানে মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত হইয়াছে সেসকল স্থানে প্রায় ভদ্রও অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকের সংখ্যাই অধিক।

দ্বিতীয়তঃ অতি অল্পেই এই সকল কমিটীর উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদিগকে একবার বুঝাইয়া দিলে তাহাদের বিরক্তির অনেক হ্রাস হয় এবং তাহারা আপনাদের বিশ্বাস যোগ্য লোক মনোনীত করিবার জন্য ব্যগ্র হইতে পারে। শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর সভ্য মনোনীত করা দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি এবং এই প্রণালী সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইলে পর দেশের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে।

—

নূতন সবরেজিষ্ট্রার নিয়োগের প্রণালী।

প্রজাগণের শিক্ষারজন্য রাজা দায়ী কি না, এবিষয়ে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের ধন, মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজা যে সম্পূর্ণ দায়ী তাহাতে আর অণুমাত্র ও সন্দেহ নাই প্রকৃতি পুঞ্জের শিক্ষার উপায় বিধান করা, গবর্ণমেণ্ট একদিন অনুগ্রহের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, এবং সেই জন্য প্রজাদিগকে ব্যয়ের অংশী হইতে অনুরোধ করা ও তত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য বোধ হইতে না পারে, কিন্তু সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, অন্যায় নিবারণ পূর্ব্বক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য; এবং এই সকল কারণে প্রজাদিগকে ব্যয়ের অংশী করা কোন মতেই যুক্তি-সিদ্ধ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে বর্ত্তমান শাসন প্রণালী অনুসারে সেই যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যটী ভুরি পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

একটী অন্যায় নিবারণের আশায় বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলে একজনকে এত প্রকার অনর্থক ব্যয় স্বীকার করিতে হয় যে সে প্রকারে সুবিচার লাভ করা অনেকের সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে।

প্রথমতঃ ষ্টাম্পের মূল্য এত অধিক যে তাহা সংগ্রহ করিয়া মকদ্দমা উপস্থিত করাই কঠিন হয়, তাহার উপর প্রতি পদে নূতন নূতন ব্যয়ের প্রয়োজন এই কারণে সুবিচার লাভ করা দরিদ্রের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

বিচার সম্বন্ধে যেরূপ ব্যয় বাহুল্যের কথা বলা হইল আর একটী বিষয়েও সেইরূপ অসঙ্গত ব্যয় বাহুল্য চলিয়া আসিতেছে। সেইটি রেজিষ্টারির প্রথা। কোন লেখা পড়া পাকা করিবার জন্য রেজিষ্টরির নিয়ম আছে, এই নিয়মটী বিশেষ উপকার জনক। ইহাতে রাজা

প্রজা উভয়েরই মঙ্গল। প্রথমতঃ রাজদ্বারে যে সকল বিবাদ উপস্থিত হয়, এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে সেই সকল বিবাদের বিচার কার্য্য অতি সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বিচারপতিদিগের অনেক শ্রমের লাঘব হয়, এবং তত সময়ের ক্ষতি ও হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথা প্রচলিত না থাকিলে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে অনেক সময় অনেক ব্যক্তিকে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হয়। কেহ কেহ এই স্থলে এরূপ বলিতে পারেন যে যখন রাজা প্রজা উভয়েরই লাভের কথা তখন ইহার ব্যয় রাজা প্রজা উভয়েরই বহন করা উচিত; সেকথার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই এ ব্যয় প্রজা অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে অধিক পরিমাণে অর্পিত হওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষণে কি নিয়ম দেখা যায়? ইহার জন্য প্রজাদিগকে প্রায় সমগ্র ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। এক খানি পাট্টা কিম্বা কবুলতী রেজিষ্টরি করিতে হইলে প্রায় ৮।১০ ক্রোশ পথ গমন করিতে হয়। সে ব্যয় ত মুখ বন্ধ মাত্র। তাহার পর রেজিষ্ট্রেশনের ফী, ও মোক্তারদিগকে দুই এক টাকা ও কখন কখন রেজিষ্টরি কেরাণীর সন্তুষ্টির জন্য আরও কিছু, এইরূপে নানা প্রকার ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বাক্ষর করান আবশ্যক হয় তাহা হইলে ত কষ্টের কথাই নাই। তাহার ফীর সংস্থান করিতেই অনেকের চক্ষু স্থির হয়। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে সার জর্জ কাম্বেল এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তিনি যে নূতন সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তদ্দ্বারা কয়েকটী কষ্ট দূর হইবার সম্ভাবনা; প্রথমতঃ বহুদূরে গমনের ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না; দ্বিতীয়তঃ দেশবাসি লোক রেজিষ্ট্রার হইলে ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোক দিগের স্বাক্ষর করাইবার জন্য যেরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত তাহা হইবে না; তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে রেজিষ্টরি করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইলেই অজ্ঞ লোকেরা অর্থ-পিশাচ মোক্তারদিগের চাতুরীর মধ্যে পড়িয়া যাইত; এ প্রণালীতে সে বিপদের আশঙ্কা নাই।

এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এক প্রকার বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন। যদি রেজিষ্টরি কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে প্রয়োজন মত ফী সংগ্রহ হউক আর না হউক তাঁহাদিগকে মাসে মাসে নিয়ম মত বেতন দিতে হয়। এ প্রণালীতে গবর্ণমেণ্টকে সেরূপে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হইবে না। কথায় বলে "যা শত্রু পরের ঘাড়ে" এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের গুটিকত কথা বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ যাঁহাদের উপর এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা কখনই এক মাত্র ফী অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগকে জীবিকা ও লাভের জন্য অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা করিতে হইবে সুতরাং, যথা সময়ে কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। যদিবল সহকারী নিযুক্ত করিলেই হইবে, কিন্তু তদুত্তরে বক্তব্য এই ফীর আয় নিতান্ত অনিশ্চিত কিন্তু সহকারী নিয়োগের ব্যয় নিশ্চিত। সুতরাং সে বিষয়ে যে লোকের প্রবৃত্তি হইবে এরূপ বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ আদালতের মধ্যে, সকলের চক্ষের উপর যখন আদালতের আমলারা ঘুষের পথ আবিষ্কার করে, তখন কর্ত্তৃপক্ষদিগের চক্ষের অন্তরালে এই পথ যে ভূরি পরিমাণে অবলম্বিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু না দিলে সত্ত্বর কার্য্য উদ্ধার হয় না। সুতরাং লোকদিগকে সে ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কি ইহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন? তৃতীয়তঃ নব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের সময় একটী কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সাধারণ্যে পরিচিত, সচ্চরিত্র ও লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া উচিত কারণ ভদ্রপরিবারের স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে যাহা হউক কাম্বেল সাহেব এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া একটী বিশেষ কষ্ট দূর করিয়াছেন।

—:০:—

সুন্দরবন।

বঙ্গসাগরের উপকূলবর্ত্তী দক্ষিণ-বাঙ্গালার সমুদায় স্থানকে সুন্দরবন বলে। এই সকল ভূভাগের প্রকৃত ইতিহাস আজিও প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এ সকল স্থান পূর্ব্বে সাগরের অন্তর্গত ছিল। কালে সাগরের জল অপসৃত হওয়াতে বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিখ্যাত রামকমল সেন প্রকারান্তরে এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের আর এক প্রকার মত আছে। এ সকল প্রদেশ পূর্ব্বে কৃষি ও বাণিজ্যের আলয় এবং সুখ সমৃদ্ধির আধার ছিল তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। ইতিহাসে এক সাগর বংশের কথা শ্রবণ করা যায় তাঁহাদের রাজত্বকালে জাবা বালি প্রভৃতি প্রশান্ত সাগরের অন্তর্বর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাণিজ্য চলিত এরূপ প্রমাণ আছে। খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতে [illegible] চীন দেশীয় ভ্রমণকারী [illegible] ভারতবর্ষে আগমন করেন তিনি বঙ্গসাগরের উপকূলে অনেক হিন্দু বণিকদিগের অর্ণবপোত দেখিয়াছিলেন। ইতিহাসে এরূপ বর্ণিত আছে যে সাগর বংশীয় রাজাদের সময় সমুদ্রের

নিজ উপকূলে অনেক নগর ছিল। সুন্দর বনের যতটুকু আবাদ হইয়াছে তাহার মধ্যেই অনেক প্রাচীন জনস্থানের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোথাও বা অতি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, কোথাও বা প্রাচীন মন্দিরের ভগ্ন খণ্ড সকল, কোন স্থানে প্রাচীন কালের মুদ্রা, কোন স্থানে খোদিত ফলক, কোন স্থানে অতি প্রাচীন পুষ্করিণী, কোন স্থানে বা বট অশ্বত্থ প্রভৃতি প্রাচীন বৃক্ষ দেখা গিয়াছে। এখনো সমুদায় আবাদ হয় নাই। হইলে বোধ হয় আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই সকল চিহ্ন দ্বারা স্পষ্ট অনুমান হয় যে এ সকল স্থান পূর্ব্বে লোক জনের বাসভূমি ছিল। পরে ঝড় মহামারী প্রভৃতি কোন প্রকার দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ জনশূন্য ও অরণ্য-ময় হইয়া যায়। আমাদের বোধ হয় কোন সময়ে সমুদ্রের জল এই সকল স্থানকে প্লাবিত করে। তাহাতে অধিক সংখ্যক অধিবাসী বিনষ্ট হয়। তাহার পর আর নূতন সতেজ করিয়া উঠিতে পারে নাই। সমুদ্রের জল নির্গত হইলেও কোন কোন নিম্নভূমিতে জল বদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপেই বোধ হয় কলিকাতার পূর্ব্বদক্ষিণবর্ত্তী "ধাপার জলা" প্রভৃতি লবণাম্বুময় জলার উৎপত্তি হয়। সে যাহা হউক এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বহুদিন হইতে বনাকীর্ণ ও ব্যাঘ্র বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাস স্থান রহিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ অবধি দেশীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং তদনুসারে শস্যাদির মুল্য বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের চক্ষু এই সকল স্থানের উপর পতিত হইয়াছে। এবং ক্রমেই আবাদ হইয়া আসিতেছে। গত ৯০ বৎসরে পতিত জমির উদ্ধার হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রায় চারি লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আরও দিন দিন বৃদ্ধি হইবে। এই সকল পতিত বন আবাদ করিতে যেরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় আবশ্যক হয় তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রথম খাল, বাঁধিয়া লোণা জল রক্ষা করাই দুষ্কর, তাহার পর বন পরিষ্কার। লোণা জলের সহিত এই সকল বনের এমনি সম্বন্ধ যে এক বৎসর লোণা জল প্রবিষ্ট হইলে বন পুনরায় পূর্ব্বের আকার ধারণ করে, রক্তবীজের বংশ বধ করা আর সুন্দর বনের বন নিঃশেষ করা দুই সমান। কিন্তু একবার নিঃশেষ করিতে পারিলে দুই চারি বৎসরের মধ্যে সমুদায় ব্যয় আদায় হয়।

এই সকল স্থানে এমন চমৎকার ধান্য হয় যে দে[illegible]তে দেখিতে সমুদায় ভূমি উচ্চ[illegible] [illegible]ল হইয়া যায়। এই প্র[illegible] ও জমিদার দিগের অত্যন্ত লাভ গবর্ণমেণ্টকে অতি অল্প হারে [illegible] দিতে হয়, কিন্তু এক বার আবাদ হইলে তাহার ৭ গুণ অর্থ আদায় হয় এ[illegible] এইরূপ বিষয়ে জমিদার দিগে[illegible] লোভ, এই জন্যই তাঁহারা এত ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আবাদ করিতে এত ব্যয় হইয়া থাকে যে অনেক সময় অনেক জমিদারকে নির্ধন হইয়া পড়িতে হয়। মনে কর এক ব্যক্তি ৩০০০০ হাজার টাকা লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ৩০০০০ হাজার টাকা পর্য্যবসিত হইয়া গেল, বিষয়টী এক প্রকার উদ্ধার হইল। আবার হঠাৎ একটী খাল ভাঙ্গিয়া গেল। পুনরায় ১২০০০। ১৫০০০ টাকা ব্যয় আবশ্যক হইল। সেজন্য তাঁহাকে ঋণ করিতে হইল। এইরূপে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত ও বিপদ গ্রস্ত হইয়াছেন। লোকে বলে যাঁহাদের অগাধ ধন এ সকল ভূমি তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়।

আমরা এই উপলক্ষে একটী প্রস্তাব করিতেছি। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা আবাদ হইতে গেলে এ সকল ভূমি উদ্ধার হইতে বহুদিন লাগিবে। যদি "সলট লেক রিক্লামেশন কোম্পানির ন্যায় এক একটী কোম্পানি এই কার্য্যে অগ্রসর হন তাঁহারা শীঘ্র কৃত কার্য্য হইতে পারেন। আবার এই সকল ভূমি মনুষ্যের বাস যোগ্য এবং কৃষি কার্য্যের উপযুক্ত হইলে দেশের ও বিশেষ মঙ্গল হয়। কলিকাতার মিউনিসিপালিটী লাক্সের আশায় একবার ট্রামওয়ে খুলিতেছেন, একবার ধর্ম্মতলার বাজার লইয়া বিবাদ করিতেছেন, একবার এই দিকে কিছু অর্থ ব্যয় করুন না কেন? যদি তাহাতে আপাততঃ কলিকাতার বিশেষ লাভ নাই কিন্তু ভবিষ্যতে যে আয় হইবে তাহাতে কলিকাতার ভূরি ভূরি শুভ কর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

আমাদের অনুবাদক মহাশয়কে একটী পরামর্শ দান।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে কোন না কোন সহযোগী আমাদের অনুবাদক মহাশয়ের নামে অনুযোগ লইয়া উপস্থিত হন। সকলেই বলেন তিনি একে আর অনুবাদ করিয়া বসেন। সেদিন অমৃত বাজার পত্রিকা তাঁহাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়াছেন, আর একদিন দেখা গেল সমাজ দর্পণ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপ ত সকলেই মধ্যে মধ্যে দুঃখ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কত কথা বলিয়া থাকেন। আমরাও মধ্যে মধ্যে আমাদের অনেক কথার অযথা অনুবাদ দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? অনুবাদক মহাশয় যে

এ বিষয়ে একাকী সম্পূর্ণ দোষী এরূপ নয়। সংবাদ পত্র সম্পাদকেরাও কতক পরিমাণে অপরাধী। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ সংবাদ পত্রের ভাষার রচনা প্রণালী বহু দোষ মিশ্রিত। অনেক সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে এরূপ ভাষা দেখা যায়, যে অনেক চিন্তার পরও তাহার প্রকৃত অর্থ উদ্ভেদ করা কঠিন হইয়া পড়ে। হৃদ্গত ভাব অপরের গোচর করিবার জন্যই ভাষার সৃষ্টি। সুতরাং সে অংশে ন্যূনতা থাকিলে তাহা ভাষার যোগ্য নহে। সে দিন অমৃতবাজার পত্রিকা যে প্রবন্ধটি লইয়া অনুবাদক মহাশয়ের সহিত বিবাদ করিয়াছেন, আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি সেস্থানটির তাৎপর্য্য গ্রহ হওয়া বাস্তবিক সহজ নহে। আমাদের সহযোগীর সচরাচর ভাষার অঙ্গসৌষ্টবের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। আমরা তাঁহাকে বলি তাঁহার অল্প মনোযোগে যে দোষের সংশোধন হইতে পারে তাহার জন্য পাঠক ও অনুবাদকগণকে অনর্থক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। আমরা এক মাত্র তাঁহাকে নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছি এরূপ মনে করিবেন না। ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল সংবাদ পত্রই অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে এই নিন্দার অংশী। এমন কি এ বিষয়ে সোমপ্রকাশকেও সম্পূর্ণ রূপে দোষ স্পর্শ শূন্য মনে করি না।

ভাষার এই প্রকার অবিশুদ্ধতার দুইটী কারণ আছে। (১ম) ইংরাজী শিক্ষা বহুল প্রচার হওয়াতে দেশের অধিকাংশ লোকেই সেই ভাষায় আলাপ, সেই ভাষায় লিখন পঠনপ্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি অনেকে ইংরাজীতে চিন্তা ও কামনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। সেই হৃদয়স্থিত চিন্তা ও কামনা দেশীয় ভাষার প্রকাশ করিতে গেলে সে ভাষা হৃদয়স্থিত ভাষার অনুবাদের ন্যায় হইয়া [illegible]। প্রকৃত ইংরাজী বুঝিতে পারা য[illegible], কিন্তু অনুকৃত ইংরাজি বুঝা দুঃসাধ্য। (২য়) কারণ এই, ও লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ। কেহ যেন মনে না করেন, যে আমরা আত্মশ্লাঘা করিতেছি। যে সংস্কৃতের রক্ত মাংসে বঙ্গভাষার শরীরের পুষ্টি, যাহার অঙ্গসৌষ্টব ও মুখশ্রী বঙ্গভাষাতে প্রতিফলিত, সেই সংস্কৃত না জানিলে কিরূপে বঙ্গভাষার সম্পূর্ণ অধিকারের আশা করা যাইতে পারে? মনে কর একটা ইংরাজী চিন্তা ও ইংরাজী ভাব বাঙ্গালাতে প্রকাশ করা আবশ্যক হইল তাহার অনুরূপ কথাটী দেশীয় ভাষায় সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না। এস্থলে যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা অনায়াসে হয় একটি তদনুরূপ সুন্দর কথা মনোনীত করিয়া লইলেন, না হয় তদনুরূপ একটী সুন্দর কথা গঠন করিয়া ব্যবহার করিলেন। যাহারা সংস্কৃত না জানেন তাঁহারা হয় সেই বিদেশীয় ইংরাজকে কৃষ্ণবর্ণ দেশবাসিদিগের সভাতে বসাইয়া দিবেন, না হয় তাহাকে দেশীয় বসন ভূষণ পরিধান করাইয়া সেই সভাতে উপস্থিত করাবেন। এই উভয় প্রণালী [illegible] না কেন, দেশ[illegible] বিদে[illegible] সহজেই চিনিয়া [illegible] এবং [illegible] চমৎকারিত্ব নষ্ট হইয়া যা[illegible] সাহেব যেন মনে না করেন, [illegible] তাঁহার পক্ষে ওকালতি [illegible]। তাঁহার প্রতি ও আমাদের উচিকত কথা বক্তব্য আছে। যদিও কিছুদিন হইতে তাঁহার কার্য্যের শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার কৃত অনুবাদ দেখিয়া প্রশংসা করিয়া থাকি, তথাপি সময়ে সময়ে তাঁহার অনবধানতা দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। বোধ হয় তিনি সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত পত্রগুলি পাঠ করেন না কিম্বা সহকারিদিগের কৃত অনুবাদ পরীক্ষা করে[illegible] না। যদি বলেন সপ্তাহে সপ্তাহে এত পত্র পরীক্ষা করিবার সময় কই কিন্তু যদ বলেন এত অ[illegible] ও অপদার্থ [illegible] সমালোচনা [illegible] গবর্ণমেণ্টের কার্য্য তাহার উত্তরে [illegible] অধিক কথা নাই; আমরা কখন কখন দেখিতে পাই আমরা প্রস্তাবে[illegible] যে অংশটি গবর্ণমেণ্টের গোচর করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম, তিনি তাহার উল্লেখও করেন নাই যেস্থল অনাবশ্যক বলিয়া ভাবিয়াছিলাম সে স্থানের এক গঙ্গা অনুবাদ করিয়া বসিয়াছেন। এমনও কখন দেখি, কোন কোন পত্রের অসার ও সামান্য কথাতে তাঁহার রিপোর্ট পরিপূর্ণ। কিন্তু অপর এক খানি পত্রের সারগর্ভ প্রস্তাব সকল সপ্তশ্লোকী রামায়ণের ন্যায় দুই কথাতে সারিয়াছেন। যদি সময়ের অভাবে এইরূপ বিশৃঙ্খলা হয়; আমরা [illegible] দিতেছি গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিয়া আরো দুই [illegible] নিযুক্ত করুন। [illegible] তিনি যদি [illegible] ভাষায় ব্যুৎপন্ন [illegible] তাহা হইলে [illegible] ও তিরস্কার [illegible]

[illegible]

([illegible])

পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। এই প্রশ্নটি সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমরা

সহজে ইহাকে পরিত্যাগ করিতেছি না। প্রত্যেক সম্পাদকের হৃদয়ে ইহার একটি মীমাংসা হইয়া থাকা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। কারণ আমাদের সংস্কার এই এতদ্বিষয়ক মীমাংসার অভাবে সংবাদ পত্রদিগের পদ ও মর্য্যাদার অনেক হানি হইয়াছে হইতে পারে—এবং চিরকাল হইবে; আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি আমাদের পূর্ব্বোক্ত শীর্ষক প্রবন্ধটি কোন এক কিম্বা দুই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। তবে সত্যের অনুরোধে এই টুকু স্বীকার করি যে কোন এক কিম্বা দুই সম্পাদকের ব্যবহারের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া এই প্রশ্নটি বার বার হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছে এবং মনে হয় যে আজিও তাঁহাদের হৃদয়ে এই প্রশ্নটির একটি স্পষ্ট মীমাংসা হয় নাই। আমরা সম্পাদকদিগের জজের ন্যায় কেবল মাত্র ন্যায় ও সত্যপরতন্ত্র হইয়া, ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা শ্রেণী বিশেষের মুখাপেক্ষা না করিয়া চলা উচিত বলিয়াছি বলিয়া বিজ্ঞবর এডুকেশন গেজেট সম্পাদক আমাদিগকে জজ, শিক্ষক, গুরু প্রভৃতি অনেক প্রকার উপহাস করিয়াছেন। তিনি তাহা করুন। আমরা সে সকল গ্রাহ্য করি নাই। বরং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি, যে তিনি অপরাপর সহযোগীদিগকে এই ক্ষেত্রে অবতরণ করাইয়াছেন। আসাম মিহির বলিয়াছেন, সোমপ্রকাশ যাহা বলেন তাহা মনুষ্যের সাধ্য নহে। আমরা এতদূর মনে না করি আমাদের প্রদর্শিত পথ যে দুঃসাধ্য, তাহা স্বীকার করি। তাহা বলিয়া এই মতটি যে অসার এবং অকিঞ্চিৎকর তাহা বলিতেও প্রস্তুত নহি। আমরা এই প্রশ্নটির অবতারণা করিবার সময় ভয় করিয়াছিলাম যে পাঠকেরা আমাদের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু আমাদের একজন পাঠক এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাদের কথার অনুমোদন করিয়া সে শঙ্কার কতক নিবারণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"মহাশয়! সেদিনকের "উকীল না জজ" নামক সারবান প্রস্তাবটী আজিকালি দেশীয় সংবাদপত্র ও তৎপাঠকবর্গের নিকট আন্দোলনের প্রধান সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রস্তাবটী এমনি সময়োচিত ও মধুর হইয়াছে, যে সোমপ্রকাশের চির বিপক্ষ হালিসহর পত্রিকা সম্পাদকও এক দিন সংবাদ স্তম্ভে ইহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই কিন্তু বিজ্ঞবর এডুকেশন গেজেট বিচারান্ধ হইয়া পাঠক সমাজে কি বলিয়া যে একটা নূতন মত প্রকাশ করিলেন, তাহা আমি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক এই রঙ্গস্থলে আর কয়েকজন পরের ধুয়া ধরিয়া অ[illegible] চমৎকার অভিনয় করিতেছেন. সে দিনস "সাপ্তাহিক সমাচারে" দেখিলাম, সম্পাদক অনুমান করিয়াছেন যে, তাঁহারই "জগন্নাথ কৃত চৌর[illegible] রই উত্তর এবং আমার নাি[illegible] হওয়ায়, তিনি আমাকেও এ কা[illegible] কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক "উকীল জজ" দেখিতে দেখিতে, ক্যাম্বেল মহাশ[illegible] ও দুর্ভিক্ষের ন্যায় সংক্রামক হইয়া উঠিল!! আপনি গ্রাহকগণের মতাপেক্ষা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তদুত্তরে আমাদিগের কিছু বলা ভাল দেখায় না। কিন্তু সোমপ্রকাশের অধিকাংশ গ্রাহকের প্রতিনিধি হইয়া আমি উচ্চস্বরে বলিতেছি আপনি গ্রাহকগণের দ্বারা নীত না হইয়া তাঁহাদের নেতা হন ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। ইহাই ত সংবাদ পত্রের গৌরব, এই গুণেই ত সোমপ্রকাশ চির দিন উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া আছে।"

আমাদের অপরাপর পাঠকগণের মত জানিতে পারিলে আমরা আরো সন্তুষ্ট হইব। আমরা এবারেও দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া প্রশ্নটি আর একটু পরিষ্কার করিতেছি। মনে কর (ক) ও (খ) দুই ব্যক্তি কোন বিবাদ লইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। বাস্তবিক (খ)র পক্ষ প্রকৃত সত্যপক্ষ। কিন্তু (ক)র পক্ষেও বলিবার দশটি সারবান যুক্তি আছে। (ক)র উকীল সেই দশটি মাত্র অবলম্বন করিয়া বিচারপতির নিকট স্বপক্ষ সমর্থন করিবেন। (খ)র পক্ষে কোন সারবান কথা আছে কি না তাহা তিনি দেখিবেন না—দেখিবার অধিকার নাই এবং দেখিবার প্রয়োজন নাই। সে কার্য্য বিচারকের। উকিল ও জজের কার্য্যের প্রভেদ এই বলিয়া আমাদের সংস্কার আছে। আমরা সম্পাদকদিগকে এই পদ দিতে ইচ্ছা করি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মত সৃষ্টি সংবাদ পত্রের প্রধান কার্য্য। পাঠকগণ বলুন দেশের লোকেও বলুন অপক্ষপাতে উভয় পক্ষের বিচার না করিলে কি ন্যায় ও সত্যসঙ্গত মত দেওয়া যায়? যিনি বলেন যায়, তাঁহার নিকট আমরা পরাজিত। [illegible] হইলে যে শ্রেণী বিশেষের পক্ষ হইয়া কথা কহা যায় না এ কথা আমরা কখনই স্বীকার করি না। বিখ্যাত খোকা হত্যার সময় ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার আস্পদ রটলেজ্ সাহেব বিদেশী বিধর্ম্মী বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াও যেরূপে ঈশ্বরের সেই দুর্ভাগা জীবদিগের জন্য কাঁদিয়াছিলেন ভাবিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন, কয়জন সম্পাদক সেইরূপ করিয়াছেন? তাই বলিয়া রটলেজ্ সাহেবকে খোকাদিগের উকিল মাত্র বলিতে কাহার সাহস হইবে? তিনি কি আবার কাওয়ান ও ফরসিথ্ সাহেবের সপক্ষে কিছু বলেন নাই? তাঁহার মত ন্যায় বিচার করিতে কয়জন ব্যস্ত ছিল? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে তিনি গৃহে গিয়া টাইমস,

পত্রিকার একজন লেখক হইয়াছেন। যে হৃদয় একবার ভারতবাসিদিগের জন্য সেইরূপ কাঁদিয়াছিল, সেই হৃদয় ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রধান পত্রিকার মধ্য দিয়া কথা কহিবে, ইহা অপেক্ষা সুখের সমাচার আর কি হইতে পারে। আমরা এই মহাত্মাকে দণ্ডায়মান করিয়া সমুদায় সহযোগীকে বলিতেছি এই উঁহাদের দৃষ্টান্ত উঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুকরণ করুন। বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন নাই।

বিবিধসংবাদ।

২৯ এ পৌষ সোমবার।

গত শনিবার বহরমপুরে একটী স্থানীয় দুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভার অধিবেশন হয়। তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট ওয়েবেল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর উক্ত সভায় এককালে দুই হাজার টাকা দান এবং মাসিক ১০০ টাকা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গত বুধবার জষ্টিস লুইস জাকসন বিচার করিতে করিতে অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ উঁহাকে বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছেন।

কিছুদিন হইল শ্রীরামপুরের অনতিদূরে সিমলা নামক একটী পল্লীতে একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দুটী ভাই একটীর ৪ আর একটীর ৮ বৎসর বয়স বেলা ১১ টার সময় বাটীর নিকটবর্ত্তী একটী ময়দানে গরু চরাইতে যায়। উহাদের গাত্রে ৮।১০ টাকা মূল্যের রূপার অলঙ্কার ছিল। বৈকাল পর্য্যন্ত তাহারা ফিরিয়া না আসাতে উহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্দিহান হইয়া উহাদের অনুসন্ধানে গমন করে। কিছু দূর গিয়া দেখিল তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে, উহার হাত ও গলা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, আর একটীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলিল অমুক স্থানে মৃতবৎ পড়িয়া আছে। পরাণদাস নামক এক ব্যক্তি ঐ বালকের নিকট বসিয়া ছিল, উহার জ্যেষ্ঠকে দেখবামাত্র সে শীঘ্র একটু জল আনিতে বলিল, কিন্তু জল আনিবার পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইল। ঘটনা স্থলের অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে ঐ পরাণদাস ভিন্ন আর কোন গৃহস্থের বাটী নাই, তাহারও ঐ সময়ে সেখানে আসিবার কারণ কি তাহার সন্তোষকর উত্তর না পাওয়াতে তাহাকেই সন্দেহ করিয়া পুলিসে দেওয়া হইয়াছে। আগামী হুগলীর দায়রায় ইহার বিচার হইবে যাঁহারা অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে অলঙ্কার পরাইয়া একাকী ঘরের বাহির হইতে দেন, তাঁহাদের এই দৃষ্টান্ত দর্শনে সাবধান হওয়া উচিত।

অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের চিকিৎসা প্রথমে ডাক্তারি এবং পরে কবিরাজী মতে হয়, কিন্তু তাহাতে উপকার না হওয়াতে এক্ষণে হোমিওপেথি মতে তাঁহার চিকিৎসা, [illegible] মহেন্দ্রলাল সরকার ও রাজেন্দ্র [illegible] চিকিৎসা করিতেছেন। শুনা [illegible] তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন [illegible] বটে কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার কাশী [illegible] হইয়াছে। যাহা হউক তাঁহার [illegible] বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইয়াছেন।

মিরর প্রস্তাব করিয়াছেন এডিনবরার ডিউকের বিবাহ উপলক্ষে ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা করিয়া তাঁহাকে একটী উপযুক্ত উপঢৌকন দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাব মন্দ নয় বটে কিন্তু ভারতবর্ষের এখন উপঢৌকন দিবার সময় নয়! ভারতবর্ষ এখন নিজেই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

এবার আমেরিকায় এত তুলা জন্মিয়াছে যে অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের তুলার বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে।

এক্ষণে নীলগিরি পাহাড়ে যে সকল বড় বড় সিঙ্কোনা গাছ আছে সেগুলি উচ্চে ২৪ হাত হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় দশ হাজার পাঁচ ছাল পাওয়া যায়। জ্বরের বৃদ্ধি অনুসারে সিঙ্কোনারও বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

১ লা মাঘ মঙ্গলবার।

কলিকাতায় বীডনষ্ট্রীটে "গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর" নামে একটী নাট্যশালা খুলিয়াছে। নাট্যমন্দিরটী কাষ্ঠময়, কিন্তু অতি মনোহর ও পরিপাটী হইয়াছে। গত ৩১ এ ডিসেম্বরে তথায় "কাম্য কানন" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে অভিনয়টী সুসমাহিত হয় নাই। রঙ্গালয়ের উত্তর ভাগে অগ্নি লাগাতে, অর্দ্ধাভিনয় সময়েই সভ্যগণ ভঙ্গদিয়া গমন করেন। যাহা হউক আহ্লাদের বিষয় এই, অভিনেতৃবর্গ ইহাতে ভগ্নোদ্যম না হইয়া গত ১০ ই জানুয়ারিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহের সহিত "বিধবা বিবাহ নাটক" অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয়টী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কাম্যকাননের ন্যায় এ নাটকখানি নীরস নহে ইহার অভিনয় দৃষ্টে বোধ হয়, বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হইতে অন্ততঃ একবার সকলেরই ইচ্ছা হইয়াছিল। দৃশ্যপটগুলি "লুইস অপেরা হাউসের" ন্যায় উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের "কনসার্ট" এদেশীয় সকলেরই নিকট পরম আদরণীয় হইয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতায় অনেক টাকার চাউল খরিদ করিতেছেন। বাহির বন্দর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, এইজন্য মহারাণী সদর হইতে লোকজনের বেতন পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতেছেন। রঙ্গপুরে ক্রীত চাউল প্রেরিত হইবে। দুঃখের বিষয় এই রাজীব বাবু এ সময়ে শয্যা গত হইয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে হেসটিংস ব্রিজনামক খিদিরপুরের পুল হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এইপুল তিন চার মাস হইল মেরামত হইয়াছিল। বেলা ৯ ঘটিকার সময় লোক যাতায়াত করিতেছে এমন সময় বন্ধন ছিঁড়িয়া পুল পড়িতেছে বোধ হওয়াতে জন কয়েক দৌড়িয়া প্রাণরক্ষা করে। দুই জন বিশেষ আঘাত পাইয়াছে, এবং এক্ষণে হাঁসপাতালে রহিয়াছে। আর চারি

জনের অল্প আঘাত লাগে। একজন পুলের ভগ্নাংশের সহিত জলে নিপতিত হয়। ঈশ্বর ইচ্ছায় তাহার কোন আঘাত লাগে নাই অল্পক্ষণ পরেই ভাসিয়া উঠে এবং নিকটস্থ নৌকার দ্বারা প্রাণ রক্ষা হয় পথিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছে যখন পুল পতিত হয় তখন তদুপরি এক খানা ব্রাউহাম গাড়ি চড়ে সপরিবারে কোন সাহেব যাইতেছিলেন। গাড়ির দশা কি হইল কেহ বলিতে পারে না। ঘটনার কিছু কাল পরেই কেচমানদিগের পাগড়ী ও থলিয়া প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছে। দেখা যাউক কমিসনরদিগের অনুসন্ধানে কি হয়। যাহা হউক মেরামতের পর পুলটী যে তিন চারিমাস টেকিয়া ছিল মেরামত করিতে করিতেই ভাঙ্গিয়া যায় নাই, তজ্জন্য আমরা পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গত বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে এবৎসর বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের আমদানি দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ব বৎসরের মূল্যের উপর ৫২৪১৩৩৩ টাকা এবং রপ্তানী মূল্যের উপর ২৯৮৩৮২৮ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। তুলার বস্ত্র, রেশমের বস্ত্র, চাউল, গম, গানিব্যাগ, পাট, রেড়ী তৈল, সোরা, মসিনা, চিনি, চা, ইত্যাদি দ্রব্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

২ রা মাঘ বুধবার।

[illegible]রের হৃদয়নাথ দাস-লাইব্রেরির [illegible] বাবু হৃদয়নাথ দাস কৃতজ্ঞতা স্বীকার [illegible] করিয়াছেন উক্ত লাইব্রেরির উন্নতির [illegible]র্থ পত্রিকা সম্পাদক ও গ্রন্থকর্ত্তা [illegible] দিনা মূল্যে নিম্নলিখিত পত্রিকা ও পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন।

তমোলুক পত্রিকা	১ খণ্ড
কুসুমকুমারী নাটক	১
রঙ্গকৌতুক নাটক	১
গুপ্ত কথা	১
শব্দকল্পদ্রুম	১

গত বারে আমরা বহরমপুর ক্যান্টোনমেন্টের কর্ণেল ডাকিন কর্ত্তৃক বঙ্কিম বাবুর অপমান ও তদ্বিষয়ে যে অভিযোগের বিষয় লিখিয়াছিলাম, তাহা মিটিয়া গিয়াছে। যেরূপে মিটিয়াছে তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ডাকিন বঙ্কিম বাবুকে চিনিতেন না, পরে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং প্রকাশ্য আদালতে প্রায় এক সহস্র এদেশীয় ও ইউরোপীয়ের সম্মুখে বঙ্কিম বাবুর নিকট যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ইংলিশমান লিখিয়াছেন গতবারের পূর্ব্ব বুধবার বারাকপুরের নিকট ইছাপুরের বারুদ কুটীতে অসাবধানতা ক্রমে আগুণ লাগিয়া প্রায় ৩০০ পাউণ্ড বারুদ জ্বলিয়া যায় এবং তাহার ভয়ঙ্কর শব্দে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। ৩ ব্যক্তির তৎক্ষণে মৃত্যু হইয়াছে, একজনের শরীরের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় নাই, ৬ জনের শরীর বিশ্রী রূপে ঝলসিয়া গিয়াছে।

এডুকেশন গেজেট বলেন, জেলা বালেশ্বরের অন্তর্গত শোলো পরগণায় প্রবল দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছে। একারণ উড়িষ্যার কমিশনর র‍্যাবেনশা সাহেব কালেক্টর বিম্স সাহেবের প্রতি দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ একটী সভা করিয়া চাঁদা সংগ্রহের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তথাকার জমিদারদিগের এ বিষয়ে যে অনেক সাহায্য করা উচিত, তাহা বলা বাহুল্য। গত দুর্ভিক্ষে [illegible] উড়িষ্যার কি না দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়াছিল ?

হিন্দুহিতৈষিণী লিখিয়াছেন, বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ খলামুড়া গ্রামে এক গাভী আশ্চর্য্য মৃত বৎস প্রসব করিয়াছে। বৎসের দুইটী মস্তক, স্কন্ধ ইত্যাদি অন্য সমুদয়ই এক। কয়েক বৎসর যাবৎ এরূপ অভাবনীয় সৃষ্টি দেখা যাইতেছে। এগুলি হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে মঙ্গলের চিহ্ন নহে। ইহাকে অন্তরীক্ষোৎপাত বলে।

৩ রা মাঘ বৃহস্পতিবার।

গত রবিবারে ধর্ম্মতলা বাজারের একজন কশাই পোলিস দ্বারা ধৃত হয়। নিরূপিত স্থানে অর্থাৎ টেংরার কসাই খানায় জবাই না করিয়া মাংস বিক্রয় করা তাহার অপরাধ। ঐ ব্যক্তি ডিঃ কমিসনার লেম্ব সাহেবের নিকট এক জন ব্যরিষ্টার ও এক জন উকিল সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া অব্যাহতি পাইয়াছে।

ইংলিশম্যান বলেন, [illegible]দিগের চেয়ারম্যান হগ সাহেবের বিপক্ষে ধর্ম্মতলা বাজার সম্বন্ধে অভিযোগ করা হইবে করণার এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল ব্রেন্সন, [illegible] কৌন্সলি সাহেবেরা বাদীর পক্ষে নিয়োজিত হইয়াছেন। কসাইদিগের পক্ষ [illegible] নালিশ হইবে।

৪ ঠা মাঘ শুক্রবার।

ইংলিশম্যান বলেন প্রথম শ্রেণীর একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার মেঃ জে, কিম্বার সি, ই কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ইনজিনিয়ার পদে মনোনীত হইয়াছেন। তিনি বেঙ্গল পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট ইরিগেসেন ব্রাঞ্চের দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং মেদিনীপুর ইরিগেসন কার্য্যোপলক্ষে বিলক্ষণ প্রশংসা পাইয়াছেন। এমন লোক কলিকাতায় আসিলে কলিকাতার বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জষ্টিসেরা তাঁহাকে, গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন।

উক্ত পত্র বলেন, [illegible] লক্ষ্ণৌ [illegible] অনেক লোকের মৃত্যু [illegible]।

শুনা [illegible] খিদিরপুরে একটী [illegible] [illegible]।

ইংলিশম্যান বলেন, [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible], সুতরাং কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ড্রেণ নির্ম্মাণের কার্য্য অদ্যাবধি খালি আছে।

দারজিলিং নিউস বলেন, তথায় অল্প দিন হইল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে চা'র বিশেষ উপকার হইবে।

৫ ই মাঘ শনিবার।

পিয়নিয়র শ্রবণ করিয়াছেন যে ভিক-টর ডি লেসেপস এবং ইষ্টুয়ার্ট সাহেব ফার্ডিনাণ্ড লেসেপ্স দ্বারা প্রেরিত হইয়াছেন। পেসয়ারে হিন্দুকুশ, অক-শস এবং রুসিয়ারের মধ্যদিয়া রেল যাইবে তাহার জন্য একটী কোম্পানি আব শ্যক। এই কোম্পানির বিষয় বিশেষ কিছু-স্থির হইবার পূর্ব্বে তদ্বিষয় তাঁহারা অনু-সন্ধান করিতে আসিয়াছেন। শীঘ্র কলি-কাতা এবং পশ্চিমাঞ্চলে আসিবেন।

ইংলিসম্যান বলেন, গত সপ্তাহের রবি-বারে ঢাকা প্রদেশে মাদর ঘাট নামক স্থানে ৬৫০৬০ টাকার পাট অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এইচ মিলেট সাহেবের স্থানে এফ. ক্লার্ক (বারিষ্টর) সাহেব, কলিকাতা হাই কোর্টের রিসিভারের পদে নিযুক্ত হইয়া-ছেন।

বাঙ্গালার নবাব নাজিমের দেনার নিমিত্ত একটী কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। জনরেরল, এফ, বফর্ট; মেজর জেনরল, সি, এ, বারওয়েল, সি, বি এবং মুন্সী আমিরালি খাঁ বাহাদুর উহার কমিশনার নিযুক্ত হইয়া ছেন। সভাপতি বফোর্ট সাহেব।

মেঃ মেলভিল অথবা সেখ আবদুল রহমন বিশেষ বিপদে পড়িয়া-ছেন। ইনি খ্রীষ্টান ও সিরসার ডিঃ কমিসনর ছিলেন। এখন মুসলমান হইয়াছেন। আপনার শ্বশুর ভৃত্যর কাব্য করে দেখিতে ভাল দেখায় না এই জন্য খিদমদগারকে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে আজ্ঞা দেন। ভৃত্যকে এই ডাইভোরসের মূল্য স্বরূপ ২ সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। যখন এই ঘটনা হয় তখন স্ত্রী লোকটী সির সার গবর্ণমেণ্টের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রী পদে এবং মেলভিল সাহেব তথা কার ডিঃ কমিসনরের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কই কিয়াত তলব করিয়াছেন। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এক্ষণে মেল ভিল সপরিবারের দিল্লির নিকটে ভ্রমণ করিতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি তিনি দুইবৎসরের জন্য ফরলো চাহিয়া ছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহা অস্বীকার করিয়া-ছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়কসংবাদ।

১০ ই জানুয়ারিতে শস্যের মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে হুগলী, কলিকাতা, নদীয়া, মালদহ, পাবনা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম গয়া, সাহাবাদ, চম্পারণ, ভাগলপুর, সাঁও তাল পরগণা, এবং মানভূমে, চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু বর্দ্ধমান, হাবড়া, জল পাইগুড়ী, ময়মনসিংহ, নওয়াখালী, মুঙ্গের পুরী, বালেশ্বর, সিংহভূম এবং গোয়াল পাড়ায় কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। অন্যান্য জেলায় কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না বীরভূম হইতে চাউলের রপ্তানী হইতেছে। হুগলীতে ছয় আনা পরিমাণ চাউল জন্মি বার সম্ভাবনা। এবং রবিখন্দের অবস্থা উত্তম। প্রেসিডেন্সি বিভাগে কোন পরিবর্ত্তন নাই। মুর্শিদাবাদ। রিলিফ কার্য্যের অভাব উত্ত [illegible] বৃদ্ধি হইতেছে। দিনাজপুর। শরিষা [illegible] এক্ষণরূপ জন্মিয়াছে। মালদহ। [illegible] মটর অদ্যাপিও উত্তম রহিয়াছে রাজসাহি গম এবং যবের অবস্থা মন্দ। [illegible] মাসকলাই এবং শরিষা সুন্দর রূপ জন্মিয়াছে। রঙ্গপুর শরিষার অবস্থা মন্দনয় রবিখন্দ সাধারণতঃ উত্তম। বগুড়া ইক্ষু ৮/ আনা হইতে ৮./ আনা জন্মিবার সম্ভাবনা। কুচবিহার। কোন পরিবর্ত্তন নাই। ঢাকা সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের অবস্থা কতক পরিমাণে ভাল। ফরিদপুর কোন কোন শস্য পরিপক্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে গম এবং যব জল বিনা নষ্ট হইতেছে। ইক্ষু এবং অন্যান্য শস্যের দর অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টে বৃষ্টি হওয়াতে উত্তর সীমার অবস্থা কতক পরিমাণে ভাল হই য়াছে। কাছাড়। চাউল ৮ পরিমাণ জন্মিবার সম্ভাবনা। চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশে বৃষ্টি হওয়াতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপকার হইয়াছে। পাটনা এক পশলা বৃষ্টি হইলে রবিখন্দের অনেক উপকার হইতে পারে। গয়া ২৪৫৮৬ বিঘা ভূমি জল সিক্ত হইয়াছে রবিখন্দের অবস্থা উত্তম সাহাবাদে কোয়াশা হওয়াতে মটর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ত্রিহুত কোয়াসার জন্য অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু বৃষ্টি হওয়াতে মুগ এবং অন্যান্য শস্যের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। সাহারণ জলসিক্ত ভূমি তেশস্যসুন্দর রূপ জন্মিয়াছে। কিন্তু শরিষা, মটর এবং অরহর কোয়াসা দ্বারা কিঞ্চিত পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কূপ এবং জলাশয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, এবং জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। চম্পারণে রবিখন্দের অবস্থা মন্দ। মুঙ্গের এবং ভাগলপুর। কোন পরিবর্ত্তন নাই। পুর্ণিয়া। বৃষ্টিতে শস্যের অবস্থা উত্তম হই য়াছে। সাঁওতাল পরগণা। জলকষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উড়িষ্যা। শস্যের অবস্থা উত্তম। চাউলের দর কমিয়া গিয়াছে। ছোট নাগপুর বৃষ্টি এবং কোয়াশায় বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। স্থানে স্থানে জলকষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানভূম—॥/০ আনা পরিমাণ শস্য জন্মিয়াছে। আসাম এবং তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বতীয় স্থান সমূহের অবস্থা সাধারণতঃ উত্তম।

স্থানীয় সংবাদ।

১০ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে রাজপুর গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎ সালয়ে সর্ব্বসমেত ৯৩১ জনের চিকিৎসা করা হয়। তাহার মধ্যে পূর্ব্বসপ্তাহের রোগী ৪৮৫ জন এবং নবাগত ৪৪৬ জন। ইহার মধ্যে উদরাময় ১০ আমাশয় ৮ সবিরাম জ্বর ১৭৫, অবিরাম জ্বর ২ যকৃৎ ১০। প্লীহা ২৩৫। এবং অন্য প্রকার ১। কিছু দিন হইল, যে আর একজন নেটিব ডাক্তার এখানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কাওরাপুকুরে প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং এখানকার ডাক্তর বাবু হরকান্ত মুখোপাধ্যায়ের উপর অত্যন্ত কার্য্যের ভার পড়িয়াছে। ২। ৩ ক্রোশ পথ হইতে রোগী আসিতেছে। প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা তিন শতেরও অধিক হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই তাঁহাকে প্রতি প্রাতঃ কালে ছয়টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। একজন উপযুক্ত কম্পাউণ্ডার না হইলে কোন প্রকারেই

কার্য্য চলে না। বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনের ডাক্তর জ্যাকসনও একজন কম্পাউণ্ডার পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা আশা করি সুযোগ্য সিবিল সার্জ্জন ময়র সাহেব অবিলম্বে একজন উপযুক্ত কম্পাউণ্ডার প্রেরণ করিয়া এই অভাব দূর করিবেন! আরও শুনিতে পাওয়া যায় কোন কোন ঔষধ ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহা যাইবার ও সম্ভাবনা। ময়র সাহেব যেন এবিষয়েও কিছু মনোযোগী হন। গত সপ্তাহের—পূর্ব্ব সপ্তাহে রাজপুর হরিনাভি ও মালঞ্চ প্রভৃতি স্থানে ৬ জনের মৃত্যু ও ৩ জনের জন্ম হইয়াছে।

১১ ইজানুয়ারি রবিবার „রাজপুর সাহায্যকৃত বঙ্গ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সেক্রেটারি ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এবং দিন দিন উন্নতি ও হইতেছে।

আমাদিগের মাইটঘরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এক মাস হইল তেওতায় পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যেই উহা হইতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে পোষ্ট আফিসের আয় ১৭৪ ৬/১০ হইয়াছে; ইহার মধ্যে ৬৪৷০ টাকা ব্যয় হইয়া অবশিষ্ট ১১১।১০ টাকা লাভ হইয়াছে। এক্ষণে জাফরগঞ্জ পোষ্ট আফিস তেওতার শাখা হওয়াতে উভয় আফিসের আয়ই এক হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদিগের প্রদর্শিত আয় ব্যয় তেওতা ও জাফরগঞ্জ উভয় [illegible]ের আয় ব্যয়ের সমষ্টি বলিয়া মনে করিতে হইবে। যাহাহউক তেওতার পোষ্ট আ[illegible] হইতে গবর্ণমেণ্ট যে লাভবান হই[illegible]তে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। [illegible] অনেকবার এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি [illegible] ভরসা করি কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্র শীঘ্র এই আফিসটীকে স্থায়ী করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আমরা বহু চেষ্টায় কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া যে লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা দৃঢ় বদ্ধ করিতে আশু চেষ্টাবান হওয়া বিধেয়।

২। পূর্ব্ববাঙ্গালাসার্কেলের গত মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এবারে অত্রত্য স্কুলের মাইনর পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক। যে দুটী ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহারা উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথমটী বিলক্ষণ প্রতিপত্তি সহকারে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত সার্কেলের মধ্যে দ্বিতীয় ও ও ইংরেজী সাহিত্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, দ্বিতীয়টী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা অনেকদিন হইতে মাইটঘর স্কুলের এরূপ সন্তোষ জনক ফল দর্শন করি নাই! প্রধান শিক্ষক অল্পদিনের মধ্যে স্কুলকে এই রূপ উন্নত করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। আমরা তাঁহারই অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে পরীক্ষার এই রূপ সুফল দেখিয়া পরম সুখিত হইয়াছি; ভগ্নাবস্থ স্কুলটীকে পরীক্ষায় এই রূপ উচ্চ পদস্থ হইতে দেখিয়া আমরা শিক্ষক মহাশয়ের একান্ত গুণ-পক্ষ-পাতী হইয়াছি। বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঁচ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারিজন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্যতর শিক্ষক মহাশয় ও বিলক্ষণ যত্ন সহকারে অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়, উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দিয়া উৎসাহিত করিবেন। একবার অত্রত্য স্কুলের যেরূপ পরীক্ষার ফল প্রদর্শন করিয়া ভূত পূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক পারিতোষিক লাভ করিয়া ছিলেন! এবারকার ফল তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

৩। ঢাকা বিভাগের ইনিস্পেক্টীং পোষ্ট মাষ্টার কোন অপরাধে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া বাঁকুড়ার সব ইনিস্পেক্টীং পোষ্ট মাষ্টার হইয়াছেন? আমরা জানি রামচন্দ্র বাবু একজন দৃঢ়ব্রত ও কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারী, তাঁহার এইরূপ শোচনীয় অবনতিতে আমরা একান্ত দুঃখিত হইয়াছি। শুনিলাম, একজন ফেতাজ রামচন্দ্র বাবুর পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

৪। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানীর এজেণ্ট সাহেব বাবু শ্যামাশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে শিবালয়ের নিকটস্থ কিয়দংশ ভূমি গ্রহণ করিতেছেন। উহাতে নাকি ষ্টিমার ইত্যাদি মেরামত করিবার নিমিত্ত একটী ডক্ করা হইবে।

৫। গত সোমবার রজনীতে এখানে বিলক্ষণ হইয়া গিয়াছে বাজারে চাউল ও ধান্যের অবস্থা পূর্ব্ববৎ।

আমাদিগের কাটোয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

এপ্রদেশে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ জনিত চৌর্য্য প্রভৃতি ভাবী আশঙ্কার সূত্রপাত হইয়াছে। প্রায়ই শুনিতেছি আহারাভাব বশতঃ স্থানে স্থানে ধান্যাদি চুরী যাইতেছে। এমন কি সেদিন শ্রীবাটীর সান্নিধ্যে চাঁড়ুল গ্রামে তত্রস্থ জমিদারের খামার হইতে কতকগুলি ধান্য অপহৃত হয়, সুচতুর জমিদার বাবু চোর ধৃত করিতে গিয়া আপনার কৃষকগণকেই ধরিয়াছিলেন। দস্যুদলের প্রশ্রয় দেওয়া অবৈধ জ্ঞানে কাটোয়ার ফৌজদারীতে তাহাদিগকে অর্পণ করা হয়।। শুনিলাম এই মোকদ্দমা (দরবার) বড় কৌতুকজনক হইয়াছিল, কৃষকগণ পেটের দায়ে এই কার্য্য করিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিল; বিচারক তাহাদের কয়েক ঘা বেত্রাঘাতের আজ্ঞা দিয়াছিলেন!!!

সেদিন খাল খননে দেশে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবাটীর বিল মাপিয়া গিয়াছেন। শুনিতেছি তাঁহার নাকি পূর্ব্বমতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জগত পরিবর্ত্তনশীল, ইহা তাঁহার ন্যায় উন্নতিশীল শান্তি রক্ষকের বিলক্ষণ প্রতীতি থাকা সম্ভব. কিন্তু তিনি স্বকীয় নামোপযুক্ত কার্য্য না করিলে কিরূপে চলিবে? এরূপ জনরব যে উক্তকার্য্যের নিমিত্ত তিন সহস্র মুদ্রা আনীত হইয়াছে। ভাল, তবে তিন শত টাকা ব্যয় করিয়া একটী ক্ষুদ্রনালা কাটিবার এ হুত

কারণ বুঝিতেছি না। তাঁহার বর্ত্তমান ইচ্ছায় কতগুলি লোকের জীবনোপায় হইবে? ভরসা করি আবার তাঁহার মত পুনঃ পরিবর্ত্তিত করিয়া সাধারণের প্রার্থিত তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বন্য উপকারক খাল খনন করিয়া এপ্রদেশকে রক্ষা করিবেন।

বিগত ২০এ পৌষ অপরাহ্ণে শ্রীবাটী পরম সুখ বিদ্যালয়ে শ্রীবাটী বিবিধ জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার একটী অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। তত্রস্থ বাবু হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বিবিধ সুখকর বাক্য দ্বারা সভাকে উপকৃত করিয়াছেন। তদ্‌ভ্রাতা মহাত্মা গোকুলকৃষ্ণচন্দ্র মহাশয়ই শ্রীবাটীর সৌভাগ্যের নিদান। তাঁহার কলিকাতা গমনে সভা বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরমসুখ বাবু অনেক কথার পর বলিলেন আমাদিগের প্রথানুসারে জন্মদাতা স্কুলের জন্মদিন পালন করিলে কিপ্রকার সুখকর তাহা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং গোকুল বাবু বিহনে সভা কতদূর দুঃখিত হইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এতদুপলক্ষে শ্রীবাটী উপাসনা সমাজেরও অধিবেশন হইয়াছিল। ধার্ম্মিক প্রবর বাবু কার্ত্তিক চন্দ্ররায় ও বাবু মহেশচন্দ্র মজুমদার কয়েকটী ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীতে উপস্থিত জনগণকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধুভাবই এই বিশুদ্ধ কারিত্বের মূল কারণ। পরিশেষে বাবুরাম রাম চন্দ্র একটী সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীবাটী পোষ্ট আফিশের কার্য্য নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু কর্ম্মচারির বেতন শুনিলে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাহা অনুল্লেখ্য। শুনা যায়, দাইহাটের পোষ্টআফিস অপেক্ষা উহার আয় অধিক। এতাদৃশ সত্ত্বেও কি কারণে হতভাগ্য পোষ্টমাষ্টারের ভাগ্য লক্ষ্মী মলিনা রহিয়াছে বলিতে পারি না। আশাকরি অবিলম্বে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িবে।

১২৮০।
২৪এ পৌষ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

জে, ডবলিউ, ডালরিমপল ভাগলপুর প্রদেশের কমিশনরের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

সাসারামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডিঃ কালেক্টর মৌঃ হোসেনআলি সাঁওতাল পরগণার নিযুক্ত হইলেন। মেঃ বুলমহাট সাহেবের অনুপস্থিতি কালে সেখানকার সেটেল মেণ্ট আফিসরের কার্য্য করিবেন।

১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে ডিঃ কলেক্টর ডবলিউ আর, জনষ্টন সাহেবকে কালেক্টরের ভার দেওয়া হইল। এবং তিনি চট্টগ্রামের অন্তরবর্ত্তী কক সবাজারের সব ডিবিজনের ভূমি গ্রহণের ক্ষমতা পাইলেন।

মেঃ এল, এস, আলেকজাণ্ডার ত্রিপুরায় চতুর্থঃ শ্রেণীর কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু ত্রিলোচন সিংহ বর্দ্ধমানে এবং বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হুগলীতে অল্পদিনের নিমিত্ত প্রথম শ্রেণীর সব ডিঃ কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পুলিশ আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মেঃ, এইচ, বি, মনরো ভাগলপুরে এবং মেঃ ডবলিউ বি, সাভি, কাছাড়ে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীর একটিন নিযুক্ত হইলেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সারজন দিননাথ মিত্র, রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণলাল দত্ত কলিকাতা মেডিকাল কালেজের আসিষ্টাণ্ট ডিমনষ্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হইলেন। যতদিন তাঁহারা কার্য্যে নিযুক্ত না হইতেছেন ততদিন সব আসিষ্টাণ্ট সারজন বটেকৃষ্ণ দত্ত, কৃষ্ণদাস সেন, নন্দলাল সরকার তাঁহাদের স্থলে কার্য্য করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট আপথিকারি টি, ব্যারণের অনুপস্থিতি কালে, ফাষ্ট ক্লাশ আসিষ্টাণ্ট আপথিকারি জে, ম্যাকনট, ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রতিনিধি হাউস সারজন হইবেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের ই, জে, রবার্টস ডাক্তর রাণীগঞ্জে ডাক্তর ডি, পি, স্কিপটনের স্থলে নিযুক্ত হইলেন।

মেঃ টি, এইচ, ওয়াডির পরিবর্ত্তে মেঃ জে, আর, বর্লেস স্মিথ, কলিকাতার পোর্ট কমিসনার হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মুঙ্গের জেলায় অনারারি মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বেগুসরাইবেঞ্চের নিমিত্ত—কাজি, ফজুল হোসেন, জমিদার; বাবু তুলারাম জোত রাইয়ত; চৌধুরী আমির হোসেন, ঐ।

মেঃ ষা, ই, বকলাণ্ড বারাকপুরের কান্‌টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ১৮৬৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারাঅনুসারে জষ্টিস অবদি পিস নিযুক্ত হইলেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র সান্যালের অনুপস্থিতিকালে মুনসেফ মৌঃ মহম্মদ নুরুল হোসেন প্যাটনায় প্রতিনিধি সব জজ হইবেন।

বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্থানে বাবু প্রসন্নকুমার সেন এম এ, বি এল, যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরার মুনসেফ হইবেন।

বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার কলিকাতা হইতে মুরসিদাবাদ বদলি হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সব ওবারসিয়ার আনন্দকুমার রায় আরা ডিবিজনে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়ার মেঃ এফ, এম, উইদন দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগ হইতে গণ্ডক বিভাগে বদলী হইলেন।

বাবু সিঃ ব্রাহ্মণ নায়ক প্রথম শ্রেণীর প্রোবেসনারি সব ওভারসিয়র হইলেন এবং সোনাবভাগে নিযুক্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

ফরাসী মিনষ্টারি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ব্যারণ বিউটরের ইঞ্জিনিয়রেরা বেসট এবং তিহরণের মধ্যস্থিত ৮০ মাইল পরীক্ষা করিয়াছেন। রস্তমাবাদের দিকে মৃত্তিকার কার্য্য হইতেছে। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত রেলের কাষ্ঠ ফেলা হইয়াছে এবং বেসটের নিকটবর্ত্তি এনজেলি নামক স্থানে টারমিনস হইবে স্থির হইয়াছে।

টৈমসপোত সিরাপিস পোর্টস মাউথে আসিয়াছে।

করটেস ভঙ্গ হইয়াছে এবং গোলমাল মিটিলে পুনরধিবেশন হইবে না মেঃ ক্যালেব কসিং সিকিলিসের স্থলে নিযুক্ত না হইয়া জে, ক্ষটিন নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফরাসী বিপদ নিবারণ হয় নাই।

নিশ্চয় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ডাচেরা মস্ক অধিকার এবং ক্রাটন আক্রমণ করিয়াছে। ক্রাটন শীঘ্রই অধিকৃত হইবে। সৈন্যদিগের স্বাস্থ ভাল হইতেছে।

মঙ্গলবার পোপের আদেশানুসারে মোনাকো ফ্‌্যাস. কিম্বা মলটা এই সকল স্থানে যথা নিয়মে লোকসংগ্রহ না হইয়াই পোপ মনোনীত হইবে। জর্ম্মনি এই আদেশ গ্রহণে অসম্মত।

কারথেজিনা জীত হইয়াছে। নিউম্যান সিয়া পোত. বিদ্রোহী ও কয়েদীদিগকে লইয়া স্পেনের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমি পক্ষি জাতি অল্প বয়সে মা বাপ খাইয়া আজব সহরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে প্রতিপালিত হই। এক্ষণে আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। যদিও আজব সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে আমার বাসা কিন্তু কোন স্থানে চিরস্থায়ী নই। এখান সেখান করিয়া বেড়াই, মধ্যে মধ্যে বিদায় যাই। কিন্তু আধুনিক আমোদ প্রিয় বাবুদের ন্যায় মিছা কাযে টই টই করিয়া বেড়াই না। যেখানে যেখানে যাই সেখানকার লোকদের দোষ গুণ বিচার করি। কিন্তু বিচার করিয়া কি হইবে? আমরা ত আমাদের বিচারের ফলা ফল সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনুষ্যদের নিকট বলিতে পারি না। কিচির মিচির করিয়া বলিলে কি তাহারা বুঝিতে পারিবে কিন্তু আধুনিক সম্বাদপত্র সম্পাদকগণ পক্ষি জাতির ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। অনেক সম্বাদপত্রে আমার জাতভাইয়ের লেখা দেখিতে পাই। অতএব আমি সময়ে সময়ে কিচির মিচির করিয়া যাহা যাহা বলিব আপনার সম্বাদপত্রে তাহা প্রকাশ করিয়া সাধারণের গোচর করিবেন (যদি পক্ষি-জাতির অনুরোধে কর্ণপাত করেন) এই আমার অনুরোধ।

অনেক দিন হইল, এক দিন পূর্ব্বদেশে উড়িয়া যাইতেছিলাম। কত বড় বড় মাঠ পার হইলাম। একটী খাল পার হইলাম। শুনিলাম সেটী নাকি টুড়ে পাড়ার খাল। পরে তথা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ যাইয়া একটী গ্রামে উপস্থিত হইলাম, গ্রামটীর নাম * * *। অনেক দূর উড়িয়া আসাতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইয়াছিল, সুতরাং বিশ্রামের জন্য দিন কতক সেখানে থাকিতে হইল। গ্রামটী বড় মন্দ নয়। অধিবাসীর মধ্যে ৮৶১৯৫ পাতিনেড়ে। যে এক কড়া অপর জাতি আছে তাহাদের স্বভাবের বিশেষ পরিচয় আবশ্যক নাই। কায়স্থের মধ্যে * * * প্রধান। কিন্তু ইনি এক্ষণে বিষ হারাইয়া জলব্যালের দলে পড়িয়াছেন। এখানে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এই মহাত্মা তাহার "সেকরেচুর" না কি বলে? (মহাশয় আমি ইংরাজী জানি না বাঙ্গালার বলি) এই মহাত্মা তাহার সম্পাদক। ইনি পূর্ব্বে একটী মদ্যপ সাক্ষী গোপাল শিক্ষক রাখিয়া গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। মানুষে কতকাল ব্যাগার দিয়া থাকে? সাক্ষী গোপাল অন্তর্ধান হইলেন। স্কুল মাস ছয় বন্ধ রহিল। ডেপুটী বাবুর সহিত এ স্কুলের সম্পর্ক বিরুদ্ধ। সুতরাং ছয় মাস পরে পুনরায় স্কুল বসিল, ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিতে লাগিলেন গবর্ণমেণ্ট কাহাকে সাহায্য দিতেন? স্কুলকে? না সম্পাদককে। কিন্তু এখন যিনি শিক্ষক হইলেন তাঁহার জন্য সম্পাদক গবর্ণমেণ্টকে বড় একটা আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি পদচ্যুত হইলেন।

যত অধিবাসী আছে * * * উহার মধ্যে তাঁহার অনেক গুণ কিন্তু একটী ভয়ানক দোষ মদ্যপান। তাঁহাকে একটী উপদেবতায় পাইয়া রহিয়াছে। তাহার পরামর্শে তাঁহার সৎগুণ সকল কার্য্যে পরিণত হইতে দেয় না।

যদিও এখানে আমার আরও অধিক দিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পাছে উক্ত উপদেবতায় পাইয়া বসে এই ভয়ে বাসা অভিমুখে উড্ডীয়মান হইলাম।

মহাশয়! আরও অনেক স্থান বেড়াইয়াছি ও তত্তৎস্থানের দোষ গুণ বর্ণনা করিতে পারি। যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করেন তাহা হইলে প্রতি সপ্তাহে আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত আপনার গোচর করিব।

শ্রীবায়সচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সাং সাং ছাপরার বটবৃক্ষ।

সম্পাদক মহাশয়! সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট শ্রীল শ্রীযুক্ত এচ, এল, হারিসন সাহেব মহোদয় ঐ জেলার অন্তঃর্গত প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ ও সেইগুলির উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছেন, তৎ-প্রযুক্ত আমাদিগের গড়বেতা মহকুমার সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বসু বি এ, মহোদয় এইস্থানের নিকটবর্ত্তী "কাঁদড়া ও কোকন্দ গ্রামের মধ্যস্থিত প্রাচীন কোকন্দ নামক দীঘির ইতিবৃত্ত লিখিবার এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিবার কারণ আমাকে আজ্ঞা দেওয়ায় আমি অনুসন্ধান দ্বারা প্রাচীন ব্যক্তিগণের প্রমুখাৎ এবং প্রাচীন গ্রন্থে যতদূর জ্ঞাত হইয়াছি তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক সোমপ্রকাশ পত্রিকা পার্শ্বে স্থানদিয়া বাধিত করিবেন।

"প্রাচীন কোকন্দ দীঘির ইতিবৃত্ত"

জেলা মেদনী পুরের অধীন কাদড়া এবং জেলাবর্দ্ধমানের অধীন কোকন্দ এই উভয় গ্রামের মধ্যে এই যে সুবিস্তীর্ণদীঘি রহিয়াছে, ইহার বিষয়ে ২।৩ প্রকার প্রাচীন কথা শুনাযায়। কেহ কেহ ইহাকে "দেব খাত" কেহবা অসুর খাত" কেহ বা মনুষ্য খাত" বলিয়া উল্লেখ করেন; বস্তুতঃ ইহার কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা যে প্রকৃত পক্ষে দেব কি অসুর খাত নয়, মনুষ্য খাত তাহা এতদ্দ্বারা উপলব্ধি হইবে।

দেব, কি অসুর খাত বলিলে অকৃত্রিম জলাশয় অর্থাৎ নদনদী প্রভৃতিকেই বুঝায়। সুতরাং এটী যখন অকৃত্রিম জলাশয় নহে, চতু [illegible] বিশিষ্ট সরোবর তখন দেখ [illegible] কার্য্যে প্রস্তুত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দেব, কি অসুর খাত হইলে কখনই ইহার ঈশান দিকের পাড়ের উপর পাষাণময় শিবস্থাপন হইত

না, যখন এই দীঘির ঈশান কোণে "কোকেশ্বর" নামক একটী পাষাণমূর্ত্তি শিব স্থাপন আছে তখন এই তড়াগ অর্থাৎ এই বৃহৎ সরোবর কোন প্রাচীন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক খাত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মানুসারে ঐ শিবস্থাপনা হওয়াই সঙ্গত থাকা বলিয়া বোধ হইতেছে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকেই বলিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে বর্ত্তমান কোকেশ্বর শিব "স্বয়ম্ভূ" অর্থাৎ কাহার স্থাপিত নহেন; পাতাল হইতে উঠিয়াছেন, ইহার মূল পাতালেই আছে, কিন্তু অনেক দিন হইল আমাদের এতদ্দেশীয় রামানন্দ রায় নামক দুরন্ত জমিদারের সহিত মেদিনীপুর জেলার ভূতপূর্ব্ব জজ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হাবি সাহেবের তর্ক উপস্থিত হইলে ঐ জমিদার ভূগর্ভ হইতে মূলোৎপাটন দ্বারা শিব ঠাকুরকে তুলিয়া দেখাইবার ইচ্ছায় কিয়ৎ পরিমাণে মৃত্তিকা খনন করাইয়া উঁহার মূল দেখাইয়া, স্থাপিত বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন; তদ্দর্শনে অনেকেরই সে সন্দেহ অপনীত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ শিবঠাকুরের একটী প্রস্তর ময় প্রাচীন মন্দির ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এক্ষণে গ্রামের লোকে ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির করিয়া দিয়াছে।

সে যাহাই হউক, যদি ঐ বৃহৎ তড়াগ মনুষ্য খাতই হয়, তাহা হইলে কোন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক কতদিন উঁহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পর একটী প্রাচীন বাক্য যথাযথ বলিয়া জ্ঞান হয়। এখন পর্য্যন্ত কোন প্রাচীন কথার আন্দোলন হইলে "রাজা কোক সিংহের আমল বলিয়া লোকে প্রবাদ করেন"। সেই কোক সিংহের সময়েই তন্নাম ধেয় এই কোকন্দ দীঘির উৎপত্তি হইয়াছে। ফলতঃ ঐ কোক সিংহ কোন শকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোন্ স্থানেই বা তাঁহার রাজধানী ছিল এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ সুস্পষ্ট বলিতে পারেন নাই। কালে লুপ্ত হইয়াছে।

কেবল "কোক এবং সম্ভোগ রত্নাকর নামক গ্রন্থে এই এক নিদর্শন মাত্র পাওয়া যায় যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের পরেই কোকনদ সিংহ নামে এক মহাত্মা এই ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া রণরঙ্গ দেশের ভৈরব নৃপতির মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ঐ নৃপতির সন্তান সন্ততি ছিল না, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু হইলে কোক সিংহই ঐ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সেই রণ রঙ্গ দেশ অধুনা রণডাঙ্গা নামে বিখ্যাত, ঐ দীঘির উত্তরাংশেই ঐ রণ ডাঙ্গা গ্রাম বর্ত্তমান আছে; কিন্তু ঐ স্থানে এক্ষণে আর রাজ প্রাসাদের কোন চিহ্ন নাই।

"কোক সিংহ" "কোক এবং সম্ভোগ রত্নাকর" নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রচার করেন; অদ্যাপিও কোক গ্রন্থ হিন্দু স্থানে এবং সম্ভোগ রত্নাকর এই বঙ্গে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি কাম শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং অতুল ঐশ্বর্য্যশালী প্রবল প্রতাপান্বিত প্রজাহিতৈষী বদান্যবর রাজা ছিলেন। তিনি যে আপনার কোন স্বার্থ নিমিত্ত এই বিস্তীর্ণ জলাশয় দিয়াছিলেন এমন নহে, কেবল প্রজার মঙ্গল বিধানার্থে এবং অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্য রক্ষার্থে এই অদ্ভুত বৃহৎ তড়াগ দিয়া একটী কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করিয়া আপনার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আনুমানিক ১৬০০ ষোল শত বৎসর অতীত হইল কোকনদ রাজ কর্ত্তৃক এই দীঘির উৎপত্তি হয়, সেই কারণ বশতঃ "কোকনদ" এই শব্দের অপভ্রংশ কোকন্দ বলিয়া এই সরোবর এবং গ্রামের নামোল্লেখ হইয়াছে।

অশীতি বৎসরের পূর্ব্বে এই সরোবরের উত্তরাংশে একটী প্রসিদ্ধ হাট এবং দক্ষিণ দিগে প্রস্তরের বাঁধা ঘাট ছিল। রবিবার এবং শুক্রবার এই দুই দিবসে ঐ হাটে কি দেশীয় কি বিদেশীয় ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিত; এবং প্রতি বৎসর চৈত্র বারুণীতে ঐ স্থানে মেলা হইত, এখন পর্য্যন্ত সেই মেলা হইয়া থাকে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই হাটটী উঠিয়া গিয়া এক্ষণে কয়াপাট মদনগঞ্জে হাট হইতেছে। দক্ষিণ দিগের প্রস্তরের ঘাট এবং ঐ ঘাটের নিকট যোগীপাড়া নামক স্থানে যে একটী প্রস্তরময় বাটীর চিহ্ন ছিল সেই ঘাটের এবং বাটীর বৃহত বৃহৎ প্রস্তরগুলি লোকে লইয়া যাওয়ায় ক্রমশঃ সে সকল লণ্ড ভণ্ড হইয়া গিয়া এক্ষণে সামান্য মাত্র সোপান চিহ্ন আছে। সরোবর মধ্যে একটী প্রস্তরের মন্দির ছিল লোকে তাহাকে ধনাগার বলিত, এক্ষণে সেই মন্দির পঙ্কে মজিয়া গিয়াছে।

এদেশে কোকনদের জলে বিস্তর গ্রামের কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ এবং ফসল রক্ষা হয়। এমন কি, অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রজাদিগকে জলের জন্য অণুমাত্র চিন্তা করিতে হইত না; বৃষ্টি না হইলে এক দিগের মোহানা খুলিয়া দিলেই এ অঞ্চলের ক্ষেত্র সমূহ জলপ্লাবিত হইত। এক্ষণে সরোবরটী পঙ্কে পরিপূর্ণ হওয়ায় এবং কাল ধর্ম্মে লাভের প্রত্যাশায় জমিদারগণ সরোবর গর্ভের এক এক স্থান প্রজাদিগকে জমা করিয়া দেওয়ায় সেই সকল স্থান আবাদ হওয়াতে এদিগে জলের হ্রাস, ওদিগে জলাভাবে প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে।

আহা! যদি পূর্ব্বের ন্যায় ঐ সরোবরে জল পরিপূর্ণ থাকিত, তাহা হইলে এতদ্দেশে আদৌ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিত না এবং বর্ত্তমান বৎসরে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় কখনই প্রজাদিগকে এখন হইতে "হা অন্ন, হা অন্ন" বলিয়া চীৎকার ও চিন্তা করিতে হইত না। দীঘিটী পঙ্কে পরিপূর্ণ, বিশেষতঃ ইহার গর্ভ এবং তীরস্থান ক্রমে ক্রমে জমি হওয়াতে ঐ মহারাজের প্রাচীন কীর্ত্তিটী লোপ হইবার সম্ভাবনা হইতেছে।

হায়! পূর্ব্বে যে সরোবরের একটী মোহানা হইতে অষ্টাদশ মুখে বর্ষাকালে জল বহিষ্কৃত হইয়া একটী খালের উৎপত্তি ও তারাযোলী খালের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে, যাহাতে চির দিনই জল স্থায়ী হইয়া থাকিত এবং আবশ্যক হইলে যে জল দ্বারা প্রজাগণের ফসল রক্ষা হইত, সেই

খাল একণে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে ও সেই সরোবরের ঈদৃশ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। যদি এই সময়ে আমাদিগের ন্যায়পরায়ণ প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই প্রাচীন কীর্ত্তিটীর পঙ্কোদ্ধার করেন এবং রাজপুরুষেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী হয়েন; তাহা হইলে এই দুঃসময়েই ইহার সংস্কার আরম্ভ হইবার সুসময় বোধ হয়; যেহেতু ইহাদ্বারা আপাততঃ সহস্র সহস্র লোক দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। অতএব, আশা করি ন্যায় পরায়ণ গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে ইহার সংস্কার করাইয়া মনুজ বৃন্দের হিতসাধন করিবেন। গড়বে আর ইতিবৃত্ত পরে প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

১৮৭৩।২৩ এ ডিসেম্বর বদনগঞ্জ, জেলা বর্দ্ধমান } শ্রীহারাধন দত্ত।

সবিনয় নিবেদন মিদং:—

সম্পাদক মহাশয়! ২২ এ পৌষের সোম প্রকাশ পাঠ করিয়া স্বর্ণ গ্রামসম্বন্ধে বিক্রম পুর বাসীর প্রেরিত পত্রে "স্বর্ণ গ্রাম" নামটী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি যে স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন উহার কোন ও পার্শ্বে "স্বর্ণ গ্রাম" নামক গ্রাম আছে ইহা আমরা জানি না বোধ হয় যেমন বিক্রমপুরের কুণ্ড পরিবার সাতরা পাড়ায় নূতন বাড়ী করিয়া গ্রামটীকে ভাগ্যকুল নামে বিখ্যাত করিয়াছেন। আমাদের কাচাদিয়া বাসী বৈদ্যগণও কামারখাড়ার অংশ বিশেষকে স্বর্ণগ্রাম নামে অভিহিত করিবার সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কামার খাড়া সাতরপাড়ার ন্যায় বিরাম স্থান নহে, ইহা বহুদিনের প্রসিদ্ধগ্রাম। এই স্থানটী এখন হীন দশায় পতিত হইয়াছে বটে কিন্তু যাঁহারা ইহার কামার খাড়া নাম বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন কাচাদিয়ার বৈদ্য বংশে অদ্যাপি তাদৃশ ধনী বা বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন লোক অতি বিরল।

এই স্থানটী ব্রাহ্মণ প্রধান। কেবল কৃষ্ণ ন্যায় পঞ্চানন প্রভৃতি বহুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা কেবল পণ্ডিত ছিলেন এমত নয়, তাঁহাদের ভূসম্পত্তিও বিলক্ষণ ছিল। কালে সকলই পরিবর্ত্তিত হয়, উক্ত মহাত্মাদিগের সন্তানেরা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, কাচাদিয়ার বৈদ্য বংশ বাসার্থী হইয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হওয়াতে অনেকে নিজ ভদ্রাসনেরও অংশ দিয়া তাঁহাদিগের (কাচাদিয়াবাসিদিগের) বসবাস পত্তন করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বৈদ্যগণ অকৃতজ্ঞের ন্যায় সেই উপকারকের কামার খাড়ার নাম লোপ করিতে কটীবন্ধন করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন কৃতঘ্নতা দোষে দোষী হইয়া বিজ্ঞ সমাজে উপহাসিত না হয়েন।

২৬ এ পৌষ ১২৮০ সাল } কস্যচিৎ কামারখাড়া বাসিনঃ।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় গয়া ১০

" " চৈতন্যচরণ রায় বালিয়াপাল ১০

পাকপাড়া ওয়াড ষ্ট্রেটের গবর্ণমেণ্টের ম্যানেজার ১০

" " গোলোকচন্দ্র সেন দিনাজপুর ১০

—:০:—

১৮৭৩ অব্দের জানুয়ারি ও ১২৮০ সালের মাঘ মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

" " অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় জালেম ডাঙ্গা।
" " [illegible] দত্ত—জামালপুর।
" " কালীকৃষ্ণ মিত্র। ভাতুকা।
" " ত্রৈলোক্যনাথ সর্ম্মা। বর্দ্ধমান।
" " মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক। পাথুরিয়াপাড়া।
" " ব্রজবিহারি কুণ্ড। মালদহ।
" " বেহারিলাল শীল। হুগলী।
" " মাধবচন্দ্র ভাদুড়ী। কাঁসপাড়া।
" রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর। নাটোর।
" " প্রসন্নকুমার রায়। সন্তোষ।
" মৌলবী মল্লা খোদাদাদ জমীদার। বামনপুকুরিয়া।
" " মহেশচন্দ্র সিংহ। মুরসিদাবাদ।
" " সারদাপ্রসাদ শুক্ল। নাটোর।
" " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। ভাগলপুর।
" " গোবিন্দচন্দ্র সেন। লাহোর।
" " রামচরণ সিংহ। সিংহপাড়া।
বি, ভেঙ্কট চেরিয়ার। বেঙ্গালোর।
" " রামদাস সেন। বহরমপুর।
" " শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী। বেহুবল্লভপুর।
" " পরেশনাথ চৌধুরী। ইছাপুর।
" " নীলগোপাল মণ্ডল। বাওয়ালী
যোগেন্দ্রনাথ রায়। মনিরামবাটী।
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। রতনপুরা।
" " রামজয় মজুমদার চৌধুরী জমীদার। ময়মন সিংহ।
" " কালীকুমার কুণ্ডু। খোজানগরবেড়।
" " উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। গঙ্গা বল্লিপুর।
" " প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রায় বাহাদুর। জমীদার কুচবিহার।
" " রঘুনাথ মুস্তফী। নওখীলা।
" " ঈশানচন্দ্র ঘোষাল। মুগকল্যাম গ্রাম।
" " নরেন্দ্রনারায়ণ কর। গুপ্তরপুর।
" " কালীপ্রসন্ন সেন। গোবিন্দপুর।
" " তারাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়। জঙ্গীপুর।
" " গগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বুড়ামজুমদার।
" আজিমুদ্দিন আহাম্মদ। মালদহ।
জ্ঞানবিকাশীনি সভা। গোয়ালন্দ।
" " গোবিন্দলাল রায়। মাহিগঞ্জ।
" " কৃষ্ণলাল মৈত্র। নাটোর।
" " যোগেশ্বর রায়। চকদীঘী।
" কয়েজবক্স চৌধুরী। জানগুর।
" " দুর্গাবর আচার্য্য। আগরদাঁড়িগ্রাম।
" রায় গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর। নাটোর।
" " হরিশচন্দ্র পালিতঃ সিরাজগঞ্জ।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। ১১ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ১৪ ই মাঘ। ইং ১৮৭৪। ২৬ এ জানুয়ারি

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৸০ টাকা।

প্রমোদিনী ১ ম ভাগ। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় কুলের প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর পদ্য প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ কয়েকটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অবয়ব ৮ পেজি ফরমার অন্যূন ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় প্রমোদিনী সভায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। মেটিরিয়া মেডিকা ও ট্রীটমেন্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১॥০ এলপেথাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "নোটস অন ইনজিনিয়ারিং" মূল্য ১॥০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্শলেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ ততোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে নগদ টাকায় যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাসুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচ না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আমার পিতা ঠাকুর সিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, ক্ষয়কাশ শূল ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্নমেন্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মুসলমানপাড়ার ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত দ্বিতীয় চরিতাষ্টক মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল ৵০। ইহাতে এদেশীয় প্রধান প্রধান আট জনের জীবন চরিত আছে। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান সুশ্রুত নামক গ্রন্থ যাহা কলিকাতা বহুবাজার ভিক্টোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড বাহির হইতেছে। তাহার মূল্য স্বাক্ষরকারির পক্ষে প্রতি ফরমা /০ এক আনার হিসাবে একখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমার ১৫ তিন পাই হিসাবে প্রতি খণ্ডের মূল্য

৶০ তিন আনা। মফঃস্বল গ্রাহকগণকে মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হবে, এবং প্রতি খণ্ডে /০ এক আনা করিয়া ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

—ঃঃঃ—

মেলেরিয়ানাশক পুরিয়া

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধি দ্বারা মেলেরিয়া জনিত প্লীহা, যকৃত, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অযথা কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ॥০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং

সুবরবন মেডিকেল হাল

ভবানিপুর, কলিকতা।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।/০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—•◎•—

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট।

মেদিনিপুর বাঁধের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মৌলমিন শালের স্কাণ্টলিং আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা তাহা যোগাইবার জন্য টেণ্ডার করিতে চান তাঁহারা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে করিবেন।

এক দিকে, দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৩ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ৫৪০ খান আর এক দিকে দীর্ঘে ৯ ফট ১১ এগার ইঞ্চ ও প্রস্থে ৭॥ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ১৫০ খান।

পূর্ব্বোক্ত স্ক্যাণ্টলিং সকল কণ্ট্রাক্টের তারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনীপুরে পৌছাইয়া দিতে হইবে। কিরূপে এবং কি রীতিতে টেণ্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট দরখাস্ত করিলে জানা যাইবে। কিন্তু এক টাকা ফি জমা দিতে হইবে। টেণ্ডারকারীদিগকে টেণ্ডরের সহিত ১০০ একশত টাকা বায়না স্বরূপ দিতে হইবে।

মেদিনীপুর
৯ ই জানুয়ারি
১৮৭৪ } জেমস কিম্বার
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
কশাই ডিবিজন।

নূতন মুদ্রিত।

স্কুলের ছাত্রদিগের ব্যবহারোপযোগী এক খানি ইংরেজি ভূগোল, অতি অল্প দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে। এই [illegible] খানি অপরাপর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে, ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী। থেকার স্পিঙ্ক্ কোম্পানির দোকানে, স্কুল বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—

যিনি ত্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান-রত্নাকর ও পরমার্থ-বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই মাঘ সোমবার।

ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির রাজনীতি।

ইংরাজেরা ইংলণ্ডে রাজনীতি প্রণয়ন করিয়া যে সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অধিকতর আশ্চর্য্য অথবা প্রশংসার বিষয় নহে। ইংলণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতি অধিক নহে, সকলেরই প্রায় এক ধর্ম্ম একবিধ আচার ব্যবহার, এক প্রকার মনের ভাব। যাঁহারা রাজনীতি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও তদ্দেশজাত; বিশেষতঃ তাঁহারা অন্য অন্য আদর্শ অবলম্বন করেন। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের প্রণীত রাজনীতিই তাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতাদির যথার্থ পরিচয় স্থল। এখানে একবিধ জাতির

বাস নহে, আচার ব্যবহার একরূপ নয়, ধর্ম্ম ভিন্ন প্রকার, মনের ভাবও স্বতন্ত্র। রাজনীতি প্রণয়নকর্ত্তারা ভিন্ন দেশজাত। অতএব তাঁহারা এখানে রাজনীতি প্রণয়ন করিয়া যে কৃতকার্য্য হইতেছেন তাহাই তাঁহাদিগের অধিকতর প্রশংসার বিষয়। তাঁহাদিগের এখানকার রাজনীতির স্বরূপ পর্য্যালোচনা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ঐ রাজনীতির উপরে ভারতবর্ষের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। উহা আজিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই বটে কিন্তু উহার পর্য্যালোচনা কালে ইংরাজ জাতির বুদ্ধি কৌশল ও ঔদার্য্যাদি গুণের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইতে হয়। উহা একান্ত উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। উহাতে ইংরাজ জাতির চিত্ত দৌর্ব্বল্যেরও বিলক্ষণ পরিচয় হইয়া থাকে উহার আলোচনা কালে মনোমধ্যে সময়ে ভক্তি সময়ে অভক্তি সময়ে বিস্ময় সময়ে হর্ষ সময়ে ক্ষোভ সময়ে দুঃখ এই প্রকার নানা ভাবের উদয় হয়। কেন যে আমরা এরূপ কহিলাম, নিম্নে ক্রমশঃ ব্যক্ত হইতেছে।

পাঠকগণ প্রথমে ইংরাজজাতির বুদ্ধি কৌশল ও ঔদার্য্যাদি গুণের উদাহরণ দর্শন করুন; তাঁহাদিগের এক এক অনুষ্ঠানে অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইহা সামান্য বুদ্ধি কৌশলের কার্য্য নয়। তাঁহারা ভারতবর্ষে মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে কতগুলি অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতেছে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ উহার গুণে এদেশীয়দিগের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ হইতেছে। দিন দিন ইহাঁরা উৎসাহিতা সাহস বিষয়কারিতা ও কর্ত্তব্যপরতাদি গুণ শিক্ষা করিতেছেন। নানা বিষয়ের চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতেছে। কিরূপে প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন, সম্পাদকদিগের সেই চেষ্টা জন্মিয়াছে। নানানার বিবেচনাশক্তির বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রজার মনের ভাব জানিবার একটী উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে। বোধ হয় প্রজার মনোগত ভাব জানিবার এরূপ সহজ ও সুন্দর উপায় আর হইতে পারে না। বহুবিধ ব্যয় ও যত্ন পাইয়া গবর্ণমেণ্টের যে উদ্দেশ্য সাধনে কৃতার্থতা লাভ দুরূহ হইত, ঐ উপায় দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হইতেছে; প্রজারও স্বাধীনতা প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। কিরূপে স্বাধীন ভাবে স্ববক্তব্য ব্যক্ত করিতে ও স্বকার্য্য সাধন করিতে হয় তাহারা তাহা শিক্ষা করিতেছে। তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিয়া অন্যায় ও অবিচার নিবারণ সম্বন্ধে অনেক বিধ অভীষ্ট লাভ করিতেছেন। স্বাধীনতা প্রদত্ত না হইলে ঐ উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হওয়া একান্ত কঠিন হইত সন্দেহ নাই। মানুষ আপনার স্তুতিবাদ শুনিতেই ভাল বাসেন, সমূলক হউক আর অমূলক হউক দোষের কথা শুনিতে ভাল বাসেন না কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা দিয়া আপনাদিগের নিন্দাবাদ আপনারা শুনিতেছেন, ইহার তুল্য ঔদার্য্য আর কি আছে? এই ঔদার্য্য গুণ দর্শন করিয়া কাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় না হয়? কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাতে মোহিত না হন? বড় বড় সভ্যতম রাজ্যে এই ঔদার্য্য গুণ দর্শন দুর্লভ।

এদেশীয়দিগকে যে সুশিক্ষা দান করিতেছেন এটীও গবর্ণমেণ্টের অল্প ঔদার্য্যের কার্য্য। ইহাতেও অনেকগুলি উদার উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। ইহাই এদেশের ইদানীন্তন উন্নতির মূল। ইহা হইতে গবর্ণমেণ্টের নিজেরও মহৎলাভ হইতেছে। প্রজারা পণ্ডিত না হইলে শাসন কার্য্য সুখাবহ হয় না। মূর্খ পরিজন লইয়া কোন্ গৃহস্থ সুখী হইয়া থাকে? গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগকে যত সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবেন, ততই সুখী হইবেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কেবল বুদ্ধিমত্তার নয়, ঔদার্য্য গুণেরও সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। যে গবর্ণমেণ্টের এ দুই গুণ নাই, তিনি কি প্রজার ও আপনার এরূপ লাভ গণনা করিয়া ঈদৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন? এদেশে ত বহুকাল মুসলমান রাজত্ব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ বাদসাহ বা নবাব ইংরাজ জাতির ন্যায় প্রজার বিদ্যাদানে এত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন? এগুণ দেখিয়া ইংরাজজাতির প্রতি যাহার ভক্তি না হয়, এরূপ লোক বিরল।

এখন পাঠকগণ যাহাতে ইংরাজদিগের বুদ্ধি কৌশল ও চিত্ত দৌর্ব্বল্য এ উভয়ের পরিচয় পান, এ প্রকার দুই একটা উদাহরণ দর্শন করুন। উহাঁরা ভারতবর্ষ রক্ষার যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই ইহার উত্তম উদাহরণ। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু রাজ্যের দুই প্রকার শত্রু। অন্তঃশত্রুরা অসন্তুষ্ট হইলেই রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং বহিঃশত্রুরা বাহির হইতে আক্রমণ করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। ভারতবর্ষীয়েরা পাছে একযোগ হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া রাজ্য হরণ করিয়া লয়, এই শঙ্কায় যে জঘন্য রাজনীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা করিলে মনোমধ্যে অতিশয় ঘৃণা জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের মনে পরস্পরের প্রতি যে দ্বেষ হিংসাদি আছে, রাজপুরুষেরা তাহা বদ্ধমূল করিয়া তুলিতেছেন। উহাদিগের পরস্পর দুর্ভাব

যে চিরকাল থাকে সে বিষয়ে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ চেষ্টা জন্মিয়াছে, তাঁহারা কোন ক্রমে পরস্পরের সংস্রব হইতে দিতেছেন না। আমরা বাঙ্গলাদেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলকে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। বাঙ্গালিরা যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসিদিগের সহিত মিশ্রিত ও তাহাদিগের প্রতি সুহৃদ্ভাবসম্পন্ন হন, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসি রাজপুরুষদিগের কোন ক্রমে এ ইচ্ছা নয়। বাঙ্গালিরা যে বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গমন ও তথায় বাস করিবেন সে পথ দিন দিন রুদ্ধ হইতেছে। যিনি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টনন্ট গবর্ণর, তাঁহার ত এই রোগ হইয়া উঠিয়াছে, তিনি যেখানে যান সেই খানে এই ভাবে বক্তৃতা করেন, বাঙ্গালিরা এত বড় হইল, হিন্দুস্থানীয়েরা নীচে পড়িয়া রহিল। মিউর সাহেব মনে করেন, তিনি হিন্দুস্থানীয়দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে উহাদিগের মনে যে হিংসা দ্বেষাদির বৃদ্ধি হইতেছে, তিনি তাহা বুঝেন না, অথবা বুঝিয়াও বুঝেন না। মিউর সাহেবের মনের কিরূপ ভাব আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বাসিদিগের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেশ রক্ষার চেষ্টা পান, তাঁহারা নিতান্ত ক্ষুদ্রাশয় সন্দেহ নাই। যাঁহাদিগের মন উন্নত, তাঁহারা অন্তঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষার এ প্রকার নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করেন না ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিদিগের পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ বুদ্ধি আছে, উদার শিক্ষাদান দ্বারা তাহা দূরীকৃত করিয়া সমুদায় দেশকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত করা কি অন্তঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় নয়? ইহাতেই কি মনের উন্নত ভাবের পরিচয় হয় না? ইহাই কি সাধু মহাশয় ব্যক্তিদিগের অবলম্বনীয় নহে? ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও আমাদিগের অনুমোদনীয় হইতেছে না। এখন ভারতবর্ষের প্রধান বহিঃশত্রু রুশিয়া। রুশিয়ার সম্বন্ধে ইংরাজেরা যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই। ইংরাজ জাতির তুল্য গর্ব্বিত ও তেজস্বী জাতি অল্প; কিন্তু প্রবলের সহিত কার্য্য কালে সেই তেজস্বিতা ও গর্ব্বিত ভাব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। রুশিয়াকে স্ববশে রাখিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরী বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেছেন। কিন্তু আমরা জানি, অর্থলুব্ধ ও রাজ্য লুব্ধের দিক বিদিক জ্ঞান থাকে না। এরূপ অনেক গল্প শুনা আছে অর্থলুব্ধেরা জামাতার কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া অর্থ হরণ করিয়াছে। যাহা হউক এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই।

ইংরাজদিগের স্বদেশে স্বাধীনতা বিরাজমান; সকল প্রজারই রাজ্যে স্বামিত্ব আছে। সকলেই রাজ্যটীকে আপন বলিয়া বিবেচনা করেন। সুতরাং সকলেরই রাজ্যের উন্নতি কল্পে সবিশেষ চেষ্টা আছে। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের অবলম্বিত রাজনীতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। সেই জেতৃভাবেই ইহার শাসন করিতেছেন। এখানে তাঁহাদিগের ইচ্ছা মতই সমুদায় কাজ। আইন করিয়াছেন বটে কিন্তু সে আইন ক্ষণভঙ্গুর। তাঁহাদিগের ইচ্ছামাত্রে তাহার সৃষ্টি ও ইচ্ছামাত্রে তাহার বিনাশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টই যে কেবল ইচ্ছাময়, তাহা নহে। তাঁহাদিগের মফস্বলস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারিরাও ইচ্ছাময়। ইচ্ছা হইলে তাঁহারা আইনকে পদতলে মর্দ্দন করেন। এরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিয়া কৃতার্থতা লাভ বাসনা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। এরূপে শাসন করিয়া কোন রাজাই দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে একটা রাজস্ব প্রণালী স্থির হইল না। ইচ্ছা হইলেই রাজপুরুষেরা এক একটা নূতন কর করেন। কেন যে কর হইতেছে, নূতন কর করা উচিত কি না? প্রজাদিগের তাহা বুঝিবার ও বিচার করিবার অধিকার নাই। এ অংশেও ভারতবর্ষস্থ রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারিতা বিলক্ষণ প্রবল। এ প্রকার রাজনীতি শোচনীয় সন্দেহ নাই।

উপসংহারে আমাদিগের প্রার্থনা এই ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত রাজনীতির যে যে দোষের উল্লেখ করা হইল, ইংরাজরাজপুরুষেরা তাহার সংশোধনে যত্নবান হউন। যাবৎ ঐ দোষগুলি সংশোধিত না হইতেছে, তাবৎ তাঁহাদিগের প্রণীত ভারতবর্ষের রাজনীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না। ইংলণ্ডে যে রাজনীতির গুণে তাঁহারা এত উচ্চতম পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহা প্রবর্ত্তিত করুন, তাঁহারা সুখী হইবেন, প্রজারাও সুখী হইবে। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল ও চিরস্থায়ী হইবে।

—•—

মিশনরিগণ ও দেশীয় ভাষা।

এদেশীয়দিগকে দেশীয় ভা[illegible] খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য স্কট[illegible] একটী সভা আছে। গত ডিসেম্বর মাসে তাহার একটী অধিবেশন হয়। সার ফ্রানসিস আউটরাম সেই সভার সভাপতি ছিলেন। ভারতবর্ষের পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল মণ্টিথ সাহেব বিখ্যাত পাদরী মরে মিচেল সাহেব প্রভৃতি আরও অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাতে অনেকে অনেক কথা

বলিয়াছিলেন, তাহার সকল উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা মরে মিচেল সাহেবের ত্রুটিকৃত কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

তিনি বলিয়াছেন, " সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা অজস্র ধারে নভেল উপন্যাস প্রভৃতি নানা প্রকার গ্রন্থ সৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু তাহার বিংশতির মধ্যে এক খানিও এমন কি শতের মধ্যে এক খানিও আমি যুবাপুরুষদিগের বিশেষতঃ যুবতীদিগের হস্তে দিতে প্রস্তুত নহি। * * * * সুতরাং অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষের স্ত্রীগণের এবং সাধারণ লোকের পাঠোপযোগী সাহিত্য রচনা করা ইংলণ্ড স্কটলণ্ড এবং আমেরিকার লোকের কর্ত্তব্য।"

এই কয় পঙক্তি পাঠ করিয়া আমাদের মনে কতকগুলি কথা উপস্থিত হইল। সেইগুলি পাঠকগণের গোচর করাই আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এক্ষণকার সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা যে সাহিত্য রচনা করিতে অক্ষম, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আমেরিকার লোকেরা তাহা করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, এ কথা শুনিলে আপাততঃ হাস্য সম্বরণ করা যায় না এবং মিচেল সাহেবের কথা প্রলাপের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার কথা যে সম্পূর্ণ অসত্য তাহাও বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা দেশীয় ভাষায় সুলেখক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের রচিত সকল গ্রন্থ যে বিশুদ্ধ রুচির ও যুক্তির অনুমোদিত আমরা এরূপ মনে করি না। যাহা পাঠ করিলে চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয় হৃদয়ের সদ্ভাব সকল প্রস্ফুটিত হয়, সৎকামনা ও সৎসংকল্পের উদয় হয় এমন গ্রন্থ অতি বিরল। ইহার কারণ কি? দেশের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ তাঁহাদের অধিকাংশই দেশীয় ভাষা ভাল জানেন না সুতরাং কোন প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে ইংরাজীতেই করিয়া থাকেন। এই রূপে দেশীয় ভাষায় লিখন পঠন করা দেশীয় ভাষায় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করা এক প্রকার হেয় কার্য্যের মধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সে অভাব চলিয়া যাইতেছে। এজন্য আমরা বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়প্রভৃতিকে ধন্যবাদ করি। তাঁহাদের মত সুযোগ্য ও ধীশক্তিসম্পন্ন লোক, এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে লোকের রুচি সহজে ফিরিত না। সোমপ্রকাশের জন্ম অবধি এই ১৭ ১৮ বৎসরের মধ্যে আমরা বাঙ্গালা ভাষার যেন পুনর্জ্জন্ম দেখিলাম। ক্রমেই সুশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাভাজন লোকেরা ইহাতে স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। রাশি রাশি সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা তাহার প্রমাণ স্থল। দেশীয় ভাষায় প্রকাশ্য বক্তৃতা, দেশীয় ভাষায় নাট্যাভিনয় প্রভৃতি ইহার সমুদায় অঙ্গই একে একে প্রকাশ পাইতেছে। কালে এই সকল অঙ্গ আরও বিকশিত হইবে। আমাদের লেখকেরা এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে বিদেশীয় ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়া প্রতিপত্তি লাভের আশা করা দুরাশা মাত্র। তাহাই আমাদের যথেষ্ট সৌভাগ্য। শিক্ষা বিভাগে দেশীয় ভাষার যে অনাদর তাহার ত কথাই নাই। কাম্বেল সাহেব ত দেশের সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট আড়ম্বর ও গোলযোগ করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাহার যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ ভিন্ন আর কোন লাভ নাই।

আমরা বিলক্ষণ জানি দেশের লোকের রুচি ও ধর্ম্মনীতির যদি উন্নতি করিতে হয়, চিন্তাশক্তির যদি উৎকর্ষ বিধান করিতে হয় তাহা হইলে দেশীয় ভাষাকেই দ্বার ও উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে। যদি আমাদের ভাষা না থাকিত কিম্বা আমাদের ভাষা যদি অঙ্গ সৌষ্ঠব ও পূর্ণতা বিষয়ে নিতান্ত হীন হইত তাহা হইলে ইংরাজী আমাদের দেশীয় ভাষার স্থান অধিকার করিতে পারিত। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নত ধর্ম্ম ভাব থাকাতে যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ভারতবর্ষে স্থান পাইল না, উন্নত ভাষা থাকাতেও ইংরাজী সেই রূপ স্থান পাইবে না। এখনো দেশীয় ভাষার উপর সকলের শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, কিন্তু ক্রমেই হইবে। আমরা গত বারে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছি কালে সে সকল দূর হইবে এবং বর্ত্তমান সময়ে যে সকল রুচি ও ধর্ম্মনীতির অভাব লক্ষিত হইতেছে চিন্তাশীল সুরুচিসম্পন্ন লোকেরা হস্তার্পণ করিলে আর তাহা থাকিবে না। কেরি মার্শমান প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণ এক সময় দেশীয় ভাষার জন্য যে আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন বিদেশীয়দিগকে তাহা আর করিতে হইবে না।

উপসংহার কালে আমরা মিশনরিগণকে একটী অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যে দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডফের কথা কে বিস্মৃত হইবে? যেখানে গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হন নাই সেখানেও তাঁহারা দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে ত্রুটী করেন নাই, একথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু তাঁহারা যদি দুইটী দোষ পরিহার করেন তাহা হইলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান বিষয়ে আরও কৃতকার্য্য

হইতে পারেন। প্রথম, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শুষ্ক মত শিখাইবার জন্য এত প্রয়াস না করা। খ্রীষ্টের প্রদর্শিত উন্নত ধর্ম্ম নীতি বিষয়ে শিক্ষা দেন তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই—কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের মতগুলি বালকদিগের কণ্ঠস্থ করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে বালকদিগের অরুচি জন্মে শিক্ষকদিগেরও বিরক্তি উপস্থিত হয়। ২য়, তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ গুলির ভাষা আরও বিশুদ্ধবাঙ্গালা করিবার চেষ্টা করা। এই দোষের জন্য তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিতে ভদ্রলোকের প্রবৃত্তি হয় না। অধিক কি তাঁহাদের প্রণীত ধর্ম্ম পুস্তকও হাস্য সম্বরণ করিয়া পাঠ করা যায় না।

ওয়াড ইনষ্টিটিউশন।

আমাদের পাঠকগণের অনেকেই বোধ হয় বিদিত আছেন যে যে সকল বড় বড় জমীদার কিম্বা ধনবান ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিষয় রক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সেই সঙ্গে সেই সকল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকার শিক্ষার ভারও গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রজার ধন মান রক্ষার ভার রাজার হস্তে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবহার তদুপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতা মাতার অবর্ত্তমানে নিকটস্থ জ্ঞাতিরাই কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া গৃহীত হন এবং তাঁহাদেরই উপর সচরাচর সেই শিশুদিগের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার পড়িয়া থাকে; কিন্তু ধনের লোভ নিবারণ পূর্ব্বক নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য করা বড় দুষ্কর; সেই কর্ত্তৃপক্ষেরাই অনেক স্থলে আশ্রিত শিশুদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন।

এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্ট নিজে সেই তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন তাহা অপেক্ষা প্রার্থনীয় আর কি হইতে পারে? গবর্ণমেণ্ট ওয়াড ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত করিয়া সেই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আমরা বহুদিন হইতে এই অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি, যে এই ইনষ্টিটিউশনে যথেষ্ট ব্যয় হয় কিন্তু তদনুরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্থান হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যাহারা বাহির হন, কই তাঁহারা ত জ্ঞান বুদ্ধি কিম্বা দেশহিতৈষিতার বিশেষ পরিচয় দেন না। এখান হইতে যত লোক বাহির হইয়াছেন তাহার মধ্যে রাজা প্রমথ নাথ রায়ই আমাদের ইচ্ছানুরূপ ফল দেখাইতেছেন। সাধারণের হিতকর বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়।

যেখানে এত অর্থব্যয় হয় সেখানে সুফল না দেখিলে লোকের অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। অদ্যাবধি এই ইনষ্টিটিউসনের কার্য্য প্রণালী সন্তোষকর হয় নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের এস্থলে কতকগুলি কথা বক্তব্য আছে। গবর্ণমেণ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই আপনার অধীনস্থ ধনী সন্তানদিগকে স্বাধীনতা দেন এবং তাহাদের হস্তে আপন আপন বিষয়ের ভার অর্পণ করেন। আইন অনুসারে তাহারা ১৮ কিম্বা ১৯ বৎসর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হয় বটে; কিন্তু বিষয় রক্ষা ও কার্য্য নির্ব্বাহের উপযুক্ত বুদ্ধির পরিপক্বতা তখনও উপস্থিত হয় না। অপরিপক্বমতি যুবকগণ সচরাচর ইন্দ্রিয়সেবায় কিম্বা তোষামোদজীবি অনুচরগণের উদর পরিপূরণে অতি অল্প কালমধ্যে সমুদায় ধন পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি গবর্ণমেণ্ট আর কিছু কাল তত্ত্বাবধানের ভার নিজের হস্তে রাখেন এবং নিজ অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা উপদেশ পরামর্শ প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে আরও সুফল ফলিতে পারে। দ্বিতীয় কথা এই—জমিদার সন্তানদিগকে শিক্ষার অবস্থায় কেবল স্কুলে কিম্বা কালেজে পড়িবার নিয়ম না করিয়া এরূপ শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যাহা উত্তরকালে তাহাদের কার্য্যে লাগিতে পারে। মনে কর, একটী বালককে ৮ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুস্কুলে বদ্ধ না রাখিয়া জমিদারির বিশেষজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়া যদি জমিদারি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং মধ্যে মধ্যে জেলার কালেক্টরের সহিত তাঁহার নিজের জমিদারিতে প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে উত্তরকালে তাঁহার একজন উৎকৃষ্ট জমিদার হইবার সম্ভাবনা থাকে। এখানে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদিগের ত আর স্কুল মাষ্টারি করিয়া দিনপাত করিতে হইবে না, তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপযোগী শিক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? আমাদের বোধ হয় স্কুল প্রভৃতিতে প্রেরণ না করিয়া বাটীতে উপযুক্ত লোকের হস্তে সমর্পণ করিলে তাঁহাদের জ্ঞান ও নীতি উভয় শিক্ষাই সুন্দর রূপে চলিতে পারে। যাঁহার হস্তে এই গুরুতর ভার অর্পিত তাঁহার যে সচ্চরিত্র ও বিদ্বান হওয়া আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষ সচ্চরিত্র ও দক্ষ লোক না হইলে এতগুলি যুবা পুরুষকে সুপথে রক্ষা করিতে পারা সম্ভাবিত নহে।

এখনও কি সময় হয় নাই?

লার্ড নর্থব্রুক সর্ব্ব প্রথমে যখন রপ্তানী বন্ধ করিতে অস্বীকৃত হন, তখন বলিয়াছিলেন রপ্তানী বন্ধ না করিলে যদি চলে, তিনি রপ্তানী বন্ধ করিবেন না।

তখন আমরা বুঝিয়াছিলাম যে নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইলে তিনি তাহাও করিবেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি এখনও কি সময় হয় নাই? এতদিন বরং প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হইবে কি না সন্দেহ থাকাতে এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ না করার কারণ ছিল; এখন আঃ সে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট এবৎসর নিমন্ত্রণ গমন বন্ধ রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন; সার রিচার্ড টেম্পলকে যথা সময়ে সার জর্জ কাম্বেলের সহকারী নিযুক্ত করিয়াছেন, বিখ্যাত স্কালচ সাহেবকে সভাপতি করিয়া কলিকাতাতে একটী মূল রিলিফ কমিটী স্থাপন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন; এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থানীয় চাঁদা যত টাকা উঠিবে তাহার দ্বিগুণ অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এস্থলে কি প্রকাশ পায়? এত দিনের পর কর্ত্তৃপক্ষেরা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত। তবে এখনো রপ্তানী বন্ধ করা হইতেছে না কেন? বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইলে আপনা আপনি রপ্তানী কমিয়া আসিবে বলিয়া যে মনে করা হইয়াছিল সেপক্ষেও ত ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে লার্ড নর্থব্রুক বলিতেছেন বিশেষ ভয় নাই—অপর দিকে গবর্ণমেণ্ট নানা স্থান হইতে চাউল ক্রয় করিয়া আনিয়া সংগ্রহ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া মহাজনেরা মূল্যবৃদ্ধির আশা পরিত্যাগ করিয়া হস্তস্থিত চাউল অল্প মূল্যে ছাড়িতেছে। এতদ্দ্বারা দুই প্রকার অপকার হইতেছে। প্রথমতঃ, বাজারে চাউলের মূল্য অবস্থানুরূপ বৃদ্ধি না হওয়াতে লোকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অযথা ব্যয় করিতেছে, সাবধান হইয়া চলিলে যে শস্যে তিন মাসের আহার চলিত এরূপে তাহা এক মাসে পর্য্যবসিত হইবে। অবশেষে বর্দ্ধিত মূল্য দিলেও চাউল পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, মূল্য অল্প হওয়াতে বিলক্ষণ রপ্তানী চলিতেছে। যাহা কিছু শস্য দেশে ছিল তাহাও বাহির হইয়া যাইতেছে। সাধারণ বাণিজ্যের মুখাপেক্ষা করাও আর সঙ্গত নহে। কারণ গবর্ণমেণ্টকে চাউল ক্রয় ও সংগ্রহ করা বিষয়ে ব্যস্ত দেখিয়া তাহারাও কতক নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষের অধিক আশঙ্কা সেই সেই স্থানে লাভের অধিক আশা। কিন্তু সেই সকল স্থানেই গবর্ণমেণ্ট রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং শস্য ক্রয় ও সংগ্রহ করিতেছেন সুতরাং সে স্থানে তাহাদের যাইতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? যাহারা রিলিফের কার্য্য করিতে শিশবে সেই মজুরদিগেরই যেন আহারের সংস্থান হইল। আমরা জিজ্ঞাসা করি গবর্ণমেণ্ট কি অন্য স্থান হইতে ক্রয় করিয়া সে সমুদায় স্থানের অপরাপর অধিবাসিদিগকে খাওয়াইতে পারিবেন? আমাদের ত এরূপ বোধ হয় না। লোকে এক গুণ দিলে গবর্ণমেণ্ট দ্বিগুণ দিবেন এ প্রলোভনে অধিক সংখ্যক লোক আকৃষ্ট হইবে। অবশেষে গবর্ণমেণ্টকে সমুদায় ভার নিজের স্কন্ধে লইতে হইবে; নতুবা নিশ্চয়ই অনাহারে সহস্র সহস্র প্রজার মৃত্যু হইবে। লার্ড নর্থব্রুক কি এখনো ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না?

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে লার্ড নর্থব্রুক একটী বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে সকল জমীদার এই দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদিগের সাহায্য করিবার জন্য ঋণগ্রস্ত হইবেন তাঁহাদিগের রাজস্ব আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করা হইবে না। ২৮এ মার্চ্চ ও ২৮এ জুন এই দুই কিস্তির টাকা দুই বৎসরে আদায় করা হইবে। এই উপায় অবলম্বন করাতে অনেক জমীদারের এবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিবে সন্দেহ নাই।

—•—

দেশীয় রাজগণ ও গবর্ণমেণ্ট

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এক প্রকার বৃত্তিমাত্র ভোগী পর মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ নিয়ম অস্বাভাবিক এবং ন্যায় ও যুক্তি উভয় বিরুদ্ধ; সুতরাং এ প্রকার অবস্থাতে উভয় পক্ষের শান্তি নাই। রাজগণ যথেচ্ছ বিহার করিতে পান না, কারণ সে জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির অতিরিক্ত অর্থ পাইবার বিধি নাই। আবার গবর্ণমেণ্টও বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা কেবল অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও অলস প্রতিপালনে ব্যয় করিয়া সুখী হন না। বৃত্তিভোগী রাজগণ প্রতিপদে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইতেছেন, গবর্ণমেণ্টও প্রতিপদে রাজগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হইতেছেন। রাজগণকে স্বপদচ্যুত করিবার সময় তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যেরূপ বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল সেইরূপ তাঁহাদের পুরাতন রাজকীয় পদের গৌরব রক্ষার স্বরূপ তাঁহাদিগকে কতকগুলি অধিকার ও অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় দেশীয় রাজারা তাহার কোনটীরই সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। এক দিকে বৃত্তিরূপে প্রদত্ত অর্থগুলির যেমন অধিকাংশই দুষ্কর্ম্মে ইন্দ্রিয় সেবায় এবং অলস প্রতিপালনে ব্যয়িত হইতেছে। অপর দিকে সেই সকল প্রদত্ত অধিকার ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া তাঁহারা সাধারণের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হইতেছেন। ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে তাঁহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হয়,

সুতরাং বৃত্তির অপব্যয়ে সাধারণ ধনের অপব্যয় ও সাধারণেরই ক্ষতি। মুচিখোলার নবাব (টিপু সুলতানের বংশ) এবং মুরসিদাবাদের নবাব যে বৃত্তির কি প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

আমরা যে জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি তাহা এই। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত আর্কট নামক প্রদেশের নবাবের অধিকার ও ক্ষমতা প্রভৃতির গবর্ণমেণ্ট পুনরায় বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। ১৮০১ সালে এই বংশের সহিত গবর্ণমেণ্টের একটি সন্ধি হয়। সেই সন্ধি পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এই বংশীয় নবাবদিগের উপর কতকগুলি ক্ষমতা ও অধিকার অর্পণ করেন। তদবধি আরও কয়েক বার সেই সকল অধিকার কতক পরিবর্ত্তিত ও কতক নিয়মিত করা হইয়াছে। আর্কটের নবাব যে সকল অধিকার লাভ করেন তাহার মধ্যে একটী এই যে, তাঁহাকে কোন প্রকার দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের অধীন হইতে হইবে না। নবাব যদি নিজের ব্যয়ের জন্য ঋণ করেন সে ঋণের নিমিত্ত কেহ কোন দেওয়ানী আদালতে তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে পারিবেন না। এক দিকে যেমন এই নিয়ম আছে অপর দিকে তিনি যাহাতে অতিরিক্ত ঋণ করিতে না পারেন তাহার কোন উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই কারণে একটী বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ঋণ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকাতে নবাব যথেচ্ছ ঋণ বৃদ্ধি করিয়াছেন, লোকে গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক আছে দেখিয়া সহজে বিশ্বাসপূর্ব্বক ঋণ দিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সে ঋণ আদায়ের উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির অতিরিক্ত টাকা দিবেন না। উত্তমর্ণদিগেরও অভিযোগ করিবার উপায় নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই গোলযোগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আইন সংক্রান্ত মন্ত্রী হব হাউস সাহেব বলেন যে, নবাবের এই বিশেষ অধিকার রক্ষা করা আবশ্যক নহে। আইনের চক্ষে ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেই সমান; নবাব যদি অবিবেচনাপূর্ব্বক ঋণে জড়িত হন, সে জন্য তাঁহারই দায়ী হওয়া উচিত। সে পক্ষে তাঁহাকে অনুগ্রহ করা যাইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যদি সকল স্থলে এই উদার মত অনুসারে কার্য্য করিতেন তাহা হইলে একথা ভাল শুনাইত। এদেশে আইনের চক্ষে কি ইউরোপীয় এবং এদেশীয়ের সমান বিচার করা হয়? যাহা হউক, যাঁহারা নবাবকে ঋণ দিয়াছেন, তাহারা যদি পূর্ব্বে জানিতেন যে তাহাদের সে টাকা আদায় হইবে না, তাহারা কখনই কর্জ্জ দিতেন না, তাহারা সরল ভাবে এবং গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক আছে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই কর্জ্জ দিয়াছেন, এমন অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের সেই ঋণ আদায়ের কোন উপায় করিয়া না দেন, যার পর নাই অন্যায় কার্য্য হয় সন্দেহ নাই। কারণ এটী যে কেবল গবর্ণমেণ্টের নিয়ম দোষেই ঘটিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় নবাবের বৃত্তি হইতে কিছু কিছু কর্ত্তন করিয়া ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করা এবং যাহাতে ভবিষ্যতে আর ঋণ করিতে না পারেন, করিলে তন্নিমিত্ত তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে, এইরূপ একটী ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

বিবিধসংবাদ।

৭ ই মাঘ সোমবার।

২১ এ জানুয়ারি সার পি ওডহাউসের বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমনের কথা আছে। আসিয়াই আবার পর্ব্বত যাত্রার বন্দোবস্ত হইবে। এই কয়েক ঘণ্টামাত্র রাজধানীতে না থাকিলে কি চলে না?

লণ্ডনের ইউনিবার্সিটি কালেজে বৌদ্ধ ও পালি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

পাতিয়ালার রাজার স্কুল এবং কান্দির কালেজিএট স্কুলে প্রথম পরীক্ষার পুস্তক পর্য্যন্ত অধীত হইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে।

পুনা হইতে বোম্বাইয়ে যে রাজস্ব-সংক্রান্ত আফিস সকল উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ উহা রহিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

বাখরগঞ্জের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট জে, এফ ব্রাডবরি সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করাতে হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

বরদার শাসন কার্য্যের বিশৃঙ্খলার অনুসন্ধানার্থ যে কমিশন নিয়োগ করা হয় তাহাতে গুইকুমারের কতক চৈতন্য হইয়াছে। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, গুইকুমার কমিসনরদিগের বরদা হইতে প্রস্থানের পরেই এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যদি কোন কর্ম্মচারী কাহারও প্রতি অত্যাচার বা কাহারও নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করেন, আর সেবিষয় যদি উপযুক্ত প্রমাণসহ তাঁহার গোচর করা হয়, তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়া তাহার নিবারণ করিবেন। প্রত্যেক প্রজাও যেন তত্রত্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন অনুসারে কার্য্য করেন এবং আফিসরদিগকে যথোচিত সম্মান করেন।

গত পূর্ব্ব রবিবার গাজীপুরে পুনরায় উত্তম বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অহিফেনের বিশেষ উপকার হইবে।

৮ ই মাঘ মঙ্গলবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর উইলিয়ম মিউর এবং পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ডেবিস সাহেব লার্ড নর্থব্রুকের দৃষ্টান্তের

অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাঁরাও এবৎসর পর্য্যন্ত কালের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যাবতীয় ইউরোপীয় ও এদেশীয়কে রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে পীড়াপীড়ি করিতে অনুরোধ করিতেছেন। রপ্তানী বন্ধ হয় এ ইচ্ছা কেবল আমাদিগের নয়, বেঙ্গল চেম্বর অব কমার্সের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মুলেন স্মিথ ও মরে এবং বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট অনরেবল সদারলাণ্ড সাহেব এবং ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ পরিণামদর্শী ও চিন্তাশীল অনেক ইউরোপীয়ের রপ্তানী বন্ধ হওয়া অভিপ্রেত।

সম্প্রতি পটলডাঙ্গায় "ভারত নাট্য মন্দির" নামে একটী নাট্যশালা খোলা হইয়াছে। কলিকাতায় এক এক সময়ে এক একটী বিষয়ের হুজুক উঠে, এক্ষণে নাটকের হুজুক চলিয়াছে।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল বারাণসীতে অতিবাহিত করিবার মানস করিয়াছেন। কাশী ক্রমে গুলজার হইতে চলিল।

মাদারিপুর উপবিভাগ বাখরগঞ্জ হইতে ফরিদপুরের অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

১৮৭৩ অব্দের ২২ এ এপ্রেলের নিয়মানুসারে দেশীয় সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশার্থিদিগের পরীক্ষা আগামী ২ রা মার্চ্চ গৃহীত হইবে। হুগলী ঢাকা পাটনা কটক এবং গৌহাটীতে পরীক্ষা হইবে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, আজিমগঞ্জের রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর দরিদ্রদিগের জন্য দিনাজপুরে পাঁচ হাজার মণ চাউল প্রেরণ করিয়াছেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১২ জনের মধ্যে ৯২ জন বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম ১৩ দ্বিতীয় ৫৩ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ২৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই ৯২ জনের মধ্যে ৩৩ জন প্রেসিডেন্সি কালেজে ১০ জেনরল এসেম্বিস ইনষ্টিটিউসন ৮ ফ্রী চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন, ৬ কেথিড্রাল মিসন কালেজ ৬ হুগলী কালেজ ৪ ঢাকা কালেজ ৪ বারাণসী কালেজ, ৩ পাটনা কালেজ, ৩ বেরিলি কালেজ ২ মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ ২ মেডিকাল কালেজ, ২ দিল্লী কালেজ, ১ বহুরি স্কুল এবং ১ জন জয়নারায়ণ কালেজের ছাত্র অবশিষ্ট কয়েকজন শিক্ষক। প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রসন্নকুমার লাহিড়ী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যানের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটী হিন্দু বালক পরীক্ষা দিতে যায়। তাহাকে প্রশ্নের যে কয়েকটী কাগজ দেওয়া হয় তাহার সকলগুলিতেই সে নিম্নলিখিত কয়টী কথা লিখিয়া দেয় "আমার গৃহ দেবতা আমাকে বলিয়াছেন, আমি না লিখিলেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব"। গৃহ দেবতা যদি অগ্রে পূজা লইয়া এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন।

কলিকাতায় চাউলের মূল্য সমান রহিয়াছে। সমুদ্র পথে রপ্তানী চলিতেছে।

এসপ্তাহের প্রাদেশিক দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায়, বাঁকুড়ায় অগ্রিম টাকার জন্য গবর্ণমেণ্টে ৮০ খানি আবেদন উপস্থিত হয়। বীরভূমে যে অল্প পরিমাণে চাউল আছে তাহাও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রপ্তানী হইতেছে। মেদিনীপুরে পুনরায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। নদীয়াতে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যশোহরের খুলনা হইতে রপ্তানী হওয়াতে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। মালদহে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। সিংহভূমে দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। মালদহের লোকে বড় বিপদে পড়িয়াছে, ব্যবসায়ীরা অধিক মূল্যের প্রলোভন দিয়া প্রজাদিগের যাহার ঘরে যে কিছু চাউল ধান্য ছিল সমুদায় লইয়া গিয়াছে। এবার চাষ উত্তম হইবে এই ভাবিয়া উহারা তখন সমুদায় ধান চাউল ছাড়িয়াছিল, এক্ষণে মহা বিপদে পড়িয়াছে। আমন ধান্য তিন আনার অধিক জন্মে নাই। বেহারের যেরূপ মালদহেরও সেই দশা ঘটিয়াছে।

১৩২ জন এদেশীয় যুবতী "বরিশাল স্ত্রী শিক্ষা কমিটী" দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটী কুমিল্লার এবং একটী ফরিদপুরের।

এবার গঙ্গাসাগরে বিস্তর যাত্রী হইয়াছিল।

৯ ই মাঘ বুধবার।

সাহরণ বিভাগের হাতুয়ার রাজা (ইহাঁর বিষয়াদি এক্ষণে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আছে) জল সেচন কার্য্যের সুবিধা এবং লোকের পানীয় জল কষ্ট নিবারণোদ্দেশে স্থানে স্থানে পুষ্করিণী ও কূপ খননের আজ্ঞা দিয়াছেন এবং দরিদ্রদিগের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার চাউল আমদানী করিতেছেন।

বোম্বাইর সংবাদ পত্র সমূহ বলেন, মঙ্গোলিয়া নামক জাহাজে বোম্বাইর জন্য ১৩ লক্ষ এবং কলিকাতার জন্য ২৫ লক্ষ টাকার রৌপ্য আসিতেছে। সেদিন ইংলিসম্যানে যে টেলিগ্রাম প্রকাশিত হয়, তাহাতে ৩ ও ৫ লক্ষ টাকার রৌপ্যের কথা উল্লিখিত হয়। ইহার কোন্‌টী সত্য?

লার্ড নর্থব্রুক এদুঃসময় কেবল সিমলা যাওয়া বন্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সৈন্যদিগের শিক্ষা শিবির তুলিয়া দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন পীড়িত সৈন্যদিগের স্থানান্তরে গমনাগমন জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় আগামী বৎসর হইতে সাধ্যানুসারে সে ব্যয় সংক্ষেপ করা হইবে। কেবল ইংলণ্ড হইতে সৈন্যগণের আগমন, কিম্বা এদেশ হইতে কোন রেজিমেণ্টের ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন অথবা সৈন্যগণের নিতান্ত স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে যে সকল ব্যয়ের প্রয়োজন কেবল তাহাই করা হইবে। লার্ড নর্থব্রুকের এইসকল কার্য্যের জন্য সকলেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

লর্ড নর্থব্রুক আজ্ঞা দিয়াছেন, প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী সামান্য সামান্য বাজে খরচের সময় যেন বিশেষ সাবধান হইয়া এমন কি নিজের পয়সা মনে করিয়া যেন ব্যয় করেন। অধিকাংশ কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের টাকাকে গৌরী সেনের টাকা মনে করিয়া ব্যয় করেন। লার্ড নর্থব্রুক এসময় এই অ—

প্রচার করিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন, এক্ষণে কাজে ফুলাইলে হয়।

শান্তিপুরে আর এক মহাত্ম দেখা দিয়াছেন। একজন ফকীর একজনের স্ত্রী বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। যাহার স্ত্রী তিনি ফকির সাহেবকে আদালতে উপস্থিত করিবার উদ্যোগে আছেন।

বাবু হীরালাল শীল কলিকাতার পুলিষ কমিসনর এবং জষ্টিসদিগের সভাপতি হগ সাহেবের নামে এই বলিয়া হাইকোর্টে নালীশ করিয়াছেন, তিনি মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে ৫ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া সাধারণকে এক ভোজ দিয়াছেন। এ ভিন্ন আর ৬০ টী দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। হীরালাল বাবু মকদ্দমা চালাইবার জন্য ভাল ভাল বারিষ্টর সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইতে চলিল।

পাবনা বিশেষতঃ সিরাজগঞ্জে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পিপলস ফ্রেণ্ডের একজন সংবাদদাতা বলেন; ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এক উল্লাপাড়াতে ৩৮৬ জনের মৃত্যু হয়।

ফরাসী দেশীয় একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছেন, মঙ্গল গ্রহে যে সকল দ্রব্য আছে তাহা আমাদের পৃথিবীর দ্রব্য অপেক্ষা বহুগুণে লঘু। এখানে যে দ্রব্য ৩ সের মঙ্গলগ্রহে তাহা এক সের মাত্র হয়। এখানে ২০ মাইল ভ্রমণ করিলে যত ক্লেশ হয় সেখানে ৫০ মাইল ভ্রমণ করিলেও তত ক্লেশ হয় না। এখানে একটি লম্ফ দ্বারা ঊর্দ্ধ সংখ্য দুই হাত মাত্র উঠা যায়, সেখানে এক লম্ফ দ্বারা বড় বড় ঘর ডিঙ্গাইয়া পড়া যায়। ইনি বলেন, মঙ্গল গ্রহের জন্তু সকল অত্যন্ত বৃহৎ। মঙ্গলগ্রহের বণিকেরা এখানে আসিয়া বাণিজ্য করিলে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন, কিন্তু এখানকার বণিকগণকে সেখানে গেলে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়।

একজন ফরাসী দন্তচিকিৎসক একটী স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করিতে গিয়া ক্লোরোফরম দ্বারা তাহার চৈতন্য হরণ করেন, অধিক পরিমাণে ক্লোরোফরম ব্যবহার করাতে স্ত্রীলোকটীর আর চৈতন্য হয় নাই। চিকিৎসকের একমাস কারাদণ্ড ও চারি হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা হইয়াছে, জরিমানার টাকাগুলি মৃত স্ত্রীলোকের পরিবারবর্গকে দেওয়া হইয়াছে। রোগীর চৈতন্য হয় নাই বটে, কিন্তু চিকিৎসকের বিলক্ষণ চৈতন্য হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব টমাস বেরিঙ যে উইল করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমুদায় কেরাণী ও ভৃত্যদিগের প্রত্যেককে এক বৎসরের বেতন পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে ৩ তিন লক্ষ টাকা পড়িবে। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব অনরেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুর ভৃত্যদিগের প্রতি এই রূপ বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা পুরাতন ধনিদিগের ভৃত্যদিগের প্রতি এরূপ দানশীলতার দৃষ্টান্ত বড় দেখিতে পাই না।

পাথর কাটিবার জন্য আমেরিকায় এক রূপ করাত প্রস্তুত হইয়াছে।

সম্প্রতি বালিগঞ্জে গবর্ণমেণ্টের একটী অশ্ব প্রদর্শনী মেলা হয়। আরবীয় অশ্বের মধ্যে গবর্নর জেনরলের প্রদর্শিত ঘোটকটী সর্ব্বোত্তম হওয়াতে তিনি পুরস্কার পাইবার যোগ্য হন, কিন্তু তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।

ক্যানানোরের একজন ধনী মপ্‌লা একটী বালিকাকে বলাৎকার করাতে তাহার মৃত্যু হয়। পাপাত্মার পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ ক্রমেই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। স্থানে স্থানে যে রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, প্রতি সপ্তাহে তথায় মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। নিম্ন লিখিত স্থান সকলে লোকের প্রকৃত কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন। চম্পারণের স্থানে স্থানে, সাহরণের উত্তর বিভাগ, ত্রিহুতের উত্তর এবং উত্তর পূর্ব্ব ভাগ এবং তন্নিকটবর্ত্তী ভাগলপুর ও মুঙ্গের বিভাগ, গয়ার পূর্ব্বাংশ এবং তন্নিকটবর্ত্তী মুঙ্গের বিভাগ, পূর্ণিয়ার পূর্ব্ব এবং মালদহের উত্তরাংশ এবং দিনাজপুরের ভাবৎ উত্তর পশ্চিমাংশ। বর্দ্ধমান বিভাগের লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। তত্রত্য কমিশনর মেদিনীপুর ভিন্ন ইহার প্রত্যেক বিভাগে ১০ হাজার টাকা করিয়া অগ্রিম দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বর্দ্ধমান হুগলী বাঁকুড়া এবং বীরভূমে সাধারণের উপকারার্থ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যয়ের তৃতীয়াংশ দিতে প্রস্তুত আছেন। নদীয়া বিভাগে দুর্ভিক্ষ এবং রিলিফের কার্য্যের জন্য একজন বিশেষ সব ডেপুটী নিযুক্ত করা হইয়াছে। ছোট নাগপুরের লোহারডগার প্যালামাউ উপবিভাগে শীঘ্র রিলিফ ওয়ার্কস আরম্ভ হইবে। কাণানদী এবং বাকস্থদ খালের কার্য্য দ্বারা হুগলীর লোকদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, সিমলায় তিনটী ইংরাজ কন্যা একত্রে বাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কোন পুরুষ অভিভাবক নাই। ইঁহাদের সকলের কনিষ্ঠাটী অতিশয় সুন্দরী। সিমলাস্থ একজন বাঙ্গালী বাবু ইঁহাকে দেখিয়া মোহিত হন—এমন কি একেবারে উন্মত্ত হন। কনিষ্ঠাটী প্রতিদিন অশ্বারোহণে একাকিনী ভ্রমণ করিতে যাইতেন, বাঙ্গালী বাবু প্রতি দিনই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন—এমন কি তাঁহার ঘোড়ার লাগাম পর্য্যন্ত ধরিতেন। ইংরাজ কন্যা এই বিষয় তত্রত্য ডেপুটী কমিশনরকে গোচর করেন। ডেঃ কমিসনর একদিন দুই জন কনষ্টেবলকে উক্ত কন্যাটীর পশ্চাতে গোপনে গোপনে যাইতে আদেশ করেন। ইংরাজ কন্যা যেমন ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, বাবু অমনি সেখানে উপস্থিত হইয়া সেইরূপ প্রেম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কনেষ্টবলেরা বাবুকে ধৃত করে। বিচারে বাবুর তিন মাস মিয়াদ ও একশত টাকা জরিমানা হইয়াছে। প্রেমের পথে এত কণ্টক বাবুটী বোধ হয় জানিতেন না।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, যেমন অনুমান করা গিয়াছিল ঢাকায় ক্রমে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। নূতন চাউল আমদানী হওয়াতে মূল্য কতক কমিয়াছিল, কিন্তু মজুত চাউলও ফুরাইয়া যাইতেছে, মূল্যও বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইতেছে। আর সমুদায় দ্রব্যই মহার্ঘ কেবল গুড় সস্তা আছে।

ত্রিহুতের অন্যতর জমীদার বাবু গিরিধারী সিংহ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য চাউল ক্রয়ার্থ মধুবনীর কালেক্টরের হস্তে দুই হাজার টাকা দিয়াছেন। এনিমিত্ত কলিকাতা গেজেটে ইহার প্রশংসা করা হইয়াছে।

কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজার সম্বন্ধে আর একটী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একজন কসাই এই অভিযোগ করিয়াছে। সে বলে সে হাবড়ায় কয়েকটী পশু বধ করিয়া ধর্ম্মতলা বাজারে মাংস লইয়া আসে এই অপরাধে জষ্টিসদিগের হেলথ আফিসর টনিয়র সাহেব তাহাকে কারারুদ্ধ করেন, পর দিন প্রাতঃকালে পুলিসের ডেপুটী কমিসনর তাহাকে মুক্ত করেন। এব্যক্তি এক্ষণে অন্যায় কারাবরোধের জন্য টনিয়র সাহেবের বিরুদ্ধে নালীশ করিয়াছে। যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় মিউনিসিপাল বাজার সম্বন্ধে গোলযোগ সহজে মিটিতেছে না।

এবার মান্দ্রাজে ১০০২৮৮৫ একার ভূমিতে তুলার চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক চাষ করা হইয়াছিল।

মান্দ্রাজে ইহার মধ্যেই পর্ব্বত বাসের জন্য শাসনকর্ত্তৃগণ ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা মার্চ্চমাসের প্রথমেই যাত্রা করিবেন। লার্ড হবার্ট উৎকামণ্ডে কোন্ বাটীতে থাকিবেন, তাহা স্থির করিয়া লইয়াছেন। ইহাদের যদি শাসন কার্য্যে এত আটা থাকিত ভারতবর্ষ সুখের রাজ্য হইত।

মহিসুরে চন্দন কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া বর্ষে বর্ষে ৪ চারি লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয় ব্রিটিশ রাজ্যে চন্দন বৃক্ষ জন্মে কি না পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

গত সাত মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ২৩৬০২৮৩৪ টাকা মূল্যের ৯৬১৬৮০০ হান্দর চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। গত বৎসর ঐ সময়ের মধ্যে ৩০১০৬৮১২ টাকা মূল্যের ১২৬৯২৩০৪ হান্দর চাউল রপ্তানী হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর কতক কম হইয়াছে।

কাবুলের আমীর সিয়ার আলীর রাজধানীর নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতে একটী স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জাবে যে বৃষ্টি হয় তাহাতে শস্যের অনেক উপকার করিয়াছে।

মৌলবী নাজীর আহম্মদ নামক এক ব্যক্তি উর্দ্দু ভাষায় এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্নর তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

১২ ই এবং ১৩ ই জানুয়ারি পাটনা ত্রিহুত আরা মুঙ্গের ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ঢাকা ফরিদপুর ও গোয়ালপাড়ায় পুনরায় সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পাটনায় অর্দ্ধেক রবি শস্য পাওয়া হইবে। পাটনার স্থানে স্থানে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে; মজুরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ত্রিহুতের কোন কোন পল্লীতে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। ১লা নবেম্বর অবধি কলিকাতা হইতে ৫৯০০০ টন খাদ্য শস্য বঙ্গদেশের বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু ২২৯০০ টন মাত্র আমদানী হইয়াছে। উড়িষ্যা ভিন্ন কেবল বঙ্গদেশ (কলিকাতা ও চট্টগ্রাম ধরিয়া) হইতে পূর্ব্বোক্ত তারিখ অবধি ৭৮৫০০ টন শস্য রপ্তানী হইয়াছে, এবং ১ লা অক্টোবর অবধি ৯৩০০ টন হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম, আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্নর কাম্বেল সাহেবের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। তিনি বঙ্গদেশ যত শীঘ্র পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তত শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে হইতেছে না।

১০ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

এবার কেবল বঙ্গদেশে নয়, শস্য হানি পৃথিবীর অনেক স্থানেই হইয়াছে। সিংহল জাবা চীন পারস্য ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে শস্যহানির সংবাদ আসিতেছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম আগামী নবেম্বর মাসে ২৪ পরগণার জজ বকোর্ট সাহেব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, কাষ্ঠে কার্ব্বলিক এসিড মাখাইয়া দিলে উই ধরিতে পারে না এবং কয়েক বিন্দু উক্ত এসিড দ্বারা বিষধর সর্প বধ করা যায়।

দাদা ভাই নাউরোজী বরদায় দেওয়ান হওয়াতে বোম্বাইর কোন কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক যে চটিয়াছেন তাহার কারণ আছে। কতকগুলি ইংরাজ সিবিলিয়নের এই পদ লাভ করা ইচ্ছা। গবর্নমেণ্টের উচ্চ উচ্চ পদগুলি ত ইংরাজেরা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন, এদেশীয় রাজগণের অধীনে যে দুই একটী আছে আবার তাহার প্রতি লোভ কেন?

উর্দ্দু গাইড বিশ্বস্ত সূত্রে শ্রবণ করিয়াছেন কাম্বেল সাহেব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্ত হইতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য ষ্টেট সেক্রেটারিকে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহার সত্যতা বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইতেছে।

ভারতবর্ষ সংস্কৃত ভাষার মাতৃভূমি, একদা এই ভারতবর্ষে ইহার অদ্ভুত পূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে ইহার প্রতি লোকের আর তাদৃশ আদর নাই, যাহাদের শ্রদ্ধা আছে তাহাদের ইহার উন্নতি করিবার সম্যক ক্ষমতা নাই, সুতরাং ইহা ক্রমে লুপ্ত প্রায় হইতেছে। এখানে ইহার এইরূপ দুর্দ্দশা বটে; কিন্তু ইউরোপে ইহা বিলক্ষণ আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয়েরা আজি কালি সংস্কৃতের বিলক্ষণ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলণ্ড আয়ারলণ্ড স্কটলণ্ড ও ফ্রান্সের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে হাইকোর্ট অদ্য হইতে দুই দিবস বন্ধ হইবে। শনিবার খুলিবে।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, বরিশালের তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট বেবরিজ সাহেব একটী স্থানীয় রিলিফ কমিটী স্থাপন করিয়াছেন। বেবরিজ সাহেব নিজে হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে ১১৭৫ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

এদেশে রবিবারে কাহাকে গ্রেপ্তার করা আইনসঙ্গত কি না, এত দিন এই বিষয়টী অমীমাংসিত ছিল, সম্প্রতি মান্দ্রাজ হাই কোর্টের বিচারপতি হলওয়ে এবং কার্ণান স্থির করিয়াছেন, ইংলণ্ডের আইন এদেশে প্রযুক্ত হইতে পারে না, অতএব এদেশে রবিবার গ্রেপ্তার করা আইন বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর তুর্কিস্থানের গবর্ণর মহম্মদ আলম খাঁকে কাবুলে আনয়ন করিবার মানস করিয়াছেন ইনি আরো লিখিয়াছেন একজন রুশীয় ভ্রমণ কারী কাবুলের সৈন্যাদি গর তুর্কি স্থানস্থ কান্টোনমেন্টে আসিয়াছেন, তত্রত্য গবর্ণর উহাকে কাবুলে পাঠান হইবে অথবা দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে ইহা জানিবার জন্য আমীরকে লিখিয়াছেন। ভ্রমণকারীর অভিসন্ধি বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

পিয়নিয়র ত্রিহুত হইতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অতি মন্দ সংবাদ পাইয়াছেন। সম্প্রতি যে সামান্য বৃষ্টি হয় তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। অধিকাংশ রবিশস্য রৌদ্রে জ্বলিয়া গিয়াছে। ধান্য ত সমুদায় গিয়াছে, রবি শস্যের উপর কতক আশা ছিল, তাহাও বহিল [illegible] সাতামারি মধুবনী এবং দরভাঙ্গা, অধিকাংশ স্থান দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে নিস্ত্রাণ পাইবে না। ইহার মধ্যেই অনেক বাজারে চাউল পাওয়া যাইতেছে না। গবর্ণমেন্ট চাউল গোলাযাত করিতেছেন, [illegible] করিতেছেন না। এখনও অনাহারে কাহারও [illegible] হয় নাই বটে কিন্তু উক্ত প্রদেশের [illegible] পূর্ব্ব [illegible] কে লোকের যারপর নাই কষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল লোক স্থানান্তরে পলাইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে। আবার শুনা যাইতেছে, দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ যে সকল কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাতে যে সকল মজুর খাটিতেছে উহাদিগকে নিয়মিত রূপে বেতন দেওয়া হইতেছে না; কিন্তু এটী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় না। ভূমির উন্নতি বিধানার্থ জমীদার প্রজা ও চাকরদিগকে অগ্রিম টাকা দেওয়া হইতেছে। দরভাঙ্গার রাজা হায়া ঘাট দিয়া অনেক চাউল আমদানী করিতেছেন।

শনিবার টাউনহলে বাবু কেশবচন্দ্র সেন "ঈশ্বরের রাজ্য" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিবেন।

১০ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২২১ জনের মৃত্যু হয়, ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৩৩ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। জ্বরেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হইতেছে।

১০ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৬৭১৮৯০ টাকা আয় হইয়াছে, গতবৎসর ঐ সময়ে ৪৯৮২৫০ টাকা হইয়াছিল। এ হিসাবে ১৭৬৪৪০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের সংবাদে মরিসচের চাউলের বাজার গরম হইয়া উঠিয়াছে। চাউল ও মৎস্যই উক্ত দ্বীপবাসিদের প্রধান জীবনোপায়, উহারা ভারতবর্ষের চাউলের উপরেই অধিক নির্ভর করে। এবার বঙ্গদেশে ধান্য জন্মে নাই এই সংবাদ যাইবা মাত্র তথায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রহ্মদেশজাত চাউল মরিসচে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

পোর্ট লুইসে একটী দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হইয়াছে। দরিদ্রদিগের কষ্ট দর্শনে তত্রত্য হিন্দু ও মুসলমান বণিকেরা উহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। দরিদ্রদিগকে চাউল মাংস ও পয়সা বিতরণ করা হইতেছে।

১১ ই মাঘ শুক্রবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের অবস্থা যে ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে এটী লার্ড নর্থব্রুক বুঝিতে পারিয়াছেন। গত বুধবারের গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় সর রিচার্ড টেম্পলকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া বেহারে পাঠাইবার আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ কার্য্যাদি আরম্ভ ও তাহার তত্ত্বাবধানাদি করিবেন এবং ক্যাম্বেল সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবেন। তদ্ভিন্ন লার্ড নর্থব্রুক এবার সিমলা যাওয়া বন্ধ করিতেছেন। সিমলা যাওয়া বন্ধ করিতেছেন এ নিমিত্ত আমরা লার্ড নর্থব্রুকের নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি বটে, কিন্তু এবার ইহা দ্বারা সাধারণ ধনাগারের অধিক অর্থ বাঁচিতেছে না। গত অক্টোবর মাসে যখন দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই, তখন ১৮৭৪ অব্দের জন্য সিমলা বাসের যাবতীয় বন্দোবস্ত অর্থাৎ বাটী ভাড়া প্রভৃতি সমুদায় করিয়া রাখা হইয়াছিল, সে সমুদায় ভাড়া দিতে হইবে, নিম্নতর আফিসরেরা পূর্ব্ব হইতে যে সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, না যাওয়াতে তাঁহাদিগকে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টকে অবশ্য সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবে। যাহা হউক, অর্থ বাঁচুক, আর না বাঁচুক, বঙ্গদেশের এই দুরবস্থার সময় সিমলায় গিয়া আমোদ করা অনুচিত, গবর্ণমেণ্টের যে এ বোধ হইয়াছে, ইহাতেই আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

১২ ই মাঘ শনিবার।

আমরা লার্ড নর্থব্রুকের একটী কার্য্যানুষ্ঠান দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন এই দুর্ভিক্ষের সময় যে সকল জমীদার প্রজার উপকারার্থ অর্থ ব্যয় করিবেন, তাঁহাদের যদি যথা আইন গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিবার অসুবিধা হয় তাহাদের নিকট হইতে রহিয়া বসিয়া খাজনা লওয়া কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে তিনি লেফটেনণ্ট গবর্ণরকে এক পত্র লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ অনেক জমীদার প্রজার খাজনা রেহি দিয়াছেন, নিজ হইতে অর্থ দিয়া তাহাদের সাহায্য করিতেছেন, এমন অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের তাঁহাদের

প্রতি একটু সদয় হওয়া কর্ত্তব্য। এ অব স্থায় তাহাদের খাজনা দিবার যে কঠোর নিয়ম আছে তাহার কিঞ্চিৎ শৈথিল্য সম্পাদন অবশ্য কর্ত্তব্য।

উর্দ্দু গাইড বলেন, যশোহরের অন্যতর জমীদার এবং পিরোজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী ওবেদুল্লা কলিকাতা মাদ্রাসাতে তিনটী ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

রুশীয়েরা আফগান সীমার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন এবং ইংরাজেরা যাহাই ভাবিয়া থাকুন, রুশীয়েরা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

মার্কস হেনান নামক কেপ টাউনের এক জন হীরক ব্যবসায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে একটী বৃহৎ হীরক আনিয়াছেন। এটী ওজনে ২৮৮ কারাট হইবে। ইহার মূল্য এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা অনুমিত হইয়াছে।

ডাক্তার ম্যাকনামারা জয়পুরের রাজার চক্ষুরোগ আরোগ্য করাতে রাজা তাঁহার প্রতি নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। তথায় যে একটী নূতন হাসপাতাল হইয়াছে সেই গৃহে ম্যাকনামারার একখানি ছবি রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে। অতঃপর ঐ গৃহ "ম্যাকনামারা চেম্বার" নামে অভিহিত হইবে।

সেগেলিয়ন দ্বীপ লইয়া রুশীয়ার সহিত জাপানীয়দিগের যে গোলযোগ হয় সম্প্রতি সেই উপলক্ষে উভয় দলে একটী যুদ্ধ হয়। দুইজন কমিশনর দ্বারা বিবাদের ভঞ্জন হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৯ ই জানুয়ারি। বাবু কুঞ্জলাল মুখোপাধ্যায় নদীয়ার বিশেষ সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এম, কর্ সাহেব মুঙ্গেরে রহিলেন।

১৫ ই জানুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ, আর জনষ্টন কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সবাজার উপবিভাগের ভার পাইলেন।

টি, ওয়ালটন যশোহরের ও বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জজ এবং ফরিদপুর ও যশোহরের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের (দ্বিতীয় শ্রেণীতে) কার্য্য করিবেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দে মুরসিদাবাদে বদলী হইলেন।

১৬ ই জানুয়ারি। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি এচ, এল ডাম্পিয়র তাঁহার অন্যান্য কার্য্য ভিন্ন রেবেনিউ বোর্ডের অতিরিক্ত সভ্যের কার্য্য করিবেন।

পূর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি সেলামত আলী কিছুদিনের জন্য মুঙ্গেরে সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু আশুতোষ সরকার মুন্সী সেলামত আলীর অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত পূর্ণিয়াতে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এফ, হ্যারিসন সেওয়ানের অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সিলেটের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এ, সি, ম্যাকারিচ সাহেব ত্রিহুতে বদলী হইয়া মধুবনীর অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

হাজারিবাগের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর টি, ই, ডেম্পষ্টার কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতে বদলী হইয়া দরভাঙ্গার অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ময়মনসিংহের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, রবান কিছুদিনের জন্য চম্পারণে বদলী হইয়া বেতিয়ার অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

যশোহরের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এম, এফ, বিমস কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতে বদলী হইয়া সীতামারির অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

কক্সবাজারের ভার প্রাপ্ত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এণ্ডারসন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ই, এস, শাউয়ার্স বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষের ভার পাইলেন।

দারজিলিঙের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, ই গোলডসবেরি পূর্ণিয়াতে বদলী হইলেন।

১৪ ই জানুয়ারি। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন চন্দ্রকুমার গুপ্ত কিছুদিনের জন্য জাহানাবাদ উপবিভাগ এবং তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

১৬ ই জানুয়ারি। মধুবনী ডিস্পেন্সারির তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শিবচন্দ্র বসু চাতরার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সাসারাম ডিস্পেন্সারির তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত মধুবনী উপবিভাগের এবং তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

সহকারী কষ্টম কালেক্টর জি, এম গুডিক সাহেব কলিকাতার কষ্টমের ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

রিভর্স টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১২ ই জানুয়ারি। ত্রিহুতের অন্তর্গত হাজিপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এ, সি টিউট প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারাতে যে সকল অপরাধের উল্লেখ আছে, সরাসরি তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ ই জানুয়ারি। চট্টগ্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, সি, ভিসি সাহেব ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪২,১৫৭,৪১৭ এবং ৫২১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

১৪ ই জানুয়ারি। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এম কর্ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মৌলবী সায়দ আবদুল্লা কিছুদিনের জন্য ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জের ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

১৬ ই জানুয়ারি। সিয়ালদহের ছোট আদা

লণ্ডের প্রতিনিধি জজ ডবলিউ এচ, রাইলাণ্ড প্রথম শ্রেণীর ছোট আদালতের এবং সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

২৯ এ জানুয়ারি। বাবু আশুতোষ সরকার যিনি পূর্ণিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২০ এ জানুয়ারি। টি, এম ডেম্পষ্টার যিনি কিছু দিনের জন্য ত্রিহুতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

সি, রবান যিনি কিছু দিনের জন্য চম্পারণে স্থানান্তরিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

এম. এস, বিমিস যিনি কিছু দিনের জন্য ত্রিহুতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই জানুয়ারি। ফ্রান্স জর্ম্মনি ও ইটালীর পরস্পর সদ্ভাব সম্বন্ধে যে প্রতিকূল জনশ্রুতি শুনা যায় তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। নিউমান্সিয়া এবং যে সকল কার্থেজিনা বন্দী মুক্ত হয় তাহারা রেপবলিকানদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। বিদ্রোহীরা এলজিরিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই জানুয়ারি। ক্রকোডাইল নামক রণতরি ছাড়িয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস সস্ত্রীক সেন্ট পিটসবর্গে উপনীত হইয়াছেন।

ডচেরা তাঁহার রাজ্য অংরেজদের কাছ হইতে স্বীকার করিলেও আর একজন দেশীয় সর্দ্দার এচিনিসদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

ডচদিগের অধিকাংশ সৈন্য অনুপস্থিত থাকাতে এচিনিসরা সম্মুখ হইতে ডচদের হেড কোয়াটার আক্রমণ করে কিন্তু তাড়িত হয়।

লণ্ডন ১৯ এ জানুয়ারি। কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৯ এ এবং বোম্বাই হইতে ২৯ এ ডিসেম্বর ছাড়িয়াছে, অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জানুয়ারি। বাজারে এক্ষণে ডিস্কাউণ্টের হার শত করা ৩।

অদ্য ব্যাঙ্ক হইতে ১২৩০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে

পারিস ২১ এ জানুয়ারি। শ্যামদেশীয় যমজ সন্তান দুটির মৃত্যু হইয়াছে

লণ্ডন ২০ এ জানুয়ারি। কেপ কোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অতিরিক্ত সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে। কাপ্তেন গ্লবার উহাদের সহিত মিলিত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! আজি কালি সম্পাদকদিগের মধ্যে যে ভাব লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে কয়েকটী কথা লিখিতে বাধ্য হইতেছি, ভরসা করি, মহাশয় স্থানদান পক্ষে অনুগ্রহ করিবেন।

সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত "উকীল না জজ" এই প্রশ্নের উত্তরে হুগলীর সম্পাদক যে প্রকার উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে উক্ত সম্পাদকের গাম্ভীর্য্য সহজেই উপলব্ধি হয়; কিন্তু তিনি পত্রিকা বিশেষকে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, সেগুলি পাঠ করিলে বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত বই অন্য ভাব বোধ হয় না। তিনি উপযুক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া যে সকল সারবত্তী যুক্তি পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সকলগুলিই কিছু অচ্ছেদ্য নয়, তীক্ষ্ণ তর্কশস্ত্রে তাহার অনেকগুলি কর্ত্তন করা যাইতে পারে। যাহা হউক হুগলীর সম্পাদকের কথাগুলি সকলেই অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেছেন। বর্ত্তমান লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর, এইরূপ সম্পাদকদিগের মসীযুদ্ধের যুক্তিযুদ্ধের নায়ক। তাঁহার শুভাগমনাবধি এইরূপ ঘটনা হইয়াছে। হুগলীর সম্পাদক নিতান্ত অভ্রান্ত পুরুষ, তিনি অবচ্ছেদাবচ্ছেদে, বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সকল মতগুলিরই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য সুযোগ্য সম্পাদক (হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি) যথার্থ দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাত্মা কাম্বেল কৃত সমস্ত নিয়মের যে সকলে আশু অনিষ্টকর দোষ আছে, তাহাই সময়ে সময়ে সম্পাদক সমূহ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার যে সকল নিয়ম অপেক্ষাকৃত স্বার্থপরতা বিদূষিত নয়, লোকানিষ্টকর নয় তাহারও উপযুক্ত প্রশংসা করা হইয়াছে। কেবলই প্রশংসা বা কেবলই নিন্দা করা যদি পত্রিকা সম্পাদকদিগের উদ্দেশ্য হইত তবে এত দিনে সম্বাদ পত্র চিরকালের জন্য অস্ত দর্শন করিত সন্দেহ নাই। যথার্থ পক্ষে থাকা নিরপেক্ষ বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া চলা বার্ত্তা শাস্ত্রে কি বলে, তাহাতে কর্ণপাত করা সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্য। সে সম্বাদ পত্র সম্বাদ পত্রই নয়, যাহা এই সকল নিয়মকে অবহেলন করে, যাহা সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষ সমর্থনার্থ আত্ম জীবন বিক্রয় করিয়া থাকে। হিন্দু পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ চিরকাল সমান ধৈর্য্য, সমান গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া সময়ে উপযুক্ত কথাই বলিয়া থাকেন। তজ্জন্য কাহারই মুখাপেক্ষা করেন না, অথচ পাঠকগণ পরিতুষ্ট থাকেন। পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ ত কাহারই শত্রু নন। উচিত গুণ দেখিয়াই উচিত মত উৎসাহ পূর্ণ বাক্য নিঃসরণ করিয়াছেন। এজন্য এত হুলস্থুল কেন? এজন্য সম্পাদকীয় স্তম্ভে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধাবতারণার কারণ কি? যাহা হউক সম্পাদকদিগের মধ্যে এইরূপ নাটকের অভিনয় কখনই প্রীতিকর নয়। সত্বর এই নাটক অভিনীত হইয়া শেষ যবনিকা পড়িলেই সুখজনক হয়।

তমোলুক }
১২।১।৭৪ } অনুগত পাঠক।

মহাশয়! বালীগ্রাম নিবাসী শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি নামক এক ব্যক্তি বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের মহাভারত সেরেস্তায় আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, এবৎসর লুপ্ত সংবৎসর হইবে কি না? তাহাতে এস্থানীয় পণ্ডিতবর্গ সকলেই কহিলেন যে লুপ্ত সংবৎসর হইবে। তন্মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, প্রতিপ্রসব বচন আছে যে "মীনে মেষে বৃষেচৈব কুম্ভ মিথুন কর্কয়োঃ। অতীচারাস্থ দোষঃ" স্যাত্ত্রিবৎ কাল

লোপজঃ। অন্যচ্চ। কন্যাবৃশ্চিকমেষেষু মধ্যখেচ ঝষে বৃষে। অতীচারেহপি কর্ত্তব্যং বিবাহাদি বুধেঃসদা। এই বচনদ্বয় দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কন্যা রাশিতে গুরুর অতীচার হইলে লুপ্ত সংবৎসর হয় না। তদুত্তরে এস্থানীয় পণ্ডিতগণ কহিলেন যে ঐ বচন অমূলক বলিয়া স্মার্ত্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে বিদ্যানিধি কহিলেন পরের বচনটি অমূলক পূর্ব্বেরটি অমূলক নহে। তাহাতে এস্থানীয় পণ্ডিতগণ মল মাস তত্ত্ব বাহির করিয়া দেখাইলেন যে ঐ দুই বচনই অমূলক বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই কথা শ্রবণে ম্লানবদন হইয়া শ্রীচন্দ্র গমন করিলেন।

এস্থান হইতে এক খানি লুপ্ত সংবৎসরের ব্যবস্থা পরে পাঠাইব তাহাও আপনকার সোমপ্রকাশ পত্রে প্রকাশ পূর্ব্বক বাধিক করিবেন।

শ্রীরাম তনু তর্কসিদ্ধান্ত।
বর্দ্ধমান।

মহাশয়! পুটিয়া নিবাসিনী দীন পালিনী রাণী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবীর প্রাতঃস্মরণীয় নাম বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কেবল স্বদেশের উন্নতি ও পরোপকারের জন্য ইঁহার নাম সকলের শ্রদ্ধার স্থল। জ্ঞান সভ্যতা যত অর্জন লাভ করিতেছেন করুন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা পরোপকারার্থ নিয়োজিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ নহি; যদি দেশের একটি লোকেরও তাহাতে উপকার হয়, তবে মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। উক্ত রাণী পরোপকারে যেরূপ মুক্তহস্ত সেরূপ (কাশিমবাজার নিবাসিনী দীন পালিনী মহারাণী স্বর্ণময়ী ভিন্ন) অতি অল্প লোক এদেশে আছেন। সত্যা সত্য জানিতে অন্যত্র যাইতে হইবে না, দেশীয় দরিদ্রদিগকে, মাতৃ পিতৃ হীন নিরাশ্রয় বিদ্যার্থী দিগকে, দরিদ্র গ্রন্থকার অথবা সংক্ষেপে বঙ্গীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এবিষয়ের যাথার্থ্য অবগত হওয়া যাইবে। এমন সংবাদ পত্রই বিরল যাহাতে ইহাঁর দুই চারিটি দাতব্যের বিষয় উল্লিখিত না আছে। বাঙ্গালা দেশে এমন জেলা বা বিদ্যালয়ই বিরল যাহাতে ইহাঁর দাতব্যের চিহ্ন না পাওয়া যায়। ইহাঁর কার্য্যালয়ে যিনি এক দিবস উপস্থিত হইয়া দাতব্য সম্বন্ধীয় ব্যয় অবলোকন করেন, তিনিই ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন না। বাঙ্গলা দেশেতে অনেক ধনী আছেন, কিন্তু সেবার বন্যার সময় কয় জন ধনী কয়টী গো-মানবের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন? কয়জন দরিদ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদিগের ধন্যবাদ করিয়া থাকে? কয়জন বিদ্যার্থী তাঁহাদিগের কৃপায় জ্ঞান লাভ করে? এবং কয়জন লোকের সুখ্যাতি সকল লোকে একবাক্য হইয়া প্রতিধ্বনিত করে?

ইহাঁকে কোনরূপ সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিবার জন্য প্রায় সকল সংবাদ পত্রই গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তৃপক্ষীয়ের কর্ণপাত হই তেছে না। যদি সৎকার্য্যের পুরস্কার করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হয়, তবে ইনি অপুরস্কৃতা রহিলেন কেন? দেশীয় লোকদিগকে জ্ঞানদান ও অর্থ দান দ্বারা সুখী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কতই উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, এবং দেশীয় লোকদিগকে তদ্বিষয়ে কতই উৎসাহ দিতেছেন; যিনি বিনা উৎসাহে এবম্বিধ সৎকার্য্যে অগ্রগামিনী হইয়াছেন, অকাতরে দরিদ্রদিগের ভার বহন করিতেছেন, তাঁহাকে উৎসাহ দান করা কি গবর্ণমেণ্টের অকর্ত্তব্য? দাতার দান উৎসাহ সাপেক্ষ নহে, ইহা মান্য; কিন্তু সদনুষ্ঠানের পুরস্কার চির প্রসিদ্ধ, এবং এই পুরস্কার সৎকার্য্যানু রাগিদিগের দ্বারাই সম্ভাবিত। ইহাতে কেবল দাতার উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং উপকার প্রাপ্ত ব্যক্তি গণ পরমানন্দ ভোগ করে, এমত নহে। ইহা দ্বারা কৃপণেরাও বদ্ধ হস্ত মুক্ত করিয়া সদ্ব্যয়ের অনুকরণ করে এবং তদ্দ্বারা স্বর্ণের যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অতএব ঈদৃশ কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশের কোন হেতুই লক্ষিত হইতেছে না।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, যদি সৎ কর্ম্মচারীর উন্নতি করা, সদাশয় ও দয়াবান্ ব্যক্তির সম্মান করা, বিদ্যা বিষয়ক উৎসাহ দাতাকে উৎসাহ দেওয়া এবং সাধারণের হৃদয় যাহার প্রতি অনুরক্ত, তাহাকে ভক্তি করা যুক্তি সঙ্গত ও কর্ত্তব্য হয়, তবে ইহাঁর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়ও সম্মানসূচক উপাধি পাইবার উপযুক্ত।

১২৮০ } শ্রীঃ
২৪ এ পৌষ }

মহাশয়! এবারে আমাদিগের প্রজা বৎসল লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয় ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নানা স্থানে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন ও করিয়াছেন। কোথায় পুষ্করিণী খনন কোথায় পুষ্করিণীর জীর্ণ সংস্কার, কোথায় নদনদীর মোহানা কাটান কোথায় চাউল প্রেরণ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এই সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ভৈরব নদ তীরবর্ত্তী প্রজাবর্গের দুরবস্থার বিষয় যথাকথঞ্চিৎ বিবৃত করিবার বাসনায় নিম্নলিখিত কয় পঙক্তি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

এবার দুর্ভিক্ষ এক বিধ নয়, দ্বিবিধ, চাউলের দুর্ভিক্ষ ও জলের দুর্ভিক্ষ। আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রথমোক্ত দুর্ভিক্ষটী নিবারণার্থ নানা বিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন কিন্তু শেষোক্তটীর বিষয় কিছু ভাবিতেছেন কি? অস্মদ্দেশে পূর্ব্বে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহা সহচর বিহীন, কিন্তু তাহাতেই তৎকালে প্রজা পুঞ্জের হাহা ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া জগৎ কি শোচনীয় বেশ ধারণ করিয়াছিল ও কত লোক, অকালে মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইয়াছিল তাহা কে বর্ণন করিতে পারে? এবার যুগল বেশধারী দুর্ভিক্ষে যে বর্ণনাতীত শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহা বুঝিতে অধিক আয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক আমা

পক্ষে শেষোক্ত দুর্ভিক্ষটী যত প্রবল প্রথমোক্তটী তত নহে। এ অঞ্চলে ভৈরব নামে একটী নদ আছে, সেইটীই আমাদিগের জলের একমাত্র সম্বল। কিন্তু অনেক দিন হইল মোহানা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় নদটী স্রোতোবিহীন মৃত নদ রূপে পরিণত হইয়াছে। কেবল বন্যার সময় জলের কিঞ্চিৎ গভীরতা ও স্রোতঃ সমুৎপাদিত হয়। যাহা হউক এত দিন তত কষ্ট হয় নাই, বিগত ২।৩ দুই তিন বৎসর হইতে গভীরতা নিতান্ত অল্প হওয়ায় ইহার তীরবর্ত্তী প্রজাবর্গকে যার পর নাই জলকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। চৈত্র বৈশাখ মাসে নদটীতে জলের গভীরতা এত অল্প হয় যে অধিকাংশ স্থানেই এক হাটু হইতে এক বুক পর্য্যন্ত জল দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন স্থানে তিন হাতের অধিক জল দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাও থাকে তাহাও যদি ভাল হয় তাহা হইলেও দুঃখের সীমা থাকে না। একে ত এই সঙ্কীর্ণ জল তাহাতে আবার দুর্গন্ধ ময় পঙ্ক, পানা ও কীটে পরিপূর্ণ হয়। এই সময়ে যে যে পল্লীতে দুই একটী পুষ্করিণী আছে তত্তৎ পল্লী নিবাসিগণ সেই পুষ্করিণীর জলে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক পল্লীতে উক্তরূপ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। সুতরাং অধিকাংশ লোকেরই অগত্যা নাক কাণ বুজাইয়া সেই দুর্গন্ধময় কীট পরিপূরিত জলে প্রাণ ধারণ করিতে হয়। কিন্তু এবার সম্বৎসর জল হয় নাই; অতএব এবৎসর উক্ত মৃত নদে কিছুমাত্র জল দৃষ্ট হইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং এই নদতীরবর্ত্তী অধিকাংশ লোকেরই জলাভাবে অধীর হইতে হইবে, হয় ত অনেককেও মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে। এক্ষণে আমাদিগের একমাত্র আশা প্রজাবৎসল গবর্নমেণ্ট। প্রজার দুঃখ দূর কারণে নিতান্ত তৎপর লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে দীন বচনে নিবেদন এই যে, একটী কার্য্যদ্বারা শত শত প্রজার দুঃখদূর করা যদি রাজার নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় তবে তাঁহ [illegible] টাইয়া ইহার তীরস্থ প্রজাপুঞ্জের জলকষ্ট দূরীকৃত করুন।

জেলা নদীয়া } কস্যচিৎ ভৈরবনদ
২।১০।৮০ } তীরবাসিনঃ।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৬ ই জানুয়ারি

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ইঞ্চ	ফীট
চৌরাসির নীচে	১০	
তথা হইতে [illegible]পুর	১	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	২
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৪ সালের ১৯ এ জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট ইঞ্চ

বহরমপুর } টি, এচ, উইক্স সি, ই,
২৯এ জানুয়ারি } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
১৮৭৪ নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য মানবাজার ১০
" দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ৫॥০
" " চন্দ্রশেখর সান্যাল কুলুবেড়িয়া ১০
" " শিবচন্দ্র চৌধুরী—পানিকাটি ১০
" " ব্রজলাল সান্যাল—বারাণসী ১০
" " যদুনাথ মজুমদার—[illegible] ১০
" " উদয়চাঁদ দাস বেরা—চককুতর ১০
" " সর্ব্বেশ্বর ঘোষ—বড়জাগুলি ১০
রঙ্গপুর পাবলিক লাইব্রেরি ৫॥০
খড়দহ কুলীনপাড়া এসোসিয়েশন ৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফঃস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। ১২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

শক ১২৮০। ২১ এ মাঘ। ইং ১৮৭৪। ২ রা ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

প্রমোদিনী ১ ম ভাগ। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৴০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় কুলের প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর পদ্য প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ কয়েকটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অবয়ব ৮ পেজি ফরমার অন্যূন ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় প্রমোদিনী সভায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। ফেমিলি ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১৷৷০ এলসেম্বাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং " মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত।

	মূল্য	ডাকমাশুল
রোগ বিচার	৩	৷৷০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	
ধাত্রী শিক্ষা	২	।/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৷০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	।/০	/।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

প্রাক্‌টীস অব মেডিসিন	১৮	১৶০
এনাটমি	৪৷৷০	।/
মাতৃশিক্ষা	২	।০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	।৶০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৫ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার কারখানায় পেটী ষ্টোর প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডনান্সের কমিসরি আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

অধিক কিম্বা অল্পসংখ্য (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যেমন আবশ্যক) ষ্টোরের টেণ্ডর ইহা সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল আবশ্যক হইয়েছে, তাহা এবং এগ্রিমেণ্টের ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিন বাদে প্রতিদিন দেখান হইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে এগ্রিমেণ্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য এক টাকা কন্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং ডবলুকেট দেওয়া হয়। যে মূল্যে যে প্রকার ষ্টোরস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকায় দুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অত্যল্প সরবরাহের টেণ্ডর গ্রহণ করা হইবে না, এবং টেণ্ডর অগ্রাহ্য করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামত অত্যল্প সরবরাহের টেণ্ডর বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দ্রব্যের মূল্য বেশি বোধ হইবে তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেণ্টের কাগজেই হউক অথবা নগদেই হউক ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে। এগ্রিমেণ্টের পত্র লেখা হইলে

কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে

১৮৭৪ অব্দের ২৬ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় অর্ডনান্সের কমিসরি উক্ত কারখানার আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন যাহারা টেণ্ডর দিয়াছেন, তাঁহারা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকেন।

দমদমা কারখানা আফিস ২৬ এ জানুয়ারি ১৮৭৪।

এ, ওয়াকার কাপ্তেন আর, এ, কমিসরি অব অর্ডনান্স

যিনি ত্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

—০—

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী

(প্রতিনিধি কার্য্যালয়।)

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভজনক হয় ইহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারিগণের পারদর্শিতার কারণ কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভ হইতে পারে ইহাতে ছোটবড় ব্যবসায়ী কি অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম্ম সমানরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা এবং কোন কিছু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় জনের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতায় দ্রব্যাদির বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার এরূপ কোন সুনিয়ম নাই; সেই নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

আমার [illegible] ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, ক্ষয় কাশ শূল ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মৃজাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল

—০০—

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত দ্বিতীয় চরিতাষ্টক মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল ৶০ ইহাতে এদেশীয় প্রধান প্রধান আট জনের জীবন চরিত আছে। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রিট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—ঃঃ—

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান সুশ্রুত নামক গ্রন্থ যাহা কলিকাতা বহুবাজার ভিক্টোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড বাহির হইতেছে। তাহার মূল্য স্বাক্ষরকারির পক্ষে প্রতি ফরমা / এক আনার হিসাবে একখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমায় ১৫ তিন পাই হিসাবে প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০ তিন আনা। মফস্বলগ্রাহকগণকে মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে, এবং প্রতি খণ্ডে /০ এক আনা করিয়া ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

মেলিরিয়ানাশক পুরিয়া

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত প্লীহা, যকৃত, পুরাতন বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অযথা কুইন ইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৷০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং

সুবরবন মেডিকেল হাল

ভবানিপুর, কলিকাতা।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।

মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলকাতা } বরণ এণ্ড কোং।
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট

—•—

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট।

মেদিনিপুর বাঁধের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মৌলমিন শালের স্কাণ্টলিং আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা তাহা যোগাইবার জন্য টেণ্ডার করিতে চান তাঁহারা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে করিবেন।

একদিকে, দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৬ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ৫৪০ খান আর এক দিকে দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ এগার ইঞ্চ ও প্রস্থে ৭॥ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ১৫০ খান।

পূর্ব্বোক্ত স্ক্যাণ্টলিং সকল কন্ট্রাক্টের তারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনীপুরে পৌছাইয়া দিতে হইবে। কিরূপে এবং কি রীতিতে টেণ্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট দরখাস্ত করিলে জানা যাইবে। কিন্তু এক টাকা কি জমা দিতে হইবে। টেণ্ডারকারীদিগকে টেণ্ডারের সহিত ১০০ একশত টাকা বায়না স্বরূপ দিতে হইবে।

মেদিনীপুর } জেমস, ফিসার
৯ ই জানুয়ারি } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
১৮৭৪ } কশাই ডিবিজন

নূতন মুদ্রিত।

স্কুলের ছাত্রদিগের ব্যবহারোপযোগী এক খানি ইংরেজি ভুগোল, অতি অল্প দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অপরাপর ভুগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে, ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভুগোল সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী থেকার স্পিঙ্ক কোম্পানির দোকানে, স্কুল বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ।

২১ এ মাঘ সোমবার।

যাহা করিবার সমগ্ররূপে করাই উচিত।

এখানকার সকল সংবাদ পত্রই রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন এবং টাইমস প্রভৃতি ইংলণ্ডের প্রধান পত্রও সেই পরামর্শ দিতেছেন। সকলেই বিপদের আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল হইতেছেন, কিন্তু যাঁহার হস্তে সেই লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবন মৃত্যুর ভার সেই লার্ড নর্থব্রুক আজিও কেন সেই অনুরোধ পরামর্শ ও ব্যাকুলতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না? তিনি অদ্যাবধি যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহাতে যে যে প্রকার কার্য্য হইতেছে পাঠকগণের অনেকে তাহা বিদিত আছেন। ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। (১ ম) পব্লিক ওয়ার্ক আরম্ভ করিয়া দরিদ্র ও শ্রমজীবিদিগকে শ্রম ও অন্ন যোগান, (২ য়) রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতির ভাড়া কমাইয়া ও অর্থ সাহায্য প্রভৃতি করিয়া দেশীয় বাণিজ্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করা (৩ য়) ব্রহ্মদেশ, কটক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শস্যের আমদানী করা। লার্ড নর্থব্রুক আপাততঃ এই তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। রপ্তানী বন্ধ করা বিষয়ে তাঁহার মত এই যে, বাজারে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে আপনা আপনি রপ্তানী কমিয়া আসিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ত্রিবিধ উপায়ের কোনটীই আশানুরূপ ফল প্রসব করিতেছে না। প্রথমতঃ শোন খাল, গণ্ডকের বাঁধ উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে প্রভৃতি যে সকল কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা এক প্রদেশে বদ্ধ; সুতরাং তদ্দ্বারা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ নিবারণের আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট যে সকল শস্য আমদানী করিতেছেন তদ্দ্বারাও বিশেষ সাহায্যের সম্ভাবনা দেখা যায় না। কারণ গবর্ণমেণ্ট কতই শস্য সঞ্চয় করিবেন? অদ্যাবধি যাহা সঞ্চয় করা হইয়াছে তাহাতে দুই এক মাসের অধিক চলিবে কি না সন্দেহ। আবার যে কিছু শস্য আমদানী হইতেছে তাহা বহন করিবার উপায়াভাবে যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঞ্চিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। এ দিকে আবার গবর্ণমেণ্টকে শস্য সংগ্রহে ব্যস্ত দেখিয়া দেশীয় ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্যের স্বাধীনতার ব্যাঘাত করিবার ভয়ে রপ্তানী বন্ধ করিতে চান নাই, কিন্তু প্রকারান্তরে সেই স্বাধীনতার সমূহ ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এক দিকে যেমন গবর্ণমেণ্ট শস্য সঞ্চয় আরম্ভ করাতে

দেশীয় বণিকেরা অধিক লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের হস্তস্থিত শস্য সকল বর্ত্তমান মূল্যে ছাড়িয়া দিতেছে, অপর দিকে তেমনি গাড়ি নৌকা প্রভৃতি অধিকাংশ যান বাহন গবর্ণমেণ্টের শস্য বহন কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে তাহারা স্থানে স্থানে ইচ্ছানুরূপ শস্যাদি প্রেরণ করিতে পারিতেছে না। অনেক আড়তদারের গোলাতে যথেষ্ট চাউল পড়িয়া রহিয়াছে। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় এইরূপ শস্য প্রেরণের অসুবিধা ঘটাতে দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। অসময়ে যে কিছু শস্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহা প্রাণ থাকিতে সেই হতভাগ্যদিগের নিকট পৌঁছিল না। আমাদের বোধ হয় এখন গবর্ণমেণ্ট যদি তত্তৎপ্রদেশীয় গাড়ি নৌকা প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া নিজের শস্য প্রেরণের জন্য উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অপর বণিকেরা সেই সেই স্থানে শস্যাদি লইয়া যাইতে পারে।

এ দিকে আবার গবর্ণমেণ্ট আপনা আপনি রপ্তানী বন্ধ হইবার যে আশা করিয়াছিলেন তাহাও ঘটিতেছে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ দেখিয়া দেশীয় ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমান মূল্যে শস্য ছাড়িতেছে; সুতরাং বাজারে তত মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে না এবং রপ্তানীও বিলক্ষণ চলিতেছে। বাজারে শস্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াই দেশে কত শস্য আছে তাহার পরিমাণ করা যায়, কিন্তু বর্ত্তমান বাজার সে সম্বন্ধে প্রতারণা করিতেছে। লোকে মনে করিতেছেন যখন বাজারে শস্যের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি হইতেছে না, তখন বোধ হয় যেরূপ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা হইবে না। ইহা মনে করিয়া সকলে সতর্কতাশূন্য হইয়া ব্যয় করিতেছেন। এই রূপে হয় ত এবারে যে কিছু শস্য জন্মিয়াছে তাহা ত্বরায় শেষ হইয়া যাইবে এবং অবশেষে বিপদ উপস্থিত হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় এখন যদি গবর্ণমেণ্ট আংশিকরূপে কার্য্য করেন তাহা হইলে অনিষ্ট ঘটনারই অধিক সম্ভাবনা। যদি বাণিজ্যের স্বাধীন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মান যুক্তিসঙ্গত না হয়, সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যের উপর নির্ভর করা উচিত। অথবা যদি প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ হয় এবং এক মাত্র বাণিজ্য রূপ উপায় যদি সে পক্ষে যথেষ্ট হয় বলিয়া মনে হয়, তবে আর কতক বাণিজ্যের হস্তে কতক নিজের হস্তে এরূপ আংশিকরূপে কার্য্য করিয়া উভয় পক্ষের ব্যাঘাত করিবার প্রয়োজন কি? গবর্ণমেণ্ট সাহসপূর্ব্বক যাহা করিবার নিজে করুন। আমরা এত লোকের অন্নের সংস্থান করিতেছি, দেশীয় বণিকেরা অবশিষ্ট লোকের অন্নের সংস্থান করুন, দেশের ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা এক ভাগ অর্থ সাহায্য করুন আমরা দুই ভাগ দিতেছি এরূপে ভাগাভাগি করিয়া কার্য্য করিতে গেলে কেবল কালবিলম্ব হইবে এবং অবশেষে লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রাণ রক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের শিরে অর্পিত হইবে। যদি জাতি সাধারণ দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের লাভ বা ক্ষতি গণনা না করা অনুচিত না হয় তবে লার্ড নর্থব্রুক আর সে গণনা করিবেন না। যখন সিমলা গমনরহিত করিয়া সেই পাঁচ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র প্রজাগণকে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ কার্য্যে নিয়োগ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, যখন সার জর্জ্জ কাম্বেলকে অণুটু দেখিয়া তাঁহার কার্য্যভার যথা সময়ে সর রিচার্ড টেম্পলের ও নিজের স্কন্ধে লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন আরও একটু সাহসের সহিত কার্য্য করুন। বাণিজ্যের মুখাপেক্ষা না করিয়া যাহাতে একটীও প্রজা অনাহারে কালগ্রাসে পতিত না হয় তাহার উপায় বিধান করুন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অপকর্ষের কারণ কি?

কোন দেশীয় সাহিত্য যেমন সেই দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তি গঠিত করিবার উপায় এমন আর অল্প উপায় আছে। জননীর স্তনদুগ্ধ পরিত্যাগ না করিতে করিতে বালক বালিকাদিগের হস্তে বিবিধ প্রকার পাঠ্য পুস্তক অর্পণ করা হয়। অন্নপান গ্রহণ করিয়া শিশুর শরীর যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহার হৃদয় মনও সেই সকল পুস্তক হইতে নীতি ও ভাব গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে গঠিত হইতে থাকে। এই কথাটী স্মরণ করিলে দেশের ধর্ম্মনীতি ও রুচির সহিত যে সাহিত্যের কি সম্বন্ধ তাহা কতক হৃদয়ঙ্গম করা যায়, এবং সেই সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে কতদূর সচেষ্ট হওয়া উচিত তাহাও কতক অনুভব করা যায়। সুবিখ্যাত এমারসন এক স্থানে বলিয়াছেন "কোন জাতি যে প্রকার লেখকদিগকে অধিক প্রশংসা করে তাহা দেখিলে তাহার ধর্ম্মনীতির অবস্থা স্পষ্টরূপে জানা যায়"—বাস্তবিক ইহা অতি সত্য কথা। যেমন লোকের রুচি অনুসারে গ্রন্থকারদিগের আদর ও অনাদর হইয়া থাকে সেই রূপ ক্ষমতাশালী গ্রন্থকারদিগের রুচির অনুসারে আবার দেশের লোকের রুচি গঠিত হইয়া থাকে। যাঁহারা আপনাদের চিন্তাশক্তি দ্বারা

দেশীয় লোকদিগের চিন্তাশক্তির উন্মেষ করিতে পারেন, আপনাদের সদ্ভাব দ্বারা অপরের সদ্ভাবের উদ্দীপন করিতে পারেন, এবং আপনাদের সুরুচি প্রদর্শন করিয়া স্বজাতির রুচি ফিরাইতে পারেন, তাঁহারা যে দেশের একটী প্রকৃত এবং মহদুপকার সাধন করেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণ প্রভৃতির চিন্তাশক্তির যে এত উন্নতি হইয়াছে, সভ্যতা ও সুরুচির এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহার মূলে আমরা কি দেখিতে পাই? সেই সকল স্থানের গ্রন্থকারদিগের চেষ্টা ও অধ্যবসায় কি তাহার প্রধান কারণ নয়? লর্ড বেকন সার আইজাক নিউটন বেন্থাম ও জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি এক একজন গ্রন্থকারের গ্রন্থ ইংলণ্ডের চিন্তা ভাব রুচি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে বলিলে হয়। এক বাইবেল গ্রন্থ ইংলণ্ডে কত পরিবারের ধর্ম্মনীতি পরিষ্কার করিয়াছে, কত ব্যক্তির স্বার্থপরতা অহঙ্কার প্রভৃতি চূর্ণ করিয়াছে, কত লোকের মনে সাধুভাব উদ্দীপন করিয়াছে। বাস্তবিক প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের লেখনী দিব্য মন্ত্রের কার্য্য করে। এক একটী কথাতে রাশি রাশি লোকের চিন্তা ও প্রবৃত্তির স্রোত ফিরাইতে পারে। এক একটী কথাতে নিজের হৃদয় স্থিত ভাব পাঠগণের হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত করিতে পারে। এই জন্যই দেশের প্রকৃত হিতৈষী মাত্রেই দেশীয় সাহিত্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন।

দুর্ভাগ্য জন্যে বর্ত্তমান সময়ে একটী বিশেষ কারণে বাঙ্গলা সাহিত্যের আশানুরূপ উৎকর্ষ সাধন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা উপরে বলিয়াছি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ভিন্ন সাহিত্যের গঠন ও উৎকর্ষের আশা করা যায় না। কেবল প্রতিভাশালী হইলেও হয় না। তাহাদের চিন্তা শক্তি পরিষ্কৃত ও রুচি সুমার্জ্জিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা সাহিত্য দেশের উন্নতির হেতু না হইয়া অধোগতিরই কারণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলেই আমরা দেখিতে পাই যে যাহাঁরা দেশের মধ্যে প্রতিভাশালী বলিয়া বিখ্যাত, যাহারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় ইংরাজীতে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। বোধ হয় ইংরাজী চিন্তা শাস্ত্রের আলোচনা ইংরাজী কাব্য রসের আস্বাদন ইংরাজী ইতিবৃত্তের অনুশীলন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা মনে মনে ইংরাজদিগের সম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং বাঙ্গালাতে লিখন পঠন করা তাঁহাদের পদ ও সম্ভ্রমের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন; অথবা বালক কাল হইতে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা করাতে ইংরাজী ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ হয়। যে কারণেই হউক দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা সচরাচর বাঙ্গালার অনাদর করিয়া থাকেন। এই কারণে যাঁহারই কিছু বলিবার থাকে তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহা ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন, এবং কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থকারেরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অবয়ব গঠনের জন্য পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের যত দূর বিদ্যা বুদ্ধি তত দূর সেই কার্য্য সাধন করেন। তাঁহাদের চিন্তা শক্তি নাই, দেশের লোকদিগকে কিরূপে চিন্তা করিতে শিখাইবেন? পরিষ্কৃত রুচি নাই সুতরাং কিরূপে অন্যের রুচি পরিষ্কার করিবেন? তাহারা দেশের লোক দলে প্রতি দিনের আহারের জন্য ভুসি যোগাইতে থাকেন এবং নিরীহ পাঠকগণ দিন দিন সেই ভুসি আহার করিয়া আরও নির্ব্বোধ ও চিন্তাশক্তিবিহীন হইয়া পড়ে। যে জাতির ভাবিবার কিম্বা করিবার কিছুই নাই, তাহার সাহিত্যেই কেবল অপদার্থ নাটক ও অরুচিজনক উপন্যাসের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। দেশের লোক যেন নিদ্রিত থাকিয়া নাটক ও উপন্যাসের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নাটক কিম্বা উপন্যাসে যে কোন কার্য্য হয় না তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; প্রতিভাশালী ব্যক্তির হস্তে পড়িলে ইহাই অশেষ উপকারের হেতু হয়।

আমরা যে উদ্দেশে অদ্য লেখনী ধারণ করিয়াছি তাহা এই—দেশের সুশিক্ষিত চিন্তাশীল ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী না হইলে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইবে না। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র এবিষয়ে অগ্রসর হইয়া যে পথ দেখাইয়াছেন অন্য ক্ষমতাশালী লেখকদিগেরও সেই পথের অনুসরণ করা উচিত। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে ম্যাগাজিন লিখিতে গিয়া ইংরাজ সমাজে তিরস্কৃত ও অপদস্থ হইতেছেন কিন্তু বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিয়া দেশীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতেছেন, শত শত দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতেছেন এবং বঙ্গভাষার ইতিহাসে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন। ইংলণ্ডে যেমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, গ্রন্থ প্রণয়ন করা ও সাহিত্যের উন্নতি করা তাঁহাদের জীবনের [illegible] আমাদের দেশেও যদি এক শ্রেণীর [illegible] নিযুক্ত [illegible] দেশীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। যদিও সাহিত্যের আলোচনা [illegible] দ্বারা স্বরূপ হওয়া

পারে এরূপ অবস্থা আজিও উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু কতকগুলি লোকের এবিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া উচিত। কারণ দেশের সাধারণ লোকদিগকে উন্নত করিবার সেই এক মাত্র উপায়।

মধ্য আসিয়া রেলওয়ে।

ইংলণ্ড এতদিন নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষ শাসন করিয়া আসিয়াছেন। ফরাসী প্রুশীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন বহিঃশক্র ছিল না, ফরাসীদিগের পতনের পর রুশীয়া ইংলণ্ডের বহিঃশক্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষের জন্য এক্ষণে ইংলণ্ডের আর কাহারও হইতে ভয় নাই, রুশীয়াই এক্ষণে ভয়ের কারণ হইয়াছেন। রুশীয়ার যে ভারতবর্ষের প্রতি লোভ জন্মিয়াছে, এ সংস্কার ইংলণ্ডের ও এদেশের অনেকেরই হইয়াছে। এরূপ সংস্কার জন্মিবার বিলক্ষণ কারণও আছে। ভারতবর্ষ আক্রমণ করা যে রুশীয়ার ইচ্ছা পদে পদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রুশীয়া ক্রমে আট ঘাট বাঁধিয়া ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। খিবা জয় করিবার পর অবধি ক্রমে তাঁহাদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকে চালিত হইতেছে। তাঁহারা আফগানস্থানের সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় ঘাটী প্রভৃতি নির্ম্মাণ কাণ্টোনমেণ্ট প্রস্তুত সৈন্য সংস্থাপন রাস্তা ঘাটের সুবিধা সকল বন্দোবস্ত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে চর প্রেরণদ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার অনুসন্ধান লওয়া হইতেছে। সম্প্রতি কাবুলে আমীর এক প্রতিবন্ধক আছেন। কাবুলেও নানা গোলযোগ ঘটিতেছে। আমীরের অন্তঃশক্র ও বহিঃশক্র বৃদ্ধি হইয়াছে, সর্দ্দারেরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা জানকে উত্তরাধিকারী করাতে জ্যেষ্ঠপুত্র আকুব খাঁ তাঁহার শক্র হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি রুশীয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবেন কি না কে বলিতে পারে? আমীরের রাজ্যের এইরূপ ভাব রুশীয়ার অভীষ্ট সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল সন্দেহ নাই। তবে এক্ষণে তেমন রাস্তাঘাটের সুবিধা নাই যে রুশীয়া আফাগনস্থানের সীমা হইতে রাতারাতি আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। যখন সে সুবিধা হইবে তখন রুশীয়া হইতে শত গুণে ভয় বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। সেই সুবিধাও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। ব্যারন ডি লেসেপ্‌সের পুত্র এম, বিক্টর ডিলেসেপ্‌স এদেশে আসিয়াছেন। ব্যারন ডি লেসেপস্ পেশোয়ার হইতে একটী রেলওয়ে বাহির করিয়া উহা সমারখণ্ডস্থ রুশীয় রেলওয়ের সহিত সংযোগ করিবার যে প্রস্তাব করেন আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত তদ্বিষয় কথোপকথন করিবার জন্য তিনি তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়াছেন। এই রেলওয়ে দ্বারা গ্রেটব্রিটনের যে অনেক মঙ্গল হইবে এটী তিনি ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু ব্যারণের মনের কথা কি কে বুঝিতে পারে? ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞদিগের অনেকে এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন। এ রেলওয়েটী হইলে যে আমাদিগকে প্রতিক্ষণে রুশীয়ার আক্রমণের আশঙ্কা করিতে হইবে, ইংলণ্ডের অনেকে এই কথা বলিতেছেন। কেহ কেহ আবার বলিতেছেন, এই রেলওয়েটী দ্বারা যেমন বিপদ গণনা করা যাইতেছে, ইহাতে লাভেরও বিলক্ষণ আশা আছে। এ রেলওয়েটী হইলে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া অনেক লাভের সম্ভাবনা আছে। রুশীয়া যে পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া আসিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত তিনি নিজে যে একটী রেলওয়ে করিবেন সে বিষয়ে সংশয় নাই। তাহাতে ইংরাজদিগের কোন কথা কহিবারও যো নাই। যদি রুশীয়া আফগানস্থানের অপর পার্শ্বে তাঁহার রাজ্যে একটী রেলওয়ে করেন, আমাদিগেরও এদিকে একটী করা উচিত। বাস্তবিক রুশীয়ার আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া বাণিজ্যের এরূপ প্রতিবন্ধকতাচরণ করা কোনক্রমে যুক্তিসঙ্গত হয় না। যাহা হউক রুশীয়া ত এবিষয়ে লেসেপ্‌সের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন, আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই রেলওয়ের প্রস্তাবটী কি ভাবে গ্রহণ করেন বলা যায় না। তাঁহারা যে ভাবেই গ্রহণ করুন, যদি জাতিবিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং রুশীয়ার আক্রমণের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া দেখা যায়, এই রেলওয়ের অনুকূলে দণ্ডায়মান হইতে হয় সন্দেহ নাই।

বাণিজ্য সম্বন্ধে দেখিতে গেলেও লেসেপ্‌সের এ প্রস্তাবে রুশিয়া সহজে সম্মত হইবেন; কারণ তাহাতে তাঁহার লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। মধ্য আসিয়াতে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য রুশিয়া বহুদিন প্রয়াস পাইতেছেন। বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিবার অপরাধেই খিবার সহিত বিরোধ। এই রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে তাঁহার সেই বাণিজ্যের সকল প্রকার অসুবিধা ঘুচিয়া যাইবে। কেবল মাত্র তাহা নহে, এখন তিনি ধন ধান্য পরিপূর্ণ রত্নপ্রসু ভারতভূমির অনেক দূরে পড়িয়া আছেন। এই রেলওয়েটী হইলে তিনি উত্তর দিক দিয়া আসিয়া ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অংশী হইতে পারিবেন। যে যে কারণে রুশিয়ার আশা সেই সেই কারণে ইংলণ্ডের বিরক্তি। প্রথমতঃ এতদিন ভারতবর্ষের বাণিজ্য প্রায় ইংলণ্ডের একচেটিয়া করা ছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিবিধ পণ্য দ্রব্য এতদিন ইংরাজ বণিকদিগের দ্বারা ইংলণ্ডী

জাহাজে ইংলণ্ডের বাজারে নীত হইত। ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা ইংলণ্ডের বাজার হইতে উচ্চ মূল্যে সে সকল ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু এই রেল ওয়ে রূপ দ্বার উন্মুক্ত হইলে আর ভারত বর্ষ দূরে থাকিবে না। শিরোবেষ্টন পূর্ব্বক নাশিকা স্পর্শ করার ন্যায় আর ইংলণ্ডের বাজারে গিয়া ভারতবর্ষের পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে না। রুশিয়া জর্ম্মণি অষ্ট্রিয়া ফ্রান্স প্রভৃতি সকলেই এই দ্বার দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিবে এবং ইংলণ্ডের সহিত সমকক্ষভাবে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবে। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, কারণ এখন বাজারে অপর ক্রেতার সংখ্যা অধিক না হওয়াতে ইংরাজ বণিকেরা আপনাদের মনোমত দরে ভারতবর্ষীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিতেছেন; কিন্তু তখন অন্যান্য জাতীয় বণিকেরা বাজারে উপস্থিত হইলে সেই সকল দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং সেই পরিমাণে ভারতবর্ষের ধন ধান্য পরিশ্রম সভ্যতা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইবে। ইংলণ্ডের ঈর্ষ্যার দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় এই, একণে ইংলণ্ড আসিয়ার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান গবর্ণমেণ্ট বলিয়া পরিগণিত। অসভ্যদিগের সভায় তিনি এক মাত্র সুসভ্য; সুতরাং তিনি সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন। আসিয়ার অজ্ঞ লোকেরা পৃথিবীর মধ্যে ইংলণ্ডকেই এক মাত্র সভ্য ও প্রতাপশালী জাতি মনে করে; কারণ অন্য কোন জাতির বিষয় তাহারা অধিক জানে না; এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে সে অজ্ঞতা ঘুচিয়া যাইবে; সুসভ্য ফ্রান্স পরাক্রান্ত জর্ম্মণি ও সমুদীয়মান রুশিয়া ইহাদের কথা আসিয়াবাসিদের কর্ণগোচর হইবে এবং হয়ত ইংলণ্ড যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা হারাইতে হইবে।

যে কারণেই হউক ইংলণ্ডের ঈর্ষ্যাপূর্ণ ও বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার আমাদের কখনই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। যে ব্রিটিশ জাতি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া প্রথা উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যকে স্বাধীন ও মুক্ত করিবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা ভাল দেখায় না। কেহ কেহ বোধ হয় বলিবেন, ইংলণ্ডের এরূপ নীচ দৃষ্টি হওয়া অসম্ভব; আমরা তাঁহাদিগকে একটী ইতিহাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াই ফরাসিদিগকে কিরূপ এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে এক রাজার আশ্রয় হইতে অপর রাজার আশ্রয়ের অনুসরণ করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া সুস্থির হইয়াছেন তাহা কি তাঁহারা জানেন না? ফ্রান্স সে সময়ে গৃহ বিচ্ছেদে ভগ্নপ্রায় না হইলে শীঘ্র সে বিবাদের মীমাংসা হইত না। এমন কি লর্ড ওয়েলেসলি দেশীয় রাজাদিগের সহিত "সবসিডিয়ারি এলায়েন্স" নামে যে সন্ধি করিতেন তাহার মধ্যে একটী মূল কথা এই থাকিত যে, তাঁহারা ফরাসিদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। এত করিয়া যে একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে. আজি তাহার অংশ গ্রহণ করিতে চাহিলে কি সহ্য হয়? ইংলণ্ডের দ্বিতীয় আপত্তিও শিশুপ্রলপিতের ন্যায় বোধ হয়। অন্য শ্রদ্ধার উপযুক্ত লোক আসিলে আমার শ্রদ্ধা যায়, সুতরাং অন্যদিগকে আসিতে দিব না, ইহা অতি অর্ব্বাচীন কথা। একজন একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার অপেক্ষা বিদ্বান ভদ্র ও সচ্চরিত্র লোকের সহিত আলাপ হইলে তাঁহার গৃহিণী আর তাঁহাকে মান্য করিবেন না; সুতরাং ইচ্ছা নয় যে, তাঁহা অপেক্ষা উন্নত কোন ব্যক্তি তাঁহার পরিবারের সহিত পরিচিত হন। আমরা শুনিয়া ও তাঁহার ভয় দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের ঈর্ষ্যার যে দ্বিতীয় কারণটী প্রদর্শন করা গিয়াছে তাহা এইরূপ উপহাসের বিষয় নহে। ইউরোপে যেমন "ব্যালান্স অব পাউআর" অর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য আছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির অধিকার ও সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে; তাহার অতিক্রম করিলে সকলের বিরক্ত হইবার কারণ আছে, কেহ বলিতে পারেন না যে রুশীয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়ার সেই ব্যালান্স অব পাউআর নষ্ট করিতেছেন। আসিয়াতে বিশেষ মধ্য আসিয়াতে তেমন কোন ব্যালান্স নাই। মধ্য আসিয়ার অর্দ্ধসভ্য জাতিরা যুদ্ধ বিগ্রহ বিবাদ হত্যা প্রভৃতি দ্বারা সেই সকল প্রদেশকে শান্তিশূন্য ও মনুষ্যের বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদিগকে দমন করিয়া নিয়মিত সীমার মধ্যে আনয়ন করা ও একটী শক্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করা মনুষ্য জাতির কল্যাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ইংলণ্ড পারেন করুন রুশীয়া পারেন করুন। আমাদের বোধ হয় ইংলণ্ড ও রুশীয়া উভয়ের এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। কারণ উভয়েই আসিয়াতে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন। এত কথা বলার পর আমরা যে প্রস্তাবিত রেল ওয়ের পক্ষ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহাতে ভারতবর্ষের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা।

—:০:—

বালকের বুদ্ধির পুষ্টি কিসে?

ব্যক্তি বিশেষের জীবনে এবং মনুষ্য জাতির জীবনে বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সকল বিষয়ে এই সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বালক কালে মনুষ্যের ন্যায়

ন্যায় জ্ঞান জন্মে না, সৰ্ব্বিাকর্ত্তব্য বোধ হয় না; সুতরাং কামনা ও সেই কামনার পরিসমাপ্তির মধ্যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক সহ্য করিতে পারে না; যাহা লইতে ইচ্ছা হইল তাহা লইব, তাহাতে আমার অধিকার আছে কি না, লইলে কাহারো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না, শিশু সে বিবেচনা করে না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই স্বার্থপরতা অন্তর্হিত হইতে থাকে। তখন এই মর্ত্ত্য লোক বাসি অপর প্রাণিদিগের অধিকার কামনা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং মনুষ্য সেই সকল চিন্তা দ্বারা নিজের কামনা প্রবৃত্তি প্রভৃতি নিয়মিত করিতে থাকে। বালক কালে নিজের পরিতৃপ্তিই মনুষ্যের শাস্ত্র এবং ইন্দ্রিয়গণ উপদেষ্টা থাকে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিবেক ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভৃতি বিকশিত হইয়া মনুষ্যকে উন্নত শাস্ত্র ও উন্নত উপদেষ্টা দেখাইয়া দেয়। বালককালে মনুষ্য একটা সামান্য ক্রীড়নককে সুখদুঃখভোগী জীবের ন্যায় প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র মনে করে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যের প্রীতি ভক্তি তদপেক্ষা উন্নত পাত্রের দিকে ধাবিত হয়। মনুষ্য সমাজেও ঠিক এইরূপ। মনুষ্য সমাজের বাল্যকালে স্বার্থপরতাই মনুষ্য সমাজের শাস্ত্র ছিল এবং ইন্দ্রিয়গণ উপদেষ্টা ছিল। কিন্তু যতই মানবজাতির বয়স বৃদ্ধি হইতেছে যতই সভ্যতা বাড়িতেছে, ততই জ্ঞান বিবেক ধর্ম্ম বুদ্ধি প্রভৃতি বিকশিত হইয়া মনুষ্যকে উন্নত পথ দেখাইতেছে। আর নীচ নিকৃষ্ট ও ক্ষুদ্র লক্ষ্য মানবজাতির হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। যেন এক এক যুগে এক এক পদ করিয়া জগৎ উন্নত ধর্ম্মনীতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। আদিম অসভ্য অবস্থায় ক্ষমতাশালী কিম্বা পরাক্রমশালী ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা ও মতের দ্বারা সাধারণের ইচ্ছা ও মত নিয়মিত হইত; কিন্তু এক্ষণে ক্রমেই সাধারণের মত দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা ও মত নিয়মিত হইতেছে। ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ হয়, যেন মনুষ্য সমাজ কোন এক অদৃশ্য স্রোতের বলে কোন এক অদৃশ্য নিয়তির দিকে ধাবিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে জাতি বৈরনির্য্যাতন করিতে সমর্থ হইত তাহারই গৌরব হইত, কিন্তু ক্রমে এমন দিন আসিবে যখন যে জাতি শত্রুর অত্যাচার নিবারণ মাত্র করিয়া ক্ষমা করিয়া আসিতে পারিবে তাহারই যশ জগতে গীত হইবে। তাহার সাক্ষ্য আবিসিনিয়ার যুদ্ধ। যে জাতির বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা আজিও বলবতী তাহার আদিম অসভ্যতা আজিও ঘুচে নাই। এ স্পৃহার উত্তেজনায় ভারতবর্ষের পরিত্রাণ হইবে না। বিখ্যাত এমারসন বলিয়াছেন "যদি ইংলণ্ডকে পশ্চাতে ফেলিতে চাও তবে যে সময়ের মধ্যে ইংরাজ কামারেরা তিন ঘা হাতুড়ি মারে, সেই সময়ের মধ্যে তোমরা পাঁচ ঘা মারিতে শিক্ষা কর"। আমরা বলি, ভারতবর্ষ বাসি! যদি জগতে মান্য গণ্য জাতি হইতে চাও, উন্নত চিন্তা, উন্নত ধর্ম্মনীতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। চরিত্র দ্বারা ইংরাজদিগকে লজ্জিত করিতে আরম্ভ কর, কাহার সাধ্য অধিক দিন তোমাদিগকে স্বাধিকারচ্যুত করিয়া রাখে? কাহার সাধ্য অধিক দিন তোমাদিগকে স্বাধীনতা বঞ্চিত করিয়া রাখে? তোমাদের বাহুবল না হয় অন্য অনেক জাতির বাহুবল সে বিষয়ে সাহায্য করিবে।

দেশীয় দাই।

গৃহস্থ মাত্রেই জানেন, পরিবারের মধ্যে কোন রমণীর প্রসব কাল আসন্ন হইলে গৃহস্বামিকে কত চিন্তিত হইতে হয়। ডাক্তরেরা সচরাচর বলেন, বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফল পতিত হওয়া যেমন সহজ প্রসূতির পক্ষে সন্তান প্রসব করাও তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক। যুক্তিও এই কথা বলিয়া দেয়। যে কার্য্য সৃষ্টির প্রবাহ রক্ষার একমাত্র উপায় সৃষ্টিকর্ত্তা সেই কার্য্যকে কেন বিপদসঙ্কুল করিবেন? কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই এই স্বাভাবিক কার্য্যই কত প্রসূতির অশেষ যন্ত্রণার কারণ হয়। ইহার যতগুলি কারণ আছে, অশিক্ষিত বর্ব্বর দাইদিগের দ্বারা প্রসব করান তাহার মধ্যে প্রধান। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বহুদিন হইতে এই অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছেন। আমাদের প্রচলিত প্রসব প্রথা ও সূতিকা গৃহের যে কত সংস্কার আবশ্যক তাহা বলা যায় না। আমাদের জাতির কলঙ্কস্বরূপ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে গর্ভ কালে মাতৃগণের অযত্ন ও সূতিকাগৃহের শোচনীয় প্রথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। সন্তানগুলি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যদিও কোন প্রকারে গর্ভকারাবাস হইতে নিষ্কৃতি পায়, অনেকে সূতিকারূপ কারাগার হইতে বাহির হইতে পারে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস গর্ভকালে গর্ভিণীর নিয়ম পালনের ব্যবস্থা ও সূতিকার বন্দোবস্ত ভাল হইলে দেশের লোক সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইত।

আমরা সুখী হইলাম যে, গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি দেশীয় স্ত্রীলোককে এই কার্য্যে শিক্ষিত করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন। সার্জ্জন জেনেরল ব্রাউন সাহেব এ বিষয়ে এক প্রকার কার্য্য প্রণালী স্থির করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন। এই কার্য্য সুসিদ্ধ হইবার পক্ষে ব্রাউন সাহেবের বিশেষ সন্দেহ আছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দেখিলে সকলেরই কিছু কিছু সন্দে

হয়। এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে এই কয়টী প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক। (১ম) কোন্ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। (২য়) কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে! (৩য়) কিরূপ লোকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইবে—প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ত্তমান সময়ে যে শ্রেণী ধাত্রীর কার্য্য করে সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিলে ত্বরায় ফললাভ করিবার আশা করা যায় না। কারণ বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদিগকে কিছু লেখা পড়া শিখাইতে হইবে। দুই চারি বৎসর ক, খ, প্রভৃতি পড়াইতে হইবে। তাহার পরও তাঁহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়া বিজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইহা ভিন্ন ত আর উপায়ও দেখা যায় না। অপেক্ষাকৃত ভদ্র অথচ দুঃস্থ পরিবারের অনেক নিরুপায় স্ত্রীলোকে এ উপায়ে জীবিকার পথ পাইতে পারেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা শিক্ষার জন্য গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে সম্মত হইবেন না। বিশেষ ধাত্রীর কার্য্য হিন্দুসমাজে অতি নীচকার্য্য বলিয়া গৃহীত হয়। আপাততঃ সে কার্য্যে বোধ হয় কোন ভদ্র মহিলাই অগ্রসর হইবেন না। কয়েক বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীলোকদিগের জন্য নর্ম্মাল স্কুল করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বড় বড় বৃত্তি স্থাপন করিয়াও ছাত্রীদিগকে আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। অতএব দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মিডওয়াইফরিওয়ার্ডটী একটী স্বতন্ত্র বাটীতে লইয়া যান এবং সেই বাটীর তত্ত্বাবধানের ভার মিস সিলির ন্যায় আমেরিকা হইতে নবাগত কতকগুলি স্ত্রীচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করুন, এই বাটীতে দাইদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহারা প্রতিদিন ওয়ার্ডে প্রসব কার্য্য এবং প্রসূতি ও নবজাত শিশুর চিকিৎসাদি দর্শন করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে যত দূর সম্ভব বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা দিবারও চেষ্টা করা হইবে। এই রূপে কার্য্যারম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে এই শ্রেণীর উন্নতি হইতে পারে।

বিবিধসংবাদ।

১৪ই মাঘ সোমবার।

গত ইংলিস মেইল ছাড়িবার পূর্ব্ব সপ্তাহে হোম গবর্ণমেণ্ট লণ্ডনে বঙ্গদেশের জন্য ২০ হাজার টন চাউল ক্রয় করিয়াছেন।

ইংলিসমান শ্রবণ করিয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুক এবার সিমলা যাওয়া বন্ধ করিবার সংকল্প করাতে মিস বেরিও গ্রীষ্মকাল কলিকাতায় অতিবাহিত করিতে পারিবেন না বলিয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। শুনা যাইতেছে লার্ড নর্থব্রুক সমুদায় গ্রীষ্মকাল কলিকাতায় কাটাইতে পারিবেন না, দুই এক মাস অন্ততঃ নীলগিরিতে অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু তিনি একাকী যাইবেন, কেবল গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটারি ও তাঁহার নিজের অনুচরগণ সঙ্গে থাকিবেন। পর্ব্বত বাস কি আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণের মৌতাত হইয়া উঠিয়াছে?

আমাদিগের সিমলাস্থ সহযোগী বলেন কমাণ্ডার ইন চিফ এবৎসর ত সিমলায় যাইবেন। আজুটাণ্ট জেনরলের আফিসও বোধ হয় তথায় থাকিবে। গবর্ণর জেনরলকে এবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কলিকাতায় কিছু অধিক দিন থাকিতে হইবে কিন্তু তাঁহার সিমলা না যাইবার কোন কারণ দেখা যায় না। সহযোগী যদি সিমলার পাহাড় হইতে বঙ্গদেশের নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আইসেন কারণ দেখিতে পান।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য চাউল ক্রয়ার্থ বরিশালে যে একটী ফণ্ড হইয়াছে, ঢাকার প্রসিদ্ধ জমীদার অনরেবল খাজে আব্দুল গণির পুত্র খাজে আসানুল্লা উহাতে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কুষ্টিয়া হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমূহে চাউল বোঝাই নৌকা লইয়া যাইবার জন্য নিজ বাষ্পীয় তরি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজে দরিদ্রদিগকে দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, ময়নসিংহে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। খাজে আসানুল্লার ন্যায় জমীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় আমাদিগের ইচ্ছা। যেমন পিতা পুত্রও সেইরূপ হইয়াছেন।

১৫ই মাঘ মঙ্গলবার।

কোন্নগরে গিরিশচন্দ্র ঘটকের বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা প্রায় ৮ আট হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়া গিয়াছে। যে বাক্সে অলঙ্কারাদি ছিল তাহাতে কোম্পানির কাগজও ছিল, কিন্তু কাগজগুলি লইয়া যায় নাই। যখন তাহারা প্রস্থান করে তাহারা কোন দিকে যায় দেখিবার নিমিত্ত গৃহস্বামী তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন, ডাকাইতেরা দেখিতে পাইয়া লাঠিদ্বারা তাহাকে এরূপ প্রহার করে যে তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি এক্ষণে শ্রীরামপুরের হাসপাতালে রহিয়াছেন, তাঁহার জীবন সংশয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ড, বি, গডফে সাহেব অনুসন্ধানার্থ প্রাতঃকালে ঐ স্থানে গমন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত উলসুর নামক স্থানে একটী স্ত্রীলোক এক কালে তিনটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। সন্তান কয়টী জীবিত আছে। ইংলণ্ডে কোন দরিদ্র স্ত্রীলোক এরূপ প্রসব করিলে রাজ্ঞী তাঁহাকে কিছু কিছু দিয়া থাকেন।

শ্রীরামপুর ও তৎসন্নিহিত আর কয়েকটী পল্লীর অধিবাসীগণ কমিশনরের নিকট সরস্বতী খাল খননের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। এটী করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে আপাততঃ দরিদ্রদিগের সাহায্য হইবে, এবং পরেও এই খালদ্বারা লোকের মহোপকার সাধিত হইবে।

আমরা “কতিপয় পাল্লিবাসী” স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইয়াছি। পত্রপ্রেরক গণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, বাকইপুরের বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী চাউল ক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেছেন। আমরা রাজেন্দ্র বাবুর এত সদনুষ্ঠানে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, তাঁহার এই সময়োচিত বদান্যতার পরিমাণ করিতে পারিলাম না, রাজেন্দ্র বাবু কত চাউল ক্রয় করিয়া কত দরিদ্রকে বিতরণ করিতেছেন উক্তপত্রে তাহা কিছু লিখিত হয় নাই।

২৬এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, নিম্ন লিখিত স্থানগুলিতে চাউল টাকায় ১৭ সের বিক্রীত হইতেছে। সাহেবগঞ্জ তিনপাহাড় মুরারৈ পাকুড় নলহাটী রামপুরহাট সিউড়ী আমোদপুর বোলপুর বিদিয়া এবং গুসকরা।

রেঙ্গুনের বাজারে প্রচুর পরিমাণে ধান্য আসিতেছে। ৭ ই জানুয়ারি ষ্টার অব ইংলণ্ড নামক জাহাজে দুই মণ ওজনের ৩০ হাজার বস্তা চাউল কলিকাতায় আইসে। অন্যান্য অনেক জাহাজও ঐ সময়ে বোঝাই হইতেছিল।

বোম্বাইয়ে সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্র বয়নের জন্য আর দুটী কোম্পানি হইয়াছে।

রাজপুতনায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে দেখিলে বোধ হয় বঙ্গদেশে নয়, রাজপুতনাতেই দুর্ভিক্ষ হইবে।

বোখারার আমীর শরিসবজে বহুসংখ্য বাটী নির্ম্মাণ করিতেছেন। রুসীয়েরা তাঁহাকে তথায় থাকিতে বলিয়াছেন।

সম্প্রতি কাবুলের আমীর চৌর্য্যাপরাধে একব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিবার আজ্ঞা দেন। ঐ ব্যক্তি এবিষয় সমারখণ্ডস্থ [illegible] সর্দারের গোচর করে। সর্দার আমীরকে [illegible] বলিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন, [illegible] যেন এরূপ [illegible] করা হয়। আমরা সহসা এ সংবাদে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

আগামী ১ লা ফেব্রুয়ারি ওয়ার্দ্ধা উপত্যকার ষ্টেট রেলওয়ে খোলা হইবে।

গত শনিবার বাঁকীপুরে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রবিবার প্রায় সমস্ত দিবস আমাদের এ অঞ্চলে বৃষ্টি হইয়াছে।

জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষের উপরে যে সকল বিল করেন তাহাতে ৯২২৯৩৭০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন আমীরের জেলালাবাদ গমনের সমুদায় বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কাবুল পরিত্যাগ করিতেছেন না। তিনি বলেন, তুর্কিস্থান হইতে সুসমাচার না পাইলে তিনি জেলালাবাদে যাইতে পারেন না। সকলে বলিতেছেন, আমীর আদৌ জেলালাবাদে যাইবেন না; কারণ কাবুলের শাসন ভার কাহারও হস্তে দিয়া যাইতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না। আমীর আজিম সর্দার পুত্র এবং আমীর আফজল খাঁর স্ত্রীর প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করেন তাহাতে আফগানস্থানের যাবতীয় সর্দার ও খাঁ আমীরের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। আফগান সর্দারেরা যে আমীরের প্রতি অনুরক্ত নন এটী তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, আমীরের শত্রু সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে. উত্তর বেহারের চা-করেরা ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর অধিকাংশ লোক শস্য ক্রয়ার্থ অগ্রিম টাকার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন না। রাজসাহীতে কয়েকজন মাত্র আবেদন করিয়াছেন। পাটনা বিভাগে ভূমির উৎকর্ষ বিধানার্থ অনেক টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমান এবং ছোটনাগপুর বিভাগেও অনেকে অগ্রিম টাকা লইতেছেন। নদীয়ার জমীদারদিগেরও [illegible] হইবার সম্ভাবনা আছে।

রাজকীয় রাজস্ব সম্বন্ধে স্কটলণ্ডের সহিত আয়রলণ্ডের বিবাদ চলিতেছে। স্কটলণ্ডের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় বত্রিশ লক্ষ, এবং আয়ারলণ্ডের প্রায় ৫২ লক্ষ কিন্তু রাজকীয় ভাণ্ডারে স্কটলণ্ড বার্ষিক ৭৩০০০০০০ সাতকোটি ত্রিশ লক্ষ এবং আয়ার লণ্ড ৬১০০০০০০ ছয় কোটি দশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এই টাকার মধ্যে আয়ার লণ্ড ২৪১৪০০০০ কিন্তু স্কটলণ্ড ৬০০০০০০ টাকা ফিরাইয়া পান মাত্র। অর্থাৎ স্কটলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তি ৩১ টাকা দিয়া সাত সিকা কিন্তু আয়ারলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তি ১১ টাকা দিয়া প্রায় ৪।০ সতর সিকা ফিরাইয়া পান।

রুসীয়েরা খিবার নিকটে অক্স নদীর দক্ষিণ তীরে শোরাখাতে কাণ্টোনমেণ্ট নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন, এবং তথায় ৫ পাঁচ হাজার সৈন্য রাখিয়াছেন।

গত শনিবার গ্রেট ন্যাশনাল থিএটারে “কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আমরা শুনিলাম ভীমসিংহ ও কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল ধনদাস ও মদনিকার অভিনয় বিলক্ষণ হাস্য রসোদ্দীপক হইয়াছিল।

একজন এদেশীয় একটী পয়সায় পারা মাখাইয়া আধুলি বলিয়া উহা এক মিঠাই ওয়ালার দোকানে লইয়া যায়। মিলার সাহেব উহাকে সেসিয়নে প্রেরণ করিয়াছেন।

মিরর বলেন পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী শীঘ্র বঙ্গদেশে তাহার অভিলষিত বৈদিক স্কুল খুলিবেন। এ নিমিত্ত প্রায় ১০ হাজার টাকা দান উঠিয়াছে। এ ভিন্ন মাসিক প্রায় ৭০ টাকা চাঁদা পাইবার সম্ভাবনা আছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি সর্দার জাকুব খাঁ আমীরকে লিখিয়াছেন এক্ষণে তিনি কোন বিদ্রোহিতাচরণ করিবেন না, রাজানুরক্ত থাকিবেন, কিন্তু আমীর সর্দার আবদুল্লা জানকে উত্তরাধিকারী করিয়া তাঁহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, জাকুব খাঁ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। জাকুব খাঁ আবদুল্লা জানের উত্তরাধিকার পত্রে স্বাক্ষর করেন নাই, বলিয়াছেন তাঁহার সম্মানার্থ তিনি হিরাট নগরে আলোকদান

বা কোন রূপ উৎসব করিবেন না, এবং আমীর জীবিত থাকিতে তিনি কোন গোল যোগ করিবেন না, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি আবদুল্লা জানকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রাণপণ করিবেন। জাকুব খাঁর পিতৃভক্তির প্রশংসা করিতে হয় কিন্তু ইহার উপর বিশ্বাস করিয়া কাজ করা বুদ্ধিমান পিতার কর্ত্তব্য নয়।

১৬ ই মাঘ বুধবার।

সার রিচার্ড টেম্পলের অনুপস্থিত কালে অনরেবল ইডিন সাহেব গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে রাজস্বমন্ত্রীর কার্য্য করিবেন॥ সি, এফ বকলাণ্ড সাহেব সার রিচার্ড টেম্পলের সেক্রেটারি হইয়া তাঁহার সহিত বেহার গমন করিয়াছেন। সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইলে ইনি তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারি হইবেন।

ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনরলকে লিখিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ হওয়াতে আপাততঃ দেশীয় সাক্ষিগণের রাজস্ব কমিটীর নিকট উপস্থিত হইবার আবশ্যকতা নাই। পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ হউক না হউক যে সকল সাক্ষী মনোনীত হইয়াছেন, সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাদের ইংলণ্ডে যাইবার আবশ্যকতা আমরা দেখিতে পাই না।

সার জঙ্গ বাহাদুর অযোধ্যা ও নেপালের সীমায় হাতী শীকার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে ৫ শত পোষা হাতী আছে।

১৮৫৭ অব্দের বিখ্যাত বিদ্রোহী সাদত খাঁ রাজপুতনার অন্তর্গত বান্সওয়ারাতে ধৃত হইয়াছে। গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব্ব পোলিটিকাল এজেণ্ট কর্ণেল হচিসন তাহাকে ধরিয়াছেন।

এ. ফর্ব্বস সাহেব বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য লণ্ডন ডেলি নিউসের বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। ইনি ফরাসী জর্ম্মণ যুদ্ধের সময় উক্ত সংবাদ পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা ছিলেন। ইনি বোধ হয় মঙ্গলবার রাত্রিতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের সংবাদদাতার শীঘ্র এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাইর ভূতপূর্ব্ব ওয়াদিয়া মানেকজী মাষ্টরোজীর স্ত্রী মতলি বাই একটী ডিস্পেন্সরি করিবার জন্য ৮০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইনি উক্ত ডিস্পেন্সরির জন্য একটী বাটীও দিয়াছেন। পারসী স্ত্রীলোকদিগের একরূপ বদান্যতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমানের ত্রিবাঙ্কুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, নেগাবকোল নামক একটী পল্লীতে মিশনরি সাহেবদিগকে যাইতে না দেওয়াতে তাঁহারা এ বিষয় লার্ড নেপিয়রের গোচর করেন, তৎকালে সার মাধবরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন; লার্ড নেপিয়র বলিলেন, তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণর, ঐ স্থানটী দেখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তিনি জানিয়াছেন দেওয়ান এক আজ্ঞা দিয়াছেন উক্ত পল্লী দিয়া কোন ইউরোপীয়কে যাইতে দেওয়া হইবে না, তাহার চতুর্দ্দিকে একটী রাস্তা করা হইবে। এই কথা শেষ হইতে না হইতে মাধব রাও বলিলেন, উক্ত পল্লীতে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জাতি আছেন। ইহাতে লার্ড নেপিয়র অম্লান বদনে উত্তর করিলেন "ভারতবর্ষে ইউরোপীয়েরাই ত উচ্চ জাতি"!! সার মাধব রাও নিস্তব্ধ হইলেন। ভারতবর্ষে ইউরোপীয়েরাই উচ্চ জাতি, লার্ড নেপিয়রের মুখে এটী শুনিতে মন্দ নয়।

১৭ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

গত মঙ্গলবার কটক সিলচর এবং ঢাকায় পুনরায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

২০এ জানুয়ারি মান্দ্রাজের অন্তর্গত উম্বুর নামক স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস তাওলের জমীদার বাবু কালীনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, তিনি নিজ জমীদারীর যে সকল স্থানে প্রজার কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, তথায় চারি মাসের খোরাক চলে প্রজাদিগকে এরূপ ধান্য দিতেছেন। তাঁহার নিজ গোলায় ১০ হাজার মণ ধান্য আছে, আর ১০ হাজার মণ ক্রয় করিবার উদ্যোগে আছেন। জমীদারদিগের অর্থের সদ্ব্যবহার এবং বন্দোবস্তের এই প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

গত সোমবার প্রাতঃকালে আলাহাবাদ হইতে গবর্ণমেণ্টের ৩৩ টী টাকার বাক্স হাবড়া ষ্টেসনে আইসে। তথা হইতে উহা বাঙ্গালব্যাঙ্কে লইয়া যাওয়া হয়। উহাতে ১০ লক্ষ টাকা ছিল।

ইংলিসমান ভাগলপুর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সুলতানগঞ্জের মিস্ পেম্বারটন নামক একজন বিবি একটী বাক্সে করিয়া প্রায় ৭ সাত শত টাকা মূল্যের জহরাদি লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিলেন, কলিকাতায় আসিয়া দেখেন বাক্সটী নাই। তৎক্ষণাৎ পেম্বারটন সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিলেন, তিনিও অবিলম্বে ডিষ্ট্রিক্ট ও গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিষে সংবাদ দিলেন। এ পর্য্যন্ত অপহৃত দ্রব্যের কোন সন্ধান হয় নাই।

১৮ ই মাঘ শুক্রবার।

আগ্রা লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

গোরক্ষপুর গাজীপুর বারাণসী মির্জাপুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব্বপ্রদেশ সমূহের প্রায় যাবতীয় শস্যের কোয়াসা দ্বারা কতক হানি হইয়াছে। মূল্য সাধারণতঃ বৃদ্ধি হইয়াছে। দরিদ্র দলে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে।

ক্রমে সময় যাইতেছে, এখনও শস্যের রপ্তানী বন্ধ করিবার কিছুই দেখা যাইতেছে না। ইহার পর আর বন্ধ করিলে কোন কাজই হইবে না। কারণ যে শস্য যাইবার প্রায় তাহা বিদেশে গিয়াছে। এ সপ্তাহে কলিকাতার লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে লার্ড নর্থব্রুক আর বিলম্ব করিবেন না। মঙ্গলবার চাউলের বাজারও কিছু চঞ্চল হইয়াছিল কতকগুলি ব্যবসায়ী এরেষ্ট হাউসে লইয়া যাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করিয়াছেন। কলিকাতার এবং উত্তর পশ্চিম মফঃস্বল বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হই

গেছে। গত মঙ্গলবার কলিকাতার বাজারে চাউলের মূল্য এই রূপ গিয়াছে—বালাম ৩ টাকা হইতে ৩।৵১০, কাজলা ২৮, মোয়াটি ২।৵ হইতে ৩ টাকা, উত্তম আতপ ৪।৵০ চারি টাকা দশ আনা মণ বিক্রীত হইয়াছে।

গত সপ্তাহে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কলিকাতা হইতে লণ্ডনে যে সকল টেলিগ্রাম যায় তাহাতে কাজ হইয়াছে। ষ্টেটসেক্রেটারি বুঝিতে পারিয়াছেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ লণ্ডনে চাঁদা সংগ্রহ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। লণ্ডনের লর্ড মেয়র চাঁদা সংগ্রহে অগ্রসর হইয়াছেন। এ দিগে ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটী সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটি স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। উক্ত কমিটি স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে। ইংলণ্ড হইতেই হউক অথবা ভারতবর্ষ হইতেই হউক অন্যান্য লোকে যে চাঁদা দিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার দ্বিগুণ দিবেন।

১৯ এ মাঘ শনিবার।

১৬ ই জানুয়ারি এডেন হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, গত জুন মাসে লেক বিমাতে ডাক্তার লিবিংষ্টোনের উদরাময় রোগে মৃত্যু হইয়াছে। লেক কেম্বা হইতে উত্তরদিকে যাত্রা করিয়া কিছু দিন পরেই তাঁহার পীড়া হয়, প্রায় এক পক্ষকাল পীড়িত থাকিয়া মৃত্যু হইয়াছে। তিনি [illegible] উত্তর দিক হইতে উক্ত ঝিল পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়াতে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার [illegible] ঝিলটী ঘুরিয়া যান, ইহাতে [illegible] ঐ ঝিল হইতে বহির্গত ৩৪ টী নদী পার হইতে হইয়াছিল। তাহার পর [illegible] দিন ধরিয়া কোমর পর্য্যন্ত জল [illegible] এমন একটী জলাভূমি হাঁটিয়া পার [illegible] নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু [illegible] যে সকল লোক ছিল [illegible] জনের মৃত্যু হইয়াছে [illegible] তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহার মৃত দেহটী রক্ষা করিবার জন্য তাহার উদর মধ্য হইতে অন্ত্র সকল বাহির করিয়া তন্মধ্যে লবণ পুরিয়া এবং মুখের মধ্যে ব্রাণ্ডি পুরিয়া সেই মৃতদেহটী জানজিবারে আনিতেছে। বোধ হয় ফেব্রুয়ারির প্রথমেই উহা জানজিবারে উপনীত হইবে।

বরদা কমিশনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। কমিশনরেরা গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। বোধ হয় এবিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটারির মত না জানিয়া কোন কার্য্য করা হইবে না।

ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্ট দ্বারা জানা যায় উত্তর বেহার এবং বঙ্গদেশে লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। সিংহভূমে পশুপীড়া আরম্ভ হইয়াছে। ২৪ এ জানুয়ারি এইরূপ রিপোর্ট পাওয়া যায় যে মানভূমের পূর্ব্বভাগে দুই মাস চলিতে পারে এইরূপ চাউল আছে মাত্র।

কাণা নদী কাটিয়া দামোদরের জল আনাতে হুগলী বিভাগের লোকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহা দ্বারা এ প্রদেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ইহাতে পানীয় জল ও কৃষিকার্য্য উভয়েরই সুবিধা হইবে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান পত্রিকা বলেন "কলিকাতা হইতে ক্রমাগত যে সকল পত্র ও টেলিগ্রাম আসিতেছে তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে কাহার না মনে হয় যে সেই ভয়ানক ও অপ্রতিবিধেয় বিপদ আগত প্রায়? আর কয়েক সপ্তাহ পরেই বোধ হয় আমাদিগকে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের ন্যায়, অথবা আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী আয়রলণ্ডের দুর্ভিক্ষের ন্যায় আর একটী দুর্ভিক্ষের অনিবার্য্য গতির কথা পাঠকগণের গোচর করিতে হইবে। এসম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহাতে এই কথাই স্পষ্ট হইতেছে যে, * * * * * লার্ড নর্থব্রুক এবিষয়ের অনেক সংবাদ অবগত আছেন অনেকের মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই সকল সংবাদ ও পরামর্শের উপর আপনার প্রকৃত ধীশক্তি নিয়োগ করিয়া অতি উন্নত মতানুসারেই চলিতেছেন; কিন্তু আমাদের বোধ হয় সময়ে সময়ে এরূপ বাড়া বাড়ি বিজ্ঞতা ও সতর্কতা অপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক বুদ্ধির অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করিলে অনেক সুফল ফলিতে পারে। তিনি এদেশে থাকিতে আয়রলণ্ডের দুর্ভিক্ষের সূচনা করিয়া যেরূপ কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন তাহা যদি আমাদের স্মরণ না থাকিত তাহা হইলে আমরা মনে করিতাম যে পূর্ব্বদেশে আলস্য ও জড়তা বুঝি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অধিকার করিয়াছে। যখন উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল তখন মাসে মাসে এই রাজধানীতে এই সংবাদ আসিত যে ভয় পাইবার আবশ্যকতা নাই * * যাহা করা আবশ্যক তাহা সকলই করা হইতেছে এবং এরূপ সময়ে হস্তক্ষেপ করাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভের সম্ভাবনা নাই। অবশেষে জানা গেল যে বিবেচনার ত্রুটী না হইলে এবং যথা সময়ে সতর্ক হইলে মহারাণীর দশলক্ষ প্রজা ক্ষুধায় প্রাণত্যাগ করিত না।

আমরা বিলক্ষণ জানি যে গবর্ণমেণ্টের গোলাতে শস্য সংগ্রহ করা, দুর্ভিক্ষ কষ্টের লাঘব করিবার জন্য পবলিকওয়ার্ক আরম্ভ করা বিশেষতঃ রপ্তানী বন্ধ করা এই সকল কার্য্যে কিছু কিছু অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই সকল কার্য্য বাণিজ্যকে স্বকর্ম্মচ্যুত করে, ব্যবসায়ীদিগকে ভগ্নোৎসাহ করে, জুয়াচুরী ও প্রতারণার প্রশ্রয় দেয় এবং বাস্তবিক এতদ্দ্বারা যত টুকু সাহায্য হয় তদপেক্ষা অনেকগুণে অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীর মধ্যে এমন কি ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য প্রণালীর মধ্যেও সময়ে সময়ে এরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, যাহার নিবারণের জন্য সকল প্রকার কুফল অগ্রাহ্য করিতে হয়। লর্ড বেকন বলিয়াছেন ঔষধ সেবনে রোগ নিবৃত্ত হয় কিন্তু আয়ুর হ্রাস হইয়া থাকে * * * কিন্তু তাহা বলিয়া যখন রোগের যন্ত্রণায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন কোন ব্যক্তি ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারে? সেই ঔষধের জন্য শরীরের কোথায় কি একটু অপকার হইবে তাহা

কে গ্রাহ্য করিয়া থাকে ? * * যখন কোন বিপক্ষ সেনার হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে হয় তখন ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ একেবারে বিস্মৃত হইতে হয়। এমন কি যুদ্ধের সময় যে ব্যক্তি সে অবস্থা অনুসারে কার্য্য না করে তাহাকে রাজ্যের শত্রু বলিয়া গণনা করা যায় এবং তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিপক্ষ সেনার আক্রমণও এইরূপ দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা অধিক বিপদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পোলিটিকাল ইকনমির মত ও নিয়ম সকল সাধারণতঃ অনেকস্থলে খাটে ; কিন্তু এমন সময় আসিতে পারে যখন তাহাদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেই মত ও নিয়মগুলি অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হয়।

লার্ড নর্থব্রুক সংকল্প করিয়াছেন যে এবার সিমলা গমন রহিত করিয়া সেই টাকা দুর্ভিক্ষ পীড়িত দরিদ্র প্রজাদিগকে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। সম্প্রতি অনেক জাহাজ শস্য আনয়নার্থ ব্রহ্মদেশে সর্ব্বদা গতায়াত করিতেছে। এই সুযোগে তাহাদিগকে প্রেরণ করিবার সুবিধা হইবে।

২২ এ জানুয়ারি দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ১২ ই এবং ১৩ ই জানুয়ারি যে বৃষ্টি হয় তাহাতে রবি শস্যের কতক উপকার করিয়াছে এবং কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিবারও সুবিধা হইয়াছে। পাটনা বিভাগের উত্তরাংশে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় ঐ স্থানে সর্ব্ব প্রথমে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবে। পূর্ণিয়ার স্থানে স্থানে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বেহারের তিনটী ষ্টেসনে চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে আর সাতটী ষ্টেসনে মূল্য সমান রহিয়াছে। উত্তর এবং মধ্য বঙ্গদেশের পাঁচটী বিভাগে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, একটীতে কমিয়াছে, ছয়টীতে সমান রহিয়াছে। ঢাকা বিভাগে সাধারণতঃ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু চট্টগ্রামে কমিয়াছে। উপরে যে সকল স্থানের উল্লেখ করা গেল উহার দুই একটী ভিন্ন আর সকল স্থানেরই লোকের অবস্থা সন্তোষকর ; টাকায় ১২ সের হইতে ১৪ সের পর্য্যন্ত চাউল সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইতেছে। পাটনার উত্তরাংশ এবং মুঙ্গীরের কোন কোন স্থান ভিন্ন রিলিফ ওয়ার্কে কার্য্য করিবার জন্য লোকের তাদৃশ আগ্রহ নাই। যে সকল মজুর কার্য্য করিতেছিল ক্রমে তাহাদের সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। ব্যবসায়ীরা পাটনা বিভাগে চাউল আমদানী করিতেছে। গাড়ি প্রভৃতির অসুবিধা নিবন্ধন বিভাগ সকলের মধ্য স্থলে ইচ্ছানুরূপ শস্য প্রেরিত হইতেছে না। পাটনা বিভাগে এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য অনেক গাড়ি নিযুক্ত হইতেছে, ঐ কার্য্য শেষ হইয়া গেলে ঐ সকল গাড়ি পাওয়া যাইবে, তখন বণিকেরা প্রচুর পরিমাণে চাউল লইয়া যাইতে পারিবে, সেই সময় মূল্য কমিবার সম্ভাবনা ভাগলপুর ও রাজসাহী ভিন্ন অন্য স্থানে রিলিফওয়ার্কের বড় অনুষ্ঠান হইতেছে না। ১৯ এ জানুয়ারি পাটনায় যে এক সভা হয় তাহাতে ৩৬ ছত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ১ লা নবেম্বর অবধি বঙ্গদেশের বাহিরে ৯১৪০০ টন শস্য রপ্তানী হইয়াছে কিন্তু ৩৩০০০ টন মাত্র আমদানী হইয়াছে। ১ লা নবেম্বর অবধি পূর্ব্বাঞ্চলের খাল দিয়া কলিকাতায় ৬১১০০ টন চাউল আসিয়াছে। ২০ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত তিন সপ্তাহের মধ্যে হাবড়া হইতে বেহারের ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেসনে ৬ ছয় লক্ষ মণেরও অধিক চাউল প্রেরিত হইয়াছে। ১৭ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে মির্জ্জাপুরের পরবর্ত্তী ষ্টেসন সকল হইতে ১৬১৯৪৫ মণ চাউল আসিয়াছে। যে সকল স্থানে রিলিফ ওয়ার্কস্ আরম্ভ হইতেছে তথায় চাউল গোলাযাত করিয়া রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অধিক পরিমাণে গাড়ি প্রভৃতি লইতেছেন, তাহাতেই বণিকগণের দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে চাউল লইয়া যাইবার অসুবিধা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট যদি সমুদায় না লইয়া ঐ সকল গাড়ি প্রভৃতির কতক ছাড়িয়া দেন, ব্যবসায়িদিগের দ্বারা অধিক পরিমাণে শস্য আমদানী হইয়া মূল্য কমিয়া যাইতে পারে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৩ এ জানুয়ারি। অদ্য বৈকালে সেণ্টপিটসবর্গে রুশীয় সম্রাট কন্যা মেরির সহিত আমাদিগের রাজপুত্র এডিনবরার ডিউকের পরিণয় কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে গ্রীক তৎপরে ইংলণ্ডীয় রীত্যনুসারে উৎসব হয়। সেণ্টপিটসবর্গ নগর তিন দিবস উৎসবময় হইয়াছিল—নগর আলোক মালায় সুশোভিত এবং সৈন্যদিগের কাওয়াজ হইয়াছিল। রাজদম্পতী মস্কাউ দর্শন করিয়া মার্চ মাসে ইংলণ্ডে আগমন করিবেন।

লার্ড চিফ জষ্টিস কক বর্ন [illegible] সাহেবের আড়াই হাজার টাকা জরিমানা করেন, জরিমানা দিতে সম্মত না হওয়াতে তাঁহাকে হলওয়ে কারাগারে [illegible] হইয়াছে

পোপ পুনরায় পীড়িত হইয়াছেন

গবর্ণর ক্লার্ক বিদ্রোহী [illegible]দিগকে নিরস্ত্র করিয়া এবং বন্দীকৃত [illegible] ও বালক বালিকাদিগের উদ্ধার সাধন [illegible] পিরাক হইতে সিঙ্গাপুরে প্রত্যাগমন [illegible]ছেন। লারুটের নদী এবং সমুদ্র পথে যে [illegible] বোম্বেটিয়া ছিল তিনি তাহাদিগের দমন করিয়া আসিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ জানুয়ারি সিলেটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় এবং বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিমোহন সেন [illegible] পুরে বদলী হইলেন। ইঁহারা ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অধিকাচরণ রায় চৌধুরী কিছু দিনের জন্য রিজুকেশ হইলেন। তথায় তিনি মধুবনীর আঁতাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] এ জানুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাম শঙ্কর সেন ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

২৪ পরগনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, জে, বি, টি ডাল্টন ত্রিপুরাতে রহিলেন।

নিম্নলিখিত সব ডেপুটী কালেক্টরেরা বদলী হইলেন:—

বাবু মহেশ প্রসাদ—জমুই হইতে বাঁকাতে।

বাবু শ্যামাচরণ মিত্র—বাঁকা হইতে জমুইতে।

২৭ এ জানুয়ারি। ওয়েষ্টমেকট সাহেব প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং রিলিফ ওয়ার্কে মজুর নিয়োগের জন্য রাজসাহী বিভাগে রহিলেন।

নিম্নলিখিত অফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর জজের কার্য্য করিবেন।

জে, এম ডি উন। কটক।

আর্বাথনট জে মনি, সি, এস, আই—ময়মনসিংহ।

আর, লেবিথন—রঙ্গপুর।

২৯ এ জানুয়ারি। হিল টিপারার পোলিটিকাল এজেণ্ট এ ডবলিউ বুশি পাউয়ার কিছু দিনের জন্য তৃতীয় শ্রেণীতে চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশের ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন। টিপারার মাজিষ্ট্রেট নিজ কার্য্য ভিন্ন হিল টিপারার পোলিটিকাল এজেণ্টের কার্য্য করিবেন।

এচ, এম, নীডন দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

টিপারার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অভয় কুমার সেন রঙ্গপুরে বদলী হইলেন।

বাবু শম্ভুনাথ প্রধান কিছু দিনের জন্য বালেশ্বরের অন্তর্গত জাজপুরের সব রেজিষ্টার হইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! কেহ কেহ কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বাঙ্গালি কবি বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু অনেকে বলেন যে, আমাদের দেশে প্রকৃত কবি নাই। বঙ্গভাষায় কালিদাসও নাই মিল্টনও নাই হোমারও নাই ভারজিলও নাই এবং বাল্মীকিও নাই ব্যাসও নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে যাঁহারা এদেশের প্রধান কবি বলিয়া বিখ্যাত, কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে তাঁহারা অতি সামান্য কবি; কিন্তু "বৃক্ষহীন দেশে এরণ্ড বৃক্ষই বৃক্ষ"। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রকৃত কবি কি না সে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এক ব্যক্তিকে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহার কবিতা দর্শনে তিনি কবিপদবাচ্য কি না পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। কতকগুলি পল্লিগ্রামের লোক ব্যতীত তাঁহাকে কেহই জ্ঞাত নহেন। তাঁহার নাম ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কুঁকড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, এবং মাতার নাম সীতা।

"মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্তদান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥
প্রভু যাঁর কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।
তার সুত ঘনরাম মধুরস গান॥
মায়ামুণ্ড সর্গ।"

১৬৩৩ শকে অর্থাৎ প্রায় ১৬২ বৎসর অতীত হইল তিনি শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল নামে এক খানি মহাকাব্য রচনা করেন। বোধ হয়, ঐ কাব্য তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কীর্ত্তি চন্দ্রের আনুকূল্যে প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

"অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥"
প্রথম সর্গ—"স্থাপন"

এই কাব্য চতুর্বিংশতি সর্গে বিভক্ত। ইহাতে প্রায় বত্রিশ হাজার কবিতা আছে। যেমন মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর উপাধি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ ঘনরামও কবিরত্ন উপাধি পাইয়াছিলেন। এই উপাধি তাঁহার গুরু তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন:—

"ভাবিগুরু পদদ্বন্দ, দুই এক ভাষা ছন্দ,
কবিতা করিতাম পূর্ব্বকালে।
শুনে হয়ে কৃপান্বিত, বর্ণিতে বলিল গীত,
গুরু ব্রহ্ম বদন কমলে॥
নিজ গুণে হয়ে যত্ন, নাম দিল কবিরত্ন
কৃপাময় করুণা আধান।
শুনি অসম্ভব ভাব, লোকে পাছে উপহাস,
তুমি তায় আপনি প্রমাণ॥
গণেশ বন্দনা।"

বর্দ্ধমান জেলায় অন্তঃপাতী রামপাটী গ্রামে কোন টোলে ঘনরাম বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তথায় তিনি নিজের পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থ সকল অতিশয় আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন এবং কখন কখন ঐ সকল গ্রন্থ হইতে কোন কোন বিষয় লইয়া কবিতা রচনা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন।

মূলের সহিত অনেক অনৈক্য, ছন্দগত দোষ, এবং তাদৃশ কবিতায় রস না দেখিয়া ঘনরাম কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণকে ঘৃণা করিতেন এবং স্বয়ংই ভাষায় রামায়ণ রচনা করিব বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ কথিত আছে, যে রামায়ণ রচনায় অশেষ বিঘ্ন ঘটায় তিনি অতিশয় দুঃখিত মনে রামায়ণ রচনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত কবি, তিনি কখন স্পন্দহীন জড় পদার্থবৎ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার অঙ্গ হইতে সর্ব্বদাই কবিত্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতে থাকে। তৎপরে ঘনরাম শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল কাব্য রচনা আরম্ভ করিলেন। শেষ সর্গে তিনি স্বয়ংই লিখিয়াছেন যে যে কোন্ শকে আমি এই কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহা আমার স্মরণ নাই।

"সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন॥
শকে লিখ রামগুণ রস সুধাকর।" ইত্যাদি
চতুর্বিংশতি সর্গ।

শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল কাব্যে সকল প্রকার রসই দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বীররসই সর্ব্ব প্রধান। যুদ্ধ বিক্রম বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন সম্মুখে প্রকৃত যুদ্ধই হই-

তেছে। মনকে যেন যুদ্ধ করিতে উত্তেজনা করে। বীরের হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে, এবং ভয়াসক্ত জনের হৃৎকম্প হইতে থাকে। স্থান অভাব প্রযুক্ত যুদ্ধ বর্ণনার দীর্ঘ প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পাঠকগণকে দুইটি স্বভাব বর্ণনা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইতে হইবেক।

(অজয় নদীতে বাণ আসিয়াছে)

"প্রলয় দারুণ বাণ আইল হেন কালে॥
কুল কুল কমল ঢুকুলে কানে কান।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ॥
ঘোর রবে ঘুরণি ঘুরিছে ঘনে ঘন।
প্রমাদ পেড়েছে পুরে প্রলয় পবন॥
দুড় দুড় দুড়ম দুদিগে নদীর ভাঙ্গে কুল।
তটিনী তটের তরু সংহারে সমূল॥
বাণে বড় ব্যাকুল যেন বনে ব্যাঘ্র হেরি।
তিন তাল তরঙ্গ তরাসে তল তরি॥
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেণ।
দেখি সচিন্তিত বড় রাজা লাউসেন॥"

অষ্টাদশ সর্গ।

(গৌড় সহরে হাতী দৌড়িতেছে)

"জ্ঞান হত হলো হাতী ছুটিল সহরে।
হুসার হুসার পিঠে মাহুত ফুকারে॥
সট্ সট্ সঘনে শুঁড়ের শুনি সাড়া।
দুপাশে বাজার ভাঙ্গে লোক খেলে তাড়া॥
একে মত্ত মাতঙ্গ মদিরা মুখে মাতে।
বশ করে দশ দশ অঙ্কুশ আঘাতে।
দুড় দুড় দুপাশে দেয়াল পাড়ে দাঁতে।
পরিসর স্থান নিল সেনেরে জুঝাতে।
খুশ খুশ নাসিকা নিশ্বাসে বহে ঝড়।
নড় বৃক্ষ ডাল ভাঙ্গে শুনি মড় মড়॥
দেখিতে চলিল রাজা চতুরঙ্গ দলে।
আগে আগে ধর্ম্মের সেবক দুই চলে॥"

ত্রয়োদশ সর্গ।

ইহাতে আদিরস ছটা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে আদিরস শ্রবণ করি[illegible]র্ণে হস্ত দিতে হয়, যাহাতে লোকের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়, যাহাতে নায়ক নায়িকার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়, যে আদিরস গুণে ভারতচন্দ্র বঙ্গ বিজয় করিয়াছেন ইহাতে সে আদি রস নাই। এ আদিরস শ্রবণ করিলে হৃদয় এমন পুলকিত হয়; ইহাতে ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে।

"শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল" কাব্য উপদেশময়। ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের ক্ষয়—এই সার বাক্য ইহাতে বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নে কিঞ্চিৎ উপদেশ বাক্য উদ্ধৃত করা গেল।—

"শ্রীধর্ম্ম সভায় সবে বল হরি হরি।
পাপরাশি নাশি সবে সুখে যাবে তরি॥
অসার সংসার তায় ব্যাপক মায়ায়।
তত্ত্ব ত্যজি চিত্ত কেন সদা মত্ত তায়॥
কর্ম্মফলে কপালে কেবল সুখ দুঃখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাচের ভিক্ষুক॥
স্কন্ধে করি বয় কেহ কেহ চাপে স্কন্ধে।
যত কিছু শুভাশুভ সব কর্ম্ম বন্ধে॥
সুখ দুঃখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষভেদী যেমন চন্দ্রিমা বাড়া টুটা॥
লাভ আশে আসি কেহ মূল নাশি যায়।
তরে যাবে ভবসিন্ধু করহ উপায়॥ ইত্যাদি

উদ্ধৃত করিতে হইলে অনেক উদ্ধৃত করিতে হয়; কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহা সম্পন্ন হইল না। আক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদের মাতৃ ভাষায় এমন একজন উৎকৃষ্ট কবি সকলের অজ্ঞাত রহিয়াছেন। * * * আমার নিকট একখানি হস্ত লিখিত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল আছে। কিন্তু তাহা অনেক স্থানে খণ্ডিত। অনেক স্থান উয়ে খাওয়ার জন্য পড়িতে পারা যায় না। আর একখানির জন্য অন্বেষণ করিতেছি কিন্তু পাওয়া যাইতেছে না।

১২ ই মাঘ শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র বসু।
১২৮০ হুগলী

আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি যে এপ্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই দরিদ্র প্রজাবর্গের হাহাকার উঠিয়াছে। আবার তাহার উপরে রাজস্ব লইয়া অধিকাংশ প্রজা সমূলে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্রে পাঠ করিতেছি যে সেবারকার কষ্টের দুর্ভিক্ষাপেক্ষা এবার উপযুক্ত সময়ে গবর্ণমেণ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু সে সমস্ত বাক্য কি সংবাদ পত্রেই পর্য্যবসিত হইবে? কই, এ প্রদেশে ত তাহার কোনই অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট ও তৎপ্রতিপোষক কোন কোন সংবাদ পত্র উচ্চরবে বলিতেছেন যে, "যত গোল শুনা যাইতেছে প্রকৃত পক্ষে তত নহে, সময় হইলে উপযুক্ত উপায় অবধারণ হইবেই হইবে।" ফলতঃ এই আপাতঃ মধুর কথাগুলি শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আমাদের একটী হাস্য জনক ঘটনা স্মরণ হইল, ঘটনাটী এই।

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতাস্থ তুলা গুদামে এক বার আগুন লাগিয়াছিল, তদ্দৃষ্টে কয়েকজন মহাজন তাহা বোর্ডের গোচর করিয়াছিলেন। বোর্ডের অধ্যক্ষ মহোদয় তৎকালে কি করিয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু তিন মাস পরে তথা হইতে একটী হুকুম বাহির হইল যে "উসমে পানী দেও"!! সেইরূপ এবারেও সমস্ত প্রজাকুল আহারাভাবে মৃত্যু মুখে নিপতিত হইলে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন!!! প্রজা রক্ষাই যদি গবর্ণমেণ্টের একমাত্র ব্রত হয় তবে অবিলম্বে স্থানে স্থানে পূর্ত্ত কার্য্য আরম্ভ হউক।

১১ ই মঘ } শ্রী:—
শ্রীবাটী }

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহাশয়! পূর্ব্বদেশ ভ্রমণানন্তর একদিন বাসায় আসিয়া বসিয়া আছি এবং চিন্তা করিতেছি এবার কোথায় যাব। ক্রমে ক্রমে দিনকর দেখিতে দেখিতে অস্তাচলের গহ্বরে আসীন হইলেন। কৃষ্ণপক্ষ। ক্রমে প্রকৃতি সতী যেন আধুনিক নিশাচরদিগের দৌরাত্ম্য ভয়ে ধ্বান্তরূপ অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠনবতী হইলেন। রাত্রি প্রায় ১ টা। আমি বাসায় বসিয়া কোথায় যাইব চিন্তা-করিতেছি এমন সময়ে ইষ্টকে লৌহ আঘাতের ন্যায় একটা শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। এত রাত্রে কিসের শব্দ? আমার কৌতূহল জন্মিল। বাসা হইতে বহির্গত হইলাম এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই

স্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একটা বেঁটে মোটা সোটা মানুষ একজন গৃহস্থের বাটীতে পূর্ব্বমুখে বসিয়া কি করিতেছে, আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল। প্রাচীরের উপর বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে জানিতে পারিলাম যে ঐ ব্যক্তি সিঁধ খুঁড়িতেছে। মনে করিলাম শব্দ করিয়া গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া দি। কিছুক্ষণ পরে আমার কৌতুহল আরও বৃদ্ধি হইল। গৃহস্থ নিজে চোর!! ইহার কারণ কি? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমে চোর (বা গৃহস্থ) ঘর হইতে দুইটা বাক্স বাহির করিয়া নিকটবর্ত্তী বাঁশতলায় তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও তাহাতে যাহা কিছু ছিল সব ছড়াইয়া ফেলিল। এইরূপ করিয়া পুনরায় বাটী ফিরিয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে "চোর পালালো" "চোর পালালো" আমার সর্ব্বনাশ করিয়া লইয়া গেল ইত্যাদি নানা প্রকার কান্ত রোক্তি করিতে করিতে বাটী হইতে বহির্গত হইল!! আমি দেখিয়া শুনিয়া অবাক। ক্রমে লোকের ভিড় হইতে লাগিল। আমি বাসায় গেলাম। পরদিন পুলিষে সংবাদ গেল যে ✽ ✽ ✽ বাটীতে চুরি হইয়াছে। পুলিষ আসিলেন। কিন্তু ঘরো চোর ধরা বড় সহজ নয়। এবিষয়ে পুলিস ত ছেলে মানুষ, পুলিষের জন্মদাতা আইলেও বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। যাহা হউক পুলিষ খানিক ধুম ধাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহাশয়! বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, পূর্ব্বদেশ হইতে আসিলাম। আমার এতদূর দৌড় দেখিয়া পাছে একেবারে উড়িয়া যাই এই জন্য আমার পায়ে শৃঙ্খল দেওয়া হইল। সে লৌহ নির্ম্মিত শৃঙ্খল নহে, পবিত্র শৃঙ্খল। ভাবুক ব্যক্তি বুঝিয়া লইবেন। মহাশয়! অদ্য এই পর্য্যন্ত। আগামী বারে আর এক বিষয় আপনার গোচর করিব।

শ্রীবায়স।

হাং সাং সেই

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৩ এ জানুয়ারি

ভাগিরথী।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ইঞ্চ	ফীট
চৌরাসির নীচে	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	১০
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১	৮
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৪ সালের ১৯এ জানুয়ারি বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট ইঞ্চ

বহরমপুর ২৬এ জানুয়ারি ১৮৭৪ } টি, এচ, উইক্স সি, ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগীশ্বর সিংহ রায় চকদীঘী ১০
" " দ্বারকানাথ রায়—ধল্লা ১০
" " কৃষ্ণকুমার চৌধুরী—ঘাটেশ্বরা ৫॥
" " হৃদয়নাথ দাস—মেদিনীপুর ১০
" " নিতাই প্রসাদ বসু—মাহিগঞ্জ ১০
" " যোগীন্দ্রনাথ রায় মণিরামবাটী ১০
" " ললিতমোহন রায়—চকদীঘী ১০
" " কৃষ্ণগোপাল ঘোষ—কাশীপুর ১০
" " পরেশনাথ চৌধুরী—ইছাপুর ১০
" " প্রসন্নচন্দ্র সেন ডাক্তার গোবরডাঙ্গা ৫॥০
" " বিহারীলাল শীল—চুচুড়া ১০
" " গোবিন্দচন্দ্র লাহিড়ী রাজমহল ১০
মুরসিদাবাদ ডিবেটীং ক্লব ৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। ১৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

১২৮০। ২৮ এ মাঘ। ইং ১৮৭৪। ৯ ই ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫I০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী " রচনাসার " নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে,ত্বরায় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

প্রমোদিনী ১ ম ভাগ। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় কুলের প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর পদ্য প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ কয়েকটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অবয়ব ৮ পেজি ফরমার অনূ্যন ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় প্রমোদিনী সভায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

—০—

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। ফেমিলি ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১॥০ এনজেনিয়র ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং " মূল্য ১॥০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

—•◉•—

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত।

	মূল্য	ডাকমাশুল
রোগ বিচার	৬	॥০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	৷৵০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	॥০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	৷/০	/০
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।		
প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	১৵০
এনাটমি	৪॥০	৷/
মাতৃশিক্ষা	২	৷০
ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত		
বালচিকিৎসা	৫	৷৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৫ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমা কারখানায় পেটী ষ্টোর প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডনান্সের কমিসরি আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

অধিক কিম্বা অল্পসংখ্য (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যেমন আবশ্যক হয়) ষ্টোরের লিষ্টি, যাহার সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল আবশ্যক হইতেছে, তাহা এবং এগ্রিমেণ্টের ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিন বাদে প্রতিদিন দেখান হইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে এগ্রিমেণ্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য এক টাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং ডবলুকেট দেওয়া হয়। যে মূল্যে সে প্রকার ষ্টোরস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকায় দুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অল্প দরের টেণ্ডর হইলেই যে গ্রহণ করা হইবে এমত নহে এবং কোন টেণ্ডর অগ্রাহ্য করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামত অল্প দরের টেণ্ডর

বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দ্রব্যের মূল্য স্পষ্ট ঃ বেশি বোধ হইবে তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেণ্টের কাগজেই হউক অথবা নোটেই হউক ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে। এগ্রিমেণ্টের পত্র লেখা হইলে কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৪ অব্দের ২৬ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় অর্ডনান্সের কমিসরি উক্ত কারখানার আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন। যাহারা টেণ্ডর দিয়াছেন, তাঁহারা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকেন।

দমদমা কারখানা আফিস ২৬ এ জানুয়ারি ১৮৭৪। } এ, ওয়াকার কাপ্তেন আর, এ, কমিসরি অব অর্ডনান্স

যিনি ত্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

আমার পিতা ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাসকাশ, ক্ষয়কাশ শূল ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মৃজাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

—:—

মেলিরিয়ানাশক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত প্লীহা, যকৃত, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অযথা কুইন ইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ॥০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কো°
সুন্দরবন মেডিকেল হাল
ভবানিপুর, কলিকাতা।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপা খানা।
কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর
পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মদাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা যাইতে পারে; মাশুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফ্লায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট।

মেদিনিপুর বাঁধের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মৌলমিন শৈলের স্কান্টলিং আবশ্যক হইয়াছে। যাহাঁরা তাহা যোগাইবার জন্য টেণ্ডার করিতে চান তাহাঁরা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে করিবেন।

এক দিকে, দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৬ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ৫৪০ খান আর এক দিকে দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ এগার ইঞ্চ ও প্রস্থে ৭॥ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ১৫০ খান।

পূর্ব্বোক্ত স্কান্টলিং সকল কন্ট্রাক্টের তারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনীপুরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। কিরূপে এবং কি রীতিতে টেণ্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট দরখাস্ত করিলে জানা যাইবে। কিন্তু এক টাকা ফি জমা দিতে হইবে। টেণ্ডারকারীদিগকে টেণ্

রের সহিত ১০৮ একশত টাকা খরেনা স্বরূপ দিতে হইবে।

মেদিনীপুর ৯ই জানুয়ারি ১৮৭৪ } জেমস. কেয়ার একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কসাই ডিবিজন

নূতন মুদ্রিত।

স্কুলের ছাত্রদিগের ব্যবহারোপযোগী এক খানি ইংরেজি ভূগোল, অতি অল্প দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অপরাপর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে, ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী থেকার স্পিঙ্ক কোম্পানির দোকানে, স্কুল বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৮এ মাঘ সোমবার।

রপ্তানী বন্ধ করা বিষয়ে লার্ড নর্থব্রুকের মত।

ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে অনেকেই রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছেন; এমন সময়ে লার্ড নর্থব্রুকের নিরুত্তর হইয়া থাকা উচিত নহে। যদি তাঁহার অবলম্বিত রাজনীতির কোন গূঢ় যুক্তি থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। নতুবা তিনি যেরূপ সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়া আছেন তাহা রক্ষা হওয়া দুষ্কর। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর দুর্ভিক্ষের সূচনার সময়েই রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করিয়া নিজ দোষ ক্ষালন করিয়া রাখিয়াছেন। যদি বাস্তবিক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় লোকের ক্ষোভ ও আক্রোশ গবর্ণর জেনরলেরই উপর পতিত হইবে। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে লার্ড নর্থব্রুক এইগুলি অনুভব করিয়া একটী মিনিটে রপ্তানী সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার অনুবাদ দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ নামক স্তম্ভে প্রকাশ করিলাম। তাঁহার মিনিটের মর্ম্ম এই। (১ম) বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা ও তাঁহাদের প্রাণরক্ষার্থ যত শস্য আবশ্যক, তাহার সহিত তুলনা করিলে বর্ষে বর্ষে যত চাউল রপ্তানী হয় তাহার পরিমাণ অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়, (২) বর্ষে বর্ষে যত শস্য রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে অতি অল্প পরিমাণ "টেবল রাইস"। এদেশের লোকে সেপ্রকার চাউল ব্যবহার করে না; সুতরাং তাহার রপ্তানী বন্ধ করা বৃথা। যে সকল শস্য সিংহল প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয় তাহাও বন্ধ করা উচিত বোধ হয় না। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ শস্য মরিসস দ্বীপ এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ শ্রেণী প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় কুলীদিগের উপনিবেশ স্থানে প্রেরিত হয় এবং অবশিষ্ট কিছু ইংলণ্ড প্রভৃতি নানা স্থানে প্রেরিত হয়। মরিসস প্রভৃতি স্থানে যে সকল শস্য প্রেরিত হয় তদ্দ্বারা শত শত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগকে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ রপ্তানী বন্ধ করিলে তাহাদের বিপদ ঘটিতে পারে। এই সকল কারণে তিনি রপ্তানী বন্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। বিশেষ রপ্তানী দ্বারা যত শস্য দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য আমদানী করা যাইতে পারে। বাণিজ্যের স্বাধীনতার ব্যাঘাত না করিয়া যদি এই উপায়ে দেশের ক্ষতি পূরণ করা যায় তাহাই সম্যক যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। (৩য়) দুর্ভিক্ষের সময় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। মূল্য বৃদ্ধি হইলে রপ্তানী কমিয়া আসে এবং লোকেরও ব্যয় কমিয়া আসে। কিন্তু রপ্তানী বন্ধ করিলে দেশের মধ্যে যে পরিমাণে শস্য রক্ষিত হইবে, মূল্য বৃদ্ধি না হওয়াতে তদপেক্ষা অধিক শস্য ব্যয় হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। তিনি এইরূপ আরও কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

লার্ড নর্থব্রুক এরূপ সময়ে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন এবং তিনি যেরূপ সরল ও প্রশান্তভাবে মিনিটটী লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার পদমর্য্যাদা ও সুখ্যাতির অনুরূপই হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত যুক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রমশূন্য বোধ হয় না। যখন আবশ্যক হইলে সমুদায় শস্য আমদানী করিয়া প্রজার প্রাণরক্ষা করা উচিত, তখন যত শস্য বাহিরে যাইতেছে সেই পরিমাণে শস্য আমদানী করিয়া ক্ষতি পূরণ করিতেছি একথা বলা শোভা পায় না। এখন এক সের পরিমাণ চাউলও দেশে রাখিতে পারিলে লাভ। যত চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে তাহাতে সমুদায় বঙ্গদেশের ১৭ দিনের ব্যয় চলিতে পারে। এমন সময় এক তাবন্মাত্র চাউলও ঘরে থাকা লাভ তাহাতে কি সন্দেহ আছে? এই শস্য ছাড়িয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট যে আর ১৭ দিনের উপযুক্ত চাউল আমদানী করিবেন তাহা ইহাতে যোগ করিলে এক মাসের ব্যয়ের সংস্থান হইতে পারে। ২। ৩ মাস অন্নাভাব হইবার সম্ভাবনা, তাহার এক মাসের ব্যয়ের সংস্থান হইয়া থাকিতে পারে। ইহা কি অল্প লাভের কথা? ১৮৭২।৭৩ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ১৪৭।৮০০০ মণ চাউল রপ্তানী হয়, ইহার পূর্ব্ব ৯ বৎসরের মধ্যে কোন বৎসর এত চাউল রপ্তানী হয় নাই, বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা সাড়ে ছয় কোটি, ইহাদি

বৎসরে যেরূপ ফল দেখা যাইতেছে তাহাই সন্তোষজনক। এই প্রথা প্রচলিত হইলে দেশের লোকে বাস্তবিক আত্মশাসন শিক্ষা করিবে।

দেশীয় লোকের দেশ হিতৈষণার
অভাবের কারণ কি?

রাজা ও প্রজার স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন হইলে দেশের যে অনেক প্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে, আমরা মধ্যে মধ্যে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। আজি আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বিদেশীয়দিগের অধীন হইয়া বাস করিতে করিতে দেশের লোকের একতা প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়, সাধারণের উন্নতিজনক বিষয়ে উৎসাহ থাকে না। দেশের কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে প্রজারা তাহা রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। ভারতবর্ষবাসিরা দেশ হিতৈষণা সম্বন্ধে হীন বলিয়া যে সাধারণে পরিচিত তাহার কারণ কি? বহু দিন বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী রাজাদিগের অধীন হইয়া থাকা কি তাহার প্রধান কারণ নহে? দেশের সুখ সমৃদ্ধির অংশ যখন পরে গ্রহণ করে তখন দেশের কষ্ট ও বিপদের অংশ গ্রহণ করিতে কি দেশবাসিদিগের প্রবৃত্তি হয়? এই কারণেই ভারতবর্ষবাসিরা ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের প্রতি এত উদাসীন। কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষীয়েরা অলসপ্রকৃতি বলিয়া কোন বিষয়ে তাহাদের আগ্রহ বা যত্ন নাই। সে কথা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। মহারাষ্ট্রীয়দিগের এবং নানকের শিষ্যদিগের একতা উৎসাহ ও দেশহিতৈষণার দৃষ্টান্ত এই কথার অযথার্থতা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদের বোধ হয় এ সম্বন্ধে সুশাসিত ও প্রবল গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা দুর্ব্বল গবর্ণমেণ্ট বরং প্রার্থনীয়। মুসলমান রাজাদের সময় যদিও বিদেশীয় এবং বিধর্ম্মীদের অধিকার ছিল, কিন্তু শাসনের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন প্রজাদিগের উন্নতি অবনতি এবং সুখ দুঃখের ভার অনেক অংশে প্রজাদিগের হস্তেই থাকিত। মুসলমানেরা হিন্দুদের নিকট হইতে নিয়মিত কর মাত্র আদায় করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, দেশ শাসন ও অন্যায় নিবারণ প্রভৃতি অপর সকল কার্য্যে এক প্রকার উপেক্ষা করিতেন; সুতরাং হিন্দুরা তাঁহাদের চিরাগত প্রণালী অনুসারে সেই সকল কার্য্য করিতে পারিতেন। পঞ্চায়ত দ্বারা তাঁহাদের বিবাদের নিষ্পত্তি হইত, অন্যায় নিবারণ হইয়া ন্যায় স্থাপিত হইত এবং সামাজিক ও পারিবারিক সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইত। এই প্রণালী "ভিলেজ সিষ্টেম" অর্থাৎ "গ্রাম্য শাসন প্রণালী" বলিয়া পরিচিত। সে সময়ে যদিও শাসনের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিত এবং বিচার কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না, কিন্তু দেশবাসিদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে একতা ছিল। দেশের বিপদে সকলে বিপদ জ্ঞান করিত; একজনের কষ্ট উপস্থিত হইলে সকলে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইত। বর্ত্তমান রাজাদের পরাক্রম অধিক। শাসনকার্য্য এবং বিচার কার্য্যেরও অনেক সুশৃঙ্খলা, কিন্তু সেই পরাক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকদিগের দেশহিতৈষণা প্রবৃত্তির হ্রাস হইয়াছে। সাধারণের বিপদে আর সকলে সে প্রকার নিজের বিপদ মনে করে না; দেশের শ্রেণী বিশেষের কষ্ট সমুপস্থিত হইলে আর সকলে সাহায্য করিবার জন্য সেরূপ অগ্রসর হন না। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। দেশের মধ্যে কি এমন ধনী কিম্বা সম্পত্তিশালী লোক নাই যাহারা এই সময়ে অগ্রসর হইয়া বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন? আমাদের ত এরূপ বোধ হয় না। যাঁহাদের ক্ষমতা আছে তাঁহারাও সেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন না কেন? আমাদের বিবেচনায় রাজা ও প্রজার স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন হওয়া ইহার প্রধান কারণ। প্রজারা মনে করিতেছেন যে দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে হইবে তাহা গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য। সুতরাং তাঁহারা এক প্রকার ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্বাধীন দেশে এরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে দেশের ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল লোকেই বিপদ মনে করে এবং সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষীয়েরা যতই অনুভব করিবেন যে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করায় তাঁহাদিগেরই মঙ্গল এবং উন্নতি, ততই তাঁহারা দেশের হিতাহিত চিন্তায় নিযুক্ত হইবেন, ততই দেশের মঙ্গল সাধনে কৃতসংকল্প এবং উৎসাহশালী হইবেন, এবং যে গুণে অপর সভ্য জাতিরা এত সুখ সমৃদ্ধির মুখ দর্শন করিয়াছেন সেই গুণে ভূষিত হইয়া তাঁহারাও সুখসমৃদ্ধি লাভ করিবেন।

"মরিতে দিব না।"

লোকের মন সন্দেহ ও বিষাদে পরিপূর্ণ, আজিও সন্দেহ দূর হইতেছে না। ভাবী দুর্ভিক্ষে কত লোকের প্রাণের আশঙ্কা তাহা স্থির হইতেছে না। লার্ড নর্থব্রুক পূর্ব্বে অনুমান করেন যে যে সকল ডিষ্ট্রিক্টে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অধিবাসীর সংখ্যা ২৫০০০০০০, ইহার মধ্যে শতকরা দশ জনের অন্নাভাবে মরিবার সম্ভাবনা অর্থাৎ ২৫০০০০০ লোকের ৭ মাসের আহারের ভার গবর্ণমেণ্টের লওয়া আবশ্যক হইবে। প্রতি দিন এক একজনে

অর্দ্ধ সেরের হিসাবে ধরিলে ৭ মাসে ৬৫ ৬২৫০০ মণ চাউল আবশ্যক। তদনুসারে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথমে যে মাস পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে ৯৩৭৬০০০ মণ চাউল আনাইবার পরামর্শ করেন। পূর্ব্বের অনুমান যদি প্রকৃত অনুমান হইত তাহা হইলে ৯৩৭৬০০০ মণে সকল অভাব পূর্ণ হইয়াও ২৮১৩৫০০ মণ চাউল উদ্বৃত্ত থাকিত; কিন্তু পূর্ব্বের অনুমান ঠিক বোধ হয় না, কারণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পরে আরও চাউল আনা আবশ্যক মনে করিয়াছেন, তদনুসারে আরও ৫৬০০০০০ মণ চাউল আনাইবার পরামর্শ স্থির হইয়াছে।

আপাততঃ বোধ হয় যখন এত শস্য সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তখন এবার দুর্ভিক্ষ জনিত কষ্টে অধিক সংখ্যক লোককে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হইবে না। গবর্ণমেণ্টের চাউলের আমদানী দেখিয়াও অনেক লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; কিন্তু সে বিশ্বাস আবার চলিয়া যাইতেছে। পাঠকগণ জানেন সার রিচার্ড টেম্পল এক্ষণে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় বিধান করিবার জন্য বিহার প্রদেশে বাস করিতেছেন তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন “ইতিমধ্যেই উত্তর বিহারের লোকেরা এক বেলা অনশনে থাকিতেছে, এবং যথা সময়ে বিশেষ সাহায্য করিতে না পারিলে অনেকে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে, এমন কি কোন কোন দেশ জনশূন্য হইয়া যাইবে।” এই সংবাদ শুনিয়া কাহার হৃদয়ে না আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ইহা শুনিয়া কে আর সচ্ছন্দে মুখে অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিতে পারে? এই সংবাদে ভীত হইয়া গবর্ণর জেনরল লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি গত বুধবার কলিকাতায় টাউন হালে একটী সভা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, কেবল মাত্র গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিলে আর চলিতেছে না। কত লোকের প্রাণের আশঙ্কা ঈশ্বর জানেন; কিন্তু অপর সাধারণে অগ্রসর হইয়া সাহায্য না করিলে রক্ষা নাই। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপনার নিজের ব্যয় হইতে ১০,০০০ হাজার টাকা দিয়াছেন। গবর্ণর জেনেরল ১০,০০০ জয়পুরের মহারাজা ২০,০০০ বর্দ্ধমানের মহারাজা ১০,০০০ বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্যগণ এক একজনে ৫০০ শত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন রাজা কমলকৃষ্ণ ১০০০০ এবং অনেকে অনেক দিয়াছেন। এই সকল অর্থ দ্বারা যথা সময়ে চাউল আনাইয়া রাখা হইবে।

যেরূপ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তাহাতে এরূপ দুই এক লক্ষ টাকায় কি হইবে? এ সময়ে ধনবান মধ্যবিত্ত কেহ যেন উদাসীন থাকেন না, যাঁহার যথাসাধ্য এই সময়ে সাহায্য করা উচিত “কিরূপ দাঁড়ায় দেখি” একথা বলিবার আর সময় নাই, এখন হইতেই চাউল আনাইতে আরম্ভ করিতে হইবে। নতুবা উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের ন্যায় দেশে চাউল থাকিতে লোকদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে। যাঁহার যাহা দিবার ইচ্ছা আছে এই সময়ে অগ্রসর হউন। বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৬৬০০০০০০। যদি প্রতিজনে এক পয়সা করিয়াও দেয় তাহা হইলে ১০ লক্ষ টাকা হয়। বঙ্গদেশে যত স্কুল আছে তাহার প্রত্যেকটী হইতে অন্ততঃ গড়ে ৫ টাকা করিয়া তুলিয়া দিলেও ৫০০০০ হাজার টাকা উঠিতে পারে। যাঁহাদের হৃদয় আছে তাঁহারা এই সময়ে নিজ নিজ গ্রাম ও পল্লী হইতে যাহা পারেন সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটীর সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করুন। আমাদের পাঠকগণ কেহ যদি কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা উক্ত কমিটীর নিকট প্রেরণ করিবার ভার লইতে পারি। জগদীশ্বর যাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সুখ সৌভাগ্য দিয়াছেন তাঁহারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন “অন্নাভাবে দরিদ্রদিগকে মরিতে দিব না” আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাহা হইলে এক প্রাণীও মরিবে না।

—:০:—

নাগা যুদ্ধ।

পাঠকগণ! আপনারা সকলেই দুর্ভিক্ষ ভয়ে ভীত হইয়া কেবল “আমদানী রপ্তানী” এই কথা জপমালা করিয়া দিবারাত্র ব্যস্ত আছেন। ইতিমধ্যে অসীম পরাক্রমশালী তেজস্বি-কুলাগ্রগণ্য ব্রিটিশ জাতি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া এক অদ্ভুত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন তাহার সংবাদ কেহ রাখেন না। ইতিবৃত্তটী এই, কাপ্তেন বটলার নামক এক জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি নাগা পর্ব্বত এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকলের জরিপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কিছু দিন হইল তিনি স্বীয় দল বল সমভিব্যাহারে উক্ত পর্ব্বত শিখরস্থিত একটী গ্রামের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া প্রবেশ করিবার প্রার্থনা করিবার জন্য এবং গ্রামবাসিরা তাঁহার অনুচরগণের আহার যোগাইবে কি না, জানিবার জন্য কয়েকজন কনষ্টেবল প্রেরণ করেন। কনষ্টেবলেরা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেয় যে, গ্রামবাসিরা সে প্রস্তাবে সম্মত নহে। এ সংবাদ শুনিলে জনবুলের শোণিত কি উষ্ণ না হইয়া থাকিতে পারে? পাঠকগণ! বিশেষ বিবেচনা করিবেন, যেখানে মহারাণী যাহা, ব্রিটিশ জাতি যাহা, কাপ্তেন [illegible] লারও তাহা, তাঁহার [illegible] জাতির [illegible]

সতির অপেক্ষা না করিয়াই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অনুমতি পাইবার কি? যে কারণে কাওয়ান সাহেবের অনুমতি আবশ্যক হয় নাই, বোধ হয় কাপ্তেন বট্‌লারেরও সেই কারণে অনুমতি আবশ্যক হইল না। চারি ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুরা সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাদের ২২ জন হত এবং অনেক আহত হইয়াছিল। কাপ্তেন বট্‌লার সাহেব স্বীয় পরাক্রম ও শৌর্য্যে স্ফীত হইয়া সন্ধি করিতে অগ্রসর হইলেন এবং গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

আমরা এতক্ষণ উপহাস করিতেছিলাম। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ের অনুসন্ধান করা উচিত। সাধারণের অবগতির জন্য ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। নাগারা ভারতবর্ষের আজ কার শত্রু নহে। ইতিহাসেও ইহাদের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বহুদিন হইতে ইহাদের উপদ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ইহারা জন বুলের পরাক্রমে ভীত হইয়া নির্জ্জন পর্ব্বত শিখরে রাজত্ব করিতেছিল, সেখানেও নিস্তার নাই। পূর্ব্বোক্ত বিবাদে কাপ্তেন বট্‌লারের অনুচরগণ অধিক দোষী কিম্বা নাগারা অধিক দোষী তাহা জানিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু সফ স্বনবাসি ইংরাজেরা অসভ্য কৃষ্ণকায়দিগের জীবন যেরূপ অপদার্থের ন্যায় বিবেচনা করেন তাহা স্মরণ করিলে হৃদয়ে আর এক প্রকার সংস্কার উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট খোকা হত্যার পর কাওয়ান ও ফরসিথ সাহেবের দণ্ড বিধান করিয়া যে ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রকৃত দোষীর বিচার করিয়া সেই ন্যায়পরতার পরিচয় দেন আমাদের ইচ্ছা। আমরা ইহার [illegible] জানিবার জন্য অপেক্ষা

আমরা দুঃখের সহিত পাঠকগণের গোচর করিতেছি যে ৩১ এ জানুয়ারি শনিবার প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব প্রোফেসর রামচন্দ্র মিত্র কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় [illegible] দিন পূর্ব্বে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন, সেই রোগেই তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ইনি স্বর্গত মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাহার পর বহুদিন হিন্দু কলেজে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রোফেসরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পদারূঢ় থাকিয়া তিনি বঙ্গসমাজের প্রায় দুই তিন পুরুষের শিক্ষা বিধান করিয়াছেন। যখন বেথুন সোসাইটী প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময়ে রামচন্দ্র মিত্র একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং তদবধি জীবনের শেষদশা পর্য্যন্ত সমান উৎসাহের সহিত এই সোসাইটীতে যোগ দিয়া আসিয়াছেন। ইউরোপীয় এবং এদেশীয় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ইহাঁর বন্ধুবান্ধব অনেক ছিল এবং সকলেই ইহাঁর অমায়িকতা ও নিরীহতা গুণে আকৃষ্ট হইত। ইনি গৌরবের সহিত বহু দিন কার্য্য করি।। শেষ দশায় পেন্সন লইয়া গৃহস্থাশ্রমের সুখ অনুভব করিতেছিলেন।

নূতন পুস্তক।

১। একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব? (১) এখানি প্রহসন। লেখক আপনাকে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন বটে; কিন্তু আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহাতে তাঁহার মন্দ বিদ্যা প্রকাশ পায় নাই। হাস্য রসের উদ্দীপন করা যদি প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, লেখক অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পাঠকালে অনেক সময় আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা হাসিতে ভালবাসেন তাঁহাদের একবার এখানি পাঠ করা উচিত, বাঙ্গালি সাহেবেরাও এখানি পাঠ করেন আমাদিগের ইচ্ছা। যাহা হউক আমরা দেখিতেছি, নাটকীকরদিগের যেমন আত্মারাম সরকার, আজি কালিকার কাব্য নাটককার প্রভৃতির পক্ষে নব্য ব্রাহ্মদল তেমনি হইয়া পড়িয়াছেন। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বাঙ্গালি সাহেব" লিখিতে গিয়া ব্রাহ্মগণকে লইয়া বিলক্ষণ টানাটানি করিয়াছেন। শম্ভুনাথের বিষয়টী পাঠ করিয়া আমাদিগের বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়াইবার কথাটী স্মরণ হইল।

(১) কমলচন্দ্র বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য প্রণীত, বঙ্গরঙ্গ ভূমির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, [illegible] জ্ঞানদোপ যন্ত্রে মুদ্রিত. মূল্য ॥০ [illegible] আনা মাত্র।

বিবিধসংবাদ

২১ এ মাঘ সোমবার।

সর রিচার্ড টেম্পল সীতামারি (উত্তর বিহার) হইতে নিম্নলিখিত লোমহর্ষণ টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন—

"কেবল মাত্র ত্রিহুতে ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৮ লক্ষ লোককে অনেক মাস ধরিয়া আহার দিতে হইবে। ত্রিহুত জেলার ৪০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশের শস্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এক তৃতীয়াংশের অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। চম্পারণে ৩। ৪ লক্ষ এবং সারণে প্রায় ১ লক্ষ লোকের অন্ন যোগাইতে হইবে। ইহা ভিন্ন গয়া এবং সাহাবাদের অনেক লোক জুটিবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি প্রায় ১৫০০০০ লোকের অন্নের সংস্থান আছে। পূর্ব্ব সীমা এবং ত্রিহুত ভিন্ন অন্য স্থানে এখনও বিশেষ দুর্দ্দশা লক্ষিত হইতেছে না। সকল দিকেই দেখিতেছি যাহারা সচরাচর খাটিয়া খায় না এমন শত শত লোক আমাদের রিলিফ কার্য্যে আসিতেছে। কোন কোন স্থানে আমি দেখিয়াছি যে প্রায় ২। ৩ হাজার লোক খাটিতেছে। [illegible] হইতেছে গবর্ণমেণ্টের এবং দেশের লোকের

সাহায্য ব্যতিরেকে গঙ্গার উত্তর তীরবর্ত্তী অনেক লোকের মৃত্যুর আশঙ্কা। এমন কি পাটনা বিভাগের উত্তর ভাগস্থ অনেক প্রদেশ প্রায় জনশূন্য হইয়া যাইবে। এ স্থানের বিশেষজ্ঞ অনেকে বলিতেছেন যে, ইতি মধ্যে অধিবাসীদের অধিকাংশ এক বেলা অনশনে থাকিতেছে। প্রজারা অত্যন্ত চিন্তিত কিন্তু তাহাদের সহিষ্ণুতা বিস্ময়কর। সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের বিষয় এই যে, যে প্রদেশে বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা সেখানে শস্য লইয়া যাওয়া কঠিন।"

সম্প্রতি লাড নর্থব্রুক বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এক মিনিট লিখিয়াছেন। যে যে কারণে তিনি লেপ্টনন্ট গবর্ণর ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের প্রস্তাবিত শস্যের রপ্তানী বন্ধ করার বিষয়ে সম্মত হন নাই, ইহাতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শস্যের রপ্তানী বিষয়ে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ দ্বারা যে চিরস্থায়ী অনিষ্টের সম্ভাবনা তিনি তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এ বিষয়ে যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই ঠিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লাড নর্থব্রুক বলেন, লোকের খাদ্য যোগান যাইতে পারিবে, তবে দেশের মধ্যে ঐ সকল খাদ্য প্রেরণ ও রীতিমত তাহার বিতরণের বন্দোবস্ত করাই একটু কঠিন। বিহার এবং বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ শস্য যোগাইবার যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি গত শুক্রবার মেইলে ষ্টেট সেক্রেটারিকে এক পত্র লিখিযাছেন।

গত সপ্তাহে পাচ সাত দিবস ধরিয়া প্রায় দিবা রাত্রি এ অঞ্চলে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশের ভাব দেখিয়া প্রকৃত বর্ষাকাল উপস্থিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল অদ্যাপিও আকাশের সে ভাব যায় নাই, মধ্যে মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টি হইতেছে। বোধ হয় শীতের শেষে বর্ষার ক্ষতিপূরণ করা হইল।

রেঙ্গুনের একখানি সংবাদ পত্র বলেন, এবার ব্রহ্মদেশে যেরূপ ধান্য জন্মিয়াছে আর কখন সেরূপ হয় নাই। বাজারে প্রচুর পরিমাণে ধান্য আসিতেছে

ডাক্তার ম্যাকনামারা স্বদেশে গমন করিতেছেন, তাঁহার একখানি ছবি করিবার জন্য কলিকাতায় চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। নিমতলায় যে নেটিব হাঁসপাতাল হইতেছে ছবিখানি তথায় রাখা হইবে। জয়পুরের রাজা এবিষয়ে ২০০ টাকা দিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার বেত্তিয়ার রাজা কুমার হরেন্দ্রকিশোর সিংহ প্রেসিডেন্সি কালেজ সংস্কৃত কালেজ হেয়ার স্কুল এবং মেডিকাল কালেজ দেখিতে আইসেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের যে ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী এফ, এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে পারিবেন, তাঁহাকে মাসিক ২০ টাকা করিয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত একটী ছাত্রবৃত্তি দেওয়া রাজার ইচ্ছা। সংস্কৃত কালেজেরও যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র গবর্ণমেন্টের ছাত্রবৃত্তি পাইবে না তাহাকে এক বৎসরের জন্য মাসিক ১০ টাকা করিয়া একটী ছাত্রবৃত্তি দিতে এবং বেথুন ফিমেল স্কুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রীকে একটী স্বর্ণ মেডাল পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২২ এ মাঘ মঙ্গলবার।

সম্প্রতি আমাদিগের রাজ্ঞীর তৃতীয় পুত্র রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলে, তিনি তাহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছেন। রাজপুত্র বলিলেন, তাহার যে কথা থাকে সে লিখিয়া তাহা তাঁহার গোচর করিতে পারে। এই বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন এমন সময় সে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে ঘুসি মারে। কয়েকজন আসিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল কিন্তু সে উহাদিগের হাত ছাড়াইয়া পুনরায় রাজপুত্রকে আক্রমণ ও প্রহার করে। তৎপরে একজন কনষ্টেবল আসিয়া উহাকে ধরিয়া উহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লয়। রাজপুত্র পুলিসের প্রধান কমিশনরের নিকট তাবৎ বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান। ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মকদ্দমার সময় রাজপুত্র কাছারীতে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন যে অত্যন্ত চলিত হইয়াছিল এটী সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই মকদ্দমা লইয়া ইংলণ্ডে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের প্রতি ইংরাজদিগের ক্রমশঃ যে ভক্তি কমিয়া যাইতেছে, কেহ কেহ এই ঘটনাকে তাহার প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এডুকেশান গেজেট পাঠে অবগত হওয়া গেল "বাহাদুর সাহ নামে এক ব্যক্তি একটী আশ্চর্য্য শিশুসন্তান পঞ্জাব হইতে বোম্বাইয়ে আনিয়াছেন। ঐ শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় মানুষের মত, কিন্তু মস্তক অতি ক্ষুদ্র ও কর্ণ অতি দীর্ঘ, এবং সে মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারে না। ঐ শিশু গুজরাটের অন্তর্গত সাদৌলা দুগা নামক মসিদে ভূমিষ্ঠ হয়। উহাকে সাদৌলার ইন্দুর কহিয়া থাকে। পীরের নিকট সন্তান প্রার্থনা করিলে প্রথম সন্তান এইরূপ অবয়ববিশিষ্ট হয়। পীর আত্ম সেবকের নিমিত্ত এরূপ সন্তান দেন। দ্বিতীয় সন্তানের কোন প্রকার অঙ্গহীনতা থাকে না।

গবর্ণর জেনরল দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারিকে যে পত্র লিখেন এবং রপ্তানী বন্ধ না করার কারণ সকল প্রদর্শন করিয়া যে মিনিট লিখেন তাহা প্রকাশিত হইবার পর হইতে কলিকাতায় চাউলের মূল্য গত শুক্রবার যেরূপ ছিল তদপেক্ষা কতক কমিয়াছে। সাধারণ বালাম ২৸৴ হইতে ৩ টাকা এবং উত্তম বালাম ৩ [illegible] হইতে ৩।/১০ মণ বিক্রীত হইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে [illegible] পুরের দক্ষিণে শস্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি [illegible] য়াছে।

গত মঙ্গলবার [illegible] বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান [illegible] সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। [illegible] ১১ [illegible] দের আগষ্ট মাসে বাবু [illegible] ও উক্ত [illegible] বিদ্যালয়টী স্থাপিত হয়। [illegible]

মান্দ্রাজের [illegible] এক জন সৈন্য সেদিন [illegible] টী বালককে গুলি করেন। সৌভাগ্য [illegible] মাত্র [illegible]

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ রামপুরের নবাব ২ দুই হাজার টাকা দান করাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

টেলিগ্রাফ গেজেটে লিখিত হইয়াছে, শনিবার বারাণসী বর্দ্ধ বাকীপুর ঢাকায় সামান্য এবং পূর্ণিয়ায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শনিবার প্রায় সমস্ত রাত্রি এক্ষলে বর্ষার ন্যায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

২২ এ জানুয়ারি রাত্রিতে রাউলপিণ্ডিতে দুইবার ভয়ানক ভূমিকম্প হয়।

গত নবেম্বর মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ৪৪৪২৭ টাকা মূল্যের ৩৮১২ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ১৮ ই জানুয়ারি আমীর সিয়ার আলী কয়েকজন সর্দ্দারকে লইয়া এক সভা করিয়া হিরাটের গবর্ণর সর্দ্দার মহম্মদ জাকুব খাঁকে (তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র) পদচ্যুত করিবার পরামর্শ করেন। সর্দ্দারেরা তাহাতে সম্মত না হইয়া আমীরকে এত তাড়াতাড়ি করিতে নিষেধ করেন। আমীর অফিসরদিগকেও চটাইতেছেন, তাহাদের বেতন বন্ধ করিয়াছেন, আজ্ঞা দিয়াছেন তাহারা নূতন ড্রিলবহি যে পর্য্যন্ত না শিখিবেন ও সৈন্যগণকে শিখাইবেন সে পর্য্যন্ত বেতন পাইবেন না। এভিন্ন আমীরের বিলাসিতাও কিছু বাড়িয়াছে।

গত শনিবার আলাহাবাদ হইতে গবর্ণমেণ্টের ৩৩৩ টী টাকার বাক্স হাবড়ায় আইসে। তথা হইতে উহা করেন্সি আফিসে লইয়া যাওয়া হয়। উহাতে ২০ লক্ষ টাকা ছিল।

রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তাঁহার মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্টের একটী জমীদারীর প্রজাদিগকে ৪০ চল্লিশ হাজার টাকা খাজনা মাপ করিয়াছেন। ইহাতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সন্তুষ্ট হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

আমেরিকায় বালক বালিকারা একত্র এক শ্রেণীতে বিদ্যা অভ্যাস করিতেছে। যে দেশে বিবাহ উঠাইয়া দিয়া স্বাধীন প্রেমের (ফ্রীলভ) মত আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে দেশে বালক বালিকা দূরে থাকুক যুবক যুবতীরাও একত্র এক শ্রেণীতে পাঠ করিতে পারেন। ঈশ্বর আমাদিগকে আমেরিকার সভ্যতা হইতে রক্ষা করুন!

পারিসে অষ্টাদশবর্ষীয়া একটী যুবতীর এক আশ্চর্য্য পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। সূর্য্যের আলোক ইহার সহ্য হয় না, এ নিমিত্ত দিবাভাগে ইনি চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া রাখেন। ইনি দিবসে কিছুই দেখিতে পান না, কিন্তু রাত্রিতে ঘোর অন্ধকারে অনায়াসে লিখিতে পড়িতে পারেন। ইনি চৌর্য্যবিদ্যা শিক্ষা করিলে অদ্বিতীয় হইতে পারেন।

ইংলিসমান শ্রবণ করিয়াছেন সার উইলিয়ম হার্সেল ২৪ পরগণার জজ হইবেন।

১ লা হইতে ১৫ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত অযোধ্যা হইতে ১৬৭৭৯৫ মণ শস্য রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু ১৭২৯৪ মণ মাত্র আমদানী হয়।

মিলেট সাহেব দারজিলিঙ পর্ব্বতের নিম্ন দেশে পঙ্খাবাড়ির নিকট কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

একখানি ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে অধ্যাপক ওয়েন লণ্ডনে একটী দন্ত বিশিষ্ট পক্ষী দেখিয়াছেন। হংসের ন্যায় ইহার পার পাতা জোড়া, পক্ষীটী মৎস্য খাইতে ভালবাসে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদে ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণে চঞ্চল হইয়াছেন। সমুদায় ইউরোপের চক্ষু লাড নর্থব্রুকের উপর পতিত হইয়াছে। এ সময়ে তিনি যেরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন তাহাতে তাঁহার বিজ্ঞতা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় হইবে।

ব্রিটিশ ব্রহ্মের প্রধানতম কমিশনর অনরেবল আশলি ইডেন সাহেব রেঙ্গুণ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে চাউল ক্রয়ার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে ১১ এগার লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। ইতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট চাউল ক্রয় করিবার জন্য রেঙ্গুণে ৩৯ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন।

এবার মধ্য ভারতবর্ষে তুলা ভাল জন্মে নাই।

২৩ এ মাঘ বুধবার।

আমেরিকানেরা অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে কিরূপ পটু নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি দ্বারা তাহার পরিচয় হইবে। মার্সল রবার্টস নামক এক ব্যক্তির দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে; কিন্তু ইহার বয়স যখন ১৫ বৎসর তখন ইহার হস্তে ১০০ টাকাও ছিল না। জর্জ্জ ল পূর্ব্বে একজন শ্রমোপজীবী কৃষক ছিলেন, এক্ষণে তিনি দুই কোটিরও অধিক টাকার সম্পত্তি করিয়াছেন। আলেকজণ্ডার ষ্টুয়ার্ট নামক এক ব্যক্তি প্রথমে কিছু জোরি কিনিয়া একখানি ক্ষুদ্র দোকান খুলেন, এক্ষণে তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। ড্যানিয়েলড বাল্যকালে একজন মেষপালক ছিলেন, কিন্তু তিনি এক্ষণে ৬ কোটিরও অধিক টাকা দিয়া একটী জমীদারী কিনিয়াছেন। হোরেস ক্লোফন নামক এক ব্যক্তি মাথায় মোট করিয়া জিনিস বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন, এখন তিনি ৩। ৪ কোটি টাকার অধিকারী হইয়াছেন। কার্ণালিয়াস বেণ্ডারবিল্ট প্রথমে তরকারী বিক্রয় করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন, ক্রমে ব্যবসায় করিয়া এক্ষণে দশ কোটি টাকার সম্পত্তি করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, তাঞ্জোরের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তিন মাস ধরিয়া একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, ইহাও লোকের সন্তোষ সাধনে পর্য্যাপ্ত হয় নাই, তিন মাসের পর বক্তৃতা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন বলিয়া সকলে দুঃখিত হইয়াছেন।

সম্প্রতি লণ্ডনের কতকগুলি কারিকর ডিউক অব আর্গিলের নিকট এই বলিয়া আবেদন করে, দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বঙ্গদেশের

স্থানে স্থানে অনেক পবলিকওয়ার্ক আরম্ভ হই য়াছে, তন্নিমিত্ত বিস্তর কোদালির প্রয়োজন, তাহাদিগকে বলিলে তাহারা অতি সত্বর উহা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে। ষ্টেট সেক্রেটারি তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন। একটী কারখানাতেই ৫০ পঞ্চাশ হাজার কোদালির জন্য আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। টেলিগ্রাফের সুবিধা হওয়াতে এক্ষণে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সংবাদ আদান প্রদান চলিতেছে, ষ্টেট সেক্রেটারি এমনিই কার্য্যতৎপর যে কোদালির প্রয়োজন আছে কি না তাহা জানিবার জন্য এই অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আমাদের টাকা এইরূপেই ব্যয়িত হয়।

দাদাভাই নাউরোজী বরদার গুইকুমারের মন্ত্রী হইয়াছিলেন, কিন্তু শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট নাউরোজীকে মন্ত্রীপদ প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

বরদার গুইকুমার মলহর রাওয়ের দুটী রৌপ্য কামান আছে, সম্প্রতি তিনি দুটী সোণার কামান প্রস্তুত করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন। গুইকুমার যদি চাষা হইয়া এই রূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতেন, একখানি সোণার লাঙ্গল গড়াইতেন সন্দেহ নাই।

রাজ্যের গবর্নমেণ্টের আদেশানুসারে নিয়ম হইয়াছে ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিশ সৈন্যগণ এখন অবধি বেতন ভিন্ন অর্দ্ধ সের মাংস অর্দ্ধ সের রুটী এবং দেড় সের জ্বালানী কাষ্ঠ পাইবে।

প্রিন্স বোরিস জেটিবাটিঙস্কি এবং রুশীয়ার আরো অনেকগুলি বড় লোক গত মেইল ষ্টীমারে বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। ইহাঁরা ব্যাঘ্র শীকারের জন্য মধ্য ভারতবর্ষ দেখিতে আসিয়াছেন, তৎপরে নেপালে গমন করিবেন, কি উদ্দেশে তথায় যাওয়া তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ব্যাঘ্র শীকার ত বাহিরের কথা, মনের কথা কি? ব্যাঘ্র শীকার, না, সিংহ শীকার?

আমাদিগের মধ্যম রাজকুমার প্রুশীয় সৈনিক দলের একজন কর্নেল হইয়াছেন। ইংলণ্ডের কোন রাজপুত্র আর কখন প্রুশীয়ার সৈনিক পদ গ্রহণ করেন নাই।

২৪ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

৩১ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত আহারীয় শস্যের মূল্যের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বর্দ্ধমান হাবড়া ২৪ পরগণা যশোহর রঙ্গপুর পাবনা ঢাকা ফরিদপুর পাটনা গয়া সাহাবাদ পূর্ণিয়া সাওতাল পরগণা মানভূম এবং কামরূপে সাধারণ লোকের আহারোপযোগী চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতা মালদহ জলপাইগুড়ি ত্রিহুত সাহরণ চম্পারণ কটক বালেশ্বর হাজারিবাগ লোহারডগা গোয়ালপাড়া দুরঙ এবং কাশীপর্ব্বতে মূল্য কমিয়াছে! রিপোর্টে আর যে ১৫ টী বিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মূল্য সমান রহিয়াছে। বিভাগীয় রিপোর্টে দেখা যায় চট্টগ্রাম ভিন্ন সকল বিভাগেই বৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণতঃ বৃষ্টি দ্বারা উপকার হই য়াছে, তবে তমাক সরিষা প্রভৃতির কতক অনিষ্ট হইয়াছে, শিলাবৃষ্টি হওয়াতেও স্থানে স্থানে কতক অনিষ্ট হইয়াছে। বর্দ্ধমানে জ্বর কমিতেছে, বাঁকুড়ায় বসন্তের বৃদ্ধি হইয়াছে। বীরভূম হইতে এখনও রপ্তানী চলিতেছে। বৃষ্টি দ্বারা মেদিনীপুর হাবড়া ও হুগলীতে শস্যের উপকার হইয়াছে, ভূমি কর্ষণ কার্য্য বিলক্ষণ চলিতেছে। ২৪ পরগণায় আজিও জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। মুরসিদাবাদে ভূমি কর্ষণযোগ্য হইয়াছে এবং মহাজনেরা রাইয়তদিগকে অগ্রিম বীজ দিতেছে। মালদহের স্থানে স্থানে লোকের কষ্টের কথা শুনা যাইতেছে। বৃষ্টি নিবন্ধন রাজসাহী রঙ্গপুর বগুড়া এবং পাবনার শস্যের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে, বাখরগঞ্জে বৃষ্টি হয় নাই কিন্তু শস্যের অবস্থা উত্তম। ময়মনসিংহ সিলেট ও কাছাড়ের সংবাদ মন্দ নয়। হিল টিপারার স্থানে স্থানে বাজারে অল্প পরিমাণে চাউল থাকাতে কষ্ট হইয়াছিল। দরভাঙ্গায় অরহর দশ আনা জন্মিয়াছে, সরিষা উত্তম জন্মিয়াছে, কিন্তু গম ভাল জন্মে নাই। চম্পারণে শস্যের অবস্থা মন্দ, মূল ও বৃদ্ধি হইতেছে। ভাগলপুরের সুপোল এবং মাধাপুরা উপবিভাগে কষ্ট হইয়াছে; উড়িষ্যার সংবাদ ভাল। সিংহভূমে রিলিফওয়ার্কে লোকদিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে। এখানে বৃষ্টি হয় নাই। মানভূমে বৃষ্টি দ্বারা যব ও গমের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। আসাম এবং তন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত প্রদেশের শস্যের অবস্থা উত্তম। ২৩ এ জানুয়ারি গোয়ালপাড়ায় ভূমিকম্প হয়।

তাঞ্জোর হইতে এক ব্যক্তি মান্দ্রাজ মেইলে লিখিয়াছেন, তথায় অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। দিন দিন মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। দক্ষিণ বিভাগে ইহার মধ্যেই লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। তিনবেলিতে শস্য দুর্ভিক্ষ সময়ের ন্যায় অগ্নিমূল্য হইয়াছে। এখনও এক পসলা বৃষ্টি হইলে অনেক উপকার হয়।

পিয়নিয়র বলেন, মেলবিল সাহেব মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছেন, এখানে তাহার মীমাংসা হইল না, এ বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট গিয়াছে। মেলবিল সাহেব এক মুসলমানীর কুক্ষে পাণি ও ধর্ম্মের গ্রহণ দ্বারা কি বিপদেই পড়িয়াছেন। এখন ভালয় ভালয় তেতুল গাছটী পাইলে হয়।

মাগদালার লার্ড নেপিয়র মান্দ্রাজ হইতে বরাবর কলিকাতায় আসিতেছেন। বোধ হয় ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এখানে উপনীত হইবেন।

পিয়নিয়র বলেন, সীতাপুরের কমিশনর হত্যাপরাধে অযোধ্যার ঠাকুর জোরাবর সিংহের প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা দেন, আপীল করাতে অযোধ্যার জুডিসিয়াল কমিশনর তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইনি ২০ লক্ষের অধিপতি। এক্ষণে ইহাকে লক্ষ্ণৌএর জেলে ৭ বৎসর থাকিতে হইবে।

১৮৭৩ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে ১৮৩৬৭০০০ পাউণ্ড চা প্রেরিত হয়। গত বৎসর হইতে অপেক্ষা কিছু কম গিয়াছে।

বাঙ্কুরা [illegible] সাহেব আল হাব.৮

২৬ এ মাঘ শনিবার।

গত সপ্তাহে রেবরেণ্ড ডবলিউ, বর্গেস নামক একজন মিশনরি মান্দ্রাজ হাইকোর্টে এই বলিয়া আবেদন করেন, সম্প্রতি একটী ব্রাহ্মণ সন্তান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহার পিতা আসিয়া বলপূর্ব্বক ঐ বালককে তাঁহার বাটী হইতে লইয়া গিয়াছে, অতএব ঐ ব্রাহ্মণকে তাহার সন্তানকে উপস্থিত করিবার জন্য তলব করা হয়। হাইকোর্ট তাহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন। বালক উপস্থিত হইয়া বলিল, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যান নাই, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পিতার সহিত বাটীতে গিয়াছেন এবং বাটীতে থাকাই তাঁহার ইচ্ছা। মকদ্দমা ডিসমিস হইয়াছে। মিশনরিরা কবে ছেলে ধরা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন ?

ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট লুই নেপোলিয়নের দুহিতা পিয়ারী বোনাপার্টির অবস্থার বিষয় শুনিলে চক্ষে জল আইসে। তিনি এক্ষণে উদরান্নের জন্য লণ্ডন নগরে একটী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছেন। কিছু দিন হইল তিনি পারিসে কাপড় ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। এটী ফরাসী জাতির সামান্য লজ্জার বিষয় নহে। যাহা হউক, মনুষ্যের ভাগ্য কি চঞ্চল, অবস্থার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন !!

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ জানুয়ারি। বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহী বিভাগের ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনানুসারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি, গডকে কিছুদিনের জন্য শ্রীরামপুরের ভার পাইলেন।

বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৪।৭৫ অব্দে মেদিনীপুরে সেটলমেণ্ট কার্য্যের জন্য প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং জমুইতে রহিলেন।

২৯ এ জানুয়ারি। সহকারী কমিশনর কাপ্তেন ই, জি, লিলিংষ্টন চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন, আপাততঃ হিল টিপারার পোলিটিকাল এজেণ্ট হইবেন।

৩০ এ জানুয়ারি মৌলবী আবদুল মজিদ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পূর্ণিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, উইক্স পাটনা বিভাগে রহিলেন।

৩১ এ জানুয়ারি। পূর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর ঐ পদে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে মুঙ্গেরের সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশের তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর লেপ্টনণ্ট এ, ই, গর্ডন উক্ত পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, এম, ডুরাণ্ড দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৮ এ জানুয়ারি। স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু বিদ্যাধর দাস টিপারার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সেক্রেটারি হইলেন।

লালগোলার রায় যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মুরসিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সভ্য হইলেন।

৩০ এ জানুয়ারি। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, বারলো গয়ার মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বাইস চেয়ারমান হইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ জানুয়ারি। হোয়েলি সাহেবের যে জরিমানা হয় এবং যাহা দিতে অস্বীকার করাতে তিনি কারারুদ্ধ হন, সেই জরিমানা দিয়া তিনি কারামুক্ত হইয়াছেন।

মার্শল গ্যাবলেণ্টজ আত্মহত্যা করিয়াছেন।

৩১ এ জানুয়ারি। কালিষ্টরা এখনও বিলবোয়া অবরোধ করিয়া রহিয়াছে।

সার গার্নেট উলসলি ১৮ ঈ দা হাতে উপনীত হন। ইংরাজদিগের শিবিরে বিপক্ষদিগের দূতগণ পত্র সকল লইয়া আইসেন, সে সকল পত্রের উত্তরও দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল পত্রের মর্ম্ম কি তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

লণ্ডন ২ রা ফেব্রুয়ারি। ডিউক অব আর্গিল ২৭ এ জানুয়ারি গবর্ণর জেনরলকে যে এক পত্র লিখেন তাহাতে তিনি বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ লার্ড নর্থব্রুকের অবলম্বিত উপায় সকলের অনুমোদন করিয়া রপ্তানী বন্ধ করার বিষয়ে তাঁহার যে সকল আপত্তি আছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা ফেব্রুয়ারি। যে সকল মেইল কলিকাতা হইতে ৯ ই জানুয়ারি এবং বোম্বাই হইতে ১২ ই জানুয়ারি ছাড়ে উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট রেপবলিকান মেয়রদিগকে পদচ্যুত করিতেছেন।

জর্ম্মন পালিয়ামেণ্টের জন্য আলসাক ও লোরেন্ হইতে ১২ জন ফরাসী মনোনীত হইয়াছেন।

পোসেনের আর্চবিশপকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছে।

১৯ এ জানুয়ারি কেপ্ কোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আশান্টিদিগের রাজা সন্ধি প্রার্থনা করিয়া একজন জর্ম্মন্ মিশনরিকে সার গার্নেট উলসির নিকট পাঠাইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

লার্ড নর্থব্রুক রপ্তানী বন্ধ করা বিষয়ে যে মিনিট লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

* * * * *

"বঙ্গদেশ হইতে সাধারণ লোকের ব্যবহারোপযোগী চাউল রপ্তানী হইতে দেওয়া উচিত ছিল কি না ? এইটীই প্রকৃত আলোচনার বিষয় এবং এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিব।••••••

১৮৭২।৭৩ সালে যত চাউল রপ্তানী হইয়াছে, ১৮৬৪ সাল অবধি এই সময়কার সময়ের মধ্যে কোন [illegible]

মহাশয়! নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে আপনাকে বাঙ্গলাভাষার ওকালতী দিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আমরা সোমপ্রকাশ সম্পাদককে উকীলের ন্যায় সাক্ষী সাজাইতে দেখিলে সুখী হইব না; আপনি জজের আসনে থাকিয়াই উকীলের কার্য্যটী সম্পাদন করেন ইহাই আমাদের বা[illegible] খোকা হত্যার নিষ্ঠুর ব্যাপার দর্শনে যেরূপ সুযোগ্য নিরপেক্ষ কটলেজ সাহেব ব্যথিত হইয়া সারগর্ভ বাক্য দ্বারা সাধারণের চিত্তে ক্রাওয়ান সাহেবের নিষ্ঠুরাচরণ প্রতিফলিত করিয়াছিলেন সেইরূপ ওকালতী লইতে বাধ্য হউন।

আমাদের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলা ভাষার বধসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এখন নীরব থাকা দেশীয় ভাষার পত্রিকা সম্পাদকদিগের নিরপেক্ষতার নয় কাপুরুষতার লক্ষণ। যেসকল সম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী তাঁহারা নীরব থাকুন, কিন্তু সোমপ্রকাশের মৌনাবলম্বন শোভা পায় না। কয়েক দিন গত হইল বাঙ্গলা ভাষার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের ২য় শ্রেণির ওকালতী পরীক্ষার অধিকার রহিত হইয়াছে, বঙ্গীয় পত্র সম্পাদকগণের অনেকে স্থল বিশেষে এক খানা ছেঁড়া কাঁথা লইয়াও আপনাদের পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিয়া থাকেন কিন্তু ঐ অধিকারচ্যুতির বিষয়টী (দুই একজন সম্পাদক দোষ এড়ানের মত দুই এক কথা বলিয়াছেন) কাহারো পত্রিকায় স্থান পায় নাই, সোমপ্রকাশ কি ঐ সময়ে কিছু বলিয়াছিলেন?

এইক্ষণ মাতৃভাষার মূলোৎপাটনের চেষ্টা চলিতেছে, বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণর সার জর্জ কেম্বল নর্ম্মাল স্কুলের পাঠ্য হইতে বাঙ্গলা ভাষার পুষ্টিসাধিকা সংস্কৃত ভাষাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, এবার ডাইরেক্টর সাহেব (বোধ হয় প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য) বাঙ্গলাকে একেবারে বিনাশ করিলেন।

ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় বাঙ্গলা সাহিত্যের পরীক্ষা হইবে না, ইহা সার জর্জ কেম্বল সাহেবের আদেশ। এক মাত্র নর্ম্মাল স্কুলেই বাঙ্গলা শিক্ষা হইত, এবার তাহাও রহিত হইল। নিম্নে সংক্ষেপে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের জন্য নর্ম্মাল স্কুলের পাঠ্যের উল্লেখ করা গেল। ১ম ২য় ও ৩য় বর্ষীয় শ্রেণিতে চারুপাঠ ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, ব্যাকরণ সন্ধি, কারক, এবং সহজ সমাস। অলঙ্কার নাই; গণিত এক কালে পাটীগণিত হইতে আরম্ভ করিয়া বীজগণিতের এডুইটী পর্য্যন্ত, ক্ষেত্রতত্ত্বের ১১শ পুস্তক, ত্রিকোণ মিতি, জরীপ যত প্রকার সম্ভব, বিজ্ঞান রসায়নাস্ত্র, ভূগোল কেবল মানচিত্র ও গ্লোব হইতে, প্রাকৃতিক ভূগোল ইংরাজী পুস্তক হইতে, শিক্ষা প্রণালী কেবল আদর্শ শ্রেণিতে, ইতিহাস বাঙ্গলার ২য় ভাগ, ভারতবর্ষের ১ম ও ২য় ভাগ, ইতিহাসসার (সমুদয় পৃথিবীর ইতিহাস)। আমি সংক্ষেপে আপনার গোচরীভূত করিলাম, এখন হয় আপনি কর্ত্তৃপক্ষের ওকালতী গ্রহণ করুন, না হয় আপনার চিরাভ্যস্ত নিরপেক্ষতা সহকারে আপনার মত ব্যক্ত করুন। ছাত্রেরা এত গণিত লইয়া কি করিবে? ত্রিকোণমিতি লইয়া আমাদের বি, এ, এমেরাই যাহা করিতেছেন তাহাই যথেষ্ট হইতেছে। আমি এক দিবস একজন বি এর নিকট ত্রিকোণমিতি বুঝিতে গিয়াছিলাম। তিনি উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে কলেজ ছাড়িবার পর আর উহা কাহারো মনে থাকে না, তবে যদি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হয় চেষ্টা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১৮৭৪ জনৈক ছাত্র
২৪এ জানুয়ারি।

মহাশয়! বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ সকল অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস আছে। কিন্তু যেসকল স্থান বহুজনাকীর্ণ ও রাজধানী রূপে পরিণত হইয়াছে উহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ স্থান অতিশয় কদর্য্য হইয়া পড়িতেছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে আজি কালি কাশী একটী সুপ্রসিদ্ধ জনপদ ও হিন্দুদিগের সর্ব্ব[illegible] প্রাচীন তীর্থস্থান, অধিকন্তু বাণিজ্যের অনুরোধে নানা স্থান হইতে নানা জাতির বহুল পরিমাণে সমাগম হওয়ায় জল বায়ু ক্রমে দূষিত হইয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে কাশী প্রভৃতি স্থানসকল বায়ু পরিবর্ত্তনের ও স্বাস্থ্য লাভের স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং যাহারা এই সকল স্থানে আসিতেন তাহারা শীঘ্রই তাহার ফল প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু এক্ষণে সহজে স্বাস্থ্য লাভ করা দুরূহ। পূর্ব্বাপেক্ষা এই স্থানটী দূষিত হইবার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ এখানকার রাস্তা গুলি অতিশয় সঙ্কীর্ণ এবং সহরের যত প্রকার ময়লা উহার নিম্ন দিয়া নির্গত হইয়া গঙ্গার অভিমুখে [illegible] হয়। তাহাতে মধ্যে মধ্যে এরূপ দুর্গন্ধময় বাষ্প নিঃসৃত হয় যে গৃহ মধ্যে বাস করা দুরূহ হইয়া উঠে। পথিকগণ ও নগরবাসীগণের যে কিপর্য্যন্ত দুর্দ্দশা তাহা বর্ণনীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ রাস্তার দুইপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরময় অট্টালিকা সকল উর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় ঐসকল বাষ্প সুচারুরূপে বহির্গত হইতে পারে না [illegible] বিশুদ্ধ বায়ু কোন কালে বহনাবহন করে কি না সন্দেহ। যদি রাস্তা গুলি উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে পথিকদিগের এতদূর কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। এখানকার রাস্তাগুলি বড় বড় প্রস্তর দ্বারা সঙ্কীর্ণ ও বিশৃঙ্খলরূপে আবদ্ধ। তন্নিম্নস্থ নিম্ন স্থান হইতে দুর্গন্ধ উত্থিত হইবার আশ্চর্য্য কি? তৃতীয়তঃ উপরিউক্ত রাস্তাগুলির সহিত সূর্য্যদেবের এরূপ শত্রুতা যে বৎসরের মধ্যে তিনি একবার আপন কিরণ বিস্তৃত করিতে পারেন কি না সন্দেহ। চতুর্থতঃ এখানকার অধিকাংশ লোকে গঙ্গার জল সর্ব্বদা ব্যবহার করে। সহরের ময়লা সকল গঙ্গার দিকে যাওয়ায় ও অনিয়মিতরূপে চতুর্দ্দিক হইতে স্রোত আসায় তীরস্থিত জল এরূপ কদর্য্য ও দূষিত হইতেছে যে অল্পকাল মধ্যে তথাকার অধিবাসিদিগের নানা রোগের কারণ হইবে সন্দেহ নাই।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ । ১৪ সংখ্যা ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০ । ৫ ইফাল্গুন । ইং ১৮৭৪ । ১৬ ই.ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬॥০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী " রচনাসার " নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

প্রমোদিনী ১ মভাগ। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় কুলের প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর পদ, প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ কয়েকটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অবয়ব ৮ পেজি ফরমার অন্যূন ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং স স্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, এবং পাকুড় প্রমোদিনী সভায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য ।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। ফেমিলি ট্রীটমেন্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১৷০ এলপেথাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং " মূল্য ১॥০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত ।

	মূল্য	ডাকমাশুল
রোগ বিচার	৬	॥০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	
ধাত্রী শিক্ষা	২	।/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	॥০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	।/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	১৵০
এনাটমি	৪॥০	।/
মাতৃশিক্ষা	২	।০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	।৶০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৫ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার কারখানায় পেটী ষ্টোর প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডনান্সের কমিসরি আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

অধিক কিম্বা অল্পসংখ্য (গবর্নমেন্টের কার্য্যের জন্য যেমন আবশ্যক হয়) ষ্টোরের লিষ্টি, যাহার সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল আবশ্যক হইতেছে, তাহা এবং এগ্রিমেন্টের ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিন বাদে প্রতিদিন দেখান হইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে এগ্রিমেন্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য এক টাকা কন্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং ডবলুকেট দেওয়া হয়। যে মূল্যে যে প্রকার ষ্টোরস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকায় দুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অল্প দরের টেণ্ডর হইলেই যে গ্রহণ করা হইবে এমত নহে এবং কোন টেণ্ডর অগ্রাহ্য করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামত অল্প দরের টেণ্ডর

হইয়াছি। আত্মা দেহ মধ্যে সর্ব্বদা আলোলিত ভাবে বিরাজমান আছেন। এই আত্মাতে মনঃসংযোগ করিবা মাত্র আনন্দ হিল্লোলে দুলিতে দুলিতে আমি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিতেছি; এক্ষণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে শ্রীযুক্ত কেশব বাবু যেন দীর্ঘায়ু হইয়া জ্ঞান শলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধ জনগনের জ্ঞান চক্ষু কম্মীলনে নিরন্তর ব্রতী থাকেন।

১২৮০ } শ্রীজয়নারায়ণ সরকার
২১ এ মাঘ } মেং হাজারি বাগ।

পারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরি হরিনাভি গ্রামে যে দাতব্য চিকিৎসালয়টী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহা হরিনাভির তাঁরাচাঁদ সরকারের বাটী হইতে স্থানান্তরিত হইয়া রাজপুরের বাজারে গিয়াছে।

বারুইপুর } শ্রীতারকদাস বসু
মেনেজার

সোমপ্রকাশ।

৫ ই ফাল্গুন সোমবার।

সব রেজিষ্টার নিয়োগ।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণর যে নূতন সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা এ বিষয়ে যতগুলি কথা বলিয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটী এই, যাঁহাদিগকে এই পদে নিযুক্ত করা হইবে তাঁহাদিগের সাধারণের বিশ্বাসভাজন ও সচ্চরিত্র লোক হওয়া উচিত। গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত থাকার সুবিধা এই যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে রেজিষ্ট্রেশান করিতে হইবে। কিন্তু নূতন অবৈতনিক রেজিষ্ট্রারেরা গবর্ণমেন্টের দৃষ্টির বাহিরে থাকিবেন সুতরাং তাঁহারা সচ্চরিত্র লোক না হইলে লোকদিগকে অনর্থক অনেক ক্লেশ দিতে পারেন। বৈরসাধন মানসে ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যে ঔদাসীন্য করিয়া বহুদিন হাঁটাইতে পারেন এবং অন্যান্য প্রকারে কষ্ট ও দিতে পারেন। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে এই দুইটী বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করাতে অনেক স্থানে অধিবাসিদিগের বিশেষ ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এসম্বন্ধে দুই খানি পত্র পাইয়াছি। তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করা গেল। এক খানি খড়দহের সব রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে; আর এক খানি খানাকুল কৃষ্ণনগরের সবরেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে। খানাকুলের সবরেজিষ্ট্রারের বিষয়ে সেখানকার অধিবাসীদিগের অন্য কোন অভিযোগ নাই। কেবল এই মাত্র যে তিনি মুসলমান। সেখানকার অধিবাসিদের অধিকাংশ হিন্দু সুতরাং একজন মুসলমানকে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, গবর্ণমেন্ট আজি কালি মুসলমানদিগকে যেরূপ উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন করুন তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু হিন্দু সমাজের মধ্যে একজন মুসলমান রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য; আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হয় ত রেজিষ্ট্রারকে অন্তপুরের মধ্যে আনিতে হইবে না হয় ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। এরূপ স্থলে একজন মুসলমান উক্ত পদাভিষিক্ত হইলে কিরূপ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় খড়দহের সবরেজিষ্ট্রার আমরা ইঁহার বিষয় সবিশেষ জানি না। ইঁহার প্রতি যে সকল দোষের আরোপ করা হইয়াছে, ইনি বাস্তবিক সে সকল অপরাধে অপরাধী কি না তাহাও জানি না, কিন্তু যখন সকল সংবাদ পত্রেই ইঁহার বিপক্ষে কোন না কোন অভিযোগ দেখা যাইতেছে তখন ইনি যে সাধারণের বিশ্বাস ভাজন নহেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করুন। যদি প্রদর্শিত দোষ সত্য হয়, তাঁহার ন্যায় অযোগ্য লোকের হস্তে এরূপ কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত নহে।

—:০:—

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ কি শিক্ষা দিতেছে?

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে দুইটী বিষয় বিশেষ রূপ শিক্ষা দিল। প্রথম, জলাশয়ের অভাব; দ্বিতীয়, রাস্তার অভাব যে সকল দেশকে শস্যের জন্য দৈবের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় তাহাদিগের দুর্ভিক্ষের অশঙ্কা কোন কালে ঘুচিবে না। বঙ্গদেশ নিম্নতল এবং বহু নদীসমাকীর্ণ। অতি অল্প বর্ষাতেই প্রায় সমুদায় দেশ জলপ্লাবিত হইয়া থাকে, সুতরাং অনাবৃষ্টি কিম্বা অল্পবৃষ্টি নিবন্ধন সচরাচর শস্য কৃচ্ছ্র উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সকল বারে যে সমান বৃষ্টি হইবে কে তাহা বলিতে পারে? বর্ত্তমান বর্ষের ন্যায় মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি হইবার কি সম্ভাবনা নাই? যদি থাকে, গবর্ণমেন্ট তাহার নিবারণের কি উপায় স্থির করিতেছেন? আজি লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রাণ রক্ষার চিন্তায় মস্তক ঘুরিয়া যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ মণ চাউল আমদানী করিয়া, কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করিয়া ও গবর্ণমেন্ট কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যথা সময়ে ইহার এক তৃতীয়াংশ অর্থব্যয় করিয়া জল লাভের সুলভ উপায় করিয়া রাখিলে কি এরূপ বিপদ [illegible]
নই*

বঙ্গ

কর্ত্তব্য করিতেছে। কিন্তু কয় জন গৃহস্থ এই উপদেশের অনুসারে স্বকর্ত্তব্য প্রতিপালনে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন? "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ; পুত্র না জন্মিলে একবার দুইবার না হয় তিনবার পর্য্যন্ত দারান্তর গ্রহণের রীতি আছে ; কিন্তু সেই পুত্রেরা যাহাতে সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র হয়, যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদিগকে সমাজে হীন দরিদ্র ও মুহ্যমান হইয়া না থাকিতে হয় সেজন্য সকলে সেরূপ ব্যস্ত নন। সন্তান সংখ্যা অধিক হওয়া পুণ্যের লক্ষণ ; কিন্তু সেই সন্তানদিগের শিক্ষার্থে ব্যয় করা সকলে সেরূপ পুণ্য কর্ম্ম মনে করেন না। দেশ শুদ্ধ বালক যে মূর্খ হইয়া রহিয়া আছে কিম্বা দেশ শুদ্ধ পিতা মাতা যে এবিষয়ে উদাসীন, সে কথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে ; কিন্তু এই কার্য্যটী যত গুরুতর ও কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করা উচিত আজিও সকলে সেরূপ অনুভব করিতে শিক্ষা করেন নাই। যাহারা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন নাই, প্রতীচ্য সভ্যতার চিন্তা ও ভাব সকলের সহিত পরিচিত হন নাই, সে সকল পিতা মাতার কথা দূরে থাকুক যাঁহারা নিজে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, এবং শিক্ষার আবশ্যকতা ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, তাঁহারাও এবিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী নন। মানুষ তিন ভাবে এই কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হইতে পারে। প্রথম, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ; দ্বিতীয়, স্বার্থ লাভের আশায়, তৃতীয়, দায়ে পড়িয়া। যাহাকে জন্ম দান করিয়া এই কষ্ট দুঃখ পূর্ণ সংসারে আনিয়াছি, তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া সেই কষ্ট দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায় বিধান করা আমার কর্ত্তব্য ; এই ভাবে যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাকে কর্ত্তব্য বুদ্ধির কার্য্য বলা গিয়া থাকে। এই সন্তান সুশিক্ষিত হইলে উত্তর কালে উপার্জ্জনশীল হইবে এবং আমার দরিদ্রতানিবৃত্তি ও সুখ সচ্ছন্দ বৃদ্ধির হেতু হইবে, এ প্রকার ভাবে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা স্বার্থের কার্য্য। আর এই সন্তান সুশিক্ষিত না হইলে চির দিন প্রতিপালন করিতে হইবে ; অশেষ অনর্থ ও উপদ্রবের কারণ হইবে ; এবং হয়ত বিবাহোপযুক্ত পাত্রী কিম্বা পাত্র লাভ করা দুষ্কর হইবে, এরূপ বুদ্ধিতে যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা দায়ে পড়িয়া করা। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন প্রথম ভাবটী অতি উচ্চ এবং প্রকৃত ভাব, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সেই উচ্চ ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। অধিকাংশ লোকেই অবশিষ্ট দুইটী ভাব দ্বারা চালিত হন। এই জন্যই আমরা পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য লোকের সেরূপ আগ্রহ দেখিতে পাই না এবং সেরূপ ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিবার ইচ্ছা দেখিতে পাই না।

ইংরাজদিগের ব্যবহার এ অংশে অনেক উৎকৃষ্ট। পুত্র কন্যার বিবাহ যেমন আমাদের পক্ষে একটী বিশেষ ভার তাঁহাদের পক্ষে তাহা নহে। পুত্র কিম্বা কন্যা আজীবন অবিবাহিত থাকিবে এচিন্তায় তাঁহারা আমাদের ন্যায় বিষণ্ণ হন না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তিতা ও এক গৃহবাস প্রথা প্রচলিত থাকাতে পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালনের ভার পুত্র কন্যার উপর পড়িয়া থাকে; তাঁহাদের সমাজে সন্তানের উপার্জ্জনের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকা দূরে থাকুক অনেক পিতা মাতা সন্তান সাহায্য করিতে চাহিলেও গ্রহণ করেন না ; সুতরাং পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য তাঁহারা যাহা করেন তাহার অধিকাংশ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে করিয়া থাকেন। তবে একথা যথার্থ, যে আমাদের সমাজের এক ব্যক্তিকে প্রয়োজনানুরূপ উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইলে যত ব্যয় আবশ্যক ইংলণ্ডের সমাজে তদপেক্ষা আটগুণ ব্যয় করিতে হয়। কারণ ইংলণ্ড ধনীদেশ ও ইংলণ্ডের সকল পদার্থের ন্যায় শিক্ষাও দুর্ম্মূল্য। কিন্তু একথা স্বীকার করিয়াও দেখিতে পাওয়া যে একটী ইংরাজ পরিবারের সমুদায় মাসিক গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ের সহিত তুলনা করিলে পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যয় প্রায় অর্দ্ধেকেরও অধিক হয়। পুত্র কন্যার শৈশবাবস্থা হইতেই এত প্রকার চিত্র, এতপ্রকার পুস্তক ; এত প্রকার খেলানা সংগ্রহ করিয়া থাকেন যে সে ব্যয়ে আমাদের একটী পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যায়। অধিক কি ইউরোপীয় গৃহস্থ দিগকে সন্তানার্থ এত ব্যয় করিতে হয় যে দুই চারিটীর অধিক সন্তান হওয়া অধর্ম্মের ভোগ বলিয়া পরিগণিত। এই কারণে অনেক পিতা মাতা গর্ভাবস্থাতেই ভ্রূণহত্যা করিয়া থাকে। সন্তানের শিক্ষার ন্যায় যে কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার জন্য এত ব্যয় বাহুল্য করা যে সমাজে অপরিহার্য্য সে সমাজ স্বাভাবিক অবস্থাচ্যুত হইয়া সভ্যতার বিকার গ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্তানদিগের শিক্ষাও ভাবী কল্যাণের জন্য ইউরোপীয় গৃহস্থেরা যেরূপ ব্যস্ততা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা আমাদের অনুকরণীয়, আমাদের এই মাত্র বক্তব্য। সন্তানার্থে কোন ব্যয় অপব্যয় নহে, এটী যেন সকলের দৃঢ় সংস্কার থাকে।

মধ্য আসিয়ার শান্তির পক্ষে আবশ্যক কি?

একটী প্রবাদ বাক্যে বলে "দশ জন ফকির এক শয্যায় সুখে নিদ্রা

যাইতে পারে, কিন্তু দুই জন রাজা বহু দেশ ব্যবধান থাকিলেও বিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সংস্কৃত রাজনীতি শাস্ত্রে ও সামন্ত্র-চক্রের বর্ণনা স্থলে অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী রাজাকে অরি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। দেখিলে বোধ হয় "রাজা" "রাজ্য" "গবর্ণমেণ্ট" এ সকল কথা না থাকিলে যেন এ জগতে সকল জীবের নির্ব্বিবাদে স্থান সমাবেশ হইত। রুসিয়া এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যে ঈর্ষাগ্নি অল্পে অল্পে প্রধূমিত হইতেছে, তাহাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। এক দিকে রুসিয়ার অধিকার, অপর দিকে ইংলণ্ডের অধিকার মধ্যে আফগান স্থান, পারস্য, বোখারা প্রভৃতি দেশ সমূহ তথাপি আসিয়াতে এই দুই জাতির স্থান সমাবেশ হইতেছে না। অনেক বিবাদ বিসম্বাদ, অনেক সন্ধি বিগ্রহের পর ইংলণ্ড সমুদায় আসিয়াস্থ প্রতিবেশীর সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন। যে ক্ষমতা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে এক ছত্র রাজত্ব বিস্তারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে রুসিয়া মধ্য আসিয়াতে পদার্পণ করিয়া সেই শান্তিভঙ্গ করিয়া দিলেন। রুসিয়া যে খিবা আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিদিত আছেন। আবার সম্প্রতি রুসিয়া বোখারার খাঁর সহিত একটী সন্ধি করিয়াছেন। তদ্দারা বোখারাপতিকে এক প্রকার করদ ও আশ্রিত রাজার ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার শুনিতে পাওয়া যায় অতি অল্পকালের মধ্যে নাকি তুর্কোমানদিগের রাজধানী মার্ভ নগর আক্রমণের সংকল্প করিতেছেন। মার্ভ, অতি প্রাচীন নগর। ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধিকৃত হয় সম্প্রতি প্রায় বিংশতি বৎসর গত হইল ইহা এক প্রকার স্বাধীন অবস্থায় আছে। খুদাদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি ইহার বর্ত্তমান অধিপতি। রুসিয়া ইহাদিগকেও হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে।

রুসিয়া মধ্য আসিয়াতে কতদূর অগ্রসর হইতে চান তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ভারতবর্ষের দ্বারে উপস্থিত হইবার আর অবশিষ্ট কি? মধ্যে কেবল আফগানিস্থান। সেখানে যেরূপ গোলযোগ সিয়ার আলির মৃত্যুর পর কিরূপ ঘটনা হয় বুঝিতে পারা যাইতেছে না। এই রূপে এক রুসিয়া আসিবার সকলকে শান্তিশূন্য করিয়া তুলিয়াছেন, এবং যতদিন না তাঁহার আকাঙ্ক্ষার একটী সীমা নির্দ্ধারিত হইবে ততদিন শান্তির আশাও নাই। তিনি এক একটী সন্ধি করিবেন, এক একটী যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন, অমনি লোকের মনে এই পুরাতন সন্দেহ ও পুরাতন আন্দোলন উপস্থিত হইবে। "রুসিয়া কি করিতে চান" এই পুরাতন প্রশ্ন বার বার উদিত হইবে। আমাদের বোধ হয় ইউরোপের ন্যায় আসিয়াতে ও শীঘ্র একটী "ব্যালান্স অব পাউয়ার" অর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করা উচিত। আসিয়ার অন্যান্য রাজাদিগকে দমন করিবার জন্য চিন্তা নাই, প্রতি বেশীর রাজ্য আক্রমণ করা দূরে থাকুক তাঁহারা যদি নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাহাদিগকে আর মারিতে হইবে না; ভগবান তাহাদিগকে মারিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ড ও রুসিয়া আপন আপন সীমা ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া লইলেই সেই ব্যালান্স স্থাপিত হইতে পারে। এরূপ সীমা নির্ণয় ব্যতিরেকে মধ্য আসিয়ার শান্তির আশা দেখা যায় না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রুসিয়াকে নিজের সীমা ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য অনুরোধ করুন। আমরা যদিও সাধারণতঃ যুদ্ধ বিগ্রহের বিরোধী তথাপি এসময়ে ইংলণ্ডের যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা ও তেজস্বিতার সহিত কার্য্য করা উচিত তাহা বুঝিতে পারি; কারণ রুসিয়া দিন দিন যেরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন এ সময়ে ইংলণ্ড দুর্ব্বল ভাবে যাহা করিবেন তাহা করা না করা সমান হইবে। তাহা লোকে ইংলণ্ডের ভীরুতা ও তেজোহানির চিহ্ন বলিয়া লইবে। রুসিয়া নিজের কোন অসুবিধা দূর করিবার জন্য কিম্বা ক্ষতি পূরণের জন্য কোন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত করেন তাহা তাঁহাকে করিতে দিতে পারা যায় কিন্তু যদি কেবল মাত্র স্বার্থ—পরায়ণ হইয়া মধ্য আসিয়ার শান্তি ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হন তাঁহাকে করিতে দেওয়া উচিত নহে।

আসন্ন দুর্ভিক্ষ লর্ড নর্থব্রুক এবং সার জর্জ্জ কাম্বেল।

ইংলণ্ডের টাইমস পত্রিকায় সার জর্জ্জ কাম্বেলের নিজের কতক গুলি নোট অর্থাৎ মন্তব্য কথা প্রকাশিত হইয়াছে। এই নোট গুলির তারিখ ২৫ এ নবেম্বর। এই নোটে সর জর্জ্জ কাম্বেল দেশের সেই সময়ের অবস্থা ও তদানীন্তন কর্ত্তব্য সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। রপ্তানী বন্ধ করা বিষয়ে লর্ড নর্থব্রুকের সহিত তাঁহার যে মত ভেদ হইয়াছে এই নোটে তাহার ও উল্লেখ আছে। এরূপ সময়ে এই মত ভেদ প্রকাশ করাতে টাইমস অব ইণ্ডিয়ার একজন ইংলণ্ডীয় সংবাদদাতা সর জর্জ্জ কাম্বেলের প্রতি গুরুতর দোষের আরোপ করিয়াছেন এবং তাঁহার কোনরূপ দণ্ডবিধান করা আবশ্যক বলিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু

প্রেটিগ্রট ও সেই মতে পোষকতা করিয়াছেন। আমরা এবিষয়ে স্বাধীন ভাবে বিচার করিতে ইচ্ছা করি; সুতরাং সেই কয়েক পংক্তি অনুবাদ করিয়া দিতেছি পাঠকগণও স্বাধীনভাবে ন্যায় পক্ষ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন। " এখনো এই আখ্যান আছে যে দুইটী উপায় বর্ত্তমান বর্ষের অর্থাৎ ১৮৭৩।৭৪ সালের অনাবৃষ্টি কষ্ট নিবারণ হইতে পারে * * * * প্রথম শীত কালের বৃষ্টি দ্বারা; দ্বিতীয়, শস্যের আমদানী দ্বারা। প্রথমটি ঈশ্বরের হাত, দ্বিতীয়টী আমাদের হাত, আমি প্রথমাবধি ব্রিটিশ ভারত বর্ষের শস্যপ্রদ দেশ সকল হইতে বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করা এবং সেই সকল শস্য বঙ্গদেশে আনয়ন করিবার পরামর্শ দিয়াছি। আমার প্রথম অনুরোধ যুক্তি যুক্ত বোধ করা হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় অনুরোধ আমি আজিও করিতেছি এবং আমার বিশ্বাস এই সকল আমদানী অবিলম্বে আরম্ভ করা উচিত। * * * * ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক পংক্তি প্রচার করিয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণর কিরূপ অপরাধ করিয়াছেন তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রথম প্রশ্ন এই, যদি ইহা বাস্তবিক লেপ্টনন্ট গবর্ণরের লিখিত নোট হয়, টাইমস্ পত্রিকাতে গেল কিরূপে? যদি সাধারণের অবগতির জন্য লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে এখানে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, যদি তাঁহার নিজের গোপনীয় নোট হয়, তাহা কিরূপে টাইমসের হস্তগত হইল? কাম্বেল সাহেবের কোন অন্তরঙ্গ লোক কি পাঠাইলেন? না তিনি নিজেই প্রেরণ করিয়াছেন। যদি অপর কেহ পাঠাইয়া থাকে তাঁহাকে তত দোষ দেওয়া যায় না যদি তিনি পাঠাইয়া থাকেন তাহার অভিপ্রায় কি? আমরা সমুদায় নোটটী দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে পারা কঠিন। যদি সমুদায় নোটটির ভাব এইরূপ হয় তাহা হইলে ইহার একমাত্র অর্থ সম্ভব। তাহা এই; ইলণ্ডের টাইমস প্রভৃতি অনেকেই রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করিতেছেন এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে সে বিষয়ে উদাসীন দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন এসময়ে সার জর্জ্জ কাম্বেল ইংলণ্ডের লোকদিগকে জানাইতেছেন, যে রপ্তানী বন্ধ না করার জন্য যদি কোন বিপদ ঘটে তিনি তাহার জন্য দায়ী নন। সে সমুদায় দোষ লার্ড নর্থব্রুকের। এরূপ অভিপ্রায়ও অত্যন্ত নিন্দার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রধানতম গবর্ণমেন্টের অঙ্গস্বরূপ হইয়া এরূপ স্বতন্ত্রতা দেখান রাজনীতির চক্ষেও দূষিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং ইহা সত্য কথা যে এদেশের লোকের চক্ষে লেপ্টনন্ট গবর্ণর এবং গবর্ণর জেনেরল একই। লেপ্টনন্ট গবর্ণর যদি গবর্ণর জেনরলের প্রতি দোষারোপ করিবার জন্য এবং তাঁহাকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিবার জন্য অগ্রসর হন তাহা হইলে প্রজাদিগকে অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া হয়। লেপ্টনন্ট গবর্ণর যে এ কথার যুক্তি বোঝেন না এরূপ নয়, কারণ তিনি এই অপরাধেই ব্রডলি সাহেবকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। ব্রডলি সাহেব নূতন ফৌজদারি কার্য্য বিধির আইন সম্বন্ধে প্রকাশ্য সভায় নিজের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কোপে পড়িয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেন্টের অঙ্গভূত কর্ম্মচারিদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত থাকে থাকুক, এবং থাকা আবশ্যক; তাঁহারা স্বীয় স্বীয় মতানুসারে গবর্ণমেন্টের কার্য্য নিয়মিত করিতে পারেন করুন, কিন্তু সে অংশে বিফল প্রযত্ন হইলে অপর অঙ্গদিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া লোকের চক্ষে গবর্ণমেন্টকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে। এসম্বন্ধে লর্ড ডেলহাউসির ব্যবস্থায় আমাদের প্রকৃত ব্যবহার বলিয়া মনে হয়। যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হয় শুনিতে পাওয়া যায় তিনি প্রথমে তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অযোধ্যা গ্রহণের সংকল্প করিলেন তখন তিনি সমুদায় অপবাদ ও আক্রোশের নিজের মস্তকে লইয়া অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যদি গবর্ণমেন্টের সকল কর্ম্মচারি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়া নির্দ্দোষ হইবার চেষ্টা পান, তাহা হইলে দুই দিনে গবর্ণমেন্টের কার্য্য বন্ধ করিতে হয়।

দুঃখের সংবাদ।

পাঠকগণ সকলেই জানেন যে ইংলণ্ডে রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে দুইটী দল আছে। এক দলকে কনসারবেটিব অপরদলকে লিবারেল বলে। ডিজরেলি প্রথম দলের দলপতি এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব দ্বিতীয় দলের দলপতি। ইংলণ্ডের রাজকার্য্য একটী কৌতুকাবহ প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হয়। তাহা এই, পার্লেমেন্ট বসিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সকল কাউন্টি অর্থাৎ প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি মনোনীত হইতে আরম্ভ হয়, এই প্রতিনিধিরা পার্লেমেন্টের সভারূপে পরিগণিত হন। দেশের লোকের মধ্যে যদি কোন বারে বা কনসারবেটিবদিগের, কখন বা লিবরেলদিগের অনুকূল থাকে। দেশের

রণ লোকের বন যেরূপ ভয়ঙ্কর বলিয়া বিখ্যাত আছে, দেখিয়া তত কিছুই বোধ হইল না। সশস্ত্রে সতর্ক হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কাষ্ঠাদি আহরণ ও বনাস্ত ভাগ দর্শন করিয়া আসিতে পারা যায়। যে সকল লোকদের এই সমস্ত বনে কাঠ কাটিতে আসিয়া ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও পথ ভ্রান্ত হইবার কথা শ্রবণ করা যায়, তাহার প্রকৃত কারণ অনেক সময়ে তাহাদের নিজের অসতর্কতা। তাহারা অজ্ঞলোক, মন্ত্রাদিতে বিশেষ শ্রদ্ধাবান। তাহারা তাহাদের পথ প্রদর্শক দাঁড়ীদের মন্ত্রের উপর ও তদীয় মুখ নির্গত দৈবাদেশের উপর আপনদের রক্ষার ভার দিয়া বৃক্ষাদি ছেদনে প্রবৃত্ত হয়, এবং সময়ে সময়ে তাহাদের এই অজ্ঞতার ফল ও ফলিত হয়। কাঠুরিয়ারা সাহসী নহে এমন নয়। যদি তাহারা ৪। ৫ জনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণধার কুঠারাদি হস্তে নিকটে চারি দিকে থাকিয়া প্রহরির কার্য্য করে ও অবশিষ্টেরা প্রয়োজন সাধনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বন প্রবেশের সময় বিশেষ রূপে পথ চিহ্নিত করিয়া যায়, তাহা হইলে বন হইতে কাষ্ঠাহরণ এত বিপদ জনক হয় না এবং কাষ্ঠের জন্য লোকের এত কষ্ট ও থাকে না। অরণ্য দর্শনে মনে কতই ভাব ও কল্পনার উদয় হয়। বৃক্ষ শ্রেণির শিরোভাগ সকল একপ সংযুক্ত যে, বোধ হয় শাখায় শাখায় শূন্যে নিরাপদে বন ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারা যায়। দূর হইতে ঐ সকল নিবিড় বন তমোময় দৃঢ় প্রাচীরবৎ পরিদৃষ্ট হয়। মাঝিরা বারাতলা নদীর পূর্ব্ব পারে "দো আকড়া" বলিয়া একটী স্থান নির্দ্দেশ করে, সেই স্থানটী বড় 'রোমান্টিক', (পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন ইহার ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ জানি না) এই বৃহৎ বন খণ্ডের সম্মুখ ভাগে দীর্ঘাকার ঝাউগাছ শ্রেণি দেখিলেই তথায় মনুষ্যের আবাস বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিকও তথায় মনুষ্যের সমাগম ছিল। মাঝিরা বলে, এখনও তথায় ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। কোন ইউরোপীয় না কি তথায় বসন্ত প্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দিয়া ষ্টিমার যোগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবসায় করিবার মানসে বসতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালে মনুষ্য-যত্ন বিফল হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তদীয় উদ্যমের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার হস্তরোপিত ঝাউ গাছ শ্রেণি দর্শকদের মনকে নিয়ত ভক্তি মুখে আকর্ষণ করিতেছে! বস্তুতঃ এ স্থানটী দেখিলে তথায় ভ্রমণ করিয়া আসিবার কৌতুহল এক প্রকার দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠে। যাঁহারা রোমান্স লিখিতে ভাল বাসেন এই স্থানটী পরিদর্শন করিলে তাঁহারা অনেক উপকার পাইতে পারেন।

৩ য়ঃ—গঙ্গাসাগরের মেলা। এই মেলাটীর স্থান সাগরদ্বীপের দক্ষিণ ভাগের উপকূল। এখানে নানা প্রদেশীয় লোকের সমাগম হয়। তন্মধ্যে দক্ষিণ দেশীয় (উড়িয়া) লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে বাঙ্গাল, হিন্দুস্থানী ও কলিকাতা অঞ্চলের লোক। নৌকা সংখ্যা প্রায় সহস্র, তদ্ব্যতীত তিন খানি ষ্টিমার যাত্রী লইয়া গিয়াছিল। সেই হিসাবে লোক সংখ্যা ন্যূনাধিক ত্রিংশত সহস্র হওয়া সম্ভব। সমাগত যাত্রীদের (অনুমান) ৩ অংশ স্ত্রী লোক; সেই স্ত্রীলোকদের ৪ র্থাংশ বিধবা, অবশিষ্ট সধবা ও বালিকা। বিস্তর ব্যবসায়িরা এখানে আপনাপন পণ্য দ্রব্য আনিয়া বিক্রয় করে। তন্মধ্যে বাঙ্গালেরা সুন্দরীর কাইল ও হাইল ও অন্যান্য দারুময় গাহস্থ্য জিনিস; বালেশ্বর বাসিরা প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহসামগ্রী; কলিকাতার দোকানদারেরা মিষ্টান্ন প্রভৃতি বস্ত্র ও নানা বিধ খেলনা। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার সামুদ্রিক কড়ি ও শঙ্খও বিস্তর বিক্রয় হয়। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীর কাইল প্রভৃতির বিক্রয় অধিক। দোকানগুলি মেলার মধ্যে ও ধারে সারি দিয়া বসে। উভয় পার্শ্বস্থ বিপনির মধ্য দিয়া লোক গমনাগমনের পথ সর্ব্বদা একপ জনাকীর্ণ যে সহজে চলিতে পারা যায় না। প্রথম হইতে এখানে বেঙ্গল পুলিষ, রিজার্ভ পুলিশ ও ডায়মণ্ড হার্ব্বার মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন। পূর্ব্বে শুনিতাম গঙ্গাসাগরে জুয়াচুরির বড় প্রাদুর্ভাব, কিন্তু পুলিষের সুবন্দবস্তে তাহার কিছুই দেখিতে পাই নাই। পুলিষ প্রহরিরা চতুর্দ্দিকে সতর্ক থাকিয়া শান্তিরক্ষা ও লোকের সুবিধা বিধান করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন নেটিব ডাক্তর ঔষধসহ তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবৎসর লোকের অন্য কোন পীড়া ঘটে নাই, কয়জন মাত্রের ওলাউঠায় মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়াছিলাম। এখানে কপিল মুনির পুকুর নামে পানীয় জলের দুইটী ছোট ছোট পুষ্করিণী আছে। যদিও পুলিষ তাহাতে কাহাকেও নামিতে দেন না, তথাচ বহু লোকের আলোড়নে তদীয় জল একেবারে কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাত্রিরা সাগরে নামিয়া স্নানাদি করে। জানু প্রমাণ জলে দাঁড়াইয়া মস্তক অবনত করিয়া থাকে, উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা শিরোপর দিয়া গড়াইয়া যায়। মেলা মধ্যে থাকিলে লোকের কলরবে কর্ণবিবর পূর্ণ হইয়া যায়, আবার সাগরের তীরবর্ত্তী হইলে অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গ ধ্বনিতে লোকের কোলাহল বিলীন হইয়া যায়। শুনিলাম, এখানে পূর্ব্বে কপিল মুনির এক মন্দির ও বৃহৎ সরোবর ছিল, কালে তাহা সাগরগর্ভে নিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সগর বংশ সংহারকারির এক প্রস্তর ময়ী মূর্ত্তি মহান্তেরা হোগলার ঘরে রক্ষিত করিয়াছে, যাত্রিরা তথায় মহা নন্দে পূজাদি প্রদান করে। প্রধান মহান্তের দুই খানি স্থায়ী গৃহ আছে মহান্ত টী লম্ব, মস্তকের লোহিত জটাভার কটীদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহাঁর নামে যাত্রির নৌকা ও দোকান হইতে অনেক টাকা কর আদায় হয়, অজ্ঞ লোকে ইহা অবশ্য দেয় বলিয়া জানে, সাগরের মেলাটী সম্পূর্ণ ভাঙ্গিতে ৬। ৭ দিন লাগে। কয়েক জন ইংরাজ ও দেশীয় খৃষ্টিয়ান মিশনরি ধর্ম্ম প্রচারার্থ এখানে আসিয়াছিলেন।

অনেকের গঙ্গাসাগর গমনকে নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ এবং তথায় যাইবার পথকে নিশ্চয় বিপদজনক বলিয়া সংস্কার আছে। অনেকে বারাতলার নাম শুনিলেই চমকিয়া উঠেন। কিন্তু যাঁহারা একবার এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সে

কলিকাতা দ্বিতীয় ক্রিমিনাল সেসন আরম্ভ হইবে।

তুলনা করিয়া দেখা গেল গত বৎসরের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির যে আয় হইয়াছিল এবৎসর তদপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু জব্বলপুর লাইন এবং মাতলা ষ্টেট রেল-ওয়ে কোম্পানির ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির লাভ হইয়াছে। নিম্নে ক্ষতি লাভের তালিকা প্রদত্ত হইল।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে।

গতবৎসরের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মোট আয় ৪৭৫১০ টাকা বর্ত্তমান বৎসরের মোট আয় ৬১১৭০ টাকা।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

গতবৎসর মোট আয় ৪২৭৯২০ টাকা। বর্ত্তমান বৎসরের মোট আয় ৬৭৬০৩০ টাকা।

কলিকাতা ও সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ে।

গতবৎসর মোট আয় ১৯৫০ টাকা বর্ত্তমান বৎসর ১৮৯০ টাকা।

জব্বলপুর লাইন।

গতবৎসর মোট আয় ৩৩৮৭০ টাকা বর্ত্তমান বৎসর ৩২১৫০ টাকা

রামগতি বাবুর তত্ত্বাবধানে কই কিছুই ত উন্নতি দেখিতে পাই না। ষ্টেট রেলওয়ের ৬ টাকা আয় কমিয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে লর্ড নেপিয়র ঘোটক হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। বিশেষ কোন আঘাত প্রাপ্ত হন নাই।

স্পেনের অন্তর্গত বিলচোয়া প্রদেশের অধিবাসীদিগকে কারলিষ্টেরা ৮ দিন অবসর দিয়াছেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহারপর আক্রমণ আরম্ভ হইবে।

২ রা ফাল্গুন শুক্রবার।

দার্জিলিং নিউস বলেন গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার তথায় এক পশলা হইয়া শস্যের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে।

আগ্রা হইতে সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে যে নেপালের রাজা তাঁহার রাজ্য হইতে শস্য রপ্তানি না হইতে পারে এই জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

শুনা গেল কপূর তলার রাজার ভ্রাতা কানওয়ার হারমান সিংহ খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

রিলিফ কার্য্যের জন্য সারণে ৩৩,০০০, চম্পারণে ১২৭৮০ ত্রিহুতে ১৭১০০, দিনাজপুরে ১৪০০০, মুঙ্গেরে এবং ভাগলপুরে ৮০০০, এবং পুর্ণিয়াতে ৮০০ লোক নিযুক্ত হইয়াছে।

গত বুধবার বর্দ্ধমানের কমিশনরের পার্সনেল আসিষ্টাণ্ট বাবু কেদারনাথ মিত্র সপরিবারে এক খানি নৌকায় উলুবেড়িয়া হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন পথি মধ্যে জলে নিমগ্ন ষ্টিমারে আঘাত লাগিয়া যাওয়াতে একেবারে সকলেই নদীগর্ভে পতিত হন। একটী ভৃত্য ভিন্ন আর কেহই জীবিত নাই।

বিখ্যাত বাজিকর বুসিন সাহেব এক্ষণে বম্বে গিয়াছেন।

শুনা গেল মহিসুরের রাজ পুত্রগণ কল্য কলিকাতা হইতে মহিসুরে যাত্রা করিলেন।

হরিনাভি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী কোন গৃহস্থের বাটীতে গত সোমবার রাত্রিতে চুরি হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে চোরের আর কিছুই না করিয়া কেবল ৩। ৫ মণ চাউল লইয়া গিয়াছে। গৃহস্থের এই সময়ে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

১ লা ফাল্গুন হইতে মুজাপুর পার্সি বাগানে হিন্দু মেলা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবৎসর একটী অন্যায় কার্য্য অবলোকন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া গেল। হিন্দুমেলা বা জাতি সাধারণ মেলায় আবার টিকিট কি? সকলেরই যাইবার অনুমতি থাকা উচিত তাহা যদি না হইল তবে হিন্দু মেলা নাম তুলিয়া উহার পরিবর্ত্তে আর একটী নাম রাখা হউক। হিন্দু মেলার সম্পাদক ও সভ্যগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন সংগৃহিত সমুদায় অর্থ দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য ব্যবহার করা উচিত। তাহা না হইলে সকলেই বলিবে নিজের স্বার্থের জন্য এরূপ করা হইয়াছে। ভরসা করি আগামী বৎসরে এরূপ হইবে না।

৩ রা ফাল্গুন শনিবার।

অযোধ্যায় গত সপ্তাহে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ডিউক অব আর্গাইল বাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। লার্ড সাওহর্ষ্ট ও অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

আলাহাবাদে দুর্ভিক্ষ পীড়িত দিগের সাহায্য জন্য যে সভা হয় তাহাতে মিয়র সাহেব, ষ্টিওয়ার্ট সাহেব বাবু নীল কমল মিত্র প্রভৃতি বড় লোকগণ উপস্থিত হন। তাঁহারা চতুর্দিক হইতে চাঁদা আদায় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

চাম্বার ও আজমিরের মধ্যে যে ব্যাগ্ ডাক যাইতেছিল তাহা পথি মধ্যে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ডাক পেয়াদা দস্যু হস্তে পতিত দেখিয়া ব্যাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাম্বের থানায় সম্বাদ জমাদার তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া দস্যুকে ধৃত করিল। আহ্লাদের বিষয় এই যে ব্যাগ হইতে কিছুই নষ্ট হয় নাই।

গত শুক্রবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় মিস্ মেরিং বরাহ নগর বালিকা বিদ্যালয়ে পরিদর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন।

ঢাকা প্রকাশ বলেন " দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য চাউল ক্রয়ার্থ বরিশালে যে একটী ফণ্ড হইয়াছে ঢাকার প্রসিদ্ধ জমীদার অনরেবল খাজে আবদুল গনির পুত্র খাজে আসানুল্লা উহাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কুষ্টিয়া হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমূহে চাউল বোঝাই নৌকা লইয়া যাইবার জন্য নিজ বাষ্পীয় তরি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজে দরিদ্রদিগকে দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। ময়মন সিংহে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। খাজে আসানুল্লার ন্যায় জমীদার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা। যেমন পিতা পুত্রও সেই

পৌঁছিয়াছে অবশিষ্ট সমুদায় শস্য এখনো পৌঁছে নাই।

ত্রিহুতের রিলিফ সংক্রান্ত কর্ম্মচারি মাসে ৩৫০০০০ মণ বহন করিবার ভার লইয়াছেন। পাটনার কমিশনর বিবেচনা করেন যে তিনি সপ্তাহে ৪৫০০০ কিম্বা ৫০০০০ মণ চাউল চম্পারণে লইয়া যাইতে পারিবেন।

২৪ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত চাউলের মুল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং গত বৎসরে উক্ত সময়ে যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার তালিকা।

স্থানের নাম।	১০ জানু ১৮৭৪	২৪ জানু ১৮৭৪	২৪ জানু ১৮৭৩
বর্দ্ধমান	১৪॥	১৪	২২॥০
কলিকাতা	১২॥০	১২॥০	১৭॥
বাথরগঞ্জ	১১।০	১১।০	২৬
ঢাকা	১৭	১৬	৩২
দিনাজপুর	৩।০	১৩।০	২৮
পাবনা	১৫	১৪	২৮
গয়া	১০	৯॥০	১৮॥০
ত্রিহুত	১০॥০	১০	২২
ভাগলপুর	১২॥০		
পুর্ণিয়া	১১	৯	২৮
হাজারিবাগ	১৩	১৩॥০	১৭

চম্পারণের মধ্য দিয়া পাটনা হইতে মতিহারি পর্য্যন্ত যে টেলিগ্রাফ লাইন প্রস্তুত করিবার আদেশ ডিসেম্বর মাসে প্রচার করা হয় সেই লাইন প্রস্তুত হইতেছে। এই মাসের মধ্যেই খোলা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ঢাকা বিভাগের একষ্টা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ব[illegible] [illegible]ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, বি এল [illegible]ভূম জেলার রঘুনাথ পুরে বদলী হইলেন।

রঘুনাথ পুরের একষ্টা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু নন্দকুমার আইকাত লোহারডাগার অন্তর্গত রাঞ্চীতে বদলী হইলেন।

ময়মন সিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ মল্লিক শ্রীহট্টে বদলী হইয়াছেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বরদাকান্ত মজুমদার বালেশ্বরে বদলী হইয়াছেন।

বাবু আনন্দরাম বড়ুয়া সি এস ক্যাপ্টেন ডবলিউ. জি, মেটলাণ্ডের পরিবর্ত্তে আসামের তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের পাবলিকওয়ার্ক ডিপার্ট মেণ্টের ইরিগেশন ব্রাঞ্চের অধীন হইলেন এবং ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বসিরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার বি, এ

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রাইবেট সেক্রেটারি এইচ্ এল জনশন সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে। সেক্রেটারি হইয়াছেন

লিউটেনাণ্ট চারল্স আবট সাহেব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য তাঁহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত স্থান সকলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এ, এইচ, ওয়াড জোন্স। ত্রিহুত।

বাবু দেবী প্রসাদ। সারণ।

বাবু রঘুনন্দন প্রসাদ। চম্পারণ।

বাবু গঙ্গানাথ রায়। সাহাবাদ।

রাজসাহীর পুলিস ইনস্পেক্টর টি, জে, মেথিউস সাহেব নেটিব সিবিল সার্বিস পাশ করিয়া আপাততঃ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন এবং ভাগলপুরে স্থাপিত হইলেন।

নদীয়ার সবডেপুটী [illegible] এক[illegible] স্মিথ সাহেব আপাততঃ ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ভাগলপুর জেলাতে স্থাপিত হইলেন।

যশোরের সব ডেপুটী বাবু [illegible]ভূষণ দত্ত আপাততঃ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়া পুর্ণীয়া জেলা[illegible] হইলেন।

যত দি এইচ, লর্ড জে [illegible]র সাহেব নিজ কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন, ততদিন টি, এম স্যাণ্ডারস সাহেব বাথর গঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র মৃত মৌলবি খুদ্দীনের স্থানে বাথরগঞ্জের অন্তর্গত পাণ্ডেরহাট নামক স্থানের সবরেজষ্টার নিযুক্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার

মেঃ গ্লাড ষ্টোনের পদ পরিত্যাগ করার বিষয় নিশ্চয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু তিনি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। পঞ্চাশ জন সভ্য মনোনীত হইয়া গিয়াছেন। ৭৫ জন কনসারভেটিব সভ্য মনোনীত হইয়াছেন; ২৭ জন লিবারেল স্বায়ত্ত শাসন কর্ত্তা দলের মধ্য হইতে অধিকাংশ সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। আয়ারলণ্ডে লর্ড [illegible] এবং [illegible] পরাস্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ২৯৭০০০০ টাকা। গত বৎসরের মুল্য হইতে ৮৭৫০০০০ টাকা কম হইয়াছে। আমদানি দ্রব্যের মূল্য ৩১২৫০০০০০ টাকা গত বৎসরের মুল্য হইতে ৩৮৭৫০০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইউক্রেটীজ নামক সৈন্যপোত বোম্বাই উদ্দেশে পোর্ট সমাউথ পরিত্যাগ করিয়াছে।

হারমান মেরিবেল এবং জেনারাল সেস পার্ডলি মাবরাণ্টের মৃত্যু হইয়াছে।

পাস ডি কেলেশ এবং হাউট সেওন নামক অংশে দুই জন সাধারণ তন্ত্রের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

মঙ্গলবার—১৩৩ জন সভ্য মনোনীত হইয়াছে। কনজারভেটিভদিগের ৮০ জন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং লিবারেলেরা ২৮ জন [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছে। [illegible] নামক গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তা এক জন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

ষ্ট্রাস নামক জর্ম্মাণদেশের ধর্ম্মবেত্তা এবং জুলস মিচেলেট নামক ফরাসি ইতিবৃত্তবেত্তার মৃত্যু হইয়াছে।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি॥

কালিদি পাড়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহের প্রজাবর্গ—আপনাদের পত্রের উল্লিখিত রাস্তার কথা বোধ হয় পূর্ব্বে একবার লেখা হইয়াছে। সেই জন্য এবং স্থানাভাব প্রযুক্ত আপনাদের পত্র প্রকাশ করা গেল না।

ছাপরা ১। ২। ৭৪। বিশেষ আবশ্যক

ব্যবস্থা ; কিন্তু কদাচিৎ সংবৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল ও ভোগ হইয়া থাকে এবং দশ মাস বা একাদশ মাস ভোগ হইলেও সম্পূর্ণ ভোগ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

যথা। মাসান্ দশৈকাদশবা প্রভুজ্য রাশেঃসদারাশিমুপৈতি জীবঃ। ভুক্তেষু পূর্ব্বঞ্চ পুনস্তথাপি নলুপ্ত সম্বৎসর মাহ রার্য্যাঃ।

দশমাস বা একাদশ মাস ভোগ করিয়া বৃহস্পতি যদি এক রাশি হইতে অপররাশি গমন করেন এবং বক্রী হইয়া পূর্ব্বরাশিকে পুনর্ব্বার ভোগ না করেন, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা লুপ্ত সম্বৎসর কহেন না।

মলমাসতত্ত্বে রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য-ধৃত লুপ্ত সম্বৎসর সাধক বচন। যথা ব্যবহার সমুচ্চয়ে কৃত্যচিন্তামণৌচ হারীতঃ। কৃত্বাতিচারং যদি পূর্ব্ব রাশিং নাযাতিমন্ত্রী বিবুধাধিপানাং। যানং বিবাহং ব্রত-বন্ধ-গেহং সর্ব্বংতদাহন্তি মতংমুনীনাং। বরাহ সংহিতায়াং। অতিচারং গতোজীবস্তত্রৈব কুরুতে স্থিতিং। তদামহাতিচারঃ স্যাৎ লুপ্তসম্বৎসর ক্রিয়ঃ। অতিচারেণ যোরাশির্ল্লংঘিতো দেবমন্ত্রিণা। তদাদ্যোৎসরো লুপ্তো যোহ নহঃ

ব্যবহার সমুচ্চয় এবং কৃত্য চিন্তামণি গ্রন্থধৃত হারীতবচন। যাহা মলমাসতত্ত্বে ধৃত হইয়াছে এবং মলমাসতত্ত্বধৃত বরাহ সংহিতোক্তবচন, উক্ত বচনসকলের অর্থ। দেব মন্ত্রী বৃহস্পতি যদি অতিচার করিয়া পূর্ব্ব রাশি গমন না করেন তবে যাত্রা বিবাহ, উপনয়ন, গৃহকরণ এই সকল কার্য্যকে বিনষ্ট করেন ইহা মুনিদিগের মত॥ বৃহস্পতি যে রাশিতে অতিচারী হয়েন যদি সেই রাশিতেই নিয়মিত ভোগ কাল থাকেন তবে সেই অতিচারকে মহাতিচার কহে। সেই সম্বৎসরে বিবাহাদি ক্রিয়া লুপ্তাহয়॥

অতিচার দ্বারা গুরু কর্ত্তৃক যে রাশিটি লঙ্ঘিত হয় অতিচার দিবসাবধি সেই বৎসরটী সকল কর্ম্মানর্হ হইয়া লুপ্ত হয়॥

সময়প্রদীপে উক্ত হইয়াছে

যত্রাতিচারগো জীবঃ পূর্ব্বরাশিং ন গচ্ছতি। লুপ্ত সম্বৎসরোজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু হিংসঃ। যেস্থলে অতিচার গত বৃহস্পতি পূর্ব্ব রাশিকে গমন না করেন সেই স্থলে অতিচার দিবসাবধি এক বৎসরকে লুপ্ত সম্বৎসর জানিবে। এই বৎসরটি সকল কর্ম্মে নিন্দিত।

যে যে রাশিতে বৃহস্পতি অতিচারী হইলে লুপ্ত সম্বৎসর হয় না তাহার ব্যবস্থা। মলমাস তত্ত্বধৃত হারীতবচন।

অতিচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিক কুম্ভয়োঃ। যজ্ঞোদ্বাহাদিকং কুর্য্যাৎ তত্র কালোনলুপ্যতে॥

বৃষবৃশ্চিক কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি অতিচারী হইলে কাললোপ হইবে না, তাহাতে যজ্ঞ বিবাহাদি কার্য্য করিবে।

সময় প্রদীপধৃত বচন। যথা।

মেষেবৃষে ঝষে কুম্ভে যদাতিচারগো গুরুঃ। নতত্র কাললোপঃস্যাদিত্যাহ যবনো মুনিঃ। স্বকং ভবনমাশ্রিত্য যদাচং ক্রমতে গুরুঃ। তদাদস্ত নলুপ্তঃস্যাৎ সর্ব্বং কর্ম্ম শুভাবহং। যতীচারং জীবো যদিতুলিনি বৃষাদ্ধিনিবা। বৃষে মীনে কুম্ভে ব্রতমথবিবাহো ধর্ম্ম ভবনং। প্রবেশং গেহানামভিনবগৃহারম্ভন-বিধিং তদাকুর্য্যাৎ সর্ব্বং সকলমপি কার্য্যঞ্চ শুভদং।

মেষ বৃষ মীন কুম্ভে যদি বৃহস্পতি অতিচারী হয়েন তবে সে স্থলে কাল লোপ হইবে না। ইহা যবন মুনি কহিয়াছেন। নিজ ভবন (অর্থাৎ ধনুওমীন রাশিকে) আশ্রয় করিয়া বৃহস্পতি যদি অতিচারী হয়েন, তবে সেই বৎসর লুপ্ত হইবে না। প্রত্যুত সকল কর্ম্ম শুভ জনক হইবে। তুলা বৃশ্চিক বৃষ মীন কুম্ভ রাশিতে বৃহস্পতি যদি অতিচারী হয়েন তবে উপনয়ন বিবাহ দেব ভবন গৃহ প্রবেশ নবগৃহারম্ভণ এই সকল কার্য্য করিবে, করিলে সকল কার্য্য শুভজনক হইবে।

কেহ কহেন কন্যারাশিতে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়াছেন, ইহাতে লুপ্ত সম্বৎসর হইতে পারেনা, তদ্বিষয়ে এই প্রতি-প্রসব বচন প্রমাণ দিয়া থাকেন। যথা মীনে মেষে বৃষে চৈব তথামিথুন কন্যয়োঃ অতিচারস্থ দোষঃ স্যান্নিয়তং কাললোপজঃ।

মীন মেষ বৃষ মিথুন কন্যারাশিতে অতিচারবশত কাললোপজন্য দোষ নিয়তই হইবে না। এই কথাটি অতি অশ্রদ্ধেয়, কারণ কৃত্যকল্পলতা গ্রন্থে এবং দ্বৈতনির্ণয় গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র এই বচনটিকে এবং অপরাপর বচনকে অমূলক বলিয়াছেন; ইহা মলমাস তত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন।

যথা। কৃত্যকল্পলতায়াং বাচস্পতি মিশ্রৈঃ। পূর্ব্বংরাশিং যদাত্যক্তাহ্যপূর্ণেবৎসরেগুরুঃ। লুপ্তকালঃ সবিজ্ঞেয়ঃ পরগেহং গতোযদা। মীনে মেষে বৃষেচৈব তথা মিথুনকন্যয়োঃ। অতিচারস্বদোষঃ স্যান্নিয়তং কাললোপজঃ। দ্বৈত নির্ণয়ে কন্যাবৃশ্চিক মেষেষু মখথেচ ঝষে বৃষে অতিচারেষু কর্ত্তব্যং বিবাহাদি বুধৈঃসদা। ইতি অমূলক মিত্যুক্তং।

পূর্ব্বরাশি ত্যাগ করিয়া অপূর্ণ বৎসরে যদি বৃহস্পতি পরগৃহে গমন করেন তবে সেই কালকে লুপ্তকাল জানিবে। মীনমেষ বৃষ মিথুন কন্যারাশিতে অতিচারাধীন নিয়তই কাল লোপজন্য দোষ হইবে না। কন্যা বৃশ্চিক মেষ মিথুন মীন বৃষ রাশিতে অতিচার হইলে বিবাহাদি কর্ম্ম করিবে ইহা পণ্ডিতেরা উক্ত করিয়াছেন। কৃত্যকল্পলতা গ্রন্থে ও দ্বৈত নির্ণয়গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র এই বচন কয়েকটিকে অমূলক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

কন্যারাশিটি বুধের গৃহ, তাহাতে অতিচারাধীন কাল-লোপ হইতে পারে না। মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্তধৃত বচন যথা। শুভভবনমাসাদ্য যদাতি ক্রমতে গুরুঃ। তত্রসর্ব্বা কন্যা সুখংভর্ত্তুঃ প্রমোদতে।

শুভগ্রহের ভবন আশ্রয় করিয়া যদি গুরু অতিচারী হয়েন তবে তাহাতে কন্যা প্রদত্তা হইলে ভর্ত্তার গৃহে সুখে সম্বর্দ্ধিতা হইয়া প্রমোদিতা হয়। এই বচনটি সময় প্রদীপের বচনানুসারে বিবাহমাত্রে প্রতিপ্রসব বলিতে হইবে। সময় প্রদীপ বচন। যথা। অতিচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিককুম্ভয়োঃ। শুভগেহে স্বকে নাপি নবিবাহো বিলুপ্যতে।

বৃষ বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশিতে এবং [illegible] গ্রহভবনে বা নিজভবনে বৃহস্পতি অতিচারী হইলে বিবাহ লুপ্ত হইবে না। এই সময় প্রদীপের বচনের সহিত একবাক্য

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। ১৫ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ১২ ই ফাল্গুন । ইং ১৮৭৪। ২৩ এ ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

—০—

দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।

মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

পারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরি হরিনাভি গ্রামে যে দাতব্য চিকিৎসালয়টী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহা হরিনাভির তারাচাঁদ সরকারের বাটী হইতে স্থানান্তরিত হইয়া রাজপুরের বাজারে গিয়াছে।

বারুইপুর } শ্রীতারকদাস বসু
মেনেজার

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী
(প্রতিনিধি কার্য্যালয়।)

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যে রূপ লাভজনক হয় [illegible] সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারিগণের পারদর্শিতার কারণ কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভ হইতে পারে ইহাতে ছোট বড় ব্যবসায়ী অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম্ম সমান রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা এবং কোন কিছু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় জনের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করা অর্থাৎ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্বিষয়ে বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, যাহা সাব্যস্তমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতায় দ্রব্যাদির বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার এরূপ কোন সুনিয়ম নাই; সেই নিমিত্ত এজেন্সীর দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

আমার সাহায্যে এবং ত্রিবেণীস্থ সমের দলের অধিকাংশ ভদ্রলোকের যত্নে ত্রিবেণী অপেরা নামক একটী ব্যবসায়িক যাত্রার দল ত্রিবেণীতে খোলা হইয়াছে।

ত্রিবেণী } [illegible]চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৮০ }

সোমপ্রকাশ।

১২ ই ফাল্গুন সোমবার।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র।

অনেক দিন অবধি এই বিষয় লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। আমরা যে শ্রেণীর অন্তর্গত তাহার প্রতি আক্রমণ হইলে কাজেই আমাদিগকে কথা কহিতে হয়। আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাও অনেক বার বলিয়াছি। বিবেচনা করিয়াছিলাম, যে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আর এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিবেন না; কিন্তু তিনি তাঁহার বর্ত্তমান রিপোর্ট লিখিবার সময় আমাদের কথা বিস্মৃত হন নাই; সুতরাং এবিষয়ে আরও কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর দেশীয় সংবাদপত্র দিগের প্রতি দুইটী দোষ আরোপ করিয়াছেন। প্রথম, দেশের সাধারণ লোকের রাজ ভক্তির হ্রাস করা, দ্বিতীয়, সুবিচারের ব্যাঘাত জন্মান। ভারতবর্ষের অশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তিদের প্রকৃতি অত্যন্ত শান্ত এবং তাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ রাজভক্তি পরিপূর্ণ, কিন্তু দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের রাজভক্তির অভাব ক্রমশঃ সংক্রামক রোগের ন্যায় সেই সকল অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদিগকেও বিকৃত করিতেছে। উত্তরোত্তর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ দেশীয় সংবাদপত্রদিগের কটূক্তির ভয়ে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন না। একজন বহুদর্শী কর্ম্মচারি বলিয়াছেন; মনে কর কোন ব্যক্তি কোন মকদ্দমাতে পরাজিত হইল; হইয়া প্রতিহিংসা করিবার জন্য কোন সংবাদপত্রে নাম ধাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই বিচারকের গ্লানি প্রকাশ করিল। যদি এই মাত্র হইয়া যাইত, তাহা হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু সেই গ্লানি সূচক পত্রখানি [illegible] অনুবাদক মহাশয় নিজের রিপোর্টে উদ্ধৃত করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষদিগের চক্ষে পড়িবা মাত্র সেই

ষ্টের নিবারণ হইবে ? এখন অনুবাদক মহাশয়ের অনুবাদ সকলে দেখিতে পান বলিয়া অনেক উপকার হইতেছে। প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সংবাদ পত্র দিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে এবং সকলেই উত্তরোত্তর আপনাদের পত্রগুলি সারগর্ভ ও চিন্তাশীল লোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ দেশের অভ্যন্তর প্রদেশে এমন অনেক অত্যাচার আছে, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের এমন অনেক কষ্টের কথা আছে, ইংরাজী পত্রেরা যাহার সমাচার অবগত নন। দেশীয় পত্রেরা সেই সকল সাধারণের গোচর করিবার দ্বারস্বরূপ। সে দ্বার বদ্ধ হইলে সে সকল কথা আর কাহারও কর্ণ গোচর হইবে না এবং সে সকল কষ্ট নিবারণ হইবারও আশা থাকিবে না। আমাদের বিবেচনায় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এই পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। তিনি কি গ্রাণ্টডফের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন ? আমাদের এ বিষয়ে ভিন্ন প্রকার মত। দেশীয় সংবাদ পত্র দগের রিপোর্ট গোপনে রাখা দূরে থাকুক আরও অধিকপরিমাণে সাধারণের গোচর করা উচিত। সাধারণের মত দ্বারা অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ করা সংবাদ পত্র সৃষ্টির এক প্রধান উদ্দেশ্য। এ উপায়ে সে উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইতেছে। অত্যাচারী রাজারাই প্রজাদিগকে কষ্টের কথা কাহাকেও জানাইতে দেন না; আমাদের রাজারা কি সেই সুখ্যাতির প্রার্থী হইয়াছেন।

মিউনিসিপাল বাজার।

কালিকাতার মিউনিসিপালিটী এই বাজার ব্যাপার উপস্থিত করিয়া আপনাকে যেরূপ উপহাসাস্পদ করিয়াছেন, লোকে কচরাচর এরূপ উপহাসাস্পদ হয় না। ধর্ম্মতলার বাজারের এত সন্নিকটে নূতন বাজার করিবার কথা হইবার সময় তাঁহাদের দিব্যচক্ষে দেখা উচিত ছিল, যে তাহাতে শীলবাবুদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরিহার্য্য। জষ্টিশেরা কেহ যে এ আশঙ্কা করেন নাই তাহাও নহে; সে সময়ে এই আশঙ্কা করা হয় এবং একবার ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করিয়া লইবার প্রস্তাবও হয়। পরে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া একটী স্বতন্ত্র বাজার নির্ম্মাণ করাই স্থির হয়। একটী প্রতিদ্বন্দ্বী বাজার বসাইতে কতব্যয় আবশ্যক তাহা কি তাঁহারা জানিতেন না যদি জানিতেন এরূপ হয়, এখন সেই ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন ? হগ সাহেবের অপরাধ কি ? তাঁহাকে অনর্থক অপ্রস্তুত কেন করিলেন ? তিনি যে প্রকার ব্যয় করিতেছিলেন তাহা মিউনিসিপাল আইন বিরুদ্ধ হউক আর যাহাই হউক, সেরূপ ব্যয় ভিন্ন নূতন বাজার বসিতে পারে না।

সম্প্রতি বাজার দুইটীর যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটী উপায় ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই তিনের অন্যতম অবলম্বন করিতেই হইবে। প্রথম, যখন বাজার বসান হইয়াছে, প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়াছে, তখন সভাপতিকে আরও কিছু ব্যয় করিতে অনুমতি করিয়া বাজার রক্ষা করা; দ্বিতীয়, ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করিয়া লওয়া; তৃতীয় মিউনিসিপাল বাজার বন্ধ করা এবং তৎসংলগ্ন সমুদায় স্থান ও অট্টালিকা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ফেলা। বাজারের বিষয় কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারা দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় শীলবাবুরা নাকি সাতলক্ষ টাকায় ধর্ম্মতলার বাজারটী বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং মিউনিসিপালিটী ১৪ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার পরামর্শ করিতেছেন।

তৃতীয় উপায়টি অবলম্বিত হইল না কেন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাতে মিউনিসিপালিটীকে লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলে অধিক টাকা কর্জ্জ করিতেও হইত না এবং অদ্যাবধি যত ব্যয় হইয়াছে তাহাও অনেক উঠিত। এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে এই ১৪ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতে হইবে। সে ঋণ পরিশোধ কে করিবে ? কেন কলিকাতার টাক্স দাতারা। টাক্স দাতাদিগের মধ্যে এদেশীয়ের সংখ্যাই অধিক। মিউনিসিপালিটীর স্বতন্ত্র বাজার থাকিলে তাঁহাদের বিশেষ উপকার নাই—জনকত ইংরাজের সুবিধা। সাধারণের অর্থ অনিয়মিতরূপে ব্যয় করা উচিত নয় বলিয়া জষ্টিশেরা হগ সাহেবের হস্তপদ বদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণী বিশেষের সুবিধার জন্য সাধারণকে এত ঋণগ্রস্ত করা কি ন্যায় সঙ্গত কার্য্য ?

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট

এপ্রেল মাস না পড়িতে পড়িতে কাম্বেল সাহেব এদেশ পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পদের নিয়মিত কাল ৫ পাঁচ বৎসর; কিন্তু তিনি ৩ তিন বৎসরের অধিক কার্য্য করিতে পারিলেন না। তিনি যেরূপ পরিশ্রম উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত এই তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছেন, আর অধিককাল সেরূপে কার্য্য করা সম্ভব নহে। তিনি যে এই তিন বৎসরও সুস্থ থাকিয়া কার্য্য করিতে পারিয়াছেন এজন্য তাঁহার শ্রমদক্ষতা ও একাগ্রতার প্রশংসা করিতে হয়।

উদরের অন্ন দশা দুর্ঘট, সুতরাং পিতা মাতারা বালক, বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু সেই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। আর সে বিষয়ে চিন্তা করেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও চিন্তা শক্তি বিহীন হইয়া গর্দ্দভের ভার বহনের মত তাঁহাদের স্কন্ধে উত্তরোত্তর ভার অর্পণ করিতে থাকেন। এক পার্শ্বে কতকগুলি নীরস ও আকর্ষণ বিহীন পাঠ্য বিষয় অপর পার্শ্বে শিক্ষকের ভ্রুকুটী ও বেত্রাঘাত ইহার মধ্যে নির্ব্বাক শিশুরা ভীত ও বিরক্ত হইয়া দিনপাত করে। এরূপ শিক্ষাবিষয় যতই তাহাদের উদরস্থ হয় ততই তাহাদের চিত্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া আসে। এইরূপে বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যালয়গুলি শিশুদিগকে বিকৃত করিবার উপায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই গ্রন্থকারেরা শিশুদিগের প্রকৃতির কিছুমাত্র অবগত আছেন কি না সন্দেহ জন্মে। বাঙ্গলা বিদ্যালয় সকলের ছাত্রগুলির যেন রক্ষা কর্ত্তা নাই। যিনি যাহা মনে করেন তাহাই পড়াইয়া থাকেন যিনি যে পুস্তক রচনা করেন তাহাদের পাঠোপযোগী দুই একটী বিষয় থাকিলেই সুপারিস ও তোষামোদের বলে সেই হতভাগ্যদের পাঠ্য পুস্তক হইয়া যায়। জ্যামিতি, জরিপ, জমিদারি দর্পণ, ভূগোল, খগোল, তারিণীচরণের ইতিহাস, কৃষ্ণচন্দ্রের ইতিহাস, বেকনের এসে, ইত্যাদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পুস্তক একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পৃষ্ঠে অর্পিত হয়। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি এরূপ ভার লইলে মনুষ্য মর্দ্দিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পুত্র কন্যাদিগকে আর বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা হয় না, এবং দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিও আর প্রেরণ করেন না। গৃহে বসিয়া যে শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহারও সুবিধা নাই। শিশুদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থের নিতান্ত অসদ্ভাব। শিশুদিগের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি বিকশিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হয় সেই সেই সময়ে তদুপযুক্ত বিষয়গুলি তাহাদের সমক্ষে ধারণ করা উচিত, তাহা হইলে তাহাদের পড়িতে আনন্দ হয় এবং পাঠ করিয়া উপকারও লাভ করে। মনে কর একটী আটবৎসরের বালকের হস্তে গীতার কিম্বা সাবিত্রীর সতীত্ব বিষয়ক এক খানি পদ্য দিলে। তাহাতে তাহার লাভ কি? তাহাতে তাহার অর্থবিহীন কথামাত্র। এই জন্য জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন কবিতা বালকদিগের জন্য নহে। তবে যদি কবিতা পড়াইতে হয় উপন্যাস কিম্বা আখ্যায়িকা পূর্ণ কবিতা পড়িতে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের লোকের ইহার বিপরীত সংস্কার অনেকে মনে করেন কবিতা শিশুদিগেরই জন্য বয়োজ্যেষ্ঠদিগের জন্য নয়; কিন্তু বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে কতকগুলি প্রকৃত বর্ণনা ও কতকগুলি ভাবোদ্দীপক কবিতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কবিতাই শিশুদের পাঠোপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য খেদ লিখিতেছে ইহা আমাদের অস্বাভাবিক বিকৃত বলিয়া মনে হয় কারণ ভারতবর্ষ কি? এবং স্বাধীনতা কি এ সংস্কার তাহার জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় দুইটী কথা স্মরণ রাখা উচিত (১ম) পাঠ্য বিষয়গুলি যেন তাহাদের আমোদজনক হয় (২য়) সেগুলি পঠিত হইয়া যেন তাহাদের মনোবৃত্তির বিকাশের সাহায্য করে। যে শিক্ষায় ইহার অন্যতরের প্রতি ঔদাসীন্য ভাব সে শিক্ষা অঙ্গহীন ও দূষণীয়। আমরা যদি শিশুদিগের প্রকৃতির কিছুমাত্র বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে জানি যে শৈশবকাল কেবল জ্ঞান সঞ্চয়ের সময়। তখন মন ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থের স্বরূপ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি নির্ণয় করিতে ও পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে ব্যস্ত থাকে। সেই সকল সঞ্চিত জ্ঞান অবলম্বন করিয়া চিন্তা ও বিচার করার শক্তি তখনও জন্মে না। সুতরাং সে সময়ে যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি তাহাদের গোচর করা যায় তাহা হইলে তাহারা ভবিষ্যতের জন্য অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে—এবং আনন্দও লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় বাল্যকালে কল্পনা শক্তি প্রবল থাকাতে শিশুরা উপন্যাস ও আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে ভাল বাসে; সুতরাং সে সময়ে গল্পের আকারে ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিষয় পশুপক্ষীদিগের স্থূল স্থূল বর্ণনা বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবন চরিতের স্থূল স্থূল ঘটনা অতি অল্প আয়াসেই তাহাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারা যায় এবং সেই আকারে তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতি বিষয়েও শিক্ষা দিতে পারা যায়। কবিতার মধ্যে মাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, সৌহার্দ্দ, নীচ প্রাণীদিগের প্রতি দয়া, প্রকৃতির শোভা দর্শনে অনুরাগ প্রভৃতি ভাব উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করা উচিত। আবার কেবল মাত্র জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া দিবার হৃদয়ের ভাবোদ্দীপন করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের রুচির উন্নতির দিকেও দৃষ্টি পাত করা

আদালত শাসন হইতে পারে ? আমরা অনেক মুন্সেফকে এই বলিয়া দুঃখ করিতে শুনিয়াছি আমলাদিগের ভয়ে ভয়ে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতে হয়। এ কোথাকার কথা ? এই স্থানে আর একটী কথা স্মরণ হইতেছে। দুষ্ট-মতি আমলারা মধ্যে ২ মুন্সেফদিগের বিপক্ষে জজ সাহেবের নিকট নামবিহীন পত্র প্রেরণ করিয়া থাকে। কোন কোন জজ সাহেব তাহা অবলম্বন করিয়া মুন্সেফদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন আমলাদিগের এরূপ অযথা আধিপত্য শীঘ্রই বিনাশ করা উচিত। আপনাদের অধীনস্থ আমলা প্রভৃতির নিয়োগ ও শাসনের ভার সম্পূর্ণরূপে মুন্সেফদিগের উপরেই দেওয়া উচিত। নতুবা তাঁহাদের স্বাধীনভাবে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে।

বিবিধসংবাদ

৫ ই ফাল্গুণ সোমবার।

রেঙ্গুন মেল বলেন, যে তথাকার ধান্যের দর কমিয়া গিয়াছে। ১০০ ঝোড়া চাউলের মূল্য ৭৫ টাকা মাত্র। এত সস্তা দর আর হইবে না। যদি গবর্ণমেণ্টের ক্রয় করিবার ইচ্ছা থাকে তবে এই সুসময়।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন যে দামুদারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে কানানদীর স্রোত বন্ধ হওয়া গিয়াছে। যে দুইটি ফিলত বাঁধ পুনঃ প্রস্তুত করিতেছেন।

মিরর বলেন সম্প্রতি একজন মুসলমান কাঁপকাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে গিয়াছিল। কয়েক দিবস পরে তাহার স্বপ্ন হইল যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের আচার্য্য মহাশয়ের নিকট গমন করিলে রোগ আরাম হইবে। মুসলমান বিশ্বাস করিয়া তাহাই করিল, কিন্তু ফল কিছু দর্শে নাই। কালে কালে কত কি।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার সংক্রান্ত কাগজপত্র লর্ড নর্থব্রুক অনরেবল আর্ল অব হাউসের নিকট প্রদান করিয়াছেন। ভনা যায় সেক্রেটারি অবষ্টেটের নিকট বিচারার্থ অর্পিত হইয়াছে। কমিসনর তাঁহাকে অসাবধানতা দোষে দোষী করিয়াছেন।

সাউথ ইণ্ডিয়া টাইমস বলেন ওয়ারিয়োরে একটী মহিষে দুইটী গো বৎস প্রসব করিয়াছে। ঈশ্বরের লীলা বোঝা ভার।

মান্দ্রাজ টাইমসের একজন সংবাদদাতা বলেন সালেম জেলায় একজন কৃষক তাহার স্ত্রীর উপর সন্দেহ করিয়াছিল। এক দিবসে তাহার স্ত্রী এবং উহার উপপতি দুইজনকেই এক স্থানে দেখিতে পায়। উহাদিগের দুইজনকে বধ করিবার মানসে একখানি অস্ত্র লইবার জন্য গৃহে প্রত্যাগমন করে। পরে সেই স্থানে পুনরায় গমন করিয়া দেখে যে সেই উপপতি পলায়ন করিয়াছে। এবং তাহার স্ত্রী একাকিনী বসিয়া আছে। সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক আঘাতেই স্ত্রীর মস্তক ছেদন করে। তৎক্ষণাৎ নিজেই পুলিসে সংবাদ দেয়। আদালতে বিচার স্থলে সে সমুদায় প্রকাশ করে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের অনুমতি দিয়াছেন। অনেকে হতভাগা নবীনের দশা প্রাপ্ত হইবেন।

৬ ই ফাল্গুণ মঙ্গলবার।

ইংলিশম্যান বলেন [illegible] নূতন টেলিগ্রাফের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র [illegible] হইয়াছে। গত বুধবার মজঃফরপুর ও [illegible]-পুরে কার্য্য [illegible] খোলা হইয়াছে।

বম্বে হইতে ১৭ ই তারিখে পারে নগরে যে টেলিগ্রাম আইসে তাহাতে [illegible] করে যে „সহরটী নিস্তব্ধ ছিল। পু[illegible] হইতে ইংরাজি পদাতিক এবং পুনার [illegible] টৌলদিগকে আনা হইতেছে। মহরম উপলক্ষে যে অনতা হয় তাহা হইতে পারিবে কি না বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন „ডাক্তার রিড্ কম সভার গৃহে অধিবেশনে এক প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, কোন অবস্থায় মিথ্যা কহা উচিত কি না ? অধিকাংশ লোকে উচিত বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ফাইনান্স কমিটীতে সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার জন্য মেজর ডরণ সাহেবের এদেশে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু সেক্রেটারি অব ষ্টেট তাঁহাকে পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

বিগত ছয়মাসের মধ্যে মধ্য প্রদেশে ৭১১ টী বন্য জন্তু বধ করা হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ৫৭৯৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ৭১১ টীর মধ্যে ব্যাঘ্র ৪৫৮ টী, চিতা এবং তাহার জাতি ১৩৪ ভাল্লুক ১১৮ এবং অন্যান্য ১।

রসেল বেজন, যিনি মাণ্ডেলাইট দ্বীপে কারাবদ্ধ ছিলেন, মেক্সিকো নামক সহরে পলায়ন করিয়াছেন। তথায় তাঁহার স্ত্রীর কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যান বলেন, ভারতবর্ষের আসিষ্টাণ্ট কো[illegible] জেনরল ডাক্তার ক্লাক সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে [illegible] হইতে করাচি পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইবার কথা হইতেছে তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুমোদিত হওয়া উচিত। ইণ্ডিয়া আফিস হইতে উক্ত রূপ প্রস্তাব গবর্ণর জেনরলের নিকট আসিয়াছে আমরা আশা করি যে ঐ প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হয়।

৭ ই ফাল্গুন বুধবার।

১২ ই তারিখে যে মেইল কলিকাতা হইতে চাঞ্চারিবাগে যাইতেছিল পথিমধ্যে উহা দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। শুনা গেল সমুদায় কাগজ পত্র অপহৃত হইয়াছে।

[illegible] ম [illegible] তিকে অশ্লীল পুস্তক বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া পুলিসে দেওয়া হইয়াছে।

আগ্রা খাল ৫ ই মার্চ্চ তারিখে আরম্ভ হইবে।

পঞ্জাবের ডাইরেক্টর অব পব্লিক ইন্‌ষ্ট্রক্শন আজ্ঞা দিয়াছেন যে কোন ছাত্র গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপিত বা মুদ্রাঙ্কিত পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক ব্যবহার করিতে পারিবে

উপযুক্ত [illegible] সঞ্চিত আছে। ইহার পর কি হইবে কে বলে? চুরি প্রভৃতি কিছুই হইবে না, এখন কিছুই হয় নাই।
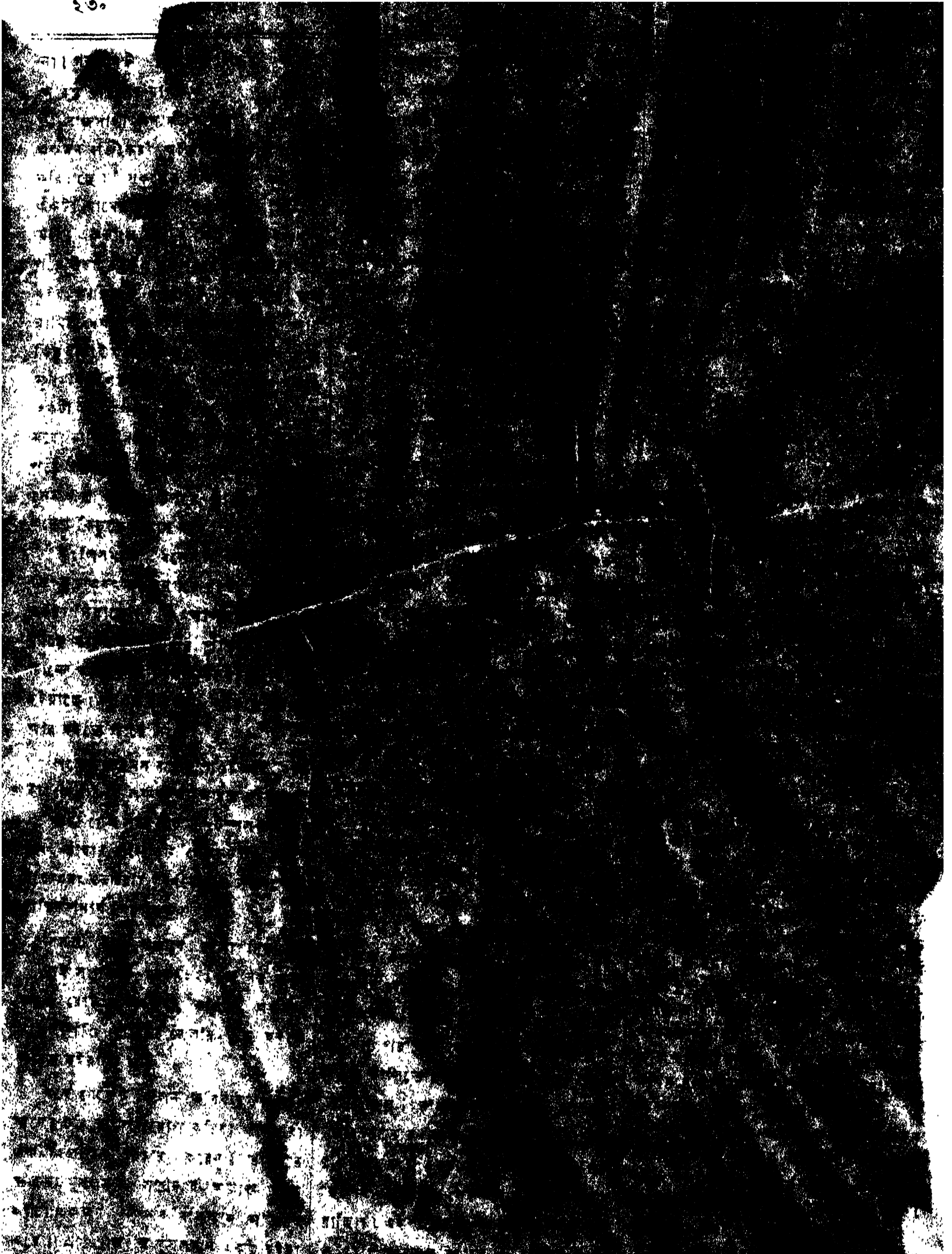
এবৎসর আয়ু ব্যয় অত্যল্প কম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় আমুর [illegible] পোষণ করিয়া অনেকে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল, এবার তাহাও নাই।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত [illegible] এর লক্ষ্ণৌর ১০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন।

অযোধ্যায় গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর শস্য এবং অন্যান্য আহারীয় সামগ্রী চুরি হইতেছে।

গাজিপুর এবং আজিমগড়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

বোম্বাই নগরে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালার জন্য সকলেই ব্যস্ত। ব্রহ্মা প্রদেশে দ্বিগুণ শস্য হইয়াছে। গত বৎসর ৭৫০০০০ টন শস্য রপ্তানি হয়, এবৎসর আজি ১০০০০০০ টন শস্য রপ্তানি হইয়াছে আর দিন পড়িয়া আছে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণী সর্ব্ব প্রধান সভায় ২১৮৪১৫ টাকা আদায় হইয়াছে আর হইবার সম্ভাবনা আছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস নদীয়া জেলায় বদলী হইলেন।

ফ্রান্সিস ফ্রেডারিক জেমডিলি সাহেব সি. এস. মেদিনীপুর হইতে ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

জন ম্যাককার্থি সাহেব সি এস, রঙ্গপুর হইতে ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

উলিয়ম হমিল্ট পেজ সাহেব, সি, এস, মান ভূম হইতে পাটনা বিভাগে বদলী হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট কমিসনর কাপ্তেন ডবলিউ, এস, স্যামুএলস সাহেবকে মানভূম জেলায় স্থাপিত করা হইল।

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কুঞ্জকুমার দত্ত কতক দিনের জন্য ব্রহ্মপুত্র ধোঁয়া উপবিভাগ হইতে ত্রিপুরায় সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীগণ ১৮৭০ সালের ১০ আইন মতে কলেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাখরগঞ্জের একটীং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জেমস ফ্রান্সিস ব্রাডবরী সাহেব।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু লক্ষ্মীকান্ত রায়।

একটীং ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টর বাবু ত্রৈলোক্যনাথ [illegible]।

বালেশ্বরের প্রথম [illegible] ডেঃ কালেক্টর ও একটীং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট জন জেমস লাইংসে সাহেব দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

২৪ পরগণার ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টর বাবু হেমচন্দ্র কর আলিপুর হইতে বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জন নিউজেণ্ট সাহেব বগুড়ায় বদলী হইলেন।

ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টর বাবু যাদব চন্দ্র গোস্বামী ফরিদপুর হইতে দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন চন্দ্রনাথ বিশ্বাস বীরভূম জেলায় ইনস্পেক্টিং সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইলেন।

যত দিন সার্জ্জন মেজর জে, জি, ফেঞ্চ সাহেব কার্য্যোপলক্ষে অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন সার্জ্জন জর্জ্জ হবসন সাহেব এম ডি যশোহরের সিবিল সার্জ্জনের কার্য্য করিবেন।

জে, এস, পোপ্রিয়া সাহেব জলাদীর সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

আগ্রা বিক্রমপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু গোকুল চাঁদ পাবনায় বদলী হইলেন।

ত্রিপুরার এডিস্যানাল মুন্সেফ মৌলবী সেদর [illegible] আরা বিভাগের ভার পাইলেন।

আলিপুরের চতুর্থ মুন্সেফ বাবু ব্রজবিহারী সোম বি, এল, ত্রিপুরায় বদলী হইলেন।

বাবু প্রসন্ন কুমার সেন এম, এ: বি. এল মাগুরায় তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

বাবু শ্রীনাথ পাল বি, এল, মানিক গঞ্জের তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

বাবু রমেশচন্দ্র লাহিড়ি বি. এল, মুফস্বল পুরের তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

বাবু নেপালচন্দ্র বসু বি, এল পাটনায় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

ইউরোপীয় সমাচার

[illegible] নামক ষ্টিমার কলিকাতা হইতে লণ্ডন যাইতেছিল। পথমধ্যে [illegible] নিকট চড়ায় লাগিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। বোঝাই দ্রব্যের কতক অংশ বিনা লোকসানে খালাস হইয়াছে।

অরিয়ন নামক ষ্টিমার লণ্ডনে পৌঁছিয়াছে।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত কমন কাউন্সিল নামক বিচারালয় ১০,০০০ দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন।

৬০৫ জন মহাসভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। কনসারবেটিভেরা ৫২ টী এবং লিবারেলেরা ৩২ টী স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। মিডেলসেক্সের নিমিত্ত দুইজন কনসারবেটিভ মনোনীত হইয়াছেন [illegible] এল সিও স্থানচ্যুত হইয়াছেন।

সংবাদ পত্র সমূহ মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

কাফার দলের বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে। তাহাদিগের দলপতি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

অষ্ট্রীয়ার সম্রাট সেণ্ট পিটার্সবর্গে গমন করিয়াছেন।

পর্থ সাহিয়র নামক স্থানের নিমিত্ত সর উইলিয়ম ষ্টারলিং মাকসোয়েল সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

সভ্য মনোনীত করার কার্য্য এক প্রকার শেষ হইল। ৩৫৩ জন কনসারবেটিব এবং ২৯৯ জন লিবারেল সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। কনসারবেটিভদিগের সংখ্যাই অধিক। স্কটলণ্ডের লেঙ্কাশায়ার মিডেল সেক্স এবং এসেক্স বাসীদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

এড ভোকেট জেনারেল পরাস্ত হইয়াছেন। মন্ত্রিদিগের পদত্যাগ বিষয় স্থির করিবার নিমিত্ত কেবিনেট কাউন্সিল সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় মহারাণী স্বয়ং বিচার করিবেন।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

"গ্রেট ন্যাসানেল থিয়েটার"

মহাশয়! বিগত শনিবার দিবস আমরা উপরোক্ত রঙ্গভূমিতে বঙ্কিম বাবু কৃত প্রসিদ্ধ কপালকুণ্ডলার অভিনয় দর্শন করিতে গিয়া-

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ ফাল্গুন সোমবার।

রাস্তা।

উপস্থিত দুর্ভিক্ষ সময়ে শ্রমজীবী দিগকে কর্ম্ম দিয়া রক্ষা করি[illegible] জেলাতেই স্থানে স্থানে রা[illegible] [illegible]রিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যের আরম্ভ করা আবশ্যক, একথা সোমপ্রকাশে বার বার উল্লিখিত হইয়াছে; কারণ শোণখাল কাণানদী খাল নর্থ ষ্টেট রেলওয়ে প্রভৃতি স্থানে কার্য্যারম্ভ হওয়াতে এদেশের সকল জেলার শ্রমজীবী লোক যে সেই সেই দূরতর স্থানে যাইয়া কার্য্য গ্রহণ করিবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এদেশের শ্রমজীবী লোকেরা গ্রামে বা গ্রাম হইতে ২। ১ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে কর্ম্ম পাইলেই তথায় যাইতে পারে, কর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য বাসস্থান ত্যাগ করিয়া দূরদেশে যাওয়া এদেশের (বন্য জাতি ভিন্ন) লোকের স্বভাব নহে। তাহারা বাসগ্রামে কর্ম্ম কার্য্য না পাইয়া অন্না-ভাবে প্রাণত্যাগ করিবে সেও স্বীকার তথাপি বাসস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানা-ন্তরে যাইবে না। সেই নির্ব্বোধ প্রজা দিগকে এই বিপদের সময় রক্ষা করার জন্য সকল জেলারই স্থানে স্থানে কর্ম্মা-রম্ভ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা দেশের সকল লোকেই বুঝিতে পারে, কেবল দুর্ভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্টের কোন কোন কর্ম্মচারী তাহা বুঝিতে সক্ষম হয়েন না। এবিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা অদ্য একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। হুগলী জেলার মধ্যস্থ মগরা ও পাণ্ডুয়ার মধ্যবর্ত্তী খন্যান গ্রামস্থ রেলওয়ের ষ্টেষণ হইতে কালনা যাইবার পথ একেবারে নাই বলিলেও হয়, মাঠের জমির আইল দিয়া যে পথ আছে, তাহা বর্ষা কালে এরূপ দুর্গম হয় যে, কাহার সাধ্য-[illegible] পদ প্রক্ষালনস্থ রাখিয়া তাহাতে গমনাগমন করিতে পারে? অপর কালনা একটী প্রধান গঞ্জ। কলি[illegible]

[illegible] রেলযোগে তথায় লইয়া যাইতে হইলে এক্ষণে যে সকল দ্রব্য পাণ্ডুয়ায় লইয়া [illegible] [illegible] এবং তথা হইতে ইলছোবা [illegible] কালনায় লইয়া যাইতে হয়, কিন্তু ঐপথ কিরূপ সঙ্কট তাহা যাঁহারা "শিরোবেষ্টনে নাসিকা স্পর্শ" এই ন্যায়ের অর্থ বুঝেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু খন্যান হইতে ইলছোবার মধ্য দিয়া কালনা পর্য্যন্ত যদি একটী রাস্তা করা হয়, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে কালনা এবং কালনা হইতে কলিকাতা গমনাগমনের পথ সুগম হয় কেবল তাহা মাত্র নহে। কালনার ন্যায় মগরাও এক্ষণে একটী প্রধান গঞ্জ হইয়াছে, কিন্তু ঐ গঞ্জের সহিত কালনার গঞ্জের রাস্তার যোগ নাই। খন্যান ষ্টেষণ হইতে ইলছোবার মধ্য দিয়া কালনা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা হইলে ঐ দুই গঞ্জের যোগ হইয়া বাণিজ্য কার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি ও তৎসঙ্গে লোকের অসীম সুবিধা হইতে পারে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ঐ খন্যান ষ্টেষণ হইতে ইলছোবার মধ্য দিয়া (পাণ্ডুয়া দিয়া হইলে সরল হইবে না) কালনা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা হইয়া লোকের গমনাগমনের সুবিধা হয় এবং সেই সুযোগে দুর্ভিক্ষপীড়িত ঐস্থানস্থ শ্রমজীবী লোকেরা কর্ম্মকাজ পাইয়া উদরান্নের উপায় করিতে পারে এই প্রার্থনা জানাইয়া ইলছোবা মোণ্ডলাই গোলাগড় ভাঁবা দাসপুর দেপাড়া প্রভৃতি কয়েক গ্রামের ভদ্রলোকেরা হুগলীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তথাকার একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট এক এক দরখাস্ত প্রায় দুই মাস অতীত হইল প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই এ পর্য্যন্ত তাহাতে মনোযোগ করেন নাই। সময় বহিয়া যায়, ঐ প্রদেশে ভয়ঙ্কররূপে দুর্ভিক্ষ ব্যাদান করিতেছে, অতএব আমরা বিশেষরূপে অনুরোধ করি হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও একজিকিউটিব [illegible]নিয়ার সাহেব মহোদয়েরা খন্যান ষ্টেষণ হইতে ইলছোবার মধ্যদিয়া কালনা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণের কার্য্য অতি সত্বরে আরম্ভ করুন এবং ঐ প্রদেশস্থ দুর্ভিক্ষাক্রান্ত নিরুপায় শ্রমজীবী লোকদিগের অন্ততঃ এক সন্ধ্যার নিমিত্তও উদরান্নের উপায় করিয়া দিয়া উহাদিগকে কালের করাল দর্শন হইতে রক্ষা করুন।

আধুনিক রঙ্গভূমি।

কয়েক বৎসর অবধি দেশে রঙ্গভূমির বড় শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। নানা দিকে নানা সম্প্রদায় উৎসাহের সহিত অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয় নাটক লেখা যেন দেশীয় গ্রন্থকারদিগের এবং নাটক অভিনয় করা ও অভিনয় দর্শন করাই যেন যুবকদিগের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের যুবকগণ যখন যে দিকে গমন করেন তখন দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াই সে দিকে ধাবিত হন। দেখিতে দেখিতে এক কলিকাতাতেই তিনটী প্রকাশ্য রঙ্গভূমি নির্ম্মিত হইয়াছে। তিন সম্প্রদায় অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই কার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছেন। এমন কি এক সম্প্রদায় রঙ্গভূমিতে কুলটা অভিনেত্রী নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরি দেখাইয়াছেন। [illegible] সম্প্রদায়ই রঙ্গভূমিকে ব্যবসায়[illegible] দ্বা[illegible] করিয়াছেন। তাহা মন্দ নহে, কি[illegible] তাঁহারা লাভবান হইতে পারিবেন।
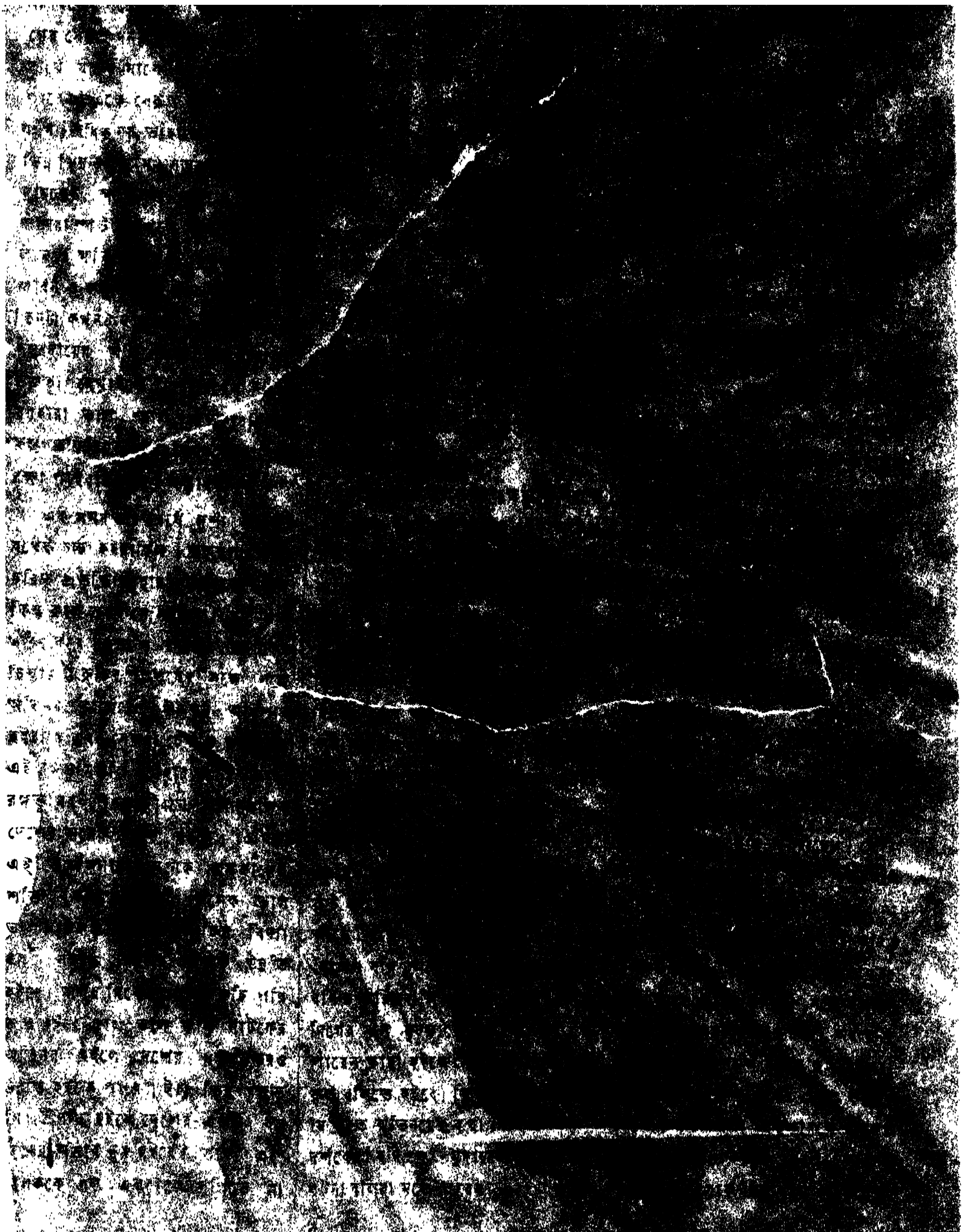
নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের রঙ্গভূমির নিশ্চয় উন্নতি হইবে।

কালীঘাটের নিকটে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজীস্কুল স্থাপনের আবশ্যকতা।

কলিকাতার উপনগর স্থিত জন পদ সকলের মধ্যে ভবানীপুর কালীঘাট আলিপুর এবং খিদিরপুর প্রভৃতি স্থান গুলি বহুজনসম্পন্ন ও অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী। হাইকোর্ট এবং আলিপুরের কাছারিগুলি নিকটে থাকাতে এই সকল স্থানে নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং দেখিতে দেখিতে লোক সংখ্যাও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। এমন কি ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে দুই তিন গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে যেরূপ লোক সংখ্যা তদুপযুক্ত বালকদিগের শিক্ষোপযোগী [illegible] নাই। যাহারা সন্তানদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে কলিকাতার কোন স্কুল হিন্দু স্কুল প্রভৃতিতে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিতে হয়। তাহাতে অত্যন্ত ব্যয় বাহুল্য। প্রতি দিন ভবানীপুর কালীঘাট কিম্বা খিদিরপুর হইতে যাতায়াত করিতে বালকদিগের নিতান্ত অসুবিধা হয়। গ্রীষ্মের রৌদ্রে ও বর্ষার জলে গাড়ির জন্য লালায়িত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে হয়; হয় ত কোন কোন দিন গাড়ি জুটিয়াই উঠে না। বহু দিন এই সকল স্থানের অধিবাসীরা এই অসুবিধা সহ্য করিয়া আসিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই আজি পর্য্যন্ত কি গবর্ণমেন্ট কি স্থানীয় লোক কেহই এই কষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক মনে করেন নাই। ভবানীপুরে মিশনরি মহাশয়দিগের একটী স্কুল আছে বটে কিন্তু তাহার উপর লোকের সেরূপ শ্রদ্ধা নাই এবং তাহাতে লোকের ইচ্ছামত উত্তমশিক্ষার উপায়ও নাই। ইহা ভিন্ন ইতস্ততঃ আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কুল আছে গবর্ণমেন্ট সেই সকল স্কুলে সাহায্য করিয়া থাকেন; কিন্তু সে সকল স্কুলের অবস্থাও ভাল নয়। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কুল চারি দিকে থাকাতে সেই গবর্ণমেন্টের অর্থব্যয় হইতেছে সেই স্থানীয় লোকদিগকে ব্যয় স্বীকার করিতে হইতেছে অথচ কোন রূপ বিশেষ কার্য্য করিতেছে না। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, যে ২৪ পরগণার স্কুল কমিটী এই রূপ কয়েকটী স্কুল একত্র করিয়া একটী উচ্চশ্রেণীর স্কুল স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি উপনগরীয় মিউনিসিপালিটী শিক্ষার্থে যে কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, শুনিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে কয়েক শত টাকা এই স্কুলের জন্য গ্রহণ করিবার সংকল্প আছে। অবশিষ্ট যদি কিছু ব্যয় আবশ্যক হয় স্থানীয় কমিটীর সংগৃহীত চাঁদা দ্বারা সে ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। এই প্রস্তাবটী মন্দ নহে। কিন্তু ইহাতেও অধিবাসী দিগের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিবে কি না সন্দেহ। আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেন্টের এই ভার নিজের হস্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেন্ট হস্তে লইলে তাহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি সম্বন্ধে আর লোকের আশঙ্কা থাকে না; সুতরাং লোকে সহজে সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে সম্মত হয়। আমাদের বোধ হয় উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিলে এবং পাঠনার উত্তম রীতি ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলে অল্প দিনে ছাত্রসংখ্যা এত বৃদ্ধি হইতে পারে যে নিজের আয়ে নিজের ব্যয় চলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক স্কুলটী লাভবান হইতে পারে। একটী গবর্ণমেন্টের জেলা স্কুল হইলে প্রায় ৪০০ শত বালক জুটিতে পারে। গড়ে দুই টাকা করিয়া বেতন লইলেও ৮০০ শত টাকা উঠিবে; ইহার মধ্যে ৬ শত টাকাতে উত্তমরূপ স্কুল চলিতে পারে, অতি উপযুক্ত লোক মিলিতে পারে এবং পাঠনাকার্য্যও সুন্দররূপে চলিতে পারে। প্রথম শিক্ষকের বেতন ২০০ শত টাকা করিলে একজন উত্তম লোক পাওয়া যায়।

এই স্কুল সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বিবেচ্য আছে। সেটী এই, কোন্ স্থানে স্কুলটী স্থাপিত করা উচিত? ভবানীপুরে স্থাপিত করিলে মিশনরিদিগের কিছু ক্ষতি হইতে পারে এবং টালিগঞ্জ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানের বালকদিগের পক্ষে অসুবিধা ঘটে। আমাদের বোধ হয় কালীঘাটের দক্ষিণভাগে প্রতিষ্ঠিত করিলে সকল দিকের বালকদিগের সুবিধা হইতে পারে। এক দিকে রসাপাগ্লা ও টালিগঞ্জ অপর দিকে ভবানীপুর; এক দিকে খিদিরপুর ও আলিপুর এবং অপর দিকে চাকুরিয়া ও বালিগঞ্জ এই সকল স্থানের বালকদিগকে পাওয়া যাইবে। আমরা এই প্রস্তাবটী বিবেচনা করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করি। এই কার্য্যটী করিলে ঐ সকল স্থানের বালকদিগের শিক্ষার বিশেষ সদুপায় হইবে। গবর্ণমেন্ট নিজে জেলা স্কুল খোলা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করেন, প্রথম প্রস্তাবানুসারে [illegible]নিসিপালিটীর টাকা লইয়া এবং [illegible] স্কুলগুলি তুলিয়া একটী [illegible] স্কুল স্থাপন করা [illegible] পাওয়া যায় ভবানী পু[illegible]র মহাশয়েরা এই প্রস্তা[illegible] প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন [illegible] সাহায্য করিতে পারেন। [illegible]

কটকের ভূমি প্রত্যর্পণ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ঘোষ ১৮৫৭ অব্দের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সি. টি. মেটকাফ, পাটনাবিভাগের একজন অতিরিক্ত কমিশনর হইলেন।

[illegible] উইলিয়ম জেমস হার্সেল কুচবিহার বিভাগের সারকিট ও রেবেনিউর কমিশনর হইলেন।

সাহাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, আর মারিণ্ডিন উত্তর ত্রিহুতে বদলী হইলেন

২৪ এ ফেব্রুয়ারি। বরিসালের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার, সব ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জলপাই গুড়ির প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ বি ম্যাক্সওয়েল অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, টুইডি দিনাজপুরে রহিলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্যামাচরণ মজুমদার সাসারাম উপবিভাগের ভার পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহাঁরা একণে বিহারের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন) ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধের বিচারার্থ বিশেষ মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন-

কাপ্তেন আর এচ, এফ. রেনিক, বি, এস সি।

মেজর সি, এ. ডিকাণ্টজো, বি, এস সি।

কাপ্তেন রেনিক যিনি চম্পাঘাটে রহিলেন, ত্রিহুত এবং মুঙ্গের বিভাগে এই সকল ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন, মেজর ডিকাণ্টজো ত্রিহুত এবং গঙ্গার উত্তর বক্সার ঘাটের চতুর্দ্দিকে ৫ মাইল পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। মানভূমের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর আর ডি হেয়ার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি। বাবু গো[illegible]চন্দ্র বসু কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের অন্তর্গত সন্দীপের মুন্সেফ হইলেন।

জলপাইগুড়ির প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ বি ম্যাক্সওয়েল তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, টুইডি যিনি দিনাজপুরে রহিলেন, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিহুতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি,. জে, সি, ডি ডাল্টন সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

আমাদের বাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। সর্ব্বত্রেই দুর্ভিক্ষের রুদ্রমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে। ঈশ্বরের অসীম করুণা ব্যতীত ইহার ভয়ঙ্কর কবল হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। এবার দীন দুঃখী ও অনাথদিগের কি দশা হইবে, ভাবিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। এই সকল লোক ইহার মধ্যেই উদরান্নের সংস্থানার্থ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, দিনাজপুর জেলার সুন্দরপুর নামক স্থানের জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি উপায়ান্তরাভাবে স্বীয় যুবতী স্ত্রীকে অপরের নিকট নয় টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে হতভাগ্য পেটের জ্বালায় এই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কি শোচনীয় ব্যাপার!

এই সুন্দরপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের জমীদারী আছে। শ্যামাশঙ্কর বাবু উপস্থিত বিপদ হইতে প্রজাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেকগুলি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। অনেকের খাজনা মাপ করা হইয়াছে। রিলিফের কার্য্যের জন্য ও পুষ্করিণী ইত্যাদি হইতেছে। এসময়ে জমীদারগণের এইরূপ সদনুষ্ঠানের বিষয় শুনিলে হৃদয় অনেক আশ্বস্ত হয়।

২। শিবালয়ের নিকট রেলওয়ে কোম্পানির প্রস্তাবিত ডক প্রস্তুত হইয়াছে। আপাততঃ একখানি ষ্টীমার ও একখানি ফ্লাট মেরামত হইতেছে। রেলওয়ে কোম্পানির অনেকগুলি কর্ম্মচারী এস্থানকে গুলজার করিয়া তুলিয়াছে। শুনিতে পাই ইহাদের দৌরাত্ম্যে নাকি নিকটবর্ত্তী গ্রাম উৎপীড়িত হইয়া থাকে। এবিষয়ে কোম্পানির মনোযোগ বিধান করা কর্ত্তব্য।

৩। কয়েক দিন হইল ঢাকার সব ইনস্পেক্টীং পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত মিত্র মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। তত্রত্য পোষ্ট আফিসের কার্য্য প্রণালী ও উহার গত দুই মাসের আয় দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যকান্ত বাবু নিরতিশয় সাধু প্রকৃতি ও মিষ্টভাষী সকলেই ইহাঁর সহিত আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

পোষ্ট আফিসের আয় দেখিয়া সূর্য্যকান্ত বাবুর ন্যায় আমরাও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। গত বারে সোমপ্রকাশে ডিসেম্বর মাসের যে আয়ের সমষ্টি লিখা হইয়াছিল, তাহাতে কিছু ভুল ছিল। উক্ত মাসের বাস্তবিক আয় ২৭২ ৸৵০ এবং জানুয়ারি মাসের ২৫৯।৵১০ হইয়াছে মাসিক ব্যয়ের সমষ্টি ৬৩।০ টাকা মাত্র। এরূপ আয় পোষ্ট আফিসের বিলক্ষণ পরিপোষক সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি, আগামী মার্চ্চ মাসের পরেই তত্রত্য পোষ্ট আফিস স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৪। কয়েক দিন হইল. মাণিকগঞ্জের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয় আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। স্কুল দেখিয়া এবার সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন

৫। এখানে একটী ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে। শিকারী গ্রামের অনেক উপকার করিল।

হয় না। রাজা প্রজার দুঃখ মোচন না করিলে কি রাজ্যের কতকগুলি ধনী লোক দ্বারা সমস্ত প্রজার দুঃখ দূর হইতে পারে?

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

গত ১০ ই ফাল্গুন শনিবার আমি বহুবাজারস্থ বঙ্গনাট্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু কৃত সতীনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম স্থান অতি সংকীর্ণ কেদেরাগুলি এ প্রকারে সাজান হইয়াছে যে তাহাতে বসিয়া পা উপরে তুলিয়া না রাখিলে কোনরূপে চলে না। কেদেরা সকল এ প্রকারে সাজানতে দর্শকগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। আমার মতে যেরূপ স্থান, অল্প পরিমাণে টিকিট বেচিলে আগামী বারে আর এরূপ কষ্ট না হইবার সম্ভাবনা।

রঙ্গভূমি সাজান উত্তম হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে সম্যক্ রূপ যত্ন করিয়া দর্শকগণের চিত্তে আনন্দ বিতরণে তৎপর হইলেও বিশেষ রূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কারণ নাটকখানি লেখার স্থানে স্থানে বিশেষ দোষ থাকাতে কোন কোন অভিনেতার যত্ন বিফল হইয়াছে। এমন কি এক এক স্থানে ছড়া কাটানর ন্যায় হওয়াতে শ্রোতৃগণের নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল।

অভিনেতৃগণের মধ্যে দক্ষ নারদ, শিব, দৈবজ্ঞ ও শান্তিরাম এবং প্রসূতি ও সতীর অভিনয় নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু নারদের মুখে সংস্কৃত কথাগুলির উচ্চারণের বিশেষ দোষ লক্ষিত হইয়াছিল আশা করি বারান্তরে উহা সংশোধন করিতে যত্নবান হইবেন। শান্তিরামের সঙ্গে যদিও নাটকের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তিনি অভিনয় কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বন্দীর গান অতি উত্তম হইয়াছিল, এমন কি সে সময়ে পক্ষিগণের কলরবে রাত্রি দুই ঘটিকার সময় ঠিক যেন ভোর হইয়াছে এ প্রকার বোধ হইয়াছিল। [illegible] [illegible]য়, কেবল তাঁহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ দাস একজন সুবিজ্ঞ বাদ্য মাষ্টার হইয়াও সে দোষ সংশোধনে যত্ন করেন নাই এটি নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই, বোধ হয় বারান্তরে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩ ই ফাল্গুন
১২৮০ জনৈক দর্শক।

—:০:—

"গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটর"।

বিগত ১০ ই ফাল্গুন শনিবার "গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটরে" বঙ্কিম বাবুর বিখ্যাত "মৃণালিনী" অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আমরা তথায় উপস্থিত থাকিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহার দোষগুণ বর্ণনা করিবার ত্রুটী করিব না।

অভিনয়ের বিষয়ে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয় মনোযোগ করা আবশ্যক। তাহা এই, যে পুস্তক অবলম্বন করিয়া মৃণালিনী নাটক প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে সেই পুস্তকের কতদূর সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইয়াছে এবং হইতে পারে তাহা দেখা উচিত। পূর্ব্বাপর যে রূপ দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটর কোম্পানির অধ্যক্ষগণ এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বঙ্কিম বাবু যে চরিত্রটী আদ্যোপান্ত রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, অভিনয়েও সেই চরিত্রটীর রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। এই নাটকের প্রধান অভিনেতা হেমচন্দ্র, পশুপতি, মাধবাচার্য্য এবং বক্তিয়ার খিলিজি। স্ত্রীদিগের মধ্যে মৃণালিনী, মনোরমা এবং গিরিজায়া এই তিনটী প্রধান। সামান্য সামান্য অভিনেতাদিগের অভিনয় সংক্ষেপে বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক। প্রথমে দেখা যাউক নায়ক নায়িকা দর্শকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না? নায়ক হেমচন্দ্র [illegible] অনেক বিশেষ চিহ্ন [illegible] করিয়াছিলেন কিন্তু সাধারণের [illegible] পারেন নাই। তাঁহার হেমের গৃহে মৃণালিনীর নিকট যখন [illegible] দুঃখ [illegible] কাতরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন সেই ক্রন্দনটী অত্যন্ত [illegible] লাগিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অভিনেতা ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে (কেন প্রোম্ট) বাক্য দিতে হইয়াছিল। বোধ হয় এই জন্যই মিষ্ট লাগে নাই।

হেমচন্দ্র যখন মৃণালিনীকে নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন পথিমধ্যে গিরিজায়া দাঁড়াইলে তাহাকেও পদাঘাত দ্বারা ভূশায়ী করিয়া চলিয়া গেলেন। এই স্থানের অভিনয়টী চমৎকার হইয়াছিল। মৃণালিনীর যে স্থানে শোক করা উচিত সে স্থানে সেরূপ করিলে [illegible] [illegible] ৩য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কের [illegible] মৃণালিনী যে কবিতাটী পাঠ করিলেন, তাহা [illegible] মধুর হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার সঙ্গে সুরটী ভাল হয় নাই। মৃণালিনীর [illegible] বিরহজ্বালায় মুহ্যমান [illegible] উচিত।

যেমন মৃণালিনী [illegible] মনোরমা তেমন নয়। মনোরমার অভিনয়টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট [illegible] হইয়াছিল। মনোরমা যখন [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। মনোরমা [illegible] তাহাই [illegible]। এক এক বার মনোরমা গম্ভীর [illegible] দেখা দিলেন, এক এক বার [illegible] সরলা বালার ন্যায় সরল হইয়া [illegible] ব্যবহার করিলেন। [illegible] মার অভিনয়টী [illegible] কোন অভিনয়ই ভাল হয় নাই। [illegible] কথায় [illegible] প্রকাশ পাইয়াছিল। [illegible] আমরা [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৬ সংখ্যা।

" [illegible] প্রতিভিন্নায় [illegible] চন্দ্রমা অনিমত্তমী [illegible] ছায়না। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৮০। ২৩এ ফাল্গুন। ইং ১৮৭৪। ৬ ই মার্চ

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০॥ সাড়ে দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

" আর্য্য জাতির শিল্প চাতুরি " (সচিত্র) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, আদি ব্রাহ্ম সমাজে এবং কলিকাতা গবর্ণমেন্ট শিল্প বিদ্যালয়ে প্রাপ্য; মূল্য ১৸০ ডাক মাশুল ৵০ আনা মাত্র।

" ভারত সার। "

বঙ্গ ভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া " ভারত সার " নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইনডেক্স দেওয়া যাইবে।

" ভারত সার " উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য, [illegible] প্রতি ৷৵০ আনা মাত্র। [illegible] গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রহণেচ্ছু [illegible] নাম ধাম [illegible] নিম্ন লিখিত [illegible] পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪, মীর্জ্জাফর্‌স লেন
কলিকাতা
} ক্ষেত্রমোহনসেন
গুপ্ত বিদ্যারত্ন

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্‌স লেন
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর
পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মদাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা যাইতে পারে; মাশুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ টিকিট পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

চম্পারণ এবং ত্রিহুত জেলায় দুর্ভিক্ষ-সংক্রান্ত কার্য্যের নিমিত্ত অল্পকালের জন্য ২৬ জন ওবরসিয়রের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৭৫ টাকা। উক্ত পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা স্ব স্ব কার্য্যদক্ষতার নিদর্শন পত্র সম্বলিত আবেদন পাটনা ডিবিজনের কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। ২৫ পঁচিশে তারিখের পরে আবেদন পত্র লওয়া যাইবে না।

শ্রীদুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়
কমিশনর সাহেবের পারসোনাল
আসিষ্টান্ট।

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা
এবং বাঙ্গালা ডাইরেক্টরী।

সন ১২৮১ সাল খৃঃ ১৮৭৪। ৭৫

শ্রীবিহারীলাল নন্দী কর্ত্তৃক সংগৃহীত, অতি সুন্দর চিত্রপট সম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে সত্বরায় প্রকাশিত হইবে। বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং বিডন প্রেসে আমার নিকট প্রাপ্য। মূল্য অগ্রিম প্রদান করিলে এক টাকা, তদ্ভিন্ন ১।০ পাঁচ সিকা, ডাকমাশুল ।০ কেহ উক্ত পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার মানস করিলে সংগ্রাহককে জানাইবেন।

কলিকাতা
১২৮০
} শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী " রচনাসার " নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, সত্বরায় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

খুলিবার [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible]র কথা এই যে প্রথম প্রস্তাব হইয়াছে এমন নয়, মাতলা রেলওয়ে প্রভৃতি কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ রেলওয়ে কোম্পানির অধীন ছিল, [illegible] একবার এই প্রস্তাব হয়, কোন [illegible] কেন উক্ত লাইন কোন কোন স্থান দিয়া যাইবে [illegible] বা ব্যয় পড়িবে এ পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছিল। সে সময়েও সোমপ্রকাশে এই [illegible]র অনুকূলে অনেক কথা লিখিত হয় কিন্তু উক্ত কোম্পানি আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। তাঁহারা যে মাতলা রেলওয়ে খুলিয়াছিলেন তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে সেটী গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বে কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ রেলওয়ে কোম্পানি এক মাত্র লাভ গণনা করিয়াই কুল্পী লাইন খুলিবার প্রস্তাব করেন, এক্ষণে এই লাইনটী খুলিবার আর একটী প্রবল কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সেটী বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ পীড়িত দরিদ্র দলকে সাহায্য দান। দরিদ্র দলকে সাহায্য দান ও গবর্ণমেণ্টের লাভ, এই দুটী কারণের প্রত্যেকটীই উক্ত শাখা রেলওয়েটী খুলিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। প্রথমতঃ বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ জন্য দরিদ্রদিগের কষ্ট নিবারণার্থ স্থানে স্থানে যে সকল রিলিফ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এ অঞ্চলে তাহার কোন অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে না। শোণ খাল খননের বাঁধ মেরামতিও [illegible] প্রভৃতি যে সকল কার্য্য হইতেছে [illegible] [illegible] সেই [illegible] রেলওয়েটীর [illegible] সেটী [illegible] কলিকাতার [illegible] স্থান [illegible] লোকের বিস্ত[illegible] হইবে [illegible], কেবল [illegible] লাভের আশা না করিয়া যাহাতে দরিদ্র প্রজাবর্গের দুর্ভিক্ষকষ্ট নিবারিত হয় তদ্বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পবলিক ওয়ার্ক সকল করা হইবে। অতএব লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরের এই বাক্য অনুসারে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও এই রেলওয়েটী করা উচিত বলিয়া অনুমান হইবে। তদ্ভিন্ন আপাততঃ ইহা দ্বারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য হইয়া ভবিষ্যতে এই রেলওয়েটী ইহার উভয় পার্শ্বস্থ স্থান সমূহের লোকের মহোপকার সাধন করিবে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ লাভের আশা আছে। বাণিজ্য দ্রব্য ও আরোহী এই দুটীই লাভের উপায়, এই দুটী হইতেই বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা আছে। বড় বড় ও মধ্যবিধ জাহাজ সকল পূর্ণ জোয়ার না হইলে হুগলী নাইতে আসিতে পারে না, সুতরাং ঐ সকল জাহাজকে জোয়ারের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তাহাতে সময় ও কার্য্য ক্ষতি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন উপায় নাই বলিয়াই বণিকদিগকে অগত্যা এই সময় ও কার্য্য ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়; গবর্ণমেণ্ট যদি কুল্পী পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেন, ঐ সকল জাহাজ অনায়াসে তথায় আসিতে পারে এবং তথা হইতে জাহাজস্থ বাণিজ্য দ্রব্য সকল রেলওয়েতে অতি সত্বরে কলিকাতায় নীত হইতে পারে। ক্রমে কুল্পী একটী রীতিমত বন্দর হইয়া উঠিতে পারে। এটী গবর্ণমেণ্টের অল্প লাভের [illegible], এতদ্ভিন্ন স্থানীয় বাণিজ্য [illegible] বিলক্ষণ লাভ আছে। দক্ষিণ দেশ আতপ ও সিদ্ধ চাউলের একটী প্রধান স্থান। মগরা হাটতে ঢোলা মিত্রের গঞ্জ প্রভৃতি হাট হইতে বিস্তর চাউল কলিকাতায় রপ্তানী হয়, এক্ষণে ভাল সুবিধা না থাকাতে উহা কলিকাতায় লইয়া যাইতে অনেক সময় লাগে ও বিস্তর ব্যয় পড়ে, রেলওয়ে হইলে বণিকেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প ব্যয়ে উহা কলিকাতায় রপ্তানী করিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্টও লাভবান হইবেন। চাউল ভিন্ন মৎস্য ও জ্বালান কাষ্ঠ প্রভৃতির বাণিজ্য দ্বারাও লাভ আছে।

বাণিজ্য দ্রব্য ভিন্ন আরোহী দ্বারাও অল্প লাভের আশা নাই। যে সকল স্থান দিয়া রেলওয়ে যাইবে, সেখানকার এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের লোক সংখ্যা অল্প নহে। ডায়মণ্ড হারবার বাঁকীপুর সুলতানপুর মথুরাপুর বারুইপুর জয়নগর প্রভৃতি স্থানের লোক সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ হইবে। এইরূপ বহুজনাকীর্ণ স্থানে রেলওয়ে হইলে আরোহীদ্বারা যে লাভ হইবে না আমাদিগের ত এরূপ বোধ হয় না। রাস্তাদির ভাল সুবিধা না থাকাতে প্রাগুক্ত স্থান সকলের বিস্তর ভদ্রলোক বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে একপ্রকার প্রবাসী হইয়া রহিয়াছেন। রেলওয়ে হইলে আর তাঁহারা অধিক দিন ধরিয়া প্রবাস কষ্ট ভোগ করিবেন না, সর্ব্বদা বাটীতে গমনাগমন করিবেন। ফলতঃ আরোহির সংখ্যা যে অনল্প হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপসংহার কালে বক্তব্য এই, উক্ত রেলওয়ে দ্বারা যখন এই দুর্ভিক্ষ সময়ে দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান ও ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের লাভ এই উভয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে, তখন

কোটি টাকা উঠে তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাহাতে কতই সাহায্য হইবে? গবর্ণমেণ্টের প্রকে পক্ষে ব্যয়। প্রথম শস্য ক্রয় করিতে অন্ততঃ ৫। ৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে; তাহার পর সেই সকল আনয়ন করিতে ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে অল্প ব্যয় হইবে না। যে সকল কর্ম্মচারি শস্য বিতরণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহাদের বেতন পাথেয় প্রভৃতি দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী কারণে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রথমতঃ দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যের জন্য যে সকল রাস্তাপ্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে, সে সকল নির্ম্মাণ করা আবশ্যক ছিল না; সুতরাং সে জন্য যে ব্যয় হইতেছে তাহাও দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন ব্যয় বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনেক জেলার জমিদারদিগকে রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে. এতদ্ব্যতিরিক্ত এবার অহিফেণের চাষ ভাল হয় নাই সুতরাং সে অংশেও গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সর্ব্ব শুদ্ধ ১৮ কোটি টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের বাৎসরিক রাজস্ব প্রায় ৫২। ৫৩ কোটি টাকা। তাহার সমগ্র ব্যয় হইয়া গিয়া বর্ষে বর্ষে ঋণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য সার রিচার্ডের ইনকমটাক্স করিবার প্রস্তাব, সেই ঋণের জন্যই পার্লেমেণ্টের সাক্ষ্য গ্রহণ। আবার এক বৎসরে ১৮ কোটি ঋণ বৃদ্ধি, কিন্তু ঋণ বৃদ্ধির ভয়ে এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট সঙ্কুচিত হইতে পারেন না। কারণ যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি আতিসাধারণ বিপদের সময়ও গবর্ণমেণ্ট ঋণ নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করেন। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সহিত ভারতবর্ষবাসিদিগের স্বার্থের অতি অল্পই সংশ্রব ছিল, তথাপি গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে কোটি কোটি অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সে জন্য এত অর্থব্যয় করা যদি ন্যায় কিম্বা যুক্তি সঙ্গত হয় বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য সে ব্যয় স্বীকার করা যে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, এই ঋণ পরিশোধের উপায় কি? তাহার উত্তর এই, গবর্ণমেণ্ট যদি সে জন্য অল্প পরিমাণে কোন প্রকার টাক্স করেন তাহা হইলেও অন্যায়াচরণ হয় না। কারণ যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এরূপ টাক্স করা রীতি আছে। এতগুলি লোকের প্রাণ রক্ষার জন্য যদি সর্ব্বসাধারণকে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহাতে বিশেষ অন্যায় দেখা যায় না

কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন যে, ইংলণ্ডের যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা হইতে এই কয়েক কোটি টাকা দিলে ভাল হয়। এ প্রস্তাব অতি উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইংলণ্ডের লোকে এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কি না সন্দেহ। ইংলণ্ড ভারতবর্ষের শাসনভার মস্তকে লইয়া যে গুরুতর কর্ত্তব্যসূত্রে আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন এই কার্য্য তাহার উপযুক্ত। ভারতবর্ষ যখন নিজের অর্থে নিজের বিপদ নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন ইংলণ্ডের সেই বিপদ নিবারণের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যে কখনও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এরূপ সাহায্য করেন নাই এরূপ নয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারকালে পার্লেমেণ্ট কয়েকবার কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ মহারাণীর হস্তগত হওয়া অবধি প্রজারা নানা প্রকার দৈব নিগ্রহ সহ্য করিতেছে। অনেকের বিশ্বাস, কোম্পানির সময় অপেক্ষা এখন লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যদি এই সময় এই মহৎ উপকার করিতে পারেন তাহা হইলে লোকের সে সংস্কার দূর হয় এবং প্রজাদিগের রাজভক্তিও বৃদ্ধি হয়।

বিলিফ কমিটির কার্য্য প্রণালী।

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্র প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য স্থানে স্থানে যে সকল রিলিফ কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, কি প্রণালী অনুসারে তাঁহারা কার্য্য করিবেন তাহা জানাইবার জন্য গত শুক্রবার গবর্ণর জেনেরল ইণ্ডিয়া গেজেটের এক খানি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কমিটী সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ "সেণ্ট্রাল কমিটী"। এই কমিটী কলিকাতায় থাকিবে এবং লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইহার সভাপতির কার্য্য করিবেন। চাঁদা আদায় করা, ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় কমিটীর কার্য্য বিবরণ সংগ্রহ ও সমালোচনা করা এই কমিটীর কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ ডিষ্ট্রিক্ট কমিটী অর্থাৎ জেলা কমিটী; জেলা মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর সাহেব ইহার সভাপতির কার্য্য করিবেন। চাঁদা সংগ্রহ করা, প্রত্যেক মহকুমাস্থ কমিটীর নিকট অর্থাদি প্রেরণ করা এবং তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ সংগ্রহ ও সমালোচনা করা এই কমিটীর কার্য্য। তৃতীয়তঃ "সবডিবিজনাল কমিটী" অর্থাৎ মহকুমাস্থিত কমিটী, মহকুমা স্থিত কর্ম্মচারিরা প্রয়োজনমত সভ্য মনোনীত করিয়া এই সকল কমিটী স্থাপন করিবেন এবং তাঁহারাই ইহার সভাপতির কার্য্য করিবেন। ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং ক্ষমতাও অধিক, ইঁহারা আবশ্যক মনে করিলে আপনাদের ভারের কিয়দংশ ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন

উঠিতে পারিতেছে না। এটী ডাকঘরের কার্য্যালয় প্রায় ৪০ বৎসর হইতে চলিল, ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সে সময় দেশের অবস্থা যে কি রূপ জঘন্য ছিল, তাহা সহৃদয় পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। সে সময় হইতে এটী দেশের ভূরি উপকার করিয়া আসিতেছে। ইহা বরাবর আত্মপোষণক্ষম ছিল। ইহার যে আয় হয় তাহাতে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, বলিতে কি, ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে কোন বিষয়ে অণুমাত্র ব্যয়ভার বহন করিতে হয় নাই। যে গৃহে ইহার কার্য্য চলিয়া থাকে, সেটী একখানি পাকা ঘর। এখানকার মহারাজা ঐ গৃহখানি দিয়াছেন। এমন অবস্থার মধ্য দেশে ছুরিকা নিক্ষেপিত করিয়া দিয়া ইহার অঙ্গ বৈকল্য সাধন করা, কর্ত্তৃপক্ষের অতি অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। যে বন্দোবস্তে বনয়ারী আবাদ ডাকঘর শাখা আফিস হইয়াছে, তাহা প্রগাঢ় চিন্তার ফল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট একবার অনুসন্ধান করিয়া এটীকে স্থায়ীরূপে শাখা ডাকঘর করেন ইহা আমাদের অনুরোধ ও প্রার্থনা। এস্থলে আর এক কথার উল্লেখ না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিলাম না। এখানকার পোষ্ট মাষ্টার বাবু কালীপদ মিত্র একজন কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী। ইহাঁর কার্য্যপটুতা দর্শনে প্রীত হইয়া আমরা কয়েক বার সোমপ্রকাশে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলাম। জিজ্ঞাস্য কি, ইহাঁকে আর কত দিন এ সামান্য ডাকঘরে কর্ম্ম করিতে হইবে? ইহাঁর অনেকগুলি সুখ্যাতি প্রকাশক নিদর্শন পত্র আছে। দুঃখের বিষয়, কিছুতেই কর্ত্তৃপক্ষের কৃপা দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পড়িল না। শুনিয়াছি, তাঁহার কোন উত্তর সাধক (মুরুব্বি) নাই। হায় রে অনুরোধ!!!

বিবিধসংবাদ।

১৯ এ ফাল্গুন সোমবার।

আজি কালি পুলিসের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে লোকে পুলিসের উপর নিজ নিজ ধন প্রাণ রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেনা না। অমুক স্থানে চুরি হইল, ডাকাইতেরা অমুকের সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে, পুলিস কিছুই করিতে পারিলেন না, আমরা প্রায়ই এইরূপ সংবাদ পাইয়া থাকি। এমন অবস্থায় কোন পুলিস কর্ম্মচারীর সুখ্যাতি শুনিলে আমরা অতিশয় আনন্দিত হই। সম্প্রতি যিনি সোণাপুর পুলিস ষ্টেসনের সব ইনস্পেক্টর হইয়া আসিয়াছেন তাঁহার কার্য্যদক্ষতা শ্রমশীলতা ও চতুরতা দর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক মাসের কিছু অধিক হইল ইনি সোণাপুরে আসিয়াছেন, এই অল্প কালের মধ্যেই ইনি ৫ টী চুরির অনুসন্ধান করিয়া অপরাধিদিগকে ধরিয়া দণ্ড দেওয়াইয়াছেন এবং শান্তি ভঙ্গের জন্য কয়েকজনের জরিমানা করাইয়াছেন। চোর ডাকাত ধরিতে পারিবেন না, শান্তিরক্ষা করিতে পারিবেন না, কেবল লম্বা লম্বা রিপোর্ট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের মাথায় হাত বুলাইবেন, এরূপ পুলিস কর্ম্মচারী আমরা চাহি না। আমরা ইহার কার্য্য দক্ষতায় যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছি ইহাঁর উন্নতি দর্শন করিলে তেমনি সুখী হই। আমাদের আফিসে যখন চুরি হইয়াছিল সে সময়ে ইনি সোণাপুরে থাকিতেন আমাদের এরূপ ইচ্ছা হইতেছে।

মান্দ্রাজে যে ট্রামওয়ে হইতেছে, আগামী এপ্রেল মাসে উহার কিয়দংশ খোলা হইবে।

গত সপ্তাহে সীতামারী মতিহারী সিগালী এবং বেতিয়াতে টেলিগ্রাফ আফিস খোলা হইয়াছে।

গত মঙ্গলবারে বোম্বাইয়ে দুইজন পারসি ও একজন মুসলমানের হত্যাপরাধে ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

পিয়নিয়ার বলেন, সার জঙ্গ বাহাদুর হস্তী শীকারে বড় বাহাদুরী লইয়াছেন। তিনি ৫০ টী হস্তী ধরিয়াছেন।

অন্নাভাবে শস্য প্রেরণার্থ কার্ণি সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট যে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে ১০ হাজার গরুর গাড়ি ও ২০ হাজার [illegible] ক্রয় করিতে বলা হইয়াছে। ঐগুলি রেলের গাড়িতে পাটনায় পাঠান হইবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব্ব বিভাগে লোকের কষ্ট ক্রমে কমিতেছে। মজুরের সংখ্যাও দিন দিন ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কেবল গোরক্ষপুরে এখনও রিলিফ কার্য্য চলিতেছে। প্রতিদিন প্রায় ১২ শত লোককে আহার দিতে হইতেছে।

মরিসচের সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, গত ১৪ ই জানুয়ারি তথায় ঝড় হইয়া গিয়াছে। পুনরায় উক্ত মাসের শেষে অনেক বার ঝড় হয়। এই ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়, ইহাতে শস্যের অনেক উপকার করিয়াছে। লার্ড নর্থব্রুক বাঙ্গালা দেশ হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে সম্মত হন নাই, এই সংবাদে তথাকার চাউলের বাজার নরম হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট বলেন, গত ২১ এ ফেব্রুয়ারি তথায় কতকগুলি হিন্দু একজন আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহারা দরিদ্রদিগকে অর্থ দানের সংকল্প করেন। নগরের বহু সংখ্য দুষ্ট লোক সেই দানগ্রহণার্থী হইয়া গমন করে, এবং সকলে মিলিয়া গোলযোগ করিয়া টাকা সকল লুঠ করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে একটী দাঙ্গা উপস্থিত হইয়া ১৭ জন স্ত্রীলোক ১০ টী বালক ও একজন পুরুষ হত ও অনেকে আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছে। ইহাদের মধ্যেও অনেকের জীবনের আশা অল্প। দানের বিলক্ষণ ফল হইল।

জন ক্রেতি এই ক্রিবস টমসন সাহেবকে হাইকোর্টের জজের পদ প্রদান করা হইয়াছে।

সিন্ধুয়ান জমক্রান্তিতে শুনিয়াছেন হিরাটের শাসনকর্ত্তা এবং আমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জাকুব খাঁ পারস্যের শাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। শাহা তাঁহাকে তিন খানি তরবার ও অন্যান্য অনেক মূল্যবান উপহার দিয়া বলিয়াছেন, তিনি জাকুব খাঁকে নিজ পরিবারের মধ্যে এক জন বলিয়া ভাবিবেন এবং তাঁহার প্রতি

সম্বন্ধে বলিয়াছেন "নূতন [illegible] অধিবেশনের পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এরূপ একটী [illegible] রিপোর্ট লওয়া উচিত যাহাতে পার্লিয়ামেণ্ট ও সমুদায় ইংলণ্ড বুঝিতে পারেন যে আমাদের ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ প্রজা দুর্ভিক্ষ শনৈঃ শনৈঃ যাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য যথোচিত রূপে সম্পাদন করিয়াছেন কি না? আমাদিগকে বলা হইয়াছে, এপ্রেলের পূর্ব্বে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু আমরা শুনিতেছি ফেব্রুয়ারির প্রথমেই স্থানে স্থানের বহুসংখ্য লোকের খাদ্য ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহারা বৃক্ষের পত্র ও মূলাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। ভারতবর্ষের প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ও ইংরাজ জাতির একটী কর্ত্তব্য আছে, তাহার পালন না করিলে ইংরাজ জাতির একটী চিরস্থায়ী কলঙ্ক হইবে। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে ৭৫০০০০ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, সেই দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্ট সমুদায়ে ৭৫০০০০ টাকা ব্যয় করেন মাত্র। [illegible] প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তার একটী বাটী নির্ম্মাণে ইহা অপেক্ষাও অধিক ব্যয় পড়ে। ইহা দ্বারা এই বোধ হইতেছে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য না করাতেই অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয় এবং অনেককে দারুণ দুর্ভিক্ষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষেও যেন সেরূপ ভ্রম উপস্থিত না হয়। সমুদায় ব্রিটিশ জাতির ইচ্ছা, যখন উপস্থিত দুর্ভিক্ষ হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে হইবে, তখন ইহাতে কত টাকা ব্যয় হইবে সে চিন্তা অতি সামান্য।

এক ব্যক্তি হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিয়াছেন, "পশ্চিম বর্দ্ধমান হইতে প্রায় ২০ জন স্ত্রীলোক মজুরীর জন্য বেলঘরিয়াতে আসিয়াছে। খণ্ডঘোষের নিকটস্থ গ্রাম সকল হইতে ১০ জন গোয়ালা দুর্ভিক্ষ কষ্টে পীড়িত হইয়া কর্ম্মের জন্য আসিয়াছে। পশ্চিম বর্দ্ধমান হইতে প্রায় হাজার লোক আসিয়া উত্তর পাড়ার জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জমীদারীতে পুষ্করিণী খনন করিতেছে। পেট্রিয়ট শুনিয়াছেন, সম্প্রতি প্রায় ৩০ জন স্ত্রীলোক কাশীযোড়া হইতে আসিয়া গৃহস্থের বাটীতে দাসী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, সর রিচার্ড টেম্পল বিহার অঞ্চলে কতদূর করিয়া আসিলেন তাহা বলিবার এবং লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র পুনরায় কার্য্য স্থলে একটী সাহেবকে সঙ্গে করিয়া যাইবেন, বকলাণ্ড সাহেব কাম্বেল সাহেবের নিকট থাকিবেন।

সিংহলের একজন প্লাণ্টার সিলোন অবজার্ভরে লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার ক্ষেত্রের জন্য একশত বাঙ্গালি কুলি লইতে প্রস্তুত আছেন। আপাততঃ তথায় যে সকল কুলি খাটিতেছে উহাদের অধিকাংশই মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছে।

শস্য লইয়া যাইবার জন্য এবং শস্য বোঝাই নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য আর ১৪ খানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার দেওয়া হইবে। ইহার মধ্যে ৪ খানি কলিকাতায় নির্ম্মিত হইবে আর ১০ খানির জন্য ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন, বেলি সাহেবের সাহায্যার্থ পাটনায় আর একজন কমিশনর নিযুক্ত হইবেন।

পূর্ণিয়ায় চারিটী হস্তী প্রেরণের জন্য আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে উত্তর বিহারের সিবিল আফিসর ঐ সকল হস্তী দ্বারা দেশের মধ্যস্থলে শস্য প্রেরণ করিবেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ এপর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ৬৬২৩৷৷ টাকা মাত্র চাঁদা উঠিয়াছে।

দারজিলিঙের প্লাণ্টারদিগের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, নেপালের যত কুলি আসিবে, তাঁহারা তাহাদিগকে কর্ম্ম দিতে প্রস্তুত আছেন।

আগস বলেন, শস্যের রপ্তানী বন্ধ না করার বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করিয়া ডিউক অব আর্গিল গবর্ণর জেনরলকে যে পত্র লিখেন উহা ইংরাজী সংবাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে। হোম গবর্ণমেণ্ট সকল অবস্থাতে এ মতের অনুমোদন করেন না; কিন্তু বলিয়াছেন, বহু শস্য আবশ্যক রপ্তানী দ্বারা সমুদায় নিঃশেষিত হইয়া যাইবে এটী নিশ্চয় না জানিলে রপ্তানী বন্ধ করা উচিত হয় না। কোন কোন অবস্থাতে রপ্তানী বন্ধ করা যে উচিত যে বিষয়ে সকলে একমত হইয়াছেন।

উক্ত পত্রের কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকলে নিযুক্ত করিবার জন্য তত্রত্য কয়েকজন উপযুক্ত সিবিল সার্ব্বেণ্ট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশে ২৬০ জন উপনিবেশী পাঠান হইয়াছে, শীঘ্র আর ৩০০ জনকে পাঠান হইবে।

উত্তর ত্রিহুতে দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে এক কৌতুকাবহ জনশ্রুতি হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগকে বিতরণার্থ গবর্ণমেণ্ট যে সকল শস্যের গোলা করিতেছেন, তৎ সম্বন্ধে লোকের এই এক আশ্চর্য্য সংস্কার জন্মিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট লোকের সাহায্য করিবেন সে কথা অমূলক, নেপালের সহিত একটী যুদ্ধ হইবে, তন্নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন।

লণ্ডনের লার্ড মেয়র কলিকাতার ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে আর ১ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন। এই তৃতীয় বার টাকা পাঠান হইল।

গত ৩ রা মার্চ ইংলিসম্যান মান্দ্রাজ হইতে এক টেলিগ্রাম পান, ২ রা মার্চ তথায় দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে [illegible] সংগ্রহার্থ এক সভার অধিবেশন হয়। লর্ড হবার্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেণ্ট্রল কমিটীর সাহায্যার্থ এক সভা স্থাপিত হয়। সভাস্থলেই ৭০ হাজার টাকা চাঁদা উঠে। গবর্ণর নিজে আড়াই হাজার [illegible] [illegible] খেড়ির রাজা ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

কাশ্মীরের রাজা ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

সাহাবাদ বিভাগে রাস্তা [illegible] [illegible]গের জন্য গবর্ণমেণ্ট ভূমি এবং [illegible] করিয়াছেন।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] উপবিভাগে নূতন রাস্তা [illegible] যে প্রস্তাব হইয়াছে তন্নিমিত্ত ভূমি [illegible] অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৭১ অব্দের ২৬ আইন অনুসারে যাহারা অগ্রিম টাকার জন্য আবেদন করিবেন তাহাদিগের সেই সকল আবেদনের বিবেচনার্থ পুলিষ ইনস্পেক্টর [illegible]চন্দ্র সিংহ কিছুদিনের জন্য [illegible] সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

[illegible] যে রিলিফ কার্য্য সকল হইতেছে তাহার তত্ত্বাবধানার্থ বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

২১ এ ফেব্রুয়ারি। [illegible]পুরের প্রতিনিধি ক্যাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন [illegible], এল, [illegible] উক্ত উপবিভাগের মধ্যে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বর্দ্ধমানের রোডসেস ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় নিজকার্য্য ভিন্ন বাঁকুড়ার রোডসেস কার্য্যের ভার পাইলেন এবং শেষোক্ত বিভাগে ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মানভূমের রোডসেস ডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুনাথ চৌধুরী নিজকার্য্য ভিন্ন বীরভূমের রোডসেস কার্য্যের ভার পাইলেন এবং শেষোক্ত বিভাগে ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা ১৮৭১ অব্দের ভূমির উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধীয় ২৬ আইন[illegible] ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন—

মুরসদাবাদ।

সি, ডি, সি, উইণ্টার—সদর সব ডিবিজন।

বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—জঙ্গীপুর সব ডিবিজন।

টি, জে, মরে—লালবাগ সব ডিবিজন।

জে, সি, উইলিয়মসন—রামপুর হাট সব ডিবিজন।

দিনাজপুর।

এ, সি, ব্রেট

রাজসাহী।

জে, ওয়াড—সদর সব ডিবিজন।

বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ—নাটোর সব ডিবিজন।

রঙ্গপুর।

জি, এচ, ডামান্ট—সদর সব ডিবিজন।

বাবু ব্রজকান্ত রায়—গাইবান্ধা সব ডিবিজন।

জালদহ।

বাবু [illegible]চন্দ্র কর।

বগুড়া।

বাবু প্যারীলাল [illegible]চন্দ্র মিত্র।

২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এচ, বার্নার পূর্ববাঙ্গালা রেলওয়ের চিতপুর শাখা লাইনের জন্য যে ভূমি আবশ্যক তাহা গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, এফ, ওয়ার্সলি কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

মেদিনীপুরের প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ বি, ওলডহাম রিলিফ কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য পাটনায় বদলী হইলেন।

ত্রিহুতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ ডবলিউ কক্রান মেদিনীপুরে বদলী হইলেন।

৩রা মার্চ্চ। বীরভূমের ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible]নাথ মজুমদার বোলপুর হইতে [illegible]পুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইতেছে তাহার নিমিত্ত এবং উক্ত বিভাগে অন্যান্য রাস্তার নিমিত্ত ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, বেলি এবং এল, ই, এম টলিয়ার সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যভার পাইলেন এবং রিলিফ কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য পাটনা বিভাগে রহিলেন।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। মৌলবী [illegible] মহম্মদ কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতের বিশেষ সব রেজিষ্টারের কার্য্য করিবেন।

মৌলবী আলাদত খাঁ কিছুদিনের জন্য চাপরার বিশেষ সব রেজিষ্টারের কার্য্য করিবেন।

বাবু কৃষ্ণহরি বসু কিছুদিনের জন্য [illegible] বিশেষ সব রেজিষ্টারের কার্য্য করিবেন।

২৭ এ ফেব্রুয়ারি। জে কুক [illegible] দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইলেন।

বাবু মদনমোহন সিংহ (জমীদার) ও বাবু [illegible] ঘোষ (জমীদার) মুরসদাবাদের [illegible] জাঙ্গীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইলেন।

২রা মার্চ্চ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পূর্ণিয়ার [illegible] কমিশনর হইলেন—

আর, এ, [illegible], এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র।

জি, এল, হাইস, জমীদার।

বাবু বিষ্ণুচাদ রায়, ধনপত সিংহের এজেণ্ট।

„ মহেশলাল, বণিক।

„ তারাচাদ ঐ

„ গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্লীডার।

মুন্সী ম নরুদ্দীন, প্লীডার।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। বাবু হরচরণ চক্রবর্ত্তী প্লীডার ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ১৫ ধারানুসারে ঢাকার রোডসেস কমিটীর সভ্য হইলেন।

২৮ এ ফেব্রুয়ারি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ৭১ ধারানুসারে পূর্ণিয়ার রোডসেস কমিটীর সভ্য হইলেন।

এচ, কেজ।

জি, বর্ণেল।

বাবু বিষ্ণুচাদ।

„ মনোহর দাস।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। আমরা দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে অনেক লিখিলাম কিন্তু প্রকৃত কার্য্য পক্ষে কিছুতেই কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। এ পর্য্যন্ত বীরভূমের কোন স্থানেই কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। এ দিকে দুর্ভিক্ষ প্রকোপ বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। সমধিক সংগতিপন্ন লোক ভিন্ন সকল স্থানেরই অপর সাধারণের কষ্টের একশেষ হইয়াছে। বলিতে কি, এক বেলাও অনেকে উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পাইতেছে না। এরূপ ভাবে আহার চলিলে সকলেই একে একে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। পূর্ণ মাত্রায় আহার অভাবে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্য্য হইবে। এমন অবস্থায় যে শরীর নানা রোগের আবাস হইবে না, কে তাহার প্রতিভূ হইবে? গর্ভ

হই সকল দেখিয়া [illegible] উদ্রেক হয়। আমরা এখন [illegible] করিতেছি যে ডিপুটি কমিশনর সাহেব [illegible] টীতে রেজিষ্ট্রারির আফিস সকল দিক ভাল থাকে। নতুবা আমরা ভাবিব যে কর্ণেল হপ্কিন্সন সাহেব কর্ণেল কিটিঞ্জকে মাথায় দিব্য দিয়া শিলংএ থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন।

গৌহাটী
৪ঠা ফাল্গুন
১২৮০ সাল } কস্যচিৎ দেশহিতৈষিণঃ

—:০:—

মহাশয়! সাতক্ষিরা মহকুমার পূর্ব্বাংশে ৩ ক্রোশ ব্যবধান ইন্দীড়া, আগোরদাড়ি, গোদাঘাটা, কামার কুড়া, রায়নিয়া, বাঁশঘাটা, মাধবকাটী, এই কএক খানি গ্রাম আছে। এগুলি পূর্ব্ব হইতে অতি প্রসিদ্ধ ভদ্র পল্লী কিন্তু এখানে কোন স্কুল কি ডাক্তার খানা অথবা রাস্তা ও ভাল জলাশয় কি নদী না থাকায় দেশের যে কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষবাসিদিগের উন্নতি নিমিত্ত প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে স্কুল ও ডাক্তারখানা স্থাপন খাল খনন ও রাস্তা প্রস্তুত ইত্যাদির দ্বারা গ্রাম সমূহের উন্নতি করিতেছেন, কিন্তু এই কএকখানি গ্রামবাসি হতভাগা ভদ্রগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে যখন যে নূতন কর ধার্য্য হইতেছে তাহা আমরা প্রাণপণে বহন করিতেছি, তাহাতে উপকার হওয়া দূরে থাকুক উক্ত পল্লি সমূহ ক্রমে বিদ্যাবিভব ও নদী রাস্তা অভাবে অরণ্যময়ী হইতেছে। বিশেষতঃ ঐ কএক খানি গ্রামের মধ্যে নৌখালি নামক যে একটী মৃত খাল আছে একণে উহার স্রোত রহিত ও দামে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বৎসর বৎসর চৈত্র মাসের মধ্যেই তাহার জল প্রায় শুষ্ক হয়, স্থানে স্থানে যে এক একটু কর্দ্দম মিশ্রিত জল থাকে তাহা পশ্বাদিরও পানোপযোগী নয় কিন্তু আমাদিগকে তাহাই ব্যবহার করিতে হয়। বর্ষা প্রভাবে খালটী প্লাবিত হইলে নিমজ্জিত দুর্ব্বা ও দাম ইত্যাদি পচিয়া জল বিবর্ণ হয় ও তন্নিবন্ধন দুর্গন্ধ হয়। ইহাতে মেলেরিয়া জ্বর প্রভৃতি নানা বিধ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া এমন কি কত শত লোক অকালে [illegible] উপস্থিত হয়। ঐ মৃত খালের পার্শ্ববাসিদিগের মধ্যে প্রায় কাহাকেও সুস্থশরীরে দেখা যায় না। উক্ত কএকটী পল্লী মধ্যে এমন ধনি এক ব্যক্তিও নাই যে ঐ মৃত খালটীর জীর্ণ সংস্কার করিয়া দেশের হিতসাধন করেন। বৎসর বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যেরূপ জল কষ্ট হইয়া থাকে এবৎসর একণেই তদ্রূপ ঘটনা হইয়াছে, দেশান্তর বাসিদিগের কেবল দুর্ভিক্ষ বশতঃ [illegible] কিন্তু আমাদিগের অদৃষ্টে উভয় কষ্টে যে কিরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আমাদিগের প্রার্থনা এই যে দেশহিতৈষী লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বাহাদুর এবিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রোড সেস ফণ্ড হইতে উল্লিখিত খালটীর সাতক্ষিরার কাটা খাল হইতে ভাড়ুখালি গ্রামের নিম্নস্থিত সোনাই নদী পর্য্যন্ত ৬ মাইল পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়া তৎপার্শ্ববাসি কএক খানি ভদ্র পল্লীর ব্যক্তি সমূহের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া জীবন রক্ষা করুন। এই খালটীর জীর্ণ সংস্কার করিলে প্রায় ৩ সহস্র লোকের জল কষ্ট নিবারণ, উহাদের স্বাস্থ্য রক্ষা, উপস্থিত দুর্ভিক্ষে দরিদ্রদিগের সাহায্যদান এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা এই সকল পল্লীর উন্নতি সাধন, এই কয়টী মহোপকার সাধিত হইবে।

নৌখালি তীরবাসী
হতভাগ্য ভদ্রগণ।

———

কাশীর স্থানে স্থানে অন্ধ, খঞ্জ, প্রভৃতিদিগের নিমিত্ত জয়পুর, বিজয়নগর পুটিয়ার রাণী ও কাশীর রাজা প্রভৃতি কর্ত্তৃক কয়েকটী ছত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার কার্য্য সুশৃঙ্খলার জন্য অধ্যক্ষও নিযুক্ত আছেন। কিন্তু আজি কালি উহার কার্য্য প্রণালী দেখিলে মনোমধ্যে ঘৃণা উপস্থিত হয়। একণে ছত্রগুলি দরিদ্রদিগের আশ্রয় স্থান না হইয়া অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিদিগের প্রতিপালন ও তাহাদিগের সুখস্বচ্ছন্দের স্থান স্বরূপ হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ছত্রের দ্বার উদ্ঘাটিত থাকে। প্রায় সকল গুলিতেই উক্ত নিয়ম আছে। যাহারা ছত্রের মুখাপেক্ষী তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি উপবীতধারী সবলকায় পুরুষ। ইহাদিগের মধ্যে অনেক প্রতারক উপবীতধারীও আছে। ইহারা যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে উদর পূর্ণ করিয়া হৃষ্ট মনে চলিয়া যায়, পরে সমস্ত দিবস প্রতারণা ও ভিক্ষা কার্য্যে লিপ্ত থাকে। সন্ধ্যার পরে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া দেবালয়ে বিশ্রাম লয়। প্রতারণা প্রভৃতিতে যাহা কিছু অর্জ্জন করে তাহা দেবীগণের পাদসেবায় নিঃশেষিত হয়। এইরূপে যে তাহারা কাশী ধামে কি স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে তাহা বর্ণনীয় নহে। কেবল উপবীতধারী হইলেই যদি ছত্রের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে ছত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত হয় না।

সম্প্রতি কোন বিদেশীয় কায়স্থ নিরুপায়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত আপন অবস্থা কোন ছত্রাধ্যক্ষের গোচর করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার সে প্রার্থনাতে কোন ফল হয় নাই। ইহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও তথাকার অধ্যক্ষগণের নিকটে সানুনয়ে নিবেদন করি, কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির উদর পূর্ণ না করিয়া যে সকল অনাথ দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ প্রকৃত দানার্হ পাত্র তাহাদিগের আহার দান বিষয়ে মনোযোগী হন।

কাশী
১২৮০
২রা ফাল্গুন } অনুগত
শ্রী উ. কু. চ

———

মহাশয়! হাঁপানি কাশী অতি দুর্দ্দান্ত রোগ, ইহার প্রতীকারের কোন ঔষধ আছে কি না তাহা বলিতে পারা যায় না, অনেকে এইরূপ তর্ক করিয়া থাকেন। আমার কোন আত্মীয় ব্যক্তি ঐ পীড়াতে অতিশয় কষ্ট

রেজিষ্টারি করা।
২৮ নং। [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। | ১৭ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ৪ ঠা চৈত্র। ইং ১৮৭৪। ১৬ ই মার্চ্চ

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতায় দ্রব্যাদির [illegible] [illegible] এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন। কলিকাতায় অনেক [illegible] প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন; কিন্তু তাহারে এরূপ কোন অনুষ্ঠান নাই; সেই নিমিত্ত এজেন্সীর দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

১২৭৮ সালের ১৩ ই আষাঢ়ে যে ৬ খানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তন্মধ্যে অগ্রে ব্রহ্ম-জামল নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের চৈতন্য কল্প পর্য্যন্ত সংকলন পূর্ব্বক প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার মূল্য ১ টাকা ও ডাকমাশুল /০ আনা।

মেদিনীপুর
বক্সীবাজার
শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ
সেনের বাসায়
} শ্রীজয়গোবিন্দ দেব।

—:০:—

নীলামী ইশ্‌তিহার।

বঙ্গদেশের লেপ্টনান্ট গবর্ণরের ব্যবস্থা সভার ১৮৬৮ সালের ৭ ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মহাল ১২৭৯ সালের বাকী মালগুজারি আদায় জন্য আগামী ইংরাজি ১৮৭৪ সালের ২৩ মার্চ্চ তারিখে মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮০ সালের ১১ চৈত্র—তারিখ সোমবারে আলিপুরের কালেক্টরি কাছারিতে বেলা দুই প্রহরের পর বিনা সর্ত্তে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনানুসারে নিলাম করা যাইবেক, ইতি ১৮৭৪ সাল তারিখ ৪ মার্চ্চ মোতাবেক ১২৮০ সাল তারিখ ২১ ফাল্‌গুন।

খাস মহাল পঞ্চান্ন গ্রামের
ডিবিজানের অন্তর্গত
মহাল

ডিবিজন	সব ডিবিজন	মৌজার নাম	হোলডিং নম্বর
১	"	"	"
"	২	চারখোপা পাড়া	১০০
"	৫	চিতপুর	৩৬
"	৭	পূর্ব্বসিঁথী	৩৪। ১৭৫। ১৮২। ১৯৪। ২০৭। ২২৩
"	৮	উত্তর সিঁথী	৬২। ১৪১
	৯	মির্জ্জসিথী	৩৫।৩৭। ৪৬। ৬৭।৯৫।১২৭। ১২৯।১৬৩।১৮০। ১২৬। ২৭২
২	৩	পূর্ব্বদক্ষিণ দাড়ি	১৫। ৬০
"	৫	নয়াবাদ	৫০। ৬৫। ৭২। ১৫৫
"	৬	দক্ষিণ দাড়ি	২৪ ৬৩
"	৭	বেলগেছ্যা	১৭
৩	১	দত্তের আবাদ	৯। ৩০। ৪২
"	২	মল্লীকের আবাদ	৯
"	৩	উত্তর বালিয়াঘাটা	২।১৯
"	৪	দক্ষিণ বালিয়াঘাটা	২০
"	৮	পূর্ব্ব সুঁড়া	১৫২
"	১০	খেঁদাগঞ্জ	৭
"	১১	কাকুড় গাছি	৪৭
৪	এ	তিলজলা	৯। ৪৪। ১২৬। ২৬১
"	বি,	ইটালী	২০ ৫৯।এ,৯৬। ২৮৯। ৩৯১। ৪২২। ৫১১
"	ই,	পশ্চিম ইটালী	৩ ৪৩। ১১৮ ২৪২ বি
৫	এ,	পরাল নগর	৪৮
"	এফ	কড়েয়া	১৫ ৬২
"	জি,	দক্ষিণ কড়েয়া	৩৯ ব,
৬	সি	কাঁসারি পাড়া	১৫৭ ১৮৮। এ
"	ডি,	ভবানীপুর	১৭৯ ২১৩। ৩১০। ৩৩৩
"	ই,	উত্তরকালিঘাট	২৩৯
"	জে,	উত্তর চক্রবেড়	।২০। ১১৯। ১৬৬

শ্রীপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়।
তৌজীনবিশ

আলিপুর
৬ ই মার্চ্চ
১৮৭৪
} শ্রীকালীচরণ ঘোষ
ডেপুটী কলেক্টর

নীলামী ইশ্‌তিহার।

বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনন্ট গবর্ণরের ব্যবস্থা সভার ১৮৬৮ সালের ৭ ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধান মতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মহাল ১২৭৯ সালের বাকী মালগুজারি আদায় জন্য আগামী ইংরাজি ১৮৭৪ সালের ৩০ মার্চ্চ তারিখে মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮০ সালের ১৮ চৈত্র তারিখে সোমবারে আলিপুরের কালেক্টরি কাছারিতে বেলা দুই প্রহরের পর বিনা সর্ত্তে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনানুসারে নিলাম করা যাইবেক ইতি ১৮৭৪ সাল তারিখ ৪ মার্চ্চ মোতাবেক ১২৮০ সাল তারিখ ২১ ফাল্গুন।

খাসমহাল পঞ্চান্নগ্রামের
ডিবিজানের অন্তর্গত
মহাল।

ডিবিজন	সব ডিবিজন	মৌজার নাম	হোলডিং নম্বর
১	১৪	উত্তরপাড়া	১০২।২২৬
	১৫	গুপ্তবৃন্দাবন	২১।৩৭।৭৮
	১৬	কালিদহ	৪০।১০৬।২০৫ ২৬৪৩২৬৫
	১৭	বিরপাড়া	২৮।৩০।৩২।১৫৪
৩	২২	বাক্রিসীমুল্যা	৩৯।৬৭।৭১। ১৪০
	২৩	সেয়ালদহ	৫১
৪	এম,	পূর্ব্বতপাস্যা	৬২।১১৯
	এন,	দক্ষিণ টেঙ্গরা	৩১।৫০
	ও,	পূর্ব্ব গোবরা	৬০।
৫	এল,	[illegible]লু	৮৩ ৮৭।১১১।১২১
		বেড়্যা	১২৩।১২৬।১২৭
৭	আর,	কুষ্টে সাকের	৫৭।২৮। [illegible] ৮৭।
৫	এম,	[illegible]	৮২।৮৬।৮৮।১১১
		[illegible]	১১৬।১২৪।১২৫ ১৩৬।১৪৪ ১৪৬ [illegible] ১৪৭ ১৫৩ [illegible] ১৫৭ ১৭৮ [illegible] ১৮০ ১৯২ [illegible]

[illegible] একজন ডাক্তার প্রেরণ করিতেছেন না, [illegible]তে পারা যাইতেছে না। আমরা গবর্ণমেণ্টকে একজন ডাক্তার প্রেরণ করিতে অনুরোধ করি।

এই সঙ্গে আমাদিগের আর একটী কথা বক্তব্য বোধ হইতেছে। কিছু দিন হইল গবর্ণমেণ্ট এখানে যে এপিডেমিক ডিসপেন্সারিটী স্থাপন করিয়াছেন তদ্দ্বারা এসকল স্থানের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। যে সকল দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারিত না তাহারা এই ডিসপেন্সারি স্থাপনাবধি যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছে। এক এক দিন ৫০০। ৬০০ রোগী সমবেত হইত। এক্ষণে এপ্রদেশে জ্বরের প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু এখনো যে সম্পূর্ণরূপে হ্রাস হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। এখনো লোকে মধ্যে মধ্যে জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে।

আমরা এস্থলে গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত নেটীব ডাক্তার হরকান্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। এই ব্যক্তি যে রূপ পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ইনি এক এক দিন প্রাতঃকাল ৬ টা হইতে ১ টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত রোগী দেখিয়াছেন। প্রথমে ইনি একাকী আইসেন; কিন্তু দিন দিন রোগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হয় যে আর একজন সহকারী নিযুক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনর জ্যাকসন সাহেব যখন এপ্রদেশে আগমন করেন তখন তিনি স্বয়ং ডিসপেন্সারিতে উপস্থিত হইয়া একজন সহকারীর জন্য রিপোর্ট করিয়া যান। তদনুসারে এক জন সহকারী প্রেরিত হইয়াছেন। এক্ষণে রোগীর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। সকলে আশঙ্কা করিতেছেন যে গবর্ণমেণ্ট ডিসপেন্সারি উঠাইয়া লইবেন। গ্রামবাসীদিগের ইচ্ছা যে ডিসপেন্সারিটী এখানে স্থায়ী হয়, কারণ এখনও সকলে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয় নাই এবং কয়েক বৎসর যেরূপ দেখা যাইতেছে, বর্ষাকালে জ্বরের পুনরায় শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ডিসপেন্সারিটী উঠিয়া গেলে এখানকার দরিদ্রদিগের পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কষ্ট উপস্থিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি কোন প্রকারে ডিসপেন্সারিটী এখানে স্থায়ী করেন তাহা হইলে লোকের বিশেষ উপকার হয়। গ্রামবাসীরা সেজন্য কিছু কিছু সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

মহারাণীর রাজ্যে বাঙ্গালিদিগের অসন্তোষের কারণ কি ?

বাহিরের ঘটনা মাত্র দেখিয়া যাঁহারা বিচার করেন তাঁহাদের মতে মহারাণীর রাজত্ব কালে সন্তোষ এবং অসন্তোষ উভয়েরই কারণ আছে। মহারাণী স্বীয় হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করা অবধি একদিকে যেমন রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানা প্রকার সভ্যতাসূচক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে অপর দিকে তেমনি এই অল্পকালের মধ্যে ঝড় দুর্ভিক্ষ, সংক্রামক জ্বর প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ দেখা দিতেছে যাঁহারা পুরাতন সম্প্রদায় ভুক্ত তাঁহারা বলেন, যতই দিন যাইতেছে ততই দেশের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি হইতেছে; কারণ সমুদায় দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়া আসিতেছে। সুরাপান ব্যভিচার প্রভৃতি পাপস্রোত সমাজে প্রবেশ করিতেছে এবং ক্রমেই ক্রিয়া কাণ্ড বন্ধ হইতেছে। যাঁহারা নবীন সম্প্রদায় ভুক্ত তাঁহারা বলেন, দেশের সৌভাগ্যই বাড়িতেছে; কারণ মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে; দিন দিন সভ্যতার আলোক বিস্তৃত হইতেছে এবং সকল প্রকার কুসংস্কার চলিয়া যাইতেছে। পাঠকগণ কোন সম্প্রদায়ের কথায় বিশ্বাস করিবেন ? আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন তাঁহারা বোধ হয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতেই মত দিবেন এবং যুবকগণ শেষোক্ত মত প্রকৃত মত বলিবেন, কিন্তু দিন দিন দেশের লোকের অসন্তোষ এবং নিরাশা যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই স্বীকার করিবেন। গবর্ণমেণ্টও প্রজারা সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত; দেশবাসিরা যে গবর্ণমেণ্টের প্রতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নয় তাহা কর্ত্তৃপক্ষেরা অনুভব করিতেছেন এবং তাহার কারণানুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন কত সূক্ষ্মমতি কমিশনর এবং কাম্বেল সাহেব হতভাগ্য দেশীয় সংবাদ পত্রদিগকেই এই অসন্তোষের মূলীভূত কারণ স্থির করিয়াছেন। দেশীয় সংবাদ পত্রগণ যে এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহা বলিতেছি না। আমরা পূর্ব্বেই আমাদের মত প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কেবল এক মাত্র দেশীয় সংবাদ পত্রদিগকেই দোষী করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। ইহার আরও মূল আছে সে মূল কোথায়, আমরা যথাসাধ্য তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

গত শত বৎসর ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়াতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে একটী প্রধান এই যে, যে পরিমাণে লোকের প্রবৃত্তি কামনা

তাহাকে যে কিছু কষ্ট পায় সমুদয়ের দোষ গবর্ণমেণ্টের শিরে অর্পণ করে। কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি এই কষ্ট নিবারণের কোন উপায় করিতে পারেন তাহা হইলেই প্রজাদিগের রাজভক্তি বর্দ্ধিত হয়

—•—

আসামের রাজধানী।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে আসাম বঙ্গদেশী গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে একজন চিফ কমিশনরের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। যে সকল স্থান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন গবর্ণমেণ্টের অধীন না থাকিয়া একজন চিফ কমিশনরের দ্বারা শাসিত হয় তাহাকে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ বলে। আসামও এতদিনের পর একটী নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আসাম উর্ব্বরতা ও অপরাপর গুণে সভ্যতা ও সমৃদ্ধির বিশেষ উপযোগী। একটু বিশেষরূপ মনোযোগ করিলেই অচিরে ইহার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু যদি ইহা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকে তাহা হইলে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক অধিকাংশ সময় ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবারও সময় হয় না। এই রাজ্যটী এতদূরে অবস্থিত যে ইহার সকল অভাব জানিবার সুবিধা হয় না। আবার ইহা এত বিস্তৃত যে ইহাকে একটী স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট করিলেও চলে। বিশেষ চতুঃপার্শ্বস্থ নানা জাতির সহিত সর্ব্বদা সন্ধি বিগ্রহ উপলক্ষে এত প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে সেসকলের মীমাংসার সময় থাকে না, সে দিকে ব্যস্ত হইতে গেলে অপর গুরুতর বিষয় সকল অবহেলা করিতে হয়। এই সকল কারণেই বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট আসামকে একটী শাসন বহির্ভূত প্রদেশ রূপে পরিণত করিয়াছেন। আসামবাসিদিগের মধ্যে অনেকে ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের সহিত তাঁহাদের আর সম্পর্ক থাকিল না; কিন্তু অবলম্বিত প্রণালীতে তাঁহাদের দেশ যে অপেক্ষাকৃত সুশাসিত হইবে দিন দিন সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিফ কমিশনর যদি একজন ধর্ম্মভীরু ও হৃদয়বান লোক হন তাহা হইলে যে প্রজারা কিরূপ সুখে বাস করে তাহা সিকিম প্রভৃতি শাসন বহির্ভূত প্রদেশের রিপোর্টে মধ্যে মধ্যে জানিতে পারা যায়। চিফ কমিশনরেরা গুরুতর ভার লইয়া গমন করেন; প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকট হিসাব দিতে হইবে এ চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে এবং সুশাসন করিয়া সুখ্যাতিলাভ করিবার আশাও বলবতী থাকে সুতরাং সহজেই তাঁহারা সমুদয় হৃদয় মন সেই কার্য্যে নিয়োগ করেন। এদিকে কার্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকাতে আনন্দের সহিত কার্য্য করিতেও ইচ্ছা হয়।

আসামের চিফ কমিশনর কর্ণেল কিটিঙ সাহেবের সুখ্যাতি আছে। তাঁহার পদ গ্রহণে সেখানকার লোকেরা অসন্তুষ্ট নয় কিন্তু আসামের ভাবী রাজধানী সম্বন্ধে কিটিঙ সাহেব যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সকলে দুঃখিত হইয়াছেন। এত দিন গৌহাটী আসামের নগর ছিল। বাণিজ্য সভ্যতা ও জনসমাগমের আধার স্বরূপ ছিল। এই নগরটী আজিকার নয়, বহুদিন অবধি ইহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। জলে এবং স্থলে উভয় প্রকারে এখানে গতায়াতের সুবিধা আছে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে কর্ণেল কিটিঙ এখানে রাজধানী না করিয়া গারো পর্ব্বতের উপরিস্থিত শিলঙ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। হিন্দু পেট্রিয়টের একজন পত্র প্রেরক ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। শিলঙে জলপথে যাইবার ত উপায় নাই, স্থল পথেও যাইবার বিশেষ অসুবিধা। গৌহাটীর জলবায়ু শিলঙের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে একথা তাঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে গবর্ণর জেনেরল যেমন কয়েকমাস সিমলা পর্ব্বতে গমন করেন, কর্ণেল সাহেব না হয় অন্ততঃ কয়েক মাস পর্ব্বতবাস করিবেন কিন্তু তথাপি গৌহাটী হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা উচিত নয়

এ সেই পুরাতন প্রশ্ন। রাজা ও প্রজা ভিন্নদেশীয় হওয়াতেই এই প্রশ্নটী উঠিয়াছে। এক মাত্র শাসনকর্ত্তার সুবিধার জন্য দেশ শুদ্ধ লোকের অসুবিধা জন্মান উচিত কি না, বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। প্রজাদিগের রাজভক্তি উদ্রেক করা যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে প্রজাদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সহিত কষ্টভোগ করিলে যেরূপ ফললাভের সম্ভাবনা এরূপ আর কিছুতেই নয়। এবারে লার্ড নর্থব্রুক সিমলা গমন বন্ধ করাতে লোকে যে প্রকার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই এই কথার প্রমাণ। আমরা ত বৎসরে এক এক বার গবর্ণর জেনরলকে রাজধানীতে পাই, কর্ণেল কিটিঙ আসামবাসিদিগকে সে সুখেও বঞ্চিত করিতে চান। রাজকার্য্য উপলক্ষে প্রজাদিগকে চিফ কমিশনরের নিকট যাইতেই হইবে; তাহাতে কেবল তাহাদের কষ্ট ও অসুবিধা বৃদ্ধি হইবে এই মাত্র লাভ। গৌহাটীর জলবায়ু কি এতই অসহ্য যে সাহেবেরা সেখানে থাকিয়া কার্য্য করিতে পারেন না? এত দিন কি প্রকারে কার্য্য চলিতেছিল? যাহা হউক আসামবাসিদিগের এই অনুযোগে কর্ণপাত করা উচিত। যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া

লণ্ডন ৭ ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ কাল। সার গার্নেট উলসলির ৯ ই ফেব্রুয়ারির পত্র প্রকাশ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন কুমাসীতে অগ্নি প্রদান করা হয় এবং উহা অধিকার করা হইয়াছে, রাজা পলায়ন করিয়াছেন। ব্রিটিশ সৈন্যগণ আডান্সির পর্য্যন্ত রহিয়াছে। সন্ধির চেষ্টা হইতেছে। শেষ যুদ্ধে মেজর বেয়াড গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। সৈন্যগণ যখন রাজধানী হইতে প্রত্যাগমন করে আসাণ্টিরা তখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে নাই।

লণ্ডন ৭ ই মার্চ্চ। অদ্য দক্ষিণ আমেরিকার জন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৪৫৫০০০০ টাকা লওয়া হইয়াছে।

শনিবার নূতন মন্ত্রি সভার অধিবেশন হয়। গ্লাডষ্টোন লিবারেলদিগের অধ্যক্ষ হইতে অস্বীকার করেন।

অত্যন্ত বৃষ্টিনিবন্ধন সর গার্ণেট উলসলির স্বদেশাগমনের ব্যাঘাত হইতেছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রেট ব্রিটেন হইতে ১৮২৫০০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী এবং ৩১৩৭৫০০০০ টাকার আমদানী হয়।

সেনাপতি মোরিয়নিসের নিকট আর ১৬ হাজার সৈন্য পাঠান হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ৬৫ হাজার হইয়াছে।

কার্লিষ্টেরা এখনও বিলবোয়ার নিকট সমবেত হইয়া রহিয়াছে।

সার গার্নেট উলসলির নিকট হইতে ১৩ ই ফেব্রুয়ারির যে এক পত্র আসিয়াছে তাহাতে লিখিত হইয়াছে, আসাণ্টি রাজকে যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ যত টাকা দিতে হইবে বলিয়া সন্ধি করা হইয়াছে তিনি সেই টাকার প্রথম কিস্তি স্বরূপ হাজার আউন্স স্বর্ণ পাঠাইয়াছেন।

আডাঞ্জির রাজা আসাণ্টিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

সর গার্ণেট উলসলির নিকট হইতে আর যে সকল পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা যায়, ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি ৬ ঘণ্টা যুদ্ধের পর কুমাসিতে প্রবেশ করা হয়। সার গার্ণেট উলসলি শত্রুদিগের নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র প্রেরণ করিয়া যখন তাহার কোন উত্তর পাইলেন না তখন নগরে ও রাজবাটীতে অগ্নি প্রদান করা হয়।

৬ ই ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সৈন্যগণ প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করে. দুই দিবস আসিলে পর রাজদূত সকলে শিবিরে আসিয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন।

ডিউক ও ডচেস অব এডিনবর্গ উইণ্ডসরে উপনীত হইয়াছেন।

আসাণ্টি যুদ্ধে যাহারা হত হইয়াছে, লেডি উলসলি তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের জন্য টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই মার্চ্চ। অদ্যকল্য উইণ্ডসর কাসেলে ডিউক ও ডচেস অব এডিনবর্গের সম্মানার্থ এক রাজকীয় ভোজের অনুষ্ঠান হয়।

[illegible] রিলিফ ফণ্ডে ৪০০০০০ টাকা উঠিয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২ রা মার্চ্চ। ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইন অনুসারে অগ্রিম টাকার জন্য যে সকল আবেদন উপস্থিত হইবে তাহার বিবেচনার্থ বাবু সীতাকান্ত বোষ কিছুদিনের জন্য বাকুড়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাখরগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

সি, ই, বকলাণ্ড সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রিলিফ বিভাগে অণ্ডর সেক্রেটারি হইয়াছেন।

টি এম, কার্কউড প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন

৫ই মার্চ্চ কাপ্তেন ডবলিউ হপকিন্সন দানাপুরের ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

এস, ওয়াকোপ সি, বি ২৪ পরগণায় ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

এফ, এল বকোট ২৪ পরগণার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এ, টি, ম্যাকালিয়ন ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন কিন্তু ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইলেন।

এ, জে, আর বেনব্রিজ বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

সি, ডি ফিল্ড মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

এ, কোপ চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট সেসিয়ন জজ হইবেন।

সারণ ও চম্পারণের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ ই, ডমণ্ড উক্ত বিভাগ দ্বয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

নিম্ন লিখিত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা বদলী হইলেন:—

জে, এচ, এটকিন্সন কটক হইতে দিনাজপুর; জে, কে এমাইট সাথ রঙ্গপুর হইতে ভাগলপুর; এফ, আর এস, কোলিন্স ফরিদপুর হইতে দিনাজপুর; এচ, এস, কিল হুগলী হইতে পাটনা; জি, এ গ্রিয়রসন যশোহর হইতে পাটনা, এ, ডবলিউ ম্যাকে ২৪ পরগণা হইতে পাটনা।

৯ ই মার্চ্চ। এ, ফর্বস প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

আনন্দরাম বড়ুয়া সি, এস, ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ কিছুদিনের জন্য কটক হইতে পাটনায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বগলানন্দ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমান হইতে পাটনায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য যশোহর হইতে পাটনায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রাম শঙ্কর সেন কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগনা হইতে যশোহরে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য নদীয়া হইতে পাটনায় বদলী হইলেন।

এ, এফ, ম্যাগ্রাথ সি, এস মধুবনী বিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মন্মথ বসু মেদিনীপুর হইতে পাটনায়, বদলী হইলেন।

২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এল, বার্ণার ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জি, এচ, পক সি, এস, টি ডবলিউ ক্রফর্ড এবং বাবু দুর্গাচরণ লাহা বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট [illegible]রের কাউন্সেলের সভ্য হইলেন।

রিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২ রা মার্চ্চ। নিম্নলিখিত আফিসরেরা পশ্চালিখিত ক্ষমতা সকল প্রাপ্ত হইলেন।

পারিলেন না। ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। পূর্ব্ব কালের ঋষিগণের আচরিত পথকে উক্ত সাধকের প্রধান পন্থা বলেন। লিয়া কতকার অনুরাগী ব্রাহ্মেরা বিদ্রূপ করিয়া শুষ্ক ও নীরস হইতেছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি লোহের শৃঙ্খলও যেমন শৃঙ্খল স্বর্ণ শৃঙ্খলও সেই রূপ শৃঙ্খল। আমি ব্রাহ্ম বলিয়া হিন্দুর ছন্দাংশে থাকিব না, কেবল ব্রাহ্মদিগের সহিত আচার ব্যবহারাদি করিব, অপর সম্প্রদায়ের ভক্ত লোকের ভক্তি ও সাধু ভাব লইব না, এ প্রকার কি ভাল? বাস্তবিক যে প্রকৃত ব্রাহ্ম হইবে সে যেন কাহাকে সামান্য মনে না করে। পারস্য কবি হাফেজ অতি সরল ভাবে বালকের ন্যায় বিনীত ভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতেন, কেহবা তাঁহাকে রাজা ভাবে ডাকে কেহ বা সখা ভাবে ডাকে কেহ বা স্বামী, যে যে ভাবে ডাকে তাহাতেই তাহার শান্তি ও মুক্তি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।" "তাঁকে পেতে কি বিলম্ব হয় যদি ডাকা সত্য হয়, যদি চিত্ত শুদ্ধ হয়।" দেবেন্দ্র বাবু হাফেজকে বড় শ্রদ্ধা করেন, অনর্গল হাফেজের কবিতা মুখস্থ বলেন। দেবেন্দ্র বাবু শুদ্ধ এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ৯ ই মাঘ তারিখে এখান হইতে যাইয়া লাহোরে ১১ ই মাঘের উৎসব করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কেদার বাবুর অনুরোধে মুলতানেই সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিতে সম্মত হইলেন; মুলতানস্থ সমস্ত বাঙ্গালীকে উৎসবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সকলে দেবেন্দ্র বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলে প্রথমে সকলে দাঁড়াইয়া অর্চ্চনা হয়, উপনিষদ্ হইতে অনেক সংস্কৃত পদ উচ্চারণ করিয়া অর্চ্চনা করেন পরে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃতে উপাসনা হয়, তাদৃশ দর্শক উপস্থিত না হওয়াতে পৃথক উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। অর্চ্চনার পর একটী বাবু একটী ব্রহ্ম সঙ্গীত করেন। তৎপরে আমাদের কেদার বাবু একটী গান করেন, শেষেও দুই তিনটী সঙ্গীত হইয়া উৎসব শেষ হইল। ইহার মধ্যে মুলতানি এক দল ভজন গায়ক দুটী গান গাইয়াছিল। সকলের সহিত দেবেন্দ্র বাবু শিষ্টালাপ করিলে সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। ১১ ই মাঘের দিন দেবেন্দ্র বাবু দীন দরিদ্রদিগের জন্য ৫০ টাকা কেদার বাবুর নিকট দেন এবং একটী পণ্ডিত দেবেন্দ্র বাবুকে সংস্কৃত একটী অভিনন্দন দেওয়াতে তাঁহাকে ১০ টাকা দেন। দেবেন্দ্র বাবু ২৫ শে জানুয়ারির ট্রেণে মুলতান হইতে যাত্রা করিয়া অমৃতসরাভিমুখে গমন করিলেন। আমাদের একটী আত্মীয় এই রূপ বলেন, যদ্যপি সেই সাধু [illegible] দেবেন্দ্র বাবুর ন্যায় মহর্ষির সহিত চিরকাল থাকিতে পান, আমার মতে দেবেন্দ্র বাবুকে ছাড়িলে ব্রাহ্ম সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। যদি জীবন্ত ব্রাহ্ম সমাজ করিতে হয় তবে দেবেন্দ্র বাবুর মতে চলা ভাল। প্রকৃত কথা এই অগ্রে নিজের সম্বল না করিয়া অন্যকে উপদেশ দেওয়া মিথ্যা, নিজে সাধু হইলে জগৎকে সাধু করা যায়, নিজে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলে জগৎকে দেখান যায়, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে কেবল অন্ধকার দেখে, আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ভাবে, সে কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে? "ঈশ্বর পাপীর সঙ্গে কথা কন" ইত্যাদি কথা কেশব বাবুর উপদেশে শুনিয়াছি। বাস্তবিক তাহা কল্পনা নহে, ইহা সাধকদিগের প্রত্যক্ষসিদ্ধ কথা। দেবেন্দ্র বাবু এক্ষণে কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করেন। একে ইনি সুপুরুষ, তাহাতে প্রায় পক্বশ্মশ্রু, ঠিক ঋষির ন্যায় বোধ হয়, ধর্ম্ম যে কল্পনার নহে, ঈশ্বর যে কথার কথা নহেন, তাহা দেবেন্দ্র বাবুর ভাবপূর্ণ মূর্ত্তি ও কথাকে প্রকাশ পায়। ইঁহার বিশ্বাস করতলন্যস্ত আমলক ফলের ন্যায়। ইঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া নাস্তিক পাষণ্ডও সরস হয়। ইঁহার অনুষ্ঠান পদ্ধতি উন্নত ব্রাহ্মদের মনোমত না হইলেও কেহ যেন ইঁহার ন্যায় বিশ্বাসী ও ভক্তকে অশ্রদ্ধা করিয়া আপনাদের আত্মার সর্ব্বনাশ না করেন। সে বৎসর ১১ ই মাঘের পর ধর্ম্মতত্ত্বে দেবেন্দ্র বাবুর উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া অনেকের মনে দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া দিয়াছিল। এমন সাধু লোকের প্রতি বিন অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া দেওয়া তাঁহা হও অধর্ম্ম হয়। মনুষ্যের প্রাকৃতিক দুর্ব্বলতার জন্য দেবেন্দ্র বাবুর যদি সে বৎসর মাঘোৎসবের সময় কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে প্রকাশ্য সংবাদ কাগজে তাহা গুরুতর করিয়া প্রকাশ করা যে কত অন্যায় হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। "পর নিন্দা পর পীড়া এ দুঃখ কেন আর মা" এই পুরাতন ব্রহ্ম সংগীতটী যেন আধুনিক ব্রাহ্মেরা স্মরণ করেন। দেবেন্দ্র বাবু যেরূপ কঠিন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াও ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিয়াছেন, পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যেন দেবেন্দ্র বাবু আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা জীবনে প্রকাশ করিতে পারেন॥

মুলতানে কেশব বাবু আসেন নাই, তাহাতে অনেকে নিরাশ হইয়াছিল, দেবেন্দ্র বাবুর আগমনে সে ক্ষোভ মিটিয়াছে, কিন্তু ব্যসনাসক্ত মুলতানস্থ বাবুদের কোন সুফল হইয়াছে কি না জানি না।

বড় দিনের পর মুলতানে যথেষ্ট বারি বর্ষণ হইয়াছিল, তাহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

ডেরাগাজী খাঁ—বড় দিনের পর ডেরাগাজী খাঁয় যথেষ্ট বারিবর্ষণ হইয়াছে। ১১ ই মাঘের উৎসবের দিন এখানে দুটী বাঙ্গালী ব্রাহ্ম হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সমস্ত দিন উপাসনা ধ্যান পাঠ ইত্যাদিতে পবিত্র ভাবে দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে এক এক দিন এইরূপ পবিত্র ভাবে ঈশ্বরের সহবাসে সকলেরই থাকা উচিত; তাহাতে শান্তি ও কল্যাণ হয়। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই উৎসব আছে, ব্রাহ্মেরা যাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা সত্য ধর্ম্মের অনুগামী বলিয়া জানেন তাঁহারা যে উৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবেন ইহা কখনই হইতে পারে না। উৎসবে আত্মার জড়তা গিয়া সজীবতা হয় নীরস ভাব গিয়া সরস ভাব হয়, এই জন্য সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা হিন্দুদিগকে অধিক

বাঁচিবে কেমনে প্রাণে, কাল পিপাসায়।
নিরুপায়ে অজীবনে প্রাণ যায় যায়॥

"চিরোষিত রে" মন্বন্তর—কৃতান্ত জীবন
একদা পঞ্চের ভূমি করি জ্বালাতন,
সিদ্ধে মনে বহু আশা বাল বৃদ্ধ কুলবালা
অকালে বাঁধিয়া ছিল, সংশয় কি তায় ?
অজীবনে কিন্তু প্রাণ যায় নাহি কায়॥

এবার পড়েছে কাল অতি নিদারুণ,
হইতে হইবে আগে আমাদের খুন,
ইছামতী নদী তটে আমাদের বাস বটে,
দুর্ভাগ্য তাহার জল লোণা অতিশয়
কৃতান্ত সমান তীম নক্রের আলয়॥

দুইটী একটী যেই আছে জলাশয়,
পান জন্য নাহি তোষে শুষ্ক অতিশয়
কতকে শৈবাল চয় কতকে আবিলময়,
এই রূপ দশা তার হায় হায় হায়।
নিরুপায়ে অজীবনে প্রাণ যায় যায়॥

অনাবৃষ্টি যেইবার বঙ্গভূমে হয়
সেই বার আমাদের জীবন সংশয়॥
হলে দীর্ঘ সরোবর থাকে নীর নিরন্তর
তা হলে করিয়া সদা জীবন জীবন ;
করিতে হয় না কভু অশ্রু বরিষণ॥

রাজদ্বারে বদ্ধকরে করি আবেদন
নীরদানে চিরকষ্ট করুন মোচন॥
সম্বর্দ্ধিত কলেবর দিয়ে এক সরোবর
হরুন দারিদ্র্য দুখ, ধরি রাজ পায়।
অজীবনে এজীবন যায় যায় যায়

২ রা মার্চ্চ } বশম্বদ
পুঁড়া } শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

(১)

বঙ্গমাতা! সুবিখ্যাত তবাত্মজগণ,
দেশের আলোকময় দীপ তুল্য যারা
ক্রমে ক্রমে সবাকারে করিলে নিধন।
তাবি শোকে দুঃখে সারা চক্ষে বহে ধারা
হাইকোর্টে ছিল জজ, দ্বারকানাথ* মিত্রজ
তারেও নাশিতে কি মা হৈল এত ত্বরা ?

(২)

অর্দ্ধমৃত বঙ্গ যাই নিমর্ষ অকালে,
জগদিকে [illegible] যার,
ছিনিলে [illegible] মধুসূদন মাইকেল,
মিত্র শ্রীকিশোরিচাঁদে করেছ সংহার,
তাতেও না হয়ে তুষ্ট, কল্প এ কি দুরদৃষ্ট,
মিত্র শ্রীদ্বারকানাথে হরিলে আবার।

(৩)

প্রথমেতে উচ্চপদে নিযুক্ত না হতে,
শ্রীরমাপ্রসাদ যারে করিলে নির্ম্মূল,
তার পরে বিশ্বালি পণ্ডিত শম্ভুনাথে,
অনুকূল মূল্যে প্রতি হলে প্রতিকূল,
যদিও বৎসর সাত, ছিলেন দ্বারকানাথ,
এবার কি নিতে তাঁরে নাহি হৈল ভুল ?

(৪)

তব দোষ নাহি মাগো কালে সব করে,
কালের নিয়ম কেবা করিবে লঙ্ঘন,
কে বাঁচাতে পারে, কাল প্রাপ্ত কলেবরে,
কালের দৌরাত্ম্য কেবা করিবে শাসন।
নাহি তার ধনি জ্ঞানি, কি বিদ্বান গুণী জ্ঞানী
সবাকারে সমভাবে করিছে ভক্ষণ।

(৫)

বিশেষতঃ ভাল তব ভাল নহে মাতা,
তাই যত ভাল ভাল তব সুতগণে,
দীর্ঘ জীবী হইবারে না হয় ক্ষমতা,
অল্পকালে ধ্বংস হয় কালের দংশনে,
নতুবা কি ভয়ঙ্কর, বিদ্যাবুদ্ধি গুণাকর,
দেশ মিত্র মিত্র কেন মরিবে জীবনে ?

(৬)

হায় রে! দারুণ কাল হয় কি উচিত,
হাস্য মুখে কেন রত্নে করিবারে গ্রাস ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই না মান হিতাহিত,
কোন উচ্চপদে তব নাহি হয় ত্রাস ?
কি রাজা বিচারপতি, কি দীন কি হীনমতি,
অনায়াসে সবাকার কর সর্ব্বনাশ।

(৭)

বঙ্গমাতা তব পাপে হইল পাপিনী,
নতুবা তাহার মনে কেন সাধ নহে,
আপন শাবক ভক্ষে যেমত সাপিনী,
একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া মায়া স্নেহে,
তাঁর সুসন্তান যত, সবাই হইছে হত,
তাই ত রাক্ষসী লোকে জননীকে কহে ?

(৮)

পুরাণে প্রমাণ আছে নিকষা রাক্ষসী,
দশানন কুম্ভকর্ণ বিভীষণ মাতা,
শ্রীরামের কোপে লঙ্কা হৈলে ভস্মরাশি,
সবংশে কেবিয়া ধ্বংস না হৈল মমতা,
দীর্ঘজীবী হইবারে, মাগে বর অতঃপরে,
একা বিভীষণ করে শোকের সমতা।

(৯)

অল্প শোকে দেখ লোকে যে হয় কাতর,
বাক্য আছে মিথ্যা নাহি হয় উক্ত কথা,
পাইলে অধিক শোক সে হয় পাথর,
সদৃশ কঠিন, মর্ম্মে নাহি জন্মে ব্যথা,
বারম্বার নিরবধি, দুখ টনা ঘটে যদি,
তার জন্য আর শোক চিন্তা করা বৃথা।

(১০)

ওহে কাল তোমার গতিক বুঝা ভার,
অকালে হরিতে রত্ন যত্ন এই দেখ,
দ্রুতগতি তব গতি অতি চমৎকার,
উর্দ্ধে কর অধো গতি এই আপশোষ,
ক্ষিতি নারি জ্যোতিসম গন্ধবহে মিলিত,
অহরহঃ শূন্য দিতে শূন্যেতে সন্তোষ।

(১১)

আত্ম বন্ধু প্রতিবাসী স্বদেশী বিদেশী,
সম্বাদ পত্রিকা সবে করিছে বিলাপ,
মৃত জজ মিত্র বাবু হন স্বর্গবাসী,
ত্যজি দেহ পীড়া কষ্ট সংসার প্রলাপ,
পঞ্চদশ ফাল্গুনেতে, বৃহস্পতিবার প্রাতে,
প্রাপ্ত হরি পরিহরি স্বকার্য্য কলাপ।

(১২)

অঙ্ক শাস্ত্রে সুনিপুণ সকল তায় দক্ষ,
দেশীয় ব্যবস্থা যত পুরাণ নূতন,
ভুগ্নাতেতে ছিল দিতে প্রমাণ সাক্ষ্য,
পক্ষপাত হীন সূক্ষ্ম বিচারে যতন,
তর্কে পটু সুপ্রবীন, চাটুবাক্যে কর্ণহীন,
সত্যপ্রিয় সভ্যশ্রেষ্ঠ ভারত রতন।

(১৩)

জন্মস্থান ছিল তাঁর আগুনসি গ্রামে,
হুগলি জেলায় চৌকি আরাম মধ্যেতে,
জনক তাঁহার বিশ্বনাথ মিত্র নামে,
বিদ্যাভ্যাস করাইল বুদ্ধি সাধ্য মতে,
বহুযত্ন সহকারে, ব্যবস্থা পরীক্ষা পরে,
উত্তীর্ণ দ্বারকানাথ প্রথম শ্রেণীতে।

---

* স্থান বিশেষে কাব্যানুরোধে ছন্দঃ পতনাদি দোষ ঘটিয়াছে।

রেজিষ্টারি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

[illegible] ভাগ। ১৮ সংখ্যা।

বঙ্গলা প্রকৃতিনিষ্ঠিলায় পার্থিবঃ নরস্বতী শ্রুতমহতী ন হীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ১১ ই চৈত্র। ইং ১৮৭৪। ২৩ এ মার্চ

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১১ ই চৈত্র সোমবার।

হিন্দুরা স্বার্থপর কি না?

ইংরাজেরা প্রায় অহঙ্কার করিয়া থাকেন যে বদান্যতা বিষয়ে কেহই তাঁহাদের অপেক্ষা অগ্রসর নয়। বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার সময় তাঁহারা স্বদেশ বিদেশ কিম্বা আত্মীয় পর বিচার করেন না। যে কোন দেশ হউক না কেন যে কোন শ্রেণী হউক না কেন, অর্থ সাহায্য দ্বারা তাহাদের দুঃখ নিবারণ আবশ্যক বোধ হইলে ইংলণ্ড আর কাল বিলম্ব করেন না। একথার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ফ্রান্স এবং জর্ম্মণির যুদ্ধের পর ইংলণ্ডবাসীরা ফ্রান্সের এবং জর্ম্মণির বিপদগ্রস্ত পরিবারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সহস্র সহস্র টাকা চাঁদা করিয়া পাঠাইলেন। সেদিন আমেরিকার অগ্নিকাণ্ডে চিকেগো নগর দগ্ধ হইয়া গেলে ইংলণ্ড হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদিগের সাহায্যার্থে ইংলণ্ডবাসীরা যেরূপ অর্থ সাহায্য করিতেছেন তাহাও তাঁহাদের বদান্যতার সামান্য নিদর্শন নহে। স্থূলদর্শী লোকেরা জিজ্ঞাসা করিবেন কই ভারতবর্ষবাসি হিন্দুরা ত বিপন্নদিগের বিপন্নিবারণে এতদূর অগ্রসর নয়? তাঁহারা স্বার্থপর নীচপ্রকৃতি ও মনুষ্য নামের অযোগ্য। অধিকাংশ ইংরাজ এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমাদিগের জাতির অপবাদ ঘোষণা করিয়া থাকেন। এই অপবাদটী কতদূর সত্য তাহাই বিচার করা আমাদিগের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রকাশ্য চাঁদা দ্বারা যে বদান্যতার প্রকাশ পায় সে সম্বন্ধে ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের অনেক গত প্রভেদ আছে দেখা যাইতেছে; কিন্তু এই ব্যবহার গত প্রভেদের মূল কোথায় তাহাই এখন বিচার্য্য। এই প্রভেদের দুইটী মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম, অর্থের অসচ্ছল; দ্বিতীয়, হৃদয়ের সংকীর্ণতা অর্থাৎ প্রকৃত স্বার্থপরতা। প্রথম প্রশ্নের বিচার করিতে গিয়া দেখা যায় যে অর্থ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কৃষি ও বাণিজ্য এই দুইটী কোন দেশের অর্থাগমের প্রধান দ্বার; দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষের কৃষির অবস্থা আজিও উন্নত হয় নাই এবং যে কিছু বাণিজ্য আছে ও দিন দিন হইতেছে তদ্দ্বারা এদেশবাসিদিগের অপেক্ষা বিদেশীয়েরাই সমধিক লাভবান হইয়া থাকে। উপার্জ্জনের পরিমাণ এবং উপার্জ্জকের সংখ্যা অল্প কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ অল্প নহে। হিন্দুসমাজের গঠন প্রণালী যেরূপ তাহাতে সমুদায় আবশ্যক ব্যয় বাদে অতি অল্প পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অন্যের বিপদ উপস্থিত হইলে অর্থ সাহায্য করা সহজ ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষীয়দিগের বদান্যতা বিষয়ে যে ত্রুটী লক্ষিত হয় এই অর্থের অসচ্ছল তাহার এক প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের মধ্যে পারসিরা বাণিজ্য বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর এবং সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা দানশীল। যে দেশের অধিক সংখ্যক লোককে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে হয় তাহাদের দানধ্যান করিবার অবসর কোথায়?

এক্ষণে হিন্দুরা স্বার্থপর কি না, বিবেচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্থূলদর্শী লোকেরা হিন্দুদিগকে স্বার্থপর মনে করিতে পারেন কিন্তু একটু সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিলে আর সে সংস্কার স্থান পায় না। যাঁহারা স্বার্থপর, নিজের ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা করাই যাহাদের প্রকৃতি, তাহাদের হৃদয়ের সেই সংকীর্ণতা জীবনের সকল কার্য্যেই প্রকাশ পায়। জগদীশ্বর যদি হিন্দুদিগকে স্বার্থপর জীব করিয়া সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বিভাগে স্বার্থপরতা লক্ষিত হইত। কিন্তু আমরা বরং তাহার বিপরীত ব্যবহার দেখিতে পাই আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। প্রথম, একান্ন-প্রথা। এই প্রথার আনুষঙ্গিক অনেক দোষ আছে কিন্তু ইহাতে যেরূপ নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেরূপ নিঃস্বার্থতা এক্ষণে অতি অল্পই দেখা যায়। আমাদিগের দেশে পিতৃব্য পুত্র এবং জ্যেষ্ঠতাত পুত্রদিগের পরস্পরের সহিত যে সংসৃষ্ট সম্পর্ক ইংরাজদিগের ভ্রাতায় ভ্রাতায় সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। একজন গৃহস্থ মাসে ৫০০ শত টাকা উপার্জ্জন

[illegible] সেই বাবুদের [illegible]

এরূপ বাবুদের [illegible] মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] আর একটা উদাহরণ [illegible] পাইয়াছি। কিছু দিন হইল [illegible] পলিটিকাল এজেন্ট কাপ্তেন কাডেল সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপাল সটক্লিফ সাহেবকে দুই জন শিক্ষক পাঠাইতে অনুরোধ করেন। সটক্লিফ সাহেব তদনুসারে দুই জন উপযুক্ত লোক প্রেরণ করেন। তাঁহারা যাওয়াতে স্কুলের অবস্থা উন্নত হইয়াছিল এবং তাঁহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এজেন্ট সাহেবের মনোমত হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদাই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, অবশেষে তাঁহাদের কার্য্য করা এতদূর কষ্টকর হইয়া উঠে যে তাঁহাদিগকে পদ ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। কাডেল সাহেব তাঁহার শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টে তাঁহাদের প্রতি অনেক দোষারোপ করিয়াছেন। প্রথম, তাঁহারা হিন্দী জানেন না; দ্বিতীয় তাঁহারা ইংরাজী ভাল বলিতে এবং লিখিতে পারেন না তৃতীয়, তাঁহারা সে দেশের রীতি নীতি জানেন না। আমরা এই দুই জনের মধ্যে একব্যক্তিকে জানি, তাঁহার সম্বন্ধে ইহার কোন কথাই খাটে না। তবে গরু ভাক্তি হইতে না জানার নাম যদি রীতি নীতি না জানা হয়, তবে কাডেল সাহেবের কথা সত্য বটে। কাডেল সাহেব যে সামান্য প্রভুত্বপ্রিয়তার জন্য কতক গুলি অসত্য যুক্তি দেখাইয়া স্বমত সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার উপর আমাদের অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল।

শুধু কাডেল সাহেব কেন, মফস্বলে এমন অনেক হুজুর আছেন। সেলামের [illegible] এবং তোষামোদ কি [illegible]! ইহা মনুষ্যকে গর্দ্দভ করিতে পারে, [illegible] পেটু মোটা কর্ম্ম চারিদিগকে বুদ্ধিবিহীন বর্ব্বরের সমান করিতেছে [illegible] সকল লজ্জা হয় কিন্তু এমন নীচাশয় মূর্খ ও প্রভুত্ব প্রিয় ইংরাজেরা আমাদিগকে নীচ প্রকৃতি বলিলে সহ্য হয় না।

"প্রসহ্য মণিমুদ্ধরে
ন্মকরবক্ত্রদংষ্ট্রাঙ্কুরাৎ
সমুদ্রমপি সন্তরেৎ
প্রচলদূর্ম্মিমালাকুলং।
ভুজঙ্গমপি কোপিতং
শিরসি পুষ্পবদ্ধারয়েৎ
ন তু প্রতিনিবিষ্ট মূর্খ
জন চিত্তমারাধয়েৎ॥"

"বরং মকরগণের দংষ্ট্রামধ্য হইতে বল পূর্ব্বক মুক্তা উদ্ধার করিবেক, বরং তরঙ্গ মালাকুল সমুদ্র লঙ্ঘনের চেষ্টা করিবেক, বরং ক্রুদ্ধ সর্পকে পুষ্প মালার ন্যায় মস্তকে ধারণ করিবেক কিন্তু তথাপি যেন কেহ মূর্খদিগের চিত্তারাধনের চেষ্টা না পায়"। যাঁহারা এরূপ প্রভুত্বপ্রিয় সাহেবদিগের অধীনে কর্ম্ম করেন কিম্বা এরূপ সাহেবদিগের নিকট কর্ম্ম করা এখনো যাঁহাদের ভাগ্যে অবশিষ্ট আছে, আমরা তাঁহাদিগকে একটী পরামর্শ দিতেছি, তাহারা কর্ম্ম করিতে যাইবার সময় বিদ্যা বুদ্ধির আয়োজনের জন্য ব্যস্ত না হইয়া যদি গরুড়াকৃতি ধনুকাকৃতি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সেলামের শাস্ত্র বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়া যান তাহা হইলে আদর পাইতে পারেন।

সাউথ সুবর্ব্বন মিউনিসপালিটী।

উপস্থিত মার্চ্চ মাস শেষ হইলেই আফিশাল বৎসর শেষ হইবে, আবার এপ্রেল হইতে সমুদায় রাজকার্য্য নবভাবে আরম্ভ হইবে। আমরা এই উপলক্ষে সাউথ সুবর্ব্বন মিউনিসিপালিটিকে দুই একটী অনুরোধ করিতেছি। আমরা ত বারম্বার রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি স্থানগুলি এই [illegible] মিউনিসিপালিটি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম, তাহারা ত সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; যাহা হউক আমরা আর ও দুইটী অনুরোধ করিতেছি, কমিটী বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

প্রথম অনুরোধ, এতদ্দেশের টাক্স দাতারা যখন স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটীর জন্য প্রার্থনা করেন, তখন ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ফর্ব্বস সাহেব তাঁহাদের প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া দুই স্থানের হিসাব স্বতন্ত্র করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যান। তাহার পর কয়েক মাস গত হইলে টাক্সদাতারা আবার আবেদন করাতে দুই স্থানের হিসাব স্বতন্ত্র করিবার আদেশ হইয়া আছে; কিন্তু অদ্যাবধি সে আদেশমত কার্য্যারম্ভ হয় নাই। এই আফিশাল বৎসরের আরম্ভ অবধি যেন তদনুসারে কার্য্যারম্ভ হয়। এই আট দশ বৎসরের মধ্যে এদিকের পথ ঘাট সংস্কারের জন্য কয়েক শত টাকা পাওয়া গিয়াছে: হিসাব স্বতন্ত্র না থাকিলে পুনরায় এক দিকের অর্থ অপর দিকে ব্যয় হইবে। গ্রামগুলি মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকাতে লাভ কি? রোডসেস আইন অল্প দিন হইল প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ইতি মধ্যে আমাদের বাসগ্রামের ও সন্নিহিত গ্রাম সকলের পুরাতন পথ ঘাট সংস্কার হইতেছে কিন্তু রাজপুর প্রভৃতি [illegible] সম্পন্ন গ্রামগুলি আট দশ বৎসরের মধ্যে এক মুষ্টি মৃত্তিকার মুখ দেখিতে

পদার্থের শুল্ক শত করা ৫ টাকা মাত্র, কোন কোন পদার্থের [illegible] ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে [illegible] পদার্থ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয়, গবর্ণমেণ্ট ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিদিগের অনুরোধে সেই সকল পদার্থের শুল্ক অল্প করিয়াছেন। এই অবিচারটী যে দেশের লোকের দরিদ্রতা ও অসন্তোষ কি পরিমাণে বৃদ্ধি করিতেছে তাহা বলা যায় না। অন্নের পরই বস্ত্র। বস্ত্র বয়ন কার্য্যে অনেক লোককে নিযুক্ত রাখিত, তাহারা কর্ম্মবিহীন হইয়া প[illegible] [illegible]ছে। ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিরা এতদূর অধিকার পাইয়াও সন্তুষ্ট হন নাই। তাহারা সম[illegible] ষ্টেট সেক্রেটারি মাকুইস অব্ স্যালিসবরির নিকটে প্রতিনিধি দ্বারা আবেদন করিয়াছেন যে তিনি যেন তাঁহার কাউন্সিলে বণিক সম্প্রদায় হইতে দুই একজন লোক গ্রহণ করেন। ষ্টেট সেক্রেটারির কাউন্সিলে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকা উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিরা যে দুরভিসন্ধি বশতঃ এই প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাহাদের লাভের আরও সুবিধা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমরা ষ্টেট সেক্রেটারিকে সতর্ক করিতেছি তিনি যেন সেই স্বার্থপর প্রস্তাবে কর্ণপাত না করেন; বরং বিদেশীয় দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি করা উচিত। সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টের অধিকার আছে। ইংলণ্ডে ভূমির রাজস্ব নাই, এক শুল্কে হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকা আদায় হয়। বিদেশীয় বাণিজ্যের শুল্ক বৃদ্ধি করিলে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বাড়িতে পারে, আমরা অনেক ট্যাক্সের ভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি এবং দেশীয়দিগের পরিশ্রম শক্তির বিকাশেরও অবসর থাকে। [illegible] উপস্থিত কালে আমরা দেশীয় ধনী বণিকদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা [illegible] [illegible] আইরিষ্টক কোম্পানির মত সমবেত ভাবে বিলাত হইতে বস্ত্রাদি [illegible]নয়ন করুন, এবং এদেশে তাহার মাধ্যমে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন তাহা হইলে অনেক লোকের অন্ন দেওয়া হইবে এবং তাঁহারাও লাভবান হইতে পারিবেন।

কে, ও অব ইণ্ডিয়া ও দুর্ভিক্ষ।

আমাদের শ্রীরামপুরের সহযোগী দুর্ভিক্ষের সূচনা অবধিই বিভীষিকা দেখাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রস্তাবগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে। ইংলিসম্যান প্রভৃতি কয়েকখানি সংবাদ পত্রের মত যে, যেরূপ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হইয়াছে ততদূর ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ইংলিসম্যানের এক জন পত্র প্রেরক দুর্ভিক্ষের গোলযোগ কেবল কতকগুলি লোকের মনঃকল্পিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই উভয় পক্ষকেই অত্যুক্তি দোষে দূষিত মনে করি। দেশব্যাপী অন্নাভাব উপস্থিত না হউক—কোন কোন শ্রেণীর যে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা বলিয়া ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়ার আশঙ্কা যে পূর্ণ হইবে এরূপ বোধ হয় না। অত্যুক্তির জন্য ফ্রেণ্ডের সম্পাদক অনেক উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকল স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে দুই তিন জেলা ভ্রমণ করিয়াছেন এবং স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন এবং স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছেন, গত বারের ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়ায় তাহার একটী সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আদ্যোপান্ত তাহা পাঠ করিলাম। সম্পাদক ভ্রমণ যেরূপ তাড়াতাড়ি করিয়াছেন তাঁহার বর্ণনাও সেই রূপ তাড়াতাড়ি প্রকাশ পাইয়াছে।

তিনি ত্রিহুত অঞ্চলের লোকের দুর্দ্দশার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের ত সেরূপ ভয়ানক বোধ হইল না। তাঁহার বর্ণিত বিষয় গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী দুর্ভিক্ষের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১ মতঃ এক এক স্থানে ৫ সহস্র ৭ সহস্র লোক পরিশ্রম করিতে আসিয়াছে, যদি দিন চলিবার উপায় থাকিবে তবে এত লোকে মজুরি করিতে আসিবে কেন? দ্বিতীয়তঃ মজুরদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের ও বালকের সংখ্যা অল্প নয়; বিশেষ ক্লেশ না হইলে ইহারা খাটিতে আসে নাই। তৃতীয়তঃ যে সকল স্ত্রীলোক পরিশ্রম করিতেছে তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের কন্যাও আছে। নিতান্ত প্রাণের দায় উপস্থিত না হইলে তাহারা প্রকাশ্য স্থানে কাজ করিতে আসে নাই। দিন দিন ভিখারীর এবং সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এগুলি দেখিলে বোধ হয় বাস্তবিক দুর্ভিক্ষ দ্বারে উপস্থিত কিন্তু আমরা আমাদের দেশের দরিদ্রদিগের অবস্থা ও প্রকৃতি বিশেষ জানি, বৈদেশীয়েরা ইহা দেখিয়া বড় ভীত হন, আমরা তত ভীত হই না। প্রেসিডেন্সি বিভাগেত দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই; এবং এখনও সাহায্য দান আবশ্যক হয় নাই কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি আজি যদি গবর্ণমেন্ট এদিকে কয়েক গাড়ি চাউল পাঠাইয়া দেন এবং এরূপ ঘোষণা করা হয় যে, সেই চাউল দরিদ্র ও নিঃস্বদিগকে বিতরণ করা হইবে তাহা হইলে রজনী প্রভাত হইতে না হইতে অন্ততঃ ২। ৩ সহস্র ভিখারী জুটিবে। তাহাদেরও শরীর অন্নাভাবে

অদ্য ভারতবর্ষের
[illegible]
শেষ [illegible]

[illegible]

[illegible]পুরের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহাত্মা [illegible]লিয়ম গ্রে ক্রমেই অপ্রিয় হইয়া পড়িতেছেন।

সিভিলগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, হিরাটের শাসনকর্ত্তা সর্দ্দার [illegible] খাঁ কাবুলের হাকিম সর্দ্দার মীর [illegible] খুল খাঁকে লিখিয়াছেন, তাঁহার অধীনে যে বহুসংখ্য সৈন্য আছে, এবং হিরাটের রাজস্বে তাহাদের বেতন সংকুলন হয় না, অতএব কাবুল নগর হইতে তাঁহাকে দেওয়া হয়। অফজুল খাঁ এ বিষয়ে আমীরের মত [illegible]

আমীরের উত্তরাধিকারী আবদুল্লা জান যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত হন আমীরের একান্ত ইচ্ছা। আবদুল্লা জান কিন্তু সে বিষয়ে তত মনোযোগী নহেন। এ নিমিত্ত আমীর সে দিন তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন।

ম্যাকলন্ ও [illegible] সাহেব ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল হইতে অপসৃত হইতেছেন বলিয়া [illegible] পত্রে যে লিখিত হয়, তাহা অমূলক নহে। ইহাঁরা এক্ষণে কাউন্সিল হইতে অপসৃত না হন আমাদিগের প্রার্থনীয়।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফসেট সাহেবকে এক অভিনন্দন দিবার জন্য কলিকাতার এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ও ইউরোপীয়দিগকে লইয়া এক সভার অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছেন। ফসেট সাহেব ভারতবর্ষের একজন প্রকৃত হিতৈষী। তিনি পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষের জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন, অতএব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন তাহাকে অভিনন্দন দানের উদ্যোগ করিয়া উত্তম কাজই করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের এবিষয়ে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

শুনা যাইতেছে, ভারতবর্ষ হইতে পালি[illegible]

[illegible] প্রাপ্তিদিগের প্রেরণ বিষয়ে [illegible] হইবে। এবিষয় হইলেও [illegible] ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি [illegible] হয়, তাহারা পার্লি[illegible] শিক্ষিত লোকদিগকে [illegible]রণের পক্ষে যত প্রকার [illegible] এটী পরিণামে কার্য্যে কত দূর পরিণত হয় বলা যায় না বটে কিন্তু [illegible] প্রস্তাব শুনিতেও সুখকর সন্দেহ নাই।

আমরা [illegible] আহ্লাদিত হইলাম, একজন [illegible]কে হাইকোর্টের মৃত [illegible] মিত্রের পদে অধিষ্ঠিত করাই [illegible] হইয়াছে। বারাণসীর সৈয়দ মাহমুদ খাঁর বিষয় যে লিখিত হইয়াছিল তাহা অমূলক, ইংরাজী ভাষাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। হাইকোর্টের দেশীয় উকীলগণের মধ্য হইতে একজনকে নির্ব্বাচন করা চিফ জষ্টিসের অভিপ্রেত। কিন্তু কাহারও নাম উল্লিখিত হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মোহিনী মোহন রায়, ইহাদিগের একজনকে মনোনীত করা হইবে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় দরভঙ্গার একজন [illegible] আফিসর হইয়াছেন। ইনি উক্ত স্থানের দুর্ভিক্ষের সময় অনেক কাজ করিয়াছিলেন।

কৃষি বিভাগের সেক্রেটরি এ, ও হিউম সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত ত্রিহুতে গমন করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি গাজীপুর হইতে আমাদিগের নিকট সীতাপুরের একটী হত্যাকাণ্ডের বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সীতাপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু হেমচন্দ্র মজুমদারের বাসায় এক জন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, একদা হেম বাবুর ৮।৯ বৎসর বয়স্ক একটী ভাগিনেয় ব্রাহ্মণের নিকট ভাত চাহিয়াছিল, ব্রাহ্মণ না দেওয়াতে হেম বাবু এ বিষয় শুনিয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। উহার তিন চারি দিন পরে বালকটী স্কুলে যাইতেছিল এমন সময় ঐ ব্রাহ্মণ আসিয়া পথি মধ্যে এক লাঠি দ্বারা উহার প্রাণসংহার করে। ঐ ব্যক্তি এক্ষণে হাজতে আছে।

৬ই চৈত্র শনিবার।

অদ্য অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় কলিকাতা সেনেট হাউসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধিদানার্থ সভা হইবে।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইউরোপ গমন করিবেন বলিয়া বন্ধু বান্ধবের নিকট বিদায় গ্রহণার্থ অদ্য রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ব্রাহ্মমন্দিরে একটী বক্তৃতা করিবেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ডবলিউ বি এলডু হামসি, এস, রিলিফ কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য চম্পারণে রহিলেন।

এ, কর্ম্মসি, এম, সীতামুরীর পূর্ব্বো[illegible] উপবিভাগের ভার পাইলেন।

যশোহরে শস্যের মূল্য কমিতেছে, এবং ক্রমে যে কমিবে তাহাও বোধ হইতেছে। কারণ রপ্তানী কমিয়া আসিতেছে, রবি শস্যের অবস্থা ভাল, এবং আখিরির সময়ও নিকট হইয়া আসিতেছে, এ সময়ে প্রজারা খাজনা দিবার জন্য শস্য বিক্রয় করিতেছে। এই জন্য মূল্য কমিয়া আসিতেছে।

ফরিদপুরে ক্রমেই চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। তথায় সে মত [illegible] [illegible], তাহাই এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ।

বাখরগঞ্জে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। রবি শস্যের অবস্থা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় উত্তম নহে। বোরো ধান্যের অবস্থা মন্দ নয়। এই শস্যের অবস্থা দেখিয়া লোকে আশ্বাসিত হইয়া সঞ্চিত ধান্য সকল ছাড়িতেছে।

পিয়ারসন ১৬ ই মার্চ্চ মজঃফরপুর হইতে নিম্ন লিখিত টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। রামনগরে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। টাকায় আট সের চাউল কোন কোন বাজারে

এবং পথেও অনেক শস্য যাইতেছে। [illegible] কাপ্তেন তথায় উপস্থিত থাকিয়া রিলিফের কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। [illegible] দুর্ভিক্ষপীড়িত [illegible] লোকের [illegible] হইতেছে [illegible] আহার নিবারণ করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের রিলিফ কার্য্য সকল না থাকিলে অনেক স্থানেই বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যু হইত"।

মথুরাতে এক দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হইয়া ৮ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

মিররের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গণ্ডা বেরিচ এবং ফিজাবাদের স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। এক্ষণে [illegible] ঐ সকল স্থানে রিলিফ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। ইহাতে সাধারণ ধনাগার হইতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। বঙ্গদেশের ন্যায় নেপালেও দুর্ভিক্ষ হওয়াতে তথা হইতে বহু সংখ্য লোক কাজ ও খাদ্য পাইবার আশায় ফিজাবাদে আসিতেছে।

বিলাতের হোম নিউস বলেন "মহারাণীর নামের সম্পর্ক থাকাতে লণ্ডনের রিলিফ ফণ্ডের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। দিন দিন চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে ৯০ হাজার টাকা জমা হইয়াছে। আর ১ লক্ষ টাকা শীঘ্র পাইবার কথা আছে। বুধবার ২৬০০০ টাকা চাঁদা উঠে। তাবৎ টাউন কাউন্সিল ও মেয়রের নিকট এক এক বিজ্ঞাপন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইংলণ্ডের তাবৎ ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে উক্ত কমিটিভুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষগণ বক্তৃতা করিবেন এবং উক্ত ফণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবেন। ডিসরেলি সাহেব ইংলণ্ডের রাজস্বের উদ্বৃত্ত টাকা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিবার যে প্রস্তাব করেন, তদ্বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, ভারতবর্ষের নিজের ভার নিজেই বহন করা উচিত। অনেকে কিন্তু ডিসরেলির মতে মত দিয়া বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি আমাদিগের [illegible] [illegible] সহৃদয়তা প্রদর্শন যদি কর্ত্তব্য হয়, তাহার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

[illegible] এপিনিয়ন বলেন, [illegible] দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হইয়াছে। [illegible] কপূরতলার রাজা ২ হাজার এবং বংশীলাল ও রাম রতন রায় বাহাদুর ১ হাজার টাকা দিয়াছেন।

সম্প্রতি রেঙ্গুনে বুলক ব্রাদর্স কোম্পানির চাউলের কলে আগুন লাগিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। ৭ জন হত এবং অনেকে আহত হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট বলেন, পাটনা হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকলে শস্য পাঠাইবার জন্য দোয়াদের উত্তর ষ্টেসন সকল হইতে বহুসংখ্য গাড়ি আনাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। কুলি বাহারাও শস্য লইয়া যাইবার জন্য বহু সংখ্য এক প্রকার বস্তা প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে দুর্ভিক্ষ ক্রমে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। দক্ষিণ আর্কট হইতে যেরূপ সংবাদ আসিতেছে তাহাতে লার্ড হবার্ট ভীত হইয়া সেখানকার প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য বানবরি সাহেবকে তথায় পাঠাইয়াছেন। এক কজেলোরে ২৮৪৮৪৬ লোকের বাস, এখানে অধিকাংশ শস্য নষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের এপ্রেল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত খাদ্যের অভাব হইবে। অন্যান্য স্থানেও শস্য হানি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে।

[illegible] সমাচার।

লণ্ডন ১৫ই মার্চ। ২২এ ফেব্রুয়ারি কেকোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] ভিন্ন আর যাবতীয় সৈন্য [illegible] জাহাজে যাত্রা করিয়াছে। সার গার্নেট উ[illegible] গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার অপেক্ষায় কেপ কোষ্টে রহিয়াছেন।

গত কল্য লণ্ডনের রাস্তায় অনেকগুলি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সার আলবার্ট সেসুন পতিত হইয়া দক্ষিণ বাহু ভাঙ্গিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ই মার্চ। মান্সান হাউস ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে ৪৬০০০০ টাকা উঠিয়াছে।

[illegible] কোম্পানির প্রার্থনামতে মেয়র ১৩ই মার্চ এক সভা আহ্বান করেন।

লিডস, ম্যানচেষ্টার, ডবলিন, সাউথাম্পটন এবং অন্যান্য নগরে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে।

বার্লিন ১৩ই মার্চ। বিসমার্ক বাত রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ই মার্চ। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল জব্বার মুঙ্গের বিভাগের রিলিফ কার্য্যের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গোঁসাই দাস দত্ত কিছু দিনের জন্য ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং মেদিনীপুরে রহিলেন।

বাবু শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরে সর্ব্বের কার্য্যের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের সর্ব্বে ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন এবং ১৮২২ অব্দের ৭ আইন অনুসারে বালেশ্বর বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ, বি, গুলডহাম সি, এস রিলিফ কার্য্যের জন্য চম্পারণে রহিলেন।

এ, ফর্ব্বস সি, এস, সীতামুঢ়ির পুপরী উপবিভাগের ভার পাইলেন।

১৩ই মার্চ। পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী জাইনউদ্দীন হোসেন ত্রিহুতে বদলী হইলেন।

প্যালামো উপবিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর এল, আর, ফর্ব্বস ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ই মার্চ। হাজিপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, সি, টিউট ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ভাগলপুরে বদলী হইলেন।
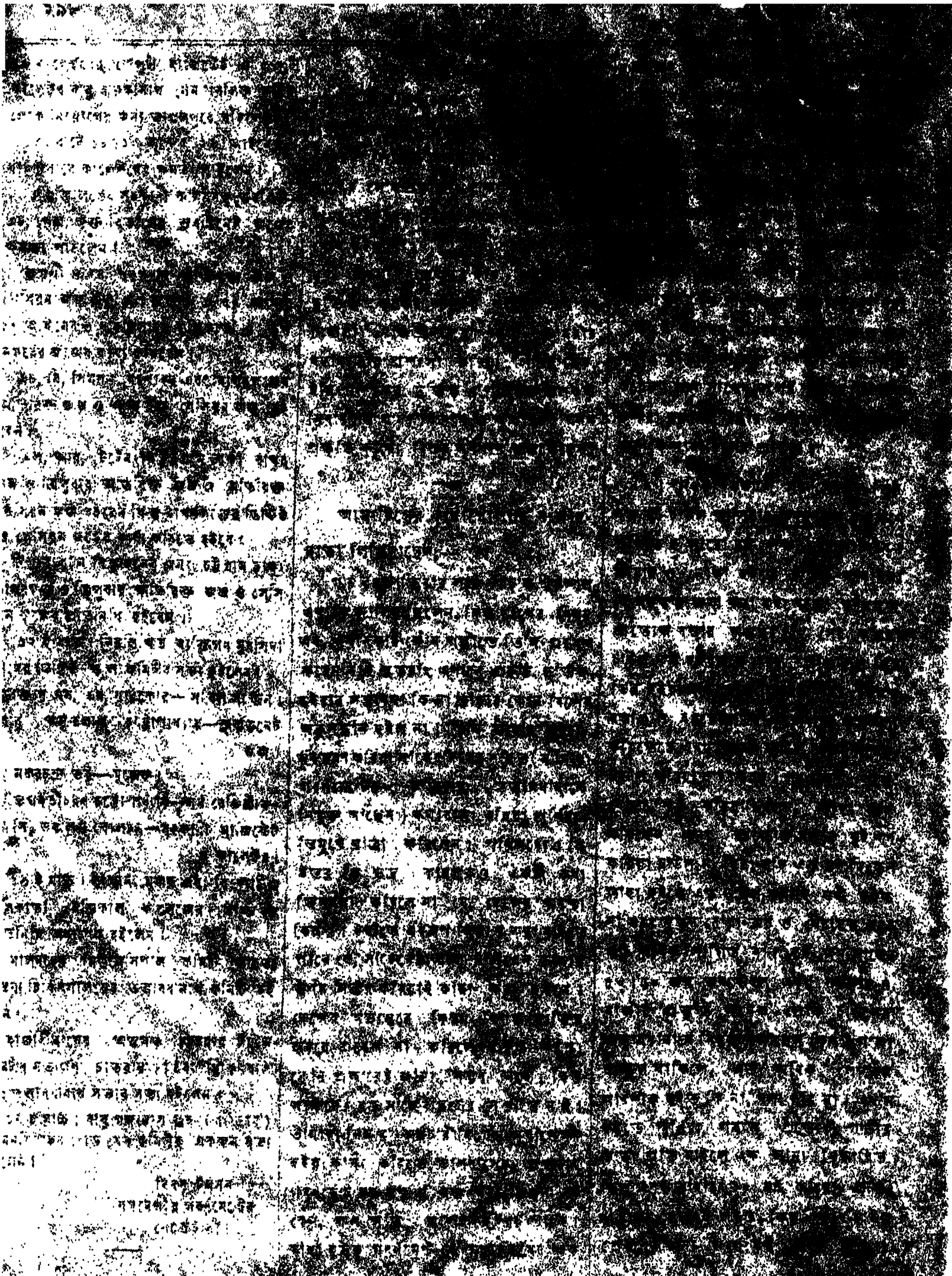
[illegible] দিতেছেন ও তিব্বাতের [illegible] টাকায় ৶০ করিয়া কমিসন পাইবে, এদিগরে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক গাড়ীর খরচ প্রায় তিন টাকা পড়ে। ইহাতে পব লিক্‌ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট আর ১৭০ টাকায় গাড়ী পায় না এবং অন্যান্য মহাজন যাহারা ১১০ আন্দাজ করিয়া দিত তাহারাই বা কি প্রকারে গাড়ী পাইবে? সুতরাং মহাজনদিগের আমদানী রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ভদ্র লোকের ব্যবহারোপযুক্ত চাউল টাকায় ৴৮ সের করিয়া কাঁচি ওজনে এখানে বিক্রয় হইতেছে।

অধুনা পোষ্ট আফিসের কার্য্যে [illegible]কে বিশৃঙ্খলতা লক্ষিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনা যাইতেছে এক স্থানের পত্র স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছে। কোথায় চুরি হইয়াছে কোন কোন পত্র হয় ত একেবারেই পাওয়া গেল না। কিছু দিবস হইল, কারাগোলা হইতে কোন ব্যক্তি একটী বাঁকী পারসেল উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে রামগড়ে পাঠাইয়াছিল, তাহার মধ্যে কিছু টাকা ছিল ওজন ৫২ তোলা হয় কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে উহা পৌঁছিলে ৪০ তোলা মাত্র ওজন পাওয়া যায়; সুতরাং পত্রাধিকারী ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করে নাই, পরে সেই পারসেল ডেড্‌লেটার আফিস্‌ হইয়া এখানে আইসে এবং তাহা খোলাতে দেখা গেল যে, কতকগুলি মৃৎপিণ্ড মাত্র তাহার মধ্যে রহিয়াছে। সম্প্রতি আবার শুনিতেছি এখান হইতে কোন ব্যক্তি কটকে কেন্দ্রাপাড়া মোকামে একখানি পত্র রেজিষ্টরি করিয়া পাঠাইয়াছিল, তাহার মধ্যে ১০ টাকার এককেতা নোট ছিল কিন্তু তথায় কেবল পত্রখানিই পৌঁছিয়াছে, নোট তাহার মধ্যে নাই। এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান হইতেছে, পরে কি হয় বলা যায় না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট নোটের দায়ী নন, কেবল পত্র খানির দায়ী, তা তাঁহারা পৌঁছিয়া দিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল চুরির বিশেষ তদন্ত করিয়া দোষী ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করেন এবং পত্র প্রেরকদিগের অপহৃত [illegible] তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন, নতুবা অনেক পোষ্ট আফিসের উপর লোকের বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যাইবে।

[illegible] মার্চ্চ
[illegible]

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! মনুষ্যের যতগুলি দুর্ভাগ্য সকলগুলিই কি বর্দ্ধমান জেলার স্থানে স্থানে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়াছে? তন্মধ্যে বীরশিমুল গ্রামে কিছু অধিকতর দেখা যায়। ১০ বৎসর একাদিক্রমে ম্যালেরিয়া আপন প্রভাব অতি ভীষণ রূপে প্রবল রাখিয়া এক একটী বংশ সমূলে ধ্বংস করিয়াছে। গ্রামের যেদিকে গমন করা যায় সেই দিকেই আচ্ছাদনশূন্য ভগ্ন প্রাচীরবিশিষ্ট শূন্য বাটীগুলি কালের নিদারুণ শাসনের পরিচয় প্রদান করিতেছে, দেখিলে অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হয় ও অশ্রুপাত সম্বরণ করা যায় না। অত্রত্য অধিবাসিগণের মধ্যে দুই এক জন যে প্রবাসে থাকেন তাঁহাদিগকেই একটু সুস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন যাঁহারা গ্রামে আছেন অনেকেই জ্বর প্লীহায় শরীর জীর্ণ হইয়া দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন করিতেছেন। হতভাগাদের স্বাস্থ্যের সহিত অপরাপর জীবনধারণোপযোগী উপাদানগুলিও অন্তর্হিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি। গ্রামের সকল পুষ্করিণী শুষ্ক প্রায় হইয়াছে। কেবল একটী পুষ্করিণীতে চারি ফিট মাত্র জল আছে, তাহাও বোদে পরিপূর্ণ। গ্রামের অধিক সংখ্যক লোকেই সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করেন।

দ্বিতীয়তঃ গ্রামের দক্ষিণ ভাগে স্রোতবিহীন মুণ্ডী খাল সদৃশ একটী সামান্য নদী আছে, তাহাও দামে পূর্ণ, জল অত্যল্পমাত্র, চৈত্র বৈশাখ মাসে অধিকাংশ শুষ্ক হইয়া যায় ও স্থান বিশেষে যে জল থাকে তাহাও অতি আবিল, কোন ক্রমে ব্যবহারযোগ্য নহে। উক্ত নদী দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যের অপকার হইতেছে। এই নদীর বিষয় রাজপুরুষেরা অজ্ঞাত নহেন। দামোদর নদের বাঁধ হইতে খাল খাত হইয়া উক্ত নদীর সহিত যোগে বল্লাগাটীর খালের সহিত সংযুক্ত হইবে এই কথা আমরা প্রায় ৮।৯ বৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছিলাম এবং বীরশিমুল গ্রামের উপর দিয়া দুই বার জরিপ পর্য্যন্ত হইয়া যায়, তজ্জন্য বড় আশা ছিল এই বার আমাদের গ্রামের উপর দিয়া খাল হইবে তাহা হইলেই কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও বাণিজ্যের দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকৃষ্ট পানীয় জললাভে সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইব, কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে সে আশাও পূর্ণ হইল না। খালটী বীরশিমুল গ্রামের ৪ ক্রোশ দক্ষিণ কাণানদীতে সংমিলিত হইল, ইহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রভূত মঙ্গল হইবে বটে, কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে অনেক স্থানে উক্তবিধ খালের অভাব আছে, প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয় বিশেষ তদন্ত করেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট সানুনয় নিবেদন করিতেছি, বীরশিমুল গ্রামে যে সকল পুষ্করিণী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার অন্ততঃ একটীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়া এই নিঃসহায় ও দরিদ্র অধিবাসিগণের জীবন দান করুন। উক্ত বিষয়ে গ্রামস্থ জমীদার মহাশয়গণের আনুকূল্য প্রাপ্তির অণুমাত্র প্রত্যাশা নাই। ঈশ্বর আমাদের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, নতুবা যত প্রকার দারিদ্র্য দুঃখ আমাদের উপর পতিত হইবে কেন? তৃষ্ণায় জলপানে তৃপ্ত হইল না, ক্ষুধায় উদর পুরিয়া আহার জুটিল না, চিরকাল ইংরাজের বিজ্ঞান [illegible] হইল, এক প্রকারে আমরা উৎসন্নপ্রায় হইয়াছি। এক্ষণে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট আমাদের রক্ষা না করিলে [illegible] নাই।

জেলা বর্দ্ধমান
থানা [illegible]
১২৮০ সাল
৩০এ ফাল্গুন

কস্যচিৎ
বীরশিমুল [illegible]

মহাশয়! আজি প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল, ছোট লাট [illegible] গের নূতন [illegible] কার্য্য [illegible] হইয়াছে। এই [illegible]

সোমপ্রকাশ

৩৪৯

১৯ সংখ্যা ।

" ...লী প্রজ্বালিষ্যসি । পার্থিবঃ নরস্বতী অনিমজ্বতী ন হীয়তা । "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০ । ১৮ ই চৈত্র । ইং ১৮৭৪ । ৩০ এ মার্চ

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা ।

" ভারত সার । "

বঙ্গ মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য । কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে । আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া " ভারত সার " নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি । ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে । মূল ভারতে পুনরুক্ত প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না । ইতিহাস গ্রন্থ যেরূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে । পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন্‌ডেক্স দেওয়া যাইবে ।

" ভারত সার " উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে । প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে । মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ॥৵০ আনা মাত্র । অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে । গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্নলিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে ।

গুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪, মীর্জ্জা ফর্ লেন
কলিকাতা
} ক্ষেত্রমোহন সেন
গুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে. প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাসুল /০ আনা । নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে ।

২৪ পরগণা বাওয়ালি
জাচিপুর ডাকঘর ।
শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে " হরিভক্তি কল্পদ্রুম " নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশ হইবে । অগ্রিম মূল্য ॥০ আনা ডাক মাসুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে । গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটর্য্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ রুট ।ডমাই বারপেজী ফরমার ৬ ফরমা করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে ।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী

—০—

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী " রচনাসার " নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে । ইহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০ । ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে ।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা ।

—০—

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন ।

অধ্যক্ষস্য ।

—০—

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০ । ফেমিলি ট্রীটমেন্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১।০ এসপেসাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং " মূল্য ১॥০ ডাক মাশুল /০ । আমার নিকট পাওয়া যায় ।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা ।

—০—

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায় ।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই চৈত্র সোমবার।

নিজ নবদ্বীপ এতদিন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কিছুদিন হইল লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন যে নব আর নদীয়া জেলার অন্তর্গত না থাকিয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হইবে এই আদেশে নবদ্বীপবাসী আপামর সাধারণ সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। দুঃখিত হইবার যথেষ্ট কারণও আছে। যে নগরের নামে জেলার নাম তাহাকে জেলান্তরিত করিবার চেষ্টা করা উপহাস জনক। বঙ্গভূমির যদি কোন ইতিবৃত্ত থাকে নবদ্বীপকে লইয়াই সেই ইতিবৃত্ত। বঙ্গভূমির যদি গৌরব কিম্বা শ্লাঘার বিষয় কিছু থাকে নবদ্বীপে সেই সকল ঘটনা হইয়াছে। এই স্থান মহাত্মা চৈতন্যের জন্মভূমি; ইহা ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র বৈষ্ণবের তীর্থস্থান; এই খানেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা ছিল, বঙ্গ দেশের প্রিয় কবি ভারতচন্দ্র এইখানেই নিজ শক্তির পরিচয় দেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এবং ইতিহাসে এই নগর কৃষ্ণনগর শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান সকলের সহিত আবদ্ধ, আজি ইহাকে স্বসম্পর্কীয়দিগের মধ্য হইতে ছিন্ন করিয়া স্থানান্তরিত করা বিধেয় নয়। বোধ হয় গঙ্গা পার হইয়া কৃষ্ণনগরে মোকদ্দমাদির নিমিত্ত যাতায়াত করা অপেক্ষা কালনাতে গমন করা অধিক সহজ বলিয়া কাম্বেল সাহেব এরূপ আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রজাদিগের চিরক্রমাগত সংস্কারের অনুরোধে এবং ইতিবৃত্ত জনিত সম্বন্ধের অনুরোধে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল।

পাঠকগণ বিদিত আছেন যে কিছু দিন হইল বোম্বাই নগরীয় পারসীদিগের সহিত তত্রত্য মুসলমানদিগের ভয়ানক বিবাদ হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা পারসীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে; তাহাদের গৃহলুণ্ঠন ধর্ম্মালয়ের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে, অশেষ প্রকারে তাহাদের যেরূপ ক্ষতি ও অপমান করিয়াছে তাহা স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত উষ্ণ হয় এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। তাঁহারা সকল চুকিয়া গেলে কতকগুলি সৈন্য আনিয়া রাখিয়াছেন এবং এক এক বার পারসী ও মুসলমানদিগকে ডাকাইয়া মিষ্ট কথায় মিলন করিয়া দিবার চেষ্টা; করিতেছেন। সে চেষ্টা বৃথা। চেষ্টা যতদিন না ন্যায় বিচার হইবে এবং অপরাধীদের সমুচিত দণ্ড হইবে ততদিন পারসীদের মনের ক্ষোভ মিটিবে না। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধ্য কত এবং ভাব কি প্রকার তাহা তাহারা জানিয়াছে; তাঁহাদের উপর যে অশ্রদ্ধা জন্মিবার তাহা জন্মিয়াছে; এখন তাহারা একবার উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট আবেদন করিবার সংকল্প করিয়াছে। তাঁহারাও ন্যায় বিচার করেন কি না দেখিবার ইচ্ছা আছে। ইতি মধ্যে বোম্বাইএর পুলিষ কমিশনর সাহেব সার জেমসেটজী জিজী ভাইকে এক পত্র লিখিয়া অনুরোধ করেন যে তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ স্বয়ং এই বিষয়ের বিচারার্থ এক সভা করেন সেই সভা জেলের মধ্যে বসুক এবং যে সকল লোক দাঙ্গার জন্য কয়েদ আছে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হউক; কিন্তু একজন পুলিষ কর্ম্মচারী তাহাদের সভাতে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। সার জেমসেটজী জিজীভাই এ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনাদের মকদ্দমা আপনারা বিচার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা মহারাণীর নিকট আবেদন করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিদ্যাবুদ্ধি যত

নতা স্পৃহা বলবতী হয়। বাঙ্গালিদিগের যাহা কিছু উন্নতি [illegible] যাহা কিছু উৎসাহ ও [illegible]তা এই কারণেই ; এবং যাহা কিছু [illegible] সমকক্ষতা এই কারণেই ; এই জন্যই বাঙ্গালিরা সাহেবদিগের চক্ষুশূল হইয়াছেন। যে সকল ইউরোপীয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাসিদিগকে উন্নত করিবার জন্য ব্যস্ত এবং সেই জন্য বঙ্গবাসিদিগের উপর জাতক্রোধ হইয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে বলি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত না করিলে তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। অথবা বঙ্গদেশে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাঁহারা অনুতাপ করিতেছেন আর বোধ হয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে ইচ্ছুক হইবেন না।

লার্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগের জনশ্রুতি।

এইরূপ জনশ্রুতি যে আগামী শরৎ ঋতুতে লার্ড নর্থব্রুক পদত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর পদত্যাগ করিয়া চলিলেন গবর্ণর জেনেরলও পদত্যাগ করিবেন, এই বিপদের সময় এই সংবাদ শুনিয়া আরও ভয়ের সঞ্চার হয়, কাম্বেল সাহেবের পদত্যাগের কারণ শরীরের অস্বাস্থ্য, লার্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগের কারণ কি ? কেহ কেহ বলিতেছেন, তিনি সার টমাস ব্যারিঙের প্রচুর বিভবের অধিকারী হইয়াছেন সেখানে না থাকিলে সে সকল বিষয় রক্ষা হওয়া দুষ্কর। কেহ বা বলেন, তাঁহার দলস্থদিগের পরাভব ও মন্ত্রিপরিবর্ত্তনই এই সংকল্পের কারণ। আবার কাহারও মতে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি যেরূপে কার্য্য করিতেছেন ইংলণ্ডের অনেকে তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন এবং [illegible] লোকের যে ছিল তাহার হ্রাস করিয়া দিতেছেন তাহাই তাঁহার মনোভঙ্গের কারণ. এই সমুদায় কারণই অনুমান মাত্র, বাস্তবিক তিনি এপ্রকার সংকল্প করিয়াছেন কি না স্থির নাই। এসংবাদ যদি বাস্তবিক হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষবাসিদের বিশেষ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যতজন গবর্ণর অদ্যাবধি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন তাহার মধ্যে লার্ড কানিং ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই বোধ হয় এরূপ সকল শ্রেণীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইতে পারেন নাই। বিধাতা তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুকূল, তিনি ভারতভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্রই যেন প্রজাদিগের ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র হইয়াছেন। তিনি এই দুই বৎসর কালের মধ্যে যতগুলি কথা কহিয়াছেন, কিম্বা যতগুলি কার্য্য করিয়াছেন তাহার সকল গুলিতেই তাঁহার প্রজাবৎসলতা প্রকাশ পাইয়াছে। এক ইনকম টাক্স বন্ধ করিয়া তিনি সকল শ্রেণীর প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদপাত্র হইয়াছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত উপস্থিত দুর্ভিক্ষে তাঁহার আর একটী বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত ধীর ও শান্ত। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন দেশমধ্যে যেরূপ শঙ্কা ও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এরূপ সময়ে যাঁহার হস্তে সেই সকল লোকের জীবন মৃত্যুর ভার তাঁহার পক্ষে ধীরতা রক্ষা বড় কঠিন ; কিন্তু লার্ড নর্থব্রুকের অবলম্বিত কার্য্য প্রণালী, তাঁহার প্রত্যেক কথা ও আদেশ পাঠ করিলে তাঁহার ধীরতা অথচ সহৃদয়তা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি লর্ড এলিণ্ডবরা কিম্বা লর্ড মেয়োর মত প্রজাদিগের অস্পৃশ্য এবং অগম্য নন, আবার কাম্বেল সাহেবের মত হঠকারীও নন। তিনি দৈ পরিব প্রজাদিগের কথা শ্রবণের অযোগ্য বিবেচনা করেন না। ইনকম [illegible] রহিত করা এবং সিমলা গমন নিষেধ করাতেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি যে ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ একটা কার্য্য করেন না তাহা তাহার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালীতে জানা গিয়াছে। কোথায় আমরা প্রস্তাব করিতেছিলাম যে তাঁহার নিয়মিত রাজত্ব কাল শেষ হইলেও তাঁহাকে এদেশে থাকিতে অনুরোধ করা হয়, না, তাঁহার পদত্যাগ। এ সংবাদ সত্য বলিয়া মনে হয় না এবং সত্য হইয়াও কাজ নাই।

এস্থানে একটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে। টাইমস পত্রিকার ভারতবর্ষীয় সংবাদদাতার ন্যায় কতকগুলি অবিবেচক ও অবিমৃশ্যকারী লোকের দোষে লার্ড নর্থব্রুক অকারণ ইংলণ্ডের লোকের নিকট নিন্দাভাজন হইতেছেন। এদিকে লার্ড নর্থব্রুক বিপদ নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন সিমলা গমন রহিত করিয়াছেন, দিন দিন সহস্র সহস্র মণ চাউল আমদানী করিতেছেন, তথাপি পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিদের অত্যুক্তির দোষে বিলাতের লোকের নিকট তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল যৎসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। একজনের অত্যুক্তির দোষে যদি অপর একজন প্রকৃত শ্রদ্ধার উপযুক্ত ব্যক্তিকে অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয় তাহা অপেক্ষা অবিচার আর কি হইতে পারে ?

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সৌহৃদ্দি বৃদ্ধির উপায় কি ?

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞদিগের নিকট যেরূপ অপরিজ্ঞাত ছিল এখন আর সেপ্রকার নাই। গত কএক বৎসর অবধি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডবাসিদিগের চিত্ত সমধিকরূপে আকর্ষণ করিতেছে এবং দিন দিন সেই আকর্ষণ বৃদ্ধি

১৮৬৯	৭১১১৬৮১৪৯৬	৩১[illegible]৯০০৩
১৮৭০	৭২৯৮৯৬৩৮০	[illegible]৬৭০০০

উপসংহারকালে আমরা পুনরায় বলিতেছি ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রীতি সূত্রেবদ্ধ করিতে চাহেন তাহা হইলে প্রজাবাৎসল্যই তাহার একমাত্র উপায়। ইংলণ্ড উটিকন্ত প্রজার প্রতি অত্যাচার করাতে একবার আবিসিনিয়ার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আবার ডটি কত প্রজার প্রতি অত্যাচার করাতে আসান্টি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সময় ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য যাহা কিছু করিবেন তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করা হইবে।

সাহায্য কৃত স্কুল সমূহের উভয় সঙ্কট।

১৮৭১ শালের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সাহায্য দান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি বর্ষে বর্ষে সাহায্য কৃত স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে দুই এক স্থানে গবর্ণমেণ্টের এক একটী মডেল স্কুল দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু একণে জেলায় জেলায় দেশের অতি অভ্যন্তর প্রদেশেও অনেক স্কুল স্থাপিত হইয়াছে যে উদ্দেশে সাহায্য দান প্রথা প্রচলিত করা হয় তাহার কতক সুসিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশ বাসিদিগের চেষ্টা এবং উদ্যমেও বিকাশ হইতেছে। যে গ্রামে লোকে বিদ্যা শিক্ষার নামও জানিত না সেখানেও কেহ না কেহ অগ্রসর হইয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বালকদিগের পাঠনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু এই সকল সাহায্যকৃত স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার যাহারা গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে এক প্রকার কষ্টের অবস্থায় পড়িতে হয়, সেই বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলা আমাদের আজকার প্রস্তাব অবতারণার উদ্দেশ্য।

যদিও অপরাপর বিভাগ অপেক্ষা শিক্ষা বিভাগের লোকদিগের বেতন অল্প তথাপি কতকগুলি বালককে অন্ততঃ মধ্যবিধ ইংরাজী শিক্ষা দিতে হইলে যেরূপ ব্যয় আবশ্যক হয় তখনই সে পরিমাণে বালকদিগের বেতন উঠে না। বালকদিগের বেতন এবং গবর্ণমেণ্টের দান এ উভয়ের সমষ্টি করিয়াও সকল স্থলে ব্যয় সংকুলন হয় না। এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত উভয় পক্ষের অন্যতর ভিন্ন পক্ষান্তর নাই। প্রথমতঃ হয় ছাত্রদিগের বেতন এবং গবর্ণমেণ্টের দানের দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার মধ্যে স্কুলের সমুদায় ব্যয় বদ্ধ রাখা—দ্বিতীয়তঃ চাঁদা দ্বারা আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্কুলের আয় বৃদ্ধি করা। এ উভয় পক্ষেই কষ্ট প্রথম, ছাত্রদের বেতন ও গবর্ণমেণ্টের দান এই মাত্র অবলম্বন করিয়া থাকিলে কখনই সুশিক্ষা বিধান করা যায় না; কারণ তত অল্প বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক লাভ করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয় পক্ষটীও কষ্টকর, কারণ পল্লী গ্রামে মাসে মাসে চাঁদা দ্বারা অর্থসংগ্রহ যে কিরূপ সহজ তাহা সকলেরই বিদিত আছে। রীতিমত চাঁদা আদায় হয় না বলিয়া দুইটী অনিষ্টের উৎপত্তি হয়; প্রথম, শিক্ষকেরা রীতিমত সম্পূর্ণ বেতন পান না। সুতরাং তাঁহাদের পরিশ্রম প্রবৃত্তি জন্মে না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের দত্ত অর্থের অনুরোধে চাঁদা না পাইয়াও প্রাপ্ত বলিয়া লিখিতে হয় এবং শিক্ষককে সম্পূর্ণ বেতন না দিয়াও সমুদায় দেওয়া হইয়াছে এইরূপ জানাইতে হয়। সকল সাহায্যকৃত স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ও সম্পাদকদিগকে যে এইরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতে হয় আমরা এরূপ বলিতেছি না, কিন্তু অনেককে কষ্টে পড়িয়া ইহার পক্ষান্তর অবলম্বন করিতে হয় এরূপে অধিকাংশ স্কুলই গবর্ণমেণ্টের অবিশ্বাস ও অভক্তির ভাজন হইয়াছে

আমরা দক্ষিণ বারাসত হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি সেই পত্র খানি পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে এই চিন্তাগুলি উদিত হইয়াছে বারুইপুরের দক্ষিণে বহুড়ুতে একটী ও জয়নগরে একটী এই দুইটী প্রধান সাহায্যকৃত ইংরাজী স্কুল আছে,। এই স্কুল দুইটী বহুদিন অবধি রীতিমত কার্য্য করিয়া আসিতেছে বহুড়ু নিবাসী বাবু শ্রীনাথ বসু প্রথমটীর সম্পাদক এবং সেটী তাঁহারই প্রযত্নরক্ষিত। বহুড়ু স্কুল প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনেক বার সুখ্যাতিলাভ করিয়াছে। এক সময়ে এখানকার বালকেরা ১৮ টাকা পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় নানাপ্রকার সাংসারিক ও বৈষয়িক অসচ্ছলতা নিবন্ধন শ্রীনাথ বাবু পূর্ব্বের ন্যায় ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না; সেই জন্য স্কুলটীর কিছু দুরবস্থা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জয়নগর স্কুল; বহুড়ু নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ভক্ত ইহার সম্পাদক। এ স্কুলটী মন্দ চলিতেছে না। এখানকার ছাত্রেরা বিশেষ সুখ্যাতিভাজন হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় প্রধান শিক্ষকটী যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিয়া থাকেন

অনেক দিন অবধি এই দুইটী স্কুল সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। এই দুইটী স্থান এক ক্রোশের মধ্যে, শুনিতে পাওয়া যায় কোন স্কুলেই ছাত্র সংখ্যা অধিক নয়, সেই জন্য কোন স্কুলে এই শিক্ষা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। অতি অল্প বেতনেই কার্য্য সমাধা করিতে

উ—হাজিপুরের কাছারিতে মোক্তারি ?

প্র—তাহারা আর কত?

উ—দুই কাছারিতে অর্থাৎ হাজিপুরের জাইণ্ট সাহেবের এবং সবডিপুটী বাবুর কাছারিতে ১০ টাকা করিয়া টাকা বেতন পায়।

প্র—চাষ করে কে ?

উ—আমি বাটী থাকি আর চাষ করি।

প্র—এবার ফসল কেমন ?

উ—আমাদের যে ৮।১০ বিঘা জমি আছে তাহাতে কিছুই হয় নাই। যাহাদের চাকুরী আছে তাহাদের একরূপ চলিতেছে, যাহাদের তাহা নাই তাহারা আধপেটা খাইতেছে। যে পূর্ব্বে এক সের খাইত এবার সে আধ সের খাইতেছে।

প্র—তুমি বলিতেছ কিছুই হয় নাই এই যে দেখিলাম অরহর ইত্যাদি রবিশস্য সুন্দর জন্মিয়াছে ?

উ—রবিশস্য মাত্রই অর্দ্ধেক হইয়াছে। জল হইলে শস্য দ্বিগুণ পূরিয়া উঠিত। ধান ত হয় নাই, ছিনাধান কিছু হইয়াছে আর গোধুম অর্দ্ধেক হইয়াছে। ভাদ্র মাসের ফসল যথেষ্ট না হইলে কৃষকদিগের প্রাণ নষ্ট হইবে।

কথোপকথনে বুঝিলাম এদিকে এখনও দুর্ভিক্ষ হয় নাই, হইবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট এই ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার জন্য যথেষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন কি না, পরে বলিব। চক্ষে দেখিলাম ছোট ছোট বস্তা করিয়া ১৬ লক্ষ টাকা গঙ্গা পার করা হইল। ইহার ১৩ লক্ষ মোজাফর পুরে যাইবে আর ৩ লক্ষ হাজিপুরে থাকিবে। শুনিলাম ৬০ লক্ষ টাকা মতিহারিতে গিয়াছে। চক্ষে দেখিলাম অগণ্য গরুর গাড়ী শ্রেণী বদ্ধ হইয়া বেতিয়া যাইতেছে। মনে করিলাম বেতিয়াতে এত শস্য কি হইবে ? এবার এই পর্য্যন্ত।

বিবিধসংবাদ।

১১ ই চৈত্র সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকগণকে একটী শুভ সংবাদ দিতেছি, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র মৃত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। মিত্র বলেন, দ্বারকানাথ মিত্র রমেশ বাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। মৃত বিচারপতি একদা এক ব্যক্তির সহিত কথোপকথন কালে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, উকীল শ্রেণীর মধ্যে প্রায় কেহই অবসর সময়ে পুস্তকাদি পাঠ করেন না কেবল অর্থোপার্জ্জন করেন মাত্র। নিজ নিজ শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে যত্ন করেন না, কিন্তু রমেশ বাবু সেরূপ করিতেন না। তিনি পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বদা পড়িতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রমেশ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভূতপূর্ব্ব সদর কোর্টের পেস্কার বাবু রামচন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র। রমেশ বাবু অতি শৈশবাবস্থায় পিতৃহীন হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই মৃত বিচারপতি দ্বারক নাথ মিত্র যেমন অপক্ষপাতিতা ও ধীরতা সহকারে বিচারকার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, রমেশ বাবুও সেইরূপ হাইকোর্টের আসনের গৌরব রক্ষা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

গত ৬ ই চৈত্র বুধবার অপরাহ্ণে প্রায় ৪টার সময় জয়নগর থানার ও মথুরাপুর থানার অধীন, বহড়ুহাটী, রাণাঘাটা, বড়াশী, মথুরাপুর প্রভৃতি স্থানে ঝড় ও ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ঝড়ে সামান্য সামান্য ঘর পড়িয়া গিয়াছে, এরূপ শিলাবৃষ্টি হয়, দেখা অদ্ভুত। শিল গুলা সব গোল আলুর মত, অনুমান ওজনে প্রায় এক পোয়া হইবে এবং এত অধিক পড়িয়াছিল, যে, এক এক স্থানে রাশীকৃত হইয়াছিল। শিল পড়িয়া অনেক মানুষ, গরু, ছাগল, জখম হইয়াছে, কিন্তু মারা যায় নাই। গত কাল হইল কোদালিয়াতে যেরূপ হইয়াছিল, ইহাও প্রায় সেই রূপ, বিশেষ এই, উহাতে ঝড় অধিক হইয়াছিল, ইহাতে ঝড় অল্প, শিলা বৃষ্টি সেই রূপ।

এচ, জি ওয়ালপোল সাহেব আমাদিগের নূতন ষ্টেট সেক্রেটারি মার্কুইস অব সালিসবরির প্রাইবেট সেক্রেটারি হইয়াছেন।

কোটনের ব্যয়ে এই সকল করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রত্যেকের এক সপ্তাহের বেতন কর্ত্তন করিয়া ঐ টাকা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে সাহায্যার্থ প্রদান করিবেন।

১২ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

দিনাজপুর হইতে এক ব্যক্তি এডুকেশন গেজেটে লিখিয়াছেন, “গত মহরমের দিন একটী ঘোরতর গম্ভীর গর্জ্জন হইয়াছিল। প্রথমতঃ গুড় গুড় শব্দ করিয়া গুড়ুম গুড়ুম শব্দ করিয়া উঠিল। পর দিন প্রভাতে দেখা গেল যে ২ খানি প্রস্তর গোয়ালপুকুরে পতিত হইয়াছে। আমি ঐ প্রস্তরের ভগ্নৈক খণ্ড আনয়ন করিলাম, এবং দেখিলাম যে, উহার উপরিভাগ উত্তম বার্ণিস করা কৃষ্ণবর্ণ, অভ্যন্তরটী প্রস্তরের ন্যায়। আঘ্রাণ করিলাম, বোধ হইল যেন গন্ধকের গন্ধ। গোয়ালপুকুরের লোকে বলে, যখন উহা পতিত হইয়াছিল উহাতে অগ্নি ছিল ভূতলে পতিত হইলে আর অগ্নি দৃষ্ট হয় নাই। একখণ্ড ইহা কৃষ্ণগঞ্জে প্রেরিত হইয়াছে লোকে অনুমান করে, উহার এক খণ্ড ২॥০ মণ ৩ মণ হইবে।” ঐরূপ আলোক সংক্রান্ত শব্দ জলপাইগুড়িতে অনুভূত হইয়াছিল বলিয়া একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল পারিসে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি কুকুর ও বিড়ালের মাংস বড় ভাল বাসিত, সে একদিন একটী বিড়ালের মাংস ভক্ষণ করে। মাংস আহার করিলে পর তাহার বমন ও অন্যান্য শারিরীক কষ্ট আরম্ভ হয়। তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার আনা হইল। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু কিছুতেই তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন না। অবশেষে ডাক্তার তাহার মৃত্যুর এই কারণ স্থির করিলেন, ঐ ব্যক্তি যে বিড়ালের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল সেই বিড়ালটা একটী ইন্দুর খাইয়াছিল, ইন্দুরটী আবার ইতিপূর্ব্বে কোন বিষাক্ত দ্রব্য খাইয়াছিল তাহাতেই ঐ ব্যক্তি মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের বোধ হইতেছে বিষ

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৬এ ফেব্রুয়ারি। বর্দ্ধমানের ডেপুটী কালেক্টর আর, টি লিবেট্টার ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১২ ই মার্চ্চ। ডবলিউ এচ, বেওয়ান ত্রিহুতে প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

১৮ ই মার্চ্চ। এস, জে কির্কবি ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে চম্পারণে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ম্যাকলিন সাহেব কলিকাতার কষ্টমের ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

২১ এ মার্চ্চ টি, টি এলেন কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার প্রতিনিধি দ্বিতীয় অতিরিক্ত জজ এবং অতিরিক্ত সেশিয়ন জজ হইবেন।

বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় নিরন্তর শাসন কার্য্যের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন এবং বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনরের পাসনাল আসিষ্টান্ট হইবেন কিন্তু ১৮৭৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশীয় সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে হইবে।

জে, এ বোডলিন, এচ, বি, বীমস এবং বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় গয়া বিভাগে রিলিফ কার্য্যের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৩ এ মার্চ্চ। নদীয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু স্বর্ণকুমার সেন কিছুদিনের জন্য উক্ত বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জি জে, বি, টি ডালটন প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

নড়াইল বিভাগের ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর জে কেলিহার গয়ায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীন কৃষ্ণ সরকার নড়াইল উপবিভাগের ভার পাইলেন।

বাবু তারিণীচরণ সান্যাল কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত সব রেজিষ্টার হইয়াছেন।

জাহানাবাদের প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার বাবু ... প্রধান উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

রিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই মার্চ্চ। রেঙ্গপুরের ডাক্তার জে ফিলিপস রাংপুরের একজন অবৈতনিক মাজিষ্টেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুঙ্গীরের ডেপুটী মাজিষ্টেট মৌলবী আবদুল জব্বর ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

বেগু সরাইর সহকারী মাজিষ্টেট সি, এ, উইলকিন্স প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮ ই মার্চ্চ। দারজিলিঙের তহসিলদার বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

২০ এ মার্চ্চ। বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নদীয়ার প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

বাবু রাধাচরণ রায় কিছুদিনের জন্য বরিশালের প্রথম সদর মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু বিহারিলাল মল্লিক নড়াইলের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন।

রাচির প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু তারিণীচরণ অধিকারী তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সাঁওতাল পরগণার আসিষ্টান্ট সেটেলমেন্ট আফিসর মৌলবী হোসেন আলী দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বীরভূমের সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর এচ, এফ, ম্যাথিউস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

স্যমুএল রাইট পূর্ণিয়ার সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

রিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ মার্চ্চ। অদ্য পুনরায় পার্লিয়ামেন্ট খুলিয়াছে।

রাজ্ঞী বক্তৃতা কালে বিদেশীয় রাজগণের সহিত বন্ধুভাব আছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

এডিনবর্গের ডিউকের বিবাহ দুটী প্রধান সাম্রাজ্যের বন্ধুতার প্রতিভূ স্বরূপ হইয়াছে।

রাজ্ঞী বলিয়াছেন, আশান্টি রাজের সহিত যে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলের কার্য্যাদির অবস্থা অরও সন্তোষকর হইবে। এবং এই যুদ্ধে সৈন্যগণ যেরূপ কার্য্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে, রাজ্ঞী তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে রাজ্ঞী এইরূপ বলিয়াছেন "আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম গতবর্ষে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ভারত সাম্রাজ্যের বহুজনাকীর্ণ প্রদেশ সমূহের স্থানে স্থানে দ্রব্যাদি এত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, যে তাহাকে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমি গবর্ণর জেনরলকে আজ্ঞা দিয়াছি এই বিপদ নিবারণার্থ যত টাকার প্রয়োজন তিনি যেন তাহা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন।"

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য মার্কুইস অব সালিসবারি যাহাতে ইংলণ্ডে টাকা তুলিতে পারেন তন্নিমিত্ত লার্ড জর্জ হামিলটন এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। গত রাত্রিতে মার্কুইস অব সালিসবারি দুর্ভিক্ষের জন্য ১০ কোটি টাকা কর্জের উল্লেখ করেন, ইহার মধ্যে ৩ কোটি আপাততঃ আবশ্যক

লণ্ডন ২১ এ মার্চ্চ। মার্কুইস অব সালিসবরি দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত কাগজপত্র উপস্থিত করিবার সময় লাডনর্থব্রুকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তিনি এসময়ে যেরূপ দৃঢ়তা ও কার্য্য দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত বাঙ্গালা দেশ তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী

কমন্স বাটীতে লার্ড জর্জ হামিলটন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, অন্ততঃ ৩ কোটি টাকার অধিক কর্জ করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না, কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, সকল প্রকার বাজে খরচের জন্য প্রস্তুত থাকাও পরামর্শসিদ্ধ।

লণ্ডন ২৩ এ মার্চ্চ। রাজ্ঞী গার্নেট উলসলীকে গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ মার্চ্চ। কমন্স বাটীতে দুর্ভিক্ষ বিষয়ক ঋণের পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছে। লার্ড জর্জ হামিলটন বলিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট অনুমান করেন গবর্ণমেণ্টকে ৩০ লক্ষ লোককে আহার দিতে হইবে। সার জর্জ কাম্বেল অনুমান করিয়াছিলেন, ইহাতে ৬২৯৫০০০০ টাকা ব্যয় পড়িবে। ইহার মধ্যে

চিকিৎসালয় স্থাপন করা কতদূর যুক্তি সঙ্গত কর্তৃপক্ষ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

২। এখনও নীলকর হাঙ্গামা একবারে মিটিয়া যায় নাই। বহু দিন হইতে বাচরা গ্রামের জমিদারের সঙ্গে একজন নীলকর সাহেবের বিবাদ চলিতেছে। শুনিলাম, বিবাদটী সংপ্রতি একটু বিশেষ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বারে বা এক পক্ষের পতন হইয়া যায়। শুনিয়াছি এবারে লাটাল টী পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। বাচরা গ্রাম খানি বলয়ারী আবাদ হইতে ৫ ক্রোশ দুরে অবস্থিত।

৩। কাটোয়া হইতে বোলপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ একটী রাস্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সোমপ্রকাশে আমরা অনেকবার চীৎকার করিয়া ছিলাম।

৪। বীরভূম দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার হেতমপুরের জমিদার রামরঞ্জন বাবু ১১০০০ এগার হাজার টাকা দান করিয়া বিলক্ষণ দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। রাম রঞ্জন বাবুর দিকে আমাদের বরাবর দৃষ্টি আছে। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তিনি বীরভূমের ভূরি উপকার করিবেন বলিয়া আমাদের আশা আছে।

৫। রাইপুরের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া অজয় নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বাঁধ (পুল অতি ভগ্নাবস্থাপন্ন হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন গ্রামে বন্যা প্রবেশ করিয়া কত যে ক্ষতি করিয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এ বাঁধটী এই দুর্ব্বৎসরে সংস্কৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শুনিলাম সে দিন বীর ভূমের মাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধান জন্য গিয়াছি লেন। অনুসন্ধানের ফল কি হইল এখনও জানা যায় নাই।

৬। কীর্ণাহারের শিবচন্দ্র বাবু এ দুঃসময়ে অনেক কাজ করিতেছেন। শুনিয়াছি, তিনি আপন জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ২১ টী পুষ্করিণী খনন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ছেন। এখন ৫। ৭ টীর কার্য্য আরম্ভ হই য়াছে। তাহাতে অনেকগুলি দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহার জমিদারীর এক স্থান দিয়া ময়ূরাক্ষী নদী বহিয়া যাই তেছে বাঁধের জীর্ণাবস্থা নিবন্ধন বৎসর বৎসর প্রজারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, এই হেতু তিনি সেই বাঁধটীর সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতেও অনেকগুলি শ্রমজীবি লোকের আহার সংস্থান হইয়াছে আরো শুনিলাম, তিনি ৩। ৪ হাজার টাকার ধান্য মজুত রাখিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে দুর্ভিক্ষ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিলে আপন বাসগ্রামে একটী অন্নছত্র খুলিবেন।

২২ এ মার্চ্চ
১৮৭৪

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! সকলেই যে ধনের সৎ ব্যয় করিতে জানেন এরূপ নয়। ধনি ব্যক্তি দিগের মধ্যে অধিকাংশই রাজসিক ও তাম সিক কার্য্যে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু সাত্ত্বিক কার্য্যে অর্থব্যয় করেন এরূপ লোক অতি অল্পমাত্রেই নয়ন পথের পথিক হন। আমরা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মাল-ঞ্চ গ্রাম নিবাসী গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীপ্রসাদ মৈত্রের মহাশয়ের ধার্ম্মিকতা বদান্যতা ও স্বদেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্গুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহার যশো বর্ণনা না করিয়া চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছি না। ইহাঁর পরোপকারিতা গুণে মালঞ্চ নিবাসী প্রায় সকল ব্যক্তিই অন্নসংস্থান করিয়াছেন; ঐ মহাত্মা স্বগ্রামে বিশ্বধাত্রী অন্নপূর্ণার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিনিয়ত বহুসংখ্য অনাথ নিরা-শ্রয় দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিতেছেন। একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিনাবেতনে অনেক অনাথ বালককে বিদ্যাদান করি-তেছেন। দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনপূর্ব্বক পল্লীস্থ যাবতীয় দরিদ্রদিগের চিকিৎসা কার্য্য সম্পাদন করিয়া অনেকের অকালমৃত্যু নিবারণ করিতেছেন। একটী রমণীয় দাতব্য উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তদুৎপন্ন ফলমূলাদি পথশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত পথিকদিগকে অকা-তরে বিতরণ করিতেছেন। একটী সামান্য ক্রিয়া উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে বহুস্বর্ণ প্রদান করিতেছেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতা আহিরিটোলায় ইহাঁর একটী অন্নছত্র আছে। তথায় প্রতিদিন বহুসংখ্য উপায়হীন ব্যক্তি অন্নভোজন করিতেছেন। রাজসিক বা তামসিক কার্য্যে ইনি এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন না। ফলতঃ ইঁহার তুল্য ধার্ম্মিক ও সাত্ত্বিক কার্য্যে ব্যয়শালী পুরুষ এ প্রদেশে অতি অল্পমাত্র আছেন। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই তিনি ইঁহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিলে ইঁহাদ্বারা এ সমাজের বহু উপকার সাধিত হইতে পারে।

১২৮০ সাল　　শ্রীঃ—
১২ ই চৈত্র

—:০:—

মহাশয়! সম্প্রতি আমি ভ্রমণোপলক্ষে মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মেদিনীপুর বঙ্গদেশের একটী প্রধান নগর, এই স্থানের বিবয় অবগত হইতে পারিলে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিবেন।

এই নগরটী কংসাবতী (কাঁসাই) নদীর তীরে সংস্থাপিত, এই নদীর জল অতি নির্ম্মল সুস্বাদু এবং পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে সাতিশয় অনুকূল। ইহাতে হিংস্র-প্রাণী কিছুমাত্র নাই বলিলেও হয়, সুতরাং লোকে নির্ভীকচিত্তে স্নানাদি করিতে পারে। এ সময়ে কংসাবতীর ভীষণ তরঙ্গ অথবা প্রবল স্রোত নাই, কিন্তু শুনিলাম বর্ষাগমে অতি প্রবল হয়। সেই সময় মধ্যে মধ্যে বাণ আসিয়া অধিবাসীদিগের সমূহ ক্ষতি করে। জলও অপেক্ষাকৃত মলিন ও ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। ভাগীরথির সলিল অপেক্ষা কংসাবতীর জল প্রায় ৫০ ফিট উর্দ্ধে স্থাপিত। এই স্থানটী প্রস্তর ময়, সেই জন্য এখানে প্রশস্ত সরোবরাদি নাই, সামান্য সামান্য পুষ্করিণী এবং অনেক গুলি কূপ দৃষ্ট হইল, তাহার অধিকাংশের জল পানের অনুপযুক্ত। এখানকার

সম্প্রতি বহুবাজারের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত হইয়া বহুবাজার নাম নামে একটী নাট্যমন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রতি শনিবারে এই নাট্যালয়ে বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত সতীনাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। আমরা একদিন উক্ত অভিনয় দেখিয়া যৎপরোনাস্তি তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

সতী নাটক একটী সামান্য পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞ শিব নিন্দা ও সতীর প্রাণ ত্যাগ এই আখ্যায়িকার প্রধান ঘটনা। মনোমোহন বাবুও এই ঘটনার উপর স্বীয় নাটক খানি সংস্থাপিত করিয়াছেন। কোন ঘটনান্তর সমাবেশ করিয়া নাটকের চমৎকারিত্ব সম্পাদন করিতে পারেন নাই। নাটক বর্ণিত চরিত্র সমুহের মধ্যে শান্তিরামের চরিত্র মনোমোহন বাবুর রচনা কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাহা হউক, অভিনেতৃগণ বিশিষ্ট নৈপুণ্য সহকারে অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। দক্ষের সগর্ব্ব ঔদ্ধত্য, শান্তিরামের বাক্‌চাতুরী, পতিনিন্দায় সতীর সকরুণ বিলাপ, দুহিতার বিয়োগে প্রসূতীর খেদোক্তি প্রভৃতি নিতান্ত হৃদয়হারী হইয়াছিল। নারদ শৈব এবং বৈষ্ণবও উৎকৃষ্টরূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলে অভিনেতৃগণ কোন কোন বিষয়ে এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাহাতে, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতাদিগকেও পরাস্ত ও লজ্জিত হইতে হয়।

কৈলাসপর্ব্বতের বিল্বকুঞ্জের দৃশ্যটী নিতান্ত মনোহর হইয়াছিল। বিল্বকুঞ্জে ধ্যাননিমগ্ন মহাদেবের উপবেশন, অদূরে ত্রিশূল হস্তে নন্দীর অবস্থান এরূপ চমৎকার হইয়াছিল যে দর্শকগণ অভিনয় বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত কৈলাসপর্ব্বতস্থ বিল্বকুঞ্জাসীন মহাদেবকেই প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। মহাদেব ও নন্দীর তদানীন্তন গম্ভীর মূর্ত্তি ও নিশ্চল ভাব দেখিয়া দর্শকগণের হৃদয়ে যুগপৎ ভক্তি ও শান্তরসের আবির্ভাব হইয়াছিল।

নাটক লিখিত গানগুলিও মধুর স্বরে গীত হইয়াছিল। বিশেষতঃ রাত্রিশেষে নন্দীর গানটী এরূপ শ্রুতিবিনোদন হইয়াছিল যে সকলে কিয়ৎকাল অমনস্যমনে নিশ্চলাবস্থায় ছিলেন।

উপসংহার সময়ে আমরা নাট্যালয়ের সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারই উদ্যোগে ও যত্নে একটি বিশুদ্ধ আমোদলাভের উপায় হইল দেখিয়া আমরা নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রস্তাবিত নাট্যালয়ের অধ্যক্ষগণ ন্যাশনাল থিয়েটর প্রভৃতির ন্যায় অভিনয়কে ব্যবসায়ের দ্বারস্বরূপ করেন নাই। তাঁহারা নিজে টাকা ব্যয় করিয়া, এইরূপ বিশুদ্ধ আমোদ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সুব্যবস্থা নিবন্ধন দর্শকগণের কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। প্রত্যুত সকলে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। আমরা অধ্যক্ষগণের এইরূপ নিঃস্বার্থভাব ও উদার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেছি।

হিন্দুহষ্টেল
১২৮০ শ্রীঃ-

লুপ্ত সংবৎসর নহে।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় লুপ্ত সংবৎসরের যে মীমাংসা করিয়াছেন আমি তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, কেবল মুহূর্ত্তচিন্তামণিকে উপেক্ষা করা বই আর কিছুই অদ্ভুত হয় না। কিন্তু যখন একাকী তিনি এই ব্যবস্থা লিখিয়াছেন তখন ইহা মীমাংসা বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহা হউক আমি সংক্ষেপে ইহার উত্তর লিখিতেছি পণ্ডিতবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন

প্রথমতঃ লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কেবল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করা কঠিন, আবার ৯৩১৯ পৃষ্ঠায় কেবল ঐ রঘুনন্দনের বচনে নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা এক সামান্য কৌতুকাবহ ব্যাপার নহে।

দ্বিতীয়তঃ তিনি সংহিতায় লুপ্ত সংবৎসর বিষয়ক কোন প্রমাণ না থাকাতেই প্রোক্ত পণ্ডিত মহাশয় ভ্রমে পড়িয়া গ্রন্থকারকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। এমত অনেক মুনিদিগের বচন আছে যাহা এখনকার সংহিতাতে রক্ষিত হয় নাই যথা (বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেৎ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে) এই বচনটী স্মার্ত্ত একাদশী তত্ত্বে কাত্যায়ন বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু অধুনাতন মুদ্রিত ও হস্ত লিখিত কাত্যায়ন সংহিতাতে এ বচন নাই, তবে কি স্মার্ত্ত মিথ্যাবাদী হইবেন? আর নব্য গ্রন্থ হরিভক্তি বিলাসেও এই শ্লোক লিখিত আছে, সেখানেও গ্রন্থকর্ত্তা ভগবান কাত্যায়নের নাম দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মনুসংহিতারও অনেক বচন আছে যাহার অনুসন্ধান কুল্লুক ভট্টও টীকা করিবার সময় করিতে পারেন নাই। সংহিতাতে বচন নাই বলিয়া দেশমান্য মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তট্টীকাকারকে অবজ্ঞা করা তাঁহার মত পরিণামদর্শী পণ্ডিতের কার্য্য হয় নাই।

তৃতীয়তঃ ১৭৯৪ শকে বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে মাস ৬ দিন ১৫ ভোগ করিয়া কর্কটে বক্রী হন; ১৭৯৫ শকে পুনর্ব্বার মাস দিন ১৯ সিংহে ভোগ করণানন্তর কন্যাতে সঞ্চারী হইয়াছেন, সর্ব্বসমষ্টি মাস ১২ দিন ৪ গুরু সিংহে ভোগ করিলেন, তবে অপূর্ণ বর্ষ কি প্রকারে প্রতীয়মান হইল? পক্ষান্তরে যাঁহারদের মতে ১ এক বৎসরের ২।৪ দিন ন্যূন হইয়াছে তাঁহারাও অসম্পূর্ণ বিধায়ে লুপ্ত সংবৎসর বলিতে পারেন না; কারণ মলমাস তত্ত্বে স্পষ্টই লিখিত আছে যে গুরু সার্দ্ধ দশমাস অতীত করিয়া অতিচারী হইলে দূষণাবহ হয় না যথা (পক্ষোদশাহানি তথা ত্রিপক্ষী মাস ত্রিভাগঃ খলুবট্‌চ মাসাঃ। এবোতিচারঃ কথিতো গ্রহাণাং ভৌমাদিকানাং পরিতস্তু চারঃ॥ যখন এই বচনে ও মুহূর্ত্তচিন্তামণির (মাসৈর্দশৈকাদশ বা প্রভুজ্য রাশ্যাশ্রয়াৎ রাশি মুপৈতিজীবঃ তৌ...

সোমপ্রকাশ

ভাগ। ২০ সংখ্যা।

"প্রবাসী প্রক্রান্তবিলায় পার্থিব: ... অনিমন্ত্রণী ন ছায়না।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ২৫ এ চৈত্র। ইং ১৮৭৪। ৬ ই এপ্রেল

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডার অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বার্ণর্জ্জি ব্রাদার্শ এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র

১৮ ই মার্চ্চ }
১৮৭৪ সাল

—•◉•—

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী

(প্রতিনিধি কার্য্যালয়)

২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভ হয় ইহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারিগণের পারদর্শিতার জন্য কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভই হইতে পারে। ইহাতে ছোট বড় ব্যবসায়ী অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম্ম সমানরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা কোন কিছু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় জনের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করা অর্থাৎ যাহাতে কেহ পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তাহার উপায় করা এইরূপ উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, /০ এক আনার টিকিট পাঠাইলে উহা সকলকেই প্রেরণ করা যাইতে পারে

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতায় দ্রব্যাদির বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার একরূপ কোন সুনিয়ম নাই; সেই নিমিত্ত এজেন্সীর দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র।

আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ্য।

ইহাতে সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত শব্দ শাস্ত্র, শিল্প, বাণিজ্য, সঙ্গীত শাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র, এবং সমালোচন প্রভৃতি লঘু ও গুরু বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত থাকিবে।

"আর্য্যদর্শনের" কলেবর আপাততঃ রয়াল ৮ পেজি ছয় ফরমা (অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠা) হইবে। অগ্রিম মূল্য—বাৎসরিক ৩, ষাণ্মাসিক ১৸০, মাসিক ।৶০। মফঃসলের গ্রাহকদিগকে বৎসরে ডাকমাশুল সমেত ৩৸৶০ আনা দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ "আর্য্যদর্শনে" নিয়মিতরূপে লিখিতে স্বীকার করিয়াছেন।

মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাম্বুধি বি, এল,

" বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি,

" " কানাইলাল দে রায় বাহাদুর

রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ।

" " গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল.

" " সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল (ষ্টুডেন্ট।

[যুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র; এম, এ, বি, এল (ষ্টুডেন্ট)

" " বেণীমাধব দে, এম এ।

" " শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী এম, এ; বি, এল।

" প্রাণনাথ পণ্ডিত এম, এ।

" উপেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল।

" কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ।

" রাধারমণ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ বি, এ।

" ব্রজেন্দ্রকুমার সেন কবিরাজ কণ্ঠাভরণ।

" গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ; বি, এল।

" বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এম, এ; বি, এল।

" উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ।

" ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

" নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার এম এ; বি, এল।

" অমৃতকুমার শাস্ত্রী বি, এল

" নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ; বি, এল।

" " " হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।

" " " উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

" " " ক্ষীরোদনাথ সিংহ শাস্ত্রী এম, এ।

" " " শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।

" " " দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা নং ৩ রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা। নূতন ভারতযন্ত্র ১২৮০ সাল ৮ ই চৈত্র	সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ কলিকাতা ফ্রি চর্চ্চ মিসন কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক।

সোমপ্রকাশ।

২৫ এ চৈত্র সোমবার।

বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা।

ইংরাজেরা এদেশ

শিক্ষকদিগের চরিত্রই বালকদিগের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। শিক্ষকদিগের ধর্ম্মনীতি উৎকৃষ্ট হইলে বালকদিগের ধর্ম্মনীতি প্রায় উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে আমাদের কিছু বক্তব্য বোধ হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট সামান্য সামান্য কর্ম্ম দিবার সময় কর্ম্ম প্রার্থীদিগের চরিত্রের সার্টিফিকেট লইয়া থাকেন। শিক্ষকের অপেক্ষা আর কোন শ্রেণীর অধিক চিন্তার বিষয়, লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল আইবনকে তাড়াইয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাও জানাইয়াছেন। আমরা সমুদায় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এবিষয়ে সতর্ক হইবার জন্য অনুরোধ করি। যাঁহাদের চরিত্রে কলঙ্ক আছে কিম্বা যাঁহাদের দৃষ্টান্তে ছাত্রদের অপকারের সম্ভাবনা তাঁহাদিগকে কখনই নিযুক্ত করা উচিত নয়।

আমাদের শ্রীরামপুরের সহযোগী অবিমৃষ্যকারিতা দোষে দেশ শুদ্ধ লোকের অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অত্যুক্তিপূর্ণ টেলিগ্রামে ইংলণ্ডের লোকের মনে অনর্থক আর এক প্রকার ভাব জন্মিতেছে বিবেচনা করিয়া ইংলিসম্যান প্রভৃতি তাহার দোষ সাধারণের গোচর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সকলেই তাহাকে উপহাস বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেবল লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহার প্রতি সদয়; কারণ তাঁহার ন্যায় কাম্বেল সাহেবের ভক্ত ও মোসাহেব কেহ নাই। আমরা যে কয়েকবার কাম্বেল সাহেবের প্রশংসা করিয়া সাধারণের অপ্রীতিভাজন হইয়াছি আমরাও সেরূপ গোঁড়া নই। অনুগত প্রতিপালন মনুষ্যের কার্য্য; কাম্বেল সাহেব সে পক্ষে হীন হইবেন কেন? তিনিও ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথকে আপনার লেজিসলেটিব কাউন্সিলের মেম্বর করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় গবর্ণর জেনরল তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন। স্মিত সাহেব ইতি মধ্যে তাঁহার নিয়োগের কথা বিলাতে বলিয়া পাঠাইয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে ভগ্নমনোরথ হইয়া লোকের নিকট মুখ দেখান দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এই ঘটনাতে কেহ কেহ ডাক্তার স্মিথকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি এবং স্মিথ সাহেবের অবস্থা কতক কতক অনুভব করিতে পারিতেছি। তাহাকে যিনি যাহাই বলুন তিনি যে একজন দক্ষ ও উপযুক্ত লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এবারে বিবেচনার কিছু ত্রুটী হইয়াছে; সেজন্য বোধ হয় তাঁহার মত কেহ অনুতাপ করিতেছে না।

কাম্বেল সাহেব যাইবার সময় এক কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন। কয়েকমাস পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কালেজের নূতন বাটীর ভিত্তিস্থাপন করা হয়। এই অল্পকাল মধ্যে কাম্বেল সাহেবের উৎসাহে ও ত্বরাতে সেই বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। গত মঙ্গলবার লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং সভাস্থ হইয়া গৃহপ্রবেশ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। কাম্বেল সাহেবের এই শেষ কথা এবং শেষ কার্য্য। আর কয়েকদিন গত হইতে না হইতে তিনি সাগরের জলে ভাসিবেন। যাইবার সময় কাম্বেল সাহেব যে নিজের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মত ও কার্য্য প্রণালীর সপক্ষে কিছু বলিবেন তাহা পূর্ব্বেই আশা করা গিয়াছিল। তিনি উচ্চশিক্ষার বিরোধী বলিয়া লোকের যে সংস্কার আছে তিনি তাহা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কালেজের নূতন বাটীকেই তাহার প্রমাণ স্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার ইংলণ্ড প্রতিগমনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার হৃদয়ের ইচ্ছা নয়, কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে যাইতে হইতেছে। লর্ড নর্থব্রুকও দুই চারিটী কথায় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের উৎসাহ অধ্যবসায়ও কার্য্য দক্ষতার প্রশংসা করিলেন। কাম্বেল সাহেব বাস্তবিক এই কার্য্যটী করিয়া একটী মহদুপকার সাধন করিয়া গেলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ন্যায় একটী সুবিখ্যাত বিদ্যালয়ের একটী গৃহ না থাকা এক প্রকার কলঙ্ক। কাম্বেল সাহেব সেই কলঙ্ক দূর করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধীয় মত ও তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য অনেক বার তাহা বলা হইয়াছে। তিনি দেশের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু এক দিকে ক্ষতি করিয়া অপর দিকে সে অর্থ ব্যয় বিষয়ে সকলের আপত্তি এবং অদ্যাবধি নিম্ন শ্রেণীদিগের শিক্ষার যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ফললাভের অতি অল্পই আশা আছে। সে অংশে যাহা ব্যয় করা হইবে তাহা আমাদের অপব্যয় ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। শিক্ষা সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিদের কার্য্য ভার সম্বন্ধে তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে গোলযোগ ভিন্ন আর কোন বিশেষ লাভ বোধ হয় না। তদ্দ্বারা কতকগুলি লোককে কর্ম্মবিহীন করা হইয়াছে এবং কতকগুলি অব্যবসায়ী লোকের কার্য্য ভার অনর্থক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। নূতন নূতন শাসনকর্ত্তার সময় নূতন নূতন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; সার [illegible] টেম্পল বোধ হয় এই [illegible] দিয়া শিক্ষাসম্বন্ধী

তোষামোদ পান, বাবুদিগেরও নিকট তাহা প্রার্থনা করেন কিন্তু বাবুরা কুক্ষণে ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজদিগেরই স্বাধীনতা ও আত্মগৌরব শিক্ষা করিয়াছেন সুতরাং সেরূপ কুক্কুর সদৃশ তোষামোদকে ঘৃণা করেন। সেই জন্যই সেই সকল ইংরাজের বাবুদিগের উপর এত আক্রোশ। এই জাতীয় ইংরাজদিগকে আমরা নীচাশয় বলিয়া বিবেচনা করি এবং তাঁহারা যখন এদেশীয়দিগকে নীচাশয় মিথ্যাবাদী প্রভৃতি বলিয়া ঘৃণা করেন, তখন মনে মনে হাস্য করি এবং বলি "ভগবান এই কৃপাপাত্র ব্যক্তিদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। এদেশীয়েরা ইংলণ্ডের অধীন, অতএব একজন ইংরাজ মেথরও আপনাকে রাজজাতি অথবা ভারতবর্ষের রাজকুমার মনে করে ইহা দেখিলে কি হাস্য সম্বরণ করা যায়?

মার্কেট বিল।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের লেজিসলেটিব কাউন্সিলের এক বিশেষ অধিবেশনের দিন শক সাহেব মার্কেট বিল নামক একখানি বিল উপস্থিত করেন। জষ্টিসদিগকে ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার এবং বাজার প্রভৃতি বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া এই বিলের উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে একটী ধারা আছে যদ্দ্বারা হগ সাহেব বাজার রক্ষার জন্য এতদিন যে ব্যয় করিয়াছেন তাহা মিউনিসিপালিটীর ব্যয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং জষ্টিসদিগকে ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করিবার জন্য ৭ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। হগ সাহেব জষ্টিসদিগের কমিটীতে বলিয়াছিলেন যে "তোমরা ত টাকা ব্যয় কর, আইন করাইয়া লইতে বড় বিলম্ব হইবে না"। উপস্থিত বিল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এখন অবধি জষ্টিসেরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ঋণ করিয়া ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করিতে পারিবেন এবং শীল বাবুরা যদি বিক্রয়ে সম্মত না হন তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাজার চালাইতেও পারেন।

এই বিল দ্বারা জষ্টিসদিগের হস্তে অতি গুরুতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। জষ্টিসদিগের মধ্যে ইউরোপীয়ের সংখ্যা অধিক, মিউনিসিপাল বাজার তাঁহাদের মনোমত, ইহার রক্ষার বিষয়ে তাঁহাদের সহজেই যত্ন হইবে সুতরাং তাঁহারা যেরূপে পারেন ইহার রক্ষা করিবেন। দুইটী বাজারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উভয় পক্ষের কিরূপ ব্যয় হইতে পারে তাহা সকলেই জানেন। এই সমুদয় টাকা কোথা হইতে আসিবে? মিউনিসিপালিটীর টাকাই ব্যয়িত হইবে। মিউনিসিপাল বাজার থাকা না থাকায় এদেশীয় ট্যাক্সদাতাদিগের কোন স্বার্থ নাই; কিন্তু তাঁহাদিগকে ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশ বহন করিতে হইবে। এই বিল যেদিন উপস্থিত করা হয় সেদিন বাবু দুর্গাচরণ লাহা সভায় উপস্থিত ছিলেন, এদেশীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করেন কিন্তু তাঁহার কথা গ্রাহ্য হয় নাই। আপাততঃ ইহার বিচারের ভার একটী বিশেষ কমিটীর প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তাহারা যেরূপ রিপোর্ট করিবেন তদনুসারে কার্য্য হইবে। ফলে কি দাঁড়াইবে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমরা যদি ইহাকে পক্ষপাত বলি কিম্বা যথেচ্ছ ব্যবহার বলি তাহা হয় ত অনেক ইংরাজের কর্ণে ভাল লাগিবে না কিন্তু মন যাহা বলে মুখ তাহার অন্যপ্রকার কিরূপে বলিবে, লেখনীই বা অন্য প্রকার কিরূপে লিখিবে।

উপসংহারকালে আমরা মিউনিসিপালিটীকে একটী পরামর্শ দিতেছি, তাঁহারা যদি ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইলেন তাহা হইলে কেন এক কর্ম্ম করুন না। আজিও সুন্দরবনের অনেক ভূমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ পড়িয়া আছে। বিশেষ ধনবান না হইলে একজনের কর্ম্ম নয় যে তাহা উদ্ধার করেন। তাঁহারা এক একটী লাট কিনিয়া আবাদ করুন। একবার আবাদ করিতে পারিলে যাহা ব্যয় হইবে তাহার দশগুণ লাভ হইবার সম্ভাবনা; এবং তাহা হইলে তাঁহাদের একটী চিরস্থায়ী লাভের দ্বার হইয়া থাকিবে। জমিদারেরা কর্ম্মচারীর ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারেন না বলিয়া অনেক ক্ষতি হয়, তাহারা সে কার্য্যও উত্তমরূপ চালাইতে পারিবেন

কুল্পী লাইন।

আমরা ইতি পূর্ব্বে "কুল্পী ব্রাঞ্চ রেলওয়ে" এই শিরোনাম দিয়া যে একটী প্রস্তাব লিখি, সে বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে। আমরা উক্ত প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম, দক্ষিণ অঞ্চলের বহুসংখ্য ভদ্রলোক যাহাতে এই রেলওয়েটী হয় তন্নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই রেলওয়েটী খুলিবার পক্ষে মত জিজ্ঞাসা করিয়া ডায়মণ্ড হারবারের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ আবেদন পত্রখানি প্রেরণ করেন। আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার রিপোর্টের স্থূল তাৎপর্য্য এই—আরোহির সংখ্যা ও বাণিজ্য সামান্য মাত্র হইবে। যে সকল দ্রব্য এদেশে উৎপন্ন হয় তাহা নৌকা [illegible] ও গাড়িদ্বারা কলিকাতায় [illegible] থাকে। বণিকগণ যে [illegible] সুবিধার জন্য অধিক [illegible]

পাঠ করিতে পারে। যাহাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে না তাহাদের সে আশাও থাকে না; তাহাদিগকে কাষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়াই পাঠ সাঙ্গ করিতে হইবে। ইহাকে কি প্রকারান্তরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা বলে না?

দ্বিতীয়তঃ ওকালতি। দিন দিন উকীলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে. এবং অনেক অপাত্রেও এই দলে প্রবিষ্ট হইতেছেন। এই অনিষ্টের নিবারণ করিবার জন্য হাইকোর্ট যে পরীক্ষা প্রভৃতির নিয়ম করিয়াছেন তাহার প্রতি পদে ব্যয় আবশ্যক। পরীক্ষা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার সময় ব্যয়, পরীক্ষা দিবার সময় ব্যয়; পরীক্ষা দিয়া উকীল শ্রেণীভুক্ত হইবার সময় ব্যয়; আবার কোন উকীল কিম্বা আটর্ণির নিকট কর্ম্ম শিখিবার সময় অন্য কোন কার্য্য করিতে নিষেধ। এত ব্যয় স্বীকার করিয়া কার্য্য রম্ভ করা কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সাধ্য, কখনই নয়। আদালতের কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রকৃত গুণী ও বিদ্বান লোক চান কিন্তু ইহাতে সে শ্রেণীর লোক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন এবং অকর্ম্মণ্য ধনী সন্তানেরাই প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবেন। ধন অপেক্ষা বিদ্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল।

বিবিধসংবাদ।

১৮ ই চৈত্র সোমবার।

আমরা "উমেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি" স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্র প্রেরকগণ লিখিয়াছেন বারুইপুরের বাবু রাজচন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এই দুর্ভিক্ষ সময়ে দরিদ্রদিগকে যে চাউল বিতরণ করিতেছেন, ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তদ্বিষয় অনুসন্ধানার্থ বারুইপুরের পুলিসের প্রতি আদেশ দেন। সব ইনস্পেক্টর এবং গিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া এই রূপ পাঠাইয়াছেন, "তিনি ৩রা মার্চ উক্ত বাবুর বাগান বাটীতে গিয়া দেখেন ৯৮ জন দরিদ্র তথায় উপস্থিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু উহাদের প্রত্যেককে এক সের করিয়া চাউল বিতরণ করিলেন। রাজেন্দ্র বাবু ১লা জানুয়ারি হইতে এই রূপ দান করিতেছেন। সব ইনস্পেক্টর চাউলের গুদামে গিয়া দেখিয়াছেন ৭।৮ মণ চাউল মজুত আছে। ৩রা মার্চের পর ২০এ মার্চের মধ্যে প্রায় ১৮০০ শত দরিদ্রকে প্রতিদিন এক সের করিয়া চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এখনও তাহাতে ক্ষান্ত হন নাই।" পুলিষ ত তদন্ত করিয়া গেলেন, এখন কি হয় বলা যায় না। যাহা হউক আমরা রাজেন্দ্র বাবুর বদান্যতা বিষয়ে যেরূপ শুনিতে পাই এবং সেই বদান্যতা সূচক পত্রাদি যেরূপ উপর্য্যুপরি ও রাশি রাশি আমাদিগের হস্তগত হইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে একটী সম্মান সূচক উপাধি দান, না হয়, অগত্যাতঃ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তাঁহার প্রতি ধন্যবাদ প্রকাশ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা দ্বারা কেবল তাঁহাকে উৎসাহ দান নহে, আমাদিগকেও উপকৃত করা হইবে।

২২ এ মার্চ্চ বস্তি এবং গোরক্ষপুরে ৩০ হাজারেরও অধিক লোক রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অন্নছত্র সকল লোকে পরিপূর্ণ ছিল। শোণের দক্ষিণে লোকের কষ্টের উপক্রম হইয়াছে।

বিক্টর ডি লেসেপ্স্ ও তাঁহার সহচর ষ্টুয়ার্ট লাহোরে আসিয়া প্রস্তাবিত মধ্য আসিয়ার রেলওয়ের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন।

১৯ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

একটী এদেশীয় স্ত্রীলোক বরাহনগর হইতে দশ বৎসর বয়স্ক একটী বালিকাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত চারি বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে, ইংলণ্ডে একজন বিখ্যাত ইংরাজ ব্যারিষ্টরের ভগিনীর সহিত ইণ্ডিয়ান মেডিকল সার্ব্বিসের একজন বাঙ্গালির বিবাহ হইবার কথা হইতেছে।

কেবল মাত্র ফিজাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট হইতে যথায় অযোধ্যার কমিশনর রিলিফ কার্য্যের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেন, ১০০১০৪ মণ শস্য সম্প্রতি দুই সপ্তাহের মধ্যে রপ্তানী হইয়াছে। এমন অবস্থায় তথায় দুর্ভিক্ষ না হইবে কেন? ২৮ এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত দুই সপ্তাহের মধ্যে অযোধ্যায় ২০৬৩৩ মণ শস্য আমদানী কিন্তু ১৮৩০২৩ মণ রপ্তানী হয়।

২০ এ চৈত্র বুধবার।

মান্দ্রাজে দুটী বালক ভূত সাজিয়া এক কৃষককে ভয় দেখায়। কৃষক ভীত হইয়া আত্ম রক্ষার্থ অন্য কোন উপায় না পাইয়া হস্তস্থিত দাত্র দ্বারা একজনকে আঘাত করে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

রঙ্গপুরে লোকে আহারের জন্য গৃহ সামগ্রী সকল বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুনা গেল বর্দ্ধমান অঞ্চলে সম্প্রতি কেহ কেহ উদরান্নের জন্য পুত্র কন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পিনাঙ এডেন পুনা নাগপুর এবং পালমকোটাতে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

২১ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার

আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব আগামী ১৩ ই এপ্রেল ভারতবর্ষ হইতে বোম্বাই স্টীমারে স্বদেশে যাত্রা করিবেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম মিউরও উক্ত ষ্টীমারে যাইবেন।

বেঙ্গল ফামিন ফণ্ডের কলিকাতার কমিটী এ পর্য্যন্ত সমুদায়ে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে ১ [illegible] ৩৫০ টাকা সংগ্রহ [illegible] ছেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত [illegible] যে চাঁদা স[illegible] করিয়াছে [illegible]

আগামী ৩রা এপ্রেল লার্ড ও লেডি রিপন বোম্বাই পর্য্যন্ত যাত্রা করিবেন। লার্ড নর্থব্রুক সিমলা গমন বন্ধ করাতে আমরা ভাবিয়াছিলাম অন্যান্য শাসনকর্ত্তাও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন। কিন্তু আমাদের সে অনুমান বৃথা হইল।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, সমুদ্রতীর এবং পণ্ডিচারি নগর হইতে ফরাসী রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার জন্য এক কোম্পানি হইয়াছে।

গত বুধবার জষ্টিসদিগের এক সভা হইয়াছিল। ধর্ম্মতলা বাজারটী ক্রয় করাই অধিকাংশের মত হইয়াছে।

গত শুক্রবার সার উইলিয়ম মিউর আলাহাবাদে গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন।

মস্থবিতে একটী নূতন বিধ মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। এক স্ত্রীপুরুষে পৃথক হয়, স্ত্রী এক দিন তাহার স্বামীর বাটীতে গমন করাতে স্বামী অনধিকার প্রবেশ বলিয়া স্ত্রীর বিরুদ্ধে সমন বাহির করিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন, চারিটী স্ত্রী সহিত একজন ছাত্র প্রায় কোন শিক্ষকের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু কাপ্তেন মটের তাহাই ঘটিয়াছে। ইনি ভাউনগরের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ঠাকুরের শিক্ষক হইয়াছেন। ঠাকুর প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে কি করিবেন বলা যায় না।

বোম্বাইর হাইকোর্টের বিচারপতি মেলবিলের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত বিচারপতি নানাভাই হরিদাস তাহার কার্য্য করিবেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ

বোম্বাইর একখানি সংবাদ পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "মাঞ্চেষ্টরের মেয়র এই দুর্ভিক্ষ জন্য চাঁদা সংগ্রহার্থ একটী সভা আহ্বান করেন, সভা স্থলে অতি অল্প লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। বার্লি ও মাঞ্চেষ্টরের বিশপ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে বঙ্গদেশের যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিবারণার্থ কেবল গবর্ণমেণ্টেরই অগ্রসর হওয়া উচিত, এ বিষয়ে সাধারণ লোকের নিকট চাঁদা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা উচিত হয় না। ইহা শুনিয়া অনেকে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেয়রকে দ্বিতীয় বার আর এক সভা আহ্বান করিতে [illegible] অনুরোধ করেন। বার্লি বিশপ ও তাঁহাদের বন্ধুগণ যখন উপরিউক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, লাঙ্কেশিয়ার কটন ফ্যামিন ফণ্ডে বিদেশ হইতে যে ১৮ লক্ষ টাকা প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে ১০ দশ লক্ষেরও অধিক টাকা ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছিল, তখন তাঁহারা বোধ হয় সেটী বিস্মৃত হইয়াছিলেন। লোকের কষ্ট সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সকল সত্য প্রকাশ করিতেছেন না অনেকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে। ইণ্ডিয়া আফিস যে সকল সংবাদ দেন, তদপেক্ষা ডেলিনিউসের বিশেষ কমিশনর যে সকল টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতেছেন তাহাতে লোকের অবস্থা আরো মন্দ বলিয়া প্রকাশ হয়। কিন্তু উক্ত কমিশনরের প্রেরিত টেলিগ্রাম সকল যে অত্যুক্তি দোষে দূষিত লার্ড স্যালিসবরি সেটী সর্ব্বসাধারণকে বিলক্ষণ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরারের নওদাস্থ (গয়া) সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, তথায় তিনটী অন্নছত্র খোলা হইয়াছে, ইহাতে প্রায় ১ এক শত লোককে আহার দেওয়া হয়। ইহাদিগকে দিবসের মধ্যে একবার ডাল ভাত দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এত দুর্ব্বল ও শীর্ণ যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন। দুটী রিলিফ ওয়ার্ক আরম্ভ করা হইয়াছে। লোকে দলে দলে তথায় কার্য্য করিতে যাইতেছে। দিন দিন উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক জমীদার রিলিফ ফণ্ডে টাকা দিয়াছেন। এই জনরব হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট লোকের দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণার্থ শস্য সংগ্রহের ভাণ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। যে সকল বস্তা লইয়া যাওয়া হইতেছে, উহাতে বাস্তবিক শস্য নাই, কেবল গোলা গুলিতে পূর্ণ।

ঢাকার ক্যামিন রিলিফ সভার যে কার্য্য বিবরণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, কয়েক দিবসের মধ্যে ২৯০২৪ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে খাজে আবদুল গণি ও তাঁহার পুত্র ১০ দশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

ডুমরাওনের রাজা এবং তাঁহার পুত্র কুমার রাধা প্রসাদ সিংহ এই দুর্ভিক্ষ সময়ে বিলক্ষণ মুক্তহস্ত হইয়াছেন। উঁহারা বঙ্গার উপবিভাগীয় রিলিফ ফণ্ডে ৩৫০০ টাকা দিয়াছেন, রিলিফ কার্য্যে ৯ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন এবং ভৃত্য ও প্রজাদিগের জন্য ১৫ হাজার টাকার শস্য ক্রয় করিয়াছেন। এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

২৮ এ মার্চ্চ বঙ্গদেশের শস্যাদির মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, উক্ত সপ্তাহে বর্দ্ধমান বাকুড়া যশোহর মুরশিদাবাদ দিনাজপুর মালদহ রাজসাহী বগুড়া পাবনা ঢাকা ত্রিপুরা ত্রিহুত চম্পারণ এবং হাজারিবাগে সাধারণ চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার মধ্যে মালদহ যশোহর ও পাবনায় মূল্য অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। যশোহরে ১৫ সের মালদহে ৯ সের এবং পাবনায় ১১ সের চাউল টাকায় বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতা রঙ্গপুর দারজিলিঙ চট্টগ্রাম সাহাবাদ এবং কটকে মূল্য কমিয়াছে। কটকে ৩০ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। অবশিষ্ট ২৭ টী বিভাগে মূল্য সমান রহিয়াছে।

২৮ এ মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, দ্বারবঙ্গে লোকের কষ্ট ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। আড়াই হাজার লোক রিলিফ কার্য্যে খাটিতেছে এবং ৩ হাজার লোককে (অধিকাংশই [illegible]
[illegible] আহার দেওয়া হই[illegible]
গুড়ির অন্তর্গত বেথা[illegible]
হইয়াছে। ত্রিহুত [illegible]

—:•:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ মার্চ্চ। ডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুনাথ বসু ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে সাহাবাদে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

৩০ এ মার্চ্চ। কুচবিহারের প্রতিনিধি কমিশনর ডবলিউ জে, এচ হাসেল উক্ত বিভাগের কমিশনর হইলেন।

ডবলিউ ম্যাকফাসন দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্টিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন

এচ, এফ, জে কীন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ কেমার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইবেন।

এচ, বেবরজ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইবেন।

টি, এফ বিগনোলড তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ রেজিষ্ট্রেসনের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর জেনরল থাকিবেন।

এফ ওয়াইর প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এচ, মোসলি দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

কুষ্টিয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, গিলন ত্রিপুরতে বদলী হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে কেলিচার কুষ্টিয়া উপবিভাগের ভার পাইলেন।

৩১ এ মার্চ্চ। ডবলিউ এচ কেণ্ডোবসন কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে গয়ার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এ, এচ, ক্যাগাড বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

টি. বি লেমন কিছুদিনের জন্য কলিকাতার কষ্টমের প্রতিনিধি কালেক্টর হইলেন।

২৬ এ মার্চ্চ। এস এস, হগ সি, এস বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের একজন সভ্য হইলেন।

২৮ এ মার্চ্চ। বাবু নিত্যলাল দে হাবড়ার বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন চৌধুরী ঢাকার বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

৩০ এ মার্চ্চ মৌলবী ধনাসুদ্দীন মহম্মদ ২৪ পরগণার দেবীপুরের সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

মৌলবী মহম্মদ আবদুল রহমন পাবনার সাহাজাদপুরের সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

২৫ এ মার্চ্চ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মালদহের ডিষ্টিক্ট স্কুল কামটী সভ্য হইলেন-

জে, শেলডন, এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র। বাবু বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত, ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার বাবু অক্ষয় কুমার বসু, সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র, বি, এল. মুন্সেফ।

২৬ এ মার্চ্চ। জি, কে ওয়েবষ্টার লোহারডগার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কামটীর একজন সভ্য হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রামচন্দ্র গুপ্ত সারণে রহিলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কৃষ্ণদাস সেন বেত্তিয়া উপবিভাগের এবং তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মহেন্দ্রলাল বসু মতিহারীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দেবেন্দ্রনাথ রায় কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমান বিভাগের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টিং মেডিকাল আফিসর হইলেন।

সার্জ্জন ডবলিউ ষ্টিওয়ার্ট বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং সিবিল কোর্ট আমীন মৌলবী আজাহর উদ্দীন পাবনার ডিষ্টিক্ট রোড কমিটীর সভ্য হইবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ মার্চ্চ। অদ্য রাত্রিতে কমন্স ও লার্ডস এই উভয় বাটীতেই সার গার্ণেট উলসিলিকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইবে। আশান্টি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আসাতে রাজ্ঞী তাঁহাকে ব্যারণেটের পদ প্রদান করিয়াছেন এবং একটী সম্মান সূচক উপাধি ও পেন্সন দিয়াছেন।

শান্তির সময় ৪০১০০০ সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা সেনাদল সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির যে অংশে আছে সেই অংশটী অব্যাহত না রাখিলে বিসন্ কর্ম্মত্যাগ করিবেন বলিয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ মার্চ্চ। রশেফোর্ট ও আর ৪ চারি জন কমউনিষ্ট নিউক্যালিডোনিয়া হইতে পলায়ন করিয়া নিউ সাউথ ওয়েলসের নিউকাষ্টলে উপনীত হইয়াছে।

আমাদিগের ময়মনসিংহস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন;

আমরা কিশোরগঞ্জস্থ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতেছি। তিনি অবিলম্বে স্থানান্তরিত হন, সকলেরই ইচ্ছা ডেপুটী বাবুর এখন হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

আজিকালি ময়মনসিংহ সহরে জুয়া খেলার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেক মহাত্মা ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন; একটি সম্ভ্রান্ত লোককে প্রকাশ্যভাবে এই পথের পথিক হইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পুলিসের ভাব দেখিয়া বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের যেন ইহাতে অনুমোদন আছে। আইনে কি জুয়াখেলার দণ্ড নাই?

এই মহাদুর্ভিক্ষ সময়ে প্রায় সকল স্থানের জমীদারগণই প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় রহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু অত্র স্থানীয় ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা এত দূর নির্দ্দয় যে তাঁহারা নিয়মিত কর আদায় করিয়াও ক্ষান্ত হন না। প্রজাদিগের নিকট হইতে জরিমানা ও সেলামি আদায় করিয়া প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিয়া থাকেন।

কোন এক অপর দেশীয় লোক যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সপরিবারে যাবজ্জীবন তীর্থে বাস করিবার জন্য কাশীধাম যাইবে বলিয়া মুক্তাগাছা নামক পল্লীতে উপনীত হয়। এই স্থানে উহারা ক্ষুধা ও ত[illegible] অত্যন্ত কাতর হইয়া রাজপথের [illegible] বর্ত্তী কোন জলাশয়ের তীরে [illegible] রাদি কার্য্য সম্পন্ন করি[illegible] ক্রোড়ে সুখে বিরাজ[illegible]